“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”
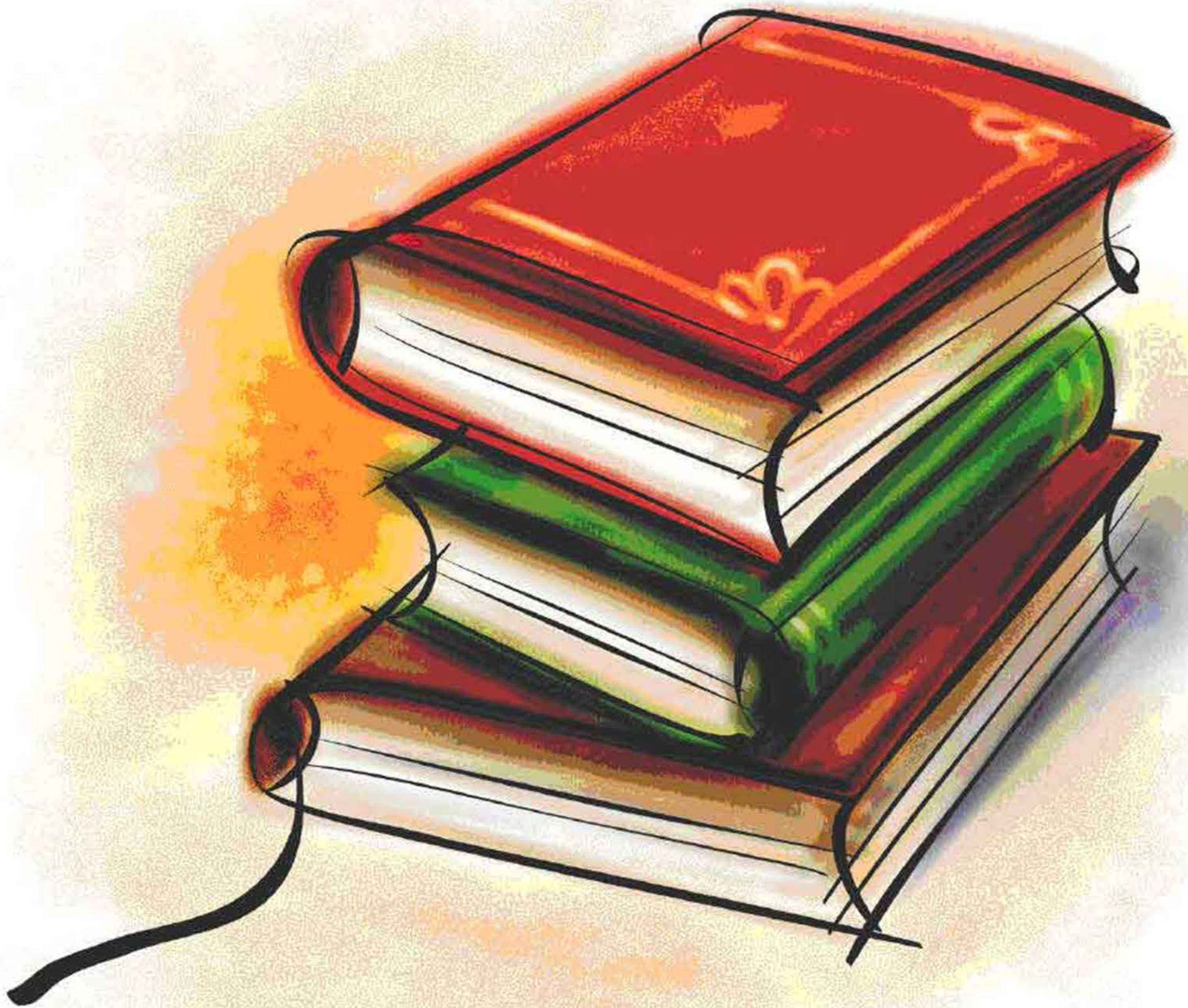
মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

বিশ্বকোষ

চতুর্থ খণ্ড।

কাল
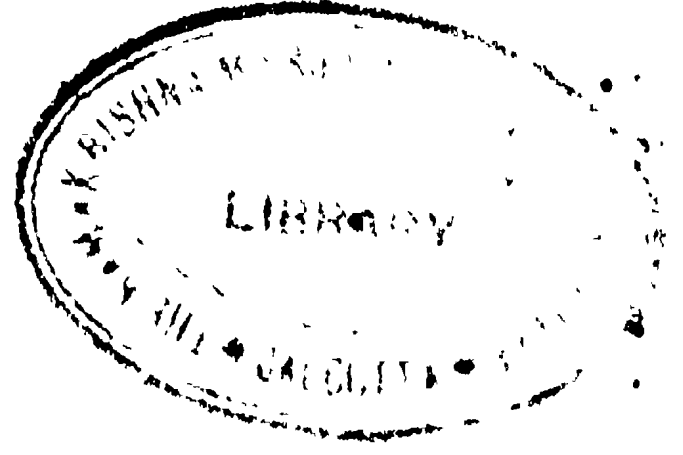
কাল (ক্লী) কু ঈষৎ কৃষ্ণত্বং লাতি গৃহ্লাতি, কু-লা-ক, কোঃ কাদেশঃ। যদ্বা ধাতুষু কুৎসিতরূপতয়া অলতি কু-অল্-অচ্, কোঃ কাদেশঃ। ১ লৌহ। ২ কক্কোল। ৩ কালীয়ক-নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৪ (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। (পুং) ৫ কৃষ্ণবর্ণ। ৬ মৃত্যু। ৭ মহাকাল। ৮ শনিগ্রহ। ৯ কাস-মর্দ্দবৃক্ষ। ১০ রক্তচিত্রা। ১১ ধূনা। ১২ কোকিল। ১৩ শিব। ১৪ বিষ্ণু। ১৫ পর্ব্বতবিশেষ। ১৬ কলয়তি আয়ুঃ কল-ণিচ্-পচাদ্যচ্ ততোহণ্। যদ্বা কলয়তি সর্ব্বাণি ভূতানি কল-ণিচ্-অচ্-অণ্। সময়। ইহার অপর সংস্কৃত নাম দিষ্ট ও অনেহা। ইহার গুণ—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। কালের সাধারণ বিভাগ তিন প্রকার—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। যে সময় অতীত হইয়া গিয়াছে তাহার নাম ভূত, যাহা চলিতেছে তাহার নাম বর্ত্তমান এবং যাহা আসিবে তাহার নাম ভবিষ্যৎ। শাস্ত্রবিশেষে কালের কতকগুলি সাধারণ বিভাগ আছে। তন্মধ্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত বিভাগই আমরা সর্ব্বদা গণনা করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রেও কালবিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে। সুশ্রুতসংহিতার মতে কালবিভাগ যথা—কাল নিত্যপদার্থ, ইহার আদি, মধ্য ও বিনাশ নাই। সূর্য্যের গতি অনুসারে এই কালকে নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সম্বৎসর ও যুগ নামে বিভক্ত করা হয়। লঘু বর্ণ উচ্চারণ করিতে যে পরিমিত সময়ের আবশ্যক তাহার নাম নিমেষ, ১৫ নিমেষে কাষ্ঠা, ৩০ কাষ্ঠায় কলা, ২০ কলায় মুহূর্ত্ত, ৩০ মুহূর্ত্তে অহোরাত্র, ১৫ অহোরাত্রে পক্ষ, ২ পক্ষে মাস, ২ মাসে ঋতু, ৩ ঋতুতে অয়ন, ২ অয়নে বৎসর এবং ১২ বৎসরে এক যুগ হইয়া থাকে।

। *। ন্যায়মতে বিভু অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন পরিমাণবিশিষ্ট এবং জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব জ্ঞানের কারণ পদার্থবিশেষ। ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ। অতীতত্ব প্রভৃতি ব্যবহারে কালই একমাত্র উপযোগী; কাল না থাকিলে আমরা কোন মতেই এইটি অতীত, এইটি বর্ত্তমান এইরূপ ব্যবহার করিতে পারিতাম না। কোন কোন নৈয়ায়িক কাল ও দিক্‌কে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বলিয়া থাকেন। ন্যায়মতে, খণ্ডকাল ও মহাকাল ভেদে কাল দুই প্রকার। স্পন্দরূপী কালের নাম খণ্ডকাল এবং যে কাল বিভু ও প্রলয়কালে বিনষ্ট না হয়, তাহাকে মহাকাল কহে। ক্ষণ, দণ্ড, পল, বিপল, দিন, মাস ও বৎসর প্রভৃতি ব্যবহারে খণ্ডকালই কারণ, যেহেতু সূর্য্যের পরিস্পন্দ অর্থাৎ গমন দ্বারাই আমরা মাস ও দিন প্রভৃতির ব্যবহার করিয়া থাকি। মহাকালের সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ, এই পাঁচটি গুণ আছে। কোন কোন নৈয়ায়িক জন্য পদার্থ মাত্রকেই খণ্ডকাল বলেন। খণ্ডকালেরই অপর নাম কালোপাধি, এই কালোপাধি চারিপ্রকার। ১ম কালোপাধি, যথা—ক্রিয়াজনিত বিভাগের প্রাগভাববিশিষ্ট ক্রিয়া; যেমন, দুইটী সংযুক্ত দ্রব্যে বিয়োজক ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে পরক্ষণেই সেই দুইটী বিভক্ত হইয়া যায় এবং বিভাগ প্রাগভাবের বিনাশ হয়, তৎপরে অন্য কোন দেশাদির সহিত তাহার সংযোগ ও তৎপ্রাগভাবের নাশ হয়, তাহার পর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাই দেখান যাইতেছে যে, যে সময়ে ক্রিয়া নষ্ট হইয়াছে, সেই সময়েই সেই ক্রিয়া বিভাগ প্রাগভাববিশিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং উৎপত্তিকালে ঐ ক্রিয়া প্রথম কালোপাধি। ২য় কালোপাধি যথা—পূর্ব্বসংযোগবিশিষ্ট বিভাগ; যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থলে

ক্রিয়া উৎপত্তি হওয়ার পরক্ষণে বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সে সময়ে পূর্ব্বসংযোগ বিনষ্ট হয় নাই, তাহার পরক্ষণে বিনষ্ট হইবে। সুতরাং বিভাগের উৎপত্তি সময়ে বিভাগটি পূর্ব্বসংযোগবিশিষ্ট হইয়াছে। ৩য় কালোপাধি, যথা—পূর্ব্বসংযোগ নাশবিশিষ্ট পরবর্ত্তী সংযোগের প্রাগভাব; পূর্ব্বোক্ত স্থলে পূর্ব্বসংযোগ নাশসময়ে পরবর্ত্তী সংযোগের প্রাগভাব আছে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী সংযোগের নাশবিশিষ্ট পরবর্ত্তী সংযোগের প্রাগভাবকে সেই সময়ে তৃতীয় কালোপাধি বলা যায়। ৪র্থ কালোপাধি, যথা—উত্তরসংযোগবিশিষ্ট ক্রিয়া; পূর্ব্বোক্তস্থলে যখন উত্তর সংযোগ হইবে, সেই সময়ে ক্রিয়া উত্তর সংযোগবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ ক্রিয়াকে চতুর্থ কালোপাধি কহে।

। * । অথর্ব্ববেদে কালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"কালো অশ্ব বহতি সপ্তরশ্মিঃ সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমা রোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১ ॥
কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্য্যঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি কালে চক্ষুর্বিপশ্যতি ॥ ৬ ॥
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্।
কালেন সর্ব্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ ॥ ৭ ॥

অথর্ব্বসংহিতা ১৯ কাণ্ড, ৬৩ সূক্ত।

"কালে যজ্ঞং সমৈরয়ং দেবেভ্যো ভাগমক্ষিতম্।
কালে গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ কালে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪ ॥
কালেয়মঙ্গিরা দিবোহথর্ব্বা চাধি তিষ্ঠতঃ।
ইমং চ লোকং পরমং চ লোকং
পুণ্যাংশ্চ লোকান্বিধৃতীশ্চ পুণ্যা।
সর্ব্বাংল্লোকানভিজিত্য ব্রহ্মণা
কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ ॥ ৬ ॥" ১৯। ৫৪ সূ°।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও লিখিত হইয়াছে—

"সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, কালের এই চারিটী মুখ। সত্যযুগ—চারি জিহ্বাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ, ত্রেতাযুগ—ত্রিজিহ্বাবিশিষ্ট রক্তবর্ণ, দ্বাপরযুগ—দ্বিজিহ্বাবিশিষ্ট রক্তপিঙ্গলবর্ণ ও ভয়ঙ্কর এবং কলিযুগ—পুনঃ পুনঃ লিহমান একজিহ্বাযুক্ত রক্তচক্ষুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও যজ্ঞ কালের তিনটী কলাস্বরূপ। সমুদায় চরাচরে এই কালের অসাধ্য কিছুই নাই। কালই সর্ব্বভূত সৃষ্টি করিয়া আবার ক্রমশঃ তাহা সংহার করেন।"

(ব্রহ্মাণ্ডপু° অনুষঙ্গ ৩২ অ:)

কালআঁকড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, অঙ্কোট, কাল আঁকড়।

কালক (ক্লী) কাল স্বার্থে কন্; যদ্বা কলয়তি নোদয়তি রক্তং তাম্, কল-ণিচ্-ণ্বুল্। কালনাশক। [কালনাশক দেখ] ২ যকৃৎ। (পুং) ৩ জতুক, শরীরস্থ চিহ্নবিশেষ, ইহাকে সাধারণ কথায় জটুল বা জড়ুল কহে। ৪ অলগর্দ্দ সর্প। ৫ রাক্ষসবিশেষ। ৬ চক্ষুর কৃষ্ণ অংশ। ৭ বীজগণিতোক্ত অব্যক্ত রাশির সংজ্ঞাবিশেষ। ৮ জনপদবিশেষ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যমতে, এই স্থান প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা। (পা ২।৪।১০ মহাভাষ্য।) ৯ একজন প্রসিদ্ধ জৈনসূরি। মহাবীরের নির্ব্বাণের ৪৩৫ বর্ষ পরে জীবিত ছিলেন। কাহারও মতে ইনিই পর্য্যুষণাপর্ব্ব পরিবর্ত্ত করেন। ইনি গর্দ্দভিল্লের ধ্বংসের কারণ। ১০ একজন জৈনসিদ্ধ। পূর্ব্বে ভাদ্রপদশুক্লপঞ্চমীতে পর্য্যুষণাপর্ব্ব হইত। অনেকের মতে ইনিই মহাবীর-নির্ব্বাণের ৯৯১ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৫২৩ বিক্রমসম্বতে পঞ্চমী হইতে চতুর্থী তিথিতে পর্ব্বদিন স্থির করিয়া যান। (ত্রি) ১১ কালবর্ণযুক্ত বস্ত্রাদি। ১২ কাল-কন্ (কালাচ্চ। পা ৫।৪।৩৩) অনিত্যবর্ণবিশিষ্ট। ১৩ রক্তবর্ণ।

কালকঙ্কর মামুদাবাদ—অযোধ্যা অঞ্চলের একটী গ্রাম। মাণিকপুরের দুইক্রোশ উত্তরপশ্চিমে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইহার নিকট গঙ্গার বামদিকে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

কালকচু (স্ত্রী) কালা কৃষ্ণবর্ণা কচুঃ, কর্ম্মধা। কালবর্ণের কচু। [কচু দেখ।]

কালকঞ্জ (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং কঞ্জম্ কর্ম্মধা। ১ নীলপদ্ম। ২ (পুং) দানববিশেষ।

কালকটঙ্কট (পুং) কালরূপঃ কটঙ্কটঃ মধ্যলো-কর্ম্মধা। শিব, মহাদেব। "বৈষ্ণবী পাৰ্বতী তালী খলী কালকটঙ্কটঃ।"

(ভারত অনু° ৫৭ অ:।)

কালকণ্টক (ত্রি) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কণ্টকোহস্য বহুব্রী। কাল কাঁটাযুক্ত বৃক্ষাদি।

কালকণ্ঠ (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কণ্ঠো যস্য বহুব্রী। ১ শিব। ২ পীতসারবৃক্ষ। ৩ ময়ূর। ৪ খঞ্জনপক্ষী। ৫ চড়াই। ৬ ডাকপাখী।

("কালকণ্ঠস্তু দাত্যূহে কলাবিঙ্কে চ খঞ্জনে।
ময়ূরে পীতসারে চ স্যাৎ পশুপরশৌ পুমান্ ॥" (মেদিনী।)

কালকণ্ঠক (পুং) কালঃ কৃষ্ণঃ কণ্ঠোহস্য কাল-কণ্ঠ-কপ্ স্বার্থে কন্ বা। ১ দাত্যূহপক্ষী, ডাকপাখী। ২ পীতসারবৃক্ষ

কালকন্দক (পুং) কালঃ কন্দ ইব কায়তি প্রকাশতে কাল কন্দ-কৈ-ক। যদ্বা কালং কৃষ্ণসর্পং কন্দতি, স্বরূপতয়া স্পর্দ্ধতে কাল-কন্দি-অচ্ স্বার্থে কন্। জলসর্প, কাল ঢোঁড়াসাপ।

কালকর্ণিকা (স্ত্রী) কালস্য কর্ণিকা ইব, উপমি। অলক্ষ্মী (অলক্ষ্মীঃ নির্ঋতিঃ কালকর্ণিকা স্যাদথাহশুভম্। হেম ৬।১৭।

কালকর্ণী (স্ত্রী) কালঃ কর্ণেঽস্যাঃ কাল-কর্ণ-অচ্-ঙীপ্। অলক্ষ্মী। [অলক্ষ্মী দেখ।]

কালকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) কালং অনিষ্টকারি কর্ম্ম, কর্ম্মধা°। ১ অনিষ্টকারক কার্য্য।
("যেন ত্বং যোজিতস্তাত মহতা কালকর্ম্মণা।" রামায়ণ ৬।৭।২।)
২ মৃত্যু।

কালকলায় (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কলায়ঃ, কর্ম্মধা°। ১ কাল মটর। ২ কালরঙ্গের মাষকলাই।

কালকল্প (ত্রি) ঈষৎ অসমাপ্তঃ কালঃ, কাল-কল্পপ্। ঈষৎ অসম্পূর্ণকাল, কালসদৃশ, যমতুল্য।

কালকবৃক্ষীয় (পুং) কালকো বৃক্ষো যত্র দেশে, তত্র ভবঃ। কালক-বৃক্ষ-ছ। কালচরিত্রজ্ঞ ঋষিবিশেষ।

কালকস্তূরী (স্ত্রী) কস্তূরীবিশেষ। লতাকস্তূরী।
[কস্তূরী দেখ।]

কালকা (স্ত্রী) কাল এব স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ কালকেয় নামক অসুরগণের মাতা। ২ [বৈ] পক্ষিবিশেষ। ৩ দক্ষমাতা। ৪ বৈশ্বানরকন্যা।

কালকাক্ষ (পুং) অসুরবিশেষ।

কালকাঞ্জ (পুং) [বৈ] ১ বেদোক্ত কালচিহ্নযুক্ত পশুভেদ। ২ রাশিভেদ।

কালকাল (পুং) কালং কলয়তি নোদয়তি, কাল-ণিচ্ কল-অণ্। ১ পরমেশ্বর। মান্দ্রাজপ্রদেশস্থ টাঙ্কুইবরের নিকটবর্ত্তী এক প্রাচীন তীর্থ।

কালকাসুন্দা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। এদেশে কালিকাসুন্দে ও সাবিকাসুন্দি, হিন্দিতে বৃহৎচির বলে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Cassia Sophora। সংস্কৃত পর্য্যায়—কাশমর্দ্দ, অরিমর্দ্দ, কাসারি ও কর্কশ। এই বৃক্ষ বঙ্গদেশ, আসাম ও ভারতের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলদ্বীপে, মালয় উপদ্বীপে ও মলক্কাতেও জন্মে। বৃক্ষগুলি ছোট ছোট, ফুল হরিদ্রা-বর্ণ, কিন্তু দুর্গন্ধ। গাছের গোড়া শক্ত, শিকড় আঁশযুক্ত। ইহা আগাছার মধ্যে বর্ষকালে আপনি জন্মে ও অগ্রহায়ণ মাসে ইহার ফুল হয়।

বৈদ্যকমতে—ইহার পত্র রোচক, বলকারক, বিষঘ্ন, রক্তদোষনিবারক, মধুর, বাতশ্লেষ্মনাশক, পাচক, কুষ্ঠবিশো-ধক, পিত্তঘ্ন, গ্রাহক, লঘু ও উৎকৃষ্ট কাসঘ্ন।

হকিমি মতে—মরিচের সহিত ইহার শিকড় বাঁটিয়া খাওয়াইলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য পায়। চন্দনের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে দাদ ভাল হয়।

কেহ কেহ ইহার পত্র অঞ্জনের সহিত ব্যবহার করে। ইহার পত্র শুষ্ক করিয়া তাহার গুঁড়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া দাদের বা অন্যান্য ক্ষতের উপর লেপন করে। বহুমূত্র রোগে ইহার ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া খাওয়ান যায়।

কালকীট (পুং) কালঃ কীটোঽত্র, বহুব্রী°। ১ দেশবিশেষ। ২ (তত্র ভবঃ অণ্) (ত্রি) কালকীটদেশজাত।

কালকীর্ত্তি (পুং) মহাভারতোক্ত অসুররাজবিশেষ।
(ভারত আদি ১৭ অঃ।)

কালকীল (পুং) কালং প্রকৃতকালোপযুক্তং সংপ্রসঙ্গাদিকং কীলয়তি আবৃণোতি, কাল-কীল-অণ্। কোলাহল; 'কোন প্রসঙ্গের সময় কোলাহল উপস্থিত হইলে' সেই প্রসঙ্গ ঢাকিয়া যায়, তাহাতে 'কালকীল' নাম হইয়াছে।

কালকুণ্ঠ (পুং) কালেন কালরূপিণা পরমেশ্বরেণ কুণ্ঠ্যতে অসৌ কাল-কুণ্ঠ কর্ম্মণি ঘঞ্। যম।

কালকুষ্ঠ (ক্লী) কালাৎ কৃষ্ণপর্ব্বতাৎ কুষ্যতে, কাল-কুষ-কর্ম্মণি ক্ত। কঙ্কুষ্ঠ নামক পর্ব্বতজাত মৃত্তিকাবিশেষ।
[কঙ্কুষ্ঠ দেখ।]

কালকূট (ক্লী) কালস্য মৃত্যোঃ কূটং দূত ইব উপমি° যদ্বা কালং শিবমপি কূটয়তি অবসাদয়তি; কালকূট্-অচ্। ১ বিষ হলাহল। ২ (পুং) স্থাবরবিষবিশেষ। ভাবপ্রকাশে ইহার উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে—দেবাসুরযুদ্ধ-কালে পৃথুমালিনামক কোন অসুর দেবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, তাহার রক্ত হইতে অশ্বত্থবৃক্ষের ন্যায় একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে; সেই বৃক্ষের নির্য্যাস কালকূটবিষ। এই বিষ শৃঙ্গবের, কোঙ্কণ ও মলয়পর্ব্বতে পাওয়া যায়। এই বিষ শোধিত করিতে হইলে প্রথমে ৩ দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, তৎপরে সর্ষপতৈলে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া সেই ন্যাকড়ায় কিছুদিন বাঁধিয়া রাখিলে বিষ বিশুদ্ধ হয়। বিষের গুণ যথা—প্রাণনাশক, সর্ব্বশরীরব্যাপী, অগ্নিগুণ-বহুল, ওজঃ শুষ্ক করিয়া সন্ধিবন্ধের শৈথিল্যকারক, সংযুক্ত দ্রব্যের গুণগ্রাহক ও বুদ্ধিনাশক। বিশুদ্ধ বিষের এই সকল গুণ অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়। বিষ এইরূপ ভয়ঙ্কর গুণ যুক্ত হইলেও যুক্তিযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে, ইহা রসায়ন এবং বায়ু শ্লেষ্মা ও সন্নিপাতদোষনাশক। ৩ বিষ মাত্র। ৪ কাক। ৫ গিরিবিশেষ। বর্ত্তমান কালীগণ্ডক নদীর নিকট।

"কুরুভ্যঃ প্রস্থিতাস্তে তু মধ্যেন কুরুজাঙ্গলম্।
রম্যং পদ্মসরো গত্বা কালকূটমতীত্য চ।।" ভারত ২।২০।২৬।

কালকূটক (পুং) কালস্য কূটমিব কায়তি প্রকাশতে, কাল-কূট-কৈ-ক। ১ কারস্করবৃক্ষ। [কারস্কর দেখ।] ২ বিষ।

("ততো দুর্য্যোধনঃ পাপস্তদ্ভক্ষ্যে কালকূটকম্।
বিষং প্রক্ষেপয়ামাস ভীমসেনজিঘাংসয়া ॥"
মহাভারত ১।১২৮ অঃ।)

কালকূটঙ্কট (পুং) কালঃ কালবর্ণঃ কূটঙ্কটঃ, কর্ম্মধা°। কালকটঙ্কট, শিব।

কালকূটি (ত্রি) কলকূটে ভবঃ কলকূট-ইঞ্ (সাধাবয়বপ্রত্যা-গ্রাকলকূটাশ্মকাদিঞ্। পা ৪।১। ১৭৩।) কলকূটজাত।

কালকূলী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus atratus.)

কালকৃৎ (পুং) কালং করোতি উদয়াস্তাভ্যাং কালস্য দণ্ডাদি-পরিমাণং করোতি ইত্যর্থঃ কাল-কৃ-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। ১ সূর্য্য। ২ পরমেশ্বর।

কালকৃত (পুং) কালেন পরমেশ্বরেণ কৃতঃ সৃষ্টঃ যদ্বা কালং কালপরিমাণং কৃতঃ কর্ত্তা কাল-কৃ-কর্ত্তরি ক্ত। ১ সূর্য্য। ২ (ত্রি) কালজাত। ৩ পাপবিশেষ। যে সকল পাপ বিনষ্ট হইবার কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

("কালে কালকৃতো নশ্যেৎ ফলভোগ্যো ন নশ্যতি।" যাজ্ঞবল্ক্য) ৪ যথাকালে কৃত, যে সময়ে যাহা করা উচিত, ঠিক সেই সময়ে যাহা সম্পাদিত হয়।

কালকেতু (পুং) ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর মহাদেবের অভিশাপে ধর্ম্মকেতু নামক এক ব্যাধের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এই সময়ে তাঁহার কালকেতু নাম ছিল। (কবিকঙ্কণ চণ্ডী।)

কালকেয় (পুং) কালকায়া অপত্যম্, কালকা-ঢক্। দানব-বিশেষ। ইহাদের মাতার নাম কালকা।

হরিবংশে লিখিত আছে—বৃত্রাসুর নিহত হইলে কালকেয়-গণ সমুদ্রমধ্যে বাস করিয়া রাত্রিকালে গুপ্তভাবে দেবগণের অনিষ্ট সাধন করিত। তৎপরে দেবগণ ইহাদের কতকগুলিকে বিনাশ করেন। অবশিষ্ট কতকগুলি হিরণ্যপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরে অর্জ্জুন তাহাদিগকে নিহত করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ১০৩-১০৫ অঃ)

কালকেরা (দেশজ) কাঁটাযুক্ত গুল্মবিশেষ। (Capparis acuminata.)

কালকেশী (স্ত্রী) কালঃ কেশ ইব পত্রাদির্যস্যাঃ কালকেশ-ঙীপ্। ১ নীলগাছ। ২ কালকেশযুক্তা স্ত্রী। ৩ কালদেবী।

কালকোটি (স্ত্রী) জনপদবিশেষ।

কালক্রিয়া (স্ত্রী) কালে যথাকালে নিষ্পন্না অনুষ্ঠিতা বা ক্রিয়া মধ্যলো°। ১ যথাকালে সম্পাদিত কার্য্য। ১ ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য।

কালক্লীতক (ক্লী) নীলগাছ।

কালক্ষেপ (পুং) কালস্য ক্ষেপঃ ৬তৎ। ১ সময় অতিবাহন। ২ কর্ত্তব্যকার্য্যের সময় লঙ্ঘন।

("উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ। কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে ॥" মেঘদূত ২৩।)

কালখঞ্জ (পুং) ১ দানবিশেষ। ২ (ক্লী) যকৃৎ।

(কালখণ্ডং কালখঞ্জং কালেয়ং কালকং যকৃৎ। হেম ৩।২৬৮।)

কালখঞ্জন (ক্লী) কালেন কালান্তরেণ খঞ্জতি, বিকৃতিং গচ্ছতি, কাল-খঞ্জি-ল্যু। যকৃৎ।

কালখণ্ড (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং খণ্ডং মাংসখণ্ডম্ কর্ম্মধা°। ১ যকৃৎ। [যকৃৎ দেখ] ২ কালপ্রতিপাদকগ্রন্থবিশেষ।

কালখলিসা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

কালক্ষেপণ (ক্লী) কালস্য ক্ষেপণং অতিবাহনম্, ৬তৎ। কালক্ষেপ।

কালগঙ্গা (স্ত্রী) কালী কৃষ্ণবর্ণা গঙ্গা গঙ্গাবৎ পবিত্রকারিণী, কর্ম্মধা। যমুনানদী।

কালগণ্ডিকা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। এক্ষণে কালীগণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ।

কালগন্ধ (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ গন্ধঃ গন্ধবৎ দ্রব্যম্ কর্ম্মধা। ১ কাল অগুরু নামক ঔষধ। ২ কালদেশ, কালের অতি-অল্পাংশ। ৩ কালচন্দন।

কালগ্রন্থি (পুং) কালস্য গ্রন্থিরিব উপমি°। বৎসর।

কালগ্রাস (পুং) কালস্য কৃতান্তস্য গ্রাসঃ ৬তৎ। কালের গ্রাস, মৃত্যু।

কালঘট (পুং) ব্রাহ্মণবিশেষ, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে ইনিও পৌরোহিত্যকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। (ভারত আদি ৫৩অঃ)

কালঘাতী [ন্] (ত্রি) কালে যথাকালে ঘাতয়তি নাশয়তি গিনি। যথাকালে বিনাশকারক।

কালঙ্কত (পুং) কুৎসিতোঽপি অলঙ্কৃতঃ কোঃ কাদেশঃ। বৃক্ষবিশেষ, কালকাসুন্দে। [কালকুসন্দা দেখ।]

কালচকৃমা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Quercus fenestrata.)

কালচক্র (ক্লী) কালস্য কালগতেশ্চক্রমিব, ৬তৎ। কালরূপ চক্র। চক্রের নেমি, নাভি ও অরাদির ন্যায় কালচক্রের নেমি প্রভৃতি বর্ণিত আছে। যথা—দিবাভাগের পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ণ, ও অপরাহ্ণ, এই তিন অংশ কালচক্রের তিনটি নাভি; সম্বৎসর পরিবৎসর প্রভৃতি পাঁচটি অর অর্থাৎ শলাকা এবং ছয় ঋতু ইহার নেমি, অর্থাৎ প্রান্তভাগ। (মৎস্যপুরাণ।) দিবাদি কালাবয়ব নিয়তই চক্রাবয়বের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে, এজন্য কালকে চক্রের সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে—নিমেষাদি যুগ-পর্য্যন্ত কালাবয়ব নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, এজন্য কেহ

কেহ ইহাকে কালচক্র বলিয়া থাকেন। (সুশ্রুত সূত্র° ৬ অঃ।) ২ জ্যোতিশ্চক্রবিশেষ। ৩ রাজাদিগের বিজয়প্রদ ৮৪ প্রকার চক্রমধ্যে একপ্রকার চক্র। [চক্র দেখ]। ৪ দানের জন্য রৌপ্য-নির্ম্মিত চক্রবিশেষ; এই চক্র দান করিলে অপমৃত্যুভয় নিবারিত হয়। ৫ দণ্ডবিশেষ। ৬ ভোট-প্রচলিত কালজ্ঞাপক চক্র।

কালচিন্তক (পুং) কালং চিন্তয়তি বিচারয়তি, কাল-চিন্তি-ণ্বুল্। জ্যোতির্ব্বিদ্।

কালচিহ্ন (ক্লী) কালস্য মৃত্যোর্জ্ঞাপকং চিহ্নম্, মধ্যলো°। মৃত্যুজ্ঞাপক লক্ষণবিশেষ; যে সকল লক্ষণ দ্বারা মৃত্যুকাল জানিতে পারা যায়। কাশীখণ্ডে ইহার কতকগুলি লক্ষণ উক্ত আছে। যথা—যাহার দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা নিশ্বাস এক অহোরাত্র কাল বহে, তাহার ৩ বৎসর মধ্যে আয়ুঃ শেষ হয়। ঐরূপ দুই অহোরাত্র বা তিন অহোরাত্র পর্য্যন্ত বহিলে ১॥০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার আয়ুঃকাল। নাসাপুটদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া বায়ু যদি মুখ দিয়া বহে, তাহা হইলে ৩ দিন মাত্র জীবিত থাকে। এইরূপ সূর্য্য সপ্তম রাশিস্থ এবং চন্দ্র জন্মনক্ষত্রস্থ হইলে অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। অকস্মাৎ কোনও ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি কৃষ্ণ বা পিঙ্গলবর্ণ বলিয়া বোধ করে, তাহার আয়ুঃকাল দুই বৎসর। মল, মূত্র ও শুক্র অথবা মল, মূত্র ও হাঁচি একসঙ্গে পতিত হইলে তাহার একবৎসর-মাত্র আয়ুঃকাল। যে ব্যক্তি আকাশে ইন্দ্রনীলবর্ণ সর্প সকল সঞ্চরণ করিতেছে এইরূপ দেখে, তাহার আয়ুঃকাল ৬ মাস। পরিষ্কার দিবসে সূর্য্যের বিপরীতদিকে ফুৎকার দ্বারা জল নিঃক্ষেপ করিলে তাহাতে যদি ইন্দ্রধনুঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আয়ুঃকাল ৬ মাস। নিজের জিহ্বা, নাসিকার অগ্রভাগ, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল এবং নেত্রজ্যোতিঃ দেখিতে না পাইলে, অল্পদিন মধ্যেই মৃত্যু হয়। নীলাদিবর্ণ বা অম্লাদি রস অন্যথাভাবে অনুভব করিলে, অর্থাৎ যে বস্তুর যে বর্ণ তাহা না দেখিয়া অন্যবর্ণ দেখিলে এবং যে বস্তুর যে আস্বাদ তাহা না পাইয়া অন্য আস্বাদ পাইলে, ৬ মাস মধ্যে মৃত্যু হয়। কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালু প্রভৃতি স্থান নিরন্তর শুষ্ক হইলে ৬ মাস মধ্যেই মৃত্যু ঘটে। যাহার দন্ত, নখ ও নেত্রকোণ নীলবর্ণ হয়, তাহারও আয়ুঃ-কাল ৬ মাস। মৈথুনকালে মধ্য ও শেষ সময়ে হাঁচি হইলে, তাহার ৫ মাস মধ্যে মৃত্যু হয়। স্নানের পর প্রথমেই যাহার বক্ষঃস্থল ও হস্তপদ শুষ্ক হয়, সে ব্যক্তি ৩ মাস মাত্র জীবিত থাকে। ধূলি ও কর্দ্দম মধ্যে যাহার পদচিহ্ন খণ্ডরূপে চিহ্নিত হয়, তাহারি আয়ুঃকাল ৫ মাস মাত্র। দেহ নিশ্চল থাকিলেও যাহার ছায়া কম্পিত হয়, তাহার চতুর্থমাসে মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবিম্ব মধ্যে মুকুট বা মস্তকাদি দেখিতে না পায়, তাহার সেই মাসেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বুদ্ধিভ্রান্ত হওয়া, বাক্যস্খলিত হওয়া এবং রাত্রে ইন্দ্রধনু, দুইটি চন্দ্র অথবা আকাশ নক্ষত্রশূন্য, দিবাভাগে দুইটি সূর্য্য, আকাশে নক্ষত্রসমূহ, চারিদিকে একসময়ে ইন্দ্র-ধনু দর্শন, কিম্বা পিশাচের নৃত্য, বৃক্ষ বা পর্ব্বতের উপর গন্ধর্ব্বলোক দর্শন এইগুলি আশু মৃত্যুর লক্ষণ; ইহার একটিমাত্র লক্ষণ উপস্থিত হইলেও একমাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু ঘটে। হস্তদ্বারা কর্ণ আবরিত করিয়া যে ব্যক্তি তাহাতে কোনরূপ শব্দ শুনিতে না পায়, তাহার জীবন থাকে মাত্র। স্থূল ব্যক্তি হঠাৎ কৃশ হইলে, অথবা কৃশ ব্যক্তি হঠাৎ স্থূল হইলে এক মাস মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। নিজের ছায়া দক্ষিণদিকে অবস্থিত দেখিলে, পাঁচদিনের মধ্যে তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। পিশাচ, অসুর, কাক, ভূত, প্রেত, কুক্কুর, গৃধিনী, শৃগাল, গর্দ্দভ, শূকর, শরভ, উষ্ট্র, বানর, বাজপক্ষী, অশ্বতর বা বৃক প্রভৃতি জন্তুগণ তাহাকে ভক্ষণ কিংবা আকর্ষণ করিতেছে, যে ব্যক্তি এরূপ স্বপ্ন দর্শন করে, এক বৎসর পরে তাহার মৃত্যু ঘটে। স্বপ্নে নিজের শরীর গন্ধ, পুষ্প ও রক্তবস্ত্র দ্বারা ভূষিত দেখিলে ৮ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। ধূলিরাশি, বল্মীক, যূপ অথবা দণ্ডে আরোহণ করিতেছি, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে ৬ মাস মধ্যে মৃত্যু হয়। স্বপ্নে গর্দ্দভে আরোহণ করিয়া ভূষিত শরীরে দক্ষিণদিকে গমন করিলে অথবা নিজের মস্তক কিম্বা শরীর শুষ্ককাষ্ঠ ও তৃণযুক্ত দেখিতে পাইলে ৬ মাস মধ্যে মৃত্যু ঘটে। কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া লৌহদণ্ডধারী কৃষ্ণপুরুষ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে তিন মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়। স্বপ্নে অতি কৃষ্ণবর্ণা কুমারী আলিঙ্গন করিলে একমাস মধ্যে মৃত্যু হয়। বানরে আরোহণ করিয়া পূর্ব্ব-দিকে গমন করিতেছি, এইরূপ স্বপ্ন দেখিলে পাঁচদিন মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কৃপণ ব্যক্তি হঠাৎ দাতা হইয়া উঠিলে এবং দাতা ব্যক্তি হঠাৎ কৃপণ হইলে, তাহাও তাহাদের মৃত্যুলক্ষণ। এইরূপ বহুবিধ মৃত্যুচিহ্ন কথিত আছে।"

(কাশীখণ্ডে ৪১ অঃ।)

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেও ইহার নানাপ্রকার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা সুশ্রুতে—"শরীর বা আচার ব্যবহার স্বাভাবিক অপেক্ষা অকারণ বিকৃত হইলেই সংক্ষেপে তাহা মৃত্যুলক্ষণ বলা যায়। যে ব্যক্তি কোনরূপ শব্দ না হইলেও দিব্য শব্দ শুনিতে পায়, ঐরূপ সমুদ্র মেঘ প্রভৃতির শব্দ না হইলেও দিব্য শব্দসমূহ শুনিতে পায় এবং শব্দ হইলে

শুনিতে পায় না, অথবা অন্য শব্দের ন্যায় শোনে; বিরক্তিকারক শব্দে সন্তুষ্ট এবং সুশব্দে অসন্তুষ্ট হয়; তাহার মৃত্যু অতিশয় নিকটবর্ত্তী বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি শীতল দ্রব্য উষ্ণ অনুভব এবং উষ্ণদ্রব্য শীতল অনুভব করে; শীতপীড়িত হইয়াও উষ্ণস্পর্শে কষ্ট বোধ করে, অথবা অত্যন্ত উষ্ণগাত্র হইলেও শীতে কম্পিত হয়; প্রহার করিলে বা অঙ্গচ্ছেদন করিলেও যাহার কোনরূপ বেদনা অনুভব হয় না; যাহার শরীরে ধূলা বিক্ষিপ্ত আছে বলিয়া বোধ হয়; যাহার শরীরবর্ণ অন্যরূপ হইয়া যায়, অথবা সর্ব্বশরীরে সূতার ন্যায় পদার্থ বিস্তৃত হয়; যে ব্যক্তি স্নান করিয়া অনুলেপনাদি গাত্রে লেপন করিলে, তাহাতে নীলমক্ষিকা সকল উপবিষ্ট হয়; অকস্মাৎ যাহার সুগন্ধি বাতকর্ম্ম নিঃসৃত হয়, তাহারও মৃত্যু অতি আসন্ন। রসসমূহ যে ব্যক্তি বিপরীতরূপে আস্বাদন করে; যথাযুক্ত রসসমূহ যাহার দোষবৃদ্ধিকারক এবং অযথাযুক্ত রসসমূহ দোষের শান্তিকারক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক হয়; তাহারও অল্পদিন পরে মৃত্যু হইয়া থাকে। সুগন্ধি দ্রব্য দুর্গন্ধি বলিয়া অনুভব করিলে, কিম্বা একেবারেই কোন বস্তুর গন্ধ অনুভব করিতে না পারিলে, তাহার মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে হইবে। শীত, উষ্ণ, কালের অবস্থা ও দিক্ প্রভৃতি যে ব্যক্তি বিপরীতভাবে অনুভব করে, জ্যোতিষ্ক পদার্থ সকল দিবাভাগে যে ব্যক্তি প্রজ্বলিত দেখিতে পায় এবং রাত্রিতে সূর্য্যকিরণ, দিবসে চন্দ্রকিরণ, মেঘশূন্য সময়ে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ হইতে বজ্রপাত, নির্ম্মল আকাশে অথবা প্রাসাদ প্রভৃতি স্থানে মেঘদর্শন, বায়ু ও আকাশের মূর্ত্তি দর্শন, পৃথিবীকে ধূম, নীহার অথবা বস্ত্রাদি দ্বারা আবরিত বলিয়া অনুভব, লোকসমূহ প্রজ্বলিত অথবা জলপ্লাবিত বলিয়া বোধ করিলে তাহার অল্পদিন পরেই মৃত্যু ঘটে। আকাশে নক্ষত্রগণসহ অরুন্ধতী, ধ্রুব ও আকাশগঙ্গা দেখিতে না পাইলে, জ্যোৎস্নায়, দর্পণে ও উষ্ণজলে নিজের প্রতিবিম্ব না দেখিতে পাইলে অথবা বিকৃত একাঙ্গহীন ও অন্য প্রাণীর ন্যায় দেখিলে, কিম্বা কুকুর, কাক, কঙ্ক, গৃধ্র, প্রেত, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, হস্তী বা ভূত প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখিতে পাইলে, তাহাও আসন্নমৃত্যুর লক্ষণ বুঝিতে হইবে। প্রজ্বলিত অগ্নির ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় বর্ণ দেখিলে অথবা অগ্নিতে ধূম দেখিতে না পাইলে তাহাও মৃত্যুলক্ষণ। এতদ্ভিন্ন শরীরাবয়বের শুক্লাংশ কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণাংশ শুক্লবর্ণ, রক্তবর্ণের অন্যবর্ণতা, স্থির পদার্থের অস্থিরতা, অস্থির পদার্থের স্থিরতা, বৃহৎ বস্তুর ক্ষুদ্রতা, ক্ষুদ্র বস্তুর বৃহত্ত্ব, দীর্ঘ হ্রস্ব, হ্রস্ব দীর্ঘ, নিঃসরণে অনুপযুক্ত বস্তুর নিঃসরণ, নিঃসরণে উপযুক্ত বস্তুর অনিঃসরণ, অকস্মাৎ শরীরের শীতলতা, উষ্ণতা, স্নিগ্ধতা, রুক্ষতা, স্তব্ধতা, বিবর্ণতা ও অবসন্নতা; অঙ্গবিশেষের স্বস্থান হইতে পতন, উৎক্ষেপ, ঘুরিয়া যাওয়া, নির্গত হওয়া, প্রবিষ্ট হওয়া এবং গুরুত্ব বা লঘুত্বের উৎপত্তি, অকস্মাৎ রক্তবর্ণ ব্যঙ্গ (মেচেতা) হইলে, শিরাসমূহ প্রকাশিত হইলে, ললাটে বা নাসিকায় উপর পিড়কা উৎপন্ন হইলে, প্রাতঃকালে ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইলে, নেত্ররোগব্যতীত চক্ষু হইতে সর্ব্বদা অশ্রু নির্গত হইলে, মস্তকে গোময়চূর্ণের ন্যায় চূর্ণপদার্থের উৎপত্তি হইলে, ভোজন না করিলেও মলমূত্রাদির বৃদ্ধি হইলে ও ভোজন করিলেও মলমূত্রাদি বিনষ্ট হইলে এবং দন্ত, মুখ, নখ ও অন্যান্য অবয়বে বিবর্ণ পুষ্পের প্রাদুর্ভাব হইলে, তাহাকেও আসন্নমৃত্যুর লক্ষণ কহে।"

কথিত লক্ষণ সকল নীরোগ বা রোগী উভয়েরই মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তদ্ভিন্ন কেবল রোগী ব্যক্তিরই কতকগুলি মৃত্যুলক্ষণ বর্ণিত আছে। যথা—"স্তনমূল, হৃদয় ও বক্ষোদেশে শূল উপস্থিত হইলে, শরীরের মধ্যস্থল অর্থাৎ বুক পিঠ ও কটিশোথযুক্ত এবং হস্তপদ শুষ্ক হইলে, অথবা মধ্যদেশ শুষ্ক ও হস্তপদে শোথ হইলে, কিম্বা অর্দ্ধাঙ্গ শুষ্ক এবং অর্দ্ধাঙ্গ শোথযুক্ত হইলে, নষ্টস্বর, ক্ষীণস্বর, বিকলস্বর বা বিকৃতস্বর হইলে, তাহার অবিলম্বে মৃত্যু হয়। যাহার মল, কফ ও শুক্র জলে নিমগ্ন হইয়া যায়, যাহার চক্ষুতে ভিন্ন ও বিকৃতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার কেশ সকল তৈলযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, যে দুর্ব্বল ব্যক্তি অরুচি ও অতিসাররোগে পীড়িত হয়, কাসরোগী তৃষ্ণাপীড়িত হইলে ক্ষীণ ব্যক্তি বমন ও অরুচি রোগযুক্ত হইলে, ফেন, পূয ও রক্তমিশ্রিত বমন করিলে, এই সকল মৃত্যুলক্ষণ বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি একসময়ে শূল ও স্বরভঙ্গরোগে পীড়িত হয়; যাহার হস্ত, পদ ও মুখদেশে শোথ উৎপন্ন হয়; যে ব্যক্তি ক্ষীণ অথচ আহারে রুচিহীন; যাহার পিণ্ডিকা, স্কন্ধ, হস্ত ও পদ শিথিল হয়; যে ব্যক্তি জ্বরযুক্ত কাসরোগাক্রান্ত হয়; যে জ্বরকাসরোগী পূর্ব্বাহ্নের ভুক্তদ্রব্য অপরাহ্নে বমন করে, অথবা অপক্ক অবস্থায় তাহার বিরেচন হয়, তাহা হইলে ঐ রোগের সহিত শ্বাসরোগ উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করে। যে ব্যক্তি ছাগলের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া ভূমিতলে পতিত হয়; যাহার অণ্ডকোষ শিথিল, কিন্তু লিঙ্গ স্তব্ধ অথবা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়; গাত্রে জলসেচন করিলে, প্রথমেই যাহার হৃদয়স্থ জল শুষ্ক হইয়া যায়; যে ব্যক্তি লোষ্ট্র দ্বারা লোষ্ট্র, অথবা কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত

করে, অথবা নখ দ্বারা তৃণ ছেদন করে, অধরোষ্ঠ দংশন করে, উত্তরোষ্ঠ লেহন করে, কর্ণ বা কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করে, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, সুহৃদ্ ও চিকিৎসককে দ্বেষ করে, তাহারও মৃত্যু অতি আসন্ন। যাহার জন্মকালীন গ্রহগণ বক্রগামী মন্দস্থান গত হইয়া জন্মনক্ষত্রকে পীড়িত করে, যাহার চোরা উল্কা ও অশনিদ্বারা অভিহত হয়, যাহার গৃহ, দ্বার, শয্যা, আসন, যান, বাহন, মণি, রত্ন প্রভৃতি উপকরণ সকল কুলক্ষণযুক্ত হয়, তাহারও অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে। যাহার শরীরপ্রভা শ্যাব, লোহিত, নীল বা পীতবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। যাহার কান্তি ও লজ্জা বিনষ্ট হইয়া যায়, অকস্মাৎ যাহার শরীরে তেজঃ, ওজঃ, স্মৃতি ও প্রভা উপস্থিত হয়, যাহার অধরোষ্ঠ ঝুলিয়া পড়ে এবং উত্তরোষ্ঠ ঊর্দ্ধগত হয় অথবা উভয় ওষ্ঠই যাহার জামের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার জীবন অতিদুর্লভ। দন্ত সকল রক্তবর্ণ, শ্যামবর্ণ বা খঞ্জনবর্ণ হইলে অথবা পড়িয়া গেলে, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, স্তব্ধ, অবলিপ্ত, শোথযুক্ত বা কর্কশ হইলে, নাসিকা, কুটিল, কুটিত অর্থাৎ ফাটা ফাটা ও শুষ্ক হইলে, স্বর অধিক প্রকাশিত অথবা বদ্ধ হইয়া গেলে, চক্ষুর্দ্বয় সঙ্কুচিত, স্তব্ধ, রক্তবর্ণ অথবা অশ্রুযুক্ত হইলে, কেশসমূহ আপনাআপনি সিঁথিযুক্ত হইলে, ভ্রূদ্বয় অবনত হইলে এবং অক্ষিপক্ষ্ম সকল পতিত হইয়া গেলে, অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। মুখে খাদ্যবস্তু দিলে যে তাহা গিলিতে পারে না, আপনার মস্তক ধারণ করিতে অসমর্থ হয়, একাগ্রদৃষ্টির ন্যায় একবিষয়েই চক্ষু সন্নিবেশ করিয়া থাকে, অথবা মুগ্ধচিত্ত হইলে, তাহার প্রাণনাশ হয়। বলবান্ বা দুর্ব্বল ব্যক্তি বারবার মোহ প্রাপ্ত হইলে তাহাও তাহার মৃত্যুলক্ষণ। যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই উত্তান (চিৎ) হইয়া শয়ন করে, পদদ্বয় বিক্ষেপ অথবা প্রসারণ করে, যাহার হস্ত, পদ ও নিশ্বাস শীতল হয়, যাহার শ্বাস ছিন্ন, নিঃশ্বাস কাকোচ্ছ্বাসের ন্যায়, তাহার অধিকদিন প্রাণরক্ষা হয় না। যে অবিরত নিদ্রা যায়, একবারও যাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না অথবা একেবারেই যাহার নিদ্রা হয় না, কিছু বলিবার চেষ্টা করিলে যে ব্যক্তি মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হয়, সর্ব্বদাই যাহার উদ্গার হয়, যে প্রেতের সহিত বাক্যালাপ করে, বিষাক্ত না হইলেও যাহার রোমকূপ দ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়, বাতাষ্ঠীলা যাহার হৃদয়ে ঊর্দ্ধগত হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী বুঝিতে হইবে। কোন রোগের উপদ্রব ব্যতীত কেবল শোথরোগ (পুরুষের পদদ্বয়ে ও স্ত্রীলোকের মুখদেশে এবং উভয়েরই গুহ্যদেশে) হইলে প্রাণ বিনষ্ট হয়। শ্বাস অথবা কাসরোগে অতিসার, জ্বর, হিক্কা, বমন, অণ্ডকোষ ও লিঙ্গে শোথ প্রভৃতি উপদ্রব হইলে, তাহাতে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। বলবান্ রোগীও স্বেদ, দাহ হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত হইলে তাহার প্রাণরক্ষা হয় না। যে ব্যক্তির জিহ্বা শ্যামবর্ণ হয়, বামচক্ষু কোটরগত হয়, মুখে পূতিগন্ধ হয়, অশ্রুদ্বারা মুখমণ্ডল পূর্ণ হইয়া উঠে, পদদ্বয়ে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, চক্ষু আকুল হয়, শরীরস্থ গুরু অবয়ব সকল হঠাৎ পাতলা হইয়া যায়, যে ব্যক্তি পঙ্ক, মৎস্য, বসাতৈল ও ঘৃতের গন্ধ অনুভব করিতে পারে না, ভাজা দ্রব্যের গন্ধের ন্যায় যে ব্যক্তি বায়ু ত্যাগ করে, মাথার উকুন সকল যাহার ললাটে বিচরণ করে, কাকদিগকে খাদ্য প্রদান করিলে তাহারা যাহার হস্তে সেই খাদ্য ভক্ষণ না করে, যাহাদিগের কোন বিষয়েই সন্তুষ্টি জন্মায় না, তাহাদিগের মৃত্যু অতি আসন্ন। যে ক্ষীণ ব্যক্তির ক্ষুধাতৃষ্ণা রুচিকারক ও হিতজনক মিষ্টান্ন পান দ্বারা নিবারিত হয় না, যাহার এককালে আমাশয়রোগ, শিরঃশূল ও দারুণ কোষ্ঠশূল উৎপন্ন হয়, তাহাদিগেরও অচিরাৎ মৃত্যু ঘটে।" (সুশ্রুত সূত্র° ৩০, ৩১, ৩২, অঃ)

কালচোদিত (ত্রি) কালেন চোদিতঃ প্রেরিতঃ ৩ তৎ। যথাকালে বিনা চেষ্টায় উপস্থিত, কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত।

কালছুঁচা (দেশজ) কালরঙ্গের ছুঁচা।

কালজঙ্ঘা (দেশজ) শীকারী পক্ষিবিশেষ, বাজপাখীর নামান্তর।

কালজাতী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। Eranthemum pulchellum)

কালজানি (স্ত্রী) নদীবিশেষ। আলা-ইকুরি ও দিমা নামক দুইটী নদী ভুটানের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাইগুড়ি জেলায় আলিপুর নামক স্থানে মিলিত হইয়া কালজানি নাম ধারণ করিয়াছে। তাহার পর কুচবেহার রাজ্যের পূর্ব্বদিক্ দিয়া আসিয়া রঙ্গপুরের নিকট রৈধক নামক নদীতে মিশিয়াছে।

কালজাম (দেশজ) ১ কালরঙ্গের জামফল। ২ জামগাছ।

কালজীরা (দেশজ) কালরঙ্গের জীরা। [কৃষ্ণজীরক দেখ।]

কালজোষক (ত্রি) কালে যথাকালে জুষতে ভোজনাদি ইতি শেষঃ কাল-জুষ্-ণ্বুল্। ১ যথাসময়ে অল্প আহারাদি দ্বারা সন্তুষ্ট। (পুং) ২ গোপবিশেষ।

কালজ্ঞ (পুং) কালং উষাদিসময়ং জানাতি কাল-জ্ঞা-ক। ১ কুক্কুট। ২ (ত্রি) উচিত সময়বেত্তা। ৩ জ্যোতিষী।

কালজ্ঞান (ক্লী) কালো জ্ঞায়তে অনেন কাল-জ্ঞা করণে ল্যুট্। ১ জ্যোতিষশাস্ত্র। ২ (ভাবে ল্যুট্।) উপযুক্ত সময় জ্ঞান। ৩ কালো মৃত্যুর্জ্ঞায়তে অনেন। মৃত্যুবোধক চিহ্ন।

("কালজ্ঞানং ততঃ প্রোক্তং দিবোদাসস্ত বর্ণনম্ ॥" কাশীখ° অধ্°।)

কালঝাঁটি (দেশজ) গুল্মবিশেষ। Eranthemum pulchellum.

কালঞ্জয় (পুং) কালং জয়য়তি কাল-জ-ণিচ্-অচ্ বাহুলকাৎ মুম্। ১ যোগিচক্রমেলক। ২ ভৈরববিশেষ। (কালেন জীর্যতি) মেরুর উত্তরস্থ পর্ব্বতবিশেষ। (বিষ্ণুপু° ২।২।২৮) ৪ নগরবিশেষ। [কালিঞ্জর দেখ।] ৫ শিব। ৬ (ত্রি) মৃত্যুনিবারক; সর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণমাত্রে মনোনিবেশকারক।

("আহৃত্য সর্ব্বসঙ্কল্পান্ সত্ত্বে চিত্তং নিবেশয়েৎ।
সত্ত্বে চিত্তং সমাবেশ্য ততঃ কালঞ্জয়ো ভবেৎ ॥"
ভারত শান্তি ২৪ অঃ।)

কালঞ্জক (ত্রি) কালঞ্জর-বুঞ্ (অবৃদ্ধাদপি বহুবচনবিষয়াৎ। পা ৪।২।১২৫।) কালঞ্জরকনামক জনপদসম্বন্ধীয়।

কালঞ্জরা (স্ত্রী) কালং জরয়তি কালং জ-ণিচ্-অচ্-টাপ্ মুম্। চণ্ডিকা।

কালঞ্জরী (স্ত্রী) কালঞ্জর-ঙীপ্। শিবপত্নী, চণ্ডী।

কালতম (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কাল-তমপ্ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ।

কালতর (ত্রি) কালো অতিশেতে কালীং কালী-তরপ্। (দ্বিতীয়াত্বাৎ অতিশয্যমানাৎ। পা ৫।৩।৫৫। বার্ত্তিক ৬।) কালী অপেক্ষাও অধিক কৃষ্ণবর্ণ।

কালতা (স্ত্রী) কালস্য ভাবঃ কাল-তল্। কালের ভাব, কালের ধর্ম্ম।

কালতাল (পুং) কালতাবৈ কৃষ্ণত্বাৎ অলতি পর্য্যাপ্নোতি কালতা অল-অচ্। তমালগাছ। [তমাল দেখ।]

কালতিত্তিরি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, কালরঙ্গের তিত্তিরি পাখী।

কালতিন্দুক (পুং) কালশ্চাসৌ তিন্দুকশ্চেতি কর্ম্মধা° কুপীলুবৃক্ষ।

কালতিল (ক্লী) কালশ্চাসৌ তিলশ্চ। কালরঙ্গের তিল কৃষ্ণতিল। (Sesamum Indicum)

কালতীর্থ (ক্লী) কোশলাস্থিত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থজল স্পর্শ করিলে একাদশ বৃষদানের ফল লাভ হয় ॥

("কোশলান্ত সমাসাদ্য কালতীর্থমুপস্পৃশেৎ।
বৃষভৈকাদশফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥" ভারত বন ৮৫ অঃ।)

কালতুলসী (স্ত্রী) কালরঙ্গের তুলসী, ইহার ডাল বোঁটা প্রভৃতি স্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়। [তুলসী দেখ।]

কালতেউড়ী (দেশজ) কালরঙ্গের তেউড়ী। [তুবৃৎ দেখ]

কালতোয়ক (পুং) প্রাচীন জনপদবিশেষ। মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে এই স্থান আভীর ও অপরান্তাদি জনপদের সহিত উক্ত হইয়াছে। টলেমি কোলক ও এরিয়ান্ ক্রোকল নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। (Ptolemy, *Geog.* VII. ch. I. 58; Arrian, *Indika* Sec. 21.) উক্ত উভয় নাম কালক বা কালতোয়ক শব্দের রূপান্তর বলিয়া অনুমিত হয়। করাচী উপসাগরের উপকূলে কালকল্ল বা কার্কল্ল নামে একটি জেলা আছে, এই স্থান পুরাণোক্ত কালতোয়ক জনপদের অংশ বলিয়া বোধ হয়।

কালত্রয় (ক্লী) কালস্য ত্রিরবয়বঃ কাল-ত্রি-অয়চ্। (দ্বিত্রিভ্যাং) তয়স্যায়জ্ বা। পা ৫।২।৪৩।) তিন কাল, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান।

কালত্রয়জ্ঞ (ত্রি) কালত্রয়ং জানাতি কালত্রয়-জ্ঞা-ক। যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের বিষয় অবগত।

কালত্রয়দর্শন (ক্লী) কালত্রয়স্য দর্শনং প্রত্যক্ষবৎ অবলোকনম্ ৬তৎ। প্রত্যক্ষের ন্যায় কালত্রয়ের বিষয় দর্শন করা।

কালত্রয়দর্শী [ন্] (পুং) কালত্রয়ং পশ্যতি প্রত্যক্ষবৎ অবলোকয়তি কালত্রয়-দৃশ্-ণিনি। যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষের ন্যায় কালত্রয়ের বিষয় অবলোকন করে।

কালত্রয়বেদী [ন্] (ত্রি) কালত্রয়ং বেত্তি কালত্রয়-বিদ্-ণিনি। যে ব্যক্তি ত্রিকালের বিষয় অবগত।

কালদণ্ড (পুং) কালপ্রাপকো দণ্ডঃ মধ্যলো°। ১ জ্যোতিষোক্ত বারাদি যোগবিশেষ। ২ (কালে যথাকালে প্রাপ্তো দণ্ডঃ ৭তৎ) যথাসময়ে প্রাপ্ত দণ্ড। ৩ (কালস্য দণ্ডঃ) যমদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড।

কালদন্তক (পুং) কালো দন্তোহস্য কাল-দন্ত-কপ্। ১ সর্পবিশেষ; এই সর্প বাসুকিবংশজাত; জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ইহার নিধন হইয়াছিল। ২ (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণদন্তযুক্ত।

কালদমনী (স্ত্রী) কালং মৃত্যুং দময়তি নাশয়তি কাল-দম-ল্যু ঙীপ্। মৃত্যুনিবারিণী দুর্গা।

কালদানা (দেশজ) ঔষধবিশেষ, ইহা একজাতীয় বৃক্ষের বীজ, বিরেচনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে কালাদানাও বলিয়া থাকেন।

কালদানী, কুর্দ্দিস্থানের হক্কর জেলায় এই নামে এক শ্রেণীর তদ্দেশীয় খৃষ্টান বাস করে। ইহাদের নিজের মুখে শুনা যায় যে, সেণ্ট-টমাস ও তাঁহার ৭০টি শিষ্যের মধ্যে ২ জনে মিলিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টান করেন। ইহারা অপর জাতি হইতে পৃথক্ থাকিয়া আজও স্বাধীনভাবে আছে। ইহারা প্রত্নতত্ত্বপ্রিয়, পূর্ব্ব হইতে এই জাতি কালদী (Kalidi or

Chaldæan) নামে খ্যাত। ইহারা যখন প্রথম খৃষ্টান হয়, তখন যে অবস্থায় ও যে ভাবে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এখনও সেই ভাবেই তাহা মানিয়া আসিতেছে। ইহাদের প্রতিগ্রামে একটী করিয়া সামান্য গির্জ্জা আছে। প্রতি রবিবারে স্ত্রীপুরুষে একত্র হইয়া উপাসনা ও উপহারাদি দান করে। ইহারা প্রায় উপবাস করে। ইহাদের যাজকেরা নিরামিষাশী।

কালদানীয়া সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে। কেবল শত্রু নয়, এমন কি নিরীহ আগন্তুকের উপরেও ইহারা অত্যাচার করে। বাণ ও টরস হ্রদের মধ্যে পূর্ব্বে আমদিয়া জেলা পর্য্যন্ত কালদানী প্রদেশ বিস্তৃত। এই প্রদেশে ধান্যক্ষেত্রাদি অল্প, কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশই অধিক।

কালদেধান (দেশজ) দেধানবিশেষ (Andropogon bicolar) [গবেধুক্ দেখ।]

কালধর্ম্ম (পুং) কালস্য ধর্ম্মঃ ৬তৎ। ১ মৃত্যু। ২ সময়ের স্বভাব ; শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু অনুসারে শীতলতা ও উত্তাপাদি যাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

("কালধর্ম্মপরিগিপ্তঃ পাশৈরিব মহাগজঃ।" রামায়ণ ২।৭২।৩৮।)

কালধর্ম্মা [ন্] (পুং) কালস্য ধর্ম্ম ইব ধর্ম্মোঽস্য কাল-ধর্ম্ম অনিচ্। মৃত্যু।

কালধারণা (স্ত্রী) কালস্য ধারণা নিশ্চয়াবগতিঃ ৬তৎ। ১ সময়নির্দ্ধারণ। ২ কালের অবস্থাজ্ঞান।

কালধুতুরা (দেশজ) কালরঙ্গের ধুতুরা [ধুস্তুর দেখ।]

কালনগর—একটি নগর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আলাহাবাদ নগরের ২০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে গঙ্গার দক্ষিণতীরে অক্ষা° ২৫° ৪১´৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১°.৪´ ২১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এক্ষণে ইহাকে করা বলে। এখানে কালেশ্বরের একটী মন্দির আছে, তাহা হইতেই ইহার 'কালনগর' নাম হইয়াছে।

কালনর (পুং) ১ অনুবংশীয় রাজবিশেষ।

("অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরেক্ষুশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
সভানরাৎ কালনরঃ সৃঞ্জয়স্তৎসুতঃ স্মৃতঃ॥" ভাগবত ৯।২৩।)

২ (কালঃ কালচক্রং রাশিচক্রমিত্যর্থঃ নর ইব মেষাদি) দ্বাদশ রাশিরূপ মস্তকাদি অবয়বযুক্ত পুরুষবিশেষ। [কালপুরুষ দেখ]

কালনা—বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী বিভাগ। অক্ষা° ২৩°৭´ ও ২৩°৩৫´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°৫৯´ ও ৮৮° ২৭´ ৫৫´ পূঃ মধ্যে। লোকসংখ্যা ২,৩৭,৬০৭। কালনা বিভাগে ৭০১টী গ্রাম আছে। পূর্ব্বে কালনা, পূর্ব্বস্থলী ও মন্তেশ্বর তিনটী স্বতন্ত্র থানার এলাকাভুক্ত ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনটীই কালনা বিভাগভুক্ত হয়। এই বিভাগের জন্য একটি দেওয়ানী ও তিনটী ফৌজদারী আদালত আছে।

কালনা বিভাগের প্রধান নগর কালনা। গঙ্গার দক্ষিণকূলে অক্ষা° ২৩°১৩´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮°২৪´৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১০৪৬৩, পূর্ব্বে ইহার অধিক ছিল, কিন্তু এখন স্বভাবতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরে কমিয়া গিয়াছে। কালনা একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান। দ্রব্যাদি এস্থান হইতে রেলপথে কলিকাতায় আনিতে যেরূপ ব্যয় হয়, নদীপথে আনিতে তদপেক্ষা অল্প পড়ে। এজন্য এখন নদীপথেই এস্থান হইতে কলিকাতায় দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। সেই জন্যই ইহার সমৃদ্ধি এখনও হ্রাস হয় নাই। দিনাজপুর ও রঙ্গপুর হইতে এখানে চাউল আমদানী হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর কালনা হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত একটী সুন্দর রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই রাস্তায় ৪ ক্রোশ অন্তর একএকটা পুষ্করিণী ও ডাকবাঙ্গালা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পথ মহারাজের গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য নির্ম্মিত হয়। মুসলমানদিগের আমলে এস্থানে একটী দুর্গ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও ভাগীরথীতীরে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন দুইটা ভগ্ন মসজিদও এখানে আছে। গঙ্গাতীরে বর্দ্ধমানরাজের বাটীতে ১০৮টী শিবমন্দির ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির, অতিথিশালা ও সমাধিস্থান ; সমাধিস্থানে পূর্ব্বতন রাজগণের অস্থিপঞ্জর রক্ষিত হইয়াছে। রাজবাটী অতি মনোরম স্থান। এখানকার বাজার অতি প্রশস্ত। এখানে সহস্রাধিক ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহশ্রেণী দেখা যায়।

কালনাগ (পুং) কালপ্রাপকো নাগঃ মধ্যলো°। ১ নিয়ত মৃত্যুকারক সর্পবিশেষ, যাহাদিগের দংশনে নিশ্চিতই মৃত্যু ঘটে। ২ নাগজাতির শ্রেণীভেদ। [নাগ দেখ।]

কালনাগিনী (স্ত্রী) নিয়ত মৃত্যুকারিণী সর্পী।

কালনাটা (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Cæsalpinia bonduccella)

কালনাথ (পুং) কালস্য কালভৈরবস্য নাথঃ ৬তৎ। ১ মহাদেব।

("কালনাথায় কল্পায় ক্ষয়ায়োপক্ষয়ায় চ।"
ভারত শান্তি ২৮৬ অঃ।)

২ কাত্যীয়যজুর্ব্বেদমঞ্জরী নামক গ্রন্থকার।

কালনাভ (পুং) কালঃ কৃষ্ণঃ নাভিরস্য কাল-নাভি সংজ্ঞায়াং অচ্। ১ হিরণ্যাক্ষ অসুরের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ ৩য়)। ত্রয়োদশ সৈংহিকেয় মধ্যে কালনাভও পরিগণিত।

কালনিধি (পুং) শিব, মহাদেব।

কালনিয়োগ (পুং) কালেন কৃতো নিয়োগঃ, কালস্য নিয়োগো বা। ১ দেবের আজ্ঞা। ২ কালকৃত নিয়ম।

কালনিরূপণ (ক্লী) কালস্য নিরূপণং নির্দ্ধারণম্ ৬তৎ। সময় নিশ্চয় করা।

কালনির্ণয় (পুং) কালস্য নির্ণয়ঃ নিরূপণম্, ৬তৎ। সময়, নির্দ্ধারণ।

কালনির্য্যাস (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণো নির্য্যাসঃ, কর্ম্মধা°। গুগ্‌গুলু। [গুগ্‌গুলু দেখ।]

কালনির্ব্বাহ (পুং) কালস্য নির্ব্বাহঃ অতিবাহনম্। সময়-অতিবাহন।

কালনেত্র (ত্রি) কালং মৃত্যুজ্ঞাপকং কৃষ্ণবর্ণং বা নেত্রং যস্য, বহুব্রী। ১ মৃত্যুলক্ষণযুক্তনেত্রবিশিষ্ট। ২ কৃষ্ণবর্ণচক্ষুবিশিষ্ট।

কালনেমি (পুং) কালস্য মৃত্যোর্নেমিরিব, উপমি°। ১ রাক্ষস-বিশেষ, লঙ্কাধিপতি রাবণের মাতুল; শক্তিশেলাঘাতে লক্ষ্মণ আহত হইলে, হনুমান্ তাঁহার নিমিত্ত ঔষধ আনয়ন জন্য গন্ধ-মাদনে গমন করিলে, এই রাক্ষস রাবণের নিকট অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্তির প্রলোভন পাইয়া ছদ্মবেশে হনুমান্‌কে বিনষ্ট করিতে গিয়াছিল, তথায় কুম্ভীরা দ্বারা হনুমানের বিনাশসাধন উদ্দেশে হনুমানকে কৌশলক্রমে এক সরোবরে স্নান করিতে পাঠাইয়া দেয়, তথায় জলমগ্ন হইবামাত্র কুম্ভীরা তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং হনুমান্ কুম্ভীরাকে বিনাশ করিয়া, তাহাকে অভিশাপ হইতে মুক্ত করেন। এই সময়ে কুম্ভীরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে হনুমান্‌কে কালনেমির কপটতার কথা বলিয়া দিলেন; তাহাতে হনুমান্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই ছদ্মবেশী রাক্ষস কালনেমিকে নিহত করিলেন। (কৃত্তি° রামায়ণ) ২ দানববিশেষ। এই দানবের রূপাদি হরিবংশে এইরূপ বর্ণিত আছে—"এই দানব হিরণ্যকশিপুর পুত্র; ইহার শরীর, মন্দারপর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ শ্বেতবর্ণ, শতহস্ত ও শতমুখ, ধূম্রবর্ণকেশ, হরিৎবর্ণ শ্মশ্রু এবং দন্ত বহির্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দানব স্বীয় প্রতাপবলে দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ অধিকার করিয়াছিল এবং স্বীয় দেহ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দেবগণের ন্যায় কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিত। পরে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়া পরজন্মে কংসরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।" (হরিবংশ ৪৬-৫৫ অঃ।)

৩ মালবদেশীয় একজন ব্রাহ্মণকুমার। ইহার পিতার নাম যজ্ঞসোম। পিতার মৃত্যুর পর এই ব্রাহ্মণকুমার স্বীয় ভ্রাতার সহিত পাটলীপুত্রে গমন করিয়া, তথায় দেবশর্ম্মা নামক কোনও ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিলেন। দেবশর্ম্মা এই দুই ভ্রাতাকে তাঁহার দুইটি কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কোনও সময়ে এই ব্রাহ্মণকুমার প্রতি-বেশীদিগকে ধনাঢ্য দেখিয়া ঈর্ষাপরবশচিত্তে লক্ষ্মীর আরা-ধনা করেন; লক্ষ্মী আরাধনার সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বিপুল ধন ও চক্রবর্ত্তী পুত্রলাভের বর দান করিলেন। কিন্তু ঈর্ষাপরবশ হইয়া আরাধনা করায় জন্য তাঁহাকে 'চোরের ন্যায় মৃত্যু হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণ ধনপুত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রশত্রু রাজার হস্তে চোরের ন্যায় নিহত হইয়াছিলেন। (কথাসরিৎসাগর)

কালনেমিরিপু (পুং) কালনেমেঃ রিপুঃ, ৬তৎ। কালনেমি-শত্রু ১ বিষ্ণু। ২ হনূমান্।

কালনেমিহা [ন্] (পুং) কালনেমিং হতবান্, কালনেমি-হন্-ক্বিপ্। ১ বিষ্ণু। ২ হনূমান্।

কালনেমী [ন্] (পুং) কালস্যেব নেমিরস্যাস্ত, কালনেমি-ইনি। কালনেমি।

কালনেম্যরি (পুং) কালনেমেঃ অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ বিষ্ণু। ২ হনূমান্।

কালন্দর—মুসলমান ফকীরগণের মধ্যে কাদিরি শ্রেণীর একটি শাখা। কালন্দর ফকীরের মধ্যে যে ব্যক্তি মুরশীদ বা গুরু গ্রহণ না করে, আপনা হইতেই সাধন ভজন করিতে থাকে, সে সুফি বলিয়া গণ্য হয়। গোঁড়া সুফিরা এরূপ স্বতঃসিদ্ধ সুফীগণের নিন্দা করে, কিন্তু এরূপও যে কয়েকজন মহাপুরুষ সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করে না। সুফিরা মুরিদ বা চেলা রাখিতে বিশেষ আপত্তি করে না।

কালপক্ক (ত্রি) কালে যথাকালে পক্কঃ, ৭তৎ। যথাসময়ে পক্ক, আপন আপন পাকের সময় যাহা পাকিয়া থাকে।

"পুষ্পমূলফলৈর্বাপি কেবলৈর্বর্ত্তয়েৎ সদা।
কালপক্কৈঃ স্বয়ং শীর্ণৈঃ বৈখানসমতে স্থিতঃ॥" মনু ৬।২১।

কালপথ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত অনু° ৪ অঃ)

কালপর্ণ (পুং) কালং কৃষ্ণং পর্ণং পত্রং যস্য, বহুব্রী। তগর-বৃক্ষ। [তগর দেখ।]

কালপর্ণী [ন্] (পুং) কালং কৃষ্ণং পর্ণমস্যাস্তি, কাল-পর্ণ-ইনি। কৃষ্ণতুলসীবৃক্ষ।

কালপর্য্যায় (পুং) কালস্য পর্য্যায়ঃ বৈপরীত্যম্ ৬তৎ। ১ কালের বিপরীত গতি, শুভদায়ক কালের অশুভদায়কতা এবং অশুভদায়ক কালের শুভদায়কতা।

"ভিন্নানৌকা যথা রাজন্ দ্বীপমাসাদ্য নির্বৃতাঃ।
ভবন্তি পুরুষব্যাঘ্র নাবিকাঃ কালপর্য্যয়ে॥"

মহাভারতে বিরাট ৭৭ অঃ

কালপর্ব্বত (পুং) ত্রিকুট পর্ব্বতের নিকটস্থ পর্ব্বতবিশেষ।

"ত্রিকূটং সমতিক্রম্য কালপর্ব্বতমেব চ।
দদর্শ মকরাবাসং গম্ভীরোদং মহোদধিম্॥"

মহাভারত বন ২৭৭ অঃ।

কালপানি—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কুমাউন জেলার মধ্যে

কালীনদীর উৎপত্তিস্থানে একটী উৎস। অক্ষা° ৩০° ১১´ উঃ, ও দ্রাঘি° ৮০° ৫৮´ পূঃ মধ্যে ব্যাস পর্ব্বতের পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা একটী তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। এখানকার লোকের বিশ্বাস এই উৎসে স্নান করিলে বহুতর পুণ্য সঞ্চয় হয়।

কালপাত্রিক। (পুং) ভিক্ষুভেদ, ইহারা কৃষ্ণবর্ণ পাত্র হাতে করিয়া ভিক্ষা করে।

কালপালক (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং পালয়তি, ধারয়তি কাল-পাল-ণ্বুল্। কঙ্কুষ্ঠমৃত্তিকা। [কঙ্কুষ্ঠ দেখ]

কালপাশ (পুং) কালস্য পাশঃ রজ্জুরিব, যদ্বা কালস্য মৃত্যো-র্যমস্য বা পাশঃ। ১ সময়ের বন্ধনরজ্জুবৎ আবদ্ধকারক অপরি-বর্ত্তনীয় নিয়ম; যে সময়নিয়ম দ্বারা ভূতগণ আবদ্ধ হইয়া, কোনরূপে তাহার অন্যথা করিতে পারে না। ২ যমপাশ, যথাসময়ে এই পাশরূপ নিয়মে আবদ্ধ হইয়া যমালয় যাইতেই হইবে। ৩ মৃত্যুপাশ, ফাঁস দড়ি।

কালপাশিক (পুং) কালপাশস্য নেতা, কাল-পাশ-ঠক্। যাহার যাহার হস্তে মৃত্যু হয়, জল্লাদ, ফাঁসিদার।

কালপীলু (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পীলুঃ, কর্ম্মধা°। কৃষ্ণবর্ণ পীলু, কুপীলু। [কুপীলু দেখ।]

কালপীলুক (পুং) কালপীলু স্বার্থে কন্। কুপীলু।

কালপুচ্ছ (পুং) কালঃ পুচ্ছোঽস্য, বহুব্রী। মৃগবিশেষ। সুশ্রুত এই মৃগ কূলচর জন্তুগণের অন্তর্ভূত বলিয়াছেন, তদনুসারে ইহা কূলচর জীবগণের তুল্য গুণযুক্ত। [কূলচর দেখ।]

কালপুরুষ (পুং) কালঃ কালচক্রং পুরুষ ইব, উপমি°। ১ যমসহায়; রামচন্দ্রের লীলা অবসানজন্য ইনিই দেবগণের আদেশে রামচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিভৃত স্থানে কথোপকথনে নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে দ্বারস্থ দুর্ব্বাসা ঋষির অনুরোধে লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হওয়ায়, রাম প্রতিজ্ঞানুসারে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করেন। সেই শোকে লক্ষ্মণ সরযূজলে জীবন বিসর্জ্জন করায়, রামাদি অপর তিন ভ্রাতাও ঐরূপে লীলা পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। (রামায়ণ) ২ মনুষ্যাদিগের শুভাশুভ গণনা করিবার জন্য, জন্মলগ্ন প্রভৃতি দ্বাদশরাশি দ্বারা কল্পিত পুরুষের ন্যায় আকারবিশেষ। এই আকৃতিতে মস্তিষ্কাদি সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিহ্নিত করিয়া শুভাশুভ নির্দ্দিষ্ট হয়, তদনুসারে লক্ষ্যপুরুষেরও সেই সেই অঙ্গে শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)।

৩ দান করিবার জন্য সুবর্ণনির্ম্মিত কালরূপেশ্বরের মূর্ত্তি-বিশেষ। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে—উত্তম, মধ্যম ও অধম নিয়মানুসারে এই মূর্ত্তি একশত, পঞ্চাশৎ বা পঞ্চ-বিংশতিনিষ্ক সুবর্ণদ্বারা প্রস্তুত করিয়া ইহার দক্ষিণহস্তে খড়্গ, বামহস্তে মাংসপিণ্ড, কুণ্ডলে জবাকুসুম, পরিধানে রক্ত-বস্ত্র, গলদেশে পুষ্পমালা ও শঙ্খমালা প্রদান করিতে হয়। তৎপরে চতুর্দ্দশী বা চতুর্থীতিথিতে পবিত্র দিন স্থির করিয়া, যথাবিধানে এই মূর্ত্তির পূজাপূর্ব্বক দক্ষিণা ও বস্ত্রালঙ্কারাদির সহিত ইহা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে। এই দানফলে ব্যাধিজন্য মৃত্যুভয় দূর হয়, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং সমুদায় বিঘ্নশূন্য হইতে পারা যায়। অন্তিমে যথাসময়ে দেহত্যাগ করিয়া সূর্য্যলোক ভেদপূর্ব্বক পরম-পদ লাভ করে। পুণ্যক্ষয়ের পর সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার ধার্ম্মিক ও রাজা হইয়া জন্ম লাভ করে। ৪ (কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পুরুষঃ, কর্ম্মধা।) কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ।

কালপুষ্প (ক্লী) কালং কৃষ্ণং পুষ্পং যস্য, বহুব্রী। মটর। [কলায় দেখ।]

কালপূগ (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ পূগঃ গুবাকঃ কর্ম্মধা। কাল সুপারি। [সুপারি দেখ।]

কালপৃষ্ঠ (ক্লী) কালং কৃষ্ণং পৃষ্ঠং যস্য, বহুব্রী। ১ কর্ণের ধনু। ২ ধনুমাত্র। ৩ (পুং) মৃগবিশেষ। ৪ কঙ্কপক্ষী।

(কালপৃষ্ঠং কর্ণচাপে পুংসি কঙ্কবিহঙ্গমে। মেদিনী।)

কালপৃষ্ঠক (পুং) কালপৃষ্ঠ স্বার্থে কন্। কঙ্কপক্ষী। [কাঁক দেখ।]

কালপেচা (দেশজ) পেচকবিশেষ (Stryx infausta.)

কালপেশী (স্ত্রী) কালপেষী, শ্যামালতা।

কালপেষী (স্ত্রী) পিষ্যতে হসৌ, পিষ্ কর্ম্মণি ঘঞ্, কালশ্চাসৌ পেষশ্চেতি, কর্ম্মধা°, কালপেষ-ঙীষ্। শ্যামালতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কালপেষী, মহাশ্যামা, সুমদ্রা, উৎপলশারিবা, দীর্ঘমূলা, পালিন্দী ও মসূরবিদলা। [শ্যামালতা দেখ।]

কালপ্রজা—কৃষ্ণবর্ণপ্রজা। চৌধুরি, হুরিও, নায়ক প্রভৃতি কয়েকটী কৃষ্ণবর্ণ জাতি এই নামে পরিচিত। ভারতের পশ্চিমঘাট নামক পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশে ইহাদের বাস ছিল। এক্ষণে উহারা তথা হইতে সুরাটে গিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্ব অথচ দৃঢ়কায়। ধনুর্ব্বাণ ব্যবহারে ক্ষিপ্রহস্ত। বনে বনে পশুহনন করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। ইহারা কৃষিকার্য্য বুঝে না। সামান্য শস্যেই পরিতৃপ্ত। ইহাদের মন্দির নাই, পুরোহিতও নাই, বৃক্ষ-বিশেষ বা প্রস্তরখণ্ডবিশেষই ইহাদের পূজ্য। ডাইনকে ইহাদের বড় ভয়। কোন সন্তানের গোরুর অথবা কুকুটের মৃত্যুতে ইহারা এত ভীত হয় যে, দেশ ছাড়িয়া বনে পলায়ন করে।

কালপ্রভাত (ক্লী) কালং কৃষ্ণঃ প্রভাতং যত্র, বহুব্রী।

১ শরৎ ঋতু। ২ অনিষ্টকারক প্রভাত, যে দিন অনিষ্ট বা অমঙ্গল ঘটে।

কালপ্ররূঢ় (ত্রি) ১ কালেন প্ররূঢ়ঃ পরিপক্কঃ। ২ যথাকালে উৎপন্ন।

কালপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) কালস্ত প্রবৃত্তিঃ আরম্ভঃ ৬তৎ। খণ্ড কালের ব্যবহার আরম্ভ। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে লিখিত আছে—"লঙ্কানগরীতে চৈত্রমাসের শুক্লপ্রতিপদ্ তিথি ও রবিবারে সূর্য্য-উদয়ের পর হইতে দিন, মাস, বর্ষ প্রভৃতি খণ্ডকালের প্রবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে।"

কালপ্রিয়নাথ—হিন্দুদেবতাবিশেষ। বরাহপুরাণে সূর্য্যের এক মূর্ত্তির নাম 'কালপ্রিয়' বলিয়া উল্লিখিত আছে। যমুনার দক্ষিণস্থ প্রদেশে সূর্য্যদেবের এই মূর্ত্তির পূজা হয়। কাল-প্রিয়রূপে সূর্য্যদেব যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন, তাহারই নাম কাল-প্রিয়নাথ। ভবভূতির মালতীমাধবের প্রারম্ভপাঠে জানা যায় যে, কাল-প্রিয়নাথের উৎসব উপলক্ষে প্রথম মালতী-মাধব অভিনীত হয়। মালতীমাধবের দুর্গমার্থবোধিনী নাম্নী টীকায় মানাঙ্ক এই দেবতাসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু জগদ্ধর "মালতীমাধবটীকা" নাম্নী টীকায় তদ্দেশে (বিদর্ভে?) প্রতিষ্ঠিত ও প্রসিদ্ধ দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই দেবতা এখন কোথায় আছে, তাহা জানা যায় নাই।

কালফুট্কী (দেশজ) ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষ। Sylvia kala phutki, *Buch.*)

কালভক্ষ (পুং) শিব, মহাদেব।

কালভাণ্ডিকা (স্ত্রী) কালভাৱৈ কৃষ্ণপ্রভায়ৈ অণ্ডতি কাল-ভা-অণ্ডি-ণ্বুল্-টাপ্-ইত্বঞ্চ। মঞ্জিষ্ঠা, ইহার কাথ ও নির্য্যাস প্রভৃতি রক্তবর্ণ হইলেও প্রথমতঃ ইহার বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। [মঞ্জিষ্ঠা দেখ।]

কালভৃৎ (পুং) কালং বিভর্তি ধারয়তি কাল ভৃ ক্বিপ্। সূর্য্য।

কালভৈরব (পুং) ভীরোর্ভাবঃ, ভীরু-অণ্ ভৈরবং ভীরুত্বং কালস্থ ভৈরবং ভয়ং যস্মাৎ বহুব্রী। কাশীস্থ শিবের অংশ-জাত ভৈরববিশেষ। শিবতত্ত্বজ্ঞানশূন্য ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদন জন্য মহাদেব কর্তৃক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। কাশীতে যে সকল দুষ্কর্ম্মকারিগণ উপস্থিত হয়, তাহাদের দণ্ডবিধানই এই কালভৈরবের কার্য্য। ব্রহ্মাও কন্যাগমন পাপযুক্ত হইয়া কাশীতে উপস্থিত হওয়ায় শিবাজ্ঞা অনুসরে কালভৈরব তাঁহার পঞ্চম মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। (কাশীখণ্ড।)

ভারতের নানাস্থানে কালভৈরবমূর্ত্তি আছে। তথায় তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

কালমরিচ (ক্লী) কালং মরিচং। কালরঙের মরিচ।

কালমসী (স্ত্রী) কালী মসীব, পুংবদ্ভাবঃ। নদীবিশেষ। ("মহী কালমসী চৈব তমসা পুষ্পবাহিনী।" হরি° ১৩৬ অঃ।)

কালমহিমা [ন্] (পুং) কালস্ত মহিমা মাহাত্ম্যং, ৬তৎ। ১ সময়ের মাহাত্ম্য।

কালমাধবীয় (পুং) মাধবস্ত মাধবাচার্য্যস্ত অয়ম্, মাধব-ছ; কালপ্রতিপাদকো মাধবীঃ মাধবকৃতো গ্রন্থঃ, মধ্যলো°। মাধবাচার্য্য-প্রণীত কালজ্ঞানবোধক স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ।

কালমান (পুং) কালো মন্ততে জনৈরিতি শেষঃ, কাল-মন-ঘঞ্। ১ কালতুলসী। ২ (ক্লী) কালস্ত মানং পরিমাণম্। কালের পরিমাণ।

কালমার (পুং) কালতুলসী।

কালমারিষ (পুং) কালমারিষ, বড়নটে শাক।

কালমাল (পুং) কালেন কৃষ্ণবর্ণেন মালঃ সম্বন্ধোহস্ত, বহুব্রী। কালতুলসী।

কালমুখ (পুং) কালং মুখং যস্ত, বহুব্রী। ১ কৃষ্ণমুখ বানরবিশেষ। (ভারত বন ২৯১ অঃ।)
২ (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণ মুখ বা অগ্রভাগযুক্ত।
"অভিমানে কালমুখ নম্রমুখ কুচ।" ভারতচন্দ্র বিদ্যাসু' ৮৮।

কালমুগ (দেশজ) মুদ্গবিশেষ, ঘোড়ামুগ; ইহা দেখিতে অনেকটা মাষকলায়ের মত, কিন্তু মাষকলায় অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্রাকৃতি। [মুদ্গ দেখ।]

কালমুষ্কক (পুং) কালো মুষ্ক ইব কায়তি, প্রকাশতে, কাল-মুষ্ক-কৈ-ক। ঘণ্টাপারুলিবৃক্ষ।
("প্রশস্তেহহনি নক্ষত্রে কৃতমঙ্গলপূর্ব্বকম্।
কালমুষ্ককমাহৃত্য দগ্ধ্বা ভস্ম সমাহরেৎ॥" চক্র° অর্শ°।)

কালমূল (পুং) কালং মূলং যস্ত, বহুব্রী। রক্তচিতা। [চিত্রক দেখ]

কালমূর্ত্তি (স্ত্রী) কালস্ত মূর্ত্তিঃ ৬তৎ। ১ যমমূর্ত্তি। ২ মৃত্যু-কারক জন্তুর মূর্ত্তি। ৩ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত কালপুরুষ। [কালপুরুষ দেখ।] ৪ কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি।

কালমেঘ (পুং) ১ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ (Justicia paniculata). ইহা অত্যন্ত তিক্ত। হিন্দুস্থানে ইহাকে মহাতিতা ও মহাভাং কহে। এই গাছের পাতা অনেকটা মরিচের পাতার ন্যায়; গাছ হইতে একরূপ শীষ্ নির্গত হয়, ঐ শীষে চিঁড়ের মত চেপ্টা চেপ্টা ফল হইয়া থাকে। অনেক কবিরাজের মতে, এই গাছ জ্বরনাশক।

২ একজন বিখ্যাত তামিল কবি। দ্রাবিড়ের লোকের নিকট 'কালমেকম্' নামে পরিচিত; ইহার কবিতাগুলি

বিজ্ঞপ ও রূপকে পরিপূর্ণ, অধিকাংশ শ্লোকই দ্ব্যর্থমূলক। ইনি দুই দিনে একখানি কাব্য লিখিতে পারিতেন। ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কি জানা যায় নাই।

কালমেশিকা (স্ত্রী) কালো মিশ্যতে, কালোঽয়ং ইতি কথাতে জনৈরিতি শেষঃ, কাল-মিশ্-ঘঞ্-ঙীষ্-কন্-টাপ্ হ্রস্বশ্চ। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ কালতেউড়ী। ৩ তেউড়ী মাত্র। ৪ সোমরাজী। ৫ শ্যামালতা।

কালমেশী (স্ত্রী) কাল-মিশ্-ঘঞ্-ঙীষ্। কালমেশিকা।

কালমেষিকা (স্ত্রী) কালং মিষতি স্পর্দ্ধতে স্বকাণ্ডেন, কাল-মিষ-অণ্ স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্বশ্চ। কালমেশিকা।

কালমেষী (স্ত্রী) কালমেষ-ঙীষ্। কালমেশিকা।

কালমোরগ (দেশজ) কালরঙ্গের কুক্কুট। (Vultur Ponticerianus.) [কুক্কুট দেখ।]

কালযবন (পুং) যবনগণের অধিপতিবিশেষ; মহাদেবের নিয়মানুসারে গার্গ্যঋষির ভার্য্যাগর্ভে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। উক্ত ঋষি মথুরাবাসীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়া বৈরনির্য্যাতন নিমিত্ত অতিতপ্তর নামক স্থানে দ্বাদশ বৎসর লৌহচূর্ণ মাত্র ভক্ষণ ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক রুদ্রদেবের প্রীতির নিমিত্ত তপস্যা করেন এবং তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। গার্গ্যের ঔরসে ও গোপালী নাম্নী অপ্সরার গর্ভে কালযবনের জন্ম হয়। ইনি রাজধর্ম্মজ্ঞ ও রাজোচিত ষড়্গুণে অলঙ্কৃত, বিদ্বান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, রণকুশল, শূর ও সুমন্ত্রিসহায় ছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত ইঁহার সংপ্রীতি ছিল। ইনি জরাসন্ধের সহিত মথুরা আক্রমণে গমন করেন; ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাবাসীদিগকে দ্বারকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি জানিতেন যে, কালযবন মথুরাবাসিগণের অবধ্য, সুতরাং কালযবনের সম্মুখ দিয়া পলায়ন করিয়া এক পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া থাকিলেন। ঐ গুহামধ্যে সূর্য্যবংশজ মহারাজ মুচুকুন্দ রণপরিশ্রমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত ছিলেন; কালযবন তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণবোধে পদাঘাত করায় তাঁহার কোপদৃষ্টিতে বিনষ্ট হন।

(হরিবংশ)।

কালযাপ (পুং) কালস্য যাপঃ অতিবাহনম্, ৬তৎ। কাল অতিবাহন, সময় কাটান।

কালযাপন (ক্লী) কালস্য যাপনং অতিবাহনম্ ৬তৎ। ১ সময় কাটান। ২ দিনপাত করা। ৩ লোকযাত্রানির্ব্বাহ করা।

কালযুক্ত (পুং) কালেন যুক্তঃ, ৩তৎ। ১ প্রভবাদি ৬০ বৎসরের অন্তর্গত ৫২ম বৎসরবিশেষ। ২ (ত্রি) অপরিবর্ত্তনীয়কালনিয়মযুক্ত। ৩ মৃত্যুযুক্ত।

কালযোগ (পুং) কালস্য যোগঃ সংযোগঃ, ৬তৎ। ১ সময়ের সম্বন্ধ।

("মহতা কালযোগেন প্রকৃতিং যাস্যতেঽর্ণবঃ।"

ভারত বন ১০ অঃ।)

২ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত কালরূপ যোগবিশেষ।

কালযোগী [ন্] (পুং) কাল এব যোগঃ অস্যাস্তি, কালযোগ ইনি শিব। "কালযোগী মহানাদঃ সর্ব্বকামশ্চতুষ্পথঃ।"

(ভারত অনু° ১৭ অঃ।)

২ (ত্রি) কালসম্বন্ধী।

কালযোধী [ন্] (পুং) কালে যথাকালে যোধঃ যুদ্ধং কর্ত্তব্যত্বেন অস্যাস্তি কাল-যোধ-ইনি। যে ব্যক্তি যথাসময়ে যুদ্ধ করে।

কালরাত্রি (স্ত্রী) কালরূপাঃ সৃষ্টিসংহারহেতুভূতাঃ রাত্রিঃ মধ্যলো°। ১ প্রলয়রাত্রি, ব্রহ্মার রাত্রি; এই সময়ে সমুদায় সংসার বিনষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র নারায়ণ একার্ণবমধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন, এজন্য এই সময়কে কালরাত্রি কহে। ২ মৃত্যুসূচক রাত্রি, যে রাত্রিতে নিজের বা আত্মীয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে। ৩ ভয়ানক রাত্রি। ৪ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অযোগ্য রাত্রিবিশেষ; ইহার নিয়ম সমস্ত রাত্রিভাগ ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া বার অনুসারে প্রতিদিন ঐ অংশবিশেষ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—রবিবারে রাত্রির ষষ্ঠভাগ অর্থাৎ ২০ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; সোমবারে চতুর্থভাগ অর্থাৎ ১২ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; মঙ্গলবারে দ্বিতীয়ভাগ অর্থাৎ ৪ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; বুধবারে সপ্তমভাগ অর্থাৎ ২৪ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; বৃহস্পতিবারে পঞ্চমভাগ অর্থাৎ ১৬ দণ্ডের পর ৪ দণ্ড; শুক্রবারে তৃতীয়ভাগ অর্থাৎ ৮ দণ্ডের ৪ দণ্ড এবং শনিবারে প্রথম ও শেষভাগ অর্থাৎ প্রথম ৪ দণ্ড ও শেষ ৪ দণ্ড কালরাত্রি হয়। ইহা সমুদায় কার্য্যারম্ভে পরিত্যাজ্য। সাধারণতঃ রাত্রিপরিমাণ ৩২ দণ্ড ধরিয়া এই দণ্ড পরিমাণ লিখিত হইল; কিন্তু রাত্রি পরিমাণ ইহার কমবেশি হইলে, তাহাই ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া এক একবারে এক বা দুই ভাগ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

"রবৌ ষষ্ঠং বিধৌ বেদং কুজবারে দ্বিতীয়কম্।
বুধে সপ্ত গুরৌ পঞ্চ ভৃগুবারে তৃতীয়কম্।
শনাবাদ্যং তথা চান্ত্যং রাত্রৌ কালং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (দীপিকা।)

৫ দুর্গাদেবীর মূর্ত্তিবিশেষ।

"কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।"

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ। ৮২ অঃ ৫৯) ৫ ঐ মূর্ত্তিপ্রতিপাদক মন্ত্রবিশেষ। ৬ দীপান্বিতা অমাবস্যা।

("দীপাবলী তু যা প্রোক্তা কালরাত্রিস্তু সা মতা।" আগম)

৭ যমের ভগিনী; ইনিই সর্ব্বপ্রাণী বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ৮ ভীমরথী, অত্যন্ত বৃদ্ধ হইলে যে অবস্থা ঘটে। (হারাব°)

কালরুদ্র (পুং) কালঃ কালরূপঃ সর্ব্বসংহারকোরুদ্রঃ, কর্ম্মধা। কালাগ্নিরূপ রুদ্রবিশেষ।

"যৈস্তু নঃ কালরুদ্রস্য নানাস্ত্রাশতসঙ্কুলাঃ।

বিচিত্রহর্ম্ম্যবিন্যাসা কৃতস্তে মেরুপৃষ্ঠতঃ॥" (দেবী° পুং।

কালরূপ (ত্রি) প্রশস্তঃ কালঃ, কাল-রূপপ্ (প্রশংসায়াং রূপপ্। পা ৫।৩।৬৬।) ১ অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। ২ কালসদৃশ, মৃত্যুসদৃশ। ৩ (কালঞ্চ তৎরূপঞ্চেতি) কৃষ্ণবর্ণ।

কালরূপধৃক্ (পুং) কালরূপং ধৃষতি ধারয়তি কালরূপধৃষ-কিপ্। ১ যম। ২ মৃত্যু।

কালল (ত্রি) কালঃ কালকং চিহ্নভেদঃ অস্ত্যস্য, কাল-লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭।) কালচিহ্নযুক্ত।

কাললবণ (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং লবণম্, কর্ম্মধা। বিট্‌লবণ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রূক্ষ, রুচিকারক, ব্যবায়ী এবং বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদয়ে বেদনা, শরীরের গুরুতা ও শূলনাশক।

কাললোচন (পুং) ১ দানববিশেষ।

"প্রলম্বো নরকো বাণী থস্বসঃ কাললোচনঃ।"

(হরিবংশ ২৪ অঃ।)

২ (ক্লী) কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু। ৩ (ত্রি) কালচক্ষুযুক্ত।

কাললৌহ (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং লৌহম্, কর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ লৌহ; দেশভেদে সাধারণ কথায় ইহাকে তিথা কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কৃষ্ণায়স, রুক্ম, তীক্ষ্ণ ও কালায়স।

[লৌহ দেখ।]

কাললৌহ (ক্লী) কালঞ্চ তৎ লৌহঞ্চেতি কর্ম্মধা। কৃষ্ণবর্ণ লৌহ।

কালবদন (পুং) ১ দৈত্যবিশেষ। ২ (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণমুখযুক্ত।

কালবলন (ক্লী) কলয়তি উপভুনক্তি বিষয়ং কল-ণিচ্-অচ্। কালস্য কায়স্য বলনং আবরণম্ বা ৬তৎ। বর্ম্ম, কবচ।

কালবাউস (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, কেহ কেহ কালবসু কহে। এই মৎস্যের আকার ও পরিমাণাদি প্রায় রুই মৎস্যের ন্যায় হইয়া থাকে, তবে বর্ণ রুই অপেক্ষা কাল। ইহা রুই মৎস্যের ন্যায় গভীর জলে বাস করে, খাইতেও বেশ সুস্বাদু।

কালবাঘ, পঞ্জাবপ্রদেশে বন্নুজেলাস্থ একটি নগর। অক্ষা° ৩২°৫৭´ ৫৭´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭১°৩৫´৩৭´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৬০৫৬। আটক হইতে ৫২ ক্রোশ দূরে সিন্ধুনদীর কূলে একটী লবণের পাহাড় আছে। কালবাঘনগরটী এই পাহাড়ের গাত্রে সংলগ্ন। এই পাহাড় লবণময়। খণ্ড খণ্ড কাটিয়া লইয়া গুঁড়া করিলেই উত্তম লবণ হয়। এখানকার মারি নামক স্থানে লবণ উৎখাত হয়। রাশি রাশি লবণ কাটিয়া লওয়া হইতেছে তথাপি পাহাড়ের কিছু হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সিন্ধুনদের লুন নামক একটী শাখানদী আছে। উহার দক্ষিণভাগে এক স্থানে ছয়টী লবণখাত আছে। তাহার বাম দিকে লবণের গুদাম। তথায় লবণ বিক্রয় হয়। পাহাড়ে লবণের এক একটী স্তর কোথাও দেড় হস্ত আর কোথাও বা ১২ হস্ত প্রশস্ত হইবে। এখানে ৩৫ মণ লবণ কাটিয়া লইতে ১ টাকা মাত্র দিতে হয়। গোলায় আসিলে মূল্য অধিক পড়ে। নিকটে আর একটী পাহাড় আছে, তাহাতে ঐরূপ ফট্‌কিরি পাওয়া যায়। সেখানে ফট্‌কিরি ৩॥০ টাকা মণ বিক্রয় হয়। কালবাঘনগরে লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি উত্তম প্রস্তুত হয়। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী, ডাকবাঙ্গলা, ঔষধালয়, সরাই ও বিদ্যালয় আছে।

কালবাত (হিন্দী) সঙ্গীতভেদ।

কালবাতী (হিন্দী) যে গায়ক কালবাত গায়।

কালবান্ [ৎ] (ত্রি) কাল কৃষ্ণবর্ণঃ অস্ত্যস্য কাল-মতুপ মস্য বঃ। কালরঙ্গবিশিষ্ট।

কালবার, (কালওয়ার) বোম্বাই-প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কাঠিবাড় প্রদেশের একটি নগর। উহা নবনগরের ১৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। কালবার নামক একটী রাজস্ব-বিভাগের মহল আছে। এই নগর উহারই প্রধান স্থান। নগরটী প্রাচীরবেষ্টিত। লোকসংখ্যা ২৩১৬। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের সময় এখানে প্রায় ৩০০ লোকের মৃত্যু হয়। এখানে বালাকাথি নামক জাতির বসতি আছে। প্রবাদ এইরূপ—বালা নামক এক রাজপুত আসিয়া এখানকার কাথিজাতির এক রমণীর পাণিগ্রহণ করে, সেই পরিণয়ের ফলে এই বালা-কাথিজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে দঙ্গড়ি নামক এক প্রকার কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত। দেশস্থ রাজগণ তাহার বড় সমাদর করিতেন। এখন আর উহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

কালবিছুটী (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ; ইহার পত্রে ও শাখাদিতে শৃঙ্গ আছে, তাহা গায়ে লাগিলে শরীরের সেই স্থল ফুলিয়া উঠে এবং অত্যন্ত চুলকায়।

কালবিক্রম (পুং) কালস্য যমস্য, সময়স্য বা বিক্রমঃ, ৬তৎ। ১ যমের বিক্রম। ২ মৃত্যুর বিক্রম। ৩ সময়ের বিক্রম

কালবিধান (ক্লী) কালস্য বিধানং কার্য্যবিশেষে দিনাদি-বিভাগনিয়মো যত্র, বহুব্রী। কার্য্যবিশেষে দিনাদি নিরূপক গ্রন্থবিশেষ। সংস্কারকৌস্তভ ও সংস্কারময়ূখে স্থানে স্থানে এই গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কালবিধ্বংসন (পুং) ১ বৈদ্যক রসবিশেষ। (ক্লী) কালস্য বিধ্বংসনম্। ২ সময়নাশ, অনর্থক সময় অতিবাহিত করা।

কালবিধ্বংসী [ন্] (ত্রি) কালং বিধ্বংসয়তি নাশয়তি, কাল-বি-ধ্বন্‌স-ণিচ্-ণিনি। সময়নাশক।

কালবিপ্রকর্ষ (পুং) কালস্য বিপ্রকর্ষঃ দূরত্বম্, ৬ তৎ। সময়ের দূরতা, অতিপূর্ব্বকাল।

কালবিষহরী (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ।

কালবৃদ্ধি (স্ত্রী) বৃদ্ধিবিশেষ; প্রতিদিবসে বা প্রতিমাসে সুদ বৃদ্ধি হইয়া, দ্বিগুণ হইলে এইরূপ সুদবৃদ্ধির নিয়মকে কালবৃদ্ধি কহে।

("চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা কারিকা চ যা।" মনু ৮।১৫৩।)

কালবৃন্ত (পুং) কালং বৃন্তং যস্য, বহুব্রী। কুলত্থ।

কালবৃন্তিকা (স্ত্রী) কালং বৃন্তং যস্যাঃ, কাল-বৃন্ত-ঙীষ্ স্বার্থে কন্-টাপ্ ঈকারস্য হ্রস্বত্বম্। পারুলগাছ। [পাটলা দেখ।]

কালবৃন্তী (স্ত্রী) কালবৃন্ত ঙীষ্। পারুল গাছ।

কালবেগ (পুং) নাগবিশেষ, এই নাগ বাসুকির পুত্র।

কালবেলা (স্ত্রী) কালস্য বেলা, ৬তৎ। সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে ক্রিয়ার অযোগ্য সময়বিশেষ, দিনমান ও রাত্রিকাল উভয়ের প্রত্যেককেই ৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া, বার অনুসারে তাহার এক বা দুইভাগ কালবেলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। রবিবারে দিনের পঞ্চম ভাগ এবং রাত্রির ষষ্ঠ ভাগ, সোমে দিনের দ্বিতীয় এবং রাত্রির চতুর্থ ভাগ, মঙ্গলে দিনের ষষ্ঠ ও রাত্রির সপ্তম ভাগ, বুধে দিনের তৃতীয় ও রাত্রির সপ্তম ভাগ, বৃহস্পতিতে দিনের সপ্তম ও রাত্রির পঞ্চমভাগ, শুক্রে দিনের চতুর্থভাগ ও রাত্রির তৃতীয়ভাগ এবং শনিবারে দিন-রাত্রি উভয়েরই প্রথম ও অষ্টমভাগ কালবেলা বলিয়া পরিগণিত। (জ্যোতিষদীপিকা।)

কালবৈশাখী (দেশজ) বৈশাখমাসে প্রত্যহ অপরাহ্ণে জল ঝড় হইলে কালবৈশাখী কহে।

কালবোঝা (দেশজ) জলচরপক্ষিবিশেষ। (Tantalus Manillensis)

কালব্যাপী [ন্] (ত্রি) কালং ব্যাপ্নোতি, কাল-বি-আপ-ণিনি। ১ একরূপে বহুকালস্থায়ী। ২ পরমাত্ম প্রভৃতি কূটস্থ পদার্থ।

(তৎ কূটস্থং ব্যাপ্যেকরূপতঃ। হেম ৬। ৮৯।)

কালশম্বর (পুং) দানববিশেষ।

কালশাক (ক্লী) কালং কৃষ্ণং শাকম্, কর্ম্মধা। ১ শাকবিশেষ; হিন্দীভাষায় ইহাকে নরচা শাক কহে। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—নাড়িক, শ্রাদ্ধশাক ও কালক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—সারক, রুচিকারক, বায়ু ও বলবর্দ্ধক; কফ, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক; শীতল ও পবিত্র। ২ তিক্ত-পূতিকা। ৩ কুলত্থশাক।

কালশালি (পুং) কালঃ কৃষ্ণঃ শালিঃ ধান্যবিশেষঃ, কর্ম্মধা। কৃষ্ণধান্য, কাল রঙ্গের ধান্য। এই ধান্যের তুষ ও চাউল উভয়ই কৃষ্ণবর্ণ। সুশ্রুতমতে ইহার গুণ—কষায়, মধুররস, মধুর-পাক, শীতবীর্য্য, অল্প অভিষ্যন্দী, মলবদ্ধকারক, লঘু ও ষষ্টিক ধান্যের তুল্য গুণযুক্ত।

কালশিম (দেশজ) কালরঙ্গের শিম। [শিম্বী দেখ।]

কালশিরা (স্ত্রী) কালা কৃষ্ণবর্ণা শিরা, কর্ম্মধা। ১ কালরঙ্গের শিরা। ২ (দেশজ) কোন আঘাত লাগিয়া, সেই স্থানের শিরা কাল হইয়া গেলে, তাহাকে 'কালশিরা পড়া' কহে।

কালশুদ্ধি (স্ত্রী) কালস্য শুদ্ধিঃ, ৬তৎ। শুদ্ধকাল, যে সময়ে সমুদায় শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করা যায়।

কালশেয় (ক্লী) কলশ্যাং ভবম্, কলশী-ঢক্। কালসেয়, ঘোল।

কালশৈল (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ শৈলঃ, কর্ম্মধা। পর্ব্বতবিশেষ।

"উশীরবীজং মৈনাকং গিরিং শ্বেতঞ্চ ভারত।
সমতীতোঽসি কৌন্তেয় কালশৈলঞ্চ পার্থিব॥"

(ভারত বন ১৩৯ অঃ।)

কালসংরোধ (পুং) কালস্য সংরোধঃ ৬তৎ। চিরকাল অবস্থান।

কালসঙ্কর্ষা (স্ত্রী) কালেন সঙ্কৃষ্যতে অসৌ, কাল-সম্-কৃষ্ কর্ম্মণি ঘঞ্। নববৎসরবয়স্কা কুমারী।

"একবর্ষা ভবেৎ সন্ধ্যা দ্বিবর্ষা চ সরস্বতী।
ত্রিবর্ষা চ ত্রিমূর্ত্তিশ্চ চতুর্বর্ষা তু কালিকা॥
সুভগা পঞ্চবর্ষা চ ষড়্‌বর্ষা চ উমা ভবেৎ।
সপ্তভির্মালিনী সাক্ষাৎ অষ্টবর্ষা চ কুব্জিকা॥
নবভিঃ কালসঙ্কর্ষা দশভিশ্চাপরাজিতা।
একাদশে তু রুদ্রাণী দ্বাদশাব্দে তু ভৈরবী॥
ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মীর্দ্বিসপ্তা পীঠনায়িকা।
ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শে চান্নদা মতা॥"

(অন্নদাকল্প।)

অন্নদাকল্পে কুমারীর বয়ঃক্রম অনুসারে তাহার নামভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—একবর্ষবয়স্কা কুমারী সন্ধ্যা, দুই বৎসরের কুমারী সরস্বতী, তিনবৎসরের ত্রিমূর্ত্তি, চারিবৎসরের কালিকা, পাঁচবৎসরের সুভগা, ছয়বৎসরের উমা, সাত

বৎসরের মালিনী, আটবৎসরের কুব্জিকা, নয়বৎসরের কালসন্ধর্ষা, দশবৎসরের অপরা, এগার বৎসরের রুদ্রাণী, বার বৎসরের ভৈরবী তেরবৎসরের মহালক্ষ্মী চৌদ্দবৎসরের পীঠনায়িকা, পনের বৎসরের ক্ষেত্রজ্ঞা এবং ষোলবৎসরের কুমারী অম্বদা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কালসংহিতা (স্ত্রি) জ্যোতিগ্র্ন্থভেদ।

কালসম্পন্ন (ত্রি) কালেন, কালে বা সম্পন্নম্। ১ কালকর্তৃক সম্পাদিত। ২ যথাকালে নিষ্পন্ন।

কালসর্প (পুং) কালঃ কৃষ্ণঃ সর্পঃ, কর্মধা। কৃষ্ণসর্প, কেউটেসাপ। (Coluber naga) ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—অলগর্দ্দ ও মহাবিষ। এই সর্প গোখুরা জাতীয় সর্পের অন্তর্ভূত; ইহাদিগের বর্ণ অতিশয় চিক্কণ কাল, মস্তকে ফণার উপর চক্রচিহ্ন আছে। জমীর আইলেই ইহারা প্রায় বাস করে; কখনও কখনও লোকালয়ে বাস করিতেও দেখা যায়। অন্যান্য সর্প অপেক্ষা ইহাদের ক্রোধ অতিশয় অধিক; কেহ কোন অত্যাচার করিলে, তাহাকে বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া দংশন করে। রাঢ়দেশের জমীর আইলেই ইহাদিগের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব। বর্ষার সময় ঐ সকল পথ দিয়া যাতায়াত করিতে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। রাত্রিকালে আইলপথে যাইতে হইলে, ভাগ্যক্রমে অনেককেই সাপ না দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে হয় না। তবে সৌভাগ্যের কথা এই—কোনরূপ অত্যাচার না করিলে, ইহারা কাহাকেও দংশন করে না। পদশব্দ পাইলে প্রায়ই আইল হইতে জমীতে লাফাইয়া নামিয়া যায়; দৈবাৎ কোনটা শব্দ না পাইলে, অথবা কোন কারণে আলে হইতে নামিতে না পারিলে, মনুষ্য তাহার উপরে আসিয়া পড়ে, সুতরাং সেও আহত হইয়া তাহাকে দংশন করিয়া থাকে।

কালসার (ক্লী) কালঃ সারো যস্য, বহুব্রী। ১ পীতচন্দন। [কালীয়ক দেখ।] ২ কৃষ্ণসার নামক মৃগবিশেষ। ৩ কালতুলসী। [কৃষ্ণসার দেখ।]

কালসাহ্বয় (ক্লী) কালেন সমানঃ আহ্বয়ো যস্য, বহুব্রী। নরকবিশেষ। পুত্র বিক্রয় করিলে অথবা কন্যাপণ গ্রহণ করিলে এই নরকে অবস্থিতি করে।

"যো মনুষ্যঃ স্বকং পুত্রং বিক্রীয় ধনমিচ্ছতি।
কন্যাং বা জীবিতার্থায় যঃ শুল্কেন প্রযচ্ছতি।
সপ্তাবরে মহাঘোরে নিরয়ে কালসাহ্বয়ে।
স্বেদং মূত্রং পুরীষঞ্চ তস্মিন্ মূঢ়ঃ সমশ্নুতে॥"
(ভারত অনু ৪৪ অঃ।)

কালসি—উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে কালসি তহসিলের অন্তর্গত প্রধান নগর। অক্ষা° ৩০°৩২´ ২০´´ উঃ ও ৭৭°৫৩´২৪´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। দেরাদুনের নিকট যেখানে যমুনা ও তমসা নদী মিলিত হইয়াছে, কালসিনগর তাহার অতি নিকট। নগরটি অতি পুরাতন। এখানে একটি প্রস্তরখণ্ডে অশোকরাজের শিলালিপি খোদিত আছে।

কালসিম (দেশজ) কালরঙ্গের শিম।

কালসূত্র (ক্লী) কালস্য যমস্য সূত্রমিব বন্ধনহেতুত্বাৎ, উপমি°। ১ নরকবিশেষ; এই নরক প্রতপ্ত তাম্রময়। মনুসংহিতায় ইহা একবিংশতি মহানরকের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে। ব্রহ্মহত্যা, শাস্ত্রাচারত্যাগ, কৃপণরাজার দানগ্রহণ, শ্রাদ্ধভোজন করিয়া শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট দান প্রভৃতি পাপকার্য্য করিলে ঐ সকল মহানরক ভোগ করিতে হয়। ২ (কালনিষ্পাদকং সূত্রম্ মধ্যলো°।) মৃত্যুকারক সূত্র, ডোর। "বড়িশেহয়ং ত্বয়া গ্রস্তঃ কালসূত্রেণ লম্বিতঃ।" (ভারত বন।) ৩ ফাঁস দড়ি।

কালস্কন্ধ (পুং) কালঃ কৃষ্ণঃ স্কন্ধো, বহুব্রী। তমালগাছ। ২ তিন্দুকগাছ। ৩ জীবকবৃক্ষ, জীওলগাছ।

"কালস্কন্ধস্তমালে স্যাৎ তিন্দুকে জীবকদ্রুমে।" (মেদিনী।)

৪ দুর্খাদির নামক খাদিরবিশেষ। ৫ যজ্ঞডুমুর। ৬ (কালস্য স্কন্ধঃ অবয়ববিশেষঃ) সময়ের অংশবিশেষ।

কালরূপ (ত্রি) কালেন মৃত্যুনা স্বরূপঃ সদৃশঃ, ৩তৎ। মৃত্যুতুল্য।

কালহর (পুং) কালং মৃত্যুং হরতি, কাল-হৃ-টচ্। ১ শিব। ২ কামরূপান্তর্গত শিবলিঙ্গবিশেষ।

"তস্মাৎ পূর্ব্বং ভদ্রকামঃ পর্ব্বতস্তু ত্রিকোণকঃ;
যত্র কালহরো নাম শিবলিঙ্গং ব্যবস্থিতম্॥"
(কালিকাপু° ৭৮ অঃ।)

২ (ত্রি) সময়ক্ষেপক, যে ব্যক্তি বৃথা সময় অতিবাহন করে।

কালহন্দি বা করোন্দ—মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী। অক্ষা° ১৯°৫´ পূঃ ও দ্রাঘি° ২০°৩০´ উ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরদিকে পাটনাবিভাগ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে জয়পুর জমিদারী ও মাদ্রাজের অন্তর্গত বিশাখপত্তন জেলা, পশ্চিমে বিন্দ্রা গয়াগড় ও খরিয়ার প্রদেশ। লোকসংখ্যা ২, ২৪,৫৪৮। কালহন্দিপ্রদেশের প্রধান নগর ভবানীপত্তন। ভবানীপত্তনে লোকসংখ্যা ৩৪৮০। কালহন্দিপ্রদেশ পশ্চিমঘাটের অব্যবহিত পশ্চিমদিকে।

এখানে ইন্দ্রবতী নদী উদ্ভূত হইয়া গোদাবরীতে মিলিত হইয়াছে। হণ্ডি ও রেত নামক আরও দুইটী স্রোতস্বতী এই

প্রদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া তেল নদে পড়িয়াছে। আবার তেল, সান ও রাওল নামক তিনটী নদী একত্র মিলিয়া উত্তরবাহিনী হইয়া উড়িষ্যার মহানদীতে গিয়া পড়িয়াছে। চারিদিকে এইরূপ নদী ও ঘাটপর্ব্বতের নিকট বলিয়া এখানে বৃষ্টিও প্রচুর হয়। এই নিমিত্ত স্থানটী বেশ উর্ব্বরা। উত্তর-পশ্চিমভাগে সেগুন কাষ্ঠ জন্মে। চাউল, দাল, তিসি, ইক্ষু, তুলা, ভুটা ও গম এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। স্থানে স্থানে সপ্তাহে একবার করিয়া হাট বসে। প্রধাননগর ভবানী-পত্তনের হাটই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এখানকার জলবায়ু অতিউত্তম।

এই স্থান একজন রাজার অধিকারে আছে। রাজা ইংরাজ-রাজকে কর দিয়া থাকেন। রাজপুতবংশীয় রাজা উদিত প্রতাপদেব দিল্লীর দরবারে রাজাবাহাদুর উপাধি ও নিজের সম্মানার্থ ৯টি তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দত্তকপুত্র রাজা রঘুকিশোরদেব ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া বড় রাণীর উপর রাজ্যভার থাকে ও বালকরাজাকে জব্বলপুরের রাজকুমারকালেজে পড়িতে দেওয়া হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই কন্ধ-জাতি বিদ্রোহী হইয়া কুল্তা নামক ৭০। ৮০ জন হিন্দুজাতিকে হত্যা করিয়া তাহাদের গ্রাম লুটপাট করে। ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিজের পুলিস সেনা পাঠাইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। হাঙ্গামাকারিগণের দলপতিদিগের ফাঁসি হইল। সেই অবধি এই প্রদেশের শাসনকার্য্য গবর্ণমেণ্ট নিজহস্তে রাখিয়াছেন।

কালহল্দী (দেশজ) হলুদগাছবিশেষ। (Curouma casia)

কালহস্তী—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটি জমিদারী। ইহার কতক অংশ উত্তর আর্কট আর কতক অংশ নেল্লোর জেলাতে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১,৩৫,১০৪।

খৃষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেল্লমজাতীয় একজন পলিগার বিজয়নগরের রাজার নিকট হইতে এই জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাহার পর পূর্ব্বে মান্দ্রাজ ও কাঞ্চিপুর এবং দক্ষিণে বন্দীবাস পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। অরঙ্গজেবের প্রদত্ত সনন্দে দেখা যায় যে, এখনকার পলিগার তাঁহার সময়ে ৫ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কালহস্তী ইংরাজদিগের হস্তে আসে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট এই জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। জমিদারের বংশীয় যে ব্যক্তি আছেন, ইংরাজেরা তাঁহাকে রাজা ও C. S. I উপাধি দিয়াছেন। দেশের জমির ফসলের অর্দ্ধাংশ জমিদারকে দিতে হয়। এখানকার মৃত্তিকা লালবর্ণ ও বালুকামিশ্রিত। তাম্র ও লৌহ এখানে পাওয়া যায়। কাচের কারখানাও আছে।

উক্ত জমিদারীর প্রধান নগর কালহস্তী বা শ্রীকোলস্ত্রী নগর। অক্ষা° ১৩° ৪৫´ ২´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪৪´ ২৯´´ পূঃ মধ্যে সুবর্ণমুখী নদীতীরে মান্দ্রাজ রেলের উত্তর-পশ্চিম শাখা ত্রিপতি-ষ্টেশনের অতি নিকটেই অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৯৯৩৫ জন। এই নগরে জমিদারের বাসভবন আছে। এখানে একজন ম্যাজিষ্ট্রেটও আছেন। এখানে বড় রকম বাজার আছে। নিকটস্থ গ্রামে উত্তম কাপড় প্রস্তুত হয়।

কালহস্তী একটি তীর্থস্থান। এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। তন্মধ্যে শিবমন্দিরই প্রধান। দক্ষিণের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ ইহাকে দ্বিতীয় বারাণসী বলিয়া থাকেন। ইহা নগরের নৈঋত-কোণে পর্ব্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত। কালহস্তীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—"ব্রহ্মা তপস্যা করিবার জন্য কৈলাসপর্ব্বতের শৃঙ্গের একাংশ আনিয়া এখানে স্থাপন করেন। সেই জন্য উহার নাম দক্ষিণকৈলাস। ব্রহ্মা স্বয়ং এই মন্দিরের মূলস্থাপন করেন।" চোল রাজা ও বিজয়নগরের কৃষ্ণরায় উহার অপরাপর অংশ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। মহাদেবের বায়ুমূর্ত্তি এখানে বিরাজিত। কথিত আছে, একটি সর্প ও হস্তী উভয়েই মহাদেবের পূজা করিত। সর্প নিজের মণি মহাদেবের মস্তকে রাখিয়া এবং হস্তী জলাভিষেক দ্বারা আরাধনা করিত। এক দিবস হস্তীর অভিষেচনের জল সর্পের অঙ্গে লাগায় নাগ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার শুণ্ডে দংশন করে। হস্তীও জ্বালায় অস্থির হইয়া সর্পকে আঘাত করিল। শেষে উভয়েই পঞ্চত্ব পাইল। দুইজন পরমভক্তের এরূপ অবস্থা দেখিয়া মহাদেব পুনরায় তাহাদের জীবন দান করিলেন। উভয়কে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাহাদের নামে আপন মন্দিরের নাম 'কাল-হস্তী' রাখিলেন। (কাল অর্থাৎ সর্প ও হস্তী এই দুই লইয়া কালহস্তী হইয়াছে।) এখানকার লোকেরা কালহস্ত্রীও কহে। তীর্থমাহাত্ম্য-মতে, কন্নাপন নামক এক ব্যাধ মহাদেবের অনুগ্রহ লাভ করে। কন্নাপন পর্ব্বতের উপরে থাকিত। কিন্তু আহার করিবার পূর্ব্বে পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়া আহার্য্য দ্রব্য মহাদেবকে অর্পণ করিয়া নিজে প্রসাদ পাইত। কিছুকাল পরে তাহার মনে হইল যে, মহাদেবের একটী চক্ষু নষ্ট হইয়াছে, এই ধারণায় সে আপনার একটী চক্ষু উৎপাটিত করিয়া মহাদেবের নষ্ট চক্ষুতে বসাইয়া দিল। আবার কিছুকাল পরে দেখে যে, দেবের অপর চক্ষুও নষ্ট হইয়াছে, এজন্য নিজের অপর চক্ষুটী লইয়া মহাদেবের চক্ষে বসাইয়া দেয়। সেই সময় ব্যাধ এক পা মহাদেবের চক্ষের নিকট রাখিয়াছিল বলিয়া এখনও মহাদেবের চক্ষে তাহার পদচিহ্ন দেখা

যায়। দেবাদিদেব তাহাকে সালোক্যমুক্তি প্রদান করেন। মহাদেবের নিকট তাহার একটী স্বতন্ত্র লিঙ্গ আছে, মহাদেবের সহিত তাহারও পূজা হয়। মন্দিরের প্রবেশ-স্থানে হস্তী, সর্প ও উর্ণনাভিরও মূর্ত্তি দেখা যায়। অপর অপর স্থানে মহাদেবের যেরূপ মূর্ত্তি দেখা যায়, এখানকার মূর্ত্তি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এ মূর্ত্তির নাম বায়ুমূর্ত্তি। সাধারণতঃ শিবলিঙ্গের মূর্ত্তি গোলাকার দণ্ডের মত, কিন্তু এই বায়ুমূর্ত্তি চতুষ্কোণ। মন্দিরের কোনদিকে বায়ুপ্রবেশের পথ নাই। কিন্তু লিঙ্গের মাথার উপর যে দীপ ঝুলান আছে, তাহা সর্ব্বদাই অল্প অল্প দুলিতেছে। গৃহের অভ্যন্তরে অন্যান্য অনেক দীপ আছে, কিন্তু আর কোনটীই সেরূপ দোলে না। এই কারণেই নাকি ইহা 'বায়ুলিঙ্গ' বলিয়া অভিহিত। মহাদেবের সঙ্গে পার্ব্বতীদেবীও আছেন। এখানে তাঁহার নাম জ্ঞান-প্রসন্না। কথিত আছে, ভগবান্ কোন সময়ে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলে তিনি নরযোনি প্রাপ্ত হন। তিনি মানবদেহে তপস্যাবলে মহাদেবকে তুষ্ট করেন। মহাদেব তাঁহাকে মুক্তি দিয়া জ্ঞানপ্রসন্না নাম দেন। পার্ব্বতীর তপস্যার সময় দুর্গা নাম্নী কোন নারী তাঁহার সহগামিনী হন। মহাদেবের প্রসাদে তিনিও দেবত্ব লাভ করেন। তাই স্বতন্ত্র মন্দিরে দুর্গাম্মাদেবী পূজিত হইতেছেন। স্ত্রীলোককে ভূতে পাইলে বা কেহ অপুত্রক হইলে জ্ঞানপ্রসন্নাদেবীর সম্মুখে ভিজাকাপড়ে অধোমুখে পড়িয়া দেবীকে ধ্যান করিতে থাকে। ইহার নাম প্রাণাচার ব্রত। যিনি যতক্ষণ ধ্যান করিতে পারেন, তাঁহার বাসনা সেইরূপ ফলবতী হয়।

শিবমন্দিরের দক্ষিণে পাহাড়ের পার্শ্বে ভগবান্ মণিকুণ্ডেশ্বর-স্বামীর মন্দির। কোন এক নারী এই স্থানে মহাদেবের তপস্যা করেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহার কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্র প্রদান করেন। তাহাতে তাঁহার মুক্তি হয়। সেই অবধি মুমূর্ষু লোককে এইখানে আনিয়া দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করাইয়া দেওয়া হয়। এখানকার লোকের বিশ্বাস যে, মৃত্যুকালে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া উপরে কর্ণ রাখিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিলে, দক্ষিণকর্ণ দিয়া তাহার আত্মা বাহির হইয়া মৃতব্যক্তি চিরানন্দ ভোগ করে।

মণিকুণ্ডেশ্বর-মন্দিরের দক্ষিণে পাহাড়ের পাদদেশে ব্রহ্মার মন্দির। ইহার উপর নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। এখানকার তীর্থমাহাত্ম্যমতে, ব্রহ্মা এইখানে বসিয়াই তপস্যা করেন। এই মন্দিরের দক্ষিণে পাহাড়ের উপত্যকায় একটী প্রশস্ত পুষ্করিণী দেখা যায়। তাহার চারিদিকের ঘাট পাথর দিয়া বাঁধান। পুষ্করিণীর নিকট ভরদ্বাজস্বামীর মূর্ত্তি। সেইজন্য এই স্থান ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম বলিয়া খ্যাত।

মাঘমাসে এখানে ১০ দিন মহোৎসব হইয়া থাকে। তাহাতে বহু লোকের সমাগম হয়।

কালহানি (স্ত্রী) কালস্য হানিঃ, ৬তৎ। ১ সময়ক্ষতি, বৃথা সময় নাশ। ২ সময়ের অভাব।

কালহীন (পুং) কালেন কৃষ্ণবর্ণেন হীনঃ, ৩তৎ। লোধগাছ। [লোধ্র দেখ।]

কালহোরা (স্ত্রী) কালে কালভেদে হোরা, ৭তৎ। ১ দিবা রাত্রিতে উদিত দ্বাদশলগ্নের অর্দ্ধাংশ। ২ আড়াই দণ্ড-পরিমিত কাল, ১ ঘণ্টা। ৩ সিন্ধুপ্রদেশের একটি মুসলমান রাজবংশ। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে এই বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। কালহোরা ও তালপুরবংশই সিন্ধুর শেষ স্বাধীন রাজবংশ। ইহাদের মধ্যে প্রমথবংশীয়েরা আপনাদিগকে পারস্যের আব্বাসীদের বংশীয় ও শেষোক্তেরা ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু বস্তুতঃ উভয় বংশই বেলুচিস্থানের লোক।

ইয়ার মহম্মদ কালহোরা, বিন্দনামক একজন বেলুচীর সাহায্যে, পুয়ারবংশীয় রাজপুত রাজাকে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। খোদাবাদে ইঁহার কবর আছে। কবরের সম্মুখে কতকগুলি গদা ঝুলান থাকে। শুনা যায় যে, ইনি কত সহজে সিন্ধুজয় করিয়াছিলেন, তাহা জানাইবার জন্য মৃত্যুকালে ঐরূপ করিয়া গদা ঝুলাইয়া রাখিতে আদেশ দেন।

কালা (স্ত্রী) কালঃ বর্ণঃ অস্ত্যস্যাঃ, কাল-অর্শআদিত্বাৎ অচ্, টাপ্। ১ নীলগাছ। ২ কালতেউড়ী। ৩ কালজীরা। ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ কেলেকোড়া। ৬ অশ্বগন্ধা। ৭ পারুলগাছ। (রাজনি° ভাবপ্র° অ° মেঃ।) ৮ দক্ষকন্যাবিশেষ।

("অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা তথা।"
ভারত ১।৬৫ অঃ।)

৯ (দেশজ) শ্রীকৃষ্ণ। ১০ কালবর্ণযুক্ত। ১১ বধির, শ্রবণশক্তিহীন।

কালাংশ (পুং) কালরূপোহংশঃ। গ্রহগণের দর্শনোপযোগী অংশবিশেষ।

কালাকৃষ্ট (ত্রি) কালেন মৃত্যুনা আকৃষ্টঃ, ৩তৎ। মৃত্যু-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট; যাহার কোনরূপেই মৃত্যু নিবারিত হয় না।

কালাক্ষরিক (পুং) কালে যথাযোগ্যকালে অক্ষরং বেত্তি কাল-অক্ষর-ঠক্। যাহার বিশেষরূপে অক্ষরপরিচয় আছে।

কালাগুরু (ক্লী) কালং কৃষ্ণং অগুরু, কর্ম্মধা। কৃষ্ণ অগুরু। [কৃষ্ণাগুরু দেখ।]

("চকম্পে তীর্ণলৌহিত্যে তস্মিন্ প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বরঃ।
তদ্গজালানতাং প্রাপ্তৈঃ সহকালাগুরুদ্রুমৈঃ॥" রঘু ৪।৮১।)

কালাগ্নি (পুং) কালঃ সর্ব্বসংহারকঃ অগ্নিঃ, কর্ম্মধা। ১ প্রলয়াগ্নি। ২ প্রলয়াগ্নির অধিষ্ঠাতা রুদ্র। ৩ পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ, এই রুদ্রাক্ষ কালাগ্নিরুদ্রের অতিপ্রিয় বলিয়া ইহাও কালাগ্নি নামে পরিচিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে ইহা সর্ব্বপাপনাশক বলিয়া কথিত আছে। যথা—

"পঞ্চবক্ত্রঃ স্বয়ং রুদ্রঃ কালাগ্নির্নামনামতঃ।
অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণাৎ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ॥"

পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ সাক্ষাৎ রুদ্রদেবস্বরূপ, ইহার অপর নাম কালাগ্নি। এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে অগম্যাগমন বা অভক্ষ্যভক্ষণ জন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়।

কালাগ্নিরুদ্র (পুং) কালাগ্নেঃ প্রলয়াগ্নেঃ অধিষ্ঠাতা রুদ্রঃ, মধ্যলো°। কালাগ্নিরিব রুদ্রো বা, উপমি°। ১ প্রলয়াগ্নির অধিষ্ঠাতৃদেবতা রুদ্র। ২ ঐ রুদ্রের উপাসক ঋষিবিশেষ। ৩ যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্‌বিশেষ।

কালাগ্নিরুদ্ররস (পুং) বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত বটিকা-ঔষধবিশেষ। পারদ, কান্তলৌহ, অভ্র ও লৌহভস্ম এবং মধু ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া একদিন ভূধর-যন্ত্রে পাক করিতে হইবে। পরে তাহার সহিত দশমাংশ বিষযুক্ত করিতে হইবে। এই ঔষধ এইরূপে প্রস্তুত করিয়া ৩ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে ১০ দিন মধ্যে বিসর্পরোগ বিনষ্ট হয়।

কালাঙ্গ (ক্লী) কালং কৃষ্ণবর্ণং অঙ্গম্, কর্ম্মধা। ১ কৃষ্ণবর্ণ দেহ। ২ বহুব্রী (ত্রি) কৃষ্ণবর্ণদেহবিশিষ্ট। ৩ (৬তৎ) কালপুরুষের অঙ্গ।

কালাজিন (ক্লী) কালস্য কৃষ্ণমৃগস্য অজিনম্, ৬তৎ। ১ কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্ম। ২ কালং অজিনং যত্র, বহুব্রী। কৃষ্ণাজিন-প্রধান দেশবিশেষ; কূর্ম্ম প্রভৃতি পুরাণমতে এই জনপদ দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

কালাঞ্জন (ক্লী) কালঞ্চ তৎ অঞ্জনঞ্চেতি, কর্ম্মধা। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জন, খুব কাল কাজল।

("ন চক্ষুষোঃ কান্তিবিশেষবুদ্ধ্যা
কালাঞ্জনং মঙ্গলমিত্যুপাত্তম্॥" কুমার ৭। ২০।)

কালাঞ্জনী (স্ত্রী) অজ্যতে অনয়া অন্জ করণে লুট্‌ ঙীপ্। কালী কৃষ্ণবর্ণা অঞ্জনী, পুংবদ্ভাবঃ। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, কালিকর্পাসিকা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—অঞ্জনী, রেচনী, শিলাঞ্জনী, নীলাঞ্জনী, কৃষ্ণাভা, কালী, কৃষ্ণাঞ্জনী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, নির্ম্মল, কৃমিনাশক, অপান বায়ুর আবর্ত্তনাশক ও উদররোগনিবারক।

কালাগুঞ্জ (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ অগুঞ্জঃ পক্ষী। কোকিল।

কালাতিক্রম (পুং) কালস্য অতিক্রমঃ লঙ্ঘনম্, ৬তৎ। সময়-লঙ্ঘন, নিরূপিত সময়ের অন্যথা করা।

কালাতিপাত (পুং) কালস্য অতিপাতঃ অতিবাহনম্, ৬তৎ। সময়ক্ষেপণ, কালযাপন।

কালাতিরেক (পুং) কালস্য অতিরেকঃ অতিক্রমঃ ৬তৎ। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিক্রম। ২ সম্বৎসরের অতিক্রম।

"কালাতিরেকে দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ।" প্রা° ত°॥

কালাতীত (ক্লী) কালস্য অতীতং অত্যয়ঃ, অতি-ইণ্‌ ভাবে ক্ত। কালাতিক্রম।

"কালাতীতে বৃথা সন্ধ্যা বন্ধ্যাস্ত্রীমৈথুনং যথা।" কাশীখ°।)

২ (ত্রি) অতীতঃ কালোঽস্য, নিষ্ঠান্তত্বাৎ পরনিপাতঃ। যাহার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রম হইয়াছে। ৩ (পুং) ন্যায়শাস্ত্র-মতে পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের অন্তর্গত হেত্বাভাসবিশেষ; অতীতকাল শব্দদ্বারাও ইহাকে অভিহিত করা হয়। ন্যায়সূত্রোক্ত ইহার লক্ষণ যথা—"কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ।"
(১ অ° ২ আ° ৫০ সূ।)

সাধনকালে অভাবসময়ে যে হেতু প্রযুক্ত হয়, তাহাকে কালাতীত কহে, অর্থাৎ যেখানে পক্ষে * সাধ্যের † অভাব বিষয়ক নিশ্চয় হয়, সেই স্থানের হেতুকে কালাতীত বলা যায়। যেমন "জলং বহ্নিমৎ জলত্বাৎ" এখানে জলে বহ্নির অভাব বিষয়ে নিশ্চয়জ্ঞান আছে, সুতরাং ইহার 'জলত্ব' হেতু কালাতীত নামে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

কালাতীত শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যাধিত শব্দের প্রয়োগও ন্যায়-শাস্ত্রের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

কালাত্মক (ত্রি) কালেন কালস্বভাবেন কৃত আত্মা যস্য, কাল-আত্মা-কন্। ১ কালস্বভাবজাত স্থাবর জঙ্গমাদি।

("জঙ্গমাঃ স্থাবরাশ্চৈব দিবি বা যদি বা ভুবি।
সর্ব্বে কালাত্মকাঃ সর্প! কালাত্মকমিদং জগৎ॥"
ভারত অনু ১ অঃ।)

২ (কাল আত্মা অস্য) কালস্বরূপ পরমেশ্বর।

কালাত্যয় (পুং) কালস্য অত্যয়ঃ অতিক্রমণম্, ৬তৎ। কাল-ক্ষেপণ, নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়া।

("কালাত্যয়ে চ কন্যায়াঃ কালদোষো ন বিদ্যতে।" উদ্বাহতত্ত্ব।)

কালাত্যয়াপদিষ্ট (পুং) কালাত্যয়েন অপদিষ্টঃ। গৌতম-সূত্রোক্ত হেত্বাভাসবিশেষ। [কালাতীত দেখ।]

* সিদ্ধির উপযোগী সাধ্যের আধারের নাম পক্ষ; যেমন "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এখানে পর্ব্বত পক্ষ, বহ্নিসাধ্য ধূম হেতু।

† হেতু প্রভৃতি দ্বারা যাহা প্রতিপালন করিতে হয়, তাহার নাম সাধ্য।

কালাদর্শ (পুং) কালঃ শুভকর্ম্মসম্পাদককাল-বিশেষঃ আদর্শ্যতেঽত্র. কাল-আ-দৃশ্-ণিচ্ আধারে অচ্। স্মৃতি-গ্রন্থবিশেষ।

কালাদেবধান্য (দেশজ) তৃণধান্যবিশেষ, কাল দেধান।

কালাধ্যক্ষ (পুং) কালানাং খণ্ডকালানাং অধ্যক্ষঃ প্রবর্ত্তকঃ, ৬তৎ। ১ সূর্য্য।

("কালাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্ম্মা তমোনুদঃ।" ভারত বন ৩০ অঃ।)

২ সমুদায়কালপ্রবর্ত্তক পরমেশ্বর।

কালানল (পুং) কালঃ সর্ব্বসংহারকঃ অনলঃ, কর্ম্মধা। ১ প্রলয়াগ্নি। ২ রাজবিশেষ; ইঁহার পিতার নাম সভানর। (হরিবংশ ৩১ অঃ)

কালানলচক্র (ক্লী) কালানল ইব হিংসকং চক্রম্, উপমি°। রাজগণের বিজয়াদিকার্য্যে অনিষ্টজ্ঞাপক চিহ্নবিশেষ। [চক্র দেখ।]

কালানুনাদি [ন্] (পুং) কল এব কালঃ অব্যক্তমধুর তং অনুবদতি, কাল-অনু-বদ্-ণিনি। ১ ভ্রমর। ২ চটক, চড়াই পাখী। ৩ চাতকপক্ষী।

('কালানুনাদী ভ্রোলম্বে কলবিঙ্কে কপিঞ্জলে। মেদিনী।)

কালানুভাবকতা (স্ত্রী) কালং অনুভবতি, কাল-অনু-ভূ-ণ্বুল্; কালানুভাবকস্য ভাবঃ তল-টাপ্। যে শক্তি দ্বারা সময় অনুভব করা যায়।

কালানুশারিবা (স্ত্রী) কালেন কৃষ্ণবর্ণেন অনুকৃতা শারিবা, মধ্যলো° ৮। ১ তগরপাদিকা, তগরমূল। ২ শীতলীজটা।

কালানুসারক (পুং) কালং কৃষ্ণবর্ণং মৃগমদং অনুসরতি গন্ধেন ইতি শেষঃ, কাল-অনু-স্ব-ণ্বুল্। ১ তগর। ২ পীতচন্দন। ৩ (ত্রি) সময়ানুসারী।

কালানুসারী (পুং) কালং কৃষ্ণবর্ণং মৃগমদং অনুসরতি, কাল-অনু-স্ব-ইঞ্। শৈলেয়, শৈলজ নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

কালানুসারী [ন্] (ত্রি) কালং সময়ং অনুসরতি অনু-গচ্ছতি, কাল-অনু-স্ব-ণিনি। সময়ানুসারী।

কালানুসারীবা (স্ত্রী) [কালানুশারিবা দেখ]।

কালানুসার্য্য (ক্লী) কালেন মৃগমদেন অনুস্রিয়তে, কাল-অনু-স্ব-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪।) ১ শৈলজ। ২ কালিয়াকাষ্ঠ। ৩ তগরপাদিকা। ৪ শিংশপাবৃক্ষ। ৫ পীতচন্দন।

কালানুসার্য্যক (ক্লী) কালানুসার্য্য স্বার্থে কন্। শৈলেয়।

কালান্তক (পুং) কালস্য আয়ুঃকালস্য অন্তকঃ নাশকঃ, ৬তৎ। যম।

স্ময়মান্ ইব ক্রোধাৎ সাক্ষাৎ কালান্তকোপমঃ।" ভারত বন

কালান্তকযম (পুং) কালান্তকশ্চাসৌ যমশ্চেতি কর্ম্মধা। ১ আয়ুঃ কালবিনাশক যম। ২ প্রলয়কারক যম।

কালান্তর (ক্লী) অন্যঃ কালঃ (ময়ূং নিং সং।) ১ অন্যসময়। ২ উৎপত্তির পরবর্ত্তী কাল। ৩ (ত্রি) সময়ান্তরস্থায়ী।

কালান্তরবিষ (পুং) কালান্তরে দংশনাৎ অন্যস্মিন্ কালে বিষং যস্য, বহুব্রী। মূষিকাদি জন্তু। ইন্দুর প্রভৃতি যে সকল জন্তু দংশন করিলে দষ্ট-স্থান দেখিয়া কোনরূপ বিষ-চিহ্ন বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাতে বিষকার্য্য প্রকাশ হইতে থাকে, তাহাকেই কালান্তর বিষ কহে।

(কালান্তরবিষাঃ পুনঃ মূষিকাদ্যাঃ। হেম ৪।৩৮০।)

কালান্তরবৃত্ত (ত্রি) কালান্তরে দীর্ঘসময়ান্তরে আবৃত্তং পরাবৃত্তম্, ৭তৎ। বহুকালের পর প্রত্যাবৃত্ত।

কালান্তরাবৃত্তি (স্ত্রী) কালান্তরে আবৃত্তিঃ প্রত্যাবর্ত্তনম্, ৭তৎ। সময়ান্তরে প্রত্যাগমন।

কালাপ (পুং) কালঃ মৃত্যুঃ আপ্যতে যস্মাৎ, কাল-আপ-ঘঞ্। ১ সর্পফণা। ২ রাক্ষস। ৩ কলাপং তন্নামকং ব্যাকরণং বেত্তি অধীতে বা, কলাপ-অণ্। কলাপব্যাকরণবেত্তা। ৪ কলাপব্যাকরণ-অধ্যয়নকারী। ৫ ঋষিবিশেষ।

("কুকুরো বেণুজঙ্ঘোঽথ কালাপঃ কট এব চ।" ভারত ২।২৪।

কালাপক (ক্লী) কালাপস্য কলাপিনা প্রোক্তস্য শাখাভেদস্য ধর্ম্ম আম্নায়ো বা, ৬তৎ। ১ কলাপী ঋষিকথিত শাখাবিশেষের ধর্ম্ম। ২ কলাপীশাখানুসারী শাস্ত্রবিশেষ। ৩ কলাপব্যাকরণ-বেত্তা। (আলাপকালাপক দুর্গসিংহঃ।" ইতি বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী।)

কালাপাহাড়, দেবদ্বেষী আফগানসেনাপতি। *। কালা-পাহাড় একজন নহে। মুসলমান ইতিহাসে দুই তিনজন কালাপাহাড়ের নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে—

১ম, কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম "মিঞা মুহম্মদ ফর্মুলি।" ইনি জৌনপুরাধিপ বহ্‌লোললোদীর ভাগিনেয় এবং তৎপুত্র বার্বকশাহের সেনাপতি। ইনি একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। কথিত আছে—কোন সময়ে বার্বকশাহ দিল্লীশ্বর সুলতান সেকন্দরলোদীর বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঘোর-তর যুদ্ধ হয়। ঘটনাক্রমে সেই যুদ্ধে কালাপাহাড় বন্দী হইয়া বাদশাহের নিকট প্রেরিত হন। সেকন্দর যখন দেখিলেন, কালাপাহাড় ম্লানমুখে পদব্রজে তাঁহার নিকট আসিতেছেন, তিনি অবিলম্বে অশ্ব হইতে নামিয়া কালা-পাহাড়কে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আপনি আমার

পিতৃতুল্য আমাকেও পুত্রতুল্য ভাবিবেন।" কালাপাহাড় এইরূপ অসম্ভাবিত সমাদর দর্শনে বিস্মিত হইলেন। সুলতানকে কহিলেন, তিনি তাঁহার যেরূপ সম্মান করিলেন, তাহার জন্য তিনি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন। কালাপাহাড় যাহার হইয়া পূর্ব্বে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারই সম্মুখীন হইলেন। বার্ব্বকশাহের সৈন্যগণ কালাপাহাড়কে আসিতে দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

"তারিখ-ই-খাঁ জহান্‌লোদী" নামক পারস্য-ইতিহাসে লিখিত আছে, সেকন্দরশা বার্ব্বকশাকে ধরিবার জন্য ৮৯৯ হিজরী শকে (১৪৯৩-৪ খৃঃ অঃ) কালাপাহাড়কে অযোধ্যার অভিমুখে প্রেরণ করেন।

"তারিখ-ই-শেরশাহী" নামক মুসলমান ইতিহাসের মতে, কালাপাহাড় সুলতান বহ্‌লোলের নিকট অযোধ্যাসরকার ও আরও কয়েকখানি পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে তিনি ৩০০ মণ পাকা সোণা, এ ছাড়া বিস্তর অলঙ্কারসম্পত্তি রাখিয়া যান। তাঁহার একমাত্র কন্যা ফতমালিকা উত্তরাধিকারিণী প্রাপ্ত হন। [ফতমালিকা দেখ।]

সুলতান্ ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বের শেষাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। পশ্চিমাঞ্চলে ইনিই হিন্দুবিদ্বেষী দেবমূর্ত্তিচূর্ণকারী কালাপাহাড় নামে বিখ্যাত (?)

২য়—কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম রাজু। কামরূপ অঞ্চলে পোরাসুঠার, পোরাকুঠার, কালাসুঠান বা কালযবন নামে বিখ্যাত। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার জনপ্রবাদ এইরূপ—এই কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন নবাবকন্যার প্রেমে পড়িয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু অকবর নামা, তারিখ্-ই-দাউদী প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে কালাপাহাড় 'আফগান' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কালাপাহাড় প্রথমে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান করাণী, তৎপরে দায়ূদের সেনাপতি ছিলেন। ইহার ন্যায় দেবদ্বেষী মুসলমান বঙ্গদেশে কখন দেখা যায় নাই। দেবমন্দির ভঙ্গ, দেবমূর্ত্তিচূর্ণ ও অশেষ প্রকারে হিন্দুর লাঞ্ছনা করাই ইহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

পূর্ব্বে আসাম, পশ্চিমে কাশী ও দক্ষিণে উড়িষ্যা ইহার মধ্যে তৎকালে যে সমস্ত বিখ্যাত হিন্দুদেবালয় ছিল, তাহার কোনটী কালাপাহাড়ের হস্ত হইতে এড়াইতে পারে নাই। তাহার মধ্যে কোনটি ভগ্ন, কোনটি অঙ্গহীন, কোনটি এককালে ধূলিসাৎ হইয়া যেন অদ্যাপি কালাপাহাড়ের দারুণ অত্যাচার ঘোষণা করিতেছে। প্রবাদ এইরূপ যে—কালাপাহাড়ের আগমনসূচক কাড়ানাগরা বাজিলে দেবমূর্ত্তি সকল কম্পিত হইত।

শ্রীক্ষেত্রের মাদলাপঞ্জীতে লিখিত আছে, (১৪৮১ শকে) "মুকুন্দদেবের রাজত্বের অন্তিমকালে কালাপাহাড় উড়িষ্যায় প্রবেশ করে। মুকুন্দদেব কালাপাহাড়ের নিকট পরাজিত হন। তৎপরে মুকুন্দদেবের পুত্র গৌড়িয়াগোবিন্দ রাজা হইলে কালাপাহাড় পুরী লুণ্ঠন করিতে আসে। পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি লইয়া গড়পারিকুদে লুকাইয়া রাখেন; কালাপাহাড় এই সংবাদ পাইয়া পারিকুদ হইতে জগন্নাথদেবকে আনিয়া আগুনে পোড়াইয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেয়। [জগন্নাথ, উৎকল প্রভৃতি শব্দ দেখ।] সেই পাপে কালাপাহাড়ের হাত পা খসিয়া যায়, তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।"

অকবরনামার মতে—"যখন মোগলসেনাপতি মুনিম খাঁ দাউদকে ধরিবার জন্য কটকে উপস্থিত হন; তখন কালাপাহাড়, বাবুইমঙ্গলী ও কয়েকজন আফগানসেনানায়ক কাকসাল অধিকার করেন। কিন্তু অল্প কালমধ্যেই কালাপাহাড় কালীগঙ্গার তীরে মোগলবাহিনীর তোপে কালের করালকবলে পতিত হয়।"

তারিখ-ই-দাউদীর মতে, ৯৮৮ হিজরীশকে (১৫৮০ খৃষ্টাব্দে) এই ঘটনা হয়।

কালাপোশ (দেশজ) কালরঙ্গের কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত।

কালাভ্র (পুং) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ অভ্র, কর্ম্মধা। ১ জলযুক্ত কালমেঘ। ২ কৃষ্ণাভ্র।

কালামুখ (দেশজ) ১ পোড়ামুখ। ২ কৃষ্ণবর্ণ মুখ। ৩ ধিক্কারবাচক শব্দ। ৪ কুৎসিত বা নিন্দিত ব্যক্তি।

কালাম্র (পুং) কাল আম্রো যত্র, বহুব্রী। দ্বীপবিশেষ। ("কুরূন্ যাত্বুত্তরান্ বীর কালাম্রদ্বীপমেব চ।" হরিবংশ ১৫১।)

কালায়ন (ত্রি) কালেন নির্ব্বৃত্তম্, কাল-ফক্। সময়জাত।

কালায়নী (স্ত্রী) দুর্গা।

কালায়স (ক্লী) কালঞ্চ তৎ অয়শ্চেতি কাল-অয়স্-টচ্ (অনোহশ্মায়ঃসরসাং জাতিসংজ্ঞয়োঃ। পা ৫।৪।৯৪।) ১ লৌহবিশেষ। ২ লৌহমাত্র। [লৌহ দেখ।] (লৌহং কালায়সং শস্ত্রং পিণ্ডং পারশবং ঘনম্। গিরিসারং শিলাসারং তীক্ষ্ণকৃষ্ণামিষে অয়ঃ। হেম ৪।১০৩।)

কালায়াসময় (ত্রি) কালায়স-ময়ট্। কাললৌহনির্ম্মিত।

কালাবড়ক (পুং) বৃক্ষবিশেষ, কালিয়াকড়া।

কালাশুদ্ধি (স্ত্রী) কালস্য কর্ম্মযোগ্যসময়স্য অশুদ্ধিঃ, ৬তৎ। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত শুভকর্ম্মের বাধক সময়বিশেষ। [অকাল দেখ।]

কালাশৌচ (ক্লী) কালব্যাপি অশৌচম্, মধ্যলো°। পিতামাতা প্রভৃতি মহাগুরুর মৃত্যু হইলে এক বৎসর পর্য্যন্ত যে অশৌচ

থাকার বিষয় স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, তাহাকেই কালাশৌচ কহে। কালাশৌচসময়ে কতকগুলি কর্ত্তব্য পালনের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে।

কালাসুহৃৎ (পুং) অসূন্ প্রাণান্ হরতি অসু-হৃ-কিপ্. অসুহৃৎ প্রাণনাশকঃ; কালশ্চাসৌ অসুহৃৎ চেতি, কর্ম্মধা। ১ প্রাণনাশক। ২ (কালঃ ভয়ানকঃ অসুহৃৎ শত্রুঃ) ভয়ঙ্কর শত্রু। ৩ (কালস্য মৃত্যোঃ অসুহৃৎ বিনাশকঃ) মহাদেব।

(গজ-পূষ-পুবা-নঙ্গ-কাল-হুক-মথাসুহৃৎ। হেম ২।১১৪।)

কালাস্থালী (স্ত্রী) ১ পাটলা, পারুলগাছ। ২ মুষ্কক।

কালি (দেশজ) ১ মসী। ২ অঙ্কবিশেষ, এই অঙ্ক দ্বারা জমী ও পুষ্করিণীর জল প্রভৃতির পরিমাণ স্থির করা হয়।

কালিক (পুং) কালে বর্ষাকালে চরতি, কাল-ঠঞ্। কে জলে অলতি পর্য্যাপ্নোতি বা, ক-অল বাহুলকাৎ ইকন্। ১ ক্রৌঞ্চপক্ষী, বকবিশেষ। ২ (ক্লী) কৃষ্ণচন্দন। ৩ (ত্রি) সময়োচিত। ৪ কালসম্বন্ধীয়।

কালিকসম্বন্ধ (পুং) কালিকবিশেষণতানামকস্বরূপসম্বন্ধবিশেষ; কালানুযোগিক বিভু ভিন্ন বস্তু প্রতিযোগিকসম্বন্ধ। ভিন্ন কালস্থিত বস্তুদ্বয়ের সহিত এই সম্বন্ধ হয় না। কোন কোন নৈয়ায়িক এই কালিক সম্বন্ধকে বিভুপ্রতিযোগিক বলিয়াছেন। বিভু পদার্থও কালিক সম্বন্ধে কালে থাকে। মহাকাল এবং কালোপাধি সমুদায়ই কালিক সম্বন্ধে বস্তুর অধিকরণ হয়।

কালিকা (স্ত্রী) কালো বর্ণোঽস্ত্যস্যাঃ, কাল-ঠন্-টাপ্। যদ্বা কাল-ঙীষ্ স্বার্থে কন্-টাপ্-হ্রস্বশ্চ। ১ চণ্ডিকা, কালী। কালিকাপুরাণে ইঁহার নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—'শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যের উৎপীড়নে নিতান্ত পীড়িত হইয়া, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হিমালয় পর্ব্বতের গঙ্গাতীর্থের নিকট উপস্থিত হইয়া, মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। মহামায়া তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, মাতঙ্গীরূপে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কাহার আরাধনার নিমিত্ত এই মাতঙ্গ-আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছ? দেবীর প্রশ্নমাত্রেই তাঁহার অঙ্গ হইতে এক দেবমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—'দেবগণ শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, তাহাদের নিধন উদ্দেশে মহামায়ার আরাধনা করিতেছেন। এই আবির্ভূতা দেবী প্রথমতঃ কৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্ষণকাল পরে গৌরবর্ণ ধারণ করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণবর্ণে প্রাদুর্ভূত হইলেন বলিয়া তিনি কালিকা নামে বিখ্যাত হইলেন। এই মূর্ত্তি উগ্রভয় হইতে রক্ষা করেন, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ইঁহাকে উগ্রতারা নামেও অভিহিত করেন। ইঁহারই প্রথম বীজের নাম তন্ত্র। ইহার মস্তকে একটি মাত্র জটা অবস্থিত থাকায় ইঁহার আর এক নাম একজটা। কালিকামূর্ত্তির ধ্যান যথা,—

"চতুর্ভুজাং কৃষ্ণবর্ণাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খড়্গং দক্ষিণপাণিভ্যাং বিভ্রতীন্দীবরং তথা॥
কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতীম্।
থং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতীং শিরসা স্বয়ম্॥
মুণ্ডমালাধরাং শীর্ষে গ্রীবায়ামপি সর্ব্বদা।
বক্ষসা নাগহারস্তু বিভ্রতীং রক্তলোচনাম্।
কৃষ্ণবস্ত্রধরাং কট্যাং ব্যাঘ্রাজিনসমন্বিতাম্॥
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্।
বিন্যস্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বয়ং॥
সাট্টহাসমহাঘোররাবযুক্তাতিভীষণা।
চিন্ত্যোগ্রতারা সততং ভক্তিমদ্ভিঃ সুখেপ্সুভিঃ॥"

কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়মধ্যে উর্দ্ধহস্তে খড়্গ ও অধোহস্তে পদ্ম এবং বামহস্তদ্বয় মধ্যে উর্দ্ধহস্তে কর্ত্রী (কাতি) ও অধোহস্তে খর্পরধারিণী, গগনস্পর্শী একজটাযুক্তা, মস্তকে ও কণ্ঠদেশে মুণ্ডমালা এবং বক্ষঃস্থলে সর্পহারভূষিতা, আরক্তনয়না, কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা, কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্মযুক্তা, শবহৃদয়ে বামপদ ও সিংহপৃষ্ঠে দক্ষিণপদ বিন্যাসপূর্ব্বক অবস্থিতা, আসবপানে আসক্তা, অট্টহাসকারিণী এবং অতি ভয়ঙ্করা।

কালিকাদেবীর যোগিনী ৮টি, তাহাদিগের নাম মহাকালী, রুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি ও ভৈরবী। কালিকাপূজাকালে এই অষ্টযোগিনীরও পূজা করিতে হয়।" (কালি° পুং।) ২ কৃষ্ণতা। ৩ বৃশ্চিকপত্র, বিছুটি পাতা। ৪ ক্রমশঃ দেয়বস্তুর মূল্য, কিস্তবন্দী। ৫ ধূসরী। ৬ নূতনমেঘ। ৭ পটোলশাখা। ৮ রোমাবলী। ৯ জটামাংসী। ১০ স্ত্রীজাতি কাক। ১১ শৃগালী। ১২ মেঘশ্রেণী। ১৩ স্বর্ণদোষ, সোণার মলিনতা। ১৪ তুগ্ধকীট। ১৫ মসী। ১৬ কাকোলী নামক ঔষধবিশেষ। ১৭ শ্যামাপক্ষী। ১৮ মস্য। ১৯ কুজ্ঝটিকা। ২০ হিমালয় পর্ব্বতজাত তিনটি-শিরাবিশিষ্ট হরীতকীবিশেষ; গন্ধযোগকার্য্যে এই হরীতকীই প্রশস্ত। ২১ মাসিক সুদ। ২২ নদীবিশেষ; ত্রিরাত্রি উপবাসপূর্ব্বক এই নদীতে স্নান করিলে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়।

("কালিকাসঙ্গমে স্নাত্বা কৌশিক্যারুণয়োর্যতঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো বিদ্বান্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"
ভারত বন ৮৪ অঃ।)

কালিকাপুরাণ (ক্লী) কালিকায়া মাহাত্ম্যাদিপ্রতিপাদকং

পুরাণম্, মধ্যলো°। উপপুরাণবিশেষ; ইহাতে কালিকা-দেবীর মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত আছে।

কালিকাব্রত (ক্লী) কালিকায়াঃ প্রীত্যর্থং ব্রতম্, মধ্যলো°। ব্রতবিশেষ; অমাবস্যাতিথিতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়; স্ত্রীলোক এই ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে এই ব্রতের উৎপত্তিকথা ও অনুষ্ঠানপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—"কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র সভাস্থলে অপ্সরোগণের নৃত্য দেখিতেছিলেন। সেই সময়ে অন্যান্য দেবগণ নৃত্যদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহার নিকটস্থ একটি পারিজাতপুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং আঘ্রাণ করিয়া, তাহা একজন ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ ইন্দ্রের নিকট এইরূপে অবজ্ঞাত হইয়া ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন, 'তুমি বিড়ালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ত্যজ জাতির গৃহে বাস করিবে।' তদনুসারে ইন্দ্র মার্জ্জাররূপে বটক নামক কোন ব্যাধের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শচী ইন্দ্রের কোন অনুসন্ধান না পাইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন এবং দেবগণের নিকট তাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ধ্যানবলে ইন্দ্রের মার্জ্জাররূপে অবস্থিতি জানিতে পারিয়া, শচীকে ইন্দ্রশাপদাতা সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিতে বলিলেন। শচী যথাশক্তি পরিচর্য্যা দ্বারা ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিলে, ব্রাহ্মণ ইন্দ্রের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, তাঁহার মুক্তির জন্য শচীকে কালিকাব্রত অনুষ্ঠান করিতে বলিলেন। এইরূপে কালিকাব্রতের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহার অনুষ্ঠানপ্রণালী—শুক্লকালের কোন কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে সঙ্কল্প করিয়া, পরদিন অমাবস্যার রাত্রে স্বয়ং ভোজন, বামহস্তে ভোজন, রাত্রিকালে সিদ্ধ অন্নভোজন এবং পোড়ামৎস্য, পিষ্টক, রক্তশাক ও অন্নভোজন পরিত্যাগ করিয়া, ৬২টি সধবা স্ত্রী ভোজন করাইবে। এইরূপে কিছুদিন ব্রত আচরণের পর, কোনও শুদ্ধ মঙ্গলবারযুক্ত অমাবস্যায় গৃহপ্রাঙ্গণে কদলীকাণ্ডে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে কালিমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক অপরাহ্ণে, সন্ধ্যাকালে অথবা রাত্রিকালে যথাবিধি পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্য প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। পূজা সমাপ্ত হইলে, পিষ্টক, সিদ্ধান্ন, ব্যঞ্জন ও দগ্ধ মৎস্য প্রভৃতি বলি সকল কোনও বনমধ্যে প্রদান করিবে। এইরূপে কালিকাব্রত করিলে সত্বর কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে।"

কালিকামুখ (পুং) কালিকায়া মুখমিব মুখাং যস্য, বহুব্রী। রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৩।২৯ অঃ।)

কালিকাশ্রম (ক্লী) কালিকায়া আশ্রমং, ৬তৎ। বিপাশানদীতীরস্থ তীর্থবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে—এই তীর্থে তিনরাত্রি ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ হইয়া অবস্থান করিলে, ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ হয়।

("কালিকাশ্রমমাসাদ্য বিপাশায়াং কৃতোদকঃ।
ব্রহ্মচারী জিতক্রোধস্ত্রিরাত্রং মুচ্যতে ভবাৎ॥"
ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কালিগঞ্জ, ১ বঙ্গদেশের যশোহর অঞ্চলের খুলনা বিভাগের একটী গণ্ডগ্রাম। যমুনা ও কাঁকসিয়ালি নামক নদীদ্বয় এই স্থানে মিলিত হইয়াছে। অক্ষা ২২°২৭´ ৫৫´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৯° ৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৫৫৪। এস্থানে একটী উত্তম বাজার আছে ও বেশ বাণিজ্য চলে। পশ্বাদির শৃঙ্গ হইতে যে একপ্রকার লাঠি প্রস্তুত হয়, এখানে তাহার আড়ং আছে। ২ বঙ্গদেশের অন্তর্গত রঙ্গপুর জেলাস্থ একটী গ্রাম, ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। আসামযাত্রী ষ্টীমারগুলি এখানে লাগিয়া থাকে।

কালিঙ্গ (ক্লী) কেন জলেন আলিঙ্গ্যতেঽসৌ, ক-আ-লিগি কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ তরমুজবিশেষ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ ও ফলবর্ত্তুল। ইহার গুণ—শীতল, মলরোধক, মধুররস, পাকে মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভি, অভিষ্যন্দকারক, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক।

পক্কফলের গুণ—পিত্তবৃদ্ধিকারক, উষ্ণ, ক্ষার এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার পত্রের গুণ—তিক্ত ও রক্তস্থাপক। (পথ্যাপথ্যবিবেক।) ২ (পুং) ভূমিকর্কারু। ৩ হস্তী। ৪ (কং বাতং আলিঙ্গতি অপ্রাপ্তি ইত্যর্থঃ) সর্প। ৫ (কু কুৎসিতং লিঙ্গং অঙ্গাদি চিহ্নং যস্য, কোঃ কাদেশঃ) লৌহবিশেষ। ৬ কুটজ। ৭ (ত্রি) কলিঙ্গে ভবঃ, কলিঙ্গ-অণ্। কলিঙ্গদেশজাত। ৮ (পুং) কলিঙ্গদেশের রাজা।

("প্রতিজগ্রাহ কালিঙ্গঃ তমস্ত্রৈর্গজসাধনঃ।
পক্ষচ্ছেদোদ্যতং শক্রং শিলাবর্ষীব পর্ব্বতঃ॥" রঘু ৪।৪০।)

কালিঙ্গক (ক্লী) কালিঙ্গ স্বার্থে কন্। [কালিঙ্গ দেখ।]

কালিঙ্গিকা (স্ত্রী) কালিঙ্গ-ঙীষ্ সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। ত্রিবৃৎ, তেউড়ী।

কালিঙ্গী (স্ত্রী) কালিঙ্গ-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ রাজকর্কটী। (কালিঙ্গী রাজকর্কটাম্। মেদিনী।) ২ কলিঙ্গদেশীয়া স্ত্রী।

কালিঞ্জর—উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দা জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৫°১´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮০°১২´ ৩৫´´ পূঃ মধ্যে, বান্দানগরের ১৬ ক্রোশ দক্ষিণে বিন্ধ্যাচলের

অন্তর্গত একটী শাখা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ের আরও উচ্চে স্তর আছে। নিম্নস্তরে নগর স্থাপিত।

কালিঞ্জর অর্দ্ধ ক্রোশ বিস্তৃত ও চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত। ভূমি হইতে ৫৩০ হস্ত উচ্চ হইবে। লোকসংখ্যা ৩৭০৬। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কিছু অধিক। কাছি নামক জাতির সংখ্যাও কম নহে। এখানে পুলিস, ডাকবাঙ্গালা, দুইটী বাজার, বিদ্যালয় ও ঔষধালয় আছে।

পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস।—কালিঞ্জর অতিপুরাকাল হইতে মহাতীর্থ বলিয়া গণ্য। রামায়ণ (উত্তরকাণ্ড ৫৯ সঃ), মহাভারত (বনপর্ব্ব ৮৫ অঃ), হরিবংশ (২১ অঃ), এতদ্ভিন্ন গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে এই মহাতীর্থের উল্লেখ আছে।

পদ্মপুরাণীয় কালঞ্জরমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং তৎ ক্ষেত্রং মম মন্দিরম্।
কালঞ্জরেতি বিখ্যাতং মুক্তিদং শিবসন্নিধৌ॥
গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে কালিঞ্জর ইতি স্মৃতঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং তত্র পুণ্যঞ্চৈব হ্যনন্তকম্॥ ৯
কালঞ্জরসমং ক্ষেত্রং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে॥" ১ম অঃ।

দুই ক্রোশবিস্তৃত সেই ক্ষেত্রই আমার (শিবের) মন্দির, শিবসন্নিধিপ্রযুক্ত সেই কালঞ্জর মুক্তিদায়ক বলিয়া বিখ্যাত। গঙ্গার দক্ষিণভাগে কালিঞ্জরক্ষেত্র অবস্থিত। কালঞ্জরের মত পবিত্রক্ষেত্র ভূমণ্ডলে আর নাই, এখানে সকল তীর্থের ফল ও অনন্তপুণ্য লাভ হয়।

মুসলমান ইতিহাসলেখক ফেরিস্তা বলেন যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কেদারনাথ নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক কালিঞ্জর স্থাপিত হয়। মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে লাহোরের রাজা জয়পাল যখন গজনি আক্রমণ করিতে যান, কালিঞ্জরের রাজা তখন তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন। ১০০৮ খৃষ্টাব্দে মামুদ গজনি যখন ৪র্থ বার ভারত আক্রমণ করেন, তখন আনন্দপালের সহিত পেসোয়ারক্ষেত্রে তাহার যুদ্ধ হয়। কালিঞ্জরের এক রাজা আনন্দপালের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১০২১ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জররাজ নন্দ কনোজের রাজাকে পরাজিত করেন। ১০২২ খৃষ্টাব্দে মামুদ গজনি কালিঞ্জর আক্রমণ করেন, শেষে সন্ধি করিয়া চলিয়া যান। ১২০২ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধি কুতবুদ্দিন কালিঞ্জর জয় করিয়া এখানে মসজিদ আদি নির্ম্মাণ করেন। অল্পদিন মধ্যেই আবার ইহা হিন্দুদিগের অধিকারে আসিল। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে মল্লিক নাসিরাত উদ্দীন্ মুহম্মদ ইহা জয় করিলেন। কিন্তু তাহার পর আবার এই স্থান হিন্দুদিগের হস্তগত হয়, তাহা প্রস্তরলিপির প্রমাণে জানা যায়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হুমাউন কালিঞ্জর আক্রমণ করিয়া ১২ বৎসরকাল অবরোধ করিয়া রাখেন। হুমাউন ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শেরশাহ পুনরায় কালিঞ্জর অবরোধ করিলেন। ২২এ মে তারিখে শেরশাহের কামানের গোলা পাহাড়ে লাগিয়া ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বারুদের গুদামে পড়িয়া ফাটিয়া গেল। তাহাতে একটা অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। শেরশাহ নিকটেই ছিলেন। তিনি সেই অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইলেন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে, দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে। তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, অমনি তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। ২৫এ মে তারিখে শেরখাঁর পুত্র জলাল খাঁ নবাধিকৃত কালিঞ্জরে পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রথমতঃ একটী স্বতন্ত্র সরকারের অধীন করিয়া রাখেন। তাহার পর বীরবল রাজাকে জায়গীরস্বরূপ অর্পণ করেন। কিছুকাল পরে স্থানটী বুন্দেলাদিগের হস্তগত হয়। বুন্দেলাদিগের হস্তে অনেকদিন ছিল। বুন্দেলবীর ছত্রশালের মৃত্যুর পর পান্নার অধিপতি হরদেব কালিঞ্জর অধিকার করেন)

পান্নার রাজবংশ বহু কাল ধরিয়া কালিঞ্জর অধিকার করিয়া থাকেন। শেষে কায়েমজী নামক ঐ রাজবংশীয় একজন অনুচর স্থানটী নিজে অধিকার করিয়া লন। তাহার পর কায়েমজীর বংশের অধিকারে ছিল। মহারাষ্ট্রদিগের প্রাধান্যসময়ে বান্দার নবাব আলী বাহাদুর দুই বৎসরকাল কালিঞ্জর অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয় করিতে পারেন নাই। তাহার পর উহা ইংরাজের অধিকারে আসিল। ইংরাজ কায়েমজীর বংশের একজনের উপর এই স্থানের কর্তৃত্ব ভার ন্যস্ত করেন। এই ব্যক্তির নাম দরায়ু সিং। দরায়ু সিং ইংরাজকে অমান্য করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা তাহাকে দমন করিবার জন্য সেনাসহ কর্ণেল মার্টিণ্ডেলকে পাঠাইয়া দেন। মার্টিণ্ডেল্ নগর আক্রমণ করিলেন। কিন্তু নগর অধিকার করিতে পারেন নাই। অবশেষে দরায়ু সিং আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজেরা তাহাকে স্থানান্তরে জমি দান করিয়া কালিঞ্জরটী নিজ অধিকারে রাখিলেন। যখন সিপাহীবিদ্রোহ হয়, তখন অল্পসংখ্যক ইংরাজসেনা কালিঞ্জরের দুর্গ রক্ষা করে। ১৮৬৬ অব্দে সেই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

ক্ষেত্রবিবরণ।—কালিঞ্জরের চারিদিকে পূর্ব্বে প্রাচীর-

বেষ্টিত ছিল। প্রবেশের জন্য চারিটী দ্বার, তন্মধ্যে এক্ষণে তিনটীমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকলের নাম কামতাফটক, পান্নাফটক ও বেবাফটক। পূর্ব্বে এখানে একটী সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। এখনও তাহার কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গে উঠিবার জন্য পাহাড় কাটিয়া সুবক্র রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। দুর্গে প্রবেশের জন্য ৭টী দ্বার আছে। তন্মধ্যে আলম-দরজাই প্রথম, এই দরজা অরঙ্গজেব বাদশাহ নির্ম্মাণ করান। দ্বারের উপর মুংস্মব মুবাদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১০৮৪ হিজরী সনে (খৃঃ অঃ ১৬৭৩) উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। এই সময়ে অরঙ্গজেব দুর্গটী মেরামত করান। এই দ্বার হইতে কাক্ষরঘাট নামক পথ দিয়া দ্বিতীয়দ্বার গণেশফটকে যাইতে হয়। তাহার পর চণ্ডীদরজানামক তৃতীয় দ্বার। এখানে একত্র ২টি দ্বার। তাহার চারিদিক চারিটী বুরুজ, এই জন্য ইহাকে চৌবুরুজী দরজাও বলে। এখানে ১১৯৯, ১২৭২, ১৫৮০, ও ১৬০০ সম্বতে খোদিত শিলালিপি দেখা যায়। এই দ্বারের পার্শ্বে একটী প্রস্তরখণ্ড আছে, তাহাতে একটী শিলালিপি উৎকীর্ণ। কি অক্ষরে উহা লেখা, তাহা এখনও জানা যায় নাই। সুতরাং কি লেখা আছে, তাহাও কেহ জানে না। রত্ন নামক একব্যক্তি ঐ স্থানে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করেন। প্রস্তরখানি সেই গৃহের অংশমাত্র। চতুর্থদ্বারের নাম বুধভদ্র, ইহার অপর নাম স্বর্গারোহণ। ইহা বড়ই দুরারোহ। এখানে ১৫৮৮ বিক্রম সম্বতের (খৃঃ অঃ ১৫৩১) একখানি শিলালিপি আছে। নিকটেই ভৈরবকুণ্ড। (১) একটী উচ্চ রাস্তা ধরিয়া এই কুণ্ডে যাইতে হয়। কুণ্ডটি প্রায় ৯০ হস্ত দীর্ঘ ও প্রস্থে ২০ হস্ত। পাহাড়ের পাথর কাটিয়া এই কুণ্ড বাহির করা হইয়াছে। এই স্থান হইতে প্রায় ২০ হস্ত উর্দ্ধে ভৈরবের প্রকাণ্ডমূর্ত্তি; মূর্ত্তির অধোভাগে পর্ব্বত কাটিয়া একটী গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। গুহার তলভাগ কুণ্ডের সহিত সমতল। সুতরাং কুণ্ডের জল গ্রীষ্ম ব্যতীত অপর সকল সময়ে গুহার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের সময়ে গুহার অভ্যন্তর বেশ শীতল থাকে। গুহার অভ্যন্তরে খোদিতলিপি দেখা যায়। তাহাতে বারিবর্ম্মাদেব, শ্রীরামদেব, মহিলা, যশোধল প্রভৃতির নাম উৎকীর্ণ। যশোধল নামের নিম্নে ১১৯২ সম্বৎ লেখা আছে। গুহাগুলির উপর পাহাড়ে ভ্রমণের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভৈরবকুণ্ড হইতে নামিয়া আসিয়া কিয়দ্দূর গিয়াই হনুমান্‌দরজা। এইখানে হনুমান্‌কুণ্ড ও পাহাড়ের গায়ে হনুমানের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এখানে অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি দেখা যায়। তবে অধিকাংশই কাল-প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে ১৫৩০ ও ১৫৮০ সম্বৎ উৎকীর্ণ আছে। এই স্থান ছাড়াইয়া একটু উপরে উঠিলে কালী, চণ্ডিকা, শিব, পার্ব্বতী, গণেশ, নন্দী ও শিব-লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

এই স্থানে কীর্ত্তিবর্ম্মা ও মদনবর্ম্মার নাম খোদিত আছে। তাহার পর অল্পদূর উঠিয়া গেলাই ষষ্ঠদ্বার লাল-দরজা, এইখানে চন্দেলাদিগের সময়কার দীর্ঘ শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বারের পশ্চিমদিকে কন্তোর-কুণ্ডের উপরিভাগে ভৈরবের একটী প্রকাণ্ডমূর্ত্তি; ছোট ছোট দুইটী মূর্ত্তি—দুইজন ভারবাহীর স্কন্ধে ভার—জলপূর্ণ দুই কলস। আর তাহার পরই সপ্তদ্বার সদর-দরজা। ইহাকে বড় দরজাও বলিয়া থাকে। এই স্থান পার হইয়া গেলে সীতারামের শয্যা দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড় কাটিয়া একটী ছোট গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই গৃহের অভ্যন্তরে একখানি খাট ও শয্যা প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, রাম সীতাদেবীকে লঙ্কা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিবার সময় এইখানে শ্রান্তিদূর করিয়াছিলেন। এই গৃহের অভ্যন্তরস্থ শিলালিপিপাঠে বুঝা যায় যে, ইহা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে হরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। পাণ্ডুকুণ্ড একটি গোলাকার জলাশয়। উহার ব্যাস ৮ হস্ত মাত্র, উপরে পাহাড় হইতে টপ্ টপ্ করিয়া সর্ব্বদাই জল পড়িতেছে। সীতাশয্যা পার হইয়া পাতাল-গঙ্গায় আসিবার পথ। কালঞ্জরমাহাত্ম্যে ইহা বাণগঙ্গা নামে কথিত হইয়াছে। পাতাল-গঙ্গা একটী গুহা। ইহাতে জল থাকে। ইহা ২৬ হস্ত দীর্ঘ ও ১৩ হস্ত প্রশস্ত। ইহাতে অবতরণ করা কিছু কঠিন। এখানেও স্থানে স্থানে খোদিতলিপি দেখা যায়। তাহাতে কোথাও ১৩৩৯, কোথাও ১৫৩৪, কোথাও বা ১৬৪০ সম্বৎ লিখিত আছে। পাতালগঙ্গা ছাড়াইয়া পাণ্ডুকুণ্ডে যাইতে হয়। সীতারামের নিকট একটি সীতাকুণ্ড আছে। (২) দুর্গপ্রাকার হইতে ইহাতে অবতরণ করা যায়। এই কুণ্ডের উপরিভাগে একটি মূর্ত্তি। মূর্ত্তি

(১) কালঞ্জরমাহাত্ম্যের মতে, এই কুণ্ডের নাম গোপ্যকুণ্ড।
"মাণ্ডুকং ভৈরবং দৃষ্ট্বা কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
গোপ্যকুণ্ডজলে স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" ১।২৬।

(২) "গিরিমুত্তরমাশ্রিত্য জানকীস্থলমুত্তমম্।
জানকীশয্যায়াস্তত্র দর্শয়েচ্চ বিচক্ষণৈঃ॥
তত্রস্থং পূজয়েদ্ভক্ত্যা শ্রীরামপ্রীতিদায়কম্।
তত্রৈব কুণ্ডং সীতায়া লোকানাং হিতকারণম্।"
কালঞ্জরমাহাত্ম্য ৫ম অঃ।

হস্তের উপর ভর দিয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে একটী চুবড়ি। উহার উপর ১৬১০ সম্বৎ খোদিত। পাণ্ডুকুণ্ডের উত্তরপূর্ব্বদিকে এক নিম্নভূমি, তাহার মধ্যে একটী জলাশয়ও প্রস্তুত করা হইয়াছে। জলাশয়ের চারিদিকে সোপানাবলী, ইহাকে 'বুড়হিয়া তাল' বলিয়া থাকে। ইহার জলে অনেক রোগ ভাল হয়। কালঞ্জর-মাহাত্ম্যে ইহাই বৃদ্ধক্ষেত্র নামে কথিত। দুর্গের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে একটী ফটক আছে, তাহাকে পান্না বা বংশকরদ্বার বলিয়া থাকে। এক্ষণে বন্ধই আছে, ইহার নিকট কামতা ও বেরা নামক আর দুইটী ফটক। পর্ব্বতের নিম্নভাগেও কালিঞ্জর নগর বিস্তৃত। এই ফটক দিয়া তথায় প্রবেশ করিতে হয়। পান্না ফটকের উত্তরদিকে প্রাকারের নিম্নে একটী কুণ্ড আছে, তাহাকে ভৈরোকা ঝিরকা অথবা ভৈরবকুণ্ড বলে। কুণ্ডের উপর ভৈরবের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। এই খানে ১১৯৫ সম্বতের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, পাণ্ডুকুণ্ডের উত্তরপূর্ব্বদিকে পথ আছে, তাহা ধরিয়া বুদ্ধিসরোবরে যাওয়া যায়। আর একটু গেলে সিদ্ধকা গুহা, ভগবান-শয্যা ও পানিকা অমান নামক স্থানে যাওয়া যায়।

ঋষিক্ষেত্র বা সিদ্ধকা গুহা একটি খাতবিশেষ। এখানে লোকে প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া থাকে। রাজা জটিলাধির একটি সংস্কৃত শিলালিপি এইখানে দেখা যায়। এখানে ভগবান্ রামচন্দ্র ও সীতার প্রস্তরনির্ম্মিত শয্যা। পানিকা অমানও একটি খাত। দেড় হস্ত পরিমাণ একটি ছোট দ্বার দিয়া ইহাতে প্রবেশ করিতে হয়। চারিটী স্তম্ভের উপর উহার ছাদ স্থাপিত।

এখানে মৃগধার নামক আর একটী স্থান আছে। পাহাড়ে পাথর খুদিয়া সাতটী মৃগের আকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই জন্যই ইহাকে মৃগধার বলে। কথিত আছে যে, কোন সময়ে ৭ জন ঋষিপুত্র গুরুর আজ্ঞা অবহেলা করায় শাপগ্রস্ত হইয়া প্রথমে দশার্ণবনে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পরজন্মে কালিঞ্জরে মৃগ হইয়া ছিলেন। মৃগজন্মের পর ক্রমান্বয়ে লঙ্কাদ্বীপে রাজহংস মানসসরোবরে হংস ও কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর মুক্তিলাভ করেন। কালিঞ্জরের মৃগমূর্ত্তি তাহাদেরই প্রতিকৃতি। (৩) মৃগধারেও দুই একটি সরোবর খাত হইয়াছে। পাহাড় হইতে ইহাতে দিবারাত্রিই ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে। কোটতীর্থ হইতে ইহাতে জল আসে।

দুর্গের মধ্যে কোটতীর্থ নামে একটি সরোবর আছে। কালঞ্জরমাহাত্ম্যে ইহাই কোটিতীর্থ নামে বর্ণিত। কোটিতীর্থে স্নান করিলে কোটিজন্মের পাপ দূর হয়। (৪) সরোবরে নামিবার জন্য অপ্রশস্ত সোপানাবলী আছে। তবে ইহাতে সকল সময় জল থাকে না। একটা ভারী বৃষ্টি হইয়া গেলে তাহার পর কিছুদিন জল থাকে। পুষ্করিণীর চারিধারে নানাবিধ প্রস্তরখণ্ড গ্রথিত আছে, তাহাতে অনেক শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। লেখাগুলি অনেক স্থানে উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং এ পর্য্যন্ত তাহার উদ্ধার হয় নাই। সরোবরের পার্শ্বে উপরিভাগে পাথরমহল ও অন্যান্য বাটী দেখা যায়। এগুলি অত্যন্ত পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে সংস্কারও হইয়াছে। এখানেও বহুবিধ পুরাতন খোদিতলিপি দেখিতে পাওয়া যায়। কোটতীর্থ হইতে পরিমলের বৈঠক ও অমানসিংহের মহল পার হইয়া দক্ষিণপশ্চিমে নীলকণ্ঠ যাইবার পথ। পথে একটি ফটক আছে। ফটক পার হইয়া স্বভাবের অপূর্ব্ব শোভা নয়নগোচর হয়। পাহাড় উচ্চ হইতে অসমতল হইয়া একেবারে নিম্নে নামিয়া গিয়াছে। যত দূর দৃষ্টি চলে, ততদূর অপূর্ব্ব শোভা। পাহাড়ের নিম্ন দিয়া বান্দা নওগাঙ্গের রাস্তা দেখিলে মনে হয়, যেন উপবীতের গুচ্ছ পড়িয়া রহিয়াছে। অদূরে শ্যামল শস্যপূর্ণ প্রশস্ত ভূখণ্ড নীল নভস্তলে গিয়া মিশিয়াছে। মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়। কোথাও নির্ঝরিণী, কোথাও স্রোতস্বতী সূর্য্যাতপে রৌপ্যময় হইয়া ঝিকি ঝিকি করিতেছে। কি সুন্দর অপূর্ব্ব স্বভাবের শোভা!

উপরোক্ত ফটক পার হইয়া ঐ পথে আবার একটী ফটক; উহা অতিক্রম করিলে কবি তুলসীদাস ও জৈন তীর্থঙ্করের প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নামে পাহাড়ে আরও কত মূর্ত্তি আছে। স্থানে স্থানে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। মুসলমান আমলের একটী গৃহ এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৩) "মৃগাণাং দর্শনং কৃত্বা গিরিদক্ষিণমাশ্রিতঃ।
তত্র স্নানং সমাজাতং পিতৃসন্তুষ্টিহেতবে।
মৃগধারে তথা শ্রাদ্ধং পিতৃন্ প্রীণাতি নিত্যশঃ।" ইত্যাদি
কালঞ্জরমাহাত্ম্য ৪র্থ অঃ।

(৪) "নীলকণ্ঠো যত্র দেবো ভৈরবাঃ ক্ষেত্রনায়কাঃ।
কোটীতীর্থং যত্র তীর্থং মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ॥
কোটীতীর্থজলে স্নাত্বা পূজয়িত্বা মহাশিবম্।
কোটীজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
কোটীতীর্থেণ সংগম্য মন্দাকিন্যা মহৎফলম্।"
কালঞ্জরমাহাত্ম্য ১। ৩০—৩২।

চূর্ণকাম হওয়ায় অনেক লেখা অদৃশ্য হইয়াছে। আরও কিছুদূর গিয়া জটাশঙ্কর, শিবসাগর ও তুঙ্গভৈরবের মূর্ত্তি দেখা যায়। কয়েকটী গুহাও এখানে আছে। এখানে কত স্থানে প্রস্তরে কত লেখা আছে, তাহার অল্পই পাঠ করা গিয়াছে। একস্থানে আছে, "চৈত্র সুদি ৯ সন ১১৯২ সম্বৎ নরসিংহ রলহনের পুত্র বামদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।" অপর একস্থানে জ্যৈষ্ঠ সুদি ৯, ১১৯২ সম্বৎ দীক্ষিত পৃথিধর।" আবার একস্থানে লেখা আছে যে, "শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মাদেব ও সোমেশ্বর দেবতাগণকে প্রণাম করিতেছেন।' তুঙ্গভৈরবের একস্থানে লেখা আছে, "মদনবর্ম্মার অনুচর সোলহন, সোলহনের পুত্র মহপ্রাণিক, তৎপুত্র বৎরাজ লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, কার্ত্তিক সুদি শনৈচর সম্বৎ ১১৮৮।" এইরূপ আরও কত লেখা আছে। নিকটেই নীলকণ্ঠের মন্দির। পাহাড়ের নিম্নভূমি হইতে এই মন্দিরের অপূর্ব্ব শোভা দৃষ্ট হয়। এখানে একটী গুহা আছে। গুহার সম্মুখে অষ্টকোণ প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রস্তরের স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির নির্ম্মাণকৌশল অতি চমৎকার, স্তম্ভের উপরিভাগে বিষ্ণুর এক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি স্থাপিত। স্তম্ভগুলি অষ্টকোণমণ্ডপের অষ্টদিকে অবস্থিত। কথিত আছে যে, উপরি উপরি ৭টী স্তম্ভের শ্রেণী ছিল, কিন্তু এখন এই একটী মাত্র আছে। এই গুহার অভ্যন্তরে নীলকণ্ঠমহাদেবের মূর্ত্তি। গুহার বাহিরে বহুবিধ শিল্পকার্য্য ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সমস্ত চূণকামে অনেক ঢাকা পড়িয়াছে। প্রবেশদ্বারের পার্শ্বে হরপার্ব্বতীর ও গঙ্গাযমুনার মূর্ত্তি। শিবলিঙ্গ গাঢ় নীলবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত। উচ্চ তিন হস্ত হইবে। নীলকণ্ঠদেবের তিন চক্ষু। স্থানটী দেখিলে যুগপৎ ভয় ও ভক্তিরসের উদ্রেক হয়। এই নীলকণ্ঠদেবই এখানকার অধিষ্ঠাতৃদেবতা। কত দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া এই নীলকণ্ঠদেবের পূজা করে, তাহা বলিবার নহে। নীলকণ্ঠের মন্দিরের বামদিকে একটী অপ্রশস্ত পথ আছে, এই পথে বহুসংখ্যক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পথটী নীলকণ্ঠের মন্দিরবেষ্টন করিয়া অপরদিকে বাহির হইয়াছে। মন্দিরের স্তম্ভগুলির মধ্যে মধ্যে ভূমিতে প্রস্তরখণ্ডে কত লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে অনেক আবার যাত্রিগণ দ্বারা খোদিত। বাহিরে স্থানে স্থানে ভগবানের দশ অবতার, ব্রহ্মা, হরপার্ব্বতী প্রভৃতির অনেক মূর্ত্তি এখানে ওখানে ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। নীলকণ্ঠের মন্দিরের মণ্ডপ ছাড়াইয়া একটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার নাম স্বর্গারোহণকুণ্ড (৫)। এই কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে পাহাড়ের কোণের মধ্যে প্রকাণ্ড কালভৈরবের মূর্ত্তি, কুণ্ডের জলের উপর এই মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা প্রায় ১৬ হস্ত উচ্চ ও ১১ হস্ত প্রশস্ত, নরমুণ্ডের মালা গলে দোদুল্যমান, কালসর্পের কুণ্ডল, হস্তে সর্পের বলয়, গলে সর্পের হার, অষ্টাদশ হস্তে অষ্টাদশ অস্ত্র। এই ভয়ানক মূর্ত্তির পার্শ্বের জলের উপর একটী কালীমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছেন। জলের উপর সেই পর্ব্বতের অভ্যন্তরে সেই মূর্ত্তিদ্বয় দেখিলে মনে যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ের সঞ্চার হয়। এই মূর্ত্তির পরই আবার একটী গুহা। তথায় গমন করা দুঃসাধ্য। পূর্ব্বে এই মূর্ত্তির নিম্নভাগে একটী দ্বার ছিল, তাহা দিয়া সিদ্ধগুহায় যাওয়া যাইত। এই স্থান দিয়া একটী সুড়ঙ্গপথে দেশীয় রাজ্যের ভিতর যাওয়া যাইত। ইংরাজ রাজপুরুষেরা সে পথটী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দুর্গের উত্তরদিকে প্রাকারের বাহিরে পাহাড়ের মধ্যদেশে ১০ হস্ত দীর্ঘ ও ৬ হস্ত উচ্চ একটী ছোট খণ্ডগিরি আছে। ইহাতেও লিঙ্গমূর্ত্তি আছে, তাহার নাম বালকাণ্ডেশ্বর, তাহার পার্শ্বে এক ভারবাহী মূর্ত্তি। ভারী ভার লইয়া চলিতেছে, বাঁকের দুইদিকে দুই কলসী গঙ্গাজল, এই ভারীর চিত্রের উপর গুপ্তবংশীয় রাজপ্রদত্ত শিলালিপি। পর্ব্বতের পার্শ্বে সমতল ভূমিতেও একস্থানে এইরূপ মূর্ত্তি ও এইরূপ লেখা আছে, সে স্থানের নাম সরবন বাচা। কালিঞ্জরপাহাড়ের উত্তরদিকে ভূমি হইতে ৪০।৪৫ হস্ত উপরে গঙ্গাসাগর নামে একটী সরোবর আছে। ইহা প্রায় শত হস্ত দীর্ঘ ও ৮০ হস্ত প্রশস্ত। ইহার তিনদিকে সোপানাবলী সমান চলিয়া গিয়াছে। একদিকে নামিবার একটী ছোট সিঁড়ি, চারিদিকে উচ্চ পাড়। পাড়ের উপরে উঠিবারও সোপান আছে। এইখানে ৮ হস্ত উচ্চ অনন্তদেবের মূর্ত্তি দেখা যায়।

এখানে আরও দেখিবার অনেক জিনিস আছে। তন্মধ্যে কালঞ্জরমাহাত্ম্যে চণ্ডীভবন, শিবক্ষেত্র, রবিক্ষেত্র, মাতঙ্গবাপিকা, নারায়ণকুণ্ড, চন্দ্রস্থান ও সৌমিত্রক্ষেত্র প্রসিদ্ধ।

পাহাড়ের অগ্নিকোণে অদ্যাপি শ্রীরামের চরণচিহ্ন রহিয়াছে। "আগ্নেকোণে গিরিস্তত্র শ্রীরামচরণদ্বয়ম্।"

কালঞ্জরমাহাত্ম্য। ৪। ১৫।

(৫) কালঞ্জরমাহাত্ম্যে এই কুণ্ড স্বর্গবাপী নামে উক্ত হইয়াছে। যথা—
"নীলকণ্ঠসমীপে তু স্বর্গবাপ্যাং সমাশ্রয়ঃ।
স্বর্গবাপ্যাং নরঃ স্নায়াদ্দেবরূপ্যস্তথাভবৎ॥" ৪। ৩২-৩৩।

কালিদাস (পুং) কাল্যাঃ দাসঃ সংজ্ঞায়াং হ্রস্বঃ। ভারতের অতিপ্রসিদ্ধ মহাকবি।

সাধারণের বিশ্বাস আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় যে নবরত্ন ছিলেন কালিদাস তাঁহারই মধ্যে একটি রত্ন। তাঁহার সম্বন্ধে নানাস্থানে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কেবল একটি প্রবাদ উদ্ধৃত হইল।*

"কোন বিদুষী কন্যা বিদ্যাবলে বহু পণ্ডিতকে পরাজয় করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, 'যে পণ্ডিত তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকেই বিবাহ করিবেন।' তাঁহার এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া পিতা বহু স্থান হইতে একে একে বহু পণ্ডিত আনয়ন করেন, কিন্তু কেহই কন্যাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না। এইরূপে বারবার পণ্ডিত-পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার পিতা নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং কোন গোমূর্খের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেওয়াই তাঁহার একান্ত অভিপ্রেত হইল। তখন তিনি চতুর্দ্দিকে ঐরূপ মূর্খের অনুসন্ধান করিতে করিতে একস্থানে দেখিলেন, একব্যক্তি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া যে শাখায় স্বয়ং বসিয়া আছে, তাহারই মূলদেশ কাটিতেছে। তিনি তাহাকে দেখিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ভাবিলেন, 'ডালকাটা হইলে নিজেও তাহার সহিত পড়িয়া যাইব, এরূপ বিবেচনাও যে না করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা মূর্খ জগতে আর নাই। অতএব এই উপযুক্ত পাত্র।" এই ভাবিয়া তাহাকে কন্যার নিকট উপস্থিত করিলেন। কন্যা তাহাকে মৌখিক কোন প্রশ্ন না করিয়া সঙ্কেতে একটি অঙ্গুলি দেখাইলেন, বর তাহা অপেক্ষা বাহাদুরি দেখাইবার জন্যই বোধ হয় দুইটি অঙ্গুলি দেখাইলেন, কন্যা তাহার পর তিনটি অঙ্গুলি দেখাইলেন, বরও চারিটি অঙ্গুলি দেখাইলেন; তখন কন্যা তাহাকে পাঁচটি অঙ্গুলি দেখাইলে, বর তাহা প্রহারের সঙ্কেত ভাবিয়া কন্যাকে মুষ্টিসঙ্কেত করিলেন। বরের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, এই সঙ্কেত দেখিয়াই কিন্তু কন্যা আপনাকে পরাজিত বলিয়া স্বীকার করিলেন; তখন অতি আনন্দের সহিত কন্যার পিতা তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর বাসরগৃহে স্বামী স্ত্রী আলাপ আরম্ভ করিলে, স্বামিমুখে গ্রাম্যশব্দের ব্যবহার দেখিয়া কন্যা চমৎকৃত হইলেন এবং অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া স্বামীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। মূর্খ কালিদাস স্ত্রীর নিকট এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া, প্রাণত্যাগের ইচ্ছায় সরস্বতীকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন; তাহাতে তাঁহার প্রাণত্যাগ না হইয়া মূর্খ কালিদাস কবি কালিদাসরূপে পরিণত হইলেন। সরস্বতী-কুণ্ডের মাহাত্ম্য অনুসারে তাহাতে অবগাহনমাত্রেই সরস্বতী তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বর প্রদান করিলেন। কালিদাস বরপ্রাপ্তি মাত্রই পুনর্ব্বার স্ত্রীর নিকট আসিলেন। স্ত্রী তখন গৃহের অর্গল বন্ধ করিয়াছেন দেখিয়া দ্বার খুলিতে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রী স্বর শুনিয়াই স্বামীর আগমন বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন, সুতরাং সহজে দ্বার না খুলিয়া গৃহমধ্য হইতেই প্রত্যা-গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাস তাহাতে উত্তর করিলেন 'অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ।" স্ত্রী তাহার পরেও পুনর্ব্বার বিশেষ কথা কি জিজ্ঞাসা করায়, কালিদাস দ্বার দেশে থাকিয়াই, অস্তি কশ্চিৎ, বাগ্‌বিশেষঃ এই তিনপদের এক একটিপদ প্রথম উচ্চারণ করিয়া ৩ খানি কাব্য স্ত্রীকে শুনাইয়া ছিলেন। 'অস্তি' পদানুসারে 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা" এই প্রথম শ্লোক আরম্ভ করিয়া সপ্তদশসর্গ কুমার-সম্ভব, 'কশ্চিৎ' পদানুসারে 'কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধি-কারপ্রমত্তঃ" এই প্রথম শ্লোক আরম্ভ করিয়া মেঘদূত খণ্ডকাব্য, এবং "বাগ্‌বিশেষঃ" পদের বাক্‌শব্দ গ্রহণপূর্ব্বক 'বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ" এই প্রথম শ্লোক আরম্ভ করিয়া রঘু-বংশ প্রণয়ন করেন। ইনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এই দুই মহাকাব্য, মেঘদূত নামে খণ্ডকাব্য, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, এই তিনখানি নাটক, শৃঙ্গারতিলক, শ্রুতবোধ, পুষ্পবাণবিলাস, ঋতুসংহার প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।"

এক্ষণে বিশেষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিক্রমা-দিত্যের সভাস্থ যে নবরত্নের নাম উল্লেখ দেখা যায়, সেই নয় ব্যক্তি এক সময়ে ছিলেন না; শিলালিপি ও প্রাচীন গ্রন্থ হইতে একাধিক বিক্রমাদিত্যের নাম বাহির হওয়ায় কোন্‌ বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস ছিলেন তাহা এখনও নিশ্চয় হয় নাই এবং উপরোক্ত গ্রন্থগুলির ছন্দোবন্ধন, ভাষা কবিতানৈপুণ্য পাঠ করিলে প্রথম ৬ খানি গ্রন্থ ব্যতীত অপর পুস্তকগুলি মহাকবি কালিদাসের হস্তপ্রসূত বলিয়া বোধ হয় না। ইত্যাদি কারণে কেবল প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসের জীবনী লিখিত হইতে পারে না।

* মিথিলায় প্রবাদ আছে, কালিদাস মিথিলার লোক। (Journal Asiatic Society of Bengal, Vol. XLVII. 1879 pt. I. p, 33). এইরূপ দক্ষিণদেশেও কতকগুলি প্রবাদ আছে। (See Indian Antiquary, 1878.) নানাস্থানের প্রবাদ পাঠ করিলে এইরূপ বোধ হয়, যেখানে কোন সময়ে বিখ্যাত পণ্ডিতগণের বাস ছিল, সেখানকার লোকেরাই মহাকবি কালিদাসকে স্বদেশীয় ও একগ্রামবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রঙ্গপুরেও এইরূপ প্রবাদ আছে। (Martin's Eastern India. III. p. 543.)

কালিদাসের জীবনী লিখিতে যাওয়া আর অন্ধকার-সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা। কালিদাস সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মত।

বল্লালসেন-বিরচিত ভোজপ্রবন্ধের প্রমাণানুসারে বোধ হয়, কালিদাস উজ্জয়িনীনিবাসী ভোজরাজের সভাসদ্ ছিলেন। ঐ ভোজরাজের রাজত্বকাল ১১০০ খৃষ্টাব্দ স্থিরীকৃত হইয়াছে। Journal Asiatique Sept. 1844. p. 250.

ভোজপ্রবন্ধে কালিদাসের সমসাময়িক এই কয়জন পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়—কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, গোপালদেব, তারেন্দ্র, দামোদর, ধনপাল, প্রসন্নরাঘব-গ্রন্থকার জয়দেব, বাণভট্ট, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লিনাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচুকুন্দ, রামেশ্বর প্রভৃতি। বেদান্তাচার্য্যকৃত বিশ্বগুণাদর্শ-পাঠে জানা যায়-কালিদাস, শ্রীহর্ষ ও ভবভূতি একসময়ে ভোজরাজের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ পণ্ডিতগণ সকলেই কালিদাসের সমকালীন নহেন। [জয়দেব, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি দেখ।]

কালিদাস যে বাণ ও শ্রীহর্ষের বহু পূর্ব্বে ছিলেন. বাণভট্টের হর্ষচরিত পাঠ করিলেই তাহা জানা যায়।

জ্যোতির্বিদাভরণনামক একখানি জ্যোতিষশাস্ত্র কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই গ্রন্থে লিখিত আছে,—"ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, সুবিখ্যাত বরাহমিহির এবং বররুচি বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী *।...বিক্রম ৯৫ জন শকনৃপতিকে সংহার করিয়া কলিযুগে আপন অব্দ স্থাপন করেন।.. আমি (কালিদাস) ৩০৬৮ কলি গতাব্দে বৈশাখমাসে এই গ্রন্থ রচনারম্ভ করিয়া কার্ত্তিকমাসে সম্পূর্ণ করি।"......

(২০ অধ্যায়ে ৬৩ শ্লোকে লিখিত আছে)—"এখনও কাম্বোজ, গৌড়, অন্ধ্র, মালব ও সৌরাষ্ট্রদেশীয়গণ বিখ্যাত বদান্যবর বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন।"

পূর্ব্বকথিত ভোজ-প্রবন্ধ ও জ্যোতির্ব্বিদাভরণকে কখনও প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ১ম, ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে—নবরত্ন বিভিন্ন সময়ের লোক। ২য়, জ্যোতির্ব্বিদাভরণের রচনাপ্রণালী আলোচনা করিলে উহা কখনই মহাকবি কালিদাসের করনিঃসৃত বলিয়া বোধ হয় না। ৩য় জ্যোতির্ব্বিদাভরণের শেষোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে অনুমিত হয় যে, জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচিত হইবার বহু পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য বিদ্যমান ছিলেন এবং জ্যোতির্ব্বিদাভরণের সময় বিক্রমাব্দ ও বিক্রমসম্বন্ধীয় প্রবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল।

জর্ম্মণপণ্ডিত লাসেনের মতে, কালিদাস খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্তের সভায় বিদ্যমান ছিলেন *। উইল্‌ফোর্ড ও প্রিন্সেপ্ সাহেব লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। জর্ম্মণপণ্ডিত ভেবের খৃষ্টাব্দের ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে কালিদাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন †। পরে জেকোবি সাহেব কালিদাসের জ্যোতিষপক্ষ ধরিয়া নির্ণয় করিলেন যে, কালিদাস গ্রীক্ জ্যোতিষশাস্ত্র জানিতেন এবং তদনুসারে তিনি ৩৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বতন লোক হইতে পারেন না ‡। জ্যোতিষী কের্ণ, ভাওদাজী, মোক্ষমূলর প্রভৃতির মতে,—কালিদাসের আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী §।

আমাদের দেশীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের মতে খৃষ্টীয় চতুর্থশতাব্দীর মধ্যভাগের পর ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বে এবং ঐতিহাসিক-রহস্যপ্রণেতার মতে কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। প্রধানতঃ দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ পুরাবিদের মতেই কালিদাস খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। তাঁহাদের যুক্তি এই—

উজ্জয়িনীরাজ হর্ষবিক্রমাদিত্য কবি মাতৃগুপ্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাশ্মীররাজ্য প্রদান করেন। এরূপ প্রবাদও আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। কহ্লণপণ্ডিত রাজতরঙ্গিণীতে রাজা মাতৃগুপ্তকে একজন কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষচরিতের প্রারম্ভে প্রবরসেন ও কালিদাসের উল্লেখ আছে। প্রবরসেন বিতস্তা নদীর উপর এক সুবৃহৎ সেতু নির্ম্মাণ করেন, কালিদাস সেই সেতু উপলক্ষ করিয়া 'সেতুকাব্য রচনা করেন'। সেতুপ্রবন্ধের টীকাকার রামদাসের মতে ও কালিদাস সেতুবন্ধ লিখিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, মাতৃগুপ্ত ও প্রবরসেন সমকালীন। মাতৃগুপ্ত প্রবরসেনকে কাশ্মীররাজ্য প্রদান করিয়া কাশীবাসী হন। রাঘবভট্ট শকুন্তলাটীকামধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে বোধ হয়, সেগুলি প্রধান

* বুদ্ধগয়ায় ১০০৫ বিক্রম সম্বতে অমরদেবের শিলালিপিতে এই নবরত্নের উল্লেখ আছে।

* Indische Alterthumskunde, II. 457, 1158—60

† Weber's Sanskrit Literature, p. 204.

‡ Monatsberichte der Koniglick Preussischen Akademie der Wissenchaften zu Berlin, 1873, p. 554 558

§ Kern's Brihat Sanhita, p. 20 ; Bhau Daji in the Journal of the Bombay Branch Roy. As. Soc. 1861, p. 19-30 207-200 ; Max Muller's India what can it teach us, p. 320.

কবির রচিত এবং সেগুলি কালিদাসের লেখনীপ্রসূত বলিলেও শোভা পায়। প্রবরসেন তোরমাণের পুত্র ও বজ্রেন্দ্রকন্যা অঞ্জনার গর্ভজাত। পূর্ব্বে তোরমাণের ভ্রাতা হিরণ্য কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছিলেন, (তিনি তোরমাণকে বন্দী করিয়া রাখেন।) হিরণ্য ও তোরমাণের মৃত্যুর পর প্রবরসেন প্রথমে উত্তরাধিকার পাইলেন না। কে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী এই লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। তখন উজ্জয়িনীনাথ বিক্রমাদিত্য (অপর নাম হর্ষ) ভারতবর্ষের একচ্ছত্র রাজচক্রবর্ত্তী। তিনিই মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীরের রাজত্ব প্রদান করেন। এই মাতৃগুপ্তই কালিদাস *। মোক্ষমূলরের মতে, তোরমাণ ৫০০ খৃষ্টাব্দে ও প্রবরসেন ৫৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন †, সুতরাং কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের ঐ সময়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকাই সম্ভব।

উপরোক্ত মতগুলির কোনটি সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। মাতৃগুপ্ত ও কালিদাসকে একব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। প্রথমতঃ কোন প্রাচীন পুস্তকে মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। রাজতরঙ্গিণীতে কবি মাতৃগুপ্তসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কহ্লণপণ্ডিত একবারও তাঁহাকে কালিদাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ক্ষেমেন্দ্রবিরচিত ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, সুভাষিতাবলী ও সূক্তি-কর্ণামৃতগ্রন্থে কালিদাস ও মাতৃগুপ্তের ভিন্ন ভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, উক্ত পুস্তকসমূহ দ্বারাও মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস পরস্পর ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। ৭৪।৩৭

কর্পূরমঞ্জরীপ্রণেতা বাসুদেব নিজগ্রন্থে মাতৃগুপ্তকে অলঙ্কাররচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুন্দরমিশ্রের নাট্যপ্রদীপপাঠে জানা যায় যে, মাতৃগুপ্ত ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রের বিবৃতি রচনা করিয়াছিলেন। এতগুলি প্রমাণ দ্বারা মাতৃগুপ্ত নামে একজন স্বতন্ত্র কবি ছিলেন, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে। এখন কথা হইতেছে যে, কালিদাস প্রবরসেনের ও হর্ষবিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক কি না?

ডাক্তার ভাউদাজী প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ প্রধানতঃ হর্ষচরিতে প্রবরসেন ও কালিদাসের উল্লেখ দেখিয়া উভয়কে সমসাময়িক স্থির করিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

"কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্য পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥ ১৫
(সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥) ১৬ *
নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষিব জায়তে॥" ১৭

(কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে "নিসর্গমধুরবংশস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।" এইরূপ পাঠ আছে।)

উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা প্রবরসেন ও কালিদাস উভয়ই যে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু উভয়ে সমকালীন ছিলেন কি না, স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। রাজা রামদাস-বিরচিত রামসেতুপ্রদীপ নামক 'সেতুবন্ধ' ব্যাখ্যার সূচনায় লিখিত আছে—

"ইহ তাবন্মহারাজপ্রবরসেননিমিত্তং মহারাজাধিরাজবিক্রমাদিত্যনাজ্ঞপ্তো নিখিলকবিচক্রচূড়ামণিঃ কালিদাসমহাশয়ঃ সেতুবন্ধপ্রবন্ধং চিকীর্ষুঃ।"

রাজা প্রবরসেনের নিমিত্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞায় কালিদাস সেতুবন্ধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, যখন প্রবরসেন কাশ্মীরের রাজা হন নাই, তাঁহার পূর্ব্বেই হর্ষবিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হয়। (১)। (রাজতরঙ্গিণী ৩। ৩৮৫-৩৯০)। সুতরাং বিক্রমাদিত্যের আদেশে প্রবরসেনের নিমিত্ত যে কালিদাস প্রাকৃতভাষায় "সেতুবন্ধ" রচনা করেন, তাহা সম্ভবপর নহে। রামদাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক [রামদাস দেখ।] তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কুলনাথ তদ্‌বিরচিত রাবণবধ * টীকার সূচনায় লিখিয়াছেন—

"শ্রীচন্দ্রচূড়চরণাম্বুরুহং প্রণম্য
দেবীং প্রসাদ্য চ গিরং কুলনাথনাম্না।
ব্যাখ্যায়তে প্রবরসেননৃপস্য সূক্তং
সন্দেহনির্ভরদশাস্যবধপ্রবন্ধম্॥"

এখানে কুলনাথ রাজা প্রবরসেনকেই 'সেতুবন্ধ' রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রবরসেন যে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, তাহা ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, সূক্তিকর্ণামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জানা গিয়াছে। হর্ষচরিতের শ্লোক তিনটি মনোনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা

---

* Dr. Bhao Daji, Journal of the Royal Asiatic Society Bombay, Vol. VIII. p. 294 50.

† Max Muller's India, what can it teach us, p. 316.

কিন্তু শিলালিপি দ্বারা তোরমাণ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী ও তৎপুত্র মিহিরকুল ৫৩৩-৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। (Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 10-11.)

* ভাউদাজী, মোক্ষমূলর প্রভৃতি এই শ্লোকটি ছাড়িয়া গিয়াছেন।

(১) "ত্রিমর্ত্যানাসুবং হিত্বা স রত্নময় ভূপতিঃ।
বিক্রমাদিত্যমস্পোং কালধর্ম্মমুপাগতম্॥" রাজতরঙ্গিণী ৩।৩৯০।

* সেতুবন্ধের অপর নাম রাবণবধ বা দশাস্যবধপ্রবন্ধ।

করিলে বোধ হয় যে বাণভট্টের পূর্ব্বে রাজা প্রবরসেন 'সেতু-কাব্য' ও কালিদাস কাব্য ও নাটক রচনা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

এখন স্থির হইল, মাতৃগুপ্ত ও কালিদাস বিভিন্ন ব্যক্তি। কালিদাস সেতুবন্ধ রচনা করেন নাই এবং তিনি প্রবরসেন অথবা হর্ষবিক্রমাদিত্যের সমকালীন কি না, তৎপক্ষে বিশেষ প্রমাণ নাই। [প্রবরসেন ও বিক্রমাদিত্য দেখ।] তবে কালিদাস কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন?

প্রাচীন কবি বাণভট্ট, বাক্‌পতি, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যপ্রণেতা শ্রীহর্ষ, ক্ষেমেন্দ্র, বামন, জয়দেব প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবি কালিদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি ৫৫৬ শকাব্দে প্রদত্ত চৌলুক্যরাজ পুলিকেশীর তাম্রশাসনে কালিদাস ও ভারবির নাম দৃষ্ট হয়—

"যেনাযোজিতবেশ্মস্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্ত্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্ত্তিঃ।"

সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট তৎকৃত তন্ত্রবার্ত্তিকে কালিদাসের শকুন্তলাবর্ণিত "সতাং হি সন্দেহপদেষু" এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন ভোটদেশীয় 'তঞ্জুর' গ্রন্থে কালিদাসের নাম এবং যব ও বলিদ্বীপে কবিভাষায় রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের অনুবাদ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মতে, হিন্দুগণ ৫০০ খৃষ্টাব্দে * যবদ্বীপে গিয়া উপনিবেশ করেন। অতএব তাঁহাদিগের যবদ্বীপে গমনের পূর্ব্বে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

পাশ্চাত্য ও দেশীয় কোন কোন পুরাবিদের মতে, কালিদাসের গ্রন্থে হোরাশাস্ত্রীয় কথা ও ঐ শাস্ত্রীয় 'গ্রীক-শব্দের' উল্লেখ আছে। গ্রীকদিগের হোরাশাস্ত্র খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সম্পূর্ণ হয়, অতএব ঐ শতাব্দীর পরে ভারতবাসীরা ঐ শাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

যে শাস্ত্রে জাতক, যাত্রিক ও বিবাহলগ্নাদি নিরূপিত হইয়াছে, বরাহমিহির তাহাকেই "হোরাশাস্ত্র" নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

'হোরা" শব্দ যদিও প্রাচীন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য অনেক মূল বিষয় রামায়ণ, মহাভারতাদি অতি প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত আছে [জ্যোতিষ, হোরা, জাতক প্রভৃতি শব্দ দেখ।] সুতরাং হোরাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য মূলতত্ত্ব গ্রীকহোরাশাস্ত্ররচিত হইবার অনেক পূর্ব্বে ভারতবাসী জানিতেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

বরাহমিহির 'যবনাচার্য্যদিগের' গ্রন্থ হইতে হোরাশাস্ত্রীয় অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। [বরাহমিহির দেখ।]

আমরা যবনাচার্য্য বা যবনেশ্বর প্রণীত 'অষ্টকবর্গবিন্দুফল,' 'তাজিকশাস্ত্র,' 'নক্ষত্রচূড়ামণি,' 'মীনরাজজাতক,' 'যবনসার,' 'যবনহোরা,' 'রমলামৃত,' 'লগ্নচন্দ্রিকা,' 'বৃদ্ধযবনজাতক,' 'স্ত্রীজাতক,' প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। বরাহমিহির (বৃহজ্জাতকে), ভট্টোৎপল, কেশবার্ক এবং মার্ত্তণ্ডচিন্তামণিটীকায় বিশ্বনাথ যবনাচার্য্যের সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'রোমকসিদ্ধান্ত'-নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত জ্যোতিঃশাস্ত্র পাওয়া যায়। শাকল্যসংহিতা, চায়নবত্ন, জ্ঞানভাস্কর প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক রোমকাচার্য্যের সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ হোরাশাস্ত্রের কোন কোন বিষয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যবন ও রোমকাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহারা গ্রীক্ গ্রন্থ পাঠ করিয়া হোরাশাস্ত্র শিখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না (১)। প্রথমতঃ দেখা উচিত কালিদাস প্রভৃতি 'যবন' শব্দে কোন দেশীয় লোক বা কোন্ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন—

"পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।...
সংগ্রামস্তুমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।
শার্ঙ্গকূজিতবিজ্ঞেয়প্রতিযোধে রজস্যভূৎ॥ ৬২॥
ভল্লাপবর্জ্জিতৈস্তেষাং শিরোভিঃ শ্মশ্রুলৈর্মহীম্।...
অপনীতশিরস্ত্রাণাঃ শেষাস্তং শরণং যযুঃ॥ ৬৪॥

(রঘু) পারসীকদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত স্থলপথে গমন করিলেন। তিনি যবনীগণের বদনকমলের মদরাগ সহ্য করিতে পারিলেন না। তখন সেই অশ্বারোহী (পারসীক) যবনগণের * সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ধূলাতে যুদ্ধক্ষেত্র পরিব্যাপ্ত হইল। সে সময়ে ধনুকের টঙ্কারশব্দে প্রতিযোদ্ধাগণ অনুমিত হইল। মহাবীর রঘু যবন-

* Weber's Sanskrit Literature, p. 208.

(১) যবনাচার্য্যদিগের উক্ত গ্রন্থ সকল যদি গ্রীকভাষার অনুবাদ হইত, তাহা হইলে গ্রীক ভাষায় উহার কোন মূলগ্রন্থ দৃষ্ট হইত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনখানির মূলগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

* 'পাশ্চাত্যৈর্যবনৈঃ সহ।' ইতি মল্লিনাথ।

দিগের শ্মশ্রুবিরাজিত শিরঃসমূহ ভল্লাস্ত্রে ছেদন করিয়া রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিলেন। তখন অবশিষ্ট যবনেরা মাথার টুপি খুলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

কালিদাস পারসীকদিগকে যবন ও তাহাদের রমণীদিগকে যবনী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাস ব্যতীত মহাভারতেও পারস্যের পার্শ্ববর্ত্তী বাহ্লীকরমণীদিগকে মদ্যপানাসক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাহ্লীকদেশের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন কম্বোজের লোকেরা পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিত, তাহা যাস্কের নিরুক্তপাঠে জানা যায়। সকল পুরাণমতে—ভারতের পশ্চিম সীমা 'যবন" আবার মহাভারতে রোম নামক জনপদ ভারতের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (২)। (মহাভা° ভীষ্ম° ৯ অঃ) ঋগ্বেদে রুম নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে, অনেকে তাহা হইতে রোমের উৎপত্তি কল্পনা করেন, ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা যবনাচার্য্য ও রোমকাচার্য্যকে সুদূর গ্রীস বা বর্ত্তমান রোমবাসী বলিয়া অনুমিত হয় না।

প্রাচীন পারসীক যবনের ব্যবহৃত প্রাচীন জন্দ্ভাষা (বৈদিক) ছন্দসভাষার রূপান্তর ও অপভ্রংশ। [জন্দ দেখ।] প্রাচীন পারসীকেরা হোরাশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব জানিতেন, তাহা প্রাচীন অবস্তা, যশ্ন প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে কতক আভাস পাওয়া যায়। [পারসীক দেখ।]

সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে, সূর্য্যাংশসম্ভূত অসুরময় জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রচার করেন। পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রীক্ জ্যোতিষী তুরময় (Ptolmaios) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন *। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, পারসিক অবস্তাশাস্ত্রোক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশক সূর্য্যাংশ 'অহুরমযদ্' সংস্কৃত 'অসুরময়" বলিয়া বোধ হয়। অসুরময় প্রথম জ্যোতিঃশাস্ত্রের উদ্ভাবক হইলে, ভারতবাসীরা জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন কোন বিষয় প্রাচীন পারসিক অথবা তন্নিকটবর্ত্তী যবনজাতির নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ‡।

সুতরাং গ্রীক্হোরাশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা কালিদাসকে চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক বলিয়া স্বীকার করা যায় না (৩)।

কালিদাসের শকুন্তলায় শরাসন ও বনপুষ্পমালাধারিণী যবনীগণ মৃগয়াপ্রিয় হিন্দুরাজের সহচারিণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা "এসো বাণাসণহত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আঅচ্ছদি পিঅবঅস্‌সো।" (অভিজ্ঞানশকুন্তল ২য় অঙ্কে)। পুরাবিদ্গণ এই চিত্রটী বাহ্লীকরমণীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাহ্লীকদিগের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টের প্রথমশতাব্দী হইতে এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এরূপস্থলে, যে সময়ে বাহ্লীকদিগের সহিত ভারতবাসী হিন্দুর সম্বন্ধ ছিল, কালিদাস সেই সময়ের লোক ছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে ‡।

নাসিক হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একখানি শিলালিপি বাহির হইয়াছে, তাহাতে শকারি নাম দৃষ্ট হয়। বিক্রমাদিত্যের একটি নাম শকারি। ভারতের নানাস্থানেই প্রবাদ আছে যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমকালীন। যদি প্রবাদের কোন অংশ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এই শকারির রাজত্বকালে কালিদাস বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার মেঘদূতের ২৯ হইতে ৪৩ শ্লোক মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অনেক গ্রন্থ কালিদাসের নামে প্রচলিত আছে, কিন্তু সকল পুস্তক মহাকবি কালিদাসের করাঙ্কস্থিত বলিয়া বোধ হয় না। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই তিনখানি কাব্য মহাকবি কালিদাসের

---

(২) য়ুরোপীয় রোমজনপদ রোমুলসের (Romulus) নাম হইতে হইয়াছে (৭৫৩ খৃঃ পূঃ ?)। রোমুলস ট্রয়যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত ইনিয়াসের বহুপুরুষ অধস্তন। কিন্তু রোমুলসের পূর্ব্বপুরুষ ইনিয়াসেরও বহুপূর্ব্বে মহাভারতে রোমক ও রোমন্ জনপদের উল্লেখ থাকায় উহাকে বর্ত্তমান 'রোম' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

* See Edicts of Asaok in Inscriptionum Indicarum Vol. 1, and Weber's Sanskrit Literature, p. 253.

‡ সংস্কৃত অসুর = পারসিক 'অহুর' এবং ময় স্থানে 'মযদ্' হইয়াছে। যেমন সিন্ধু স্থানে 'হেন্দু,' সপ্তস্থানে 'হপ্ত' পদ সিদ্ধ হয়; সেইরূপ সংস্কৃত 'সৌর' স্থানে আবস্তিক 'হোর' (পুং সূর্য্য) পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রাচীন পারসিকগণ সূর্য্যকে পুং বলিতেন, কিন্তু গ্রীকেরা ইহাকে হোরাশাস্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করিতেন। এইরূপে 'হোরা' শব্দ গ্রীক্ ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। (See English Cyclopædia (Science), Vol. I. p. 657.)

(৩) কালিদাসের কুমারসম্ভবে 'জামিত্র' শব্দের উল্লেখ থাকায় অনেকে উহা গ্রীক্হোরাশাস্ত্রোক্ত 'ডিয়ামিটস' বা 'ডিয়ামিট্রন্' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আমরা গ্রীক্হোরাশাস্ত্র সম্পূর্ণ হইবার এবং খৃষ্ট জন্মাইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে হোমার প্রভৃতির গ্রন্থে 'ডিয়ামিট্রন' শব্দ দেখিতে পাই। সুতরাং এই শব্দটির উপর নির্ভর করিয়া কালিদাসকে তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক বলা যায় না।

‡ অপর কোন সংস্কৃত নাটক বা কাব্যে হিন্দুরাজের সহচারিণী ধনুর্ব্বাণধারিণী যবনার এরূপ চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। এতদ্দ্বারাও উপরোক্ত মত কতকটা সমর্থিত হইয়াছে।

বিরচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন *। নাটকের মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তল ও বিক্রমোর্ব্বশী তাঁহারই সুকরনির্গত। কেহ কেহ মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক ও ঋতুসংহার নামক খণ্ডকাব্য মহাকবি কালিদাস কৃত বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল ও মালবিকাগ্নিমিত্রের রচনাপ্রণালী পরস্পর মিলাইলে একজনের হস্তপ্রসূত কি না, তৎপক্ষে ঘোর সন্দেহ জন্মে।

কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যজগতে একজন মহাকবি। মানবচরিত্র চিত্রিত-করণে, স্বভাববর্ণনে ও সুমধুর ছন্দোগ্রন্থনে তাঁহার তুল্য কবি সংস্কৃত কাব্যজগতে বাল্মীকি ব্যতীত আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। কালিদাস স্বরচিত প্রত্যেক গ্রন্থে অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া পাশ্চাত্য-জগতে 'ভারতীয় শেক্ষপীর' পদলাভ করিয়াছেন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত 'অম্বাস্তব' 'কালীস্তোত্র' 'কাব্যনাটকালঙ্কার,' 'ঘটকর্পর,' 'চণ্ডিকাদণ্ডস্তোত্র,' 'দুর্ঘট-কাব্য', 'নলোদয়', 'নবরত্নমালা', নানার্থকোষ', পুষ্পবাণ-বিলাস', 'প্রশ্নোত্তরমালা', 'রাক্ষসকাব্য', 'লঘুস্তব', 'বিদ্বদ্বিনোদকাব্য', 'বৃত্তরত্নাবলী', 'বৃন্দাবনকাব্য', 'শৃঙ্গার-তিলক', 'শৃঙ্গারসার' 'শ্যামলাদণ্ডক', 'শ্রুতবোধ' প্রভৃতি গ্রন্থ কালিদাসের বলিয়া প্রচলিত থাকিলেও এই পুস্তকগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি-বিরচিত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সচরাচর লোকের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, 'নলোদয়' মহাকবি কালিদাস বিরচিত। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, এই গ্রন্থ নারায়ণপুত্র রবিদেব-কৃত †, এই গ্রন্থের রামঋষিকৃত প্রাচীন টীকাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ‡।

দেবেন্দ্রবিরচিত কবিকল্পলতা ও রাজশেখরের প্রবন্ধ-কোষে তিন জন কালিদাসের নাম পাওয়া যায়।

বলভদ্রপুত্র কালিদাসপ্রণীত 'কুণ্ডপ্রবন্ধ', রামগোবিন্দ-পুত্র কালিদাসবিরচিত 'ত্রিপুরাসুন্দরীস্তুতিটীকা' § প্রচলিত আছে।

* "মল্লিনাথকবিঃ সোঽয়ং মন্দাত্মানুজিঘৃক্ষয়া।
ব্যাচষ্টে কালিদাসীয়ং কাব্যত্রয়মনাকুলম্। ৫
কালিদাসো গিরাং সারং কালিদাসঃ সরস্বতীম্।
চতুর্মুখো যথা সাক্ষাদ্বিদুর্নান্যে তু মাদৃশাঃ।"

† R. G. Bhandarkar's Reports on Sanskrit Mss. (for 1883-4) p. 16.

‡ Prof. Peterson's 3rd Report on the Search for Sans. Mss. p. 337.

§ এই গ্রন্থ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

জ্যোতির্বিদাভরণ, রঘুকোষ, শুদ্ধিচন্দ্রিকা, গঙ্গাষ্টক ও মঙ্গলাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থ কালিদাস-নামধারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লিখিত। এ ছাড়া কালিদাসগণক-বিরচিত 'শক্রপরাজয়-শাস্ত্রসার', অভিনব কালিদাস (১) রচিত 'অভিনব ভারতচম্পূ' ও 'ভাগবতচম্পূ', কাশ্যপ অভিনব কালিদাসকৃত 'শৃঙ্গারকোষ-ভাণ', নবকালিদাসবিরচিত 'সারসংগ্রহকাব্য' পাওয়া গিয়াছে।

কালিদাস ত্রিবেদী—হিন্দুস্থানী একজন বিখ্যাত কবি, অরঙ্গজিব বাদশাহ যখন দাক্ষিণাত্যে গোলকুণ্ডায় অবস্থিতি করেন, তখন কালিদাসত্রিবেদী তাঁহার নিকট থাকিতেন। তৎপরে তিনি জম্বুপ্রদেশে রঘুবংশীয় যোগজিতসিংহ নামক রাজার নিকট গমন করেন। তাঁহার নিকট থাকিয়া 'বধূ-বিনোদ' রচনা করেন। ১৪২৩ হইতে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যে সকল কবি জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে দুইশত বার জন কবির কবিতা হইতে সহস্রটী কবিতা একত্র করিয়া তিনি একখানি কবিতাসংগ্রহ প্রণয়ন করেন, এই পুস্তকের নাম 'কালিদাস হাজারা'। কালিদাস হাজারা পুস্তকের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। ইঁহার প্রণীত জঞ্জিরাবন্দ নামক আর একখানি পুস্তক আছে। তাঁহার পুত্র উদয়নাথ ত্রিবেদী ও পৌত্র দুলহ ত্রিবেদী উভয়েই গ্রন্থকার।

কালিদাসক (পুং) কালিদাস স্বার্থে কন্। কালিদাস।

কালিনী (স্ত্রী) কালঃ শিবঃ অধিষ্ঠাতৃত্বয়া অথবা কালঃ আকাশস্থঃ পুরুষাকারো লুব্ধকঃ সন্নিকৃষ্টত্বেন অথবা কাল-ইনি-ঙীপ্। আর্দ্রানক্ষত্র।
(আর্দ্রা তু কালিনী রৌদ্রী পুনর্ব্বসূ তু যামকৌ। হৈম ২।২৪।)
২ (কালয়তি প্রেরয়তি কল-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্) প্রেরণকারিণী।

কালিন্দ (ক্লী) কালিং জলরাশিং দদাতি কালি-দা-ক-পৃষো-দরাদিত্বাৎ মুম্। কালিঙ্গ, তরমুজ।

কালিন্দক (ক্লী) কালিন্দ স্বার্থে কন্। তরমুজ।

কালিন্দী (স্ত্রী) কালিন্দাৎ কলিন্দাখ্যপর্ব্বতাৎ তৎসন্নিকৃষ্ট-দেশাদ্বা জাতা নিঃসৃতা বা কলিন্দ-অণ্ (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩।) ঙীপ্। ১ যমুনানদী।
("কালিন্দী কিনারে দেখে দিব্য লতাকুঞ্জ।
সদাই বসন্ত তথা রহে সুখ পুঞ্জ॥" গোবিন্দমঙ্গল ৫২।)
২ শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীভেদ। ৩ অসিতের স্ত্রী এবং সগরের মাতা। ৪ রক্তত্রিবৃৎ। ৫ শ্বেতকিণীহি। ৬ অসুরকন্যাবিশেষ।

কালিন্দী,—উড়িষ্যাবাসী একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়। কালিন্দী

(১) মাধবাচার্য্য তাঁহার 'সংক্ষেপশঙ্করজয়ে' আপনাকে অভিনব কালিদাস নামে পরিচয় দিয়াছেন।

বৈষ্ণবগণ অধিকাংশই হাড়িমুচি প্রভৃতি নীচজাতীয়। ইহারা ভেক লয়, ডোর কৌপীন ধারণ করে, অথচ গৃহেও থাকে। বিবাহ আদি স্বজাতির মধ্যেই হয়। এই সম্প্রদায় হাড়ি মুচি প্রভৃতি নীচজাতীয় লোকের দীক্ষাগুরু, ইহারা শব দাহ না করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া থাকে। নয় দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া দশম দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া শুদ্ধ হয়। ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ মঠ আছে। পৃথক্ মঠে পৃথক্ মহান্তের পৃথক্ পৃথক্ শিষ্যদল থাকে।

কালিন্দী—বঙ্গদেশের অন্তর্গত খুলনা জেলার মধ্যে যে নদী যমুনা নামে প্রবাহিত, ইহা তাহার একটী শাখা নদী। বসন্তপুরের নিকট যমুনা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সুন্দরবনে রায়মঙ্গল নামক স্থানে পতিত হইয়াছে। বসন্তপুরের ৩॥ ক্রোশ দক্ষিণে কালিন্দীর খাড়ি কালিগাছি ও আঠারবাঁকা নদীর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্যাধরী নামক নদীতে পড়িয়াছে। কালিন্দী সুগভীর। কলিকাতা হইতে বড় বড় নৌকা এই নদীপথে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করে।

কালিন্দীকর্ষণ (পুং) কালিন্দীং কর্ষতি, কালিন্দী-কৃষ কর্ত্তরি ল্যু। যদ্বা কর্ষণীতি কর্ষণঃ, কালিন্দ্যাঃ কর্ষণঃ, ৬তৎ। বলদেব। বলদেবের কালিন্দীকর্ষণকথা হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে, "কোন সময়ে বলদেব স্নান করিবার জন্য যমুনানদীকে আহ্বান করেন, কিন্তু যমুনা স্ত্রীস্বভাব-সুলভ ভীরুতাবশতঃ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল না। বলদেব যমুনার এইরূপ ব্যবহারে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বীয় অস্ত্র লাঙ্গলদ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া বৃন্দাবনে আনয়ন করিয়াছিলেন।" (হরিবংশ ১০২ অ°।)

কালিন্দীভেদন (পুং) কালিন্দীং ভিনত্তি, কালিন্দী-ভিদ্ কর্ত্তরি ল্যু, কালিন্দ্যা ভেদনো বা। বলরাম।
(সঙ্কর্ষণঃ সীরপাণিঃ কালিন্দীভেদনো বলঃ। অমর।)

কালিন্দীসূ (স্ত্রী) কালিন্দীং যমুনাং সূতে, কালিন্দী-সূ-ক্বিপ্। যমুনার মাতা, সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা।

কালিন্দীসোদর (পুং) কালিন্দ্যা যমুনায়াঃ সোদর সহোদরঃ, ৬তৎ। যম ও যমুনা সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
(যমরাজঃ শ্রাদ্ধদেবঃ শমনো মহিষধ্বজঃ।
কালিন্দীসোদরশ্চাপি ধূমোর্ণা তস্য বল্লভা॥ হেম ২।৯৯।)

কালিমা [ন্] (পুং) কালস্য ভাবঃ, কাল-ইমনিচ্। ১ মলিনতা। ২ কৃষ্ণবর্ণ।
("স্নানমানমতিকালিমালয়া।" মাঘ ৪ সর্গ।)

কালিম্মন্যা (স্ত্রী) আত্মানং কালীং মন্যতে, কালী-মন্-খশ্-মুম্ হ্রস্বশ্চ। যে স্ত্রী আপনাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া বিবেচনা করে।

কালিয় (পুং) কে জলে আলীয়তে, ক-আ-লী-ক। ১ সর্পবিশেষ, গরুড়ের ভক্ষ্য বস্তু হরণ করার জন্য ইহার সহিত গরুড়ের যুদ্ধ হয়, কালিয় তাহাতে পরাজিত হইয়া গরুড়ভয়ে যমুনাহ্রদস্থিত জলমধ্যে লুকাইয়া রহে, এইজন্য তাহার নাম কালিয় হইয়াছে।

কালিয়ক (ক্লী) দারুহরিদ্রা। [কালীয়ক দেখ।]

কালিয়দমন (পুং) কালিয়ং দময়তি কালিয়-দম-ণিচ্-ল্যু। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবতে কালিয়দমনকথা এইরূপ বর্ণিত আছে—কালিয় সর্প যমুনানদীর যে হ্রদমধ্যে বাস করিত, সেই হ্রদের জল নিতান্ত বিষাক্ত হইয়াছিল। কোন দিন শ্রীকৃষ্ণ রাখালগণ সহ সেই হ্রদের নিকট গোচারণ করিতেছিলেন; রাখালগণ ও গাভীকুল তৃষ্ণাতুর হইয়া সেই জলপান করায় সকলেরই জীবন বিনষ্ট হইল। কৃষ্ণ তদ্দর্শনে তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া তাহা হইতে হ্রদমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পতিত হইলেন, তথায় কালিয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহার ফণা ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং জীবন মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া তাহাকে সমুদ্রে বাস করিবার জন্য তথা হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তৎপরে হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া রাখাল ও গোসমুদায়কে পুনর্জীবিত করিলেন। (ভাগবত ১০।১৬)। ২ (ক্লী) কালিয়স্য-দমনম্ ৬তৎ। কালিয়সর্পের দৌরাত্ম্য-নিবারণ। ৩ শ্রীকৃষ্ণলীলার অভিনয়-বিশেষ। [কবি দেখ।]

কালিয়হ্রদ (পুং) কালিয়েন অধিষ্ঠিতঃ হ্রদঃ মধ্যলো°। যে যমুনাহ্রদে কালিয় সর্প বাস করিত তাহার নাম কালিয়হ্রদ।

কালিয়া—বঙ্গদেশে যশোহর জেলার কালিয়া পরগণার অন্তর্গত গ্রাম। এখানে অনেকগুলি কায়স্থ ও বৈদ্যের বাস। পূজার সময় এখানে বাচের বড় ধূম হয়। এখান হইতে নদীপথে উত্তরে নড়াইল ও দক্ষিণে খুলনা যাইবার বেশ সুবিধা আছে।

কালিয়াচক্—বঙ্গদেশে মালদহ জেলার একটী গণ্ড গ্রাম, গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে পুলিসের থানা আছে। অক্ষা° ২০°৫১′১৫″ উ° ও দ্রাঘি° ৮৮°৩′১″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে একটী বড় রকম নীলকুঠি ছিল। এক্ষণে কুঠীর বাটীগুলি আছে, কিন্তু কারবার নাই।

কালিয়াচক্—আসাম অঞ্চলে নওগাঁ জেলার পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রনদের উপর এক গ্রাম। ব্রহ্মপুত্রে যে সকল ষ্টীমার গমনাগমন করে, সেগুলি এখানে থাকে ও যাত্রী গ্রহণ করে।

কালিল (ত্রি) কালঃ কৃষ্ণবর্ণঃ অস্ত্যস্তি কাল-ইলচ্ লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) কালরঙ্গযুক্ত।

কালিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন কালঃ কাল-ইষ্ঠন্। উভয়ের মধ্যে যাহার বর্ণ অতিশয় কাল।

কালী [ন] (পুং) কালঃ কালরূপঃ খড়্গঃ অস্ত্যস্য কাল-ইনি। ১ পবানন্দমত সিদ্ধপরমেশ্বর।

"কালিন কলিমলধ্বংসিন্ ধ্বংসরাশু মদাপদঃ।"

ইতি তন্ত্রে ঈশ্বরপ্রার্থনা।

২ (ত্রি) কালয়তি প্রেরয়তি কল-ণিচ্-ণিনি। প্রেরক।

কালী (স্ত্রী) কালঃ কৃষ্ণবর্ণোঽস্ত্যস্যাঃ কাল-ঙীষ্ (জনপদকুণ্ডগোলস্থলভাজনাগকালেত্যাদি। পা ৪।১।৪২।) ১ শান্তনুরাজার স্ত্রী। ২ (কালস্য শিবস্য পত্নী-ঙীষ্) কালিকা, দুর্গাদেবীর ললাট হইতে আবির্ভূত দেবীবিশেষ। চণ্ডবধ কালে অসুরগণের সহ যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রোধভরে ভগবতীর মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠায় তাঁহার ললাটদেশ হইতে করালবদনা অসি-পাশ প্রভৃতি অস্ত্রপাণি কালিকাদেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮৭।৫।)

কালিকাপুরাণে ইঁহার রূপাদি এইরূপ বর্ণিত আছে—

"নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, চারিহস্ত, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে খট্বাঙ্গ ও চন্দ্রহাস, বামহস্তদ্বয়ে চর্ম্ম ও পাশ, গলে মুণ্ডমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কৃশাঙ্গ, দন্ত দীর্ঘ, অতিভয়ঙ্কর লোল জিহ্বা, আরক্তচক্ষু, ভীমনাদ, কবন্ধবাহন, বিস্তৃত মুখ ও কর্ণ স্থূল। এই দেবী তারা ও চামুণ্ডা নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ইঁহার আটটী যোগিনী তাঁহাদিগের নাম—ত্রিপুরা, ভীষণা, চণ্ডী, কর্ত্রী, হন্ত্রী, বিধাতৃকা, করালা ও শূলিনী। এই সকল যোগিনীগণও দেবীর সহিত পূজিত এবং অনুধ্যাত হইয়া থাকেন। যাবতীয় দেবীগণমধ্যে ইঁহারই পূজাদি করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়।" (কালিকা° ৬০ অঃ।) দশ মহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা। যথা তন্ত্রসারে,—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশমূর্ত্তির নাম দশ মহাবিদ্যা; ইহাদিগকে সিদ্ধবিদ্যাও বলিয়া থাকে। সতী দক্ষযজ্ঞে যাইবার সময় শিবের নিকট বারবার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু মহাদেব কোনক্রমেই তাঁহাকে অনুমতি না দেওয়ায় সতী ঐরূপ দশমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শিবকে ভীত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট অনুমতি পাইয়াছিলেন।

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্করবেশ॥" অন্নং° ম° ২৯।

[দশমহাবিদ্যা দেখ।]

কালীমূর্ত্তির ধ্যান যথা—

"করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্।
কর্ণাবতংসতাং নীতশবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবানাং করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্॥"

(তন্ত্রসার)

কালী, করালবদনা ভয়ঙ্করী, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজবিশিষ্টা, মুণ্ডমালাভূষিতা, তাঁহার অধোবামহস্তে সদ্যঃ কর্ত্তিতমুণ্ড এবং উর্দ্ধ বামহস্তে খড়্গ, উর্দ্ধদক্ষিণহস্তে অভয় চিহ্ন ও অধোদক্ষিণহস্তে বরদানভঙ্গিমাবিশিষ্ট—তিনি মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, উলঙ্গিনী; তাঁহার কণ্ঠদেশে মুণ্ডমালা, তাহা হইতে রক্তধারা বিগলিত হইতেছে; কর্ণদ্বয়ে কর্ণভূষণস্থলে দুইটি শব লম্বিত রহিয়াছে; তিনি ভীমদশনা করালমুখী পীনোন্নতস্তনী শবগণের হস্তসমূহনির্ম্মিতমেখলাধারিণী, হাস্যমুখী—উভয় ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে রক্তধারা গলিত হওয়ায় স্ফুরিতমুখী, ভয়ঙ্করশব্দকারিণী, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, শ্মশানবাসিনী, অরুণতুল্যলোচনত্রয়বিশিষ্টা, করালদন্তা, দক্ষিণাঙ্গব্যাপিমুক্তকেশপাশযুক্তা, শবরূপী মহাদেবের হৃদয়স্থিতা, ভয়ঙ্করশব্দকারিশিবাগণপরিবেষ্টিতা, মহাকালের সহিত বিপরীত সঙ্গমে আসক্তা, প্রসন্ন ও হাস্যমুখী। এইরূপে সিদ্ধকালী, কামদায়িনী

দক্ষিণকালিকার চিন্তা করিবে। মহাকালী, দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, গুহ্যকালী ও রক্ষাকালী প্রভৃতি নামানুসারে কালীমূর্ত্তির বিবিধ ভেদ আছে। ইনি মূল-প্রকৃতি; স্বল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বল মানবদিগের উপাসনাকার্য্যে সুবিধা করিবার জন্যই তন্ত্রাদিশাস্ত্রে এই প্রকৃতির কালী, তারা প্রভৃতি নাম ও রূপ কল্পিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও এইরূপই লিখিত আছে—

"উপাসকানাং কার্য্যায় পূর্ব্বেব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্॥"
(মহানির্ব্বাণ ১৩ উল্লাস।)

উপাসকদিগের কার্য্যের জন্যই গুণক্রিয়ানুসারে দেবীর রূপ কল্পিত হইয়াছে।

আদ্যা শক্তির প্রধানা মূর্ত্তি কালী। শাক্ত উপাসকের মধ্যে প্রায় দশআনা লোক এই মূর্ত্তির উপাসক। ভগবতীর যতগুলি মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে দুর্গা ও কালীমূর্ত্তির বহুল প্রচার। এই মূর্ত্তির কল্পনা কতকাল হইতে হইয়াছে, তাহা সহজে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তন্মতাবলম্বী প্রাচ্য পণ্ডিতেরা বলেন, এই মূর্ত্তি হিন্দুদিগের মৌলিক মূর্ত্তি নহে, ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণের দেবদেবী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ মীমাংসা বা কল্পনায় কোন ফল আছে কি না তাহা বুঝা যায় না; কারণ, অনেকানেক প্রাচীন পুরাণে ভগবতীর এই মূর্ত্তির কথা পাওয়া যায়। তবে এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, তান্ত্রিক যুগেই এই মূর্ত্তির উপাসনায় নানাবিধ বিধি-নিয়ম সঙ্কলিত ও বহুল প্রচার হইয়াছে।

তন্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া আগে দেখা যাউক, পুরাণাদিতে ভগবতী কালীমূর্ত্তির উৎপত্তি, পূজা, ধ্যান ইত্যাদি সম্বন্ধে কিরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

পুরাণের মধ্যে মার্কণ্ডেয়পুরাণখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া গণ্য। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী—যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যতুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়—সেই চণ্ডীই এই পুরাণখানির অন্তর্গত। কালিকামূর্ত্তির উৎপত্তির কথা চণ্ডীতে দুই স্থানে কথিত হইয়াছে। প্রথম,—মহিষাসুরবধের পর যখন দেবতারা শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া দেবীর স্তব করিতেছিলেন; সেই সময়ে ভগবতী জাহ্নবীজলে স্নান করিতে যাইবার ছলে, তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এখানে কেন? দেবতারা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভগবতীর শরীর হইতে শিবা অম্বিকা নির্গত হইয়া বলিলেন,—দৈত্যপতি শুম্ভকর্ত্তৃক নিরাকৃত ও তদীয় ভ্রাতা নিশুম্ভ-কর্ত্তৃক পরাজিত এই দেবতারা একত্র হইয়া আমার স্তব করিতেছে। অম্বিকা ভগবতীর শরীর-কোষ হইতে উৎপন্না হইলেন বলিয়া কৌষিকী নামে বিখ্যাতা হইলেন ও হিমাচল আশ্রয় করিয়া রহিলেন। কৌষিকীর উৎপত্তির পর ভগবতীও স্বীয় গৌরবর্ণ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণবর্ণা হইলেন বলিয়া তিনি "কালিকা" * নামে বিখ্যাত হইলেন এবং তিনিও হিমাচল আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এই কালিকার রূপ কি, তাহা এস্থলে চণ্ডীতে কিছু নাই বা ইঁহার সহিত চণ্ডীর আর কোন সংস্রবও নাই। তৎপরে চণ্ডীতে দ্বিতীয়স্থলে যে কালীমূর্ত্তির কথা আছে, তাহা এই;—কৌষিকীর হুঙ্কারে শুম্ভের সেনাপতি ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হইলে, শুম্ভ চণ্ডমুণ্ড নামক দুই প্রচণ্ড সেনাপতিকে বহুসৈন্য দিয়া কৌষিকীকে আনিবার জন্য আদেশ দিলেন। চণ্ডমুণ্ড সৈন্যবল-পরিবৃত হইয়া মহাদর্পে দেবীর নিকট হিমাচলে উপস্থিত হইল। দেবী তাহাদের দর্প দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য করিলেন মাত্র। চণ্ড-মুণ্ড আসিয়াই তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইল। দৈত্যদ্বয় নিকটে আসিবামাত্র দেবী মহাক্রোধে তাঁহাদিগের প্রতি চাহিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহার ভ্রুকুটি-কুটিল ললাট হইতে অতি শীঘ্র এক দেবী নির্গত হইয়া অসুরদিগের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই দেবীই কালী †। ইঁহার রূপ এস্থলে চণ্ডীতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"কালী করাল-বদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালা-বিভূষণা॥
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললন-ভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥"

কালী, করালবদনা (লম্বিত-মুণ্ড-হস্তা), অসিপাশধারিণী, বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা, নরমুণ্ডমালা-শোভিতা, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধানা, শুষ্কমাংসা, অতি ভয়ানকমূর্ত্তি, অতি বিস্তৃতমুখমণ্ডল, লোলরসনা, ভীষণা, গাঢ়-রক্তনয়না, হুঙ্কার শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণকারিণী। এই কালী যুদ্ধে চণ্ডমুণ্ডকে বিনাশ করিয়া, কৌষিকীর নিকট তাহাদের মুণ্ড দুটি উপহার দিয়া, বলিলেন,—আমি চণ্ডমুণ্ড নামক মহাপশু দুটিকে হনন করিয়া আনিয়াছি, এক্ষণে যুদ্ধযজ্ঞে শুম্ভ নিশুম্ভকে তুমি নিজে সংহার কর। কৌষিকী হাসিয়া কালীকে বলিলেন,—চণ্ডমুণ্ডকে

* মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—শুম্ভ-দূত-সংবাদে ৮৩-৮৮ শ্লোক।
† মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—চণ্ডমুণ্ডবধে ৫—৮ শ্লোক।

বধ করিয়াছ, তজ্জন্য তোমার নাম চামুণ্ডা বলিয়াবিখ্যাত হইবে।

সচরাচর যে কালী বা শ্যামা-মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার সহিত এই মূর্ত্তির সম্পূর্ণ ঐক্য নাই, কতকটা সাদৃশ্য আছে বটে।

রক্তবীজবধের সময়েই এই কালী জিহ্বা বিস্তার করিয়া তদুপরি রক্তবীজের শরীর-বিনির্গত সমস্ত রক্ত ধারণ করিয়া পান করিয়াছিলেন। কৌষিকীর অস্ত্রপ্রহারে রক্তবীজ বিনষ্ট হয়।

চণ্ডীতেও কালীপূজার কোন বিধান নাই। শুম্ভ-নিশুম্ভবধের পর দেবী দেবতাদিগকে যে পূজাপদ্ধতি বলিয়াছেন, তাহা শারদীয়া মহাপূজার কথা।

দেবীভাগবতের ৫ম স্কন্ধে ২৩শ অধ্যায়ে কৌষিকী উৎপত্তির পর পার্ব্বতীর শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া কালিকা নামে প্রসিদ্ধ হইবার কথা আছে, কিন্তু এই কালিকার নাম কালরাত্রি বলিয়া কথিত হইয়াছে। চণ্ডীকথিত এই কালিকার কোন কার্য্য পাওয়া যায় না, কিন্তু দেবীভাগবতে ইঁহার সহিত ধূম্রলোচনের ঘোর সংগ্রাম ঘটিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ও যুদ্ধের পরে ইঁহারই হুঙ্কারে ধূম্রলোচন বিনষ্ট হয়। ইনি বরাবর কৌষিকীর পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। দেবীভাগবতেও চণ্ডমুণ্ড বধের সময় কৌষিকীর কপাল হইতে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরা, ক্রূরা, গজচর্ম্মোত্তরীয়া, মুণ্ডমালাধরা, ঘোরা, শুষ্কবাপীসমোদরা, খড়্গপাশধরা, অতি ভীষণা, খট্বাঙ্গধারিণী, বিস্তীর্ণ-বদনা, লোলজিহ্বা কালীর উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। এই কালী চামুণ্ডা নামে বিখ্যাত হন। ইনিই রক্তবীজের রুধিরপায়িনী। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুরাণেও কালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়, কিন্তু উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

[শক্তিপ্রধানা কালীর পূজা, ধ্যান কবচাদি ও তান্ত্রিক রহস্যাদি "শ্যামা" শব্দে এবং অন্যান্য বিষয় 'দুর্গা' শব্দে দ্রষ্টব্য।]

কালীমূর্ত্তির রূপক ভাঙ্গিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ইহা সর্ব্ববিধ্বংসী মহাকালের প্রণয়িনী—অনন্তকালরূপী শিবপদতলে দলিত হইতেছেন, সর্ব্বধ্বংসকারিণী শক্তিজ্ঞাপক অসি হস্তে; ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালবাচক ত্রিনয়ন ইত্যাদি।

এই স্থলে যতগুলি কালীমূর্ত্তির কথা দেওয়া হইল, তাহার কোনটাই শিবারূঢ়া নহে; শবাসনার 'কথা'শ্যামা শব্দে দ্রষ্টব্য। ৩ মাতৃকাবিশেষ। ৪ উমা; সতী হিমালয় পর্ব্বতে যখন দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করেন, তখন প্রথমে তিনি কৃষ্ণবর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপরে উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরোগণ তাঁহাকে গৌরাঙ্গী করিয়াছিল। (কালিকা পু° ৪০ অঃ।) ৫ম ভীমসেনের পত্নীবিশেষ।

("যুধিষ্ঠিরাত্তু পৌরব্যাং দেবকোহথঘটোৎকচঃ।
ভীমসেনাৎ হিড়িম্বায়াং কাল্যাং সর্ব্বগতস্ততঃ।।" ভাগ° ৯।২২।)

৬অগ্নিশিখাবিশেষ। ৭ রাত্রি। ৮ ত্রিবৃৎ। ৯ তুরবী। ১০ কালাঞ্জনী। ১১ নিন্দা, অযশঃ। ১২ নূতনমেঘসমূহ। ১৩ বৃশ্চিকালী, কেলেবিছাটী। ১৪ লিখিবার উপকরণ-বিশেষ, মসী। ১৭ কৃষ্ণবর্ণ স্ত্রী। ১৮ কালরজ।

[মসী দেখ।]

কালীক (পুং) কে জলে অলতি পর্য্যাপ্নোতি প্রভবতি ইত্যর্থঃ ক-অল-ইকন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। বক।

কালীকৌড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Guarea paniculata)

কালীগোখুরা (দেশজ) কালরঙের গোখুরা সাপ।

কালীঘাট, কলিকাতার দক্ষিণপ্রান্তে প্রাচীন গঙ্গার চরের উপর অবস্থিত একটী পীঠস্থান। অক্ষা° ২২°৩১ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২০´ পূঃ। বৃহন্নীলতন্ত্র ও শিবার্চ্চনতন্ত্রে এই স্থান কালীবট্ট নামে উক্ত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, এখানে সতী অঙ্গ পড়িয়াছিল বলিয়া, বহুদিন হইতে এই স্থান পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"গোবিন্দপুরপ্রান্তে চ কালী সুরধুনীতটে।"

পূর্ব্বে গঙ্গার উপরেই কালীদেবী বিরাজ করিতেন। পূর্ব্বে সাগরযাত্রী হিন্দুবণিক্গণ ইহার নিকট ঘাটে নামিয়া কালীপূজা দিয়া যাইত, তখন হইতে এই স্থান কালীরঘাট বা কালীঘাট নামে বিখ্যাত হয়।

নিগমকল্পের পীঠমালায় কালীঘাটের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"দক্ষিণেশ্বরমারভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরী।
ধনুরাকারক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয়সংখ্যকম্॥
তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারং ক্রোশমাত্রং ব্যবস্থিতম্।
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকারং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্॥
মধ্যে চ কালিকাদেবী মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা।
নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র তত্র গঙ্গা বিরাজিতা।
কাশীক্ষেত্রং কালীক্ষেত্রমভেদোহস্তি মহেশ্বর॥"

দক্ষিণেশ্বর হইতে বহুলা পর্য্যন্ত দুই যোজনপরিমিত ধনুরাকার স্থান কালীক্ষেত্র। ইহার মধ্যে এক ক্রোশ ত্রিকোণাকার স্থানে ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং মধ্যস্থলে মহাকালী নামে কালিকাদেবী বিরাজ করেন।

পূর্ব্বে কালীঘাটের চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল,

লোকের বসতি ছিল না। এই বনমধ্যে কালিকাদেবী সামান্য পর্ণকুটীরে অবস্থান করিতেন, কাপালিক ও সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে পূজা করিতেন। প্রথমে এই কালীদেবী গুপ্তভাবে ছিলেন বলিয়া বৃহন্নীলতন্ত্রে 'গুহ্যকালী নামে উক্ত হইয়াছেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত (মানসিংহের বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে) কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"পীঠমালাতন্ত্রগ্রন্থে সতীদেব্যাঃ শরীরতঃ।
বামভুজাঙ্গুলিপাতে জাতো ভাগীরথীতটে ॥ ৬৬৯
কালীদেব্যাঃ প্রসাদেন কিলাকিলাদেশবাসিনঃ।
দ্রবিণৈঃ পূরিতা নিত্যং ভাবিতাশ্চিরকালতঃ ॥ ৬৭০
প্রতাপাদিত্যভূপস্য যশোরভূমিপস্য চ।
গঙ্গাবাসস্থলো রাজন্ ইদানীং বর্ত্ততে নৃপ।
কায়স্থানাং শাসনঞ্চ বর্ত্ততে অধুনা নৃপ।
গোবিন্দাদিপুরং সর্ব্বং তথাহি ভট্টপল্লিকম্।
কালীদেব্যাঃ সমীপে চ শৃগালদাহাদিকং নৃপ ॥" ৬৭৩।

পীঠমালা তন্ত্রের মতে, এখানে ভাগীরথীর তীরে সতী দেবীর শরীর হইতে বামহস্তের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। কালীদেবীর প্রসাদে কিলকিলাবাসীরা চিরকাল ধনধান্যবান্ হইবে। এক্ষণে ভাগীরথীতীরে যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের গঙ্গাবাসস্থল রহিয়াছে। গোবিন্দপুরাদি গ্রাম, ভট্টপল্লী, কালীদেবীর নিকটস্থ শৃগালদাহ (শিয়ালদা) কায়স্থদিগের শাসনে আছে।

বোধ হয়, এই সময় এই সকল স্থানে যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। [কলিকাতা ২৭৯ পৃষ্ঠা দেখ।] প্রবাদ আছে—প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্তরায় কালীদেবীর তৎকালীন সেবায়ত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার যত্নে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হয়।

এই সময় হইতে কালীঘাটের গুহ্যপীঠ সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইল; কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল এবং তৎপূর্ববর্ত্তী অকবরের সমসাময়িক ত্রিবেণীনিবাসী মাধবাচার্য্যের দুর্গা-মাহাত্ম্য-পাঠে তাহা জানিতে পারা যায়।

বোধ হয়, যশোরের কায়স্থরাজগণের সময়ে এই স্থান দেবোত্তর বা ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। কারণ তাহার পরবর্ত্তী কাল হইতে এই স্থান অপুত্রক ভুবনেশ্বরের দৌহিত্রবংশীয় বর্ত্তমান হালদারগণ বরাবর দেবোত্তরস্বরূপ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কালীঘাটের বর্ত্তমান কালী-মন্দির বড়িসার সাবর্ণচৌধুরীবংশীয় সন্তোষরায়ের ব্যয়ে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে (তাঁহার মৃত্যুর ৫৬ বৎসর পরে) নির্ম্মিত হয়।

কালীঘাটের নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রসিদ্ধ। নিগমকল্প প্রভৃতি দুই একখানি আধুনিক তন্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে অতি সামান্য কুটীরে নকুলেশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত ছিল, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তারাসিংহ নামে একজন পঞ্জাবী বণিক্ বর্ত্তমান প্রস্তরনির্ম্মিত মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

কালীঘাটের কালী ও নকুলেশ্বর ব্যতীত শ্যামরায় ও গোবিন্দজীর প্রতিমূর্ত্তি ও সামান্য নহে। এই মূর্ত্তি পূর্ব্বে গোবিন্দপুরে ছিল, বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মিত হইবার সময় উহা কালীঘাটে স্থানান্তরিত হয়।

কালীঘাট এখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অধীন একটি গণ্য সহর হইয়া পড়িয়াছে। এখানে বিস্তর লোকের বাস। হাট, বাজার, থানা ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে।

কালীচা (দেশজ) মলিনতা, কোন দ্রব্যে কালদাগ হওয়া।

কালীচী (স্ত্রী) কাল্যা যমভগিন্যা চীয়তেহত্র, কালীচি বাহুল-কাং ড ঙীষ্। যমের বিচারস্থল।

কালীঝাঁপ (দেশজ) ক্ষুদ্রলতাবিশেষ।

কালীতনয় (পুং) কাল্যাঃ যমুনায়া যমভগিন্যাঃ তনয় ইব, যমবাহনত্বাৎ ইতি ভাবঃ। যদ্বা কালী কালিকাদেবীং ইতঃ জ্ঞাতঃ সন বলিদানায় আত্মদানং নয়তি প্রাপয়তি কালী-ইতঃ ততঃ কালীতনী অচ্। মহিষ।

(রক্তাক্ষঃ কাসরো হংসঃ কালীতনয়লালিকৌ।
হেম ৪। ৩৪৯।)

কালীন (ত্রি) কালে ভবঃ, কাল-খ। কালজাত ॥ উপপদ ব্যতীত কালীন শব্দের প্রয়োগ হয় না, যেমন পূর্ব্বকালীন উত্তরকালীন প্রভৃতি।

কালীনত্ব (ক্লী) কালীনস্য ভাবঃ, কালীন-ত্ব (তস্য ভাব-স্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কালবৃত্তিত্ব; কালে উপস্থিতি।

কালীনদী, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে মজঃফরনগরস্থ গঙ্গার খালের পূর্ব্বভাগে সরাট নামক স্থানের বালুকাস্তূপের নিকট হইতে নির্গত নদীবিশেষ। উৎপত্তিস্থান হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহার নাম নাগন। নাগন অলক্ষিতভাবে চলিয়া বুলন্দসহরের নিকট গিয়া বিস্তৃত নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পর খুরজার নিকট হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব অভিমুখে গমন করিয়া কনৌজের নিকট গিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। বুলন্দসহর নগরে এই নদীর উপর একটী ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গড়মুক্তেশ্বর যাইবার পথে গুলাওঠি নামক স্থানে একটী ও আলিগড় জেলায় তিনটী সেতু আছে। ইহার নাম পূর্ব্বকালীনদী,

দৈর্ঘ্য ১৫৫ ক্রোশ। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম কালীনদী নামক আর একটী নদী আছে। ইহা শিবালিক পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া শাহরানপুর ও মজঃফরনগর দিয়া প্রবাহিত হইয়া হিন্দন নামক নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। সঙ্গমের স্থানে অক্ষা° ২৯° ১৯´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ৪০´ পূঃ, দৈর্ঘ্য ৩৫ ক্রোশ হইবে।

কালীপুঁঠী (দেশজ) একপ্রকার পুঁঠীমাছ।

কালীপুরাণ (ক্লী) উপপুরাণবিশেষ, ইহাতে কালীবিষয়ক বিবরণাদি বর্ণিত আছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ, কলিকাতার যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত জমিদার সিংহবংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ সার টমাস রমবোল্ড ও মিঃ মিড্‌ল্টনের নিকট মুরশিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ান ছিলেন।

দেওয়ান শান্তিরাম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তিনি কাশীতে একটি শিবস্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। শান্তিরামের দুই পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণ তখনকার কালের সরকারী খাজাঞ্চীখানার দেওয়ান ছিলেন। প্রাণকৃষ্ণের তিন পুত্র হয়, রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, আর জয়কৃষ্ণের এক পুত্র নন্দলাল। এই নন্দলালের পুত্রই ৺কালীপ্রসন্ন-সিংহ মহোদয়।

কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় নিপুণ ছিলেন। মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করাইয়া বিতরণ করা ইঁহার একটী অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। ইতিপূর্ব্বে মূল মহাভারতে প্রকৃত কি আছে তাহা বঙ্গীয় সাধারণে জানিত না, কাশীরাম দাসের কথকতামূলক পদ্য মহাভারতই সাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছিল। ইনি বিপুল অর্থব্যয় করিয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সাহায্যে মূল মহাভারত বঙ্গানুবাদ করাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই অনুবাদ-কার্য্যে ৮ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অপরিমিত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। স্বয়ং ৺ বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদ-কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইঁহার দ্বিতীয় কীর্ত্তি—"হুতোম প্যাঁচার নক্সা," এখানি তখনকার কলিকাতার বাহ্য ও আভ্যন্তর ব্যাপারের অতি পরিস্ফুট ছবি! ইহার ভাষা অতি সুন্দর, সাধারণতঃ লোকে চলিত কথাবার্ত্তায় যেমন ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ ব্যবহার করে, সেইরূপ শব্দেই ইহা রচিত! হুতোমপ্যাঁচা তখনকার সমাজের উপযুক্ত ব্যঙ্গকাব্য, গদ্যে লেখা। বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মাইকেল যে ছন্দে "মেঘনাদবধ" লিখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, কালীপ্রসন্ন তাঁহার পূর্ব্বে এই ছন্দঃ ব্যবহার করেন। তিনি তাঁহার "হুতোম-প্যাঁচাকে" সাধারণের করে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসে রঙ্গে, চিত্রিনু চরিত্র—
দেবী সরস্বতীর বরে। কৃপাচক্ষে হের
একবার; শেষে বিবেচনা মতে যার
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিম্বা
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে,
বহুমানে লব শির পাতি।"

অবশ্য মাইকেলের ছন্দঃ ইহা অপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত, অনেক নিয়মাদি-সঙ্গত, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ছন্দটির উদ্ভাবন-কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না।

কালীপ্রসন্নের মহাভারত ও হুতোমপ্যাঁচাদ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার হইয়াছে। মহাভারতে যে অভাব মিটিয়াছে তাহা অনন্ত মুখেও বলিয়া শেষ হয় না, হুতোমের কৃপায় বাঙ্গালায় কতকগুলি নূতন শব্দসৃষ্টি, বাঙ্গালা নাটকের বা উপন্যাসে কথোপকথনের ভাষার পরিবর্ত্তন, নৈসর্গিক বিষয়ে বর্ণনার প্রণালীসংস্কার হইয়াছে, আর হইয়াছে কতকগুলি মজলিসী ইয়ারকির সৃষ্টি! হুতোমই বাঙ্গালার প্রথম এবং প্রধান ব্যঙ্গকাব্য।

যাহা হউক, কালীপ্রসন্ন শেষ দশায় বহু কষ্টে পতিত হন। মহাভারত প্রচার, নিজের অমিতব্যয়িতা ও স্বভাবদোষে ইনি অনেকগুলি উড়িষ্যাপ্রদেশের জমিদারী এবং কলিকাতার বেঙ্গল ক্লাবের বাটীর ন্যায় কতকগুলি ভূসম্পত্তিতে বঞ্চিত হন। ইঁহার অমায়িক, রঙ্গরসপ্রধান কথোপকথন, বাক্যভঙ্গী ও দানশীলতাগুণে তখনকার অনেকেই পরিতুষ্ট, মোহিত এবং উপকৃত হইতেন।

কালীপ্রসাদ (পুং) ১ জনৈক গ্রন্থকার। তিনি কালীতত্ত্ব-সুধাসিন্ধু ও ভক্তিদূতী নামে দুইখানি সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করেন। ২ সারসংগ্রহ নামক বৈদ্যক গ্রন্থকার।

কালীবাওড়ী, মধ্যভারতে ধারা প্রদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। একজন ভূঁয়া ইহার অধিকারী। ধর্ম্মপুর পরগণা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইনি ধারা-দরবার হইতে ১৫০০৲ টাকা পাইয়া থাকেন। ঐ পরগণার মধ্যে ৫টী গ্রামে মৌরসী-স্বত্ব আছে। খাজনার স্বরূপ তাঁহাকে বৎসর পাঁচ শত টাকা দিতে হয়। বিকানীরের ১৭টী গ্রামও ইঁহার তত্ত্বাবধানে আছে। তাহার জন্য তিনি সিন্ধিয়ার মহারাজের নিকট হইতে ১৫৯৲ টাকা পাইয়া থাকেন। ভূঁয়ার সহিত এই সকল বিষয়ের যে লেখাপড়া হয়, ইংরাজরাজ তাহার জন্য জামিন হইয়াছেন।

কালীমির্জা—ইনি একজন হিন্দুস্থানী বৈষ্ণবকবি। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব কৃত রাগসাগরোদ্ভব রাগকল্পদ্রুম নামক গ্রন্থে ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

কালীমুল্লা, ১ বাইবেলোক্ত মুসার অপর নাম। ২ দাক্ষিণাত্যে আহ্মদবাদ বিদরের বাহ্মনী-বংশীয় শেষ রাজা। ১৫২৭ খৃঃ অব্দে তাহার মন্ত্রী আমীর বরীদ তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া আপনি রাজ্য দখল করেন।

কালীয় (ক্লী) কালস্য কৃষ্ণবর্ণস্যেদং, কালস্থানে ভবং বা; কাল-ছ (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪।) কৃষ্ণচন্দন।

কালীয়ক (ক্লী.) কালীয় স্বার্থে কন্, কালীয়মিব কায়তি বা, কালীয় কৈ-ক। ১ পীতবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ, কালিয়া-কাঠ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জায়ক, কালানুসার্য্য, জাষক, কালেয়, বর্ণক ও কান্তিদায়ক। ২ কৃষ্ণচন্দন; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কালীয়, কালিক ও হরিপ্রিয়। ৩ (পুং, ক্লীং) দারুহরিদ্রাবিশেষ।

("সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়কোঽপি চ।
পীতাদ্রুশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারুকপীতকম্॥" ভাবপ্র°।)

৪ শৈলজ নামক গন্ধদ্রব্য।

কালীয়াকড়া (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষবিশেষ, কেলেকোড়া।

কালীয়াজীরা (দেশজ) কৃষ্ণজীরা। [কৃষ্ণজীরক দেখ]

কালীলা-বা-দমনা—একখানি নীতিশাস্ত্র। ইহা সংস্কৃত হিতোপদেশ হইতে উদ্ধৃত। সর্ব্বপ্রথমে বার্জ্জুয়ে নামক পারস্যপণ্ডিত হিতোপদেশখানিকে ভারত হইতে পারস্যে লইয়া যান। পারস্যে তখন নসির্ব্বন নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। তৎপরে খলিফা মামুনের রাজত্বকালে ঐ হিতোপদেশ সর্ব্বপ্রথমে আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। তৎপরে আবু-ল্-মালী নামক একজন পণ্ডিত "আনওয়ার-ই সুহইলী" নামে ইহাকে পারস্যভাষায় অনুবাদিত করেন এবং পারস্যভাষায় কোরাণের টীকাকার হসন কসাকী সেই অনুবাদ সংশোধন করিয়া দেন।

মোক্ষমূলর বলেন যে, ওমিয়াদগণের পতন হইলে, আব্দুল্লা-ইব্ন্-অল্-মোকাফা নামক জনৈক পারস্যবাসী মুসলমান হন। তিনিই এই "কালিলা বা-দমনা" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পণ্ডিত খলিফা রাজগণের সভায় অনেক উচ্চপদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। খলিফা অল-মানসুরের রাজত্বকালেই ইনি এই পুস্তক রচনা করেন। বার্জুয়ে পহ্লবী ভাষায় যে সমস্ত নীতিগর্ভ উপন্যাস সংস্কৃত হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইনি তাহারই অনুবাদ করেন। কবি আবদুল্লা রাজ্যের অনেক গুপ্তব্যাপার জানিতেন বলিয়া খলিফা অল্-মানসুর তাঁহাকে ৭৬০ খৃষ্টাব্দে অতি নিষ্ঠুরভাবে বিনাশ করেন।

কালীলা-বা-দমনা আরবীয় নাম। প্রথম গল্পের দুইটি শৃগালের নাম হইতে পুস্তকখানির নামকরণ হইয়াছে। আরবীয় অনুবাদক এই গ্রন্থের মূল গ্রন্থকর্ত্তার নাম বলিয়াছেন বেদপাই। আরবদিগের দ্বারাই য়ুরোপে ইহা প্রচারিত হয়। একাদশ হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে ইহা গ্রীক্, লাটিন ও হিব্রুভাষায় অনুবাদিত হয়। তৎপরে Fables of Bedpoi নামে ইহা জর্ম্মণ, ফরাসী, স্পেনীয়, ইংরাজী ও ইটালীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। লাটিন অনুবাদের নাম—অল্টার ঈশোপস্ বা প্রাচীন ঈশপের গল্প। "ঈশপের গল্প" বলিয়া যে গল্পগুলি প্রচলিত, তাহা প্ল্যানুডিস নামক বাইজ্যান্সিয়ার একজন বৈরাগী দ্বারা (Monk) ১৪শ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কালীলা-বা-দমনার গল্পপ্রচারের একশত বৎসর পরে রচিত হয়। ঈশপের গল্পগুলির অধিকাংশের মূলভাগ সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রীয় গল্প হইতে সংগৃহীত। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, 'ঈশপস্ ফেবল্স্' গ্রীক-মৌলিক নহে, সংস্কৃত-মৌলিক।

কালীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি জগদীশ ও মথুরানাথ-বিরচিত নব্য ন্যায়গ্রন্থসমূহের ক্রোড়-পত্র ও তাহার টীকা লিখিয়াছিলেন। এখন কালীশঙ্করের এই কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, "অনুমানজাগদীশীক্রোড়, অনুমিতিক্রোড়, অনুমানমাথুরীক্রোড়, অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি-ক্রোড়, অসিদ্ধসিদ্ধান্তগ্রন্থক্রোড়, অসিদ্ধপূর্ব্বপক্ষক্রোড় উদাহরণলক্ষণক্রোড়, উপনয়নক্রোড়, উপাধিপূর্ব্বক্রোড়, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থক্রোড়, কূটঘটিতলক্ষণক্রোড়, কূটাঘটিত-লক্ষণক্রোড়, তৃতীয়মিশ্রলক্ষণক্রোড়, পক্ষতাপূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থ-ক্রোড়, পক্ষতাসিদ্ধান্ত গ্রন্থক্রোড়, পঞ্চলক্ষণীক্রোড়, পরামর্শ-পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থক্রোড়, পুচ্ছলক্ষণক্রোড়, পরামর্শসিদ্ধান্তগ্রন্থক্রোড়, প্রতিজ্ঞালক্ষণক্রোড়, প্রথম চক্রবর্ত্তিলক্ষণক্রোড়, প্রথম নিশ্চয়-লক্ষণক্রোড়, বাধসিদ্ধান্তগ্রন্থক্রোড়, বিশেষনিরুক্তিক্রোড়, সৎপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তক্রোড় সব্যভিচারপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থক্রোড়, সামান্যনিরুক্তিক্রোড়, সিংহব্যাঘ্রক্রোড়; জাগদীশীক্রোড়টীকা, তর্কগ্রন্থটীকা, মাথুরীটীকা।"

কালীসিন্ধু, মধ্যপ্রদেশের একটী নদী। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া কন্দর্গার নিকট চম্বলনদীতে পতিত হইয়াছে।

কালুঘোষ, "জেনেরল কালুঘোষ" নামে খ্যাত। ইহার যথার্থ নাম কালীচরণ ঘোষ। ইনি কুলপরিচয়ে সহজমুখ্য কাকুৎস্থ ঘোষের সন্তান, আকনার ঘোষ, মধ্যাংশে দ্বিতীয়-

পো, পর্য্যায়ে ২২। কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে ইঁহার বাস ছিল। ভরতপুর-দুর্গজয়কালে ইনি "জেনেরল" উপাধি প্রাপ্ত হন। যেরূপে ইঁহার এই উপাধি রটিয়া যায়, তাহা বিস্ময়জনক ও বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরব-জনক বটে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা ভরতপুর-দুর্গ অবরোধ করেন। এই অবরোধের যুদ্ধে ইংরাজ-সেনানী হত হন, ইংরাজসৈন্য সমস্তই বিনষ্ট হয়, কেবল দুইটিমাত্র পল্টন অবশিষ্ট থাকে। সেনানী হত হওয়ায়, এই সৈন্যদলও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কালীচরণ ঘোষ এই পল্টনে কাজ করিতেন। ইঁহার বিবেচনা ও বুদ্ধি বিশেষ তীক্ষ্ণ ছিল। সর্ব্বদা যুদ্ধক্ষেত্রে ও সেনানীগণের সহিত একত্র থাকায় রণকৌশলও ইঁহার জানা হইয়াছিল। ইনি কথায় কথায় হাবিলদার, সুবেদার, লেফ্‌টেনাণ্ট, কর্ণেল, কাপ্তেন প্রভৃতিকে সময়ে সময়ে যুদ্ধ-কৌশল, সৈন্য-পরিচালন, কামান-স্থাপন ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তি বা পরামর্শ দিতেন, তাহাতে অনেক সময় অনেক সেনানী সুফল পাইতেন বলিয়া, অনেকেই ইঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন। সৈন্যদলের মধ্যেও ইঁহার এই কৃতিত্বের বিষয় প্রচারিত ছিল। সুতরাং ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে হতাবশিষ্ট পল্টনের হাবিলদার, সুবেদার প্রভৃতি সেনানীরা আসিয়া ইঁহাকে বলিল, "কেরাণী-বাবু দেখিতেছেন কি? যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তবে আপনিই জেনেরলের পোষাক পরিয়া আমাদিগকে যুদ্ধ চালাইতে হুকুম দিন, আমরা যুদ্ধ করি, নতুবা সকলেই বৃথা মারা যাইব, দাঁড়াইয়া মরিতে হইবে।" কালীবাবু তীক্ষ্ণবিচারে তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া তাঁবুর ভিতর হইতে "জেনেরল" পদোচিত পোষাক পরিয়া আসিয়া, পল্টন দুইটিকে রীতিমত পরিচালিত করিয়া যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ভাগ্যক্রমে সে যুদ্ধে জয়লাভ হইল। তারপর যুদ্ধাদি চুকিয়া গেলে বিচার বসিল। বিনা আদেশে জেনেরলের পোষাক পরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া, কালীবাবু বিচারে নীত হইলেন। বিচারে দোষীও হইলেন, বিচারকেরা বিচার করিয়া তাঁহার ৫০০৲ টাকা অর্থ দণ্ড করিলেন। পুনরায় বিচার হইল, এবার বিচারে তাঁহার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দেওয়া হইল। ইংরাজেরা তাঁহার অসীম সাহসের জন্য ধন্যবাদ দিয়া, তাঁহাকে ৩০,০০০৲ টাকা ও জেনেরল উপাধি দিলেন। কেহ কেহ বলেন, জেনেরল উপাধি গবর্ণমেণ্ট হইতে পান নাই, লোকমুখে রটনামাত্র।

জেনেরলের পোষাক পরিয়াছিলেন বলিয়া, কুল-পরিচয়ে ইঁহার একটু খোঁটা হয়, ইনি পিরালি বলিয়া গণ্য হন। এই বৃথা অপবাদে পড়িয়া, ইঁহার উত্তরপুরুষগণকে বেশ ভুগিতে হয়। রাজা রাজকৃষ্ণের (শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের পুত্র) সময়ে কায়স্থগণের যে একজায়ী হয়, তাহাতে ইনি নিমন্ত্রিত হন। ইতিপূর্ব্বে ইনি স্বচেষ্টায় একবার সমন্বয় করেন, তখন ইঁহার বয়স ৬০। ৬৫ বৎসর হইবে। শোভাবাজার রাজবাটীর একজায়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া কালীবাবু মহোদয় অধিক সম্মানিত হন। সেই অবধি ইঁহার অপবাদ দূর হয়। ইনি অতি ধার্ম্মিক, প্রতিবাসি-গণের সহায়, দয়ালু, উদার ও বীর ছিলেন এবং দেবদ্বিজে ভক্তি করিতেন। ইঁহার বংশে বাঙ্গালায় কেহ নাই, কাশীতে এক ঘর আছেন।

কালুরায়, দক্ষিণ বাঙ্গালায় কালুরায় ও দক্ষিণরায় নামে দুই গ্রামদেবতা পূজিত হন। ইঁহারা বনদেবতা। বনের নিকট পথের ধারে গাছতলায় মৃণ্ময় দেহশূন্য মনুষ্যমস্তক গড়িয়া ইঁহার প্রতিমা কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই প্রতিমার নিকট মৃণ্ময় ব্যাঘ্র ও কুম্ভীর মূর্ত্তিও থাকে। পূজায় ছাগ ও হাঁস বলি দেওয়া হয়। [রায়মঙ্গল ও দক্ষিণরায় দেখ।]

কালুষ্য (ক্লী) কলুষস্য ভাবঃ, কলুষ-ষ্যঞ্। কলুষতা।

কালূতর (ত্রি) কলূতরে গ্রামক দেশবিশেষে ভবঃ, কলূতর-অণ্ (কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৩।) কলূতরসম্বন্ধীয়।

কালেয় (ক্লী) কং সুখং আলেয়ং আদেয়ং যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ কালীয়ক কাষ্ঠ। ২ কুঙ্কুম। ৩ (কল্যায়ৈ রক্তধারিণ্যৈ হিতম্ ঢক্) যকৃৎ। ৪ (পুং) কালায়া অপত্যম্। দৈত্যবিশেষ। (কালেয়ো দৈত্যভেদে স্যাৎ কালখণ্ডে নপুংসকম্। (মেদিনী)

কালেয়ক (ক্লী) কালেয়-স্বার্থে কন্। ১ কালীয়ক কাষ্ঠ। ২ (পুং) দারুহরিদ্রা। ৩ (পুং) কলয়ে বিবাদায় সাধুঃ, কলি ঢক্-সংজ্ঞায়াং কন্। কুক্কুর।

কালেশ (পুং) কালস্য ঈশঃ প্রবর্ত্তকঃ, ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ শিব। ৩ মকার বর্ণ; তন্ত্রসারে শ্রীবিদ্যা মন্ত্রোদ্ধার মধ্যে লিখিত আছে "কালেশো মকারঃ।" ৪ জনৈকপদ্ধতিকার।

কালেশ্বর (পুং) কালস্য ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ শিব। ৩ মকারবর্ণ। ৪ পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশে হিমালয়ের উপর বনভূমি, এই বনভূমির মধ্যেই অম্বালার শালবন ও যমুনার দুইটি বৃহৎ খালের মুখ।

কালোত্তর (ক্লী) সুরামণ্ড।

কালোদক (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

("কালোদকং নন্দিকুণ্ডং তথা চোত্তরমানসম্॥
মহাভারত অনু° ৩৮ অঃ।)

কালোদায়ী [ন্] (পুং) জনৈক বৌদ্ধ।

কালোপযুক্ত (ত্রি) কালে যথাকালে উপযুক্তঃ, ৭তৎ। যথাসময়ে যাহার আবশ্যক হয়।

কালোপাধি (পুং) নিমেষ, মুহূর্ত্ত প্রভৃতি খণ্ডকালের নাম কালোপাধি। [কাল দেখ।]

কালোপ্ত (ত্রি) কালে যথাকালে উপ্তঃ, ৭তৎ। উপযুক্ত সময়ে যে বীজ বপন করা হয়।

কালোয়াৎ (হিন্দি কালবৎ শব্দের অপভ্রংশ) সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী, উচ্চদরের গায়ক।

কালোল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সীমাস্থিত পাঁচমহল জেলার মধ্যে একটী বিভাগ। ইহার উত্তর গোধরা, পূর্ব্বে বাড়িয়া, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বরদা। এই বিভাগের উত্তরে মেসরি, মধ্যে গোমা ও দক্ষিণে করদ নামক নদী প্রবাহিত। হালোল নামক আর একটী বিভাগ ইহার সহিত একত্র অবস্থিত। দুই বিভাগের জন্য ৪টী ফৌজদারী আদালত, ও ২টী পুলিসের থানা আছে। বরণিয়া নামক একজাতীয় কর্ম্মচারী খাজনা আদায় করে এবং পুলিসের কার্য্য করে।

২ উপরোক্ত কালোল বিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা ২২°৩৭´ উঃ, দ্রাঘি ৭৩° ৩১´ পূঃ এখানের অধিবাসিগণ অধিকাংশ কুণবীজাতীয়। লোকসংখ্যা ৩২৯৩।

৩ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সীমান্ত বরদারাজ্যের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। লোকসংখ্যা ৮৯০৭৯। "রাজপুতানা মালওয়া" রেলপথ ইহার ভিতর দিয়া গিয়াছে।

৪ বরদারাজ্যের অন্তর্গত কালোল-বিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা ২৩°১৫´৩৫´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭২০ ৩৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৪৮৫৯। এখানে একটী ডাকবাঙ্গলা একটী স্কুল ও একটী ডাকঘর আছে। "রাজপুতানা মালওয়া" রেলের একটী ষ্টেসনও এখানে হইয়াছে।

কাল্প (পুং) কল্পে বিধৌ ভবঃ, কল্প-অণ্ (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩। ৫৩।) হরিদ্রাবিশেষ, কাঁচাহলুদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়— কর্চ্চুর, দ্রাবিড়ক ও দ্রাবিড়ভূতিক।

কাল্পক (পুং) কাল্প সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। কাঁচাহলুদ।

কাল্পনিক (ত্রি) কল্পনায়া আগতঃ, কল্পনা-ঠঞ্। কল্পনা হইতে উদ্ভূত। ১ কল্পনাজাত, যাহা চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার করা হয়। ২ কল্পিত, কোন বস্তুতে অন্যবস্তুর আরোপ করাকে কল্পনা কহে; সেইরূপ আরোপিত বস্তুর নামই কাল্পনিক বা কল্পিত।

কাল্পনিকত্ব (স্ত্রী) কাল্পনিকস্য ভাবঃ, কাল্পনিক তল্-টাপ। ১ কল্পনাজাতত্ব। ২ কল্পিতত্ব।

কাল্পনিকী (স্ত্রী) কাল্পনিক-ঙীষ্। ১ কল্পনাজাতা। ২ কল্পিতা।

কাল্পসূত্র (ত্রি) কল্পসূত্রং বেত্তি অধীতে বা, কল্পসূত্র (বিদ্যা-লক্ষণকল্পসূত্রান্তাদকল্পাদেরিকক্স্মৃতঃ। পা ৪।২।৬০। বা ৩।) ইত্যনেন ইকক্ নিষেধে অণ্। ১ কল্পসূত্রবেত্তা। ২ কল্পসূত্রঅধ্যয়নকারী।

কাল্পি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে জলৌন জেলার অন্তর্গত কাল্পি তহসীলের প্রধান নগর। অক্ষা ২৬°৭´৪৯´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৯°৪৭´২২´´ পূঃ, জলৌন নগরের ১৩ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। পুরাতনকাল্পি যেখানে ছিল, নূতন কাল্পি তাহার অগ্নিকোণে নির্ম্মিত হইয়াছে। নগরটী যমুনা নদীর দক্ষিণধারে পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে খৃষ্টীয় ৩৩০-৪০০ শতাব্দীর মধ্যে কনৌজরাজ বাসুদেব কাল্পি স্থাপন করেন। কিন্তু স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায় যে কালিয়দেব নামক রাজা ইহার স্থাপয়িতা। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি কুতবুদ্দিন ইহা জয় করেন। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান মুহম্মদ খাঁকে দেওয়া হয়। জৌনপুরের সরকিবংশীয় মুসলমান রাজগণের মধ্যে ইব্রাহিম নামক একজন নৃপতি কাল্পি দখল করিবার জন্য অতিমাত্র উৎসুক হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দুইবার কাল্পি নগর আক্রমণ করেন। কিন্তু দুই বারই ব্যর্থমনোরথ হইয়া প্রত্যাগত হন। ১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে মালবরাজ হোসঙ্গ কাল্পি আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লন। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে সরকিবংশীয় মাহ্মুদ রাজা হোসঙ্গকে বলিয়া পাঠাইলেন যে কাল্পিতে তিনি যে প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি মুসলমান ধর্ম্মের নিষিদ্ধ আচরণ করিতেছেন। মাহ্মুদ ঐ প্রতিনিধিকে শাস্তি দিবার জন্য হোসঙ্গের অনুমতি লইলেন। তদনুসারে মাহ্মুদ শাস্তি দিতে গিয়া স্থানটী নিজে অধিকার করিয়া বসিলেন। সরকি-বংশীয় শেষ রাজা সুলতান হসনের সহিত ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে কাল্পির নিকট একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে হসন পরাজিত হইলে কাল্পিনগর সরকিবংশের হস্তচ্যুত হইয়া দিল্লির সম্রাটের অধিকারভুক্ত হয়। তাহার পর সম্রাট্ ইব্রাহিমের সময় ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে জলাল খাঁ জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন ও কিছুদিন পরে কাল্পিতে নিজে স্বাধীন রাজা হইয়া সসৈন্যে আগ্রায় গিয়া সম্রাট্কে আক্রমণ করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া পলাইয়া আসেন। কিন্তু গোণ্ডজাতীয় রাজা তাঁহাকে ধরিয়া ইব্রাহিমের হস্তে অর্পণ করেন। তাহার পর মোগল সম্রাট্গণের আমলে কাল্পিতে অনেক ঘটনা ঘটে। অকবরশাহের টাঁকশাল এই স্থানেই ছিল। তথায় তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত। মহারাষ্ট্রগণ এখানে আপনাদিগের আড্ডা স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে নানা

গোবিন্দরাও কাল্পি অধিকার করেন। কিন্তু ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ইংরাজহস্তে আসে। পরে কোম্পানীবাহাদুর রাজা হিম্মত বাহাদুরকে যে রাজ্যদান করেন, কাল্পি তাহারই মধ্যে পড়ে। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে উক্ত রাজার মৃত্যু হওয়ায় ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে আবার ইংরাজরাজের খাস দখলে আসে। তাহার পর আর একবার গোবিন্দ রাওকে উহা অর্পণ করা হয়। কিন্তু তিনি উহার পরিবর্ত্তে অন্য দুইটী স্থান গ্রহণ করায় কাল্পি ইংরাজ রাজ হস্তে রহিয়া গিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঝান্সির রাণী, রাও সাহেব ও বান্দার নবাব এখানে প্রায় ১২০০০ বার হাজার বিদ্রোহী সেনাদল সমবেত করেন। ইংরাজ সেনাপতি সার হিউরোজ তাহাদের প্রতিকূলে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া এই কাল্পিতে তাঁহাদিগকে পরাজয় করেন।

যমুনা নদীর উপর পুরাতন কাল্পির দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গের অধিকাংশ যমুনার গর্ভে। নদী হইতে দুর্গে উঠিবার পথ নাই। দুর্গের ভিতরে মহাবাট্টা আমলের কয়েকটী ইমারত দেখা যায়। পশ্চিমদিকে অনেকগুলি গোরস্থান ও মস্‌জিদের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার বায়ুকোণে প্রভাবতী মন্দির। এখানে একটী বড় রকম বাজার বসে। বর্ষাকালে এই বাজারে বৌদ্ধ ও হিন্দু আমলের মুদ্রা বিক্রয়ার্থ আসে। পুরাতন হর্ম্ম্যাদির মধ্যে মাদার সাহেবের গোর, গফুর জাঞ্জানির গোর, চোরবিবির গোর, বাহাদুর নাহিদের গোর ও চৌরাসি গম্বুজ এই কয়েকটীর ভগ্নাবশেষ দেখিবার উপযুক্ত। আর একটী গোরের উপর একটী প্রকাণ্ড সিংহমূর্ত্তি দেখা যায়। উপরোক্ত কয়েকটীর মধ্যে চৌরাশি গম্বুজ নামক হর্ম্ম্যটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই গম্বুজটী প্রস্তরের গাঁথুনি, তাহার উপর চুণকাম। চুণকামে অনেক প্রকার লতাপাতা কাটা দেখিতে পাওয়া যায়। লোদিবংশীয়গণের সময় যেরূপ হর্ম্ম্য প্রণালী প্রচলিত ছিল এই গঠনের সহিত তাহার অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। গম্বুজটী সমচতুষ্কোণ। তাহার এক একদিক্ বাহিরদিক্ হইতে মাপিলে ৮২ হস্ত দীর্ঘ এবং উচ্চে ৫৩ হস্ত হইবে। ভিতরের স্থানটী সতরঞ্চের ঘরের মত। এক একদিকে ৮টী করিয়া সমুদায়ে ৬৪টী স্তম্ভ আছে। স্তম্ভগুলির উপর ৪৯টী করিয়া দুইদিকে ৯৮টী খিলান করা ছাদ। চারিদিকে ছাদ সমতল আর মধ্যস্থলে গম্বুজ। গম্বুজটী সমতল ছাদ হইতে প্রায় ৪০ হস্ত উচ্চ। চারিকোণেও চারিটী ছোট গম্বুজ আছে। চৌরাসী গম্বুজ দেখিতে সুন্দর, উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে একপ্রকার অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। উহার নাম চৌরাশি-গম্বুজ কেন হইল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। সম্ভবতঃ চাল্লিসী গম্বুজ হইতে চৌরাশি-গম্বুজ নাম হইয়া থাকিবে। ইহা আধুনিক নগরের পশ্চিমদিকে। নূতন নগরের পশ্চিমদিকে গণেশগঞ্জ ও তারনানগঞ্জ। এইখানে বিলক্ষণ ব্যবসা চলে। শ্রীবাজার নামক স্থানে ৯১৩ হিজরা সনের একটী শিলালিপি দেখা যায়। পট্টিগলির প্রবেশ-দ্বারে ১০৮১ হিজরা সনের এবং সেখ আবদুল গফুর জাঞ্জানির কূপে সম্রাট্ আরঙ্গজিবের রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরের সময়কার একটী শিলালিপি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাজা বীরবল এই কাল্পি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইহার নাম পূর্ব্বে ছিল মহেশদাস। ইনি সম্রাট্ অকবরের দক্ষিণহস্ত ছিলেন।

কাল্পির লোকসংখ্যা এক্ষণে প্রায় ১৪১০৬ জন। বর্ষা কালে ঝান্সি ও কানপুর যাইবার পথে যমুনার উপর নৌকার সেতু নির্ম্মিত হয়। অনেকগুলি খেয়া ঘাটও আছে। ওরাই, হামিরপুর, বাঁদা, জলৌন ও ঝান্সি যাইবার জন্য কয়েকটী উত্তম পথ কাল্পি হইতে গিয়াছে। এখান হইতে তুলা ও নানাবিধ শস্য কানপুর, মিরজাপুর ও কলিকাতায় চালান হয়। নদী পথেও অনেক পণ্য দ্রব্যের আমদানী রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে উত্তম মিছরী প্রস্তুত হয়। কাগজের কলও আছে। কাগজও উত্তম হইতেছে।

এখানে একজন অতিরিক্ত সহকারী কমিসনর আছেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী আদালত, পুলিস, ঔষধালয় ও একটী ভাল বিদ্যালয় আছে।

কাল্পি, বঙ্গদেশে ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহা কলিকাতা হইতে ২৪ ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এখানে বেশ বাণিজ্য চলে। সমুদ্র হইতে জাহাজগুলি কলিকাতায় আসিবার সময় এইখানে নঙ্গর করে।

কাল্পিক (ত্রি) কল্পগ্রন্থে উক্তঃ, কল্প-ঠক্। বেদাঙ্গ কল্পগ্রন্থোক্ত বিধানাদি।

কাল্মক, চীনতাতারবাসী ইলিউথদিগের একটী শাখা। ইহারা আপনাদিগকে ওলোট বলে। ইহারা কশুর, তার্গত, চোসদ ও তারবেত, এই চারি জাতির মধ্যে বন্ধুতায় আবদ্ধ। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে কাল্মকগণ বলবান্ হইয়া রাজ্যস্থাপন করেন এবং প্রায় একশতাব্দীকাল ইহাদের রাজত্ব থাকে। শেষে চীনদিগের অধীন হয়। তুরুক্ক খলিমক (অর্থাৎ পশ্চাতে পরিত্যক্ত), বা মঙ্গোলীয় গোল ঐমক (অগ্নিরাশি) অথবা মঙ্গোলীয় কাল্মক (অর্থাৎ দুর্দ্দান্ত লোক) শব্দ হইতে ইহাদের

নামের উৎপত্তি। ইয়ুয়েন বংশের অধঃপতন হইলে একদল গোবি মরুর দক্ষিণে গমন করে ও কোকনদ হ্রদ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইহাদের একদল যুরোপীয় রুষিয়ায় প্রবেশ করে। এইদলের কতক বংশধর ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে মহাকষ্টে চীনদেশে ফিরিয়া আসে। কাল্মক ও উজ্‌বেক জাতীয়েরা এক মূলজাতি হইতে উৎপন্ন, ইহারা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করায় কাল্মক জাতি কাজক ও খারঘিজ জাতির সহিত একপ্রকার মিশিয়া গিয়াছে। ইহা চারিটি প্রধান শাখায় বিভক্ত। যথা—(১) খাসকোট বা চোসদ বৃদ্ধ ব্যবসায়ী—ইহাদের সংখ্যা ৬০,০০০; ইহারা কোকনর হ্রদের নিকট বাস করে। ইহাদের কতকাংশ এসিয়াস্থ রুষিয়ায় ইর্টিশনদীতীরে গিয়া বাস করে। শেষে ইহাদের দ্বিতীয় শাখা জঙ্গরগণের সহিত মিশিয়া যায়। এই জাতীয় আর একদল যুরোপীয় রুষিয়ায় অস্ত্রাকান জেলায় বাস করে। (২) জঙ্গর—চীনরাজ্যের পশ্চিমে জুঙ্গরিয়া রাজ্যই ইহাদের বাসস্থান ও ইহাদেরই নামে খ্যাত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ২০০০। (৩) ডরেট বা তাগত বা চোসদ—ইহারা জুঙ্গেরিয়া ছাড়িয়া যুরোপীয় রুষিয়ার ডন ও ইলিনদীতীরে গিয়া বাস করে। সংখ্যা ১৫০০০। ইহারা এক্ষণে ডন-কোসাকদিগের সহিত প্রায় মিলিয়া গিয়াছে। (৪) তার্গত—ইহারা ১৬৬০ খৃঃ অব্দে জুঙ্গরিয়া ছাড়িয়া বগ্লানদীতীরে বাস করে। ইহারা আজও 'বগ্লাবাসী কাল্মক" নামে অভিহিত।

কাল্মক ভিন্ন অপর কোন মঙ্গোলীয় বা তুর্কিজাতির তুর্কস্থানবাসিগণের আকৃতিপ্রকৃতির সহিত পূর্ণ-সাদৃশ্য নাই। ত্রয়োদশশত বৎসর পূর্ব্বে জর্ণাণ্ডিস হূণনামে যে জাতির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের সহিত ইহাদেরই সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই হূণেরা এককালে দক্ষিণ-যুরোপ ছাইয়া পাড়িয়াছিল।

কাল্মকেরা খর্ব্বকায়, বিস্তৃতস্কন্ধ; দীর্ঘমস্তক, রক্তাভ গাত্রবর্ণ নাতি-কৃষ্ণবর্ণ, অর্দ্ধমুদিতনেত্র, সরল নিম্নমুখ-নাসিক, প্রশস্ত ন্যাসারন্ধ্র, কুঞ্চিত-কেশ ও উর্দ্ধকেশ। কাল্মকেরাই মোগল ও মাঞ্চুজাতির মূল জাতি বলিয়া গণ্য। ইহারা ভ্রমণশীল, অশ্বপৃষ্ঠবাসী ও বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। ইহারা সাধারণতঃ যবের ছাতু জলে গুলিয়া খায় এবং কুমিশ নামক একপ্রকার পানীয় (ঘোটকীর খাঁটা-দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত) পান করে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রুষিয়াস্থ কাল্মকগণের শিক্ষাবিধানার্থ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষায় ইহারা সভ্য, শিক্ষিত ও খৃষ্টান হইতেছে। অনেকে কিন্তু আজিও বৌদ্ধ আছে।

কাল্য (ক্লী) কল্যমেব-স্বার্থে অণ্। কলয়তি চেষ্টাম্ বা, কলি যক্-প্রজ্ঞাদিত্বাৎ অণ্। ১ প্রত্যূষ। (ত্রি) ২ প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য।

("প্রভাতে কাল্যমুত্থায় চক্রে গোদানমুত্তমম্।"
রামায়ণ ২। ৩৪।)

কাল্যক (পুং) কালে সাধুঃ, কাল-যৎ-স্বার্থে কন্। কাল্লক, কাঁচাহলুদ।

কাল্যা (স্ত্রী) কালঃ প্রাপ্তোঽস্যাঃ, কাল-যৎ-টাপ্। গর্ভ গ্রহণের উপযুক্ত কালপ্রাপ্তা ঋতুমতী গাভী। ইহার অপর সংস্কৃত নাম উপসর্য্যা।

কাল্যাণক (ক্লী) কল্যাণস্য ভাবঃ, কল্যাণ-বুঞ্ (দ্বন্দ্বমনোজ্ঞাদিভ্যশ্চ। পা ৫।১।১৩৩।) কল্যাণতা।

কাল্যানিনেয় (পুং) কল্যাণ্যা অপত্যম্, কল্যাণী-ঢক্ (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্চ। পা ৪।১।১২৬।)-ইনঙাদেশশ্চ। কল্যাণীর পুত্র।

কাব (ক্লী) কবির্দেবতা অস্য, কবি-অণ্। সামবিশেষ, ইহার দেবতা কবি।

কাবচিক (ক্লী) কবচিনাং সমূহঃ, কবচিন্ ঠঞ্, (ঠঞ্ কবচিনশ্চ। পা ৪।২।৪১।) ১ বর্ম্মধারি যোদ্ধৃগণ। ২ বর্ম্মধারি সমূহ।

কাবট (পুং) কর্ব্বট।

কাবরি (দেশজ) কাবেরী নদী।

কাবল (দেশজ) দেশবিশেষ, কাবুল। [কাবুল দেখ।]

কাবলীবুট (দেশজ) বুট বা ছোলাবিশেষ, ইহার আকৃতি দেশী ছোলা অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র এবং ত্বক্ অর্থাৎ খোষার বর্ণ শ্বেত।

কাবলীমটর (দেশজ) কাবুলদেশীয় মটর।

কাবষ (ক্লী) সামবিশেষ।

কাবষেয় (পুং) যজুর্ব্বেদীয় ঋষিবিশেষ।

কাবাজ্ (আরব্য) যুদ্ধশিক্ষাকালে সৈন্য [illegible]

কাবাদ (পুং) কু কুৎসিতঃ ঈষৎ বা বাদঃ, কোঃ কাদেশঃ। বাক্যের দ্বারা কলহ।

কাবার (ক্লী) কং জলং আবৃণোতি, ক-আ-বৃ-অণ্। ১ শৈবাল, সেওলা। ২ (দেশজ) শেষ করা, নিষ্পন্ন করা। ৩ মাসের শেষদিন।

কাবারী (স্ত্রী) কাবার-ঙীষ্। তৃণাদি নির্ম্মিত ছত্র; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জঙ্গমকুটী ও ভ্রমৎকুটী, সাধারণ কথায় ইহাকে টোকা কহে।

কাবী (স্ত্রী) কবেরিয়ম্, কবি-ষ্যঞ্-ঙীন্ (শার্ঙ্গরবাদ্যঞো ঙীন্। পা ৪।১।৭৩।) যলোপঃ। কবিসম্বন্ধীয়া।

কাবু (দেশজ) ১ বশীভূত। ২ কার্য্যাদি করিতে অসমর্থ।

কাবৃক (পুং, স্ত্রী) কুৎসিতঃ বৃক ইব, ঈষৎ বৃক ইব বা ; কোঃ কাদেশঃ। ১ কুক্কুট। ২ চক্রবাক। ৩ পক্ষিবিশেষ, ইহাদিগের মস্তক পীতবর্ণ।

(কাবৃকঃ কুক্কবাকৌ স্যাৎ পীতমস্তককোকয়োঃ। মেদিনী।)

কাবের (ক্লী) কস্য সূর্য্যস্যেব আ ঈষৎ বেরং অঙ্গং যস্য, জ্যোতির্ম্ময়ত্বাৎ। কুঙ্কুম।

কাবেরিকা (স্ত্রী) কাবেরী-স্বার্থে কন্-টাপ্-ঈকারস্য হ্রস্বত্বম্। কাবেরী নদী।

কাবেরী (স্ত্রী) কং জলমেব বেরং শরীরমস্যাঃ, ক-বের-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০।) ঙীপ্। দক্ষিণাপথের একটী মহানদী। অক্ষা° ১২° ২৫´উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪´পূঃ মধ্যে কুর্গরাজ্যে পশ্চিমঘাটে ব্রহ্মগিরি হইতে নির্গত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে মাইসুর-অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। কুরগ-রাজ্যে কাবেরীর গতি বক্রভাবাপন্ন, প্রস্তরময়, উভয়তীর নানাবৃক্ষসমাকীর্ণ। ইহার কদনুর, কুম্মহোল, ককাবে, মুত্তারে-মুত্ত, চিক্কহোল ও সুবর্ণবতী নামে কয়েকটী শাখা নদী আছে।

কাবেরী মহিসুররাজ্যে অল্প পরিসরে প্রবেশ করিয়া একবারে ৩০০ গজ হইতে ৪০০ গজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে চাষবাসের জন্য কাবেরীর অনেকগুলি খাল আছে, খালের মাঝে মাঝে বাঁধও দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান খালটি প্রায় ৩৬ ক্রোশ বিস্তৃত।

কাবেরীর মধ্যে পুণ্যতীর্থ শিবসমুদ্র, শ্রীরঙ্গপত্তন ও শ্রীরঙ্গম্ দ্বীপ আছে। শিবসমুদ্রের পার্শ্বে কাবেরী-প্রপাত, প্রায় ১৫০ হস্ত উচ্চ হইতে জল নামিয়া আসিতেছে, এখান-কার দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। শিবসমুদ্র হইতে কাবেরীর অপর-পার পর্য্যন্ত দেশীয় হিন্দুরাজনির্ম্মিত দুইটী সুদৃঢ় প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু আছে, যাত্রিগণ এই সেতু দিয়া শিবসমুদ্র-দর্শনে গমন করে।

মহিসুরে কাবেরীর কতকগুলি শাখা আছে। যথা— হেমবতী, লক্ষ্মণতীর্থ, লোকপাবনী, শিংশা, অর্কবতী, সুবর্ণবতী বা হোন্নুহোল। এখান দিয়া তঞ্জোর ও ত্রিচীনপল্লী অভিমুখে কতকগুলি খাল বাহির হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কোলিদম্ (কোলরূণ) নামক খালই প্রসিদ্ধ।

মান্দ্রাজবিভাগে কাবেরীর এই কয়েকটী শাখা আছে— ভবানী, নোয়েল, অমরাবতী।

পুরাতত্ত্ব।—রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে কাবেরী পুণ্যতোয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হরিবংশ মতে, যুবনাশ্বের শাপে গঙ্গা শরীরার্দ্ধভাগে যুবনাশ্বের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহারই নাম কাবেরী, জহ্নুমুনি তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই কাবেরী গর্ভে জহ্নুর সুনহ নামক এক ধার্ম্মিক পুত্র জন্মে। (হরিবংশ ৩৭ অঃ) গঙ্গার শরীরার্দ্ধ-ভাগে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কাবেরী "অর্দ্ধগঙ্গা" নামে খ্যাত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণীয় কাবেরীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"ব্রহ্মতনয়া বিষ্ণুমায়া বা লোপামুদ্রা পিতার আদেশে কাবের নামক কোন মুনির কন্যারূপে (ইহলোক) জন্মগ্রহণ করেন, কাবের-মুনির আনন্দবর্দ্ধন ও মানবগণের পাপ-মোচনের জন্য নদীরূপে প্রবাহিত হইলেন।"

তলকাবেরী ও ভাগমণ্ডল নামক প্রথম সঙ্গমস্থানে অতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে ; কার্ত্তিকমাসে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী ঐ সকল মন্দির দর্শন ও তথায় কাবেরীসলিলে স্নান করিবার জন্য গমন করিয়া থাকে। দক্ষিণাপথের লোকেরা ইহাকে 'দক্ষিণগঙ্গা' বলিয়া থাকে।

এখানে যেমন গঙ্গাস্নানকালে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ গঙ্গাস্তব পাঠ করিয়া থাকেন, দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এই নদীতে স্নানকালে সেইরূপ 'কাবেরীস্তোত্র' উচ্চারণ করিয়া থাকে।

কাবেরী-প্রবাহিত প্রদেশে 'অম্মাকোড়গ' বা 'কাবেরী ব্রাহ্মণের' বাস আছে। এই ব্রাহ্মণেরাই অম্মা বা কাবেরী-দেবীর পৌরোহিত্য করেন। ইহারা সকলে শাকান্নভোজী, অপরাপর কোড়গ ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহাদের বিবাহের আদান প্রদান নাই।

কাবেরীর প্রবল তরঙ্গ হইতে দেশ ও শস্যরক্ষা করিবার জন্য নানাস্থানে হিন্দুরাজনির্ম্মিত পাথরের বাঁধ আছে। তন্মধ্যে শ্রীরঙ্গের নিকটবর্ত্তী বাঁধটি প্রধান, এই বাঁধ এক-খানি পাথরে প্রস্তুত হইয়াছে, উহা ১০৪০ ফুট দীর্ঘ ও ৪০ হইতে ৬০ ফুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই অপূর্ব্ব বাঁধটি প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি যেন নূতন বলিয়া বোধ হয়।

পূজাকালে গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থ আবাহন করিবার মন্ত্র মধ্যে এই নদীর নাম অন্তর্নিবিষ্ট আছে।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে হস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

তীর্থাবাহনমন্ত্র।

২ (কুৎসিতং অপবিত্রং শরীরং যস্যাঃ) বেশ্যা। ৩ হরিদ্রা। (কাবেরী স্যাৎ সরিদ্ভেদে পণ্যনারীহরিদ্রয়োঃ। মেদিনী।)

কাব্য (ক্লী) কবেরিদম্, কবেঃ কর্ম্ম ভাবো বা, কবি-ষ্যঞ্। ১ কবিতাগ্রন্থ। ২ রসযুক্ত বাক্য।

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃপরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে ॥"
কাব্যপ্রকাশ।

যশঃ, অর্থ, ব্যবহারজ্ঞান, অমঙ্গলবিনাশ, সদ্যপরমনিবৃত্তি এবং কান্তাসকলের উপযুক্ত উপদেশ প্রয়োগের নিমিত্তই কাব্য।

"চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিং সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে ॥"

কাব্য হইতেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণেরও অনায়াসেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তি হয়, অতএব কাব্যের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে।

"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং দোষাস্তস্যাপকর্ষকাঃ।
উৎকর্ষহেতবঃ প্রোক্তা গুণালঙ্কাররীতয়ঃ ॥" সাহিত্যদর্পণ।

রসাত্মক বাক্যই কাব্য, দোষ তাহার অপকর্ষক; গুণ, অলঙ্কার ও রীতি ইহারা উহার উৎকর্ষসাধক।

"আনন্দবিশেষজনকবাক্যং কাব্যং।" রসগঙ্গাধর।

যে বাক্য দ্বারা মানসে আনন্দ বিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহাকে কাব্য কহে।

"কবিবাঙ্‌নির্ম্মিতিঃ কাব্যম্।
সা চ মনোহরচমৎকারকারিণী রচনা ॥" কৌস্তুভ।

মনোহর এবং চমৎকারকারিণী রচনাবিশিষ্ট কবিবাক্য দ্বারা যাহা বিরচিত হয়, তাহাকে কাব্য কহে।

প্রথমতঃ তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিনপ্রকার যথা;—ধ্বনি, গুণীভূত ব্যঙ্গ ও চিত্রবাক্য।

অতিশয় ব্যঙ্গার্থ এবং বাচ্যার্থ অপেক্ষা ধ্বনি অধিক থাকিলে উত্তম, গুণীভূত ব্যঙ্গ থাকিলে মধ্যম, শব্দচিত্র ও বাচ্যচিত্র এবং ব্যঙ্গার্থশূন্য হইলে তাহাকে অধম কহে।

ঐ কাব্য প্রকারান্তরে দ্বিবিধ, মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। মহাকাব্য সর্গবন্ধন ও তাহাতে এক দেবতা অথবা সদ্বংশজাত ধীরোদাত্ত গুণযুক্ত এক ক্ষত্রিয় কিংবা একবংশীয় সৎকুলজাত বহুতর রাজা নায়ক হইবে। শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত ইহাদের মধ্যে এক রস উহার অঙ্গীভূত, সমস্ত রস ও সমস্ত নাটকসন্ধি, ইতিবৃত্ত, অথবা অন্য সজ্জনাশ্রিত চরিত্র এই সকল উহার অঙ্গ। উহার বর্গ চারিটী, তন্মধ্যে একটি ফল। প্রথমে নমস্কার বা আশীর্ব্বাদ অথবা বস্তু নির্দ্দেশ, কোথাও খলের নিন্দা বা সজ্জনগণের গুণানুকীর্ত্তন থাকিবে। সর্গের প্রথমে একবিধ বৃত্তচ্ছন্দঃ দ্বারা ও সর্গের শেষভাগে অন্যবিধ বৃত্ত দ্বারা বিরচিত হইবে। অতিশয় অল্পও নয় এবং অতিশয় দীর্ঘও নয় এরূপ আটটি সর্গ ইহাতে থাকিবে। কেহ কেহ কহেন যে, নানা-বৃত্তচ্ছন্দঃ দ্বারা সর্গরচনাও হইতে পারে। উহাতে প্রতি-সর্গের অন্তে ভাবিসর্গের কথা সূচনা থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রাত্রি, প্রদোষ, অন্ধকার, দিবস, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, পর্ব্বত, ঋতু, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ, মুনি, স্বর্গ, পুর, যজ্ঞ, রণপ্রয়াণ, বিবাহ, মন্ত্র ও পুত্রজন্মাদি ইহার বর্ণনীয় বিষয়, এই সকল যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিতে হইবে।

মোটামুটি কাব্যের দুই প্রকারভেদ, দৃশ্য ও শ্রব্য। যে সকল কাব্য অভিনয়ের উপযোগী, তাহাকে দৃশ্যকাব্য কহে; যথা নাটকাদি। আর যে সকল কাব্য কেবল শ্রবণের উপযোগী, তাহাকে শ্রব্যকাব্য কহে। দৃশ্যকাব্য আবার নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন ভেদে দশপ্রকার। শ্রব্যকাব্য পদ্য গদ্য ভেদে দ্বিবিধ; পদ্য কাব্যের মধ্যে দুইপ্রকার ভেদ, মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। গদ্য কাব্যেরও দুইপ্রকার ভেদ আছে, কথা ও আখ্যায়িকা। ইহা ভিন্ন চম্পূ, বিরুদ ও করম্ভক নামক তিনপ্রকার কাব্য দেখিতে পাওয়া যায়।
(সাহিত্যদর্পণ।)

প্রায় সমুদায় কাব্যই অতি শ্রবণসুখকর, মনোমুগ্ধকর এবং বিবিধ রসপ্রকাশক বলিয়া কাব্য আলোচনা করিলে, আর অন্য কোন শাস্ত্র আলোচনায় ইচ্ছা হয় না। এই জন্যই একটী উদ্ভট কবিতা শুনিতে পাওয়া যায়—

"কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং কাব্যং গীতেন হন্যতে।
গীতঞ্চ স্ত্রীবিলাসেন স্ত্রীবিলাসো বুভুক্ষয়া ॥"

কাব্য চিন্তা দ্বারা নীতিশাস্ত্রচিন্তা বিনষ্ট হয়, আবার ঐ কাব্য চিন্তা সঙ্গীত আলোচনা দ্বারা, সঙ্গীত স্ত্রীবিলাস দ্বারা আবার স্ত্রীবিলাস ক্ষুধানুভব দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাব্যকলাপ; অমরচন্দ্রকৃত কাব্যকল্পলতা; কাব্যকামধেনু; তৌতভট্টবিরচিত কাব্যকৌতুক; কাব্যকৌমুদী; কাব্য-কৌস্তুভ; কবিচন্দ্র ও বিদ্যানিধি পুত্র ন্যায়বাগীশ বিরচিত কাব্য-চন্দ্রিকা ২; রত্নপাণি, রাজচূড়ামণি দীক্ষিত ও শ্রীনিবাসদীক্ষিত কৃত কাব্যদর্পণ ৩; কান্তিচন্দ্র ও গোবিন্দরচিত কাব্যদীপিকা ২; ধনিক বিরচিত কাব্যনির্ণয়; কাব্যপরিচ্ছেদ; ভারতীকবি, বিশ্বনাথ, ভট্টাচার্য্য ও মম্মটভট্টকৃত কাব্যপ্রকাশ ৪; রাজানক আনন্দকবিকৃত কাব্যপ্রকাশনিদর্শন; গোবিন্দভট্টকৃত কাব্য-প্রদীপ; শ্রীনিবাসরচিত কাব্যসারসংগ্রহ; দণ্ডী ও সোমে-শ্বর রচিত কাব্যাদর্শ ২; বাগ্‌ভট্টের কাব্যানুশাসন ও কাব্যা-লঙ্কার; রুদ্রটের কাব্যালঙ্কার; কুবলয়ানন্দ; সাহিত্যদর্পণ

প্রভৃতি সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থে কাব্যের লক্ষণাদি ও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(পুং) কবেঃ ভৃগোরপত্যম্ পুমান্, কবি-ণ্য (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১।) যঞ্ ্বা। ৩ শুক্রাচার্য্য, উশনা। (কাব্যং গ্রন্থে পুমান্ শুক্রে। মেদিনী।)

পারসিকদিগের প্রাচীন অবস্তাগ্রন্থে 'কবউস্' নামে বর্ণিত হইয়াছে। ৪ তামসমন্বন্তরীয় ঋষিবিশেষ।

("জ্যোতির্ধামা পৃথুঃ কাব্যশ্চৈত্রো ঽগ্নিবলকস্তথা।

পীবরশ্চ তথা ব্রহ্মন্ সপ্ত সপ্তর্ষয়ো ঽভবন্ ॥" মার্ক° ৭৪।৫৯।)

কাব্যচৌর (পুং) কাব্যস্য চৌরইব। ১ অন্যের রচিত কাব্য নিজের বলিয়া প্রকাশকারী। ২ চন্দ্ররেণু।

কাব্যতা (স্ত্রী) কাব্যস্য ভাবঃ কাব্য-তল্। কাব্যের লক্ষণাদি।

কাব্যদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ্ঞীবিশেষ। (রাজত° ৫।৪১।)

কাব্যমীমাংসক (পুং) কাব্যস্য কাব্যশাস্ত্রস্য মীমাংসকঃ, ৬তৎ। কাব্যশাস্ত্রের মীমাংসাকারক।

কাব্যরসিক (ত্রি) কাব্যস্য রসং বেত্তি, কাব্য-রস-ঠক্। কাব্যবর্ণিত রসের অনুভবকারী।

কাব্যলিঙ্গ (ক্লী) অর্থালঙ্কারবিশেষ। সাহিত্যদর্পণোক্ত ইহার লক্ষণ যথা—

"হেতোর্বাক্যপদার্থত্বে কাব্যলিঙ্গমুদাহৃতম্।"

হেতুর বাক্য ও পদার্থত্ব থাকিলে অর্থাৎ বাক্য বা পদার্থের হেতু থাকিলে কাব্যলিঙ্গ-অলঙ্কার হয়। যথা—

"যত্ত্বন্নেত্রসমানকান্তি সলিলে মগ্নং তদিন্দীবরং

মেঘৈরন্তরিতঃ প্রিয়ে তব মুখচ্ছায়ানুকারী শশী।

যেঽপি ত্বদ্গমনানুকারিগতয়স্তে রাজহংসা গতা-

স্তৎসাদৃশ্যবিনোদমাত্রমপি মে দৈবেন ন ক্ষম্যতে ॥"

হে প্রিয়ে! তোমার চক্ষুকান্তিসদৃশ কান্তিযুক্ত পদ্ম জলমগ্ন হইয়াছে, তোমার মুখতুল্য চন্দ্র মেঘদ্বারা আবরিত হইয়াছে এবং তোমার গমনানুকারী গতিবিশিষ্ট রাজহংসগণও দেশত্যাগী হইয়াছে। সুতরাং বস্তুবিশেষে তোমার সাদৃশ্য দেখিয়াও যে আমি সন্তুষ্ট হইব, বিধাতা তাহাও সহ্য করিতেছেন না।

এখানে শেষবাক্যের প্রতিপূর্ব্ব তিনটিবাক্যই হেতু হইয়াছে, এজন্য ইহা বাক্যলিঙ্গ অলঙ্কার।

পদার্থগত যথা—

"ত্বদ্বাজিরাজিনির্ধূতধূলীপটলপঙ্কিলাম্।

ন ধত্তে শিরসা গঙ্গাং ভূরিভারভিয়া হরঃ ॥"

কেহ কোন রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—হে রাজন্! তোমার ঘোটকসমূহ কর্ত্তৃক উত্থিত ধূলী রাশিদ্বারা গঙ্গা পঙ্কিল হওয়ায়, মহাদেব তাঁহাকে অধিক ভারবহনভয়ে আর মস্তকে ধারণ করেন না।

এখানে পরার্দ্ধ শ্লোকের প্রতি পূর্ব্বার্দ্ধ শ্লোকের পদটি কারণ হওয়ায় ইহাও কাব্যলিঙ্গ-অলঙ্কার হইয়াছে।

কাব্যশাস্ত্র (ক্লী) কাব্যং শাস্ত্রমেবং, উপদেশকত্বাৎ। কাব্যরূপ শাস্ত্র; কাব্যদ্বারা বহুবিধ হিতোপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এজন্য ইহাও শাস্ত্র নামে অভিহিত হয়।

("কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।" উদ্ভট।)

কাব্যসুধা (স্ত্রী) কাব্যং সুধা অমৃতমিব, উপমি। কাব্যরূপ অমৃত; কাব্য শ্রবণসুখকর বলিয়া অমৃতের সহিত তুলনা করা হয়।

কাব্যহাস্য (ক্লী) কাব্যেন কাব্যশ্রবণেন দর্শনেন বা হাস্যং যত্র, বহুব্রী। প্রহসন; অধিকাংশ স্থলেই ইহাতে হাস্যরস বর্ণিত থাকায় ইহা শ্রবণ বা ইহার অভিনয় দর্শন করিলে অতিরিক্ত হাস্য করিতে হয়। [প্রহসন দেখ।]

কাব্যা (স্ত্রী) কব স্তুতিগানে বাহুলকাৎ ণ্যৎ-টাপ্। ১ পূতনা, এই মায়াবিনী বিবিধ স্তুতিবাক্য ও বেশবিন্যাস দ্বারা নারীগণকে মুগ্ধ করিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে শিশু গ্রহণপূর্ব্বক বিনাশ করিত। ২ বুদ্ধি।

(কাব্যা স্যাৎ পূতনাধিয়োঃ। মেদিনী।)

কাব্যার্থাপত্তি (স্ত্রী) অর্থাপত্তি নামক অলঙ্কারবিশেষ।

কাব্যায়ন (পুং) কাব্যস্য শুক্রাচার্য্যস্য গোত্রাপত্যম্, কাব্যফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) শুক্রাচার্য্যের পুত্র প্রভৃতি বংশধর।

কাশ (পুং, ক্লী) কাশতে দীপ্যতে, কাশ-পচাদ্যচ্। ১ তৃণবিশেষ, কেশে। (Saccharum Spontaneum.)

সংস্কৃত পর্য্যায়—ইক্ষুগন্ধা, পোটগল, কাস, কাশী, কাশা, বায়সেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, অমরপুষ্পক, কাসক, বনহাসক, ইক্ষ্বারি, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ইক্ষুকাণ্ড, শারদ, সিতপুষ্পক, নাদেয়, দর্ভপত্র, লেখন, কাণ্ডকাণ্ডক, কচ্ছলকারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর ও তিক্তরস, পাকে মধুর, শীতল, ভেদকারক। মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয়রোগ ও পিত্তজন্য রোগনাশক। রাজনির্ঘণ্টে ও শব্দরত্নাবলীতে ইহার আরও কয়েকটি গুণ দেখা যায়— রুচি, তৃপ্তি, বল ও শুক্রকারক, শ্রান্তি ও কফনাশক এবং কণ্ঠকণ্ডুকারী। ২ (পুং) কেন জলেন কফাত্মকেন ইত্যাশয়ঃ, অশ্নুতে ব্যাপ্যতে ২ত্র, ক-অশ-অধিকরণে ঘঞ্। ক্ষত। ৩ কাশয়তি শব্দং কারয়তি কশ-ণিচ্-পচাদ্যচ্। রোগবিশেষ। কাসি বা কাসরোগ।

"ধূমোপঘাতাদ্রজসস্তথৈব ব্যায়ামরুক্ষান্ননিষেবণাচ্চ।
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব॥"
(সুশ্রুত।)

সাধারণ নিদান—মুখ নাসিকাদি দ্বারা অতিরিক্ত ধূম বা ধূলা প্রভৃতি প্রবিষ্ট হওয়া, অপরিপক্করসের ঊর্দ্ধগমন, ব্যায়াম, রুক্ষ দ্রব্যভোজন, দ্রুত ভোজনাদি দোষ জন্য ভুক্ত দ্রব্যের বিপথে গমন, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং হাঁচির বেগরোধ, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া অন্যান্য দোষ সমুদায় কুপিত করে, তজ্জন্য কাসবিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বরূপং ভবেত্তেষাং শূকপূর্ণগলাস্যতা।
কণ্ঠে কণ্ডূশ্চ ভোজ্যানামবরোধশ্চ জায়তে॥" চরক° চি।১৮।

পূর্ব্বরূপ—কাসরোগ উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব্বে গলমধ্যে ও মুখ মধ্যে কোন শূক (শুন্দের ন্যায় পদার্থ) পরিপূর্ণ আছে বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং গলার মধ্যে সুর্ সুর্ করে এবং ভোজন করিবার সময়ে ভুক্ত দ্রব্য গলায় আট্‌কানর ন্যায় যাতনা বোধ হয়।

"অধঃ প্রতিহতো বায়ুরূর্দ্ধস্রোতঃসমাশ্রিতঃ।
উদানভাবমাপন্নঃ কণ্ঠে সক্তস্তথোরসি॥
আবিশ্য শিরসঃ খানি সর্ব্বাণি প্রতিপূরয়ন্।
আভঞ্জন্নাক্ষিপন্ দেহং হনুমন্যে তথাক্ষিণী॥
নেত্রপৃষ্ঠমুরঃপার্শ্বে নির্ভুজ্য স্তম্ভয়ংস্ততঃ।
শুষ্কো বা সকফো বাপি কাসনাৎ কাস উচ্যতে॥
প্রতিঘাতবিশেষেণ তস্য বায়োঃ স রংহসঃ।
বেদনাশব্দবৈশেষ্যং কাসানামুপজায়তে॥" (চরক।)

সম্প্রাপ্তি—নিদানসমূহ দ্বারা কুপিত বায়ু অধোদিকে আসিতে না পারায় ঊর্দ্ধদিকে গমন করে, সুতরাং উদানত্ব প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে আসক্ত হইয়া থাকে এবং ঊর্দ্ধদেহস্থ মুখ, নাসিকা, কর্ণ চক্ষুরূপ ছিদ্রসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সকল ছিদ্র পূর্ণ করে। এই জন্যই বায়ু মুখদ্বার দিয়া বিবিধ শব্দের সহিত নির্গত হয়। সেই সময়ে রোগীর দেহ, হনুদ্বয়, মন্যাদ্বয়, পৃষ্ঠদেশ, বক্ষঃস্থল, পার্শ্বদ্বয় ও নেত্রদ্বয় সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং হস্তপদাদি আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই রোগে কখন কেবল বায়ুমাত্র, কখন বা কফাদি দোষও তাহার সহিত নির্গত হয়। বেগবান্ বায়ু বিবিধভাবে প্রতিহত হওয়ায় শব্দ ও বেদনা নানাবিধ হইয়া থাকে।

কাসরোগ পাঁচ প্রকার—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ ক্ষতজ ও ক্ষয়জ।

"রুক্ষশীতকষায়াল্পপ্রমিতানশনং স্ত্রিয়ঃ।
বেগধারণমায়াসো বাতকাসপ্রবর্ত্তকাঃ॥
হৃৎপার্শ্বোরঃশিরঃশূলস্বরভেদকরো ভৃশম্।
শুষ্কোরঃকণ্ঠবক্ত্রশ্চ হৃষ্টলোম্নঃ প্রতাম্যতঃ॥
নির্ঘোষদৈন্যস্তনদৌর্ব্বল্যক্ষোভমোহকৃৎ।
শুষ্কঃ কাসঃ কফং শুষ্কং কৃচ্ছ্রান্মুক্ত্বাল্পতাং ব্রজেৎ॥
স্নিগ্ধাম্ললবণোষ্ণৈশ্চ ভুক্তপীতৈঃ প্রশাম্যতি।
ঊর্দ্ধবাতস্য জীর্ণে হন্নে বেগবান্ মারুতো ভবেৎ॥"
(চরক।)

বাতজকাস—রুক্ষ, শীতল ও কষায়দ্রব্য ভোজন, অল্প পরিমাণে ভোজন, উপবাস, অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস, মলমূত্রাদির বেগধারণ এবং পরিশ্রমজনক কার্য্যসমূহ দ্বারা বায়ু কুপিত হইলে, তজ্জন্য অন্যান্য দোষও কুপিত হইয়া বাতজকাস উৎপাদন করে। এই কাসে হৃদয়, পার্শ্বদেশ, বক্ষঃস্থল ও মস্তকে বেদনা, স্বরভেদ, বারবার বক্ষঃ, কণ্ঠ ও মুখ শুকাইয়া যাওয়া, রোমহর্ষ, মূর্চ্ছা, কাসের অত্যন্ত শব্দ, শরীরের গ্লানি, শুষ্কমুখ, দুর্ব্বলতা, ক্ষোভ, মোহ এবং শুষ্ক কাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কাসিতে কাসিতে অতি অল্প পরিমাণে শুষ্ক কফ নির্গত হইলেই কিছু উপশম বোধ হয়, এবং স্নিগ্ধদ্রব্য, অম্ল, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজনে ইহার প্রকৃত উপশম ও আহার জীর্ণ হইলে ইহার বেগ অধিক হইয়া থাকে।

"কটুকোষ্ণবিদাহ্যম্লক্ষারাণামতিসেবনম্।
পিত্তকাসকরং ক্রোধঃ সন্তাপশ্চাগ্নিসূর্য্যজঃ॥
পীতনিষ্ঠীবনাক্ষত্বং তিক্তাস্যত্বং স্বরাময়ঃ।
উরো ধূমায়নং তৃষ্ণাদাহমোহারুচিভ্রমাঃ॥
প্রতক্ং কাসমানশ্চ জ্যোতিংষীব চ পশ্যতি।
শ্লেষ্মাণং পিত্তসংসৃষ্টং নিষ্ঠীবতি চ পৈত্তিকে॥" (চরক)

পিত্তজকাস—কটুরস, উষ্ণদ্রব্য, যে সকল দ্রব্যের অম্ল পাক সেই সকল দ্রব্য, অম্লরস ও ক্ষার দ্রব্যভোজন, এবং ক্রোধ ও অগ্নি বা রৌদ্রতাপ প্রভৃতি কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া অন্যান্য দোষকেও কুপিত করিলে পিত্তজকাসের উৎপত্তি হয়। ইহাতে চক্ষুদ্বয় পীতবর্ণ, মুখের তিক্তাস্বাদ, স্বরভঙ্গ, বক্ষঃস্থল হইতে ধূমনির্গমের ন্যায় যাতনা, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, অরুচি, ভ্রম, কাসিবার সময়ে চক্ষু হইতে যেন জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে এইরূপ অনুভব এবং পিত্ত মিশ্রিত পীতবর্ণ শ্লেষ্মা উঠিয়া থাকে।

"গুর্ব্বভিষ্যন্দিমধুরস্নিগ্ধস্বপ্নবিচেষ্টিতৈঃ।
বৃদ্ধঃ শ্লেষ্মানিলং রুদ্ধা কফকাসমুদীরয়েৎ॥
মন্দাগ্নিত্বারুচিচ্ছর্দ্দিপীনসোৎক্লেশগৌরবৈঃ।
লোমহর্ষাস্যমাধুর্য্যক্লেদসংসদনৈর্যুতম্॥

বহুলং মধুরং স্নিগ্ধং ঘনং ষ্ঠীবেৎ কফং তথা।
কাসমানো হ্যরুগ্ বক্ষঃ সম্পূর্ণমিব মন্যতে॥" (চরক।)

কফজকাস—গুরুপাক দ্রব্য, ক্লেদকর দ্রব্য, স্নিগ্ধ ও মধুর দ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, অব্যায়াম প্রভৃতি কারণে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পাইয়া বায়ুর পথ রোধ করে, তজ্জন্যই শ্লেষ্মজ কাসের উৎপত্তি হয়। এইকাসে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন, পীনসরোগ, উৎক্লেশ (গা বমি), শরীরে ভারবোধ, রোমহর্ষ, মুখে মিষ্ট আস্বাদ-বোধ, শরীরে অবসন্নতা এবং কাসের সহিত মধুর রসযুক্ত, স্নিগ্ধ ও ঘন কফ বহু পরিমাণে উঠিয়া থাকে। আরও এইকাসে বক্ষঃস্থল কফপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, এবং কাসিতে কোন বেদনা অনুভব হয় না।

"অতিব্যবায়ভারাধ্বযুদ্ধাশ্বগজনিগ্রহৈঃ।
রূক্ষস্যোরঃক্ষতং বায়ুর্গৃহীত্বা কাসমাবহেৎ॥
স পূর্ব্বং কাসতে শুষ্কং ততঃ ষ্ঠীবেৎ সশোণিতম্।
কণ্ঠেন রুজতাঽত্যর্থং বিরুগ্নেনেব চোরসা॥
সূচীভিরিব তীক্ষ্ণাভিস্তুদ্যমানেন শূলিনা।
দুঃখস্পর্শেন শূলেন ভেদপীড়াভিতাপিনা॥
পর্ব্বভেদজ্বরশ্বাসতৃষ্ণাবৈস্বর্য্যপীড়িতঃ।
পারাবত ইবাকূজন্ কাসবেগাৎ ক্ষতোদ্ভবাৎ॥"

ক্ষতজকাস—অতিরিক্ত মৈথুন, ভারবহন, পথপর্য্যটন, যুদ্ধ, বেগবান্ অশ্ব বা হস্তীকে ধারণ করিয়া তাহার বেগরোধ প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা রূক্ষ ভোজনকারী ব্যক্তির বক্ষঃস্থল আহত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া তাহার ক্ষতজকাস উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী প্রথমতঃ শুষ্ক কাসিতে থাকে, পরে কাসের সহিত রক্ত নির্গত হয়। তদ্ভিন্ন কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলে বেদনা, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ সূচীবেধের ন্যায় যাতনা, শূল, সন্তাপ, সন্ধিস্থানে বেদনা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, স্বরভেদ এবং পারাবতকূজনের ন্যায় শব্দ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

"বিষমাসাত্ম্যভোজ্যাতিব্যবায়াদ্বেগনিগ্রহাৎ।
ঘৃণিনাং শোচতাং নৃণাং ব্যাপন্নেঽগ্নৌ ত্রয়ো মলাঃ॥
কুপিতাঃ ক্ষয়জং কাসং কুর্য্যুর্দেহক্ষয়প্রদম্।
দুর্গন্ধং হরিতং রক্তং ষ্ঠীবেৎ পূয়োপমং কফম্॥
কাসমানশ্চ হৃদয়ং স্থানভ্রষ্টং স মন্যতে।
অকস্মাদুষ্ণশীতার্ত্তো বহ্বাশী দুর্ব্বলঃ কৃশঃ॥
প্রসন্নঃ স্নিগ্ধবদনঃ শ্রীমদ্দর্শনলোচনঃ।
পাণিপাদতলৌ শ্লক্ষ্ণৌ ঘৃণাবানভ্যসূয়কঃ॥
জ্বরো মিশ্রাকৃতিস্তস্য পার্শ্বরুক্ পীনসোঽরুচিঃ।
ভিন্নসংঘাতবর্চ্চস্কঃ স্বরভেদোঽনিমিত্ততঃ॥
ইত্যেষ ক্ষয়জঃ কাসঃ ক্ষীণানাং দেহনাশনঃ।
সাধ্যো বলবতাং বা স্যাৎ যাপ্যস্ত্বেবং ক্ষতোত্থিতঃ॥
নবৌ কদাচিৎ সিধ্যেতামেতৌ পাদগুণান্বিতৌ।
স্থবিরাণাং জরাকাসঃ সর্ব্বো যাপ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

(চরক।)

ক্ষয়জকাস—বিষমভাবে অর্থাৎ ন্যূনাধিক্যরূপে ভোজন, অনভ্যস্ত দ্রব্যভোজন, অত্যন্ত মৈথুন, বেগবান্ অশ্ব প্রভৃতি বেগ-সংরোধ প্রভৃতি দুষ্কর কার্য্য, এবং ঘৃণা ও শোকবশতঃ অগ্নি দূষিত হইলে, বাত পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিন দোষই কুপিত হইয়া ক্ষয়জকাস উৎপাদন করে। এই কাসে দেহ ক্ষীণ, হরিৎবর্ণ বা রক্তবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত ও পূয়ের ন্যায় কফ নির্গম; কাসিবার সময়ে হৃদয়স্থান চ্যুত হইতেছে বলিয়া অনুভব; সময়ে সময়ে অকস্মাৎ উষ্ণস্পর্শ বা শীতস্পর্শে যাতনা বোধ; বহু ভোজন করিয়াও দুর্ব্বল ও কৃশ হওয়া, প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ মুখ, প্রিয়দর্শন চক্ষু, হস্ত পদতল মসৃণ, অধিক পরিমাণে ঘৃণা ও হিংসা, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষজন্য জ্বর, পার্শ্ববেদনা, পীনস, অরুচি কখন পাতলা কখন বা কঠিন মল নির্গম ও অকারণ স্বরভেদ হইয়া থাকে।

এই পঞ্চবিধ কাসের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেষ্মজ কাস সাধ্য। ক্ষয়জকাস স্বভাবতঃ যাপ্য; কিন্তু ক্ষয়জকাসে নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িলে প্রাণঘাতক এবং বলবান্ ব্যক্তির উৎপন্ন হইবামাত্রই চিকিৎসা করিলে সাধ্যও হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন বৃদ্ধদিগের জরাকাস নামক এক প্রকার কাস হইয়া থাকে, তাহা স্বভাবতঃই যাপ্য।

চিকিৎসার প্রথমক্রম—রূক্ষ ব্যক্তির বায়ু জন্য কাসে প্রথমতঃ বায়ুনাশক দ্রব্যসমূহ দ্বারা সিদ্ধ বস্তি; ক্ষীর, যূষ ও মাংস রসাদির সহিত স্নিগ্ধ পেয় দ্রব্য, স্নিগ্ধধূম, স্নিগ্ধ অবলেহ, স্নেহাভ্যঙ্গ, স্নেহপরিষেক ও স্নিগ্ধস্বেদ প্রদান করিবে, তৎপরে অন্যান্য ঔষধাদি ব্যবহার করাইতে হয়। মলবদ্ধ থাকিলে বস্তিকর্ম্ম উর্দ্ধবাত হইলে ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃতপান, এবং পিত্ত ও কফসংযুক্ত বাতজকাসে স্নেহবিরেচন প্রদান করিতে হয়।

পিত্তজন্য কাসের সহিত কফের বিশেষ অনুবন্ধ থাকিলে, বমনকারক ঘৃতপান দ্বারা, কিম্বা মদনফল, গাম্ভারিফল ও যষ্টিমধুর কাথ জলদ্বারা, অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ডরস ও ইক্ষুরসের সহিত যষ্টিমধু ও মদনফলের কল্ক পান দ্বারা প্রথমতঃ বমন করাইতে হয়। বমন দ্বারা দোষ নিঃসারিত হইলে শীতল ও মধুররসযুক্ত পেয়াদি পান করাইবে। তৎপরে অন্যান্য ঔষধ

ব্যবহার কর্ত্তব্য। কিন্তু কফের অনুবন্ধ অল্প হইলে বমন না করাইয়া মধুররসের সহিত ত্রিবৃৎচূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইবে। কফ থাকিলে তিক্তরসবিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত ত্রিবৃৎচূর্ণ প্রয়োগ আবশ্যক। কফ পাতলা থাকিলে স্নিগ্ধ ও শীতল ভোজ্যাদি, এবং কফ ঘন থাকিলে রুক্ষ ও শীতল ভোজ্যাদি ব্যবহার করাইবে।

কফজকাসে রোগী বলবান্ থাকিলে, প্রথমতঃ তাহাকে বমন করাইয়া শুদ্ধ করিবে, তৎপরে কটুরসযুক্ত, রুক্ষ ও উষ্ণ যবাগু প্রভৃতি সেবন করাইয়া অন্যান্য ঔষধাদি ব্যবহার করাইবে।

ক্ষতজকাসে জীবনীয়াদি গণোক্ত দ্রব্যসমূহ ও বলমাংস-বর্দ্ধক দ্রব্য প্রথমতঃ ব্যবহার করাইয়া অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করাইবে।

ক্ষয়জকাসে প্রথমতঃ শরীর তুষ্টিকারক ও অগ্নির দীপ্তি-কারক দ্রব্যাদি সেবন করাইবে। দোষ অধিক থাকিলে স্নেহ দ্রব্যের সহিত মৃদু বিরেচন প্রদান করা উচিত। তৎপরে অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করাইবে।

পাচন—বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী এই পঞ্চমূলের; অথবা শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই পঞ্চমূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া পিপ্পলচূর্ণ প্রক্ষেপের সহিত পান করিলে বাতজকাসের উপশম হয়। ১।

বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টকারী, বাসকছাল ও দ্রাক্ষা; এই সমুদায়ের কাথ শর্করা ও মধুমিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্তজকাস প্রশমিত হয়। ২।

কুড়, কট্‌ফল, বামনহাটী, শুঠ ও পিপুল; ইহাদের কাথ পান করিলে শ্লেষ্মজকাস প্রশমিত হয়। তদ্ভিন্ন শ্বাস ও বক্ষোবেদনাও নিরাকৃত হইয়া থাকে। ৩।

শ্লেষ্মজকাসের সহিত পার্শ্ববেদনা, জর ও শ্বাস থাকিলে বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই দশমূলের কাথ প্রস্তুত করিয়া পিপুলচূর্ণের সহিত পান করিবে। ৪।

কট্‌ফল, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, মুথা, ধনে, বচ, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁঠ ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্যের কাথ মধু ও হিঙ্গুর সহিত পান করিলে বাতশ্লেষ্ম জন্য কাস নিবারিত হয়। তদ্ভিন্ন কণ্ঠরোগ, ক্ষয়রোগ, শূল, শ্বাস, হিক্কা ও জরাদি উপদ্রবেরও শান্তি হইয়া থাকে। ৫।

কণ্টকারীর কাথ পিপুলচূর্ণের সহিত পান করিলে সর্ব্ববিধ কাসের উপশম হয়। ৬।

চূর্ণ—তালীশাদিচূর্ণ, মরিচাদিচূর্ণ, সমশর্করচূর্ণ প্রভৃতি চূর্ণ ঔষধসমূহ সর্ব্ববিধ কাসরোগনিবারক। (চক্রদত্ত।)

বটিকা—বৃহৎ রসেন্দ্রগুড়িকা, অমৃতার্ণবরস, পিত্তকাসা-ন্তকরস, কাসসংহারভৈরব, লক্ষ্মীবিলাসরস, সর্ব্বেশ্বররস, শৃঙ্গারাভ্র, সার্ব্বভৌম, তরুণানন্দরস, মহোদধিরস, জয়াগুড়িকা, বিজয়গুড়িকা, স্বচ্ছন্দভৈরব, রসগুড়িকা, রসেন্দ্রগুড়িকা, পুরন্দরবটী, কাসান্তকরস, বাসকুঠার, চন্দ্রামৃতলৌহ, চন্দ্রামৃত-রস, অমৃতমঞ্জরী, কাসান্তক, বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র এবং নিত্যোদয়-রস প্রভৃতি ঔষধসমূহ এই রোগের অবস্থা বিশেষ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। (রসেন্দ্র সা° স°।)

অবলেহ—অশোকবীজ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, সৌবীরাঞ্জন, পদ্মকাষ্ঠ ও বিট্‌লবণ ইহাদিগের চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর বলানুসারে যথামাত্রায় লেহন করিলে কাসরোগ প্রশমিত হয়। এই অবলেহ সেবনের পর কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধ পান করিতে হয়। ১।

বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, রাস্না, পিপুল, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ, বামুনহাটী ও যবক্ষার এই সমুদায়ের চূর্ণ ঘৃতের সহিত যথামাত্রায় অবলেহন করিলে কফসংযুক্ত বাতকাস এবং শ্বাস, হিক্কা ও অগ্নিমান্দ্য রোগ প্রশমিত হয়। ২।

দুরালভা, শুঁঠ, শঠী দ্রাক্ষা, শর্করা ও কাঁকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ তৈলের সহিত লেহন করিলে বাতজকাস নিবারিত হয়। ৩।

দুরালভা, পিপুল, মুথা, বামুনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও শঠী ইহাদিগের চূর্ণ; অথবা পিপুল ও শুঠের চূর্ণ; কিম্বা বামুনহাটী ও শুঠচূর্ণ পুরাতন গুড় ও তৈলের সহিত অবলেহন করিলে বাতজকাস নিবারিত হয়। ৪।

চিনি, আমলকী, মধু, দ্রাক্ষা, চন্দন ও নীল সুঁদিফুল এই সকল দ্রব্যের অবলেহ কফসংযুক্ত পিত্তকাসে হিতকর। ৫।

ঐ অবলেহ ঘৃতের সহিত লেহন করিলে বায়ুসংযুক্ত পিত্তজকাস নিবারিত হয়। ৬।

কিস্‌মিস্ ৫০টী, পিপুল ৩০টী এবং চিনি ৵০ অর্দ্ধপোয়া এই সকল দ্রব্যের অবলেহ প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বায়ুসংযুক্ত কাসরোগ নিবারিত হয়। ৭।

দারুচিনি, এলাইচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কিস্‌মিস্, পিপুলমূল, কুড়, খৈ, মুথা, শঠী, রাস্না, আমলকী, হরীতকী ইহাদিগের চূর্ণ চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিলে কাস ও হৃদ্রোগ ভাল হয়। ৯।

পিপুল, পিপুলমূল, শুঠ ও বহেড়া; অথবা ময়ূর ও কুক্কুট পুচ্ছের ভূষা এবং যবক্ষার; কিম্বা রাখালশশা, পিপুলমূল ও তেউড়ীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে কফজ কাস ভাল হয়। ১০।

দেবদারু, শঠী, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও দুরালভা; অথবা

পিপুল, শুঠ, মুথা, হরীতকী, আমলকী ও শর্করা; কিম্বা খৈ, শর্করা, ঘৃত, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও আমলকী, মধু ও তৈলের সহিত লেহন করিলে বায়ুসংযুক্ত কফজকাস নিবারিত হয়। ১১। (বাভট° চিকিৎসা° ৩ অঃ।)

চিতামূল, পিপুলমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুথা, দুরালভা, শঠী, কুড়, আকনাদি, তুলসী, বচ, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, রাস্না ও কাঁকড়াশৃঙ্গী, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, কণ্টকারী ✓৬৷৹ সের, ৮২ সের জলে কাথ করিয়া আটসের থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া, ঐ কাথের সহিত খাঁড়গুড় ✓২৷৷ সের, ঘৃত ✓২ সের একত্র পাক করিতে হইবে; ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে বংশলোচনচূর্ণ ✓৷৷৹ সের দিয়া পাক করিতে হইবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু ✓৷৷৹ সের ও পিপুলচূর্ণ ✓৷৷৹ সের প্রক্ষেপ দিবে। এই অবলেহ ব্যবহার করিলে কাস, হৃদ্রোগ ও গুল্মরোগ নিবারিত হয়। (চরক° চিকিৎসা° ১৮ অঃ।)

যোগ—সৈন্ধবলবণ ও পিপুলচূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত, কিম্বা শুঁঠচূর্ণ ও চিনি দধির মাতের সহিত সেবন করিলে কাসরোগ ভাল হয়। ১—২।

কুলআঁটির শস্য দধির মাতের সহিত কিম্বা পিপুলের কল্ক ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলেও কাসরোগ নিবারিত হয়। ৩—৪।

আদারস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে শ্লেষ্মজকাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় ও কফের শান্তি হয়। ৫।

বাসকপাতার রস ২ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পান করিলে পিত্তজন্য শ্লেষ্মা নিবারিত হয়। রক্তপিত্তরোগেও এই যোগ উপকারী। ৬।

দুগ্ধপায়ী গোবৎসের গোবরের রস মধুর সহিত পান করিলে বায়ুজন্য কাস ভাল হয়। ৭।

শঠী, বালা, বৃহতী ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া; সেই রস চিনি ও ঘৃতের সহিত পান করিলে পিত্তজন্য কাস ভাল হয়। ৮।

কণ্টকারী, বৃহতী, ভৃঙ্গরাজ, অশ্বিবিষ্ঠা বা কালতুলসীর, পৃথক্ পৃথক্ রস মধুর সহিত পান করিলে শ্লেষ্মজকাস ভাল হয়। ৯।

নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলে কফজকাস নিবারিত হয়।

ঘৃত—স্বল্প কণ্টকারীঘৃত, পিপ্পল্যাদিঘৃত, ত্র্যূষণাদ্যঘৃত, রাস্নাঘৃত, বৃহৎ কণ্টকারী ঘৃত, দ্বিপঞ্চমূল্যাদিঘৃত, গুড়ূচ্যাদি ঘৃত, কাসমর্দ্দাদিঘৃত, দশমূলঘৃত, দশমূলাদ্যঘৃত এবং দশমূল ষট্পলঘৃত প্রভৃতি দোষানুসারে ব্যবহার করিতে হয়।

(চরক ও চক্রদত্ত।)

মোদকাদি—অগস্ত্যহরীতকী এবং চ্যবনপ্রাশাদিমোদক এই রোগে ব্যবহার করিবে।

বিশেষ চিকিৎসা—কাসরোগে বায়ু কফযুক্ত হইলে কফনাশক কার্য্য এবং বাতশ্লেষ্মা পিত্তযুক্ত হইলে পিত্তনাশক চিকিৎসা করিতে হয়। বাতশ্লেষ্মজন্য শুষ্ককাসে স্নিগ্ধক্রিয়া, আর্দ্রকাসে রূক্ষ ক্রিয়া এবং পিত্তযুক্ত কফকাসে তিক্তসংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

কফজকাসে পিত্তানুবন্ধ তমক শ্বাস উপস্থিত হইলে, পিত্তজ কাসের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

কাসরোগে বক্ষোমধ্যে ক্ষত হইলে দুগ্ধের সহিত মধুসংযুক্ত লাক্ষা সেবন করাইবে। ইহাতে দুগ্ধ ও চিনির সহিত শালি-তণ্ডুলের অন্ন পথ্য প্রদান করিবে।

পার্শ্ব ও বস্তিদেশে বেদনা থাকিলে এবং অগ্নি বলবান্ হইলে মদ্যের সহিত লাক্ষা ব্যবহার করাইবে।

পাতলা মলভেদ হইলে মুথা, আতইচ, আকনাদি ও কুড়চি ইহাদের কাথের সহিত লাক্ষা সেবন করাইবে।

লাক্ষা, ঘৃত, মোম, গুলঞ্চ, বংশলোচন, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাসানী, জীবন্তী যষ্টিমধু, চন্দন ও বংশলোচন; এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া উরঃক্ষত রোগীকে পান করিতে দিবে। কাসতৃণ, শৃঙ্গীবিষ, গেঁঠেলা, পদ্মকেশর ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাই পান করাইবে। তাহাতে বক্ষঃস্থলের ক্ষত আরোগ্য হয়। রোগীর অগ্নিমান্দ্য থাকিলে এই উভয়বিধ দুগ্ধই পান করান কর্ত্তব্য নহে।

কাসরোগীর পর্ব্বশূল বা অস্থিশূল থাকিলে মৌলফল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, বংশলোচন ও পিপুল এই সকল দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে।

রক্ত উঠিলে পুনর্নবা, চিনি ও রক্তশালি তণ্ডুল ইহাদিগের চূর্ণ, দ্রাক্ষারস, দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে। অথবা নটেশাকের বীজ, মৌলফল, যষ্টিমধু ও দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া সেবন করাইবে।

মুখাদি পথ দিয়া রক্তপিত্তের ন্যায় রক্ত নিঃসৃত হইলে, রক্তপিত্তের ন্যায়ই চিকিৎসা করিবে।

কাসরোগে দেহ ক্ষীণ হইলে দেশকাল বলাবল বিবেচনা করিয়া মাংসভোজী জন্তুর মাংসরস ঘৃতে সন্তলন করিয়া তাহাতে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে। ইহা রক্তমাংসবর্দ্ধক।

উরঃক্ষত এবং শুক্র, বল ও ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইলে বটছাল,

বজ্ঞডুমুরছাল, অশ্বত্থছাল, পাকুড়ছাল, শালগাছ, প্রিয়ঙ্গুছাল, তালমাথি, জামছাল, পিয়াছাল, পদ্মকাষ্ঠ ও অশ্বকর্ণের ছালের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে যে ঘৃত উঠিবে, সেই ঘৃতের সহিত শালি-তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে দিবে।

কাসরোগ হৃদয়ে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে গুলঞ্চ, বংশলোচন, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগাণী, মাসাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধুর সহিত পক্ক ঘৃত পান করাইবে। অথবা পিত্ত ও রক্তের বিরোধী না হইয়া যাহা বায়ু নাশ করে, এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

উরঃক্ষত থাকিলে যষ্টিমধু ও গোরক্ষচাকুলের কাথ এবং দুগ্ধিকা, পিপুল ও বংশলোচন ইহাদের কল্কের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া পান করাইবে।

ক্ষয়কাসে পিত্ত কফ ও ধাতু সকল ক্ষীণ হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলের কল্ক এবং দুগ্ধের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করাইবে।

কাসরোগে মূত্রের বিবর্ণতা থাকিলে অথবা কষ্টে মূত্র নির্গত হইলে ভূমিকুষ্মাণ্ড বা কদম্ব ও তাল শস্যের সহিত ঘৃত বা দুগ্ধ পাক করিয়া পান করাইবে।

লিঙ্গ, গুহ্য, কুটী ও কুঁচ্কি স্থানে ফুলা ও বেদনা থাকিলে লঘু ঘৃতমণ্ডের অথবা ঘৃত ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার পিচ্কারী দিবে।

এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপাতচূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা এবং চিনি কিস্মিস্, মৌলফল ও পিণ্ডীখেজুর প্রত্যেক ৮ তোলা; এই সকল দ্রব্যে মধুর সহিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত কাস-শ্বাস প্রভৃতি নিবারিত হয়। (বাভট° চিকিৎসা ৩ অঃ।)

ধূমপান—কাসরোগ মস্তকে বেদনা, নাক মুখ দিয়া জলস্রাব, হৃদয়ে ভারবোধ প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে ধূমপান করাইতে হয়। এই ধূম মুখ দিয়া টানিয়া পুনর্ব্বার মুখ দিয়াই বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। এই রোগে শিরোবিরেচক ধূমপান করাইতে হইলে একখানি সরায় ঔষধ রাখিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া অপর একখানি ছিদ্রযুক্ত সরা ঢাকা দিয়া সান্ধস্থল লেপন করিয়া দিবে; পরে ঐ ছিদ্রে নল দিয়া ধূমপান করিতে হইবে।

বিরেচক ধূম—মনঃশিলা, হরিতাল, যষ্টিমধু, জটামাংসী, মুথা ও ইঙ্গুদী ফল এই সকল দ্রব্যের ধূমপান করিলে বক্ষঃস্থিত শ্লেষ্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় সর্ব্ববিধ কাসরোগ ভাল হয়। এই ধূমপানের পর ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ গুড়ের সহিত পান করিবে।

পুণ্ডরীয়া, যষ্টিমধু, ঘণ্টারবা, মনঃশিলা, মরিচ, পিপুল, দ্রাক্ষা, এলাইচ ও তুলসীমঞ্জরী পেষণ করিয়া এক টুকরা পট্টবস্ত্রে মাখাইয়া তাহা ঘৃতপ্লুত করিবে; এই বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাতি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূমপান করিলেও কাসরোগের বিশেষ উপকার হয়। এই ধূমপানের পর দুগ্ধ বা গুড়ের সরবৎ পান করিবে।

মনঃশিলা, এলাইচ, মরিচ, যবক্ষার, রসাঞ্জন, নাগরমুথা, বাঁশেরনীল, বেণামূল, হরিতাল, অতসীবীজ, লাক্ষা ও গন্ধতৃণ এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বের ন্যায় পট্টবস্ত্রে মাখাইয়া পূর্ব্বের নিয়ম মতই ধূমপান করিবে।

ইঙ্গুদীর ছাল, কণ্টকারী, বৃহতী, তালমূলী, মনঃশিলা, কাপাসের বীজ ও অশ্বগন্ধা; এই সকল দ্রব্য ও পূর্ব্বের ন্যায় নিয়মে পট্টবস্ত্রে মাখাইয়া ধূম পান করিতে হইবে।

কাসরোগীর ক্ষতদোষ নিবৃত্ত কিন্তু কফ বর্দ্ধিত হইলে যদি বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে কুঠারাঘাতের ন্যায় বেদনা থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ধূমপান কর্ত্তব্য।

অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া পট্টবস্ত্রে লেপন করিবে, ঐ বস্ত্র দ্বারা বাতি প্রস্তুত করিয়া তাহার ধূমপান করিতে হইবে। এই ধূমপানের পর জীবনীয়ঘৃত পান করিতে হয়।

মনঃশিলা, পলাশ, বনযমানী, বংশলোচন ও শুঁঠ ইহাদের পূর্ব্ববৎ বাতি প্রস্তুত করিয়া ধূমপান করিবে। এই ধূমপানের পর চিনির পানা, গুড়ের সরবৎ বা ইক্ষুরস পান করিতে হয়।

মনঃশিলা ও কাঁচা বটের ঝুরি পেষণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় পট্টবস্ত্রে লেপন করিবে; পরে তাহাতে ঘৃত মাখাইয়া তাহার বাতির ধূমপান করিবে। এই ধূমপানের পর তিত্তিরি মাংসের রস পান করিবে।

কাসরোগে পথ্যাপথ্য—স্বেদ, বিরেচন, বমন, ধূমপান, সমভাবে ভোজন, শালি-তণ্ডুল, গম, শ্যামাতৃণের চাউল, যব, কোদধান, আলকুশী, মাষকলাই, মুগ ও কুলথ কলাইয়ের যুষ; গ্রাম্য, জলচর, আনূপ ও ধন্বদেশজাত মাংস, মদ্য, পুরাতনঘৃত, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, বেতোশাক, কাকমাচীশাক, বেগুন, কচিমূলা, কণ্টকারী, কালকাসুন্দা, জীবন্তী ও সুষিণাশাক, দ্রাক্ষা, তেলাকুচা, মাতুলুঙ্গ, পদ্মমূল, বসাক, ছোটএলাইচ, গোমূত্র, লশুন, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, উষ্ণজল, মধু, খই, দিবানিদ্রা এবং লঘু অন্নপান কাসরোগে হিতকর।

তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য, দুগ্ধ, ইক্ষুরস ও গুড়জাত ভক্ষ্য সমূহ

পিচকারী, নস্য, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, দন্তঘর্ষণ, রৌদ্রাদি-সন্তাপ, দুষ্টবায়ু, বনপথে গমন, মূত্র ও মলবমনাদির বেগধারণ, মৎস্য, আলু প্রভৃতি কন্দ, সর্ষপ, লাউ, পুদিনা, দুষ্ট জলপান এবং বিরুদ্ধ, গুরুপাক ও শীতল অন্নপানাদি কাসরোগে অহিতকর। (পথ্যাপ° স°।)

এলোপাথীমতে—কডলিভার (মাছের) তৈল ৫ হইতে ৬০ ফোঁটা পর্য্যন্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে কাস নিবারণ হইয়া রোগী বলবান্ থাকে।

হোমিওপাথীমতে—টিঞ্চর ব্রাইয়োনিয়া কাসের মহৌষধ। উহা ৫ হইতে ১০ ফোঁটা আধ ছটাক জল দিয়া সেবন করিলে ভয়ানক কাসও আরাম হয়।

আকড়কড়া ও বচ সর্ব্বদা মুখে রাখিলে সামান্য কাস ভাল হয়। সর্ব্বদা গঁদ চুষিলেও কাসে অনেক উপকার দর্শে।

যক্ষ্মা, ক্ষয়কাস ও ক্ষীণকাস রোগীর অমঙ্গলের কারণ। [যক্ষ্মা দেখ।]

৪ হাঁচি। ৫ ইন্দুরবিশেষ। ৬ ঋষিবিশেষ।

কাশক (পুং) কাশতে দীপ্যতে, কাশ কর্ত্তরি ণ্বুল্। কাশ, কেশে নামক তৃণবিশেষ। ২ সুহোত্রের পুত্র; ইহার অপর নাম কাশি।

("কাশকশ্চ মহাসত্ত্বস্তথা গৃৎসমতির্নৃপঃ।" হরিবংশ ৩২ অঃ।)

৩ (ত্রি) প্রকাশযুক্ত, প্রদীপ্ত।

কাশকৃৎস্ন (পুং) ঋষিবিশেষ, ইনিও একজন আদিশাব্দিক ঋষিদিগের অন্তর্ভূত।

("ইন্দ্রচন্দ্রকাশকৃৎস্নাপিশলিশাকটায়নাঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ॥" কবিকল্পদ্রুম।)

কাশকৃৎস্নক (ত্রি) কাশকৃৎস্নেন নির্ব্বৃত্তম্, কাশকৃৎস্ন-বুঞ্। কাশকৃৎস্ন কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত।

কাশজ (ত্রি) কাশে জায়তে, কাশ-জন্-ড। কাশ হইতে উৎপন্ন।

কাশন্দ (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Cassia esculenta) [কাশমর্দ্দ দেখ।]

কাশন্দি (দেশজ) চাট্নিবিশেষ, আচার। কাঁচা আম, সরিষা, তৈল ও লবণ দ্বারা এই চাট্নি প্রস্তুত করিতে হয়।

কাশপরী (স্ত্রী) কাশঃ পরো যস্যাঃ ঙীষ্। কাশাবৃত নদীবিশেষ।

কাশপরেয় (ত্রি) কাশপর্য্যো ভবঃ, কাশপরী-ঢক্। কাশপরী নদী হইতে উৎপন্ন।

কাশপুর, আসামের অন্তর্গত কাছাড় জেলার একটি গ্রাম, বরাইল নামক গিরিশ্রেণীর দক্ষিণদিকে যে একটি শাখা আছে, তাহারই মধ্যে কাশপুর অবস্থিত। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে এই স্থান 'খশপুর', 'কুশপুর' ও 'খাসপুর' নামে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে কাছাড়রাজগণের রাজভবন ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। কাছাড়রাজাদিগের সময়ে এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল।

কাশপৌণ্ড্র (পুং) কাশপ্রধানঃ পৌণ্ড্রঃ, মধ্যলো°। জনপদবিশেষ।

("কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা।" ভারত কর্ণ ৪৬ অঃ।)

কাশফরী (স্ত্রী) কাশপরী নদী।

কাশফরেয় (ত্রি) কাশফর্য্যো ভবঃ, কাশফরী-ঢক্। কাশফরী নদী হইতে উৎপন্ন।

কাশময় (ত্রি) কাশেন প্রচুরস্তদ্বিকারো বা, কাশ-ময়ট্। ১ অধিক কাশবিশিষ্ট স্থানাদি। ২ কাশতৃণনির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

("কুশকাশময়ং বর্হিরাস্তীর্য্য ভগবান্ মনুঃ।" ভাগবত ৩।২।২০।৭)

কাশমর্দ্দ (পুং) কাশং মৃদ্নাতি উপশময়তি, কাশ-মৃদ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, কাসুন্দে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—অরিমর্দ্দ, কাসমর্দ্দ, কাসারি, কাসমর্দ্দক, কাল, কনক, জরণ ও দীপন। [কালকাসুন্দা দেখ।]

কাশমর্দ্দন (পুং) কাশং মৃদ্নাতি, কাশ-মৃদ্ কর্ত্তরি ল্যু। কাশমর্দ্দ, কালকাসুন্দা।

কাশয় (পুং) কাশিরাজের পুত্র।

("কাশেস্তু কাশয়ো রাজন্।" হরিবংশ ৩২ অঃ।)

কাশা (স্ত্রী) কাশতে ইতি কাশ-অচ্-টাপ্। কাশতৃণ। [কাশ দেখ।]

কাশাল্মলি (স্ত্রী) কুৎসিতা শাল্মলিঃ, কোঃ কাদেশঃ। কূটশাল্মলিবৃক্ষ।

কাশি (স্ত্রী) কাশ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭)। ১ কাশী। ২ (পুং, নিত্য বহুবচনান্ত) কাশী নগরোপলক্ষিত দেশবিশেষ।

("অত ঊর্দ্ধং জনপদান্নিবোধ গদতো মম।
বোধা মদ্রাঃ কলিঙ্গাশ্চ কাশয়োঽপরকাশয়ঃ॥" ভার° ৬।৯।৪১)।

৩ মুষ্টি। ৪ (পুং) সূর্য্য। ৫ (ত্রি) প্রকাশিত।

কাশিক (ত্রি) কাশেরিদম্, কাশিষু ভবো বা, কাশি-ঠঞ্ ঞিঠ্ বা। ১ কাশিসম্বন্ধীয়। ২ কাশিজাত।

কাশিকন্যা (স্ত্রী) কাশিবাসিনী কন্যা, মধ্যলো°। ১ কাশিবাসিনী কুমারী; কাশীতীর্থে গিয়া ইহাদিগকে পূজা ও ভোজন করাইবার বিধি আছে। ২ কাশিরাজের কন্যা।

কাশিকা (স্ত্রী) কাশি স্বার্থে কন্-টাপ্, যদ্বা কাশয়তি প্রকাশয়তি জ্ঞানং ভক্তানাম্, কাশ-ণিচ্-ণ্বুল্-টাপ্ ইত্বম্। ১ কাশী। ২ যেখানে মনের নিবৃত্তি হয়, পরমশান্তি লাভ করা যায়, এইরূপ তীর্থশ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা ও জ্ঞানপ্রবাহরূপ নির্ম্মল গঙ্গা-বিশিষ্ট আপনার বুদ্ধির নাম কাশিকা।

("মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা বৈ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলা হি গঙ্গা
সা কাশিকাহহং নিজবোধরূপঃ॥")

৩ জয়াদিত্য ও বামনকৃতপাণিনিবৃত্তিবিশেষ।

কাশিকাপ্রিয় (পুং) কাশিকা প্রিয়া যস্য, কাশিকায়াঃ প্রিয়ো বা। কাশিরাজ দিবোদাস।

কাশিকাবৃত্তি (স্ত্রী) পাণিনি ব্যাকরণের ব্যাখ্যাগ্রন্থবিশেষ। এই বৃত্তির গ্রন্থকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়। কাহারও মতে জয়াদিত্য ১ম চারি অধ্যায় ও বামন শেষ চারি অধ্যায় রচনা করেন। আবার কোন কোন প্রাচীন হস্তলিপিতে ১ম চারি অধ্যায়ের পুষ্পিকায় 'বামন-কাশিকা' লিখিত হইয়াছে। কোন কোন হস্তলিপির সমাপ্তি পুষ্পিকায় দেখা যায়—"পরমোপাধ্যায়বামনকৃতায়াং কাশিকায়াং বৃত্তৌ" ইত্যাদি।

ভট্টোজিদীক্ষিত, রায়মুকুট, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা কাশিকা হইতে বিস্তর প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতেও গোলযোগ। অমরকোষে 'শর্করা' শব্দ সাধিবার কালে রায়মুকুট জয়াদিত্যের নামে (পা ৫।২।১০৫ সূত্রের) কাশিকাবৃত্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার 'পাণ্ডুর' শব্দ সাধিবার কালে 'নগাঙ্গে' এই বার্ত্তিকসূত্রে (৫।২।১০৭।) ভাষাবৃত্তিকারের প্রতিবাদ হইতে জয়াদিত্যের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

ভট্টোজিদীক্ষিত পা ৫।৪।৪৩ সূত্রের বৃত্তিকালে জয়াদিত্যের মত এবং ৭।১।১০ সূত্রের বৃত্তিতে বামনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ রায়মুকুট 'অপ্সরস্' শব্দ সাধিবার কালে ৮।৪।৪৮ সূত্রের বামনকাশিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ধাতুবৃত্তিতে জয়াদিত্য ও বামনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার উদ্ধৃত জয়াদিত্যের মত পা ৩।২।৫৯ সূত্রের কাশিকায় এবং বামনের মত ৮।২।৩০ সূত্রের কাশিকায় দৃষ্ট হয়।

এখন দেখা যাইতেছে, ভট্টোজিদীক্ষিত, রায়মুকুট ও মাধবাচার্য্যের মতে ৩ হইতে ৫ম অধ্যায় জয়াদিত্য এবং ৭ম ও ৮ম অধ্যায় বামন কর্ত্তৃক বিরচিত।

রাজতরঙ্গিণীতে জয়াদিত্য কাশ্মীরের একজন বিদ্বোৎসাহী রাজা এবং বামন তাঁহারই মন্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যথা—

"দেশান্তরাদাগময্য ব্যাচক্ষাণঃ ক্ষমাপতিঃ।
প্রাবর্ত্তয়ত বিচ্ছিন্নং মহাভাষ্যং স্বমণ্ডলে॥ ৪৪৮॥
ক্ষীরাভিধাচ্ছব্দবিদ্যোপাধ্যায়াৎ সংভৃতশ্রুতঃ।
বুধৈঃ সহ যযৌ বৃদ্ধিং স জয়াপীড়পণ্ডিতঃ॥ ৪৮৯॥
বিদ্বত্তয়া থক্রিয়াখ্যস্তেন স্বীকৃত্য বর্দ্ধিতঃ।
ভট্টোহভূদুদ্ভটস্তস্য ভূমিভর্ত্তুঃ সভাপতিঃ॥ ৪৯৪॥
স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্॥ ৪৯৫॥
মনোরথঃ শঙ্খদত্তশ্চটকঃ সান্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ॥ ৪৯৬॥"

৪র্থ তরঙ্গ।

রাজা জয়াদিত্য নানা দেশ হইতে পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে মহাভাষ্যসংগ্রহে নিযুক্ত করেন। তিনি শব্দশাস্ত্রবিদ্ ক্ষীরস্বামীর নিকট* ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। থক্রিয় প্রধান পণ্ডিত ও উদ্ভটভট্ট তাঁহার সভা-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'কুট্টনীমত' প্রণেতা দামোদরগুপ্ত কবিকে প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন। মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান্ প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। বামন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার অমাত্য ছিলেন।

কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ৬৬৭ শকে সিংহাসনারোহণ করেন।

[কাশ্মীর ও কায়স্থ শব্দ ৫৪৪ পৃঃ দেখ।]

অধ্যাপক মোক্ষমূলর-মতে "কাশিকাকার জয়াদিত্য একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি কাশ্মীররাজ জয়াদিত্যের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। চীনপরিব্রাজক ইৎসিং ৬৯০ খৃষ্টাব্দে (৬১২ শকে) চীনভাষায় 'দক্ষিণ সমুদ্রযাত্রা' পুস্তকে জয়াদিত্য-বিরচিত 'বৃত্তিসূত্রে'র উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিং-এর বিবরণ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ৬৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পাণিনিবৃত্তিকার জয়াদিত্যের মৃত্যু হয়†।"

এখানে চীনপরিব্রাজকের বিবরণ কতদূর সম্ভব ও তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাবকাল কতদূর ঠিক, তাহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায় না। এরূপ স্থলে রাজতরঙ্গিণী বর্ণিত ঘটনার উপর নির্ভর করিলে নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। তবে কথা হইতেছে, যদি কাশ্মীররাজ জয়াপীড় কাশিকাবৃত্তি রচনা করিয়া থাকেন, তবে কহ্লণ পণ্ডিত তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই কেন? সম্ভবতঃ রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে যৌবনকালে জয়াদিত্য কর্ত্তৃক

* ক্ষীরস্বামী অমরকোষের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

† Max Muller's India, what can it teach us? P. 342-346.

কাশিকাবৃত্তি রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ, রাজা হইবার পূর্ব্বে জয়াদিত্য সম্বন্ধে কোন কথা কহ্লণ লিখিয়া যান নাই। জয়াদিত্য নিজে একজন বৈয়াকরণ ও মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারই সময়ে মহাভাষ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। বামন তাঁহার একজন সচিব। এই সময় ললিতাদিত্যের অমাত্য লক্ষ্মণের পুত্র হেলরাজ বাক্যপদীয়বৃত্তি রচনা করেন। বাস্তবিক জয়াদিত্যের রাজত্বের সময়ে পাণিনিব্যাকরণ বিশেষ আদৃত হইয়াছিল; তাহা তৎসাময়িক কাশ্মীর-ইতিহাস-পাঠে জানা যায়।

জয়াদিত্য কাশিকাবৃত্তির ১ম পাঁচ অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার মন্ত্রী বামন অবশিষ্ট ৩ অধ্যায় লিখিয়া সম্পূর্ণ করেন।

কাশিকাবৃত্তিপ্রকাশক পণ্ডিত বালশাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "কাশিকারচয়িতা জৈন বা বৌদ্ধ ছিলেন। এই জন্য অমরকোষের ন্যায় কাশিকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ লিখিত হয় নাই। কাশিকাকার অনেকস্থলে পাণিনিসূত্রের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; ব্রাহ্মণ হইলে একপ করিতে সাহসী হইতেন না। পা ১।৩।৩৬ সূত্রে নীঙ্ ধাতুর আত্মনেপদে সম্মানার্থে কাশিকাকার 'চার্ব্বগণ্যমানে অর্থাৎ লোকায়ত কর্ত্তৃক সম্মানিতে" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এখানে (বালশাস্ত্রীর মতে) চার্ব্ব (চার্ব্বাক?) লোকায়ত কর্ত্তৃক সম্মানিত বুদ্ধ। ধর্ম্মানুরাগী স্বধর্ম্ম-প্রতিপাদ্য গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত করেন, কখন চার্ব্বাকমত গ্রহণ করেন না।"

কাশিকাপ্রকাশের মত, যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। কাশিকাকার অনেকস্থলে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র হইতে প্রমাণসংগ্রহ করিয়াছেন, কেবল একস্থলে "চার্ব্ব" ও 'লোকায়ত' শব্দের উল্লেখ দেখিয়া বৃত্তিকারকে জৈন বা বৌদ্ধ বলা যায় না। [পাণিনি, পতঞ্জলি, চার্ব্বাক ও লোকায়ত শব্দ দেখ।] জয়াদিত্য একজন পরম হিন্দু ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, তিনি বিপুলকেশব নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। (১)। [বামন দেখ।] কাশিকাবৃত্তির বিভিন্ন সময়ে রচিত কয়েকখানি টীকা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রসিদ্ধ —উপমন্যু-বিরচিত "তত্ত্ববিমর্শিনী" জিনেন্দ্রবুদ্ধি-বিরচিত কাশিকাবৃত্তিবিবরণপঞ্জিকা," মৈত্রেয়রক্ষিতকৃত 'তন্ত্রপ্রদীপ', হরদত্তরচিত "পদমঞ্জরী" ইত্যাদি।

(১) "হতে জজ্জে জয়াপীড়ঃ প্রত্যাবৃত্ত্য নিজাং শ্রিয়ম্।
জগ্রাহ দোষ্ণা ভূভারং কৃত্যেন চ সতাং মনঃ ॥
রাজা মহ্লাণপুরকৃচ্ছক্রে বিপুলকেশবম্।"
রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৮২, ৪৮৪।

কাশিজোড়া, বঙ্গদেশের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২২° ১৭′ ২০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৭° ২২′ ৪৫″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে মছলন্দ মাদুর প্রস্তুত হয়।

কাশিনগর (ক্লী) কাশিরের নগরম্। কাশী।

কাশিনাথ (পুং) কাশেঃ কাশী তীর্থস্য নগরস্য বা নাথঃ ৬তৎ। ১ মহাদেব। ২ কাশীরাজ, দিবোদাস প্রভৃতি।

কাশিপ (পুং) কাশিং কাশীপুরীং কাশিদেশং বা পাতি রক্ষতি, কাশি-পা-ক। ১ মহাদেব। ২ কাশির রাজা।

কাশিপতি (পুং) কাশেঃ পতিঃ ৬তৎ। ১ মহাদেব। ২ কাশিরাজ দিবোদাস প্রভৃতি।

কাশিপুর, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের তরাই প্রদেশের পশ্চিম বিভাগের একটী তহসীল। ইহার পার্ব্বত্য ভূমি আদ্র, অধিকাংশ জঙ্গলপূর্ণ—মধ্যে মধ্যে তৃণপূর্ণ প্রশস্ত ভূখণ্ড। স্থানে স্থানে শস্যাদিও জন্মিয়া থাকে। ইহার পরিমাণ ১৮৮ বর্গমাইল, কিন্তু তন্মধ্যে ৮৯ মাইল পরিমিত ভূখণ্ডে শস্য জন্মে। লোকসংখ্যা ৭৭৯৭০। তহসীলের মধ্যে একটী ফৌজদারী আদালত ও ২ দুইটী থানা আছে। এই তহসীলের প্রধান নগর কাশিপুর। ইহা মোরাদাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ; অক্ষা° ২৯°১৩′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮°৫৯′৫৯″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৪৬৬৭। প্রাচীনকাল হইতে এই নগর প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ স্থানে স্থানে বাহির হইয়াছে। ইহা নাইনিতাল হইতে ২২ ক্রোশ। একটী মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। ১৬৩৮—১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশীনাথ অধিকারী নামক একব্যক্তি এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নাম হইতে নগরের নাম কাশিপুর হইয়াছে। এই স্থানে পূর্ব্বে চারিটি গ্রাম ছিল। তাহারই একটিতে উজ্জয়িনী দেবীর মন্দির আছে। বর্ত্তমান কাশিপুরের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর পুরাতন দুর্গ ছিল। চীনপরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে গোবিশন নগরের কথার উল্লেখ আছে, প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, তাহা এখানেই অবস্থিত ছিল। এখনও এখানে স্থানে স্থানে উপবন, সরোবর ও পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রোণসাগর নামক যে সরোবর আছে, তাহা না কি মহাভারতোক্ত দ্রোণাচার্য্যের জন্য পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক উৎখাত হয়। এই সরোবর সমচতুষ্কোণ, এক এক দিক্ চারিশত হস্ত দীর্ঘ হইবে। যাহারা বদরিকাশ্রমতীর্থে গমন করে, তাহারা এই সরোবরে স্নান করিয়া তবে যাত্রা করিয়া থাকে। সরোবরকূলে অনেকগুলি সতীস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রোণসাগরের পশ্চিমকূলে কয়েকটী ছোট ছোট মন্দির আছে। দুর্গটী

অতি বড় বড় ইষ্টকে নির্ম্মিত। ইষ্টকগুলি ১৫ ইঞ্চি লম্বা, ১৯ ইঞ্চি প্রশস্ত ও ২॥ ইঞ্চি স্থূল। অতি প্রাচীনকালেই এরূপ ইষ্টক নির্ম্মিত হইত, এখন আর এরূপ ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্গপার্শ্বস্থ ভূমি হইতে প্রায় ২০ হস্ত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এক্ষণে দুর্গের ভগ্নাবশেষগুলি জঙ্গলে পরিপূর্ণ, পূর্ব্বদিক্‌ ব্যতীত তিনদিকে একটী গড়খাই রহিয়াছে। উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম এই দুইদিকে দুই স্থানে দুইটী প্রবেশদ্বারের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুর্গের ৪০০ হস্ত পূর্ব্বে জ্বালাদেবী বা উজ্জয়িনী দেবীর মন্দির। ছোট ছোট মন্দিরগুলিতে নাগনাথ, ভূতেশ্বর, মুক্তেশ্বর ও যজ্ঞেশ্বরের মূর্ত্তি রহিয়াছে। এগুলি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। পুরাতন মন্দিরগুলি প্রায় মৃত্তিকাস্তূপের উপর নির্ম্মিত। এরূপ স্তূপ অনেক আছে। তন্মধ্যে দুর্গের উত্তরদিকে প্রাচীরের ভিতর একটী প্রকাণ্ড স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহাকে 'ভীমের' গদা বলিয়া থাকে। জ্বালাদেবীর মন্দিরের পূর্ব্বদিকে যে স্তূপ আছে, তাহাকে রামগিরি-গোসাঁইকা টিলা অর্থাৎ রামগিরি গোস্বামীর স্তূপ বলিয়া থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নন্দরাম নামক এক ব্যক্তি কাশিপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি সেই সময় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শিবলালের রাজত্বকালে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে কাশিপুর ইংরাজ-অধিকারে আইসে। ইংরাজেরা কাশিপুরের রাজা শিবরাজসিংহকে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দিয়া রাখিয়াছেন।

এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এখানে মোটা রকম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হয়।

কাশিপুর, বঙ্গের ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভাগিরথীতীরে অবস্থিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একখানি গণ্ডগ্রাম। এখানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গোলাগুলির কারখানা আছে।

কাশিপুরী (স্ত্রী) কাশিদেশীয়পুরী মধ্যলো°। কাশী, বারাণসী। (ভারত অনুশাসন ১৬৮ অঃ)।

কাশিপ্রসাদ ঘোষ, ইনি কলিকাতার এক বিখ্যাত জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺শিবপ্রসাদ ঘোষ। ইঁহাদের আদিনিবাস—হুগলীজেলার অন্তর্গত হাবড়ার নিকটবর্ত্তী পৈতাল গ্রাম। ইঁহার পিতামহ তুলসীরাম ঘোষ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে খাজাঞ্চী ছিলেন। এই কর্ম্মে থাকিয়াই তুলসীরাম প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন।

তুলসীরাম শেষদশায় চাকরি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় শ্যামবাজারে বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া সপরিবারে তথায় আসিয়া বাস করেন। তুলসীরামের দুই পুত্র ছিল—শিবপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ শিবপ্রসাদের দুই পত্নী, জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভেরই বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী অসাধারণ গুণবিশিষ্ট সন্তান কাশিপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।

১২১৬ সালে ২২এ শ্রাবণ শনিবার ইংরাজী ৫ই আগষ্ট ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরে ৺রামনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারীর বাটীতে কাশিপ্রসাদের জন্ম হয়। রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী কাশিপ্রসাদের মাতামহ ছিলেন। কাশিপ্রসাদ (অকালে) সপ্তমমাসে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকালে তিনি প্রায়ই মাতুলালয়ে থাকিতেন, কাজেই অতিশয় আদুরে হইয়া পড়েন। ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার অক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত লেখাপড়া হইয়াছিল মাত্র। এই বার বৎসর বয়সে তিনি একদিন লেখাপড়ার জন্য পিতার নিকট তিরস্কৃত হন। এই তিরস্কারে তাঁহার মনে বড় ধিক্কার জন্মে। তিনি ভাবিলেন যে, যদি লেখা পড়াই শিখিতে হয়, তাহা হইলে বাড়ীতে থাকিয়া আমার লেখা পড়া হইবে না; কারণ বাড়ীতে নানাবিষয়ে মন বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার মাতামহকে এবিষয় জানাইলেন। রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী জামাতাকে অনুরোধ করিয়া কাশিপ্রসাদের জন্য তখনকার হিন্দুকালেজে একবারে ৩০০৲ শত টাকা জমা দেওয়াইলেন; এই জমা দেওয়াতে কাশিপ্রসাদ অবৈতনিক ছাত্ররূপে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর কালেজে ৭ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩ বৎসরের মধ্যে কাশিপ্রসাদ ঈশ্বরের কৃপায় অসাধারণ মেধা ও শক্তিবলে প্রথম সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠিলেন। এই শ্রেণীতে তিনি আর ৩ বৎসর থাকিয়া অপরিসীম যত্ন ও অধ্যবসায়গুণে লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তিনি প্রথমশ্রেণীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালক বলিয়া গণ্য হন ও প্রতিবৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাইতেন। ১৮২৭ সালের শেষভাগে অধ্যাপক এচ্‌ এচ্‌ উইলসন্‌ (ইনি তখন উক্ত কালেজের পরিদর্শক ছিলেন) আসিয়া প্রথমশ্রেণীর বালকদিগকে ইংরাজীতে পদ্য লিখিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। প্রথমশ্রেণীর বালকগণের মধ্যে এক মাত্র কাশিপ্রসাদই ইংরাজীতে পদ্যরচনায় কৃতকার্য্য হন। ইঁহার প্রথম ইংরাজী পদ্য "The young poet's first attempt" * ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে লিখিত হয়।

* কাশিপ্রসাদের যে সকল ইংরাজী পদ্য ছাপা দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে ইহা নাই; কারণ, কাশিপ্রসাদ নিজে ইহা মুদ্রিত করিয়া যান নাই। তাঁহার নিজের লিখিত তাঁহারই একখানি জীবনী আছে, তাহাতে এই পদ্যটি দৃষ্ট হয়।

তাঁহার পাঠশালায় লিখিত পদ্যের মধ্যে "Hope" নামক পদ্যটি কেবল মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় অধ্যাপক উইলসন প্রথমশ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজী পদ্য লিখিতে প্রবর্ত্তিত করেন, সেই সময়ে বার্ষিক পরীক্ষার কাল নিকটবর্ত্তী হওয়ায় রচনার পরীক্ষাস্বরূপ কোন একখানি ইংরাজী পুস্তকের সমালোচনা লিখিতে আদেশ দেওয়া হয়। কাশিপ্রসাদের তখন পূর্ণ সপ্তদশ বৎসর বয়স; তিনি মিলের লিখিত History of British India র (ভারত-ইতিহাস) প্রথম চারি পরিচ্ছেদের সমালোচনা করিয়া ইংরাজীতে একটী প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধটি এত যুক্তিপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, ইহার একাংশ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ও তৎপরে এসিয়াটিক জর্ণালে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে কাশিপ্রসাদ কালেজ হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন।

তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কালেজ ছাড়িয়া তখনকার সাময়িকপত্রে ইংরাজীতে পদ্যাদি লিখিতেন। এই সকল পদ্যে তিনি যত সহজ কথায়, অল্পের মধ্যে এদেশীয় ভাবগুলি ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহার কবিত্বশক্তি ও বৈদেশিকভাষায় ব্যুৎপত্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার সমসাময়িক লোকেরাও (রাজা রাধাকান্ত দেব, ডেভিড্ হেয়ার, অধ্যাপক উইলসন্ প্রভৃতি) এই সকল কবিতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেন। খণ্ড কবিতাদি প্রকাশ করিয়া আশাতীত সুখ্যাতি লাভ করিয়া, কাশিপ্রসাদ ৩ অধ্যায়ে "The Shair" নামে ইংরাজীপদ্যে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি সুন্দর ইংরাজী তালমান-সঙ্গত সঙ্গীতও আছে। "সায়ের" পারসী শব্দ, ইহার অর্থ সন্ন্যাসী গায়ক। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি তখনকার গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিককে উপহার প্রদত্ত হয়। প্রথমে কাব্যখানির নাম হইয়াছিল "The Minstrel" কিন্তু অনেকে ইহাকে ইংরাজীর অনুকরণ বোধে আদর করিবে না ভাবিয়া কবি নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার অধিকাংশ পদ্য রচিত হয়।

"সায়ের" কাব্যের আরম্ভে কবি কাশিপ্রসাদ যেরূপ বাণীস্তুতি ও বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। নিম্নে "সায়ের" কাব্যের মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত হইল *,—

"Harp of my Country! Pride of my yore!
Whose sweetest notes are heard no more!
O! give me once to touch thy strings.
Where tuneful sweetness ever clings,
Though hands that far superior were,
Once wake the sleeping sweetness there;
Yet if my scanty can make,
One note, however faint, awake,
My weak endeavour will not be
In vain—'tis all I wish from thee.

Unskilled, I strive to oar on wings
Of various wild imaginings,
Although my weary nerve I strain,
Yet find my labour end in vain;
My feeble limbs can scarcely keep
My flight unskilled through airy deep,
Prone to the earth I fall and vain
I try to rise on high again.
Still, as by every effort new
The bird doth vigour fresh attain
Its course Aëriel to pursue;—
I strive to fly that I may gain
Perchance, by each attempt new strength
And safely soar on high at length."

"সায়ের" কাব্যের মধ্যাংশ হেনরি মেরেডিথ পার্কারকে উপহার দেওয়া হয়। ইহাতে সন্ধ্যাবর্ণনাটী অতি সুন্দর;—

"'Tis evening—to the western heaven,
His golden car, the sun has driven;
And to the Ganges' waters bright,
Weary directs his homeward flight.
Hail, brightest ornament of day!
Resplendent gem of ruby ray!
How rich with many a glittering hue
Of gold and purple, red and blue,
You flaming orb of heaven doth shine,
Made by thy parting ray divine!
How bright beneath thy various beam.
Wanders the sacred Ganges' stream!
But lo! beneath the waters now,
To rest from labour sinkest thou.
Bereft of them, so famed in lays,
The lotus of the ancient days
Upon the holy wave behold,
Begins its petals now to fold.
The pale hue of dejectedness,
Its dropping head doth now express;
And darkness growing in the rear,
Bereft of thee doth eve appear;
As if, in widowhoods despair.
A maiden rushed with loosened hair."

উপরের এই উদ্ধৃত অংশদ্বয় হইতেই কবি কাশিপ্রসাদের কবিত্ব, ভাবুকতা ও বিদেশীয় ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অতি সহজেই বুঝা যায়।

* এই গ্রন্থ এখন সাধারণের অপ্রাপ্য।

কাশিপ্রসাদ "The Hindu Festivals" নামে আর একখানি কাব্য রচনা করেন; তাহাতে ইংরাজীপদ্যে দশহরা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, কোজাগর-পূর্ণিমা, শ্যামাপূজা, কার্ত্তিকপূজা, রাসযাত্রা, শ্রীপঞ্চমী, দোলযাত্রা, চড়ক ও অক্ষয়তৃতীয়ার ইতিহাস এবং উৎসব বর্ণিত হইয়াছে। এই পদ্যগুলিতে যেমন সংক্ষেপে বিষয়গুলির প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার রচনাও স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট হইয়াছে; কতকগুলির স্থানে স্থানে বেশ পরিস্ফুট পরিহাস-রসও (Humour) আছে। এই কোষকাব্যখানির রচনাসম্বন্ধে কবি লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক সময় তাঁহার কোন একজন পরম মিত্র তাঁহার পদ্যগুলি ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহারই সহিত কথায় কথায় এই বিষয়ে কথা উঠে; তিনি বলিলেন যে, কতকগুলি দেশীয় বিষয়, দেশীয় ভাব বজায় রাখিয়া ইংরাজীপদ্যে লেখা আবশ্যক। সে সময় অন্য কোন গুরুতর বিষয় লিখিবার উপযুক্ত না থাকায় কাশিপ্রসাদ এক একটি হিন্দু-উৎসব লইয়া ৬। ৭। ৮। ৯। ১০টি কবিতায় (Stanza) এক একটি পদ্য রচনা করেন। ইহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে Calcutta Literary Gazetteএ প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন "সায়ের" ছাপা হয়, তখন তাহার সহিত প্রকাশিত হয়।

ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা হইতে নিম্নে দাঁড়ী-মাঝির একটি গান উদ্ধৃত হইল। বাঙ্গালার মাঝিরা নৌকা বাহিবার সময় সকলে মিলিয়া এক প্রকার গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে "সারিগান" বলে। সারিগানে দেবস্তুতি ও গঙ্গাস্তুতি থাকে, অশ্লীল অকথ্য রসিকতাও থাকে। গানটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Gold river! Gold river! how gallantly now,
Our bark on thy bright breast is lifting her prow.
In pride of her beauty how swiftly she flies;
Like a white-winged spirit thro' topaz-paved skies.
Gold river! Gold river! thy bosom is calm,
And o'er thee the breezes are shedding their balm
And nature beholds her fair features pourtrayed;
In the glass of thy bosom serenely displayed.
Gold river! Gold river! the sun to thy waves.
Is fleeting to rest in thy cool coral caves;
And thence, with his tiar of light in the morn,
He will rise, and the skies with his glory adorn.
Gold river! Gold river! how bright is the beam,
That lightens and crimsons thy soft-flowing stream;
Whose waters beneath make a musical clashing
Whose waves as thy breast in their brightness are flashing.
Gold river! Gold river! the moon will soon grace
The hale of the stars with her light-shading face;
The wandering planets will over thee throng;
And seraphs will waken thin music and song.
Gold river! Gold river! our brief course is done,
And safe in the city our home we have won.
And as the bright sun now dropped from our view
So Ganga! we bid thee a cheerful adieu."

এই গীতটি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত হয়। কাপ্তেন রিচার্ডসন্ তাঁহার "Selections from the British Poets" নামক কবিতাসংগ্রহে কবি কাশিপ্রসাদের অতুল ক্ষমতার অশেষ সুখ্যাতি করিয়া এই গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন *।

যাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বিদেশী বিজ্ঞ কাপ্তেন রিচার্ডসন স্বদেশী কবিগণকেও হীনপ্রভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তিনি যে কত প্রশংসার যোগ্য তাহা কে বলিবে! বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ একজন লোক ছিল, কয়জন বাঙ্গালী তাহা জানে? কিন্তু গুণগ্রাহী বিদেশী পণ্ডিতেরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গালার এই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানটিকে আদর ও সম্মান করিয়া গিয়াছেন। অর্ম্মণ্ড এলিয়ট নামে একজন ইংরাজ "Views from India and China" নামক গ্রন্থে কলিকাতায় এতলোক থাকিতে কবি কাশিপ্রসাদের কার্ত্তিক-নিন্দিত, মদনোপম সুন্দরমূর্ত্তির ছবি প্রকাশ করিয়া তাঁহার অসাধারণ গুণের কথা মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন। "সায়ের" হইতে পার্কারের উপহারের কবিতার সন্ধ্যাবর্ণনা-টুকু স্বীয় পুস্তকে তুলিয়া তাহার সুখ্যাতি যেন দশমুখে করিয়াছেন।†

ইনি যে কেবল ইংরাজী পদ্যই লিখিতেন, তাহা নহে, ইংরাজী গদ্য রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল।

* "Let some of those narrow minded persons who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses not in a foreign language, but even in their own.'

Editor (Capt. Richardson) Nov. 1st, 1834.

† এলিয়ট সাহেব কবি কাশিপ্রসাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'In English, in which he expressed himself with so much strength, grace and facility, as fastly to excite the surprise and admiration of all who judge of the great difficulties to be encountered in composing poetry in a foreign language. His 'Shair' established the reputation of his in India and favourably noted in England. *The Boatmen's song to Ganga'* is perhaps the most beautiful of any productions from the same pen."

তিনি গদ্যে নিম্ন-লিখিত কয়েকখানি পুস্তক লিখেন—এগুলি বড় বৃহদাকারের নয়—

1. Memory of Indian Dynasties *containing* (a) *The Scindiah of Gowalior.* (b) *King of Lucknow.* (c *The Holkar of Indore.* (d) *The Nawab of Hydrabad.* (e) *The Gaekwar of Baroda,* (f) *The Bhonslah of Nagpore.* (g) *The Nawab of Bhopal.*
2. Sketches of Runjeet Singh.
3. „ of King of Oudh.
4. On Bengalee poetry.
5. On Bengalee Works and Writers.
6. The Vision—a tale (উপন্যাস)।

এতদ্ভিন্ন "The poems" নামে আর একখানি খণ্ডকাব্য লিখেন, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডকবিতা প্রকাশিত হয়। "The poems" ছাপা হইবার পর Mookerjee's magazineএ আরও কতকগুলি গদ্যে পদ্যে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি এখনও পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই।

১৮৪৫।৪৬ খৃষ্টাব্দে কবি কাশিপ্রসাদ "The Hindu Intelligencer' নাম দিয়া একখানি বৃহৎ সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। অতি দক্ষতার সহিত এই পত্রখানি ১২ বৎসর কাল চলিয়াছিল, শেষে সিপাহীবিদ্রোহের সময় সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে আইন পাশ হওয়ায় (১৮৫৮) বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে রাজনীতি ও সাহিত্যালোচনা যথেষ্ট হইত।

ইঁহার On Bengalee Works and Writers নামক পুস্তকে প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের (ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু ইত্যাদি) গ্রন্থাদি সমালোচিত হইয়াছে। সমালোচনাকালে বাঙ্গালায় উদ্ধৃত অংশ সকলের যেরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর, দেখিলে মন যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া পড়ে!

বিদ্যাসুন্দরে আছে ;—

"এবার মাসের মধ্যে বিষম ফাল্গুন,
মলয় পবনে জ্বলে মদন আগুন।
কোকিল ঝঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার,
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে কতেক প্রকার।"—

কবি কাশীপ্রসাদ অনুবাদ করিলেন :—

"Sweet is the *Phalguna*, every month above,
When southern breezes fan the fire of love,
When round her cooling notes the cuckoo flings
When in his humming tone black-bee sings,
And blighted plants of every kind display,
Reviving many a new born leaf and spray.'

"দেখি নগরের শোভা বাখানে সুন্দর।
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
সানবান্ধা চারিঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি॥
চারিপার্শ্বে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়া পবন॥
কুহু কুহু কোকিলা কোকিলগণ ডাকে।
গুণ গুণ গুঞ্জরে ভ্রমর ঝাঁকে ঝাঁকে।
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
রাজহংস রাজহংসী খেলিয়া বেড়ায়॥"

কবির অনুবাদ—

"The city's splendours struck *Sundara's* eyes,
And see ! a charming lake before him lies.
With brick-built places four for men to land ;
And on the banks four Siva's temples stand.
In rows the mendicants are seated there,
Besmeared with ashes, waving matted hair.
With groves of flowery plants the banks are bound,
Where *Malaya's* soft gale wafts odours round,
Where cuckoos sweetly sing their cooling song
And humming soft the bees unnumbered throng
Stirred by the breeze, the water's quivering stray
Where male and female swans together play."

"দেখিয়া সুন্দর হৃদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
জলেতে নিভায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ায়॥"

কবির অনুবাদ—

"As *Sundara* beheld it, instant chained,
With bonds of love his captive heart remained.
Then from his core he fetched a sigh as came,
Within his recollection *Vidya's* name,
'Tis said that waters perserve quenches fire,
But love's flame which doubly doth expire.
As waters like the lakes"—

সঙ্গীততরঙ্গের গানগুলি সমালোচনাস্থলে যে সকল সঙ্গীতের অনুবাদ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এখানে একটি গানের উত্তর সমেত অনুবাদ দেওয়া গেল—

"বিরহিণী হয়ে কর পবনের আরাধনা।
জল রিপুর সখারে এ আর কোন্ সাধনা॥
সহজে বিরহ হন,
প্রজ্বলিত হুতাশন,
আরো যে প্রবল হবে বুঝি রাখে তা জান না।

আমি যা বলি তা কর,
প্রবোধ সলিলে স্মর,
নিভিবে বিরহানল ঘুচিবে দাহ-যাতনা ॥"

কবির অনুবাদ—

"What dost thou invocate the gale ?
Thou who, thy absent love dost wail !
What callest thou on passions friend ?
How strange does this invoking tend !
Even in its nature, lonely love,
A highly blazing fire doth prove,
Which by the gale still more will grow.
Ah *Radha* ! this dost thou not know ?
Nay—do what thee I counsel—quench
The fire by cool persuasions drench—
And then when 'twill no longer be,
Thou from thy anguish shalt be free.'

ঐ গীতের উত্তর—

"বিরহ অনলে তনু হোলোত ভস্মরাশি,
তাই আবাধনারূপে সমীরণে সম্ভাসি,
যদি বায়ু সখা হয়্যা
এ ভস্ম কিঞ্চিৎ লয়্যা
দেয় শ্যামের শরীরে এই মনে অভিলাষী।"

কবির অনুবাদ—

"A heep of ashes soon will be
My frame by love's cremation ;
Wherefore upon the gale I call
By way of invocation,
That may it prove a friend to me
And some of the ashes bearing
Scatter it o'er my loved-one's form ;
This wish my heart's declaring."

এই অনুবাদগুলি যেমন মূলানুযায়ী তেমনই সুন্দর !

কাশিপ্রসাদের ইংরাজী রচনার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালী হইয়া মাতৃভাষায় কিছু লিখেন নাই, এমন নহে। তাঁহার রচিত তালমান-সুসঙ্গত প্রায় ২৫০। ৩০০ গীত আছে। এই গানগুলি নিধুর টপ্পার ন্যায় মধুর ও ভাব-পূর্ণ, তবে তখনকার সামাজিক অবস্থা অনুসারে ইহার অধিকাংশই আদিরসঘটিত পরকীয় প্রেম-বিষয়ক। যাহা হউক, নিম্নে তাঁহার কয়েকটি বাঙ্গালা গীত উদ্ধৃত হইল—

কালেংড়া—মধ্যমান।

এত কি যাতনা পীরিতে সহেরে।
যে জানে না প্রেম, সেই সহিতে কয় রে।
পীরিতি পরমধন, যতনে হয় রক্ষণ,
তারে কেন অযতন, বিরহে করে রে।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ধনি পীরিতের কি হয় রীতি এমন।
আপনি জ্বলে না, পরে করে জ্বালাতন।
যেমন দীপেরোপরে, পতঙ্গ পড়িয়ে মরে,
সে দীপ তাহার তরে ত্যজেনা জীবন॥

কালেংড়া—যৎ।

আসি বলে গেল, সে যে ফিরে না এলো,
হলো নিশি অবসান।
রজনী জাগিয়ে, সজনী কান্দিয়ে,
নয়ন অরুণ হলো সমান॥

খাম্বাজ—আড়া।

কি দোষ আমার আছে।
নয়ন ভুলিয়ে মন দিলে তার কাছে।
হেরেছি তারে কি ক্ষণে, সদা সশঙ্কিত মনে,
দারুণ বিরহাগুনে প্রাণ দহে পাছে॥

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

আঁখির মিলনে প্রাণ কেবল যাতনা।
মনের অনল তাতে শীতল হয় না।
হেরিলে বিধুবদন, বাড়ে আর আকিঞ্চন,
প্রবোধ মানে না মন, পুরে না বাসনা।

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রাণ গেলে প্রাণনাথ আসিবে কি বল সই।
জীবন রহিত হলে আসিলে কি ফল সই॥
প্রাণাধিক ভাবি যারে, প্রাণেরে সেই প্রহারে।
বুঝি প্রাণ তোষিবারে প্রাণ হত হল সই॥

দুইটী ঈশ্বর বিষয়ক গীত—

ভৈরবী—আড়া।

কি দিয়ে তুষিব তাঁরে বলে আপনার।
ফল ফুল যত দেখ সকলি তাঁহার॥
প্রচণ্ড প্রতাপী বীর, কীটের ক্ষুদ্র শরীর,
জীবনে, পতনে যিনি সদা নির্বিকার॥

ভৈরবী—আড়া।

তুমি জান তব ইচ্ছা বিশ্বের কারণ।
ইন্দ্রিয় গোচর নহে শাস্ত্রের অদরশন॥
উৎপত্তি পালন লয়, তোমার নিয়মে হয়,
কভু খণ্ডিবার নয় যতেক করি যতন॥

এরূপ ঈশ্বর-নির্ভরতা অতি ভক্তিমান্ মহদ্ব্যক্তিরই হইয়া থাকে। কবির ভক্তিযুক্ত হৃদয়ের প্রমাণ এই দুইটি গানে বেশ আছে।

সরস্বতীর স্তব।

বাহার—আড়া।

শ্বেত শতদলোপরে, শ্বেতাম্বর কলেবরে,
শ্বেতমালা গলোপরে, বিরাজে শ্বেতবরণী।

বেদাঙ্গ বেদান্ত তন্ত্র, নৃত্য গীত বাদ্য যন্ত্র,
সকলের মূলমন্ত্র, ব্রহ্মময়ী সনাতনী।
চন্দ্রণের কিবা শোভা, মধুলোভে মধুলোভা
লোহিত কমল ভ্রমে ধায়।
সারদা শুভবরদা, অজ্ঞানের জ্ঞানপ্রদা,
বিধাতার ধ্যের সদা, বেদমাতা নারায়ণী।

ইনি সাধারণ হিতকর কার্য্যেও মিশিতেন। তথনকার ইংরাজী ফৌজদারী আদালতে ইনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির "জষ্টিস অফ্ দি পিস্" ছিলেন।

১২৮০ সালের ২৭ কার্ত্তিক (ইং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ ১১ই নভেম্বরে) কলিকাতাস্থ হেদুয়ার বাড়ীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কাশীরামদেব (কাশীরাম)—ইনি কাশীরাম দাস নামেই প্রসিদ্ধ। ইঁহারই কৃপায় বাঙ্গালার মুদী হইতে লক্ষপতি ধনী পর্য্যন্ত সমানে, সহজে, সুলভে ব্যাসদেবের অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত পঞ্চমবেদ মহাভারতের ভাষা-কথা পড়িয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছে এবং হইতেছে।

ইঁহার জীবনীসম্বন্ধে কিছু অবগত হওয়া বড় দুরূহ ব্যাপার। এ পর্য্যন্ত ইঁহার জীবনীসম্বন্ধে যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাও সন্দেহ-শূন্য বা তর্ক-শূন্য নহে।

ইঁহার মহাভারত পাঠ করিয়া ইঁহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়টি বিষয় জানা যায় * ;—

(ক) আদিপর্ব্বের উপসংহারকালে—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র সুধাকর নামে॥
তনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণকান্ত পিতা
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা
কাশিদাস কহে সাধুজনের চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥
সুধাময় শ্রীভারত ব্যাস বিরচিল।
ফাল্গুনের বিংশদিনে সমাপ্ত হইল॥"

(খ) আদিপর্ব্বে "পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে"—

"মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ।
কহে কাশিরাম গদাধর-দাসাগ্রজ॥"

(গ) আদিপর্ব্বে "সত্যবতীর প্রাণত্যাগে"—

"মহাভারতের কথা অমৃতপ্রস্তাবে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশিরামদেবে॥"

(ঘ ১) "কমলা-বিলাসী, বন্দি কহে কাশী,
কমলাকান্তের সুত।"

(ঘ ২) বনপর্ব্বের উপসংহারকালে—

"ধন্য হৈল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥"

(ঙ) বিরাটপর্ব্বে 'কুরুসৈন্য অনুমানের' শেষে—

"কৃষ্ণদাস দ্বিজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ, বন্দি কহে কাশিদাসে।"

(চ) বিরাটপর্ব্বে 'শঙ্করযাত্রার' শেষে—

"শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার॥"

(ছ) উদ্‌যোগপর্ব্বে—

"হবিচরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তমনন্দন মুখটি অভিরাম॥
কাশিদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজপাদপদ্মে॥"

(জ) সৌপ্তিকপর্ব্বের শেষে—

"মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ।
বিরচিল কাশিদাস দেবরাজানুজ॥"

(ঝ) শান্তিপর্ব্বে "হরিনামমাহাত্ম্যের" শেষে—

"কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে তরে যেন সকল সংসার॥"

(ঞ) আশ্রমিকপর্ব্বে "ধৃতরাষ্ট্রাদির বনগমনের" শেষে—

"কৃষ্ণদাসাগ্রজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ, বন্দি কহে কাশিদাস।"

(ট) স্বর্গারোহণ-পর্ব্বের শেষে অর্থাৎ মহাভারতের শেষে—

"শ্লোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ॥
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়াকর দাসপুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হবে কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥
পাঁচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা।
অনায়াসে পাপনাশে গোবিন্দের লীলা॥"

কাশিরামের জীবনী লিখিতে হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত 'কয়েক-স্থল ভিন্ন আর কোন ভণিতায় বিশেষ কোন কথা পাওয়া যায় না। এক্ষণে দেখা যাউক, পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে কতদূর কি পাওয়া যায়।

কাশিরাম-'দেব' উপাধিধারী কায়স্থ ছিলেন (গ), (ঝ) ও (ঘ ২)।

* ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ণচন্দ্রোদয়যন্ত্রে যে মহাভারত মুদ্রিত হয়, তাহা হইতেই কাশিরামের মহাভারতের উদ্ধৃত অংশগুলি সংগৃহীত হইল।

কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার উপাধিই "দাস" কারণ, মহাভারতের প্রত্যেক ভণিতাতেই এই 'দাস' উপাধিরই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তবে দুই এক স্থলে যে 'দেব' শব্দ দেখা যায়, উহা উপাধিবোধক নাও হইতে পারে; কারণ কাশিরাম যে স্থলে পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়াছেন, সেই সেই স্থলের কোথাও 'দেব' উপাধির উল্লেখ করেন নাই। কাশিরাম প্রতিপদে ব্রাহ্মণ বা বিষ্ণু বা মহাভারতের বন্দনা গাহিয়া আপনাকে হীন বলিয়া পরিচিত করিয়া ভণিতা লিখিয়াছেন, সুতরাং 'দেব' উপাধি না লিখিয়া দাস উপাধি লিখিয়াছেন; আর এক কথা এই—অদ্যাপি কয়েক ঘর দাস অথবা দেব উপাধিধারী কায়স্থের মধ্যে কেহ কেহ দেব অথবা দাস এই দুইটি পদবীমধ্যে যে কোনটিতে ইচ্ছানুরূপ পরিচয় দিয়া থাকেন। বোধ হয়, কাশিরামও সেইরূপ ইচ্ছামত পরিচয় লিখিয়াছেন।

তাঁহার পিতার নাম ছিল কমলাকান্তদাস, ইহা (ক), (ঘ১) ও (ট) ভণিতা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ (ক) অংশ হইতে বিপরীতার্থ ঘটাইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, যখন "তনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা" এবং (ট) অংশে 'কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা" পাঠ দেখা যায়, তখন ইহার পিতার নাম কৃষ্ণদাস ও পুত্রের নাম কমলাকান্ত বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে; কিন্তু (ঘ১) অংশ দেখিয়া সহজে বুঝা যায় যে, তাঁহার পিতার নামই কমলাকান্ত আর (ঞ)অংশ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, কৃষ্ণদাস তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল। (ক) অংশের উক্ত চরণের "তনুজ" শব্দ "কমলাকান্তের" পরিচায়ক নহে, উহা "কাশিদাস" শব্দের পরিচায়ক বা বিশেষণ আর "কৃষ্ণদাস" শব্দটি "পিতা" শব্দের পরিচায়ক নহে, উহা পিতা শব্দের সহিত একপদ (সমাস করা), আর সমস্ত "কৃষ্ণদাস-পিতা" পদটি কমলাকান্ত পদের বিশেষণ বা পরিচায়ক। এরূপ সমাস করিয়া অর্থ না করিলে উহার পর কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা—এই চরণটির অর্থগত হয় না বা (ঘ১) অংশের অর্থ কিছুই থাকে না।

ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কৃষ্ণদাস (ক) ও (ঞ)। ইহার আর একটি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম পাওয়া যায় "দেবরাজ", কিন্তু এ নামে আর দ্বিতীয় ভণিতা মহাভারতে দেখা যায় না। (জ) অংশের অর্থ যদি এরূপে করা যায় যে, "ব্রাহ্মণের-পদরজঃ মস্তকে বন্দিয়া রাজানুজ কাশিদাসদেব বিরচিলা", তাহা হইলে, "রাজানুজ" শব্দে কি বুঝিতে হইবে তাহা জানা যায় না।

ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম গদাধর (ক), (খ), (ট)।

ইহার পিতামহের নাম সুধাকর (ক) ও (ট)। এবং প্রপিতামহের নাম (ক) "প্রিয়ঙ্কর দাস" বা (ট) "প্রিয়াকর দাস" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, বোধ হয় হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ-বিপর্য্যয়েই এরূপ নামে গোল হইয়া থাকিবে।

তৎপরে ইহার বাসস্থান-নির্ণয়। (ক) অংশে আছে,—"পূর্ব্বাপর হইতে অবস্থিত ইন্দ্রাণীদেশ—যেখানে ভাগীরথী দ্বাদশতীর্থেতে বৈসেন—সেই স্থানস্থিতসিঙ্গিগ্রামে বাস"; আর (ট) অংশে আছে—'ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গুগ্রাম" এক্ষণে কথা হইতেছে যে, কোথায় বা এই ইন্দ্রাণীদেশ আর কোথায় বা সিঙ্গি বা সিঙ্গু গ্রাম?—বর্দ্ধমান জেলার উত্তরভাগে ইন্দ্রাণী নামে একটী পরগণা আছে। এই পরগণার মধ্যে বর্ত্তমান কাটোয়া সহর। ঐ পরগণায় ব্রাহ্মণী নদীতীরে সিঙ্গি নামে প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, 'সিঙ্গি' বা 'সিঙ্গু' নামে কোন গ্রাম ঐ পরগণায় নাই। কেহ কেহ বলেন, হুগলী জেলার মধ্যেও ইন্দ্রাণীগ্রাম আছে, তাহারই মধ্যে সিঙ্গি বা সিঙ্গু নামে ক্ষুদ্র গাম থাকিতে পারে। ইহার প্রমাণার্থ তাঁহারা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্য হইতে উদ্ধৃত করেন যে,—

"মণ্ডলহাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে,
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি,
দেব আইসে যাহার সদন॥"
"ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী।
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুল পাণি॥"
"লহনা খুল্লনা পায় মাগিয়া মেলানি।
বাহিয়া অজয়নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥"

মুদ্রিত পুস্তকে মণ্ডলহাটের স্থলে মণ্ডলঘাট পাঠ দেখিয়া ইন্দ্রাণীকেও হুগলী জেলার মধ্যে গণ্য করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; কারণ, বর্দ্ধমান জেলায় ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যে কাটোয়ার কিছু দক্ষিণে মণ্ডলহাটনামক স্থান আজিও আছে, আর উহারই নিকট ঘোষহাট, একাইহাট, বিকিহাট, পেংনীহাট, ডাঁইহাট প্রভৃতি হাট শব্দান্ত ১৩ খানি গ্রাম আছে। এতদ্ভিন্ন এই ইন্দ্রাণী পরগণায় গঙ্গাতীরে বার দুয়ারিঘাট, গণেশ মহাশয়ের ঘাট, পীরের ঘাট, ভাগুসিংহের ঘাট প্রভৃতি বারটি বাঁধাঘাট ও ইন্দ্রেশ্বর নামে শিবের মন্দির আছে। কাশিরাম সম্ভবতঃ এই বারটি বাধা-ঘাটকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন "দ্বাদশতীর্থেতে তথা বৈসে ভাগীরথী।" আরও মুদ্রিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে আছে,—

"ডাহিনে ললিতপুর দেখিল ইন্দ্রাণী।
ভাগুসিংহের ঘাটখান ডাহিনে করিয়া।"

এতদ্ভিন্ন বর্দ্ধমানের অন্তর্গত এই ইন্দ্রাণীতে একটি প্রবাদ আছে যে,

"তের হাট, বার ঘাট, তিনচণ্ডী, তিনেশ্বর।
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।

সুতরাং কবি কাশিরাম "দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী" এই চরণে এই বারঘাটের কথাই বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই কবিকঙ্কণের সাক্ষ্য দ্বারা যখন ইন্দ্রাণীতে "ইন্দ্রেশ্বরের" কথা পাওয়া যাইতেছে, তখন কাশিরামের বাস বর্দ্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণাতেই ছিল। ইন্দ্রাণী পরগণায় "সিদ্ধি" বা "সিদ্ধগ্রাম" নাই, আছে সিঙ্গিগ্রাম। প্রাচীন মূল হস্তলিপিতে 'সিঙ্গি' শব্দই আছে, বোধ হয় পাঠবিপর্য্যয়ে বা লিপিকরপ্রমাদে 'সিঙ্গি' স্থানে 'সিদ্ধি' মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। এই সিঙ্গিগ্রামে কাশিরামের কীর্ত্তিও আছে। ঐ গ্রামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীকে আজিও লোকে "কেশে-পুকুর" বলে। ইহা কাশিরামদাসের খনিত। এখানে কাশিরাম সংক্রান্ত অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটি প্রবাদ এই ;—

"আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর॥"

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে সম্পূর্ণ মহাভারতের রচনা কিরূপে প্রকাশিত হইল? তৎসম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে,— কাশিরামের পুত্রপৌত্রাদি কেহ ছিল না, এক কন্যামাত্র ছিল, এই কন্যার স্বামী নন্দরাম ঘোষ। ইনি মহাভারতের অবশিষ্টাংশ রচনা করিয়া শ্বশুরের ব্যবহৃত ভণিতাগুলিই অধিকাংশ ব্যবহার করিয়াছেন ও কতকগুলি নূতন ভণিতাও সৃষ্টি করিয়াছেন। এ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না; কারণ (চ) প্রভৃতি অংশগুলি মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, যদি নন্দরামঘোষই যথার্থ অব-শিষ্টাংশের রচয়িতা হইতেন, তাহা হইলে এই সকল প্রার্থনার স্থলে তিনি কোন প্রকারে নিজের প্রতি দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বা কৃপা প্রার্থনা করিতেন। যদি একান্তই তিনি শ্বশুরের যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছায় কোথাও কোনরূপে নিজের নামের বিন্দুমাত্র আভাসও দিয়া না থাকেন, তাহা হইলেও আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, সমগ্র মহাভারতই কাশিদাসের রচিত; কারণ, মহাভারতের রচনাপ্রণালী আগাগোড়া সমান ও প্রাঞ্জল; দুই হস্তের রচনা হইলে নিশ্চয়ই বিভিন্নতা দেখা যাইত। আর যদি তর্ক পক্ষে কাকতালীয়তা স্বীকার করা যায় যে, কাশিদাসও যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বশালী ছিলেন, তাঁহার জামাতাও ঠিক তদ্রূপ ছিলেন, বেশির ভাগ তাঁহার মহানুভবতা অপরিমিত ছিল এবং যশোলিপ্সা বিন্দুমাত্র ছিল না; তাহা হইলে দায়ে পড়িয়া কাশিদাসকে সমগ্র মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া অস্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, নন্দরামঘোষের পক্ষে একমাত্র একটি দেশ-প্রবাদ ভিন্ন আর কিছু প্রমাণ নাই। তার পর উক্ত প্রবাদটি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে—এস্থলে "যান স্বর্গপুর" অর্থে মানবলীলা-সম্বরণ নহে। বিরাটপর্ব্বের কতকাংশ রচনার পর কাশিদাস একবার কাশী গিয়াছিলেন; কাশী শিবের ত্রিশূলোপরি-স্থাপিত বলিয়া "স্বর্গপুরী" স্বরূপ গণ্য।

তার পর কাশিরামদাস কিরূপে মহাভারত রচনা করেন? কাশিরাম মূল মহাভারত দেখিয়া অনুবাদ করেন নাই; কারণ, তাঁহার রচিত মহাভারতে এমন কতকগুলি নূতন কথা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা মূল মহা ভারতে নাই, যেমন শ্রীবৎসচিন্তা, ভীষণারাক্ষসী, অকাল আম্রের বিবরণ ইত্যাদি। তিনি যে সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার সন্তোষকর প্রমাণ নাই। এতদ্ভিন্ন (চ) (ছ) অংশদ্বয় হইতে বুঝা যায়, তিনি শুনিয়া মহাভারত রচনা করেন।—সে সময় কথকতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। বোধ হয়, কাশিদাস কথকতা শুনিয়াই মহাভারত রচনা করেন। কথকেরা নিজ নিজ গুণপনা দেখাইবার জন্য অন্যান্য পুরাণাদি হইতে গল্প উদ্ধৃত করিয়া কথা কহিতেন, এইরূপে জৈমিনি-ভারত, পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদির কথাও মহাভারতাদির সঙ্গে কথিত হয়; কাশিদাসের মহাভারতেও ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের নানা কথা দেখা যায়।

কাশিরাম যে কেবল কথকের মুখে শুনিয়াই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে; কারণ, একবার শুনিয়া দুর্য্যোধনের শতভ্রাতার ধারাবাহিক নামাবলী; বাসুকী-নাগবংশ ইত্যাদি কখনই যথাযথ মনে থাকিতে পারে না, ইহাতেই বোধ হয় যে, লিখিবার সময় হয় কোন কথক বা কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট সাহায্য লইতেন। এ অনু-মান একান্ত অমূলক নহে। তাঁহার মহাভারতের দুই এক স্থলে (চ ও ছ) অংশে তাহার আভাস পাওয়া যায়। (ছ) অংশে হরিহরপুর গ্রামনিবাসী পুরুষোত্তম মুখো-পাধ্যায়ের পুত্র অভিরাম মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তিকে এইরূপ সাহায্যকারী বলিয়া অনুমিত হয়। আবার কেহ অনুমান করেন, (ঙ) অংশের কৃষ্ণদাস দ্বিজও ঐরূপ সাহায্য

করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বোধ হয় না। এখানে সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে "কৃষ্ণদাসাগ্রজ" স্থানে "কৃষ্ণদাস দ্বিজ" লিখিত হইয়াছে।

কাশিরামদাসের সময়নির্ণয়—১ম, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন যে কয়খানি হস্তলিখিত পুথি পাইয়াছিলেন, তাহার একখানি ১১৪১ সালে, আর একখানি আনুমানিক উহারই ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। শেষ পুথিখানি যেথানকার, কাশিরামের বাটী হইতে সেই গ্রাম ২০ ক্রোশ দূরে, সুতরাং যে সময়ে হাতে লিখিয়া লওয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে গ্রন্থ-প্রচারের উপায় ছিল না, তখন এতদূরে গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত হইতে বোধ হয় অল্প করিয়া ৩০ বৎসর বিলম্ব হইয়া থাকিবে। পণ্ডিত রামগতি অনুমান করেন যে, ১০৭৫ সালে কাশিরাম জীবিত ছিলেন। ২য়, কাশিরামের জন্মভূমি সিঙ্গিগ্রামের ওকড়সা স্কুলের পণ্ডিত, রামগতিকে একখানি পত্র লিখিয়া জানান যে, "কাশিরামের পুত্র (নাম জানা যায় নাই), স্বীয় পুরোহিতকে যে বাস্তবাটী প্রদান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সন ১০৮৫ সালের আষাঢ়মাসে লিখিত। দানপত্রখানি ২।৩ খানি ছিন্নবস্ত্রে আঁটা, তবু অনেক স্থল গলিয়া গিয়াছে, সব পড়া যায় না।" এই কথা প্রকৃত হইলে (অর্থাৎ দানকর্ত্তা মহাভারত-রচয়িতারই পুত্র হইলে) নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতে পারে যে, কাশিরাম ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি কৃত্তিবাসের ও মুকুন্দরামের পরবর্ত্তী।

কাশিরামের মহাভারতে পয়ার, ত্রিপদী, তরল পয়ার ভিন্ন অন্য কোন ছন্দঃ নাই; বোধ হয় কার্য্য শীঘ্র সমাধা করিবার জন্যই তিনি ছন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। পয়ার, ত্রিপদীতে যে সকল কাব্য রচিত হয়, তাহা পাঁচালী-প্রবন্ধ বলিয়াই পরিচিত হইত এবং তাহা গীত হইত। কাশিরাম পাঁচালীরূপে গান করাইবার জন্যই মহাভারত রচনা করেন, তাঁহার ভণিতাপাঠে অনুমিত হয়। কাশিরামের সময় এরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে গ্রন্থপ্রচারের দ্বিতীয় উপায় ছিল না বলিয়া কাশি-রাম লিখিয়াছেন, "পাচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা, অনায়াসে পাপনাশে গোবিন্দের লীলা" (ট)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়েও বিদ্বন্মণ্ডলীতে পাঁচালীর উপর কতকটা ঘৃণা ছিল।

কাশিরামের লেখায়, বৈষ্ণবকবিগণ, কৃত্তিবাস, কবি-কঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ন্যায় ছন্দো-দোষ, গ্রাম্যতাদোষ, কাঠিন্য, অপ্রাঞ্জলতা প্রভৃতি নাই; সুমধুর সহজ কথায় গ্রন্থের আগাগোড়া রচিত। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি অতুলনীয়। বর্ণনা, উপমা, অলঙ্কার প্রভৃতিতে তিনি কোন কোন অংশে সংস্কৃত কাব্যকার অপেক্ষা ন্যূন নহেন। যাহা হউক, তিনি যে সংকল্প করিয়া মহাভারত রচনা করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা প্রতি কথায় সফল হইয়াছে।

কাশিস্নু (ত্রি) কাশ বাহুলকাৎ ইস্নুচ্। প্রকাশশীল (ভাগবত ৪।৩০।৬০)

কাশী (স্ত্রী) ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হিন্দুতীর্থ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বারাণসী, বরাণসী, বরণসী, তীর্থরাজী, তপস্থলী, কাশিকা, কাশ, অবিমুক্ত, আনন্দবন, আনন্দ-কানন, অপুনর্ভবভূমি, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান ও স্বর্গপুরী।

উক্ত নামগুলির মধ্যে কাশী, অবিমুক্ত ও বারাণসী নামই সমধিক প্রাচীন।

নিরুক্তি।—শিবপুরাণের মতে—

"কর্ম্মণাং কর্ষণাৎ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে।"

জ্ঞানসংহিতা ৪৯।৪৬।

এখানে জীবগণ শুভাশুভ কর্ম্ম সমুদায় ক্ষয় করিয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, এই হেতু ইহার নাম কাশী।

স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডের মতে—

"কাশতেঽত্র যতো জ্যোতিস্তদনাখ্যেয়মীশ্বর।
অতো নামাপরং চাস্ত কাশীতি প্রথিতং বিভো॥" ২৬।৬৭।

সেই বাক্যের অগোচর পরম জ্যোতিঃ এই ক্ষেত্রে প্রকাশমান হয় বলিয়া ইহা কাশীনামে বিখ্যাত হউক।

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে—

"বিমুক্তং ন ময়া যস্মান্মোক্ষ্যতে বা কদাচন।
মম ক্ষেত্রমিদং তস্মাদবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।" ৯২।৪৫।

এই স্থান আমাকর্ত্তৃক কদাচই বিমুক্ত নয় অর্থাৎ আমি কখনই পরিত্যাগ করি নাই বা করিব না, এই নিমিত্ত উহা অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত।

মৎস্যপুরাণের মতে—

"যত্র সন্নিহিতো নিত্যমবিমুক্তে নিরন্তরম্।
তৎক্ষেত্রং ন ময়া মুক্তমবিমুক্তং ততঃ স্মৃতম্॥" ১৮১।১৫।

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আমার নিরন্তর সান্নিধ্য আছে, এই ক্ষেত্র আমি কখনই পরিত্যাগ করি না, এই হেতু ইহা অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

কূর্ম্মপুরাণের মতে—

"ভূর্লোকে নৈব সংলগ্নমন্তরীক্ষে মমালয়ম্।
অবিমুক্তা ন পশ্যন্তি মুক্তা পশ্যন্তি চেতসা।
শ্মশানমেতদ্বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্।" ৩০।২৬-২৭।

অন্তরীক্ষে অবস্থিত আমার আলয়স্বরূপ এই ক্ষেত্র ভূর্লোকের সহিত সংলগ্ন নয়, এই জন্যই অবিমুক্ত অর্থাৎ সংসার মায়াবদ্ধ জীবগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত মহাত্মারা কেবল মানসচক্ষে দেখিতে পান বলিয়াই ইহা অবিমুক্ত নামে প্রসিদ্ধ।

কাশীতে একটি প্রবাদ আছে যে, বরণার নামে একজন রাজা কাশীতে রাজত্ব করিতেন, তাঁহারই নামানুসারে এই নগরীর নামে বারাণসী হইয়াছে *।

ভূ-বৃত্তান্ত।—শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে এবং কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে সর্ব্বপ্রথম 'কাশী'শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (১)। সেই অতিপ্রাচীন সময়ে কাশী একটি বিস্তৃত জনপদ এবং পবিত্র যজ্ঞভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। (কৌষীতকী উপ° ৩। ১, ৫। ১ দেখ।)

রামায়ণের সময়েও কাশী একটি বিস্তীর্ণ জনপদ ছিল। (কিষ্কিন্ধ্যা° ৪০। ২২) তৎকালে রমণীয় তোরণ ও প্রাকার-পরিশোভিত প্রধাননগরী বারাণসী কাশিরাজ্যের রাজধানী (২) এবং প্রতিষ্ঠান (প্রয়াগ) পর্য্যন্ত কাশীজনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল (৩)।

এখন কাশী বলিলেই বর্ত্তমান বারাণসী বা বনারস নামক নগরকে বুঝায়, কিন্তু পূর্ব্বকালে এই নগর বৃহদায়তন ছিল, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন শাস্ত্রাদি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী অবধি এই কাশী একটী বিস্তীর্ণ জনপদ এবং বারাণসী ইহার প্রধাননগরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের গ্রন্থপাঠে জানা যায়।•

বিষ্ণু প্রভৃতি প্রাচীনপুরাণে বর্ত্তমান কাশী "কাশীপুরী", ও "বারাণসী" নামে অভিহিত হইয়াছে।

(বিষ্ণুপু° ৫।৩৪।২৬,৪১)।

পুরাণাদিতে কাশীপুরীর এইরূপ সীমা ও পরিমাণ নিরূপিত হইয়াছে। যথা—

মৎস্যপুরাণে (১৮৩। ৬১—৬৮)—

"দ্বিযোজনন্তু তৎক্ষেত্রং পূর্ব্বপশ্চিমতঃ স্মৃতম্।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং তৎক্ষেত্রং দক্ষিণোত্তরম্॥
বরণা হি নদী যাবদ্ যাবচ্ছুষ্কনদী তু বৈ।
ভীষ্মচণ্ডিকমারভ্য পর্ব্বতেশ্বরমন্তিকে॥"

সেই ক্ষেত্র পূর্ব্বপশ্চিমে দুইযোজন আয়ত এবং উত্তরদক্ষিণে অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত। ইহা বরণা নদী হইতে শুষ্ক নদী পর্য্যন্ত এবং ভীষ্মচণ্ডিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের নিকট পর্য্যন্ত অবস্থিত।

আবার তৎপরে (১৮৪। ৩৯—৪০ —

"দ্বিযোজনমথোদ্দিষ্ট তৎক্ষেত্রং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
অর্দ্ধযোজনবিস্তীর্ণং দক্ষিণোত্তরতঃ স্মৃতম্।
বারাণসী নদী যাবৎ যাবচ্ছুষ্কনদী তু বৈ॥"

শিবপুরাণে সনৎকুমারসংহিতায় (৪৫। ১১১)—

"ক্ষেত্রাগতমলঙ্কৃত্য জাহ্নব্যা সহ সঙ্গতা।
বরণা নাম তত্রৈব গঙ্গাসিশ্চ সরিদ্বরা॥"

বরণা ও গঙ্গাসি (অসি) নামক নদীদ্বয় এই ক্ষেত্র অলঙ্কৃত করিয়া জাহ্নবীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

"ততশ্চ তেজসঃ সারং পঞ্চক্রোশাত্মকম শুভম্।"

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা (৪৯। ৮)।

বামনপুরাণে (৩। ২৪—২৮)—

"যোঽসৌ ব্রহ্মাণ্ডকে পুণ্যে মদংশপ্রভবোঽব্যয়ঃ।
প্রয়াগে বসতে নিত্যং যোগশায়ীতি বিশ্রুতঃ॥
চরণাদ্দক্ষিণাত্তস্য বিনির্গতা সরিদ্বরা।
বিশ্রুতা বরণেত্যেব সর্ব্বপাপহরা শুভা॥
সব্যাদন্যা দ্বিতীয়া চ অসিরিত্যেব বিশ্রুতা।
তে উভে চ সরিচ্ছ্রেষ্ঠে লোকপূজ্যে বভূবতুঃ॥
তয়োর্মধ্যে তু যো দেশস্তৎক্ষেত্রং যোগশায়িনঃ।
ত্রৈলোক্যপ্রবরং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্॥"

---

* ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডনামক অনতিপ্রাচীন গ্রন্থেও কাশীপতি বরণারের বিবরণ আছে। (ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৫৩। ১১৬-১২৬ শ্লো।) কিন্তু এই গ্রন্থে বরণার হইতে যে 'বারাণসী' নাম হইয়াছে, তাহার কোন কথা লিখিত হয় নাই।

এই রাজা কাশীপুরীতে 'বারাণসী নাম্নী একদেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি সেই মূর্ত্তি কাশীতে বিরাজ করিতেছেন।

(১) "অতঃ কাশয়োঽগ্নীনাদধতে" ১৩। ৫। ৪। ১৯। "যজ্ঞ" কাশীনাং ভরতঃ সাত্বতামিব।" শতপথব্রাহ্মণ ১৩। ৫। ৪। ২১।

(২) "তং বিসৃজ্য ততো রামো বয়স্যমকুতোভয়ম্।
প্রতর্দ্দনং কাশিপতিং পরিষজ্যেদমব্রবীৎ॥
উদ্যোগশ্চ ত্বয়া রাজন্ ভরতেন কৃতঃ সহ॥
তদ্ভবানদ্য কাশেয়পুরীং বারাণসীং ব্রজ।
রমণীয়াং ত্বয়া গুপ্তাং সুপ্রাকারাং সুতোরণাম্॥"

উত্তরকাণ্ড ৪। ১৫—১৭।

(৩) "ততঃ কালেন মহতা দিষ্টান্তমুপজগ্মিবান্।
ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
পুরুশ্চকার তদ্রাজ্যং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশিরাজ্যে মহাযশাঃ॥"

উত্তরকাণ্ড ৬৯। ১৮-১৯।

(মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১১৬ অঃ ও ১২০ অঃ দেখ)

• Fo-kwo-ki. Ch. XXXIV., translated by Laidley, p. 310.

ন তাদৃশং হি গগনে ন ভূম্যাং ন রসাতলে।
তত্রাস্তি নগরী পুণ্যা খ্যাতা বারাণসী শুভা॥"

এই পবিত্র ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রয়াগে আমার (বিষ্ণুর) অংশজাত যোগশায়ী নামে বিখ্যাত যে অব্যয় পুরুষ নিরন্তর বাস করেন, তাঁহারই দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী শুভঙ্করী বরণা এবং বাম চরণ হইতে অসি নামে বিখ্যাত দ্বিতীয় নদী নিঃসৃত হইয়াছে। এই উভয় নদীই লোকমধ্যে পূজনীয়া। এই উভয়ের মধ্যস্থলে যোগশায়ী মহাদেবের সর্ব্বপাপনাশন ত্রিলোকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ যে ক্ষেত্র আছে, সুবিখ্যাত মোক্ষদায়িনী পুণ্যময়ী বারাণসী নগরী সেই স্থানেই বিরাজিত। এমন স্থান আকাশ, পাতাল বা ভূমণ্ডলমধ্যে আর কোথাও নাই।

কাশীখণ্ডে (৩০। ৬৯—৭০)—

"অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে॥
বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।
অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা॥"

সত্যযুগে যখন এই কাশীক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য অসি ও বরণা নদী উৎপন্ন হইয়াছে। হে মুনে! সেই দিন হইতেই এই কাশিকা বরণা ও অসিনদীর সঙ্গম লাভ করিয়া 'বারাণসী'-নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পুরাবিদের মতে বরণা ও অসি মধ্যে থাকাতেই কাশীপুরী বারাণসী নামে প্রথিত-হইয়াছে, এই মত নিতান্ত আধুনিক *। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহা নিতান্ত আধুনিক নহে! পুরাণের কথা ছাড়িয়া দিয়া উপনিষদের কথা ধরিলেও উক্ত পৌরাণিকমত সমধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। যথা—

জাবালোপনিষদে (১—২)

"অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে, যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি; তস্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেত; অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য!... সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি।"

এই স্থানে জন্তুগণের মরণকালে রুদ্র "তারক ব্রহ্ম" নাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, যেহেতু তদ্দ্বারা জীবগণ অমৃতত্ব লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অতএব এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বাস করা একান্তই কর্ত্তব্য। অবিমুক্ত কখন পরিত্যাগ করিবে না। হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমি যাহা বলিলাম, ইহা সত্য বলিয়া জানিও। সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র কোথায় প্রতিষ্ঠিত? বরণা ও নাশী এই নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। বরণা কাহাকে কহে, এবং নাশীই বা কাহাকে বলে? সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত দোষরাশি নিবারণ করে বলিয়া ইহার নাম "বরণা" এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নাশ করে বলিয়া ইহার "নাশী" এই নাম হইয়াছে।

জাবালদীপিকায় নারায়ণ লিখিয়াছেন, "উত্তরং বরণায়াং নাশ্যাঞ্চেতি। যথা স্কান্দে—

'অসীবরণয়োর্ম্মধ্যে পঞ্চক্রোশং মহত্তরম্।
অমরা মরণমিচ্ছন্তি কা কথা ইতরে জনাঃ।'

বরণানাশীশব্দয়োঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তং পৃচ্ছতি।"

বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে শাক্যসিংহ এই বারাণসী-প্রদেশের অন্তর্গত ঋষিপত্তনে মৃগদাব নামক স্থানে আসিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (ললিতবিস্তর ২৫ অঃ)। এমন কি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন বারাণসীস্থ বৌদ্ধতীর্থদর্শনে আগমন করেন, তখন বারাণসী* রাজ্য প্রায় ৩৩৩ ক্রোশ (৪০০০লি) এবং বারাণসীনগরী দেড় ক্রোশ (১৮। ১৯ লি) দীর্ঘ ও প্রায় অর্দ্ধক্রোশ (৫। ৬ লি) বিস্তৃত ছিল।

অকবর বাদশাহের সময়ে বনারস একটি স্বতন্ত্র সরকার। আইন্-ই-অকবরীতে লিখিত আছে—বনারস সরকারের পরিমাণ ৩৬৮৬৯ বিঘা, ৮টি মহল এই সরকারের অধীন। প্রধান স্থান—অফ্‌রাদ, বনারস নগর ও তাহার সন্নিহিত স্থান, বিয়ালিসি, পন্দ্‌রহা, কস্‌বার, কতেহর, হরহুয়া।

এখনও বনারস একটি স্বতন্ত্র বিভাগ, ইহা উত্তরপশ্চিমের ছোটলাটের অধীন এবং একজন কামসনরের তত্ত্বাবধানে আছে। ভূমিপরিমাণ ১৮৩৩১ বর্গমাইল।—আজমগড়, মির্জ্জাপুর, বনারস, গাজিপুর, গোরক্ষপুর, বস্তি ও বলিয়া জেলা এই বিভাগের অন্তর্গত। এতন্মধ্যে বনারস্‌জেলা ৯৯৮ বর্গমাইল বিস্তৃত, এই জেলার উত্তরসীমা গাজিপুর ও জৌনপুর, পূর্ব্বে শাহাবাদ এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে মির্জ্জাপুর জেলা। এই জেলার প্রধাননগর বনারস (কাশীপুরী), এখন এই নগরের আয়তন ৩৪৪৮ একবারমাত্র, অক্ষা° ২৫°১৮'৩১" উঃ দ্রাঘি৮৩°৩'৪" পূঃ। এই নগরই হিন্দুজাতির নিকট সুপবিত্র মহাপুণ্যপ্রদ কাশীতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

* Rev Sherring's Sacred City of the Hindus, *intro.* by F. Hall, p. XVIII; Fuhrer's Archæological Survey Lists, N. W. P. Vol. II. p. 196.

* চীনপরিব্রাজকোক্ত পো-লো-নি-স বারাণসী। See Beal's Records of the Westeru Countries, Vol. II. p. 44n.

পুরাতত্ত্ব—বিষ্ণু ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে আয়ুবংশীয় সুহোত্রপুত্র কাশ (১) প্রথম রাজা, তৎপুত্র কাশিরাজ বা কাশ্য। সম্ভবতঃ এই কাশিরাজের নামানুসারে তদীয় রাজ্য 'কাশি' বা 'কাশী' নামে বিখ্যাত হয়। কাশিরাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দীর্ঘতমা কাশীরাজ্য লাভ করেন। দীর্ঘতমার ধন্ব নামে এক পুত্র জন্মে, তিনি বহুকাল তপস্যা করিয়া ধন্বন্তরিকে পুত্র লাভ করেন (২)। ক্ষত্রিয়রাজ ধন্বন্তরি মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে আটভাগে বিভক্ত করেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদকে বিভক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বৈদ্যনামে বিখ্যাত হন। কাশিরাজ ধন্বন্তরির ঔরসে কেতুমান্ জন্মগ্রহণ করেন (৩)। মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বে রাজা কেতুমান্ হর্য্যশ্ব নামে অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ হর্য্যশ্বের রাজত্বকালে বারাণসীনগরী স্থাপিত হয় *। এই সময়ে যদু-বংশীয় হৈহয় পুত্রগণের সহিত কাশিরাজের বিবাদের সূত্রপাত হয়। অবশেষে হৈহয়পুত্রেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া হর্য্যশ্বের প্রাণসংহার করেন। হর্য্যশ্ব নিহত হইলে সুদেব কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করিতে থাকেন। হৈহয়গণ তখনও ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা পুনরায় আসিয়া সুদেবকে সংহার করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সুদেবের পুত্র মহাত্মা দিবোদাস (৪) পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় কাশীর রাজধানী বারাণসী গঙ্গার উত্তর ও গোমতীর দক্ষিণকূলে সংস্থাপিত ছিল। দিবোদাস শত্রুভয়ে রাজধানী সুদৃঢ় করিলেন। (মহাভারত অনুশাসন ৩০ অঃ।)

হরিবংশ, পদ্ম, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—দিবোদাসের পূর্ব্বে হৈহয়বংশীয় রাজা ভদ্রশ্রেণ্য বারাণসী অধিকার করিয়াছিলেন; পরে দিবোদাস তাঁহাকে বিনাশ করিয়া বহু কষ্টে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। এই সময়ে নিকুম্ভের শাপে ও ক্ষেমক রাক্ষসের উৎপাতে মহাসমৃদ্ধিশালিনী বারাণসী হতশ্রী ও জনশূন্য হইলে দিবোদাস গোমতীতীরে এক নগর স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন (৫)। হৈহয়বংশীয় ভদ্রশ্রেণ্যের দুর্দ্দম নামে এক পুত্র ছিল, রাজা দিবোদাস বালক ভাবিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন। কালক্রমে সেই বালক হৈহয়বংশের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, তিনি দিবোদাসকে পরাজয় করিয়া বারাণসী অধিকার করেন।

দিবোদাসের ঔরসে দৃষদ্বতীর গর্ভে প্রতর্দ্দন (৬) নামে এক মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজা দুর্দ্দমকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া কাশীরাজ্য অধিকার করিলেন। কৌষীতকীব্রাহ্মণ উপনিষদে প্রতর্দ্দন একজন পরম যাজ্ঞিক রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক (রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৪। ১৫-১৭)। প্রতর্দ্দনের পুত্র বৎস, তিনি ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে বিখ্যাত ছিলেন (৭)। পরম জ্ঞানশীলা তত্ত্বদর্শিনী মদালসা তাঁহারই পত্নী। এই মদালসার গর্ভে বৎসের অলর্ক নামে পুত্র জন্মে। অলর্কের রাজত্বকালে কাশীরাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল। এই মহাত্মাই শাপাবসানে ক্ষেমক নামক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া পুনরায় বারাণসী নগরীকে প্রতিষ্ঠিত ও পরম রমণীয় বেশে সজ্জিত করেন। অলর্কের পর পুত্র পরম্পরায় সন্নতি, সুনীথ, ক্ষেম, সুকেতু, ধর্ম্মকেতু, সত্যকেতু, বিভু, সুবিভু, সুকুমার, ধৃষ্টকেতু, (ইনি কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন) (৮), বেণুহোত্র, ভর্গ ও ভার্গভূমি রাজত্ব করেন। ইহারা সকলেই 'কাশ্য' বা 'কাশেয়' নামে বিখ্যাত। পরপৃষ্ঠায় পুরাণোক্ত কাশিরাজগণের একটি তালিকা দেওয়া হইল—

(১) ভাগবতের মতে সহোত্রের পুত্র কাশ্য, তৎপুত্র কাশি (৯।১৭।৩), হরিবংশের ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে সুনহোত্রের পুত্র কাশ, তৎপুত্র কাশ্য।

(২) বিষ্ণু (৪।৮।২), ভাগবত (৯।১৭।৫) ও গরুড়পুরাণ (১৪৩। ১০) মতে, ধন্বন্তরি দীর্ঘতমার পুত্র; কিন্তু হরিবংশ (২৯ অঃ) ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে দীর্ঘতপার পুত্র ধন্ব, তৎপুত্র ধন্বন্তরি।

(৩) "তস্য গেহে সমুৎপন্নো দেবো ধন্বন্তরিস্তদা।
কাশিরাজ্যে মহারাজঃ সর্ব্বরোগপ্রণাশনঃ ॥ ২১ ॥
আয়ুর্ব্বেদং ভরদ্বাজশ্চকার স ভিষক্‌ক্রিয়ম্।
তমষ্টধা পুনর্ব্যস্য শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ২২ ॥"

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

"বৈদ্যো ধন্বন্তরিস্তস্মাৎ কেতুমাংশ্চ তদাত্মজঃ।"

গরুড়পুরাণ ১৪৩। ১০।

* হর্য্যশ্বের কথাপ্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম বারাণসীর উল্লেখ পাওয়া যায়, (মহাভারত অনুশাসন ৩০ অঃ।)

(৪) বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ড, গরুড় ও ভাগবতের মতে দিবোদাস ভীমরথের পুত্র।

(৫) কাশিরাজ দিবোদাসের নাম ঋগ্বেদানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। তবে উভয়ে এক ব্যক্তি কি না তৎপক্ষে সন্দেহ।

(৬) মহাভারতের মতে, দিবোদাসের ঔরসে মাধবীর গর্ভে প্রতর্দ্দনের জন্ম। (উদ্যোগপর্ব্ব ১১৬ অঃ।)

(৭) মার্কণ্ডেয়পুরাণে ২০ অধ্যায় হইতে ৩৬ অধ্যায় পর্য্যন্ত কুবলয়াশ্ব-চরিত, তৎপরে ১০ অধ্যায় অলর্কচরিত বর্ণিত আছে।

(৮) "ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানকাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।" ভগবদ্গীতা ১।৫।

পুরূরবা
|
আয়ু

- নহুষ
- যযাতি
- যদু
- সহস্রজিৎ
- শতজিৎ
- হৈহয়
- ধর্ম্মনেত্র
- কুন্তি (কীর্ত্তি)
- সঞ্জয় (সাহঞ্জি)
- মহিষ্মান্
- ৮ ভদ্রশ্রেণ্য
- ১০ দুর্দ্দম

- ক্ষত্রবৃদ্ধ
- সুহোত্র
- ১ কাশ
- ২ কাশিরাজ
- ৩ দীর্ঘতমা
- ৪ ধন্ব
- ৫ ধন্বন্তরি
- ৬ কেতুমান্ (হর্যাশ্ব)
- ৭ ভীমরথ
- ৯ দিবোদাস
- ১১ প্রতর্দ্দন
- ১২ বৎস
- ১৩ অলর্ক
- ১৪ সন্নতি বা সন্ততি
- ১৫ সুনীথ
- ১৬ ক্ষেম
- ১৭ সুকেতু
- ১৮ ধর্ম্মকেতু
- ১৯ সত্যকেতু
- ২০ বিভু
- ২১ সুবিভু
- ২২ সুকুমার
- ২৩ ধৃষ্টকেতু
- ২৪ বেণুহোত্র
- ২৫ ভর্গ
- * ২৬ ভার্গভূমি
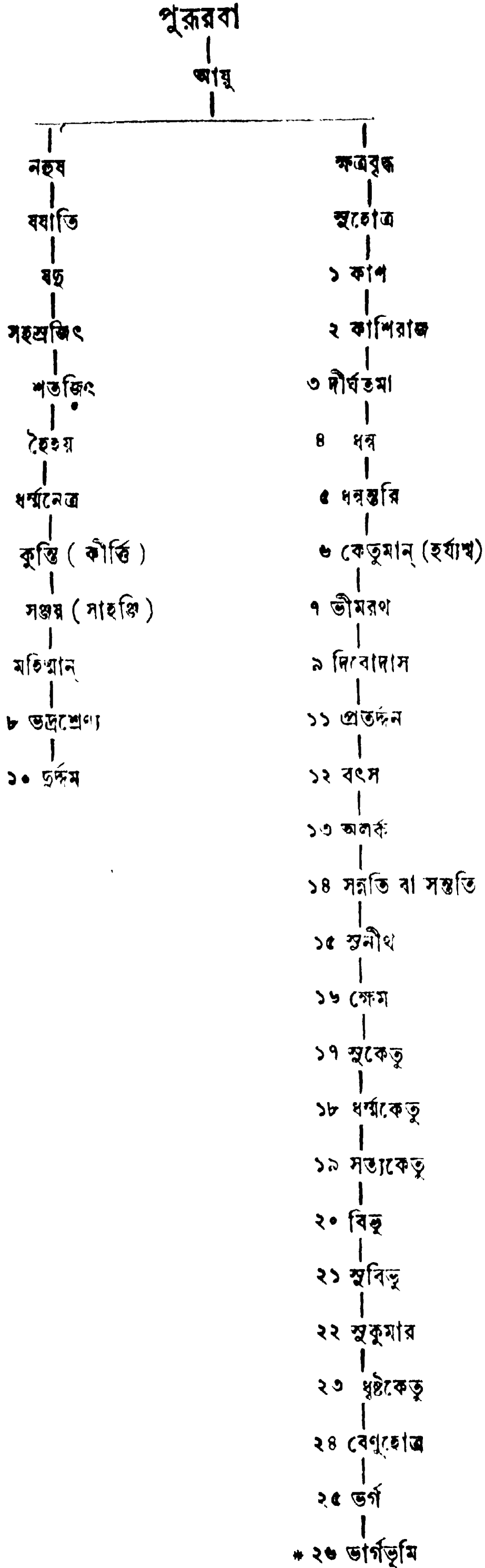
* যে যে রাজা কাশীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদের পূর্ব্বে ১।২ ইত্যাদি সংখ্যা দেওয়া হইল।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে, কাশবংশীয় ২৪ জন রাজা রাজত্ব করেন (৭)। কিন্তু ভার্গভূমির পর কে রাজা হন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

বুদ্ধদেবের সময়ে বারাণসীতে দেবদত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন।

সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিলে কাশীরাজ্য মগধ-রাজের অধীন হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও লিখিত আছে—

"অষ্টাত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রাদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সুতাঃ।
হত্বা তেষাং যশঃ কৃৎস্নং শিশুনাগো ভবিষ্যতি॥
বারাণস্যাং সুতং স্থাপ্য সংপ্রাপ্স্যতি গিরিব্রজম্॥"

উপোদ্‌ঘাতপাদে ৩৪ অঃ।

তদনন্তর প্রাদ্যোতবংশীয় পঞ্চপুত্র একশত আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবেন। তৎপরে শিশুনাগ তাহাদিগের নিখিল যশঃ হরণপূর্ব্বক রাজত্ব করিবেন। তিনি বারাণসী রাজ্যে স্বীয় পুত্রকে সংস্থাপিত করিয়া (মগধরাজ্যস্থিত) গিরিব্রজে গমন করিবেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ইনি কোন্ সময়ে রাজত্ব করিতেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। মগধরাজগণের অধঃপতনকালে এই স্থান গুপ্তরাজ-গণের অধীন হয়, এই রাজবংশের মধ্যে কেবল বালাদিত্যের পুত্র প্রকটাদিত্যের নাম পাওয়া যায় *। অনুমান খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইনি কাশীর রাজাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তৎপরে কাশী সম্ভবতঃ কনোজরাজের শাসনাধীন হয়। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কলচুরি ও পালবংশীয়েরা মিলিত হইয়া কনোজরাজ্য আক্রমণ করেন, এই সময়ে কাশীরাজ্য গৌড়ের পালবংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কাশীর পালবংশীয় রাজগণ সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে গৌড়াধিপ মহীপালকেই কাশীর প্রথম পালবংশীয় রাজা বলিয়া অনুমান হয়, বারাণসীর নিকটবর্ত্তী সারনাথে মহীপালরাজের ১০১৩ বিক্রমসম্বতে (১০১৩ খৃষ্টাব্দে) প্রদত্ত একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে †। মহীপালের পর তৎপুত্র স্থিরপাল ও বসন্তপালের (১০৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) রাজ্যকালেও কাশী বৌদ্ধপালদিগের অধিকারে ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কনোজরাজ জয়চন্দ্র পরাভূত হইলে শাহা-

(৭) "কাশেয়াস্তু চতুর্বিংশদষ্টাবিংশৎ তু হৈহয়াঃ।" মৎস্য ২৭২।১৪।

* Fleet's Inscriptions of the Early Gupta Kings. p. 246.

† Indian Antiquary, Vol, XIV. 140.

বক্তীন্ ঘোরি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন, তিনি প্রায় সহস্রাধিক হিন্দুমন্দির চূর্ণ করিয়াছিলেন।

অকবর বাদশাহের সময় মির্জা চীন কলিজ বারাণসীর ফৌজদার ছিলেন। এই সময় বারাণসী আলাহাবাদ সুবার অধীন ছিল। অরঙ্গজিব বারাণসী নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার "মুহম্মদাবাদ" নাম রাখেন, তৎপরবর্ত্তী মুসলমান গ্রন্থে ও অযোধ্যার নবাবদিগের সনন্দে বারাণসী "মুহম্মদাবাদ" নামেই চলিয়া আসিয়াছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বারাণসী অযোধ্যা-সুবেদারীর অধীন হইলেও, একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া অভিহিত ছিল।

দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহ হিন্দুর পবিত্র স্থান বারাণসী হিন্দু-রাজ্যের অধীনে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি বারাণসীর পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত গঙ্গাপুর নামক গ্রামের জমীদার মনসারামকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। তৎপুত্র বলবন্তসিংহ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া পুণ্যভূমি বারাণসীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আহ্মদশাহ সফদরজঙ্গকে উজীরপদ এবং অযোধ্যা প্রদেশ প্রদান করেন। এই সময়ে বারাণসী অযোধ্যা সুবার অন্তর্গত হয়। বলবন্তের উপর সফদরজঙ্গের চক্ষু পড়িল, তিনি বলবন্তকে অযোধ্যার অধীনে একজন সামান্য জমিদাররূপে পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলেন এই সময় বলবন্তসিংহ আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য সাহস ও যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুজাউদ্দৌলা সুবেদার হইলেন। তিনিও পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া বলবন্তের পদমর্য্যাদা খর্ব্ব করিতে বিশেষ চেষ্টা পান। এই সময় বলবন্ত অযোধ্যার নবাবের করালকবল হইতে রাজ্য ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য রামনগরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। তৎপরে আলমগীর বাদশাহের রাজত্বকালে তৎপুত্র মুহম্মদ-আলি বিদ্রোহী হইয়া অযোধ্যার সুবেদারের সহিত মিলিত হন। তৎকালে মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব। মুহম্মদআলী ও সুজাউদ্দৌলা মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া বাঙ্গালা অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে পাটনাভিমুখে যাত্রা করেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মীরজাফর বৃটীশসৈন্য সাহায্যে পাটনাক্ষেত্রে উপস্থিত হন। পরবর্ষে সুজাউদ্দৌলা পুনরায় বঙ্গবিজয়ের উদ্যোগ করেন। এই সময়ে মীরজাফর বলবন্তসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা বলবন্তসিংহ সৈন্য দ্বারা বঙ্গেশ্বরের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গেশ্বরের সহিত বলবন্তসিংহের সন্ধি হয়; সেই সন্ধি অনুসারে বঙ্গেশ্বর বলবন্তসিংহের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিপৎকালে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ২৬এ ডিসেম্বর দিল্লীশ্বর শাহ আলাম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বারাণসী রাজ্য প্রদান করেন *। সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি হইলে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে বারাণসী রাজ্য অযোধ্যার নবাবকে ছাড়িয়া দেন। এই সময় হইতে বলবন্তসিংহ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের মিত্ররাজ বলিয়া পরিচিত হন। মধ্যে সুজা-উদ্দৌলা বলবন্তসিংহকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে চেষ্টা করেন। কেবল ইষ্টকোম্পানী বলবন্তের পক্ষ হওয়ায় অযোধ্যানবাবের আশা পূর্ণ হয় নাই। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ২২এ আগষ্ট বলবন্ত সিংহের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার এক ক্ষত্রিয়া রমণীর গর্ভজাত চেৎসিংহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর, অযোধ্যার নবাব চেৎসিংহকে এক সনন্দ প্রদান করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে তারিখ হইতে বারাণসী বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের অধীন হইল, তদনুসারে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল, চেৎসিংহ বৃটীশগবর্ণমেণ্টের নিকট পুনরায় এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে য়ুরোপে ফরাসী-বিপ্লব ঘটে, সনন্দানুসারে যুদ্ধব্যয়নির্ব্বাহার্থ গবর্ণরজেনরল ওয়ারেন হেষ্টিংস্ চেৎসিংহের নিকট তাঁহার দেয় বার্ষিক কর ব্যতীত ৫ লক্ষ টাকা অধিক চাহিয়া পাঠান। প্রথমে চেৎ-সিংহ ৫ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে ঐরূপ ৫ লক্ষ টাকা দিবার সময় হইলে চেৎসিংহ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নিকট কিছু সময় প্রার্থনা করেন, তাহাতে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। চেৎসিংহ নিরুপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। (১৮০১ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ারে তাঁহার মৃত্যু হয়।) চেৎসিংহ পলায়ন করিলে, বলবন্তসিংহের কন্যা হেষ্টিংস্‌কে জানাইয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বলবন্তসিংহের এক মাত্র কন্যা এবং তাঁহার পুত্র (বলবন্তের দৌহিত্র) মহীপনারায়ণই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। হেষ্টিংস্ মহীপনারায়ণকেই বারাণসীর প্রকৃত রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর মহীপনারায়ণ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট বারাণসীর জমিদারীসনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা মহীপনারায়ণের মৃত্যুর পর মহারাজ উদিতনারায়ণ পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উদিতনারায়ণের মৃত্যু হইল, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ রাজা হন।

* Aitchison's Treaties. &c. Vol. II. p. 6.
† Do. ,, Vol. p. 53.

ইনি একজন কবি ও শিল্পী ছিলেন, ইঁহার স্বহস্তনির্ম্মিত বিবিধ হস্তিদন্তের কারুকার্য্য রামনগর রাজবাটীতে রহিয়াছে। গত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে (জ্যৈষ্ঠ) মাসে ইনি পরলোক গমন করেন। এক্ষণে তৎপুত্র রাজা প্রভুনারায়ণ সিংহ বারাণসীর জমিদারী-স্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

তীর্থবিবরণ।—কাশী বা বারাণসী নগরী অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুদিগের অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত। মহাভারতে লিখিত আছে—

"বারাণসীতে গিয়া বৃষভবাহন মহাদেবকে অর্চনা ও কপিলাহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তৎপরে অবিমুক্ততীর্থে গমন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ দূর হয় এবং তথায় প্রাণত্যাগ করিলে মোক্ষ লাভ হয়।" (উদ্যোগপ° ৮৪ অঃ) মহাভারতের উক্ত বিবরণপাঠে বোধ হয় যে, বারাণসী ও অবিমুক্ত দুইটি স্বতন্ত্র তীর্থ এবং উভয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী। শিব, মৎস্য, কূর্ম্ম, গরুড় ও লিঙ্গপ্রভৃতি পুরাণমতে কাশীরই অপর নাম অবিমুক্ত; কিন্তু মহাভারতে দুইটি স্বতন্ত্র করিবার কারণ কি? কাশীখণ্ডে বিশ্বেশ্বর ও অবিমুক্তেশ্বর নামে স্বতন্ত্র শিবলিঙ্গের বিবরণ আছে, সম্ভবতঃ যেখানে অবিমুক্তেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেন, সেই স্থান অবিমুক্ত তীর্থনামে খ্যাত ছিল, বস্তুত অবিমুক্ত তীর্থ বারাণসীরই অন্তর্গত।

হরিবংশে মহাদেবের বারাণসীতে আগমনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"রাজর্ষি দিবোদাস মহাসমৃদ্ধিশালী বারাণসীনগরী পাইয়া তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবাদিদেব দারপরিগ্রহ করিয়া শ্বশুরালয়ে বাস করিতে থাকেন। মহাদেবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার পারিষদগণ নানা উপায়ে ভগবতী পার্ব্বতীর প্রীতিসাধন করিতে লাগিল। দেবী পার্ব্বতী বড়ই সুখী হইলেন, কিন্তু তাঁহার জননী মেনকার তাহা ভাল লাগিল না; তিনি অনেক সময়ে উভয়ের নিন্দা করিতেন, কহিতেন—'পার্ব্বতি! তোমার স্বামী পারিষদ্গণের সহিত বিচার-আচারভ্রষ্ট, দরিদ্র, তাঁহার শীলতা কিছুমাত্র নাই।' একদিন স্বামীর নিন্দাবাদ শুনিয়া দেবী পার্ব্বতী স্ত্রীস্বভাববশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তখন মাতার নিকট মনের ভাব গোপন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, পরে মহাদেবের নিকট আসিয়া বিষণ্ণবদনে কহিলেন, 'দেব! আমি আর এখানে বাস করিব না। আমাকে নিজ-ভবনে লইয়া চলুন।' তখন মহাদেব একবার সকল লোক নিরীক্ষণ করিলেন। অবশেষে পৃথিবীতেই বাসস্থান নির্ণয়, করিয়া সিদ্ধক্ষেত্র বারাণসীনগরী মনোনীত করিলেন। কিন্তু ঐ নগরী দিবোদাসের অধিকৃত মনে করিয়া, স্বীয় পারিষদ্ নিকুম্ভকে কহিলেন, 'বৎস! তুমি বারাণসী-পুরীতে গমন করিয়া কৌশলক্রমে উহা জনশূন্য কর, কিন্তু সাবধান মহারাজ দিবোদাস অত্যন্ত পরাক্রান্ত।'

"নিকুম্ভ বারাণসীনগরে গিয়া কণ্ডুক নামক একজন নাপিতকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, দেখ! তুমি এই নগরীর প্রান্তভাগে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন কর, আমি তোমার ভাল করিব।' রাত্রিযোগে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া পরদিনই মহারাজ দিবোদাসকে জানাইয়া কণ্ডুক নগরদ্বারে নিকুম্ভের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিল এবং এই বিষয় নগরের চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিল। মহাসমারোহে গণপতি নিকুম্ভের পূজা হইতে লাগিল। গণেশ্বর পুত্রার্থীকে পুত্র, ধনার্থীকে ধন, আয়ুঃপ্রার্থীকে আয়ু, এমন কি যে যাহা চাহিত, তাহাকে তাহাই বর দিতে লাগিলেন। এক সময়ে দিবোদাসের আদেশে মহিষী সুযশা বিবিধ উপচারে গণপতি পূজা করিলেন এবং পূজান্তে পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ আসিয়া যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক পুত্র কামনা করিলেও, নিকুম্ভ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত বরপ্রদান করিলেন না। দীর্ঘকাল এইরূপে গত হইল নিকুম্ভের আচরণে রাজা দিবোদাস ক্রুদ্ধ হইলেন, তিনি কহিতে লাগিলেন, এই ভূতটা আমারই নগরের সিংহদ্বারে অবস্থিতি করে, নাগরিকদিগের উপর সন্তুষ্ট হইয়া শত শত বর দিতেছে, কিন্তু কি জন্য আমাকে বর প্রদান করিতেছে না? আমি ব্যগ্র হইয়া মহিষীদ্বারা পুত্র প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কৃতঘ্ন কিছুতেই আমার অভীষ্ট বর প্রদান করিল না। অতএব ইহার আর পূজা বিধেয় নহে, বিশেষতঃ আমার অধিকারে আর কিছুতেই পূজা পাইবে না। আমি দুরাত্মাকে স্থানভ্রষ্ট করিব। এইরূপ স্থির করিয়া রাজা দিবোদাস সেই গণপতির স্থান ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। নিকুম্ভ আয়তন ভগ্ন হইল দেখিয়া রাজাকে এই অভিসম্পাত করিলেন যে, তুমি যখন নিরপরাধে আমার স্থান নষ্ট করিলে, তখন তোমার এই পুরী নিশ্চয় এখনি শূন্য হইবে। নিকুম্ভ এইরূপ অভিশাপ দিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। এদিকে নিকুম্ভের অভিশাপে বারাণসী জনশূন্য হইল। দিবোদাস গোমতী-তীরে রাজধানী নির্ম্মাণ করাইলেন। তখন মহাদেব সেই শূন্য বারাণসীনগরীতে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া দেবীর সহিত পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই স্থান দেবীর প্রীতিকর হইল না।

অবশেষে তিনি মহাদেবকে কহিলেন, এই (জনশূন্য) পুরীতে আমি বাস করিতে পারিতেছি না। তখন মহেশ্বর কহিলেন, 'এ গৃহ আমি পরিত্যাগ করিব না, ইহা আমার অবিমুক্তগৃহ। আমি আর কোথাও যাইব না। তোমার ইচ্ছা থাকে যাও।' ত্রিপুরান্তক মহাদেব স্বয়ং বারাণসীকে অবিমুক্ত বলিয়াছিলেন, সেই জন্য উহা অবিমুক্ত নামে বিখ্যাত হইয়াছে। বারাণসী এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অবিমুক্ত নামে কীর্ত্তিত হয়। এই স্থানে সর্ব্বদেবনমস্কৃত মহেশ্বর সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিনযুগে দেবীর সহিত পরমসুখে বাস করেন। কলিযুগ উপস্থিত হইলে ঐ পুরী অন্তর্হিত হইবে বটে, কিন্তু মহাদেব উহা পরিত্যাগ করিবেন না।" (৯)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—"দেব দেব মহেশ্বর ব্রহ্মার বাক্য প্রতিপালনের জন্য কাশী পরিত্যাগ করিয়া মন্দরপর্ব্বতে আসিয়া বাস করেন, মহাদেব গমন করিলে সমস্ত দেবগণও মন্দারপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। মহাদেব এখানে আসিয়া তৃপ্ত হইতে পারিলেন না, তাঁহার মনে কাশীবিরহ প্রবল হইল। এই সময় বারাণসী মহারাজ দিবোদাসের রাজধানী, তপস্যাবলে সেই রাজা সমস্ত দেবগণেরই রূপধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য দেবগণ তাঁহার স্তব ও ভজনা করিতেন। অসুরগণ সর্ব্বদাই তাঁহার স্তব করিত। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক নৃপতি সে সময়ে কেহ ছিলেন না। এই দিবোদাসের অপর নাম রিপুঞ্জয় (১০)।

"মন্দারপর্ব্বতে মহাদেবের কাশীবিরহ উপস্থিত হইলে, তিনি দেখিলেন, রাজা দিবোদাসকে কোন প্রকারে তাড়াইতে না পারিলে তাঁহার বারাণসীলাভ হইতেছে না। প্রথমে তিনি ৬৪ যোগিনীকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন, যোগিনীগণ কাশীতে আসিয়া পরমধার্ম্মিক দিবোদাসকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না। তাঁহারা মণিকর্ণিকাকে সম্মুখে রাখিয়া কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন (১১)। কিছুদিন অতীত হইল, মন্দরস্থ মহাদেব দেখিলেন, যোগিনীগণ ফিরিয়া আসিল না। তখন তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া সূর্য্যকে পাঠাইলেন। সূর্য্য কাশীতে গিয়া ধার্ম্মিক দিবোদাসের কিছুমাত্র ছিদ্র বাহির করিতে সমর্থ হইলেন না। এখানে তিনি কাশীর মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যোগিনীদিগের মত সূর্য্যও আর ফিরিলেন না, তখন মহাদেব তাঁহার গণেশ্বরদিগকে পূর্ব্বের মত উপদেশ দিয়া কাশীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারাও কাশীতে আসিয়া কাশীর বিমোহিনীশক্তিতে বিমুগ্ধ হইলেন, যোগিনীগণের ন্যায় তাঁহারাও দিবোদাসের অনিষ্টসাধন করিতে সমর্থ হইলেন না। এদিকে মহাদেব তাঁহাদিগের কোন সংবাদ না পাইয়া, বিশেষতঃ কাশীবিরহে অস্থির হইয়া গণেশকে পাঠাইলেন। গণপতি কাশীতে আসিয়া বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের বেশ ধরিয়া কাশীবাসীর ভাগ্যলিপি গণনা করিয়া সকলকে বিস্ময়াভিভূত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, কাশীতে থাকিলে সকলেরই ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। বৃদ্ধ দৈবজ্ঞের কথায় কাশীবাসীর মনে ভয় হইল, অনেকেই কাশী পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ক্রমে বৃদ্ধদৈবজ্ঞের অদ্ভুত গণনার কথা দিবোদাসের অন্তঃপুরে পৌঁছিল। এইরূপে গণপতি রাজান্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিয়া রাজমহিলাদিগের ভাগ্যগণনা দ্বারা তাহাদের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই কপটী দৈবজ্ঞ রাজ্ঞীগণের মধ্যে মহাসম্মান লাভ করিলেন। রাজমহিলাগণ তাঁহার অসাক্ষাতে রাজার নিকট তাঁহার বহুবিধ গুণের প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজা মজিলেন, একদিন তিনি বৃদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। দৈবজ্ঞরূপী গণপতি নানাপ্রকারে রাজার মনোমুগ্ধ করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! উত্তরদেশ হইতে একজন ব্রাহ্মণ আপনার নিকট আগমন করিবেন, তিনি যাহা বলিবেন, আপনি তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিবেন, তাহা হইলে আপনার সকল বিষয় সিদ্ধ হইবে।'

"এদিকে মন্দরাসীন মহেশ্বর গণনাথের বিলম্ব দেখিয়া বিষ্ণুর প্রতি সাগ্রহে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অনেক কথাই উপদেশ করিলেন এবং শেষে কহিলেন, 'হে বিষ্ণো! দেখিও অন্যান্য ব্যক্তি কাশীতে যেরূপ আচরণ করিয়াছে, তুমি যেন সেরূপ করিও না।" বিষ্ণু যথোচিত উত্তর দিয়া হৃষ্টমনে কাশী যাত্রা করিলেন।

বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত কাশীতে আসিয়া কাশীবাসীকে মায়ায় বিমুগ্ধ করিলেন, অধিকাংশ লোকেই স্বধর্ম্মচ্যুত হইতে লাগিল। এদিকে দৈবজ্ঞের উপদেশে রিপুঞ্জয় দিবোদাসের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তিনি সেই ব্রাহ্মণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ দিবসে বিষ্ণু ব্রাহ্মণ-

(৯) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উপোদ্ঘাতপাদে মহাদেবের বারাণসী আগমনের বিষয় ঠিক এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণান্তরে কিছু মতভেদ লক্ষিত হয়। [একাম্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

(১০) কাশীখণ্ডে ৪৩ হইতে ৫৮ অধ্যায়মধ্যে দিবোদাস-রিপুঞ্জয়ের অনেক কথা লিখিত আছে।

(১১) এই স্থান এখন চৌষট্টিযোগিনীর ঘাট নামে খ্যাত।

বেশে দিবোদাসের সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ রিপুঞ্জয় অভিপ্রেত ব্রাহ্মণদর্শনে পরম আনন্দলাভ করিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে দ্বিজোত্তম! বহুদিন রাজ্যভার বহনে আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আমার মনে সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে! আপনি অদ্য আমাকে যাহা বলিবেন, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।' ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু রাজাকে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! তুমি যে বিশ্বনাথকে কাশী হইতে দূর করিয়াছ, ইহাই তোমার একটী মহাদোষ! যদি এই মহাপাপের শান্তি চাও, তবে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা কর, একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় সহস্র অপরাধ বিনষ্ট হয়।' মহারাজ দিবোদাস জ্যেষ্ঠপুত্র সমঞ্জয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সংসারসংস্রব ত্যাগ করিলেন। তিনি বিষ্ণুর আদেশানুসারে গঙ্গার পশ্চিমতটে একটি শিবালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দিবোদাসেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিলেন। সপ্তম দিবসে শিবদূতপরিবেষ্টিত জ্যোতির্ম্ময় রথ আসিয়া উপস্থিত হইল। মহারাজ রিপুঞ্জয় তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এইরূপে মহাত্মা দিবোদাসের নির্ব্বাণ হইল। তৎপরে মহাদেব দেবী পার্ব্বতীর সহিত পুনরায় তাঁহার প্রিয়ক্ষেত্র বারাণসীধামে আগমন করিলেন।"

কাশীখণ্ডের বিবরণপাঠে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, প্রথমতঃ কাশীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রবল ছিল, তৎপরে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ে এবং বৌদ্ধরাজদিগের আধিপত্যপ্রভাবে বারাণসী হইতে হিন্দুধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হয়, এমন কি বারাণসী বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। অবশেষে রাজা রিপুঞ্জয়ের রাজত্বকালে শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিলে, বৈষ্ণব দ্বারা কাশী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অথবা বৌদ্ধ-আধিপত্য তিরোহিত হয়। কাশিরাজ রিপুঞ্জয় দিবোদাসের * সময় যে কাশীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, তাহা প্রসঙ্গক্রমে কাশীখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—

"ততস্তু সৌগতং রূপং শিশ্রায় শ্রীপতিঃ স্বয়ম্।
অতীব সুন্দরতরং ত্রৈলোক্যস্যাপি মোহনম্ ॥ ৭২
শ্রীঃ পরিব্রাজিকা জাতা নিতরাং সুভগাকৃতিঃ।...
ততঃ প্রোবাচ পুণ্যাত্মা পুণ্যকীর্ত্তিঃ স সৌগতঃ।
শিষ্যং বিনয়কীর্ত্তিং তং মহাবিনয়ভূষণম্ ॥ ৮১
ত্বয়া বিনয়কীর্ত্তে যো ধর্ম্মঃ পৃষ্টঃ সনাতনঃ।
বক্ষ্যাম্যহমশেষেণ শৃণুষ্ব তং মহামতে ॥ ৮২
অনাদিসিদ্ধঃ সংসারঃ কর্ত্তৃকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
স্বয়ং প্রাদুর্ভবেদেষ স্বয়মেব বিলীয়তে ॥ ৮৩
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং যাবদ্দেহনিবন্ধনম্।...
আত্মৈবৈকেশ্বরস্তত্র ন দ্বিতীয়স্তদীশিতা ॥ ৮৪
দেহো যথাস্মদাদীনাং স্বকালেন বিলীয়তে।
ব্রহ্মাদিমশকান্তানাং স্বকালাল্লীয়তে তথা ॥ ৮৫
বিচার্য্যমাণে দেহেঽস্মিন্ কিঞ্চিদাধিকং ক্বচিৎ।
আহারো মৈথুনং নিদ্রা ভয়ং সর্ব্বত্র যৎ সমম্ ॥ ৮৬
ব্রহ্মাদিকীটকান্তানাং তথা মরণতো ভয়ম্ ॥ ৯৩
সর্ব্বে তনুভৃতস্তুল্যা যদি বুদ্ধ্যা বিচার্য্যতে।
ইদং নিশ্চিত্য কেনাপি নো হিংস্যঃ কোঽপি কুত্রচিৎ ॥ ৯৪
অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যোক্তঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
তস্মান্ন হিংসা কর্ত্তব্যা নরৈর্নরকভীরুভিঃ ॥ ৯৭
হিংসকো নরকং গচ্ছেৎ স্বর্গং গচ্ছেদহিংসকঃ ॥ ৯৮
সুখেষু ভুজ্যমানেষু যৎ স্যাদ্দেহবিসর্জ্জনম্।
অয়মেব পরো মোক্ষো ন মোক্ষোঽন্যঃ ক্বচিৎ পুনঃ ॥ ১০৬
বাসনাসহিতক্লেশসমুচ্ছেদে সতি ধ্রুবম্।
বিজ্ঞানো পরমো মোক্ষো বিজ্ঞেয়স্তত্ত্বচিন্তকৈঃ ॥ ১০৭
প্রামাণিকী শ্রুতিরিয়ং প্রোচ্যতে বেদবাদিভিঃ।
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি নান্যা হিংসা প্রবর্ত্তিকা ॥ ১০৮
অগ্নিষোমীয়মিতি যা ভ্রামিকা সাঽসতামিহ।
ন সা প্রমাণং জ্ঞাতৄণাং পশ্বালম্ভনকারিকা ॥" ১০৯

(কাশীখণ্ডে ৫৮ অঃ)।

ভগবান্ শ্রীপতি ত্রৈলোক্যমোহন অতিসুন্দর সৌগত (বৌদ্ধ) রূপ এবং লক্ষ্মীদেবীও সেই সময়ে পরম মনোহর পরিব্রাজিকারূপ ধারণ করিলেন।...পুণ্যকীর্ত্তি নামক বৌদ্ধ পরিব্রাজকরূপধারী ভগবান্ তাঁহার প্রিয় শিষ্য বিনয়ভূষণ বিনয়কীর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ নিজধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—'হে বিনয়কীর্ত্তে! তুমি সনাতন ধর্ম্মবিষয়ক যে সকল প্রশ্ন করিলে আমি অশেষপ্রকারে সেই সকল বিষয়ের উত্তর প্রদান করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই সংসার অনাদি, ইহার কর্ত্তা কেহই নাই, ইহা স্বয়ং প্রাদুর্ভূত এবং আপনিই বিলয়প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত যত দেহী আছে, এক অদ্বিতীয় আত্মাই সে সকলের ঈশ্বর, ইহা হইতে অন্য কোন স্বতন্ত্র স্রষ্টার অস্তিত্ব নাই। আমাদের এই দেহ যেমন কালবশে বিলীন হয়, সেই ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে মশক পর্য্যন্ত সকল

* এই দিবোদাস মহাভারত ও পুরাণোক্ত প্রতর্দ্দনের পিতা দিবোদাস হইতে স্বতন্ত্র।

প্রাণিরই দেহ স্ব স্ব নির্দিষ্ট কালানুসারে বিলয় প্রাপ্ত হইবে। বিচারপূর্ব্বক দেখিলে এই জীবগণের দেহে পরস্পর কোন প্রকার ন্যুনাধিক্য নাই, কারণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদেহে আহার, নিদ্রা ও ভয় সমভাবেই বিদ্যমান। আমাদের যেমন মরণভয়, সেই প্রকার ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকল দেহধারীরই মৃত্যুভয় আছে। বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিলে ইহাই স্থির হয় যে, সকল প্রাণীই সমান, সুতরাং যাহাতে কোন প্রকারে প্রাণিহিংসা না হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম" ইহা পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, এই কারণে নরকভীত পুরুষগণ কখন প্রাণিহিংসা করিবেন না। হিংসাকারী ভীষণ নরকে গমন করে, অহিংসক ব্যক্তি স্বর্গলাভ করে। সুখভোগ করিতে করিতে দেহবিসর্জ্জনের নামই পরমমোক্ষ, ইহা ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার মোক্ষ নাই। বাসনার সহিত পঞ্চবিধ ক্লেশের সমুচ্ছেদ হইলে পর, বিজ্ঞানের নামই যথার্থ মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া থাকেন। 'সমস্ত ভূতগণকে হিংসা করিবে না' বেদবাদিগণ এই প্রামাণিক শ্রুতিই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হিংসাপ্রবর্ত্তক কোন শ্রুতিই প্রামাণিক নহে। 'অগ্নিষোমীয়ে পশুহত্যা করিবে' ইত্যাদি যে শ্রুতি আছে, তাহা কেবল অসাধুদিগের ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।" ইত্যাদি

কাশীখণ্ডে যদিও লিখিত হইয়াছে যে, বিষ্ণু কাশীবাসীকে মোহিত করিবার জন্য বৌদ্ধরূপ পরিগ্রহ করেন। বস্তুতঃ ইহা যে রূপক বর্ণনামাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময়ে যে কাশীতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করিয়া ছিল, উক্ত প্রস্তাবে এইমাত্র অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ রিপুঞ্জয় দিবোদাসও প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"সংসেবিষ্যামহে রাজন্নসুরাস্ত্বাং স্ববৈভবৈঃ ॥ ২০

বয়ং যতস্ত্বদ্বিষয়ে সুরাবাসোহপি দুর্লভঃ।"

অসুরগণ এই বলিয়া তাঁহার (রাজা রিপুঞ্জয় দিবোদাসের) স্তব করিত, 'আপনার রাজ্যে দেবগণ থাকিতে পারেন না, সুতরাং আমরা স্ব স্ব বিভবানুসারে আপনার সেবা করিব।

উক্ত শ্লোকে ইহাই অনুমিত হয় যে, অসুর অর্থাৎ দেববিদ্বেষিগণ সর্ব্বদাই রাজা রিপুঞ্জয়ের নিকট থাকিত এবং দেবগণ অর্থাৎ দেবভক্ত ব্রাহ্মণাদি তাঁহার রাজ্যে বড় একটা বাস করিতেন না। বোধ হয় কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়ে এই ধার্ম্মিক বৌদ্ধরাজই রাজত্ব করিতেছিলেন এবং পরে এই রাজা ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহারই সময় হইতে পবিত্র বারাণসীধামে পুনরায় দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। বিষ্ণুপুরাণেও একস্থলে লিখিত আছে, বিষ্ণু একবার চক্রদ্বারা বারাণসী দগ্ধ করিয়াছিলেন। (বিষ্ণুপু° ৫ অংশ, ৩৪ অঃ)

বারাণসীতে যে এককালে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, অদ্যাপি তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। বারাণসীর পার্শ্ববর্ত্তী সারনাথ বৌদ্ধদিগের একটি পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ফা-হি য়ান এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে হিউএন্ সিয়াং এই সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন, তখনও এই স্থানে অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি ছিল, অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। [সারনাথ দেখ।] এখনও কাশীপুরীতে বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ যৎসামান্য দেখিতে পাওয়া যায়। (যথাস্থানে বিবৃত হইবে।)

কোন্ সময়ে কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং যখন বারাণসীতে আসিয়াছিলেন, তখন কাশীতে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল। তিনি বারাণসীধামে শতাধিক দেবমন্দির ও প্রায় দশসহস্র দেবোপাসক দর্শন করিয়াছিলেন।* শ্রীক্ষেত্রে মাদলাপঞ্জীর মতে উৎকলরাজ যযাতিকেশরী ৩৯৬ শকে ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর বারাণসীর অনুকরণে নির্ম্মিত হয়। (একাম্র দেখ।) সুতরাং তাহারও পূর্ব্বে কাশীতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বারাণসীর উল্লেখ আছে এবং তৎকালে শিবোপাসনাও প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। (পতঞ্জলি দেখ।) সম্ভবতঃ বৌদ্ধরাজ অশোকের মৃত্যু হইবার পর এবং মহাভাষ্য রচিত হইবার সময়ে বারাণসীতে হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় প্রবল হইতে আরম্ভ হয়।

হিন্দুর নিকট কাশী অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ জগতে আর নাই। প্রাচীন মুনিঋষিগণ প্রাণ ভরিয়া এই মুক্তিধাম কাশীমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

মৎস্যপুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছে—

"ইদং গুহ্যতমং ক্ষেত্রং সদা বারাণসী মম।

সর্ব্বেষামেব ভূতানাং হেতুর্মোক্ষস্য সর্ব্বদা ॥" ১৮০।৪৭।

* এই সময়ে বারাণসীতে ৩০০০ মাত্র বৌদ্ধ ছিল।

আমার এই বারাণসীক্ষেত্র সর্ব্বদাই গুহ্যতম, ইহা নিয়তই সমস্ত জীবগণের মোক্ষলাভের হেতু।

বিষয়াসক্তচিত্তোঽপি ত্যক্তধর্ম্মরতির্নরঃ॥ ৭১॥

ইহ ক্ষেত্রে মৃতঃ সোঽপি সংসারং ন পুনর্বিশেৎ।"

ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে একান্ত আসক্ত চিত্ত হইলেও যদি তাহার এই বারাণসী-ক্ষেত্রে মরণ হয়, তবে সে ব্যক্তিকে আর সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না, নিশ্চয়ই তাহার মুক্তি লাভ হয়।

"অবিমুক্তস্য কথিতং ময়া তে গুহ্যমুত্তমম্॥ ৭৫

অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধিগুহ্যং মহেশ্বরি!।"

হে দেবি! মহেশ্বরি! এই আমি অবিমুক্তক্ষেত্রের অতিশয় গুহ্যবিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ফলতঃ ইহা অপেক্ষা সিদ্ধিবিষয়ে উৎকৃষ্টতর বিষয় সংসারে আর নাই।

"অকামো বা সকামো বা হ্যপি তির্য্যগ্‌গতোঽপি বা।

অবিমুক্তে ত্যজন্ প্রাণান্ মম লোকে মহীয়তে॥" ১৮।১২২।

অকাম বা সকামই হউক, অথবা তির্য্যগ্‌যোনিজাতই হউক, অবিমুক্তক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে নিশ্চয়ই আমার লোকে (শিবলোকে) পূজা প্রাপ্ত হয়।

শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায়—

"পঞ্চক্রোশ্যাঃ পরং নাস্ত্যং ক্ষেত্রঞ্চ ভুবনত্রয়ে।" ৪৯। ৯৩।

এই ত্রিভুবনমধ্যে পঞ্চক্রোশী (বারাণসী) অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য কোন ক্ষেত্র জগতে আর নাই।

"ধর্ম্মস্যোপনিষৎ সত্যং মোক্ষস্যোপনিষচ্ছমঃ।

ক্ষেত্রতীর্থোপনিষদমবিমুক্তং বিদুর্বুধাঃ॥ ৫০। ৩১।

সত্যই যেমন ধর্ম্মের উপনিষৎ অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম রহস্য এবং শান্তিই যেমন মোক্ষের গুহ্যতম বিষয়, সেইরূপ অবি-মুক্ত ক্ষেত্রকেই বুধগণ ক্ষেত্র ও তীর্থমধ্যে উৎকৃষ্টতম রহস্য-বিষয় বলিয়া অবগত আছেন।

লিঙ্গপুরাণে (৯২ অধ্যায়ে)—

"নৈমিষে চ কুরুক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে চ পুষ্করে॥ ৪৬

স্নানাৎ সংসেবনাদ্বাপি ন মোক্ষঃ প্রাপ্যতে যতঃ।

ইহ সম্প্রাপ্যতে যেন তত এতদ্বিশিষ্যতে॥ ৪৭

প্রয়াগে বা ভবেন্মোক্ষ ইহ বা মৎপরিগ্রহাৎ।

প্রয়াগাদপি তীর্থাগ্র্যাদবিমুক্তমিদং শুভম্॥ ৪৮

কুবেরোঽত্র মম ক্ষেত্রে ময়ি সর্ব্বার্পিতক্রিয়ঃ।

ক্ষেত্রসংসেবনাদেব গণেশত্বমবাপ হ॥ ৫৭

পরাশরসুতো যোগী ঋষির্ব্যাসো মহাতপাঃ।

মম ভক্তো ভবিষ্যশ্চ বেদসংস্থা প্রবর্ত্তকঃ॥ ৫৯

রংস্যতে সোঽপি পদ্মাক্ষি! ক্ষেত্রেঽস্মিন্ মুনিপুঙ্গবঃ।

ব্রহ্মা দেবর্ষিভিঃ সার্দ্ধং বিষ্ণুর্বাপি দিবাকরঃ॥ ৬০

দেবরাজস্তথা শক্রো যেঽপি চান্যে দিবৌকসঃ।

উপাসতে মহাত্মানঃ সর্ব্বে মামিহ সুব্রতে।" ৬১

হে পদ্মাক্ষি! নৈমিষক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার ও পুষ্কর এই সকল তীর্থে স্নান অথবা অবস্থানপূর্ব্বক সেবা করিলে তদ্দ্বারা জীবগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, এই হেতু ইহা শ্রেষ্ঠতম, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার অধিষ্ঠানহেতু প্রয়াগে অথবা এই স্থানে মোক্ষলাভ হয়, তীর্থশ্রেষ্ঠ প্রয়াগ অপেক্ষাও এই ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতর। কুবের আমাতে সমস্ত ক্রিয়াসমর্পণপূর্ব্বক আমার এই ক্ষেত্রের সেবা করিয়াই গণেশত্ব লাভ করিয়াছে। আমার ভক্ত পরাশরপুত্র যোগিপ্রবর মহাতপাঃ ঋষিবর ব্যাসদেব বেদবিভাগকর্ত্তা ও বেদমর্য্যাদার প্রবর্ত্তক হইবেন, সেই মুনিবরও এইস্থানে পরমানন্দে অবস্থান করিবেন, অধিক কি, দেবর্ষিগণের সহিত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দিবাকর, দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য মহাত্মা দেবগণ সকলেই এই স্থানে আমার উপাসনা করিয়া থাকেন।

কূর্ম্মপুরাণে (পূর্ব্বভাগে ৩০ অধ্যায়ে)—

"জ্ঞানধ্যাননিবিষ্টানাং পরমানন্দমিচ্ছতাম্।

যা গতির্বিহিতা পুত্র! সাবিমুক্তে মৃতস্য তু॥ ৫৮

যানি কামাবিমুক্তানি দেবৈরুক্তানি নিত্যশঃ।

পুরী বারাণসী তেভ্যঃ স্থানেভ্যোঽপ্যধিকা শুভা॥ ৫৯

যত্র সাক্ষাৎ মহাদেবো দেহান্তে স্বয়মীশ্বরঃ।

ব্যাচষ্টে তারকং ব্রহ্ম তত্রৈব হ্যবিমুক্তকম্॥ ৬০

ভ্রূমধ্যে নাভিমধ্যে চ হৃদয়েঽপি চ মূর্দ্ধনি।

যথাবিমুক্তমাদিত্যে বারাণস্যাং ব্যবস্থিতম্॥ ৬২

বরণায়াস্তথা চাস্যা মধ্যে বারাণসী পুরী।

বারাণস্যাঃ পরং স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি॥ ৬৪

যাহারা পরমানন্দ লাভে বাসনা করিয়া জ্ঞানে ও ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত, হে সুলোচনে! তাহাদের যে গতি হয়, অবিমুক্তে মৃতব্যক্তিগণেরও সেই গতি লাভ হইয়া থাকে। দেবগণ যে সকল কামাবর্জ্জিত স্থানের কথা কহিয়া থাকেন, সেই সমস্ত স্থান অপেক্ষা এই বারাণসী শ্রেষ্ঠতমা ও শুভদায়িনী। ইহাতে প্রাণপরিত্যাগসময়ে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মহাদেব ভ্রূ, নাভি ও হৃদয়ে তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যেমন আদিত্যমধ্যে সেইরূপ বারাণসীতে অবিমুক্তক্ষেত্র অবস্থিত আছে। বরণা ও অসি এই দুই নদীর মধ্যস্থলে বারাণসীপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে, বারাণসীর তুল্য স্থান এ পর্য্যন্ত হয় নাই ও হইবে না।

কাশীখণ্ডে (২২ অধ্যায়ে)—

"অবিমুক্তাম্বগাঙ্কেত্রাদ্বিশ্বেশসমধিষ্ঠিতাৎ।
ন চ কিঞ্চিৎ কচিদ্রম্যমিহ ব্রহ্মাণ্ডগোলোকে ॥ ৮২
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ন ভবেৎ পঞ্চক্রোশপ্রমাণতঃ ॥ ৮৩
যথা যথা হি বর্দ্ধেত জলমেকার্ণবস্য চ।
তথা তথোন্নয়েদীশস্তৎক্ষেত্রং প্রলয়াদপি ॥ ৮৪
ক্ষেত্রমেতত্ত্রিশূলাগ্রে শূলিনস্তিষ্ঠতি দ্বিজ।
অন্তরিক্ষে ন ভূমিষ্ঠং নৈক্ষন্তে মূঢ়বুদ্ধয়ঃ ॥" ৮৫

যেখানে বিশ্বেশ্বর বাস করেন, সেই মহাক্ষেত্র অবিমুক্ত অপেক্ষা মনোরম ও মঙ্গলদায়ক বস্তু, এই ব্রহ্মাণ্ডগোলোক-মধ্যে কোথাও নাই। এই স্থান পঞ্চক্রোশ পরিমিত। প্রলয়কালে একার্ণবের জল যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, মহাদেব সেই পরিমাণে এই ক্ষেত্র উন্নমিত করিয়া উচ্চে তুলিয়া থাকেন। দ্বিজবর! এইক্ষেত্র শূলধারী মহাদেবের ত্রিশূলের অগ্রভাগে অবস্থিত। ইহা আকাশে ও ভূমিতে অবস্থিত নয়, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারে না।

কাশীখণ্ডে (৫। ২৪—২৯)—

"ক্ষেত্রং পবিত্রং হি যথাঽবিমুক্তং
নান্যত্তথা যচ্ছ্রুতিভিঃ প্রযুক্তম্।
ন ধর্ম্মশাস্ত্রৈর্ন চ তৈঃ পুরাণৈ-
স্তস্মাচ্ছরণ্যং হি সদাঽবিমুক্তম্ ॥
সহোবাচেতি জাবালিরারুণেঽসিরিড়া মতা।
বরণা পিঙ্গলা নাড়ী তদন্তস্ত্ববিমুক্তকম্ ॥
সা সুষুম্না পরা নাড়ীত্রয়ং বারাণসী ত্বসৌ।
তদত্রোৎক্রমণে সর্ব্বজন্তূনাং হি শ্রুতৌ হরঃ ॥
তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে তেন ব্রহ্ম ভবন্তি হি।
এবং শ্লোকো ভবত্যেষ আহুর্বেদবাদিনঃ ॥
নাবিমুক্তসমং ক্ষেত্রং নাবিমুক্তসমা গতিঃ।
নাবিমুক্তসমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ ॥"

এই অবিমুক্তক্ষেত্র যেমন পবিত্র জগতে অন্য কোনও স্থান সেরূপ নাই; ইহা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র বা পুরাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এমত নহে, স্বয়ং শ্রুতি তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদাই অবিমুক্তক্ষেত্র আশ্রয় করা জীবগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

সুপ্রসিদ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ জাবালি বলিয়াছেন যে, 'হে আরুণে! অসি নদী ইড়া, বরণানদী পিঙ্গলা এবং ঐ উভয়ের মধ্যস্থিত অবিমুক্ত ক্ষেত্র সুষুম্না নাড়ী বলিয়া অভিহিত হয়। এই নাড়ীত্রয়কেই বারাণসী বলিয়া থাকে। এই বারাণসীতে জীবগণের প্রাণ পরিত্যাগকালে ভগবান্ মহাদেব দক্ষিণ কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করেন, তাহাতে জীবগণ ব্রহ্মের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ শ্লোক কীর্ত্তন করেন যে, "অবিমুক্তের সমান ক্ষেত্র নাই, অবিমুক্তের সমান সদগতিদায়ক স্থান আর নাই, অবিমুক্তস্থিত শিবলিঙ্গ তুল্য অন্য শিবলিঙ্গ আর কোথাও নাই, এই বাক্য নিশ্চয়ই সত্য, তাহাতে কোনও সংশয় নাই।

"কলৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কলৌ বারাণসী পুরী।" ৩১।২৫।

কলিকালে বিশ্বেশ্বরই একমাত্র দেব এবং বারাণসীই একমাত্র মোক্ষপুরী।

দেব দেব বিশ্বেশ্বর বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ এই বিশ্বেশ্বররূপী ভগবানের আরাধনা করিয়া আসিতেছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ ও শিব প্রভৃতি পুরাণে বিশ্বেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

"পঞ্চক্রোশ্যাঃ পরং নাস্তৎ ক্ষেত্রঞ্চ ভুবনত্রয়ে ॥
অথবা পাপিনাং পাপস্ফোটনায় স্বয়ং হরঃ।
মর্ত্ত্যলোকে শুভং ক্ষেত্রং সমাধায় স্থিতঃ সদা।
যথা তথাপি ধন্যেয়ং পঞ্চক্রোশী মুনীশ্বরাঃ ॥ ২৪
যত্র বিশ্বেশ্বরো দেবো হ্যাগত্য সংস্থিতঃ স্বয়ম্।
যদ্দিনং হি সমারভ্য হরং কাশ্যামুপাগতঃ ॥ ২৫
তদ্দিনং হি সমারভ্য কাশী শ্রেষ্ঠতয়া হ্যভূৎ।"

(শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৪৯ অঃ।)

হে মুনীন্দ্রগণ! পঞ্চক্রোশীর তুল্য উৎকৃষ্ট স্থান ত্রিভুবন-মধ্যে আর নাই। অথবা পাপিগণের পাপ বিনাশের নিমিত্ত স্বয়ং মহেশ্বর মর্ত্ত্যলোকে এই পরমোৎকৃষ্ট স্থান সংস্থাপনপূর্ব্বক নিয়তই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অতএব এই পঞ্চক্রোশী ত্রিলোকমধ্যে ধন্য। এখানে স্বয়ং দেবদেব বিশ্বেশ্বর আসিয়া অবস্থিত আছেন। যে দিন হইতে মহাদেব কাশীতে আগমন করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই এই বারাণসী অতি শ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

মৎস্যপুরাণে (১৮২। ১৭)—

"ন কেবলং ব্রহ্মহত্যা প্রাকৃকৃতা চ নিবর্ত্ততে।
প্রাপ্য বিশ্বেশ্বরং দেবং ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥"

এই ক্ষেত্রে কেবল ব্রহ্মহত্যা নয়, পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মই নিবৃত্ত হয়, দেবদেব বিশ্বেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত কর্ম্ম সকল আর পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং মোক্ষলাভ হয়।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং বারাণসীতে আসিয়া শত হস্ত উচ্চ তাম্রময় বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন *।

* La Vie de Hiouen Thsang par Stanislas Julien, p. 430.

এখন সেই শতহস্ত উচ্চ তাম্রময় লিঙ্গ কোথায়? সাড়ে বার শতবর্ষ পূর্ব্বে চীন-পরিব্রাজক যে শতহস্ত উচ্চ তাম্রময় লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন, এখন তাহার নিদর্শন নাই অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখমাত্র নাই। বোধ হয়, শাহাবুদ্দীন ঘোরি যে সময়ে বারাণসী লুণ্ঠন করিতে আসেন, সেই সময় সেই পবিত্র তাম্রলিঙ্গ ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক বিচূর্ণিত বা বিধ্বস্ত হইয়া থাকিবে। বোধ হয়, তৎপরে হিন্দুরাজগণের সময়ে পুনরায় যে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই আমরা দেখিতে পাই।
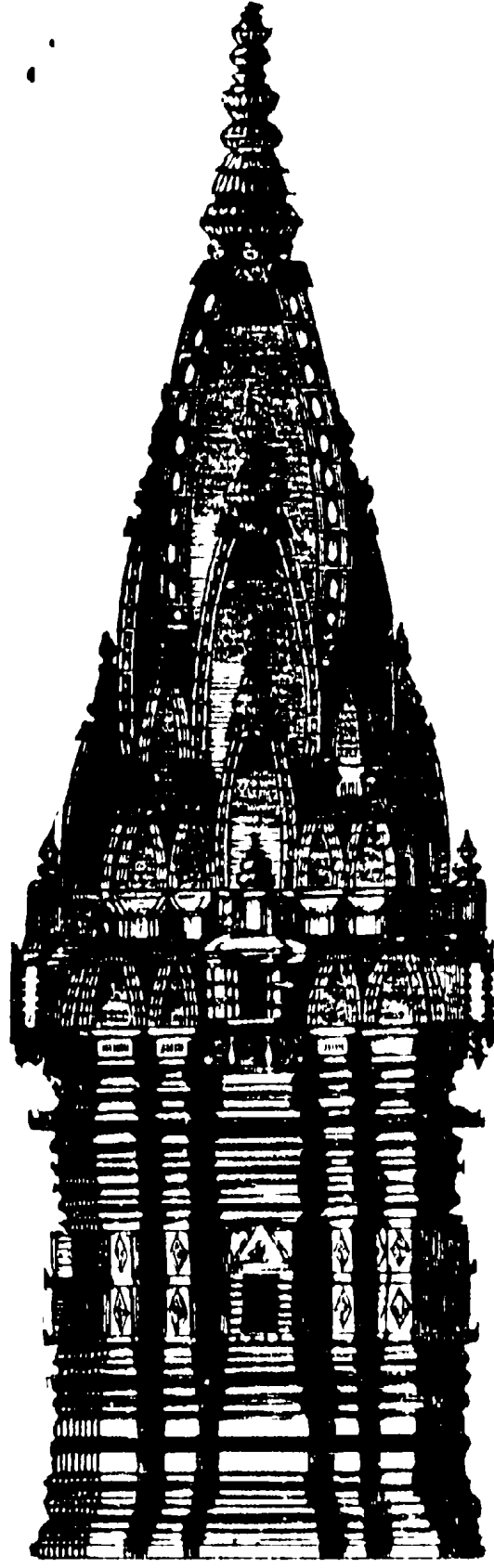
বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

এখন যে বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণকলস ও স্বর্ণচূড়াবিলম্বিত সুন্দর মন্দির নয়নগোচর হয়, তাহা শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন বিশ্বেশ্বরের অনতিদূরে যে অরঙ্গজিবের মসজিদ্ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বে সেইখানেই বিশ্বেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দির ছিল। হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিব সেই মন্দির নষ্ট করিয়া মুসলমান মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অনেকে বলেন, সেই মন্দিরই এখন মসজিদরূপে পরিণত হইয়াছে, মুসলমানেরা তাহার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছে মাত্র। মসজিদের পশ্চিমভাগে এখনও প্রাচীন হিন্দুদেবালয়ের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, এখনও এই মসজিদের নিম্নতলে বৌদ্ধগঠনের বিহারগৃহ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, হিন্দুগণ প্রবল হইলে বৌদ্ধকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিবার জন্য প্রাচীন বিহারের উপরেই দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আবার কেহ বলেন, অরঙ্গজিব-মস্‌জিদের অনতিদূরে যে 'আদি-বিশ্বেশ্বরের' মন্দির রহিয়াছে, পূর্ব্বে সেইখানেই বিশ্বেশ্বরলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই মন্দিরের পার্শ্বেই মুসলমান মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হওয়ায় লিঙ্গ স্থানান্তরিত হয়। এই আদিবিশ্বেশ্বর-মন্দিরের পার্শ্বেও মস্‌জিদ্ আছে, কিন্তু এই মস্‌জিদ্ সম্পূর্ণ হয় নাই। এই মস্‌জিদটিও আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের একাংশ বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে যে মন্দির ছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া তাহারই পাথরে ও তাহারই পোস্তার উপর এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহার কোন কোন অংশ দেখিলে অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কাহারও মতে ইহা প্রাচীন বৌদ্ধদিগের সময়ে নির্ম্মিত।

বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দির সমচতুরস্র প্রাঙ্গণের উপর অবস্থিত। উহা চূড়াসমেত ৩৪ হাত উচ্চ।

এই মন্দির কোন্ মহাত্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, তাহা ঠিক জানা যায় না। মহারাজ রণজিৎসিংহ মন্দিরের খিলান, চূড়া ও সমুদায় কলস তামার উপর সোণা দিয়া মুড়িয়া দেন। সূর্য্যালোকে দূর হইতে দর্শন করিলে ইহার অপূর্ব্বশোভায় নয়ন ঝলসিয়া যায়। স্বর্ণোজ্জ্বল চূড়ার উপর ত্রিশূল ও তাহার পার্শ্বে পতাকা উড়িতেছে।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের খিলানের নীচে ৯টী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘণ্টাটি নেপালরাজ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত। মন্দিরের উত্তরে বিশ্বেশ্বরের সভা, এখানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। এই পবিত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিলে মনে অদ্ভুতরসের আবির্ভাব হয়, দেখিতে পাইবে, ভারতবর্ষের সকল স্থানের সর্ব্বজাতীয় হিন্দু ভক্তিভাবে বিশ্বেশ্বরের পবিত্র লিঙ্গ দর্শনে উপস্থিত। ভক্তগণের মুখনিঃসৃত হর হর ব্যোম ব্যোম বিশ্বেশ্বর রবে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কেহ যোড়হস্তে দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতেছে, কেহ বা উদাত্তাদিস্বরে বেদপাঠ করিতেছে, কেহ বা সুমধুর স্বরে শিবস্তোত্র গান করিয়া ভক্তের হৃদয়ে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করিতেছে! আহা! ভারতবর্ষের নানাস্থানের আবালবৃদ্ধবনিতার একত্র সমাবেশ এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না। ভক্ত হিন্দুর প্রকৃত ছবি অদ্যাপি বিশ্বেশ্বরগৃহে প্রকাশমান। যখন

বিশ্বেশ্বরের সন্ধ্যা আরতি হয়, বেদধ্বনিতে যখন হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে ! সেই দৃশ্য কি অপার্থিব !

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে 'জ্ঞানবাপী' নামক পবিত্র কূপ। শিবপুরাণে এই কূপ "বাপীজল" নামে বর্ণিত হইয়াছে (১)।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে —

"রুদ্ররূপী ঈশান ত্রিশূলদ্বারা এখানকার ভূমি খনন করিয়া এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করেন। সেই কুণ্ড হইতে পৃথিবী অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত হইল এবং সেই জলে বসুন্ধরা আবৃত হইল। তখন রুদ্রমূর্ত্তি ঈশানদেব তাঁহার সহস্র কলস জল লইয়া জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বেশ্বররূপী মহালিঙ্গকে স্নান করাইলেন। ভগবান্ বিশ্বেশ্বর রুদ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই বর দিলেন, যাহারা শিব শব্দের অর্থ চিন্তা করে, তাহারা শিবশব্দের অর্থ "জ্ঞান" বলিয়া থাকে, সেই জ্ঞানই আমার মহিমায় এখানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এই জন্য এই তীর্থ "জ্ঞানোদ" নামে বিখ্যাত হইবে (২)। এই তীর্থ স্পর্শ করিলে সর্ব্বপাপ দূরীভূত হয়, স্পর্শ ও আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয়। ইহার নাম শিবতীর্থ, ইহাই শুভজ্ঞানতীর্থ, ইহারই নাম তারকতীর্থ এবং ইহাই প্রকৃত মোক্ষতীর্থ। এই তীর্থজলে শিবলিঙ্গকে স্নান করাইলে, সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ হয়। জ্ঞানস্বরূপ আমিই এখানে দ্রবমূর্ত্তি হইয়া জীবগণের জড়তা বিনাশ ও জ্ঞানোপদেশ করিতেছি।" (কাশীখণ্ড ৩৩ অঃ)। কাশীখণ্ডের অন্য স্থলে লিখিত হইয়াছে—

"দণ্ডনায়ক সেই জ্ঞানবাপীর জল দুর্ব্বৃত্তগণ হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং সুভ্রম ও বিভ্রম নামক গণদ্বয় সর্ব্বদা দুর্ব্বৃত্তগণের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে। মহাদেবের যে অষ্টমূর্ত্তির বিষয় উক্ত আছে, এই জ্ঞানদায়িনী জ্ঞানবাপী সেই অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম জলময়ী মূর্ত্তি।" (৩৪ অঃ)

প্রবাদ এইরূপ—যখন কালাপাহাড় কাশীর দেবমন্দির সকল ধ্বংস করিতে যায়, বিশ্বেশ্বর এই জ্ঞানবাপীর মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। এখনও সহস্র সহস্র তীর্থ-যাত্রী এখানে দেবের পূজা করিতে আসিয়া থাকে।

জ্ঞানবাপীর উপর একটি নাতি-উচ্চ ছাদ আছে, এই ছাদ আবার ৪০টি পাথরের থামের উপর। ইহার গঠন অতি সুন্দর, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ররাজ দৌলতরায় সিন্ধিয়ার বিধবাপত্নী শ্রীমতী বৈজ বাই উহা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

জ্ঞানবাপীর পূর্ব্বে নেপালরাজপ্রদত্ত পাঁচ হাত উচ্চ একটি বৃষভমূর্ত্তি এবং এখানে হায়দরাবাদের রাণীর মন্দির আছে। নিকটে কতকগুলি পবিত্র স্থানও আছে।

এখানে দাঁড়াইয়া উত্তরপশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রথমেই ৪০ হাত উচ্চ 'আদিবিশ্বেশ্বর'-মন্দির নয়নগোচর হয়। তাহারই অদূরে 'কাশীকর্ব্বট' নামক পবিত্র কূপ। অনেকের বিশ্বাস, যে ডুব দিয়া এই কর্ব্বট উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। সেই উদ্দেশ্যে মধ্যে দুই একজন এই কূপে ডুবিয়া মরে, গবর্ণমেণ্ট এই জন্য কূপের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তৎপরে এখানকার পাণ্ডার বিস্তর আবেদনে, এখন প্রতি সোমবারে একবার করিয়া মুখ খুলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

কাশীকর্ব্বটের নিকট অনেকগুলি সুন্দর দেবালয় আছে। সেই সকল দেবালয়গাত্রে অতি চমৎকার কারুকর্ম্ম ও শিল্প-নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। তৎপরে শনৈশ্চরেশ্বর লিঙ্গের মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে—সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শনৈশ্চরেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে মানব দেহান্তে কাশিলোকে সুখভোগ করিতে পারেন। (৭ অঃ)। শনৈশ্চর লিঙ্গের শিরোভাগ রৌপ্যময়, নিম্নভাগ পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা আবৃত।

শনৈশ্চরেশ্বরের নিকটেই অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির। হিন্দুর বিশ্বাস যে, কাশীতে কেহ অনাহারে থাকে না, এই অন্নদায়িনী দেবী অন্ন দিয়া দীন দরিদ্র সকলেরই দুঃখ দূর করেন। অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইবার পথে অসংখ্য দীন দরিদ্র ভিক্ষার্থ বসিয়া আছে, মন্দির হইতে ভিক্ষাস্বরূপ এক হাতা কলাই দিবার প্রথা আছে ; এখানে সকলেই ভিক্ষা পাইয়া থাকে। অন্নপূর্ণার বর্ত্তমান মন্দির প্রায় ১৮০ বর্ষ পূর্ব্বে পুণার মহারাষ্ট্ররাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মন্দিরস্থ নানারত্নবিভূষণা ত্রৈলোক্যমোহিনী অন্নপূর্ণার পবিত্রমূর্ত্তি দেখিলে দর্শকের মন প্রকৃতই বিমোহিত হয়। মন্দিরের এক ধারে সপ্তাশ্বযোজিত রথোপরি সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি বিরাজ

---

(১) "অবিমুক্তেশ্বরং দেবং সংসারোদ্ভবমোচনম্।
বাপীজলন্তু যত্রাস্থং দেবদেবস্য সন্নিধৌ ॥
স্পর্শনাদ্দর্শনাৎ তস্য কৃতার্থা মানবা ভুবি।
দুর্লভন্তু কলৌ দিব্যেস্তজ্জলং হ্যমৃতোপমম্ ॥
তারণং সর্ব্বজন্তূনাং নানাপাপস্য নাশনম্।"
শিবপুরাণে সনৎকুমারসংহিতা ৪১।২৬-২৮।

(২) শিবং জ্ঞানমিতি ব্রূয়ুঃ শিবশব্দার্থচিন্তকাঃ।
তচ্চ জ্ঞানং দ্রবীভূতমিহ মে মহিমোদয়াৎ ॥
অতো জ্ঞানোদং নাম্নৈতত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।"
কাশীখণ্ড ৩৩।৩২-৩৩।

করিতেছে। এতদ্ভিন্ন গৌরীশঙ্কর, গণেশ ও হনুমানের মূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ স্থানে আছে।

শনৈশ্চরেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে শুক্রেশ্বরের ক্ষুদ্র মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে, "পুরাকালে ভৃগুনন্দন শুক্র এই স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই শুক্রপ্রতিষ্ঠিত শুক্রেশ্বরের পূজা করিলে মানব পুত্রবান্, সৌভাগ্যশালী ও পরমসুখী হয়। শুক্রেশ্বরের ভক্ত শুক্রলোকে বাস করিয়া থাকে।" (১৬ অঃ) *।

বিশ্বেশ্বর-মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে কালভৈরবের মন্দির। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, "মহেশ্বর ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য নিজ কোপ হইতে এক ভৈরবপুরুষ সৃষ্টি করেন, সেই পুরুষই কালভৈরব। পূর্ব্বে ব্রহ্মার পঞ্চমুখ ছিল, কালভৈরব তাঁহার পঞ্চম মস্তক ছেদন করেন। কালভৈরব এই ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপ অপনয়নের জন্য 'কাপালিকব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মার সেই কপালহস্তে ভিক্ষার্থ পৃথিবী পর্য্যটন করেন। তিনি বহুতর তীর্থ পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু সেই কপাল কোথাও বিমুক্ত হইল না। কি আশ্চর্য্য! কালভৈরব কাশীতে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার হস্ত হইতে সেই কপাল নিপতিত হইল, ব্রহ্মহত্যাও ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইল! 'যে স্থানে সেই কপাল পতিত হইয়াছিল, তাহাই কপালমোচন তীর্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।' (কূর্ম্মপু° ৩৪। ১৮।) তৎপরে কালভৈরব কপালমোচন তীর্থকে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তগণের পাপতাপ দূর করিবার জন্য সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন। অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিয়া কালভৈরবের নিকট রাত্রিজাগরণ করিলে মহাপাপ দূর হয়। কালভৈরবের পূজা করিয়া যে যাহা কামনা করে, তাহার সেই কামনাই সিদ্ধ হয়।"

(কাশীখ° ৩১)।

কালভৈরব বা ভৈরবনাথের বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রস্তরে গঠিত কৃষ্ণাভ ঘোর নীলবর্ণ; তাঁহার দুই চক্ষু রৌপ্যময়, তাঁহার অধিষ্ঠান স্বর্ণময়। পার্শ্বে তাঁহার কুক্কুরের মূর্ত্তি। ভৈরবনাথের মন্দির দেখিবার যোগ্য, মন্দিরগাত্র বিবিধবর্ণে অলঙ্কৃত এবং দেবলীলা চিত্রিত, বিশেষতঃ প্রবেশদ্বারের বামপার্শ্বে অতিসুন্দর দশাবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মন্দিরের চৌকাটে দুইপার্শ্বে দ্বারপালেশ্বরের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান।

কালভৈরবের বর্ত্তমান মন্দির প্রায় ৬৫ বর্ষ পূর্ব্বে পুণার বাজিরাও কর্তৃক নির্ম্মিত। মন্দিরের বহির্ভাগে ভৈরবনাথের পূর্ব্বতন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। মন্দিরমধ্যে মহাদেব গণেশ ও সূর্য্যনারায়ণমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। কাশীতে ৪টি শীতলাদেবীর মন্দির আছে, তন্মধ্যে ভৈরবনাথের মন্দিরের নিকটে একটী; এই শীতলামন্দিরে সপ্তভগিনী মূর্ত্তি আছে।

কালভৈরবের অনতিদূরে দণ্ডপাণির মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে "হরিকেশ নামে এক যক্ষ ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার হৃদয়ে শিবভক্তি উদ্দীপিত হয়। তিনি শয়নে সর্ব্বদাই মহাদেবের বিভূতি দর্শন করিতেন। বালককালেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বারাণসীতে আসিয়া মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল পরে, মহাদেব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন, 'হে যক্ষ! তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই ক্ষেত্রের দণ্ডধর হও। আজ হইতে তুমি কাশীস্থ দুষ্টের শাসক ও শিষ্টের পালক হইয়া অবস্থান কর। তুমি দণ্ডপাণি নামে প্রসিদ্ধ হইবে, আমার সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামে গণদ্বয় সর্ব্বদা তোমার অনুগামী হইয়া চলিবে। কাশীবাসীর অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে তুমি তাহাদের গলে সুনীলরেখা, হস্তে সর্পবলয়, ভালে লোচন, পরিধানে কৃত্তিবাস, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে চন্দ্রকলা ও বাহনার্থ বৃষ প্রদান করিবে। তুমিই কাশীবাসীর অন্নদাতা, প্রাণদাতা, জ্ঞানদাতা ও মোক্ষদাতা।' তদবধি দণ্ডপাণি মহাদেবের আদেশে সম্যক্‌রূপে বারাণসী শাসন করিতেছেন *। কাশীতে দণ্ডপাণির পূজা না করিলে, কাহারও সুখলাভ ঘটে না।"

(কাশীখ° ৩২ অঃ)।

দণ্ডপাণির প্রস্তরমূর্ত্তি প্রায় ৩ হাত উচ্চ। প্রতি রবি ও মঙ্গলবারে যাত্রিগণ দণ্ডপাণির পূজা করিয়া থাকেন।

দণ্ডপাণি ও ভৈরবনাথের মন্দিরের মাঝামাঝি নবগ্রহের মন্দির; এখানে রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নবগ্রহ মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

কালভৈরবের অনতিদূরে কালোদক বা কালকূপ। এই তীর্থে স্নান করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হয়। (কাশীখ° ৩১। ১৯) এই কূপটি এমনি ভাবে অবস্থিত যে, ঠিক মধ্যাহ্নের সময় সূর্য্যরশ্মি ইহার জলে পতিত হয়, সেই সময়ে অনেকে অদৃষ্টপরীক্ষার্থ এই কালকূপ দর্শনে আসিয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে, মধ্যাহ্নালোকে যে ব্যক্তি ঐ কূপের জলে আপনার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে না পায়, ৬ মাস-

* শিবপুরাণে জ্ঞান-সংহিতায় (৫০। ৬১) ও সনৎকুমার-সংহিতায় (৪৫। ১১৩) এবং কূর্ম্মপুরাণে (৩৪। ১৮) এই শুক্রেশ্বর লিঙ্গের উল্লেখ আছে।

* কাশীবাসীর বিশ্বাস কালভৈরবই পঞ্চক্রোশী বারাণসীর শাসনকর্ত্তা বা কোতোয়াল।

মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হয়। কালোদকের নিকটেই মহাকাল ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে।

কালোদকের অনতিদূরে বৃদ্ধকালেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে, দক্ষিণদেশে নন্দিবর্দ্ধন নামক গ্রামে বৃদ্ধকাল নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সহধর্ম্মিণীর সহিত কাশীতে আগমন করিয়া একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই অনাদি শিবলিঙ্গ বৃদ্ধকালেশ্বর নামে খ্যাত। বৃদ্ধকালেশ্বর মহাদেবের সেবা করিলে দরিদ্রতা, উপসর্গ, রোগ, পাপ কিম্বা পাপজনিত ফলভোগ নিবারিত হয়"। (কাশীখ° ২৪ অঃ)।

বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির অতি প্রাচীন *। অনেকের মতে, কাশীতে এক্ষণে যত শিবালয় আছে, সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দির পুরাতন।

বৃদ্ধকালেশ্বরের মন্দিরমধ্যে দক্ষেশ্বর নামে স্বতন্ত্র লিঙ্গ আছে। এই মন্দির ছাড়াইয়া দক্ষিণভাগে 'অল্পমৃত্যেশ্বর' শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছে। ভক্তের বিশ্বাস, এই অল্পমৃত্যেশ্বর-লিঙ্গ অল্পায়ু মানবের দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়া থাকেন, সেইজন্য বিস্তর তীর্থযাত্রী এই লিঙ্গ দর্শন ও পূজা করিতে আইসে।

এক সময়ে এই বৃদ্ধকালেশ্বরের দক্ষিণে পুরাণপ্রসিদ্ধ কৃত্তিবাসেশ্বরের মন্দির ছিল। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"মহাদেব গজাসুরকে নিহত করিলে, তাহার শরীর এই স্থানে শিবলিঙ্গরূপে পরিণত হয়। শিব গজাসুরের কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম পরিধান করেন বলিয়া উক্ত লিঙ্গ কৃত্তিবাসেশ্বর নামে বিখ্যাত হয়। এই লিঙ্গ কাশীস্থ সকল লিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। উত্তমরূপে সপ্তকোটি মহারুদ্রী জপ করিলে যে ফল হয়, কাশীতে কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজা করিলে সেই ফল হয়।' (কাশীখ° ৬৮ অঃ)। একসময়ে কৃত্তিবাসেশ্বরের অতি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে।—

"কৃত্তিবাসেশ্বরস্যৈষা মহাপ্রাসাদনির্ম্মিতঃ।
যাং দৃষ্ট্বাঽপি নরো দূরাৎ কৃত্তিবাসঃ পদং লভেৎ।
সর্ব্বেষামপি লিঙ্গানাং মৌলিত্বং কৃত্তিবাসসঃ॥"

কাশীখ° ৩৩। ৬৬-৬৭।

এই কৃত্তিবাসেশ্বরের বৃহৎ প্রাসাদ নয়নগোচর হইতেছে, মানব দূর হইতে সেই প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিয়াই কৃত্তিবাসত্ব লাভ করিয়া থাকে। এই মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সেই কৃত্তিবাসেশ্বরের পবিত্র প্রাসাদের চিহ্নমাত্র নাই, এখন তাহারই কিয়দংশ আলমগীরি মস্‌জিদ্ নামে খ্যাত। হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিবের রাজত্বকালে মুসলমানেরা কৃত্তিবাসেশ্বর-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই মালমসলায় ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ঐ মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।

উক্ত মসজিদের নিকটেই রত্নেশ্বরের পবিত্র মন্দির। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—"কালভৈরবের উত্তরভাগে গিরিরাজ হিমালয় পার্ব্বতীর জন্য যে রত্নসমুদয় আনয়ন করেন, সেই সকল পুণ্যোপার্জ্জিত রত্নরাশি এই স্থানে রাখিয়া তিনি নিজ গৃহে প্রস্থান করিয়া ছিলেন। কাশীতে যত লিঙ্গ আছে, সেই সকলের মধ্যে এই লিঙ্গ রত্নভূত, এই জন্য ইহার নাম রত্নেশ্বর। দেবী পার্ব্বতীর আদেশে তাঁহার পিতৃপরিত্যক্ত রাশিকৃত সুবর্ণদ্বারা গণসমূহ কর্ত্তৃক রত্নেশ্বরের প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। যে ব্যক্তি এই রত্নেশ্বরকে নমস্কার করিয়া দেশান্তরে ও কালগ্রাসে পতিত হয়, সেই ব্যক্তি শতকোটি কল্পেও স্বর্গচ্যুত হয় না। এই লিঙ্গের পূর্ব্বদিকে পার্ব্বতী দাক্ষায়ণীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"

(কাশীখ° ৬৮ অঃ)।

প্রায় পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে এই মন্দিরের ভিত্তি খননকালে মৃত্তিকা হইতে মণিরত্ন বাহির হইয়াছিল।

কাশীর মণিকর্ণিকাও সামান্য তীর্থ নয়। শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায় লিখিত আছে—

"ততশ্চ বিষ্ণুনা দৃষ্ট্বা অহো কিমেতদদ্ভুতম্।
ইত্যাশ্চর্য্যং তদা দৃষ্ট্বা শিরসঃ কম্পনং কৃতম্।
ততশ্চ পতিতঃ কর্ণাম্মণিশ্চ পুরতো প্রভোঃ॥
যত্রাসৌ পতিতশ্চৈব তত্রাসীন্মণিকর্ণিকা।" ৪৯।১০-১৪

তদনন্তর বিষ্ণু, তাহা দেখিয়া মনে করিলেন, অহো ইহা অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার! এই আশ্চর্য্য দেখিয়া তিনি শিরঃকম্পন করিলেন, তাহাতে তাঁহার কর্ণ হইতে মণিভূষণ প্রভুর অগ্রে পতিত হইল। যেখানে ঐ মণি পতিত হইল, সেই স্থানই মণিকর্ণিকা।

সৌরপুরাণে (৪। ৮)—

"নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ।
তত্রাপি মণিকর্ণাখ্যঃ তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্॥

গঙ্গাসম তীর্থ নাই, বিশেষতঃ বারাণসীতে বিশ্বেশ্বরের প্রিয় মণিকর্ণিকাতীর্থের তুল্য তীর্থ আর কোথাও নাই।

কাশীখণ্ডে (৭। ৭৯—৮০)

"সংসারিচিন্তামণিরত্র যস্মাৎ
তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াম্।
শিবোঽভিধত্তে সহসান্তকালে
তদ্গীয়তেঽসৌ মণিকর্ণিকেতি॥

* শিবপুরাণেও বৃদ্ধকালেশ্বরের নাম পাওয়া যায়।
(শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৫০। ৬৩।)

মুক্তিলক্ষ্মীমহাপীঠমণিস্তচ্চরণাব্জয়োঃ ।
কর্ণিকেয়ং ততঃ প্রহুগাং জনা মণিকর্ণিকাম্ ॥"

সংসারিজীবের চিন্তামণি সেই বিশ্বনাথ অন্তিমকালে সাধুদিগের কর্ণে তারকব্রহ্ম উপদেশ করিয়া থাকেন, সেই জন্য ইহার নাম মণিকর্ণিকা। অথবা এই স্থান মুক্তিলক্ষ্মীর মহাপীঠের মণিস্বরূপ এবং তাঁহার চরণ-কমলের কর্ণিকাস্বরূপ, এই জন্য মানবগণ ইহাকে 'মণিকর্ণিকা' বলিয়া থাকে।

কাশীখণ্ডের অন্যস্থলে (২৬। ৬২—৬৫)

"ত্বদীয়স্যাস্য তপসো মহোপচয়দর্শনাৎ।
যন্ময়ান্দোলিতো মৌলিরহিশ্রবণভূষণঃ ॥
তদান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপাত মণিকর্ণিকা।
মণিভিঃ খচিতা রম্যা ততোঽস্তু মণিকর্ণিকা ॥
চক্রপুষ্করিণী তীর্থং পুরাখ্যাতমিদং শুভম্।
ত্বয়া চক্রেণ খননাচ্ছঙ্খচক্রগদাধর ॥
মম কর্ণাৎ পপাতেয়ং যদা চ মণিকর্ণিকা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽত্র খ্যাতাস্তু মণিকর্ণিকা ॥"
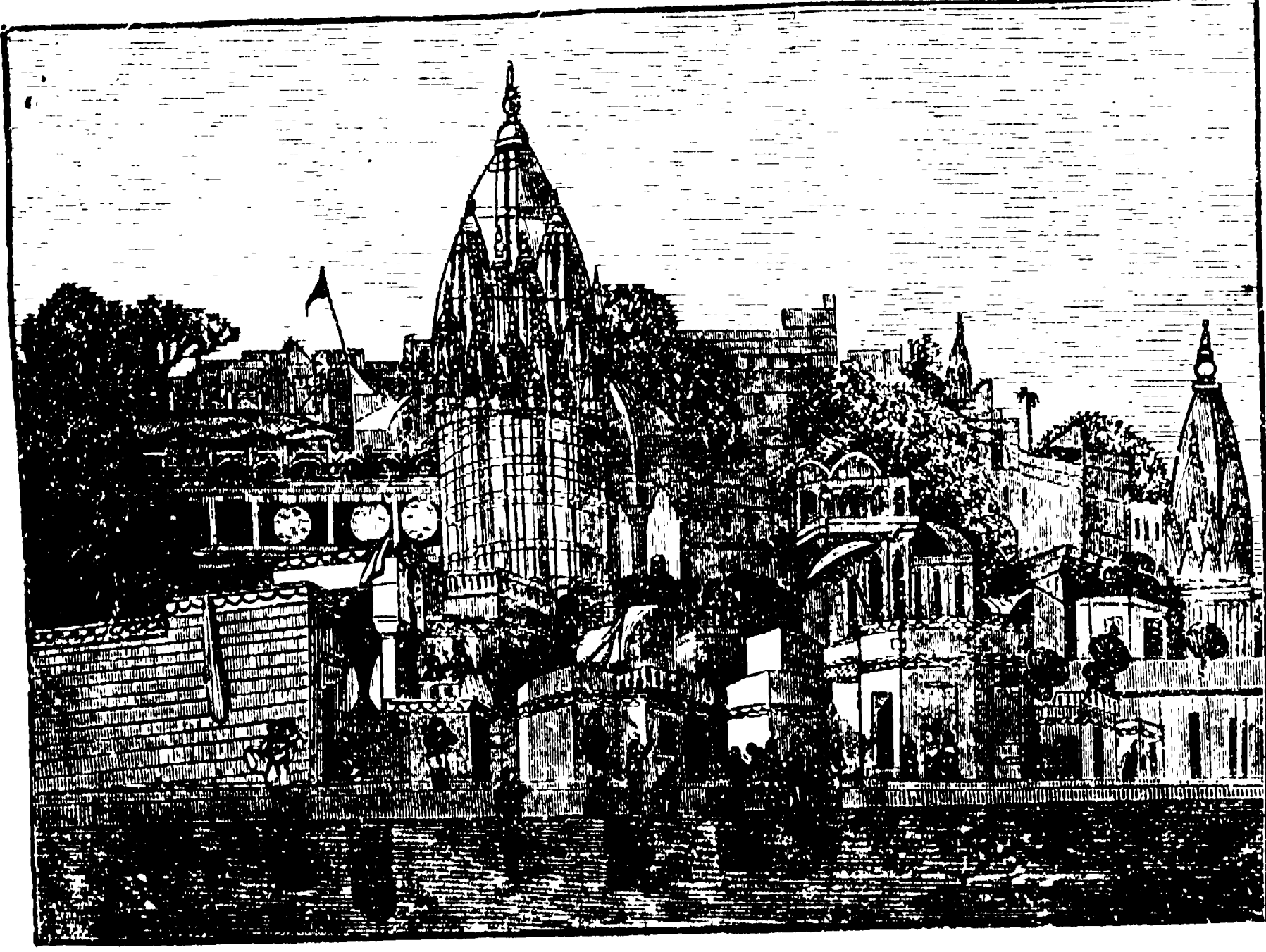
মণিকর্ণিকার ঘাট।

মহাদেব বলিয়াছিলেন, 'হে বিষ্ণো! তোমার এই মহাতপস্যা অবলোকন করিয়া আমি বিস্ময়ে মস্তক আন্দোলিত করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার কর্ণ হইতে বিচিত্র মণিসমূহে খচিত মণিকর্ণিকা নামে কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থানের নাম মণিকর্ণিকা। তুমি চক্রদ্বারা খনন করিয়াছ বলিয়া এই পবিত্র তীর্থ পূর্ব্ব হইতে চক্রপুষ্করিণী নামে বিখ্যাত। পরে আমার মণিকর্ণিকা পতিত হওয়াতে ইহা মণিকর্ণিকা নামে খ্যাত হইল।'

কাশীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—কাপিল বা সাংখ্যযোগ অথবা বহুতর ব্রতদ্বারা যে গতি লাভ করা যায় না, এই মোক্ষভূমি মণিকর্ণিকা মানবগণকে অনায়াসে সেই গতি প্রদান করিয়া থাকে। ব্রহ্মচারিগণও অন্তিমকালে মুক্তির জন্য এই মণিকর্ণিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক প্রতিদিন সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী এই মণিকর্ণিকার বারি স্পর্শ করিতে আইসে।

মণিকর্ণিকার ঘাটের উপর বিষ্ণুর 'চরণপাদুকা'। প্রবাদ আছে—এইখানে ভগবান্ বিষ্ণু মহাদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। একখানি বিস্তৃত মর্ম্মর প্রস্তরের উপর দুইখানি পদতলের ন্যায় চিহ্ন আছে, ঐ চিহ্ন প্রায় দেড় হাত বিস্তৃত। কার্ত্তিকমাসে নানাস্থান হইতে যাত্রিগণ এই চরণপাদুকার পূজা করিতে আইসে। বরণাসঙ্গমে নিকটও এইরূপ পাদুকাচিহ্ন আছে। মণিকর্ণিকাঘাটে উপর অনতিদূরে সিদ্ধবিনায়কের প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরে সিদ্ধবিনায়কের মূর্ত্তি ব্যতীত সিদ্ধি ও বুদ্ধিদেবী মূর্ত্তি আছে।

সিদ্ধবিনায়কের নিকটেই আমেঠিরাজের প্রতিষ্ঠি

একটি সুন্দর দেবালয় আছে। মণিকর্ণিকার নিকটে সিন্ধিয়া ও নাগপুররাজের মনোহর সানবাঁধান ঘাট আছে।

মণিকর্ণিকার ঠিক সম্মুখে তারকেশ্বরের মন্দির। সৌর-পুরাণে লিখিত আছে—

"অন্তিমকালে এই তারকেশ্বরই কাশীবাসীকে তারকব্রহ্ম-জ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।" (৬।৮)। গঙ্গার পশ্চিম-তটে মীরঘাটের উপর দিবোদাসেশ্বরের মন্দির। কাশী-খণ্ডের মতে, কাশীপতি রিপুঞ্জয় দিবোদাস এখানে একটি শিবালয় ও তাহাতে দিবোদাসেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থান 'ভূপালশ্রী'তীর্থ নামে বিখ্যাত। (৫৮।২১১-১২) বর্ত্তমান মন্দির বড় অধিকদিনের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। মন্দিরমধ্যে দিবোদাসেশ্বরলিঙ্গ ব্যতীত "বিংশবাহুক" নামে এক দেবমূর্ত্তি আছে, ইহার ২০ হাত। মন্দিরপ্রদক্ষিণার মধ্যে ধর্ম্মকূপ নামে একটি পবিত্র তীর্থ আছে। কোন কোন পুরাবিদের মতে পূর্ব্বে এই তীর্থটি বৌদ্ধদের ছিল, তৎপরে হিন্দুদের হইয়াছে। কাশী-খণ্ডের মতে, এই স্থানে পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগণ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। (কাশীখ° ৩৩) দিবোদাসেশ্বরমন্দির ছাড়া-ইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলে পথপার্শ্বে বিশালাক্ষীদেবীর মন্দির নয়নগোচর হয়।

(কাশীখ° ৩৩। ১১৫)।

বিশালাক্ষীদেবীর মন্দিরের পর মীরঘাটের উপর সারি সারি অনেক মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ললিতাদেবীর মন্দিরের নিকট জলশায়ী বিষ্ণুমন্দির ও রাজবল্লভ-দেবালয়। গঙ্গাবক্ষ হইতে ঐ সকল মন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়।
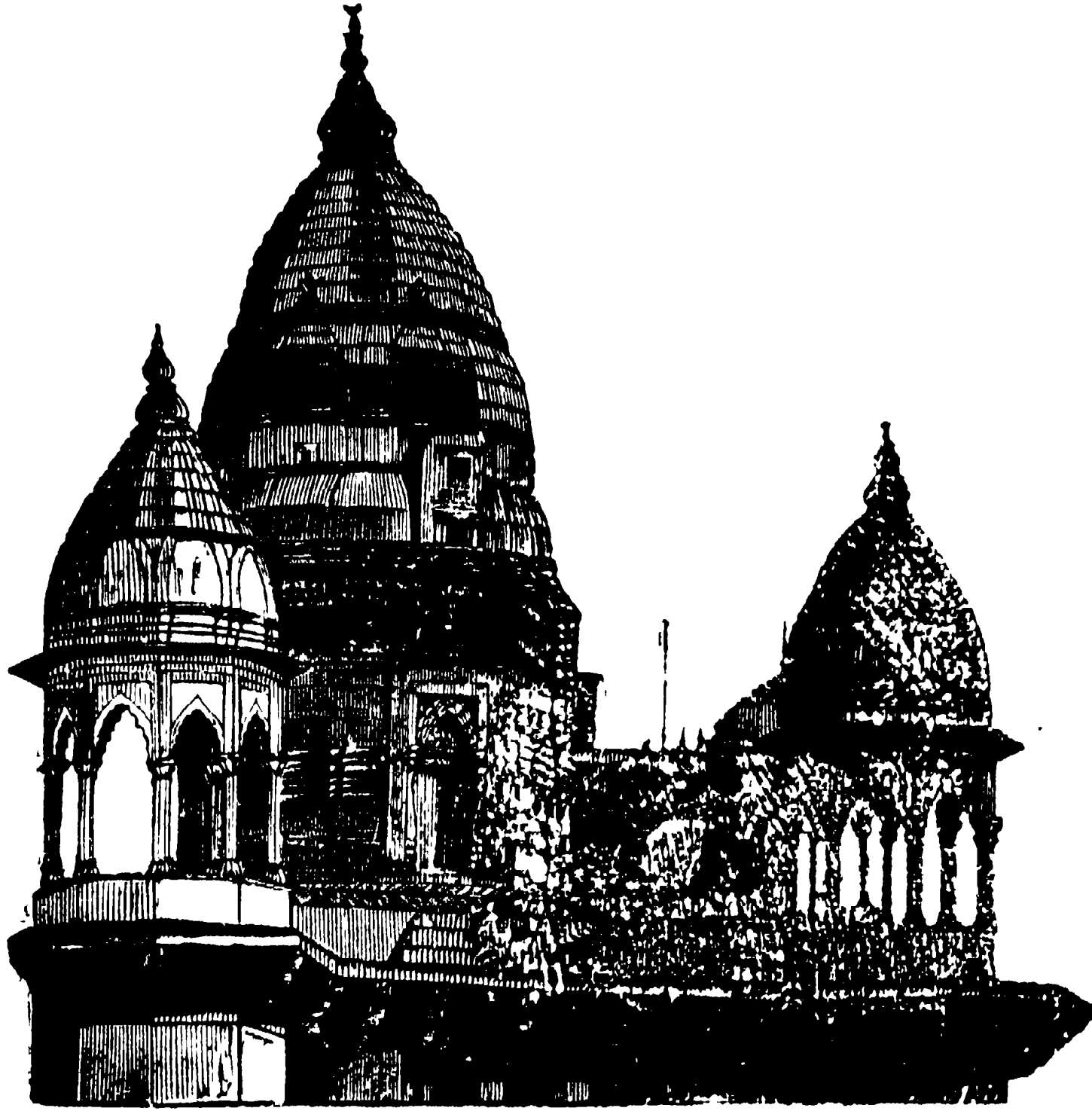
জলশায়ী বিষ্ণু-মন্দির।

বারাণসীর উত্তরপশ্চিমকোণে নাগকূপনামক তীর্থ আছে, এই স্থান এখন নাগকুঁয় মহল্লা নামে খ্যাত। এই অঞ্চল বারাণসীর প্রাচীন অংশ বলিয়া অনুমিত হয়। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে একজন রাজা বিস্তর ব্যয়ে এই কূপের পুনঃ-সংস্কার করিয়া পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন। কূপের ধাপে এক স্থানে ২টি নাগমূর্ত্তি ও অপর স্থানে শিবলিঙ্গ আছে। এখানে নাগ ও নাগেশ্বর শিবের পূজা হয়।

নাগকূপের কিছুদূরে বাগীশ্বরীদেবীর মন্দির; ঐ দেবীমূর্ত্তি অষ্টধাতুনির্ম্মিত; শিরে বৃহৎমুকুটভূষিত এবং সিংহোপরি অবস্থিত। মন্দিরটিও দেখিবার যোগ্য, ইহার বারান্দায় নানাবর্ণের দেবদেবীর মূর্ত্তি চিত্রিত। মন্দিরের এককোণে আমেঠিরাজপ্রদত্ত একটী পাথরের সিংহমূর্ত্তি আছে। এ ছাড়া, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি ও নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে।

বাগীশ্বরীমন্দিরের নিকটেই জ্বরহরেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মন্দির। অনেকের বিশ্বাস, জ্বরহরেশ্বর মহাদেবের পূজা করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয়। এইরূপ সিদ্ধেশ্বর মানবের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

উক্ত মন্দিরগুলিতে শিল্পনৈপুণ্য ও কারুকার্য্য বেশ আছে।

বারাণসীর মধ্যে দশাশ্বমেধঘাটও একটি মহাতীর্থ, এখানে ৬৯২টি মন্দির আছে।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে (৫২। ৬৬-৬৯)—

'সাহায্যং প্রাপ্য রাজর্ষের্দিবোদাসস্য পদ্মভূঃ।
ইয়াজ দশভিঃ কাশ্যামশ্বমেধৈঃ মহামখৈঃ॥
তীর্থং দশাশ্বমেধাখ্যং প্রথিতং জগতীতলে।
পুরা রুদ্রসরো নাম তত্তীর্থং কলসোদ্ভব।
দশাশ্বমেধিকং পশ্চাজ্জাতং বিধিপরিগ্রহাৎ,"

ব্রহ্মা রাজর্ষি দিবোদাসের সাহায্যে কাশীতে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। যে স্থানে তিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তদবধি সেই স্থান দশাশ্বমেধতীর্থ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাকালে এই তীর্থ 'রুদ্রসরোবর" নামে বিখ্যাত ছিল, ব্রহ্মার যজ্ঞাবধি তাহার দশাশ্বমেধ নাম হইয়াছে।

এই স্থানে ব্রহ্মা দশাশ্বমেধেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণের মতে (১৮৩। ৭১)—

"তত্র স্নাত্বা মহাভাগে ভবন্তি নীরুজা নরাঃ।
দশাশ্বমেধানাং ফলং তত্র প্রাপ্নোতি মানবঃ॥"

সেই (দশাশ্বমেধ) তীর্থে স্নান করিলে মানবগণ রোগশূন্য এবং দশটি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, এই দশাশ্বমেধতীর্থে তিনটি মাত্র আহুতি প্রদান করিলে অগ্নিহোত্রযাগের ফল লাভ হয়। (কাশীখ° ৩৩। ১৭৯)

অদ্যাপি দশাশ্বমেধঘাটে দশাশ্বমেধেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর-নামক শিবমন্দির আছে। কাশীখণ্ডমতে, উক্ত উভয় লিঙ্গই ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রথম লিঙ্গটি কৃষ্ণপাষাণময়, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪ হাত উচ্চ হইবে, সম্মুখে এক বৃহদাকার বৃষভমূর্ত্তি। কাশীমাহাত্ম্যমতে—দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া দশাশ্বমেধেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল প্রতিপদে ও দশহরা তিথিতে এখানে বিস্তর তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। কাশীখণ্ডে, ঐ উভয়দিনে দশাশ্বমেধে স্নান করিলে আজন্মকৃত অথবা দশজন্মার্জ্জিত পাপ দূর হয়। ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গ দর্শনেও মানব ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

দশাশ্বমেধেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই 'রুদ্রসর' নামক তীর্থ। কাশীখণ্ডমতে, এই তীর্থে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ জন্মত্রয়কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

দশাশ্বমেধঘাটে দশহরেশ্বর প্রভৃতি অনেক দেবমন্দির আছে, একত্র সারি সারি এত অধিক মন্দির কাশীর আর কোন স্থানে নাই।

দশাশ্বমেধের উত্তরে মানমন্দির-ঘাটের নিকট দাল্‌ভ্যেশ্বর, সোমেশ্বর, বিষ্ণু, শীতলা, বারাহীদেবী প্রভৃতির মন্দির আছে।

বারাণসীর পশ্চিমে নগর-সীমার বাহিরে পিশাচমোচন তীর্থ। ইহা একটি প্রাচীন তীর্থ। কূর্ম্মপুরাণেও এই তীর্থের উল্লেখ আছে। (পূর্ব্বভাগে ৩২। ২)। প্রায় কাশী-যাত্রী মাত্রেই এই তীর্থদর্শনে আসিয়া থাকে।

কাশীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—কোন সময়ে এক পিশাচ জোর করিয়া কাশীতে আসে, অপরাপর দেবতারা তাহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই। শেষে কালভৈরব পিশাচের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। শেষে ভৈরবনাথ পিশাচের মুণ্ড লইয়া বিশ্বেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পিশাচ দেহহীন বটে, কিন্তু তখনও তাহার জীবন বা বাক্‌শক্তি হারায় নাই। সে বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল যে, যেন কাশী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া না দেওয়া হয়, তাহার এই মাত্র অনুরোধ। আশুতোষ তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। অবশেষে সেই পিশাচ পুনরায় প্রার্থনা করিল যে, যেন বিশ্বেশ্বর অনুমতি করেন, গয়াযাত্রিগণ প্রথমে তাহাকে দর্শন না করিয়া গয়াযাত্রা করিতে না পারে। বিশ্বেশ্বর তাহাই অনুমতি করিলেন। তদনুসারে এখনও অনেক যাত্রী প্রথমে এই পিশাচমোচন দর্শন করিয়া তবে গয়ায় গমন করে। কালভৈরব এই তীর্থে পিশাচের মুণ্ড নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন, সেই জন্য ইহার নাম পিশাচমোচন। এখানে প্রতিবর্ষে অনেকগুলি মেলা হয়, তন্মধ্যে "লোটাভণ্টা' নামক মেলাই প্রধান।

পিশাচমোচনঘাট কিয়দংশ মীরাবাই ও কিয়দংশ গোপালদাস সাধুর ব্যয়ে পাথর দিয়া বাঁধান হয়। ঘাটের দক্ষিণ অংশ প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে রাজা শিবশঙ্কর ও উত্তর অংশ প্রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রাজা মুরলীধরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

পিশাচমোচনের পূর্ব্বধারে দুইটি মন্দির আছে, তন্মধ্যে একটি মীরাবাইকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের চারিদিকে অনেক দেবমূর্ত্তি আছে। কোথাও শিব, কোথাও তাঁহারই পার্শ্বে পিশাচের ছিন্ন মুণ্ড, কোথাও বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সূর্য্য, গণেশ, হনুমান্ প্রভৃতির মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে।

তৎপরে সূর্য্যকুণ্ড বা সাম্বাদিত্য। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে—'বিশ্বেশ্বরের পশ্চিমদিকে জাম্ববতীনন্দন সাম্ব আদিত্যদেবের উপাসনা করিয়া ছিলেন। তিনি কৃষ্ণের অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। এই দারুণ ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভের জন্য কাশীতে আসিয়া একটি কুণ্ড নির্ম্মাণপূর্ব্বক সূর্য্যের আরাধনা করিয়া শাপমুক্ত হন। সাম্বপ্রতিষ্ঠিত সাম্বাদিত্য নামক সূর্য্যবিগ্রহ ভক্তগণকে সর্ব্বপ্রকার সম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকেন। সাম্বাদিত্যের সেবা করিলে স্ত্রীলোক কখনও বিধবা হয় না। মাঘমাসে রবিবারে শুক্লা সপ্তমীতে সাম্বকুণ্ডের বাৎসরিক যাত্রা হইয়া থাকে। সেই দিন সাম্বকুণ্ডে স্নান করিয়া সাম্বাদিত্যের পূজা করিলে উৎকটরোগও শান্তি হয়।"

কাশীখণ্ডোক্ত সাম্বকুণ্ডেরই বর্ত্তমান নাম সূর্য্যকুণ্ড। সূর্য্যকুণ্ডের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্রমন্দিরে অষ্টাঙ্গভৈরবের মূর্ত্তি, হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিব এই মূর্ত্তি অঙ্গহীন করিয়াছেন।

এই অঞ্চলে ধ্রুবেশ্বরের মন্দির। কাশীখণ্ডের মতে ধ্রুব এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

বারাণসীর ঈশানগঞ্জ মহল্লায় বিখ্যাত যাগেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত প্রদক্ষিণা আছে। মন্দিরমধ্যে অনেক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের কারিকুরি মন্দ নয়, দেখিবার জিনিস।

ঈশানগঞ্জ মহল্লার সন্নিহিত কালীপুরা মহল্লায় কালীদেবীর মন্দির আছে। ইনিই কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহারই অনতিদূরে ঘণ্টাকর্ণতলাও। কাশীখণ্ডের মতে ইহার নাম 'ঘণ্টাকর্ণহ্রদ,' এই হ্রদের নিকট চিত্রঘণ্টেশ্বরী বিরাজ করেন। হ্রদের তীরে ঘণ্টাকর্ণ নামক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে।

(কাশীখ° ৫৩। ৩২-৩৪।)

ঘণ্টাকর্ণহ্রদের তীরে বেদব্যাসেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরে বেদব্যাসমূর্ত্তি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বেদব্যাসেশ্বর লিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। শ্রাবণ মাসে ঘণ্টাকর্ণহ্রদ ও তন্নিকটস্থ মন্দির দর্শনে বিস্তর তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে।

কালীদেবীর মন্দির হইতে কিছু উত্তরে ভূতভৈরব বা বিষমভৈরবের মন্দির। ভূতভৈরবের মূর্ত্তিও অদ্ভুত। এখানে অপরাপর দেবমূর্ত্তিও আছে। তন্মধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষের গুঁড়ি হইতে উত্থিত বৃহৎ শিবলিঙ্গই প্রধান।

এই মহল্লায় বারগণেশ ও জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। এক স্থানে দুইজন সতীর প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, উভয়ে পতির সহগমন করিয়াছিলেন। সধবা স্ত্রীলোকেরা আসিয়া এই দুই সতীমূর্ত্তির পূজা করে। এখানে আরও অনেক অঙ্গহীন পাষাণমূর্ত্তি আছে। কালবশে অথবা ম্লেচ্ছউৎপীড়নে সেই সকল দেবমূর্ত্তির এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এখানকার প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

বারাণসীর মধ্যস্থলে ত্রিলোচনের প্রাচীন মন্দির। কাশীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে, 'যখন শিব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, বিষ্ণু প্রত্যহ সহস্র পুষ্প দিয়া শিবের পূজা করিতেন। এক দিন বিষ্ণু শিবপূজায় নিরত, এমন সময়ে শিব তাঁহার একটি ফুল তুলিয়া রাখেন। তৎপরে বিষ্ণু পুষ্পাঞ্জলি দিবার সময় একে একে ৯৯৯টি ফুল দেবোদ্দেশে অর্পণ করিলেন; শেষে দেখিলেন, একটি ফুল নাই। কি করেন; অবশেষে ভগবান্ আপনার একটি নেত্রকমল উৎসর্গ করিলেন। শিবের কপোলদেশে সেই নেত্রটি পড়িবামাত্র তাঁহার তিন চক্ষু হইল এবং তিনি ত্রিলোচন নামে বিখ্যাত হইলেন।'

ত্রিলোচনের বর্ত্তমান মন্দির পুণাবাসী নাথুবালা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটি নিতান্ত প্রাচীন না হইলেও এখানে যে সকল দেবমূর্ত্তি আছে, তাহাদের আকৃতি দর্শনে অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কাশীখণ্ডের মতে, "ত্রিভুবনমধ্যে বারাণসীপুরীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই বারাণসী হইতে প্রণবেশ্বর লিঙ্গ এবং প্রণবেশ্বর হইতেও এই ত্রিলোচনলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। মহেশ্বর কলিকালে ত্রিলোচনের মহিমা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন।" (কাশীখ° ৬৭।১৫৫, ১৬৮।)

মন্দিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে বিবিধ দেবদেবীমূর্ত্তি দর্শনে নয়ন ও মন আকৃষ্ট হয়। এখানে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে, সর্ব্বত্রই প্রায় ৫, ১০, বা ২০টির অধিক শিব এবং নিকটেই নন্দিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণভাগে দেবসভা, এখানে বিখ্যাত কোটিলিঙ্গেশ্বরমূর্ত্তি আছে। এই লিঙ্গটি দুই হাত উচ্চ, লিঙ্গের অঙ্গ এরূপে গঠিত যে, দেখিলেই শত শত শিবলিঙ্গের একত্র অধিষ্ঠান বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরের দক্ষিণভাগে রাজা বনারপ্রতিষ্ঠিত বারাণসীদেবীর মূর্ত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে সেখানে গণেশ, সূর্য্য, শীতলা, হনুমান্ প্রভৃতির মূর্ত্তিও দৃষ্টিগোচর হয়।

ত্রিলোচনমন্দিরের মোহনের সম্মুখে ঘোড়ামন্দির। এখানে মন্দিরের নিম্ন হইতে ভিতর পর্য্যন্ত অসংখ্য দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ত্রিলোচনমন্দিরের মোহন (বারান্দা) লালবর্ণ আটটি থামের উপর স্থাপিত। ইহার ছাদ বিবিধ চিত্রে চিত্রিত, মোহনে বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে। প্রবেশদ্বারের পার্শ্বদেশে একটি বৃহৎ শ্বেত পাথরের বৃষভমূর্ত্তি। এখানে গণেশাদি দেবমূর্ত্তি

ব্যতীত শিখগুরু নানকশাহের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। এখানকার নরক ও মৃত্যুনদীর দৃশ্য অতি চমৎকার! পাপী মানবগণ কিরূপে দণ্ডিত হয়, কালনদীর পরপারে যাইবার জন্য মানব কেমন ব্যাকুল, তাহার সুন্দরচিত্র এইখানে দেখিতে পাইবে। ঐ মন্দির ছাড়াইয়া কিছু দূরে ত্রিলোচনঘাট, এখানেও শিল্প ও কারুকার্য্যশোভিত সুন্দর দেবালয় আছে। এই সকল দেবালয়ের ভিতরে বাহিরে চারিদিকেই অনেক শিবলিঙ্গ পড়িয়া আছে।

ত্রিলোচনঘাটের প্রাচীন নাম পিলিপিলা তীর্থ; কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, "গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া সরস্বতী, যমুনা ও নর্ম্মদা নদী যেখানে হাস্য করিতেছেন, সেই পিলিপিলা তীর্থে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধাদি করে, তাহার আর গয়ায় যাইবার প্রয়োজন কি? পিলিপিলা তীর্থে স্নানান্তে পিণ্ড প্রদান করিয়া ত্রিপিষ্টপলিঙ্গ দর্শন করিলে কোটিতীর্থদর্শনের ফললাভ হয়। সরস্বতী, যমুনা ও নর্ম্মদা এই তিনটি পাপবিনাশিনী নদী ত্রিলোচনের দক্ষিণদিকে ত্রিপিষ্টপ লিঙ্গকে স্নান করাইবার জন্য তথায় সমবেত হইয়াছেন। এই নদীত্রয় নিজ নিজ নামে এক একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ত্রিপিষ্টপের দক্ষিণদিকে সরস্বতীশ্বর, পশ্চিমদিকে যমুনেশ্বর এবং পূর্ব্বদিকে সুখপ্রদ নর্ম্মদেশ্বর, এই তিন লিঙ্গ দর্শনেই মহাপুণ্য লাভ হয়।"

(কাশীখ° ৫৭। ৫-১১)

অদ্যাপি ত্রিলোচনের নিকট ও ত্রিলোচনঘাটে এই সকল মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

মঙ্গলাগৌরীর দক্ষিণে চোরঘাট, তৎপরে রামঘাট, এখানেও বিস্তর দেবালয় আছে। রামঘাটের দক্ষিণে জৈনমন্দির-ঘাট। এখানে জৈনমন্দির ও তাহাতে পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জিনমূর্ত্তি আছে। তাহার দক্ষিণে প্রাচীন অগ্নিতীর্থ (বর্ত্তমান অগ্নীশ্বরঘাট)। অগ্নিতীর্থের ধারে অগ্নীশ্বরের মন্দির ব্যতীত আরও অনেক দেবালয় আছে।

ত্রিলোচনঘাটের নিকট আদিমহাদেবের এক স্বতন্ত্র মন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রাচীন ব্যাসাসন দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ, সেই ব্যাসাসনে বসিয়া বেদব্যাস বেদপাঠ করিতেন। এখানে পাষাণময়ী পার্ব্বতেশ্বরীর মূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বতন পার্ব্বতেশ্বরীর মন্দির বিনষ্ট হয়, গোরজি নামক একজন বিখ্যাত গুজরাটী ব্রাহ্মণ কাশীখণ্ড আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়া প্রাচীন দেবমূর্ত্তি ও তীর্থ সকল উদ্ধার করিতে চেষ্টা পান; তিনিই প্রাচীন পার্ব্বতেশ্বরীর মূর্ত্তির অনুসন্ধান না পাইয়া, তাঁহার স্থানে বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।
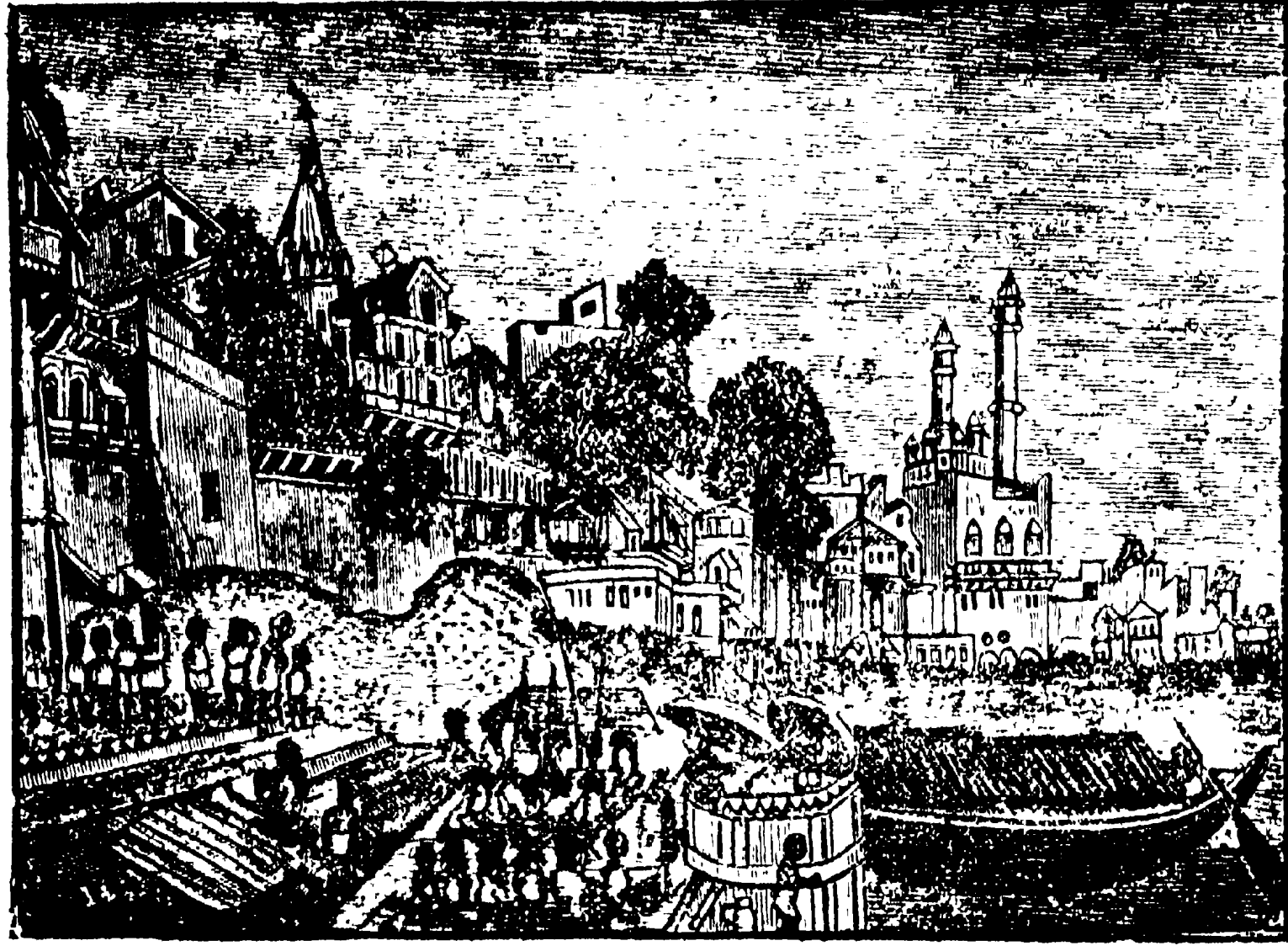
অগ্নিতীর্থ—অগ্নীশ্বরঘাট।

পঞ্চগঙ্গাঘাট—ইহার অপর নাম পঞ্চনদ বা ধর্ম্মনদ তীর্থ। কাশীখণ্ডের মতে, "ধর্ম্মনদে ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী,

গঙ্গা ও যমুনা এই পাঁচটি নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে, এই জন্য ইহার নাম পঞ্চনদ। রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অবভৃথস্নানে যে ফল হয়, এই পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিলে তাহার শতগুণ অধিক ফললাভ হয়।" (কাশীখ° ৫৯। ১১১-১১৫।)

এক্ষণে কেবল গঙ্গানদী দৃষ্ট হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে, অপর চারিটী নদী ভূমিমধ্যে অন্তঃসলিলা বহিতেছে।

এখানে মঙ্গলাগৌরী ও বিন্দুমাধবের মন্দির। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিয়া বিন্দুমাধবকে দর্শন করিলে মনুষ্য আর কখন গর্ভবাসযন্ত্রণা ভোগ করে না। ঐরূপ মঙ্গলাগৌরীর অর্চনা করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীও পুত্র লাভ করিতে পারে। (কাশীখ° ৫৯। ১২০—১২৬।)

এই স্থানে হিন্দুবিদ্বেষী অরঙ্গজিব পুরাতন বিন্দুমাধবের মন্দির চূর্ণ করিয়া হিন্দু দেবালয়ের উচ্চতা খর্ব্ব করিবার জন্য অত্যুচ্চ মিনারশোভিত এক বৃহৎ মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

ত্রিলোচনঘাটের পশ্চিমে কামেশ্বর প্রভৃতি প্রাচীন শিব-লিঙ্গের অনেকগুলি মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরেরই বর্ণ প্রায় লাল আর ছোট ছোট চূড়া। কাশীখণ্ডের মতে, "এই দেবকামেশ্বর সাধুগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন; ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ এই লিঙ্গমধ্যে লীন হইয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত ইহার নাম স্বর্লীন হইয়াছে।" (কাশীখ° ৩৩। ১২২-১২৩) ইহারই নিকট প্রাচীন মংস্যোদরী তীর্থ ছিল। শিবপুরাণাদিতে এই প্রাচীন তীর্থের উল্লেখ আছে। কাশীখণ্ডের মতে, এই মংস্যোদরী তীর্থে স্নান করিলে মানব আর গর্ভযন্ত্রণাভোগ করে না। এই তীর্থের এখন চিহ্নমাত্র নাই, প্রায় ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে একজন সাহেব এই তীর্থ ভরাট করিয়া দেন। পূর্ব্বে এখানে অনেক তীর্থযাত্রী স্নান করিতে আসিত, কিন্তু তীর্থলোপের সঙ্গে যাত্রীরও সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে।

কাশীস্থ বাঙ্গালীটোলায় প্রসিদ্ধ কেদারেশ্বরের মন্দির। কাশীখণ্ডে কেদারেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, উজ্জয়িনীতে বশিষ্ঠনামে এক ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন। তিনি হিমালয়স্থ কেদারেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া এই কাশীতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, 'যত কাল বাঁচিব, প্রতি চৈত্রমাসে কেদারেশ্বর-দর্শনে যাত্রা করিব।' এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ ৬১ বার কেদারেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তিনি পূর্ব্ববৎ কেদারেশ্বর-দর্শনার্থ সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে অতি বৃদ্ধ দেখিয়া যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু তথাপি বৃদ্ধের উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। তিনি স্থির করিলেন, যদি পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়, সেও ভাল, তবু তিনি কেদারেশ্বরে গমন করিবেন। তাঁহার এইরূপ আচরণে কেদারনাথ সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং কহিলেন, 'আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।' তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, 'যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া হিমালয় হইতে আসিয়া এইখানে অবস্থান করুন।' ভগবান্ ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আপনার কলামাত্র হিম-শৈলে রাখিয়া এই স্থানে আসিয়া সম্পূর্ণভাবে হরপাপহ্রদে অবস্থান করিলেন। হিমালয়ে কেদারেশ্বরদর্শনে যে ফল হয়, কাশীতে কেদারেশ্বরকে দেখিলে তাহার সাতগুণ অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। হিমালয়ে যেমন গৌরীকুণ্ড, হংসতীর্থ ও গঙ্গা আছেন, এই কাশীতেও সেই সমুদায় এক-ভাবে আছে। পুরাকালে গৌরী এই মহাহ্রদে স্নান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা "গৌরীকুণ্ড" নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহার অপর নাম মানসতীর্থ। এই কেদারকুণ্ডে যে স্নান করে, কেদারেশ্বর তাহাকে মুক্তি প্রদান করেন।" (কাশীখ° ৭৭ অঃ।)

চারিদিকে চারিটী ছোট মন্দির, মধ্যস্থলে কেদারেশ্বরের বৃহৎ মন্দির গঙ্গার ধারে অবস্থিত। মন্দিরে লাল ও সাদা বারান্দা, অনেক দেবমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। অনেক মূর্ত্তি এমন সুন্দরভাবে গঠিত, দেখিলেই যেন জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। কেদারেশ্বরের মূর্ত্তি ব্যতীত এখানে অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী-নারায়ণ, গণেশ ভৈরবনাথ প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের পূর্ব্ব প্রাচীর হইতে গঙ্গাতীর অবধি পাষাণবাঁধান ঘাট। ঘাটের সিঁড়ির একপার্শ্বে একটি কূপ, কাশীখণ্ডে এই কূপের নাম হরপাপহ্রদ বা গৌরীকুণ্ড।

কেদারেশ্বরমন্দিরের উত্তর পশ্চিমে কিছুদূরে মানসিংহ-উৎখাত মানসরোবর নামক গভীর জলাশয়, ইহার চারি-দিকে প্রায় ৫০টি মঠ। এখানকার রামলক্ষ্মণের মন্দিরই প্রধান, এই মন্দিরসীমার মধ্যে একস্থানে দত্তাত্রেয়-মূর্ত্তি আছে। এতদ্ভিন্ন এই স্থানে প্রায় সহস্রাধিক দেব-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অনতিদূরে মানসিংহপ্রতিষ্ঠিত মানেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের মন্দিরও আছে।

মানেশ্বরের পশ্চিমে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির। তিল-ভাণ্ডেশ্বরের মূর্ত্তি উচ্চে তিন হাত, কিন্তু প্রস্থে, ১০ হাত। সাধারণের বিশ্বাস, এই মূর্ত্তি প্রত্যহ তিলপরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাই ইহার নাম তিলভাণ্ডেশ্বর। এই মন্দিরও

দেখিবার জিনিস। মন্দিরের কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন, শুনা যায়, প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে কোন রাজা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। মন্দিরের আশেপাশে নিকটে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছে। একস্থানে হস্তপদ ও শিরঃশোভিত এক বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ শিবমূর্ত্তি আছে। কাশীর সর্ব্বত্রই শিবলিঙ্গ দেখা যায়, এরূপ মূর্ত্তি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। একসময়ে ইঁহার মন্দিরে ও বারান্দায় বেশ শিল্পকার্য্য ছিল, ছাদে ও কার্ণিসে অনেক মূর্ত্তিও অঙ্কিত ছিল, এক্ষণে কালবশে সেরূপ দৃশ্য আর নাই।

তিলভাণ্ডেশ্বরের নিকটে একস্থানে অশ্বত্থবৃক্ষের তলে একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। অনেকে ইহাকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন। ইহার নাম বীরভদ্র, এই মূর্ত্তিতে যেরূপ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে, এখনকার ভাস্কর-দিগের হাতে প্রায় এমন নিখুত কাজ দেখিতে পাওয়া যায় না।

দশাশ্বমেধ ও কেদারনাথের মধ্যে অনেক স্থানে অনেক দেখিবার জিনিস আছে, তন্মধ্যে আধুনিক হইলেও ৺ আশুতোষদেব-প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ তুলাশেখর নামক শিবলিঙ্গ ও তাঁহার মন্দির উল্লেখযোগ্য।

কাশীতে আরও যে কত শত দেবমূর্ত্তি আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। গঙ্গার ধারে প্রতি ঘাটেই দেবালয় দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অগ্নীশ্বরের দক্ষিণে ও চক্রপুষ্করিণীর উত্তরে সঙ্কটাঘাট, যমেশ্বরঘাট, ঘোষলাঘাট, ও শ্রীমঠ উল্লেখযোগ্য।"
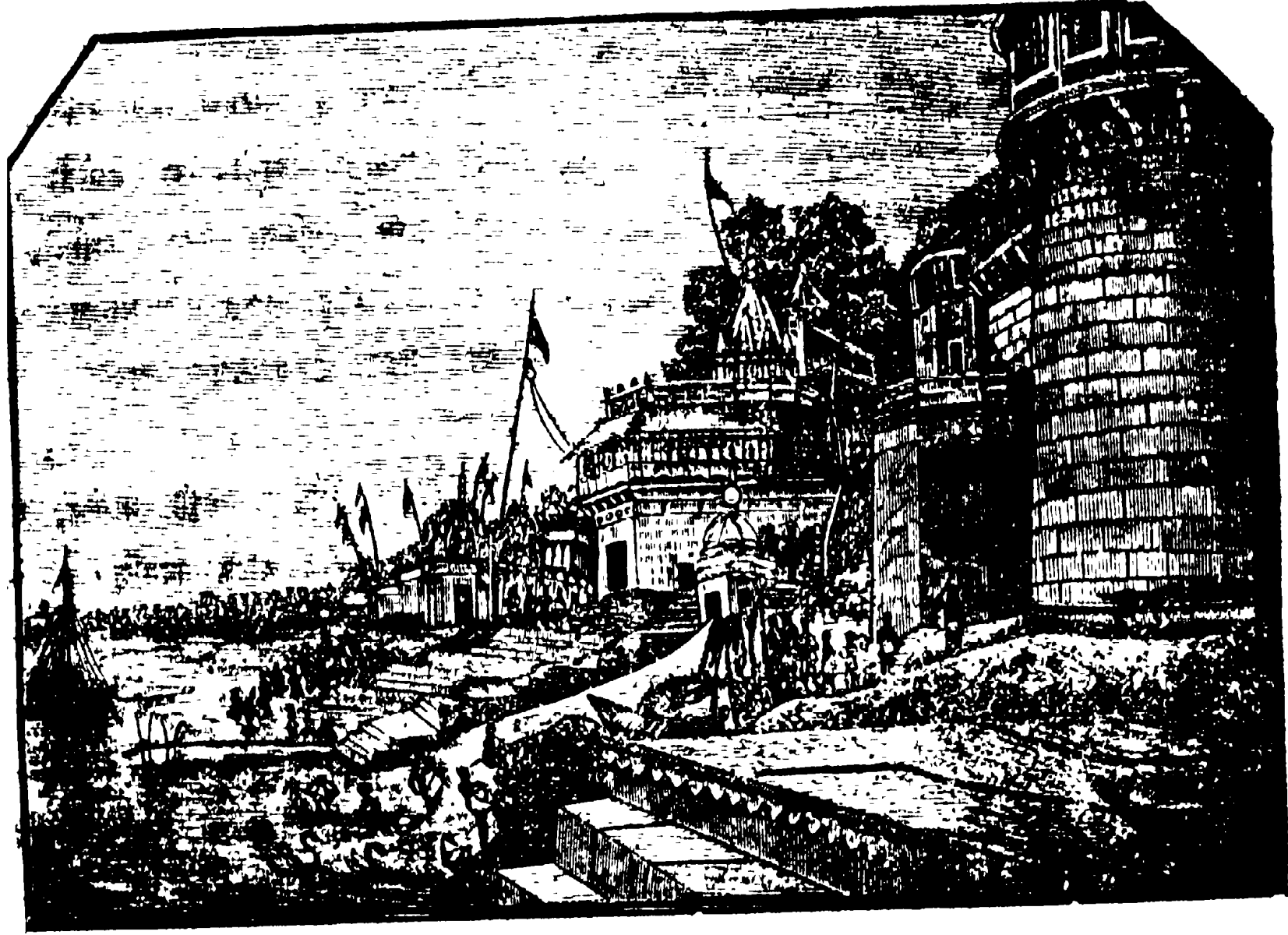
ঘোষলা ঘাট।

গঙ্গার ধারে চৌকীঘাটের উপর রুক্মেশ্বরের মন্দির, ইঁহার নিকট বিস্তর নাগমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে।

কেবল গলিতে প্রবেশ করিলে দূর হইতে দেখিতে পাইবে, একটি দোলা রহিয়াছে, দোলা ছাড়াইয়া দশভুজা দুর্গার প্রতিমা নয়নগোচর হয়। কি সুন্দর মূর্ত্তি। কি সুন্দর সাজান!

কাশীর দুর্গাবাড়ী অতি প্রসিদ্ধ। এখানকার দুর্গামূর্ত্তি যে বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা কাশীখণ্ডপাঠে জানা যায়। বর্ত্তমান দুর্গামন্দির রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের মোহন তৎকালের সুবেদার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

দুর্গাবাড়ীর জনতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, দেশ-বিদেশ হইতে কত যে তীর্থ-যাত্রী আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। প্রত্যহই যেন দেবীর মন্দিরে মহোৎসব! প্রত্যহই দেবী পার্ব্বতীর প্রীতির নিমিত্ত বিস্তর ছাগবলি হয়। প্রতি মঙ্গলবারে দেবীর উদ্দেশে মেলা হয়। প্রতিবর্ষে শ্রাবণে মঙ্গলবারে একটি মহামেলা হয়; সে সময়ে যে কত তীর্থ-যাত্রী আসে, তাহার সংখ্যা নাই।

মন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য। এখানে নেপালরাজ-প্রদত্ত একটি বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলিতেছে। দুর্গাবাড়ীর প্রাচীর সমার মধ্যে পবিত্র দুর্গাকুণ্ড আছে।

দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বে কিছুদূরে কুরুক্ষেত্রতলাও, এই জলাশয়টিও রাণী ভবানীর কীর্ত্তি।

এই মহল্লায় প্রসিদ্ধ লোলার্ককুণ্ড। মৎস্যপুরাণ (১৮৪।৬৫), কূর্ম্মপুরাণ (৩৪।১৭) ও কাশীখণ্ডে এই পবিত্র তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"কাশীদর্শনে সূর্য্যের মন অতিশয় লোল হইয়াছিল, সেই জন্য সূর্য্যের লোলার্ক এই নাম হইয়াছে *। দক্ষিণ-দিকে অসিসঙ্গমের নিকট লোলার্ক (সূর্য্যমূর্ত্তি) অবস্থিত, তিনি সর্ব্বদা কাশীবাসীর মঙ্গল করিয়া থাকেন। অগ্রহায়ণ মাসের রবিবারে লোলার্কের বার্ষিকী যাত্রা করিলে মানব পাপমুক্ত হয়। লোলার্কসঙ্গমে স্নান করিলে অনন্তকালের জন্য সৎকর্ম্ম সিদ্ধ হয়।" ইত্যাদি (কাশীখ° ৪৬। ৪৮-৫০)

রাণী অহল্যাবাই, অমৃতরায় এবং মিথিলাধিপ এই তিন-জনে লোলার্ককুণ্ডের সংস্কার করাইয়া দেন।

লোলার্ককুণ্ডের চারিদিকে গণেশাদি নানাবিধ দেবমূর্ত্তি আছে। কুণ্ডের দক্ষিণধারে ভদ্রেশ্বরের মন্দির। ভদ্রেশ্বরের লিঙ্গও অতি বৃহৎ।

পুণ্যধাম বারাণসীতে বহুতর প্রাচীন ও অপ্রাচীন দেব-মূর্ত্তি ও পবিত্রতীর্থ আছে। কাশীখণ্ডে কাশীস্থ প্রাচীন তীর্থগুলির বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়—

"সমস্ত জগতের মধ্যে এই বারাণসী পুরী অতি পবিত্র স্থান, ইহার মধ্যে আবার গঙ্গা ও আসিসঙ্গম অতিশয় পবিত্রতর, সেই অসিসঙ্গম হইতে হয়গ্রীবতীর্থ অধিকতর পুণ্যপ্রদ, এখানে বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপে অবস্থান করেন। এই হয়গ্রীবতীর্থ হইতেও গজতীর্থ অধিক পুণ্যপ্রদ। এখানে স্নান করিলে গজদানের ফল হয়। গজতীর্থ হইতেও কোকাবরাহ-তীর্থ পুণ্যদায়ক, এখানে কোকাবরাহ দেবের পূজা করিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

"দিলীপেশ্বর মহাদেবের নিকট দিলীপতীর্থ, ইহা কোকা-বরাহতীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সগরেশ্বরের নিকট সগরতীর্থ, দিলীপতীর্থ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। সপ্তসাগরতীর্থ, মহোদধিতীর্থ, কপিলেশ্বরের নিকট চৌরতীর্থ, কেদারেশ্বরের নিকট হংস-তীর্থ, ত্রিভুবনকেশবতীর্থ, গোব্যাঘ্রেশ্বরতীর্থ, মান্ধাতৃ তীর্থ, মুচুকুন্দতীর্থ, পৃথিবীশ্বরের নিকট পৃথুতীর্থ, পরশুরাম-তীর্থ, বলভদ্রতীর্থ, ইহার নিকট দিবোদাসতীর্থ, ভাগীরথী-তীর্থ, ভাগীরথীতটে নিষ্পাপেশ্বর লিঙ্গের নিকট হরপাপতীর্থ, তৎপরে দশাশ্বমেধতীর্থ, বন্দীতীর্থ (এখানে দেবগণ দৈত্য-কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া ভগবতীর স্তব করিয়াছিলেন,) প্রয়াগতীর্থ, ক্ষৌণীবরাহতীর্থ, কালেশ্বরতীর্থ, অশোকতীর্থ, শুক্রতীর্থ, ভবানীতীর্থ, সোমেশ্বরের পুরোভাগে অবস্থিত প্রভাসতীর্থ, গরুড়তীর্থ, ব্রহ্মেশ্বরের পুরোভাগে ব্রহ্মতীর্থ, বৃদ্ধার্কতীর্থ, বিধিতীর্থ, নৃসিংহতীর্থ, চিত্ররথেশ্বরতীর্থ, ধর্ম্মেশ্বরের নিকট ধর্ম্মতীর্থ, বিশালাক্ষীদেবীর নিকট বিশালতীর্থ, জরাসন্ধে-শ্বরের নিকট জরাসন্ধেশ্বরতীর্থ, ললিতাদেবীর নিকট ললিতা-তীর্থ, গৌতমতীর্থ, গঙ্গাকেশবতীর্থ, অগস্ত্যতীর্থ যোগিনীতীর্থ, ত্রিসন্ধ্যাতীর্থ, নর্ম্মদাতীর্থ, অরুন্ধতীতীর্থ, বশিষ্ঠতীর্থ, মার্কণ্ডেয়-তীর্থ, খুরকর্ত্তরিতীর্থ, ভগীরথতীর্থ, বীরেশ্বরের নিকট বীরতীর্থ। এই তীর্থগুলি উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ও অধিকতর পুণ্যপ্রদ।" (কাশীখ° ৮৩ অঃ) "এতদ্ভিন্ন পাদোদকতীর্থ, ক্ষীরাব্ধিতীর্থ, শঙ্খতীর্থ, চক্রতীর্থ, গদাতীর্থ, পদ্মতীর্থ, মহালক্ষ্মীতীর্থ, গারুত্মতীর্থ, নারদতীর্থ, প্রহ্লাদতীর্থ, অম্বরীষ-তীর্থ, আদিত্যকেশবতীর্থ, দত্তাত্রেয়তীর্থ. ভার্গবতীর্থ, বামন-তীর্থ, নরনারায়ণতীর্থ, বিদারনারসিংহতীর্থ, যজ্ঞবরাহতীর্থ, গোপীগোবিন্দতীর্থ, শেষতীর্থ, শঙ্খমাধবতীর্থ, নীলগ্রীবতীর্থ, উদ্দালকতীর্থ, সাঙ্খ্যতীর্থ, স্বর্লীনতীর্থ, মহিষাসুরতীর্থ, বাণতীর্থ, গোপ্রতারেশ্বরতীর্থ, হিরণ্যগর্ভতীর্থ, প্রণবতীর্থ, পিশঙ্গিলাতীর্থ, নাগেশ্বরতীর্থ, কর্ণাদিত্যতীর্থ, ভৈরবতীর্থ, খর্ব্বনৃসিংহতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, মঙ্গলতীর্থ, ময়ূখমালিতীর্থ, মখতীর্থ, বিন্দুতীর্থ, পিপ্পলাদতীর্থ, তাম্রবরাহতীর্থ কালগঙ্গাতীর্থ, ইন্দ্রদ্যুম্নতীর্থ, রামতীর্থ, ঐক্ষ্বাকতীর্থ, মরুত্তীর্থ, মৈত্রাবরুণতীর্থ, অগ্নিতীর্থ, অঙ্গারতীর্থ, কলসতীর্থ, চন্দ্রতীর্থ, বিঘ্নেশতীর্থ, হরিশ্চন্দ্রতীর্থ, পর্ব্বততীর্থ, কম্বলাশ্বতরতীর্থ. সারস্বততীর্থ, উমাতীর্থ, রুদ্রাবাসতারকতীর্থ, চুণ্টিতীর্থ' ঈশানতীর্থ, নন্দিতীর্থ, (৮৪ অঃ) মন্দাকিনীতীর্থ, দুর্ব্বাসাতীর্থ, ঋণমোচন-তীর্থ, বৈতরণীতীর্থ, পৃথূদকতীর্থ, মেনকাকুণ্ড, উর্ব্বশীকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, গন্ধর্ব্বকুণ্ড, অপ্সরঃকুণ্ড, বৃষেশতীর্থ, যক্ষিণীকুণ্ড, লক্ষ্মীতীর্থ, পিতৃকুণ্ড, ধ্রুবতীর্থ, মানসসরোবর, বাসুকিহ্রদ, জানকীকুণ্ড" প্রভৃতি তীর্থগুলি কাশীখণ্ডে পুণ্যপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (কাশীখণ্ড ৬৪ অঃ।)

উক্ত তীর্থগুলির মধ্যে কতকগুলি এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে কাশীতে যে সকল দেবালয় আছে, তন্মধ্যে এই-গুলি প্রধান—বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা শনৈশ্চরেশ্বর, আদিবিশ্বেশ্বর, কোটীশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর, কুক্কুটেশ্বর, সঙ্গমেশ্বর, স্বপ্নেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, কেদারেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর,

* "তস্যার্কস্য মনোলোলং যদাসীৎ কাশিদর্শনে।
অতো লোলার্ক ইত্যাখ্যা কাশ্যাং জাতা বিবস্বতঃ।।"
কাশীখণ্ড ৪৬। ৪৮।

পাপভক্ষেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, রত্নেশ্বর, মান্ধেশ্বর, বৃদ্ধকালেশ্বর, অল্পমৃত্যুহরেশ্বর, যাগেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, জম্বুকেশ্বর কণ্ডুকেশ্বর, জৈগীষব্যেশ্বর, ব্যাঘ্রেশ্বর, জ্যেষ্ঠেশ্বর, ব্যাসেশ্বর, ওঙ্কারেশ্বর, কপর্দ্দীশ্বর. বৈদ্যনাথ, দ্বারকানাথেশ্বর ত্রিলোচনেশ্বর, কামেশ্বর, প্রহ্লাদেশ্বর, বরণাসঙ্গমেশ্বর, আদিকেশ্বর, শূলটঙ্কেশ্বর, তারকেশ্বর, মণিকর্ণিকেশ্বর, আত্মবীরেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, বাসুকীশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, নাগেশ্বর, অগ্নীশ্বর, উপশান্তীশ্বর, ব্যাঘ্রেশ, গভস্তীশ্বর, অমৃতেশ্বর, অন্নপূর্ণা, দুর্গা, সিদ্ধেশ্বরী, সঙ্কটাদেবী, বিন্দুবাসিনী, রাজরাজেশ্বরী, ধূপচণ্ডী, কল্যাণী, পুষ্কর, জগন্নাথ, বিন্দুমাধব, লক্ষ্মী, বারাহী, ললিতা, শীতলা, বাগীশ্বরী, ঢুণ্ডিরাজ, বুড়গণেশ, কালভৈরব, বটুকভৈরব, দণ্ডপাণি, সাক্ষিবিনায়ক, দুর্গবিনায়ক, অর্কবিনায়ক, চিন্তামণিবিনায়ক, সপ্তবর্ণবিনায়ক, সিদ্ধবিনায়ক, দুণ্ঢবিনায়ক, ধর্ম্মবিনায়ক, রেণুকাদেবী, চৌষট্টিযোগিনী, হনুমান্, বশিষ্ঠ, বামদেব।

উক্ত দেব ও দেবালয় ব্যতীত আরও শত শত লিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তির বিবরণ কাশীখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার অধিকাংশের সন্ধান পাওয়া যায় না, বোধ হয় ম্লেচ্ছ-উৎপীড়নে তাহার অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে।

[কাশীস্থ তীর্থবিবরণ সম্বন্ধে অবিমুক্তোপনিষৎ, মৎস্যপুরাণ ১৮০-১৮৬ অঃ, কূর্ম্মপুরাণ ৩০-৩৩ অঃ, অগ্নিপুরাণ ১১২ অঃ লিঙ্গপুরাণ ৯২ অঃ ; শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতা ৪৯-৫১ অঃ, বিদ্যেশ্বরসংহিতা ১০ অঃ ; সনৎকুমারসংহিতা ৪১-৪৫ অঃ ; বিষ্ণুপুরাণ ৫। ৩৪ অঃ ; সৌরপুরাণ ৫৮ অঃ ; পদ্মপুরাণে কাশীমাহাত্ম্য, বায়ুপুরাণে আনন্দকাননমাহাত্ম্য, স্কান্দে ত্রিশূলপুরীমাহাত্ম্য ও কাশীখণ্ড ; ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কাশীরহস্য ; নারায়ণভট্টকৃতত্রিস্থলীসেতু ; ভট্টোজিবিরচিত ত্রিস্থলীসেতুসারসংগ্রহ ; রত্নধরকৃত কাশীমাহাত্ম্য ; রঘুনাথদাসবিরচিত কাশীমাহাত্ম্যকৌমুদী ; নন্দপণ্ডিতরচিত কাশীপ্রকাশ ও কৃপারামের কাশীমাহাত্ম্যসংগ্রহ দ্রষ্টব্য।]

ব্যাসকাশী।—কাশীর অদূরে বর্ত্তমান রামনগরে ব্যাসকাশী। হিন্দুর বিশ্বাস—যেমন মানব কাশীতে মরিলে শিবত্ব লাভ করে, সেইরূপ এই ব্যাসকাশীতে মরিলে গর্দ্দভযোনি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য অনেকেই ব্যাসকাশীতে মরিবার ইচ্ছা করেন না।

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, "বেদব্যাস বিষ্ণুর নিকট বিশ্বেশ্বরের অপার মহিমা অবগত হইয়া কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে তিনি ব্যাসাসনে বসিয়া প্রত্যহ শিষ্যবর্গকে কাশীমহিমা শুনাইতেন। একদিন মহাদেব বেদব্যাসকে পরীক্ষা করিবার জন্য ভবানীকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, 'অন্নপূর্ণে! অদ্য যেন বেদব্যাসকে কেহ ভিক্ষা না দেয়।' সুতরাং সেদিন বেদব্যাস কাহারও নিকট ভিক্ষা পাইলেন না। যখন নানা স্থান ঘুরিয়া বেদব্যাস দেখিলেন যে, কেহই ভিক্ষা দিল না, তখন তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কাশীবাসীকে এই অভিশাপ দিলেন, 'এখানকার অধিবাসীরা মুক্তিগর্ব্বে ভিক্ষা দেয় না, অতএব এই কাশীতে ত্রৈপুরুষী বিদ্যা, ত্রৈপুরুষধন এবং ত্রৈপুরুষী মুক্তি হইবে না।' এইরূপ শাপ দিয়া তিনি মনোদুঃখে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, তখন কি করেন, ক্ষোভে ভিক্ষাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, ভবানী প্রাকৃত-স্ত্রীবেশে গৃহদ্বারে দাড়াইয়া কহিতেছেন—'হে ভগবন্। আমার পতি অতিথিসৎকার না করিয়া ভোজন করেন না, এখন কাহাকেও পাইলাম না। অতএব আপনি অতিথি হউন। বেদব্যাস তাহার গৃহে সশিষ্যে অতিথি হইলেন। তখন ভবানী নানাপ্রসঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে ব্যক্তি নিজের দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থলাভ করিতে না পারিয়া, ক্রোধে শাপ দেয়, সে শাপ কাহার প্রতি হয়? বেদব্যাস উত্তর করিলেন, 'সেই শাপ সেই অবিবেচক শাপ-প্রদাতারই হইয়া থাকে।' তখন গৃহস্থরূপী ভগবান্ বিশ্বেশ্বর কহিলেন, 'যে ব্যক্তি কাশীর সমৃদ্ধি দর্শন করিতে পারে না, সেই এইস্থানে শাপগ্রস্ত হয়। তুমি আর এস্থানে বাস করিবার উপযুক্ত নও, শীঘ্রই ক্ষেত্রের বাহিরে যাও।' এই কথা শুনিয়া ব্যাস কাঁপিতে কাঁপিতে গৌরীর শরণ লইলেন এবং কহিলেন, প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে আমাকে এই ক্ষেত্রে প্রবেশের অনুমতি করুন।' দেবীর অনুরোধে মহাদেব তাহাতেই স্বীকার করিলেন। সেই অবধি ব্যাসক্ষেত্রের বাহিরে থাকিয়া দিবারাত্র কাশীক্ষেত্র নিরীক্ষণ করিতেছেন এবং প্রতি অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। সাধারণের বিশ্বাস রামনগরে ব্যাসদেব এখনও অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি লোকগণের মুক্তির জন্য এখানে এক তীর্থ করিয়াছেন, সেই তীর্থে মাঘ মাসে স্নান করিলে মানবের কখন গর্দ্দভজন্ম হয় না। নানা স্থান হইতে যাত্রীরা এই তীর্থে স্নান করিতে আইসে।

রামনগরের দুর্গমধ্যে নদীর ধারে কাশীরাজপ্রতিষ্ঠিত বেদব্যাসের মন্দির আছে।

ব্যাসকাশীতে কাশিরাজ প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি আছে। সেই সমুদায়ও সাধারণের দেখিবার যোগ্য, তাঁহাদের গঠনপ্রণালী হিন্দুশিল্পের পরিচায়ক বটে।

কাশীর মানবমন্দির।—পুণ্যধাম বারাণসী হিন্দুর প্রধান তীর্থ বটে, কিন্তু ইহাতে সাধারণ জ্ঞানপিপাসুরও দেখিবার জিনিস অনেক আছে; তন্মধ্যে অম্বরপতি মানসিংহ-প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির স্বদেশী কি বিদেশী প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্-মাত্রেরই দেখিবার বস্তু; হিন্দুগণ এককালে জ্যোতির্বিদ্যায় কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, এই মানমন্দিরও তাহার একটি পরিচায়ক। অম্বররাজবংশীয় সুবাই জয়সিংহ মানমন্দির-মধ্যে নক্ষত্রাদির গতিনির্ণয়ার্থ যে সকল যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। দিল্লীশ্বর মুহম্মদশাহের অনুমতিক্রমে নাক্ষত্রিক গতিসমুদয় ঠিক করিবার জন্য জয়সিংহ প্রাচীন আর্য্যজ্যোতিষের সাহায্যে 'জয়-প্রকাশ,' 'রামযন্ত্র' ও 'সম্রাট্‌যন্ত্র' নামে তিনটি সুবৃহৎ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, শেষোক্ত যন্ত্রটির ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ১২ হাত হইবে। রাজা ঐ যন্ত্রবলে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ হিপার্কাস, টলেমি প্রভৃতির প্রদর্শিত যুক্তিগুলির ভ্রমপ্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন জয়সিংহের আবিষ্কৃত ভিত্তিযন্ত্র, চক্রযন্ত্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি যন্ত্র ঐ মানমন্দিরমধ্যে আছে। [জয়সিংহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মানমন্দির ১৬০০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ কর্তৃক নির্ম্মিত হয় বটে, কিন্তু উহার কোন কোন অংশ যে আরও প্রাচীন, তাহা গৃহের স্থানে স্থানে পাথরের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া শিল্পশাস্ত্রবিদ্গণ স্বীকার করেন। মানমন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য, ইহার সুন্দর বাতায়নের গঠনপ্রণালী পর্য্য-বেক্ষণ করিলে নির্ম্মাতার সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না, সেরূপ বাতায়ন এখন বড় একটা দেখা যায় না।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ।—বারাণসীর উত্তর পশ্চিমকোণে আলিপুর মহল্লায় বকরীয়া কুণ্ড, কাশীখণ্ডে তাহাই বর্করী বা ছাগকুণ্ড নামে বর্ণিত হইয়াছে। কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ৩৬৮ হাত ও প্রস্থে ১৮৩ হাত। কুণ্ডের উত্তরপার্শ্বে উচ্চ ঢিপি পড়িয়া আছে, সেই ঢিপির উপর পাথরের ভগ্নমূর্ত্তি ও মঠের কলস প্রভৃতি পাওয়া যায়। এ সকলই বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। কুণ্ডের পূর্ব্বধারেও একটি বৃহৎ ইষ্ট-কের স্তূপ, স্তূপের পূর্ব্বে যোগিবীর নামক স্থান, এখানে একজন যোগী সশরীরে সমাধি লাভ করেন। কুণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি দরগা বা মুসলমানদিগের ভজনালয়, এই গৃহটিও কোন প্রাচীন গৃহের ভিত্তির উপর স্থাপিত, এই দরগার পূর্ব্বে (২৫×১৩ হাত) তিন সারি পাষাণস্তম্ভের উপর স্থাপিত একটি ক্ষুদ্র মস্‌জিদ্ আছে, এই মস্‌জিদ্ ও অতি প্রাচীন, ইহার গঠনপ্রণালী দর্শনে অনেকেই স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ইহা বৌদ্ধদিগের ছিল, আধুনিক সময়ে মুসলমানেরা আপনা-দের মস্‌জিদ্ করিয়া লইয়াছে। উহাতে ৭৭৭ হিজরী শকে (১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে) খোদিত ফিরোজশাহের শিলালিপি আছে। ইহার নিকটে বৌদ্ধচৈত্যও দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে এককালে বকরীয়া কুণ্ডের পার্শ্বে যে বৌদ্ধদেবালয় ছিল, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন *।

রাজঘাটের দুর্গমধ্যেও বৌদ্ধবিহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশেষ-বিহারের শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়, ইহার কারুকার্য্য ও ভাস্করকার্য্য সাঞ্চির বৌদ্ধস্তূপের তুল্য। এই বৌদ্ধবিহার ও মুসলমানের হাত হইতে এড়ায় নাই।

রাজঘাট দুর্গের উত্তরে গোরস্থানে, বরণাসঙ্গমের অধম-পুর মহল্লায়, বারাণসীস্থ তিলিয়ানালার নিকট, লাটভৈরব নামক রাস্তায়, বক্তিস্-খাঁ, অর্হাই কঙ্গুরা মস্‌জিদ্ এবং বরণার পূর্ব্বপার্শ্বে পঞ্চক্রোশী রাস্তার নিকট সোণা-কা-তলাও নামক পুষ্করিণীর ধারে এখনও বৌদ্ধচৈত্য, বিহার, স্তূপ এবং বুদ্ধমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

অনেকে লাটভৈরবের লাট বৌদ্ধরাজ অশোকের প্রতি-ষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করেন।

ব্যবসা।—কাশী যে কেবল পুণ্যক্ষেত্র, এমন নহে। এখানে নানাদেশীয় লোকের সমাগম হওয়ায় বাণিজ্য ব্যবসায় ও মন্দ নহে; এখানে চিনি, নীল ও সোরার ব্যবসা প্রধান। জৌনপুর, বস্তি, গোরক্ষপুর, প্রভৃতি স্থানের সকল প্রকার উৎপন্ন পণ্যাদি এখানে আনীত ও বিক্রীত হয়। কাশীর রেসমীকাপড়, সাল, নানাপ্রকার জরি ও বারাণসীকাপড় হীরাজহরতাদি নানাপ্রকার রত্ন ও নানাপ্রকার খেলনা প্রসিদ্ধ। প্রধান প্রধান হিন্দুরাজমাত্রেরই এখানে এক একটি বাটী অথবা ছত্র আছে। হিন্দুরাজগণ এখানে বাটী নির্ম্মাণ করিতে পারিলে, আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহারা সপরিবারে এখানে আসিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই জন্য কাশীতে রাজভোগেরও অভাব নাই। এখানে দুর্গ, বারিক, বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক অন্যান্য বিদ্যালয়, রেলষ্টেশন, ডাকঘর, আদালত ও বিস্তর চতুষ্পাঠী আছে। পূর্ব্বে নানা স্থান হইতে

*Sherring's Sacred City of the Hindus, P. 273-287 J. A. S. Bengal, XXXV. p. 59-87; Furher's Archæological Survey Lists N. W. P. Vol. II. p 199 202

দ্বিজগণ কাশীতে বেদাধ্যয়ন করিতে আসিতেন, এখনও আসিয়া থাকেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বমত আর যত্ন নাই। তবে অদ্যাপি বারাণসীধাম শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা ১৯৯০২৫, তন্মধ্যে হিন্দু ১৪৭২৩০, মুসলমান ৪১৫২৯ ও খৃষ্টান ২৬৬। [বনারস দেখ।]

২ চিৎশক্তি। ৩ সুষুম্না নাড়ী। (কাশীমুক্তিবিবেক।)

৪ কাশীস্থদেবীমূর্ত্তিবিশেষ।

("বিশ্বেশং মাধবং ঢুণ্ঢিং দণ্ডপাণিঞ্চ ভৈরবম্।
বন্দে কাশীং গুহাং গঙ্গাং ভবানীং মণিকর্ণিকাম্॥")

৫ (অল্লার্থে ঙীষ্) ক্ষুদ্রকাশতৃণ। ৬ মুষ্টি। (নিরুক্ত।)

কাশীনাথ (পুং) কাশ্যাঃ নাথঃ, ৬তৎ। ১ শিব। ("কালং নিকটতো জ্ঞাত্বা কাশীনাথং সমাশ্রয়েৎ॥" কাশীখণ্ড।) ২ কাশীর রাজা। ৩ একজন বৈদ্যক গ্রন্থকার। কোন কোন হস্তলিপিতে কাশীরাম, কাশীরাজ এইরূপ নামান্তর দৃষ্ট হয়। ইনি অজীর্ণমঞ্জরী, 'কাশীনাথী', রসকল্পলতা ও শার্ঙ্গধর-সংহিতার 'গূঢ়ার্থদীপিকা' নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন। ৪ তৈলঙ্গদেশীয় যজ্ঞমূর্ত্তিবংশোদ্ভব একজন নৈয়ায়িক, ইনি 'অসিদ্ধগ্রন্থাত্মিকা' নাম্নী তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির ব্যাখ্যা প্রভৃতি রচনা করেন। ৫ অমরকোষের 'কাশিকা' নাম্নী টীকাকার। ৬ সারস্বতব্যাকরণভাষ্যকার ও কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকাকার। ৭ জ্যোতিষসংগ্রহনামক গ্রন্থকার। ৮ প্রক্রিয়াসার ও শিশু-বোধব্যাকরণরচয়িতা। ৯ শীঘ্রবোধ, লগ্নচন্দ্রিকা, প্রশ্ন-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থকার। ১০ যদুবংশকাব্যপ্রণেতা। ১১ রামচরিত-মহাকাব্যরচয়িতা। ১২ বেদান্ত-পরিভাষা-রচয়িতা। ১৩ বৈরাগ্যপঞ্চাশতি নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার। ১৪ শিবভক্তিসুধার্ণবপ্রণেতা। ১৫ শ্রাদ্ধকল্পগ্রন্থকার। ১৬ সংবৎসরপ্রকরণনামক জ্যোতিগ্রন্থকার। ১৭ সংক্ষিপ্ত-কাদম্বরী-রচয়িতা। ১৮ সূত্রপাদবেদান্ত-রচয়িতা। ১৯ অনন্তের পুত্র ও যজ্ঞেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র, ইনি ধর্ম্মসিন্ধুসার, প্রায়শ্চিত্তেন্দু-শেখর ও বেদস্তুতিটীকা রচনা করেন। ইনি ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

কাশীনাথদীক্ষিত (কাশীদীক্ষিত)—১ সদাশিব দীক্ষিতের পুত্র। ইনি প্রয়োগরত্ন, রুদ্রপদ্ধতি, লক্ষহোমপদ্ধতি, শ্রাদ্ধ-প্রয়োগপদ্ধতি এবং কাত্যায়নীর জ্যোতিষ্টোমপদ্ধতির টীকা প্রণয়ন করেন। ২ ষট্‌পঞ্চাশিকা নাম্নী জ্যোতিগ্রন্থকার।

কাশীনাথভট্ট, ১ অপর নাম শিবানন্দনাথ, জয়রামভট্টের পুত্র ও অনন্তভট্টের শিষ্য। ইনি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে এই কয়েকখানি পাওয়া যায়। যথা—কৌলগজমর্দ্দন, গুরুপূজাক্রম, চণ্ডীপূজারসায়ন, মন্ত্রচন্দ্রিকা, মন্ত্রপ্রদীপ, গণেশার্চ্চনদীপিকা, জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের 'গূঢ়ার্থদর্শ' নামে টীকা, চণ্ডীমাহাত্ম্যটীকা, ত্রিকূটারহস্যটীকা, দক্ষিণা-চারদীপিকা, পদার্থাদর্শ-কবিচন্দ্রোদয়টীকা, পুরশ্চরণদীপিকা, বটুকার্চ্চনদীপিকা, মন্ত্রমহোদধির 'মন্ত্রমহোদধিপদার্থাদর্শ' নামে টীকা ও শারদাতিলকটীকা। ২ মুহূর্ত্তমুক্তাবলী নাম্নী জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা। ৩ প্রসিদ্ধভাষাবিদ্ সর উইলিয়ম্ জোন্সের পণ্ডিত ও সপ্তসন্দর্ভসিন্ধুনামক সংস্কৃতগ্রন্থকার।

কাশীনাথমিশ্র, বৈদেহীপরিণয় নামক সংস্কৃত কাব্য রচয়িতা।

কাশীযাত্রা (স্ত্রী) কাশ্যাং কাশীস্থতীর্থসমূহে যাত্রা, ৭তৎ। কাশীস্থতীর্থসমূহ দর্শনার্থ গমন।

যাত্রিগণ যে প্রকারে কাশীযাত্রা করিবে, কাশীখণ্ডে তাহার নিয়ম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

প্রথমে যাত্রিগণ সবস্ত্রে চক্রপুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়া দেব, পিতৃ, ব্রাহ্মণ ও অর্থিগণকে তৃপ্ত করিবে। পরে আদিত্য, দ্রৌপদী, দণ্ডপাণি ও মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া ঢুণ্ঢিরাজকে দেখিতে যাইবে। তাহার পর জ্ঞানব্যাপীর জলে আচমন করিয়া নন্দিকেশ্বরের পূজা করিবে। পরে তারকেশ্বরের ও মহাকালেশ্বরের পূজা করিয়া পুন-রায় দণ্ডপাণির পূজা করিবে, ইহার নাম পঞ্চতীর্থযাত্রা। তাহার পর বৈশ্বেশ্বরী যাত্রা করিবে। যাত্রিগণ কৃষ্ণ-প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দ্দশী অথবা প্রতি চতুর্দ্দশীতে দ্বিসপ্ত-আয়তনী যাত্রা করিবে। মৎস্যোদরীতে স্নানাদি করিয়া প্রথমে প্রণবেশ্বর, তৎপরে ত্রিবিষ্টপ, পরে মহাদেব, তাহার পর যথাক্রমে কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চন্দ্রশেখর, কেদারেশ্বর ধর্ম্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্ম্মেশ্বর, মণিকর্ণিকেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর ও শেষে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া পূজাদি করিবে। যে ব্যক্তি কাশীধামে বাস করিয়া এইরূপ যাত্রা না করে, তাহার নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। বিঘ্নশান্তির জন্য অষ্টায়তনী নামে আর একটী যাত্রা করিবে। তাহাতে যথাক্রমে দক্ষেশ্বর, পার্ব্বতীশ্বর, পশুপতী-শ্বর, গঙ্গেশ্বর, নর্ম্মদেশ্বর, গভস্তীশ্বর, সতীশ্বর ও তারকে-শ্বরকে দর্শন করিবে। এই যাত্রা অষ্টমী তিথিতে কর্ত্তব্য। কাশীবাসী আর একটী যাত্রা করিবে—প্রথমে বরণায় স্নান করিয়া শৈলেশ্বর দর্শন করিবে, পরে বরণাসঙ্গমে স্নান করিয়া সঙ্গমেশ্বরকে দর্শন করিবে, পরে স্বর্লীনতীর্থে স্নান করিয়া স্বর্লীনেশ্বর দর্শন, তাহার পর মন্দাকিনীতীর্থে স্নান করিয়া মধ্যমেশ্বর দর্শন, পরে হিরণ্যগর্ভতীর্থে স্নান করিয়া হিরণ্য-গর্ভেশ্বর দর্শন, পরে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া ঈশানেশ্বর দর্শন, অনন্তর যথাক্রমে গোপ্রেক্ষতীর্থে স্নান করিয়া গোপ্রে-

ক্ষেশ্বর, কাপিলহ্রদে স্নান করিয়া বৃষভধ্বজ, উপশান্তকূপে স্নান করিয়া উপশান্তশিব পঞ্চচূড়াহ্রদে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠেশ্বর, চতুঃসমুদ্রকূপে স্নান করিয়া মহাদেব, বাপীজল স্পর্শ ও শুক্রকূপে স্নানানন্তর শুক্রেশ্বর দর্শন, দণ্ডখাততীর্থে স্নান করিয়া ব্যাঘ্রেশ্বরের পূজা, শৌনককুণ্ডে স্নান করিয়া শৌনকেশ্বর ও জম্বুকেশ্বর লিঙ্গের পূজা করিবে।

একাদশায়তনী নামে আরও একটী যাত্রা করিবে, তাহাতে প্রথমে অগ্নীধ্রকুণ্ডে স্নান করিয়া অগ্নীধ্রেশ্বর-দর্শন, পরে যথাক্রমে উর্ব্বশীশ্বর, নকুলীশ্বর, আষাঢ়ীশ্বর, ভারভূতেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, ত্রিপুরান্তক, মনঃপ্রকাশকেশ্বর, প্রীতিকেশ্বর, মদালসেশ্বর ও তিলপর্ণেশ্বর দর্শন করিবে। এই যাত্রা করিয়া মানব রুদ্রত্ব লাভ করে।

শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে গৌরীযাত্রা করিবে—প্রথমে গোপ্রেক্ষতীর্থে স্নান করিয়া মুখনির্ম্মালিকায় গমন করিবে। তৎপরে যথাক্রমে জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান ও জ্যেষ্ঠাগৌরী পূজা, জ্ঞানবাপীতে স্নান ও সৌভাগ্যগৌরীর পূজা, শৃঙ্গারতীর্থে স্নান ও শৃঙ্গারগৌরীর পূজা, বিশালগঙ্গায় স্নান ও বিশালাক্ষীর পূজা, ললিতাতীর্থে স্নান ও ললিতাদেবীর পূজা, ভবানীতীর্থে স্নান ও ভবানীদেবীর পূজা বিন্দুতীর্থে স্নান ও মঙ্গলাগৌরীর পূজা, শেষে মহালক্ষ্মীতে গমন করিবে। ইহার নাম গৌরীযাত্রা।

প্রতি চতুর্থীতে গণেশযাত্রা, মঙ্গলবারে ভৈরবযাত্রা, রবিবারে অথবা ষষ্ঠী বা সপ্তমীযুক্ত রবিবারে সূর্য্যযাত্রা, অষ্টমী বা নবমীতে চণ্ডীযাত্রা ও প্রতিদিন অন্তর্গৃহযাত্রা করিবে। অন্তর্গৃহযাত্রা এইরূপ—মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া মণিকর্ণীশ্বরের পূজা করিবে, তৎপরে একে একে কম্বলেশ্বর অশ্বতরেশ্বর, বাসুকীশ্বর, পর্ব্বতেশ্বর, গঙ্গাকেশব, ললিতাদেবী, জরাসন্ধেশ্বর, সোমনাথ, বারাহেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, কশ্যপেশ্বর, হরিকেশবনেশ্বর, বৈদ্যনাথ, ধ্রুবেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, হাটকেশ্বর, অস্থিক্ষেপতড়াগে কীকসেশ্বর, ভারভূতেশ্বর, চিত্রগুপ্তেশ্বর, চিত্রঘণ্টা, পশুপতীশ্বর, পিতামহেশ্বর, কলসেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, বীরেশ্বর বিদ্যেশ্বর, অগ্নীশ্বর, নাগেশ্বর, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, চিন্তামণিবিনায়ক, সর্ব্ববিঘ্নহারী সেনাবিনায়ক, বশিষ্ঠ, বামদেব, সীমাবিনায়ক, করুণেশ্বর, ত্রিসন্ধ্যেশ্বর, বিশালাক্ষী, ধর্ম্মেশ্বর বিশ্ববাহুক, আশাবিনায়ক, বৃদ্ধাদিত্য, চতুর্ব্বক্ত্রেশ্বর, ব্রাহ্মীশ্বর, মনঃপ্রকাশেশ্বর, ঈশানেশ্বর, চণ্ডী, চণ্ডীশ্বর, ভবানী, শঙ্কর, ঢুণ্ঢিরাজ, রাজরাজেশ্বর, লাঙ্গলীশ্বর, নকুলীশ্বর, পরান্নেশ্বর, পরদ্রব্যেশ্বর, প্রতিগ্রহেশ্বর, নিষ্কলঙ্কেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, অপ্সরেশ্বর ও গঙ্গেশ্বরের পূজা করিয়া জ্ঞানবাপীতে স্নান করিবে; তাহার পর নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর, দণ্ডপাণি, মহেশ্বর, মোক্ষেশ্বর, বীরভদ্রেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর ও পঞ্চবিনায়ককে প্রণাম করিয়া বিশ্বেশ্বরে গমন করিবে, এখানে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—

"অন্তর্গৃহস্য যাত্রেয়ং যথাবদ্যা ময়া কৃতা।
ন্যূনাতিরিক্তয়া শম্ভুঃ প্রীয়তামনয়া বিভুঃ॥" ১০০। ৯৬।

অল্প আর বেশী যে ভাবেই হউক, এই যে আমি অন্তর্গৃহ যাত্রা করিলাম, এতদ্দ্বারা মহেশ্বর আমার প্রতি প্রীত হউন।

মন্ত্রপাঠান্তে ক্ষণকাল মুক্তিমণ্ডপে বিশ্রাম করিয়া নিষ্পাপ হইয়া গৃহে গমন করিবে। (কাশীখণ্ড ১০০ অঃ।)

কাশীরহস্য (ক্লী) কাশ্যাঃ রহস্যম্, ৬তৎ। ১ কাশীবাসিগণের কর্ত্তব্য আচারবিশেষ। ২ কাশীমাহাত্ম্য।

কাশীরাজ (পুং) কাশ্যাঃ কাশীপ্রদেশস্য রাজা, কাশী-রাজন্-টচ্ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ১ দিবোদাস। ২ কাশীর অধিপতিমাত্র। ৩ চিকিৎসাকৌমুদী প্রণেতা। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°)। ৪ বীরসিংহের পিতা, খেটপ্রবনামক জ্যোতির্গ্রন্থকার।

কাশীরাম, ১ রত্নপ্রদীপনিঘণ্টু নামক বৈদ্যককোষকার। ২ (বাচস্পতি)—রাধাবল্লভের পুত্র ও রামকৃষ্ণের পৌত্র, ইনি রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের টীকা রচনা করেন, তন্মধ্যে উদ্বাহতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব ও শ্রাদ্ধতত্ত্বের টীকা পাওয়া যায়।

কাশীশ (ক্লী) কুৎসিতং ঈষৎ বা শীশমিব, কোঃ কাদেশঃ। উপধাতুবিশেষ, হিরাকস (Sulphet of iron); হিন্দীভাষায় ইহাকে কৌশীশ কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—ধাতুকাশীশ, কাসীস, ধাতুকাসীস, খেচর, ধাতুশেখর, কেসর, হংসলোমশ, শোধন, পাংশুকাশীশ ও শুভ্র। ধাতুকাশীশ ও পুষ্পকাশীশ ভেদে হিরাকস দুইপ্রকার; তন্মধ্যে ধাতুকাশীশ হরিৎ ও লোহিতভেদে দ্বিবিধ এবং পুষ্পকাশীশ শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে দুইপ্রকার হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশমতে এই দ্বিবিধ হিরাকসেরই গুণ—অম্ল, তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বাতশ্লেষ্মনাশক, কেশের উপকারক এবং নেত্রকুণ্ড, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগনাশক। ইহাকে শোধন করিতে হইলে ভৃঙ্গরাজরসে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে; তাহা হইলে ইহা পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। [হিরাকস দেখ] ২ (পুং) কাশ্যা ঈশঃ ৬তৎ। মহাদেব। ৩ কাশীদেশের অধিপতি।

কাশীশ্বর (পুং) কাশ্যা ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। ১ মহাদেব। ২ কাশীদেশের রাজা। ৩ অর্থমঞ্জরী নামে ন্যায়গ্রন্থকার।

৪ (ভট্টাচার্য্য)—সুপদ্মব্যাকরণানুসারে ধাতুপাঠ, ভূরিপ্রয়োগ-গণটীকা, মুগ্ধবোধটীকা ও মুগ্ধবোধপরিশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থকার। ৫ (শর্ম্মা)—ঘনশ্যামের পুত্র ও রাঘবপণ্ডিতের পৌত্র। ইনি ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানামৃতনামে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন।

কাশূ (স্ত্রী) কশ-ণিচ্-উ। ১ শক্তিনামক অস্ত্র। ২ বিফল-বাক্য। ৩ বুদ্ধি। ৪ রোগ।

কাশূকার (পুং) কাশূং বিফলবাচং করোতি, কাশূ-কৃ-অণ্। সুপারি। [গুবাক্ দেখ।]

কাশূতরী (স্ত্রী) কাশূনামক ক্ষুদ্র অস্ত্র।

কাশেয় (পুং) কাশ্যাং ভবঃ, কাশী-ঢক্। কাশেঃ কাশি-নৃপতেঃ গোত্রাপত্যম্ বা। ১ কাশীরাজবংশীয়। কাশীর প্রথম রাজা কাশবংশোদ্ভব। ২ (ত্রি) কাশীদেশজাত। [কাশী দেখ।]

কাশেয়ী (স্ত্রী) কাশেয়-ঙীপ্। কাশীর রাজকন্যা।

("ভরতঃ খলু কাশেয়ীমুপযেমে সার্ব্বসেনীম্।"

(ভারত আদি ৯৫ অঃ।)

কাশ্মরী (স্ত্রী) কাশতে, কাশ্-বনিপ্ (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।২।৭৫। তথা "বনোরচ" ৪।১।৭ ইতি রশ্চান্তাদেশঃ। ঙীপ্।) পৃষোদরাদিত্বাৎ বস্ত মত্বম্। গাম্ভারীবৃক্ষ। (Gmelina arborea) ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—গাম্ভারী, ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মিরী, হীরা, কাশ্মর্য্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহাকুসুমিকা। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—মধুর, কষায় ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অগ্নিদীপ্তিকারক, পরি-পাচক, ভেদক এবং ভ্রম, শোষ, তৃষ্ণা, আমশূল, অর্শঃ, বিষদোষ, দাহ ও জ্বরনাশক। ইহার ফলগুণ—শরীরবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কেশের উপকারক, রসায়ন, কষায় ও অম্লরস, শীতল, স্নিগ্ধ, এবং বায়ু, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, ক্ষয়রোগ, মূত্রাঘাত, দাহ ও বাতরক্তরোগনাশক।

গাম্ভারীগাছ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জন্মে। ফাল্গুনমাসে ফুল ধরে। ইহার কাঠের রঙ্ ফিকা হরিদ্রার মত। এই কাঠ বড় হাল্কা অথচ কঠিন, এই জন্য নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা দেশে ইহার তক্তায় ছবির ফ্রেম, নৌকাছাওয়া, পাল্কীর হাতল, ওজনের বাট্‌খারা প্রভৃতি হয়। বিশাখ-পত্তনে প্রাচীরের ভিত্তিতে এবং বোম্বাই প্রদেশে শকট, যান ও পাল্কীতে এই কাঠ লাগে। ইহাতে সুন্দর পালিস ধরে এবং ইহাদ্বারা নানাপ্রকার আস্‌বাব প্রস্তুত করা যায়।

কাশ্মর্য্য (পুং, ক্লী) কাশ্মরীতি শব্দোঽস্ত্যস্য, কাশ্মরী-যপ্। যদ্বা কাশ্মরী স্বার্থে ষ্যঞ্। গাম্ভারী।

("স্রস্তং মূত্রবিবন্ধঘ্নং পিত্তাসৃক্‌বাতনাশনম্।
কেশ্যং রসায়নং মেধ্যং কাশ্মর্য্যং ফলমুচ্যতে॥"

সুশ্রুত সূত্র ৪৬ অঃ।)

কাশ্মীর (ক্লী) কশ্মীরে কাশ্মীরে বা ভবম্, কশ্মীর বা কাশ্মীর-অণ্ (কচ্ছাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৩।) ১ পদ্মমূল। ২ সোহাগা। ৩ কুঙ্কুম।

(কাশ্মীরং কুঙ্কুমেঽপি স্যাৎ টঙ্কপুষ্করমূলয়োঃ। মেদিনী।)

৪ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমকোণে সর্ব্বোত্তরদেশের নাম কশ্মীর বা কাশ্মীর।

বর্ত্তমান কাশ্মীররাজ্য ৩২° ১৭´ হইতে ৩৬° ৫৮´ উত্তর অক্ষাং মধ্যে এবং ৭৩° ২৬´ হইতে ৮০° ৪০´ পূর্ব্ব দ্রাঘিং মধ্যে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান ভূমিপরিমাণ প্রায় ৮০৯০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যাও প্রায় ১৬ লক্ষ। এই রাজ্য সমুদ্রতল হইতে ৫৫০০ ফুট্ উচ্চ।

বর্ত্তমান সীমা।—উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত কারাকোরমশ্রেণী ও ইহারই অধীনস্থ কতকগুলি অর্দ্ধস্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্য; দক্ষিণসীমা পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলম্, গুজরাৎ, শিয়ালকোট প্রভৃতি; পশ্চিম সীমা পঞ্জাবের অন্তর্গত হজারা প্রদেশ ও রাবলপিণ্ডী; পূর্ব্বসীমা তিব্বত রাজ্য।

বর্ত্তমান প্রদেশবিভাগ।—কাশ্মীররাজ্যে এক্ষণে জম্বু, কাশ্মীরউপত্যকা, লডাখ্ বা লদাখ, বালতীস্থান, ভদ্রোয়াড় (ভদ্রবার,) কষ্টোয়াড় (কৃষ্ণবার,) দার্দিস্থান, লে, তিলৈল, সুরু, জংস্কর, রূপসূ, পুঞ্চ ও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে।

ভূমিভাগ।—সাধারণতঃ দেখিলে কাশ্মীররাজ্যকে পর্ব্বত-বেষ্টিত বিতস্তার অববাহিকা বলিয়া বোধ হয়। মধ্যস্থলে বিতস্তা নদী শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বরাহমূলগিরিবর্ত্ম দিয়া পঞ্জাবপ্রদেশে প্রবেশ করিতেছে। বিতস্তার তীরবর্ত্তী নিম্ন মালভূমি ব্যতীত এক প্রকার মালভূমি পর্ব্বতমূল হইতে সমতলভূমির দিকে বিস্তৃত আছে, ইহাকে করেবাস্ বা উদার্ বলে। এই সকল ভূমির মাটি প্রায় উদ্ভিদ্‌প্রাণী শরীরজাত এবং বালি ও কর্দ্দমমিশ্রিত। এই সকল মালভূমি-খণ্ডে মধ্যে প্রায় ১০০ হইতে ৩০০ ফুট্ গভীর ভাঙ্গন আছে। সাধারণত এই সকল ভূখণ্ডের এক দিকে পর্ব্বতমালা, কিন্তু কোন কোন স্থলে আবার চারিদিকেই নিম্নভূমি। এই সকল ভূখণ্ডের চাষ আবাদ হয়, কিন্তু মালভূমি বলিয়া জলের সুবিধা হয় না, বৃষ্টি না হইলে খাল কাটিয়া নদী হইতে জল আনিয়া চাষ করিতে হয়। পর্ব্বতমূলের ঢালু জমিতে চারণভূমি, দেবদারুবন ইত্যাদি দেখা যায়। কাশ্মীরের দক্ষিণাংশেই

লোকের বাস অধিক। কৃষ্ণগঙ্গা উপত্যকার নিম্নাংশ এবং যে তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা সিন্ধু-অববাহিকা হইতে বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা-অববাহিকা স্বতন্ত্র করিতেছে, সেই পর্ব্বতমালার চারিপার্শ্বস্থ ভূমিতেও অধিকতর লোকের বাস। এই প্রদেশের পর্ব্বতমালা দেবদারুবনে আচ্ছাদিত, মধ্যে মধ্যে আবাদের উপযুক্ত ভূমিও আছে। নদীতীর শ্যামল শস্যক্ষেত্র পরিপূর্ণ। প্রত্যেক গ্রামে সুন্দর সুন্দর পথ আছে।

পর্ব্বতমালা—কাশ্মীরের চতুর্দ্দিকে যে পর্ব্বতমালা আছে, তাহাদের শিখরের উপরিভাগ তুষারমণ্ডিত দেখা যায়; বৎসরের মধ্যে প্রায় ৮ মাস কাল বরফে আবৃত থাকে। উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে বিয়াকো নামক তুষারাবৃতক্ষেত্র প্রায় ৩৫ মাইল বিস্তৃত। পঞ্জাল পর্ব্বতমালার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম মূলী, ইহার উচ্চতা ১৪৯৫২ ফুট্, আহেরটাটোণ শিখরের উচ্চতা ১৩০৪২ ফুট্, উত্তরদিকে হরমুখ পর্ব্বতের উচ্চতা ১৬০১৫ ফুট্, কাশ্মীর-উপত্যকার প্রান্তে নঙ্গ পর্ব্বত বা দয়রমুর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৬৬২৯ ফুট্ উচ্চ, ইহাকে দৈয়রমুর পর্ব্বতও বলে, ইহা কাশ্মীর-উপত্যকা ও সিন্ধুনদীর মধ্যে অবস্থিত। ইহারই নিকটে সের ও মের নামে আরও দুটি শিখর আছে, তন্মধ্যে প্রথমটি ২৩৪১০ ও দ্বিতীয়টি ২৩২৫০ ফুট্ উচ্চ। কাশ্মীর উপত্যকার চারিপার্শ্বে যে সকল গিরিমালা আছে, দিক্-অনুসারে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে;—পূর্ব্বে তুষারাবৃত পঞ্জালপর্ব্বত, দক্ষিণে ফতেপঞ্জাল ও বনিহালপ্রদেশের পঞ্জাল, পশ্চিমে পীরপঞ্জাল এবং উত্তর পশ্চিমে হরমুখ ও সোণামার্গ পর্ব্বত।

দক্ষিণদিকে পর্ব্বতমালা ক্রমশঃ নিম্ন বলিয়া এই দিকের শোভাই অতি সুন্দর। উত্তরদিক্ অপেক্ষাকৃত বন্য, কিন্তু সৌন্দর্য্যপূর্ণ। এদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা, বিস্তৃত তুষারক্ষেত্র, পর্ব্বতাবরোহী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদীস্রোত, মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থলে কোন শিখরই উচ্চতায় ২০০০০ ফুটের কম নহে। কারাকোরম পর্ব্বতমালায় একটি শিখরের উচ্চতা প্রায় ২৮২৫০ ফুট্।

য়ুরোপীয় ভ্রমণকারীরা কাশ্মীরে এই সকল পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া এখানকার শোভা একরূপভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, সেরূপ শোভাধার প্রাকৃতিক ছবি জগতের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই সকল শৈলশিখরের তল হইতে যত উর্দ্ধে গমন করা যায়, ততই ঋতুভেদ ও তদুপযোগী উদ্ভিজ্জ শস্য ও ফলমূলাদি দেখা যায়। কোথাও আবার এ সকলেরই একত্র সমাবেশ আছে। এই সকল পর্ব্বতে নিরীহ পার্ব্বত্যজাতি বাস করে।

মার্গ বা ক্ষেত্র।—পীরপঞ্জাল অপেক্ষা কতকগুলি নিম্নতর পর্ব্বতের শিখরদেশ অধিক বিস্তৃত। এই সকল স্থানে সুন্দর ও মনোহর নানাবর্ণের পুষ্প এবং সুদৃশ্য তৃণ জন্মে। এই সকল স্থানকে মার্গ বা ক্ষেত্র বলে। গুলমার্গ, সোণামার্গ প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষেত্র অতি সুন্দর। এই সকল স্থানে গ্রীষ্মকালে দলে দলে টাটুঘোড়া চরিয়া বেড়ায়। সোণামার্গ নামক স্থানে শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে দেশীয় বড়-লোকেরা ও য়ুরোপীয়েরা আসিয়া বাস করিতে ভালবাসে।

নদী।—কাশ্মীররাজ্যের প্রধান নদী বিতস্তা। কাশ্মীর-উপত্যকার পূর্ব-দক্ষিণ সীমায় বিতস্তানদীর উৎপত্তিস্থান।

[বিতস্তা দেখ।]

অনেকের মতে, ইহার উৎপত্তিস্থান আজিও স্থির হয় নাই; ইংরাজেরা বলেন যে, অর্পৎ, ব্রিং ও সন্দরম্ নামক তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর সম্মিলনে বিতস্তার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি শাখানদী ও উপনদী আছে। মুসলমান ভৌগোলিকেরা বলেন যে, কাশ্মীর-উপত্যকার পূর্ব্বদিকে সুপ্রসিদ্ধ বীরনাগ নামক উৎসের প্রায় অর্দ্ধক্রোশদূরে তিনটি উৎস আছে। এই তিনটি উৎস পরস্পর দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি দূরবর্ত্তী। মুসলমানেরা ঐ পরিমিত স্থানকে (অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ স্থানকে) বিৎবিথর বা বিতস্ বলে। ইহা হইতে ঐ উৎসের নামও বিৎবিথর বা বিতস্ এবং তাহা হইতে নির্গত জলস্রোতকে বিহৎ বা বিতস্তা বলিয়া থাকে। এই তিনটি উৎসের জলধারা ক্রমশঃ যতই নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে, ততই বীরনাগ, অনন্তনাগ, আচ্ছাবল, কুকুরনাগ, কেশনাগ প্রভৃতি উৎস সকলের জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া উহার অবয়ব বৃদ্ধি করিয়াছে। বিতস্তা ক্রমশঃ উত্তরপূর্ব্বমুখে কিয়দ্দূর বহিয়া উলরহ্রদে প্রবেশ করিয়াছে; তৎপরে দক্ষিণবাহিনী হইয়া পশ্চিমপ্রান্তে বরামূলা নামক জনপদের মধ্যে ভীষণবেগে উপত্যকা পরিত্যাগ করিয়াছে। উপত্যকার মধ্যে বিতস্তার বেশ প্রশান্তভাব, কিন্তু উপত্যকার বাহিরে ইহার যেমন ভীষণ তেমনি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি। উত্তর-পূর্ব্ব হইতে ইসলামাবাদের নিকট লিদার, পূর্ব্ব হইতে শাদিপুরের সম্মুখে সিন্ধুনদ ও সোপুর নগরের নিকট পোহরু নদী বিতস্তার পশ্চিমতীরে মিলিয়াছে; আর পূর্ব্বতীরে মুবহামের নিকট বেশ নরামবিয়াড়া এবং রামচুয়াত (রামচুর) ও দুধগঙ্গা শ্রীনগরের নিকট মিলিয়াছে। তিলৈল উপত্যকার দেওসই-নামকস্থানে কৃষ্ণগঙ্গা নামে একটী মধ্যবিধ নদী উৎপন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণগঙ্গা অনেকটা উত্তরমুখে পশ্চিমদিকে বহিয়া

গিয়া, হঠাৎ দক্ষিণে বাঁকিয়া মজঃফরাবাদের ঠিক নিম্নে বিতস্তায় মিলিয়াছে। বর্দ্দান উপত্যকায় মারুবর্দ্দান নদী প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণমুখে কৃষ্ণবার (কষ্টওয়ার) নামক স্থানে চন্দ্রভাগায় মিলিয়াছে। মারুবর্দ্দান, কৃষ্ণবার ও ভদ্রবার (ভদ্রোয়াড়) নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যদিয়া আসিয়া জম্বুর পশ্চাতে মিলিয়াছে। এই সকল নদীর মধ্যে একমাত্র বিতস্তাতেই নৌকাদি যাতায়াত করে। তাহাতেও আবার ষাট মাইলের অধিকদূরে নৌকা চলিতে পারে না।

সেতু।—উপত্যকার মধ্যে বিতস্তার উপর ১৩টী সেতু আছে, এই সেতুকে "কদল" বলে। সমস্ত সেতু দেবদারু-কাষ্ঠে নির্ম্মিত।

অনেক স্থলে আবার দড়ির সাঁকোও আছে। যেখানে বহুদূর বিস্তৃত সেতুর প্রয়োজন, প্রায় সেই সকল স্থলেই দড়ির সাঁকো। দড়ির সাঁকো দুই প্রকার—চিকা ও ঝোলা। ভাবিতে গেলে বা দেখিতে গেলে এই সাঁকো বড় ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তত ভয়ের কারণ নাই। অতি সহজে নিরাপদে ইহাদের উপর দিয়া যাতায়াত চলে। মালপত্রও এই সাঁকো দিয়া পারাপার করে।

খাল।—শ্রীনগর ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অনেক খাল আছে। এই স্থলে উল্লোল বা উলার হ্রদ। ইহারই মধ্য দিয়া বিতস্তা প্রবাহিত। এই হ্রদ পার হওয়া বড় সহজ নয়। এই জন্য সোপুর ও শ্রীনগরের মধ্যে একটি খাল কাটিয়া গমনাগমনের সুবিধা করা হইয়াছে। চাষের সুবিধার জন্য ও যথেষ্ট খাল কাটা আছে, তন্মধ্যে ক্ষোরপুর জেলায় সাহকুল খাল, ইসলামাবাদে নৈন্দী ও নিম্নর খালই প্রধান।

হ্রদ।—কাশ্মীরে হ্রদ যথেষ্ট। উপত্যকায় ও পার্ব্বত্য-প্রদেশের নানাস্থানে হ্রদ দেখা যায়। উপত্যকায় এই চারিটি হ্রদ প্রধান—১ম, ডল্ বা নাগরিক হ্রদ—ইহা শ্রীনগরের উত্তর পূর্ব্বকোণে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত, দৈর্ঘ্যে ৫ মাইল। চুঁট-ই-কোল (চুঁট—আপেল, কোল—খাল) নামক খালদ্বারা ইহার বিতস্তার সহিত সংযুক্ত। শ্রীনগরের রাজবাড়ীর ঠিক সম্মুখে এই খাল আসিয়া হ্রদে মিশিয়াছে।

২য়, আঞ্চার হ্রদ—ইহা শ্রীনগরের উত্তরে অবস্থিত। নালমর খাল দিয়া ইহা জলের সহিত সংযুক্ত। নালমর খাল সাদিপুরের নিকট সিন্ধুনদে মিশিয়াছে।

৩য়, মানসবল হ্রদ—ইহা শ্রীনগরের পশ্চিমে; স্থলপথে ইহা শ্রীনগর হইতে পাঁচক্রোশ ও জলপথে ৮ ক্রোশদূরে বিতস্তার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। কাশ্মীরের মধ্যে ইহার তুল্য রমণীয় হ্রদ আর নাই। ইহার দৈর্ঘ্য ৩ মাইল ও বিস্তার দেড়মাইল। এই হ্রদটী বড় গভীর। কহ্লণ ও বিহ্লণ, পবিত্র 'মানসহ্রদ' নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

৪র্থ, উল্লোল (উলর) বা বলুর হ্রদ—ইহা শ্রীনগরের উত্তরপশ্চিমে, স্থলপথের ১১ ক্রোশ ও জলপথে ১৫ ক্রোশদূরে অবস্থিত। কাশ্মীররাজ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদ; উত্তর-দক্ষিণে জলা বাদ দিয়া ইহার দৈর্ঘ্যে দেড়মাইল আর জলাসমেত ১০ মাইল; পরিধি ৩০ মাইল, গভীরতা ৮ হাত, স্থানে স্থানে ১১ হাতও হইবে। পূর্ব্বদিকে বিতস্তা নদী এই হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। পার্ব্বত্য হ্রদের ন্যায় উলর হ্রদেও হঠাৎ ভীষণ ঝড় উপস্থিত হয়। রাজতরঙ্গিণীতে এই হ্রদ 'মহাপদ্ম' নামে উক্ত হইয়াছে। এখানে মহাপদ্মনাগের বাস ছিল।

পার্ব্বত্য হ্রদের মধ্যে পীরপঞ্জালের কংসনাগ, লিদার উপত্যকায় শেষনাগ, হরমুখে গঙ্গাবলনাগ ও সর্ব্বলনাগ প্রধান।

উৎস।—কাশ্মীরের পর্ব্বতমালায় উৎসের অভাব নাই, প্রায় সকল স্থানেই পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া উৎস বাহির হইয়াছে। এই সকল উৎস কত যে অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সকল উৎসের মধ্যে বীরনাগ, অনন্তনাগ, বায়ন, আচ্ছাবল, কুক্কুটনাগ ও বিৎবিথর অতি রমণীয় ও কৌতূহলজনক।

খনিজ।—কাশ্মীরের প্রায় সর্ব্বস্থানেই লৌহ পাওয়া যায়, কিন্তু লৌহ তত উৎকৃষ্ট নহে বলিয়া ইহাতে কামান হয় না। কুটিহর জেলায় হরপৎনাব গ্রামের নিকট তাম্র পাওয়া যায়, প্রাচীনকালে এইস্থলে খনির কার্য্য চলিত, বহু দিন হইতে বন্ধ আছে। পীরপঞ্জালে কাল সীসা (যে ধাতু হইতে পেনসিল হয়) পাওয়া যায়। জম্বুপর্ব্বতে পাথুরে কয়লা ও সুর্ম্মা এবং দ্রাসনদীর একটা উপনদীতে শিগার বা শিঙ্গো নামে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। বিতস্তাতীরে টঙ্গরট-নামক স্থানের অধিবাসীরা স্বর্ণরেণু উদ্ধার করিয়া থাকে। চন্দ্রভাগাতীরে স্বর্ণ ও রৌপ্যমিশ্রিত উপলখণ্ড পাওয়া যায়। গন্ধকের উৎস যথেষ্ট আছে। কঠিন গন্ধকও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কাশ্মীর-উপত্যকা গন্ধকপ্রধান উৎসপূর্ণ বলিয়া মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্পের ভীষণ উৎপাত ঘটে। ১৮২৮ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে কাশ্মীররাজ্যের অনেক মনুষ্যজীবন ও গৃহাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পশুপক্ষী।—কাশ্মীরে ভল্লুকের সংখ্যা অনেক; কটা ও রক্তবর্ণের ভল্লুকই এখানে অধিক। ইহারা উদ্ভিজ্জভোজী, মাংস অল্প পরিমাণে খায়, হিংস্রস্বভাব নহে। কাল ভল্লুক অন্য ভল্লুক অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত হিংস্র। চিতাবাঘ সর্ব্বত্র, তিব্বত প্রদেশে

শ্বেত চিতাবাঘ দেখা যায়। বড়শিঙ্গা (বৃহৎশৃঙ্গ) হরিণ পঞ্জাল পর্ব্বতমালার উচ্চ অংশে দেখা যায়। হিন্দুমুসলমানেরা ইহার মাংস খায়। গুড়ম বা হিমালয়ের শাবর হরিণ কৃষ্ণনারপ্রদেশস্থ পঞ্চালগিরিতে বাস করে। খকর (চীৎকারকারী) হরিণ পঞ্চালপর্ব্বতমালার দক্ষিণ ও পশ্চিমে ঢালুপ্রদেশে দেখা যায়। কৃষ্ণগঙ্গা ও বিতস্তার মধ্যবর্ত্তী গিরিশ্রেণী হইতে বরামুলা পথের বাহিরে পীরপঞ্জাল পর্য্যন্ত একপ্রকার বৃহৎকায় ছাগল দেখা যায়, ইহাদিগকে মার্খর (সর্পভুক্) বলে। কস্তুরীমৃগ কাশ্মীরের সর্ব্বত্র আছে। সারুং বা বুজ-ই-কোহি ও থর নামক দুই জাতীয় পাহাড়ে ছাগল পঞ্জালপর্ব্বতে দেখা যায়! নেকড়ে বাঘ খেঁকশিয়াল, শৃগাল ও বানর যথেষ্ট আছে। ক্রম বা পুয়া নামে একজাতীয় বানর কৃষ্ণগঙ্গা উপত্যকায় অধিক দেখা যায়; ইহারা ঈগলপক্ষীর প্রধান শীকার। উদ্বিড়াল সকল নদীতেই আছে; ইহার চর্ম্ম বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। কৃষ্ণবার প্রদেশে শজারু আছে। সরীসৃপ বড় দেখা যায় না, বিষাক্ত সর্প বড় একটা নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে দু একটা গোখুরা দেখা যায়।

শীকরে, শকুনি, চিল, বাজ প্রভৃতি মাংসাশী শীকারী পক্ষী যথেষ্ট। মুনাল, কল্লিজ, কোকলা, কোকিল, ময়না প্রভৃতি সকল রকম তোতা ও কাঠঠোকরা এখানে অনেক। জলচর পক্ষী নানাপ্রকার, অধিকাংশই শরৎ ও শীতকালে উত্তর হইতে এদেশে আসে ও বসন্তের পূর্ব্বে চলিয়া যায়। বুলবুল, সারস ও বক সর্ব্বদা দেখা যায়। এখানে কাক কতকটা শ্বেতবর্ণ ও তাহাদের স্বর বড় কর্কশ নহে। গাভী সকল খর্ব্বাকৃতি ও অধিকাংশ কৃষ্ণবর্ণ. ইহাদের দুগ্ধ অতি পুষ্টিকর। এখানে মশা, মাছি ও পিস্সুর বড় উপদ্রব, শ্রাবণভাদ্রে আরও বাড়ে।

কৃষি ও উদ্ভিদ্।—কাশ্মীরের ভূমি অতি উর্ব্বরা, যে যে স্থলে বরফ পড়ে না, সে স্থলেও স্বভাবজাত তুঁত, আখরোট ও বাদাম যথেষ্ট জন্মে। পাইন (কাশ্মীরীরা ইহাকে চিড় কহে) অন্য স্থানের বৃক্ষের ন্যায় তত দৃঢ় নহে, কিন্তু কাশ্মীরীরা ইহা দ্বারাই গৃহ ও নৌকাদি প্রস্তুত করে, ইহার কাষ্ঠ তৈলাক্ত বলিয়া ছোট ছোট কাষ্ঠিকা ডাকবাহক ও পথিকেরা রাত্রিকালে জ্বালিয়া পার্ব্বত্যপথে মশালের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। দেবদারু, শাল প্রভৃতি বহুমূল্য কাষ্ঠের গাছ যথেষ্ট। কাশ্মীরের বাহিরে এই সকল কাষ্ঠ চালান দেওয়া নিষিদ্ধ। এখানেও ধান্য প্রধান খাদ্য। এখানে ভারতবর্ষের সকল প্রকার শস্য ও তরকারী জন্মে। বেগুণ লাল ও গোলাপীবর্ণের হয়। ফলের মধ্যে সেউ, নাসপাতি, বীহি, গেলাস, কোতরনল, গোমা, বগ্গু, তুঁত, আঙ্গুর, আখ্রোট, বাদাম, আঁড়ু (পীচ) প্রভৃতি কতপ্রকার সুস্বাদু ফল জন্মে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। চারিজাতি বাদামের মধ্যে একজাতীয় বাদামের খোলা কাগজের ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাকে "কাগজী" বলে, ইহা অতি সুস্বাদু। আঙ্গুর ১৮ প্রকার, তন্মধ্যে সাহেবী ও মুক্তা অতি উৎকৃষ্ট। এদেশের লাউ কুমড়ার ন্যায় কাশ্মীরে অতি হীনাবস্থ লোকেরও প্রাঙ্গণে আঙ্গুরের মাচা দেখা যায়! আঙ্গুর এত প্রচুর ও সুস্বাদু বলিয়া কাশ্মীরীরা গর্ব্ব করিয়া বলে, "যদি ঈশ্বরের মুখ থাকিত, তবে আমরা তাঁহাকে এখানকার রুটী * ও আঙ্গুর খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম।" কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে এখানকার কুঙ্কুম (জাফরাণ) অতি উৎকৃষ্ট। এখানে কুঙ্কুম যথেষ্ট জন্মে বলিয়া. কুঙ্কুমের নামই "কাশ্মীর"।

ঋতু পরিবর্ত্তন।—কাশ্মীরে ঋতুপরিবর্ত্তন বড় সুন্দর। জল বায়ু, প্রাকৃতিক শোভা এবং পুষ্টি ও তৃপ্তিকর দ্রব্যাদির জন্য কাশ্মীর ভূস্বর্গ বলিয়া বিখ্যাত। বসন্তাগমে যখন বরফ গলিতে আরম্ভ হয়, তখন আর শোভা ধরে না। শীতের তুষারমাণ্ডত বৃক্ষাদি তুষারাবরণ ছাড়িয়া পুষ্পমুকুলে ভূষিত হইয়া উঠে, যে দিকে চক্ষু ফিরাও, সেইদিকেই দেখিবে পত্রশূন্য তরুগুলি পুষ্পপরিচ্ছদে আবৃত। (কাশ্মীরে আগে ফুল হয়, ফুল শুকাইয়া গেলে পাতা গজায়) আবার যতদিন শিশির না পড়ে, ততদিন হয় নবকুসুমিত, না হয় নবপল্লবিত বৃক্ষলতায় বসন্ত বিরাজ করিতেছে; অর্থাৎ বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত সাত মাস বসন্তের অধিকার। শীতকালে যে পরিমাণে বরফ পড়ে, সেই অনুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে বসন্ত আসে। শীতে অল্প বরফ পড়িলে চৈত্রমাসের পূর্ব্বেই গলিয়া যায়, আবার বসন্ত সমাগম হয়, আর যদি বেশী বরফ পড়ে, তবে সমস্ত চৈত্রমাস গলিতে লাগে, কাজেই বৈশাখমাসে বসন্ত আসে। কথিত আছে, এক সময় জাহাঙ্গীর বাদশাহ কার্য্যানুরোধে বসন্তের প্রারম্ভে কাশ্মীরে যাইতে পারিবেন না, দেখিয়া কাশ্মীরের কর্ম্মচারীকে লিখিলেন যে, বসন্তরাজ যেন তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহার পদার্পণের পূর্ব্বে বসন্ত যেন না আবির্ভূত হন। সুচতুর কর্ম্মচারী উদ্দেশ্য বুঝিয়া চারিপার্শ্বের পর্ব্বত হইতে বরফ আনাইয়া বাদশাহের ক্রীড়াকানন ঢাকিয়া রাখিয়া দিলেন, কাজেই অন্যত্র বসন্তের

* কাশ্মীরীরা রুটির যেরূপ প্রশংসা করে, বাস্তবিক তাহারা তত ভাল রুটি করিতে পারে না, কিন্তু মাংসের নানাবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিতে তাহাদের তুল্য লোক আর জগতে নাই।

কার্য্য আরম্ভ হইলেও বাদশাহের কাননে হইল না। শেষে যখন জাহাঙ্গীর আসিলেন, তখন বরফ সরাইয়া দিবামাত্র ক্রীড়াকাননে বসন্ত জাগিয়া উঠিল।

কাশ্মীরে নানাবর্ণের মনোরম সুগন্ধ পুষ্প যথেষ্ট; সর্ব্ব প্রথমে হরিদ্রাভা শুক্লবর্ণের বেদমুস্ক ফুল ফুটে। যে দিকে চাহিবে, সেইদিকেই বোধ হইবে, যেন পুষ্পের আস্তরণ বিছাইয়া রাখিয়াছে। এদেশে ফুলের তোরার জন্য বিবিধ-প্রকার ফুল আহরণের কষ্ট করিতে হয় না, সম্মুখে যেখানে ইচ্ছা সেইখান হইতেই ডই এক হাত জমির মধ্যে প্রায় ৭।৮ রকম ফুল পাইবে। বৈশাখের মধ্যকালে বাদাম ফুল ফুটিলে আবার এক নূতন শোভা ফুটিয়া উঠে। এই সময় কাশ্মীরিগণের বিশেষ আনন্দের সময়। কি ধনী, কি নির্দ্ধন, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই কস্তুরা (কাশ্মীরীভাষায় 'হাজার দস্তান' বলে, ইহার স্বর অতি মধুর ও চিত্তপ্রফুল্ল-কর।) পাখীর খাচা হাতে করিয়া হরিপর্ব্বত (শারিকাপর্ব্বত) নামক স্থানে গিয়া বাদামগাছের কুসুমিত শাখায় খাচাটি ঝুলাইয়া তলায় আপনি বসিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলে। কস্তুরা বসন্তবায়ুতে নৃত্য করিতে করিতে সুললিতস্বরে গান করিতে থাকিলে, কাশ্মীরীরাও ভক্তিসূচক বিভুগুণ গান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণাদি করে। জ্যৈষ্ঠমাসে জেসমিন ফুল ফুটে। ইহার বর্ণ আকাশের ন্যায় বলিয়া কাশ্মীরীরা "হি আসমান" বলে। এই ফুল বসন্তের বিদায়ী-ফুল। ইহা ফুটিলেই বসন্তশোভা ফুরাইল। বৈশাখের পরই ফুটিবার অগ্রপশ্চাৎ কালঅনুসারে ক্রমশঃ ফুল ঝরিতে থাকে, আর নবপল্লব গজাইতে আরম্ভ হয়। আষাঢ়মাসে ফল ধরিতে থাকে। শস্যক্ষের শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এখানে গ্রীষ্মের লেশ নাই। যখন গ্রীষ্মের প্রভাবে বঙ্গদেশে সর্দ্দিগর্ম্মী হয়, তখন এখানে গাত্রে একটি পাতলা জামা ব্যবহার ও রাত্রে গায়ে দিতে হয়। শ্রাবণের প্রথমে রৌদ্র একটু বাড়ে বটে, কিন্তু তাহাতে কখন আইঢাই করিতে হয় না। বড় গরম পড়িলে অমনি স্বল্প বৃষ্টি হইয়া পর্ব্বতাদি ঠাণ্ডা হইয়া যায়; আশ্চর্য্য নিয়ম! এখানে "ধারার শ্রাবণ" নাই। শীতকালে বরফ পড়িবার সময় বড় বৃষ্টি হয়। সেই সময়ে শিলাবৃষ্টিও হয়। সম্বৎসরে ১৮। ২০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না। আশ্বিনে ফল থাকে না। কার্ত্তিকে শীত আরম্ভ হয়, বৃক্ষ সকল পত্রহীন হয়। এই সময় শ্রীনগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে পাদপুরক্ষেত্রে জাফরাণ জন্মে। কেবল জাফরাণক্ষেত্রে উত্তম গন্ধ ও উত্তম বর্ণ থাকে। ইহাই কাশ্মীরের প্রতিবৎসরের শেষ শোভা। একটি পারসী কবিতায় এই কথাটি সুন্দর বর্ণিত আছে "জাফরা রা দিদা রায়েদ, গাহে হিন্দুস্থানে গেরেফৎ" অর্থাৎ জাফরাণ (ফুটিয়া) সকলকে বলিতেছে (এইবার তোমরা কাশ্মীর ছাড়িয়া) হিন্দুস্থানের পথ ধর, (এখানকার শোভা ফুরাইল) শীতকাল আসিয়াছে দেখিয়া কাশ্মীরীরা আহারীয় সংগ্রহ করে। তখন তাহারা সমুদয় তরকারী (লাউ পর্য্যন্ত) শুকাইয়া রাখে। কাহারও বারান্দায়, কাহারও জানালায়, কাহারও নৌকায় সূত্র গ্রথিত লঙ্কার বড় বড় মালা শুকাইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যে, যেন দুঃসহ ঋতু আসিতেছে জানিয়া, কাশ্মীরীরাও তাহার উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিতেছে। ২০০০০ হাজার ফুট উচ্চে কাশ্মীরে চিরতুষার বিরাজিত; কার্ত্তিকমাস পড়িলেই তাহার নিম্নে পার্ব্বত্যস্থানে বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়, কিন্তু কার্ত্তিকে সে বরফ জমে না, রৌদ্রে গলিয়া যায়। পৌষমাস হইতেই রীতিমত জমিতে আরম্ভ হয়। বরফে চতুর্দ্দিক রৌপ্যমণ্ডিত হইয়া উঠে, দেখিতেও বেশ রমণীয় হয়, কিন্তু এ সময়ে এখানে বাস করা বড় কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কাশ্মীরপতি মহারাজ রণবীর সিংহের সুবিজ্ঞ মন্ত্রী (১৮৮১ খৃঃ) দেওয়ান কৃপারাম স্বপ্রণীত কাশ্মীর ইতিহাসে এই তুষারপাত-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"না বরফ অস্ত ইঁ কে মেবারস্ সরে পীর।
ফলক তোফমে জনদ্ বরুরুয়ে কাশ্মীর॥"

অর্থাৎ পীরপর্ব্বতের উপরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ কণিকা পড়িয়াছে উহা বরফ নহে, আকাশ কাশ্মীরের মুখে সুধামৃত দান করিয়াছে মাত্র।

বাস্তবিক এখানে তুষারপাতে জীবন সংশয় হয়, তাহাতে বিধাতার অসীম করুণায় যেরূপে জীব-জগৎ বাঁচিয়া থাকে, তাহা অমৃতসেবনেরই ফল বলিতে হইবে! শীতকালে এক দণ্ডের জন্যও তুষারপাতের বিশ্রাম নাই, তাহার উপর আবার মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড়, মুষলধারায় বৃষ্টি ও ভয়ঙ্কর শিলাপাত হইতে থাকে। কখন কখন একাদিক্রমে একমাসের মধ্যেও সূর্য্যোদয় দেখা যায় না। নদী হ্রদাদি জমিয়া যায়। কোন কোন বৎসর এত শীত হয় যে, গৃহের মধ্যে কলসী বা অন্য পাত্রাদির জলও জমিয়া যায়, পানীয় জলের অভাব ঘটে, এইরূপ শীতকে "কন্টা কচু" বলে। কাশ্মীরবাসীরা পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারে ও সতর্ক হইয়া একটু পূর্ব্ব হইতে গৃহাদি মধ্যে দিবারাত্র অগ্নি প্রজ্বালিত রাখিয়া কোনরূপে জল রক্ষা ও ক্লেশাদি নিবারণ করে। শীতকাল পড়িলেই আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলেই বক্ষে অঙ্গারাধার নিম্নে এক একটি "কাঁকড়ি" ব্যবহার করে। কাঁকড়ি মালসার ন্যায় হাঁড়ীর

গঠনের আগুন রাখিবার মৃণ্ময়পাত্র, ইহার চতুর্দ্দিক্ বাঁশের চেয়ারি বা বেত দিয়া বুনা। ইহাতে আগুন রাখিয়া বুকের উপর গায়ের কাপড়ের ভিতর ঝুলাইয়া রাখে। ইহারই জন্য কাশ্মীরীদিগের বক্ষস্থলে পোড়াদাগ দেখা যায়। বরফ পড়িবার কিছুদিন আগে শিশির পড়ে। এই সময়ে প্রাতঃকালে বোধ হয় যেন কে রাত্রে চতুর্দ্দিকে চুণ ছড়াইয়া রাখিয়াছে। কিছুদিন পরে ঠিক নারিকেলকোরা বলিয়া বোধ হয়। বরফ পড়িবার পূর্ব্বে শীত অতি অসহ্য হয়, কিন্তু বরফ পড়িয়া গেলে সেই শৈত্যের মধ্যেও একটু রমণীয়তা বোধ হয়। যখন বেশ বরফ পড়িতে থাকে, তখন প্রাতে উঠিয়া দেখ, চারিদিক্ যেন রূপার পাত-মোড়া। পর্ব্বত, নিষ্পত্রবৃক্ষ, লতা, গুল্ম, গৃহ, ছাদ, নৌকা, উচ্চনীচ ভূমি, পথ, প্রাঙ্গন সবই যেন রৌপ্যমণ্ডিত! গৃহের ছাদ হইতে কাচের নলের ন্যায় চারিদিকে বরফের নল ঝুলিতে থাকে।

শীতকালে চা ও মাংসই কাশ্মীরবাসীর প্রধান খাদ্য। শীতকালেই কেবল কয়েক প্রকার জলচরপক্ষী পাওয়া যায়। কোন কোন দিন একটু পরিষ্কার হইলে জলাশয়ে গিয়া কাশ্মীরীরা পাখী মারিয়া আনে। এ সময়ে মৃণাল ভিন্ন কোন তরকারী পাওয়া যায় না, কাশ্মীরীরা ইহাকে "নদ্রু" বলে, শীতকালে ইহাই বাঁধিয়া খায়।

জলবায়ু।—জগতে কেবল স্বাস্থ্যকর স্থান যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা এই কাশ্মীর। নদীর জল, হ্রদের জল, এত স্বচ্ছ যে, ১০ হাত নীচে মাছের খেলা স্পষ্ট দেখা যায়। জল যেমন স্বচ্ছ, তেমনি সুস্বাদু। উৎসগুলির জল আবার ভৈষজ্যগুণ-বিশিষ্ট, কোন কোনটীতে কেবল স্নান করিলে কুষ্ঠ পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। জল এত শীতল যে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে পান করিতেও কন্‌কন্ করিয়া উঠে। গ্রীষ্ম বা ধুলা কাহাকে বলে, এদেশের লোকেরা তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। বায়ু অতি নির্ম্মল, শীতল ও স্বাস্থ্যকর। কাশ্মীরের আবহাওয়ার গুণ এইরূপ—

"হর সোক্তা যানে কে ব কশ্মীর দরায়দ্।
গর্ মুর্গে কাবাব্ অস্তু কে বলোপর্ আয়েদ্॥"

অর্থাৎ "যদি কোন দগ্ধজীবও কাশ্মীরে আসে, তবে তাহারও জীবন লাভ হয়, এমন কি কাবাব করা পাখীরও ডানা উঠে এবং সে জীবিত হইয়া আকাশে উড়িয়া যায়।" বাস্তবিক কাশ্মীরের জলবায়ুর যে কত গুণ তাহা একমুখে বলা যায় না।

আবাসবাটী।—এখানকার গৃহাদি কাষ্ঠে নির্ম্মিত। কাশ্মীরীভাষায় ইহাকে "লড়ী" বলে। কাশ্মীরে প্রায় সর্ব্বদাই ভূমিকম্প হয় বলিয়া, সকলেই কাষ্ঠের গৃহ নির্ম্মাণ করে। কোন কোন বাটীর ভিত্তি প্রস্তর বা ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু অধিকাংশেরই কাষ্ঠের বনিয়াদ্। বরফের জন্য সকল বাড়ীর ছাদ এদেশীয় খড়ো বা খোলার ঘরের ন্যায় দুই-দিকে ঢালু। ছাদে (কাশ্মীরী বারান্দার হিসাবে) প্রথমে তক্তা ও তাহার উপর ভূর্জ্জপত্র বিছাইয়া আল্‌গা মাটী চাপা দেয়। বসন্তকালে এই মাটীর উপর তৃণ গজাইয়া গেলে ছাদ সম্পূর্ণ হইল। এইরূপ ছাদ দেখিতে বেশ সুন্দর। লড়ী দ্বিতল হইতে পাঁচতল পর্য্যন্ত হয়. উহা দেখিতে ইংরাজী বাটীর মত। জানালার কবাট দুই পাট, বহির্দ্দেশের কবাটে নানাপ্রকার কারুকার্য্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, শীতের সময় এই ছিদ্রগুলি কাগজ দিয়া বন্ধ করে। ইহাতে হিম আট্‌কায়, কিন্তু আলোক বন্ধ হয় না। প্রত্যেক গৃহে একটি করিয়া "বোখারি" (ইংরাজীতে যাহাকে "চিমনী" "ফায়ার-প্লেস" বা "হার্থ" বলে) আছে। বোখারি ব্যতীত শীতকালে বাস করা অসাধ্য। কোন কোন বাটীর বিশেষতঃ ধনীদিগের অট্টালিকার সর্ব্বনিম্নের তলায় "হামাম্" অর্থাৎ উষ্ণস্নানা-গার আছে। এই স্নানাগারে কোন্ দিক্ দিয়া বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। এখানে উষ্ণতার তারতম্যবিশিষ্ট জল নানা পাত্রে থাকে। হামামের মধ্যে অগ্নি জ্বালিলে তাহার উপরের ও পার্শ্বের ঘরও উষ্ণ হয়।

শ্রীনগরে প্রত্যেক লড়ীর সদর দরজা নদীতীরে। প্রত্যেক বাটীর ঘাট স্বতন্ত্র, এই ঘাটে নামিবার সোপান আছে। এই ঘাটকে 'ইয়ারবল' বলে। প্রায় প্রত্যেক অধিবাসীরই একখানি নৌকা আছে, তাহা নিজ নিজ ইয়ারবলে বাঁধা থাকে। কাষ্ঠের বাড়ী বলিয়া এখানে অগ্নিদাহ প্রায়ই ঘটে। বাটীর সর্ব্বোচ্চ ঘরে জ্বালানিকাষ্ঠ, রন্ধনশালার দ্রব্যাদি ও ভাণ্ডার থাকে।

নৌকা।—নৌকাই নাবিকদিগের ঘরবাড়ী। দিবারাত্র তাহারা নৌকাতেই থাকে। অনেকের ভূমির উপর গৃহাদি নাই—পুত্রকলত্র লইয়া নৌকাতেই বাস করে। কাশ্মীরে বালিকা, যুবতী ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও নিপুণভাবে সহিত নৌকা বাহিতে পারে। এখানকার নৌকা আমাদের দেশের নৌকার ন্যায় নহে। "শীকারী" ও "ডুঙ্গা" নামে নৌকাই ভ্রমণের পক্ষে সুবিধাজনক। শীকারী নৌকা সাধারণতঃ ২৫ হাত লম্বা, ২।০ হাত চওড়া ও গভীরতায় ১ ফুট হয়। আরোহীর বসিবার স্থানমধ্যে হোগলা দিয়া ছাওয়া। আবশ্যকমত এই ছাদ খুলিয়া ফেলা যায়। যে প্রকার দাঁড় দিয়া এই নৌকা বাহে, তাহাকে "চাপ্পা" বলে, ইহা বড় বড় তাড়ুর

ন্যায়। শীকারীতে চাপ্পা বাঁধা থাকে না, হাতে ধরিয়া বাহিয়া যাইতে হয়। এদেশের কোন নৌকার হাল নাই। পশ্চাতে একজন বসিয়া চাপ্পাদ্বারা হালের কাজ চালায়। আরোহীর ইচ্ছা বা আবশ্যক বুঝিয়া শীকারী নৌকায় তিন হইতে দশজন দাঁড়ী দেওয়া যাইতে পারে। স্ত্রীলোকে এ নৌকা বাহে না।

"ডুঙ্গা" নামক নৌকা দূরভ্রমণের উপযোগী। এই নৌকাতেই নাবিকেরা পরিবার লইয়া বাস করে। এইরূপ নাবিককে কাশ্মীরীভাষায় "হাঁঝি" বলে। ডুঙ্গা সাধারণতঃ ৫০ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত বিস্তৃত ও দেড় হাত গভীর। ইহাও হোগলা দিয়া ছাওয়া। এই আবরণের শেষাংশে "হাঁঝিরা" বাস করে। স্ত্রীলোকেরাও এই নৌকা বাহিয়া থাকে। কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা এই নৌকায় চড়িয়া কর্ম্মস্থানে যাতায়াত করেন, তাঁহাদের আহারাদি নৌকাতেই সম্পন্ন হয়।

কাশ্মীরপতির কতকগুলি সুদৃশ্য নৌকা আছে। আকারানুসারে ইহা পরিন্দা (পক্ষী), চকোয়ারী (চতুষ্কোণ), বাগ্গী (গাড়ী) প্রভৃতি নামে কথিত। এই সমুদয়ে ৫০ হইতে ৮০ জন চাপ্পা লইয়া বসিতে পারে।

অধিবাসী।—কাশ্মীর হিন্দুরাজ্য হইলেও এখানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এমন কি অনেকানেক হিন্দুর (যাঁহারা পণ্ডিত নামে খ্যাত তাঁহাদের অনেকের) আচার-ব্যবহার নষ্ট হইয়া মুসলমানের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। হিন্দু মুসলমান ব্যতীত এখানে বৌদ্ধও অনেক আছে। কাশ্মীরী পুরুষেরা গৌরবর্ণ, দৃঢ়কায় ও অঙ্গসৌষ্ঠববিশিষ্ট। পুরুষেরা চতুর, প্রখর বুদ্ধিশালী ও আমোদপ্রিয়, কিন্তু সাহসী নহে। রমণীরা পরম সুন্দরী, বিশেষতঃ পণ্ডিতানীরা অনুপমরূপলাবণ্যবতী। ভারতচন্দ্রের রূপসী বিদ্যা ও কালিদাসের শকুন্তলা এখানে প্রতিগৃহের প্রত্যেক রমণীতে বিদ্যমানা! "ডানাকাটা পরী" যদি পৃথিবীতে থাকে বা অপ্সরা যদি কবিকল্পনা না হয়, তবে তাহারা এই দেশেই আছে! কিন্তু এই রূপই ইহাদের সর্ব্বনাশ করে—ইহাদের মধ্যে প্রায়ই দুশ্চরিত্রা ও লজ্জাহীনা। এদেশে ধনী মুসলমান ও ধনী কৃষক ব্যতীত কাহারও একাধিক স্ত্রী দেখা যায় না।

পরিচ্ছদ।—পুরুষদিগের পরিচ্ছদ কৌপীন, আংখাল্লা (কাশ্মীরী 'পিরহান্' বলে) ও উষ্ণীষ। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই মস্তক মুণ্ডন করে। হিন্দুরা শিখা ধারণ করে। স্ত্রীলোকের শাড়ী নাই, কেবল অঙ্গরাখা, সুতরাং এক প্রকার উলঙ্গ বলিলেই চলে। কোন কোন স্ত্রীলোক মস্তকে লাল টুপী পরে, কেশ বিনাইয়া দুই ভাগে পিঠে ফেলিয়া রাখে। পণ্ডিতানীদের মধ্যে কেহ কেহ কটীদেশে আলখাল্লার উপর চাদর জড়াইয়া রাখে। ইহারা অল্পই গহনা পরে। স্ত্রীপুরুষে সকলেই কাষ্ঠপাদুকা ও কাঁকড়ি ব্যবহার করে।

সকলদেশেই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বেশের বিভিন্নতা আছে, কিন্তু কাশ্মীরে নাই। পরিচ্ছদাদি দেখিয়া জাতির বলবীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাশ্মীরী পুরুষের রমণীবেশ সম্বন্ধে ইতিহাসে দেখা যায় যে, দিল্লীর সম্রাটেরা এই স্থান আক্রমণ করিয়া কাশ্মীরী সৈন্য পরাজিত করিতেন বটে, কিন্তু দেশাধিকার করিতে পারিতেন না। শেষে অকবর অধিকার করিলে পর জাহাঙ্গীর পরামর্শ করিয়া পুরুষদিগকে বলপূর্ব্বক স্ত্রীবেশ-ধারণ করাইলেন। প্রথম প্রথম সহজে, বিনা যুদ্ধে যে ইহারা এ বেশ ধারণে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু শেষে স্বীকার করে। অবশেষে পুরুষেরা পোষাকের সহিত পুরুষোচিত সাহসও হারাইয়াছে।

অধিবাসীর আচার-ব্যবহার।—কাশ্মীরীরা বড় অপরিস্কার। ইহাদের বস্ত্রাদি, গাত্র বা বাসগৃহ দেখিলে সাক্ষাৎ নরক বলিয়া বোধ হয়। শীতকাল ছাড়িয়া দিলেও বৎসরের অন্য কোন সময়ে বস্ত্রাদি ধৌত করে না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই প্রকাশ্য স্থলে উলঙ্গ হইয়া স্নান করে, সুতরাং স্নানের সময়ও গাত্রাবরণটিকে জলস্পর্শ করায় না। এই জন্য ইহাতে এত ময়লা জমে যে, যথার্থ চিমটি কাটিলে ময়লা উঠে, ঝাড়িলে সহস্র উকুন ও পিসু পড়ে। ইহারা পথে, গৃহাভ্যন্তরে, প্রাঙ্গণে মলমূত্র ত্যাগ করে, শীতকালে ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হয় বলিয়া ইহারা এইরূপ করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু অভ্যাসক্রমে অন্য সময়ে ইহারা ঐ ব্যবহার ছাড়িতে পারে না। লোকালয় কাজেই নরক হইয়া থাকে। শ্রীনগর, জম্বু প্রভৃতি রাজধানীও ঐরূপ ছিল, তবে এক্ষণে রাজনিয়মে অনেকটা পরিস্কৃত হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারী, বিদেশী, পর্য্যটক (অর্থাৎ কাশ্মীরী ভিন্ন আর সকলেই) এইজন্য লোকালয় ছাড়িয়া নদীতীরে বৃক্ষবাটিকায় বাস করে।

"ধামা চাকা ঝগড়া" উপন্যাসের কথা নহে। কাশ্মীরীরা বাস্তবিকই ধামা ঢাকিয়া ঝগড়া রাখিয়া দেয়। কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ উপস্থিত হইলে সারাদিন অবিশ্রান্তরূপে কলহ করে, পরে সন্ধ্যা আসিলে, উভয়পক্ষ আপন আপন উঠানে ধামা ঢাকিয়া রাখিয়া শুইতে যায়। পরদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া ঐ ধামা খুলিয়া নূতন করিয়া ঝগড়া করিতে থাকে। এইরূপ এক দিন নয়, কিছু দিন

চলিতে থাকে! শ্রীনগরের নিম্নে বিতস্তা কিছু অপ্রশস্ত; যখন এপারের লোকের সহিত ওপারের লোকের ঝগড়া বাঁধে, তখন দেখিতে বড় কৌতুক জন্মে। এরূপ ঝগড়া এতদূর গড়ায় যে উভয় পক্ষে উভয়পক্ষের উদ্দেশে নানাবিধ কুৎসিত সং করে—তাহা ভদ্রলোকের দ্রষ্টব্য নহে। ঝগড়ার কথা বা অঙ্গভঙ্গীও কোন ভদ্রলোকে শুনিতে বা দেখিতে পারেন না। সাধারণতঃ কাশ্মীরীরা বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী।

ইহারা দুই বেলাই অন্ন আহার করে। অন্ন ও মৎস্য ইহাদের নিত্য খাদ্য। উত্তপ্ত অন্ন অপেক্ষা কড়্‌কড়ে শুষ্ক ভাত, লবণ ও লঙ্কায় জর্জ্জরিত কড়ম নামক একপ্রকার শাক, কিছু মৎস্য ও এক পেয়ালা চা হইলে কাশ্মীরীর পক্ষে অতি উত্তম ভোজন হইল। এই জন্য যে মাসে দুটি মাত্র টাকা উপায় করে, তাহারও সুখে কাটিয়া যায়।

চা ইহাদের নিত্য পেয়। নস্য ও চা আগন্তুকের পক্ষে অভ্যর্থনার সামগ্রী। ইহাদের চা-প্রস্তুতের যন্ত্রের নাম "সমাবার"। ইহা দেখিতে টিনের চোঙা কৌটার মত। ইহার উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি, ব্যাস আড়াই ইঞ্চি, ইহার অভ্যন্তর দোহারা। মধ্যস্থলে অগ্নি দিতে হয়। ইহার বাহিরে চা ঢালিবার গাড়ুর ন্যায় মুখনল আছে। অগ্নির চারিপার্শ্বের খোলে জল দেয়, জল গরম হইলে চা ফেলিয়া দেয়। ইহারা মিষ্ট চা ও লবণ-চা খায়, ফুল নামক তিব্বতীয় ক্ষার লবণস্বরূপ ব্যবহার করে। ইহারা দুইপ্রকার চা ভালবাসে—পঞ্জাবের চা "সুরাটি" ও লদাখের চা "সবজী"। লদাখের ভাঙ্গা চা ও মিষ্ট চা-ই ইহারা ভালবাসে। কোথাও যাইতে হইলে ইহারা "সমাবার" ছাড়িয়া যায় না।

শিল্প।—কাশ্মীরীরা শিল্পবিদ্যায় নিপুণ। এখানকার শাল জগদ্বিখ্যাত। শ্রীনগরের নিকট নওজেরা নামক স্থানে কাগজ হয়। এই কাগজ সুচিক্কণ ও পার্চ্চমেণ্টের মত দৃঢ়। রাজকীয় ব্যবহারের জন্য স্বর্ণমণ্ডিত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট একপ্রকার অতি মনোহর কাগজও হয়। এখানকার জমাট কাগজের (পেপিয়ার-মেসি) কারুকার্য্যবিশিষ্ট কলমদান বাক্স, থালা, রেকাব প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত। সোণারূপার কার্য্যও ইহারা উৎকৃষ্ট জানে। গহনার যেমনই কূট নমুনা দেওয়া যায়, ইহারা সেইরূপই (পূর্ব্বে কখন না করিলেও বা করিবার কৌশল না জানিলেও) অবিকল প্রস্তুত করিতে পারে।

ভাষা।—এখানকার প্রাকৃত ভাষার নাম "কাশুর"। ইহা সংস্কৃতের কতকটা অপভ্রংশ। এই ভাষায় অক্ষর নাই, সুতরাং ইহাতে লিখিত পুস্তকাদিও নাই। দেবনাগর-ভাঙ্গা শারদা অক্ষর সংস্কৃত পুস্তকাদি লিখিতে ব্যবহৃত হয়। তাহাতে কাশুরভাষার উচ্চারণানুসারে সকল কথা লেখা যায় না। ইহাদের "বুঝ্‌চ" (বুঝিয়াছ অর্থে) "বুঝ্‌কিনা" (বুঝ্‌লে কিনা-অর্থে) দেখিলে হঠাৎ বাঙ্গালা বলিয়া বোধ হয়। ইহারা প্রতি কথায় "দপাঙ্ক" (বলিতেছি বা বলিতেছেন) শব্দ ব্যবহার করে, প্রত্যেক ক্রিয়ার শেষে "চ" ব্যবহার করে। কাশুর-ভাষায় শতকরা ২৫ সংস্কৃত, ৪০ পারসীক, ১৫ হিন্দুস্থানী, ১০ আরবী ৭ কয়েকটি পাহাড়ী বা তিব্বতী কথা দেখা যায়।

কাশ্মীরের নানা স্থানে প্রায় ১২টি বিভিন্নভাষা প্রচলিত। পুঞ্চ ও জম্বু জেলায় ডোগ্রা ও চিব্বলী ভাষা ব্যবহৃত হয়, ইহা হিন্দুস্থানী ভাষা হইতে বেশী পৃথক্ নহে। কাশ্মীর উপত্যকায় "কাশুর" ভাষা চলিত। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ৫টি বিভিন্ন পাহাড়ীভাষা চলিত। লদাখ, বালতীস্থান, চম্পা প্রভৃতিস্থানে দুইপ্রকার তিব্বতীয় ভাষা ও উত্তরপশ্চিমে ৪ প্রকার দরদ-ভাষা প্রচলিত। অল্‌-বেরুণীর বর্ণনায় জানা যায় যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে 'সিদ্ধমাতৃকা' নামে অক্ষর প্রচলিত ছিল।

শিক্ষা।—রাজকীয় ও বৈষয়িক সমুদয় কার্য্য পারসী ভাষায় সম্পন্ন হয় বলিয়া, প্রায় অনেকেই পারসী শিখে। কাশ্মীরী হিন্দু (পণ্ডিতগণ) অনেকেই সংস্কৃত শিখে ও অনেকে তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন; জ্যোতিষশাস্ত্রেও অনেকের বেশ অভিজ্ঞতা আছে। কাশ্মীরমহারাজের যত্নে অনেকগুলি সংস্কৃত ও পারসী পাঠশালা স্থাপিত আছে।

ধর্ম্ম।—প্রায় এখানকার সকল হিন্দুই শাক্ত। সকলে রীতিমত পূজা ও স্তবাদি পাঠ করে। যাহারা স্নান বা পূজাদি না করে, তাহারাও (বালক, স্ত্রীলোক ও হিন্দুমাত্রেই) প্রাতে উঠিয়াই কপালে পূর্ব্বদিনের তিলক মুছিয়া ব্রাহ্মণের দীর্ঘ ও স্থূলতিলক ধারণ করে। প্রতিদিন প্রাতে একবার মাত্র তিলক করে। তিলক পরিয়া ইহাদের কপালে একটি দাগ পড়িয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা রীতিমত বেদপাঠ করে।

এক সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল ছিল, এখনও নানা স্থানে বৌদ্ধমঠ ও বিহারাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে অনেক বৌদ্ধপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল।

মুসলমানদিগের মধ্যে সুন্নি ও সিয়া দুই বিভাগ আছে; সুন্নির সংখ্যাই অধিক। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষে একবার এক মসজিদের প্রাচীর লইয়া উভদলে বিবাদ হওয়ায় সুন্নিরা সিয়াদের গৃহাদিতে অগ্নিদান, দ্রব্যাদি লুঠ ও রমণীকুলের

সতীত্ব নাশ করিয়া রাজ্যমধ্যে মহাবিপ্লব ঘটাইয়াছিল। শেষে মহারাজের শাসনকৌশলে সমস্ত শান্ত হয়।

পুরাবৃত্ত।—পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণের মতে 'কশ্যপমীর' হইতে 'কশ্মীর' নাম হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—

"পুরা সতীসরঃ কল্পারম্ভাৎ প্রভৃতি ভূরভূৎ।
কুক্ষৌ হিমাদ্রের্ণোভিঃ পূর্ণা মন্বন্তরাণি ষট্॥
অথ বৈবস্বতীয়েঽস্মিন্ প্রাপ্তে মন্বন্তরে সুরান্।
দ্রুহিণোপেন্দ্ররুদ্রাদীনবতার্য্য প্রজাসৃজা॥
কশ্যপেন তদন্তঃস্থং ঘাতয়িত্বা জলোদ্ভবম্।
নিৰ্ম্মমে তৎসরো ভূমৌ কশ্মীরা ইতি মণ্ডলম্॥" ১।২৫-২৭।

পুরাকালে সতীসরঃ কল্পারম্ভ হইতে ভূমিতে পরিণত হয়। হিমাদ্রিগর্ভ ছয় মন্বন্তর পর্য্যন্ত জলপূর্ণ ছিল। [সেই সতীসরে জলোদ্ভবের (অসুরের) বাস ছিল।] বৈবস্বতমন্বন্তর উপস্থিত হইলে প্রজাপতি কশ্যপ দ্রুহিণ, উপেন্দ্র ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণকে অবতারিত করিয়া তাহাদের দ্বারা জলোদ্ভবকে বিনাশ কারণে সেই সরোবরভূমিতে কশ্মীরমণ্ডল স্থাপিত হইল।

নীলমতপুরাণের মতে, প্রজাপতি কশ্যপই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সাহায্যে জলোদ্ভবকে বিনাশ করিয়া সতীসরে কাশ্মীররাজ্য স্থাপন করেন। প্রথমে নাগরাজ নীল এই কাশ্মীর পালন করিতেন।

কাশ্মীর অতি পুরাকাল হইতে আর্য্যজাতির লীলাক্ষেত্র। এখানে বৈদিক ঋষিগণ বাস করিতেন। [আর্য্য দেখ।] শাঙ্খায়নব্রাহ্মণে লিখিত আছে (১)—

"পথ্যাস্বস্তি উত্তরাদিক্ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত, লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে—যে লোক ঐ দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে 'তিনি বলিতেছেন' এই বলিয়া তাঁহার (উপদেশ) শুনিতে ইচ্ছা করেন, কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত।"

বিনায়কভট্ট শাঙ্খায়নভাষ্যে লিখিয়াছেন (২)—

"কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, (সরস্বতীই বাক্), সরস্বতীর প্রসাদলাভের জন্য লোকে উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়।"

বিনায়কভট্টের উক্তিতে বোধ হইতেছে, অতি পুরাকালে লোকে কাশ্মীরে ভাষা শিখিতে যাইত। বোধ হয়, এই জন্যেই কাশ্মীরের অপর নাম সরস্বতী বা শারদা দেশ (৩)।

মহাভারতের সময়েও কাশ্মীর একটি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। যথা—

"কাশ্মীরেষ্বেব নাগস্য ভবনং তক্ষকস্য চ।
বিতস্তাখ্যমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্॥ ৯০
তত্র স্নাত্বা নরো নূনং বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিম্॥"৯১।বন°৮২অঃ।

কাশ্মীরদেশে তক্ষকনাগের ভবন। তথায় বিতস্তা নামে সর্ব্বপাপপ্রনাশন এক তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিলে নরগণ বাজপেয়যাগের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত সুতরাং বিশুদ্ধাত্মা হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সেই সময়ে কাশ্মীর ঘোটকের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল (৪)। এখনও সেই ঘোটক 'গুট' নামে প্রসিদ্ধ।

বর্ত্তমান কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত জম্বুও মহাভারতের সময় পবিত্র তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

"জম্বূমার্গং সমাবিশ্য দেবর্ষিপিতৃসেবিতম্। ৪০
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সর্ব্বকামসমন্বিতঃ॥" বন ৮২ অঃ॥

দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত জম্বূমার্গনামক তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয় এবং সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

হরিবংশে কাশ্মীরপতি গোনর্দ্দের নাম পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীতে কহ্লণ, ইহাকেই প্রথম রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীর স্থানে স্থানে "গোনন্দ" ও স্থানে স্থানে "গোনর্দ্দ" এইরূপ নাম আছে। কাশ্মীর-রাজগণের মধ্যে তিনজন গোনন্দের নাম পাওয়া যায় বলিয়া প্রথম গোনন্দকে 'গোনন্দ প্রথম' বলিয়া অভিহিত করা হয়।

রাজতরঙ্গিণীমতে—প্রথম গোনন্দ কলিযুগের প্রথমে কাশ্মীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি কাজেই যুধিষ্ঠিরাদির সমসাময়িক হইতেছেন, কারণ কলি-প্রবিষ্ট হইলে যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ হয়। ইনি মগধরাজ জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। ইঁহার রাজ্য গঙ্গার উৎপত্তিস্থান কৈলাস পর্ব্বতের মূলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জরাসন্ধ যখন

(১) "পথ্যাস্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্ বৈ পথ্যাস্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যান্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্‌প্রজ্ঞাতা।"৭।৬।

২ "প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্যতে। বদরিকাশ্রমে বেদঘোষঃ শ্রূয়তে। বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতীপ্রসাদার্থং উদঞ্চে।"

(৩) মতান্তরে কাশ্মীরে সতীর অঙ্গ পড়িয়াছিল বলিয়া ইহার নাম শারদাপীঠ।

(৪) কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী।" মহাভারত বিরাটপর্ব্ব।

মথুরা হইতে যদুবংশীয়দিগকে তাড়াইয়া দেন, সেই সময়ে আহূত হইয়া গোনন্দ একদল সৈন্য লইয়া জরাসন্ধের সাহায্য করেন, এবং যমুনাতীরে শিবির-স্থাপন করিয়া পশ্চিমদিকে যদুবংশীয়গণের পলায়নপথ বন্ধ করিয়া রাখেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ হয়, তিনি পরাজিত হন ; কিন্তু বলরামের সহিত গোনন্দের যুদ্ধ হয়, তিনি যুদ্ধে বিপক্ষসৈন্য বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জয় পরাজয় স্থির হইল না। অবশেষে বলরামের অস্ত্রাঘাতে ইঁহার মৃত্যু হয় *।

প্রথম গোনন্দের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র দামোদর কাশ্মীরের রাজা হন। ইনি বড় অহঙ্কারী ছিলেন, সুতরাং পিতার মৃত্যু হওয়ায় রাজ্যলাভ করিয়াও ইনি সুখী হন নাই। রাজতরঙ্গিণীর মতে, ইঁহার রাজত্বকালে কোন গান্ধার-রাজ-কুমারীর স্বয়ম্বরোপলক্ষে কৃষ্ণবলরামাদি নিমন্ত্রিত হন। দামোদর এই কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে, পিতৃহন্তার প্রাণবধের এই সুযোগ, এমন সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নহে। এই বিবেচনায় বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া পথিমধ্যে কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে কৃষ্ণের চক্রাঘাতে দামোদর নিহত হন।

মহাভারত-পাঠে জানা যায়, রাজসূয়যজ্ঞকালে অর্জুন কাশ্মীর জয় করিয়াছিলেন। †

দামোদরের মৃত্যুকালে তাঁহার মহিষী যশোমতী গর্ভিণী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্ত্রীলোক রাজা হইবে শুনিয়া প্রধান অমাত্য প্রভৃতি আপত্তি করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

"কাশ্মীরাঃ পার্ব্বতী তত্র রাজা জ্ঞেয়ো হরাংশজঃ।
নাবজ্ঞেয়ো স দুষ্টোঽপি বিদুষা ভূতিমিচ্ছতা॥"

(রাজতরঙ্গিণী)

কাশ্মীরের রমণীরা পার্ব্বতী ও কাশ্মীররাজেরা মহাদেবের অংশ। রাজারা দুঃশীল হইলেও পুণ্যলাভেচ্ছু পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবে না।

কালে যশোমতীর গর্ভে সুলক্ষণাক্রান্ত বালক জন্মিল। ইঁহার নাম হইল গোনর্দ্দ ২য়। রাজতরঙ্গিণীমতে, ইঁহারই সময়ে ভারতযুদ্ধ ঘটে। ইনি শিশু বলিয়া কুরুপাণ্ডবেরা কেহই সাহায্যার্থ ইঁহাকে আহ্বান করেন নাই *।

ইঁহার পর ৩৫ জন রাজা হন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই অধর্ম্মী ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন বলিয়া কোন ইতিহাস বা শাস্ত্রাদিতে তাঁহাদের নাম বা বিন্দুমাত্র বিবরণ পাওয়া যায় না।

তৎপরে লব নামে একজন রাজা হন। ইনি প্রথম গোনন্দের বংশজাত কি না, তাহাও জানা যায় না। ইনি অনেকগুলি পার্শ্ববর্ত্তী রাজাকে স্ববশে আনিয়াছিলেন। ইনি "লোলোর" নামে একটি নগর স্থাপন করেন। কিম্বদন্তী আছে যে, এই নগরে ৮৪ লক্ষ প্রস্তরনির্ম্মিত বাটী ছিল। ইনিই লেদারির † অন্তর্গত লেবার নামক গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন।

লবের পর তৎপুত্র কুশেশয় রাজা হন ; ইনি ব্রাহ্মণদিগকে কুরুহার নামক গ্রাম দান করেন।

---

* কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ জরাসন্ধের সহায়তা করেন ও মথুরানগরীর পশ্চিমদ্বার অবরোধ করিবার ভার প্রাপ্ত হন, ইহা হরিবংশেও বর্ণিত আছে, যথা—

"কাশ্মীররাজো গোনর্দ্দো দরদাধিপতির্নৃপঃ।
দুর্য্যোধনাদয়শ্চৈব ধার্ত্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ।
এতে চান্যে চ রাজানো বলবন্তো মহারথাঃ।
তমম্বয়ুর্জ্জরাসন্ধং বিবিশন্তো জনার্দ্দনম্॥" হরিবংশ ৯১ অধ্যায়।

জরাসন্ধের প্রথমবার মথুরাক্রমণের বর্ণনায় ঐ শ্লোকগুলি পাওয়া যায়। তৎপরে যখন কৃষ্ণ বলরাম গোমন্তপর্ব্বতে ছিলেন, তখনও জরাসন্ধ যে সকল মিত্ররাজসহ তাঁহাদিগকে বধ করিতে গমন করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও গোনর্দ্দের নাম পাওয়া যায়। যথা—

"মদ্রঃ কলিঙ্গাধিপতিশ্চেকিতানঃ সবাহ্লিকঃ।
কাশ্মীররাজো গোনর্দ্দঃ করূষাধিপতিস্তথা॥
দ্রুমঃ কিম্পুরুষশ্চৈব পার্ব্বতীয়াশ্চ মালবাঃ।
পর্ব্বতস্যাপরং পার্শ্বং ক্ষিপ্রমারোহয়ন্ত্বমী॥" হরিবংশ ৯৯ অধ্যায়।

হরিবংশে এইটুকু পাওয়া যায়, কিন্তু বলরামের হাতে গোনর্দ্দের মৃত্যুর কথা হরিবংশে নাই।

† "ততঃ কাশ্মীরকান্ বীরান্ ক্ষত্রিয়ান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
ব্যজয়ল্লোহিতঞ্চৈব মণ্ডলৈর্দ্দশভিঃ সহ॥ ১৭
ততস্ত্রিগর্ত্তাঃ কৌন্তেয়ং দার্ব্বাঃ কোকনদাস্তথা।
ক্ষত্রিয়া বহবো রাজন্ পাবর্ত্তন্ত সর্ব্বশঃ।
অভিসারীং ততো রম্যাং বিজিগ্যে কুরুনন্দনঃ।
উরগাবাসিনঞ্চৈব রোচমানং রণেঽজয়ৎ॥" ১১
সভাপর্ব্ব ২৭ অঃ।

* নীলমতপুরাণেও এইরূপ লিখিত আছে—

"দামোদরাভিধস্তস্য সূনু রাজাভবৎ সুধীঃ।
অথোপসিন্ধুগান্ধারবিষয়েঽভূৎ স্বয়ম্বরঃ।
তত্রাহূতাঃ সমাজগ্মু রাজানো বীর্য্যশালিনঃ॥
তত্রাগতং সমাকর্ণ্য বাসুদেবং স্বয়ম্বরে।
জগাম মাধবং যোদ্ধুং চতুরঙ্গবলান্বিতঃ॥
যাদৃশং বাসুদেবস্য নরকেণ সহাভবৎ।
ততঃ স বাসুদেবেন যুদ্ধে তস্মিন্নিপাতিতঃ।
অন্তর্ব্বত্নীং তস্য পত্নীং বাসুদেবোঽভ্যষেচয়ৎ।
ভবিষ্যৎপুত্ররক্ষার্থং তস্য দেশস্য [illegible]
ততঃ সা সুষুবে পুত্রং বালং [illegible]
বালভাবাৎ পাণ্ডুসুতৈর্নীতঃ [illegible] বা॥"

† বর্ত্তমান নাম লুদহো বা দধুমও [illegible]
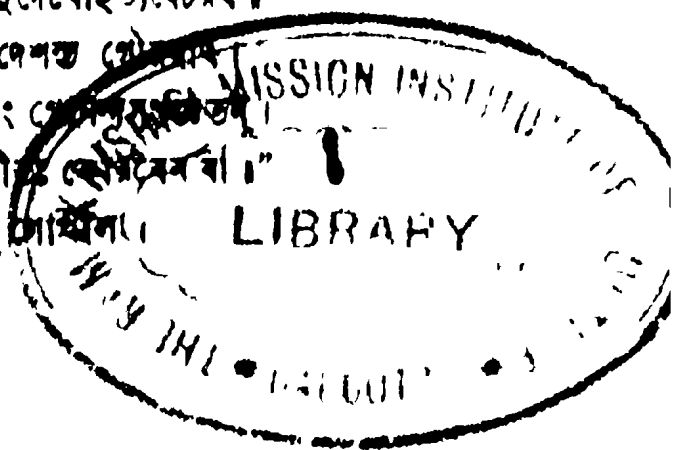
কুশেশয়ের পর তৎপুত্র অতি সাহসী, নাগদ্বেষী ও ধীরবুদ্ধি খগেন্দ্র নরপতি হইলেন। ইনি খাগিপুর ও খুনমুষ নামক দুইটি নগর সংস্থাপন করেন। (১)

খগেন্দ্রের পর তৎপুত্র সুরেন্দ্র রাজা হন। সুরেন্দ্র সাহসী, নির্ম্মলচরিত্র ও বিনয়ী ছিলেন। ইনি দরদদেশের নিকট সৌরক নামক নগর স্থাপন এবং তথায় একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া "নরেন্দ্রভবন" নাম রাখেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

মহারাজ সুরেন্দ্রের পরলোক হইলে গোধর নামে এক জন ভিন্নবংশীয় লোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ব্রাহ্মণদিগকে হস্তিশালা নামক গ্রাম দান করেন।

গোধরের পর তৎপুত্র সুবর্ণ রাজা হন। ইনি বড় দানশীল ছিলেন। ইনি করাল নামক স্থানে সুবর্ণমণি নামে খাল খনন করাইয়াছিলেন।

সুবর্ণের পর তৎপুত্র জনক রাজা হন। ইনি বিহার ও জালোর নামক অগ্রহার স্থাপন করিয়াছিলেন।

জনকের পর তৎপুত্র শচীনর রাজা হন। ইনি উন্নতমনা ও ক্ষমবান্ নরপতি ছিলেন। ইনি সমাঙ্গসা ও অশনার নামে দুইটি অগ্রহার স্থাপন করেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

শচীনরের পর তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ও শকুনির প্রপৌত্র অশোক রাজা হন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শুষ্কলেত্র ও বিতস্তাত্র নামক স্থানে অনেক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। বিতস্তাত্রপুরের অন্তর্গত ধর্ম্মারণ্যবিহারে ইনি একটী এত উচ্চ চৈত্য নির্ম্মাণ করান যে, তাহার চূড়া দৃষ্টিগোচর হইত না। প্রাচীন শ্রীনগরী অশোক কর্ত্তৃক স্থাপিত। (২) কথিত আছে, ইঁহার সময়ে প্রাচীন শ্রীনগরে ৯৬ লক্ষ বাটী ছিল। ইনি শ্রীবিজয়েশদেবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকের ধ্বংসপ্রায় বহিঃপ্রাকার ভাঙ্গিয়া নূতন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। (৩) শ্রীবিজয়েশদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে ইনি "অশোকেশ্বর" নামে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইঁহার বৃদ্ধবয়সে ম্লেচ্ছেরা (শক বা গ্রীক?) কাশ্মীর অধিকার করে। মহারাজ অশোক শেষ দশায় ঈশ্বরসেবায় কালযাপন করেন।

অশোকের পর তৎপুত্র শিবভক্ত জলোক রাজা হন। তিনি পিতৃ-গৃহীত বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন নাই। ইনি সমুদ্রতট পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ম্লেচ্ছ শত্রুগণকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দেন। শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া যে স্থলে ইনি শিখাবন্ধন করেন, সেইস্থল "উজ্জটডিম্ব" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি বর্ণাশ্রমাচার পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন। ইঁহার সময় কাশ্মীররাজ্য ধনধান্যশালী হইয়া উঠে। ইনিই রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া কোষাধ্যক্ষ, প্রধান সেনাপতি, দূত প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারীর পদ সংস্থাপন করেন। ইনি বারবল নামক আশ্রম এবং ইঁহার পত্নী ঈশানদেবী তোরণদ্বারে ও অন্যান্যস্থলে মাতৃকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ জলোক হইতে সোদরতীর্থ প্রচারিত হয় ও তীর্থযাত্রীরা এই স্থানে এবং অন্যান্য স্থানে আসিতে থাকে। সোদরতীর্থের নন্দীশমূর্ত্তির ন্যায় ইনি প্রাচীন শ্রীনগরে জ্যেষ্ঠরুদ্র নামে শিবলিঙ্গ ও তৎসন্নিহিত স্থানকে সোদরতীর্থ নামে অভিহিত করেন (৪)। নন্দীক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকের প্রস্তর-প্রাচীর ইনিই নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহা দ্বারাই নন্দীক্ষেত্রে শিবভূতেশলিঙ্গ স্থাপিত হয়। ভূতেশ-মন্দিরের দেবসেবার্থ ইনি যথেষ্ট অর্থ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনি প্রথমে একটি বৌদ্ধমঠ নষ্ট করিয়াছিলেন। তৎপরে একটি বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে কৃত্যাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বিহারের "কৃত্যাশ্রম" নাম রাখেন। চীরমোচনতীর্থে মহারাজ জলোক ও মহিষী ঈশানদেবীর মৃত্যু হয়।

মহারাজ জলোকের পর দামোদর (২য়) রাজা হন। ইনি অশোক বা গোধর-বংশ-সম্ভূত কি না তাহা বুঝা যায় না। ইনি যথেষ্ট অর্থশালী ও শিবভক্তি-পরায়ণ ছিলেন। ইনি দামোদরসূদ নামক পুর স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে যক্ষগণ দ্বারা

---

(১) খাগিপুর বা খগেন্দ্রপুরের বর্ত্তমান নাম কাকপুর; ইহা বেহৎনদীর বামতীরে তখ্‌ত্-ই-সুলিমানের ৫ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে অদ্যাপি প্রাচীন দেবমন্দির ও পূর্ব্ব ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

খুনমুষ (রাজত° ১।৯০)—বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কচরিতে এই স্থান 'খোনমুখ' নামে উক্ত হইয়াছে। (বিক্রম ১৮।৭১)। ইহার বর্ত্তমান নাম 'খুন্-মো', শ্রীনগর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার নিকট হর্ষেশ্বরতীর্থ ও ভুবনেশ্বরী কুণ্ড আছে।

খুনমোর নিকট জেবন নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, উহাই বিহ্লণোক্ত 'জয়বন'।

(২) শ্রীনগরী—বর্ত্তমান শ্রীনগর হইতে ভিন্ন। ইহার আর একটি নাম পুরাণাধিষ্ঠান। বর্ত্তমান পাণ্ড্রেথন নামক স্থানেই প্রাচীন শ্রীনগরী ছিল, পূর্ব্বে এই নগর তখ্‌ত্-সুলিমান হইতে পাণ্ডাশোক অর্থাৎ পঙ্ককুট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(৩) বিজয়েশমন্দির যেখানে ছিল, এখন তাহার নাম বিজ-বিহারা, ইহা বেহৎ নদীর বামতীরে ও বর্ত্তমান রাজধানী হইতে ১২।০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

(৪) অদ্যাপি তখ্‌ত্-ই-সুলিমান্ পাহাড়ে জ্যেষ্ঠরুদ্র নামে শিবমন্দির এবং ইহার কিছুদূরে অশোক-প্রতিষ্ঠিত অশোকেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

গুরুসেতু নামে সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দন। বিতস্তার জলপ্লাবন হইতে দেশরক্ষার জন্য ইনি (যক্ষদিগের সাহায্যে) প্রস্তরের বাঁধ বাঁধাইয়া দেন; কিন্তু একদিন কোন একটি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্নান করিতে যাইবার সময় কতগুলি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া অন্ন ভিক্ষা করেন, কিন্তু মহারাজ দামোদর (২য়) তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করায়, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে শাপ দিয়া সর্প হইতে বলেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, গুরুসেতুর নিকটস্থিত জলায় এখনও একটি তৃষ্ণাতুর সর্পকে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

তৎপরে কাশ্মীরসিংহাসনে তিনজন তুরুষ্ক নৃপতি অধিরোহণ করেন। ইঁহারা কিরূপে রাজ্য লাভ করেন, কিছুই জানা যায় না। ইঁহাদের নাম হুষ্ক (হুবিষ্ক), জুষ্ক ও কনিষ্ক। [কনিষ্ক দেখ]। ইঁহারা তিনজনেই স্ব স্ব নামে তিনটি স্বতন্ত্র নগর স্থাপন করেন—হুষ্কপুর, জুষ্কপুর ও কনিষ্কপুর (১)। জুষ্ক জয়স্বামীপুর নামে আরও একটি নগর স্থাপন করেন। শুষ্কলেত্রনামক স্থানে ইঁহারা অনেকগুলি মঠ নির্ম্মাণ করান। ইঁহাদের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম অতিশয় বিস্তৃত হয়। রাজতরঙ্গিণীর মতে, বুদ্ধ শাক্যসিংহের সময় হইতে এই কাল পর্য্যন্ত ১৫০ শতবৎসর অতীত হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন এই সময়ে ছয়দিন কাশ্মীরে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপরে অভিমন্যু রাজা হন। ইনি কোন্ বংশীয় বা কিরূপে রাজ্য পাইলেন, রাজতরঙ্গিণীতে তাহার কিছুমাত্রও উল্লেখ নাই। অজাতশত্রু নৃপতি ছিলেন। কণ্ঠকোৎস (কণ্টকোৎস) নামক গ্রাম ইনি ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। ইনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তদ্গাত্রে নিজনাম খোদিত করাইয়া দেন। ইনি স্বনামে অভিমন্যুপুর স্থাপন করেন। ইঁহার সময়েই চন্দ্রাচার্য্যপ্রমুখ বৈয়াকরণিকেরা প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহারা ইঁহার আদেশে ইঁহার সময়ের ইতিহাস লিখেন। এই সময়ে নাগার্জ্জুনের অধীনে বৌদ্ধেরা প্রবল হইয়া শিবোপাসনা ও নীলপুরাণোক্ত নাগ-নিয়মাদি নষ্ট করিয়া আপনাদিগের মত প্রচার করে। নাগগণ ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া কাশ্মীর ধ্বংস করিবার উদ্দেশে পর্ব্বত হইতে অসংখ্য তুষারশিলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে ও অনেকে অস্ত্র ধরিয়া বৌদ্ধবিনাশে নিযুক্ত হয়। মহারাজ অভিমন্যু ইহা নিবারণের কোন উপায় করিতে না পারিয়া "দার্ব্বাভিসার" নামক স্থানে চলিয়া যান। শেষে কশ্যপবংশীয় চন্দ্রদেব নামে এক ব্রাহ্মণ দৈবসাহায্যে নাগ ও যক্ষবিদ্রোহ নিবারণ করেন। মহারাজ অভিমন্যুই পতঞ্জলির মহাভাষ্য কাশ্মীরে প্রথম প্রচার করেন।

তৎপরে গোনন্দ (৩য়) রাজ্যলাভ করেন। ইনিও কে বা কি উপায়ে রাজ্য পাইলেন, রাজতরঙ্গিণীতে তাহার কিছুই উল্লেখ নাই। ইনি নীলপুরাণানুসারে নিয়মাদি স্থাপন করেন ও দুষ্ট বৌদ্ধগণের অত্যাচার নিবারণ করেন। ইনি রাজ্যে সুখশান্তি ও প্রজাদের ধনধান্য বৃদ্ধি করিয়া দেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, ইনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার পুত্র বিভীষণ (১ম) ৫৩ বৎসর ৬ মাস কাল রাজত্ব করেন। পরে ইন্দ্রজিৎ রাজা হন। ইন্দ্রজিতের পুত্র রাবণ রাজা হইয়া বটেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। সেই শিবলিঙ্গ কহ্লণপণ্ডিতের সময় পর্য্যন্ত ছিল। এই লিঙ্গগাত্রে ফুট্‌কি ফুট্‌কি ও ডোরা ডোরা দাগ ছিল। মহারাজ এই দেবোদ্দেশে আপনার সমস্ত রাজ্য উৎসর্গ করেন। ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ উভয়ে ৩৫ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন।

রাবণের পর তৎপুত্র (২য়) বিভীষণ ৩৫ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করেন।

বিভীষণের (২য়) পর তাঁহার পুত্র নর বা কিন্নর রাজা হন। ইনি বড় অবিবেচক রাজা ছিলেন। ইনি প্রজাদিগের যাহা কিছু করিতেন, তাহাতেই তাহাদিগের অনিষ্ট হইত। কোন বৌদ্ধ তাঁহার মহিষীকে হরণ করিয়া লইয়া পলাইয়া যায়। মহারাজ কিন্নর সেই ক্রোধে সহস্র সহস্র বৌদ্ধমঠ ধ্বংস করেন এবং সেই সকল স্থান ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। ইনি বিতস্তাতীরে কিন্নরপুর নামে একটি নগর স্থাপন করেন। এই নূতন নগর মহাশোভা ও ধনধান্যে পরিপূর্ণ হইলে অনেক লোক আসিয়া ইহাতে বাস করে।

কিন্নররাজের পুত্র মহাযশা সিদ্ধ, ইনি ৬০ বর্ষ রাজত্ব করেন। পরে তৎপুত্র উৎপলাক্ষ রাজা হন। উৎপলাক্ষের পর তৎপুত্র হিরণ্যাক্ষ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি নিজ নামে 'হিরণ্যপুর' নগর স্থাপন করেন। তৎপরে যথাক্রমে হিরণ্যকুল ও তৎপুত্র বসুকুল কাশ্মীররাজ্য শাসন করেন। বসুকুলের পুত্র মিহিরকুল, তিনি অতিশয় নির্দ্দয় ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, নিজ নামে হোলানামক স্থানে 'মিহিরপুর'

(১) হুষ্কপুর, জুষ্কপুর ও কনিষ্কপুরের বর্ত্তমান নাম যথাক্রমে 'উষ্কর, 'জুকর' ও 'কম্পূর'। উষ্কর—চীনপরিব্রাজকোক্ত 'হু-সে-কি লো' বর্ত্তমান বরামূলার পশ্চাতে বিতস্তার দক্ষিণধারে অবস্থিত। কাশ্মীরী পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস যে, পূর্ব্বকালে হুষ্কপুর ও বরাহমূল একত্র একটি নগর ছিল। এই হুষ্কপুরে কাশিকাবৃত্তিটীকাকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি বাস করিতেন।

জুষ্কপুর বা জুকর—বর্ত্তমান রাজধানীর ২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

[কনিষ্কপুর দেখ।]

নগর পত্তন, এ ছাড়া গান্ধারের হীন ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র গ্রাম ব্রহ্মোত্তর দান এবং শ্রীনগরীতে মিহিরেশ্বর নামক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও চন্দ্রকুল্যা নদীর গতি ফিরাইয়া দেন। ইনি অসভ্য দারদ ও ভাট্ট (তিব্বতীয়) জাতিকে বড়ই অনুগ্রহ করিতেন। মিহিরকুলের পর তৎপুত্র বক সিংহাসন লাভ করেন, ইহা দ্বারা লবণোৎস নগর স্থাপিত হয়। ইনি বকেশমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বকের পর ক্রমান্বয়ে ক্ষিতিনন্দ, বসুনন্দ, নর ও অক্ষ রাজা হইলেন। অক্ষ, বিভুগ্রাম ও অক্ষবাল নামক বিহার (?) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার পর অক্ষপুত্র গোপাদিত্য সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। ইনি সখোল, খানি, কাহাড়িগ্রাম, স্কন্দপুর, শমাঙ্গ ও আড়িগ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। আর্য্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে গোপাদ্রিস্থ গোপগ্রাম দান করেন। ইনি জ্যেষ্ঠেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন (১)। ইহার সুশাসনে কাশ্মীরে যেন সত্যযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল।

তাঁহার পর তৎপুত্র গোকর্ণ রাজা হইলেন, ইনি গোকর্ণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোকর্ণের পর তৎপুত্র নরেন্দ্রাদিত্য (অপর নাম খিঙ্খিল) পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। ইনি কতকগুলি মন্দির, ভূতেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ ও অক্ষয়িণী দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার গুরু উগ্র উগ্রেশ নামক শিবমন্দির ও মাতৃচক্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পর তৎপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা হন, এই সময়ে মন্ত্রিগণ বিদ্রোহী হইয়া যুধিষ্ঠিরকে অর্গলিকাদুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। যুধিষ্ঠির বন্দী হইলে মন্ত্রিগণ প্রতাপাদিত্য নামে শকারি-বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতিকে অভিষিক্ত করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে জলৌক, তৎপরে তুঞ্জীন পিতৃসিংহাসন গ্রহণ করেন। তুঞ্জীন ও তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। উভয়ে তুঙ্গেশ্বর নামক শিবমন্দির ও কতিক নামক নগর স্থাপন করেন। রাণী বাকপুষ্টা কতীমুষ ও রামুষ নামে দুইটি অগ্রহার দান ও একটি বৃহৎ অন্নসত্র স্থাপন করেন। সেই সময়ে কাশ্মীরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবর্গ অন্নসত্রে আশ্রয় ও আহার পাইত। সেই অন্নসত্রে রাণী বাকপুষ্টা পতির সহমৃতা হন। এই সতীমন্দিরে কহ্লণের সময়াবধি সাধারণকে অন্নদান করা হইত। তুঞ্জীনের রাজত্বকালে চন্দ্রক নামক নাটককার বিদ্যমান ছিলেন।

তৎপরে বিজয়নামে অন্যবংশীয় একজন রাজা হন। তিনি বিজয়েশ্বর নামক শিবমন্দিরের চারিধারে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিজয়ের পর তৎপুত্র জয়েন্দ্র নরপতি হইলেন। তাঁহার সন্ধিমতি নামে একজন মহাশৈব মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধি-দর্শনে ভীত হইয়া কাশ্মীররাজ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন। সেই মন্ত্রী বন্দী হইলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও দুঃখিত হইলেন না। তিনি সর্ব্বদাই শিবপ্রেমে আনন্দিত থাকিতেন। ১০ বর্ষ এইরূপে কাটিল। অপুত্রক অবস্থায় জয়েন্দ্রের মৃত্যু হইল।

কিছুদিন অরাজকের পর মহামন্ত্রী সন্ধিমতি আর্য্যরাজ নামগ্রহণপূর্ব্বক কাশ্মীরবাসীর যত্নে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়া যান। প্রবাদ এইরূপ, তিনি প্রত্যহ সহস্র শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতেন। ঐতিহাসিক কহ্লণের সময়াবধি সেই সকল পাষাণময় শিবলিঙ্গ বিদ্যমান ছিল। (রাজত° ২। ১৩৩)। রাজা সন্ধিমতি শিবলিঙ্গের পূজার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য অনেক গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তিনি নিজনামে সন্ধীশ্বর (২), নিজ গুরুর নামে ঈশেশ্বর, এবং থেদা ও ভীমা (৩) নামে আরও কয়েকটি সুবৃহৎ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময়ে সমস্ত কাশ্মীররাজ্য দেবমন্দির ও প্রাসাদ-মণ্ডিত হইয়াছিল। কিছুদিন রাজত্ব করিয়া ইষ্টদেবের পূজায় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রপৌত্র গান্ধাররাজ গোপাদিত্যের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার মেঘবাহন নামে এক পুত্র জন্মে, তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজকন্যাকে স্বয়ম্বরে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কামরূপের রাজকুমারীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলে কাশ্মীরের মন্ত্রিগণ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। মন্ত্রিগণের যত্নে যুধিষ্ঠিরের বংশ পুনরায় কাশ্মীরের রাজাসনে অভিষিক্ত হইলেন। মেঘবাহন অভিষেকদিবস হইতে প্রাণিহিংসা নিবারণ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। ইনি নিজ নামে মেঘমঠ, যুষ্টগ্রাম ও মেঘবাহন নামে অগ্রহার স্থাপন করেন। তাঁহার মহিষীগণ

(১) জ্যোপাদ্রি—ইহার বর্ত্তমান নাম 'তখৎ'। এই তখতের নিকট গোপ্‌কার ও জ্যেঠির নামে স্থান আছে, এই দুইস্থান কহ্লণোক্ত 'গোপ' ও 'জ্যেষ্ঠেশ্বর' বলিয়া অনুমিত হয়।

(৭) তখ্‌তি সুলিমান পর্ব্বতে এই সন্ধীশ্বরমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। সন্ধিমতির নামানুসারে ঐ পর্ব্বতের 'সন্ধিমান্' নাম ছিল, মুসলমানেরা তৎপরিবর্ত্তে 'সুলিমান্' নামে অভিহিত করিয়াছে।

(৮) বর্ত্তমান ইস্‌লামাবাদের উত্তরপূর্ব্বে ২ ক্রোশ দূরে এবং ভবন-গ্রামের অদূরে ভীমাদেবীর গুহামন্দির দৃষ্ট হয়।

ভিক্ষুকদিগের বাসের জন্ত স্ব স্ব নামে "বিহার" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই বিহারগুলির নাম—অমৃতভবন, খাদনা, মম্মা ও যূকদেবীপ্রতিষ্ঠিত নড়বনবিহার। রাণী অমৃতপ্রভার পিতার গুরু স্তুন্পা লো নামক নগর হইতে আসিয়া লোস্তুন্পা নামে একটি স্বতন্ত্র স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (১)। মেঘবাহনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শ্রেষ্ঠসেন (অপর নাম প্রবরসেন ১ম) রাজা হন। তাঁহার পিতামাতা অনেকটা বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তিনি নিজ নামে প্রবরেশ্বর নামক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবসেবার জন্ত ত্রিগর্ত্ত রাজ্য দান করেন।

শ্রেষ্ঠসেনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র হিরণ্য, কনিষ্ঠ সহোদর তোরমাণের সাহায্যে রাজ্যশাসন করেন। পূর্ব্বে কাশ্মীরে বালের মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তোরমাণ তৎপরিবর্ত্তে (কাহারও অনিষ্ট না করিয়া) স্বনামাঙ্কিত (দীনার) স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। তোরমাণের এই কার্য্যে হিরণ্য ক্রুদ্ধ হইয়া সস্ত্রীক তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে তোরমাণের পত্নী গর্ভবতী হন এবং দশমাস পূর্ণ হইলে কোন উপায়ে পলাইয়া গিয়া এক কুম্ভকারের বাটীতে আশ্রয় লন ও তথায় একটি পুত্র প্রসব করেন। শেষে এই পুত্র বড় হইলে ইহার মাতুল (ইক্ষ্বাকুবংশীয়) জয়েন্দ্র কোনরূপে সন্ধান পাইয়া ভগিনী ও ভাগিনেয়কে স্বরাজ্যে লইয়া যান। হিরণ্য সর্ব্বশুদ্ধ ৩২ বৎসর ২ মাস রাজত্ব করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন।

এই সময় উজ্জয়িনীতে হর্ষবিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, তিনি শক ম্লেচ্ছদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় কবিবর মাতৃগুপ্ত থাকিতেন। হর্ষবিক্রম প্রথমতঃ কবি মাতৃগুপ্তকে কোনরূপ সম্মান দেন নাই। মাতৃগুপ্ত শয়নে স্বপনে জাগরণে অনুচরের ন্তায় রাজার অনুগামী হইতেন। রাত্রে নিদ্রিত হইলে রক্ষিবর্গের ন্তায় কবি মাতৃগুপ্তও শয়নাগারের দ্বারে জাগিয়া কাটাইতেন। কালে রাজা বুঝিলেন যে, এরূপ একটা অসামান্ত প্রতিভাশালী পণ্ডিতকে আর এরূপে উপেক্ষা করা ভাল দেখায় না। এই সময়ে তাঁহার স্মরণ হইল যে, কাশ্মীররাজ্য অরাজক রহিয়াছে। তিনি মাতৃগুপ্তকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই পত্রখানি লইয়া আপনি কাশ্মীরের শাসনকর্তার নিকট গমন করুন। পথিমধ্যে কখনও ইহা পড়িবেন না।" মাতৃগুপ্ত যথাসময়ে কাশ্মীরে পৌঁছিলেন। মন্ত্রিবর্গ হর্ষবিক্রমাদিত্যের পত্র পাইয়া মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মাতৃগুপ্ত তখন বিক্রমাদিত্যের গুণগ্রাহিতা বুঝিলেন এবং নানাবিধ উপঢৌকন ও কবিতাদি প্রেরণ করিলেন।

রাজা মাতৃগুপ্ত স্বরাজ্যে পশুবধ নিবারণ করেন। ইঁহার সভায় 'হয়গ্রীববধ' নামক কাব্যপ্রণেতা কবিবর মাতৃমেণ্ঠ অবস্থান করিতেন। রাজা মাতৃগুপ্ত "মাতৃগুপ্তস্বামী" নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও দেবসেবায় বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন।

রাজা মাতৃগুপ্ত ৪ বৎসর ১ মাস ১ দিন রাজত্ব করেন।

এদিকে তোরমাণের পুত্র প্রবরসেন (২য়) শুনিলেন, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সিংহাসনে অপর একজন লোক আসিয়া বসিয়াছে, কুমার ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি কাশ্মীরে গমন করিলেন। মন্ত্রীরা তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন, প্রবরসেন এখানে কাশ্মীরের অবস্থা শুনিয়া বলিলেন, "নিরপরাধী মাতৃগুপ্তের অপরাধ কি? যে এই ব্যবস্থা করিয়াছে, আমি সেই বিক্রমাদিত্যকেই ইহার প্রতিফল দিব।" তৎপরে সৈন্তসংগ্রহ করিয়া প্রবরসেন ত্রিগর্ত্ত জয় করেন ও তৎপরে হর্ষবিক্রমের বিরুদ্ধে উজ্জয়িনীর অভিমুখে গমন করেন। তিনি পথিমধ্যে শুনিলেন যে, হর্ষবিক্রমের মৃত্যু হইয়াছে। বড় আশায় ছাই পড়িল! কুমার প্রবরসেন স্নানাহার পরিত্যাগ করিলেন। দিবারাত্র ক্ষোভে কাটিয়া গেল।

এই মাতৃগুপ্তকে কবি কালিদাস ও হর্ষবিক্রমকে সম্বতাব্দ-প্রতিষ্ঠাতা শকারি বিক্রমাদিত্য বলিয়া অনেকে মহাভ্রমে পড়িয়াছেন। মাতৃগুপ্ত সম্বন্ধে অনেক কথা রাজতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায় ও তাঁহার কবিত্ব, ধার্ম্মিকতা, মহানুভবতা সম্বন্ধে কহ্লণ মুক্তকণ্ঠে বিস্তর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে কালিদাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। যদি মাতৃগুপ্তই কালিদাস হইতেন, তাহা হইলে কহ্লণ যেরূপ শতমুখে মাতৃগুপ্তের কবিত্বের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে কি ভুলিয়াও সে কথা একবার মাত্রও বলিতেন না?

[কালিদাস দেখ।]

রাজতরঙ্গিণীতে হর্ষবিক্রমাদিত্য শকদেশ জয় করিয়াছিলেন, বলিয়া কথিত হইয়াছে; কিন্তু এই শকজয়ই যে সম্বতাব্দ প্রতিষ্ঠাতার সময় হইয়াছিল, তাহার নিশ্চয়তা কি? আরও ইহাও অসম্ভব নহে যে, যিনি কাশ্মীররাজ্য পর্য্যন্ত উজ্জয়িনীর করতলগত করিয়াছিলেন, তিনি তাহার উত্তরবর্ত্তী শকপ্রদেশেও যুদ্ধ করিয়া জয় করিয়াছিলেন বা কাশ্মীরাদি প্রদেশে শকবিদ্রোহ নিবারণ করিয়াছিলেন।

(১) মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীতে 'লোতাজা' পাঠ আছে, এটি ভ্রমপাঠ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। (রাজত° ৩। ১০)।

লো-নগরের বর্ত্তমান নাম 'লে,' ইহা লাদক বা মধ্য তিব্বতে অবস্থিত। স্তুন্পা তিব্বতীয় শব্দ।

কুমার প্রবরসেন কাশ্মীরে আসিয়া রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। তিনি কাশ্মীরের চারিপার্শ্বস্থ রাজ্যসমূহ জয় করিয়াছিলেন।

হর্ষবিক্রমের পুত্র উজ্জয়িনীরাজ প্রতাপশীল বা শিলাদিত্য প্রবরসেনের নিকট ক্রমান্বয়ে ৭ বার পরাজিত হইয়াও কাশ্মীরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, শেষে ৮ম বারে যুদ্ধে জীবন সঙ্কট দেখিয়া নিজেই বশীভূত হন। কহ্লণ বলেন, প্রতাপশীল নাকি ময়ূরের ন্যায় নাচিতে ও শব্দ করিতে পারিতেন, আর প্রবরসেন নাকি তাহাই দেখিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা ও তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। এইরূপে সমস্ত প্রতাপান্বিত রাজা জয় করিয়া দ্বিতীয় প্রবরসেন পিতামহপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি বিতস্তাতীরে নিজ নামে মনোহর প্রবরপুর নামক নূতন নগর স্থাপন ও "জয়স্বামী" নামে শিবলিঙ্গ ও দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবরসেনপুরের (১) নিকট বিনায়ক ভীমস্বামীর মন্দির ছিল। ইনি বিতস্তায় সর্ব্বপ্রথম নৌসেতু প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ব্বে আর কেহ কাশ্মীরে নৌসেতু নির্ম্মাণ করে নাই। এই নৌসেতুর উদ্দেশে তিনি প্রসিদ্ধ সেতুকাব্য বা 'দশাস্যবধপ্রবন্ধ' প্রণয়ন করেন। ইঁহার মাতুল জয়েন্দ্র 'জয়েন্দ্রবিহার' নামে বৌদ্ধবিহার স্থাপন করেন। ইঁহার মন্ত্রী ও সিংহলশাসনকর্ত্তা মোরক "মোরকভবন" নামে একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ প্রবরসেনের ললাটে স্বভাবতঃই শূলচিহ্ন অঙ্কিত ছিল। ইঁহার মহিষীর নাম রত্নপ্রভা।

ইঁহার পরে ইঁহার পুত্র যুধিষ্ঠির (২য়) রাজ্য পাইলেন। ইনি ২১ বৎসর ৩ মাস রাজত্ব করেন। ইঁহার মন্ত্রী জয়েন্দ্রপুত্র বজ্রেন্দ্র ভবচ্ছেদনামে চৈত্যাদিসমাকীর্ণ বৌদ্ধগ্রাম স্থাপন করেন। কুমারসেন প্রভৃতি ইঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার মহিষীর নাম পদ্মাবতী।

যুধিষ্ঠিরের (২য়) মৃত্যু হইলে তৎপুত্র লক্ষ্মণ বা নরেন্দ্রাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিমলপ্রভা নামে ইঁহার মহিষী এবং বজ্রেন্দ্রের দুই পুত্র বজ্র ও কনক নামে দুই মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নরেন্দ্রস্বামী নামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (২)। ইঁহার রাজকাল ১৩ বৎসর। ইনি পুস্তকাদি রক্ষা করিবার জন্য নিজ নামে একটী বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রাদিত্যের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণাদিত্য বা তুঞ্জীন রাজ্যলাভ করেন। ইঁহার কপালে শঙ্খচিহ্ন ছিল। ইঁহার পাটরাণীর নাম রণরম্ভা। কহ্লণ লিখিয়াছেন—দেবী ভ্রমরবাসিনী মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মহারাণী রণরম্ভা হইয়াছিলেন। [রণরম্ভা দেখ।] মহারাজ রণাদিত্য দুইটী মন্দিরে হরি ও হরমূর্ত্তি স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি "রণস্বামী" প্রদ্যুম্নপর্ব্বতে পাশুপতমঠ, সিংহরোৎসিকা নামক স্থানে রণপুরস্বামী নামে সূর্য্যমূর্ত্তি, সেনমুখীদেবীমূর্ত্তি এবং তৎপত্নী রণরম্ভা রণরম্ভাদেব নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। (৩) ইঁহার অপর এক মহিষী অমৃতপ্রভা রণেশের পার্শ্বে অমৃতেশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ ও মেঘবাহন-পত্নীর নামানুসারে নির্ম্মিত বিহারমধ্যে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন। মহিষী রণরম্ভা নরেন্দ্রাদিত্যকে হাটকেশ্বর শিবের মন্ত্র শিখাইয়াছিলেন।

ইঁহার সময়ে ব্রহ্ম নামক এক সিদ্ধপুরুষ রণরম্ভাদেবীর নিয়োগানুসারে "ব্রহ্মসত্তম" নামে দেবতা স্থাপন করেন।

রণাদিত্যের পর তৎপুত্র বিক্রমাদিত্য রাজা হন। ইনি বিক্রমেশ্বর নামে শিবস্থাপন করেন। ইঁহার দুইজন মন্ত্রী ছিলেন—ব্রহ্মা ও গলুন। ব্রহ্মা ব্রহ্মমঠ স্থাপন এবং গলুনপত্নী রত্নাবলী একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ৪২ বৎসর।

বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালাদিত্য রাজা হন, ইনি পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার ও তথায় জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। ইনি বঙ্গালা (বাঙ্গালা ?) প্রদেশ জয় করিয়া তথায় কাশ্মীরগণের বাসস্থানের জন্য কালম্ব্য নামে নগরস্থাপন করেন। মডবরাজ্যে ভেদর নামে গ্রাম স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বাস করিতে দেন। ইঁহার প্রিয়তমা মহিষী সর্ব্ব-অমঙ্গলহর বিম্বেশ্বর নামে শিবস্থাপন করেন। ইঁহার খঙ্খা, শক্রঘ্ন ও মালব নামে তিনজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারাও অনেক প্রাসাদ, মন্দির ও সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বালাদিত্যের অনঙ্গলেখা নামে এক কন্যা ছিল। বালাদিত্য তাঁহাকে অশ্বঘামবংশীয় দুর্লভবর্দ্ধন নামে এক সুপুরুষ কায়স্থ যুবার হস্তে সম্প্রদান করেন।*

দুর্লভবর্দ্ধন স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও নম্রতায় অল্পদিন মধ্যে রাজ্যের

(১) প্রবরসেনপুর বর্ত্তমান কাশ্মীরের রাজধানী।

(২) বর্ত্তমান পায়চ্ছ গ্রামে নরেন্দ্রস্বামীর সুন্দর মন্দির দৃষ্ট হয়।

(৩) বর্ত্তমান ইস্লামাবাদের পূর্ব্বে ২ ক্রোশ দূরে মাতন্ নামক স্থানের উত্তর প্রান্তে মার্ত্তণ্ড নামে যে বৃহৎ সূর্য্যমন্দির আছে, তাহাই রণাদিত্য প্রতিষ্ঠিত, এই সূর্য্যমন্দিরের দুই পার্শ্বে রণস্বামী ও অমৃতেশ্বর শিবলিঙ্গ এখনও রহিয়াছে।

* কহ্লণ দুর্লভবর্দ্ধন ও তাঁহার উত্তর পুরুষদিগকে কর্কোটনাগবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। [কায়স্থ ৫৮৩ পৃষ্ঠা দেখ]

সকলেরই প্রিয় হইয়াছিলেন। ইঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যদর্শনে বালাদিত্য ইহার "প্রজ্ঞাদিত্য" নাম রাখেন। অনঙ্গলেখা কিন্তু পিতামাতার আদরে গর্ব্বিতা হইয়া স্বামীকে অগ্রাহ্য করিতেন।

৩৭ বৎসর ৪ মাস রাজত্ব করিয়া বালাদিত্য স্বর্গগত হইলেন, তৃতীয় গোনন্দের বংশও লোপ হইল। মন্ত্রী খঙ্খা এই সময়ে সুবিধা পাইয়া কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনকেই রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

অনঙ্গলেখা অনঙ্গভবন নামে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। একজন জ্যোতিষী মল্লণ নামক রাজকুমারের অল্পায়ুর কথা বলায় মহারাজ দুর্লভবর্দ্ধন বিশকাকোট নামক পর্ব্বতের উপর চন্দ্রগ্রামখানি পুত্রের কল্যাণ-উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে দান করেন ও পুত্রদ্বারা মল্লণস্বামী নামে শিবস্থাপন করাইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি শ্রীনগরে দুর্লভস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ৩৬ বৎসর রাজত্বের পর দুর্লভবর্দ্ধনের স্বর্গ লাভ হয়। [কায়স্থ শব্দ ৫৮৩-৫৮৪ পৃষ্ঠা দেখ।)

দুর্লভবর্দ্ধনের রাজত্বকালে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং কাশ্মীরে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে, তৎকালে কাশ্মীররাজ্য ৫০০ শত ক্রোশের উপর (৭০০০ লি) বিস্তৃত ছিল *। তিনি জয়েন্দ্রবিহারে রাজমাতুল কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছিলেন। †

দুর্লভবর্দ্ধনের পর তৎপুত্র দুর্লভক রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। ইনি মাতামহের নামানুসারে প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করেন।

প্রতাপাদিত্য প্রতাপপুর স্থাপন করিলে অনেক ধনী বণিক আসিয়া উহাতে বাস করে। তন্মধ্যে রৌহিতকবাসী নোণ নামক বণিক নোণমঠ স্থাপন করিয়া উহা রৌহিত-প্রদেশের ব্রাহ্মণদিগকে বাসার্থ দান করেন। এই দানে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া বণিককে নিমন্ত্রণ করিলে, আমোদ আহ্লাদে বণিক একরাত্রি রাজবাটীতে অবস্থান করেন। প্রাতঃকালে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, সুখে রাত্রি কাটিয়াছে তো?" বণিক বলিলেন, "যে আলোক জ্বলিতে ছিল, তাহার ধূমে মাথা ধরিয়াছে মাত্র।" পরে প্রতাপাদিত্যও নিমন্ত্রিত হইয়া বণিকের বাড়ী গিয়া দেখিলেন, যে একখানি মণির আলোকে বণিগ্‌ভবন আলোকিত হইয়াছে। মহারাজ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। মহারাজ বণিকের আগ্রহে ২।৩ দিন তথায় রহিলেন।

একদিন বণিকের একটী নর্ত্তকী নরেন্দ্রপ্রভাকে দেখিয়া রাজা মোহিত হন। ওদিকে নরেন্দ্রপ্রভাও রাজাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল। প্রতাপাদিত্য বাড়ী আসিলেন, কিন্তু নর্ত্তকীকে ভুলিতে পারিলেন না। পরম্পরায় বণিক্ উভয়ের বৃত্তান্ত শুনিয়া নরেন্দ্রপ্রভাকে রাজার নিকট পাঠাইলেন এবং তিনিও গ্রহণ করিলেন। ইঁহার গর্ভে চন্দ্রাপীড়, তারাপীড় ও অবিমুক্তাপীড় নামে তিনটি মহানুভব সদ্‌গুণশালী পুত্র জন্মে। ইঁহারা পিতৃ-মাতামহবংশের রীত্যানুসারে যথাক্রমে বজ্রাদিত্য, উদয়াদিত্য ও ললিতাদিত্য নামে বিখ্যাত হইলেন। ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্যের পর তৎপুত্র বজ্রাদিত্য (চন্দ্রাপীড়) রাজা হইলেন। ইনি ত্রিভুবনস্বামী নামে নারায়ণমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইঁহার পত্নী প্রকাশা "প্রকাশিকা" নামে বিহার, রাজগুরু মিহিরদত্ত গম্ভীরস্বামী নামে বিষ্ণু এবং নগরাধ্যক্ষ ছলিতক "ছলিতস্বামী" নামে দেবতা স্থাপন করেন। বজ্রাদিত্য তারাপীড়কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক ব্রাহ্মণের অভিচার কার্য্য দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই মহানুভব নৃপতি ৮ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করেন।

ইঁহার পর কোপনস্বভাব তারাপীড় (উদয়াদিত্য) রাজা হন। ইনি শত্রুদমন করিয়া এতদূর গর্ব্বিত হন যে, শেষে দেবতাদিগের সহিতও স্পর্দ্ধা করিতেন। ব্রাহ্মণেরাই দেব-মহিমা প্রচার করেন বলিয়া ইনি ব্রাহ্মণদিগকে শাস্তি দিতেন। ইনি ৪ বৎসর ২৪ দিন রাজত্ব করেন, শেষে এক ব্রাহ্মণের অভিচারক্রিয়ায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

তারাপীড়ের পর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর অবিমুক্তাপীড় (ললিতাদিত্য) রাজা হন। ললিতাদিত্য অতিপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল কেবল দেশজয়েই কাটিয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্বে ১৮ জন মন্ত্রী রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি নির্ব্বাহ করিতেন; ললিতাদিত্য সেই ১৮টি পদ কমাইয়া ৫টি মাত্র পদ রাখিয়াছিলেন;—প্রধান শান্তিরক্ষক, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, প্রধান অশ্বাধ্যক্ষ, প্রধান কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান বিচারপতি। যুদ্ধে ললিতাদিত্য কনোজরাজ যশোবর্ম্মাকে জয় করেন। (কান্যকুব্জরাজ্য এই সময় যমুনাতীর হইতে কালিকা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।) এই সময়ে যশোবর্ম্মার সভায় কবিবর বাক্‌পতি ও ভবভূতি বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা ললিতাদিত্যের সহিত কাশ্মীরে গমন করেন। তৎপরে ললিতাদিত্য কলিঙ্গ, গৌড়, দক্ষিণাভিমুখে কর্ণাট প্রভৃতি স্থান জয় করিলেন। রট্টা নামে এক কর্ণাটী

* Beal's Records of Western Countries, Vol. I. p 148.

† La Vie de Hiouen Thsang par Stanislas Julien, p. 92.

সুন্দরী কামিনী এই সময় দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য করিতেছিলেন, তিনিও বশীভূত হইলেন। ভারতের সমস্ত প্রধান স্থান জয় করিয়া ললিতাদিত্য কাম্বোজ, অশ্ববদনারমণীসমাকুল তুখার, ভোট ও দরদ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। পরে কাশ্মীরে আসিয়া জালন্ধর ও লোহরপ্রদেশ সৈন্যদিগকে পুরস্কার দেন। যে সকল দেশ তিনি জয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক রাজ্যেই জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। ইনি সুনিশ্চিতপুর, দর্পিতপুর, পরিহাসপুর ও ফলপুর নগর নির্ম্মাণ করাইয়া নানাপ্রকার বাসভবন ও প্রমোদভবনে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। ইঁহার দিগ্বিজয়কালে ইঁহার প্রতিনিধি, রাজা ললিতাদিত্যের নামানুসারে 'ললিতাদিত্যপুর' (১) নগর স্থাপন করেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি ললিতাদিত্যের বিরাগভাজন হন। ললিতাদিত্য অনেক দেবমূর্ত্তি, দেবমন্দির, বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ললিতপুরে সূর্য্যমূর্ত্তি, হুষ্কপুরে মুক্তাস্বামী, পরিহাসপুরে পরিহাসকেশব নামে (৮৪ তোলা স্বর্ণে) সোনার বিষ্ণুমূর্ত্তি, পাষাণময় স্বর্ণনখশোভিত মহাবরাহমূর্ত্তি, গোবর্দ্ধনধর ও বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মহিষী কমলাবতী কমলাকেশব, প্রধান মন্ত্রী মিত্রশর্ম্মা মিত্রেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ এবং সামন্তরাজ কয্য শ্রীকয্যস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও 'কয্যবিহার' নামে একটি বিহার স্থাপন করেন, সেই বিহারে থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞমিত্র নামে একজন বৌদ্ধ যোগবলে বুদ্ধপদ লাভ করেন। ইঁহার চঙ্কুন নামে আর একজন মন্ত্রী চঙ্কুন নামে বিহার ও স্তূপ এবং সোনার বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। চক্রমর্দ্দিকা নামে ললিতাদিত্যের এক প্রিয়তমা চক্রপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন।

ললিতাদিত্য পরিহাসপুরে একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিয়া নিত্য লক্ষলোকের ভোজনোপযোগী পাত্র ও খাদ্যাদির সংস্থান এবং মরুভূমিতে একটি নগর নির্ম্মাণ করাইয়া শ্রান্ত পিপাসিতের জলপানের সুবিধা করিয়া দেন।

• ইনি পরিহাসকেশবের মন্দিরের পার্শ্বে স্বতন্ত্র রৌপ্যমন্দিরে রামস্বামী নামে আর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি ও মহিষী চক্রমর্দ্দিকা চক্রেশ্বরের পার্শ্বে লক্ষ্মণস্বামী নামে আর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

কহ্লণ লিখিয়াছেন—

এক সময়ে গৌড়রাজ ললিতাদিত্যের নিকট উপস্থিত ছিলেন। ললিতাদিত্য তাঁহাকে বলেন যে, শ্রীপরিহাসকেশবের অনুগ্রহে তিনি তাঁহার প্রাণ রাখিয়াছেন মাত্র। তৎপরে ত্রিগামী নামক স্থানে এক নরহন্তা দ্বারা তাঁহার প্রাণ বিনাশ করেন। তৎকালে গৌড়রাজ্য অতি পরাক্রান্ত ছিল। গৌড়ের কতকগুলি রাজভক্ত বীর কাশ্মীররাজের এই দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার আশায় সরস্বতীদর্শনচ্ছলে কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া একদিন শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির লুঠ করিবার জন্য অগ্রসর হয়। ললিতাদিত্য তখন সেখানে ছিলেন না। গৌড়-বীরেরা মন্দির আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণেরা ভীম কবাট বন্ধ করিয়া দিল। বিদেশীয়েরা পার্শ্ববর্ত্তী রামস্বামীর রৌপ্যময় মন্দিরকেই শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির ভাবিয়া তাহা ধ্বংস করিল ও দেবমূর্ত্তি বিচূর্ণ করিল। ইতিমধ্যে কাশ্মীরী সৈন্য আসিয়া পৌঁছিলে সেই মুষ্টিমেয় গৌড়ীয় সেনার সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। রাজভক্ত গৌড়বাসী একে একে সকলেই প্রাণদান করিলেন। ধন্য রাজভক্তি! গৌড়ীয় (বাঙ্গালীর) এক সময়ে এত সাহস, এত অধ্যবসায়ও ছিল! রামস্বামীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভূমণ্ডলমধ্যে গৌড়বাসীর বিপুল যশোরাশি ঘোষণা করিতেছে (২)।

ললিতাদিত্য শেষ দশায় আবার উত্তরাপথে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধযাত্রাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ললিতাদিত্যের দুই পুত্র—কুবলয়াপীড় (কুবলয়াদিত্য) ও বজ্রাপীড় (বজ্রাদিত্য)। মহিষী কমলাদেবীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ কুবলয়াদিত্য রাজা হইলেন। ইনি অতিশয় দানশীল ছিলেন। কিছুদিন ভ্রাতৃবিদ্রোহে ইঁহার রাজ্যে মহাবিশৃঙ্খল ঘটে। শেষে কুবলয়াপীড়েরই জয় হয় ও বজ্রাপীড় জ্যেষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করেন। কিছুদিন পরে একজন মন্ত্রী বিদ্রোহী হইয়া ইঁহার প্রাণসংহারে উদ্যত হন। মহারাজ কুবলয়াদিত্য তাহা জানিতে পারিয়া, মন্ত্রীর দলবলসহ সকলকে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প হন; কিন্তু শেষে মনুষ্যজীবন ক্ষণবিধ্বংসী ও পাপের শাস্তা জগদীশ্বরই ইহা জানিয়া নিজে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক প্লক্ষপ্রস্রবণ নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ১ বৎসর ১৫ দিন মাত্র। ইনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলে ইঁহার পিতৃমন্ত্রী মিত্রশর্ম্মা সস্ত্রীক জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কুবলয়াদিত্যের পর বজ্রাদিত্য রাজা হন। ইনি মহিষী চক্রমর্দ্দিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লোকে ইঁহাকে বপ্পিয়ক বা ললিতাদিত্যও বলিত। ইনি নিষ্ঠুর, দেবস্বাপহারী (পরিহাসপুরাদি দেবোত্তর সম্পত্তি অনেকগুলি হরণ করেন), অতিশয় অত্যাচারী, স্ত্রীবিলাসীও

১। ললিতাদিত্যপুর—বর্ত্তমান নাম লতাপুর, এখন সামান্য গ্রাম, ইসলামাবাদ হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

(২) "অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ॥" রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৩৫।

স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। অতিমাত্র স্ত্রীসম্ভোগের ফল যক্ষ্মারোগে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি ৭ বৎসর রাজত্ব করেন।

বজ্রাদিত্যের পর তৎপুত্র পৃথিব্যাপীড় রাজা হন। ইহার মাতার নাম মঞ্জরিকা। ইনি ৪ বৎসর ১ মাস রাজত্ব করেন।

পৃথিব্যাপীড়ের পর তাঁহার বিমাতা মম্মার গর্ভজাত সংগ্রামাপীড় ৭ বর্ষ রাজত্ব করেন।

সংগ্রামাপীড়ের মৃত্যু হইলে বপ্পীয় বা দ্বিতীয় ললিতাদিত্যের (বজ্রাদিত্যের) কনিষ্ঠ পুত্র জয়াপীড় রাজা হন। জয়াপীড় প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ৯৯৯৯৯টি অশ্ব ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই দানের পর তিনি প্রয়াগে একটী স্বনামে স্তম্ভ স্থাপন করেন এবং তাহার উপর নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত করান;—"যে আমার ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ অশ্ব এই স্থানে দান করিতে পারিবে, সে যেন আমার এই স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলে।" [কায়স্থ শব্দ ৫৯৪ পৃঃ দেখ।]

তৎপরে জয়াপীড় গৌড়ের অন্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপস্থিত হন। এখানে তিনি গৌড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবী ও দেবনর্ত্তকী কমলার পাণিগ্রহণ করেন। প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে তিনি কান্যকুব্জ জয় করিয়া তথাকার অতিমনোহর সিংহাসন লইয়া আসেন। কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব-শ্যালক জজ্জ তাঁহার রাজ্যাধিকার করিয়াছেন। জয়াপীড় রাজ্যোদ্ধারের জন্য যুদ্ধঘোষণা করিলেন। পুষ্কলেত্র নামক গ্রামে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জজ্জ নিহত হইলেন। [জজ্জ দেখ] জয়াপীড় রাজ্যোদ্ধার করিয়া শান্তি স্থাপন করিলেন। মহিষী কল্যাণদেবী পুষ্কলেত্রের যুদ্ধভূমিতে কল্যাণপুরনামে নগর স্থাপন করিলেন। জয়াপীড় স্বয়ং মহ্লণপুরনামে নগর ও তন্মধ্যে, কেশবমূর্ত্তি স্থাপন করেন। কমলাও কমলানামে নগর স্থাপন করে। এই সময়ে কাশ্মীরে বিদ্যাচর্চ্চা খুব ছিল। রাজা জয়াপীড় পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও স্বরচিত কাশিকাবৃত্তি প্রচার করেন। (ইনি স্বয়ং ক্ষীর নামক পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ শিক্ষা করেন।) উদ্ভটভট্ট, দামোদরগুপ্ত, মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক ও সন্ধিমান্ নামে কবিগণ ইহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। উদ্ভটভট্ট সভাপণ্ডিত ছিলেন ও প্রতিদিন লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পাইতেন। দামোদর গুপ্ত প্রধানমন্ত্রী এবং কবি ও বৈয়াকরণিক, বামন তাঁহার অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

জয়াপীড় পরে জয়পুর প্রভৃতি আরও কএকটি নগর, জয়াদেবী নামে দেবীপ্রতিমা, রাম লক্ষ্মণাদির মূর্ত্তি ও অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে—বিষ্ণু স্বপ্নে তাঁহাকে জলবেষ্টিত দ্বারাবতীপুরী নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। জয়াপীড় সেইরূপেই এক নগর নির্ম্মাণ করেন, ইহা কহ্লণের সময়ে অভ্যন্তরজয়পুর নামে বিখ্যাত ছিল।

এখানে জয়দত্ত নামে একজন কর্ম্মচারী একটি বৌদ্ধমঠ এবং মথুরাধীশ্বর প্রমোদের জামাতা আচ. আচেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন।

জয়াপীড় তৎপরে দিগ্‌বিজয়ার্থে হিমালয়ের উপরে উঠিয়া বিনয়াদিত্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে বিনয়াদিত্যপুর নামে নগর স্থাপন করেন। তিনি এই স্থানের পূর্ব্বদিকে ভীমসেন-রাজা ও পরে নেপালরাজা কৌশলে জয় করেন।

তৎপরে স্ত্রীরাজ্য জয় করিয়া কর্ণের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইনি যুদ্ধাদির ব্যয়ের সুবিধার্থ "চলগঞ্জ" নামে সৈন্যসমভিব্যাহারী কোষাগার সৃষ্টি করেন। ইনি কম্মপর্ব্বতে একটী তাম্রখনি আবিষ্কার করিয়া তাম্র উত্তোলনপূর্ব্বক তাহার মূল্য হইতে একোনশতকোটি স্বর্ণমুদ্রা স্বনামে প্রস্তুত করান। শেষ দশায় তিনি কায়স্থমন্ত্রিগণের পরামর্শে যুদ্ধলালসা ত্যাগ করিয়া রমণী-বিলাসে মত্ত হইয়া পড়েন; শেষে ব্রহ্মশাপে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার জননী অমৃত-প্রভা পুত্রের সদ্গতির জন্য অমৃতকেশব নামে হরিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

জয়াপীড়ের পর তৎপুত্র ললিতাপীড় মহিষী দুর্গার প্রসবে রাজা হন। ইনি বড় কামাসক্ত ছিলেন; ইনি ব্রাহ্মণগণের নিকট সুবর্ণপার্শ্ব, ফলপুর ও লোচনোৎস নামক স্থানত্রয় কাড়িয়া লয়েন। ইহার রাজত্বকাল দ্বাদশবর্ষ মাত্র।

ললিতাপীড়ের পর তাঁহার বৈমাত্রেয় (গৌড়রাজকুমারী কল্যাণদেবীর গর্ভজাত) সংগ্রামাপীড় (দ্বিতীয়) পৃথিব্যাপীড় নাম গ্রহণ করিয়া সাত বৎসরকাল রাজত্ব করেন।

সংগ্রামাপীড়ের পর ললিতাপীড়ের শিশু পুত্র বৃহস্পতি বা চিপ্পটজয়াপীড় রাজা হইলেন। ইনি ললিতাপীড়ের ঔরসে জয়াদেবী নাম্নী জনৈক রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই জয়াদেবী অথুরবাসী কল্লপালের কন্যা। ইহার রূপ দেখিয়া ললিতাপীড় ইঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। বালক রাজা হওয়ায় বালকের পদ্ম, উৎপলক, কল্যাণ, মম্ম ও ধর্ম্ম নামে মাতুলেরা রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেও অল্পবয়স্ক ছিলেন। যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তিনি পঞ্চ প্রধান কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করেন এবং সকলেই জয়াদেবীর আদেশ মত কার্য্য করিতে লাগিলেন। জয়াদেবী জয়েশ্বরদেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। বালক বৃহস্পতি বা চিপ্পট জয়াপীড় ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়া মাতুলগণের চক্রান্তে অভিচারক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই সময়ে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে। জয়াদেবীর ভ্রাতৃপঞ্চক আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভাগিনেয়ের প্রাণসংহার করিয়া আবার একজন নামমাত্র রাজা করিবার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকে রাজা করা হইবে, তাহা লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে মতভেদ হইল। এই সময়ে জয়াপীড়ের আর একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (রাণী মেঘাবলীর গর্ভজাত) ত্রিভুবনাপীড় রাজবংশীয়গণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়ায় উত্তরাধিকারিতাসূত্রে রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য হয়; কিন্তু পঞ্চভ্রাতা একমত না হওয়ায়, জয়াদেবীর সহায়তায় উৎপল ঐ ত্রিভুবনাপীড়ের পুত্র অজিতাপীড়কে রাজা করেন।

অজিতাপীড় রাজা হইয়া ভ্রাতৃপঞ্চককে সমানভাবে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া বড় গোলে পড়িলেন, একজনের সহিত আলাপ করিলে অপর চারজনে চটিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই পাঁচজনে দেশে অনেক সৎকার্য্য করেন। উৎপল উৎপলপুর নামে নগর ও উৎপলস্বামী নামে দেবতা, পদ্ম পদ্মপুর (১) নামে নগর ও পদ্মস্বামী নামে দেবতা, পদ্মের পত্নী গুণদেবী বিজয়েশ্বর নামক স্থানে একটি ও পদ্মপুরে একটি দেবতা, ধর্ম্ম ধর্ম্মস্বামী নামে দেবতা, কল্যাণবর্ম্মা কল্যাণস্বামী নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং মম্ম মম্ম-স্বামী নামে দেবতা স্থাপন করেন। কাশ্মীরীয় ৮৯ লৌকিকাব্দে রাজা বৃহস্পতির মৃত্যু হয়, তাহার পর তাঁহার মাতুলেরা ৩৬ বৎসর অক্ষুণ্ণ প্রতাপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তাহার পর উৎপলের সহিত মম্মের বিষম যুদ্ধ হয়। এই ভয়ানক যুদ্ধে শবরাশিতে বিতস্তার জলপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যায়। কবি শঙ্কুক তাঁহার "ভুবনাভ্যুদয়" নামক কাব্যে এই যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেন। যুদ্ধে মম্মের পুত্র যশোবর্ম্মা জয়লাভ করিয়া, অজিতাপীড়কে রাজ্যচ্যুত এবং সংগ্রামাপীড়ের পুত্র অনঙ্গাপীড়কে রাজ্যস্থ করিয়াছিলেন।

অনঙ্গাপীড় রাজা হইলেন বটে, কিন্তু উৎপলের মৃত্যু হইলে, উৎপলের পুত্র সুখবর্ম্মা প্রতিশোধ লইয়া যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করিলেন এবং অনঙ্গাপীড়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া অজিতাপীড়ের পুত্র উৎপলাপীড়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

উৎপলাপীড়ের রাজত্বকালে সান্ধিবিগ্রহিক রত্ন যথেষ্ট-ধনশালী হন ও রত্নস্বামী নামে দেবতা স্থাপন করেন এবং বিমলাশ্ব নামক স্থানের জমীদার নর প্রভৃতি দার্ব্বাভিসারের বিচারপতি রাজার ন্যায় স্বাধীনতা অবলম্বন করেন।

এই সময় হইতেই কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনবংশের লোপ হইবার সূত্রপাত হয়। সুখবর্ম্মা যখন সিংহাসনে বসিবার আয়োজন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বন্ধু শুক তাঁহাকে হত্যা করেন, শূর নামে প্রধান মন্ত্রী কাশ্মীরীয় ৩১ লৌকিকাব্দে উৎপলাপীড়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া সুখবর্ম্মার পুত্র অবন্তিবর্ম্মাকে সিংহাসনে বসাইলেন।

কর্কোটক (কায়স্থ) বংশে এইরূপে ১৭ জন রাজা হইয়াছিলেন এবং সকলে ২৭০ বৎসর ১ মাস ও ২০ দিবস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উৎপল বংশের প্রথম রাজা অবন্তিবর্ম্মা বড় দানশীল ও প্রজাপ্রিয় ছিলেন। মন্ত্রীরা সকলেই তাঁহার বাধ্য ছিল। তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা অনেকবার তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সকলেই পরাজিত হন। তিনি স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুরবর্ম্মাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। যুবরাজ সুরবর্ম্মা স্বাধুরা ও হস্তিকর্ণ নামে গ্রামদ্বয় ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। ইনিই সুরবর্ম্মস্বামী ও গোকুল নামে দুই দেবতা স্থাপন করেন। অবন্তিবর্ম্মা ভূগৌরব নামে মঠ স্থাপন ও পঞ্চহস্ত নামে গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করেন। অবন্তিবর্ম্মার আর এক ভ্রাতা সমর রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মূর্ত্তি ও সমরস্বামী নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। মন্ত্রিবর শূরের দুইটি ভ্রাতা ধীর ও বিত্রপ স্ব স্ব নামে দেবমন্দির স্থাপন করেন। মন্ত্রিবর শূরের মহোদয় নামে এক দ্বারপাল মহোদয়স্বামী নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে থাকিয়া রামজ (রামজয়) নামক তদানীন্তন অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক ছাত্রগণকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন। আর একজন মন্ত্রী প্রভাকরবর্ম্মা প্রভাকরস্বামী নামে বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে, প্রভাকরের একটি শুকপক্ষী ছিল, সেই শুক অন্যান্য শুকের সহিত মিলিত হইয়া মুক্তা আহরণ করিত। প্রভাকর এই সকল শুকের স্মরণার্থ বিখ্যাত 'শুকাবলী' রচনা করেন। মন্ত্রী শূর বড় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অবন্তিবর্ম্মার সভায় শূরের কৃপায় তখনকার ভুবন-বিখ্যাত মুক্তাকণ, শিবস্বামী, আনন্দবর্দ্ধন ও রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থকার পণ্ডিতেরা প্রবিষ্ট হইয়া ছিলেন। মন্ত্রী শূর সুরেশ্বরীর মন্দির ও তন্মধ্যে হরগৌরীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তিনি সন্ন্যাসিগণের জন্য শূরমঠ নামে অট্টালিকা এবং

(১) পদ্মপুর—বর্ত্তমান সময় নাম পাম্পুর। রাজধানী শ্রীনগর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে বেহৎ নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত।

শূরপুর (১) নামে নগর নির্ম্মাণ করিয়া ক্রমবত্ত প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ দুন্দুভি আনাইয়া শূরপুরে স্থাপন করেন। মন্ত্রী শূরের পুত্র রত্নবর্দ্ধন সুরেশ্বরীর মন্দিরে ভুতেশ্বর নামে শিব ও শূর-মঠের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র মঠ এবং তৎপত্নী কাব্যদেবীও কাব্য-দেবীশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ অবন্তিবর্ম্মা বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী শূরের জন্য শৈবধর্ম্মেও আস্থা প্রদর্শন করিতেন। ইনি বিশ্বৈকসার নামক স্থানে অবন্তিপুর (২) নামে নগর স্থাপন করেন। এই স্থানে অবন্তিবর্ম্মা রাজ্য-প্রাপ্তির পূর্ব্বে অবন্তিস্বামী ও রাজা হইবার পর অবন্তীশ্বর নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি আপন রৌপ্যময় স্নানপাত্র ভাঙ্গিয়া ত্রিপুরেশ্বর, ভূতেশ ও বিজয়েশ এই তিন দেবতার রৌপ্যপীঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইঁহারই সময়ে পণ্ডিতবর শ্রীকল্লট ও সুয্য বর্ত্তমান ছিলেন। সুয্য স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বিতস্তার রুদ্ধ জলস্রোতের পথমুক্ত করিয়া, খাল খনন করিয়া, বাঁধ বাঁধিয়া ও সেতু করিয়া দেশের জলহীন স্থানে জলদান, জলমগ্ন স্থানের উদ্ধার, নিম্নভূমি সকলের রক্ষা এবং নদীপারাপারের পথ সুগম করেন। সুয্য যে সকল নিম্নভূমি জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন, তাহা কুণ্ডল নামে বিখ্যাত। ত্রিগ্রাম নামক স্থান হইতে সিন্ধুনদ পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত ও বিতস্তানদী পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সুয্য বিনয়স্বামী নামক স্থানে এই দুইটিকে একত্র করেন। এই সিন্ধু-বিতস্তাসঙ্গম এখনও বর্ত্তমান। ইহার একপার্শ্বে ফলপুর ও অপরপার্শ্বে পরিহাসপুর। ফলপুরে সঙ্গমস্থলের উপর বিষ্ণুস্বামীর মন্দির ও পরিহাসপুরে সঙ্গমস্থলের উপর বিনয়-স্বামীর মন্দির আজিও বর্ত্তমান এবং সঙ্গমস্থলে সুয্য-প্রতি-ষ্ঠিত হৃষীকেশের মন্দির। সুয্য সুয্যাকুণ্ডলনামক স্থান ব্রাহ্মণদিগকে দান এবং সুয্যাসেতু নির্ম্মাণ করেন। সুয্যা নামে এক চণ্ডালী শিশুকালে তাঁহাকে প্রতিপালন করে বলিয়া তাহার নামে সুয্য ঐ দুইটি কার্য্য করেন। মহারাজ অবন্তিবর্ম্মা শেষদশায় পীড়িত হইয়া ত্রিপুরেশপর্ব্বতে জ্যেষ্ঠেশ্বরের মন্দিরে অবস্থিতি ও নিত্য ভগবদ্গীতা শ্রবণ করিতে করিতে আষাঢ়ী শুক্লতৃতীয়ায় পরলোক গমন করেন তখন লৌকিক অব্দের ৫৯ বৎসর *

অবন্তিবর্ম্মার মৃত্যু হইলে উৎপলবংশীয় আরও অনেকে রাজ্যলাভার্থ উৎসুক হয়, কিন্তু রাজার পারিপার্শ্বিক সেনা-পতি রত্নবর্দ্ধন অবন্তিবর্ম্মার পুত্র শঙ্করবর্ম্মাকে রাজা করিলেন। মন্ত্রী কর্ণপাবিম্নপ ইহাতে বিদ্বেষপরবশ হইয়া সুরবর্ম্মার পুত্র সুখবর্ম্মাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন; ক্রমে রাজা ও যুবরাজ পরস্পরের শত্রু হইয়া পড়িলেন। শেষে নানা যুদ্ধের পর শঙ্করবর্ম্মারই জয় হইল। তৎপরে ইনি যুদ্ধ-যাত্রায় বহির্গত হইয়া দার্ব্বাভিসার, গুর্জ্জর ও ত্রিগর্ত্ত জয় করেন। পথিমধ্যে থক্কীয়করাজ বৈশ্যতা স্বীকার করিলে, তিনি ভোজরাজের কবল হইতে থক্কীয়রাজ্য উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। পরে দরদ ও তুরুষ্কের মধ্যবর্ত্তী প্রায় সমস্ত ভূভাগ জয় করেন। তৎপরে শঙ্করবর্ম্মা রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পঞ্চসত্র প্রদেশে স্বনামে নগর স্থাপন শঙ্করপুর † ও সেই নগরে শঙ্করগৌরীশ নামে শিবস্থাপন করেন। ইনি উদকপথের রাজা শ্রীস্বামীর কন্যা সুগন্ধাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে "সুগন্ধেশ" লিঙ্গ স্থাপন করেন। একজন নায়ক এই মন্দিরদ্বয়ের নিকট একটী সরস্বতীমন্দির স্থাপন করেন। তৎপরে হঠাৎ দৈববিড়ম্বনায় শঙ্করবর্ম্মার মতিচ্ছন্ন হইল। তিনি ছলে বলে কৌশলে স্বরাজ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন; দেবস্বাপহরণ, করবৃদ্ধি, রাজকর্ম্মচারীর বেতন হ্রাস ইত্যাদিতে দেশ বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া উঠিল। ইনি পত্তন-নামে এক নগর স্থাপন করিয়া মন্ত্রী-সুখরাজের ভাগিনেয়কে দ্বারপতিপদে নিযুক্ত করিয়া তথায় পাঠাইয়া দেন, কিন্তু বিরাণক নামক স্থানে নিজদোষে তাঁহার মৃত্যু হয়। শঙ্কর-বর্ম্মা কিন্তু বিরাণক নগর উৎসন্ন করিয়া উত্তরাপথে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন ও সিন্ধুতীরবর্ত্তী কয়েকটি রাজ্য জয় করিয়া উরশরাজ্যে প্রবেশকালে হঠাৎ এক ব্যাধের বাণে আহত হইয়া ৭৭ লৌকিক অব্দে ফাল্গুনী কৃষ্ণাসপ্তমীর দিন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মন্ত্রী সুখরাজ নানা কৌশলে রাজার মৃতদেহ লইয়া ৬ দিন পরে কাশ্মীরের অন্তর্গত বল্লাশক নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া রাজদেহের সৎকার করিলেন, রাণী

(১) শূরপুর—বর্ত্তমান নাম সোপুর। উলর হ্রদের পশ্চিমে বহৎ নদীর উভয়কূলে অবস্থিত।

(২) বেহৎ নদীর পূর্ব্বতীরে এবং শ্রীনগর হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন অবন্তিপুরের ধ্বংসাবশেষ এবং অবন্তিস্বামীর মন্দিরের সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত ভগ্নমন্দির দৃষ্ট হয়। এখন অবন্তিপুর 'বন্তিপুর" নামে অভিহিত।

* অবন্তিবর্ম্মার রাজত্ব প্রাপ্তির সময় লৌকিক অব্দের ৩১ বৎসর চলিতেছিল, সুতরাং ইহার রাজত্বকাল ২৭ বৎসর ২ মাস কয়েক দিন।

† শঙ্করপুর—বর্ত্তমান নাম পথন, শ্রীনগর হইতে ৮ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরভাগে অবস্থিত, এখানে আজও দুইটি পাষাণময় শিল্পনৈপুণ্য-বিশিষ্ট প্রাচীন শিবমন্দির দৃষ্ট হয়।

সুরেন্দ্রবতী ও আরও দুইটি রাণী, বালাবিত্ত ও জয়সিংহ নামে দুইজন বিশ্বাসী অনুচর এবং লাড় ও বজ্রসার নামে দুইজন ভৃত্য রাজার চিতায় সহমরণ করিল।

শঙ্করবর্ম্মার পর তাঁহার বালকপুত্র গোপালবর্ম্মা মাতা সুগন্ধার অধীনে রাজ্যলাভ করেন। রাণী সুগন্ধা কিন্তু এই সময়ে কোষাধ্যক্ষ প্রভাকরদেবের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইলেন। প্রভাকর রাণীর নিকট কৌশলে রাজ্যের মধ্যে প্রধান প্রধান পদ, ধন, রত্ন ও নানা ভূভাগ প্রাপ্ত হন। প্রভাকর সাহীরাজ্যমধ্যে ভাণ্ডাপুর নামে নগর স্থাপন করিতে তথাকার সাহীকে আদেশ দেন, কিন্তু বর্ত্তমান সাহী তাহা উপেক্ষা করায় প্রভাকর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া লল্লিয়সাহীর পুত্র তোরমাণসাহীকে * প্রদান করেন এবং দেশের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া কমলক নাম দেন। তৎপরে প্রভাকরের অত্যাচারে রাজ্য অস্থির হইয়া উঠিল। মহারাজ গোপালবর্ম্মা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন ও হঠাৎ একদিন কোষাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোষাগার শূন্যপ্রায়। প্রভাকর শাস্তি পাইবার ভয়ে স্বীয়বন্ধু রামদেবের সাহায্য ও কৌশলে গোপালবর্ম্মাকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। গোপালবর্ম্মা দুইবৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামদেবের কার্য্য প্রকাশ পাইলে সেও ভয়ে আত্মহত্যা করে।

গোপালবর্ম্মার পর তাঁহার সহোদর সঙ্কট ১০ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সঙ্কটবর্ম্মার পর লোকানুরোধে রাণী সুগন্ধা রাজ্যগ্রহণ করিলেন, কারণ গোপালবর্ম্মার মহিষী নন্দা তখন গর্ভবতী। রাণী সুগন্ধা পুত্রের নামানুসারে গোপালপুর নামে নগর, গোপালমঠ নামে মঠ এবং গোপালকেশব নামে দেবতা স্থাপন করেন। তৎপরে মহিষী নন্দা একটী সন্তান প্রসব করিলেন, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সন্তানটি মারা পড়ে। সুগন্ধা একাঙ্গদিগের সাহায্যে দুইবৎসর কাল রাজত্ব করেন। একাঙ্গজাতীয়েরা সৈন্যাপত্য করিত এবং তন্ত্রী জাতীয়েরা এই সময়ে মন্ত্রী ছিল। সুগন্ধা মনকষ্ট পাইয়া কোন উপযুক্ত লোকের হস্তে রাজ্যভার দিবার জন্য তন্ত্রী মন্ত্রিবর্গকে পাত্রনির্ব্বাচনার্থ আদেশ দিলেন। শেষে অবন্তিবর্ম্মার বংশলোপ হওয়ায় গর্গার গর্ভজাত সুখবর্ম্মার পুত্র নির্জ্জিতবর্ম্মাকে রাণী সুগন্ধা স্বয়ং মনোনীত করিলেন। নির্জ্জিতবর্ম্মা দিবসে নিদ্রা যাইতেন ও রাত্রে কার্য্যাদি করিতেন। তন্ত্রীরা এই জন্ত ইহার পক্ষ লইলেন না। কোষাধ্যক্ষ প্রভাকরের দুর্ব্যবহারে যে সকল রাজকর্ম্মচারী বিরক্ত ও পীড়িত হইয়াছিল, তাহারা এই সময় সুযোগ পাইয়া রাণী সুগন্ধাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল; তিনি হুষ্কপুরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু একাঙ্গেরা অতি অল্পদিন পরেই আবার তাঁহাকে রাজ্য দিবার জন্য আনিতে গেল। কাশ্মীরীয় ৮৯ লৌকিক অব্দে এই ঘটনা ঘটে। তন্ত্রীরা সুগন্ধার আগমনবার্ত্তা পাইয়া নির্জ্জিতবর্ম্মার দশমবর্ষীয় পুত্র পরার্থকে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে রাণী সুগন্ধার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া একটি পুরাতন জনশূন্য বিহারে ৯০ লৌকিক অব্দে রাণীকে বিনাশ করে। পরে পার্থ রাজা হইলেন। তাঁহার অলস যথেচ্ছাচারী পিতা তাঁহার রক্ষক হইলেন। তন্ত্রীদিগের মধ্যেও ক্রমশঃ আত্মবিচ্ছেদ ঘটিল। অপরাপর অধীনস্থ রাজন্যবর্গ স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে লাগিল। মেরু নামক মন্ত্রীর সন্তানেরা জ্যেষ্ঠ শঙ্করবর্দ্ধনের অধীনে থাকিয়া সুগন্ধাদিত্যের সহিত বন্ধুতা করিয়া তলে তলে রাজকোষাগার লুঠ করিতে লাগিলেন। ইঁহারাই শ্রীমেরুবর্দ্ধন নামে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

তৎপরে ৯৩ লৌকিক অব্দে রাজ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। একে রাজ্য অরাজক, তাহাতে, আবার দুর্ভিক্ষ, সুতরাং রাজ্য সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তন্ত্রীরা রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা, তাহারা নির্জ্জিতবর্ম্মা ও পার্থ এই উভয়ের মধ্যে যখন যাহা দ্বারা সুবিধা হইবে বোধ করিতে লাগিল, তখন তাহাকেই নামে সিংহাসনে বসাইয়া আপনারাই রাজত্ব করিতে লাগিল। সুগন্ধাদিত্য নির্জ্জিতবর্ম্মার পত্নীবর্গের মধ্যে রাসলীলা করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই স্ব স্ব পুত্রকে রাজা করাইবার জন্য সুগন্ধাদিত্যকে প্রচুর ধনরত্ন দান ও আপন আপন দেহ বিক্রয় করিতে লাগিল। মন্ত্রী মেরুর পুত্রেরা রাজ্যে প্রাধান্য লাভাশায় ভগিনী মৃগাবতীর সহিত নির্জ্জিতবর্ম্মার বিবাহ দিল, কিন্তু মৃগাবতীও অন্তঃপুরে গিয়া সপত্নীগণের পথানুসরণ করিয়া সুগন্ধাদিত্যের অধীনী হইলেন। ৯৭ লৌকিক অব্দে নির্জ্জিতবর্ম্মার মৃত্যু হয়। একাঙ্গেরা এই সময়ে বলপ্রকাশ করিয়া নির্জ্জিতবর্ম্মার বপ্পটদেবীনাম্নী পত্নীর গর্ভজাত চক্রবর্ম্মাকে রাজা করিল। বপ্পত, রাজার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১০ বৎসর কাটিয়া গেল। ৯৮ লৌকিক অব্দে মন্ত্রীরা চক্রবর্ম্মাকে দূর করিয়া মৃগাবতীর গর্ভজাত শূরবর্ম্মাকে রাজ্য দিলেন। কিন্তু ইঁহার মাতুলেরা ইঁহার প্রতি অনুকূল ছিলেন না, তাঁহারা অন্যান্য তন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া ও পার্থের নিকট বহু অর্থ উৎকোচ

* তোরমাণসাহির শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। See Epigraphica Indica, 1890, P. 238

পাইয়া ভাগিনেয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া পার্থকে রাজা করিলেন। শাম্ববতী নামে এক বেশ্যা এই সময়ে পার্থের প্রণয়িনী ছিল বলিয়া পার্থ তাহাকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিতেন। এই শাম্ববতীই শাম্বেশ্বরী নামে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১১শ লৌকিকাব্দে চক্রবর্ম্মা তখনকার রীত্যনুসারে তন্ত্রী-দিগকে উৎকোচ দিয়া রাজ্যলাভ করিলেন। কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রযুক্ত তিনি মেরুবর্ম্মার পুত্রগণের হস্তে অধিক ক্ষমতা দেওয়ায় তাহারা স্ব স্ব নামে রাজ্যের নানাস্থান অধি-কার করিল। ইঁহার রাজত্বে মেরুবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্কর-বর্দ্ধন প্রধান প্রাড়্‌বিবাক্ ও শম্ভুবর্দ্ধন প্রধান গৃহকৃত্য (মন্ত্রিত্বপদ) প্রাপ্ত হন। ঐ বৎসরে তন্ত্রীদিগের নিকট প্রতিশ্রুত উৎকোচের টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় চক্রবর্ম্মা ভয়ে মড়ব নামক স্থানে পলায়ন করেন। শঙ্করবর্দ্ধন এই সময়ে রাজা হইবার আশায় শম্ভুবর্দ্ধনকে বন্দোবস্ত করিবার জন্য তন্ত্রীদিগের নিকট পাঠাইলেন। শম্ভু গিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা না বলিয়া নিজেই বন্দোবস্ত করিলেন। এদিকে চক্রবর্ম্মা ডামরজাতীয় সর্দ্দার শ্রীঢক্কনামক স্থান-বাসী সংগ্রামের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুত করাইলেন। সংগ্রাম তন্ত্রীগণকে পদ্মপুর নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চক্রবর্ম্মাকে রাজ্য দিল। যুদ্ধে চক্রবর্ম্মার হস্তে শঙ্করবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। শম্ভুবর্দ্ধন সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু একাঙ্গেরা যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় চক্রবর্ম্মা অনায়াসে সিংহাসনে বসি-লেন। ভূভট নামে একজন সেনানী শম্ভুবর্দ্ধনকে বাঁধিয়া আনিয়া রাজসমক্ষে কাটিয়া ফেলিল।

চক্রবর্ম্মা রাজা হইয়া কতকটা শান্তি স্থাপন করিলেন। এই সময় রঙ্গ নামে এক বিদেশী ডোম্বগায়ক তিলোত্তমার ন্যায় সুন্দরী হংসী ও নাগলতা নামে দুইটী কন্যা লইয়া একদিন রাজসভায় গান করিতে আইসে। সুন্দরীদ্বয়ের রূপে মোহিত হইয়া চক্রবর্ম্মা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন। হংসীই প্রধানরাজ্ঞী হইলেন। এই সম্পর্কে ডোম্বেরা শিক্ষিত হইয়া রাজ্যমধ্যে প্রধান হইয়া উঠিল। এই ডোম্বের জন্য রাজ্যে ভয়ানক অত্যাচার হইতে লাগিল। চক্রবর্ম্মা শৈবগণের জন্য চক্রমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নির্ম্মাণ শেষ হইতে না হইতে ইঁহার রাজ্যলাভের প্রধান সহায় অত্যাচার-পীড়িত ডামরগণ কর্ত্তৃক অন্তঃপুর মধ্যে কাশ্মীরীয় ১৬ লৌকিক অব্দে নিহত হন।

ইঁহার পর শর্ব্বট ও অন্যান্য মন্ত্রী পার্থপুত্র উন্মত্তা-বন্তিকে রাজা করেন। ইনি অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। ইনি পিতামাতা ও শিশু ভ্রাতা ভগিনীদিগকে কয়েক দিন অনাহারে রাখিয়া নানা যন্ত্রণা দিয়া কাটিয়া ফেলেন। প্রভাগুপ্ত, শর্ব্বট, ছোজ, কুমুদ, অমৃতাকর ও প্রজ্ঞাগুপ্তের পুত্র দেবগুপ্ত, উন্মত্তাবন্তির প্রিয় ও সমধর্ম্মা মন্ত্রী ছিলেন। রক্ক নামে এক অতিশয় সাহসী বীরপুরুষ সেনাপতি ছিলেন। ডামর সর্দ্দারের বাটীর নিক এক সরোবরে রক্ক শ্রীদেবীকে পদ্মবনে অধিষ্ঠিতা দেখিয়া ঠিক সেই মূর্ত্তির আদর্শে রক্কজায়া নামে দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। কাশ্মীরীয় ১৫শ লৌকিকাব্দে উন্মত্তাবন্তি যক্ষ্মারোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

তৎপরে রাজান্তঃপুরের রমণীগণের চক্রান্তে অজ্ঞাত-কুলশীল এক শিশু শূরবর্ম্মা নামে রাজপুত্র বলিয়া পরি-চিত হইয়া রাজা হইলেন। কম্পনরাজ কমলবর্দ্ধন এই সময়ে উচ্ছৃঙ্খল ডামরগণকে শাসন করিয়া মড়ব নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। তিনি শুনিলেন, নব শিশুরাজ জয়স্বামী দর্শনে গিয়াছেন, অমনি সসৈন্যে রাজধানী আক্রমণ করি-লেন। তন্ত্রী, একাঙ্গ প্রভৃতি সকল সৈন্যই দৈববশে পরাজিত হইল। তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া উপযুক্ত রাজ-নির্ব্বাচনে আদেশ দিলেন। ভাবিলেন, তিনিই নিজে নির্ব্বাচিত হইবেন। ব্রাহ্মণেরা কিন্তু লোকনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, উৎপলের বংশীয় কেহই নাই। পিশাচকপুরের বীরদেবের পুত্র কামদেব মেরুবর্দ্ধনের বাটীতে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহারই পুত্র প্রভাকর শঙ্করবর্ম্মার কোষাধ্যক্ষ হন। তিনি সুগন্ধার সহিত তন্ত্রীগণের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। প্রভাকরের পুত্র যশস্কর রাজ্যের দুরবস্থা দেখিয়া স্বীয় বন্ধু ফল্গুনকের রাজ্যে উপস্থিত হন। তিনি এই সময়ে একদিন স্বপ্ন দেখিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে দেখিয়াই রাজপদে বরণ করেন।

এইরূপে কম্নপালের বংশে স্ত্রীলোক, মন্ত্রিগণ ও অজ্ঞাত-কুলশীল বালক ব্যতীত ৮ জন রাজা হন ও সর্ব্বশুদ্ধ কাশ্মীর-রাজ্য এই বংশের হস্তে ৮৪ বৎসর ৪ মাস থাকে।

যশস্কর রাজা হইয়া সুখে শান্তিতে সুবিচার করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইঁহারও দোষ ছিল, লল্লা নামে এক নীচজাতীয়া ভ্রষ্টা রমণীকে ইনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি-তেন ও তাহাকেই পত্নীগণের প্রধানা করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। ইনি স্বপুত্র সংগ্রামদেবকে ত্যাজ্যপুত্র করেন এবং অবশেষে উদরপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া স্বীয় পিতৃব্যপুত্র রামদেবের পুত্র বর্ণটকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অবসর লইলেন। কিন্তু বর্ণট পীড়িত পিতৃব্যের কোন সংবাদ না লইয়া নবরাজ্যের আমোদে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যশস্কর ভ্রাতুষ্পুত্রের এই ব্যবহারে মর্ম্মাহত

হইয়া মৃত্যুকালে সংগ্রামদেবকেই রাজ্যদান করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত যশস্করস্বামী নামে অর্দ্ধনির্ম্মিত দেবালয়ে কালযাপন করেন। এই মন্দিরে পর্ব্বগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার ধনরত্ন ও দাসদাসী হরণ করিয়া তাঁহাকে একাকী রাখিয়া চলিয়া যায়। রাজা তিন দিন পরে অনাহারে অচিকিৎসায় অসহায়ে ২৪ লৌকিকাব্দে ভাদ্র কৃষ্ণ তৃতীয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহিষী ত্রৈলোক্যদেবী সহগমন করেন।

তৎপরে পর্ব্বগুপ্ত, ভূভট প্রভৃতি শিশু সংগ্রামকে রাজা করিয়া তাহার পিতামহীকে অভিভাবিকা নিযুক্ত করিলেন। (ইঁহার পা বাঁকা ছিল বলিয়া বক্রাঙ্ঘ্রি-সংগ্রাম নামে পরিচিত হন,) কালে পর্ব্বগুপ্ত বৃদ্ধা রাজমাতাকে ও অন্য পাঁচজন সহকারীকে বধ করিয়া রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন, কিন্তু শিশু সংগ্রামকেই রাজা রাখিলেন, একাঙ্গদিগের ভয়ে হঠাৎ তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারেন নাই। শেষে একদিন রাত্রে একদল সৈন্য লইয়া রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাজভক্ত মন্ত্রী রামবর্দ্ধন বিনষ্ট হইলেন। পর্ব্বগুপ্ত বিলম্ব না করিয়া অমনি সিংহাসনে গিয়া বসিলেন। বেলাবিত্ত নামে এক ব্যক্তি অমনি গলার মালা ধরিয়া তাঁহাকে ভূমে নিক্ষেপ করিল। পর্ব্বগুপ্ত উঠিয়া অপর একগৃহে বক্রাঙ্ঘ্রি সংগ্রামকে বিনাশ করিলেন।

২৪ লৌকিকাব্দে ফাল্গুনের কৃষ্ণা দশমীতে পর্ব্বগুপ্ত রাজা হইলেন। ইনি বিশোকপর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদরাজশিবির অভিনবের পৌত্র সংগ্রামগুপ্তের পুত্র। পর্ব্বগুপ্ত স্কন্দমন্দিরের নিকট পর্ব্বগুপ্তেশ্বর নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। যশস্করের এক পত্নীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ইনি যশস্করস্বামীর মন্দির সম্পূর্ণ করাইয়া দেন। মন্দির শেষ হইলে রাজমহিষী এই পাপীর হাত এড়াইবার জন্য জলচিতায় আরোহণ করেন। ইনিও তাঁহার শোকে পীড়িত হইয়া ত্রিপুরেশ্বরী-মন্দিরে থাকিয়া ২৩ লৌকিকাব্দে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর দিন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

তাঁহার পর তৎপুত্র ক্ষেমগুপ্ত রাজা হন। ইনি অতিশয় সুরাপায়ী ও আজন্ম অত্যাচারী ছিলেন। ফাল্গুন ও ডিক্ষুবংশীয় বামনাদি ইঁহাকে সর্ব্বদা পাপে উৎসাহ দিত। দ্যূতক্রীড়া, রমণী ও মদ্য ইঁহার সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিত। যশস্করের সময়কার মন্ত্রী ফাল্গুনভট্ট এই সময়ে ফাল্গুনস্বামী নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। কম্পনরাজ বৃদ্ধ রক্ক এই সময়ে ডামরসর্দ্দারকে বিনাশ করিবার জন্য জয়েন্দ্রবিহারে অগ্নি দেন। ডামরসর্দ্দার ইহার মধ্যে লুকাইয়া ছিল। রক্ক প্রজ্বলিত পতনোন্মুখ বিহার হইতে বুদ্ধমূর্ত্তির উদ্ধার করেন ও উহার প্রস্তরাদি দ্বারা পথের ধারে রাজার নামে ক্ষেমগৌরীশ্বর নামে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। লোহরদুর্গের শাসনকর্ত্তা সিংহরাজ স্বকন্যা দিদ্দার সহিত ক্ষেমগুপ্তের বিবাহ দেন। দিদ্দার মাতামহ সাহী ছিলেন, ইনি ক্ষেমগুপ্তের নিকট অর্থ পাইয়া ভীমকেশব নামে দেবতা স্থাপন করেন। দ্বারপতি ফাল্গুনকন্যা চন্দ্রলেখাও ক্ষেমগুপ্তের আর এক মহিষী ছিলেন।

ক্ষেমগুপ্ত শীকারপ্রিয়; শীকারের জন্য দামোদরবনে লল্যান ও শিমিক প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেন। উল্কামুখী শীকারে ইঁহার বড়ই আমোদ হইত। ৩৪ লৌকিকাব্দে পৌষমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রে শীকার করিতে গিয়া এক উল্কামুখীর মুখমধ্যে প্রজ্বলিত উল্কা দেখিয়া ভয়ে তাঁহার লূতাময় জ্বর হয়। এই জ্বরই তাঁহার কাল হইল। তিনি হুষ্কপুরের নিকট বরাহমন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি ক্ষেমমঠ ও শ্রীকণ্ঠ নামে দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করান। তৎপরে ঐ মাসেই শুক্লপক্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি ৯ বৎসর রাজত্ব করেন।

ক্ষেমগুপ্তের পর তাঁহার শিশু পুত্র দ্বিতীয় অভিমন্যু মহিষী দিদ্দার তত্ত্বাবধানে রাজা হন। এই সময়ে ভুঙ্গেশ্বরের বাজারের নিকট এক ভয়ানক অগ্নিদাহ আরম্ভ হইয়া বর্দ্ধনস্বামীর মন্দির হইতে ভিক্ষুকীর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ভস্মাবশিষ্ট হইয়া যায়। ক্ষেমগুপ্তের মৃত্যু হইলে অন্যান্য রাণী তাঁহার সহিত সহমৃতা হন; কেবল দিদ্দা নররাহনের অনুরোধ ও রক্কের যত্নে সহমৃতা হইলেন না; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন না বলিয়া রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইতে না হইতেই ফাল্গুনাদি মন্ত্রিবর্গ বিদ্রোহিতা করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু শেষে আপনারাই থামিয়া যায়। ফাল্গুন রাজধানী ত্যাগ করিয়া পর্ণোৎস নামক স্থানে গিয়া বাস করে। পর্ব্বগুপ্ত যখন রাজা হন, তখন ভূভট ও ছোজ নামক মন্ত্রিদ্বয়ের সহিত স্বীয় দুই কন্যার বিবাহ দেন। তাঁহাদের মহিমা ও পাটল নামে দুই পুত্র হয়। এই সময়ে তাঁহারা রাজ্যলোভে হিমকাদি মন্ত্রীর সহিত যোগদান করেন। মহিষী দিদ্দা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। মহিমা স্বীয় শ্বশুর শক্তিসেনের আশ্রয় লইলেন। পরিহাসপুর হইতে হিম্মক, উৎকল ও ইরামত্ত এবং ললিতাদিত্যপুর হইতে অমৃতাকরের পুত্র উদয়গুপ্ত ও যশোধর আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিল। একমাত্র মন্ত্রী নরবাহন মহিষী দিদ্দার পক্ষে রহিলেন। মহিষী শেষে ললিতাদিত্যপুরের ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে সন্ধি করিয়া যশোধরকে কম্পনপ্রদেশ দান

করিয়া আশুবিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। অবশেষে মহিমা অভিচারক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে কম্পনরাজ যশোধরের সহিত সাহীরাজ থক্কনের যুদ্ধ হয়। রক্কাদির পরামর্শে দিদ্দা যশোধরের দোষ বিবেচনায় তাঁহাকে কম্পন হইতে দুরীভূত করিতে চাহেন। ইরামন্ত, শুভধর প্রভৃতি পূর্ব্বের সন্ধিকথা স্মরণ করিয়া সৈন্য লইয়া শূর-মঠের নিকট রাজসৈন্যকে আক্রমণ করিল। সিংহদ্বারে একাঙ্গ সৈন্যদল দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু পরাজিত হয়-হয় এমন সময় রাজা কুল-ভট্ট সসৈন্যে আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিলে রাজসৈন্যের জয় হইল। যুদ্ধে হিম্মক নিহত এবং শুভধর, মুকুল, উদয়গুপ্ত ও যশোধর বন্দী হইলেন। ইরামন্ত গয়াযাত্রী কাশ্মীরীয়-গণের নিকট গয়ালীরা যে কর আদায় করিত, তাহা নিবারণ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার গলায় পাথর বাঁধিয়া তাঁহাকে বিতস্তায় ডুবাইয়া মারেন। অবশেষে তিনি মন্ত্রী নরবাহনের পরামর্শে নিরাপদে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। নরবাহন রাজানক পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজ্ঞী নর-বাহনকে সম্পূর্ণ হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিতেন। এক ধূর্ত্ত কোষাধ্যক্ষ ইহা সহিতে না পারিয়া কৌশলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য জন্মাইয়া দেয়। ক্রমে দিন দিন মহিষী নরবাহনকে প্রকাশ্যে অপমান, ঘৃণা ও অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। নরবাহন শেষে উত্ত্যক্ত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। এই সময় হইতে রাজ্ঞীর নিষ্ঠুরতা বাড়িল, তিনি ডামরমর্দ্দার সংগ্রামকে সপরিবারে বিনাশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। মন্ত্রী ফাল্গুন পুনরায় কর্ম্মভার পাইলেন। এদিকে কার্ত্তিক মাসে শুক্ল তৃতীয়ায় (৪৮ লৌকিক অব্দে) মহারাজ অভিমন্যু যক্ষ্মারোগে পরলোক গমন করিলেন।

তৎপরে দিদ্দার অধীন তাঁহার শিশু পৌত্র (অভিমন্যুর পুত্র) নন্দিগুপ্ত রাজা হইলেন। এবার পুত্রশোকে রাজ্ঞীর চৈতন্য হইল। তিনি আবার প্রজার হিতকর কার্য্যে রত হইলেন। তিনি অভিমন্যুপুর নামে নগর অভিমন্যুস্বামী নামে দেবতা, স্বনামে দিদ্দাপুর ও দিদ্দাস্বামী নামে দেবতা স্থাপন করিলেন। তৎপরে নিজ স্বামীর স্বর্গকামনায় কঙ্কণপুর নামে নগর ও "দিদ্দাস্বামী" নামে শ্বেতপ্রস্তরের বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লোহরবাসী ও কাশ্মীরীয়গণের সুবিধার্থে একটি পান্থনিবাস, পিতৃনামে সিংহস্বামী নামে দেবতাস্থাপন ও একটি ব্রাহ্মণাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বিতস্তা ও সিন্ধুর সঙ্গমস্থলে তিনি আরও কয়েকটি দেবতা স্থাপন করেন, সর্ব্বশুদ্ধ ইঁহার স্থাপিত ৬৮টি দেব-মূর্ত্তি আছে। ইঁহার বল্লা নামে বৈবধিকজাতীয়া এক দাসী বল্লামঠ নামে এক মঠ স্থাপন করে। এক বৎসর পরে রাজ্ঞী দিদ্দার শোক দূর হইল। তিনি আবার কুকর্ম্মে লিপ্ত হইলেন। এবার তিনি অগ্রহায়ণমাসে (৪৯ লৌকিকাব্দে) অভিচারক্রিয়ার সাহায্যে তাঁহার শিশুপৌত্র নন্দিগুপ্তের প্রাণ বিনাশ করিলেন ও তাঁহার সহোদর ত্রিভুবনগুপ্তকে রাজা করিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে অগ্রহায়ণমাসে তাঁহারও প্রাণনাশ করিলেন। ত্রিভুবনগুপ্তের পর তাঁহার আর একটী সহোদর ভীমগুপ্ত রাজা হন, কিন্তু তিনিও রাক্ষসী পিতামহীর হস্তে (৫৬ লৌকিকাব্দে) নিহত হন। ইতিমধ্যে মন্ত্রিবর ফাল্গুনও বিনষ্ট হন।

ভীমগুপ্তের পর দিদ্দা প্রকাশ্যে সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার কুপ্রবৃত্তিসাধনে সম্মত না হওয়ায় অনেকেই বিনষ্ট হন। ইঁহার প্রিয় উপপতি তুঙ্গ শেষে প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তুঙ্গ এদিকে স্বীয় লাতৃপক্ষের সহিত মিলিয়া রাজ্যহরণের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী দিদ্দার ভ্রাতু-ষ্পুত্র বিগ্রহরাজ তুঙ্গকে বিনাশের চেষ্টা করিতে লাগি-লেন। দিদ্দা বুঝিতে পারিয়া অর্থবলে বিগ্রহরাজকে দেশবহিষ্কৃত, কর্দ্দমরাজকে নিহত ও তুঙ্গের ইচ্ছানুসারে রক্কের পুত্র সুলক্ষণাদি মন্ত্রিগণকেও রাজসভা হইতে দূরীভূত করিলেন। মন্ত্রী ফাল্গুনের মৃত্যুর পর রাজপুরীরাজ বিদ্রোহী হন। তুঙ্গ যুদ্ধে তাঁহাকে জয় করিয়া 'রাজপুরীরাজ' এবং ডামররাজ্য ও কম্পন জয় করিয়া 'কম্পনরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপরে দিদ্দা স্বীয় ভ্রাতা উদয়রাজের পুত্র সংগ্রামরাজকে যুবরাজ করিলেন। শেষে (৮৯ অব্দে) ভাদ্রের শুক্ল অষ্টমীতে দিদ্দার মৃত্যু হয়।

এইরূপে কণ্টকবংশে দশজন রাজা ৬৪ বৎসর ২৩ দিন রাজত্ব করেন।

সংগ্রামরাজ ক্ষমাপতি নাম লইয়া সিংহাসনে বসিলেন। ইনি গম্ভীর ও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। ইঁহার সময়েও তুঙ্গ মহাপ্রতাপশালী ছিলেন, সুতরাং রাজ্যের অন্যান্য প্রধান প্রধান মন্ত্রী ও কর্ম্মচারীরা তুঙ্গের প্রতাপ খর্ব্ব করিবার জন্য পরিহাসপুরে বিদ্রোহী হয়, কিন্তু বিদ্রোহিদিগের মধ্যে অনেকে বিনষ্ট হয়। তুঙ্গ শেষে ভদ্রেশ্বর নামক একজন কায়স্থের সাহায্য লইয়া বিপদে পড়িলেন। এই সময়ে তুরুষ্করাজ হাম্মীর সাহীরাজ্য আক্রমণ করেন। ত্রিলোচন-পাল সাহী কাশ্মীররাজের সাহায্য চাহিলেন। তুঙ্গ সসৈন্যে সাহীরাজ্যে গেলেন। যুদ্ধে বিপক্ষ পরাজিত হইয়া পলাইল,

কিন্তু তুঙ্গ ত্রিলোচনের কথামত পর্ব্বতপার্শ্বে শিবির স্থাপন না করায় নূতন তুরুষ্কসৈন্য আসিয়া পর্ব্বতপার্শ্ব হইতে কাশ্মীরী সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিল। তুঙ্গ পলাইয়া রাজ্যে ফিরিলেন। ত্রিলোচন হস্তীক নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন; সাহীরাজ্য চিরদিনের জন্য হাম্মীরের অধিকৃত হইল। তুঙ্গের পুত্র কন্দর্পসিংহ গর্ব্বিত ও বিলাসী ছিলেন। এই সময় বিগ্রহরাজ গোপনীয় পত্রদ্বারা তুঙ্গবধের জন্য ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা ক্ষমাপতি কিন্তু হঠাৎ তাহা পারেন নাই; অবশেষে পীড়া-পীড়িতে একদিন কোন মন্ত্রণার পরামর্শ করিবার ছলে তুঙ্গকে মন্ত্রগৃহে আহ্বান করিলেন। তুঙ্গ গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র পব, শর্করক ও অন্যান্য অনুচরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। তুঙ্গ বিনষ্ট হইলে তুঙ্গের পুত্রও মৃত হইয়া নিহত হইলেন। এই ঘটনার পর তুঙ্গের নাগ নামে এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনিই এখন কম্পনরাজ হইলেন। কন্দর্পের স্ত্রী নাগের সহিত ভ্রষ্টাচারে রত হইলেন। বিচিত্রসিংহ ও ভ্রাতৃসিংহ নামে কন্দর্পের দুই পুত্র স্ব স্ব মাতার সহিত রাজপুরীতে পলায়ন করিল। তুঙ্গের মৃত্যুর পর দরদ, ডামর ও দিবিরেরা বিদ্রোহী হয়। ক্ষমাপতি নিজে কোন প্রাসাদ বা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন নাই। তাঁহার কন্যা লোঠিকা স্বনামে একটি ও মাতা তিলোত্তমার নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভল্লেশ্বরও একটি মঠ স্থাপন করেন। শ্রীলেখা নাম্নী মহিষী জয়াকর নামে (সুগন্ধিসিংহের ঔরসে জয়লক্ষ্মীর গর্ভজাত) তুঙ্গের এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত ভ্রষ্টা ছিলেন। ৪ লৌকিক অব্দে ১লা আষাঢ় রাজা ক্ষমাপতি পরলোক গমন করেন।

ইহার পর ইহার পুত্র শ্রীলেখার গর্ভজাত হরিরাজ রাজা হন। ইনি অতি সুশীল প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। ২২ দিন মাত্র রাজত্ব করিয়া শুক্ল-অষ্টমীতে কালগ্রাসে পতিত হন। কথিত আছে, শ্রীলেখা পুত্রের নিকট স্বীয় ভ্রষ্টাচারের জন্য তিরস্কৃত হওয়ায় অভিচারদ্বারা তাঁহার প্রাণ নষ্ট করেন।

তৎপরে শ্রীলেখা স্বয়ং রাজত্ব করিবার জন্য অভিষেকের আয়োজন করিলেন, এমন সময় হরিরাজের ধাত্রীপুত্র সাগর একাঙ্গদিগের সহিত যোগ দিয়া হরিরাজের কনিষ্ঠ অনন্তদেবকে রাজা করিল। বৃদ্ধ বিগ্রহরাজ শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজ্য হরণ করিবার জন্য এই সময়ে লোহর হইতে বৃহৎ একদল সৈন্য লইয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিলেন এবং লোঠিকামন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীলেখা সংবাদ পাইয়া একদল সৈন্য পাঠাইয়া বিদ্রোহীদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিলেন। তৎপরে অনন্তদেব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সাহীরাজপুত্রেরা তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িল। জ্যেষ্ঠ রুদ্রপাল দম্মাদল ও কায়স্থগণকে প্রতিপালন করিতেন এবং রাজাকে আপাতসুখকর মন্ত্রণা দিতেন। রুদ্রপাল নিজে জালন্ধররাজ ইন্দুচন্দ্রের অতিরূপবতী জ্যেষ্ঠা কন্যা আশামতীকে বিবাহ করেন ও তৎকনিষ্ঠা সূর্য্যমতীর সহিত অনন্তদেবের বিবাহ দেন। শ্রীলেখা এই সময় স্বামী ও পুত্রের (হরিরাজের) স্বর্গকামনায় দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। কম্পনরাজ ত্রিভুবন ডামরগণের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হন ও কাশ্মীর আক্রমণ করেন। একাঙ্গগণের সাহায্যে অনন্তদেব এই বিদ্রোহ-নিবারণ ও ত্রিভুবনকে দূরীভূত করেন। তৎপরে অনন্তদেব স্বীয় প্রিয়পাত্র ব্রহ্মরাজকে কোষাধ্যক্ষ করেন; কিন্তু তিনি রুদ্রপালের প্রতিপত্তি দেখিয়া হিংসায় পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঁচজন ম্লেচ্ছরাজ, দরদ ও ডামরগণের সহিত মিলিত হইয়া দরদরাজকে সেনাপতি করিয়া কাশ্মীর আক্রমণ করিলেন। রুদ্রপাল ও অনন্তদেব একাঙ্গ সৈন্য লইয়া ক্ষীর-পৃষ্ঠ নামক স্থানে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতে যুদ্ধারম্ভ স্থির হইল। ইতিমধ্যে দরদরাজ ক্রীড়াপিণ্ডারক নামক নাগের আলয়ে উৎপাত করায় নাগেরা ভাবিল, বুঝি যুদ্ধ বাধিয়াছে; তাহারও ছুটিল। শেষে বাস্তবিকই কাশ্মীর-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে ম্লেচ্ছরাজগণ ও দরদরাজ নিহত হইলেন। রুদ্রপাল মুকুটমণ্ডিত দরদরাজের মস্তক অনন্তদেবকে উপহার দিলেন। উদয়নবৎস নামে দরদ-রাজের ভ্রাতা তৎপরে অভিচারক্রিয়ার সাহায্যে রুদ্রপাল ও তদীয় ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট করেন। ইহার পর রাণী সূর্য্যমতী বা সুভটা বিতস্তাতীরে সুভটামঠ নামে শিবমন্দির স্থাপন করিলেন। এই মন্দিরের নিকট রাজ্ঞী স্বীয় কনিষ্ঠ সহো-দর আশাচন্দ্র বা কল্লনের নামে একটি গ্রাম স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন রাজ্ঞী সূর্য্যমতী স্বামীর নামে অমরেশ্বর, একজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিল্লনের নামে বিজয়েশ্বর এবং ত্রিশূল, বাণলিঙ্গ প্রভৃতি শিব ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পরে ইহার গর্ভজাত শিশুসন্তান রাজরাজের মৃত্যু হইলে রাজা ও রাণী উভয়ে রাজবাটী ত্যাগ করিয়া সদাশিবের মন্দিরের নিকট বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে চিরদিনের জন্য কাশ্মীরের পুরাতন রাজপ্রাসাদ পরিত্যক্ত হয়; কারণ, তৎপরবর্ত্তী রাজগণও এই মন্দিরের নিকট বাস করি-তেন। এই সময়ে ডক্লক নামে একজন বৈশিক ভাঁড় রাণীর বড় প্রিয়পাত্র হইয়া যথেষ্ট ধন রত্ন লাভ করে,

এমন কি তাহাতে রাজকোষ শূন্যপ্রায় হয়। রাণী সূর্য্যমতী ইহা বুঝিয়া রাজকোষ নিজহস্তে রাখিয়া অপরিমিত ব্যয় নিবারণ করেন। ত্রিগর্ত্তদেশীয় কেশব নামে ব্রাহ্মণ এই সময়ে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌরীশ-ত্রিদশালয় নামক স্থানে প্রাসাদপাল নামে এক বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, হলধর, বজ্র ও বরাহ। হলধর, রাণী সূর্য্যমতীর অনুগ্রহে প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি মন্ত্রী হইয়া রাজ্যে অনেকগুলি শুভানুষ্ঠান করেন এবং বিতস্তা ও সিন্ধুর সঙ্গমস্থলে এক স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ করান। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরাহের পুত্র বিম্ব অতিশয় বীর ছিলেন। তিনি ডামর ও খশদিগকে বশীভূত করেন, কিন্তু খশযুদ্ধে স্বয়ং নিহত হন। কিছুদিন পরে স্ত্রীর কথায় অনন্তদেব স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া স্বপুত্র কলস বা দ্বিতীয় রণাদিত্যকে রাজা করিলেন। মন্ত্রী হলধর এই প্রস্তাবে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাহা শুনিলেন না। শেষে উদ্ধত যুবা রণাদিত্য পিতাকে ও তাঁহার পত্নীরা রাণী সূর্য্যমতীকে একবারে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। রণাদিত্য অধীন রাজগণের নিকট যেমন সম্মান ও অভিবাদনাদি পাইতেন, পিতাকেও সেইরূপ করিতে আদেশ দিলেন। তখন রাজা ও রাণী উভয়েরই চৈতন্য হইল। হলধর কৌশল করিয়া আবার রাজ্যভার বৃদ্ধ রাজার হস্তে দিলেন, উদ্ধত রণাদিত্য নামে মাত্র রাজা রহিলেন। এই সময়ে বিগ্রহরাজের পুত্র ক্ষিতি-রাজ রাজা অনন্তের নিকট আসিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার নিজ পুত্র ভুবনরাজ ও পৌত্র নীল তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়াছে এবং বিগ্রহরাজ যে সকল ব্রাহ্মণকে সমাদর করিতেন, তাঁহাদের নামে কুকুর পুষিয়া তাহাদের গলায় উপবীত দিয়াছে, অতএব আমি তাহাদের মুখাবলোকন করিব না। আমি আপনার শিশু পৌত্রকে আমার উত্তরাধিকারী করিলাম, আপনি সে রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন। এই বলিয়া ক্ষিতিরাজ চক্রধরে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুসেবায় জীবনযাপন করিলেন। রাজা অনন্ত উৎকর্ষরাজ নামক স্বীয় পিতৃব্যপুত্রকে ক্ষিতিরাজের রাজ্যে পৌত্রের পক্ষে শাসনকর্ত্তা করিলেন। ইঁহার সময়ে জিন্দুরাজ নামে এক ব্যক্তি উচ্ছৃঙ্খল ডামর ও দরদগণকে দমন করায় রাজা তাঁহাকে কম্পনরাজ্যের রাজা করেন। তৎপরে হলধরের মৃত্যু হয়। ইনি মৃত্যুকালে কম্পনাপতি জিন্দুরাজ ও কোষাধ্যক্ষ নাগ জয়ানন্দ হইতে সাবধান থাকিতে বলেন এবং হঠাৎ পররাজ্য আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া যান। এই পরামর্শমতে রাজা অনন্ত সুবিধামতে জিন্দুরাজকে কারাবদ্ধ করিলেন। কালে জয়ানন্দ ও সাহীরাজপুত্র বিজ্জ-সিংহ ও রাজপাজ নামমাত্র রাজা রণাদিত্যকে কেবল কুপথে নিয়োজিত করিতে লাগিল। এই সময় ইঁহার দেবোপম গুরু অমরকণ্ঠের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার হতভাগা পুত্র প্রমোদকণ্ঠ গুরু হন। মন্ত্রী হলধরের এক দুর্বৃত্ত পুত্র কনক নিষ্ঠুরের শিরোমণি ছিল, সে বলপূর্ব্বক প্রজার রমণীগণকে গৃহ হইতে আপনাদের দলে ধরিয়া আনিত। এইরূপে এই দুষ্ট সঙ্গীর সঙ্গ পাইয়া রণাদিত্য রীতিমত নরকের পথে অগ্রসর হইলেন, তিনিও গুরু প্রমোদকণ্ঠের ন্যায় স্বীয় ভগিনী কল্পনা ও কন্যা নাগার সতীত্ব হরণ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা ও রাণী এই ব্যাপার শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন বাস অবলম্বন করিলেন। ক্রমশঃ প্রজাদের স্ত্রীপুত্র লইয়া ঘর করা অসম্ভব হইল। একদিন রণাদিত্য জিন্দু-রাজের পুত্রবধূর উপর আসক্ত হইয়া রাত্রে তাহার বাটীতে প্রবেশ করেন, শেষে চণ্ডালগণের হস্তে প্রহারিত হইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় নিজ পরিচয় দিয়া পলাইয়া আসেন। বৃদ্ধরাজ অনন্তদেব তখন পুত্রের দুর্দ্দশার চরমকাল উপস্থিত জানিয়া ৫৫ লৌকিক অব্দে বিজয়ক্ষেত্র নামক স্থানে দেবসেবায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। তথঙ্গ-রাজ সূর্য্যবর্ম্মা ও ডামররাজ ক্ষীর তাঁহার অনুগমন করেন। তৎপরে রণাদিত্য স্বাধীন হইয়া জিন্দুরাজকে স্বাধীনতা দিয়া বিজয়ক্ষেত্রে বৃদ্ধ পিতার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাই-লেন। রাজ্ঞী সূর্য্যমতী পুত্রের দুর্ব্বুদ্ধিতে তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া পাঠাইলেন। ভাগ্যক্রমে রণাদিত্য সেই ভৎর্সনায় নিরস্ত হইলেন, কিন্তু দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেন না। অবশেষে বৃদ্ধরাজ অনন্তদেব পীড়িত প্রজা ও অনুচরগণের কর্কশবাক্যে উত্তেজিত হইয়া পুত্রের হস্ত হইতে রাজ্যভার কাড়িয়া লইবার জন্য আয়োজন করিলেন। এদিকে রাজ্ঞী সূর্য্যমতী স্বীয় পৌত্র হর্ষকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হর্ষ আসিয়া পিতামহ পিতামহীর চরণে প্রণিপাত করিলেন। এই সংবাদে কলস বা রণাদিত্য ভীত হইয়া পিতামাতার নিকট দূত পাঠাইয়া কতকটা স্থিরমূর্ত্তি ধরিলেন। রাজ্ঞীর অনুরোধে বৃদ্ধ অনন্ত রাজ্যে ফিরিলেন, কিন্তু দুইমাস রাজ্যে থাকিয়া বুঝিলেন যে, গুণধর পুত্র তাঁহাকে বন্দী করিবে। অবিলম্বে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া জয়েশ্বর-মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রণাদিত্য রাত্রিকালে অগ্নি দিয়া সেই দেবালয় ভস্মসাৎ করিলেন। অগ্নিদাহে বৃদ্ধ রাজা, রাণী ও অনুচর-বর্গের পরিহিত বস্ত্রমাত্র ব্যতীত সব পুড়িয়া গেল। রাজ্ঞী অগ্নিতে পুড়িতে যাইতেছিলেন, তথঙ্গের পুত্রেরা নিবারণ

করিলেন। শেষে বৃদ্ধ রাজা ও রাণী অনুচর সহ অনাবৃত দেহে নদী পার হইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি একটি মণিময় লিঙ্গ তক্করাজকে বিক্রয় করিয়া সত্তর লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করেন ও বনমধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। দেবমন্দির দাহ হইলে বৃদ্ধরাজ মর্ম্মাহত হইয়া আবার তাহা নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু রণাদিত্য নিষেধ করিয়া পাঠান এবং পিতামাতাকে পর্ণোৎস নামক স্থানে চলিয়া যাইতে আদেশ দেন। রাজ্ঞী সূর্য্যমতীও স্বামীকে তাহাই করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু বৃদ্ধরাজ বৃদ্ধকালে দেবস্থান ছাড়িতে কাতর হইলেন। এই লইয়া দুই স্ত্রী-পুরুষে কলহ হইল। বৃদ্ধ রাজা স্ত্রীর কর্কশবাক্যে ক্ষোভে, ক্রোধে নিজে শূলারোহণের ন্যায় গোপনে স্বশরীরে তরবারী প্রবেশ করাইয়া দিলেন। রক্ত ছুটিল। রাজা বলিলেন, রক্তাতিসার হইয়াছে। বাহিরের লোকে তাহাই বিশ্বাস করিল। শেষে বিজয়েশদেবের সম্মুখে কাশ্মীরীয় ৫৭ লৌকিকাব্দে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন মহারাজ অনন্তদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। রাণী চিতারোহণের উদ্যোগ করিলেন। কলস সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আসিলেন, কিন্তু কয়েকজন অনুচরের মিথ্যা প্ররোচনায় মাতার সহিত দেখা করিলেন না। রাণী সেই অনুচরগণকে শাপ দিয়া চিতারোহণ করেন।

পিতামহীর ধনরত্ন পাইয়া হর্ষ পিতার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলেন। রণাদিত্য বা কলস তখন নির্ধন, সুতরাং ধনবান্ পুত্রকে কৌশলে বশে আনিলেন। বিধাতার আশ্চর্য্য মহিমা! এই সময় হইতে মহারাজ কলস সৎপথ অবলম্বন করেন। কিন্তু একেবারে স্বভাব ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি ক্রমে ত্রিপুরেশ্বরের স্বর্ণমন্দির নির্ম্মাণ এবং কলসেশ্বর ও অনন্তেশ্বর নামে দেবতাস্থাপন করাইলেন। আবার তুরুষ্কদেশীয় কয়েকটি যুবতী হরণ করিয়াও আনিলেন। বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার ৭০টি কামিনী ছিল। যে বিজয়েশ্বরের মন্দির তিনি দাহ করেন, তাহা আর নির্ম্মাণ না করাইয়া দেবমূর্ত্তির উপর দীর্ঘ ও বিস্তৃত স্বর্ণছত্র নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

তৎপরে রাজপুরীর রাজা সংগ্রামপালের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র সংগ্রামপাল রাজা হন; কিন্তু ইঁহার পিতৃব্য মদনপাল রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করিলে সংগ্রাম স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনী ও ঠাকুর যশরাজকে কাশ্মীরে পাঠাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। জয়ানন্দের হঠাৎ মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে জয়ানন্দ বিজ্জ সম্বন্ধে রাজাকে সতর্ক করেন। রাজা বিজ্জকে ধনী ও ক্ষমতাশালী বিবেচনায় কিছু বলিলেন না। কিন্তু বিজ্জ রাজার মনোভাবের কারণ বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইবার জন্য বিদেশযাত্রা করিলেন। কিন্তু অল্প দিনমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। জয়ানন্দের মৃত্যুর পর জিন্দুরাজেরও মৃত্যু হয়। এইরূপে সতী সূর্য্যমতীর শাপ ফলিল। জয়ানন্দের পর তদ্বংশীয় বামন প্রধান মন্ত্রী হইলেন। রাজা কলস এই সময়ে অবন্তিস্বামী দেবতার কয়েকখানি দেবোত্তর গ্রাম হরণ করিয়া কলসগঞ্জ নামে ধনাগার স্থাপন করেন। তৎপরে মদনপাল দ্বিতীয়বার রাজপুরীতে বিদ্রোহ উপস্থিত করিলে কাশ্মীররাজ বপাট নামক সেনাপতিকে পাঠাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনাইলেন। এই সময়ে বরাহদেবের ভ্রাতা কন্দর্প দ্বারপতি হন ও মদনপালকে কম্পনাপতি করা হইল। তাহার পর রাজা কলস নীলপুরের রাজা কীর্ত্তিরাজের কন্যা ভুবনমতীকে বিবাহ করেন। ৬৩ লৌকিকাব্দে ন্যর্বপুরের রাজা কীর্ত্তি, চম্পার রাজা আসট, বল্লালপুরের রাজা কলস, রাজপুরীর রাজা সংগ্রাম, লোহররাজ উৎকর্ষ, উর্ষশরাজ মুজ্জ, কান্দের রাজা গম্ভীরসিংহ, কাষ্ঠবাটের রাজা উত্তমরাজ কাশ্মীরে উপস্থিত হন। কন্দর্প তৎপরে স্থাপিক নামক দুর্গ জয় করেন। রাজা কলস নৃত্যগীতের বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি জয়বনের নিকট তিন সারি দেবমন্দির এবং কলসপুর নামে নগর স্থাপন করেন। এই সময়ে যুবরাজ হর্ষ নানাদেশের ভাষা ও সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া মহাপণ্ডিত এবং কবিত্বসম্পন্ন হওয়ায় সকলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। ইনি বড় দানশীল ছিলেন। ধর্ম্ম ও বিশ্বাবট্ট নামে দুইজন মন্ত্রী অনেক দিন চেষ্টার পর এই হর্ষকেও পিতৃবিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। বিশ্বাবট্টের পরামর্শানুসারে হর্ষও একদিন পিতাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে স্বালয়ে নিমন্ত্রণ করেন। শেষে বিশ্বাবট্টই আবার রাজা কলসকে ইহা বলিয়া দেয়। যুবরাজ এ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সেদিন আর পিতার নিকট গেলেন না। তৎপরে হর্ষও নম্র হইলেন, কিন্তু উভয়পক্ষের দলের গোলমালে সদাশিব ও সূর্য্যমতী গৌরীশের মন্দিরের নিকট ৬৪ লৌকিকাব্দে পৌষমাসের শুক্লষষ্ঠীর দিন পিতাপুত্রে এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হর্ষ বন্দী হন। হর্ষ বন্দী শুনিয়া রাণী ভুবনমতী আত্মহত্যা করেন। হর্ষ বন্দী রহিলেন, সঙ্গে তাঁহার প্রিয় ভৃত্য প্রয়াগ রহিল। তুক্কের পৌত্রী সুগলা নামে হর্ষের এক পত্নী ছিলেন। ইঁহার রূপে বৃদ্ধ রাজা কলস মোহিত হইয়া পড়েন। দুষ্টা সুগলাও শ্বশুরের প্রেমার্থিনী

হইয়া স্বামীকে মন্ত্রী নোনকের সাহায্যে বিষ প্রদান করে। প্রয়াগ জানিতে পারিয়া তাহা হর্ষকে খাইতে দেয় নাই।

পাপীর পাপেচ্ছা কমিল না। রাজা কলস আবার দুষ্কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি সূর্য্যদেবের তাম্রমূর্ত্তি মন্দির হইতে দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। সন্তানহীনের বিষয়াদি রাজার প্রাপ্য বলিয়া তিনি অনেকের সম্মান নষ্ট করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার ভীষণ প্রমেহরোগ হইল ও নাক দিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল। তখন পুত্রহস্তে রাজ্য দান করিবার জন্য তিনি লোহর হইতে উৎকর্ষকে আনাইলেন। শেষে মৃত্যুকালে সমস্ত ধন রত্ন বিতরণ করিয়া মার্ত্তণ্ডের সূর্য্যমন্দিরে অবস্থান করিতে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুকালে হর্ষকে দেখিতে চাহিলেন, কিন্তু উৎকর্ষের লোকেরা তাঁহাকে আসিতে না দিয়া স্বতন্ত্র এক স্থলে বন্দী করিয়া রাখিল। উৎকর্ষকে ডাকিয়া কলস বলিলেন যে, দুই ভ্রাতায় রাজ্য ভাগ করিয়া লও, কিন্তু সমস্ত কথা স্পষ্ট না বলিতে বলিতে তাঁহার বাক্যরোধ হইল। ৪৯ বৎসর বয়সে ৬৫ লৌকিকাব্দে অগ্রহায়ণমাসে শুক্লষষ্ঠীর দিন মহারাজ কলস পঞ্চত্ব পাইলেন। মম্মনিকা প্রভৃতি ৭ জন রাজ্ঞী ও জয়ামতী নামে একজন প্রেয়সী রমণী সহমৃতা হইলেন।

উৎকর্ষ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। হর্ষ বন্দীই রহিলেন। পদ্মশ্রীনাম্নী রাজ্ঞীর গর্ভজাত বিজয়মল্ল প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত এই সময় উৎকর্ষের মনোবিবাদ ঘটিল। যে দিন মহারাজ কলস রাজধানী ত্যাগ করেন, সেই দিন হর্ষদেব উৎকর্ষের লোকদ্বারা একটি স্বতন্ত্র ঘরে আবদ্ধ হন। পরদিন তিনি পিতার মৃত্যুর সংবাদ ও উৎকর্ষের রাজ্যাভিষেকসংবাদ শুনিলেন। পিতার মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয়ে বড়ই লাগিল, তিনি অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময়ে উৎকর্ষ বাদ্যভাণ্ডসহ নগরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠাইয়া, তাঁহাকে স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন। হর্ষদেব ভাবিলেন যে, উৎকর্ষ বোধ হয় তাঁহাকে রাজাই করিবেন; কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহার কোন লক্ষণ দেখিলেন না। শেষে তিনিই নিজে লোক পাঠাইয়া বলিলেন যে, হয় তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মুক্তি দেওয়া হউক, আর নতুবা যদি তাঁহাকে রাজ্যেই থাকিতে হয়, তবে তাঁহার প্রাপ্য রাজ্য তাঁহাকে দেওয়া হউক। উৎকর্ষও তাঁহাকে রাজ্যদানের আশা দিয়া বৃথা কালক্ষয় করিতে লাগিলেন।

উৎকর্ষ রাজা হইয়া রাজ্যের শাসনাদির বন্দোবস্ত কিছুই করিলেন না, কেবল কিসে কোষে ধনবৃদ্ধি হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইল। সুবুদ্ধি মন্ত্রীরা হর্ষদেবকে রাজ্য দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে জয়রাজ ও বিজয়মল্ল তাঁহাদের মাসিক প্রাপ্য রীতিমত পাইতেন না বলিয়া বিজয়মল্ল স্বীয়রাজ্যে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে হর্ষদেব বিজয়মল্লকে নিজ মুক্তির কথা জানাইলেন। বিজয়মল্ল ও জয়রাজ জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য দুঃখিত হইয়া সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক রাজধানী আক্রমণ করিলেন। এদিকে নোনক প্রভৃতি কুমন্ত্রীর পরামর্শে উৎকর্ষ হর্ষদেবকে মারিবার নিমিত্ত কারাগারে কতকগুলি সৈনিক পাঠাইয়া দেন, তাহারা কারাগারে গিয়া হর্ষদেবের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া পক্ষাবলম্বন করিল। তৎপরে উৎকর্ষ শূর নামক মন্ত্রীকে দিয়া রাজাদেশের প্রতিভূস্বরূপ বধজ্ঞাপক অঙ্গুরী না পাঠাইয়া ভ্রমক্রমে মুক্তিজ্ঞাপক অঙ্গুরী পাঠাইয়া দিলেন। হর্ষদেব মুক্তি পাইয়া উৎকর্ষের সহিত দেখা করিলেন। তখনও বিজয়মল্লের সহিত নগরবাসীর যুদ্ধ চলিতেছে। উৎকর্ষের অনুরোধে হর্ষদেব যুদ্ধ নিবারণ করিতে গেলেন। বিজয়মল্ল জ্যেষ্ঠকে মুক্ত দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যুদ্ধ নিবারণ করিলেন। হর্ষ তৎপরে আবার উৎকর্ষের নিকট যাইবার জন্য প্রাসাদে প্রবেশ করিবামাত্র মন্ত্রী বিজয়সিংহ বাধা দিয়া বলিলেন, "ইচ্ছা করিয়া আবার শৃঙ্খল পরিবার আবশ্যক কি? বরং রাজপ্রাসাদে গিয়া একেবারে সিংহাসন অধিকার করুন।" এই বলিয়া বিজয়সিংহ তাঁহাকে লইয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যে সিংহাসনগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তদুপরি বসাইয়া অন্যান্য সুবুদ্ধি মন্ত্রীকে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা আসিয়া হর্ষদেবের অভিষেকের আয়োজন করিলেন। বিজয়সিংহ এদিকে স্বয়ং গিয়া উৎকর্ষকে প্রহরিবেষ্টিত একঘরে আটকাইয়া রাখিলেন। বিজয়মল্ল সংবাদ পাইয়া আসিলেন। নরভূপতি হর্ষদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিলেন, "ভাই! তোমার জন্যই আমি প্রাণ পাইলাম, [illegible] পাইলেম।" বিজয়মল্ল ভ্রাতৃস্নেহে মুগ্ধ হইলেন।

কারাগারে নোনক উৎকর্ষের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় পরামর্শে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। উৎকর্ষ অনুরোধে ভগ্নহৃদয়ে অন্য এক ঘরে প্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। সহজা ও কয়্যা নাম্নী দুইজন প্রেয়সী তাঁহার সহিত সহগমন করিল। লহর প্রদেশে তাঁহার আরও কয়েকজন প্রিয়তমা এই সংবাদে চিতা-

রোহণ করিল। পরদিন শবদাহ হইল। কিঞ্চিদূন ২৪ বৎসর বয়সে ২২ দিন রাজত্ব করিয়া উৎকর্ষ পরলোক গমন করিলেন।

পরদিন, হর্ষদেব নোনক, শিল্লারভট্ট, প্রহস্ত কলস প্রভৃতিকে নিরস্ত্র করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাদিগকে বন্দী করিবার পর একদিনে রাজ্যে যেন শান্তি স্থাপিত হইল। বিজয়মল্ল হর্ষদেবের দক্ষিণ হস্ত হইলেন। কন্দর্প দ্বারপতি, মদন কম্পনপতি, বজ্রপুত্র সুর প্রধান মন্ত্রী, সুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যয়রাজ রাজাসুচরাধ্যক্ষ হইলেন। প্রহস্ত ও কলসাদি ক্ষমা প্রার্থনা করায় পূর্ব্বপদে নিযুক্ত হইলেন, কেবল নোনক সকল দুর্ঘটনার মূল জানিয়া শূলে আরোপিত হইলেন। কিছুদিন পরে দুষ্টের পরামর্শে পড়িয়া বিজয়মল্ল রাজ্যহরণ করিবার আশায় দরদদেশে ডামরগণের সাহায্য লইলেন এবং শীতের পরই যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে গলিত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া স্বয়ং বিজয়মল্লই প্রাণত্যাগ করিলেন।

হর্ষ তৎপরে সকল বাধা বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া রাজ্যের উন্নতিতে মন দিলেন। তিনি কাশ্মীরে পরিচ্ছদাদির উৎকর্ষ-সাধন ও কর্ণাটী মুদ্রার আকারে মুদ্রা প্রচলন করেন। ইনি পণ্ডিতপ্রতিপালক ছিলেন। কলসের রাজত্বকালে বিহ্লণ নামে এক পণ্ডিত কাশ্মীর ছাড়িয়া কর্ণাটরাজ্যে গিয়া মহাসম্মান ও বিদ্যাপতি উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি হর্ষদেবের গুণাবলী শুনিয়া শেষে মহাক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। হর্ষ কাশ্মীরের রাজধানী সুদৃশ্য বস্তুসমূহে সজ্জিত করেন। একটি প্রমোদোদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে পম্পা-নামে একটি সরোবর খনন করান ও নানাদেশবিদেশের পশুপক্ষী সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যে প্রতিপালনের বন্দোবস্ত করেন। ইঁহার পত্নী সাহীরাজকুমারী বসন্তলেখা রাজধানীতে ও ত্রিপুরেশ্বরে মঠাদি নির্ম্মাণ করেন।

হর্ষের সময়ে ভুবনরাজ লোহর অধিকার করিতে চেষ্টা করেন ও সৈন্য লইয়া কোটায় উপস্থিত হন। কিন্তু দ্বারপতি কন্দর্পের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া যুদ্ধে বিরত হইলেন, ইতিমধ্যে রাজপুরীর রাজা সংগ্রামপাল বিদ্রোহী হন। কন্দর্প তখনও কোটা হইতে সৈন্য লইয়া ফিরেন নাই। হর্ষদেব কাজেই দণ্ডনায়ককে সৈন্য দিয়া প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি লোহরের পথ দিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে কোটায় সরোবরশোভা দেখিয়া কিছুদিন সেই স্থানে বাস করিলেন। কন্দর্প নিজের বিলম্বের জন্য হর্ষদেবের বিরাগভাজন হন, পরে হর্ষের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, রাজপুরী জয় করিয়া জলগ্রহণ করিবেন। দণ্ডনায়কের সৈন্যদল হইতে কুলরাজনামে একজন মাত্র সেনানী তাঁহার অনুগমন করিল। ৩০০ শত মাত্র সৈন্য লইয়া কন্দর্প বিপক্ষের ৩০ হাজার সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩ প্রহর যুদ্ধের পর রাজপুরী পরাস্ত হইল। কন্দর্প এই যুদ্ধে অগ্নিময় নারাচাস্ত্র ব্যবহার করেন। তৎপরে দণ্ডনায়ক যুদ্ধস্থলে আসিয়া বিপক্ষপক্ষের হতসৈন্যগণকে দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। জয়ী কন্দর্প হাসিয়া তাঁহাকে অভয় দিলেন। একমাস-মধ্যে কন্দর্প কাশ্মীরে ফিরিলেন। হর্ষ-দেব আনন্দে সিংহাসন হইতে উঠিয়া কন্দর্পকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। দুষ্টমন্ত্রীরা কন্দর্পের এই সম্মান দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। কন্দর্প তৎপরে পরিহাসপুরের শাসনকর্ত্তা হন। কুপরামর্শে হর্ষদেব এই সময়ে কন্দর্পকে দ্বারপতিপদ হইতে বিচ্যুত করিয়া লোহররাজপদে নিযুক্ত করেন। কন্দর্প সন্তুষ্টচিত্তে তথায় গমন করিলেন। মন্ত্রীরা দেখি-লেন, কন্দর্প রাজার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন না, কাজেই রাজাকে বলিলেন যে, কন্দর্প যাইবার সময় উৎকর্ষের পুত্র-দ্বয়কে লইয়া গিয়াছেন। ইচ্ছা আছে, তাহাদের লইয়া স্বাধীন হইবেন। হর্ষদেব হঠাৎ এই মিথ্যাবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অসিধর ও পট্টকে পাঠাইলেন। কন্দর্প শুনিলেন এবং মর্ম্মাহত হইলেন। এক দিন তিনি পাশা খেলিতেছেন, এমন সময় অসিধর উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বাধিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বীর কন্দর্প অসিধরের হস্ত দৃঢ়রূপে ধরিবা-মাত্র তাঁহার হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। অসিধর পলাইলেন। পট্ট অগ্রসর হইলেন। কন্দর্প বলিলেন, আপনি রাজার আত্মীয়, আপনার বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাহি না, আপনি দুর্গ অধিকার করুন, আমি চলিলাম। কন্দর্প কাশী গেলেন। কন্দর্প চলিয়া গেলে অন্যান্য মন্ত্রিগণের মধ্যে গোলমাল বাধিল; রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। ধম্মট জয়রাজকে উত্তেজিত করিয়া নিজ রাজ্যাধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জয়রাজ কলসের ঔরসজাত বটে, কিন্তু বেশ্যাগর্ভজাত বলিয়া ধম্মটের পরামর্শে হর্ষদেবকে বিনাশ করিতে স্বীকার পাইলেন। কিন্তু প্রয়াগভৃত্যের নানা কৌশলে রাজা সমস্ত জানিতে পারিয়া জয়রাজের প্রাণসংহার করিয়া ধম্মটের উচ্ছেদের উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। শেষে কলসরাজ ঠাকুরের দ্বারা তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিনাশ করিয়া তাঁহার বিহ্লণ ও সহ্লণ নামক পুত্রদ্বয়কে নিজ অধীনে রাখিলেন। টুল্লা প্রভৃতি ধম্মটের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা এবং উৎকর্ষ ও বিজয়মল্লের পুত্রেরা হর্ষদেব কর্ত্তৃক গোপনে নিহত হন।

হলধরের পৌত্র লোষ্ট্রধরের পরামর্শে হর্ষদেবের মস্তিষ্ক বিকৃত হইল। তিনি একে একে দেবমন্দির লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেবল রাজধানী, শ্রীরণস্বামী ও পণ্ডমের মার্ত্তণ্ডমন্দিরে কিছু করিতে পারিলেন না।

একদিন হর্ষদেব কর্ণাটরাজের পরমাসুন্দরী পত্নী কন্দলার ছবি দেখিয়া তাহাকে পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন এবং রাজসভায় কর্ণাটরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। কম্পনাপতি মদন এই কার্য্যে রাজাকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন; কারণ তিনিই ছবিখান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার কর্ণাট যাওয়া হয় নাই। তৎপরে তিনি পিতৃপ্রথানুসারে পিতৃব্যপত্নী ও পিতৃব্যকন্যা-গণের সতীত্ব হরণ করিতে প্রবৃত্ত হন।

কিছুদিন পরে রাজপুরীর রাজা সংগ্রামপাল কতকটা স্বাধীনভাব অবলম্বন করায় রাজা হর্ষদেব স্বয়ং বহুতর সৈন্য লইয়া রাজপুরী অবরোধ করেন। কিছুদিন পরে দুর্গমধ্যে খাদ্যের অভাব হইলে সংগ্রামপাল সন্ধির প্রস্তাব করেন, কিন্তু হর্ষদেব সম্মত হইলেন না। শেষে সংগ্রামপাল দণ্ডনায়ককে উৎকোচ দিয়া অন্যভাবে কার্য্য সিদ্ধ করি-লেন। দণ্ডনায়ক তুরুষ্কগণের আক্রমণের ভয় দেখাইয়া সসৈন্যে কাশ্মীরে ফিরিলেন।

তৎপরে হর্ষদেব দরদগণের হস্ত হইতে দুর্গ ঘাতদুর্গ উদ্ধার করিবার জন্য দ্বারপতির সহিত মিলিত হইয়া দরদরাজের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মন্ত্রী চম্পককে মণ্ডলাধিপ আখ্যা দিলেন। ঘাতদুর্গে প্রথম যুদ্ধ হয়। এই সময়ে ভবনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গের পৌত্র উচ্চল এবং সুসসল অতিশয় বিক্রম প্রকাশ করেন। যাহা হউক, এই যুদ্ধে কাশ্মীররাজ পরাজিত হন ও সৈন্যসামন্ত ফেলিয়া কয়েকটি অনুচরমাত্র সহায়ে পলাইয়া আসেন। উচ্চল ও সুস্‌সল অনেক কৌশলে ছত্রভঙ্গ সৈন্য বিপক্ষমুখ হইতে বাঁচাইয়া আনেন। তাহাতে এই দুই ভ্রাতার প্রতি কাশ্মীরের প্রজাবর্গের ভক্তি-আকর্ষিত হয়।

তৎপরে হর্ষদেবের কৌশলে কলশরাজ ঠক্কুর, উদয় ও কম্পনাপতি মদন নিহত হন।

এই সময়ে কাশ্মীরে (৭৫ লৌ° অঃ) ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটে, একখারি পরিমিত শস্যের মূল্য শত স্বর্ণমুদ্রা হইয়া উঠে। প্রতিদিন শত শত লোক অনাহারে মরিতে লাগিল। রাজা প্রজার এ কষ্ট ফিরিয়াও দেখিলেন না, তাহার উপর আবার কায়স্থেরা অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ডামরেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হর্ষদেব তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত মণ্ডলাধিপ চম্পককে পাঠাইলেন। চম্পক লোহর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ডামররাজ্য লোক-শূন্য করিতে আরম্ভ করিলেন। ডামরবাসী ব্রাহ্মণেরাও বাদ গেলেন না। শেষে ক্রমরাজ্যে (কাম্‌রাজে) উপস্থিত হইলে সেখানকার ডামরেরা হতাশ হইয়া প্রাণের দায়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে হারিয়া মণ্ডলাধিপ কতকটা নিবৃত্ত হইলেন।

এদিকে লক্ষ্মীধর নামক এক ব্যক্তির বাটীর নিকট মল্লপুত্র সুস্‌সল বাস করিতেন। লক্ষ্মীধরের আকৃতি ঠিক বানরের মত ছিল বলিয়া তাহার স্ত্রী তাহাকে দেখিতে পারিত না। সুস্‌সলের কার্ত্তিকনিন্দিতরূপ দেখিয়া সেই রমণী পাগল হইয়া পড়ে। লক্ষ্মীধর ঈর্ষায় রাজাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল যে, তিনি যখন তাঁহার অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতাশালী আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়াছেন, তখন যাহারা একদিন সিংহাসন লইতে পারে, সেই উচ্চল ও সুস্‌সলকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? থক্কনা নামে এক বেশ্যা কোনরূপে তাহা জানিতে পারিয়া উচ্চল ও সুস্‌সলকে জানাইল, দর্শনপাল নামে তাঁহাদের একটি বন্ধুও এবিষয় সমর্থন করিলে সেই রাত্রেই দুই তিনজন অনুচর লইয়া উভয় ভ্রাতা কাশ্মীর পরিত্যাগ করিলেন। (৭৬ লৌ° অঃ অগ্রহায়ণ)।

উচ্চল * সংগ্রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু

---

* উচ্চল সংগ্রামপালের সম্মুখে যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ

- নর (দার্ব্বাভিসার-রাজ)
  - নরবাহন
    - তুঙ্গ
      - পার্থবাহন
        - চন্দন
          - গোপাল
          - সিংহরাজ (ক্ষেমগুপ্তের সময়ে লোহর শাসন করিতেন):
            - কান্তিরাজ
              - যশোরাজ
                - ভবন
                  - থক্কন
                  - ধম্মট
                    - রিহ্লণ
                    - সহ্লণ
                  - অজ্জক
                    - তুঙ্গ
                - গঙ্গ
                  - মল্ল
                    - উচ্চল
                    - সুস্‌সল
            - উদয়রাজ
              - সংগ্রামরাজ (দিদ্দার পর রাজা হন)
                - অনন্ত (কাশ্মীররাজ)
                  - কলস বা দ্বিতীয় রণাদিত্য (কাশ্মীররাজ)
                    - হর্ষদেব (কাশ্মীররাজ)
                    - উৎকর্ষ (কাশ্মীররাজ)
                    - জয়রাজ
            - দিদ্দা কাশ্মীররাজ ক্ষেম-গুপ্তের মহিষী
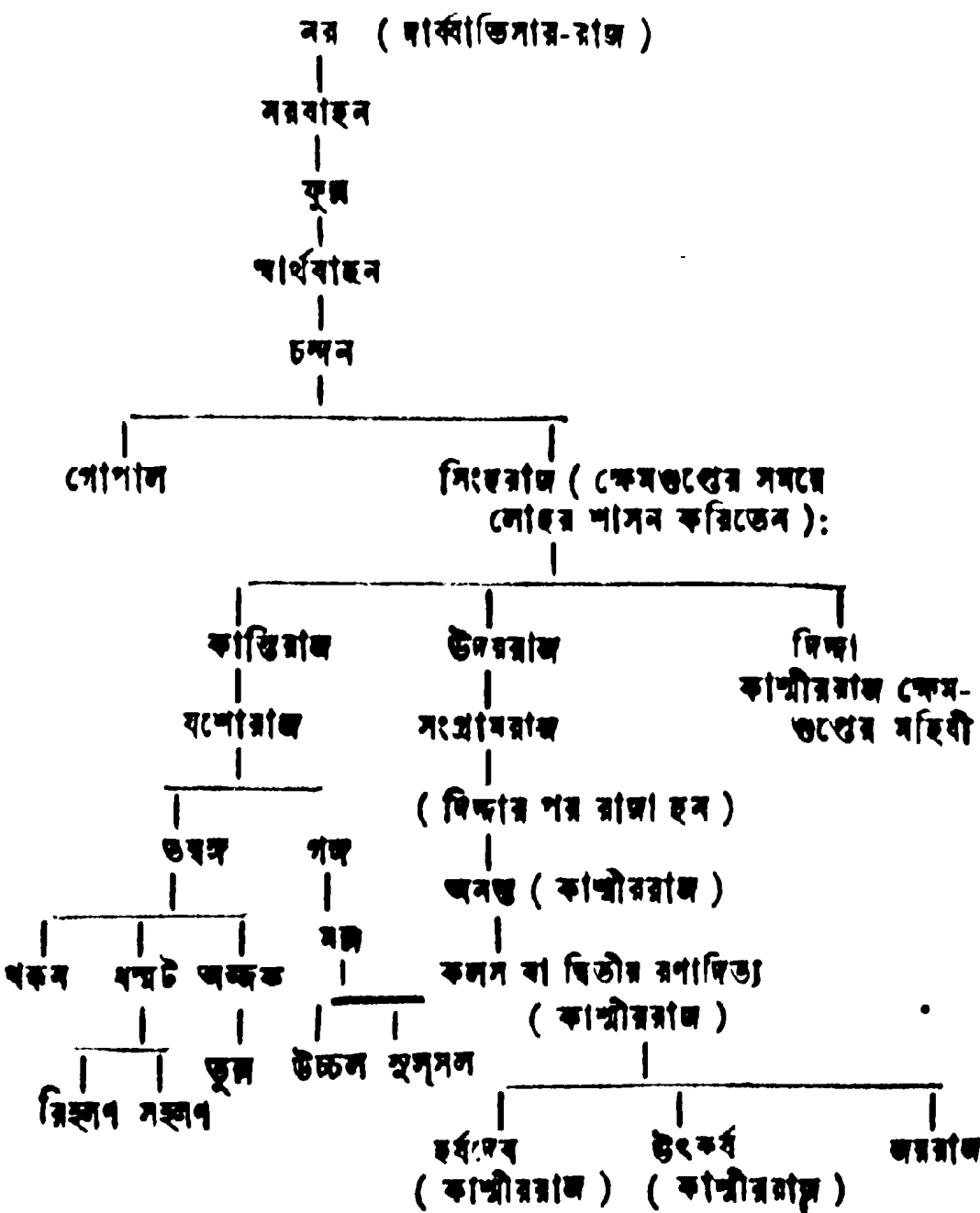
* বিজয়রাজ, তুঙ্গ ও ভগ্ন নামে তুঙ্গের আর কয়টি ভ্রাতা ছিল। ইহারা সকলেই কলসরাজের সময়ে বিষ কর্তৃক নিহত হন।

সংগ্রামপাল হর্ষদেবের উৎকোচ লইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। উচ্চল বুঝিতে পারিয়া রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। সংগ্রাম শুনিলেন, শীকার পলাইয়াছে, তিনি অমনি সসৈন্যে তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলেন। শেষে একস্থলে উচ্চল যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তখন প্রশবার তাঁহাকে সন্ধির ছলনা করিয়া আহ্বান করিলেন, উচ্চলও বীরদর্পে সংগ্রামপালের সম্মুখে আসিয়া নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "এখন লোকে দেখুক যে, যে বংশের একশাখা স্ত্রীলোকের অনুগ্রহে কাশ্মীরে আজিও রাজত্ব করিতেছে, সেই বংশের আর একশাখা বাহুবলে রাজ্যলাভ করিতে পারে কি না?"

তৎপরে উচ্চল রাজপুরী পরিত্যাগ করিলে যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বাট্টদেব প্রভৃতি ডামরেরা তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করেন। যুদ্ধে লোষ্টাবট্ট প্রভৃতির মৃত্যু হয়। উচ্চল পরাজিত হন, কিন্তু ৫।৬ মাস অতীত হইতে না হইতে আবার বৃহৎ সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ক্রমরাজ্যের পথে কাশ্মীর যাত্রা করেন। লোহররাজ কপিল উচ্চলের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইলেন। পর্ণোৎস নামক স্থানে যুদ্ধ হয়, রাজসৈন্য হারিয়া পলায়ন করে। উচ্চল তৎপরে দ্বারপতি সুজ্জককে বন্দী করেন। হর্ষদেব ভীত হইয়া উঠিলেন। এদিকে উচ্চল মণ্ডলরাজ চম্পককে বিনাশ করিয়া ক্রমরাজ্য অধিকার করিলেন। হর্ষদেব পট্টকে বৃহৎ সৈন্যদল সহ যুদ্ধে পাঠাইলেন; কিন্তু পট্ট পথে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। হর্ষদেব তিলকরাজকে পাঠাইলেন; তিনিও পট্টের সঙ্গে যোগ দিলেন। তৎপরে দণ্ডনায়ককে পাঠাইলেন, তিনিও তাহাই করিলেন।

উচ্চল বরাহমূলের পথে আসিতেছিলেন। তিনি হুষ্কপুরের পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। মণ্ডলরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন, কিন্তু উচ্চলকে প্রলোভন দেখাইয়া পরিহাসপুরে লইয়া গেলেন ও গোপনে রাজা হর্ষদেবকে সসৈন্যে আসিতে লিখিলেন। তিনিও সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আসিলেন. যুদ্ধ হইল, মণ্ডলরাজ সসৈন্যে রাজসৈন্য সহ যোগ দিলেন। উচ্চলের সৈন্য প্রায় বিনষ্ট হইল। ত্রিল্লসেন নামে এক ডোমর-সেনাপতি রাজবিহারে পলাইয়া আশ্রয় লইলে রাজসৈন্য ভাবিল, উচ্চলই বুঝি বিহারে আশ্রয় লইয়াছেন। তাঁহারা মঠে আগুন দিল, কিন্তু উচ্চল ও সোমপাল অপরদিকে যুদ্ধ করিতে ছিলেন, তাঁহারা শেষে প্রতিদ্বন্দীর সংখ্যা বেশী দেখিয়া যুদ্ধ ছাড়িয়া সরিয়া পড়িলেন। আবার তিনি সৈন্য লইয়া জ্যৈষ্ঠমাসে পরিহাসপুর অধিকার করিলেন, কিন্তু পরিহাসকেশবমূর্ত্তি নষ্ট করিলেন না।

এদিকে অবনাহ হইতে সুস্সল সৈন্যসংগ্রহ করিয়া শূরপুর নামক স্থানে কাশ্মীরসেনাপতি মাণিক্যকে পরাজয় করেন। হর্ষদেব তখন উচ্চলকে ছাড়িয়া পট্ট, মণ্ডলাধিপ প্রভৃতিকে সুস্সলের দিকে পাঠাইলেন। দর্শনপাল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলাইলে, সকলে ভীত হইয়া কাশ্মীরেই আশ্রয় লইলেন। ওদিকে তারমূলে উচ্চল ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

তৎপরে উচ্চল লোহরের পার্ব্বত্যপথ দিয়া অগ্রসর হইলেন। হর্ষদেব উদয়রাজকে দ্বারপতি ও চন্দ্ররাজকে কম্পনাপতির পদে অভিষিক্ত করিয়া উচ্চলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে উচ্চলের মাতুল কম্পনারাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। চন্দ্ররাজ অবন্তিপুরের যুদ্ধে তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। তৎপরে চন্দ্ররাজ সৈন্যদল ১০।১২ দলে বিভক্ত করিয়া ধীরে ধীরে বিজয়ক্ষেত্র অভিমুখে চলিলেন। ইতিমধ্যে লোহরের যুদ্ধে মণ্ডলাধিপের সৈন্য পরাজিত হইল; তিনি উচ্চলের নিকট আশ্রয় পাইলেন, কিন্তু অবশেষে হর্ষদেবের বিদ্রোহী সেনাপতি গগকচন্দ্রের হস্তে বিনষ্ট হন। তৎপরে চিরণাপুরের ব্রাহ্মণেরা উচ্চলকে রাজা বলিয়া অভিষিক্ত করিলেন। হর্ষদেব শুনিয়া মন্ত্রিবর্গসহ স্বয়ং যুযুদ্ধে চলিলেন। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন যে, যাইবার পূর্ব্বে ভোজদেবকে (হর্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র) দুর্গে উপযুক্ত রক্ষীর হস্তে রাখিয়া যাওয়া উচিত। তাহাই হইল। যদিও পুত্রেরা রাজার বিপক্ষতা করিতেছিল, তথাপি উচ্চলের পিতা মল্ল রাজা হর্ষদেবের বশীভূত ছিলেন; কিন্তু হর্ষদেব বৃথা কুৎসায় ভুলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বাটী আক্রমণ করিলেন। মল্ল স্বীয় অপর এক সন্তানকে পাঠাইয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা কিন্তু শান্ত না হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। মল্লদেব তখন দেবসেবায় ছিলেন; সেই বেশেই অসিহস্তে বাহির হইলেন। সেই যুদ্ধে মল্ল, উদয়রাজ, রথাবট্ট ও বিজয় নামে ব্রাহ্মণদ্বয়, পৌরগব, কোষ্টক ও সজ্জক নিহত হইলেন। অন্তঃপুরে রাজ্ঞী কুসুমলেখা, রাজবধূ আপ্তসতী ও সহজা (সহ্লণ ও রহ্লণের পত্নী), রাজ্ঞী নন্দা (উচ্চল ও সুস্সলের মাতা) চণ্ডানামে ধাত্রী চিতারোহণে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

পিতার মৃত্যুর পরদিন সুস্সল বহ্নিপুর হইতে বিজয়ক্ষেত্র পর্য্যন্ত অধিকার করিলেন। যুদ্ধে কম্পনাপতি চন্দ্ররাজ, অক্কোটমল্ল ও চাচরিমল্ল নিহত হইলেন। তৎপরে সুস্সল ক্রমশঃ সুবর্ণসানুর ও শূরপুর জয় করিয়া রাজধানী গিয়া পঁহুছিলেন। হর্ষদেব তখন রাজধানী ছাড়িয়া উচ্চলের

বিরুদ্ধে গিয়াছেন, কাজেই সুস্সল অনায়াসে রাজধানী হস্তগত করিলেন। ভোজদেব রাজধানী আক্রান্ত শুনিয়া স্বয়ং সৈন্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে ভোজদেব জয়লাভ করিয়া সুস্সলকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। অল্পদিন পরেই ভোজদেব শুনিলেন, উচ্চল সসৈন্যে উপস্থিত।

এদিকে রাজা হর্ষদেব জয়াপ্তা নদীতীরে গিয়া দেখিলেন, তাঁহারই নির্ম্মিত নৌসেতু বিপক্ষেরা অধিকার করিয়া সাবধানে রক্ষা করিতেছে। এদিকে উচ্চল রাজধানী অধিকার করিলেন। হর্ষদেব লোহরাভিমুখে চলিলেন, পথে তাঁহার অনুচর-বর্গ তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। শেষে কয়েকজন মন্ত্রী, আত্মীয় স্বজন ও দুই একজন অনুচর সঙ্গে লইয়া হর্ষদেব লোহরে উপস্থিত হইলেন। কপিল আশ্রয় দিতে চাহিলেন, কিন্তু রাজা স্বীকার করিলেন না। এই সময় রাজার অপর পুত্রেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কে কোথায় চলিয়া গেল। যখন হর্ষদেব জ্যোতিন্দেব মন্দিরের নিকট পঁহুছিলেন, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্বশুরবাটী যাই বলিয়া ফেলিয়া পলাইলেন, দণ্ডনায়ক ও ছাড়িয়া গেলেন, সঙ্গে রহিল একা ভৃত্য প্রয়াগ। হর্ষদেব তখন আর কি করিবেন? জীবনরক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী পিতৃবন নামক অরণ্যমধ্যে সোমেশ্বরের মন্দিরের নিকট শিল্প নামক এক তপস্বীর কুটীরে আশ্রয় লইলেন।

এদিকে ভোজদেব রাজ্য হইতে পলাইয়া হস্তিকর্ণ নামক স্থানে ২।৩টি অশ্বারোহী অনুচরসহ উপস্থিত হইলে বিদ্রোহি-দল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং যুদ্ধে তিনি ও তাঁহার মাতুলের পুত্র পদ্মক নিহত হইলেন।

ক্রমে উচ্চলের সহিত সুস্সল মিলিত হইলেন। উচ্চল সংবাদ পাইলেন, হর্ষদেব পিতৃবনে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে বন্দী করিবার নিমিত্ত ডামরগণকে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা বহু অনুসন্ধানে তাঁহাকে ধরিল। ক্ষুরিকামাত্র সহায়ে হর্ষ অনেকের প্রাণনাশ করিলেন। শেষে কয়েকজনে মিলিয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল, তিনি সামান্য শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় কালগ্রাসে পতিত হইলেন। যথাসময়ে হর্ষদেবের মুণ্ড উচ্চলের নিকট পৌছিল। উচ্চল ফিরিয়া সেদিকে চাহিতে পারিলেন না, বা ঔর্দ্ধদেহিকের আদেশও দিলেন না। জনৈক কাঠুরিয়া তাঁহার দেহসৎকার করিল।

হর্ষদেবের অধীনে বেতনভোগী একশত তুরস্ক যোদ্ধা ছিল। ইঁহার সময়ে তুরুস্কেরা মহাপ্রভাবশালী ও বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হয়। এমন কি হর্ষের অত্যাচারে কাশ্মী-রের অনেক প্রজা ম্লেচ্ছদেশে গিয়া বাস করে।

এইরূপে উদয়রাজের বংশে ৬ জন রাজা ৯৭ বৎসর ১১ মাস ২৪ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহারাজ হর্ষদেবের পর উচ্চল রাজা হইলেন। সুস্সল বীরদর্পে রাজ্যমধ্যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। ডামর-রাজ্যে তাঁহার অত্যাচার ভাল খাটিল না, দেখিয়া তিনি উচ্চলকে ডামররাজ্য পুড়াইয়া দিতে পরামর্শ দিলেন। উচ্চল তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই বটে, কিন্তু ভ্রাতার অত্যাচারে রাজ্য পীড়িত দেখিয়া তাঁহাকে লোহররাজ্য দান করিয়া তথায় পাঠাইলেন। সুস্সল ধনরত্ন, হয়হস্তী, অস্ত্রশস্ত্র ও উৎকর্ষের পুত্র প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কনক এই স্থলে বন্দী ছিলেন, পথিমধ্যে তিনি পলাইলেন ও কাশীতে গিয়া গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করিলেন। এদিকে জনকচন্দ্র এরূপ ভাবে কার্য্যাদি করিতে লাগিলেন। যে, বোধ হইতে লাগিল, তিনিই রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা, উচ্চল নামে রাজা মাত্র।

উরশরাজ অভয়ের কন্যা বিভামতী হর্ষদেবের পুত্র ভোজ-দেবের পত্নী ছিলেন। ভোজদেবের অনেকগুলি সন্তান হইয়া মারা যায়, কেবল একটি দুই বৎসরের পুত্র জীবিত ছিল। তাহার নাম ভিক্ষাচার। জনকচন্দ্রের অনুরোধে ও কতকটা দয়াপরবশ হইয়া উচ্চল এই শিশুটিকে বিনাশ করেন নাই। এক্ষণে বুঝা গেল যে, জনকচন্দ্র যে ভাবে কার্য্যাদি করিতেছেন, তাহাতে হয় তিনি নিজে রাজা হইবার আশা রাখেন, আর না হয় এই শিশুটিকে রাজা দিবেন। উচ্চল শেষে জনকচন্দ্রকেও দ্বারপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া রাজ্য হইতে দূরে পাঠাইলেন। ভীমদেব ইহাতে চটিলেন। শেষে জনকচন্দ্রের সহিত ভীমদেবের যুদ্ধ বাঁধিল। যুদ্ধে কালপাশ নামক ভীমদেবের এক সেনানীর হস্তে জনকচন্দ্র আহত এবং ভীমদেবের হস্তে নিহত হইলেন। গগ্গ ও সড্ড নামে জনকের দুই ভ্রাতাও আহত হইয়া লোহরে পলায়ন করিলেন। ভীমদেব শেষে উচ্চলের ভয়ে শীঘ্র দ্বাররাজ্য ছাড়িয়া পলাইলেন। যুদ্ধস্থলে উচ্চল সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন, তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই; কারণ, জনকের ক্ষমতা খর্ব্ব করা তাঁহার ঈপ্সিত ছিল। শেষে উচ্চল ক্রমরাজ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া মড়বরাজ্যে গমন করিলেন। সেখানকার বিদ্রোহী ডামরপ্রধান কালিয় প্রভৃতিকে ও ইলারাজকে বিনাশপূর্ব্বক দেশশাসন করিয়া প্রস্থান করিলেন। গগ্গ এই সময় হইতে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইল।

উচ্চল দগ্ধাবশিষ্ট নগর নন্দীক্ষেত্র, শ্রীচক্রধর, যোগেশ ও

স্বয়ম্ভুর ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করাইলেন। হর্ষদেব কর্ত্তৃক শ্রীপরিহাসকেশবমূর্ত্তি নষ্ট হইয়াছিল, উচ্চল আবার তাহা প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিভুবনস্বামীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন শুকাবলী প্রাসাদ হর্ষদেব কর্ত্তৃক হতশ্রী হইয়াছিল, উচ্চল তাহাও পূর্ব্বমত ধনশালী সৌন্দর্য্যপূর্ণ করিয়া দেন। জয়াপীড় কনোজ হইতে যে সিংহাসন আনিয়াছিলেন, উচ্চল যখন রাজধানী অধিকার করেন, তখন তাহার কতক পুড়িয়া যায়, সেই সিংহাসন আবার নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইলেন।

উচ্চল কায়স্থগণের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়া একবারে সমস্ত কায়স্থকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিলেন। লোষ্ট্রধরাদি দুষ্ট কায়স্থগণ রীতিমত শাস্তি পাইলেন। কম্পনাপতির দংশক মহাপ্রভাবশালী হওয়ায় উচ্চলের ক্রোধভাজন হইয়া পড়েন এবং বিষলাটায় পলাইয়া গেলেও খশগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। দ্বারপতি রক্তক ঐ দোষে বিজয়ক্ষেত্রে নির্ব্বাসিত ও উচ্চলের দত্ত সামান্য সংখ্যক মুদ্রায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মাণিক্য, তিলক, জনক প্রভৃতি বীরেরাও ঐরূপে নির্ব্বাসিত হইলেন। আর সড্ডের পুত্র সড্ড, ছুড্ড ও বড্ডাস মন্ত্রী হইলেন; যম, ইলা, অভায় ও বাণ প্রভৃতি অপরিচিত ব্যক্তিবর্গ দ্বারপতি প্রভৃতি উচ্চপদ পাইলেন। বৃদ্ধ কন্দর্প কার্য্যগ্রহণার্থ আহূত হইয়াছিলেন, কিন্তু উচ্চলের মতিচ্ছন্ন দেখিয়া আসিলেন না।

এদিকে সুস্সল লোহরে থাকিয়া রাজ্যলোভে উচ্চলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। বরাহবার্ত্ত নামক স্থানে দুই ভ্রাতার প্রথম যুদ্ধ হয়। সুস্সল পরাজিত হইয়া লোহরে পলাইলেন। উচ্চল কিন্তু সংবাদ পাইলেন যে, সুস্সল পরদিন আবার ফিরিবেন, একজন্য গগ্গচন্দ্রের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। পথিমধ্যে সুস্সলের সহিত যুদ্ধ বাঁধিল। যুদ্ধে সুস্সলের ভাল ভাল যোদ্ধা নিহত হইল। শেষে উচ্চলও সসৈন্যে ক্রমরাজ্য পর্য্যন্ত ভ্রাতার অনুসরণ করিলেন। সেল্যপুরের যুদ্ধে সুস্সল হারিয়া লাহোরের পার্ব্বত্যপথ ধরিয়া স্বরাজ্যে ফিরিলেন। উচ্চল সেল্যপুরের ডামররাজ লোষ্ট্রককে বিনাশ করিলেন, কারণ তিনি স্বরাজ্য দিয়া সুস্সলকে পলায়নের সাহায্য করিয়াছিলেন। উচ্চল ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া লোহর পর্য্যন্ত ভ্রাতার অনুগম করিলেন না।

এদিকে ভীমদেব রাজা কলশের এক সন্তান ভোজকে সিংহাসনে বসাইয়া দরদরাজ জগদ্দলকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। দর্শনপালের ভ্রাতা সজ্জপাল ও রাজা হর্ষদেবের এক পুত্র সল্হণ ইহাদের সহিত যোগ দিলেন। দরদরাজ আসিবার সময় উচ্চলের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু উচ্চল তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া মিষ্ট কথায় স্বরাজ্যে ফিরাইয়া দিলেন। সল্হণ দরদরাজের সহিত গমন করিলেন, ভোজও রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশে পলাইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইয়া দস্যু বলিয়া শাস্তি পাইলেন। দেবেশ্বরের পুত্র পিট্টক ডামরগণের সাহায্যে রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন নাই। রামলনামে এক খাদ্যবিক্রেতা আপনাকে মল্লের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া রাজ্যলাভের চেষ্টা করেন, অনেক নির্ব্বোধ রাজাও তাঁহাকে সাহায্য করিতে চাহেন, কিন্তু রাজভৃত্যগণ কৌশলে তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার নাক কাটিয়া দেয়।

এই সময় ভিক্ষাচার (ভোজদেবের পুত্র) কিশোর অবস্থাপন্ন। উচ্চল শুনিলেন তিনি রাজ্ঞী জয়ামতীতে আসক্ত। কাক্কেষ্ট তাঁহাকে বিনাশ করিতে আদেশ দিলেন। ঘাতক তাঁহাকে বিতস্তার খরস্রোতে ফেলিয়া দিল। ভাগ্যবলে তিনি এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হন। সাহাররাজ-কন্যা দিদ্দা এই সংবাদ পাইয়া ভিক্ষাচারকে নিজালয়ে আনেন এবং নিরাপদে বাঁচাইবার জন্য মালবরাজ্যে পাঠাইয়া দেন। মালবরাজ নরবর্ম্মা তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অস্ত্র ও বিদ্যা শিক্ষা দেন।

এই সময়ে উচ্চল পিতৃনামে ও ভগিনী স্বলাচের নামে এক একটি মঠ স্থাপন করেন। রাজ্ঞী জয়ামতীও একটি মঠ ও বিহার নির্ম্মাণ করান। ইহার পর উচ্চল ক্রমরাজ্যের বর্হণচক্র নামে তীর্থদর্শনে গমন করেন। পথিমধ্যে চণ্ডাল দস্যুরা তাঁহাকে আক্রমণ করে। সঙ্গে বেশী অনুচর না থাকায় তিনি পলাইতে বাধ্য হন, শেষে বনমধ্যে দিক্‌ভ্রম হওয়ায় নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করেন। এদিকে নগরে সংবাদ আসিল, উচ্চল চণ্ডালহস্তে নিহত হইয়াছেন। কামদেববংশীয় রড্ডের ভ্রাতা নগরাধ্যক্ষ ছুড্ড নগরে শান্তিস্থাপন করিয়া রাজ্যলাভার্থ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কায়স্থগণের পরামর্শে ছুড্ডই রাজা হইবার চেষ্টায় রহিলেন, কিন্তু উচ্চল জীবিত, এই সংবাদ আসিলে তাহারা উচ্চলকে বধ করিবার চেষ্টায় রহিল। এদিকে উচ্চল কোনকারণে জয়ামতীর উপর বিরক্ত হইয়া বর্ত্তুলার রাজকন্যা বিজ্জলাকে বিবাহ করিলেন।

এই সময়ে রাজপুরীর রাজা সংগ্রামপালের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্র সোমপাল জ্যেষ্ঠকে বন্দী করিয়া রাজা হইলেন। ইহাতে উচ্চল ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন; কিন্তু সোমপালের রাজ্যশাসন ও প্রজা-প্রিয়তা দেখিয়া তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। এই সময়ে ভোগসেনের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। তৎপরে ভোগসেন

ও রড্ড, ব্যড্ড ও সড্ড, কয়েকজনে মিলিত হইয়া উচ্চলকে বিনাশ করিবার জন্য চণ্ডালগণকে নিযুক্ত করেন। রাজা যখন রাত্রে প্রিয়তমা বিজ্জলার বাটীতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে দুর্বৃত্তেরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও উপর্যুপরি অস্ত্রাঘাত করিয়া ভূমিতে পাতিত করে। শেষে সড্ডের অস্ত্রাঘাতে কাশ্মীরীয় ৮৭ লৌকিকাব্দে পৌষমাসের শুক্লষষ্ঠীর দিন ৪১ বৎসর বয়সে মহারাজ উচ্চল ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

রড্ড রক্তাক্ত কলেবরে সেই রাত্রেই রাজসিংহাসনে উঠিলেন। ইহাতে তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রড্ড বিনষ্ট হন। রড্ড শঙ্খরাজ উপাধি ধারণপূর্ব্বক এক রাত্রির এক প্রহর ও একদিন রাজত্ব করেন। তৎপরে গর্গচন্দ্র বিদ্রোহিগণের মধ্যে কাহাকে বিনাশ, কাহাকেও বন্দী ও কাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া উপদ্রব নিবারণ করিলেন। রাজ্ঞী বিজ্জলা চিতারোহণ করেন।

সকলে গর্গকে রাজা করিতে চাহিল, কিন্তু গর্গ উচ্চলের শিশু পুত্রকে রাজা করিতে চাহিলেন। মল্লরাজের ঔরসে রাজ্ঞী শ্বেতার গর্ভে সহ্লণ, লোঠন ও রহ্লণ নামে তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে অগ্রেই রহ্লণের মৃত্যু হয়। শঙ্খরাজের (রড্ডের) ভয়ে লোঠন ও সহ্লণ নবমঠে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিদ্রোহশান্তি হইলে তন্ত্রীরা ইঁহাদিগকে গর্গের নিকট উপস্থিত করিল। গর্গ সহ্লণকে রাজা করিলেন। গর্গ তৎপরে সুস্‌লের নিকট দূত পাঠাইলেন। সুস্‌সল কাশ্মীরের অভিমুখে চলিলেন ও পথিমধ্যে শুনিলেন সহ্লণ রাজা হইয়াছেন। সুস্‌সল তখন রাজ্যলোভে কাষ্ঠবাটে উপস্থিত হইলেন, গর্গও এদিকে হুষ্কপুরে সসৈন্যে আসিলেন। ভোগসেন ও সজ্জপাল সুস্‌সলের সহিত যোগ দিলেন, কিন্তু ভোগসেন পথে গর্গ কর্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট হন। তৎপরে গর্গের সেনাপতি সুবাম্পের সহিত যুদ্ধে সুস্‌সল পরাজিত হইয়া লোহরে পলাইলেন। গর্গ লোহর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে গুজব উঠিল যে, গর্গ আসিয়াই রাজার প্রিয়পাত্রগণকে বিনাশ করিবেন, কাজেই সকলে ভীত হইল। তিলকসিংহাদি অপেক্ষা না করিয়া গর্গের বাটী আক্রমণ করিলেন। গর্গও সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন। রাজা সহ্লণ বিদ্রোহ না থামাইয়া লোঠনকে সৈন্য সহ গর্গের পথ আটকাইতে পাঠাইলেন। কেশব নামে এক ধনুর্দ্ধর (লোঠিকামঠ অধ্যক্ষ) ছিলেন, তাঁহারই কৌশলে গর্গের বাটী রক্ষা পাইল এবং লোঠনের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। তৎপরে সুস্‌সল ও গর্গে সন্ধি হয়। গর্গের জ্যেষ্ঠকন্যা রাজলক্ষ্মীর সহিত সুস্‌সলের ও কনিষ্ঠকন্যা গুণলেখার সহিত সুস্‌সলপুত্রের বিবাহ হইল।

দুষ্ট সহ্লণ ভোগসেনের পবিত্রচারিণী পত্নী অল্লার উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার ভ্রাতা দিল্ল ভট্টারককে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিলেন, কিন্তু অল্লা চিতারোহণ করায় তাঁহাকে পাইলেন না।

সুস্‌সল এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কাশ্মীর আক্রমণার্থ সজ্জপালকে পাঠাইলেন। পথিমধ্যে দ্বারপতি লক্ককে বন্দী করিয়া সজ্জপাল অগ্রসর হইলেন। সুস্‌সলও আসিয়া পৌছিলেন। কাষ্ঠবাটের রাজপ্রাসাদ অবরুদ্ধ হইল, সুস্‌সল সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজসৈন্য দ্বারুদ্ধ করিয়া দিল, কিন্তু অপর পথে সজ্জপাল প্রবেশ করিবামাত্র ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে সহ্লণের মন্ত্রী অজ্জক নিহত হইলেন। সুস্‌সলের জয় হইল। সহ্লণ ও লোঠন আসিয়া সুস্‌সলের শরণ লইলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

৮৮ লৌকিকাব্দে বৈশাখী শুক্লতৃতীয়ার দিন সহ্লণ, ৩ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করার পর, রাজ্যচ্যুত হইলেন।

সুস্‌সল রাজ্যারোহণ করিলেন। ইঁহার শাসনগুণে রাজ্যে সুখশান্তি উথলিয়া উঠিল। ইনি দয়ালু, বিনয়ী, সাহসী, প্রজারঞ্জক, দুষ্টশাসক ও শিষ্টপালক ছিলেন। এই সময়ে গর্গ উচ্চলের শিশুপুত্রের জন্য অস্ত্রধারণ করেন। সুস্‌সল ভ্রাতুষ্পুত্রকে আনিবার জন্য বার বার লোক পাঠাইলেন। গর্গ দিলেন না। শেষে বিতস্তাসিন্ধুসঙ্গমের নিকট মহাযুদ্ধ হইল। সুস্‌সলের পক্ষে এই যুদ্ধে শৃঙ্গার, কপিল, কর্ণ, শূদ্রক প্রভৃতি তন্ত্রীবীরগণ ও বিজয়ক্ষেত্রের যুদ্ধে তিহ্ল, কম্পনাপতির বহু সৈন্য ও তন্ত্রীবীর তিব্বাকর হত হইলেন, কিন্তু গর্গ পরাজিত হইলেন না। অবশেষে তিনি রত্নবর্ষদুর্গে জীবনসঙ্কট দেখিয়া উচ্চলের পুত্রটি লইয়া সুস্‌সলের শরণাগত হইলেন।

সজ্জপাল, যশোরাজ প্রভৃতি সুস্‌সলের রাজ্যারোহণে বিশেষ সহায়তা করিলেও, তাঁহারা বড়ই গর্ব্বিত ও দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলেন। সুস্‌সল তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাঁহারাও সহর্ষমঙ্গলের পক্ষগ্রহণ করিলেন। সহর্ষমঙ্গলের পুত্র প্রাশ সৈন্য লইয়া কান্দপথে কাশ্মীর আক্রমণ করিতে আসিলেন, কিন্তু পথে রাজসৈন্য কর্তৃক যশোরাজ আহত হওয়ায় ভীত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ওদিকে চম্পাপতি জাসট, বল্লপুররাজ বজ্রধর, বর্তুলরাজ সহজপাল এবং বল্লপুরের আনন্দরাজ কুরুক্ষেত্রে গিয়া ভিক্ষাচারের সহিত মিলিত হইলেন। জাসট স্বীয় কন্যার সহিত ভিক্ষাচারের বিবাহ দিলেন। ঠক্কুর গয়াপাল যথেষ্ট সৈন্যসহ ভিক্ষাচারের পক্ষ লইলেন। পদ্ম নামক স্থানে ইঁহারা রাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে দর্পক নিহত

হইলেন, যথেষ্ট সৈন্যও ক্ষয় পাইল। ভিক্ষাচার একেবারে দুর্দ্দশায় পড়িলেন, শেষে শ্বশুর আসটের রাজ্যে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু আসট তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। চন্দ্রভাগার ঠক্কুর ডেঙ্গপাল তাঁহাকে লইয়া গিয়া স্বালয়ে আদরে রাখিলেন ও স্বীয়কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন।

ইতিমধ্যে সহর্ষমঙ্গলের পুত্র প্রাশ আবার সৈন্য লইয়া সিদ্ধপথের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। রাজসৈন্য পথে তাহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া আনিল।

সুস্সল বিতস্তাতীরে তিনটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া একটি নিজ নামে, একটি স্বীয় পত্নীর নামে আর একটি শাশুড়ীর নামে নাম-করণ করেন ও ভগ্নপ্রায় দিদ্দাবিহারের সংস্কার করান। একদিন গর্গ সংবাদ পাইলেন যে, পরামর্শ হইয়াছে, সুস্সল তাঁহাকে বন্দী করিবেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পুত্র কল্যাণচন্দ্রের সহিত নিজভবনে ফিরিলেন।

তৎপরে সন্ধি হইল। একদিন রাজা তাঁহাকে স্নানাগারে আসিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া বন্দী করিলেন। কল্যাণ, বিদেহ প্রভৃতি গর্গের পুত্রেরা ও তাঁহার পত্নী মল্লাদেবীও বন্দী হইলেন। তিনমাস পরে (৯৪ লৌকিকাব্দে) গর্গাদি সকলে রাজাদেশে নিহত হইলেন।

তৎপরে মল্লকোষ্ট, পৃথ্বীহর, বিজয় প্রভৃতি সকলে মিলিয়া ভিক্ষাচারের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক সুস্সলের সহিত হিরণ্যপুর ও মহাসরিৎ নামক স্থানে মহাযুদ্ধ করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। রাজ্য ভিক্ষাচারের অধিকৃত হইল। রাজা সুস্সল অবশেষে (৯৭ লৌকিকাব্দে) অগ্রহায়ণমাসে কম্পনরাজ্যে আশ্রয় লইলেন। তিলকসিংহ সমস্ত অপমান ভুলিয়া তাঁহাকে যত্ন করিয়া রাখিলেন। তিলক সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আবার যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে নগরাধ্যক্ষের কন্যার সহিত ভিক্ষাচারের বিবাহ হইল। তৎপরে ভিক্ষাচার রাজা হইলেন।

কিছুদিন পরে ভিক্ষুই অগ্রে সুস্সলের বিরুদ্ধে বিম্বকে পাঠাইলেন। পর্ণোৎস, বিটোলা ও সদাশিব নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। বিম্ব পরাজিত হইলে সুস্সল সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। ভিক্ষাচার পলাইলেন। কিন্তু অল্প দিন পরে আবার পৃথ্বীহর ও ভিক্ষাচার একত্র হইয়া বিজয়ক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তৎপরে নানা স্থানে যুদ্ধ হইল। ভিক্ষাচার অথবা সুস্সল কেহই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারিল না। সুস্সলের অনুপস্থিতিকালে ডামরেরা রাজধানীর নানাস্থানে আগুন দিতে লাগিল। বিতস্তার উত্তরপারে বহু কাষ্ঠনির্ম্মিত বাটী ছিল, প্রায় সমস্তই দগ্ধ হইল। নিরীহ প্রজাগণ রাজধানী ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। সুস্সল রাজধানীতে ফিরিলেন। এই সময়ে উৎপল, ব্যাঘ্র প্রভৃতি ষড়যন্ত্র করিয়া রাজার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল, সুস্সল তাহার আভাস পাইলেন, কিন্তু গ্রাহ্য করিলেন না। এক দিন স্নানাগারে স্নান করিতেছেন, এমন সময়ে উৎপল ও ব্যাঘ্র সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, রাজার রক্ষীরা কেহই নাই। উৎপল দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন। সুস্সল তাহাদের কাণ্ড দেখিয়া "রাজদ্রোহ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহাদের সুতীক্ষ্ণ-অস্ত্রাঘাতে মহারাজ সুস্সল চিরদিনের জন্য নিদ্রিত হইলেন। তাঁহার ছিন্নমস্তক ভিক্ষাচারের নিকট প্রেরিত হইল। রাজপুত্র-সিংহদেব সেই দারুণ সংবাদ পাইলেন। সিংহদেব রাজা হইলেন। তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শে রাজধানী সুরক্ষিত করিবার জন্য চারিদিকে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। পরদিন মধ্যাহ্নকালে ভিক্ষাচার সসৈন্যে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই সময় গর্গপুত্র পঞ্চচন্দ্র বিশুর রাজপুত সৈন্য লইয়া রাজার সহিত মিলিত হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ভিক্ষাচার বেগতিক দেখিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন, তৎপরে বিজয়ক্ষেত্র প্রভৃতি কয়েক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কিন্তু ভিক্ষাচারের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না।

সুস্সলপুত্র জয়সিংহ রাজা হইয়া প্রথমে রাজ্যের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু প্রতীহারের উপর রাজ্যের সকল প্রধান ভার অর্পণ করিলেন। প্রতীহার শান্তিস্থাপনের জন্য রাজদ্রোহিগণের সহিত সন্ধি করিলেন। জয়সিংহ অনেক কীর্ত্তি করিয়া যান। ইঁহার সময়ে কহ্লণপণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

[জয়সিংহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

জয়সিংহ রাজা হইয়া ২২ বৎসর রাজত্বের পর ৩০ লৌকিকাব্দে ফাল্গুনের কৃষ্ণাদ্বাদশীতে পরলোক গমন করেন। ইনি নিয়তই প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র পরমাণুক কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি প্রথমে প্রজারক্ষণাদি কার্য্যপরিত্যাগপূর্ব্বক যে কোন প্রকারে হউক স্বীয় ধনকোষ পূর্ণ করিবার চেষ্টা করেন, অবশেষে তাঁহার ধূর্ত্ত মন্ত্রিগণ বালকের ন্যায় তাঁহাকে ভুলাইয়া ও ভয় দেখাইয়া সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছিল। ইনি ৯ বৎসর ৬ ছয় মাস ১০ দিন রাজত্ব

করিয়া ৪০ লৌকিকাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার পর তৎপুত্র বর্দ্ধিদেব রাজা হইয়া ৭ সাত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পরলোক হইলে বোপাদেব কাশ্মীরের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ৯ নয় বৎসর ৪ মাস ২॥০ দিন রাজত্ব করেন। ইনি মূর্খের শিরোমণি ছিলেন। অনন্তর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জসসদেব রাজা হইয়া ১৮ বৎসর ১৩ দিন রাজত্ব করেন। ইনিও অতিশয় মূর্খ। কুক্ষ ও ভীম নামে দুই জন ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ ইহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। পরে তাঁহার পুত্র জগদেব কাশ্মীরদেশের রাজা হইয়া ১৪ বৎসর ৩ দিন রাজত্ব করেন। ইনি বিনয়ী ও প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। ইনি স্বীয় রাজ্যমধ্যে সুব্যবস্থা-স্থাপন এবং রাজ্যের সমস্ত শস্যোদ্ধার করেন। রাহুল নামে ইঁহার এক সর্ব্বগুণাকর মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার মন্ত্রবলে ইনি সমস্ত শত্রুবর্গকে বিনাশ করেন। মহারাজ জগদেব রঞ্জপুরে হর্ষেশ্বরের এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দ্বারপতি পদ্ম ইহাকে গুপ্তভাবে বিষদানে বিনাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজদেব রাজা হইয়া ২৩ বৎসর ৩ মাস ২৭ দিন রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃঘাতক পদ্মের ভয়ে কাষ্ঠবাট নামক স্থানে সহুণ নামক দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলে দ্বারপতি আসিয়া তাঁহাকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিলেন। দ্বারপতি প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, এমত সময়ে এক চণ্ডাল তাঁহাকে বিনাশ করিল। এই রাজদেব শত্রুগণকে বিনাশ ও স্বীয় প্রজাপুঞ্জের বিশেষ হিতসাধন করেন।

তৎপরে তাঁহার পুত্র সংগ্রামদেব কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৭ বৎসর ১০ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি বিজয়েশ্বর নামক স্থানে গোব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত ২১টি উত্তম ছাত্রশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বদাই প্রজাগণের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতেন। কল্লণবংশীয় রাজগণ ইহাকে বিনাশ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামদেব রাজা হন, ইনি স্বীয় প্রভূত শৌর্য্যবলে সমস্ত পিতৃশত্রুগণকে বিনাশ করেন। ইনি লেদরীর দক্ষিণপারে সল্লরনামক স্থানে স্বনামচিহ্নিত এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, আর উৎপলপুরে বিষ্ণুর যে প্রাসাদ ছিল, তাহা জীর্ণ ও ভগ্নদশাপন্ন হওয়ায় তাহার উত্তমরূপে সংস্কার করাইয়া দেন। ইনি ২১ বৎসর ১ মাস ১৩ দিন রাজত্ব করেন। চন্দনবৃক্ষে পুষ্পের ন্যায় বিধাতা ইহাকে পুত্র প্রদান করেন নাই। তিনি ভিয়ারকপুরস্থিত কোন এক ব্রাহ্মণের লক্ষ্মণনামক পুত্রকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কাশ্মীররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইহার সমুদ্রানাম্নী মহিষী বিতস্তানদীর তীরদেশে সমুদ্রামঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রামদেবের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণদেব রাজা হন। ইহার রাজত্বকালে শত্রুগণ রাজ্যমধ্যে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। মহিলানাম্নী তাঁহার পাপপরিশূন্যা মহিষী স্বীয় শ্বশ্রূনির্ম্মিত মঠের পার্শ্বদেশে এক নূতন মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণদেব ১৩ বৎসর ৩ মাস ১২ দিন রাজত্ব করিয়া তুরুষ্করাজ কজ্জল কর্ত্তৃক নিহত হন।

লক্ষ্মণদেব পরলোক গমন করিলে অগ্রবংশজাত নীতিশাস্ত্র-বিশারদ লেদরীনায়ক সিংহদেব কাশ্মীররাজ্যের রাজা হইয়া ১৪ বৎসর ৫ মাস ২৭ দিন রাজত্ব করেন। ইনি গুরুর সহিত মিলিয়া ধ্যানোদ্ধারনামক স্থানে নৃসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুর নাম শঙ্করস্বামী। রাজা তাঁহাকে অষ্টাদশমঠের ঐশ্বর্য্য দক্ষিণাস্বরূপ প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সিংহদেব আস্তিক্যবুদ্ধি ও বিনয়াদি বিসর্জ্জন দিয়া ভগিনীর সহিত আসক্ত হইলে, তাঁহার ভগিনীপতি ছলপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণবিনাশ করেন।

অনন্তর তাঁহার ভ্রাতা সুহদেব রাজা হন। ইহার নিকট বৃত্তিলাভ করিবার নিমিত্ত দিগ্‌দিগন্তর হইতে অনেক ব্রাহ্মণাদি প্রজা আসিয়া আশ্রয়লাভ করেন। ইনি পঞ্চগহ্বরদেশে পার্থের ন্যায় পূজিত হন। তাঁহার পুত্র বভ্রুবাহন গর্ভরপুর সংস্থাপন করেন। ইনি ১৯ বর্ষ ৩ মাস ২৫ দিন রাজত্ব করেন।

সুহদেবের মৃত্যু হইলে পর ম্লেচ্ছরাজ ডল্‌চ আসিয়া তাঁহার রাজ্যনাশ করিলে, দানশীল ভোটবংশোদ্ভব (তিব্বতদেশবাসী) রিঞ্চণ আসিয়া কাশ্মীররাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী, ইহার শাসনকালে প্রজাকুলের সন্তোষবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হয়। ইনি ৩ বৎসর ২ মাস ১৯ দিন রাজত্ব করিয়া ৯৯ লৌকিকাব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পত্নী চারিমাস কাল মন্ত্রীর সহিত রাজত্ব করেন। এই রাজ্ঞী কাশ্মীরমণ্ডলে কোটাখনন করেন। এই সময়ে সিংহদেবের জ্ঞাতি উদ্যানদেব রাজ্যপদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া সৈনিকগণের সহিত কাশ্মীরে আগমন করেন। উদ্যানদেব রাজ্য পাইয়া ১৫ বর্ষ ১ মাস ১০ দিন রাজ্যশাসন করিয়া গতাসু হইলে রাজ্ঞী কোটাদেবী ৬ মাস ১৫ দিন রাজত্ব করেন।

তৎপরে শাহমীর নামক মন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রিগণ ও বিপ্রগণের সাহায্যে সপুত্রা রাজ্ঞীকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজ্য-শাসন করেন। এই সময় হইতে কাশ্মীর রাজ্য মুসলমানের অধীন হয়। শাহমীর শংসদীন (শম্‌সুদ্দীন) নামে বিখ্যাত

ছিলেন। পঞ্চগহ্বর দেশজাত আঠার জন মুসলমান কাশ্মীর-দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তন্মধ্যে তাহিরাজ-কুলজাত শম্সুদ্দীন কাশ্মীরের প্রথম মুসলমান রাজা। ইনি অতিশয় বলশালী ছিলেন, ভিক্ষণভট্টদিগকে বিনাশ করিয়া বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার পরলোক হইলে তাঁহার পুত্র জ্যংশর বা জমৃশিদ্ সাম্রাজ্যলাভ করিয়া ১ বৎসর ১০ মাস রাজত্ব করেন। অনন্তর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলাভদীন (অলাউদ্দীন্) ১২ বৎসর ১৮ মাস ১৩ দিন সুনিয়মে প্রজাপালন করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র শাহাবুদ্দীন দিগ্ বিজয়ী রাজা হন, ইনি ২০ বৎসর রাজ্য শাসনপূর্ব্বক সমস্ত রাজগণের প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন। তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুতবুদ্দীন্ ১৫ বর্ষ ৫ মাস ২ দিন ও তাঁহার পুত্র সেকেন্দর ২২ বৎসর ৯ মাস ৬ দিন রাজত্ব করেন। ইনি বহুতর সংস্কৃতপুস্তক অগ্নিতে ফেলিয়া দিয়া দগ্ধ করাইয়াছিলেন। সেকেন্দর যমালয়ে গমন করিলে তাঁহার পুত্র আলিশাহ রাজা হইয়া ৬ বর্ষ ৯ মাস রাজত্ব করেন। ইনি অনেক পাপকার্য্য করেন। তৎপরে প্রজাদিগের পুণ্যবলে তাঁহার সহোদর প্রজারঞ্জক জৈন-উল্‌অবিদীন্ রাজ্যলাভ করেন।

ইনি অতি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইঁহার নিকট কেহ হৃদয়গ্রাহিণী কবিতা অথবা কোনও উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য উপস্থিত করিলে ইনি তাঁহাকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিতেন। সিন্ধু ও হিন্দুবাড়াদি দেশ জয় করিয়া ইনি বিবিধশিল্পসমন্বিত এক যন্ত্রাগার নির্ম্মাণ করান। ইঁহার আদম খাঁ, হাজি খাঁ ও বহ্রাম খাঁ নামে তিন পুত্র জন্মে। হাজি খাঁর সহিত বহ্রামের যুদ্ধ হয়। তাহাতে হাজি খাঁ জয়লাভ করেন। জৈন্-উল্-অবিদীন্ রাজ্যের বহুবিধ মঙ্গলকর কার্য্যসাধন করিয়া ৫২ বর্ষ রাজ্যশাসনপূর্ব্বক তনুত্যাগ করেন। তৎপরে হাজি খাঁ রাজা হন। ইনি মুদ্রার উপর হৈদরশাহি এই নাম অঙ্কিত করেন। রিক্কেতর নামক একজন নাপিত রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সে মন্ত্রী হইয়া প্রজাদিগকে অতিশয় কষ্ট দিত এবং রাজাকে কুকার্য্যে লিপ্ত করিয়া দীনদুঃখী প্রজার নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিত। হাজি খাঁ স্বীয় কর্ম্মচারী ও মন্ত্রিপ্রভৃতির প্রবর্ত্তনায় দ্বিজগণের উৎপীড়ন করেন, এমন কি ভট্টগণের হস্ত ও নাসাকর্ণাদি ছেদন করেন এবং তাঁহার পিতৃ-দত্ত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ইনি ১ বর্ষ ২ মাস রাজত্ব করেন।

পরে তাঁহার পুত্র হসনশাহ রাজা হন। ইনি দিদ্দামঠের নিকট নদীপ্রান্তে এক মনোহর রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। তথায় তাঁহার মাতা গোলখাতনা নাম্নী রাজ্ঞী এক ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজা হসন খাঁ বিস্তর মস্‌জিদ্, ধর্ম্মাবাস প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, ফলতঃ ইনি মঠ, অগ্রহারদান, দেবমন্দিরনির্ম্মাণ, অতিথিপূজা ইত্যাদি সৎকার্য্য দ্বারা আপনার রাজ্যসম্পত্তির সাফল্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইনি অনেক সংস্কৃত পদ্য জানিতেন এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। স্বয়ং উত্তমরূপ রাগ আলাপ করিতে পারিতেন। ইঁহার সময়ে প্রজাগণ সুখে কালাতিপাত করিয়াছিল। ইঁহার পিতৃব্য বহ্রাম খাঁ রাজ্যলাভের বাসনায় ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছিলেন। ইনি ৬০ লৌকিকাব্দে চৈত্রমাসে ১২ বর্ষ ৫ দিন রাজ্যভোগের পর প্রাণত্যাগ করেন।

তৎপরে তৎপুত্র মুহম্মদশাহ কাশ্মীরের রাজ্যলাভ করিয়া ২ বর্ষ ৭ মাস রাজ্যভোগ করেন। ইঁহার রাজ্য মন্ত্রিগণের দুষ্ট-অভিসন্ধিতে চঞ্চল হইয়াছিল। ইনি সৈয়দবংশগণের দৌহিত্র, এই হেতু সৈয়দগণ ইঁহার রাজ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। ইঁহার সময়ে মদ্র ও সৈয়দগণের মহাবিপ্লব ঘটিয়াছিল। পরে তাঁহার পিতৃব্য ফতেশাহ কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময়ে প্রজাগণ স্বধর্ম্মনিরত ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিবিভূষিত হইয়া সুখে কালযাপন করিয়াছিল। ইনি ৯ বৎসর ১ মাস রাজ্যভোগ করিয়া রাজ্য-ভ্রষ্ট হন। ইঁহার চন্দ্রবংশীয় সোমরাজানক নামে একজন বঞ্চনশূন্য বিনয়ী মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ইনি মীরশেখের আদেশে ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বপ্রদত্ত ভূমি সকল অপহরণপূর্ব্বক দেবালয়স্থিত ভৃত্যাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন।

অনন্তর মুহম্মদশাহ পুনর্ব্বার কাশ্মীরের রাজা হইয়া ১১ বৎসর ১০ মাস ১০ দিন রাজ্যশাসন করেন। ইঁহার সময়ে কণ্ঠভট্টাদি মহোদয়গণ সোমরাজানক কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হিন্দুক্রিয়ার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু খোজা মীর আহ্মদ, "হে বিপ্রগণ! এই কলিযুগে তোমাদের ব্রহ্মতেজ কোথায়? আচারই বা কোথায়?" এই বলিয়া খিন্ন হইয়াই যেন নির্ম্মলাদি ব্রাহ্মণগণকে বধ করাইয়া ছিলেন। এই সময়ে মুহম্মদশাহ ফতেশাহের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময়ে অন্য এক চক্রবর্ত্তী রাজা গজপতি সেকন্দর কাশ্মীররাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু মহম্মদ তাঁহাকে পরাজিত করেন। তৎপরে ফতেশাহের পুত্র খান পিতৃ-রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির আশায় কাশ্মীরে উপস্থিত হন এবং মুহম্মদকে রাজ্যভ্রষ্ট করেন। তৎপরে কাঞ্চনচক্র ইব্রাহিমশাহকে কাশ্মীররাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই

সময়ে কাশ্মীররাজ্যে তুরুষ্করাজের বিষম উপদ্রব হয়। প্রথমে মার্গেশ্বর আবদুল মোগলরাজ বাবরের নিকট গমনপূর্ব্বক কাশ্মীররাজ্য জয়ের নিমিত্ত সেনা প্রার্থনা করেন। বাবর তাঁহাকে এক সহস্র সেনা প্রদান করিলে আবদুল ফতেশাহের পুত্র নাজুক্খাঁকে অগ্রে করিয়া গিরিপথে কাশ্মীররাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তুরুষ্ক সৈন্ত দ্বারা কাশ্মীর জয় করিয়া নাজুক্শাহকে কাশ্মীররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

পরে মুহম্মদশাহ লাহোরের রাজা হইলে তুরুষ্ক সৈন্তগণ নিজ স্থানে গমন করিল। নাজুক্ এক বৎসর রাজ্য করিয়া মুহম্মদের নিকট হইতে যৌবরাজ্য প্রাপ্ত হন। পাঁচ বৎসর পরে পুনর্ব্বার মুহম্মদ রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তৎপরে বাবরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার কামরাণ ও হুমায়ুন নামক পুত্রদ্বয় কাশ্মীররাজ্য লাভ করেন। কিছুদিন পরে মহরম নামক সেনাপতি বহুতর সৈন্ত লইয়া কাশ্মীরজয়ের নিমিত্ত আগমন করিলে পৌরগণ ভয়ে পর্ব্বতপ্রদেশে পলায়নপূর্ব্বক গুহাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন পুরী শূন্ত দেখিয়া মোগলেরা রাজধানীর গৃহাদি সমস্তই পোড়াইয়া ফেলিল এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তির প্রাণবিনাশ করিল। তৎপরে কাশ্মীরে কাস্ঘরীর উপদ্রব ঘটে, ইহাতে তুরুষ্কেরা বহু গ্রামনগরাদি দাহন এবং বহু ধনরত্ন ও রমণীগণ গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করে। তৎপরে কাশ্মীররাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। মুহম্মদশাহ পুনর্ব্বার ৫ পাঁচ বৎসর রাজ্য করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন।

অনন্তর তাঁহার পুত্র শংসশাহ রাজা হন। ইঁহার সময়ে কাচচক্রপতি কাশ্মীর দেশ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত জৈনপুর হইতে আগমন করেন। পরে সন্ধিসূত্রে যুদ্ধ মিটিয়া যায়, তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা ইস্‌মাইলশাহ রাজা হন।

এদিকে মোগলসেনানী নাজুক্শাহ পাষণ্ডদেশ জয় করিবার নিমিত্ত সৈন্তসহ গমন করেন। নাজুক্শাহের রাজত্বকালে কাশ্মীরের প্রজাসকল সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ সমস্ত নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়াছিল। ইঁহার সময়ে গ্রামবিভাগ লইয়া কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বিরোধ ঘটে। এই বিবাদে মির্জা হৈদর ও দৌলুতখাঁর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এক মাস যুদ্ধের পর দৌলুত (গাজিখাঁ) জয়লাভ করেন। তৎপরে ইনিই রাজ্যশাসন করেন; ইঁহার সময়ে কাশ্মীররাজ্যে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়; তাহাতে অনেক স্থান বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। একদিন দৌলুত খাঁ ভুলমুল নামক স্থানে অভিমন্থানামক এক মহাতপা সাধুর নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার রাজ্য কিরূপে বিস্তৃত হইবে? তাহাতে সাধু উত্তর করেন যে, ব্রাহ্মণদিগের বার্ষিক কর গ্রহণ না করিলে আপনার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। তাহা শুনিয়া দৌলত খাঁ বলিলেন যে, আমি ম্লেচ্ছ হইয়া আপনার আজ্ঞায় কিরূপে ব্রাহ্মণদিগের কর নিবারণ করিব? তাহাতে সাধু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শাপ দিলেন যে, অল্পদিন মধ্যে তোমার রাজশ্রী বিনষ্ট হইবে। ইহাতে দৌলতচকের রাজ্যসম্পত্তি বিনাশ পায়। তৎপরে হবীব্ নামক এক ব্যক্তি ১ মাস রাজত্ব করিলে গাজি খাঁ রাজ্য গ্রহণ করিলেন। ইনি একদিন গণকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার রাজ্যে ভূমিকম্পাদি দুর্নিমিত্ত ঘটিতেছে কেন? তাঁহারা বলিলেন, আপনার রাজ্যে এক ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে। কিছুদিন পরে মির্জা হৈদরের সেনানী করভোদ্দার এক বৃহৎ সৈন্তদল লইয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইল। গাজি শাহ সসৈন্তে রাজবির নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে করভোদ্দার গাজিশাহের সাগরসদৃশ সেনাসমূহ দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তৎপরে ইঁহার সাতত চক্রদিগের যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে ইনি হস্তেচককে বিনাশ করিয়া জয়লাভ করেন।

মোগলরাজ শাহ আবদুল্‌মালী বহুতর সৈন্ত সঙ্গে লইয়া কাশ্মীর জয় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে দৌলত মহতী সেনা সমভিব্যাহারে পরিহাসপুরের নিকট শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ হইল, ইহাতে মোগলরাজের বহু সেনা বিনষ্ট হইলে তিনি নিজ স্থানে পলায়ন করিলেন। দৌলত অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। একদিন একটি বালক ফল চুরি করিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহার দুই হাত কাটিয়া দেন। তাঁহার প্রতাপশালী নিজ পুত্র মাতুলের প্রতি অত্যাচার করায় তিনি তাহাকে বিনাশ করেন। তাঁহার রাজ্যে আঠার জন মন্ত্রী ছিল। অবশেষে তিনি গলিত কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোকেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা হুসেন খাঁ রাজ্যলাভ করেন। ইনি দাতা ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। খাঁজমান্ নামক মন্ত্রী ইঁহাকে তাড়াইয়া আপনি কিছুদিন রাজত্ব করেন। তিনি প্রতিদিন শতলোক বধ করিতেন, এমন কি দিলাবর খাঁ দ্বারা আপন পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। পুনরায় হুসেন খাঁ আসিয়া মন্ত্রীর প্রাণসংহার করেন। পরে অপস্মাররোগে হুসেনখাঁর মৃত্যু হয়। ইনি ৭ বৎসর রাজত্ব করেন।

পরে তাঁহার ভ্রাতা আলি খাঁ রাজা হন। ইনি প্রজাদিগকে সুখী করিতে তৎপর ছিলেন। এই সময়ে ঘোর দুর্ভিক্ষ হয়। ৯ বৎসর রাজত্বের পর আলিশাহের মৃত্যু হয়।

তৎপুত্র য়ুসুফশাহ রাজ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার

পিতৃব্য অব্দালথা "ভ্রাতা মরিলে ভ্রাতাই রাজপদ পায়, তবে সে কেন রাজ্যলাভের ইচ্ছা করে।" এই বলিয়া যুসুফের নিকট দূত প্রেরণ করিলে, তাঁহার সহিত সেকন্দরপুরে অব্দালের যুদ্ধ হয়। অব্দাল প্রাণত্যাগ করে। তৎপরে মুবারক খাঁ যুসুফের সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন। যুসুফের সেনাপতি মহম্মদ খাঁ এই যুদ্ধে নিহত হন। তৎপরে মুবারক কাশ্মীরের রাজা হইলে, যুসুফ দিল্লীশ্বর অকবর বাদশাহের নিকট সাহায্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত গমন করেন। এই সময়ে চকেরা মুবারক খাঁকে পরাজিত করিয়া লোহর-চককে কাশ্মীররাজ্য প্রদান করেন। পরে যুসুফ অকবরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিতস্তাবেষ্টিত স্বয়পুরগ্রামে অবস্থিতি করিলে লোহরচক্ তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধে লোহর-চকের মন্ত্রী অব্দালমীর নিহত হন। পরে যুসুফ পুনর্ব্বার কাশ্মীরের সিংহাসন লাভ করেন। এই সময়ে লোহর খাঁ যাকুবের শরণ লন, কিন্তু যাকুব সুবিধা পাইয়া তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতার নেত্র উৎপাটন করেন। পরে হৈদর-চকের সহিত যাকুবের যুদ্ধ হয়। তাহাতে হৈদর পরাজিত হইয়া অকবর বাদশাহের শরণাগত হন। যুসুফ কাশ্মীর জয় করিয়া বহুতর উপঢৌকনসহ নিজ পুত্রকে সম্রাট্ অকবরের নিকট প্রেরণ করেন। অকবর যুসুফ-প্রেরিত উপঢৌকন দেখিয়াও কাশ্মীরজয়ের অভিলাষ ছাড়িলেন না। তিনি ভগবানদাস নামক সেনাপতিকে কাশ্মীরে পাঠাইলেন। কাশ্মীররাজ যুসুফ তাহা শুনিয়া বহুতর ধনরত্ন উপহার দিয়া ভগবানদাসের সহিত সন্ধি করিয়া অকবরের শরণাগত হইলেন। কিছুদিন রাজ্য করিয়া তিনি অকবর সম্রাটের সেবার্থ গমন করিলে, তাঁহার পুত্র যাকুব কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। এই সময়ে শমসচক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যাকুবের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হন।

আবার সম্রাট্ অকবরের কাশ্মীরবিজয়ের স্পৃহা জন্মিল। তিনি বহুতর সৈন্য সঙ্গে দিয়া কাসিম খাঁর অধীনে ২২ জন সেনাধ্যক্ষকে কাশ্মীররাজ্যে প্রেরণ করিলেন। কাসিম খাঁর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া যাকুব পলায়ন করিলেন। তাঁহার সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। পরে শমসচক অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া কাসিমের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু মোগলদিগের জয় হইল। হৈদরচক্ কাসিম খাঁকে আনিতেছেন দেখিয়া কাশ্মীরবাসিগণ হৈদর-চকের পক্ষ অবলম্বন করিল। কাসিম খাঁ হৈদর-চকের সহিত অনেক লোক দেখিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। তদ্দর্শনে কাশ্মীরের অনেক প্রজা ভয়ে বনমধ্যে পলায়ন করে। বনে সকলে মিলিত হইল। যুদ্ধ করিতে সকলেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া যাকুব খাঁকে আনয়ন করিল। কাসিম মোয়ার খাঁকে যাকুবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। যাকুব সদাশিবপুরে মোয়ারখাঁর সেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কাসিম খাঁ কাশ্মীরের বহুতর সৈন্য দেখিয়া কারাগৃহ-স্থিত হৈদর-চককে নিহত করিলেন। তৎপরে কাসিমের সহিত যাকুবের যুদ্ধ হইল। কিন্তু জয় পরাজয় স্থির হইল না। যাকুব কাষ্ঠবাটে চলিয়া গেলেন। তখন যাকুবের পিতা যুসুফ ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণ সন্ধির প্রার্থনা করিলে কাসিম যুসুফ প্রভৃতিকে অকবরের নিকট প্রেরণ করিলেন। অকবর তাঁহাদের সমাদর করেন।

এই সময়ে কাশ্মীরে তুষারপাত আরম্ভ হইলে, যাকুব সসৈন্যে কাষ্ঠবাট হইতে নির্গত হইয়া মোগলসেনাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ৩ মাস ধরিয়া যুদ্ধ হইল। কাসিম খাঁ পরাজিতপ্রায় শুনিয়া অকবর যুসুফ খাঁকে কাশ্মীরজয়ের আদেশ করিলেন। যুসুফ খাঁ যাইয়া যাকুবকে পরাজয় করিয়া অকবরের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর অকবর বাদশাহের করতলগত হইল। তখন অকবর কাশ্মীর দর্শন করিবার নিমিত্ত লাহোর হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি কাশ্মীরে উপস্থিত হইলে যাকুব তাঁহার শরণাগত হইলেন। অকবর তাঁহাকে রাজা মানসিংহের অধীনে সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। অকবর যুসুফখাঁকে কাশ্মীরের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দেশান্তরে গমন করিলেন। যুসুফ কাশ্মীররাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কোন কারণে যুসুফ: অকবরের বিরাগভাজন হন। অকবর যুসুফের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কাজী আলাকে কাশ্মীরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। কাজীআলা কাশ্মীরকোষের সমস্ত ধন ব্যয় করিয়া ফেলিলে মোগলদিগের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইল। তাহাতে মির্জা যাদগার কাশ্মীরিগণের সহিত মিলিয়া কাজী আলার সহিত যুদ্ধ করেন। কাজীআলা পরাজিত হইয়া পর্ব্বতপ্রদেশে পলায়ন করিয়া তথায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

অনন্তর মির্জা যাদগার কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা হইয়া অকবর বাদশাহের অধীনতা অস্বীকার করিলেন। তাহা শুনিয়া অকবর শেখ ফরিদকে সসৈন্যে কাশ্মীরে পাঠাইলেন। কিন্তু শুরপুর নামক স্থানে মির্জা যাদগার নিজ অনুচরগণ কর্তৃক নিহত হন। শেখ ফরিদের শাসনকালে অকবর পুনর্ব্বার কাশ্মীরে আগমন করেন। এবার তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়া যান। ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছরাজ্য হইতে দেশান্তর গমন করিতেছেন শুনিয়া অকবর প্রথমে চকবংশীয়দিগের

নিকট হইতে বার্ষিক কর গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। আর এইরূপ ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীরদেশে যে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে, তাহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ পারিতোষিক প্রদান করিবেন। এখানে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের কর গ্রহণ করিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহ উৎপাটিত করিবেন। তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অকবরের রামদাস নামক একজন কর্ম্মচারী কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণগণের নিয়তই উপকার করিতেন, তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দেখিলেই স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি দান করিতেন, তাঁহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না। প্রবাদ যে, তিনি প্রত্যেক ব্রাহ্মণগৃহে একশত করিয়া রৌপ্যমুদ্রা ও একটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলেন। অকবরও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষরূপে পরিতৃপ্ত করিতেন। তিনি একদিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন।

অকবর বাদশাহ য়ুসুফখাঁকে পুনর্ব্বার কাশ্মীরের শাসনকর্তৃত্ব ভার দিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। য়ুসুফ প্রজাদিগের কোন অনিষ্ট না করিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে য়ুসুফ খাঁ অকবরের কার্য্যসাধনার্থ গমন করিলে তাঁহার পুত্র মির্জা লস্কর কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা হন। তিনি আদেশ প্রচার করেন, "যে ব্যক্তি কাশ্মীরনিবাসীদিগের পীড়ন করিবে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার অপরাধের ফল প্রাপ্ত হইবে।" মির্জা লস্কর ৮ বৎসর শাসন করিলে, অকবর প্রথমে আসাহ খাঁ, তৎপরে আহ্লাদ খাঁ ও সুলতান্ মুহম্মদ কুলি খাঁ এই দুইজনকে কাশ্মীরের শাসনভার প্রদান করেন। ইঁহারা কাশ্মীরে আসিয়া দুর্নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময়ে অকবরের আদেশে ঐ দুইজন শাসনকর্ত্তা প্রবরপুরের নিকট অগ নামে ১টী দুর্গ ও শারিকাপর্ব্বতের নিকট নগ নামক ১টি নগর নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান নগর জৈন্অল্অবিদীন্ নির্ম্মিত পুরাতন নগরীর সন্নিধানেই নির্ম্মিত হয়। একদিন মধ্যাহ্নকালে পুরাতন নগরী অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল। দুই-হাজার গৃহ-সম্বলিত ঐ নগর অল্পক্ষণমধ্যেই ভস্মাবশেষ হইল। তখন ঐ নবীন নগরী সপত্নীবিনাশে প্রিয়তমা রমণীর ন্যায় প্রফুল্লিতা হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

কাশ্মীর অকবরপুত্র জাহাঙ্গীরের অতি প্রিয়স্থান, তিনি প্রিয়তমা নুরজহানের সহিত সর্ব্বদাই এখানে বসন্তলীলা করিতেন। কাশ্মীরে অদ্যাপি নুরজহানের লীলা-উদ্যান ও মনোরম প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

যতদিন দিল্লীর মোগল বাদশাহগণের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন কাশ্মীররাজ্যও তাঁহাদের অধীন ছিল, তৎকালে এক একজন শাসনকর্ত্তা দিল্লীর অধীনে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে পাঠানবীর আহ্মদশাহ দুরাণি কাশ্মীররাজ্য জয় করেন। তৎপরে কিছুকাল পাঠানদিগের হস্তেই ছিল; ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহ কাশ্মীর অধিকার করেন। এই সময় হইতে শিখরাজের অধীনে এক একজন শাসনকর্ত্তা প্রেরিত হইয়া কাশ্মীর শাসন করিতেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জম্বু, লাদক ও বালতিস্থান সহ কাশ্মীরভূমি গোলাবসিংহ প্রাপ্ত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সোব্রাওনযুদ্ধের পর, গোলাবসিংহ ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়া ইংরাজরাজের নিকট হইতে কাশ্মীররাজ্য ক্রয় করিয়া লন। গোলাবসিংহ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একজন মিত্র রাজা হইলেন, যুদ্ধকালে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে তিনি সাহায্য করিতে বাধ্য; কিন্তু তিনি স্বাধীনভাবে হিন্দুরাজনীতি অনুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। [গোলাবসিংহ দেখ।] ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ গোলাবসিংহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রণবীরসিংহ রাজা হইলেন। ইনি (১৮৮২ খৃঃ) বৃটীশগবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানার্থ ২১টি তোপ, "বৃটীশসেনাপতিত্ব" ও "মহারাণীর মন্ত্রিত্ব" পদ লাভ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জম্বুসহরে রণবীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপসিংহ সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার সভায় বৃটীশ রেসিডেণ্ট প্রবেশ করিয়াছেন। প্রতাপসিংহ বর্ত্তমান রাজা।

কাশ্মীররাজ মহারাণী ভারতেশ্বরীকে প্রতিবর্ষে ১টি ঘোড়া, ।২॥০ সের পশম এবং ৩ খানি অত্যুৎকৃষ্ট কাশ্মীরী শাল করস্বরূপ দিয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে (১৮৯২) কাশ্মীররাজ্য প্রায় সম্পূর্ণরূপে বৃটীশরাজের অধীন হইয়াছে।

* কাশ্মীর-রাজগণের তালিকা।

রাজার নাম	অভিষেকবর্ষ	রাজ্যকাল
গোনর্দ্দ ১ম (কহ্লণের মতে ৬৫৩ কলাব্দ)	২৪৪৮ পূ খৃঃ	১২২৩ (গোনর্দ্দ ১ম হইতে অভিমন্যু ১ম পর্যন্ত)
দামোদর ১ম		
যশোবতী		
গোনর্দ্দ ২য়		
(৩৫ জন রাজার বিবরণ লুপ্ত)		
লব		
কুশেশয়		
খগেন্দ্র		
সুরেন্দ্র		
গোধর		
সুবর্ণ		
জনক		
শচীনর		
অশোক		
জলোক		
দামোদর ২য়		
হুষ্ক, যুষ্ক কনিষ্ক (১)		
অভিমন্যু ১ম		

(১) এই তিনজন রাজা ৩৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। [কনিষ্ক দেখ।]

গোনর্দ্দ বংশ।

রাজা					রাজত্বকাল
গোনর্দ্দ ৩য়,	...	১১৮৪	খৃঃ	পূঃ ?	... ৩৫
বিভীষণ ১ম,	...	১১৪৯	ঐ	পূঃ ?	... ৫৩
ইন্দ্রজিৎ	...	১০৯৫	ঐ	পূঃ ?	... ৩০
রাবণ	...	১০৬০	ঐ	পূঃ ?	... ৩০
বিভীষণ ২য়,	...	১০৩০	ঐ	পূঃ ?	— ৩৫
নর বা কিন্নর	...	৯৯৪	ঐ	পূঃ ?	... ৩৯
সিদ্ধ	...	৯৫৫	ঐ	পূঃ ?	... ৬০
উৎপলাক্ষ	...	৮৯৫	ঐ	পূঃ ?	... ৩০
হিরণ্যাক্ষ	...	৮৬৪	ঐ	পূঃ ?	... ৩৭ ব, ৭ মা
হিরণ্যকুল	...	৮২৭	ঐ	পূঃ ?	... ৬০
মুকুল বা বসুকুল	...	৭৬৭	ঐ	পূঃ ?	... ৬০
মিহিরকুল বা ত্রিকোটিহা		৭০৭	ঐ	পূঃ ?	... ৭০
বক	...	৬৩৭	ঐ	পূঃ ?	... ৬৩
ক্ষিতিনন্দ	...	৫৭৪	ঐ	পূঃ ?	... ৩০
বসুনন্দ	...	৫৪৪	ঐ	পূঃ ?	... ৫২
নর ২য়,	...	৪৯১	ঐ	পূঃ ?	... ৬০
অক্ষ	...	৪৩১	ঐ	পূঃ ?	... ৬০
গোপাদিত্য	...	৩৭১	ঐ	পূঃ ?	... ৬০ ব, ৬ দি
গোকর্ণ	...	৩১১	ঐ	পূঃ ?	... ৫৭ ব, ১১ মা
নরেন্দ্র বা খিঙ্খিল	...	২৫৩	ঐ	পূঃ ?	... ৩৬ ব, ৪মা, ১০ দি,
যুধিষ্ঠির	...	২১৭	ঐ	পূঃ ?	

বিক্রমাদিত্য-জ্ঞাতিবংশ।

রাজা				রাজত্বকাল
প্রতাপাদিত্য (১)	...	১৩১	খৃঃ অঃ	... ৩২
জলৌকঃ	...	১৬৩	,,	... ৩২
তুঞ্জীন ১ম,	...	১৯৯	,,	... ৩৬
বিজয় (অন্য বংশ)	...	২০৭	,,	... ৮
জয়েন্দ্র	...	২৪৪	,,	... ৩৭
সন্ধিমতি বা আর্য্যরাজ		২৯১	,,	... ৪৭

গোনর্দ্দবংশ (৩য় বার)।

রাজা				রাজত্বকাল
মেঘবাহন	...	৩২৪	খৃঃ অঃ	... ৩৪
প্রবরসেন ১ম বা তুঞ্জীন ২য়		৩৫৮	,,	... ৩০
হিরণ্য ও তোরমাণ	...	৩৮৮	,,	... ৩০
মাতৃগুপ্ত (অন্যবংশ)		৪১৮	,,	... ৪ ব, ৯, মাস ১ দিন
প্রবরসেন ২য়,	...	৪২৩	,,	... ৬০
যুধিষ্ঠির ২য়,	...	৪৮৩	,,	... ২১
নরেন্দ্র ২য়, বা লক্ষ্মণ		৫০৪	,,	... ১৩
রণাদিত্য বা তুঞ্জীন ৩য়,		৫১৭	,,	... ৪২ ‡
বিক্রমাদিত্য				
বালাদিত্য	...	৫৫৯	,,	... ৩৭

কায়স্থ বা কর্কোটবংশ।

রাজা				রাজত্বকাল
দুর্লভবর্দ্ধন	...	৫৯৬	খৃঃ	... ৩৬
দুর্লভক বা প্রতাপাদিত্য		৬৩২	ঐ	... ৫০
চন্দ্রাপীড়	...	৬৮২	ঐ	... ৮ ব, ৮মাস
তারাপীড়	...	৬৯১	ঐ	... ৪ ব, ১২ দি
মুক্তাপীড় বা ললিতাদিত্য		৬৯৫	ঐ	... ৩৬ ব, ৭ মা, ১১ দি
কুবলয়াপীড়	...	৭৩২	ঐ	... ১ ব, ১৫ দি
বজ্রাদিত্য বা ললিতাদিত্য ২য়	...	৭৩৩	ঐ	... ৭
পৃথিব্যাপীড়	...	৭৪০	ঐ	... ৪ ব, ১মা
সংগ্রামাপীড়	...	৭৪৪	ঐ	... ৭
জয়াদিত্য	...	৭৫১	ঐ	... ৩১
জজ্জ (জয়াপীড়ের শ্যালক ও মন্ত্রী, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে)				... ৩
ললিতাপীড়	...	৭৮৫	ঐ	... ১২
পৃথিব্যাপীড় বা সংগ্রামাপীড় ২য়		৭৯৭	ঐ	... ৭
চিপ্পটজয়াপীড়, (বৃহস্পতি)		৮০৪	ঐ	... ১২
অজিতাপীড়, অনাঙ্গাপীড়, উৎপলাপীড়	...	৮১৬	ঐ	৭ জনে ৪১ বৎসর মোট রাজত্ব ... ৪২

পৃথক্ বংশ।

রাজা				রাজত্বকাল
অবন্তিবর্ম্মা	...	৮৫৭	খৃঃ	... ২৭ ব, ৪ মা, ১৮ দি
শঙ্করবর্ম্মা	...	৮৮৪	ঐ	... ১৮ ব, ৭ মা, ১৯ দি
গোপালবর্ম্মা	...	৯০৩	ঐ	... ২
সঙ্কট	...			... ১০ দি
সুগন্ধা	...	৯০৫	ঐ	... ২
নির্জ্জিতবর্ম্মা				
পার্থ	...	৯০৭	ঐ	... ১৫ ব, ৯ মা, ১৩ দি
নির্জ্জিতবর্ম্মা বা পঙ্গু	...	৯২৩	ঐ	... ১ ব, ১ মা
চক্রবর্ম্মা	...	৯২৪	ঐ	... ১১
শূরবর্ম্মা	...	৯৩৫	ঐ	... ১

(১) রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—

"অথ প্রতাপাদিত্যাখ্যস্তৈরানীয় দিগন্তরাৎ।
বিক্রমাদিত্যভূভর্ত্তু র্জ্ঞাতিরভ্যাভিষেচ্যত।
শকারিবিক্রমাদিত্য ইতি সভ্রমমাশ্রিতৈঃ।" ২।৫-৬।

উক্ত শ্লোকের দ্বারা সম্বৎপ্রতিষ্ঠাতা শকারি-বিক্রমাদিত্যের পর প্রতাপাদিত্যের রাজ্যারম্ভ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কহ্লণ কাশ্মীর রাজগণের যেরূপ রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন, তাহাতে প্রতাপাদিত্য ১৬৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের অর্থাৎ সম্বৎপ্রতিষ্ঠার ১১২ বর্ষ পূর্ব্বে হইয়া পড়েন।

‡ রণাদিত্য—রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, ইনি ৩০০ বর্ষ রাজত্ব করেন। যথা

"এবং স ভূপতিভূর্ক্তা ভুবং বর্ষশতত্রয়ম্।
নির্ব্বাণরাধ্যাদিবূঢ়পাত্তালেশ্বরমাসদৎ।" ৩।৪৭২।

কিন্তু একজনের পক্ষে এত দীর্ঘকাল রাজত্ব নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয়, কহ্লণ রণাদিত্যের পরবর্ত্তী রাজগণের রাজ্যকালসম্বন্ধে যথেষ্ট ও প্রকৃত প্রমাণ পাইয়াছিলেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের যথাযথ বংশবিবরণ প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত সময় নিরূপণ সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; এই কারণে বোধ হয় বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতিবংশীয় প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল এককালেই নিরূপণ করিতে পারেন নাই এবং প্রতাপাদিত্য শকারি বিক্রমাদিত্যের পরবর্ত্তী হইলেও তাঁহার গণনায় পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন। ইত্যাদি কারণে কহ্লণ যে তিনশত বর্ষ রণাদিত্যের রাজ্যকালমধ্যে ফেলিয়াছিলেন, আমাদের বিবেচনায় ঐ সুদীর্ঘ কাল প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের রাজত্বমধ্যে পড়িবে; এইরূপে গণনা করিলে শকারিবিক্রমাদিত্য ও তাঁহার জ্ঞাতিবংশীয় প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত সময় নিরূপিত হইতে পারে। আমরাও তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। রাজতরঙ্গিণীর মতে রণাদিত্যের পর তৎপুত্র বিক্রমাদিত্য ৪২ বর্ষ রাজত্ব করেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের রাজত্ববিবরণ কহ্লণ ২টি শ্লোকে শেষ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে যে যে রাজা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন, কহ্লণ তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে নীরব রহিলেন কেন? পিতাপুত্রে উভয়ে ৪১ বর্ষ রাজত্ব করেন, ইহাই অধিক সম্ভবপর।

পার্থ (২য় বার) ... ৯৩৬ খৃঃ ... ৫ মাস
চক্রবর্ম্মা (২য় বার) ... ৯৩৬ ঐ ... ১ব, ১১মা, ২৩ দি
উন্মত্তাবন্তি ... ৯৩৮ ঐ ... ২ ব, ৭ দি
যশস্কর, বর্ণট } ... ৯৪০ ঐ ... ৯
সংগ্রামদেব ... ৯৪৯ ঐ ... ৬ মা, ৮ দি
পর্ব্বগুপ্ত ... ৯৫০ ঐ ... ১ ব, ৪ মা, ৪ দি
ক্ষেমগুপ্ত ... ৯৫১ ঐ ... ৮ ব, ৬ মা, ৩ দি
অভিমন্যু ... ৯৬০ ঐ ... ১৩ ব, ১০ মা ৩ দি
নন্দিগুপ্ত ... ৯৭৩ ঐ ... ১ ব, ১ মা, ৯ দি
ত্রিভুবন ... ৯৭৫ ঐ ... ১ ব, ১১ মা, ৯ দি
ভীমগুপ্ত ... ৯৭৬ ঐ ... ৫
দিদ্দা ... ৯৮১ ঐ ... ২২ ব, ৯ মা, ৩ দি
সংগ্রামরাজ ... ১০০৪ ঐ ... ২৪ ব, ৯ মা, ৮ দি
হরিরাজ ... ১০২৯ ঐ ... ২২
অনন্ত ... ১০২৯ ঐ ... ৩ মা,
কলশ ... ১০৬৪ ঐ ... ২৬ ব, ৯ মা,
উৎকর্ষ, হর্ষ } ... ১০৯০ ঐ ... ১১ ব, ৮ মা, ২৯ দি
উচ্চল ... ১১০২ ঐ ... ১০ ব, ৪ মা, ১ দি
রড্ড বা শঙ্খরাজ ... ১১১৩ ঐ ... ১ দি
শহ্লণ ... ১১১৩ ঐ ... ৩ মা, ২৬ দি
সুস্‌সল ... ১১১৩ ঐ ... ১৫ ব, ৩ মা, ১৫ দি
ভিক্ষাচার ... ১১২৯ ঐ ... ৬ মা, ১২ দি
জয়সিংহ ... ১১২৯ ঐ ... ২২ ব,
পরমাণুক ... ১১৫১ ঐ ... ৯ ব, ৬ মা, ১০ দি
বর্ত্তিদেব ... ১১৬০ ঐ ... ৭
বোপ্যদেব ... ১১৬৭ ঐ ... ২ ব, ৬ মা,
জস সদেব ... ১১৭০ ঐ ... ১৮ ব, ১৩ দি
জগদেব ... ১১৮৮ ঐ ... ১৪ ব, ৩ মা,
রাজদেব .. ১২০২ ঐ ... ২৩ ব, ৩ মা, ২৭ দি
সংগ্রামদেব ... ১২২৫ ঐ ... ১৬ ব, ১ মা, ১০ দি
রামদেব ... ১২৪১ ঐ ... ২১ ব, ১ মা, ১৩ দি
লক্ষ্মণদেব ... ১২৬২ ঐ ... ১৩ ব, ৩ মা, ১২ দি
সিংহদেব ... ১২৭৬ ঐ ... ১৪ ব, ৫ মা, ২৭ দি
সুহদেব ... ১২৯০ ঐ ... ১৯ ব, ৩ মা, ২৫ দি
রিঞ্চণ (তিব্বতদেশীয়) ১৩০৯ ঐ ... ৩ ব, ২ মা, ১৯ দি
উদ্যানদেব ... ১৩১৩ ঐ ... ১৫ ব, ১ মা, ১০ দি
রাণী কোটাদেবী
(অরাজক)

মুসলমানবংশ

শাহমীর (তাহরাজকুলোদ্ভব)
বা শমসুদ্দীন ... ১৩৪২ খৃঃ ... ২ ব, ১১ মা, ২৫ দি
(১৮ জন মুসলমানরাজ)
জ্যাংশর (জমশীদ) ... ১৩৫০ ঐ ... ১ ২
অলাউদ্দীন্ ... ১৩৫১ ঐ ... ১২ ৮ ১৩
শাহবুদ্দীন্ ... ১৩৬৪ ঐ ... ২০
কুতবউদ্দীন্ ... ১৩৮৪ ঐ ... ১৫
সেকন্দর ... ১৪১০ ঐ ... ২২ ৯ ৬
আলিশাহ ... ১৪১৬ ঐ ... ৬ ৯
জৈনুউল্ অবিদীন্ ... ১৪২২ ঐ ... ৫২
হাজি হৈদরশাহ ... ১৪৭৩ ঐ ... ১ ২
হসেন খাঁ ... ১৪৭৪ ঐ ... ১২ ৫
মুহম্মদশাহ ১৪৮৬ ঐ ২ ৭
ফতেশাহ ... ১৪৯৬ খৃঃ ... ৯ ব, ১ মা,
মুহম্মদশাহ (দ্বিতীয়বার) ১৫০৫ ঐ ... ৯ ৯ দি
ফতেশাহ (দ্বিতীয়বার) ... ১ ১
মুহম্মদশাহ (তৃতীয়বার) ... ১১ ১০ ১০
ইব্রাহিম ... ৮ ২৫
নাজুকশাহ ... ১৫২০ ঐ ... ১
মুহম্মদশাহ (চতুর্থবার) ৫
শম্‌সি (শম্‌শাহ) ... ২
ইস্‌মাইল ... ২ ৯
সুলতান নাজুকশাহ (দ্বিতীয়বার) ... ১৩ ৯
ইস্‌মাইল (দ্বিতীয়বার) ... ১ ৫
মির্জা হৈদর খাঁ ... ১৫৪২ ... ১০
সুলতান নাজুকশাহ (তৃতীয়বার) ... ১০
ইব্রাহিম, ইস্‌মাইল্, হবীব, গাজি খাঁ } ... ১০ ৬
হুসেন চক ১৫৬৩ ৭
আলিশাহ চক ৯
যুসুফশাহ ১৫৮০ ১ ২০
সৈয়দ মুবারক ১ ২৫
লোহর চক ১ ২
যুসুফশাহ (দ্বিতীয়বার) ৫ ৬
যাকুবখাঁ ১
দিল্লীর মোগলসম্রাটের অধীন ১৫৮৬ খৃঃ হইতে ১৭৫২ খৃঃ
আহ্মদশাহ দুরাণি ১৭৫২ ঐ
আফগানদিগের অধীন ১৭৫২ ঐ হইতে ১৮১৮ খৃঃ
রণজিৎসিংহ ১৮১৯ ঐ
গোলাবসিংহ ১৮৪৩ ঐ ১৫
রণবীরসিংহ (বর্ত্তমান) ১৮৫৮ ঐ ২৭
প্রতাপসিংহ ১৮৮৫ ঐ

প্রাচীন মন্দির ও ধ্বংসাবশেষ।—তুষারময় শৈলশেখর-বেষ্টিত কাশ্মীররাজ্যেও অনেক প্রাচীন জিনিস দেখিবার আছে। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, কাশ্মীরের প্রায় সকল হিন্দুরাজ দ্বারা অথবা তাঁহাদের রাজত্বে অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক নানা স্থানে সহস্র সহস্র দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কালবশে তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইলেও এখনও নিতান্ত অল্প নাই। এখনও শ্রীনগর, পাণ্ড্রেথন, অবন্তিপুর, তখ্‌ত্ সুলেমান, পাম্‌পুর, পত্তন, লেদরী, কাকপুর, বরাহমূল, যমপুর ভবানীয়র, বর্ণকোটরী, ভৌমজ, পায়চ, মার্ত্তণ্ড, লতাপুর, মানসবল, নারায়ণতাল, ফতেগড়, ত্রেবন, ক্রবনমা বঙ্গাতের নিকট, নৌসেরা ও উরির মধ্যবর্ত্তী দিমন নামক স্থানে এবং খুনমোর নিকট অনেক প্রাচীন দেবালয় ভগ্ন বা অভগ্ন-অবস্থায় রহিয়াছে। সেই সকল প্রাচীন মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই হিমানীগহ্বরমধ্যে জলের উপর পাষাণময় দেবমন্দির দর্শন করিলে মনে এক অদ্ভুতরসের আবির্ভাব হয়, নির্ম্মাতাকে সহস্র ধন্যবাদ

দিতে ইচ্ছা হয়। প্রাচীন আর্য্যশিল্পবিস্তার প্রকৃত পরিচয় কাশ্মীরে যথেষ্ট আছে! (১) অনেক প্রাচীন দেবস্থান পুণ্য-তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বরফরাশি ভেদ করিয়া অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী সেই সকল প্রাচীন পুণ্যতীর্থ দর্শনে আসিয়া থাকে। [অমরনাথ দেখ।]

এতদ্ভিন্ন কাশ্মীরের অনেক তীর্থে আজও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই সকল দর্শন করিলে জগৎস্রষ্টার অপার মহিমা হৃদয়ঙ্গম হয়। ভারতের প্রায় সর্ব্বদেশেই তীর্থ আছে এবং সেই সকল স্থানে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃত্রিম বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু কাশ্মীরে এমন অনেক তীর্থ আছে, যাহার নৈসর্গিক ব্যাপার দর্শন করিলে কোন-ক্রমে কৃত্রিম বলিবার উপায় নাই। এখানে আমরা দুই একটি তীর্থের কথা বলিব—

ক্ষীরভবানী—শ্রীনগর হইতে উত্তরে ৩ ঘণ্টার নৌকা-পথে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, সেই দ্বীপে একটি কুণ্ড আছে; তাহারই নাম ক্ষীরভবানী। এখানে যাত্রিগণ ক্ষীর বা পায়সান্ন দিয়া দেবী ভবানীর পূজা করেন। সেই কুণ্ডের জল কখন লাল, কখন সবুজ, কখন গোলাপী, এইরূপে থাকিয়া থাকিয়া নানা বর্ণের আকার ধারণ করিতেছে। কেন এরূপ হয়? কোন বৈজ্ঞানিক তাহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

সচল দ্বীপ—শ্রীনগরের দক্ষিণে মাচিহামা নামে পরগণা, এই পরগণায় একটি অতি বৃহৎ জলাশয় এবং সেই জলের উপর বড় বড় ভূমিখণ্ড পড়িয়া আছে; সেই ভূখণ্ডে গাছ পালা আছে, গোরু বাছুরও চরিয়া বেড়ায়। বড়ই আশ্চর্য্য! অধিক বাতাস হইলে সেই ভূখণ্ড বৃক্ষাদি সহ চলিয়া বেড়ায়।

কুণ্ডসংযোগ—কাশ্মীরের দক্ষিণভাগে দেবসর পরগণায় বাসুকিনাগ কুণ্ড, উহার প্রায় দশক্রোশ দূরে পীরপঞ্চালের অপরপার্শ্বে গোলাপগড়কুণ্ড! আশ্চর্য্যের বিষয় এই—উহার একটিতে জল থাকিলে অপরটিতে জল থাকে না। এইরূপ প্রত্যেকটিতে ছয় মাস করিয়া জল থাকে।

জটাগঙ্গা—শ্রীনগরের দক্ষিণে ডেঁসু পরগণায় বনহামা গ্রাম, এই গ্রামে জটাগঙ্গা নামে একটি কুণ্ড আছে। ইহা সম্বৎসর শুষ্ক থাকে, কেবল ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে উচ্চ ভূমি হইতে জল আসিয়া অকস্মাৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এইরূপ কাশ্মীরে নিত্য কত অদ্ভুত নৈসর্গিক কাণ্ড হইতেছে—সামান্যবুদ্ধি মানব তাহার প্রকৃত তথ্য-নির্ণয়ে অক্ষম!

জাতি।—কাশ্মীরে নানা জাতির বাস। তন্মধ্যে প্রাচীন অধিবাসিগণ ব্রাহ্মণ, তাহাদের ভিতর আবার অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। [কাশ্মীরী দেখ।] বর্ত্তমান কাশ্মীরের রাজপরিবারবর্গ ডোগ্‌রারাজপুত জাতিভুক্ত। ডোগ্‌রাজাতি জম্বু উপত্যকায় অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতির মধ্যে সকল শ্রেণীর হিন্দুই আছে।

পশ্চিমাংশে সিন্ধুপ্রবাহিত গিরিপ্রদেশ অবধি কুক্কা ও বম্বা জাত, দক্ষিণাংশে ও ঝিলমের পশ্চিমে গখ্‌খর, গুজর, খত্রিব, অবন, জঞ্জু প্রভৃতি জাতি বাস করে। পূর্ব্বাংশে লাদখ ও বলতিস্থানে প্রধানতঃ ভোট জাতির বাস। জম্বুতে ডোম, মেঘ, হিন্দীপাহাড়ী, গড্ডী, বাচাল প্রভৃতি জাতির বাস আছে। উত্তরাংশে প্রায় সর্ব্বত্রই চম্পা ও দরদ জাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

☞ কাশ্মীর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য—কহ্লণ-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী, জোনরাজকৃত রাজাবলী, শ্রীবরপ্রণীত জৈনরাজতরঙ্গিণী, প্রাজ্যভট্টকৃত রাজবলিপতাকা, সাহেবরামের কাশ্মীর-তীর্থসংগ্রহ, তারিখ্-ই কশ্মীরী, নবাদির্-উল্ অখ্‌বর, মুহম্মদ আজিমের বকিয়ৎ-ই-কাশ্মীর, খদিউদ্দীনের গোহেরি-আলেম্-তোহ্‌ফেৎ-উস্-শাহী, তবকাৎ ই-কশ্মীরী, তবকাৎ-ই-অক্‌বরী; Mallesons Native states; Moorcrofts Travels; Forster's Journal Vol. II.; Baron Hugels Travels in Kashmir; Vigne's Travels; Cunninghams Ancient Geography of India; Drews Jummoo and Kashmir; Schonbergs' Travels in Kashmir; Bellew's Kashmir &c.

৫ (ত্রি) কশ্মীরদেশবাসী।

কাশ্মীরক (ত্রি) কাশ্মীরে ভবঃ, কাশ্মীর-বুঞ্। ১ কাশ্মীর-দেশীয় দ্রব্যাদি। ২ (পুং) কাশ্মীরদেশবাসী। ৩ কাশ্মীর-দেশের রাজা।

কাশ্মীরজ (ক্লী) কাশ্মীরে জায়তে, কাশ্মীর-জন-ড (সপ্তম্যাং জনেডঃ। পা ৩।২।৯৭।) ১ কুড়। ২ কুঙ্কুম। ৩ পুষ্করমূল।

কাশ্মীরজন্মন্ [ন্] (ক্লী) কাশ্মীরে জন্ম যস্য, বহুব্রী। কুঙ্কুম। [কুঙ্কুম দেখ।]

কাশ্মীরা (স্ত্রী) কাশ্মীরে ভবঃ, কাশ্মীর-অণ্ (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩।) টাপ্। ১ অতিবিষা, আতইচ নামক ঔষধ-বিশেষ। ২ কপিলবর্ণের দ্রাক্ষা। (দেশজ) পশমজাত বস্ত্রবিশেষ।

(১) Asiatic Journal, vol. XVII. pt. II. 241-327; Vol. XXV. pt. I. 1866 p. 91-123; Buhler's Sanskrit Mss. in Kashmir (187[illegible]) p. 4-16 প্রভৃতি গ্রন্থে কাশ্মীরের প্রাচীন দেবমন্দিরের বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

কাশ্মীরিক (ত্রি) কাশ্মীরে ভবঃ কাশ্মীর-ঠঞ্। কাশ্মীর-দেশীয়।

কাশ্মীরী (স্ত্রী) কাশ্মীর-ঙীষ্। ১ গান্ধারী। ২ (দেশজ) কাশ্মীরদেশবাসী। ৩ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ। কাশ্মীরে নানাস্থানের বিদেশীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পুরাতন অধিবাসী হিন্দুমাত্রেই ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত। ভারতবর্ষের নানাস্থানে যেমন শাখাভেদ আছে, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের মধ্যে সেরূপ নাই, সকলেই 'কাশ্মীরিক ও 'সারস্বত' শাখাভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। অতি পূর্ব্বকাল হইতে কাশ্মীর ব্রাহ্মণভূমি হইলেও, ভারতের নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ গিয়া কাশ্মীরে বাস করেন, প্রাচীনগ্রন্থে তাহারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কহ্লণের রাজতরঙ্গিণীতে গান্ধার, কান্যকুব্জ, তৈলঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণাগমনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

এখন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা সকলেই এক সমাজভুক্ত, সকলেই পরস্পর অন্নগ্রহণ ও অধ্যাপনাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু উক্ত সমাজে সকলেরই সহিত যোনিসম্বন্ধ নাই। আচার-ব্যবহার ভারতের অপর স্থানের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, তবে দেশভেদে কিছু পার্থক্য আছে। ইহারা যথাকালে উপনয়ন গ্রহণ করেন, সময় উত্তীর্ণ হইলে যথানিয়মে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন, নচিলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণসন্তান যেমন উপনয়নের ৩।৪দিন পরে মেখলা খুলিয়া ফেলেন, কাশ্মীরীর মধ্যে সেরূপ নিয়ম নাই, তাঁহারা দীক্ষার পর আজীবন বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ও দক্ষিণহস্তে কুশের মেখলা ধারণ করেন। তাঁহারা বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও স্মৃত্যুক্ত দশবিধ সংস্কারই যথানিয়মে পালন করেন। তবে যাহারা শাস্ত্রচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়াছেন ও পারসীকভাষা শিক্ষা দ্বারা নানা উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ প্রায় সকলেই শৈব, অতি অল্পই বামাচার শাক্ত দেখা যায়। পূর্ব্বে অনেক শৈব, বৌদ্ধ ও ভাগবত বৈষ্ণব ছিল। এখন প্রধানতঃ তিনপ্রকার কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়; ১ম—শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা 'পণ্ডিত' নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহারা কেবল শাস্ত্রচর্চ্চায়, অগ্নিষ্টোমাদি যাগ ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা এবং রাজবৃত্তিভোগে কাল অতিবাহিত করেন। ২য়—'রাজধান', ইহারাই প্রধান রাজকর্ম্মচারী ও ব্যবসাদার। ইহারা সংস্কৃতভাষা পরিত্যাগ করিয়া পারসিক ভাষা শিখিয়া থাকেন। ৩য়—বাচভট্ট, ইহারা লেখকবৃত্তি, পূজারী ও তীর্থস্থলে পাণ্ডার কাজ করিয়া থাকেন। ১ম শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ২য় শ্রেণীকে মনে মনে ঘৃণা করেন ও কখনও কন্যাদান করিতে চান না। পণ্ডিত ও বাচভট্টেরাই ব্রতাদি পালন করেন। ১ম শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আজও কাশ্মীরে পঞ্চম ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা সকলেই বেদপাঠ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ আপনাকে চতুর্ব্বেদী বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু সকলেই কাঠকশাখাভুক্ত।

গোত্র। ১ম—পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে ১ কাপিষ্ঠল, ২ কৌশিক, ৩ ভরদ্বাজ, ৪ উপমন্যু ৫ দত্তাত্রেয়, ৬ গার্গ্য, ৭ ভার্গব।

২য়—রাজধানের মধ্যে গৌতম, লৌগাক্ষ, দত্তাত্রেয়।

৩—বাচভট্টের মধ্যে বিশ্বামিত্র ও কাশ্যপ গোত্র প্রচলিত।

শৈবেরা প্রত্যহ বেদোক্তবিধি ও সময়ে সময়ে সোমশম্ভুর ক্রিয়াকাণ্ডানুসারে তান্ত্রিক পূজাদি সম্পন্ন করেন।

কাশ্মীর্য্য (ত্রি) কাশ্মীর-ণ্য। ১ কাশ্মীরদেশীয়। ২ (স্ত্রী) কুঙ্কুম।

কাশ্য (ক্লী) কুৎসিতং অশুং যস্মাৎ, বহুব্রী, মদ্য ২ (পুং) কাশ্যাং ভবঃ যৎ কাশিরাজবিশেষ। (ভারত ১।১০২।৪৯।)

কাশ্যক (পুং) কাশ্য স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। রাজবিশেষ। ("শলাস্তুকশ্চার্ষ্টিষেণস্তনয়স্তস্য কাশ্যকঃ।" হরিব° ২৯ অঃ।)

কাশ্যপ (পুং) কশ্যপস্য গোত্রাপত্যম্, কশ্যপ-অণ্। ১ কণাদ মুনি। ২ মৃগবিশেষ ৩ গোত্রবিশেষ। ৪ ঐ প্রবরান্তর্গত মুনিবিশেষ। ৫ বিভাণ্ডক মুনি। ৬ ব্রাহ্মণবিশেষ, এই ব্রাহ্মণ বিষবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মহাভারতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—"যে সময়ে রাজা পরীক্ষিৎ সপ্তাহমধ্যে সর্পদষ্ট হইবেন বলিয়া ঋষিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন; সেই সময়ে এই ব্রাহ্মণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষকের সহিত তাঁহার দেখা হইলে তক্ষক তাঁহার চিকিৎসাশক্তি অবগত হইবার জন্য সম্মুখস্থ একটি বটবৃক্ষ দংশন দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া তাঁহাকে জীবিত করিতে বলিলেন। তিনিও স্বীয় বিদ্যাবলে তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষ পুনর্জীবিত করিলেন। তাহা দেখিয়া, এই ব্যক্তি অবশ্যই পরীক্ষিৎকে পুনর্জীবিত করিতে পারিবে, এই ভাবিয়া তক্ষক ব্রাহ্মণকে প্রচুর ধনাদি প্রদান করিয়া পরীক্ষিতের নিকট যাইতে দিলেন না" (ভারত আদি ৪৩ অঃ।) ৭ অরুণের নামান্তর।

কাশ্যপায়ন (পুং) কশ্যপস্য গোত্রাপত্যম্, কশ্যপ-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) কশ্যপের গোত্রাপত্য, বংশধর।

কাশ্যপি (পুং) কশ্যপস্য অপত্যম্, কশ্যপ বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। ১ অরুণ। গরুড়।

কাশ্যপিন্ (পুং) কাশ্যপেন প্রোক্তং অধীয়তে (শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। পা ৪।৩।১০৬।) ইতি কাশ্যপ-ণিনি। কাশ্যপপ্রণীত শাখাবিশেষের অধ্যয়নকর্ত্তা। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

কাশ্যপী (স্ত্রী) কশ্যপস্য ইয়ম্, কশ্যপ-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০।) ঙীপ্। ১ পৃথিবী। ২ প্রজা।

("অথাগম্য মহারাজ! নমস্কৃত্য চ কশ্যপম্।
পৃথিবী কাশ্যপী জজ্ঞে সুতা তস্য মহাত্মনঃ॥"
ভারত ১৩।১৫৪।৭।)

কাশ্যপীবালাক্যামাঠরীপুত্র (পুং) জনৈক বেদশাখাপ্রবর্ত্তক ঋষি।

কাশ্যপেয় (পুং) কাশ্যপী অদিতিঃ, তত্র ভবঃ কাশ্যপী-ঢক্। সূর্য্য।
("জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥" সূর্য্যপ্রণাম।
২ দেবমাত্র। ৩ অসুরমাত্র। ৪ গরুড়।

কাশ্যা (গ্রাম্য) কাশতৃণ।

কাশ্যায়ন (পুং, স্ত্রী) কাশ্যস্য কাশীরাজস্য গোত্রাপত্যম্, কাশ্য-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) কাশিরাজবংশীয়।

কাশ্বরী (স্ত্রী) কাশ-বনিপ্-ঙীপ্-রশ্চ (বনো র চ। পা ৪।১।৭।) কাশ্মরী [কাশ্মরী দেখ।]

কাষ (পুং) কষ্যতেঽনেন, কষ করণে ঘঞ্। কষ্টিপাথর। ২ ঋষিবিশেষ।

কাষায় (ত্রি) কষায়েণ রক্তম্, কষায়-অণ্। কষায় দ্রব্যদ্বারা রঞ্জিত বস্ত্রাদি।
"কাষায়পরিধানস্থ কথং রামো ভবিষ্যতি।" রামায়ণ ।২।১২।৯৮।

কাষায়কন্থ (পুং) কাষায়া কন্থ যস্য, বহুব্রী। কষায়দ্রব্য দ্বারা রক্তবর্ণ কন্থাধারী ভিক্ষুকবিশেষ।

কাষায়ণ (পুং) কাষস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যম্, কাষ-ফক্। কাষ-ঋষিগোত্রীয় ঋষিবিশেষ, ইনি বাজসনেয়শাখাভুক্ত।

কাষায়বসন (ত্রি) কাষায়ং কষায়রক্তং বসনং যস্য, বহুব্রী। কাষায়বস্ত্রবিশিষ্ট।

কাষায়বাসিক (পুং) কাষায়ে কষায়বর্ণবস্ত্রে বাসোঽস্যাস্তি কাষায়-বাস-ঠন্। কীটবিশেষ; ইহাদিগের দংশনে কফপ্রকোপ হইয়া কফজন্য রোগ উৎপাদন করে।
*(সুশ্রুতকল্প ৮ অঃ।)

কাষায়ী [ন] (পুং) কষায়েণ প্রোক্তমধীয়তে, কষায় শৌনকাদিত্বাৎ ণিনি। কষায় ঋষিকথিত-শাখ্যাধ্যায়ী। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

কাষ্ঠ (ক্লী) কাশতে দীপ্যতেঽনেন, কাশ-কথন্ (হনি কুষিনীরমিকাশিভ্যঃ কথন্। উণ্ ২। ২।) কাট্ (কাষ্ঠং দারু সমাখ্যাতম্। উজ্জ্বলদত্ত।) কাষ্ঠের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে—
"সসারমতিশুষ্কং যৎ মুষ্টিমধ্যে সমেষ্যতি।
তৎকাষ্ঠং কাষ্ঠমিত্যাহুঃ খদিরাদিসমুদ্ভবম্॥"
খদির প্রভৃতি বৃক্ষসমূহের যে সকল খণ্ড সারযুক্ত, অত্যন্ত শুষ্ক এবং মুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত, তাহাকেই কাষ্ঠ কহে।

কাষ্ঠক (ক্লী) কাষ্ঠং সৎ কায়তি, কাষ্ঠ-কৈ-ক। যদ্বা কাষ্ঠং বিদ্যতেঽস্য, কাষ্ঠ-চ-কুক্ চস্য লুক্। ১ অগুরু। ২ (ত্রি) কাষ্ঠযুক্ত।

কাষ্ঠকদলী (স্ত্রী) কাষ্ঠবৎ কঠিনা কদলী, মধ্যলো°। কাট্-কলা (Musa paradisica) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সুকাষ্ঠা, বনকদলী, কাষ্ঠিকা, শিলারম্ভা, দারুকদলী, ফলাঢ্যা, বনমোচা ও অশ্মকদলী। রাজনির্ঘণ্টের মতে, ইহার গুণ—রুচিকারক, রক্তপিত্তনাশক, শীতল, গুরু, মন্দাগ্নিকারক, দুষ্পাচ্য ও মধুররস।

কাষ্ঠকীট (পুং) কাষ্ঠে জাতঃ কীটঃ, কাষ্ঠচ্ছেদকঃ কীটো বা, মধ্যলো°। ১ কাটের পোকা। ২ ঘুণ।
(কাষ্ঠকীটো ঘুণো গণ্ডূপদঃ কিঞ্চুলকঃ কৃমিঃ। (হেম ৪।২৯৬)

কাষ্ঠকীয় (ত্রি) কাষ্ঠকস্য ইদম্, কাষ্ঠ-ছ। অগুরু কাষ্ঠসম্বন্ধীয়।

কাষ্ঠকুট্ট (পুং) কাষ্ঠং কুট্টতি, কাষ্ঠ-কুট্ট-অণ্। পক্ষিবিশেষ, কাটঠোকরা (Picus) ইহার সংস্কৃত নামান্তর শতচ্ছদ।

কাষ্ঠকুড্ড (ক্লী) কাষ্ঠময়ং কুড্ডং মধ্যলো°। ১ কাষ্ঠনির্ম্মিত ভিত্তি। ২ (কাষ্ঠঞ্চ কুড্ডঞ্চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ) কাষ্ঠ ও ভিত্তি।

কাষ্ঠকুদ্দাল (পুং) কুং মলং উদ্দালয়তি বিদারয়তি ইতি কুদ্দালঃ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) কাষ্ঠস্য কুদ্দালঃ, কাষ্ঠময়ঃ কুদ্দালো বা। নৌকাদির মলাপরিষ্কার জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত কোদাল। ইহার—সংস্কৃত নামান্তর অবিত্র।

কাষ্ঠকূট (পুং, কাষ্ঠে কূটমাবাসস্থানমস্য, বহুব্রী। কাট-ঠোকরা পাখী।

কাষ্ঠঘটিত (ত্রি) কাষ্ঠেন ঘটিতং নির্ম্মিতম্, ৩তৎ। কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত।

কাষ্ঠজম্বূ (স্ত্রী) কাষ্ঠপধানা জম্বূঃ, মধ্যলো°। ভুঁইজাম বা কাঠজামগাছ।

কাষ্ঠতক্ষক (পুং) কাষ্ঠং তক্ষতি, কাষ্ঠ-তক্ষ-ণ্বুল্। ১ সূত্রধর, ছুতার জাতি। ২ (ত্রি) কাষ্ঠচ্ছেদক।

কাষ্ঠতট্ [ক্] (পুং) কাষ্ঠং তক্ষতি তনূকরোতি, কাষ্ঠ-তক্ষ-ক্বিপ্ ১ ছুতার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তক্ষা, বর্দ্ধকি, ত্বষ্টা ও রথকার।

কাষ্ঠতন্তু (পুং) কাষ্ঠে তন্তুরিব বিস্তৃতত্বেন অবস্থিতত্বাৎ। কাঠের পোকাবিশেষ।

কাষ্ঠদারু (পুং) কাষ্ঠপ্রধানো দারুঃ যদ্বা কাষ্ঠং দারুসংজ্ঞকম্। দেবদারুনামক সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ।

কাষ্ঠদ্রু (পুং) কাষ্ঠপ্রধানো দ্রুঃ বৃক্ষঃ, মধ্যলো°। পলাশবৃক্ষ। [পলাশ দেখ]

কাষ্ঠধাত্রীফল (ক্লী) কাষ্ঠমিব শুষ্কং ধাত্রীফলম্, মধ্যলো° অস্যৈরস্য কাষ্ঠবৎ শুষ্কত্বাৎ তথাত্বম্। আমলকীফল।

কাষ্ঠপাটলা (স্ত্রী) কাষ্ঠবৎ কঠিনা পাটলা, মধ্যলো°। শ্বেত পারুল; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলা। [পাটলা দেখ।]

কাষ্ঠপাদুকা (স্ত্রী) কাষ্ঠ-নির্ম্মিতা পাদুকা, মধ্যলো°। খড়ম।

কাষ্ঠপুত্তলিকা (স্ত্রী) কাষ্ঠনির্ম্মিতা পুত্তলিকা, মধ্যলো°। কাঠের পুতুল।

কাষ্ঠফলক (ক্লী) কাষ্ঠনির্ম্মিতং ফলকম্, মধ্যলো°। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চিত্রাধার প্রভৃতি বিস্তৃত কাষ্ঠখণ্ড।

কাষ্ঠভার (পুং) কাষ্ঠস্য ভারঃ, ৬তৎ। কাঠের বোঝা। একত্র বদ্ধ অনেক কাষ্ঠ।

কাষ্ঠভারিক (ত্রি) কাষ্ঠভারেণ জীবতি, কাষ্ঠভার-ঠঞ্। যাহারা কাঠের বোঝা বহন করিয়া, বা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কাষ্ঠভূত (ত্রি) কাষ্ঠ-ভূ-ক্ত। কাষ্ঠরূপে পরিণত। ২ কাঠের ন্যায় চেতনাশূন্য ও কঠিন।

কাষ্ঠভৃৎ (ত্রি) কাষ্ঠং বিভর্ত্তি, কাষ্ঠ-ভৃ-কিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ কাষ্ঠবিশিষ্ট। ২ কাষ্ঠনির্ম্মিত।

("যথা কাষ্ঠভৃতো যথা।" শতপথব্রাহ্মণ ১১।৫।৫।১৩।)

কাষ্ঠমঠী (স্ত্রী) কাষ্ঠরচিতা মঠীব, উপমি°। চিতা। কাষ্ঠ-দ্বারা ক্ষুদ্রমঠের ন্যায় করিয়া ইহা সজ্জিত হয় বলিয়া ইহা এই নামে অভিহিত হয়।

কাষ্ঠময় (ত্রি) কাষ্ঠাত্মকম্, কাষ্ঠ ময়ট্। ১ কাষ্ঠনির্ম্মিত। ২ কাঠের ন্যায় কঠিন।

"দুর্দ্দশাঃ কেচিদাভান্তি নরাঃ কাষ্ঠময়া ইব।" ভারত ১৩।১৪৪ অঃ)

কাষ্ঠমল্ল (পুং) কাষ্ঠং মল্লঃ বাহক ইব যত্র, বহুব্রী। শববহন করিবার জন্য কাষ্ঠময় যানবিশেষ। যে সকল খাটে করিয়া শব বহন করা হয়।

কাষ্ঠমৌন (ক্লী) কাষ্ঠমিব মৌনম্, উপমি°। কাষ্ঠের ন্যায় মৌন, যে মৌনে ইঙ্গিত দ্বারাও অভিপ্রায় প্রকাশ না করে।

কাষ্ঠলেখক (পুং) কাষ্ঠং লিখতি, কাষ্ঠ-লিখ-ণ্বুল্। ঘুণকীট।

কাষ্ঠলোহী [ন্] (পুং) কাষ্ঠেন যুক্তং লোহং বিদ্যতে যত্র, যদ্বা কাষ্ঠঞ্চ লোহঞ্চ তে স্তোঽত্র কাষ্ঠ-লোহ-ইনি লৌহযুক্ত মুদগর। ইহার অপর সংস্কৃত নাম বাতঘ্নি।

কাষ্ঠবল্লিকা (স্ত্রী) কাষ্ঠবৎ শুষ্কা বল্লিকা, মধ্যলো°। কটুকা, কটুকী। [কটুকা দেখ।]

কাষ্ঠবাট (পুং) কাশ্মীরদেশস্থ স্থানবিশেষ।

কাষ্ঠবান্ [ৎ] (ত্রি) কাষ্ঠং অস্ত্যস্য, কাষ্ঠ-মতুপ্-মস্য বঃ। কাষ্ঠবিশিষ্ট।

কাষ্ঠবিবর (ক্লী) কাষ্ঠস্য বিবরম্, মধ্যলো°। কাষ্ঠস্থ কোটর, বৃক্ষাদির কোটর।

কাষ্ঠশারিবা (স্ত্রী) কাষ্ঠমিব শুষ্কা শারিবা, উপমি°। অনন্তমূল।

কাষ্ঠস্তম্ভ (পুং) কাষ্ঠেন নির্ম্মিতঃ স্তম্ভঃ। কাঠের থাম।

কাষ্ঠা (স্ত্রী) কাশতে প্রকাশতে, কাশ-কৃথন্-(হনিকুষিনী-রমিকাশিভ্যঃ ক্থন্। উণ্ ২।২।) ত্রশ্চেতি-ষত্বম্-টাপ্। ১ দিক্। ২ স্থিতি। ৩ সীমা। ৪ উৎকর্ষ।

("পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" কঠশ্রুতি।)

৫ সময়বিশেষ। সুশ্রুতসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণের মতে—১৫ চক্ষুনিমেষে ১ কাষ্ঠা, কিন্তু মনুসংহিতায় ১৮ নিমেষে ১ কাষ্ঠা হয়।

("নিমেষা দশ চাষ্টৌ চ কাষ্ঠা ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ।" মনু ১।৬৪।)

৬ কশ্যপপত্নীবিশেষ। (ভাগবত ৬। ৬। ২৪।) ৭ দারুহরিদ্রা।

(কাষ্ঠা দারুহরিদ্রায়াং কালমানপ্রকর্ষয়োঃ। স্থানমাত্রে দিশি চ স্ত্রী দারুণি স্যান্নপুংসকম্॥ মেদিনী।)

কাষ্ঠাগার (ক্লী) কাষ্ঠনির্ম্মিতং আগারম্, মধ্যলো°। কাঠের ঘর

কাষ্ঠাম্বুবাহিনী (স্ত্রী) অম্বূনাং জলানাং বাহিনী কাষ্ঠনির্ম্মিতা, অম্বুবাহিনী, মধ্যলো°। জলসেচন জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, দ্রোণী বা ডুনী।

কাষ্ঠালুক (ক্লী) কাষ্ঠমিব কঠিনং আলুকম্ মধ্যলো°। কন্দ-বিশেষ, আলুবিশেষ। সুশ্রুতে এই আলুর গুণ লিখিত আছে—মধুররস, শীতল, গুরু, শুক্র ও স্তন্যবর্দ্ধক, এবং রক্ত-পিত্তনাশক। (সুশ্রুত সূ ৪৬ অঃ।)

কাষ্ঠাসন (ক্লী) কাষ্ঠনির্ম্মিতম্ আসনম্, মধ্যলো°। কাঠের আসন ;—পিঁড়ী, চৌকী, খাট, চেয়ার প্রভৃতি।

কাষ্ঠিক (ত্রি) কাষ্ঠমস্ত্যস্য, কাষ্ঠ-ঠন্। বহুকাষ্ঠযুক্ত।

কাষ্ঠিকা (স্ত্রী) কাষ্ঠ অল্পার্থে ঙীষ্; কাষ্ঠী স্বার্থে কন্-হ্রস্বঃ টাপ্। ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড, কাঠী। "বিংশতিঃ কাষ্ঠিকাঃ" ইতি ভবদেবভট্টঃ।

কাষ্ঠী [ন্] (ত্রি) কাষ্ঠং অস্ত্যস্য, কাষ্ঠ-ইনি। বহুকাষ্ঠযুক্ত।

কাষ্ঠীল (পুং) কাষ্ঠিনা ইলাতে ক্ষিপ্যতে, কাষ্ঠি-ইল্ কর্ম্মণি ঘঞ্। রাজার্কবৃক্ষ।

কাষ্ঠীলা (স্ত্রী) কুৎসিতা ঈষৎ বা অষ্ঠীলেব, কোঃ কাদেশঃ। কলাগাছ।

কাষ্ঠেক্ষু (পুং) কাষ্ঠবৎ কঠিনকাণ্ড ইক্ষুঃ উপমি°। ইক্ষুবিশেষ, এই ইক্ষু অত্যন্ত কঠিন।

("কান্তাবন্তাপসেক্ষুশ্চ কাষ্ঠেক্ষুঃ সূচিপত্রকঃ।"সুশ্রু° সূ° ৪৫ অঃ।)

কাষ্ঠোড়ুম্বরিকা (স্ত্রী) কাষ্ঠপ্রধানা উড়ুম্বরিকা মধ্যলো°। কাকডুমুর। [কাকোড়ুম্বরিকা দেখ।]

কাঁঙ্কি (দেশজ) লতাবিশেষ। বাঙ্গালায় সচরাচর কাসনি বা কাস্‌নি, পশ্চিমে কস্‌নি, পারসী 'কস্‌নি,' আরবী 'হিন্দিবা,' তামিল 'কাশিনি বিরৈ' তৈলঙ্গী 'কসিনি বিত্তুলু,' পঞ্জাবী 'সুচল,' 'হান্দ', গুজরাটী 'কাসনি।'

কাস্‌নি দুই প্রকার, বাঙ্গালায় যে কাস্‌নি দেখা যায়, তাহার ইংরাজী নাম Endive (*Cichorium Endivia*) ও পশ্চিমাঞ্চলে একপ্রকার দেখা যায়, তাহার ইংরাজী নাম Chicory (*Cichorium Intybus.*)

এদেশে কাঙ্কি—ভারতের উত্তরাংশ, চীন, পারস্য ও ইজিপ্টে জন্মে।

'কাস্‌নিশাক যে কেবল এদেশের সামান্য লোকেরা খাইয়া থাকে, এমন নহে, বহুদিন হইতে য়ুরোপে ইহার ব্যবহার প্রচলিত। ওভিদ্, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থে ইহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

মুসলমান হকিমের মতে—ইহার গুণ দ্রাবক, শীতল, ও পিত্তনাশক। ইহার মূল—উষ্ণ, বলকর ও জ্বরহর।

'পশ্চিমে কাস্‌নির' আদরই বেশী, ইহা পঞ্জাব ও কাশ্মীর হইতে উত্তরে সাইবেরিয়া ও পশ্চিমে সমস্ত য়ুরোপে ও আফ্রিকাতেও বিস্তর জন্মে। য়ুরোপীয়েরাও ইহার শাক আদর করিয়া খান এবং ইহার মূল গুঁড়াইয়া কাফির সহিত পান করেন। ভারতবর্ষে ইহার তেমন চলন নাই, য়ুরোপের ন্যায় এখানে ইহার চাষের যত্ন নাই। পঞ্জাবের কাঙ্‌ড়া উপত্যকায় ইহার বীজের সামান্য যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবে ইহার শিকড় প্রতি সের ৶০ মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সামান্য গাছ হইতে যে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে, তাহা অনেকেই জানে না। এক ইংলণ্ডেই প্রতিবর্ষে লক্ষাধিক টাকার কাসনি বিক্রীত হয়। ইহার গুণ—বলকারক, স্নিগ্ধকর, শীতল। ইহার বীজ—রজোনিঃসারক; বীজচূর্ণ পৈত্তিকবমননিবারক ও সর্ব্বজ্বরহর। ইহার মূল খাইতে কটু বটে, ঔষধাদিতে ইহাই ব্যবহৃত হয়। য়ুরোপে কাফির পরিবর্ত্তে কেহ কেহ ইহার চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া সেবন করে। মূলের প্রায় সিকি ভাগ শর্করা, তাহা জলে পচাইয়া যথানিয়মে চোঁয়াইয়া লইলে উৎকৃষ্ট তীব্রসুরা (Alcohol) পাওয়া যায়। এই গাছ অল্প পরিশ্রম করিলে বিস্তর জন্মিতে পারে এবং তাহাতে লাভেরও বেশ সম্ভাবনা আছে।

কাস (পুং) কাসতে শব্দায়তে অনেন, কাস্-ঘঞ্ (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১।) ১ রোগবিশেষ, কাসী [কাস দেখ।] ২ সজিনাগাছ। ৩ কাশতৃণ। ৪ (ত্রি) হিংসক।

কাসকন্দ (পুং) কাসহেতুঃ কন্দঃ, মধ্যলো°। 'কাসালু' নামক কন্দবিশেষ।

কাসকর (ত্রি) কাসং করোতি, কাস-কৃ-অচ্। কাসরোগের উৎপাদক দ্রব্যাদি।

কাসঘ্ন (ত্রি) কাস-হন্-টক্। কাসরোগনাশক দ্রব্যাদি।

কাসঘ্নী (স্ত্রী) কাসঘ্ন-ঙীপ্। কণ্টকারী। [কণ্টকারী দেখ।]

কাসজিৎ (স্ত্রী) কাসং জয়তি, কাস-জি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ ভাগী, বামুনহাটী। ২ (ত্রি) কাসরোগনাশক।

কাসনাশিনী (স্ত্রী) কাসং নাশয়তি, কাস-নশ-ণিচ্-ণিনি ঙীপ্। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কাসনী (দেশজ) ১ পক্ষিবিশেষ। (Musicapa Cærulea.) ২ কাস্‌নি গাছ। [কাঙ্কি দেখ।]

কাসন্দা (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, কালকাসন্দা। (Cassia esculenta.)

কাসন্দী (স্ত্রী) কাসং দ্যতি নাশয়তি, কাস-দো-ক-ঙীষ্। আমের আচারবিশেষ।

কাসন্দীবটিকা (স্ত্রী) আচারবিশেষ, সাধারণ কথায় ইহাকে 'গোটাকাসুন্‌' কহে। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—রুচিকারক, অগ্নিকারক, বায়ু ও মনের অনুলোমক, এবং বাতশ্লেষ্মজ রোগনাশক।

কাসপীড়িত (ত্রি) কাসেন কাসরোগেণ পীড়িতঃ, ৩তৎ কাসরোগী।

কাসমর্দ্দ (পুং) কাসং মৃদ্‌নাতি, কাস-মৃদ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ১ কাসন্দী। ২ কাল-কাসন্দা নামক গুল্মবিশেষ। [কাশমর্দ্দ দেখ।]

কাসমর্দ্দক (পুং) কাসমর্দ্দ স্বার্থে কন্। কালকাসন্দাগাছ।

কাসমর্দ্দন (পুং) কাসং মৃদ্‌নাতি, কাস-মৃদ্ কর্ত্তরি ল্যু। পটোল।

কাসর (পুং) কে জলে আসরতি, ক-আ-সৃ-অচ্। মহিষ; ইহারা অধিক সময় জলে থাকিতেই ভালবাসে।

("আরোহং যামিন্যাস্তমোদিবঃ কাসরং কলমভূমেঃ। বহুমলিক্ নলিন্যাঃ প্রভাতসন্ধ্যাপসারয়তি॥" আর্য্যাস° ৫২১।)

কাসলক্ষ্মীবিলাস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, কাঁসা, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনছাল ও খর্পর প্রত্যেক ১ পল করিয়া একত্র মাড়িবে। পরে কেশরাজের রসে ও কুলখ কলায়ের কাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া, তাহাতে এলাইচ, জায়ফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, গুড়ত্বক্ ও বংশলোচন প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইয়া পুনরায় কেশরাজের রসে ও কুলথ কলায়ের কাথে মাড়িয়া চণক প্রমাণ এক একটি বটিকা করিবে। অনুপান শীতল জল। পথ্য—মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও স্নিগ্ধ আহার। শাকাম্ল পরিত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, যক্ষ্মা, শ্বাস, জ্বর, পাণ্ডুরোগ, শোথ, শূল, অর্শ প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। এ ছাড়া এই ঔষধ বলবর্দ্ধক, তৃষ্ণা ও অরুচিনাশক। (ভৈ° র°)।

কাসসংহারভৈরব, বৈদ্যকোক্ত কাসরোগের ঔষধবিশেষ। পারদ, গন্ধক, তাম্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খই, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, একত্র মিশাইয়া থলকুড়ি, কেশুরিয়া নিসিন্দা, কাকমাচি, ঘলঘসিয়া, শালপাণি, গিমা, বামুনহাটী, হরীতকী, বাসক, প্রত্যেকের ছই তোলা রসে ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ এক একটি বটিকা করিবে। অনুপান—বাসক, শুন্ঠী ও কণ্টকারী এই তিনের কাথ। এই ঔষধ বল, বর্ণ ও পুষ্টিকর, কান্তিদায়ক ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ ভাল হয়।

কাসবান্ [ৎ] (পুং) কাসোঽস্ত্যস্য, কাস-মতুপ্, মস্য বঃ। কাসরোগবিশিষ্ট।

কাসার (পুং) কাস-আরন্ (তুষারাদয়শ্চ। উণ্ ৩।১৩৯) কস্য জলস্য আসারো যত্র বা। ১ বৃহৎ সরোবর; ২ দণ্ডকজাতীয় ছন্দোবিশেষ; এই ছন্দে ২০টি রগণ থাকে। [বৃত্ত° ৩ অঃ টী।]

৩ খাদ্যবিশেষ; ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এবং গুণাদি এইরূপ লিখিত আছে—

"মাষকলাই, পাণিফল, কেশুর ও শালুক প্রভৃতি দ্রব্য পেষণ করিয়া এক একটি চতুষ্কোণ খণ্ড করিতে হইবে। তাহার পর ঐ সমস্ত খণ্ড তপ্তঘৃতে ভাজিয়া লইয়া চিনির রসে ফেলিতে হয়; ইহাকেই কাসার কহে। এই কাসার রুচিকারক, অধিক রুক্ষ নহে, পিচ্ছিল নহে, ইহা বমনেচ্ছা, কফ ও পিত্তনাশ করে।" (ভাবপ্র°।)

কাসারি (পুং) কাসস্য অরিঃ নাশকঃ, ৬তৎ। কালকাসন্দা।

কাসালু (পুং) কাসজনক আলুঃ, মধ্যলো°। কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ আলুবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাসকন্দ, কন্দালু, আলুক, আলু, বিশালপত্র ও পত্রালু। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার গুণ—মধুররস, উগ্রবীর্য্য, শিরাসংশোধক, অগ্নিকারক, এবং কফ, বায়ু. শ্লেষ্মরোগ ও অরুচিনাশক।

কাসিম, মুহম্মদ—বসোরার শাসনকর্ত্তা হেজাজের ভ্রাতুষ্পুত্র। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভারতললনার রূপের কথা তুরস্করাজ খলিফের অন্তঃপুরে উঠিল, খলিফের লোভ পড়িল; শস্ত্রধারী আরবেরা তাঁহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত অর্ণবপোতে প্রেরিত হইল। সিন্ধুপ্রদেশের দেবলনামক বন্দরে আরবপোত ভারতবাসিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। এই ঘটনা খলিফের কাণে উঠিল; আরবদিগের মানরক্ষার জন্য বিংশতিবর্ষীয় মহম্মদ কাসিম ৩০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিসহ প্রেরিত হইলেন। যুবক বিপুল সাহসে দেবলবন্দর আক্রমণ করিলেন। এই সময় সমস্ত সিন্ধুপ্রদেশ মুলতানসহ হিন্দুরাজ ডাহিরের অধীন। মহারাজ ডাহির রাজ্যরক্ষার্থ কাসিমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন। স্বয়ং ডাহির হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, ঘটনাক্রমে মুসলমাননিক্ষিপ্ত অগ্নিগোলক দ্বারা ডাহিরের হস্তী আহত হইয়া প্রবলবেগে আরোহীসহ নদীর খরস্রোতমধ্যে পতিত হইল। হিন্দুরাজের সৈন্যগণ রাজার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইল। বীর কাসিম তখন সুবিধা পাইয়া সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া ডাহিরের সাগরসদৃশ বিপুল বাহিনীকে বিদলিত করিতে লাগিলেন, শত শত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত ম্লেচ্ছের হস্তে নিহত হইল।

দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুরাজ ডাহির বাহনসহ কালের আতিথ্য স্বীকার করিলেন।

কাসিম দেবলক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; রাজভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ ডাহিরের আকস্মিক বিপদ্ দেখিয়া সকলই ভগ্নমনোরথ হইয়াছিল; সুতরাং সামর্থ্য থাকিলেও কেহ রাজধানীরক্ষার্থ বিশেষ যত্ন করিলেন না।

মুহম্মদ্ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ নগরে আসিয়া দেখিলেন, একদিকে গগনস্পর্শী প্রজ্বলিত চিতা সজ্জিত, অপরদিকে মহারাজ ডাহিরের বীরমহিষী সসৈন্যে বিপক্ষের গতিরোধার্থ উপস্থিত! হিন্দু বীরবালা অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজ্যরক্ষা করিতে পারিলেন না, দেখিলেন ভীরু ব্রাহ্মণদিগের দেখাদেখি তাঁহার রাজপুত সৈন্যগণও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতেছে। তখন পতির মানরক্ষার্থ সতী সপত্নী ও পুরমহিলাবর্গের সহিত সেই জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করেন। কাসিম অনেক চেষ্টার পর দুইজন রাজকন্যাকে বন্দী করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন। তুরস্করাজ খলিফ বলিদ্ ডামস্কাসের

সভায় উক্ত রাজকন্যাদ্বয়কে আহ্বান করিলেন। জ্যেষ্ঠা রাজকন্যা সভায় আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; খলিফ তাঁহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজবালা উত্তর দিলেন, 'আমি আপনার অযোগ্য, কাসিম আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে।' এই কথা শুনিবামাত্র খলিফ আদেশ করিলেন, 'শীঘ্রই সেই দুর্বৃত্ত কাসিমকে কাঁচা চামড়ায় শেলাই করিয়া এখানে লইয়া আইস।' আদেশ প্রতিপালিত হইল। কাসিমের দেহ রাজসভায় আনীত হইলে, রাজকন্যা হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 'আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল! আমি যে দোষ দিয়াছি, প্রকৃত, কাসিম সে দোষের পাত্র নহে; যে আমার পিতৃবংশ ছারখার করিয়াছে, তাহারই আজ প্রতিশোধ দিলাম।'

৭১৪ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ কাসিমের মৃত্যু হয়।

কাসিমআলি খাঁ, বাঙ্গালার শেষ মুসলমান নবাব, মীরজাফরের জামাতা। [মীরকাসিম দেখ।]

কাসিম খাঁ, ১ বাঙ্গালার একজন নবাব। ইস্‌লামখাঁর মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর ইঁহাকে সুবাদার করিয়া পাঠান। সেই সময়ে নিম্নবঙ্গে মগের উৎপাত হয়। কাসিম দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে না পারায়, ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত হইয়া দিল্লীতে গমন করেন।

২ মীরজাফরের ভ্রাতা, সিরাজউদ্দৌলার সময়ে ইনি রাজমহলের একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। সিরাজ ইংরাজভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যখন দানাশাহ নামক মুসলমান ফকীরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কাসিম সেই সময়ে জানিতে পারিয়া গুপ্তভাবে আসিয়া নবাবকে বন্দী করিয়া মীরজাফরের নিকট পাঠাইয়া দেন।

[সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফর দেখ।]

কাসিম খাঁ জবিনি, বাঙ্গালার একজন মুসলমান নবাব। নবাব ফদাইখাঁর মৃত্যু হইলে দিল্লীশ্বর শাহজহান (১৬২৭ খৃষ্টাব্দে) কাসিমকে বাঙ্গালার সুবেদারী প্রদান করেন। ইনি ধর্ম্মভীরু, সাহসী, বীর এবং একজন সুকবি ছিলেন। ইঁহার সময়ে পর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গালায় ক্রমশঃ প্রাধান্যলাভ করিতেছিল। কাসিম শাহজহানের অনুমতি লইয়া ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করেন। ৩ মাস অবরোধের পর পর্ত্তুগীজেরা হুগলী পরিত্যাগ করিল, প্রায় সহস্রাধিক পর্ত্তুগীজ নিহত এবং চারিসহস্র পর্ত্তুগীজ বন্দী হয়। এই সময়ে অনেক পর্ত্তুগীজরমণী শাহজহানের অন্তঃপুরশোভার্থ দিল্লীনগরে প্রেরিত হইয়াছিল। [পর্ত্তুগীজ দেখ]। হুগলীজয়ের অল্প কাল পরে ঢাকানগরে কাসিম খাঁর মৃত্যু হয়।

কাসিমবাজার, বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি পুরাতন নগর। অক্ষা° ২৪° ৭´ ৪০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১৯´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এখানে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজদিগের কুঠী ছিল এবং বহুবিস্তৃত রেশমের ব্যবসা হইত। এখন আর সে অবস্থা নাই। কাসিমবাজারে কয়েকঘর বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের বাস আছে।

কাসিয়ারি, মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম, এখানে অনেকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে। তন্মধ্যে প্রাচীন কুরুম্বরদুর্গের ভগ্নাবশেষ প্রসিদ্ধ। দুর্গের বহিঃপ্রাচীর আজিও প্রায় পূর্ণাবস্থায় আছে। এই প্রাচীর রক্তবর্ণ-বালুকা-প্রস্তরে নির্ম্মিত; ইহা প্রায় ১০ ফুট উচ্চ। প্রাচীরের কোলে ৮ ফুট চওড়া খিলানওয়ালা বারাণ্ডা। প্রাচীরের অভ্যন্তরে পূর্ব্বদিকের প্রান্তভাগে একটি শিবমন্দির আছে। এই শিবমন্দিরের অন্তর্বর্ত্তী একটি কূপমধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ঠিক ইহারই বিপরীত দিকে পশ্চিমপ্রান্তে একটি মস্‌জিদ্ আছে। এখানে উড়িয়া-ভাষায় খোদিত শিলালিপি আছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, ইহা অরঙ্গজিবের রাজত্বকালে মুহম্মদ তাহের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং ১১০২ হিজিরায় ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়।

পূর্ব্বদিকে একটি গভীর দীর্ঘিকা আছে। দীর্ঘিকার নাম যোগেশ্বরকুণ্ড। এই কুণ্ডটি কুম্ভীরে পরিপূর্ণ।

এখানে মোগলপাড়া নামে একটি পল্লী আছে। এই পল্লীতে মোগলদিগের নির্ম্মিত অনেকগুলি মস্‌জিদ্ ও অট্টালিকা আছে। মোগলদিগের শাসনকালে কাসিয়ারি-তসর-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ও একটি তহশীলদারীর সদরথানা ছিল। একটি মস্‌জিদে আরবী-ভাষায় খোদিত একখানি প্রস্তরলিপি আছে, তাহা হইতেও জানা যায় যে, তাহা অরঙ্গজিবের রাজত্বকালে নির্ম্মিত। ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে একস্থানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত মুসলমান ফকীরের মূর্ত্তির ভগ্নখণ্ড পড়িয়াছে, তাহার গাত্রেও একটি পারসিক-ভাষায় খোদিত শিলা-লিপি আছে, উহাতেও অরঙ্গজিবের সময়ই পাওয়া যায়।

কাসিয়ারির কিছু দক্ষিণে মোগলমারী নামক স্থান। মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথমে কুরুম্বরের হিন্দুগণকে পরাজিত করিয়া মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া তাঁহার স্থানে মসজিদ্ নির্ম্মাণ করে। তৎপরে মাহাট্টারা এই মোগলমারীতেই তাহাদিগকে পুনরায় পরাস্ত করে, বোধ হয় এই পরাজয়ের পরই এখানকার নাম মোগলমারী হইয়া থাকিবে।

কুরুম্বর সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ এই যে,—উড়িষ্যার দেব-রাজবংশীয় মহারাজ কপিলেশ্বর এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে গগনেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, এই স্থান পূর্ব্বে জঙ্গলে আবৃত ছিল, সুবর্ণরেখা এই স্থান দিয়া বহিয়া যাইত। এখানে তখন বাঘরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। এই বাঘরাজের নাম হইতেই সম্ভবতঃ বাঘভূম পরগণার নামকরণ হইয়াছে। বাঘরাজের অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। এই গাভীগুলিকে লইয়া একজন রাখাল প্রতিদিন সুবর্ণরেখার পশ্চিমতীরে চরাইতে যাইত। কিছুদিন পরে একটী গাভীর দুগ্ধ প্রত্যহ কম হইতে লাগিল। রাজা শুনিলেন; ভাবিলেন, রাখালই বোধ হয় বনমধ্যে ক্ষুধা পাইলে দুহিয়া খাইয়া থাকে। তিনি ডাকিয়া একদিন বিস্তর তিরস্কার করিলেন। রাখাল বৃথা তিরস্কৃত হইয়া পরদিন সেই গাভীর দুগ্ধ কেন কমে, তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য সতর্ক হইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে লাগিল। গাভীটি বনে গিয়া প্রথমতঃ উদর পূরিয়া ঘাস খাইল, তৎপরে নদী পার হইয়া পূর্ব্বমুখে একবনে প্রবেশ করিল। রাখালও সন্তরণ দিয়া পূর্ব্বতীরে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিল। কিছু দূর গিয়া দেখিল, গাভী একটি শিবলিঙ্গের উপরে দুগ্ধধারা বর্ষণ করিতেছে! রাখাল সেদিন বাড়ী গিয়া রাজাকে ঘটনাটি বলিল। বাঘ-রাজ তাহা মহারাজ কপিলেশ্বরকে জানাইলেন। কপিলেশ্বর এই শিবলিঙ্গের উপর কুরুম্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং গগনেশ্বর নামে লিঙ্গের নামকরণ করেন। কপিলেশ্বরই যোগেশ্বরকুণ্ড খনন করাইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সময়ে আবদুল সমদ্ নামে একজন প্রসিদ্ধ ফকীর বলপূর্ব্বক এই মন্দির অধিকার করিয়া মন্দিরের মধ্যে গোহত্যা করিয়া মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করেন। শেষে ফকীর শিবলিঙ্গ স্থানান্তরিত করিয়া চত্বরের মধ্যে তিনটি মসজিদ্ নির্ম্মাণ করান। কথিত আছে যে, গোরক্তে মন্দির কলঙ্কিত হইলে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া এগ্‌রা নামক স্থানে প্রকাশিত হয়। ফকীরের পূর্ব্বে "গাঁজিয়া মহারাজ" নামে একজন মোহান্ত মহাদেবের পূজক ছিলেন, "বেণিয়াবুড়ী" নামে ইঁহার একটী ভৈরবী ছিল। কথিত আছে, মহাদেব অন্তর্হিত হইলে মোহান্ত ও বেণেবুড়ী ঐশী শক্তিবলে কুলায় চড়িয়া আকাশপথে পূর্ব্বমুখে উড়িয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে বেণেবুড়ী একটি জলায় পড়িয়া যাওয়ায় গাঁজিয়া মহারাজও সেই স্থানে নামিলেন। যে স্থানে তাঁহারা নামিয়াছিলেন, তাহার নাম "কুলাসনি" গ্রাম। এই গ্রামে আজিও মোহান্ত ও বেণেবুড়ীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মোহান্তমূর্ত্তির পূজা হয়। কালক্রমে স্থানটি নিবিড় জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। কেহ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। একবার সন ১২৩১ সালে বনমালী পাণ্ডা নামে একব্যক্তি মেদিনীপুরের কালেক্টরের আদেশে বন কাটাইয়া দেন এবং কূপের মধ্যে দুইখণ্ডে ভগ্ন মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আবিষ্কার করেন।

কুরুম্বর-মন্দির আজিও অনেকটা অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান আছে। এই প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দিরটী দেখিতে অতি মনোহর, দীর্ঘে ২০০ হাত, প্রস্থে ১৫০ হাত, মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালে উড়িয়া-ভাষায় একখানি শিলা-লিপি আছে, কিন্তু তাহার প্রায় সমস্ত অক্ষর নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং এপর্য্যন্ত তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। প্রবাদ, মুসলমানেরা এই লিপিখানি নষ্ট করিয়া গিয়াছে।

কাসী [ন্] (ত্রি) কাসোঽস্যাস্তি, কাস-ইনি। কাসরোগ-বিশিষ্ট।

কাসীদ্ (আরবী) দূত, সন্দেশবহ।

কাসীস (ক্লী) কাসীং ক্ষুদ্রকাসং স্যতি নাশয়তি, কাসী-সো-ক। উপধাতুবিশেষ, হিরাকস। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—ধাতুকাসীস, খেচর, ধাতু-শেখর, কেসর, হংসলোমশ, শোধন, পাংশুকাসীস, শুভ্র। [হিরাকস দেখ।]

কাসুয়া (দেশজ) কাসরোগী।

কাসূ (স্ত্রী) কশাত কুৎসিতশব্দং গচ্ছতি, কশ-উ (নিৎ-কশি-পম্বর্ত্তেঃ। উণ্ ১। ৮৭।) পৃষোদরাদিত্বাৎ শস্ত সত্বম্। ১ বিকলবাক্য, অস্পষ্টবাক্য। ২ শক্তি অস্ত্র। ৩ (কাসতে প্রকাশতে, কাস্-উ।) দীপ্তি। ৪ ভাষা। ৫ রোগ। ৬ বুদ্ধি।

কাসূতরী (স্ত্রী) হ্রস্বা কাসূঃ, কাসূ-ষ্টরচ্ (কাসূ-গোণীভ্যাং ষ্টরচ্। পা ৫।৩।৯০।) ক্ষুদ্র শক্তি-অস্ত্র।

কাসৃতি (স্ত্রী) কুৎসিতা সৃতিঃ সরণম্, কোঃ কাদেশঃ। কুৎসিত গমন।

("ন কাসৃত্যা গ্রামং প্রবিশেৎ।" গোভিল।)

কাস্তিয়া (দেশজ) ধান্যাদি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ।

কাস্তিয়াচোরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

কাস্তীর (ক্লী) ঈষত্তীরং অস্যাস্তি, কোঃ কাদেশঃ; নিপাতনাৎ সুট্ চ (কাস্তীরাজস্তুন্দে নগরে। পা ৬। ১। ১৫৫।) ঈষৎতীরযুক্ত নগরবিশেষ।

কাস্মর্য্য (পুং) কাশ্মর্য্য পৃষোদরাদিত্বাৎ শস্ত সঃ। গাম্ভারী।

কাহকা (স্ত্রী) কাহলা পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্ত কঃ। কাহলাবাদ্য।

কাহণ (দেশজ) ষোড়শ পণ, ইহার সংস্কৃত নাম কার্ষাপণ।

কাহন (দেশজ) কাহণ, ১৬ পণ।

কাহল (ক্লী) কুৎসিতঃ অস্পষ্টং হলং বাক্যং ধ্বনির্বা যত্র, বহুব্রী। ১ অস্পষ্ট বাক্য। ২ (পুং) কুৎসিতং যথা তথা হলতি ভূমিং নখৈরিতি শেষঃ। কুক্কুট। ৩ বিড়াল। ৪ শব্দমাত্র। ৫ বৃহৎ ঢক্কা; ইহার অপর সংস্কৃত নাম মহানাদ। ৬ (ত্রি) কেন জলেন অলং অস্পষ্টঃ। শুষ্ক। ৭ অত্যন্ত। ৮ খল।

কাহলা (স্ত্রী) কুৎসিতং হলতি শব্দং করোতি কু-হল-অচ্ টাপ্ কোঃ কাদেশঃ। ১ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ২ অপ্সরোবিশেষ। (কাহলা বাদ্যভাণ্ডস্য ভেদে চাপ্সরসাং ভিদি। মেদিনী।)

কাহলাপুষ্প (পুং) কাহলাকৃতিরিব পুষ্পমস্য। ধুস্তুর, ধুতুরা।

কাহলি (পুং) কং সুখং আহলতি দদাতি, ক-আ-হল-ইন্। মহাদেব। ("মুখ্যোঽমুখ্যশ্চ দেহশ্চ কাহলিঃ সর্ব্বকামদঃ।" ভারত অনু° ১৭ অঃ।)

কাহলী (স্ত্রী) কং সুখং আহলতি দদাতি, ক-আ-হল্-ইন্-ঙীপ্। যুবতী। (কাহলী তু তরুণ্যাং স্যাৎ। মেদিনী।)

কাহান (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Bridelia lanceæfolia.)

কাহার (হিন্দী—কাহার) শূদ্রজাতিবিশেষ। ব্রাহ্মণপিতার ঔরসে চণ্ডালজাতীয় মাতার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। চাষ করা, পাল্কী বহা, বাঁক বহা, মাছধরা ও চাকরীকরা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের সামাজিক ব্যবহারাদি সাধারণ হিন্দুর ন্যায়। কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি অসভ্য জাতিদের মত। কাহারদের বিশ্বাস তাহারা জরাসন্ধের বংশোদ্ভব। তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহারা বলে গিরি-এক পাহাড়ে মগধরাজের এক উপবন ছিল, এক সময়ে অতিবৃষ্টিতে সেটি নষ্ট হইয়া যায়। কিছুকাল পরে মগধরাজ উপবনটি পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে মানস করিয়া ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি একরাত্রিমধ্যে তাঁহার উপবনটী গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া দিতে পারিবে, তিনি তাহাকে তাহার কন্যা ও অর্দ্ধেকরাজ্য দান করিবেন। কাহার জাতির মধ্যে তখন এক ব্যক্তি প্রধান ছিল, তাঁহার নাম চন্দ্রাবৎ। সে রাজকন্যা ও রাজ্যলোভে উক্ত কার্য্যে স্বীকৃত হইল। অসুরবাঁধ নামে এক বৃহৎ বাঁধ প্রস্তুত করিয়া বাবনগঙ্গার জল আনিয়া তাঁহার অধীনস্থ কাহারদিগের সাহায্যে সেই জলে পর্ব্বতের উপবন পূর্ণ করিল। এদিকে মগধরাজ দেখিলেন যে, চন্দ্রাবৎ শীঘ্রই উপবনটি জলপূর্ণ করিবে এবং তাঁহার কন্যা ও রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণ করিবে। তখন তিনি চন্দ্রাবৎকে কন্যাদান অনুচিত বিবেচনা করিয়া এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই কাক ডাকিয়া উঠিল। কাহারেরা দেখিল প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের কার্য্য তখনও সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই; তখন তাহারা মগধরাজের ভয়ে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া কেহ সেচনীহস্তে ও কেহ দড়িহস্তে পলাইতে আরম্ভ করিল। যাহাদের হাতে বাঁশ ছিল, তাহারা কাহার হইল, আর যাহাদের হাতে দড়ি ছিল, তাহারা মগহিয়া ব্রাহ্মণ হইল। কিন্তু ধানুক ও রাজবার নামে তাহাদের দুই শাখা যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল সে কথা গল্পে কিছু নাই। সেই অবধি কাহারেরা নীচ জাতি বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, নীচ ব্যবসা করিতেছে। অবশেষে মগধরাজ সদয় হইয়া তাহাদিগকে ৴৩।০ সের আন্দাজ ধান্য প্রভৃতি শস্য দিয়াছিলেন। সেই অবধি তাহাদের মজুরি ঐ পরিমাণে স্থির হইয়াছে। কাহার জাতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। যথা—রবাণি, ধুড়িয়া, ধিমার, যশবার, গড়ছক, তুড়া, মগহিয়া প্রভৃতি। ইহারা বলে যে, প্রথমে কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না এবং গয়াজেলার রমণপুর নামক স্থানে ইহারা প্রথমে বাস করিত। তাহাদের জাতির প্রধান ব্যক্তি দুই বিবাহ করে, কিন্তু পত্নীদ্বয়ের মধ্যে নিত্য বিরোধ চলিত বলিয়া তিনি তাহাদের মধ্যে একজনকে যশপুরে পাঠাইয়া দেয়। এই স্ত্রীর গর্ভোৎপন্নেরা যশবার আর অপর স্ত্রীর পুত্র হইতে রবাণি শ্রেণী হইয়াছে। সাঁওতাল পরগণায় রবাণিদের নাগ ও কশ্যপনামে দুই শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাই আবার বেহারে রবণপুর বলিয়া পরিচিত। ইহাদের শ্রেণীবিভাগের বিশেষ কিছু ঠিক পাওয়া যায় না। ইহারা ঊর্দ্ধতন সাত পুরুষের সম্পর্ক দেখিয়া বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করে। বিবাহপ্রথা সাধারণ নীচ জাতীয় হিন্দুর মত। ইহাদের বিধবারা সেঙ্গা (দ্বিতীয় পতির সঙ্গ) করিতে পারে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বিশেষ অপরাধ পাইলে পঞ্চায়েতের অনুমতিক্রমে পতি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের পঞ্চায়েৎ অন্যান্য নীচজাতির মত বেশ ক্ষমতাবান্, কেহই পঞ্চায়েৎ অমান্য করিয়া চলিতে পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহারা শৈব, শাক্ত ও গাণপত্য। বৈষ্ণব ইহাদের মধ্যে নিতান্ত অল্প। অন্যান্য অনেক দেবতার উপাসনাও ইহারা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা চাকরী করে, তাহারা অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা সামাজিক সম্মানে শ্রেষ্ঠ। ১৮৮১ সালের গণনায় বঙ্গবিহার উড়িষ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ কাহারের সংখ্যা ১৮,৪০,৮৫৩ হইয়াছে।

কাহারক (পুং) কুৎসিতং শিবিকাদিবাহনরূপনীচবৃত্তিমবলম্ব্য আহরতি জীবনযাত্রাং নির্ব্বাহয়তি, কু-আ-হৃ-ণ্বুল্;

কোঃ কাদেশঃ। শিবিকাদিবাহক জাতিবিশেষ। সাধারণ কথায় ইহাদিগকে কাহার বা বেহারা কহে।

("তথা গারুড়িকা বীরাঃ ক্ষুরকর্ম্মোপজীবকাঃ।
ব্যাধাঃ কাহারকাঃ পুষ্টাঃ কৃষ্ণং সংবাহয়ন্তি যে।"
জৈমিনিভা° আশ্ব° ১০ অঃ।)

কাহারবা (দেশজ) সঙ্গীতাদির তালবিশেষ; ইহাতে দুইটি তাল ও পাঁচটি মাত্রা আছে। বোল যথা—
× । । ১। ।
"দিধি কং নাক্ দিঁন্ ::—"

কাহিনী (দেশজ) ১ গল্প। ২ রূপকথা। ৩ বিবরণ।
("চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।")

কাহিল (আরব্য) ১ রুগ্ন। ২ দুর্ব্বল। ৩ কৃশ।

কাহী (স্ত্রী) কেন বায়ুনা আহন্যতে, ক-আ-হন-ড-ঙীপ্। কুটজগাছ। [কুটজ দেখ।]

কাহুয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, অর্জ্জুন গাছ।

কাহূয় (পুং) কহূযস্য অপত্যম্। কহূয়-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) কহূয়ের পুত্রাদি।

কাহোড় (পুং) কহোড়স্য অপত্যম্ কহোড়-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) কহোড়বংশীয়।

কি (দেশজ) ২ জিজ্ঞাসাবোধক শব্দ। ২ আশ্চর্য্য বা বিস্ময়-বোধক শব্দ।

কিং (অব্যয়) ১ জিজ্ঞাসাবোধক শব্দ। ২ আশ্চর্য্য বা বিস্ময়-বোধক শব্দ। ৩ নিষেধবাচক শব্দ। ৪ বিতর্ক। ৫ নিন্দা।
(কিং) কুৎসায়াং বিতর্কে চ নিষেধপ্রশ্নয়োরপি। (মেদিনী)

কিংখাব, কিংখাপ, কিঙ্কব। সোণার ও রূপার জরির সহিত রেশম মিশাইয়া বুনিয়া যে অত্যুৎকৃষ্ট মূল্যবান্ বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাকে কিংখাব বলে। ভারতবর্ষেই ইহার উৎপত্তি। এদেশ ভিন্ন আর কোথাও এখনও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কিংখাব পাওয়া যায় না। য়ুরোপে আজকাল নকল কিংখাব প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যসূত্র এদেশ হইতে পাঠাইতে হয়। য়ুরোপীয়েরা এখনও কিংখাবের সূতা প্রস্তুত করিতে পারে নাই। কিংখাবে চোগা, চাপকান, পা-জামা, ফতুয়া, অঙ্গরক্ষী ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ধনী স্ত্রীপুরুষেরাই এই বস্ত্র ব্যবহার করে। সভায় ও উৎসবে ধনীরাই এই বস্ত্রের পোষাক ব্যবহার করেন। বাঙ্গালী অপেক্ষা উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয়েরা ইহার ব্যবহার অধিক করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন এদেশে মুসলমানদিগের প্রভুতা ছিল, তখন হইতে কিংখাবই রাজপরিচ্ছদের ও ধনিগণের পোষাকের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ইংলণ্ডে পোষাকের জন্য কেহ কিংখাব ব্যবহার করে না; কিন্তু চেয়ার, কৌচ মুড়িবার জন্য ও টেবিল-ক্লথের জন্য ব্যবহার করে। কিংখাব ৫ প্রকার—কিংখাব, হেমরু, লুপ্পা, তাস ও মুসরু; ইহাদের মধ্যে কিংখাবে সোণারূপার কাজই অধিক। হেমরুতে রেশমের ভাগই অধিক। কিংখাবে নানারূপ লতা, পাতা, ফল, ফুল, পাখী ইত্যাদি আকৃতির কারুকার্য্য থাকে; হেমরু খালি বুটাদার হয়। হেমরুও আবার দুই প্রকার—যাহাতে এক রঙ্গের বুটা থাকে, তাহাকে "একোই" হেমরু বলে, আর যাহাতে ভিন্নবর্ণের বুটা থাকে, তাহাকে "বিউচু" হেমরু বলে। এই হেমরুতে জরি অল্প থাকে বলিয়া সুরাটপ্রদেশে ইহাকে "কুমজুর্ণো এলিয়াজ" বলে। লুপ্পাতে এত বেশী জরি থাকে যে, রেশম মোটেই দেখা যায় না। তাসের কাপড় খুব পাতলা হয়। আজকাল কলিকাতাতে গৃহস্থ ভদ্রলোক ঈষৎ ধূমধামে বিবাহ দিলে যে বরের পোষাক ভাড়া করিয়া আনিয়া থাকেন, তাহাই সাধারণ তাস-কিংখাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাতেও জরির ভাগ অধিক। পূর্ব্বে তাস মধ্যবিধ অবস্থার লোকের উৎকৃষ্ট পোষাক ছিল। ইহাতে ধনীরা টানাপাখার ঝালর, আড়াণীর ঝালর, চোপদার, বরকন্দাজ এবং নবাবদিগের শরীররক্ষী অশ্বারোহীর পোষাক হইত। মুসরু হেমরুর ন্যায় অল্প জরিতে কিংখাবের ধরণে প্রস্তুত হয়। অধুনা বাঙ্গালাদেশের যাত্রাদলে রাজার জোড় ও চোগায় যে কিংখাব দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই মুসরু-কিংখাবে প্রস্তুত। মুসরু ও হেমরু উত্তরপশ্চিমে পুরুষে ব্যবহার করে না; কেবল স্ত্রীলোকের পা-জামা ও আঙ্গিয়া ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। মুসরু ও হেমরুতে গদির খোল, বালিসের খোল ও নানাপ্রকার ব্যবহারের জন্য ঝালর প্রস্তুত হয়। কিংখাব ধোলাই সহিতে পারে এবং যেরূপে যত অসাবধানতার সহিত ব্যবহার হউক না কেন, ইহা সহজে নষ্ট হয় না। বিলাতী সাটিনের ন্যায় এই বস্ত্র উজ্জ্বল নহে, কিন্তু ইহার যে শোভা, তাহা বিলাতী সাটিনে নাই।

কিংযু (ত্রি) [বৈ] কিং ইচ্ছতি, কিম্ বৈদিকত্বাৎ ক্যচ্-উ। কি ইচ্ছা করিতেছেন, এই অর্থে 'কিংযু' শব্দের প্রয়োগ হয়। কিমিচ্ছুক।

কিংরাজন্ (পুং) কঃ কুৎসিতো রাজা, কিম্-রাজন্ নিন্দার্থত্বাৎ ন টচ্। ১ কুৎসিত রাজা। "কিংরাজা যো ন রক্ষতি মহীম্।" ইতি সংক্ষিপ্তসার। ২ (ত্রি) নিন্দিত রাজযুক্ত দেশাদি।

কিংশারু (পুং) কিং কিঞ্চিৎ কুৎসিতং বা শৃণাতি, কিম্-শৄ-ঞুণ্ (কিঞ্জরয়োঃ শ্রিণঃ। উণ্ ১।৪।) ১ ধান্যাদির শূক, শুঁয়া। ২ বাণ। ৩ কঙ্কপাখী।
(কিংশারুর্না শস্যশূকে বিশিখে কঙ্কপক্ষিণি। মেদিনী।)

কিংশুক (পুং) কিং কিঞ্চিৎ শুকঃ শুকাবয়ববিশেষ ইব, উপমি°। ১ পলাশবৃক্ষ; ইহাদের পুষ্প আকৃতি ও বর্ণবিষয়ে শুকপাখীর চঞ্চুর ন্যায়, সেই হেতু উক্ত নাম হইয়াছে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় পলাশ, পর্ণ, যজ্ঞিয়, রক্তপুষ্প, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতহর, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর। (ভাবপ্র°) [পলাশ দেখ।]
২ নন্দী বৃক্ষ। ৩ পুরাণোক্ত বনভেদ।
"সূর্য্যস্তু কিংশুকবনে তথা রুদ্রগণস্তু চ॥" লিঙ্গপু° ৪৯।৬২।

কিংশুলুক (পুং) কিংশুক নিপাতনাৎ সাধুঃ। পলাশবৃক্ষ।

কিংশুলুকাগিরি (পুং) কিংশুলুকপ্রধানো গিরিঃ, অকারস্ত দীর্ঘত্বং (বনগির্য্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটরকিংশুলুকাদীনাম্। পা ৬। ৩। ১১৭।) বহুসংখ্যক পলাশবৃক্ষবিশিষ্ট পর্ব্বত।

কিংশুলুকাদি (পুং) পাণিনি ব্যাকরণোক্ত শব্দগণবিশেষ; যথা—কিংশুলুক, শাব, নড়, অঞ্জন, ভঞ্জন, লোহিত ও কুক্কুট। এই সকল শব্দের পর 'গিরি' শব্দ থাকিলে দীর্ঘ হয়। (বনগির্য্যোঃ সংজ্ঞায়াং কোটরকিংশুলুকাদীনাম্। পা ৬।৩।১১৭।) যথা কিংশুলুকাগিরি ইত্যাদি।

কিংস (ত্রি) কিং কুৎসিতং স্যতি ছিনত্তি, কিম্-সো-ক। কুৎসিতচ্ছেদনকারী।

কিংসখি (পুং) কঃ কুৎসিতঃ সখা, নিন্দার্থত্বাৎ ন টচ্। কুৎসিত সখা।
"স কিংসখা সাধু ন শাস্তি যোহধিপম্।" কিরাতার্জ্জুনীয়।

কিংস্বিৎ (অব্যয়) ১ প্রশ্নার্থবোধক শব্দ। ২ সন্দেহবাচক শব্দ।

কিকি (পুং) কক-ইন্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ আদেরিত্বম্।) ১ চাষপক্ষী। ২ নারিকেল।

কিকিদিব (পুং) কিকি ইতি অব্যক্তশব্দেন দীব্যতি ক্রীড়তি কিকি-দিব্-ক। চাষপক্ষী।

কিকিদিবি (পুং) কিকীতি অব্যক্তনাদেন দীব্যতি, কিকি-দিব-ইন্। চাষপক্ষী। ইহার পর্য্যায় যথা—স্বর্ণচাতক, চাষ, চাস, কিকিদিবি, কিকী, দিবি, কিকি, কিকিদিব, কিকিদীবি, কিকীদিব, স্বর্ণচূড়।

কিকিরা (স্ত্রী) [বৈ] কৃ-ঘঞর্থে কর্ম্মণি ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বিক্ষিপ্ত, কীর্ণ।

কিকী [ন্] (পুং) কিকি ইতি শব্দং অস্ত্যাস্তি, কিকি-ইনি। চাষপক্ষী।

কিকীদিব (পুং) কিকীতি অব্যক্তশব্দেন দীব্যতি, কিকী-দিব্-ক। চাষপাখী।

কিকীদিবি (পুং) কিকী ইতি অস্ফুটনাদং কুর্ব্বন্ দীব্যতি কিকী-দিব-কিন্ (কৃবিঘৃষিচ্ছবিস্থূবিকিকীদিবি। উণ্ ৪।৫৬।) ততো নিপাতনাৎ সাধুঃ। স্বর্ণচাতক, সোণাচূড়া পাখী; দেশভেদে ইহাকে নীলকণ্ঠ কহে। [চাষদেখ।

কিকীদীবি (পুং) কিকী ইত্যব্যক্তশব্দেন দীব্যতি ক্রীড়তি, কিকী-দিব-কিন্ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) চাষপাখী।

কিক্কিট (ত্রি) (বৈ) কুৎসিত। ("কিক্কিটাকারেণ বৈ গ্রাম্যাঃ পশবো রমন্তে।" তৈত্তি° স° ৩। ৪। ২। ১।

কিক্কিশ (পুং) দেহজাত কৃমিবিশেষ।
("কেশরোমনখাদাশ্চ দন্তাদাঃ কিক্কিশাস্তথা।" সুশ্রুত।)
এই রোগে বরুণপত্র জল দিয়া বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেপন ও ঘর্ষণ করিবে। অথবা গোময় ঘর্ষণ করিলে উপকার দর্শে। (ভৈ-র°)

কিক্কিসাদ (পুং) সর্পবিশেষ, এই সর্প রাজিমান্ সর্পের অন্তর্ভূত। মধ্যবয়সে ইহাদের বিষ অতি প্রখর হয়। ইহাদের দংশনে ত্বগাদির গুরুতা, শীতজ্বর, রোমহর্ষ, স্তব্ধতা, দষ্টস্থানে শোথ, মুখ নাসিকাদ্বারা কফস্রাব বমন, চক্ষুর্দ্বয়ে নিরন্তর কণ্ডূ, কণ্ঠদেশে শোথ, ঘুর্ঘুরশব্দ, নিশ্বাস অবরোধ হওয়া, অন্ধকারে প্রবেশ করার ন্যায় অনুভব, এবং অন্যান্য কফজন্য বেদনা হইয়া থাকে।
(বিষরোগ শব্দে চিকিৎসাদি দেখ।)

কিখি (স্ত্রী) খদতি হিনস্তি (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ ক্ষুদ্রশৃগালী, খাঁকশিয়ালী।
(হরবো ভরুজঃ ক্রোষ্টা শিবাভেদেঽল্পকে কিখিঃ। হেম ৪।৩৫৬)
২ (পুং) বানর।

কিঙ্কণী (স্ত্রী) কিঞ্চিৎ কণতি. কিম্-কণ-ইন্ ঙীপ্। ছোট ছোট ঘুঙ্গুর।

কিঙ্কর (ত্রি) কিঞ্চিৎ করোতি, কিম্-কৃ-ট।
(দিবাবিভানিশাপ্রভেত্যাদি। পা ৩। ২। ২১।) দাস, চাকর।
("অবেহি মাং কিঙ্করমষ্টমূর্ত্তেঃ।" রঘু ২। ৩৪।)

কিঙ্করসেন, দিল্লীর মোগলসম্রাট্ বাহাদুর শাহের সময় তাঁহার পুত্র আজিম উশ্ সান বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার নাজিম ও দেওয়ান ছিলেন। এই সময় হুগলীতে জৈনুদ্দীন্ নামে এক ব্যক্তি ফৌজদার ছিলেন। আজিমের সহিত জৈনুদ্দীন সংপ্রীতি রাখিয়া চলিতে পারিতেন না, কাজেই তাঁহাকে পদচ্যুত হইতে হয়। আজিম নিজের প্রিয়পাত্র ওয়ালিবেগ নামক এক ব্যক্তিকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। পদচ্যুত ফৌজদার জৈনুদ্দীনের অধীনে কিঙ্করসেন নামে একজন বাঙ্গালী কায়স্থ পেশকার ছিলেন। এই ব্যক্তি অতি চতুর এবং কার্য্যদক্ষ। জৈনুদ্দীন্ ইহার উপর প্রীত ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না,

কারণ ইঁহার বুদ্ধিবলে ও ক্ষমতার তখন কোন রাজপুরুষই পারিয়া উঠিতেন না। জৈনুদ্দীন্ স্থির করিয়াছিলেন যে, ওয়ালিবেগ হুগলীতে পৌছিলেই তাঁহাকে ফৌজদারীর কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া দিল্লী যাইবেন; কিন্তু ওয়ালিবেগের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া জৈনুদ্দীন্ তাঁহাকে আপন উদ্দেশ্য জানাইয়া শীঘ্র আসিতে অনুরোধ করিলেন। ওয়ালিবেগও কিঙ্করসেনকে জানিতেন, তাঁহার উপর ওয়ালির বিশ্বাসও ছিল। ওয়ালি জৈনুদ্দীন্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি তাঁহার দিল্লী যাওয়ার তাড়াতাড়ি থাকে, তবে কিঙ্করসেনের নিকট কাগজপত্র বুঝাইয়া দিয়া যাইতে পারেন। যদিও জৈনুদ্দীন্ পদচ্যুত হইয়াছেন, তবুও তাঁহার নিজের মান ছিল, তিনি বুঝিলেন যে, কিঙ্করসেন এক সময়ে তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার নিকট কাগজাদি বুঝাইয়া দিতে বলায় ওয়ালিবেগ তাঁহার অপমান করিয়াছেন। এই বিবেচনায় জৈনুদ্দীন্ কাগজপত্র ছাড়িলেন না। ওয়ালিবেগ এই সূত্রে জৈনুদ্দীনের সহিত যুদ্ধ বাঁধাইলেন। ফরাসডাঙ্গার নিকট যুদ্ধ হয়। ফরাসী ও ওলন্দাজেরা জৈনুদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করে। ওয়ালিবেগ দিলপৎসিংহ নামক এক ব্যক্তির অধীনে নবাবের সৈন্য প্রেরণ করেন; কিন্তু জৈনুদ্দীন্ সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দিলপতের নিকট লোক পাঠাইলেন। এই লোক উপস্থিত হইলে হঠাৎ বা পূর্ব্বের কোন ষড়যন্ত্র অনুসারে ফরাসীদিগের তোপের একটি গোলা আসিয়া দিলপৎসিংহের গায়ে লাগে। সৈন্যাধ্যক্ষ হত হওয়ায় নবাবসৈন্য-মধ্যে গোলযোগ ঘটিল। জৈনুদ্দীন্ এই সুযোগে কিঙ্করসেনকেই সঙ্গে লইয়া দিল্লী গেলেন। দিল্লী পৌছিয়াই জৈনুদ্দীনের মৃত্যু হয়। কিঙ্করসেন দেশে ফিরিলেন এবং নির্ভীকচিত্তে মুর্শিদাবাদে আসিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবাব তাঁহাকে জৈনুদ্দীনের লোক-বোধে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সে ক্রোধ গোপন রাখিয়া মুখে অতিশয় আপ্যায়িত করিয়া তাঁহাকেই হুগলীর কর-সংগ্রাহকপদে নিযুক্ত করিলেন। এক বৎসর পরে নবাব কিঙ্করসেনের হিসাব তলব করিয়া পাঠাইলেন। কিঙ্করসেন তলব পাইয়া হিসাব নিকাশ করিতে মুর্শিদাবাদে আসিলেন। কাগজপত্রে ছল ধরিয়া নবাব মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে প্রত্যহ তাঁহাকে মহিষদুগ্ধে লবণ মিশাইয়া খাইতে দেওয়া হইত। ইহাতে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া মারা পড়েন। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দের পরে কোন্ সময়ে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মধ্যে মধ্যে কায়স্থগণের যে একজায়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৯শ পর্য্যায়ে গোপীকান্তসিংহ চৌধুরী ১১৪২'বঙ্গাব্দে একজায়ী করেন। এই ১৯শ পর্য্যায়ের একজায়ী হইবার পূর্ব্বে কিঙ্করসেন নামে এক ব্যক্তি ১৮শ পর্য্যায়ের লোক লইয়া একজায়ী করেন। সম্ভবতঃ ১১০০ বঙ্গাব্দ হইতে ১১১২ বঙ্গাব্দের মধ্যে উক্ত কিঙ্করসেনের একজায়ী হয়; সুতরাং কালসংখ্যা (১১১২+৬৯২=১৭০৪ খৃষ্টাব্দ) বিবেচনা করিলে বঙ্গইতিহাসের কিঙ্করসেন ও কায়স্থকুলের ১৮শ পর্য্যায়ের সমকালীন কিঙ্কর সেন এক ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

ঐতিহাসিক কিঙ্করসেনের বাড়ী সম্ভবতঃ ফরাসডাঙ্গার ছিল। ফরাসডাঙ্গায় একটি স্থান এখনও "কিঙ্করসেনের গড়" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

কিঙ্করী (স্ত্রী) কিঙ্কর-ঙীষ্। দাসী, চাকরাণী।

কিঙ্কর্ত্তব্য (ত্রি) কি করা উচিত।

কিঙ্কর্ত্তব্যতা (স্ত্রী) কিঙ্কর্ত্তব্যস্য ভাবঃ, কিঙ্কর্ত্তব্য-তল্। কি করিতে হইবে এইরূপ চিন্তাদি।

কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় (ত্রি) কিঙ্কর্ত্তব্যে কর্ত্তব্যতানিশ্চয়ে বিমূঢ়ঃ ৭তৎ। কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিতে অসমর্থ।

কিঙ্কল (পুং) ব্যক্তিবিশেষ।

কিঙ্কিণ (পুং) সাত্বতবংশীয় নৃপবিশেষ।

"ভজমানস্য নিম্লোচিঃ কিঙ্কিণো মৃষ্টিরেব চ।" ভাগবত।

কিঙ্কণ, কিঙ্কল ইত্যাদি পাঠও দৃষ্ট হয়।

কিঙ্কিণী (স্ত্রী) কিমপি কিঞ্চিদ্বা কণতি, কিম্-কণ-ইন্-ঙীপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ কটীদেশের আভরণবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, কঙ্কণী, কিঙ্কিণিকা, কিঙ্কিণি, ক্ষুদ্রঘণ্টী, প্রতিসরা, কিঙ্কিণিকা, কঙ্কণিকা, ক্ষুদ্রিকা ও ঘর্ঘরী। ২ অম্লরসযুক্ত দ্রাক্ষাবিশেষ। ৩ জলজাম নামক বৃক্ষবিশেষ। ৪ দেবীস্তুতিবিশেষ। ৫ বিকঙ্কতবৃক্ষ। বঁইচি গাছ। ৬ যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। (রামা° ১। ২৭ সর্গ)

কিঙ্কিণীকা (স্ত্রী) কিঙ্কিণী স্বার্থে কন্-টাপ্। ক্ষুদ্রঘণ্টিকা।

কিঙ্কিণীকাশ্রম (পুং ক্লী) তীর্থবিশেষ; এই তীর্থে বাস করিলে, পরজন্মে অপ্সরোলোক লাভ হয়।

(ভারত অনু° ২৫ অঃ)

কিঙ্কিণীকী [ন্] (ত্রি) কিঙ্কিণীতি কৃত্বা কায়তি শব্দায়তে, কিঙ্কিণী-কা-কঃ, কিঙ্কিণীকঃ ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, স অস্যাস্তি, কিঙ্কিণীক-ইনি। ক্ষুদ্রঘণ্টিকাযুক্ত।

কিঙ্কিণীতৈল (বৃহৎ)—বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। এই তৈল ব্যবহারে কাণের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ করা, কাণ দিয়া পূযপড়া, বধিরতা, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কণ্ঠরোধ ও মন্যাস্তম্ভাদি ভাল হয়। প্রস্তুতের নিয়ম—কাথের জন্ম

হুড়হুড়ে। /২ সের, জল ।৬ ষোল সের দিয়া অবশিষ্ট /৪ সের রাখিতে হইবে। ঝাঁটি, কালধুতুরা ও নিসিন্দা প্রত্যেক /২ সের পরিমাণ ও সমনিয়মে অপর তিনপ্রকার ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। কল্কার্থ /৪ সের সর্ষপতৈলে যষ্টিমধু, পিপুল, মুথা, গন্ধক, কুড়, ওয়ালতা, কাকড়াশিঙ্গী, হুড়হুড়ের বীজ, ধুতুরার বীজ, রাস্না, গৌরা, ঝাঁটির মূল, ঈশলাঙ্গলের মূল, বিষ মাধুক, মঞ্জিষ্ঠা ও সজিনার ছাল প্রত্যেক ৪ তোলা দিয়া পাক করিবে।

কিঙ্কির (ক্লী) কিং কুৎসিতং মদবারি কিরতি বিক্ষিপতি, কিম্‌-কৄ-ক। ১ হস্তিকুম্ভ, হস্তীর মস্তকদেশ। ২ (পুং) কিমপি অনির্ব্বচনীয়া স্ফুটং কিরতি রৌতি। কোকিল। ৩ ভ্রমর। ৪ ঘোটক। ৫ কিঞ্চিৎ কিরতি ক্ষিপতি চিত্তং। কামদেব, কন্দর্প। ৬ রক্তবর্ণ। ৭ (ত্রি) রক্তবর্ণবিশিষ্ট।

কিঙ্কিরা (স্ত্রী) কিং কুৎসিতং যথা তথা কিরতি শরীরাৎ নিঃসরতি, কিম-কৄ-ক-টাপ্‌। রক্ত।

কিঙ্কিরাত (পুং) কিঙ্কিরং রক্তবর্ণত্বং অততি পুষ্পকালে বিস্তারয়তি, কিঙ্কর-অত-অণ্‌। ১ অশোকগাছ। ২ কন্দর্প। ৩ শুকপক্ষী। ৪ কোকিল। ৫ রাঙ্গাঝাঁটিফুল। ৬ পুষ্পবিশেষ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হেমগৌর, পীতক, পীতভদ্রক, বিপ্রলোভী, পীতাম্লান ও ষট্‌পদানন্দ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কষায় ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক এবং কফ, বায়ু, কণ্ডু, শোথ, রক্ত ও ত্বক্‌দোষনাশক। এতদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশে পিত্ত, পিপাসা, দাহ, শোষ, বমি ও ক্রিমিনাশক এই সকল গুণ লিখিত আছে।

কিঙ্কিরাল (পুং) কিঙ্কিরায় রক্তত্বায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কিঙ্কির-অল-অচ্‌। বর্ব্বুর, বাবলাগাছ।

কিঙ্কিরী [ন্‌] (পুং) কিঙ্কিরং রক্তবর্ণফলং অস্ত্যস্মিন্‌, কিঙ্কির-ইনি। বঁইচি গাছ। (বিকঙ্কত দেখ।)

কিঙ্কিল (অব্যয়) কিম্‌ চ কিল চ, দ্বন্দ্ব। ১ ক্রোধ। ২ অশ্রদ্ধা। (কিঙ্কিলেতি কোপাশ্রদ্ধয়োঃ। গণরত্ন)

কিঙ্ক্ষণ (ত্রি) কিম্‌ কিয়ৎপরিমাণং ক্ষণমত্র, বহুব্রী। কত সময়জাত, কতক্ষণে সম্পন্ন।

কিংগোত্র (ত্রি) কিং কিন্নামধেয়ং গোত্রমস্য, বহুব্রী। কোন্‌ গোত্রীয়, কোন্‌ বংশজাত।

কিচিকিচি (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।
("কিচিকিচি করে দানা সূচি পারা মুখ।
আঁচুপেড়ে রক্ত খায় বিদারিয়া বুক।" রামেশ্বর—শিবায়ণ ৪০।)

কিচিমিচি (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কিচিরকিচির (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। কিচিরমিচির।

কিচ্‌কিচ্‌ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ২ সর্ব্বদা কলহ।

কিচ্‌কিচ্‌নি (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ২ সর্ব্বদা কলহ।

কিচ্‌মিচ্‌ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কিছু (দেশজ) অল্প, কম, কিঞ্চিৎ।

কিছুমিছু (দেশজ) অল্পপরিমিত কোনও অনির্দ্দিষ্ট বস্তু।

কিঞ্চ (অব্যয়) কিম্‌ চ চ দ্বয়োর্দ্বন্দ্বঃ। ১ আরম্ভ। ২ সমুচ্চয়। ৩ সাকল্য। ৪ সম্ভাবনা। ৫ অবান্তর, ভেদ।

কিঞ্চন (পুং) কিম্‌-চন্‌-অচ্‌। ১ হস্তিকর্ণ, পলাশ। ২ (অব্যয়) কিম্‌-চন (কিমঃ ক্বাদ্যচিচ্চনৌ। মুগ্ধ° ত।) কোনও অনির্দ্দিষ্ট বস্তু। ৩ অল্প। ৪ অসাকল্য।

কিঞ্চনক (পুং) নাগরাজবিশেষ।

কিঞ্চিৎ (অব্যয়) কিম্‌ চ চিৎ চ দ্বয়োর্দ্বন্দ্বঃ; কিন্তু মুগ্ধবোধমতে কিম্‌-চিৎ (কিমঃ ক্বাদ্যচিচ্চনৌ। মুগ্ধ° ত।)
১ অল্প, কম। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় ঈষৎ, মনাক্‌ ও অসাকল্য। ("আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাম্‌।" কুমার°।)
২ কোনও অনির্দ্দিষ্ট বস্তু।

কিঞ্চিৎকর (ত্রি) কিঞ্চিদপি করোতি, কিঞ্চিৎ-কৃ-ট। অল্পকার্য্যকারক, যে অল্পপরিমাণেও কার্য্যনির্ব্বাহ করে।

কিঞ্চিদুষ্ণ (ত্রি) কিঞ্চিৎ ঈষৎ উষ্ণম্‌ কর্ম্মধা°। ঈষৎ উষ্ণ। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কোষ্ণ ও কবোষ্ণ।

কিঞ্চিদূন (ত্রি) কিঞ্চিৎ অল্পপরিমাণং ঊনং ন্যূনং যস্য, বহুব্রী। কিছুকম।

কিঞ্চিন্মাত্র (ত্রি) কিঞ্চিৎ অল্পা মাত্রা যস্য বহুব্রী। অল্প পরিমিত।

কিঞ্চিলিক (পুং) কিঞ্চিৎ চুলুম্পতি, কিম্‌-চুলুপ্‌ (সৌত্রধাতুঃ) ডুঃ—সংজ্ঞায়াং কন্‌ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কিঞ্চুলুক, কেঁচো।

কিঞ্চিলুক (পুং) কিঞ্চিৎ চুলুম্পতি, কিম্‌-চুলুম্প-চু সংজ্ঞায়াং কন্‌। কেঁচো নামক কীটবিশেষ। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—মহীলতা, গণ্ডূপদ, গণ্ডূপদী, ভূলতা কুস্য।

কিঞ্ছন্দস্‌ (ত্রি) [বৈ] কোন্‌ বেদাবলম্বী?

কিঞ্জ (ক্লী) কিঞ্চিৎ জলং যত্র (পৃষোদরাদিত্বাৎ ল-লোপঃ।) কিঞ্জল্ক, পদ্মাদি ফুলের কেশর।

কিঞ্জপ্য (ক্লী) কিঞ্চিৎ জপ্যং যত্র, বহুব্রী। তীর্থবিশেষ; এই তীর্থে স্নান করিলে অপরিমিত জপফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (ভারত বন ৮৩ অঃ।)

কিঞ্জল (পুং) কিঞ্চিৎ জলং যত্র, বহুব্রী। কিঞ্জল্ক।

কিঞ্জল্ক (ক্লী) কিঞ্চিৎ জলতি অপবারয়তি, কিম্‌-জল বাহু-

নকাৎ ক। ১ নাগকেশর ফুল। ২ (পুং ক্লী) পদ্মাদি পুষ্পের মধ্যে কেশর যাহা বীজকোষের চারিদিকে বেষ্টিত থাকে। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—মকরন্দ, কেশর, পদ্মকেশর, কিঞ্জ, পীতপরাগ, তুঙ্গ ও চাম্পেয়ক। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মধুর ও কটুরস, রুক্ষ, শীতল, রুচিকারক এবং পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও মুখব্রণনাশক। এতদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশের মতে—কফ, রক্তার্শ, বিষ ও শোথরোগনাশক।

কিঞ্জল্কী [ন্] (ত্রি) কিঞ্জল্কোঽস্ত্যস্তি, কিঞ্জল্ক-ইনি। কেশরযুক্ত। ("কিঞ্জল্কিনীঃ দদৌ চাব্ধিমালামম্লানপঙ্কজাম্।"

দেবীমা° ৫।৫০।)

কিটি (পুং) কেটতি শত্রূন্ প্রস্থিবেগেন গচ্ছতি, মলাদীন্ উদ্দিশ্য গচ্ছতি বা, কিট্ গতৌ ইন্ ইগুপধাৎ কিচ্চ। শূকর। [বরাহ দেখ।]

(ঘোণী ঘৃষ্টিঃ শুকরোমা দংষ্ট্রী কিট্যাস্তলাঙ্গুলৌ। হেম ৪।২৫৪

কিটিভ (পুং) কিটিরিব ভাতি, কিটি-ভা-ক। কেশকীট, উকুন। (উদ্দংশঃ কিটিভোৎকুণৌ। হেম ৪।২৭৫।)

কিটিম (ক্লী) ক্ষুদ্রকুষ্ঠরোগবিশেষ। অত্যন্ত চুলকানি ও স্রাবযুক্ত স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার ঘনসন্নিবিষ্ট পিড়কাবিশেষকে কিটিমকুষ্ঠ কহে। [কুষ্ঠ দেখ।]

("যৎস্রাবিবৃত্তং ঘনমুগ্রকণ্ডু তৎস্নিগ্ধকৃষ্ণং কিটিমং বদন্তি।"

সুশ্রুত নিদা° ৫অঃ।)

কাঞ্জি দিয়া কালকাসন্দার শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ ভাল হয়।

কিট্‌কিট্‌ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কিট্‌কিটা (দেশজ) অত্যন্ত মলিন।

কিট্ট (ক্লী) কেটতি লোহাদি ধাতবয়বাৎ নির্গচ্ছতি, কিট্-ক্ত ; আগমশাস্ত্রস্য অনিত্যত্বাৎ নেট্। ১ লৌহাদি ধাতুর মল। ২ ভুক্তবস্তুর মলভাগ, বিষ্ঠা। ৩ তৈলাদির পাত্রে যে মলভাগ নীচে জমিয়া থাকে, কাইট্।

কিট্টবর্জ্জিত (ক্লী) কিট্টেন মলেন বর্জ্জিতম্, ৩তৎ। ১ শুক্রধাতু। [শুক্র দেখ।]

(শুক্রং রেতো বলং বীজং বীর্য্যং মজ্জাসমুদ্ভবম্। আনন্দপ্রভবং পুংস্ত্বমিন্দ্রিয়ং কিট্টবর্জ্জিতম্। হেম ৩।২৯৩।)

২ (ত্রি) মলশূন্য, নির্ম্মল।

কিট্টাল (পুং) কিট্টেন মলেন অলতি, পর্য্যাপ্নোতি, কিট্ট-অল্-অচ্। ১ লৌহমল, মণ্ডূর। ২ তাম্রকলস।

(কিট্টালঃ পুংসি তাম্রস্য কলসে লোহগূথকে। মেদিনী।)

কিট্‌মিট্‌ (দেশজ) ১ দন্তে দন্তে সংযোগ করিয়া বিকৃত মুখভঙ্গির সহিত তিরস্কার। ২ অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কিড়্‌মিড়্‌ (দেশজ) ১ দন্তে দন্তে সংযোগ করিলে যেরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়। ২ অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কিণ (পুং) কণ গতৌ—অচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ অত ইত্বম্।) ১ ঘর্ষণজ চিহ্ন, কড়া বা ঘাঁটা। শুষ্কব্রণচিহ্ন। ৩ মাংসগ্রন্থি। ৪ ঘুণকীট।

("যস্তোদ্বর্ষণলোষ্ট্রকৈরপি সদা পৃষ্ঠে ন জাতঃ কিণঃ।"

(মৃচ্ছকটিকনা°।)

কিণবান্ [ৎ] (পুং) কিণোঽস্ত্যস্তি, কিণ-মতুপ্ মস্য বঃ। কিণবিশিষ্ট, কড়াযুক্ত।

কিণালাত (পুং) ইন্দ্রের নামান্তর।

কিণি (স্ত্রী) কিণায় তদ্বিবৃত্তয়ে প্রভবতি, কিণ বাহুলকাৎ ইন্। অপামার্গ, আপাঙ্গ গাছ। [অপামার্গ দেখ।]

কিণিহী (স্ত্রী) কিণঃ অস্ত্যস্য, কিণ-ইনিঃ কিণিনো ব্রণান্ হন্তি, কিণিন্-হন-ড-ঙীষ্। অপামার্গ।

("রসং শিরীষা কিণিহী পারিভদ্রককেবুকাৎ।"

বাভটঃ চিকিঃ ২১ অঃ

কিণ্ব (পুং ক্লী) কণ-কন্ (অশূপ্রুষিলটিকণীত্যাদি। উণ্ ১।১৫১) বহুলবচনাৎ ইত্বম্। ১ সুরাবীজ, মত্তের মাদকতাশক্তিজনক দ্রব্যবিশেষ। সাধারণতঃ তাহাকে 'বাকর' কহে। ২ পাপ। (কিণ্বং পাপে সুরাবীজে। বিশ্ব°।)

কিণ্বী [ন্] (পুং) অশ্ববিশেষ। (ত্রি) পাপযুক্ত।

কিত (পুং) মুনিবিশেষ।

কিতব (পুং) কিতং বাতি, কিতেন বাতি বা, কিত-বা-ক। ১ পাশাক্রীড়ক, যে পাশা খেলে। ২ ধুতুরাগাছ। ৩ মত্ত। ৪ বঞ্চক। ৬ ধূর্ত্ত। ৭ খল। ৮ গোরোচনা।

কিতা (আরবী) জমীর একটি খণ্ড।

কিতাব (আরবী) পুস্তক, কেতাব। কোরাণ বা বাইবেলের ন্যায় লিখিত ধর্ম্মপুস্তকাদিতে যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে আরবীয় ভাষায় "আহ্‌লী-কিতাব" বা "কিতাবী" বলে, সুতরাং "কিতাব" বলিতে সাধারণতঃ ধর্ম্মপুস্তক বুঝায়। বাঙ্গালা ভাষায় কিতাব-অর্থে সকল প্রকার পুস্তকই বুঝায়, এই "কিতাব" শব্দের যোগে বাঙ্গালায় কয়েকটি কথার সৃষ্টি হইয়াছে যথা—হিসাব-কিতাব, কেতাবী-বিদ্যা (পুথিগত-বিদ্যা), কেতাবী-বাঙ্গালা (পুস্তকলিখিত বাঙ্গালাভাষা)।

কিতাবৎ (আরবীশব্দজ) পুস্তকাদির প্রতিলিপি (নকল) করা বা নকল করিবার খরচা।

কিতাবী (আরবী কিতাবশব্দজ) বাঙ্গালায় ইহার অর্থ হিসাবের খাতা ও জমিদারীর পত্রাদি লিখিবার নিয়মাদি।

কিন্‌খাব (পারস্য) বহুমূল্য বস্ত্রবিশেষ। [কিংখাব দেখ।]

কিনন (দেশজ) ক্রয় করা।

কিনা (দেশজ) ১ ক্রয় করা। ২ প্রশ্নবোধক শব্দ।

কিনার্ (পারস্য) তীর, ধার।

কিনারা (পারস্য) তীর, কূল, ধার।

কিন্তন (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Laurus obtusifolia.)

কিন্তনু (পুং) কিং কুৎসিতা তনুরস্য, বহুব্রী। মাকড়সা।

কিন্তমাম্ (অব্যয়) ইদমেষামতিশয়েন কিম্ কুৎসিত ইত্যর্থঃ। কিম্-তমপ্ ডত আমুঃ (কিমেত্তিঙ্ব্যয়ঘাদাম্বদ্রব্যপ্রকর্ষে। পা ৫।৪।১১।) বহু কুৎসিতদ্রব্যের মধ্যে অত্যন্ত কুৎসিত বস্তু।

কিন্তরাম্ (অব্যয়) ইদমনয়োরতিশয়েন কিম্, কুৎসিত ইত্যর্থঃ। কিম্-তরপ্-আমুঃ। দুইটি কুৎসিত দ্রব্যমধ্যে অতিশয় কুৎসিত।

কিন্তু (অব্যয়) কিঞ্চ তু চ, দ্বন্দ্বোন্দ্বঃ। ১ পূর্ব্ববাক্যের সঙ্কোচবোধক। ২ পূর্ব্ববাক্যের বিরুদ্ধবোধক। ৩ কিং পুনঃ অর্থাৎ 'আবার কি' এই অর্থবোধক।

কিন্তুঘ্ন (পুং) জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত ববাদি একাদশ করণের অন্তর্গত করণবিশেষ। এই করণে জন্ম হইলে মিত্র ও অমিত্রে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে কোন ভেদজ্ঞান থাকে না, এবং স্তব ও বিচারকার্য্যপ্রিয় হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্রদীপ।)

কিন্দত (পুং) মহাভারতোক্ত তীর্থবিশেষ; এই তীর্থে তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে, সেই ব্যক্তি সমুদয় ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয়। (ভারত বন ৮৩ অঃ)

কিন্দম (পুং) ঋষিবিশেষ; এই ঋষি মৃগরূপ ধরিয়া মৃগরূপ ধারিণী স্ত্রীর সহিত বিহার করিবার কালে মহারাজ পাণ্ডু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পাণ্ডুকে 'সঙ্গমকালে মৃত্যু হইবে' এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন।

(ভারত আদি° ১১৮অঃ।)

কিন্দর্ভ (পুং) ঋষিবিশেষ।

কিন্দান (ক্লী) কিঞ্চিদপি দানং আবশ্যকং যত্র বহুব্রী। সরক-তীর্থস্থ তীর্থবিশেষ; ইহাতে স্নান করিলে অপরিমিত দান-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। (ভারত বন ৮৩ অঃ।)

কিন্দাস (পুং) কঃ কুৎসিতো দাসঃ, কর্ম্মধা°। নিন্দিত দাস, মন্দ চাকর।

কিন্দুবিল্ব (পুং, ক্লী) রাঢ়দেশীয় একটি গ্রাম, অজয়নদীর তীরে অবস্থিত। ইহাকে কিন্দুবিল্ল, কেন্দুবিল্ল, কেন্দুবিল এবং কেন্দুবিল্বও বলে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জয়দেব গোস্বামী এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এখানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে 'জয়দেবের মেলা' হইয়া থাকে। এই গ্রামের অপভ্রংশ নাম 'কেন্দুলে'। [জয়দেব দেখ।]

কিন্দৈবত (ত্রি) কা দেবতাঽস্য, কিম্-দেবতা-অচ্। ১ কোন্ দেবতার উপাসক। ২ কোন্ দেবতাসম্বন্ধীয়।

কিন্দৈবত্য (ত্রি) কিন্দৈবতস্য ভাবঃ, কিন্দৈবত-ষ্যঞ্। ১ কিন্দৈবতসম্বন্ধীয়। ২ কিন্দৈবতের ধর্ম্ম।

কিন্ধী [ন্] (পুং) কিং কুৎসিতা ধীঃ বুদ্ধিরস্যাস্য, কিম্ধী-ইনি। অশ্ব, ঘোড়া।

কিন্নর (পুং) কিং কুৎসিতো নরঃ, কর্ম্মধা°। ১ দেবযোনি-বিশেষ; ইহাদিগের মুখ অশ্বের ন্যায়, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত অবয়ব মনুষ্যতুল্য। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—কিম্পুরুষ, তুরঙ্গবদন, ময়ুর, অশ্বমুখ, গীতমোদী ও হরিণনর্ত্তক। এ জাতি অতিশয় সঙ্গীতপটু; তুম্বুরু প্রভৃতি সর্গগায়কগণও এই জাতীয়। কিন্নরজাতির এইরূপ সঙ্গীতপটুতার জন্য যশোরজেলার মধুকান্ প্রভৃতি কান্জাতীয় প্রসিদ্ধ গায়ক-বংশধরগণ কান্ শব্দ কিন্নর শব্দের অপভ্রংশ অনুমান করিয়া আপনাদিগকে কিন্নরজাতি বলিয়া পরিচয় দেয়।

২ বর্ষবিশেষ। ৩ বৌদ্ধ-উপাসকবিশেষ।

কিন্নরকণ্ঠরস, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। পারদ, গন্ধক, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষি ও লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, বৈক্রান্ত ৪ মাষা, স্বর্ণ, ২ মাষা, রৌপ্য ১ তোলা, এই সমস্ত বাসক, বামুনহাটী, বৃহতী, কণ্টকারী, আদা ও ব্রাহ্মী ইহাদের রসে বেশ মাড়িয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুকাইবে। এই ঔষধ কিছুদিন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠস্বর হয় এবং স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস, কফজ ও বাতশ্লেষ্মজ রোগ আরোগ্য হয়।

কিন্নরবর্ষ (পুং) বর্ষবিশেষ; এই বর্ষ হিমালয়পর্ব্বতের উত্তর ভাগে অবস্থিত।

কিন্নরী (স্ত্রী) কিন্নর-ঙীষ। কিন্নরজাতীয় স্ত্রী।

("শোভয়ন্তি চ তদ্দেশং ভ্রমমাণা বরস্ত্রিয়ঃ।
যথা কৈলাসশৃঙ্গাণি শতশঃ কিন্নরীগণাঃ॥"

রামায়ণ ৫।১২।৪৮।)

কিন্নরীবীণা, একপ্রকার বীণাযন্ত্র। পূর্ব্বকালে এই যন্ত্র নারি-কেলের খোলে প্রস্তুত হইত। এখন আবারকেহ পক্ষি-বিশেষের অণ্ড, কেহ বা রজতাদি ধাতু দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। ইহা কচ্ছপীবীণা অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র। কিন্নরীজাতীয় বীণাই পূর্ব্বে য়িহুদীদিগের নিকট 'কিন্নর ও গ্রীসদেশে 'শম্বুকা' নামে বিখ্যাত ছিল। এই বীণা দুই প্রকার লঘী ও বৃহতী, বৃহতী তিন তুম্বী দ্বারা নির্ম্মিত।

কিন্নরেশ (পুং) কিন্নরাণাং ঈশো রাজা। কুবের। কাশী-খণ্ডে লিখিত আছে—কুবের মহাতপস্যাবলে মহাদেবের

নিকট গুহ্যক, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতির আধিপত্য এবং ধনেশ্বরত্ব বর লাভ করিয়াছিলেন।

(কাশীখ°, ১২ অঃ।)

কিন্নরেশ্বর (পুং) কিন্নরাণাং ঈশ্বরঃ, ৬ তৎ। কুবের।

কিন্নামধেয় (ত্রি) কিং নামধেয়মস্য, বহুব্রী। কিনামবিশিষ্ট, কিন্নামক, নাম কি?

কিন্নামা [ন্] (ত্রি) কিং নাম অস্য, বহুব্রী। কি নামবিশিষ্ট, নাম কি?

কিন্নিমিত্ত (ত্রি) কিং নিমিত্তং কারণং অস্য, বহুব্রী। কি কারণযুক্ত, কি কারণে।

("কিন্নিমিত্তো গুরোঃ শাপঃ সৌদামস্য।" ভাগবত ৯।৯।১৯)

কিন্নিমিত্তং (ত্রি) কি কারণে, কি জন্য।

কিম্ (অব্যয়) কিং চ হুচ, দ্বয়োর্দ্বন্দ্বঃ। ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। ৩ সাদৃশ্য। ৪ স্থান। ৫ করণ।

কিপর্য্যন্ত (দেশজ) কতদূর, কি অবধি।

কিপ্য (পুং) মলজ কৃমিবিশেষ। [কৃমি দেখ।]

("অয়বা বিষবাঃ কিপ্যাশ্চিপ্যা গণ্ডূপদাস্তথা।

চুারবো দ্বিমুখাশ্চৈব সপ্তৈবৈতে পুরীষজাঃ॥" সুশ্রুত।)

কিপ্রকার (দেশজ) ১ কিরূপ। ২ কোন্ উপায়।

কিফাইৎ (আরবী) ১ ন্যায্য খরচ হইতেও খরচের পরিমাণ কম করিলে তাহাকে কিফাইৎ কহে। ২ ঐ রূপে যাহা লাভ হয়।

কিবা (দেশজ) ১ আশ্চর্য্যজনক শব্দ। ২ বিতর্কবোধক শব্দ।

("কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি যার না জপিল জিহ্বা।

বড় মূর্খ বলি তারে জন্ম নিল কি বা॥" গোবিন্দমঙ্গল ৩৮।)

অনির্ব্বচনীয়।

কিম্ (অব্যয়) কু বাহুলকাৎ ডিমু। ১ কুৎসা, নিন্দা। ২ বিতর্ক। ৩ নিষেধ। ৪ প্রশ্ন।

(কিম্ কুৎসায়াং বিতর্কে চ নিষেধ প্রশ্নয়োরপি। মেদিনী।)

কিম্ (ত্রি) ১ ত্যাগ। ২ বিতর্ক। ৩ নিন্দা। ৪ প্রশ্ন। (কিম্ ক্ষেপবিতর্কয়োঃ। নিন্দায়াঞ্চ পরিপ্রশ্নে বাচ্যলিঙ্গমুদাহৃতম্॥ মেদিনী।)

কিমপি (অব্যয়) কিম্ চ অপি চ, দ্বয়োর্দ্বন্দ্বঃ। ১ কোনও। ২ অনির্ব্বচনীয়, যাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না।

("স্তনন্যস্তোশীরং প্রশিথিলমৃণালৈকবলয়ং

প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি রমণীয়ং বপুরিদম্।" শকু ৩ অঃ।)

কিমত (দেশজ) কিরূপ, কি প্রকার।

কিমর্থং (অব্যয়) কিং অর্থং প্রয়োজনং অত্র, বহুব্রী। কি কারণে, কোন্ প্রয়োজনে।

কিমাকার (ত্রি) কিম্ কীদৃশঃ আকারোঽস্য, বহুব্রী। কিরূপ আকারবিশিষ্ট।

কিমাখ্য (ত্রি) কা আখ্যা অস্য, বহুব্রী। কিনামবিশিষ্ট।

কিমিচ্ছক (পুং) কিমিচ্ছসীতি প্রশ্নেন দানার্থং কায়তি, শব্দায়তেঽত্র (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ ব্রতবিশেষ। এই ব্রত করিবার সময়ে প্রার্থিদিগকে 'কি ইচ্ছা কর' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহাতে তাহারা যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই পূর্ণ করিতে হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে—"মহারাজ করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিৎ কোন স্বয়ম্বরস্থলে উপস্থিত হইয়া সেই রাজকন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সভাস্থ সমুদায় রাজগণই তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। মহাবীর অবীক্ষিৎ স্বীয় বাহুবলে একাকীই সেই বহুসংখ্যক রাজাদিগকে বার বার পরাজিত করিলেও, রাজগণ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া অন্যায় যুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক অবীক্ষিৎকে পরাজিত করিলেন। অবীক্ষিৎ এইরূপে অপমানিত হইয়া আর কখনও বিবাহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। রাজা করন্ধম ও মহিষী অবীক্ষিতের মাতা বহুচেষ্টা করিয়াও পুত্রের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে পারিলেন না। কিন্তু উপোষিত মাতার আদেশক্রমে কিমিচ্ছক ব্রতকালে অবীক্ষিৎ যখন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন, আমার ধনে অধিকার নাই, সুতরাং আমার শরীর দ্বারা কেহ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার অভিলাষী হইলে, তাহা প্রকাশ কর, আমি পূর্ণ করিব।" তখন রাজা করন্ধম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎস! আমাকে পৌত্রমুখ দর্শন করাও।" অবীক্ষিৎ পিতার এই প্রার্থনা পরিবর্ত্তন জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; সুতরাং বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়া সেই রাজকন্যাকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। ২ (ত্রি) ইচ্ছাবিষয়ক প্রশ্নপূর্ব্বক ইষ্টেচ্ছানুরূপ দেয় বস্তু মাত্র।

("এতে ভোগৈরলঙ্কারৈরন্যৈশ্চৈব কিমিচ্ছকৈঃ।

সদা পূজ্যা নমস্কারৈঃ রক্ষ্যাশ্চ পিতৃবন্নৃপ॥" ভারত অনু° ১৩)

কিমিয়া, পারসীক ও হিন্দী ভাষায় রসায়নশাস্ত্রকে কিমিয়া, আরবী ভাষায় অলকিমিয়া বলে। রাসায়নিক সংযোগে নানারূপ ধাতু উৎপন্ন হয় বলিয়া পূর্ব্বে লোকে ভাবিত যে এই বিদ্যার সাহায্যে স্পর্শমণি প্রস্তুত হইতে পারে? এই মণি প্রস্তুতের জন্য পূর্ব্বে বহুতর চেষ্টা হইয়াছিল। এই সকল চেষ্টা প্রক্রিয়া ও ফলগুলি কিমিয়াবিদ্যা নামে উল্লিখিত হইত। [রসায়ন দেখ।]

কিমীদী [ন্] (নৃ) কিমিদানীমিতি চরতি, কিম্।

ইদানীম্-ইনি (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) এখন কি করিব বলিয়া যে সকল খল ব্যক্তি বিচরণ করে, বেদে তাহারাই কিমীদী বলিয়া অভিহিত।

("ঘ্নেযে ধরুমনুবায়ঃ কিমীদিনে।" ঋক্ ৭।১০০।২
'কিমীদিনে কিমিদানীমিতি চরতে পিশুনায়।' ইতি সায়ণ।)

কিমু (অব্যয়) কিম্চ উ চ, দ্বন্দ্ব। ১ সম্ভাবনা। ২ বিমর্ষ। ৩ প্রশ্ন। ৪ নিষেধ। ৫ বিতর্ক। ৬ নিন্দা।

কিমুত (অব্যয়) কিম্ চ উৎ চ, দ্বন্দ্বঃ। ১ প্রশ্ন। ২ বিতর্ক। ৩ বিকল্প। ৪ অতিশয়।

(কিমুত প্রশ্নতর্কয়োঃ বিকল্পেতিশয়েঽপি স্যাৎ। মেদিনী।)

কিমেদি, মান্দ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলার পশ্চিমভাগস্থিত একটি বিস্তৃত জমিদারী। জমিদারীটি তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—পরলা কিমেদি, বোদা কিমেদি বা বিজয়নগরম্, চিন্ন কিমেদি বা প্রতাপগিরি। কিমেদি একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় রাজ্য। ইহার চাড়িদিকে পাহাড়, বিস্তৃত ও উর্ব্বর উপত্যকা এবং নদী নালা ও বাপীসমাকীর্ণ। এখানে প্রচুর শস্য জন্মে বটে, কিন্তু এই স্থান স্বাস্থ্যকর নয়।

এই জমিদারী পূর্ব্বে জগন্নাথের রাজগণের অধীন ছিল, ঐ বংশীয় কোন কোন রাজপুত্র উত্তরাধিকারী না পাওয়ায় কিমেদিতে ও আর একজন ইচ্ছাপুর রাজ্যে বিজয়নগর অধিকার করেন। এখনও কিমেদিরাজ্য উক্ত বংশোদ্ভব নারায়ণ দাসের উত্তর পুরুষগণের অধীন। প্রজাবর্গ এখানকার হিন্দুরাজকে দেবতুল্য ভক্তি করিয়া থাকে।

কিম্পচ (ত্রি) কিং কুৎসিতং কেবলং স্বোদরপূরণায়ৈব পচতি, কিম্-পচ্-অচ্। যে আপনার নিমিত্তই পাক করে, অন্যকে অন্নাদি দেয় না, কৃপণ।

কিম্পচান (ত্রি) কিং কুৎসিতং কস্মৈচিদপি ন দত্বা কেবলং আত্মোদরপূরণায়ৈব পচতি, কিম্-পচ্-আনক্। কৃপণ।

কিম্পরাক্রম (ত্রি) কিম্ কীদৃশঃ পরাক্রমোঽস্য, বহুব্রী। ১ কিরূপ বিক্রমশালী ২ (কিম্ কুৎসিতঃ পরাক্রমোঽস্য) নিন্দিত পরাক্রমশালী, পরাক্রমহীন।

কিম্পরিমাণ (ত্রি) কিম্ পরিমাণমস্য, বহুব্রী। কত পরিমাণবিশিষ্ট।

কিম্পর্য্যন্ত (ক্রি, বিণ্) কতদূর পর্য্যন্ত।

কিম্পাক (ত্রি) কিং কথমপি পাকঃ শিক্ষাপ্রকারো যস্য, বহুব্রী। ১ মাতৃশাসিত, মাতার শাসনাধীন। ২ (পুং) কুৎসিতঃ পাকঃ পরিণামো যস্য। মহাকাল, মাকাল।

("ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষান্ কিম্পাকমিব ভক্ষয়ন্।"
রামায়ণ ২।৬৬।৬) [মহাকাল দেখ।]

কিম্পুনা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (ভারত ২।৩৭৩।)

কিম্পুরুষ (পুং) কিম্ কুৎসিতঃ পুরুষঃ, কর্ম্মধা°। ১ কিন্নর। ২ লোকবিশেষ।

(অথ কিম্পুরুষো লোকভেদকিন্নরয়োঃ পুমান্। মেদিনী।)

রামায়ণে লিখিত আছে, কিম্পুরুষ ও কিম্পুরুষীগণ পর্ব্বতের নিকট বনমধ্যে ঘর বাঁধিয়া বাস করে এবং ফল, মূল ও পাতা খাইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

[রামা° উত্ত ৮৮ সর্গ দেখ।]

৩ জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্রের পুত্রবিশেষ। (বিষ্ণু ২।১।১৯) ৪ জম্বুদ্বীপের নবখণ্ডমধ্যে হিমালয় ও হেমকূট পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বর্ষবিশেষ।

("স শ্বেতপর্ব্বতং বীর সমতিক্রম্য বীর্য্যবান্।
দেশং কিম্পুরুষাবাসং দ্রুমপুত্রেণ রক্ষিতম্॥" সভা° ২৮।১।)

৫ কুৎসিতপুরুষ

কিম্পুরুষাধিক (পুং) কিম্পুরুষান্ অধিপাতি রক্ষতি, কিম্পুরুষ-অধি-পা-ক। কুবের।

("ধনদশ্চ ধনাধ্যক্ষো যক্ষঃ কিম্পুরুষাধিপঃ।" হরিবংশ।)

কিম্পুরুষেশ্বর (পুং) কিম্পুরুষস্য কিম্পুরুষাণাং বা ঈশ্বরঃ, ৬ তৎ। ১ কিম্পুরুষবর্ষের রাজা। ২ কুবের।

(কৈলাসো যক্ষ-ধন-নিধি-কিম্পুরুষেশ্বরঃ। হেম ২।১০৪।)

কিম্পুরুষ (স্ত্রী) কিম্পুরুষনামক বর্ষবিশেষ।

কিম্প্রকার (ক্রি-বিণ্) কিম্ কীদৃশঃ প্রকারোঽস্মিন্ কর্ম্মণি। ১ কিরূপে। ২ কি উপায়ে।

কিম্প্রভাব (ত্রি) কিম্ কীদৃশঃ প্রভাবোঽস্য, বহুব্রী। কিরূপ প্রভাববিশিষ্ট।

কিম্বল (ত্রি) কিম্ কীদৃশঃ বলঃ অস্য, বহুব্রী। ১ কিরূপ সামর্থ্যবিশিষ্ট। ২ কিরূপ সৈন্যবিশিষ্ট।

কিম্ভরা (স্ত্রী) কিঞ্চিৎ বিভর্ত্তি, কিম্-ভৃ-অচ্-টাপ্। নলী নামক গন্ধদ্রব্য।

কিম্ভূত (ত্রি) কিম্ কীদৃশং ভূতম্, কর্ম্মধা°। কিরূপ।

কিম্মৎ (আরবী) মূল্য, দাম।

কিম্ময় (ত্রি) কিম্ স্বরূপম, কিম্-ময়ট্। কিরূপ, কিমাত্মক।

কিম্বান্ [ৎ] (ত্রি) কিমপি অস্ত্যস্তি, কিম্-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট। ২ কি বিশিষ্ট।

কিম্বদন্তি (স্ত্রী) কিম্-বদ-ঝিচ্। জনশ্রুতি, প্রবাদ।

কিম্বদন্তী (স্ত্রী) কিম্-বদ-ঝিচ্-ঙীষ। জনশ্রুতি, সত্যই হউক বা অসত্যই হউক বহুলোকে যে কথা বিশ্বাসপূর্ব্বক বলিয়া আসিতেছে।

("অস্তি কিলৈষা কিম্বদন্তী অস্মাকং কুলে কালরাত্রি-কল্পাবিদ্যা নাম রাক্ষসী সমুৎপন্নস্তে।" প্রবোধচ°।)

কিম্বা (অব্যয়) কিম্ চ বা চ, দ্বন্দ্বঃ। ১ বিকল্প। ২ অথবা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—উতাহো, যদি বা, যদ্বা, নেতি।

কিম্বিদ্ (ত্রি) কিম্ বেত্তি, কিম্-বিদ্-কিপ্। কি জানে, কোন্ বিষয়ে অভিজ্ঞ।

কিম্বীর্য্য (ত্রি) কিম্ কীদৃশং বীর্য্যমস্য, বহুব্রী। কিরূপ বীর্য্যশালী।

কিম্ব্যাপার (ত্রি) কিম্ কীদৃশো ব্যাপারোহস্য, বহুব্রী। ১ কিরূপ ব্যাপারবিশিষ্ট, কিরূপ কার্য্যাসক্ত। ২ (পুং) কীদৃশো ব্যাপারঃ কর্ম্মধা°। কিরূপকার্য্য, কিরূপ ঘটনা।

কিয়ৎ (ত্রি) কিম্ পরিমাণমস্য, কিম্-বতুপ্-বস্য ঘঃ (কিমিদংভ্যাং বো ঘঃ। পা ৫।২।৪০) কিমঃ কি-আদেশশ্চ। কিপরিমিত, কত।

("গন্তব্যমস্তি কিয়দিত্যসকৃৎ ব্রুবাণা।" সাহিত্যদর্পণ।)

কিয়তী (স্ত্রী) কিয়ৎ-ঙীপ্। কত।

("নিবিশতে যদি শূকশিখাপদে
সৃজতি সা কিয়তীমিব ন ব্যথাম্।" নৈষধ ৪র্থ।)

কিয়ৎকাল (পুং) কিয়ান্ কিম্পরিমিতঃ কালঃ, কর্ম্মধা°। ১ কি পরিমিত সময়, কত কাল। ২ কিঞ্চিৎকাল।

কিয়দ্দূর (ত্রি) কিম্পরিমিতং দূরং ব্যবধানম্, কর্ম্মধা°। কতদূর, কত ব্যবধান।

কিয়দেতিকা (স্ত্রী) উৎসাহ, উদ্যোগ।

(অভিযোগোদ্যমৌ প্রৌঢ়িরুদ্যোগঃ কিয়দেতিকা। হেম ২।২১৪)

কিয়ন্মাত্র (ত্রি) কিম্পরিমিতা মাত্রা অস্য, বহুব্রী। কত মাত্রাবিশিষ্ট, কি পরিমিত।

কিয়ন্মূল্য (ত্রি) কিম্পরিমিতং মূল্যমস্য, বহুব্রী। কত মূল্যবিশিষ্ট, কি দামের জিনিষ।

কিয়া (দেশজ) প্রতিফল।

("আমারে যেমন, মারিলি তেমন, পাইবি তাহার কিয়া।"
অন্নদামঙ্গল।)

কিয়াহ (পুং) কিয়ান্ রক্তবর্ণো হয়ঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। রক্তবর্ণ ঘোড়া।

(কৃষ্ণবর্ণে তু খুঙ্গাহঃ কিয়াহো লোহিতো হয়ঃ। হেম ৪।৩০৪।)

কিয়ুল, লক্ষ্মী-সরাই রেলওয়ে ষ্টেশনের ঠিক দক্ষিণে কিয়ুল বা কেবল নদীতীরে কিয়ুল বা কেবল নামে এক জনপদ আছে। এই ক্ষুদ্রগ্রাম এককালে সমৃদ্ধ বৌদ্ধনগর ছিল। কাহারও মতে, ইহাই হিউএন্ সিয়াঙের উল্লিখিত "লো-ইন্-নি-লো" র অংশ হইবে। এই গ্রামের পশ্চিমদিকে "সংসার-পুখুর" নামে একটি দীর্ঘিকা ও তাহার উত্তরে আরও একটি দীর্ঘিকা আছে। এই দ্বিতীয় পুষ্করিণীর তীরে একটি বৌদ্ধমন্দিরের ভিত্তিভাগ ও কতকগুলি বৌদ্ধযুগের প্রতিকৃতি পড়িয়া আছে। গ্রামের মধ্যে একস্থানে পদ্মপাণি-বোধিসত্ত্বের প্রস্তর-প্রতিমা ও গ্রামের জমীদারদিগের উদ্যানমধ্যে উহারই একটি ক্ষুদ্রকায় প্রতিমা আছে। এই গ্রামের ঈষৎ দক্ষিণে "কোবয়" নামক গ্রাম আছে। এই গ্রামের বসতি আধুনিক হইলেও স্থানটি অনেক প্রাচীন। এখানেও প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ যথেষ্ট আছে। গ্রামের মধ্যে একটি বালক-ক্রোড়া ষষ্ঠী বা ভবানীর মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। এই গ্রামে একটি পদ্মধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। কিয়ুল গ্রামের অপর পারে কিয়ুল নদীর পূর্ব্বতীরে ৩০ ফুট একটি ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ আছে। এই স্তূপটী 'বির্দাবন স্তূপ' নামে খ্যাত। গ্রাম্য লোকে স্তূপটিকে সামান্যতঃ 'গড়' বলিয়া থাকে। এই স্তূপের পশ্চিমে ১৫০ হইতে ১৬০ ফুট বিস্তৃত একটি মঠের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহামসাহেব এই স্তূপের শীর্ষদেশে ৬ ফুট গভীর গহ্বরমধ্যে একটি প্রস্তরের ভগ্নপ্রায় গাছ-কৌটা ও বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। বুদ্ধমূর্ত্তিটির মস্তকটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কনিংহাম গাছ-কৌটাটি খুলিয়া তন্মধ্যে একটি স্বর্ণকৌটা দেখিতে পান, এই স্বর্ণকৌটাটির মধ্যে আবার একটি রূপার কৌটা ছিল। এই রৌপ্য কৌটার মধ্যে একটি হরিৎবর্ণের কাচের পুঁথি (স্ফটিকমালা) ও একখণ্ড অস্থি এবং একটি মনুষ্য-দন্ত ছিল। স্তূপের গাত্রে কয়েকটি কুলুঙ্গী আছে। কুলঙ্গী হইতে প্রায় ২০০। ৩০০ মোহর করা গালার পাত পাওয়া গিয়াছে। এই মোহর-গুলি চারি জাতীয়, বড় গুলি ২ ইঞ্চি লম্বা। ইহার কতক-গুলিতে বুদ্ধমূর্ত্তি, স্তূপের আকৃতি ও নানাবিধ বিষয় মুদ্রিত ছিল, কিন্তু প্রায় ৩ ভাগ মোহরের মুদ্রা গ্রীষ্মকালে গলিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কতকগুলি হইতে স্থির হয় যে, এই স্তূপটি খৃষ্টীয় ৯ম, ১০ম শতাব্দীর মধ্যকালের। এখানকার একটি মাটীর কলশের মধ্যে পিত্তলনির্ম্মিত ৪টি বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল। এগুলির কিছুই নষ্ট হয় নাই।

কির (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি মলোপক্ষিতস্থলম্ ইতি শেষঃ, কৃ-ক। ১ শূকর। ২ (ত্রি) ক্ষেপণকারী। ৩ (পুং) প্রান্তভাগ।

কিরক (পুং) কিরতি লিখতি, কৃ-ধ্বুল্। ১ লেখক। ২ কির ক্ষুদ্রার্থে কন্। শূকরছানা।

কিরণ (পুং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে রশ্ময়োহস্মাৎ, কৃ-ক্যু। (কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞঃ ক্যুঃ। উণ্ ২।৮১।) ১ সূর্য্য। ২।

লক্ষণ সুশ্রুতে এই প্রকার লিখিত আছে—মুখব্যাদান করিয়া বাহ্যবায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক একবার পান করিয়া, পুনর্ব্বার তাহা নেত্রজলের সহিত পরিত্যাগ করাকে জৃম্ভ কহে।

"পীত্বৈকমনিলোচ্ছ্বাসমুদ্বেষ্টন্ বিবৃতাননঃ।
যন্মুঞ্চতি স নেত্রাস্রং স জৃম্ভ ইতি সংজ্ঞিতঃ॥"(সুশ্রুতশা° ৪অঃ)

"জৃম্ভাত্যর্থং সমীরণাৎ।" (বৈদ্যক)

বায়ু অন্য জৃম্ভ উপস্থিত হয়। জৃম্ভকর্ত্তা বায়ুর নাম দেবদত্ত, (পঞ্চবায়ুর মধ্যে দেবদত্ত এক বায়ুর নাম)। [নিদ্রা দেখ।]

"বিজৃম্ভণে দেবদত্তঃ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।" (যোগার্ণব)

হঁাচিটিকটিকী পড়া ও হাইতোলার সময় তুড়ি দিতে হয়। কোন স্মৃতিমতে যে না দেয়, সে ব্রহ্মহা হয়।

"ক্ষুতোৎপতনজৃম্ভাসু জীবোত্তিষ্ঠাঙ্গুলিধ্বনিঃ।
অরোরপি চ কর্ত্তব্যমন্যথা ব্রহ্মহা ভবেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

জৃম্ভবেগ উপস্থিত হইলে উত্তম শয্যায় শয়ন করিবে, অথবা কটুতৈল মর্দ্দন করিবে। স্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ বা তাম্বুল ভক্ষণ করিবে। ইহাতে জৃম্ভবেগ প্রশমিত হয়। (বৈদ্যক)

জৃম্ভক (ত্রি) জৃম্ভ-ণ্বুল্। ১ জৃম্ভাকারক, যে জৃম্ভন করে, যে হাই তুলে, সর্ব্বদা যাহার হাই উঠে। ২ রুদ্রগণভেদ।

"জৃম্ভকৈর্যক্ষরক্ষোভিঃ প্রথিতিঃ সমলঙ্কৃতৈঃ॥" (ভা° বন ২৩০ অঃ)

জৃম্ভয়তি জৃম্ভি-ণ্বুল্। ৩ অস্ত্রবিশেষ। রাম কর্ত্তৃক তাড়কা প্রভৃতি রাক্ষস হত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামের প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত এই অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিয়া এই অস্ত্র অগ্নির নিকট হইতে লাভ করেন। এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে সকল লোক নিদ্রিত হইয়া পড়িত। বিশ্বামিত্রের বরে রামতনয় লব কুশেরও এই অস্ত্র আপনা হইতেই আয়ত্ত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের অশ্বমেধীয় অশ্ব লবকুশ কর্ত্তৃক নষ্ট হইলে, পরে যুদ্ধকালে লব কুশকে এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দেখিয়া রামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। (রামায়ণ)

জৃম্ভ-ণিচ্ ণ্বুল। ৪ জৃম্ভনকারক অস্ত্রবিশেষ। বৃত্রাসুরের যুদ্ধ সময়ে ইন্দ্র বৃত্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে দেবসমূহ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া জৃম্ভিকাকে সৃষ্টি করেন, এই জৃম্ভিকা দ্বারা বৃত্র অত্যন্ত অলস হইলে ইন্দ্র ইহাকে বধ করেন। তদবধি এই জৃম্ভিকা জীবগণের দেবদত্ত নামক প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

"অনন্তরং তে মহাসত্ত্বা জৃম্ভিকাং বৃত্রনাশিনী।
ততঃ প্রভৃতি লোকস্থ জৃম্ভিকা প্রাণসংশ্রিতা॥" (ভারত ৫।৯ অঃ)

জৃম্ভণ (ক্লী) জৃম্ভি-ভাবে ল্যুট্। ১ মুখবিকাশ, মুখব্যাদান, হাই।

"মুহুর্মুহুর্জৃম্ভণতৎপরাণি অদারুনদপ্রমদাজনস্য।" (ঋতুস°)

জৃম্ভি-ণিচ্ ল্যু। ২ জৃম্ভনকারক। ৩ জৃম্ভকাস্ত্র।

"চরং স জৃম্ভণাস্ত্র কি প্রকারী মহাবলঃ।" (হরিব° ১৮৪অঃ)

জৃম্ভমান (ত্রি) জৃম্ভ-শানচ্। ১ যে হাই তুলিতেছে। ২ প্রকাশমান।

জৃম্ভা (স্ত্রী) জৃম্ভ-ভাবে বঞ্চ ততষ্টাপ্। জৃম্ভ। (শব্দর°) আলস্য-শ্রমাদি-জনিত জড়তা।

"আলস্যশ্রমগর্ভজৌর্জাড্যং জৃম্ভাসিতাদিকৃৎ" (সাহিত্য ৩ পঃ)

[জৃম্ভ দেখ।]

২ শক্তিবিশেষ।

"তুষ্টিঃপুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা জৃম্ভা তন্দ্রা চ শক্তয়ঃ"(দেবীভাগ° ১১৫।৬১)

জৃম্ভিকা (স্ত্রী) জৃম্ভা স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বং।১ জৃম্ভ।(শব্দর°)

২ নিদ্রাবেগধারণজনিত রোগবিশেষ, নিদ্রাবেগ হইলে তাহা যদি রোধ করা যায়, তাহা হইলে এই রোগ হয়, তখন অত্যন্ত হাই উঠিতে থাকে। (বাভট সূত্রস্থান ৪ অঃ)

জৃম্ভিনী (স্ত্রী) জৃম্ভ-ণিনি ঙীপ্। এলাপর্ণী। (শব্দচ°)

[এলাপর্ণী দেখ।]

জৃম্ভিত (ত্রি) জৃম্ভি-ক্ত। ১ চেষ্টিত। ২ প্রবৃদ্ধ। (ক্লী) ভাবে-ক্ত। ৩ জৃম্ভা। ৪ স্ফুটন। (হেম°) ৫ স্ত্রীদিগের করণভেদ।

"অহো কিং মেঘদাস্ত্রর্যামারাড়স্বরজৃম্ভিতং।" (কথাসরিৎ ২৩।৮৯)

জেওলাই, বৃন্দাবনের অন্তর্গত অঘবনের সন্নিহিত একটী গ্রাম। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অঘাসুর বধের পর গোপবালকগণ এই স্থানে থাকিয়া তাঁহার প্রশংসা গান করিয়াছিল। (বৃ°লী°২৮ অঃ)

জেকের (যাবনিক) প্রসঙ্গ, কীর্ত্তি।

জেজুরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পুণা জেলার পুণা-নগরের ৩০ মাইল ও সাসবড়ের ১০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে পুণা হইতে সাতারা যাইবার পুরাতন পথে অবস্থিত একটী নগর ও রেলওয়ে ষ্টেশন। পুরন্দরপুর-গিরিমালার এক প্রান্তে সানুদেশে এই নগর অবস্থিত। দূর হইতে ইহার দৃশ্য বড় মনোহর। গণ্ডশৈলের চূড়াস্থিত খণ্ডোবা দেবের মন্দির ও তাহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর এবং সোপানশ্রেণী দর্শকের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও প্রীতির আবির্ভাব করে।

এই নগর খণ্ডোবা বা খণ্ডোবায় দেবের মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। দেবের পূর্ণ নাম খণ্ডোবা মল্লারি মার্ত্তণ্ড-ভৈরব-মহালসাকান্ত। ইনি হস্তে খণ্ড অর্থাৎ খড়্গ ধারণ করেন বলিয়া খণ্ডোবা নাম হইয়াছে। ইনি মহারাষ্ট্রিদিগের উপাস্য। তাহারা খণ্ডোবাকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

ইহার দুইটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে নূতনটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং গ্রাম হইতে ২৫০ ফিট্ উচ্চে পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। পুরাতন মন্দির প্রায় ২ মাইল দূরে আরও ৪০০

কিছু উচ্চে একটী মালভূমিতে অবস্থিত। এই মন্দির কড়ে-পাথর নামক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। তথায় অনেকগুলি দেব-মন্দির এবং ১২।১৩ ঘর পুরোহিত বাস করে। এখানেও বিস্তর যাত্রী আসিয়া থাকে।

এখন যেখানে নূতন মন্দির পূর্ব্বে প্রাচীন জেজুরি গ্রাম ঐ স্থানে ছিল। বর্ত্তমান সহর মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত। পুরাতন গ্রামের নিকটে পেশোবা বাজীরাও প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবর আছে। তাহার জল দ্বারা বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে জলসেচন হয়। সরোবরে স্নান করিবার বহুসংখ্যক প্রস্তর-নির্ম্মিত কুণ্ড অর্থাৎ চৌবাচ্ছা এবং গণপতিদেবের এক মূর্ত্তি আছে। ইহার কিছু নিম্নে পুষ্করিণী-নিঃসৃত জলের একটী ঝরণা আছে। তাহাকে লোকে মলহরতীর্থ বলে। নূতন সহরের উত্তর-পশ্চিমে এক উচ্চ স্থানে তকাজী হোলকর একটী পুষ্করিণী খনন করেন, মিউনিসিপালিটি মাটির নীচে নল দ্বারা ইহার জল আনিয়া সহরের ব্যবহারে লাগাইয়াছেন। এই পুষ্করিণী ও সহরের মধ্যস্থানে মলহররাও হোলকরের স্মরণার্থ একটী শিবালয় স্থাপিত। মন্দিরে লিঙ্গের পশ্চাতে মলহররাও এবং তাঁহার তিন মহিষী বনাবাই, দ্বারকাবাই ও গৌতমবাইএর জয়পুরের মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি আছে।

পুরাতন ও নূতন মন্দিরের মধ্যে বহুসংখ্যক মন্দির ও পবিত্র স্থান আছে। এক স্থানে পর্ব্বতে একটা গর্ত্ত দেখাইয়া লোকে বলে, উহা খণ্ডোবার অশ্বক্ষুরাঙ্কিত চিহ্ন।

খণ্ডোবার মন্দিরে উঠিবার পূর্ব্বপশ্চিম ও উত্তরদিকে তিনটী সোপানশ্রেণী আছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের সোপান বড় একটা ব্যবহৃত হয় না। উত্তরদিকের সোপানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সুন্দর। ইহার উপর স্থানে স্থানে ছাদ ও চাঁদনী আছে। সোপান-শ্রেণীর নিম্নে ও উপরে খণ্ডোবার দুই মহিষী বানাই ও মহালসার প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রাচীরের গাত্রে একস্থানে একটী গর্ত্ত আছে; প্রবাদ—মুসলমানেরা মন্দির ভাঙ্গিতে গেলে ঐ গর্ত্ত হইতে অসংখ্য ভীমরুল বাহির হয়, তাহাতে মুসলমানেরা ভীত হইয়া পলাইয়া যায়, অরঙ্গজেব দেবের সম্মানার্থ সলক্ষ টাকা মূল্যের একটী হীরক প্রদান করেন। ঐ হীরক মন্দিরেই ছিল, পরে ১৮৫০-৫১ খৃঃ অব্দে মন্দিরের সেবকেরা চুরি করে।

মন্দিরের নানাস্থানে নির্ম্মাতাগণের নাম ও নির্ম্মাণকাল-জ্ঞাপক বহুসংখ্যক শিলালিপি আছে। ঐ সকল পাঠে জানা যায়, মলহরায়াও খণ্ডোজী হোলকর ১৮০৭ হইতে ১৮২৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ দরদালান ও অন্যান্য অনেকাংশ নির্ম্মাণ করেন। নাসকের বিঠলরাও দেব ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে এখানে পঞ্চলিঙ্গ-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। হরিদ্রাচূর্ণ ছড়াইবার মন্দির আহ্মদনগরের শ্রীগুণ্ডী-নিবাসী দেবজী-চৌধুরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে তকাজী মলহররাও হোলকর দরদালান সম্পূর্ণ করেন।

খণ্ডোবা খড়্গধারী অশ্বারোহীমূর্ত্তি। মন্দিরে ইঁহার ও মহালসার তিনটী যুগলমূর্ত্তি আছে। এক যুগলমূর্ত্তি স্বর্ণ-নির্ম্মিত, ইহা পুয়ার-বংশীয় রাজগণ প্রদান করেন। আর এক-যোড়া রৌপ্যনির্ম্মিত, এ যুগলমূর্ত্তি অনৈক পেশোবা প্রদত্ত। অবশিষ্ট যোড়া প্রস্তরনির্ম্মিত এবং প্রাচীন। বিগ্রহের সেবার জন্য বহুসংখ্যক হস্তী-অশ্ব-যানাদি আছে।

প্রতিদিন দেবদেবীকে গঙ্গাজলে স্নান, চন্দন, আতর ইত্যাদি সুগন্ধে চর্চ্চিত এবং মণিরত্নে ভূষিত করা হয়। মন্দিরের ব্যয় বার্ষিক প্রায় ৫০ সহস্র টাকা। ইহার আয় প্রধানতঃ যাত্রিদিগের দর্শনী ও মানসিক হইতে উৎপন্ন। তদ্ভিন্ন অনেক নিষ্ঠাবান্ ভক্ত দেবসেবার্থ তাঁহাদের বিষয়াদি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে দুই শতাধিক 'মুরুলী'-কুমারী বাস করে। শৈশবাবস্থায় কুমারীর পিতামাতা খণ্ডোবার সহিত ইহাদের যথাশাস্ত্র বিবাহ দেন এবং তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করেন। ইহারা আর অন্য বিবাহ করিতে পায় না। যাহা হউক, মন্দিরে থাকিলেও ঐ সকল কুমারী দ্বারা বরং আয় হইয়া থাকে। ইহারা ও বাঘিয়া অর্থাৎ খণ্ডোবার দাসগণ একত্র খণ্ডোবার মহিমা ও অন্যান্য গান গাহিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। তদ্ভিন্ন মন্দিরে পুরোহিত এবং অনেক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণাদি বাস করে।

খণ্ডোবা দেবের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এক দিন জেজুরির নিকটস্থ ব্রাহ্মণগণ মণিমালমল্ল বা মল্লাসুর নামে এক দৈত্যকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের স্তব করেন। মহাদেব খণ্ডোবার মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া দৈত্যকে বিনাশ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে দৈত্য শিবজ্ঞান লাভ করে। তজ্জন্য এখনও খণ্ডোবার মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থিত প্রস্তরনির্ম্মিত মল্লমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। হরিদ্রা ও চম্পকপুষ্প খণ্ডোবার প্রিয়।

এখানে বৎসরের মধ্যে চারিটী উৎসব হয়। প্রথম অগ্রহায়ণের শুক্ল-চতুর্থী হইতে শুক্ল-সপ্তমী পর্য্যন্ত। অপর তিনটী পৌষ, মাঘ ও চৈত্রের শুক্ল-দ্বাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল উৎসবের সময় খান্দেশ, বরার, কোঙ্কণ প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও বহুসংখ্যক যাত্রী আসিয়া থাকে। চৈত্রমাসের মেলায় কোন কোন বৎসর লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।
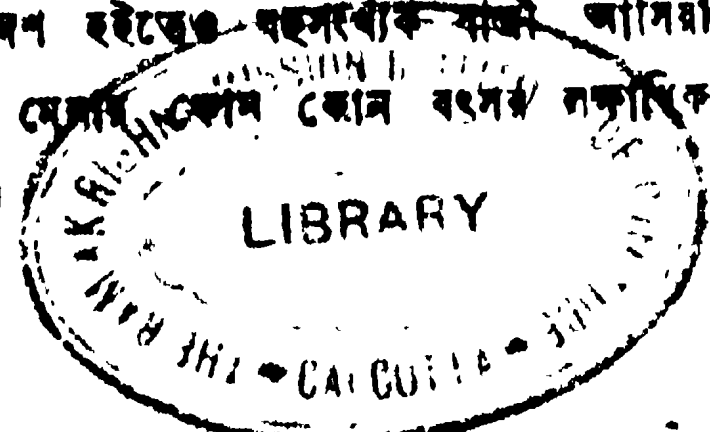
তদ্ভিন্ন সোমবতী-অমাবস্যা এবং বিজয়া-দশমীর দিন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মেলা হয়, তখন নিকটস্থ গ্রামের লোকেরাই আসিয়া থাকে। সোমবতী অমাবস্যার দিন পাল্কী করিয়া জেজুরির পূজারিগণ বিগ্রহকে দুইমাইল উত্তরে কড়া নদীতীর-বর্ত্তী মৌজে ধালেবাড়ীর দেবীমন্দিরে লইয়া যায় এবং তথায় নদীতে স্নানাদি করাইয়া ফিরিয়া আসে। বিজয়াদশমীর দিন ঘটা করিয়া পাল্কীতে ঠাকুর বাহির হন, ঠিক সেই সময় কড়ে-পাথর-মন্দির হইতে আর এক ঠাকুর ঐরূপ ঘটা করিয়া বাহির হন। উভয় দল পরস্পরের অভিমুখে আসিতে থাকে, পরে মধ্যপথে মিলিত হইয়া কিছুক্ষণ পরস্পর অভিবাদনের পর নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসের উৎসবে একজন ভক্ত বাঘিয়া উরুদেশে তরবারি বিদ্ধ করিয়া নগরে বেড়াইত। তখন আরও অনেক প্রকার কঠোর ব্রত প্রচলিত ছিল। এখন দেব-তার উদ্দেশে মন্দিরের সোপান-নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণভোজন, নগদ অর্থদান, মেষবলি এবং কেহ কেহ নিজ সন্তানকে আজীবন খণ্ডোবার সেবায় নিযুক্ত করে; তাহারই পুত্র হইলে বাঘিয়া ও কন্যা হইলে মুরুলী নামে খ্যাত হয়। মেষবলি এখানে এত অধিক হয় যে, কোন কোন বৎসর ২০।৩০ হাজার পর্য্যন্ত মেষবলি হইয়া থাকে।

খণ্ডোবার পাণ্ডাগণ গুরব। যাত্রিগণ আসিয়া সহরে গুরবদিগের আলয়ে বাস করে। সচরাচর ইহারা দুইদিন বাস করিয়া যথারীতি সমস্ত পূজাদি সমাপন করে। দ্বিতীয় দিবসে মানসিক শোধ করা হয়। ব্রাহ্মণভোজনের মানসিক থাকিলে পুরোহিতের বাড়ীতেই সে কার্য্য সম্পন্ন হয়। মেষ-বলি দিলে তাহার মুণ্ড অর্দ্ধেক ঘাতকের এবং অর্দ্ধেক মিউনিসি-পালটীর প্রাপ্য। বলির মাংস যাত্রিগণ বাসায় আনিয়া ভোজন করে। ঐ সময় তাহাদের সহিত ২।৪ জন বাঘিয়া ও মুরুলী থাকে। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিকালে যাত্রিগণ মশাল জ্বালিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করে।

তৎপরে তাহারা প্রাঙ্গণস্থ পিত্তলের প্রকাণ্ড কূর্ম্মপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া নারিকেল, শস্য ও হরিদ্রা বিতরণ করে এবং কতক প্রসাদ রাখে। সমস্ত ক্রিয়া শেষ হইলে, যাহাদের গান মানত থাকে, তাহারা জনকয়েক বাঘিয়া ও মুরুলী কুমারী বাসায় লইয়া গিয়া গান করায়। ইহাদের একদলকে ১।০ পাঁচসিকা দিতে হয়।

মন্দিরে প্রবেশকালে প্রত্যেক যাত্রীকে ৴১০ পয়সা হিসাবে মিউনিসিপালিটীকে কর দিতে হয়। এই কর অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত আদায় হয়। অপর সময় যাত্রিগণ বিনা করে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। মিউনিসিপালি-টীর এই অর্থ যাত্রিগণের সুবিধার্থ নগর ও অন্যান্য স্থান পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর রাখিতে ব্যয়িত হয়।

মন্দিরের অপর সমস্ত আয় পুরোহিত গুরবগণ ও মন্দিরের তত্ত্বাবধারকগণ পাইয়া থাকেন। অল্পাংশ গায়ক এবং মন্দি-রের অন্যান্য সেবকগণ প্রাপ্ত হয়।

যাত্রিগণের মধ্যে যাহারা ধনবান্ তাহার ইচ্ছা হইলে আরও দুই একদিন থাকিয়া কড়া-পাথরের পুরাতন মন্দির ও মলহর বা মল্লার তীর্থ দেখিতে যান। যাত্রিদিগের খাদ্য ও দেব-সেবার উপকরণ ব্যতীত মেলায় যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে কম্বল প্রধান। অপরাপর দ্রব্যের মধ্যে পিত্তলের বাসন ও নানারূপ রঙ্গীন বস্ত্র, ছেলেদের পোষাক, নানাবিধ খেলনা, ছবি প্রভৃতি বিক্রয় হয়। যাত্রিগণ স্ত্রীপুত্রকন্যাদির জন্য সাধ্য ও স্বেচ্ছামত দুই চারিটী সৌখিন দ্রব্য এবং পাথেয় খাদ্য ক্রয় করিয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করে।

মেলার সময় নগরের সুব্যবস্থা জন্য ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে জেজুরিতে একটী মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। মেলা শেষ হইলে পর কর্ত্তৃপক্ষগণ যাত্রীর সংখ্যা ও দোকানের কাট্‌তি অনুসারে সহরের প্রত্যেক গৃহের উপর একটী ট্যাক্স আদায় করেন। ঐ ট্যাক্সের হার ১৲, ॥০, ।০ ও ৵০ হইয়া থাকে।

জেঠবা, এক প্রাচীন রাজপুতবংশ। সৌরাষ্ট্রের (বর্ত্তমান কাঠিয়াবাড়ের) উপকূলভাগে ইহারা পূর্ব্বে বাস করিতেন। অতি প্রাচীনকালে জেঠবাগণ মিয়ানি এবং নাভির মধ্যস্থ ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে মুসলমানকর্ত্তৃক উপকূলভাগ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মোগল-দিগের অবনতিকালে ইহাদিগের পূর্ব্বাধিকারের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতি পূর্ব্বে ইহারা আবপুরের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেন। মোর্বি ইহাদিগের একটী প্রাচীন রাজধানী। পূর্ব্বে কাঠিয়াবাড়ে জেঠবা, চূড়াসমা, সোলাঙ্কী এবং ঝালা এই চারিটী রাজপুত জাতির প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ঝালা, জাড়েজা প্রভৃতির আধিক্য ও প্রভুত্বে উক্ত চারি জাতি ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে, এবং জেঠবাগণ তাহাদিগের পূর্ব্ব অধিকার কাঠিয়াবাড়ের পশ্চিম ও উত্তরভাগ হইতে বিতাড়িত হইয়া বুর্দ্দের পার্ব্বত্য-প্রদেশে অধিকার স্থাপন করিয়াছে। পুরবন্দরের রাণা পুঞ্ছেরির জেঠবাবংশীয়। জেঠবাদিগের ইতিহাসে লিখিত আছে, জেঠবা সঙ্গজী অণহিলবার পত্তনের রাণা কৃষ্ণজীকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। সিরোহি ও অন্যান্য প্রদেশের রাজগণের অনুরোধে কৃষ্ণজী আর রাণা উপাধি

ধারণ করিবেন না এই নিয়মে সজ্জী কৃষ্ণজীকে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই অবধি পুরন্দররাজ রাণা উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

জেঠা (দেশজ) পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

জেঠাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠভ্রাতের পত্নী।

জেঠামী (দেশজ) অল্পবয়স্ক হইয়া বয়োবৃদ্ধির ন্যায় বেশী কথা বলা।

জেঠ্শূরখাচর, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত আনন্দপুরের একজন রাজা। চোটিলার কাঠিজাতীয় খাচরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে এবং গুজরাটের সুলতানদিগের আক্রমণে এক সময়ে আনন্দপুর জনশূন্য অরণ্য হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে বুধ নামে জনৈক পল্লীবাসী চারণমেষপালক মেষ অন্বেষণ করিতে করিতে আনন্দপুর দেখিয়া গিয়া কাঠি-সর্দ্দার জেঠ্শূরখাচর ও মিয়াজনখাচরকে সংবাদ দেন। তদনুসারে ইঁহারা ঠঙ্গা পর্ব্বত হইতে পূর্ব্ববাস পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া শূন্য নগর অধিকার করিলেন। এই স্থানে ইঁহারা ২৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর রাজমাতুলের ভ্রাতা মুলুনাগাজনখাচর কর্ত্তৃক উভয়ে বিতাড়িত হন। আজও অনিয়ালি প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

মুলুনাগাজন খাচর মধ্যে মধ্যে আনন্দপুরে আসিয়া ২০।২৫ দিন বাস করিতেন। নগরের তোরণদ্বারে একখানি প্রস্তর একটু খসিয়াছিল। পাছে উহা খসিয়া মাথার পড়ে, এই ভয়ে জেঠ্শূর ও মিয়াজন যখন ঐ দ্বার পার হইতেন, তখনই বেগে অশ্বচালনা করিতেন। মুলুনাগাজন ইঁহাদিগকে প্রাণভয়ে এইরূপ ভীত দেখিয়া ভীরু ও কাপুরুষ স্থির করিলেন এবং একদিন পঞ্চশত অশ্বারোহীসমেত নগর আক্রমণ করিলেন। জেঠশূর ও মিয়াজন নিজ নিজ সম্পত্তিসহ রজনীযোগে পলায়ন করিলে খাচরমুলু ও তাহার ভ্রাতা লাখো ১৬৯১ সংবতে পৌষ শুক্ল দ্বিতীয়া রবিবারে আনন্দপুর অধিকার করিলেন।

জেঠিয়ান, বেহার প্রদেশে গয়া জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ইহার প্রকৃত নাম যষ্টিবন। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর একটী বাঁশবন আছে, উহাকে এখনও লোকে জষ্টিবন বলে তথাকার লোকে ঐ সকল বাঁশ কাটিয়া গয়াতে বিক্রয় করে।

গ্রাম হইতে ১৫ মাইল-দূরে তপোবন নামক স্থানে দুইটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। চীনপর্য্যটক হিউএন্সিয়াং এই গ্রাম ও ইহার নিকটস্থ পাহাড়ের উপর বাঁশবন দেখিয়া যান। তিনি ইহার উষ্ণপ্রস্রবণের কথাও লিখিয়াছেন। তিনি ইহাকে বুদ্ধবনের ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জেতমল, রাণা জয়মলের পুত্র। পিতাপুত্রে তুরসদম হইতে রায়গণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া দান্তায় পলাইয়া আসেন। এখানে শত্রুগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিলে তাঁহারা মাতাজীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে রাণা জয়মলের মৃত্যু হইল। রাণার মৃত্যুর পর জেতমল মাতাজীর মন্দিরে 'হত্যা' দিলেন, অনেক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি মাতাজীর নিকট হইতে কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি নিজ চক্ষু উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা মাতাজীর অর্চ্চনা করিতে উদ্যত হইলেন। এই সময় মাতাজী তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক করিলেন "বৎস! ক্ষান্ত হও; তুমি এখনই স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা কর, আমি তোমার সহায় হইব। আজ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যে যে রাজ্যের মধ্য দিয়া তুমি অশ্বারোহণে গমন করিতে পারিবে, সেই রাজ্যগুলি তোমার করায়ত্ত হইবে, আর যে স্থানে তুমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিবে, সেই স্থানই তোমার রাজ্যের সীমারূপে নির্দ্ধারিত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া জেতমল কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। তাঁহারা প্রথমেই রেহজুরদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা দূর হইতে দেখিতে পাইল, যেন বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়াই তাহারা ভয়ে স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। পরে জেতমল মেবা যাদবদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতাজীর ক্ষমতায় এখানে যাদবগণ দেখিতে লাগিল, যেন পর্ব্বতের নিকট প্রত্যেক ঝোপে একজন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেখিয়াই তাহারা পলায়ন করিল। মেবাদলপতিকে হঠাৎ বন্দী করিয়া হত্যা করা হইল। পরে জেতমল অগ্রসর হইয়া তুরসদম, ঘোড়ার এবং হড়ার হইতে শত্রুদিগকে দূরীভূত করিলেন। লমানে আসিয়া জেতমাল অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং অশ্ব হইতে নামিতে উপক্রম করিলেন। তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে অবরোহণ করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, "আমি এত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে আর কিছুতেই অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না।" সুতরাং তিনি সেই স্থানেই অবরোহণ করিলেন এবং সেই স্থানেই তাঁহার রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইল। জেতমল রাণা উপাধি ধারণ করিলেন। দান্তানগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। কিছুকাল পরে তিনি দুইটী পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামসিংহ ও কনিষ্ঠের নাম পুঞ্জ। জেতমল

রাজার জনৈক সর্দ্দার ধুম্রালি বাবেনার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

জেতমলপুর, দিনাজপুর জেলার দেওরা পরগণার একটী প্রধান পল্লীগ্রাম। এই স্থানটী কাঁকড়া ও ছোটী নদীর সঙ্গমে রঙ্গপুর রাজপথের নিকট অবস্থিত। এই স্থানে একটী বাজার আছে এবং নানাবিধ শস্য বিক্রয় হয়।

জেতবন, প্রাচীন অযোধ্যার অন্তর্গত শ্রাবস্তীর একটী উপবন। এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটী বিহার ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে এই স্থান অতি বিখ্যাত। এই স্থানে বুদ্ধদেব বহুকাল বাস করিয়া শিষ্যগণকে অবদান প্রভৃতি শাস্ত্রাদির উপদেশ দিতেন।

জেতব্য (ত্রি) জি-কর্ম্মণি তব্য। জেয়। (অমর)
"জেতব্যমিতি কাকুৎস্থো মর্ত্তব্যমিতি রাবণঃ।" (রামা° ৬।৯১।৭)

জেতারাম (পুং) জেতবন। [জেতবন দেখ।]

জেতালপুর, ১ আহ্মদাবাদের ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে রাণীর বাড়ী নামে একটী প্রাসাদ আছে।

জেৎপুর, ১ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৬৫ বর্গমাইল। এই রাজ্যের অধীনে ১৫০ খানি গ্রাম আছে। রাজার ৬০ জন অশ্বারোহী এবং ৩০০ পদাতিক সৈন্য আছে। ১৮১২ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা-সংস্থাপক ছত্রশালের বংশধর কেশরিসিংহকে এই রাজ্য প্রদান করেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে রাজা বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ-রাজ্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ছত্রশালের অপর বংশধর ক্ষেতসিংহকে রাজ্যে অভিষিক্ত করা হইল। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ক্ষেতসিংহের মৃত্যু হইলে এই রাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২ জেৎপুর রাজ্যের প্রধান সহর, কাল্পী হইতে ৭২ মাইল দক্ষিণে এবং ভামালপুর হইতে ১৯৭ মাইল উত্তরে একটী বৃহৎ ঝিলের পশ্চিম পার্শ্বে ২৫° ১৬´ অক্ষাংশ এবং ৭৯° ৩৮´ দ্রাঘিমার গবস্ত হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটী বাজার আছে। সিদ্ধরাজ জয়সিংহের আদেশে এখানে ধাৰ্ম্মেরাতলাও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

জেতৃ (ত্রি) জি-তৃচ্। ১ জয়শীল। "জেতা নৃভিঃ ইন্দ্রঃ পৃৎসু।" (ঋক্ ১।৩৮।৩) 'জেতারং জয়শীলং' (সায়ণ)

(পুং) ২ বিষ্ণু। "অনঘো বিজয়ো জেতা" (বিষ্ণুস°)

জেন্তৃ (ত্রি) জি-বনিপ্, বেদে নি° দীর্ঘত্বাপি তুক্। জেতব্য। "আস্থাতা তে জয়তু জেন্তানি" (ঋক্ ৬।৪৭।২৬) 'জেন্তানি জেতব্যানি' (সায়ণ)

জেন্তাক (পুং) স্বেদবিশেষ। রোগীর দূষিতরক্ত ঘর্ম্মরূপে যাহাতে অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া বিশোধিত হয়, তাহার উপায় বিশেষ। ইহাকে চলিত কথায় স্নুরুয়া লওয়া বলে। ইহার বিষয় চরকসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

রোগীকে জেন্তাকস্বেদ দিতে হইলে অগ্রে ভূমি পরীক্ষা করা উচিত। পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাবিশিষ্ট প্রশস্ত ভূমিভাগ গ্রহণ করার প্রয়োজন এবং সেই ভূমিভাগ যেন নদী, দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের দক্ষিণ বা পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এবং সমানভাগে বিভক্ত হয়। এই স্থান নদীপ্রভৃতির ৭।৮ হাত অন্তর হওয়া উচিত, তাহার উত্তরে পূর্ব্বদ্বারী অথবা উত্তর-দ্বারী একটী গৃহ প্রস্তুত করিবে। সেই গৃহের উচ্চতা ও বিস্তার যেন ১৬ হাত হয় এবং সেই গৃহের মধ্যে চতুর্দ্দিকে এক হস্ত বিস্তৃত উৎসেধসম্পন্ন একটী আল প্রস্তুত করিবে। মধ্যস্থলে ৪ হাত প্রশস্ত এবং ৭ হাত উচ্চ কন্দু (পাওরুটী প্রস্তুত করার উনানের মতন উনান) প্রস্তুত করিবে, তাহাতে কতকগুলি ছিদ্র করিয়া দিতে হইবে এবং তাহাতে একটী আবরণও প্রস্তুত করিবে। পরে সেই উনানে খদির বা অশ্বত্থকাষ্ঠ জ্বালাইবে, যখন সেই কাষ্ঠগুলি জলিয়া অঙ্গার ও ধূমশূন্য হইবে, যখন সেই গৃহের মধ্যভাগ স্বেদযোগ্য উষ্মায় পরিপূর্ণ বোধ হইবে, সেই সময়ে রোগীকে বাতঘ্ন তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া বস্ত্রাবৃত গাত্রে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইবে। এই গৃহে প্রবেশকালে রোগীকে বিশেষ সাবধান করিয়া বলিবে, "আরোগ্যের জন্য এই গৃহে প্রবেশ করিতেছ, অতি সাবধানে পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডিকাতে আরোহণ করিয়া এক পার্শ্বে বা তোমার যাহাতে ভাল বোধ হয় এরূপ ভাবে শয়ন করিবে। সাবধান! যেন অতিশয় ঘর্ম্ম বা মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ না কর, যদি কর তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্বেদমূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়া তোমার প্রাণবিয়োগ হইবে। অতএব কদাচ ইহা পরিত্যাগ করিও না।" এইরূপে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিবে। এইরূপে রোগী স্বেদগৃহে প্রবেশ করিয়া যখন সমুদয় স্রোতবিমুক্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্রান্ত হইবে এবং ক্লেদকারী দোষসকল নির্গত হইবে ও নিজের শরীর লঘু, অসাড় ও বেদনা শূন্য বোধ হইবে, সেই সময় পিণ্ডিকা হইতে নির্গত হইয়া দ্বারে উপস্থিত হইবে। তৎপরে চক্ষু স্নিগ্ধ হওয়ার জন্য তাহাতে শীতল জল দিবে, এইরূপে রোগীর ক্লান্তি নিবারণ হইলে উষ্ণজলে স্নান করাইয়া যথোচিত আহার প্রদান করাইবে। এইরূপ স্বেদ দিবার নাম জেন্তাক। (চরক-সূত্রস্থান) [স্বেদ দেখ।]

জেন্ত্যাবসু (ত্রি) ১ যাহার প্রকৃত ধন আছে। (পুং) ২ ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারের নামান্তর।

জেন্তৃ (ত্রি) জি-জন-ণিচ্ বাহু° ডেস্তু। ১ জয়শীল। "অগ্নির্ধজেষু জেত্তো ন বিশ্‌প্রতিঃ।" (ঋক্ ১।১২৮।৭)। 'জেতঃ জয়শীলঃ' (সায়ণ) ২ উৎপাত। "অনিষ্ট হি জেত্তো অগ্রে অহ্নাং" (ঋক্ ৫।১।৫) 'জেন্ত উৎপাতঃ' (সায়ণ) ৩ জেতব্য। "তুগ্ধং পয়ো বৃষণা জেন্তবন্" (ঋক্ ৭।৭৪।৩) 'জেন্তং বহুধনং যয়োঃ, পূর্ব্বপদদীর্ঘঃ, জেন্তাবন্ জেতব্য-ধনৌ' (সায়ণ)

জেব (আরবী) জামার পকেট।

জেমন্ (ত্রি) জি-মনিন্। ১ জয়শীল। "উদন্তজেব জেমনা মদেরু" (ঋক্ ৮।৩৮।৭) 'জেমনা জয়শীলৌ ঔস্থানে আচ্, ছান্দসোদীর্ঘাভাবঃ লোকে তু জেমা জেমানৌ ইত্যেব' (সায়ণ) জেতুর্ভাবঃ ইমনিচ্ ভূণো লোপঃ। (পুং) ২ জেতুর্ভাব, জয়। ৩ জয়-সামর্থ্য। "জেমা চ মহিমা চ" (শুক্লযজু ১৮।৪)

জেমন (ক্লী) জিম-ভাবে ল্যুট্। ভক্ষণ। (অমর)

জেয় (ত্রি) জীয়তে ইতি (অচোযৎ। পা ৩।১।৯৭) জি-কর্ম্মণি-যৎ। জেতব্য।

"তস্মাৎ কামাদয়ঃ পূর্ব্বং জেয়াঃ পুত্র! মহীভুজ।"(মার্কপু°২৭।১২)

জের্ (পারসী) ১ নিম্ন, নীচ। ২ হিসাবে পরপৃষ্ঠার পূর্ব্ব-পাতের জমা-খরচের মোট।

জেরবন্দ্ (পারসী) ঘোটকের মুখ বা কোমরবন্ধনী।

জের্‌বার (পারসী) ভারগ্রস্ত ; দায়িক।

জেরম্বাদ (পারসী) ঔষধ-বৃক্ষবিশেষ। (Zinziber Zerambet.)

জেরা (দেশজ) যথার্থ কথা জানিবার জন্য অপরপক্ষ কর্ত্তৃক সাক্ষীর প্রতি প্রশ্ন।

জেরাদখানা, সুন্দরবনের একটী অংশ। শাহসুজার সংশোধিত রাজস্ব-তালিকায় ইহা মুরাদখানা বা জেরাদখানা নামে উক্ত হইয়াছে। এই অংশ বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলায় অন্তর্গত ছিল। শাহসুজার সময় ইহার রাজস্ব ৮৪৫৪৲ টাকা ছিল।

জেরুসালেম, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকূলবর্ত্তী খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম-ভূমি পালেস্তিনের প্রাচীন নগর। অক্ষা° ৩১° ৪৬′ ৪৩″ উঃ, দ্রাঘি° ৩৫° ১০′ পূঃ। এই নগর ভূমধ্যসাগরপৃষ্ঠ হইতে ২৩০০ ফিট্ উচ্চ এবং ইহার নিকটস্থ উপকূল হইতে ২৯ মাইল পূর্ব্ব ও মরুসাগরে পতিত জর্ডন নদীর মোহনা হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর হিব্রুদিগের বাসস্থান ছিল। এই নগরই প্রাচীন য়িহুদিদিগের ধর্ম্ম ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল বলিয়া গণ্য হইত।

প্রথমে এই নগরকে মালিক সাদেকের নগর কহিত, এবং ইহাই প্রাচীন মেল্‌চি-জেদে'ক অর্থাৎ ধর্ম্মপরায়ণ রাজার রাজধানী সালেম নগর। জেরুসালেম নামের শেষভাগ হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। ইহার পর 'জেবুস' নামক একজাতি আসিয়া ৫০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত এই নগরের সমগ্র কিম্বা কতক অংশ জেবুস নামে অভিহিত হইত। তাহার পর য়েহুদিগণ ইহাকে ঐ দুই নামের মিশ্রণ করিয়া জেরুসালেম অর্থাৎ শান্তি-নিকেতন নাম প্রদান করিল।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-পুস্তক বাইবেলে পবিত্রপুর বলিয়া ইহার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। আজিও য়িহুদিগণ ইহাকে 'এল্‌কোয়োডাস' অর্থাৎ পবিত্র, কিম্বা 'আপ্-সরিফ্' অর্থাৎ, ভদ্র বলিয়া থাকে। মুসলমানেরাও ইহাকে 'বেইৎ-উল্-মকদ্দস্' অর্থাৎ পবিত্র নগর বলেন।

জায়ন, মিনো, অক্রা, বেজেথা, মোরিয়া ও ওকেল এই ছয়টী পর্ব্বতের মধ্যস্থলে জেরুসালেম নির্ম্মিত। ঐ পর্ব্বতগুলি নগরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। নগরের ভূমি পূর্ব্বদিকে ঢালু, তজ্জন্য পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত হইতে নগরের উপর দৃষ্টিপাত করিলে সমগ্র নগরই একেবারে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার গৃহসকল অধিকাংশ অনুচ্চ। সমতল ছাদবিশিষ্ট গৃহাবলীর উপরে স্থানে স্থানে উচ্চতর খৃষ্টীয় ধর্ম্মশালা সকলের চূড়া ও মস্‌জিদের উচ্চ স্তম্ভসকল দেখিতে পাওয়া যায়; নগরমধ্যস্থ রাস্তাগুলি অপ্রশস্ত এবং ভূমির প্রকৃতি অনুসারে কোথাও উচ্চ কোথাও নিম্ন। বাজার ও দোকানগুলি তত উৎকৃষ্ট নহে।

মুসলমানগণ সলোমান-প্রতিষ্ঠিত এখানকার ধর্ম্মমন্দিরকে আপনাদের মস্‌জিদে পরিণত করিয়াছে। ইহাতে খলিফ্ ওমার নির্ম্মিত আয়তাকার হারাম-এস-সরিফ নামক প্রাচীর-বেষ্টিত মস্‌জিদ আছে। ইহার বেদী উচ্চ এবং সমস্ত মেজে সুন্দর সুচিক্কণ মর্ম্মরপ্রস্তর খচিত। ইহার পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১৪৮৯ ফিট্ ও বিস্তারে ৯৯৫ ফিট্।

জেরুসালেমের অবস্থান একটী চতুরস্রাকৃতি শৈলভূমির উপর। ১৫৪২ খৃঃ অব্দে সুলতান সুলেমান নগরের চারিদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

নগরের অধিবাসিগণের প্রায় অর্দ্ধেক মুসলমান; অবশিষ্টের অর্দ্ধেক খৃষ্টান ও অপরার্দ্ধ য়িহুদী। য়িহুদিগণ নগরের এক অংশেই বাস করে। খৃষ্টানগণ অধিকাংশ খৃষ্টের গোরস্থানের গির্জ্জার নিকটস্থ খৃষ্টানপল্লীতে বাস করে। নগরের উত্তরে একটী পর্ব্বতের উপত্যকায় প্রাচীন রাজাদিগের ভাস্কর বা চিত্রকার্য্যবিরহিত প্রস্তরনির্ম্মিত গোরস্থানসকল বিদ্যমান আছে। ইহাদের কোন কোনটীতে পুরাকালের প্রস্তরনির্ম্মিত শবাধারের ভগ্নাংশ দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টের ৫৮৮ বৎসর পূর্ব্বে বাবিলোনীয়গণ জেরুসালেম আক্রমণ করিয়া অধিবাসী জুডা ও বেঞ্জামিন্ নামক দুই

জাতিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ৭০ বৎসর এইরূপ পরাধীনভাবে কালযাপনের পর, মিদো-পারস্তপতি সাইরাস্ তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া জেরুসালেম নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। তাহারা তদনুসারে তথায় গিয়া পুনরায় নগর নির্ম্মাণ করে। ৫১৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে দরায়ুসের তত্ত্বাবধানে ইহার ২য় মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার পরও এই নগর বহুকাল পর্য্যন্ত পারস্যাধিপতির শাসনাধীন থাকে, তৎপরে ৩৩২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মাকিদনরাজ মহাবীর আলেকসান্দারের হস্তগত হয়। আলেকসান্দারের মৃত্যুর পর ইহা ক্রমান্বয়ে মিসরবাসী টলমী ও সিরিয়ার সিলিউকিদিগের হস্তে আইসে। এই সময় ইহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। য়িহুদিগণ অনেক অধিকার লাভ করে। কিন্তু পরে ইহা অন্তিওকাস এপিফেনিসের অধিকৃত হয়, এই ব্যক্তি অতি নিষ্ঠুরতার সহিত য়িহুদিগণকে পীড়িত ও নগর-প্রাচীর ভগ্ন করে এবং ইহার পরম পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরের বহুমূল্য তৈজসপত্র সমস্ত কাড়িয়া লইয়া উহাতে গ্রীক দেব-দেবী স্থাপন ও প্রতিদিন শূকর-বলি দিবার বন্দোবস্ত করেন। প্রায় ১৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রোমকগণ এই নগর অধিকার করে। ৬৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পম্পি এই নগর অধিকার করিয়া পুনর্ব্বার কতক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ইহার পর হেরদ রোমকসভা কর্ত্তৃক এখানকার রাজা নির্ব্বাচিত হইয়া আগমন করেন। ইহার রাজত্বকালে জেরুসালেমের ধর্ম্ম-মন্দির পুনঃ সংস্কৃত হয়, এই সময় রোমকপ্রথা অনুসারে এখানে ঘোড়ার নাচ ও রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হয়; তৎপরে য়ুডিয়া প্রদেশ বহুকাল রোমকর্ত্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হয়। এইরূপ শাসনকর্ত্তা পন্তিয়াস্ পাইলেটের সময়েই (২৬-৩৬ খৃঃ অব্দের) খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক যীশুখৃষ্ট দুর্বৃত্ত য়িহুদিগণ কর্ত্তৃক ক্যালভেরি পর্ব্বতে ক্রুশাহত হন। এই পন্তিয়াস পাইলেট হিনম্ উপত্যকার উপরিস্থ বর্ত্তমান সেতু নির্ম্মাণ করিয়া উহার উপরিস্থ পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বেথলহেমের দুই মাইল দক্ষিণস্থ এমাম অর্থাৎ সলোমানের জলাশয় হইতে বৃহৎ মসজিদে জল আনয়ন করেন। ইহার পর ৭০ খৃষ্টাব্দে রোম-সেনাপতি টাইটস্ নগরের উত্তরস্থ হেরদের প্রাসাদ ও উহার সন্নিহিত কয়েকটী মন্দির ব্যতীত সমস্তই ধ্বংস করেন। য়িহুদীগণ আসিয়া পুনর্ব্বার ভগ্ন নগর অধিকার করে। ইহার ৬০ বৎসর পরে হাড্রিয়ান্ এই নগর পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করেন এবং মন্দির, থিয়েটার (রঙ্গমঞ্চ), প্রাসাদ ইত্যাদিতে ভূষিত করেন। সম্রাজ্ঞী হেলেনা এখানে গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ৩৩৬ খৃঃ অব্দে খৃষ্টের পবিত্র গোরস্থানের উপরে গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ৬৩৪ খৃঃ অব্দে খলিফ ওমার ৪ মাস অবরোধের পর জেরুসালেম অধিকার করেন। ১০৭৬ খৃঃ অব্দে তুর্কিগণ মিসরের খলিফের নিকট হইতে জেরুসালেম জয় করিয়া এখানকার খৃষ্টানদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করে। এই সকল অত্যাচার-কাহিনী জলন্ত ভাষায় সিমিয়ন ও পিটার দি-হারমিট্ কর্ত্তৃক য়ুরোপেও প্রচারিত হইলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযোধগণ তাঁহাদের এই পুণ্যভূমি উদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তদনুসারে সমগ্র য়ুরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীরগণ ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিলেন। এইরূপে গডফ্রে-ডি বুলিয়নের অধীনে প্রায় ৬ লক্ষ খৃষ্টীয় ধর্ম্মযোধ (Crusadors) আসিয়া বহুকাল যুদ্ধের পর ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে জেরুসালেম অধিকার করিয়া বহুসংখ্যক অধিবাসীকে বিনষ্ট করিলেন। তাহার পর তাঁহারা ঐ স্থানে একজন খৃষ্টান রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। অনেক খৃষ্টান রাজা এখানে রাজত্ব করিলে পর, ১১৮৭ খৃঃ অব্দে মুসলমানগণ পুনর্ব্বার এই নগর অধিকার করেন। ইংলণ্ডীয় বীর রিচার্ড কুর-ডি-লায়ন (Cœur-de-Lion) ও ফিলিপ অগষ্টের ধর্ম্মযুদ্ধে আর একবার জেরুসালেম খৃষ্টানরাজ্যভুক্ত হয় বটে, কিন্তু ঐ রাজগণ নামে মাত্র রাজা ছিলেন। অবশেষে ১২৪৪ খৃঃ অব্দে খোরাসানের তুর্কিগণ জেরুসালেম অধিকার করিলেন। তদবধি এই স্থান মুসলমানদিগের অধিকারেই আছে।

এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে বহুধর্ম্মীয় বহু লোকের অধিকারে বহুপ্রকার অবস্থা বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া কালচক্রের আবর্ত্তনে এখন সমগ্র সভ্য জগতের অতি পূজ্য ও রক্ষণীয় হইয়া আদরের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। জেরুসালেম নাম খৃষ্টান জগতে অতি পবিত্র ও আদৃত।

জেল, (ফরাসী জেল Gaol কথা হইতে বাঙ্গালা জেল কথার উৎপত্তি হইয়াছে।) হিন্দিভাষায় জেলকে কয়েদখানা কহে। অতি প্রাচীনকালে ভারতে এখনকার মত জেলের প্রথা ছিল না। রণজিৎ সিংহের রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইবামাত্রই তথায় জেল-নির্ম্মাণের কথা উত্থাপিত হইল। ভারতে মুসলমানদিগের রাজত্বকালে একরূপ জেল ছিল বটে, কিন্তু তাহাও আধুনিক জেলের ন্যায় নহে। একসময় কতকগুলি অপরাধীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিবার প্রথা তখনও আধুনিক কালের ন্যায় প্রচলিত ছিল না। মহাভারতের মহারাজ জরাসন্ধের যে কারাগারের উল্লেখ আছে, তাহা সাধারণ অপরাধিদিগের জন্য ব্যবহৃত হইত না। বর্ত্তমান জেলপ্রথা য়ুরোপীয়।

অপরাধিগণের দোষ-সংশোধন করিবার নিমিত্তই তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং সেইজন্যই তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। পূর্ব্বে য়ুরোপে অনেক অপরাধীকে নির্ব্বাসিত করা হইত, কিন্তু এখন নির্ব্বাসিত ও স্থানান্তরিত

করিবার পরিবর্ত্তে কারাবাসে দণ্ডিত করা হয়। প্রাচীন-কালে অপরাধীর দোষ সংশোধিত হউক বা না হউক তাহার প্রতি কোনরূপ দৃষ্টি না রাখিয়া তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হইত;—শাস্তিপ্রদানের কোন প্রকার নিয়ম ছিল না। কারাগারপ্রথা প্রচলিত হইবার পরেও য়ুরোপে কয়েদীগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করা হইত। য়ুরোপের জেলগুলি এক একটী নরকস্বরূপ ছিল। বন্দিগণ যেরূপ উৎপীড়িত হইত, তাহা বর্ণনাতীত। বিশ্বপ্রেমিক জন হাউ-য়ার্ডের অদম্য উৎসাহ ও অসীম ক্লেশসহিষ্ণুতাগুণেই উক্ত বীভৎস নরকগুলি সংস্কৃত হইয়াছে। উক্ত মহাত্মার অটল যত্নে ১৬৭৩ খৃঃ অব্দে কারাগারের স্বাস্থ্যবিধান-সম্বন্ধে একটী আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই সময়েই কারাগারে অতিরিক্ত শাস্তিদানের প্রথা রহিত হইল। পূর্ব্বে সকল প্রকার কয়েদীকেই একত্র রাখা হইত এবং জেলাধ্যক্ষ অর্থলোভে কারা-গার মধ্যে বিবিধ প্রকার বীভৎস কার্য্যের প্রশ্রয় প্রদান করিত, ইহাতে অপরাধিদিগের দোষাবলী দূরীভূত না হইয়া বরং বদ্ধমূল হইত।

জেলখানায় বায়ুসঞ্চালনের প্রশস্ত পথ না থাকায় এবং বিবিধ অপরিচ্ছন্নতাবশতঃ একপ্রকার জ্বরের উৎপত্তি হইত, সে জ্বরে অনেক সময় কয়েদীদিগের জীবন যাইত। ক্রমে ক্রমে এই অসুবিধাগুলি দূরীভূত হইতে লাগিল। অনেক মহাত্মা কারাগারের দোষগুলি অপসারিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত দোষগুলি সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হয় নাই।

স্ত্রী ও পুরুষ কয়েদীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা হয়। তাহাদিগকে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে বা কথাবার্ত্তা কহিতে দেওয়া হয় না।

প্রত্যেক কয়েদীর যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এবং যাহাতে কাহাকেও সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করান না হয়, তৎপ্রতি জেলাধ্যক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। প্রত্যেক জেল দেখিবার জন্য এক একজন চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন।

গুরুতর অপরাধিদিগকে সময় সময় নির্জ্জন কারাবাসে দণ্ডিত করা হয়। এই সময় ইহাদিগকে কাহারও সহিত কথা বলিতে দেওয়া হয় না, অন্য লোকের নিকটও ইহাদিগকে যাইতে দেওয়া হয় না। কয়েদীগণ নির্জ্জন কারাবাসের নিয়মভঙ্গ করিলে পূর্ব্বে তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক শাস্তি প্রদান করা হইত এবং আইনানুসারে এই শাস্তির বিরুদ্ধে কোনরূপ আবেদন চলিতে পারিত না।

কয়েদীগণ দ্বারা নানারূপ দ্রব্য প্রস্তুত করান হয়—যথা সুরকিভাঙ্গা, ঘানীটানা ইত্যাদি। ইহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অনেক আয় হয়।

এদেশে য়ুরোপীয় কয়েদীদিগের জন্য ভিন্নরূপ বন্দোবস্ত আছে। তাহাদিগকে যে পরিমাণে সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হয়, দেশীয়দিগকে তাহার অর্দ্ধাংশও দেওয়া হয় না। জেলখানায় য়ুরোপীয় কয়েদীদিগের নীতিশিক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত আছে, কিন্তু দেশীয়দিগের জন্য সেরূপ কোন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই।

অল্পবয়স্কদিগের জন্য অন্যরূপ বন্দোবস্ত। যে সমস্ত বালকবালিকা কোন আইনবহির্ভূত কার্য্যের জন্য জেলে প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে কোনরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদিগের জন্য নির্দ্ধারিত জেলকে সংশোধনাগার (Reformatory Jail) কহে।

তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐ জেলে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। সংশোধনাগারের উদ্যানে ফুলের গাছ রোপণ করিবার জন্য মাটী প্রস্তুত করা ও ফুলের গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যে এই বালক অপরাধীদিগকে নিযুক্ত করা হয়।

কিন্তু অন্যান্য কয়েদীদিগের জন্য যেরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, প্রায়ই তাহার অপব্যবহার হয়। কয়েদীদিগকে যে পরিমাণে খাদ্য দিবার বিধি আছে, প্রকৃতপক্ষে কার্য্যে তাহা দেওয়া হয় না। বিশেষ একটী কুৎসিত নিয়ম এ দেশের জেলখানায় প্রচলিত আছে, রাত্রিকালে কোন কয়েদীকে মল-পরিত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না—রাত্রি-কালে তাহারা ঘরের মধ্যেই মলত্যাগ করে এবং দিবাভাগে তাহা স্বহস্তে পরিষ্কার করে।

যে উদ্দেশ্যে কারাগারে অপরাধীদিগকে রাখা, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না। আজকাল প্রায়ই দেখা যাইতেছে, জেলখানা হইতে মুক্ত হইয়াই দণ্ডিত লোকগণ আবার অতি শীঘ্রই কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে।

ভারতীয় জেলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি সুন্দররূপে প্রতি-পালিত হয় না। কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তত যত্ন লওয়া হয় না। এখানকার জেলে প্রায় দ্বাদশাংশ লোক অনেক সময়ে পীড়িত থাকে। ইংরাজ-রাজত্বকালে প্রত্যেক বিভাগে ও প্রতি উপবিভাগে এক একটী জেল স্থাপিত হই-য়াছে। উপবিভাগের জেল অপেক্ষা বিভাগীয় জেলে অধিক-সংখ্যক কয়েদী রাখা হয়। বঙ্গদেশে আলিপুরের জেলটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

জেলা (পারসী-জিলা) বিচারকার্য্য ও রাজস্বাদি আদায় জন্য ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ। এই শব্দ

আরবী 'জিল' শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'জিল' শব্দের অর্থ পঞ্জর, পার্শ্ব, তাহা হইতে দেশ-বিভাগ হইয়াছে। পূর্ব্বাধিকৃত প্রদেশ সকলে প্রত্যেক জিলায় একজন কালেক্টর, একজন মাজিষ্ট্রেট, একজন সেসনজজ প্রভৃতি থাকেন। কোন কোন জেলায় মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরও কার্য্য করেন। পাঞ্জাব, ব্রহ্ম প্রভৃতি নবাধিকৃত প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ডেপুটি কমিশনার থাকেন।

জেসাই, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দেওরা পরগণার একটী গ্রাম। এখানে একটী হাট বসে।

জেহুল, বেহার প্রদেশে চম্পারণ জেলার একটী সহর।

জেশর (ল) পীর, কচ্ছপ্রদেশের একজন বিখ্যাত দস্যু। এই ব্যক্তি শেষ অবস্থায় তুরী নাম্নী জনৈক কাঠি রমণী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে। ভুজ নগরের ২২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্জার নগরে ইহার স্মরণার্থ এক মন্দির স্থাপিত আছে।

জেসর, কচ্ছপ্রদেশের ধনজাতিবিশেষ। ইহারা প্রধানতঃ নবিনাল ও বেরাজার চতুর্দ্দিকে বাস করে।

জেহেল (ইংরাজী Jail শব্দজ) কারাগার, জেল।

জৈগীষব্য (পুং) জিগীষায়াপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। যোগবিৎ মুনিবিশেষ। "অসিতো দেবলোব্যাসঃ জৈগীষব্যশ্চ তত্ত্ববিদ্" (ভারত শাং ১১ অঃ)।

মহাভারতের শল্যপর্ব্বে লিখিত আছে—পূর্ব্বকালে অসিত-দেবল নামে এক তপোধন গার্হস্থ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আদিত্য-তীর্থে অবস্থান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি ঐ তীর্থে আগমন করিয়া দেবলের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করিলেন। মহাত্মা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা মহামতি দেবল হোমাদি সময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষার সময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে দেবলের নিকট সমাগত হইলেন। দেবল তাঁহাকে সমুপস্থিত দেখিয়া পরম সমাদরপূর্ব্বক যথাশক্তি পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি এতকাল ধরিয়া ইঁহার সেবা করিতেছি, কিন্তু ইনি কি অলস, এতদিনের মধ্যে আমার সহিত একটী কথাও কহিলেন না। দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কলস লইয়া শূন্যপথে স্নানার্থ সাগরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, ইনি স্নান করিতেছেন। তদ্দর্শনে দেবল বিস্মিত হইলেন এবং স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া ইঁহাকে স্নান করিতে দেখিয়া পুনরায় আকাশপথে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া জৈগীষব্যকে স্থাণুবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর ইঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত, অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া তথায় দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধগণ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যের পূজা করিতেছেন, তিনি তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে গমন করিতে দেখিলেন। তৎপরে ইঁহাকে যমলোক হইতে সোমলোকে, সোমলোক হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, (অমাবস্যা, পূর্ণিমা) পশুযজ্ঞ, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্টুত, বাজপেয়, রাজসূয়, বহুসুবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ, সৌত্রামণি, দ্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্রযাজিদিগের লোকসমূহে, তৎপরে মিত্রাবরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বসুস্থান, বৃহস্পতির স্থান, গোলোক, ব্রহ্মসত্রীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্য তিনলোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতাদিগের লোকে গমন করিতে দেখিলেন, তথা হইতে যে কোথায় গমন করিলেন, তাহা আর দেখিতে পাইলেন না। তদ্দর্শনে তিনি সেখানকার সিদ্ধগণকে ইঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, জৈগীষব্য সারস্বত-ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তুমি কোন ক্রমে তথায় গমন করিতে পারিবে না। তখন ইনি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য পূর্ব্ববৎ স্থাণুর ন্যায় রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে দেবল ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে ইনি তাঁহাকে মোক্ষধর্ম্মগ্রহণে কৃতনিশ্চয় বুঝিয়া শাস্ত্রানুসারে যোগবিধি, ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়া তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিলেন। অনতিবিলম্বে মহর্ষি জৈগীষব্যের কৃপায় দেবলও সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তখন বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ দেবলের আশ্রমে সমাগত হইয়া মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া বলেন, "উঁহার কিছুমাত্র তপোবল নাই।" তখন দেবগণ গালবকে কহিলেন, হে মুনিবর! ওরূপ কথা বলিবেন না। মহাত্মা জৈগীষব্যের তুল্য কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্যা বা যোগবল নাই। মহাত্মা জৈগীষব্য এই আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠান করিয়া এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছেন, ইঁহাকে সামান্য বিবেচনা করিও না। ইঁহার ন্যায় যোগবলসম্পন্ন তপস্বী অতি বিরল।" একদা মহর্ষি অসিত দেবল ভগবান্ জৈগীষব্যকে কহিলেন, "মহর্ষে! আপনি স্তুতিবাদ দ্বারা পরিতুষ্ট ও নিন্দাবাক্য দ্বারা ক্রুদ্ধ হন না, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনার প্রজ্ঞা কিরূপ এবং কোথা

হইতে উহা প্রাপ্ত হইলেন এবং উহার ফলই বা কি?" ভগবান্ জৈগীষব্য এই প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া অসন্দিগ্ধ ও পবিত্র বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, মহর্ষে! জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরাই শত্রুকর্তৃক নিন্দিত হইয়াও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হন না এবং বধোদ্যত ব্যক্তিকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। অনাগত ও অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোক না করিয়া উপস্থিত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব আমি এখন ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছি, কি নিমিত্ত নিন্দিত হইয়া নিন্দুক ব্যক্তির উপর ঈর্ষান্বিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রশংসাকারীর প্রতি পরিতুষ্ট হইব।

জৈগীষব্যায়ণী (স্ত্রী) জৈগীষব্য-লোহিতাদিত্বাৎ নিত্যং ষ্ফ-বিত্বাৎ ঙীষ্। জৈগীষব্যের স্ত্রী অপত্য।

জৈতাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত আহ্মদাবাদ জেলার সমুদ্রকূলস্থিত একটী বন্দর ও দুর্গ। এই নগর রাজপুর খাড়ীর কূলে মোহনা হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজপুর যাইতে রাজপুর-খাড়ীর প্রবেশ-পথ।

জৈতুগি, প্রাচীন দেবগিরির যাদববংশীয় একজন রাজা। ১১৭১ শকে উৎকীর্ণ বহ্লার নৃপতির তাম্রফলকে ইহার নাম প্রথমেই উল্লিখিত আছে।

জৈৎপুর, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কুলপাহাড়ের নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। ইহাতে বহুসংখ্যক আধুনিক মন্দির এবং একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সহরের নানাস্থানে ভাস্করকার্য্যযুক্ত প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে। তাহা দেখিয়া এই স্থান বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। নগরের নিকটস্থ বৃহৎ সরোবরের পশ্চিম তীর দিয়া একটী অনুচ্চ পর্ব্বত-শ্রেণী গিয়াছে। ইহার উপর একটী প্রাচীর নির্ম্মিত আছে। বোধ হয় এইস্থানে পর্ব্বে চন্দেল রাজাদিগের দুর্গ ছিল। প্রাসাদের গঠনপ্রণালী দেখিয়া উহা মহারাষ্ট্রী-দিগের পূর্ব্বতন বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত মহারাষ্ট্রীদিগের যুদ্ধকালে ঐ দুর্গ ভগ্ন হইয়া থাকিবে।

জৈত্র (ত্রি) জেতৈব জেতৃ-প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ জেতা, জয়শীল।

"শরীরিণা জৈত্রশরেণ যত্র" (মাঘ ৩।৬১)

২ ঔষধবিশেষ। (রাজনি°) (পুং) ৩ পারদ।

জৈত্ররথ (ত্রি) জৈত্রো জয়শীলো রথো যস্য বহুব্রী। জয়শাল।(হলা°)

জৈত্রী (স্ত্রী) জয়তি রোগাদিনাশকত্বয়া সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে জেতৃ স্বার্থে-অণ্-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ জয়ন্তীবৃক্ষ, চলিত কথায় ধনচে। (শব্দর°) ২ জাতীকোষ, চলিত কথায় জৈত্রী।

জৈন (পুং) জিন-অণ্। জিনোপাসক, আর্হত। ভারতবর্ষের এক বিখ্যাত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। এখন ভারতের সর্ব্বত্রই সকল প্রধান নগরে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কতদিন হইল এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি কঠিন। বিখ্যাত পণ্ডিত উইল্‌সন্ সাহেবের মতে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপ খর্ব্ব হইলে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হয় (১)। আবার অন্য একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দেই জৈনধর্ম্ম দাক্ষিণাত্যে দেখা দিয়াছিল (২)। পুরাবিদ্ বেনফাই সাহেবের মতে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিষম সংঘর্ষকালে জৈন-ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় (৩)। মহাত্মা টড্ সাহেব লিখিয়াছেন, বলভীবংশের মহাসমৃদ্ধির সময় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে বলভী-পুর-রাজধানীস্থ জৈনমন্দিরের তিনশত ঘণ্টারবে যতিগণ আহূত হইতেন (৪)। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলব্রুকের মতে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকের গুরু ছিলেন (৫)। তৎপরে ষ্টিভেন্‌সন্ সাহেব লেখেন, গৌতম বুদ্ধ আপনার অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে আপনার গুরুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই জ্ঞানোপদেশগুণে মহাবীরের মত হীনপ্রভ হইয়া পড়ে, অবশেষে বহুকাল পরে পশ্চিম ভারতে জৈনধর্ম্মের ক্ষীণালোক প্রকাশিত হয় (৬)। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লাসেনের মতে, জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ জৈন ও অর্হৎ শব্দদ্বারা বুদ্ধকেই বুঝায়। জৈনদের যেমন ২৪ জন তীর্থঙ্কর আছে, বৌদ্ধ গ্রন্থেও সেইরূপ ২৪ জন বুদ্ধের প্রসঙ্গ আছে। যদিও ঐ ২৪ জনের নামের পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। জিনের অপর নাম সুগত ও সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবেরও নামান্তর। বৌদ্ধগণ বিরুদ্ধবাদীকে তীর্থ্য বা তীর্থিক নামে উল্লেখ করেন, কিন্তু জৈনগণ আমাদের প্রধান আরাধ্য দেবাধিদেবকে তীর্থঙ্কর নামে উল্লেখ করিয়াছেন, এ পক্ষে প্রায় ব্রাহ্মণদিগেরই অনুকরণ লক্ষিত হয়। বৌদ্ধেরা যেমন তাঁহাদের আচার্য্য প্রভৃতকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, জৈনদের মধ্যেও সেইরূপ প্রচলিত আছে। অহিংসা-ধর্ম্ম-পালন সম্বন্ধে জৈনেরা বৌদ্ধ অপেক্ষা বরং কঠিন নিয়ম

(১) Wilson's Mackenzie Collection.

(২) Wilson's Sanskrit Dictionary, 1st ed. P. XXXIV.

(৩) Altes Indian, p. 160.

(৪) Travels in Western India, p. 269.

(৫) Miscellaneous Essays, Vol I. p. 380.

(৬) Stevenson's Kalpasutra & Nava Tatwa, p. XIII.

পালন করিয়া থাকেন। এমন কি কোন কোন জৈনসাধু বা ধর্ম্মাত্মা পথে চলিবার সময় পাছে কোন কীটাদি মাড়িয়া ফেলেন, এই জন্য যেখান দিয়া যাইবেন, অগ্রে সেই সেই স্থান ঝাঁট দিতে দিতে গমন করেন। বৌদ্ধেরা যেমন অসংখ্য যুগ-পর্য্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন, সেইরূপ জৈনেরাও বৌদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়া উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীর কল্পনা করিয়াছেন। বৌদ্ধেরা যেমন প্রাচীন সূর্য্যবংশের ইতিহাস আপনাদের ইচ্ছানুসারে সংশোধন করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা যেমন রাজা মহাসম্মতকে পৃথিবীর আদিরাজ এবং তৎপরে ২৮ বংশের পর ইক্ষ্বাকু পর্য্যন্ত অসংখ্যেয় যুগ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও যেমন মহাসম্মত হইতে ইক্ষ্বাকু পর্য্যন্ত ৮৫২৫০৯ বা ৮৪০৩০০০ পুরুষ গণনা করিয়া থাকেন, জৈনদিগের মধ্যেও উক্ত সকল বিষয়ে একরূপ ঐক্য দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই জৈনধর্ম্মের সৃষ্টি। এতদ্ভিন্ন জৈনেরা ব্রাহ্মণগণের আগম-পুরাণাদির নামের অনুকরণে বহুবিধ আগম ও পুরাণাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত পুরাবিদের মতে খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দে জৈনধর্ম্মের বিকাশ হয় (৭)। ডাক্তার বেবরের মতে জৈনসম্প্রদায় বৌদ্ধদিগেরই এক প্রাচীনতম শাখা (৮)। অবশেষ বহু গবেষণা দ্বারা ক্লাটসাহেব স্থির করেন, প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ অব্দে জৈনগণের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় (৯)।

আমরা যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে জৈনধর্ম্মকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিষ্ণু প্রভৃতি কোন কোন পুরাণেও জৈনধর্ম্মের উল্লেখ আছে। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদিগের বহুতর গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে (অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বা বর্দ্ধমান নির্ব্বাণলাভ করেন (১০)।

মথুরা হইতে জৈনসম্প্রদায় কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ যেসকল প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে জৈনদিগের কল্পসূত্র-বর্ণিত স্থবিরগণের উল্লেখ আছে। (১১) এতদ্ভিন্ন কটক জেলার উদয়গিরি এবং জুনাগড়ের উপরকোট হইতে রুদ্রদামারও পূর্ব্ববর্ত্তী যে প্রাচীন শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে *, তৎপাঠে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, জৈনসম্প্রদায় বহু প্রাচীন।

আমাদের বিবেচনায় যখন শাক্য বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহারও অনেক পূর্ব্বে হইতেই জৈনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীনতম জৈনঅঙ্গে স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ বা বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু ললিতবিস্তরাদি প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে নিগ্রন্থ নামে জৈনের উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের কোন কোন বিষয়ে পরস্পর সৌসাদৃশ্য থাকায় জৈনকে বৌদ্ধধর্ম্মের পরবর্ত্তী বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে যে প্রমাণ দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেই সেই প্রমাণ দ্বারাই জৈনধর্ম্ম হইতেও বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা যাইতে পারে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে লালিত-পালিত হইয়াছেন, এরূপ স্থলে বরং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকেই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের জনক বলা যুক্তিসঙ্গত।

যখন কোন নূতন ধর্ম্ম গঠিত হয়, সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ পূর্ব্বতন আচার অনুষ্ঠান এককালে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বহুবর্ষ পরে পুনঃপুনঃ সংস্কার দ্বারা পূর্ব্বপ্রথা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছে।

বোধায়নোক্ত নীতি ও যজুর্ব্বেদের "মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ" এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়া জৈনধর্ম্মের সৃষ্টি। যে সময়ে ভারতে যাগযজ্ঞাদিতে পশুবধপ্রথা বিশেষ প্রবল ছিল, সেই সময়েই কোন কোন মহাপুরুষ দয়ার্দ্র হইয়া তন্নিবারণার্থ অভিনব ধর্ম্মপ্রচারে অগ্রসর হইলেন।

এই অভিনব উত্থানে চারিবর্ণই যোগদান করিয়াছিলেন। বেদে যজ্ঞার্থে পশুহিংসা নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু অহিংসা-প্রচারকগণ আবির্ভূত হইলে বেদমার্গাবলম্বী হিন্দুগণ সকলেই তাঁহাদের বিরুদ্ধ হইলেন এবং নাস্তিক ধর্ম্মত্যাগী প্রভৃতি বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপুরাণে অলক্ষিতভাবে সেই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমতঃ অহিংসাধর্ম্ম-প্রচারকগণ পশুহিংসাপ্রধান যাগযজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু রীতিনীতি, আচারব্যবহার ও পূর্ব্বপালিত অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্রাদি একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যাহা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, একবারে কে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? এই জন্য প্রথম অহিংসামত-প্রবর্ত্তক

(৭) Lassen's Indische Alterthumskunde, Vol. IV. p. 755f.

(৮) Weber's Indische Studien, vol. xvi. p. 241.

(৯) Indian Antiquary, vol. xi P. 246.

(১০) জৈন গ্রন্থ ত্রিলোকসারে লিখিত—
"পণছ০ সযবস পণমাসজুদং গমিয় বীরণিং বুইদো সগরাজো।"
এসম্বন্ধে অপরাপর গ্রন্থের মতামত—Indian Antiquary, vol. xii. p. 21ff. দ্রষ্টব্য।

(১১) Wiener Zeitschrift fur die kunde des Morgenlandes vol. I. 165ff, III, p I and Epigraphia Indica, vol, [illegible]

* Indian Antiquary, Vol xx. p. [illegible]—64.

জৈনগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুষ্ঠিত আচার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না; সেইজন্যই জৈনধর্ম্মের ভিতর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের স্পষ্ট সংস্রব লক্ষিত হয়। সেই জন্যই জৈনগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপূজিত কোন কোন দেবদেবীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। জৈনশাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণদিগের অনুকরণে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আগম ও পুরাণাদি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম জৈনধর্ম্ম অপেক্ষা পরবর্ত্তী। বরং একথা বলা যাইতে পারে, জৈনধর্ম্মের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" রূপ মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াই বৌদ্ধগণের অভ্যুদয়। শাক্যবুদ্ধ জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধিতে মহোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন ব্রাহ্মণগণের অথবা জৈনগণের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্রাদি অথবা উপদেশাদি দ্বারা কোন ফল হইবে না, তিনি স্থির করিলেন যে, জৈন-প্রচারকদিগের ন্যায় দুই নৌকায় পা না দিয়া স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মপ্রচার করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রের কঠিন শৃঙ্খলে মানবমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিলেই যে মানবের দুঃখ দূর হইতে পারে, তাহা তাঁহার পক্ষে ভাল বোধ হইল না। তিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মূলমন্ত্র লইয়া চিরদুঃখ-বিমোচনের জন্য সহজ সদুপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতেই বিমুগ্ধ হইয়া যাহারা অহিংসাবাদী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এখন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আসিয়াই নির্ব্বাণ-ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত মিলিত হইলেন। এজন্য সে সময়ে জৈনধর্ম্মও হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ সমস্ত ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরিয়া পূর্ণ প্রতাপ বিস্তার করিয়াছিল, জৈনধর্ম্ম সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। বরং যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ প্রবল, সে সময় জৈন ধর্ম্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই জন্যই পরবর্ত্তী জৈনশাস্ত্রে মধ্যে মধ্যে জৈনসিদ্ধান্ত-লুপ্ত হইবার কথা আছে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের উপর তীব্র প্রতিবাদও লক্ষিত হয়।

জৈনশাস্ত্র। এখন জৈনগণ ৪৫ খানি সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একাদশ বা দ্বাদশ অঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, দশ পয়ন্ন (প্রকীর্ণ), ছয় ছেদসূত্র, দুইখানি সূত্র এবং চারিখানি মূলসূত্র।

১২ খানি অঙ্গের নাম—আচার, সূত্রকৃত, স্থান, সমবায়, ভগবতী, জ্ঞাতৃধর্ম্মকথা উপাসকদশা, অন্তকৃদ্দশা, অনুত্তরৌপপাতিকদশা, প্রশ্নব্যাকরণ, বিপাক ও দৃষ্টিবাদ (লুপ্ত)

১২ খানি উপাঙ্গের নাম—ঔপপাতিক, রাজপ্রশ্নীয়, জীবাভিগম, প্রজ্ঞাপনা, জম্বুদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি, নিরয়াবলী, কল্পাবতংসিকা, পুষ্পিকা পুষ্পচুলিকা, বৃষ্ণিদশা।

১০ খানি পয়ন্নের নাম—চতুঃশরণ, সংস্তার, আতুর, প্রত্যাখ্যান, ভক্তপরিজ্ঞা, তণ্ডুলবৈতালী, চন্দাবীজ, দেবেন্দ্রস্তব, গণিবীজ, মহাপ্রত্যাখ্যান ও বীরস্তব।

৬ খানি ছেদসূত্রের নাম—নিশীথ, মহানিশীথ, ব্যবহার, দশাশ্রুতস্কন্ধ, বৃহৎকল্প ও পঞ্চকল্প।

৭ খানি মূলসূত্রের নাম উত্তরাধ্যয়ন, আবশ্যক, দশবৈকালিক ও পিণ্ডনির্যুক্তি।

এতদ্ভিন্ন অপর দুইখানি সূত্রের নাম নন্দী ও অনুযোগদ্বার। বিধিপ্রপা ও তাহার টীকায় এইরূপই আছে। রত্নসাগরও ঐরূপ ৪৫ খানি আগমের উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল পয়ন্ন ও ছেদসূত্রের নামের স্থানে সূত্র ও মূলসূত্রের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার সিদ্ধান্তধর্ম্মসারে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ খানি আগম ও কল্পসূত্র নির্ণীত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে ১০ম ও ১১শ অঙ্গের স্থানে ১১শ ও ১০ম অঙ্গ এবং ১২শ উপাঙ্গ বৃষ্ণিদশার পরিবর্ত্তে তাহাতে নব উপাঙ্গ কল্পিয়া (কল্পিকা) (১২) সূত্রের উল্লেখ আছে।

এতদ্ভিন্ন উক্ত সিদ্ধান্তধর্ম্মসারে আবশ্যক, বিশেষাবশ্যক, দশবৈকালিক ও পাক্ষিক এই চারিখানি মূলসূত্র, উত্তরাধ্যয়ন, নিশীথ, কল্প, ব্যবহার ও জিতকল্প এই ৫ খানি কল্পসূত্র, মহানিশীথ-বৃহদ্বাচনা, মহানিশীথ-লঘুবাচনা, মধ্যমবাচনা, পিণ্ডনির্যুক্তি ওঘনির্যুক্তি ও পর্য্যুষণাকল্প এই ছয়খানি সূত্র এবং চতুঃশরণ, প্রত্যাখ্যান, ভক্তিপরিজ্ঞান, মহাপ্রত্যাখ্যান, তণ্ডুলবৈতালিক, চন্দাবিজয়, গণি-বিদ্যা, মরণসমাধি, দেবেন্দ্রস্তবন ও সংস্তার এই ১০ খানি পয়ন্নের উল্লেখ আছে। কিন্তু দৃষ্টিবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ সকল সিদ্ধান্ত বা আগম অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত। জৈনশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে সর্ব্বপ্রথম অঙ্গগুলি রচিত হয়, তৎপরে অপরাপর সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল সিদ্ধান্তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনদিগের মধ্যে সহস্র সহস্র মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থ, এতদ্ভিন্ন শত শত ভাষ্য, টীকা, চূর্ণী ও নির্যুক্তি রচিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান জৈনগণ নন্দীসূত্রের প্রমাণ দেখাইয়া বলিয়া থাকেন, আদিজিন ঋষভদেব হইতেই প্রথম অঙ্গগুলি প্রকাশিত হয় (১৩)। জৈনগণের কোন কোন প্রাচীন আগমে লিখিত

(১২) বিধিপ্রপার টীকাকারের মতে নিরয়াবলীরই অপর নাম কল্পিয়া বা কল্পিকা।

(১৩) "আদিকরপরিমতালে পরত্তিয়া উসভসেণস্স।" (নন্দী)

আছে যে বর্দ্ধমান বা মহাবীর ৮৪০০০০০ পদবিশিষ্ট দ্বাদশাঙ্গ প্রচার করেন, কিন্তু তাহার টীকাকার বর্দ্ধমানের স্থানে ঋষভস্বামীর নাম বসাইয়াছেন (১৪)।

প্রাকৃতভাষায় রচিত নেমিচন্দ্রের প্রবচনসারোদ্ধারে লিখিত আছে, ঋষভ হইতে সুবিধিনাথ এই নয় তীর্থঙ্করের সময় কেবল ১১ খানি অঙ্গ ছিল, দৃষ্টিবাদ ছিল না। সুবিধি হইতে শান্তিনাথ (৯ম হইতে ১৬শ তীর্থঙ্কর) পর্য্যন্ত দ্বাদশাঙ্গ বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু শান্তি হইতে মহাবীর (১৬শ হইতে ২৪শ তীর্থঙ্কর) পর্য্যন্ত সমস্ত নষ্ট হয় নাই। কিন্তু স্থানান্তরে আবার লিখিত আছে; "বুচ্ছিন্নো দিট্ঠিবাও তহিং" অর্থাৎ পরে দৃষ্টিবাদও নষ্ট হইয়াছিল।

ওঘনির্য্যুক্তির অবচুরি-প্রণেতা লিখিয়াছেন, মহাবীর আপন শিষ্যকে যে ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই চতুর্দ্দশ পূর্ব্ববাদ— ঐ দ্বাদশাঙ্গের অন্তর্গত। তাঁহার শিষ্য ১ সুধর্ম্ম, তচ্ছিষ্য ২ জম্বু, তৎপরে ৩ প্রভব, তৎপরে ৪ শয্যম্ভব, তৎপরে ৫ যশোভদ্র, তৎপরে ৬ সম্ভূতিবিজয়, তৎপরে ৭ ভদ্রবাহু এবং অবশেষে ৮ স্থূলভদ্র শিষ্যপরম্পরায় এই ৮ জনমাত্র চতুর্দ্দশপূর্ব্ব জানিতেন, তাঁহারা শ্রুতকেবলী ও চতুর্দ্দশ-পূর্ব্বধারী নামে অভিহিত হইয়াছেন। স্থূলভদ্রের পর আর কেহ চতুর্দ্দশ পূর্ব্ববাদ জানিতেন না। তৎপরে একদশ হইতে চতুর্দ্দশ পূর্ব্ব বিলুপ্ত হয়। নন্দিসূত্রে স্থূলভদ্রের পর মহাগিরি ও সুহস্তী হইতে বজ্র পর্য্যন্ত সাতজন কেবল দশপূর্ব্বী নামে পরিচিত হইয়াছেন। এইরূপে পরবর্ত্তিকালে ক্রমেই পূর্ব্ববাদগুলি লুপ্ত হইতে থাকে। অনুযোগদ্বারসূত্রে নবপূর্ব্বীর উল্লেখ আছে, এমন কি বীরনির্ব্বাণের ৯৮০ বর্ষ পরে দেবর্দ্ধিগণি লিখিয়াছেন, যে একমাত্র পূর্ব্ব অবশিষ্ট আছে। শেষে শান্তিচন্দ্র চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তির টীকায় লিখেন, মহাবীরের ১০০০ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে) দৃষ্টিবাদ সম্পূর্ণরূপে ব্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিলুপ্ত হইল।

হেমাচার্য্যের স্থবিরাবলীচরিত পাঠে জানা যায়, বীরনির্ব্বাণের ১৭০ বর্ষের কিছু পূর্ব্বে পাটলীপুত্রনগরে শ্রীসঙ্ঘ হয়, সে সময় জৈনশাস্ত্র বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শ্রীসঙ্ঘে ৫০০ শত ভিক্ষু মিলিয়া শ্রুতসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। একাদশাঙ্গ সংগৃহীত হইল, কিন্তু সে সময় ভদ্রবাহু ভিন্ন আর কেহই দৃষ্টিবাদ জানিতেন না। তখন ভদ্রবাহু নেপালদেশে গমন করিতেছিলেন। শ্রীসঙ্ঘ হইতে দুইজন মুনি তাঁহাকে আহ্বান করিতে গেলেন; কিন্তু তিনি দ্বাদশবর্ষব্যাপী ধ্যানাবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীসঙ্ঘে উপস্থিত হইতে চাহিলেন না। শ্রীসঙ্ঘ হইতে আরও দুইজন মুনি গিয়া তাঁহাকে সঙ্ঘবাহ্য করিবার ভয় দেখাইলেন। ভদ্রবাহু শুনিলেন যে, স্থূলভদ্র আচার্য্য ১০ পূর্ব্ব অবগত হইয়াছেন, এখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকেই অবশিষ্ট চারিপূর্ব্ব প্রদান করিয়া বলিলেন, যেন আর কাহাকে তিনি এই শেষ চারি পূর্ব্ব প্রদান না করেন (১৫)। তদবধি স্থূলভদ্র প্রধান আচার্য্য হইলেন।

প্রসিদ্ধ দিগম্বরাচার্য্য জিনসেনসূরি হরিবংশ-পুরাণে লিখিয়াছেন, মহাবীর স্বামীই একাদশাঙ্গ প্রচার করেন, দ্বাদশাঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি তাঁহার শিষ্য গৌতমকর্ত্তৃক প্রচারিত হয় (১৬)। যদিও মহাবীরস্বামীর পূর্ব্বে জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু দুই একখান ভিন্ন অধিকাংশ জৈনশাস্ত্র মতেই শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর হইতেই প্রাচীনতম জৈন সিদ্ধান্ত প্রবর্ত্তিত হয়। * মূল সিদ্ধান্তগুলি বরাবর গুরুপরম্পরায় মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল। সেই বহুগ্রন্থ মুখে মুখে থাকায় বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনায় মধ্যে মধ্যে সঙ্ঘ ও নিহ্নব হইত।

লক্ষ্মীবল্লভগণি উত্তরাধ্যয়নসূত্রার্থদীপিকায় লিখিয়াছেন মহাবীরের জীবদ্দশায় দুইটী, তাঁহার নির্ব্বাণের ২১৪ বর্ষ পরে (অর্থাৎ

(১৪) Catalogue of tbe Berlin-Sanskrit and Prakrit MSS 2. p. 679.

(১৫) হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বীরমোক্ষাদ্বর্ষশতে সপ্তত্যগ্রে গতে সতি। ভদ্রবাহুরপি স্বামী যযৌ স্বর্গং সমাধিনা॥" (স্থবিরাবলী ৯।১১২। অর্থাৎ মহাবীরের নির্ব্বাণের ১৭০ বর্ষ গত হইলে ভদ্রবাহুস্বামী সমাধি দ্বারা স্বর্গ গমন করেন। এরূপস্থলে ৩৫৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বে শ্রীসঙ্ঘে জৈনাঙ্গ সংগৃহীত হইয়াছিল।

(১৬) "শ্রাবণস্যাসিতে পক্ষে নক্ষত্রেঽভিজিতে প্রভুঃ।
প্রতিপদ্যাহ্নি পূর্ব্বাহ্ণে শাসনার্থমুদাহরৎ॥
আচারাঙ্গস্য তত্ত্বার্থং তথা সূত্রকৃতস্য চ।
জগাদ ভগবান্ বীরঃ সংস্থানসমবায়য়োঃ॥
ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তিতত্ত্বং জ্ঞাতৃধর্মকথাশ্রিতম্।
অনুত্তরদশস্যার্থং প্রশ্নব্যাকরণস্য চ॥
তথা বিপাকসূত্রস্য পবিত্রার্থং ততঃ পরম্॥
ত্রিষষ্টি ত্রিশতী যত্র দৃষ্টীনামভিধীয়তে।
দৃষ্টিবাদস্য তত্ত্বার্থং পঞ্চভেদস্য সর্ব্ববিৎ॥
জগাদ জগতাং নাথ প্রথমং পরিকর্ম্মণঃ।
সূত্রস্যাপ্যনুযোগস্য তথা পূর্ব্বগতস্য চ॥
উৎপাদপূর্ব্ব পূর্ব্বস্য পরমার্থং ততঃ পরম্।
অথ[illegible]সম্পন্নং ক্রত্বার্থং জিনভাষিতম্।
দ্বাদশাঙ্গশ্রুতঃ স্কন্ধং সোপাঙ্গং গৌতমো [illegible]॥ (হরিবংশ পুরাণ)

* কাহারও মতে অঙ্গের পূর্ব্বে গণধরেরা যাহা প্রকাশিত করেন, তাহাই পূর্ব্ববাদ। "সূত্রিতানি গণধরৈরঙ্গাৎ পূর্ব্ব[illegible]। পূর্ব্বাণীত্যভিধীয়ন্তে তেনৈতানি চতুর্দ্দশ। [illegible]চরিত)

৩১৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) তৃতীয়বার, বীর-নির্ব্বাণের ২২০ বর্ষ গতে চতুর্থ বার, বীরনির্ব্বাণের ২২৮ বর্ষ পরে পঞ্চমবার, বীরনির্ব্বাণের ৫৪৪ বর্ষ গতে ষষ্ঠবার, বীর হইতে ৫৮৪ গত বর্ষে সপ্তমবার এবং বীর হইতে ৬০৯ গতবর্ষে অষ্টম নিহ্নব হইয়াছিল (১৭)।

শেষ নিহ্নবের স্থান মথুরা। ঐ সময়ে যে মথুরায় জৈনগণ প্রবল ছিল, তাহা কঙ্কালী-তিলা হইতে আবিষ্কৃত সেই সময়ের শিলালিপি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। দিগম্বর জৈনদিগের মতে—বীরনির্ব্বাণের পর ৬৩৩ হইতে ৬৮৩ বর্ষের (১০৭ হইতে ১৫৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে পুষ্পদন্ত নামে একজন আচার্য্য সমস্ত অঙ্গ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন (১৮)

কোন কোন জৈনশাস্ত্রকারের মতে প্রথমে সমস্ত সিদ্ধান্তই মাগধী ভাষায় ছিল, সাধারণের সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ হইবার সময় অর্দ্ধমাগধীভাষায় পরিণত হয়।

জৈনসিদ্ধান্তগুলি বহু পরে লিপিবদ্ধ হইলেও মূল অঙ্গগুলি যে বহু প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ বলিতে চাহেন যে, খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর মধ্যে গ্রীকদিগের ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ ভারতে প্রচারিত হয়, কিন্তু জৈনদিগের মূল অঙ্গে গ্রীকজ্যোতিষের কিছুমাত্র আভাস নাই, তাহা বিখ্যাত জর্ম্মণ পণ্ডিত বেবর মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (১৯)। ব্রাহ্মণগণের বেদসংহিতায় যেরূপ পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ ও কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্রের গণনা দৃষ্ট হয়, জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গে সেইরূপ কাল নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ স্থলে ঐ সকল অঙ্গের বিষয় যে বহু প্রাচীন, এমন কি বৌদ্ধদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থরচনার পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। [বৌদ্ধ দেখ।]

অঙ্গের পর উপাঙ্গ রচিত হয়। জৈন-হরিবংশে মহাবীরের প্রধান শিষ্য গৌতম কর্ত্তৃক উপাঙ্গ প্রচারের কথা বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু কোন কোন খানি নিতান্ত প্রাচীন হইলেও কোন কোন খানি নিতান্ত অপ্রাচীন। অঙ্গে যেমন কৃত্তিকা হইতে আরম্ভ, উপাঙ্গে ভরণী হইতে মহাবিষুব এবং অভিজিৎ হইতে সেইরূপ নক্ষত্র গণনা আরম্ভ হইয়াছে। কোন উপাঙ্গে যব, যালব প্রভৃতি অপ্রাচীন শব্দেরও উল্লেখ আছে।

আবার প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গে লিখিত আছে যে, শ্যামার্য্য ইহার রচনা করিয়াছেন। খরতরগচ্ছের পট্টাবলী মতে, বীরনির্ব্বাণের ৩৭৬ বর্ষ পরে শ্যামার্য্য বিদ্যমান ছিলেন, এরূপস্থলে প্রজ্ঞাপনা প্রভৃতি কোন কোন উপাঙ্গ খৃষ্টীয় পূর্ব্ব ১ম বা ২য় শতাব্দে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্বেতাম্বরেরা ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। দিগম্বরেরাও উহার কোন কোন খানির মত মানিয়া চলেন, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ধর্ম্মপুস্তক পরবর্ত্তিকালে সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

ব্রাহ্মণগণের ভাগবতে যেমন ২৪ অবতার ও বৌদ্ধগ্রন্থে যেমন ২৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে, জৈনশাস্ত্রেও সেইরূপ ২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। জৈনদিগের প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত একাদশাঙ্গের মধ্যে সমবায়াঙ্গে আমরা ঐ ২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ প্রাপ্ত হই। জৈনযতিগণ বলিয়া থাকেন—

"অন্তরায়দানলাভবীর্য্যভোগোপভোগগাঃ।
হাসো রত্যরতীভীতির্জুগুপ্সা শোক এব চ॥
কামো মিথ্যাত্বমজ্ঞাননিদ্রা চাবিরতি স্তথা।
রাগো দ্বেষশ্চ নো দোষাস্তেষামষ্টাদশাপ্যমী॥" (স্যাদ্বাদর°)

দান অন্তরায়, লাভগত অন্তরায়, বীর্য্যগত অন্তরায়, ভোগান্তরায়, উপভোগান্তরায়, পদার্থে প্রীতি, অপ্রীতি, সপ্তপ্রকার ভয়, ঘৃণা, শোক, কাম, দর্শনমোহ, অজ্ঞান, নিদ্রা, অবিরতি, রাগ ও দ্বেষ এই ১৮ প্রকার দোষ যাহার নাই, এইরূপ ব্যক্তিই জিনপদবাচ্য। তাঁহাকেই জৈনেরা অর্হন্, জিন, পরমেশ্বর, ভগবান্ ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। ঐ ১৮টীর মধ্যে কোন দোষ থাকিলে তিনি জিন বা তীর্থঙ্করপদবাচ্য হইতে পারেন না। [তীর্থঙ্কর দেখ।]

জৈনাগমে বর্ত্তমান অবসর্পিণীর পূর্ব্বে উৎসর্পিণীতে যে ২৪ তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—১ম কেবলজ্ঞানী, ২য় নির্ব্বাণী, ৩য় সাগর, ৪র্থ মহাযশ, ৫ম বিমলনাথ, ৬ষ্ঠ সর্ব্বানুভূতি, ৭ম শ্রীধর, ৮ম দত্ত, ৯ম দামোদর, ১০ম সুতেজ, ১১শ স্বামী, ১২শ মুনিসুব্রত, ১৩শ সুমতি, ১৪শ শিবগতি, ১৫শ অস্তাগ, ১৬শ নেমীশ্বর, ১৭শ অনিল, ১৮শ যশোধর, ১৯শ কৃতার্থ, ২০শ জিনেশ্বর, ২১শ শুদ্ধমতি, ২২শ শিবকর, ২৩শ স্যন্দন এবং ২৪শ সংপ্রতি।

বর্ত্তমান অবসর্পিণীতে এই ২৪ জন তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন—১ম ঋষভদেব *, ২য় অজিতনাথ, ৩য় সম্ভবনাথ, ৪র্থ অভিনন্দন,

(১৭) লক্ষ্মীবল্লভের উক্ত সূত্রার্থদীপিকার ৩য় অধ্যয়নে ৮টী নিহ্নবের স্থান, কাল, পাত্র ও বিষয়াদি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

(১৮) আবার কাহারও মতে ৯৯৩ বীরগতাব্দে শ্রীস্কন্দিলাচার্য্যের অধিনায়কতায় মথুরানগরে জৈনসিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু জৈনদিগের সমবায়াঙ্গ, প্রজ্ঞাপনা উপাঙ্গ ও অনুযোগদ্বারসূত্রে স্পষ্ট লিপিপদ্ধতির উল্লেখ থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বেই জৈন-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ৯৮০ বীর-গতাব্দে বলভীরাজ ধ্রুবসেন আদেশ করিয়াছিলেন যে, সাধারণে প্রকাশ্যে কল্পসূত্র পাঠ করিবে।

(১৯) Weber's Indische Studien Vol. XVI. p. 236.

* শ্রীমদ্ভাগবতের মতে ইনি প্রথম বিষ্ণুর অবতার।

জিনমালা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
তীর্থঙ্করের নাম	পিতৃনাম	মাতৃনাম	চ্যবণতিথি	বিমাননাম	জন্মতিথি	জন্মনক্ষত্র	জন্মরাশি	জন্মনগরী	চিহ্ন	শরীরমান	আয়ুমান
১ ঋষভদেব	নাভি	মরুদেবী	আষ কৃ ৪	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	চৈ কৃ ৮	উত্তরাষাঢ়া	ধনু	বিনীতা	বৃষভ	৫০০ ধনু	৮৪ লক্ষ পূ
২ অজিতনাথ	জিতশত্রু	বিজয়া	বৈ শু ১৩	বিজয়	মা শু ৮	রোহিণী	বৃষ	অযোধ্যা	হস্তী	৪৫০ „	৭২ „
৩ সম্ভবনাথ	জিতারি	সেনা	ফা শু ৮	গ্রৈবেয়ক	মা শু ১৪	মৃগশিরা	মিথুন	শ্রাবস্তী	অশ্ব	৪০০ „	৬০ „
৪ অভিনন্দন	সম্বররাজ	সিদ্ধার্থা	বৈ শু ৪	জয়ন্ত	মা শু ২	পুনর্ব্বসু	মিথুন	অযোধ্যা	বানর	৩৫০ „	৫০ „
৫ সুমতিনাথ	মেঘরাজ	মঙ্গলা	শু শ্রা ২	জয়ন্ত	বৈ শু ৮	মঘা	সিংহ	অযোধ্যা	ক্রৌঞ্চ	৩০০ „	৪০ „
৬ পদ্মপ্রভ	শ্রীধররাজ	সুসীমা	মা কৃ ৬	গ্রৈবেয়ক	কা কৃ ১২	চিত্রা	কন্যা	কৌশাম্বী	পদ্ম	২৫০ „	৩০ „
৭ সুপার্শ্ব	প্রতিষ্ঠারাজ	পৃথিবী	ভা কৃ ৮	মধ্যিগ্রৈবেয়ক	জ্যৈ শু ১২	বিশাখা	তুলা	বারাণসী	স্বস্তিক	২০০ „	২০ „
৮ চন্দ্রপ্রভ	মহাসেনরাজ	লক্ষণা	চৈ কৃ ৫	বিজয়ন্ত	পৌ কৃ ১২	অনুরাধা	বৃশ্চিক	চন্দ্রপুরী	চন্দ্র	১৫০ „	১০ „
৯ সুবিধিনাথ	সুগ্রীবরাজ	রামা	ফা কৃ ৯	আনতদেবলোক	অগ্র কৃ ৫	মূলা	ধনু	কাকন্দী	মকরধ্বজ	১০০ „	২ „
১০ শীতলনাথ	দৃঢ়রথ	নন্দা	বৈ কৃ ৬	অচ্যুতদেব	মা কৃ ১২	পূর্ব্বাষাঢ়া	ধনু	ভদ্রিলপুর	শ্রীবৎস	৯০ „	১ „
১১ শ্রেয়াংসনাথ	বিষ্ণুরাজ	বিষ্ণুমাতা	জ্যৈ কৃ ৬	অচ্যুতদেব	ফা কৃ ১২	শ্রবণা	মকর	সিংহপুরী	গণ্ডার	৮০ „	৮৪ লক্ষ বর্ষ
১২ বাসুপূজ্য	বসুপূজ্যরাজ	জয়া	জ্যৈ শু ৯	প্রাণতদেব	ফা কৃ ১৪	শতভিষা	কুম্ভ	চম্পাপুরী	মৃগ	৭০ „	৭২ „
১৩ বিমলনাথ	কৃতবর্ম্ম	শ্যামা	বৈ শু ১২	সহসারদেব	মা শু ৩	উত্তরভাদ্র	মীন	কাম্পিল্য	বরাহ	৬০ „	৬০ „
১৪ অনন্তনাথ	সিংহসেন	সুযশা	শ্রা কৃ ৭	প্রাণতদেব	বৈ কৃ ১৩	রেবতী	মীন	অযোধ্যা	সীচাণা	৫০ „	৩০ „
১৫ ধর্ম্মনাথ	ভানুরাজ	সুব্রতা	বৈ শু ৭	বিজয়	মা শু ৩	পুষ্যা	কর্কট	রত্নপুরী	বজ্র	৪৫ „	১০ „
১৬ শান্তিনাথ	বিশ্বসেন	অচিরা	ভা কৃ ৭	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	জ্যৈ কৃ ১৩	ভরণী	মেষ	গজপুর	হরিণ	৪০ „	১ „
১৭ কুন্থুনাথ	সুররাজ	শ্রী	শ্রা কৃ ৯	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	বৈ কৃ ১৪	কৃত্তিকা	বৃষ	গজপুর	ছাগ	৩৫ „	৯৫০০০ বর্ষ
১৮ অরনাথ	সুদর্শন	দেবী	ফা শু ২	সর্ব্বার্থসিদ্ধ	অগ্র শু ১০	রেবতী	মীন	গজপুর	নন্দ্যাবর্ত্ত	৩০ „	৮৪০০০ বর্ষ
১৯ মল্লীনাথ	কুম্ভরাজ	প্রভাবতী	ফা শু ৪	জয়ন্ত	অগ্র শু ১১	অশ্বিনী	মেষ	মথুরা	কলশ	২৫ „	৫৫০০০ বর্ষ
২০ মুনিসুব্রত	সুমিত্ররাজ	পদ্মাবতী	শ্রা শু ১৫	অপরাজিতা	জ্যৈ কৃ ৮	শ্রবণা	মকর	রাজগৃহ	কচ্ছপ	২০ „	৩০০০০ বর্ষ
২১ নমীনাথ	বিজয়রাজ	বিপ্রা	আশ্বি পূ	প্রাণতদেব	শ্রা কৃ ৮	অশ্বিনী	মেষ	মথুরা	কমল	১৫ „	১০০০০ বর্ষ
২২ নেমিনাথ	সমুদ্রবিজয়	শিবা	কা কৃ ১২	অপরাজিতা	শ্রা শু ৫	চিত্রা	কন্যা	সৌরীপুর	শঙ্খ	১০ „	১০০০ বর্ষ
২৩ পার্শ্বনাথ	অশ্বসেন	বামা	চৈ কৃ ৪	প্রাণতদেব	পৌ কৃ ১৩	বিশাখা	তুলা	বারাণসী	সর্প	৯ „	১০০ বর্ষ
২৪ মহাবীর	সিদ্ধার্থরাজ	ত্রিশলা	আষ শু ৬	প্রাণতদেব	চৈ কৃ ১৩	উত্তরফাল্গুনী	কন্যা	ক্ষত্রিয়কুণ্ড	সিংহ	৭ „	৭২ বর্ষ

১৩ শরীরের বর্ণ	১৪ উপাধি	১৫ বিবাহিত কি না?	১৬ দীক্ষাসঙ্গ	১৭ দীক্ষানগরী	১৮ দীক্ষাতপ	১৯ প্রথম পারণ	২০ পারণ-স্থান	২১ পারণকাল	২২ দীক্ষাতিথি	২৩ ছদ্মস্থ°	২৪ জ্ঞাননগরী	২৫ গর্ভবাস
১ সুবর্ণবর্ণ	রাজা	বিবাহিত	৪০০ সাধু	বিনীতা	দুই উপবাস	ইক্ষুরস	শ্রেয়াংস-গৃহ	একবর্ষ পরে	চৈত্রকৃষ্ণাষ্টমী	১০০০ বর্ষ	পুরিমতাল	৯ মাস ৪ দি
২ ,,	,,	,,	১০০০	অযোধ্যা	,,	পরমান্ন	ব্রহ্মদত্তগৃহ	২ দিন পরে	মা কৃ ৯	১২ ,,	অযোধ্যা	৮ ,, ২৫ ,,
৩ ,,	,,	,,	১০০০	শ্রাবস্তী	,,	,,	সুরেন্দ্রেরগৃহ	,,	অগ্র পূ	১৪ ,,	শ্রাবস্তী	৯ ,, ৬ ,,
৪ ,,	,,	,,	১০০০	অযোধ্যা	,,	দুগ্ধ	ইন্দ্রদত্তগৃহ	,,	মা শু ১২	১৮ ,,	অযোধ্যা	৮ ,, ২৮ ,,
৫ ,,	,,	,,	১০০০	অযোধ্যা	নিত্যাহার	,,	পদ্মেরগৃহ	,,	বৈ শু ৯	২০ ,,	অযোধ্যা	৯ ,, ৬ ,,
৬ রক্ত	,,	,,	১০০০	কৌশাম্বী	১ উপবাস	,,	সোমদেবালয়	,,	কা কৃ ১৩	৬ মাস	কৌশাম্বী	৯ ,, ৬ ,,
৭ সুবর্ণ	,,	,,	১০০০	বারাণসী	২ উপবাস	,,	মহেন্দ্রালয়	,,	জ্যৈ শু ১৩	৯ ,,	বারাণসী	৯ ,, ১৯ ,,
৮ শ্বেত	,,	,,	১০০০	চন্দ্রপুরী	,,	,,	সোমদত্তগৃহ	,,	পৌ কৃ ১৩	৩ ,,	চন্দ্রপুরী	৯ ,, ৭ ,,
৯ শ্বেত	,,	,,	১০০০	কাকন্দী	,,	,,	পুষ্পেরগৃহ	,,	অগ্র কৃ ৬	৪ ,,	কাকন্দী	৮ ,, ২৬ ,,
১০ সুবর্ণ	,,	,,	১০০০	ভদ্রিলপুর	,,	,,	পুনর্বসুগৃহ	,,	মা কৃ ১২	৩ ,,	ভদ্রিলপুর	৯ ,, ৬ ,,
১১ সুবর্ণ	,,	,,	১০০০	সিংহপুর	,,	,,	নন্দগৃহ	,,	ফা কৃ ১৩	২ ,,	সিংহপুর	৯ ,, ৬ ,,
১২ লাল	,,	,,	৬০০	চম্পাপুর	,,	,,	সুনন্দগৃহ	,,	ফা পূ	১ ,,	চম্পাপুরী	৮ ,, ২০ ,,
১৩ সুবর্ণ	,,	,,	১০০০	কাম্পিল্য	,,	,,	জয়রাজগৃহ	,,	মা শু ৪	২ ,,	কাম্পিল্য	৮ ,, ২১ ,,
১৪ ,,	,,	,,	১০০০	অযোধ্যা	,,	,,	বিজয়রাজগৃহ	,,	বৈ কৃ ১৪	৩ ,,	অযোধ্যা	৯ ,, ৬ ,,
১৫ ,,	,,	,,	১০০০	রত্নপুরী	,,	,,	ধর্মসিংহালয়	,,	মা শু ১৩	২ বর্ষ	রত্নপুরী	৮ ,, ২৬ ,,
১৬ ,,	চক্রবর্ত্তী	৬৪০০০ স্ত্রী	১০০০	গজপুর	,,	,,	সুমিত্রাগৃহ	,,	জ্যৈ কৃ ১৪	১ ,,	গজপুর	৯ ,, ৬ ,,
১৭ ,,	,,	৬৪০০০ ,,	১০০০	গজপুর	,,	,,	ব্যাঘ্রসিংহালয়	,,	চৈ কৃ ৫	১৬ ,,	গজপুর	৯ ,, ৫ ,,
১৮ ,,	,,	৬৪০০০ ,,	১০০০	গজপুর	,,	,,	অপরাজিতগৃহ	,,	অগ্র শু ১১	৩ ,,	গজপুর	৯ ,, ৮ ,,
১৯ নীল	কুমার	অবিবাহিত	৩০০	মিথিলা	৩ উপবাস	,,	বিশ্বসেনগৃহ	,,	অগ্র শু ১১	১ অহোরাত্র	মথুরা	৯ ,, ৭ ,,
২০ শ্যাম	রাজা	বিবাহিত	১০০০	রাজগৃহ	২ উপবাস	,,	ব্রহ্মদত্তগৃহ	,,	ফা শু ১২	১১ মাস	রাজগৃহ	৯ ,, ৮ ,,
২১ পীত	,,	,,	১০০০	মথুরা	,,	,,	দিন্নকুমারগৃহ	,,	আব কৃ ৯	৯ ,,	মথুরা	৯ ,, ৮ ,,
২২ শ্যাম	কুমার	অবিবাহিত	১০০০	সৌরীপুর	,,	,,	বড়দিন্নগৃহ	,,	শ্রা শু ৬	৫৪ দিন	শত্রুঞ্জয়	৯ ,, ৮ ,,
২৩ নীল	,,	বিবাহিত	৩০০	বারাণসী	,,	,,	ধন্যেরগৃহ	,,	পৌ কৃ ১১	৮৪ ,,	বারাণসী	৯ ,, ৬ ,,
২৪ পীত	,,	,,	একাকী	ক্ষত্রিয়কুণ্ড	,,	,,	বহুলব্রাহ্মণগৃহ	,,	অগ্র কৃ ১১	১২ বর্ষ	ঋজুবালুকানদী	৯ ,, ৭ ,,

২৬ কুল	২৭ গণধরসংখ্যা	২৮ সাধু	২৯ সাধ্বী	৩০ ১৪শ পূর্ব্বী	৩১ কেবলী	৩২ শ্রাবক	৩৩ শ্রাবিকা	৩৪ জ্ঞানতীর্থ	৩৫ দীক্ষাবৃক্ষ	৩৬ মোক্ষাসন	৩৭ মোক্ষতিথি	৩৮ মোক্ষস্থান	৩৯ ১ম গণধর	৪০ ১ম আর্য্যা
১ ইক্ষ্বাকু	৮৪	৮৪০০০	৩০০০০০	৪৭৫০	২০০০০	৩৫০০০০	৫৫৪০০০	ফা কৃ ১১	বটবৃক্ষ	পদ্মাসন	মা কৃ ১৩	অষ্টপদ	পুণ্ডরীক	ব্রাহ্মী
২ ,,	৯৫	১০০০০০	৩৩০০০০	৩৭২০	২২০০০	২৯৮০০০	৫৪৫০০০	পৌ কৃ ১১	সাল	কায়োৎসর্গ	চৈ শু ৫	সমেতশিখর	সিংহসেন	ফল্গুনী
৩ ,,	১০২	২০০০০০	৩০৬০০০	২১৫০	১৫০০০	২৯৩০০০	৬৩৬০০০	কা কৃ ৫	প্রিয়াল	কায়োৎসর্গ	চৈ শু ৫	,,	চারু	শ্যামা
৪ ,,	১১৬	৩০০০০০	৬৩০০০০	১৫০০	১৪০০০	২৮৮০০০	৫২৭০০০	পৌ কৃ ১৪	প্রিয়ঙ্গু	,,	বৈ শু ৮	,,	বজ্রনাভ	অজিতা
৫ ,,	১০০	৩২০০০০	৫৩০০০০	২৪০০	১৩০০০	২৮১০০০	৫১৬০০০	চৈ শু ১১	সাল	,,	চৈ শু ৯	,,	চরম	কাশ্যপী
৬ ,,	১০৭	৩৩০০০০	৩৩০০০০	২৩০০	১২০০০	২৭৬০০০	৫০৫০০০	চৈ পূর্ণিমা	ছত্র	,,	অগ্র কৃ ১১	,,	প্রদ্যোতন	রতি
৭ ,,	৯৫	৩০০০০০	৪৩০০০০	২০৩০	১১০০০	২৫৭০০০	৪৯৩০০০	ফা কৃ ৬	শিরীষ	,,	ফা কৃ ৭	,,	বিদর্ভ	সোমা
৮ ,,	৯৩	২৫০০০০	৩৮০০০০	২০০০	১০০০০	২৫০০০০	৪৭৯০০০	ফা কৃ ৭	নাগ	,,	ভা কৃ ৭	,,	দিন্ন	সুমনা
৯ ,,	৮৮	২০০০০০	১২০০০০	১৫০০	৭৫০০	২২৯০০০	৪৭১০০০	ফা শু ৩	শালী	,,	ভা শু ৯	,,	বরাহক	বারুণী
১০ ,,	৮১	১০০০০০	১০০০০৬	১৪০০	৭০০০	২৮৯০০০	৪৫৮০০০	পৌ কৃ ১৪	প্রিয়ঙ্গু	,,	বৈ কৃ ২	,,	নন্দ	সুরমা
১১ ,,	৭৬	৮৪০০০	১০৩০০০	১৩০০	৬৫০০	২৭৯০০০	৪৪৮০০০	মা কৃ ৩	তিন্দুক	,,	শ্রা কৃ ৩	,,	কস্তুপ	ধারণী
১২ ,,	৬৬	৭২০০০	১০০০০০	১২০০	৬০০০	২১৫০০০	৪৩৬০০০	মা শু ২	পাটল	,,	আষ শু ১৪	চম্পাপুরী	সুভূম	ধরণী
১৩ ,,	৫৭	৬৮০০০	১০০৮০০	১১০০	৫৫০০	২০৮০০০	৪২৪০০০	পৌ শু ৬	জম্বু	,,	আষ কৃ ৭	সমেতশিখর	মন্দর	ধরণীধরা
১৪ ,,	৫০	৬৬০০০	৬২০০০	১০০০	৫০০০	২০৬০০০	৪১৩০০০	বৈ কৃ ১৪	অশোক	,,	চৈ শু ৫	,,	যশ	পদ্মা
১৫ ,,	৪৩	৬৪০০০	৬২৪০০	৯০০	৪৫০০	২০৪০০০	৪১৪০০০	পৌ পূর্ণিমা	দধিপর্ণ	,,	জ্যৈ শু ৫	,,	অরিষ্ট	শিবা
১৬ ,,	৩৬	৬২০০০	৬১৬০০	৮০০	৪৩০০	১৯০০০০	৩৯৩০০০	পৌ শু ৯	নন্দী	,,	জ্যৈ কৃ ১৩	,,	চক্রযোধ	শ্রুতি
১৭ ,,	৩৫	৬০০০০	৬০৬০০	৬৭০	৩২০০	১৭৯০০০	৩৮১০৬০	চৈ শু ৩	ভীলক	,,	বৈ কৃ ১	,,	সাম্ব	দামিনী
১৮ ,,	৩৩	৫০০০০	৬০০০০	৬১০	২৯০০	১৮৪০০০	৩৬২০০০	কা শু ১২	আম্র	,,	অগ্র শু ১০	,,	কুম্ভ	রক্ষিতা
১৯ ,,	২৮	৪০০০০	৫৫০০০	৬৬৮	২২০০	১৮৩০০০	৩৭০০০০	অগ্র শু ১১	অশোক	,,	ফা শু ১৩	,,	অভীক্ষক	বন্ধুমতী
২০ হরিবংশ	১৮	৩০০০০	৫০০০০	৫০০	১৮০০	১৭২০০০	৩৫০০০০	ফা কৃ ১২	চম্পক	,,	জ্যৈ কৃ ৯	,,	মল্লী	পুষ্পবতী
২১ ইক্ষ্বাকু	১৭	২০০০০	৪১০০০	৪৫০	১৬০০	১৭০০০০	৩৪৮০০০	অগ্র শু ১১	বকুল	,,	বৈ কৃ ১০	,,	শুভ	অমিলা
২২ হরিবংশ	১১	১৮০০০	৪০০০০	৪০০	১৫০০	১৬৯০০০	৩৩৬০০০	আশ্বি অমা	বেতস	পদ্মাসন	আষ শু ৮	শত্রুঞ্জয়	বরদত্ত	যক্ষিণী
২৩ ইক্ষ্বাকু	১০	১৬০০০	৩৮০০০	৩৫০	১০০০	১৬৪০০০	৩৩৯০০০	চৈ কৃ ৪	ধাতকী	কায়োৎসর্গ	শ্রা শু ৮	সমেতশিখর	আর্য্যদিন্ন	পুষ্পচূড়া
২৪ ,,	১১	১৪০০০	৩৬০০০	৩০০	৭০০	১৫৯০০০	৩১৮০০০	বৈ শু ১০	শাল	পদ্মাসন	কা অমা	অপাপপুরী	ইন্দ্রভূতি	চন্দনবালা

বৈ = বৈশাখ, জ্যৈ = জ্যৈষ্ঠ, আষ = আষাঢ়, শ্রা = শ্রাবণ, ভা = ভাদ্র, আশ্বি = আশ্বিন, কা = কার্ত্তিক, অগ্র = অগ্রহায়ণ, পৌ = পৌষ, মা = মাঘ, ফা = ফাল্গুন, চৈ = চৈত্র, পূ = পূর্ণিমা, অমা = অমাবস্যা, কৃ = কৃষ্ণপক্ষ, শু = শুক্লপক্ষ।

৫ম সুমতি, ৬ষ্ঠ পদ্মপ্রভ, ৭ম সুপার্শ্ব, ৮ম চন্দ্রপ্রভ, ৯ম সুবিধি অপর নাম পুষ্পদন্ত, ১০ম শীতলনাথ, ১১শ শ্রেয়াংসনাথ, ১২শ বাসুপূজ্য, ১৩শ বিমলনাথ, ১৪শ অনন্তনাথ, ১৫শ ধর্ম্মনাথ, ১৬শ শান্তিনাথ, ১৭শ কুন্থুনাথ, ১৮শ অরনাথ, ১৯শ মল্লিনাথ, ২০শ মুনিসুব্রত, ২১শ নমিনাথ, ২২শ নেমিনাথ বা অরিষ্টনেমি, ২৩শ পার্শ্বনাথ এবং ২৪শ মহাবীর বা বর্দ্ধমান।

বর্ত্তমান জৈনগণ শেষোক্ত ২৪ তীর্থঙ্করকেই যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রাচীন জৈনাগমে এই ২৪ জনের বিবরণ ও শিষ্যাদির কথা বর্ণিত আছে। দিগম্বরেরা ঐ ২৪ জনের চরিত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই চতুর্বিংশতি জৈন-পুরাণ নামে খ্যাত*। অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত আগম ও সংস্কৃত জৈনপুরাণসমূহে তীর্থঙ্করদিগের সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহারই সারসংগ্রহ স্বতন্ত্র তালিকায় প্রদত্ত হইল। [পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় জিনমালা দ্রষ্টব্য।]

বর্ত্তমান জৈনগণ ঐ ২৪ জনের পূজাদি করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কস্তিমাঞ্জন মহাবীরের পূজোৎসবই বিশেষ জাকজমকে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈনধর্ম্মের উপদেশমূলক প্রাচীন জৈনাগম মহাবীর কর্ত্তৃকই ব্যক্ত হইয়াছিল। প্রথমে তাঁহার প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতি ও সুধর্ম্মস্বামী মহাবীরের নিকট উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন।

মহাবীর ও ইন্দ্রভূতির দেহত্যাগের পর সুধর্ম্মস্বামী আবার জম্বুস্বামীকে উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে জম্বু প্রভবকে, প্রভব শয্যম্ভবকে, শয্যম্ভব যশোভদ্রকে, যশোভদ্র সম্ভূতিবিজয়কে এবং সম্ভূতিবিজয় ভদ্রবাহুকে উপদেশ করেন। এই কয়জনই শ্রুতকেবলী নামে বিখ্যাত হন। তৎপরে পাটলীপুত্রের শ্রীসঙ্ঘে স্থূলভদ্র পট্টধর বা সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য-পদে অভিষিক্ত হন। জৈনদিগের পট্টাবলীগ্রন্থে স্থূলভদ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কেবলী ও পরবর্ত্তী পট্টধরগণের পর্য্যায়ক্রমে অভিষেককার্য্যাদি লিপিবদ্ধ আছে। তৎপাঠে আমরা অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ পর-পৃষ্ঠায় বৃহৎ খরতরগচ্ছ-পট্টাবলী উদ্ধৃত হইল এবং নিম্নে তপাগচ্ছ পট্টাবলী হইতে ঐতিহাসিক অংশের সারসংগ্রহ লিপিবদ্ধ হইল।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরদিগের গ্রন্থে দুইপ্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মহাবীরস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা অলৌকিক বা অনৈতিহাসিক এবং মহাবীরের পরবর্ত্তী ঘটনাবলী ঐতিহাসিক বা অধিকাংশে প্রকৃত। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা অলৌকিক বলিয়া তাহাতে বিশ্বাসযোগ্য কোন কথা নাই। এজন্য অলৌকিক অংশ পরিত্যক্ত হইল।

শ্বেতাম্বরদিগের গ্রন্থ ও তপাগচ্ছপট্টাবলীবর্ণিত ইতিহাস।

শ্বেতাম্বর জৈনেরা বলিয়া থাকেন যে, আবশ্যকসূত্র, বীরচরিত্র ও বৃহৎকল্পাদি শাস্ত্রে মহাবীরের সময়কার আচারব্যবহার ও রাজগণের বিবরণ লিখিত আছে।

মহাবীরের পর তাঁহার প্রধান শিষ্য গৌতম বা ইন্দ্রভূতিই পাটে বসিবার কথা, কিন্তু যে দিন মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই দিনই গৌতম কেবল-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কেবলী হইলে তাঁহার পাটে বসিবার অধিকার নাই, কারণ কেবলী যখন যাহা বলেন, তাহা আপন জ্ঞানানুসারে প্রকাশ করিয়া থাকেন, পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর কি বলিয়াছেন, একথা তিনি বলেন না। সেই জন্য তাঁহার পরিবর্ত্তে মহাবীরের অপর শিষ্য গণধর সুধর্ম্মস্বামী মহাবীরের পাটে বসিলেন। তাই জৈনদিগের পট্টাবলীতে সুধর্ম্মের নাম প্রথম দেখিতে পাই।

শ্বেতাম্বরদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে, সুধর্ম্মের শিষ্য জম্বুস্বামীর সময় ১ মনঃপর্য্যায় জ্ঞান, ২ পরমাবধিজ্ঞান, ৩ পুলাকলব্ধি, ৪ আহারকশরীর, ৫ ক্ষপকশ্রেণী, ৬ উপশমশ্রেণী, ৭ জিনকল্পমুনির রীতি, ৮ পরিহারবিশুদ্ধিচারিত্র, সূক্ষ্মসম্পরায় ও যথাখ্যাত এই তিন প্রকার সংযম, ৯ কেবলজ্ঞান ও ১০ মোক্ষ এই দশবস্তুর বিচ্ছেদ হইয়াছিল।

৫ম পট্টাচার্য্য শয্যম্ভবস্বামী জৈন সাধুদিগের জন্য দশবৈকালিকসূত্র প্রণয়ন করেন।

৬ষ্ঠ পট্টধর ও শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু (১ম) আবশ্যকনির্যুক্তি, দশবৈকালিকনির্যুক্তি উত্তরাধ্যয়ননির্যুক্তি, আচারাঙ্গনির্যুক্তি, সূত্রকৃতাঙ্গনির্যুক্তি সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তিনির্যুক্তি, ঋষিভাষিতনির্যুক্তি, কল্পনির্যুক্তি, ব্যবহারনির্যুক্তি ও দশনির্যুক্তি এই ১০ খানি নির্যুক্তি এবং কল্পসূত্র, ব্যবহারসূত্র ও দশাশ্রুতস্কন্ধ নামে ধর্ম্মশাস্ত্র, ভদ্রবাহুসংহিতা নামে একখানি বৃহৎজ্যোতিষ ও উপসর্গহরস্তোত্র রচনা করিয়া জৈনগণের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। ৭ম পট্টধর স্থূলভদ্রের সময়েই নবনন্দের উচ্ছেদ ও চাণক্য কর্ত্তৃক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকাদি সম্পন্ন হয়। উত্তরাধ্যয়নবৃত্তি, আবশ্যকবৃত্তি এবং পরিশিষ্টপর্ব্বে তৎকালীন ইতিহাস বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এই স্থূলভদ্রের পর শেষ চারিপূর্ব্ব, প্রথম সংহনন ও প্রথম সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়।

৮ম পট্টাচার্য্য উমাস্বাতী তত্ত্বার্থাদিসূত্র এবং তাঁহার শিষ্য শ্যামাচার্য্য (কালিকাচার্য্য) পন্নবণাসূত্র (প্রজ্ঞাপনাসূত্র) প্রণ-

* এতদ্ভিন্ন দিগম্বর জৈনদিগের আরও কএকখানি সংস্কৃত পুরাণ আছে।

বৃহৎ খরতরগচ্ছের পট্টাবলী।

পর্য্যায়	নাম	জন্মস্থান	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	গৃহবাস	ছদ্মস্থ বা ব্রতস্থ	কেবলী বা যুগপ্রধান	মোক্ষকাল	আয়ুমান	
১	সুধর্ম্ম	কোল্লাকগ্রাম	অগ্নিবৈশ্যায়ন	ধম্মিল্ল	ভদ্রিলা	৫০ বর্ষ	৪২ বর্ষ	৮ বর্ষ	বীরগ.তে ২০	১০০ বর্ষ	
২	জম্বু	রাজগৃহ	কাশ্যপ	ঋষভদত্ত	ধারিণী	১৬ „	২০ „	৪৪ „	„ ৬৪	৮০	
৩	প্রভব	জয়পুর	কাত্যায়ন	বিন্ধ্য		৩০ „	৪৪ „	১১ „	„ ৭৫	৮৫ বা ১০৫	
৪	শয্যম্ভব	রাজগৃহ	বাৎস্য			২৮ „	১১ „	২৩ „	„ ৯৮	৬২	দশবৈকালিক সূত্রকার।
৫	যশোভদ্র		তুঙ্গীয়ায়ন			২২ „	১৪ „	৫০ „	„ ১৪৮	৮৬	
৬	সম্ভূতিবিজয়		মাঠর			৪২ „	৪০ „	৮ „	„ ১৫৬	৯০	
৭	ভদ্রবাহু		প্রাচীন			৪৫ „	১৭ „	১৪ „	„ ১৭০	৭৬	কল্পসূত্র প্রভৃতি প্রণেতা।
৮	স্থূলভদ্র	পাটলীপুত্র	গৌতম	নন্দমন্ত্রী শকটাল	লক্ষ্মী	৩০ „	২০ „	৪৯ „	„ ২১৯	৯৯	শেষ চতুর্দ্দশ পূর্ব্বী।
৯	মহাগিরি		এলাপত্য			৩০ „	৪০ „	৩০ „	২৪৫ বা ২৪৯	১০০	
১০	সুহস্তী		বাশিষ্ঠ			৩০ „	২৪ „	৪৬ „	„ ২৬৫	১০০	রাজা সম্প্রতি ও অবন্তির দীক্ষাগুরু
১১	সুস্থিত	কাকন্দী	ব্যাঘ্রাপত্য			৩১ „	১৭ „	৪৮ „	„ ৩১৩	৯৬	কোটিকগচ্ছপ্রবর্ত্তক সুপ্রতি-বুদ্ধের গুরুভ্রাতা।
১৪*	সিংহগিরি										
১৫	বজ্র	তুম্ববনগ্রাম	গৌতম	ধনগিরি	সুনন্দা	৮ „	৪৪ „	৩৬ „	„ ৫৮৪	৮৮	শেষ দশপূর্ব্বী ও বজ্রশাখা-প্রবর্ত্তক।
১৬	বজ্রসেন	সুর্পারকে দীক্ষা	উৎকোসিক			৯ „	১১৬ „		৬২০	১২৮	ইঁহারই শিষ্য ৮৪ কুলপ্রবর্ত্তক।
১৭	চন্দ্র†					৩৭ „	২৩ „	৭ „		৬৭	
২১¶	মানদেব					মালব (১)					শান্তিস্তব প্রণেতা।

* সিংহগিরির পূর্ব্বে ১২শ ইন্দ্র, ১৩শ দিন্ন পট্টধর হইয়াছিলেন, ইঁহাদের নাম ভিন্ন আর কিছু জানা যায় নাই।

† তপাগচ্ছ-পট্টাবলী মতে চন্দ্রগচ্ছপ্রবর্ত্তক।

¶ সামন্তভদ্র ১৮শ বৃদ্ধদেব, ২০শ প্রদ্যোতন— ইঁহার নাম ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। (১) তপাগচ্ছপট্টাবলী মতে মালবেশ্বর বয়র সিংহদেবের অমাত্য।

পর্য্যায়	নাম	জন্মকাল	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্মস্থান	দীক্ষাকাল	সূরিপদপ্রাপ্তি	মোক্ষকাল	মোক্ষস্থান	
২২	মানতুঙ্গ										ভক্তামরস্তোত্রপ্রণেতা।
২৩	বীর (২)					নাগপুর,		৩০০ সম্বৎ			নাগপুরে জিনপ্রতিমা স্থাপন।
৩৭†	উদ্যোতন					মালব				শত্রুঞ্জয়	
৩৮	বর্দ্ধমান		বিদ্যাবংশ						১০৮৮ সম্বৎ		
৩৯	জিনেশ্বর‡					মরুদেব			১০৯০ ” ?		
৪০	জিনেচন্দ্র										সংবেগরঙ্গশালা-রচয়িতা।
৪১	অভয়দেব			ধনদেব	ধনদেবী	ধারা				কপড়বণিজ	৩য়-১১শ অঙ্গের টীকাকার।
৪২	জিনবল্লভ					কূর্চ্চপুর		১১৬৭ সম্বৎ	১১৬৮ সম্বৎ		পিণ্ডবিশুদ্ধিপ্রকরণ প্রভৃতি বহু গ্রন্থপ্রণেতা।
৪৩	জিনদত্ত	১১৩২ সম্বৎ	হুম্বড়	বাছিগমন্ত্রী	বাহড়াদেবী		১১৪১ সম্বৎ	১১৬৯ ”	১২১১ ”		সন্দেহদোহাবলী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।
৪৪	জিনচন্দ্র	১১৯৭ সম্বৎ		সাহরাসল	দেহ্লনদেবী		১২০৩ সম্বৎ	১২১১ ”	১২২৩ ”	দিল্লী	
৪৫	জিনপতি	১২১০ সং চৈ ৮		সাহ যশোবর্দ্ধন	সুহবদেবী		১২১৮ সং ফা	১২২৩ ”	১২৭৭ ”	পাহ্লাণপুর	আঞ্চলিক ও তপাগচ্ছোৎপত্তি
৪৬	জিনেশ্বর	১২৪৫ সং অগ্র ১১		ভাণ্ডাগারিক নেমিচন্দ্র	লক্ষ্মী		১২৫৫ সং	১২৭৮ ”	১৩৩১ ”		জিনসিংহসূরি কর্তৃক লঘু-খরতরগচ্ছশাখা-উৎপত্তি।
৪৭	জিনপ্রবোধ	১২৮৫ সং		সাহ শ্রীচন্দ্র	শ্রীয়াদেবী	থিরাপদ্র নগর	১২৯৬ সং	১৩৩১ ”	১৩৪১ ”		দুর্গপ্রবোধব্যাখ্যাকার।
৪৮	জিনচন্দ্র	১৩২৬ সং অগ্র ৪	ছাজহড়	মন্ত্রী দেবরাজ	কমলাদেবী	সমিয়ানা নগর	১৩৩২ সং	১৩৪১ ”	১৩৭৬ ”	কুসুমাণ	
৪৯	জিনকুশল	১৩৩৭ সং	”	মন্ত্রী জীহ্লাগর	জয়তী শ্রী		১৩৪৭ সং	১৩৭৭ ”	১৩৮৯ ”	দেরাউর	
৫০	জিনপদ্ম		”			পঞ্জাব			১৪০০ ”	পাটননগর	
৫১	জিনলব্ধি								১৪০৬ ”	নাগপুর	

† ৯৯৩ বীরগতাব্দে কালকাচার্য্য ভাদ্র-শুক্লপঞ্চমী পরিবর্ত্তে চতুর্থীতে পর্য্যুষণাপর্ব্ব স্থির করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কালিকাচার্য্য নামে আরও দুই ব্যক্তি ছিলেন, একজনের নামান্তর শ্যাম, ইনি ৩৭৬ বীরগতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি প্রজ্ঞাপনা-রচয়িতা ও নিগদ-বক্তা। অপর ব্যক্তি ৪৫৩ বীরগতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, ইনিই গর্দ্দভিল্লদিগকে পরাস্ত করেন। তপাগচ্ছ পট্টাবলী মতে ৮৪১ অব্দে বলভীভঙ্গ।

‡ ২৪ জয়দেব, ২৫ দেবানন্দ, ২৬ বিক্রম, ২৭ নরসিংহ, ২৮ সমুদ্র, ২৯ মানদেব, ৩০ বিবুধপ্রভ, ৩১ জয়ানন্দ, ৩২ রবিপ্রভ, ৩৩ যশোভদ্র, ৩৪ বিমলচন্দ্র, ৩৫ সুবিহিতগচ্ছপ্রবর্ত্তক দেব, ৩৬ নেমিচন্দ্র, এই কয়েক জনের কেবল নাম পাওয়া যায়। ৩০শ পট্টধর মানদেবের সময় ১০০০ বীরগতাব্দে সত্যমিত্রের সহিত শেষপূর্ব্ব লুপ্ত হয়।

পর্য্যায়	নাম	জন্মকাল	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্মস্থান	দীক্ষাকাল	সূরিপদ	মোক্ষকাল	মোক্ষস্থান	
৫২	জিনচন্দ্র								১৪১৫সং আব	স্তম্ভতীর্থ	
৫৩	জিনোদয়	১৩৭৫ সং		সাহ রুদ্রপাল	ধারলদেবী	পাহ্লাণপুর		১৪১৫ সং	১৪৩২সং ভা	পাটন	
৫৪	জিনরাজ							১৪৩২ „	১৪৬১ „	দেবলবাড়	
৫৫	জিনভদ্র§		ভণসালিক						১৫১৪ „	কুম্ভলমেরু	
৫৬	জিনচন্দ্র	১৪৮৭ সং	চম্প	সাহ বছরাজ	বাহলাদেবী	জয়শালমের	১৪৯২সং	১৫১৪ সং	১৫৩০ সং	জয়শালমের	১৫২৪ সংবতে স্বনামানুসারে মত প্রচার করেন।
৫৭	জিনসমুদ্র	১৫০৬ „	পারখ	দেকোসাহ	দেবলদেবী	বাহড়মের	১৫২১ „	১৫৩০ „	১৫৫৫ „	আহ্মদাবাদ	
৫৮	জিনহংস	১৫২৪ „	চোপড়া	সাহ মেঘরাজ	কমলা		১৫৩৪ „	১৫৫৫ „	১৫৮২ „	পাটন	১৫৬৪ সংবতে আচার্যীয় খরতরশাখা স্থাপিত হয়।
৫৯	জিনমাণিক্য	১৫৪৯ „	কুকড়চোপড়া	সাহ জীবরাজ	পদ্মা		১৫৬০ „	১৫৮২ „	১৬১২ „		
৬০	জিনচন্দ্র	১৫৯৫ „	রীহড়	সাহ শ্রীবন্ত	শ্রীয়াদেবী	বড়লীনগর	১৫৯৫ „	১৬১২ „	১৬৭০ „	বেনাতট	ইনি সম্রাট্ অকবরকে দীক্ষিত করেন। ১৬২১ সংবতে ভাবহর্ষীয় খরতরগচ্ছশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।
৬১	জিনসিংহ	১৬১৫ „	গণধর চোপড়া	সাহ চাম্পসী	চতুরঙ্গ দেবী	খেতসর	১৬২৩ „	১৬৭০ „	১৬৭৪ „	মেড়তা	
৬২	জিনরাজ	১৬৪৭ „	বোহিত্থিরা	সাহ ধর্ম্মসী	ধারলদেবী		১৬৫৬ „	১৬৭৪ „	১৬৯৯ „	পাটন	১৬৮৬ সংবতে লঘ্বাচার্যীয় খরতরগচ্ছ-শাখা স্থাপিত এবং শত্রুঞ্জয়ে ৫০১ খণ্ডমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও বহুগ্রন্থ রচিত হয়।
৬৩	জিনরত্ন		লূণীয়	সাহ তিলোকসী	তারা			১৬৯৯ „	১৭১১ „	অকবরাবাদ	১৭০০ সংবতে রঙ্গবিজয়কর্ত্তৃক রঙ্গবিজয়খরতরগচ্ছ স্থাপন।
৬৪	জিনচন্দ্র		গণধর চোপড়া	সাহ আসুকরণ	সুপিয়ারদেবী			১৭১১ „	১৭৬৩ „	সুরাট	
৬৫	জিনসৌখ্য	১৭৩৯ „	লেচাবুহরা	সাহ রূপসী	সুরূপা	কেসাপত্তন	১৭৫১ „	১৭৬৩ „	১৭৮০ „	রিণী	
৬৬	জিনভক্তি	১৭৭০ „	সেঠ	সাহ হরিচন্দ্র	হরিসুখদেবী	ইন্দপালসর	১৭৭৯ „	১৭৮০ „	১৮০৪ „	কচ্ছে মাণ্ডবী	
৬৭	জিনলাভ	১৭৮৪ „	বোহিত্থর	সাহ পচায়ণদাস	পদ্মা	বাপেউবিকানের	১৭৯৬ „	১৮০৪ „	১৮৩৪ „	গুড়া	
৬৮	জিনচন্দ্র	১৮০৯ „	বছাবৎসুংহতা	রূপচন্দ্র	কেশরদেবী	কল্যাণসর	১৮২২ „	১৮৩৩ „	১৮৫৬ „	সুরাট	
৬৯	জিনহর্ষ		মিথাতিয়া বহড়া	তিলোকচন্দ্র	তারা	বালেবাগ্রাম	১৮৪১ „	১৮৫৬ „			

§ জিনভদ্রের পূর্ব্বে জিনবর্দ্ধন ১৪৬১ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন, কিন্তু ৪র্থ ব্রতভঙ্গ করায় পদচ্যুত হন, ইনি ১৪৭৪ সম্বতে পিপ্পলক খরতরগচ্ছশাখা স্থাপন করেন।

গ্রহণ করেন। বীরনির্বাণের ৩৩৫ বর্ষ পরে শ্যামাচার্য্যের মৃত্যু হয়।

পরিশিষ্ট পর্ব্বে লিখিত আছে মহারাজ অশোকের পৌত্র ও কুণালের পুত্র সম্প্রতি রাজার সময় জৈনধর্ম্ম বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহাবীরের সময় অতি অল্পস্থানেই জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্প্রতি রাজা লোক পাঠাইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি পারস্য ও শকযবনদেশেও জৈনমত প্রচার করেন। নড়োল, গিরনার, শত্রুঞ্জয় ও রঙ্গলায় প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি রাজা ছাব্বিশ হাজার জিনমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

৯ম পট্টাচার্য্য সুহস্তী সূরি উজ্জয়িনীতে গিয়া অবন্তী সুকুমারকে দীক্ষিত করেন। এই অবন্তী সুকুমারের পুত্র মহাকাল।

মহাকাল এক জিনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আপন পিতার নামানুসারে অবন্তীপার্শ্বনাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণেরা সেই মন্দির অধিকার করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং সেই জিনমন্দির মহাকালের নামে খ্যাত হইল।

পূর্ব্বে সুধর্ম্মস্বামী হইতে ৮ম পাট পর্য্যন্ত অনগার ও নির্গ্রন্থ নাম ছিল, সুহস্তী, সুস্থিত ও তৎপরে সুপ্রতিবদ্ধ এই তিন জনে কোটিবার সূরিমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন বলিয়া পাট (পট্ট) কোটিক নামে খ্যাত হইল।

সুস্থিতসূরির পাটের উপরে ইন্দ্রদিন্ন সূরি উপবেশন করেন। তাঁহার সময়ে বীরগতে ৪৫৩ বর্ষে গর্দ্দভিল্লরাজ-উচ্ছেদকারী ২য় কালিকাচার্য্য আবির্ভূত হন। এই বর্ষে ভৃগুকচ্ছে (বর্ত্তমান বরোচে) আর্য্যখপটাচার্য্য বিদ্যাচক্রবর্ত্তী-পদ লাভ করেন। প্রবন্ধচিন্তামণি ও হরিভদ্রের আবশ্যক-টীকায় ঐ সময়ের বিবরণাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মহাবীরের নির্ব্বাণের ৪৮৪ বর্ষ পরে খপটাচার্য্য, ৪৬৪ বর্ষ পরে আর্য্যমঙ্গু ও বৃদ্ধবাদী, ৪৬৭ বর্ষ পরে পাদলিপ্তাচার্য্য ও সিদ্ধসেন দিবাকর এবং ৪৭০ বর্ষ পরে সম্বৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য আবির্ভূত হন।

মহাবীর যেদিন নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই দিন উজ্জয়িনীতে পালক রাজার অভিষেক হয়। তৎপরে চণ্ডপ্রদ্যোত, শ্রেণিকের পুত্র কৌণিক ও কৌণিকের পুত্র উদায়ী মোট ৬০ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। উদায়ী নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পরে ৯ জন নন্দ-পর্য্যায় ১৫৫ বর্ষ, তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, কুণাল ও সম্প্রতি এই কয়জনে ১০৮ বর্ষ রাজত্ব করেন; সম্প্রতিই মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা। তৎপরে পুষ্যমিত্র ৩০ বর্ষ, বলমিত্র ও ভানুমিত্র দুইজনে ৬০ বর্ষ, নভোবাহন ৪০ বর্ষ, গর্দ্দভিল্লরাজ ১৩ বর্ষ এবং শকরাজ ৪ বর্ষ উজ্জয়িনী শাসন করেন। এই শকরাজকে পরাজয় করিয়া বিক্রমাদিত্য রাজা হন, ইনি সিদ্ধসেন দিবাকর নামক প্রসিদ্ধ জৈনসাধুর নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কথিত আছে, সিদ্ধসেন কল্যাণমন্দিরস্তোত্র পাঠ করিয়া মহাকালের লিঙ্গে পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। সিদ্ধসেন জৈনাগমসমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে নিবারিত হওয়ায় বহুবর্ষ ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন।

বীরগতে ৪৯৬ বর্ষে (২৬ সম্বতে) প্রসিদ্ধ (১৩শ) পট্টাচার্য্য বজ্রস্বামী জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহা হইতে বজ্রশাখা উৎপন্ন হয়। তাঁহার সময়ে দশম পূর্ব্ব, চতুর্থ সংহনন এবং চতুর্থ সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়।

বজ্রস্বামীর পর যথাক্রমে গুণসুন্দর, কালিকাচার্য্য, স্কন্দিলাচার্য্য, রেবতীমিত্র, ধর্ম্ম, ভদ্রগুপ্ত ও শ্রীগুপ্তাচার্য্য যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। বীরগতে ৫৩৩ বর্ষে আর্য্যরক্ষিতসূরি কালিকশ্রুত, ঋষিভাষিত, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি ও দৃষ্টিপাদ এই চারি ভাগে সকল শাস্ত্রের অনুযোগ পৃথক্ করিয়া দেন। আর্য্যরক্ষিত ও দুর্ব্বলিকা-পুষ্পমিত্র যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। ত্রৈরাশিকজিৎ শ্রীগুপ্তাচার্য্য বীরগতে ৫৪৮ বর্ষে সূরিপদ লাভ করেন। শ্রীগুপ্তাচার্য্যের শিষ্য উলূকগোত্র রোহগুপ্তই ত্রৈরাশিকমত প্রকাশ করেন, তিনি গুরুর কাছে পরাজিত হইয়াও স্বমত পরিত্যাগ করেন নাই। রোহগুপ্ত অন্তরঞ্জিকা নগরীর বলশ্রীরাজকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। এই রোহগুপ্তের শিষ্যের নাম কণাদ, ইনিই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্পদার্থ নিরূপণপূর্ব্বক বৈশেষিকসূত্র প্রচার করেন।

বীরগতে ৫৮৪ বর্ষে সপ্তম নিহ্নব হইয়াছিল। আর্য্যরক্ষিত তাঁহার মাতুল ও প্রধান শিষ্য গোষ্ঠামাহিলকে ক্রিয়াবাদিগণকে পরাজয় করিবার জন্য দশপুরে প্রেরণ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতকালে আর্য্যরক্ষিত অপর শিষ্য দুর্ব্বলিকাপুষ্পমিত্রকে পট্টধর করিলেন। গোষ্ঠামাহিল ক্রিয়াবাদিকে পরাজয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন দুর্ব্বলিকা পট্টধর হইয়াছেন। তাঁহার পট্টধর হইবার ইচ্ছা ছিল, তিনি দুর্ব্বলিকার উপদেশ না শুনিয়া তাঁহার শিষ্য বিন্ধ্যের কথা শুনিতেন। একদিন বিন্ধ্যের সহিত মতভেদ হওয়ায় ৭ম নিহ্নব ঘটে। এই সময়ে কৃষ্ণ সূরি আবির্ভূত হন। বীরগতে ৬০৯ বর্ষে কৃষ্ণসূরির শিষ্য শিবভূতি কর্ত্তৃক দিগম্বরমত প্রবর্ত্তিত হয়। বিশেষাবশ্যকাদি-শাস্ত্রে ঐ অধিকার বর্ণিত হইয়াছে। বজ্রস্বামীর পর বজ্রসেন-

পর্যায়	নাম	জন্মকাল	গোত্র	পিতার নাম	মাতার নাম	জন্মস্থান	দীক্ষাকাল	সূরিপদ	মোক্ষকাল	মোক্ষস্থান	
৫২	জিনচন্দ্র								১৩১৫সং আষ	স্তম্ভতীর্থ	
৫৩	জিনোদয়	১৩৭৫ সং		সাহ রুদ্রপাল	ধারলদেবী	পাহ্লাণপুর		১৪১৫ সং	১৪৩২সং ভা	পাটন	
৫৪	জিনরাজ							১৪৩২ ,,	১৪৬১ ,,	দেবলবাড়	
৫৫	জিনভদ্র§		ভণসালিক						১৫১৪ ,,	কুম্ভলমেরু	
৫৬	জিনচন্দ্র	১৪৮৭ সং	চম্প	সাহ বচ্ছরাজ	বাহলাদেবী	জয়শালমের	১৪৯২সং	১৫১৪ সং	১৫৩০ সং	জয়শালমের	১৫২৪ সংবতে স্বনামা[illegible] মত প্রচার করেন।
৫৭	জিনসমুদ্র	১৫০৬ ,,	পারখ	দেকোসাহ	দেবলদেবী	বাহড়মেরু	১৫২১ ,,	১৫৩০ ,,	১৫৫৫ ,,	আমদাবাদ	
৫৮	জিনহংস	১৫২৪ ,,	চোপড়া	সাহ মেঘরাজ	কমলা		১৫২৪ ,,	১৫৫৫ ,,	১৫৮২ ,,	পাটন	১৫৬৪ সংবতে আচার্যীয় খরতরশাখা স্থাপিত হয়।
৫৯	জিনমাণিক্য	১৫৪৯ ,,	কুকড়চোপড়া	সাহ জীবরাজ	পদ্মা		১৫৬০ ,,	১৫৮২ ,,	১৬১২ ,,		
৬০	জিনচন্দ্র	১৫৯৫ ,,	রীহড়	সাহ শ্রীবন্ত	শ্রীয়াদেবী	বড়লীনগর	১৫৯৫ ,,	১৬১২ ,,	১৬৭০ ,,	বেনাতট	ইনি সম্রাট্ অকবরকে দীক্ষিত করেন। ১৬২১ সংবতে ভাবহর্ষীয় খরতরগচ্ছশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।
৬১	জিনসিংহ	১৬১৫ ,,	গণধর চোপড়া	সাহ চাম্পসী	চতুরঙ্গ দেবী	খেতসর	১৬২৩ ,,	১৬৭০ ,,	১৬৭৪ ,,	মেড়তা	
৬২	জিনরাজ	১৬৪৭ ,,	বোহিত্থিরা	সাহ ধর্ম্মসী	ধারণদেবী		১৬৫৬ ,,	১৬৭৪ ,,	১৬৯৯ ,,	পাটন	১৬৮৬ সংবতে লঘ্বাচার্যীয় খরতরগচ্ছ-শাখা স্থাপিত এবং শত্রুঞ্জয়ে ৫০১ খরতমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও বহুগ্রন্থ রচিত হয়।
৬৩	জিনরত্ন		লূণীয়	সাহ তিলোকসী	তারা			১৬৯৯ ,,	১৭১১ ,,	অকবরাবাদ	১৭০০ সংবতে রঙ্গবিজয়কর্তৃক রঙ্গবিজয়খরতরগচ্ছ স্থাপন।
৬৪	জিনচন্দ্র		গণধর চোপড়া	সাহ আসুকরণ	সুপিয়ারদেবী			১৭১১ ,,	১৭৬৩ ,,	সুরাঠ	
৬৫	জিনসৌখ্য	১৭৩৯ ,,	লেচাবুহরা	সাহ রূপসী	সুরূপা	ফেসাপত্তন	১৭৫১ ,,	১৭৬৩ ,,	১৭৮০ ,,	রূণী	
৬৬	জিনভক্তি	১৭৭০ ,,	সেঠ	সাহ হরিচন্দ্র	হরিসুখদেবী	ইন্দ্রপালসর	১৭৭৯ ,,	১৭৮০ ,,	১৮০৪ ,,	কচ্ছে মাণ্ডবী	
৬৭	জিনলাভ	১৭৮৪ ,,	বোহিত্থর	সাহ পচায়ণদাস	পদ্মা	বাপেউবিকানের	১৭৯৬ ,,	১৮০৪ ,,	১৮৩৪ ,,	গুঢ়া	
৬৮	জিনচন্দ্র	১৮০৯ ,,	বছাবজমুংহতা	রূপচন্দ্র	কেশরদেবী	কল্যাণসর	১৮২২ ,,	১৮৩৪ ,,	১৮৫৬ ,,	সুরাঠ	
৬৯	জিনহর্ষ		মিবাতিয়া বহড়া	তিলোকচন্দ্র	তারা	বালেবাগ্রাম	১৮৪১ ,,	১৮৫৬ ,,			

§ জিনভদ্রের পূর্ব্বে জিনবর্দ্ধন ১৪৬১ সম্বতে সূরিপদ লাভ করেন, কিন্তু ৪র্থ ব্রতভঙ্গ করায় পদচ্যুত হন, ইনি ১৪৭৪ সম্বতে পিপ্পলক খরতরগচ্ছশাখা স্থাপন করেন।

...গ্রহণ করেন। বীরনির্ব্বাণের [illegible] বর্ষ পরে শ্যামাচার্য্যের মৃত্যু হয়।

পরিশিষ্ট পর্ব্বে লিখিত আছে মহারাজ অশোকের পৌত্র ও কুণালের পুত্র সম্প্রতি রাজার সময় জৈনধর্ম্ম বহুবিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহাবীরের সময় অতি অল্পস্থানেই জৈনধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সম্প্রতি রাজা লোক পাঠাইয়া সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি পারস্য ও শকযবনদেশেও জৈনমত প্রচার করেন। নড্ডোল, গিরনার, শত্রুঞ্জয় ও রতলাম প্রভৃতি স্থানে সম্প্রতি রাজা ছাব্বিশ হাজার জিনমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

৯ম পট্টাচার্য্য সুহস্তী সূরি উজ্জয়িনীতে গিয়া অবন্তী সুকুমারকে দীক্ষিত করেন। এই অবন্তী সুকুমারের পুত্র মহাকাল।

মহাকাল এক জিনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আপন পিতার নামানুসারে অবন্তীপার্শ্বনাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে ব্রাহ্মণেরা সেই মন্দির অধিকার করিয়া তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং সেই জিনমন্দির মহাকালের নামে খ্যাত হইল।

পূর্ব্বে সুধর্ম্মস্বামী হইতে ৮ম পাট পর্য্যন্ত অনগার ও নির্গ্রন্থ নাম ছিল, সুহস্তী, সুস্থিত ও তৎপরে সুপ্রতিবদ্ধ এই তিন জনে কোটিবার সূরিমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন বলিয়া পাট (পট্ট) কোটিক নামে খ্যাত হইল।

সুস্থিতসূরির পাটের উপরে ইন্দ্রদিন্ন সূরি উপবেশন করেন। তাঁহার সময়ে বীরগতে ৪৫৩ বর্ষে গর্দ্দভিল্লরাজ-উচ্ছেদকারী ২য় কালিকাচার্য্য আবির্ভূত হন। এই বর্ষে ভৃগুকচ্ছে (বর্ত্তমান বরোচে) আর্য্যখপটাচার্য্য বিদ্যাচক্রবর্ত্তী-পদ লাভ করেন। প্রবন্ধচিন্তামণি ও হরিভদ্রের আবশ্যক-টীকায় ঐ সময়ের বিবরণাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মহাবীরের নির্ব্বাণের ৪৮৪ বর্ষ পরে খপটাচার্য্য, ৪৯৪ বর্ষ পরে আর্য্যমঙ্গু ও বৃদ্ধবাদী, ৪৬৭ বর্ষ পরে পাদলিপ্তাচার্য্য ও সিদ্ধসেন দিবাকর এবং ৪৭০ বর্ষ পরে সম্বৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য আবির্ভূত হন।

মহাবীর যেদিন নির্ব্বাণ লাভ করেন, সেই দিন উজ্জয়িনীতে পালক রাজার অভিষেক হয়। তৎপরে চণ্ডপ্রদ্যোত, শ্রেণিকের পুত্র কৌণিক ও কৌণিকের পুত্র উদায়ী মোট ৬০ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। উদায়ী নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পরে ৯ জন নন্দ-পর্য্যন্ত ১৫৫ বর্ষ, তৎপরে চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, কুণাল ও সংপ্রতি এই কয়জনে ১০৮ বর্ষ রাজত্ব করেন। সংপ্রতিই মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা। তৎপরে পুষ্যমিত্র ১৩ বর্ষ, বলমিত্র ও ভানুমিত্র দুইজনে ৬০ বর্ষ, নরবাহন ৪০ বর্ষ, গর্দ্দভিল্লরাজ ১৩ বর্ষ এবং শকরাজ ৪ বর্ষ উজ্জয়িনী শাসন করেন। এই শকরাজকে পরাজয় করিয়া বিক্রমাদিত্য রাজা হন, তিনি সিদ্ধসেন দিবাকর নামক প্রসিদ্ধ জৈনসাধুর নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। কথিত আছে, সিদ্ধসেন কল্যাণমন্দিরস্তোত্র পাঠ করিয়া মহাকালের লিঙ্গে পার্শ্বনাথ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। সিদ্ধসেন জৈনাগমসমূহ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে নিবারিত হওয়ায় বহুবর্ষ ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করেন।

বীরগতে ৪২৬ বর্ষে (২৬ সম্বতে) প্রসিদ্ধ (১৩শ) পট্টাচার্য্য বজ্রস্বামী জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহা হইতে বজ্রশাখা উৎপন্ন হয়। তাঁহার সময়ে দশম পূর্ব্ব, চতুর্থ সংহনন এবং চতুর্থ সংস্থান ব্যবচ্ছিন্ন হয়।

বজ্রস্বামীর পর যথাক্রমে গুণসুন্দর, কালিকাচার্য্য, স্কন্দিলাচার্য্য, রেবতীমিত্র, ধর্ম্ম, ভদ্রগুপ্ত ও শ্রীগুপ্তাচার্য্য যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। বীরগতে ৫৩৩ বর্ষে আর্য্যরক্ষিতসূরি কালিকশ্রুত, ঋষিভাষিত, সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি ও দৃষ্টিবাদ এই চারি ভাগে সকল শাস্ত্রের অনুযোগ পৃথক্ করিয়া দেন। আর্য্যরক্ষিত ও দুর্ব্বলিকা-পুষ্পমিত্র যুগপ্রধান হইয়াছিলেন। ত্রৈরাশিকজিৎ শ্রীগুপ্তাচার্য্য বীরগতে ৫৪৮ বর্ষে সূরিপদ লাভ করেন। শ্রীগুপ্তাচার্য্যের শিষ্য উলূকগোত্র রোহগুপ্তই ত্রৈরাশিকমত প্রকাশ করেন, তিনি গুরুর কাছে পরাজিত হইয়াও স্বমত পরিত্যাগ করেন নাই। রোহগুপ্ত অন্তরঞ্জিকা নগরীর বলশ্রীরাজকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেন। এই রোহগুপ্তের শিষ্যের নাম কণাদ, ইনিই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্‌পদার্থ নিরূপণপূর্ব্বক বৈশেষিকসূত্র প্রচার করেন।

বীরগতে ৫৮৪ বর্ষে সপ্তম নিহ্নব হইয়াছিল। আর্য্যরক্ষিত তাঁহার মাতুল ও প্রধান শিষ্য গোষ্ঠামাহিলকে ক্রিয়াবাদিগণকে পরাজয় করিবার জন্য দশপুরে প্রেরণ করেন। তাঁহার অনুপস্থিতকালে আর্য্যরক্ষিত অপর শিষ্য দুর্ব্বলিকাপুষ্পমিত্রকে পট্টধর করিলেন। গোষ্ঠামাহিল ক্রিয়াবাদিকে পরাজয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন দুর্ব্বলিকা পট্টধর হইয়াছেন। তাঁহার পট্টধর হইবার ইচ্ছা ছিল, তিনি দুর্ব্বলিকার উপদেশ না শুনিয়া তাঁহার শিষ্য বিন্ধ্যের কথা শুনিতেন। একদিন বিন্ধ্যের সহিত মতভেদ হওয়ায় ৭ম নিহ্নব ঘটে। এই সময়ে কৃষ্ণ সূরি আবির্ভূত হন। বীরগতে ৬০৯ বর্ষে কৃষ্ণসূরির শিষ্য শিবভূতি কর্ত্তৃক দিগম্বরমত প্রবর্ত্তিত হয়। বিশেষাবশ্যকাদি-শাস্ত্রে ঐ অধিকার বর্ণিত হইয়াছে। বজ্রস্বামীর পর বজ্রসেন-

সূরি পট্টধর হইলেন। তাঁহার নাগেন্দ্র, চন্দ্র, নিবৃত্ত ও বিদ্যাধর এই চারি শিষ্য হইতে নাগেন্দ্র প্রভৃতি চারিটী গচ্ছ উৎপন্ন হয়। চন্দ্রসূরির পাটে সামন্তভদ্র উপবেশন করেন। ইনি সর্ব্বদা বন জঙ্গলে থাকিতেন বলিয়া চন্দ্রগচ্ছের অপর নাম বনবাসীগচ্ছ হয়।

সামন্তভদ্র সূরির পর বৃদ্ধদেবসূরি পট্টধর হইয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে বীরগতে ৫৯৫ বর্ষে কুরুণ্ট নগরে ও সত্যপুরে মন্ত্রিবর নাহড় জজ্জকসূরি দ্বারা মহাবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন, ঐ মূর্ত্তি "জয়উবীরসচ্চউরিমণ্ডণ" নামে জৈনসমাজে খ্যাত।

বৃদ্ধদেবের পর প্রদ্যোতন, তৎপরে মানদেব পট্টলাভ করেন। তপাগচ্ছপট্টাবলীর মতে—পদ্মা, জয়া, বিজয়া, ও অপরাজিতা এই চারিদেবী মানদেবের সেবা করিতেন। সূরিপদ-স্থাপন কালে ইঁহার উভয় স্কন্ধোপরি লক্ষ্মী ও সরস্বতী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি নিয়ম করেন যে, জৈনসাধু ভক্তিমান্ গৃহস্থের ভিক্ষালব্ধ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মিষ্ট ও তৈলপক্ক কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার সময়ে তক্ষশিলা নগরে শ্রাবকদিগের মধ্যে ভীষণ মারীভয় উপস্থিত হয়। সেই উপদ্রব দূর করিবার জন্য মানদেব নড়োল নগরে শান্তিস্তোত্র রচনা করেন।

তৎপরে মহাপণ্ডিত মানতুঙ্গসূরি পট্টাভিষিক্ত হইলেন। প্রভাবকচরিত্রে ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

মানতুঙ্গের পর ২১শ বীরসূরি, তৎপরে ২২শ জয়দেবসূরি, তৎপরে ২৩শ দেবানন্দসূরি পট্টধর হন। এই সময়ে বীরগতে ৮৪৫ বর্ষে বলভীনগর ভঙ্গ, ৮৮২ বর্ষে চৈত্যস্থিতি এবং ৮৮৬ বর্ষে ব্রহ্মদীপিকা প্রবৃত্ত হয়।

দেবানন্দের পর ২৪শ বিক্রমসূরি, তৎপরে ২৫শ নরসিংহ সূরি, তৎপরে ২৬শ সমুদ্রসূরি (২১), ২৭শ তৎপরে মানদেব (২২)। কোন কোন পট্টাবলীমতে, এই মানদেবেরও অপর নাম মানতুঙ্গদেব, ইনিই বাণ ও ময়ূরের সমসাময়িক (২৩)। তৎকালে সত্যমিত্র নামে এক ব্যক্তি যুগপ্রধান ছিলেন। বীরগতে ১০০০ বর্ষে ঐ সত্যমিত্রের সহিত সকল পূর্ব্ব ব্যবচ্ছিন্ন হয়। পট্টধর বজ্রসেন সূরি ও সত্যমিত্রের মধ্যে নাগহস্তী, রেবতীমিত্র, ব্রহ্মদীপ, নাগার্জ্জুন, ভূতদিন্ন ও কালকসূরি এই কয়জন যুগপ্রধান ছিলেন।

পট্টধর মানদেবের মিত্র ও যাকিনী সাধ্বীর ধর্ম্মপুত্র মহাপণ্ডিত ও বহুগ্রন্থকার হরিভদ্রসূরি বীরগতে ১০৫৫ বর্ষে ও ৮৫ সম্বতে স্বর্গারোহণ করেন। বীরগতে ১১১৫ বর্ষে জিনভদ্রগণি যুগপ্রধান হইয়াছিলেন।

মানদেবের পর ২৮শ বিবুধপ্রভ সূরি, তৎপরে ২৯শ জয়ানন্দসূরি এবং তৎপরে ৩০শ রবিপ্রভসূরি পট্টধর হন। ৭০০ বিক্রমসম্বতে রবিপ্রভ নড়োল নগরে নেমিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বীরগতে ১১৯০ বর্ষে উমাস্বাতি যুগপ্রধান হইয়াছিলেন।

বীরগতে ১২৭২ বর্ষে রবিপ্রভ স্থানে ৩১শ যশোদেব সূরি পট্টধর হইলেন। তাহার দুই বর্ষ পূর্ব্বে ৮০০ সম্বতে প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য বপ্পভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়রাজ ধর্ম্মের চিরশত্রু গোপনগররাজ আম বপ্পভট্টের নিকট জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ৮০২ বিক্রম সম্বতে জৈনধর্ম্মী বনরাজ অণহলপুর-পত্তন স্থাপন করেন।

যশোদেবের পর ৩২শ প্রদ্যুম্নসূরি, তৎপরে ৩৩শ মানদেব সূরি অভিষিক্ত হন। ইনি উপধানবাচ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মানদেবের পর ৩৪শ বিমলচন্দ্রসূরি এবং তৎপরে ৩৫শ উদ্যোতন সূরি পট্টধর হইলেন। উদ্যোতন অর্ব্বুদাচলে গিয়া এক বড় গাছের ছায়ায় শুভ মুহূর্ত্তে ৯৯৪ বিক্রম সম্বতে নিজ পাটের উপর সর্ব্বদেবপ্রমুখ ৮ আচার্য্য স্থাপন করিলেন, সেই অবধি বনবাসীগচ্ছ বৃহদ্গচ্ছ নামে খ্যাত হইল (২৪)।

উদ্যোতনসূরির পর হইতে খরতরগচ্ছ ও তপাগচ্ছে প্রভেদ লক্ষিত হয়। খরতরগচ্ছ পট্টাবলী-মতে উদ্যোতনের পর বর্দ্ধমান এবং তপাগচ্ছ পট্টাবলী-মতে উদ্যোতনের পর সর্ব্বদেবসূরি পট্টধর হইয়াছিলেন। [পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় বৃহৎ খরতরগচ্ছের পট্টাবলী দ্রষ্টব্য]

কোন কোন পট্টাবলীতে প্রদ্যুম্নসূরি ও উপধানগ্রন্থকর্ত্তা মানদেবসূরি পট্টধর বলিয়া গৃহীত হন নাই। তন্মতে সর্ব্বদেবসূরি ৩৫শ পট্টধর। ইনি ১০১০ সম্বতে রামসৈন্যপুরে ঋষভচৈত্য ও চন্দ্রপ্রভচৈত্যপ্রতিষ্ঠা, চন্দ্রাবতীনগরে কুঙ্কণ মন্ত্রীকে দীক্ষাদান ও তথায় জিনভবন প্রতিষ্ঠা করেন।

১০২৯ সম্বতে জৈনপণ্ডিত ধনপাল দেশীনামমালা রচনা করেন। সর্ব্বদেবসূরির পর ৩৬শ দেবসূরি (রাজপ্রদত্ত বিরুদ রূপশ্রী) তৎপরে ২য় সর্ব্বদেবসূরি ৩৭শ পট্টধর হইলেন। এই

---

(২১) "নরসিংহস্বিরাসীদহখিলগ্রন্থপারগো যেন।
যক্ষো নরসিংহপুরে মাংসরতিং ত্যাজিতাং গিরা।
খোমাণ-রাজকুলজোপি সমুদ্রসূরির্গচ্ছং শশাস কিল যঃ প্রবণঃ প্রমাদী।
জিত্বা তদা ক্ষপণকান্ স্ববশং বিতেন নাগহ্রদে ভুজগনাথ নমস্য তীর্থম্।"

(২২) "বিদ্যাসমুদ্রহরিভদ্রমুনীন্দ্রমিত্রং সূরির্বভূব পুনরেব হি মানদেবঃ।
মান্দ্যাৎ প্রযাতমপি যোহনঘসূরি-
লেভেহম্বিকা মুখগিরা তপসোজ্জয়ন্তে।"

(২৩) কোন কোন তপগচ্ছীয় পট্টাবলীতে বীরসূরির গুরু মানতুঙ্গকে বৃদ্ধভোজ বাণ ও ময়ূরের সমসাময়িক লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

(২৪) "প্রধান শিষ্যসন্তত্যাজ্ঞাদানাদিভিস্তৈঃ
প্রধানচরিতৈস্তত বৃহদ্গচ্ছ ইত্যপি।"

সর্ব্বদেব যশোভদ্র, নেমিচন্দ্র প্রভৃতি ৮ জনকে আচার্য্যপদ প্রদান করেন। ইহার সময় বীরগতে ১৪৯৬অব্দে অর্থাৎ ১০২৭ বিক্রম সম্বতে উক্তশিলার গজনী নাম হয়। ১০৯৬ সম্বতে উত্তরাধ্যয়ন-টীকাকার বাদী বৈতাল শ্রীশান্তি থিরাপদ্রীয় গচ্ছে সূরিপদ প্রাপ্ত হন। ৩৮শ পট্টধর সর্ব্বদেবসূরির পর যশোভদ্র এবং তৎপরে (বিক্রমসং ১১৩৫) নেমিচন্দ্র আচার্য্য হন।

১১৩৯ বিক্রমসংবতে নবাঙ্গ-বৃত্তিকার অভয়দেবসূরি স্বর্গারোহণ করেন। ৪২শ পট্টধর মুনিচন্দ্রসূরি তার্কিক-শিরোমণি বলিয়া জৈনসমাজে প্রসিদ্ধ। ইনি হরিভদ্রসূরিকৃত অনেকান্তজয়পতাকা প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা, উপদেশপদবৃত্তি যোগবিন্দুবৃত্তি প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১১৫৯ বিক্রম সম্বতে চন্দ্রপ্রভ পৌর্ণিমীয়ক মত পচার করেন, তাহার প্রতিবোধনের জন্য মুনিচন্দ্র পাক্ষিকসপ্ততিকা প্রণয়ন করেন।

৪৩শ মুনিচন্দ্রের শিষ্য অজিতদেব। ১১৩৪ সম্বতে জন্ম, ১১৫২ সম্বতে দীক্ষা, ১১৭৪ সম্বতে সূরিপদ এবং ১২২০ সম্বৎ শ্রাবণ কৃষ্ণাসপ্তমী গুরুবারে ইঁহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি অণহলপুরপত্তনে জয়সিংহ সিদ্ধরাজের সভায় ৮৪ বাদীকে পরাজয় করেন। ঐ সভায় দিগম্বর-চক্রবর্ত্তী কুমুদচন্দ্র অজিতদেবের নিকট তর্কে পরাস্ত হন। পত্তনরাজ অণহলপুরে দিগম্বরের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেন। অজিতদেব চৌরাশী হাজার শ্লোকময় স্যাদ্বাদরত্নাকর প্রণয়ন করেন। অজিত হইতে ২৪টি শাখা বাহির হয়।

অজিতদেবের সময়ে প্রাকৃত শান্তিনাথচরিত্র-রচয়িতা দেবেন্দ্রসূরির শিষ্য হেমচন্দ্রসূরি আবির্ভূত হন। হেমচন্দ্রের ১১৪৫ সম্বতে জন্ম, ১১৫০ সম্বতে দীক্ষা, ১১৬৬ সম্বতে সূরিপদ এবং ১২২৯ সম্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি কলিকালে সর্ব্বজ্ঞ উপাধি প্রাপ্ত হন। জৈন-মতে—হেমচন্দ্র যে শত শত গ্রন্থরচনা করেন, তাহাতে তিন কোটি শ্লোক হইবে; প্রবন্ধচিন্তামণি ও কুমারপালচরিতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

পট্টধর অজিতদেবের সময় ১২০৪ সম্বতে খরতরগচ্ছের উৎপত্তি, ১২১৩ সম্বতে আঞ্চলিক মতোৎপত্তি, ১২৩৬ সম্বতে সার্দ্ধপৌর্ণিমীয়ক মতোৎপত্তি, ১২৫০ সম্বতে আগমিক মতোৎপত্তি এবং বীরগতে ১৬৯২ গতবর্ষে অর্থাৎ ১২২২ সম্বতে বাগ্‌ভটমন্ত্রী কর্ত্তৃক শত্রুঞ্জয়তীর্থের উদ্ধার-সাধন হয়।

৪২শ পট্টধর বিজয়সিংহ সূরি। ইনি বিবেকমঞ্জরী প্রণয়ন করেন। ৪৩শ—সোমপ্রভ সূরি ও মণিরত্ন সূরি। উভয়ে বিজয়সিংহের শিষ্য। সোমপ্রভ বিবেকমঞ্জরীর প্রত্যেক শ্লোকের একশত প্রকার ব্যাখ্যা করেন।

৪৪শ—জগচ্চন্দ্রসূরি, বিরুদ হীর। ইনি বৈরাগ্যবল-সমুদ্র চৈত্রপালগচ্ছীয় দেবভদ্র উপাধ্যায়ের সাহায্যে জৈন-ক্রিয়াকাণ্ড উদ্ধার করেন। চিতোর রাজধানী অঘাট অর্থাৎ অওড়ে ইঁহার সহিত দিগম্বরাচার্য্যের বাদপ্রতিবাদ হয়, তাহাতে ইঁহার মত হীরার মত অভেদ্য থাকায় চিতোরেশ্বর ইঁহাকে হীর বিরুদ প্রদান করেন। তথায় ইনি ১২ বর্ষ আচাম্লতপ অভিগ্রহ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ১২৮৫ সম্বতে রাণা "তপা" বিরুদ প্রদান করেন। তখন হইতে বৃহদ্গচ্ছ বা বড়গচ্ছ "তপাগচ্ছ" নামে খ্যাত হইল। এখানে পট্টাবলীতে লিখিত আছে—এইরূপে সুধর্ম্মস্বামীর সময় নির্গ্রন্থ, সুস্থিত-সূরির সময় কোটিক, চন্দ্রসূরির সময় চন্দ্রগচ্ছ, সামন্তভদ্রের সময় বনবাসীগচ্ছ, সর্ব্বদেব সূরির সময় বৃহদ্গচ্ছ এবং বর্ত্তমান জগচ্চন্দ্র সূরির সময় হইতে তপাগচ্ছনাম প্রচলিত হইল।

৪৫শ—দেবেন্দ্রসূরি। ইনি ১৩০২ সম্বতে উজ্জয়িনী নগরে জিনচন্দ্র বড়শেঠের পুত্র বীরধবল ও পরে বীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দীক্ষা দেন, তদুপলক্ষে মহোৎসব হইয়াছিল। এই সময়ে মন্ত্রী বস্তুপালের দক্ষতায় বিজয়চন্দ্রের অভ্যুদয়। বিজয়চন্দ্র কোন দোষে কারারুদ্ধ হন। তৎপরে দেবভদ্র উপাধ্যায়ের নিকট দীক্ষিত হইতে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিজয়চন্দ্র অতি বুদ্ধিমান্ ছিলেন। কিন্তু তিনি অতিশয় অভিমানী ছিলেন বলিয়া বস্তুপাল তাহাকে সূরিপদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু জগচ্চন্দ্রসূরি দেবভদ্রকে দিয়া এই বলিয়া সূরিপদ দেওয়াইলেন যে, বিজয়চন্দ্রসূরি হইলে দেবেন্দ্রের অনেকটা সাহায্য হইবে। কিন্তু অভিমানী বিজয়চন্দ্র সূরি হইয়া আর দেবেন্দ্রকে বড় একটা গ্রাহ্য করিতেন না। দেবেন্দ্রসূরি যখন মালবদেশে আগমন করেন, তখন বিজয়চন্দ্র তাঁহার বন্দনা করিতে আসিলেন না। দেবেন্দ্রসূরি বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি ১২ বর্ষ একস্থানে কি করিতেছ? বিজয়চন্দ্র উত্তর করেন যে, শান্ত দান্ত সাধুর এক স্থানে বাস করায় কোন দোষ নাই। দেবেন্দ্রসূরি সশিষ্য সাধু সম্প্রদায়ের সহিত উপাশ্রয়ে রহিলেন। বিজয়চন্দ্র বড়শালায় ছিলেন বলিয়া সাধারণে তাঁহার পক্ষীয় লোক সমুদায়কে বৃদ্ধপৌশালিক এবং দেবেন্দ্রসূরির গণ সমুদায়কে লঘুপৌশালিক নাম প্রদান করিল। তৎপরে বিজয়চন্দ্র স্তম্ভতীর্থে গিয়া অনেক কুমত প্রচার করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রসূরি মালব, গুর্জ্জর প্রভৃতি নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া স্তম্ভতীর্থে (বর্ত্তমান কাম্বে) আগমন করেন।

ইনি পূর্ব্বেই বস্তুপালকে চারিবেদের নির্ণয়জ্ঞান শুনাইয়াছিলেন। কুমারপাল-বিহারে মন্ত্রিবর ধর্ম্মদেব আসিয়া

তাঁহার বন্দনা করিলেন। এখানে দেবেন্দ্র বিজয়চন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া প্রহ্লাদনপুরে (পাহ্লণপুরে) আগমন করেন।

এখানকার শ্রাবক ও সাধুবর্গের অনুরোধে ১৩২৩ সম্বতে তিনি বীরধবলকে বিদ্যানন্দ নাম দিয়া সূরিপদে এবং তাঁহার অনুজ ভীমসিংহকে ধর্ম্মকীর্ত্তি নাম দিয়া উপাধ্যায়পদে বরণ করিলেন। বিদ্যানন্দসূরি বিদ্যানন্দ নামে একখানি অভিনব ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন (২৬) বিদ্যানন্দের অনতিপরে বায়ড়গচ্ছীয় জিনদত্তসূরি কর্ত্তৃক বিবেকবিলাস রচিত হয়।

দেবেন্দ্রসূরিও শ্রাদ্ধদিনকৃত্যসূত্রবৃত্তি, নব্যকর্ম্মগ্রন্থপঞ্চক-সূত্রবৃত্তি, সিদ্ধপঞ্চাশিকাসূত্রবৃত্তি, ধর্ম্মরত্নবৃত্তি, সুদর্শনচরিত্র, চিত্তভাষ্য, বৃন্দারুবৃত্তি, শ্রীবর্দ্ধমানপ্রমুখস্তবন প্রভৃতি রচনা করেন। ১৩২৬ সম্বতে মালবদেশে দেবেন্দ্রসূরি স্বর্গলাভ করেন, তাঁহার ১৩ দিন পরে বিদ্যাসুন্দর বিদ্যানন্দ দেহ-বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার ছয়মাস পরে বিদ্যানন্দের ভ্রাতা ধর্ম্মকীর্ত্তি ধর্ম্মঘোষ নামগ্রহণপূর্ব্বক সূরিপদে অভিষিক্ত হন।

৪৬শ ধর্ম্মঘোষসূরি। ইনি সঙ্ঘাচারভাষ্যবৃত্তি, সুঅধ-র্ম্মেতি স্তব, কায়স্থিতি ভবস্থিতি ও চৌ-বীশ তীর্থঙ্করের স্তবাদি রচনা করেন। ইহার সময়ে মণ্ডপাচল-রাজমন্ত্রী পৃথ্বীধর ৮৪ জিনমন্দির, জৈনধর্ম্মপুস্তকরক্ষণার্থে সাতটী জ্ঞানভাণ্ডার ও শত্রুঞ্জয়তীর্থে এক বৃহৎ রৌপ্যময় ঋষভমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র ঝাঞ্জন উজ্জয়ন্তগিরির উপর এক অতি উচ্চ সুবর্ণময় ধ্বজ স্থাপন করেন।

১৩৫৩ সম্বতে ধর্ম্মঘোষসূরির স্বর্গলাভ হয়।

৪৭শ সোমপ্রভসূরি। ১৩১০ সম্বতে জন্ম, ১৩৩২ সম্বতে দীক্ষা ও সূরিপদ এবং ১৩৭৩ সম্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি আরাধনাসূত্র ও জিনকল্পসূত্র প্রভৃতি কয়েক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন।

৪৮শ সোমতিলকসূরি। ১৩২৫ সম্বতে মাঘমাসে জন্ম, ১৩৬৯ বর্ষে দীক্ষা, ১৩৭৩ সম্বতে সূরিপদ এবং ১৪২৪ সম্বতে ইহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি বৃহন্নব্যক্ষেত্রসমাসসূত্র ও অনেকগুলি স্তবের বৃত্তি রচনা করেন।

সোমতিলকের পর যথাক্রমে পদ্মতিলক, চন্দ্রশেখর, জয়ানন্দ ও দেবসুন্দর সূরিপদ প্রাপ্ত হন। পদ্মতিলক সোম-তিলক অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি সূরি হইয়া একবর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর সূরির ১৩৭৩ সম্বতে জন্ম, ১৩৮৫ সম্বতে দীক্ষা ও ১৩৯৩ সম্বতে সূরিপদ প্রাপ্তি হয়। ইনি উষৎভোজনকথা, যবরাজর্ষিকথা, শ্রীমৎস্তম্ভনকহারবন্ধস্তবন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জয়ানন্দের ১৩৮০ সম্বতে জন্ম, ১৩৯২ সম্বতে আষাঢ় শুক্লা-সপ্তমী শুক্রবারে ধারানগরীতে ব্রতগ্রহণ, ১৪২০ সম্বতে সূরি-পদ এবং ১৪৪১ সম্বতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি স্থূলভদ্রচরিত্র ও অনেক জিনস্তব রচনা করেন।

৪৯শ পট্টধর দেবসুন্দরসূরি। ১৩৯৬ সম্বতে জন্ম, ১৪০৪ সম্বতে দীক্ষা এবং ১৪২০ সম্বতে অণহিলপুরপত্তনে সূরি-পদ লাভ করেন। ইনি যোগাভ্যাসী মন্ত্রতন্ত্রী স্থাবরজঙ্গম-বিষাপহারী, অতীতানাগতনিমিত্তবেত্তা ও প্রধান রাজমন্ত্রী বলিয়া তপাগচ্ছসমাজে বিশেষ পূজ্য।

দেবসুন্দরের পাঁচ জন প্রধান শিষ্য—জ্ঞানসাগর, কুলমণ্ডন, গুণরত্ন, সোমসুন্দর ও সাধুরত্ন। জ্ঞানসাগরের ১৪০৫ সম্বতে জন্ম, ১৪১৭ সম্বতে দীক্ষা, ১৪৪১ সম্বতে সূরিপদলাভ এবং ১৪৬০ সম্বতে দেহত্যাগ হয়। ইনি আবশ্যক ও ওঘনির্যুক্ত্যাদি নানা গ্রন্থের অবচূরী, মুনিসুব্রত-স্তবন ও পার্শ্বনাথস্তবন প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা।

কুলমণ্ডনের ১৪০৯ সংবতে জন্ম, ১৪১৭ সংবতে দীক্ষা, ১৪৪২ সংবতে সূরিপদ এবং ১৪৫৫ সংবতে স্বর্গলাভ হয়। ইনি সিদ্ধান্তালাপকোদ্ধার, অষ্টাদশারচক্রস্তব, গরীয় ও হার-স্তবাদি রচনা করেন।

গুণরত্নসূরি ক্রিয়ারত্নসমুচ্চয়, ষট্‌দর্শনসমুচ্চয়বৃহদ্বৃত্তি এবং সাধুরত্নসূরি যতিজীতকল্পবৃত্তি রচনা করেন।

৫০—সোমসুন্দরসূরি, ১৪৩০ সংবতে জন্ম, ১৪৩৭ সংবতে দীক্ষা, ১৪৫০ সংবতে বাচকপদ, ১৪৫৭ সংবতে সূরিপদ এবং ১৪৯৯ সংবতে স্বর্গলাভ।

ইনি যোগশাস্ত্র, উপদেশমালা, ষড়াবশ্যক, নবতত্ত্বাদি-বালাববোধ, ভাষ্যাবচূর্ণী ও কল্যাণিকস্তোত্রাদি প্রণয়ন এবং রাণকপুরে চৌমুখ বিহারে অনেক ঋষভবিম্ব প্রতিষ্ঠা করেন। সোমসুন্দরের এই কয়জন প্রধান শিষ্য—মুনিসুন্দরসূরি কৃষ্ণ-সরস্বতী, জয়সুন্দরসূরি, মহাবিদ্যাবিড়ম্বনাদিটিপ্পনকারী ভুবন-সুন্দরসূরি এবং একাদশাঙ্গ-সূত্রার্থধারী জিনসুন্দরসূরি।

৫১ম—মুনিসুন্দরসূরি। ১৪৩৬ সংবতে জন্ম, ১৪৪৩ সংবতে দীক্ষা, ১৪৬৬ সংবতে বাচকপদ ও ১৫০৩ সংবতে কার্ত্তিক মাসে ইহার স্বর্গলাভ হয়। ইনি ত্রিদশতরঙ্গিণী নামে সর্ব্বপ্রকার জিনচক্রাদি নির্ণায়ক ১০৮ হাত লম্বা পত্রিকা, চাতুর্বেদ্যবিশ্বরত্নোক্তি, উপদেশরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। [illegible] তীর্থে [illegible] গোকুলমল্লকে [illegible] [illegible] বিরুদ প্রাপ্ত হন।

(২৬) "বিদ্যানন্দাভিধং যেন কৃতং ব্যাকরণং নবম্।
ভাতি সর্ব্বোত্তমং স্বল্পসূত্রবহ্বর্থসংগ্রহম্।"

৫২শ—রত্নশেখরসূরি। ১৪৫৭ সম্বতে জন্ম, ১৪৬৩ সংবতে দীক্ষা, ১৪৮৩ সংবতে পণ্ডিতপদ, ১৪৯৩ সংবতে বাচকপদ, ১৫০২ সম্বতে সূরিপদ এবং ১৫১৭ সংবতে পৌষ কৃষ্ণা-ষষ্ঠীতে স্বর্গলাভ করেন। ইনি স্তম্ভতীর্থে বাম্বীভট্ট কর্ত্তৃক বাল-সরস্বতীনাম প্রাপ্ত হন এবং শ্রাদ্ধপ্রতিক্রমণবৃত্তি, শ্রাদ্ধবিধিসূত্র, লঘুক্ষেত্রসমাস ও আচারপ্রদীপাদি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রত্নশেখরসূরির সময়ে ১৫০৮ সংবতে লুম্পক নামক মতের উৎপত্তি হয়।

৫৩শ—লক্ষ্মীসাগরসূরি। ১৪৬৪ সংবতে জন্ম, ১৪৮০ সংবতে দীক্ষা, ১৫০১ সংবতে বাচকপদ ও ১৫০৮ সংবতে সূরিপদ প্রাপ্ত হন। লক্ষ্মীসাগরের পর ৫৪শ সুমতিসাধুসূরি, তৎপরে ৫৫শ হেমবিমলসূরি পট্টধর হইলেন।

ঋষিহরগিরি, ঋষিশ্রীপতি, ঋষিগণপতি প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি লুম্পক-মত পরিত্যাগ করিয়া হেমবিমলসূরির নিকট দীক্ষিত হন। এই সময়ে ১৫৬২ সম্বতে কড়ুয়ে নামে এক বণিক কড়ুয়ামত প্রচার করেন। তাঁহার মতে এই কলি-কালে সাধু নাই।

৫৬শ—পট্টধর আনন্দবিমলসূরি। ১৫৪৩ সংবতে জন্ম, ১৫৫২ সংবতে দীক্ষা, ১৫৭০ সংবতে সূরিপদ এবং ১৫৯৩ সম্বতে ৯ দিন অনশনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করেন।

ইহার সময় ১৫৭০ সম্বতে বীজা নামে এক বেশধর লুম্পক-মত ছাড়িয়া বীজামত প্রচার করেন, ইহার মতাবলম্বিগণ বিজয়গচ্ছ নামে খ্যাত।

১৫৭২ সংবতে উপাধ্যায় পার্শ্বচন্দ্র নাগপুরীয় তপাগচ্ছ হইতে বাহির হইয়া নিজ নামে পাসচন্দীয় মত প্রচলন করেন।

আনন্দবিমল ১৫৮২ সংবতে শিথিলাচার পরিহাররূপ ক্রিয়া উদ্ধার করেন।

মারবার, জয়শালমের প্রভৃতি মরুদেশে জল দুর্ল্লভ বলিয়া সোমপ্রভসূরি শ্রাবকদিগকে তথায় যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু আনন্দবিমল মরুদেশেও বিশুদ্ধ জৈনধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর গণিকে প্রেরণ করেন। এইরূপে তিনি খরতরকে জয়শালমের ও বিজয়মতিকে মেবাড়ে এবং মোথীকে লুম্পকমতীয়গণের প্রবোধ দিবার জন্য শ্রাবক নিযুক্ত করিলেন।

৫৭শ বিজয়দানসূরি। ১৫৫৩ সংবতে জামলায় জন্ম, ১৫৬২ সংবতে দীক্ষা ও ১৫৮৭ সংবতে সূরিপদ লাভ এবং ১৬২২ সংবতে বটুপল্লীতে অনশনে দেহাত্যয় হয়। ইনি স্তম্ভতীর্থ, আহ্মদাবাদ, মহীশানকগ্রাম ও গন্ধার প্রভৃতি স্থানে মহোৎসবপূর্ব্বক জিনবিম্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদশাহের মন্ত্রী গলরাজ ইহারই উপদেশে শত্রুঞ্জয়ে এক মহাসভা আহ্বান করেন। ইহারই সময় শত্রুঞ্জয়, গিরনার প্রভৃতি স্থানের শত শত মন্দির সংস্কৃত হয়। ইনি নিজে গুর্জ্জর, মালব, কচ্ছ, মরুস্থলী, কোঙ্কণ প্রভৃতি স্থানে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫৮শ হরিবিজয়সূরি। ১৫৮৩ সম্বৎ অগ্রহায়ণমাসে শুক্ল-নবমীতে প্রহ্লাদনপুরে জন্ম, ১৫৯৩ সম্বতে কার্ত্তিকমাসে পত্তন নগরে দীক্ষা, ১৬০৭ সম্বতে নারদপুরে ঋষভমন্দিরে পণ্ডিত-পদ, ১৬০৮ সম্বতে মাঘীপঞ্চমীর দিনে বরকানকপার্শ্বনাথ সমীপে বাচকপদ, এবং ১৬১০ সম্বতে সিরোহীনগরে সূরিপদ প্রাপ্ত হন।

তপাগচ্ছীয়েরা বলিয়া থাকেন, হরিবিজয়সূরির ন্যায় পট্টধর ইদানীন্তনকালে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। স্বয়ং অক্‌বর বাদশাহ ইঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া ইহার মুখে ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছিলেন। ১৬৩৯ সম্বতে ইনি দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাদশাহের প্রশ্না-নুসারে উত্তর করেন—যাহার ১৮ প্রকার দোষ নাই, তাহাই ঈশ্বরের স্বরূপ, যিনি পঞ্চ মহাব্রতাদি পালন করেন সেই গুরু, আত্মার শুদ্ধস্বভাব যে জ্ঞানদর্শন ও চরিত্ররূপ তাহাই ধর্ম্ম। অকবর তাঁহার কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া জীবহিংসা পরিত্যাগ করেন এবং হরিবিজয়কে এক ফরমাণ দেন, এই ফরমাণে লিখিত আছে,—সিদ্ধাচল, গিরনার, তারঙ্গা, কেসরিয়া, আবু, রাজগৃহের পাঁচ পাহাড়, বাঙ্গালায় সমেতশিখর বা পার্শ্বনাথ পাহাড় এবং মোগলসাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য স্থানে যে সকল শ্বেতাম্বর জৈনদিগের তীর্থ আছে, ঐ সকল স্থানে বা তাহার নিকটে কেহ কোনপ্রকার জীব-হিংসা করিতে পারিবে না। ঐ ফরমাণখানি এখনও তপাগচ্ছীয় শ্বেতাম্বর পট্টধরের নিকট আছে। তপাগচ্ছীয় পট্টাবলীতে লিখিত আছে—হরিবিজয় সূরির ইচ্ছামতই অকবর বাদশাহ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাদশমী হইতে শুক্লাষষ্ঠী পর্য্যন্ত ১২ দিন কোন প্রকার পশুবধ নিষেধ করেন।

নারদপুর, সিরোহী প্রভৃতি নানাস্থানে হরিবিজয় জিন-মন্দির ও জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লুম্পকাচার্য্য মেঘজী লুম্পকমত ও নিজ আচার্য্যপদ পরিত্যাগ করিয়া পঁচিশ জন যতি সহ হরিবিজয়ের নিকট দীক্ষিত হন।

৫৯শ বিজয়সেনসূরি। ১৬০৪ সংবতে জন্ম, ১৬১৩ সংবতে পিতামাতাসহ দীক্ষা, ১৬২৬ সম্বতে পণ্ডিতপদ, ১৬২৮ সংবতে উপাধ্যায় পরে সূরিপদ, ১৬৫২ সংবতে ভট্টারক-পদ এবং ১৬৭১ সংবতে স্তম্ভতীর্থে স্বর্গলাভ হয়। ইঁহার দুই শিষ্য বেধ্‌হরষ ও পরমানন্দ। এই দুইজন যতির

মুখে জাহাঙ্গীর জৈনধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করেন এবং উত্তরের প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া ফরমাণ দিয়াছিলেন, সেই ফরমাণেও জৈনতীর্থ ও জিনমন্দিরের নিকট জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৬০ বিজয়দেবসূরি। ১৬৩৪ সম্বতে জন্ম, ১৬৪৩ সংবতে দীক্ষা, ১৬৫৫ সংবতে পণ্ডিতপদ, ১৬৮১ সংবতে প্রথমে উপাধ্যায় পরে সূরিপদ এবং ১৬৮১ সংবতে স্বর্গলাভ হয়।

৬১ বিজয়সিংহসূরি। ১৬৪৪ সংবতে জন্ম, ১৬৫৪ সংবতে দীক্ষা, ১৬৭০ সংবতে বাচকপদ, ১৬৮২ সংবতে সূরিপদ এবং ১৭০৮ সংবতে স্বর্গলাভ হয়।

৬২ বিজয়প্রভসূরি। ১৬৭৫ সংবতে জন্ম, ১৬৮৯ সংবতে দীক্ষা, ১৭০১ সংবতে পণ্ডিতপদ, ১৭১০ সংবতে উপাধ্যায়-পদ, ১৭১৩ সংবতে ভট্টারক-পদ এবং ১৭৪৯ সংবতে স্বর্গলাভ করেন। ইহার সময় ঢুণ্ঢীয়-মত প্রচলিত হয়।

৬৩ বিজয়রত্নসূরি, ৬৪ বিজয়ক্ষমাসূরি, ৬৫ বিজয়দয়া-সূরি, ৬৬ বিজয়ধর্ম্মসূরি, ৬৭ জিনেন্দ্রসূরি, ৬৮ দেবেন্দ্রসূরি, ৬৯ বিজয়ধরণেন্দ্রসূরি। শেষোক্ত সূরিই তপাগচ্ছীয় শাখার বর্ত্তমান পট্টধর।

৬২য় পট্টধর বিজয়প্রভসূরির সময় যে ঢুণ্ঢীয় মত প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

সুরাট নগরে বীর সাহুকর দশাশ্রীমালী বাস করিতেন, তাঁহার ফুলা নামে এক বাল-বিধবা কন্যা ছিল। তাহার লব নামে এক পুত্র হয়। লবকে লুম্পকের উপাশ্রয়ে পড়িতে পাঠান হয়। সেখানে সাধুসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে। পরে সে লুম্পক-যতি বজরঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। দুই বর্ষ পরে একদিন লব গুরুকে কহিল, "শাস্ত্রে যেরূপ সাধ্বাচার নির্দ্দিষ্ট আছে, আপনি সেরূপ পালন করিতেছেন না কেন?" যতি উত্তর করিলেন, "এই পঞ্চমকালে শাস্ত্রোক্ত সকল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না।" গুরুর কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া লব ভূণা ও সুখজী নামক দুইজন যতির সহিত গুরু ও লুম্পক-মত পরিত্যাগ করিয়া আপনি দীক্ষিত হইল এবং মুখের উপর কাপড়ের আচ্ছাদন দিল। লবের অভিনব আবরণ দৃষ্টে কেহ তাহাকে স্থান দিল না, গুজরাটের নানাস্থানে ঢুঁড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন, সেইজন্য তাঁহার মতের নাম ঢুণ্ঢীয় হইল। অল্পদিন পরেই অনেকেই লবের শিষ্য হইল, তন্মধ্যে কালুপুরনিবাসী উসবাল সোমজী প্রধান। অপরাপর শিষ্যের নাম হরিদাস, প্রেম, গিরিধর, কানু এবং শ্রীপাল, অমীপাল, ধর্ম্মসিংহ, হর, জীবাজী সমরায় প্রভৃতি লুম্পক-মতা-বলম্বীও অনেকে ঢুণ্ঢীয়া-মত গ্রহণ করিয়াছিল।

গুজরাটবাসী ধর্ম্মদাস নামেও এক ব্যক্তি মুখে কাপড়ের পট্টি বাঁধিয়া আপনাপনি ঢুণ্ঢী-মত প্রচার করেন। তাঁহারও অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল। এখন পঞ্জাব অঞ্চলে ভবানী-দাসের মতাবলম্বী শিষ্যগণ দৃষ্ট হয়।

লবের মতাবলম্বী অনেক শিষ্য মারবাড়, আজমের, কৃষ্ণ-গড়, কোটা, বুন্দী দিল্লী প্রভৃতি নানাস্থানে এখনও বাস করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মদাস ছীম্পিকার চেলা ধনজী, ধনজীর শিষ্য ভূধরজী, ভূধরের শিষ্য রঘুনাথ, এই রঘুনাথের শিষ্য ভীখমজী হইতে ১৮১৮ সম্বতে তেরাপন্থ-মত প্রবর্ত্তিত হয়।

দিগম্বরসম্প্রদায়। দিগম্বরেরা গুরুপরম্পরা সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। যথা—

১। কেবলী।

১ গোতম	১২ বর্ষ	বীরগতে	১২ পর্য্যন্ত
২ সুধর্ম্মা	১২ „	„	২৪ „
৩ জম্বু	৩৮ „	„	৬২ „

২। শ্রুতকেবলী।

১ বিষ্ণু	১৪ বর্ষ	বীরগতে	৭৬ পর্য্যন্ত
২ নন্দী	১৬ „	„	৯২ „
৩ অপরাজিত	২২ „	„	১১৪ „
৪ গোবর্দ্ধন	১৯ „	„	১৩৩ „
৫ ভদ্রবাহু ১ম	২৯ „	„	১৬২ „

৪। দশপূর্ব্বী।

১ বিশাখ	১০ বর্ষ	বীরগতে	১৭২ পর্য্যন্ত
২ প্রোষ্ঠিল	১৯ „	„	১৯১ „
৩ ক্ষত্রিয়	১৭ „	„	২০৮ „
৪ জয়সেন	২১ „	„	২২৯ „
৫ নাগসেন	১৮ „	„	২৪৭ „
৬ সিদ্ধার্থ	১৭ „	„	২৬৪ „
৭ ধৃতিসেন	১৮ „	„	২৮২ „
৮ বিজয়	১৩ „	„	২৯৫ „
৯ বুদ্ধিলিঙ্গ	২০ „	„	৩১৫ „
১০ দেব ১ম	১৪ „	„	৩২৯ „
১১ ধরসেন	১৪ „	„	৩৪৩ „

৪। একাদশাঙ্গী

১ নক্ষত্র	১৮ বর্ষ	„	৩৬১ „
২ জয়পীলক	২০ „	„	৩৮১ „

৩ পাণ্ডব	৩৯ বর্ষ	বীরগতে ৪২০	পর্য্যন্ত
৪ ধ্রুবসেন	১৪ „	„ ৪৩৪	„
৫ কংস	৩২ „	„ ৪৬৬	„

৫। উপাঙ্গী।

১ সুভদ্র	৬ বর্ষ	„ ৪৭২	„
২ যশোভদ্র	১৮ „	„ ৪৯০	„
৩ ভদ্রবাহু ২য়	২৩ „	„ ৫১৩	„
৪ লোহাচার্য্য	৫২ „	„ ৫৬৫	„

৬। একাঙ্গী।

১ অর্হদ্বলী	২৮ বর্ষ	„ ৫৯৩	„
২ মাঘনন্দী	২১ „	„ ৬১৪	„
৩ ধরসেন	১৯ „	„ ৬৩৩	„
৪ পুষ্পদন্ত	৩০ „	„ ৬৬৩	„
৫ ভূতবলী	২০ „	„ ৬৮৩	„

দিগম্বরেরা উপাঙ্গধারী ২য় ভদ্রবাহু হইতেই আপনাদের পট্টধরগণের পট্টাবলী আরম্ভ করিয়াছেন। [উদাহরণ স্বরূপ পরপৃষ্ঠায় দিগম্বরের প্রধান শাখা সরস্বতীগচ্ছের পট্টাবলী উদ্ধৃত হইল।]

দিগম্বর-শাস্ত্র। দিগম্বরদিগের শ্রুতজ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্রগ্রন্থ এইরূপে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—অঙ্গ, পূর্ব্ব ও অঙ্গবাহ্য।

অঙ্গ। যথা ১ আচারাঙ্গ—এই পুস্তকে যতি অথবা সন্ন্যাসীদিগের করণীয় কার্য্য লিখিত হইয়াছে।

২ সূত্রকৃতাঙ্গ—এই অঙ্গে কোন নিয়মভঙ্গ হইলে তাহার ক্ষমা ও প্রায়শ্চিত্ত লিখিত আছে।

৩ স্থানাঙ্গ—এই গ্রন্থে দ্রব্য ও বস্তুর বিচার করা হইয়াছে।

৪ সমবায়াঙ্গ—একই প্রকার গণনা দ্বারা দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল এবং ভাবের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তকে ১৬৪০০০ পদ আছে।

৫ ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্ত্যাঙ্গ—জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা এই সম্বন্ধে গণধর জিনেন্দ্রকে ৬০০০০ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তাহার উত্তর লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ২২৮০০০ পদ আছে।

৬ জ্ঞাতৃধর্ম্মকথাঙ্গ—তীর্থঙ্কর এবং গণধরদিগের মধ্যে বিবিধ প্রকার ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন। পদসংখ্যা ৫৫৬০০০।

৭ উপাসকাধ্যয়নাঙ্গ—এই পুস্তকে গণধরগণ দিগম্বরদিগের ব্রত এবং করণীয় কার্য্য ও তাহাদের ধর্ম্মসঙ্গত আচরণের বিষয় বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পদসংখ্যা ১১৭০০০০।

৮ অন্তকৃদ্দশাঙ্গ—২৪ জন তীর্থঙ্করের প্রত্যেকের পদ্ধতি অনুসারে ১০ জন কেবলীর ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে।

৯ অনুত্তরৌপপাতিকাঙ্গ—প্রতি তীর্থঙ্করের নিয়মানুসারে ১০ জন যোগীর ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; ইহারা পঞ্চ অনুত্তর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ৯২৪৪০০০ পদ আছে।

১০ প্রশ্নব্যাকরণাঙ্গ—অন্যের প্রশ্নের উত্তর। পদসংখ্যা ৯,৩১৬০০০।

১১ বিপাকসূত্রাঙ্গ—মানবের সৎ ও অসৎ কর্ম্মফলের ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ১৮,৪০০,০০০।

সমস্ত অঙ্গে মোট ৪১,৫০২০০০ গুলি পদ আছে।

১২ দৃষ্টিবাদ—ক্রিয়াবাদী ও অজ্ঞানদিগের ইতিবৃত্ত। দৃষ্টিবাদাঙ্গ বলিতে ৫ খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বুঝায়—পরিকর্ম্ম, সূত্র, প্রথমানুযোগ, পূর্ব্বগত ও চূলিকা।

পরিকর্ম্ম এই গুলি। ১ চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি—এই পুস্তকে জিনেশ্বরগণ চন্দ্রের তেজ, গতি প্রভৃতি ও তাহার অস্তিত্বকালের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। পদসংখ্যা ৩,৬০৫,০০০।

২ সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তি—সূর্য্যসম্বন্ধে উক্ত রূপ বর্ণনা আছে। পদসংখ্যা ৫০৩,০০০।

৩ জম্বূদ্বীপপ্রজ্ঞপ্তি—জম্বূদ্বীপের পর্ব্বত, নদী, মৃত্তিকা প্রভৃতির বিষয় লিখিত। পদসংখ্যা ৩২৫০০০।

৪ দ্বীপবার্দ্ধিপ্রজ্ঞপ্তি—বহুসংখ্যক পর্ব্বত, নদী ও দ্বীপের বর্ণনা। পদসংখ্যা ৫,২৩৬০০০।

৫ ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি—ছয়প্রকার দ্রব্যের প্রকৃতি, তাহাদিগের গুণ ও পরিণামের ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ৮,৪৩৬০০০। পরিকর্ম্মে মোট ১৮,১০৫০০০ পদ আছে।

সূত্র—মানবগণ নিজেরাই কার্য্য করে, তাহাদিগের কর্ম্মের জন্য তাহারাই দায়ী, সুতরাং তাহাদিগের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত। পদসংখ্যা ৮,৮০০০।

প্রথমানুযোগ—৬৩ জন শলাকাপুরুষের প্রকৃতির ব্যাখ্যা-পুস্তক। পদসংখ্যা ৫০০০।

পূর্ব্বগত ১৪ খানি, তাহাদের নাম যথা—১ উৎপাদপূর্ব্ব—জীব ও অন্যান্য পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থায়িত্বের বিষয় লিখিত হইয়াছে। পদসংখ্যা ১০,০০০০০০।

২ অগ্রায়ণীয় পূর্ব্ব—সমস্ত অঙ্গের সার ব্যাখ্যা। পদসংখ্যা ৯৬০০০০।

সরস্বতীগচ্ছের পট্টাবলী।

সংখ্যা	নাম	পট্টবন্ধ সম্বৎ	গৃহস্থবর্ষ			দীক্ষাবর্ষ			পট্টস্থবর্ষ			বিরহ দিন	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ			মন্তব্য
			বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন		বর্ষ	মাস	দিন	
১	ভদ্রবাহু ২য়	৪।চৈ শু ১৪	২৪	…	…	৩০	…	…	২২	১০	২৭	৩	৭৬	১১	…	ব্রাহ্মণ।
২	গুপ্তিগুপ্ত	২৬।ফা শু ১৪	২২	…	…	৩৪	…	…	৯	৬	২৫	৫	৬৫	৭	…	পবার।
৩	মাঘনন্দী ১ম	৩৬।আশ্বি শু ১৪	২০	…	…	৪৪	…	…	৪	৪	২৬	৪	৬৮	৫	…	সাহ।
৪	জিনচন্দ্র ১ম	৪০।ফা শু ১৪	২৪	৯	…	৩২	৩	…	৮	৯	৬	৩	৬৫	৯	৯	
৫	কুন্দকুন্দ	৪৯।পৌ কৃ ৮	১১	…	…	৩৩	…	…	৫১	১০	১০	৫	৯৫	১০	১৫	
৬	উমাস্বামী	১০১।কা শু ৮	১৯	…	…	২৫	…	…	৪০	৮	১	৫	৮৪	৮	৬	কাষ্ঠাসঙ্ঘ হয়।
৭	লোহাচার্য্য ২য়	১৪২।আশ্বি শু ১৪	১১	…	…	৩৮	…	…	১০	১০	২০	৬	৬৯	১০	২৬	
৮	যশকীর্ত্তি	১৫৩।জ্যৈ শু ১০	১২	…	…	২১	…	…	৫৮	৮	২১	৫	৯১	৯	১৫	জায়লবাল জাতীয়।
৯	যশোনন্দী	২১১।ফা কৃ ১১	১৬	…	…	১৭	…	…	৪৬	৪	৯	৪	৭৬	৪	১৩	
১০	দেবনন্দী	২৫৮।আষ শু ৮	১১	৫	…	১৫	৭	…	৪৯	১০	২৮	৪	৭৬	১১	২	পৌরবাল জাতীয়।
১১	পূজ্যপাদ	৩০৮।জ্যৈ শু ১০	১৫	…	…	১১	৭	…	৪৪	১১	২২	৭	৭১	৬	২৯	
১২	গুণনন্দী ১ম	৩৫৩।জ্যৈ শু ৯	১৪	…	…	১৩	৫	…	১১	৩	১	৪	৩৮	৮	৫	
১৩	বজ্রনন্দী	৩৬৪।ভা শু ১৪	১৯	…	…	১৬	৩	…	২২	৫	১	৪	৫৭	৮	৫	
১৪	কুমারনন্দী	৩৮৬।ফা কৃ ৪	১৬	…	…	১০	২	…	৪০	২	২০	৯	৬৬	৪	২৯	
১৫	লোকচন্দ্র ১ম	৪২৭।জ্যৈ কৃ ৩	১৮	…	…	১৬	…	…	২৬	৩	১৬	১০	৬০	৩	২৬	(পাঠান্তর লোকেন্দু)
১৬	প্রভাচন্দ্র ১ম	৪৫৩।ভা শু ১৪	৯	…	…	২৪	…	…	২৫	৫	১৫	১১	৫৮	৫	২৬	(পাঠান্তর প্রভাব)
১৭	নেমিচন্দ্র ১ম	৪৭৮।ফা শু ১০	১০	…	…	২২	…	…	৮	৯	১	৯	৪০	৯	১০	
১৮	ভানুনন্দী	৪৮৭।পৌ কৃ ৫	৯	…	…	১৫	…	…	২২	…	২৪	১২	৪৬	১	৬	
১৯	হরিনন্দী	৫০৮।অগ্র শু ১১	৯	…	…	১৫	…	…	১৬	৭	১৫	১৪	৪০	৭	২৯	(পাঠান্তর সিংহনন্দী)
২০	বসুনন্দী	৫২৫।আশ্বি শু ১০	১০	…	…	৩০	…	…	৬	২	২২	৯	৪৬	৩	১	
২১	বীরনন্দী	৫৩১।পৌ শু ১১	৯	…	…	১৩	…	…	৩০	…	১৪	১০	৫২	…	২৪	(মতান্তরে পৌ শু ১২)
২২	রত্নকীর্ত্তি	৫৬১।অগ্র শু ৫	৮	…	…	১২	…	…	২৩	৪	৭	১১	৪৩	৪	১৮	(পাঠান্তর রত্ননন্দী)
২৩	মাণিক্যনন্দী	৫৮৫।আষ কৃ ৮	১০	…	…	১৯	…	…	১৬	৫	১০	১৫	৪৫	৫	২৫	(পাঠান্তর মাণিক্য)
২৪	মেঘচন্দ্র	৬০১।পৌ কৃ ৩	২৪	৩	২৭	৬	৭	১৩	২৫	৫	২০	১২	৫৬	৬	২	(পাঠান্তর মেঘেন্দু)
২৫	শান্তিকীর্ত্তি	৬২৭।আষ কৃ ৫	৭	…	…	১০	…	…	১৫	…	২৫	২০	৩২	১	১৫	
২৬	মেরুকীর্ত্তি	৬৪২।শ্রা শু ৫	৮	…	…	১১	…	…	৪৪	৩	১৬	১৩	৬৩	৩	২৯	ভদ্রিলপুরে বাস।
২৭	মহাকীর্ত্তি	৬৮৬।অগ্র শু ৪	৬	…	…	১২	…	…	১১	১৭	৫	১৫	৩৫	১১	২০	উজ্জয়িনীতে পট্ট।
২৮	বিষ্ণুনন্দী	৭০৪।অগ্র কৃ ৯	৭	…	…	১৪	…	…	২১	৪	…	১৫	৪২	৪	১৫	(পাঠান্তর বীরনন্দী)
২৯	শ্রীভূষণ	৭২৬।চৈ শু ৯	১৪	…	…	৮	…	…	৯	…	…	২৬	৩১	…	২৬	
৩০	শ্রীচন্দ্র	৭৩৫।বৈ শু ৫	৬	…	…	১২	…	…	১৪	৩	৪	৩১	৩২	৪	৫	(পাঠান্তর শীলচন্দ্র)
৩১	নন্দীকীর্ত্তি	৭৪৯।ভা শু ১০	১৫	…	…	২০	…	…	১৫	৬	৪	১৩	৫০	৬	১৭	(পাঠান্তর শ্রীনন্দী)
৩২	দেশভূষণ	৭৬৫।চৈ কৃ ১২	১৮	…	…	২৪	…	…	…	৬	৬	৭	৪২	৬	১৩	(মতান্তর সম্বৎ ৭৬৪)
৩৩	অনন্তকীর্ত্তি	৭৬৫।আশ্বি শু ১০	১১	…	…	১৩	…	…	১৯	৯	২৫	৫	৪৩	১০	…	
৩৪	ধর্ম্মনন্দী	৭৮৫।শ্রা পূর্ণি	১৩	১৮	…	১৮	…	…	২২	৯	২৫	৫	৫৩	১০	…	(পাঠান্তর ধর্ম্মাদিনন্দী)

ক্রমাঙ্ক	নাম	পট্টবন্ধ সম্বৎ	গৃহস্থবর্ষ			দীক্ষাবর্ষ			পট্টস্থ বর্ষ			বিরহ দিন	সর্ব্বায়ুঃ-বর্ষ			মন্তব্য
			বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন		বর্ষ	মাস	দিন	
৩৫	বীরচন্দ্র	৮০৮।জ্যৈ পূর্ণি	১৩	...	...	২৫	...	...	৩২	...	৪	৮	৭০	...	১২	(পাঠান্তর বিদ্যানন্দী)
৩৬	রামচন্দ্র	৮৭০।আষ কৃ ১২	৮	...	...	১১	...	...	১৬	১০	...	৬	৩৫	১০	৬	(পাঠান্তর বীরচন্দ্র)
৩৭	রামকীর্ত্তি	৮৫৭।বৈ শু ৩	১৪	...	...	১৬	...	...	২১	৪	২৬	১১	৫১	৫	৭	
৩৮	অভয়চন্দ্র	৮৭৮।আশ্বি শু ১০	১৮	...	...	১০	...	...	১৭	...	২৭	৪	৪৫	১	১	(পাঠান্তর অভয়েন্দু)
৩৯	নরনন্দী	৮৯৭।কা শু ৭	১৫	...	...	২১	...	...	১৮	৯	...	৯	৫৪	৯	৯	(মতান্তরে শু ১১ পট্টস্থ ।)
৪০	নাগচন্দ্র	৯০৬ ভা কৃ ৫	২১	...	...	১৩	...	...	২৩	...	৩	১০	৫৭	...	১৩	
৪১	নয়ননন্দী	৯৩৯।ভা শু ৯	৮	...	...	১০	...	...	৮	৯	১১	৯	২৬	৯	২০	(পাঠান্তর নয়নন্দী ।)
৪২	হরিচন্দ্র	৯৪৮।আষ কৃ ৮	৮	৪	...	১৪	৮	...	২৬	১	৮	৮	৪৯	১	১৬	
৪৩	মহীচন্দ্র ১ম	৯৭৪।শ্রা শু ৯	১৪	...	...	১০	১	...	১৬	৬	...	৫	৪১	৫	৫	(মতান্তরে ৯৭২ সং পট্টস্থ।)
৪৪	মাঘচন্দ্র ১ম	৯৯০।মা শু ১৪	১৩	...	...	২০	...	...	৩২	২	২৪	৯	৬৫	৩	৩	(পাঠান্তর মাঘবেন্দু)
৪৫	লক্ষ্মীচন্দ্র	১০২৩।জ্যৈ কৃ ২	১১	...	...	২৫	...	...	১৪	৪	৩	১১	৫০	৪	১৪	
৪৬	গুণনন্দী ২য়	১০৩৭।আশ্বি শু ১	১০	...	...	২২	...	...	১০	১০	২৯	১৪	৪৮	১১	১৩	(ইঁহার পর গুণকীর্ত্তি ।)
৪৭	গুণচন্দ্র	১০৪৮।ভা শু ১৪	১০	...	...	২২	...	...	১৭	৮	৭	১০	৪৯	৮	১৭	(৪৬ ও ৪৮শের মধ্যে বাসবেন্দু ।)
৪৮	লোকচন্দ্র ২য়	১০৬৬।জ্যৈ শু ১	১৫	...	...	৩০	...	...	১৩	৩	৩	৪	৫৮	৩	৭	
৪৯	শ্রুতকীর্ত্তি	১০৭৯।ভা শু ৮	১৩	...	...	৩২	...	...	১৫	৬	৬	৬	৬০	৬	১২	
৫০	ভাবচন্দ্র	১০৯৪।চৈ কৃ ৫	১২	...	...	২৫	...	...	২০	১১	২৫	৫	৫৮	..	...	
৫১	মহীচন্দ্র য়	১১১৫।চৈ কৃ ৫	১০	...	...	২৬	...	...	২৫	৫	১৯	৫	৬১	৫	১৫	এই পর্য্যন্ত উজ্জায়নীতে পট্ট
৫২	মাঘচন্দ্র ২য়	১১৪০।ভা শু ৫	১৪	...	...	১৩	...	...	৪	৩	১৭	৭	৩১	৩	২৪	বারানগরে পট্ট।
৫৩	বৃষভনন্দী	১১৪৪।পৌ কৃ ১৪	৭	...	...	৩৭	...	...	৩	৪	১	৪	৪৭	৪	৫	(পাঠান্তর ব্রহ্মনন্দী পট্ট)
৫৪	শিবনন্দী	১১৪৮।বৈ শু ৩	৯	...	...	৩৯	...	...	৭	৬	১৭	১৪	৫৫	৭	১	বারানগরে পট্ট।
৫৫	বসুচন্দ্র	১১৫৫।অগ্র শু ৫	১১	...	...	৪০	...	...	...	৭	২৮	৩	৫১	৮	১	বারা। (পাঠান্তর বিশ্বচন্দ্র)
৫৬	সজ্জননন্দী	১১৫৬।শ্রা শু ৬	৭	...	...	৩২	...	...	৪	...	২৪	৫	৪৩	...	২৯	বারা।
৫৭	ভাবনন্দী	১১৬০।ভা শু ৫	১১	...	...	৩০	...	...	৭	২	...	৩	৪৮	২	৩	বারা।
৫৮	দেবনন্দী ২য়	১১৬৭।কা শু ৮	১১	...	...	৩০	...	...	৩	৩	২	১০	৪৪	৩	১২	বারা। পাঠান্তর শূরকীর্ত্তি)
৫৯	বিদ্যাচন্দ্র	১১৭০।ফা কৃ ৫	১৪	...	...	৩৮	...	...	৫	৫	৫	১৪	৫৭	৫	১৯	বারা।
৬০	শূরচন্দ্র	১১৭৬।শ্রা শু ৯	১০	...	...	৩৫	...	...	৮	১	২৯	২	৫৩	২	১	বারা।
৬১	মাঘনন্দী ২য়	১১৮৪।আশ্বি শু ১০	১৪	৩	...	৩২	১	...	৪	১	১৬	৫	৫০	৬	২১	বারা।
৬২	জ্ঞানকীর্ত্তি	১১৮৮।অগ্র শু ১	১০	...	...	৩৪	...	...	১১	...	৩	৭	৫৫	...	১০	বারা।
৬৩	গঙ্গাকীর্ত্তি	১১৯৯।অগ্র শু ১১	১৩	...	...	৩৩	...	...	৭	২	৮	১০	৫৩	২	১৮	বারা।
৬৪	সিংহকীর্ত্তি	১২০৬।ফা কৃ ১৪	৮	...	...	৩৭	...	...	২	২	১৫	১৬	৪৭	৩	১	গোয়ালিয়র।
৬৫	হেমকীর্ত্তি	১২০৯।জৈ কৃ ৩	১৩	...	...	২৪	...	...	৭	৩	২৭	৬	৪৪	৪	৩	
৬৬	সুন্দরকীর্ত্তি	১২১৬।আশ্বি শু ৩	৬	৯	...	১৯	...	...	৬	৬	২০	১০	৩২	৭	...	(পাঠান্তর চারুনন্দী)
৬৭	নেমিচন্দ্র ২য়	১২২৩।বৈ শু ৩	৭	...	...	২১	...	...	৭	৮	২৯	৯	৩৫	৯	৮	(পাঠান্তর নেমিনন্দী)
৬৮	নাভিকীর্ত্তি	১২৩০।মা শু ১১	৫	...	...	৩৫	...	...	১	১১	২৬	৪	৪২	...	...	
৬৯	নরেন্দ্রকীর্ত্তি	১২৩২।মা শু ১১	১৪	...	...	১৩	...	...	৯	...	১৮	১২	৩৬	১	...	(পাঠান্তর নরেন্দ্রাদিয়শঃ)

পট্টাঙ্ক	নাম	পট্টবন্ধ সম্বৎ	গৃহস্থবর্ষ			দীক্ষাবর্ষ			পট্টস্থ বর্ষ			বিরহ দিন	সর্ব্বায়ুঃ বর্ষ			মন্তব্য
			বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন	বর্ষ	মাস	দিন		বর্ষ	মাস	দিন	
৭০	শ্রীচন্দ্র ২য়	১২৪১।কা শু ১১	৭	…	…	২৫	…	…	৬	৩	২৪	৭	৪৮	৪	১	
৭১	পদ্মকীর্ত্তি	১২৪৮।আশ্বি শু ১২	১০	…	…	২২	…	…	৪	১১	২৫	৬	৩৭	…	১	
৭২	বর্দ্ধমান	১২৫৩।আশ্বি শু ১৩	১৮	…	…	৫	…	…	২	১১	২৮	৩	২৬	…	১	
৭৩	অকলঙ্কচন্দ্র	১২৫৬।আশ্বি শু ১৪	১৪	…	…	৩৩	…	…	১	৩	২৪	৭	৪৮	৪	১	
৭৪	ললিতকীর্ত্তি	১২৫৭।কা পূর্ণি	১৩	…	…	২৪	…	…	৪	…	…	৫	৪১	…	৫	
৭৫	কেশবচন্দ্র	১২৬১।অগ্র কৃ ৫	১১	…	…	৩৪	…	…	…	৬	১৫	৬	৪৫	৬	২১	
৭৬	চারুকীর্ত্তি	১২৬২।জ্যৈ শু ১১	১৩	…	…	৩২	…	…	২	৩	২	৭	৪৭	৩	৯	
৭৭	অভয়কীর্ত্তি	১২৬৪।আশ্বি কৃ ৩	১১	২	…	৩০	…	…	…	৪	১১	৭	৪১	১১	১৮	গোয়ালিয়র।
৭৮	বসন্তকীর্ত্তি	১২৬৪।মা শু ৫	১২	…	…	২০	…	…	১	৪	২২	৮	৩৩	৫	..	আজমীরে পট্টস্থল।
৭৯	প্রখ্যাতকীর্ত্তি	১২৬৬।আষ শু ৫	১১	…	…	১৫	…	…	২	৩	১৯	৪	২৮	৩	২৩	আজমীর।
৮০	শান্তিকীর্ত্তি	১২৬৮।কা কৃ ৮	১৮	…	…	২৩	…	…	২	৯	৭	৮	৪৩	৯	১৫	(পাঠান্তর বিশালকীর্ত্তি)
৮১	ধর্ম্মচন্দ্র ১ম	১২৭১।শ্রা পূর্ণি	১৬	…	…	২৪	…	…	২৫	…	৫	৮	৬৫	…	১৩	আজমীর।
৮২	রত্নকীর্ত্তি ২য়	১২৯৬।ভা কৃ ১৩	১৯	…	…	২৫	…	…	১৪	৪	১০	৬	৫৮	৪	১৬	আজমীর।
৮৩	প্রভাচন্দ্র ২য়	১৩১০।পৌ শু ১৪	১২	…	…	১২	…	…	৭৪	১১	১৫	৮	৯৮	১১	২৩	সরস্বতীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।
৮৪	পদ্মনন্দী	১৩৮৫।পৌ শু ৭	১০	…	…	২৩	…	…	৬৫	…	১৮	১০	৯৯	…	২৮	দিল্লী।
৮৫	শুভচন্দ্র	১৪৫০।মা শু ৫	১৬	…	…	২৪	…	…	৫৬	৩	৪	১১	৯৬	৩	১৫	দিল্লী।
৮৬	প্রভাচন্দ্র ৩য়	১৫০৭।জ্যৈ কৃ ৫	১২	…	…	১৫	…	…	৬৪	৮	১৭	১০	৯১	৮	২৭	দিল্লী। (পাঠান্তর প্রতাপ)
৮৭	জিনচন্দ্র ২য়	১৫৭১।ফা কৃ ২	১৫	…	…	৩৫	…	…	৯	৪	২৫	৮	৫৯	৫	৩	১৫৭২ সম্বতে চিতোরে গচ্ছভেদ হয়। এক দল চিতোরেই থাকে, অপর দল নাগরে গিয়া পৃথক্ স্থরি গ্রহণ করে।
৮৮	ধর্ম্মচন্দ্র ২য়	১৫৮১।শ্রা কৃ ৫	৯	…	…	৩১	…	…	২১	৮	১৩	৫	৬১	৮	১৮	চিতোরে পট্ট।

	পট্টবন্ধ সম্বৎ।
৮৯ ললিতকীর্ত্তি ২য়	১৬০৩।চৈ শু ৮
৯০ চন্দ্রকীর্ত্তি	১৬২২।বৈ কৃ
৯১ দেবেন্দ্রকীর্ত্তি	১৬৬২।কা কৃ
৯২ নরেন্দ্রকীর্ত্তি	১৬৯১।কা কৃ ৮
৯৩ সুরেন্দ্রকীর্ত্তি	১৭২২।শ্রা কৃ ৫
৯৪ জগৎকীর্ত্তি	১৭৩৩।শ্রা কৃ ৫
৯৫ দেবেন্দ্রকীর্ত্তি ২য়	১৭৭০।মা কৃ ১১
৯৬ মহেন্দ্রকীর্ত্তি ১ম	১৭৯২।পৌ শু ১০
৯৭ ক্ষেমেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮১৫।আশ্বি শু ১১
৯৮ সুরেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮২২।বৈ কৃ
৯৯ সুখেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮৫২।
১০০ নৈণকীর্ত্তি	১৮৭৯।আশ্বি কৃ ১০
১০১ দেবেন্দ্রকীর্ত্তি	১৮৮৩।আশ্বি শু ১০
১০২ মহেন্দ্রকীর্ত্তি	১৯৩৮।ফা শু ২

৩ বীর্য্যপ্রবাদপূর্ব্ব—চক্রী, কেবলী ও দেবগণের ক্ষমতা ও জ্ঞানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৭০০০০০০ পদ।

৪ অস্তিনাস্তিপ্রবাদপূর্ব্ব—দ্রব্যের অন্তর্ভূক্ত পঞ্চ অস্তি-কায়ের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের মত সমালোচনা। ৬০০০০০০ পদ।

৫ জ্ঞানপ্রবাদপূর্ব্ব—পাঁচপ্রকার জ্ঞান ও তিন প্রকার অজ্ঞানের মূল এবং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীদিগের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ৯,৯৯৯,৯৯৯ পদ।

৬ সত্যপ্রবাদপূর্ব্ব—বাগ্‌গুপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ১০,০০০,০০৬ পদ।

৭ আত্মপ্রবাদপূর্ব্ব—আত্মার কর্তৃত্ব ও তাহার সুখ-দুঃখ-ভোগের বিষয় লিখিত আছে। ২৬,০০০,০০০ পদ।

৮ কর্ম্মপ্রবাদপূর্ব্ব—মানবের কর্ম্মের বিষয় বর্ণিত হই-য়াছে। ১৮,০০০,০০০ পদ।

৯ প্রত্যাখ্যানপূর্ব্ব—আত্মার বন্ধনাবস্থা, কর্ম্মের উদয় ও শমাবস্থা, অসৎপরিত্যাগ এবং ব্রত ও বাহ্যাচারের প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। ৮৪০০০০০ পদ।

১০ বিদ্যানুবাদপূর্ব্ব—বিদ্যার যুক্তি প্রভৃতি অষ্টাংশের বিচার। ১১০০০০০০ পদ।

১১ কল্যাণপূর্ব্ব—৬৩ জন শলাকাপুরুষের শুভকার্য্যের পুনরালোচনা। ২৬০,০০০,০০০ পদ।

১২ প্রাণাবায়পূর্ব্ব—ঔষধের বিবরণ। ১৩০০০০০০০ পদ।

১৩ ক্রিয়াবিশালপূর্ব্ব—ছন্দ, অলঙ্কার, কবিতা প্রভৃতি নির্ণায়ক গ্রন্থ। ৯০,০০০,০০০ পদ।

১৪ লোকবিন্দুসারপূর্ব্ব—এই পুস্তকে মুক্তি ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। ১২৫০০০,০০০ পদ। পূর্ব্ববাদগুলিতে মোট ৯৫৫,০০০,০০৫ পদ আছে।

• 'পূর্ব্ব' গ্রন্থগুলি দিগম্বরদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী প্রধান বিভাগ; কিন্তু এগুলি দ্বাদশ অঙ্গ দৃষ্টিবাদের অন্তর্ভুক্ত।

চুলিকা ৫ ভাগে বিভক্ত। তাহাদের নাম—

১ জলগতা—জলোপরি ভ্রমণ ও মন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা জলের গতিরোধ প্রভৃতির বর্ণনা। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

২ স্থলগতা—স্থলে ভ্রমণ জন্য মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতির বর্ণনা। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

৩ মায়াগতা—ঐন্দ্রজালিক পদার্থের সৃষ্টির জন্য মন্ত্র প্রভৃতি। ২০,৯৮৯,২০০।

৪ রূপগতা—ইচ্ছানুসারে যে কোন মূর্ত্তি গ্রহণ করিবার উপায় এই গ্রন্থে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ২০,৯৮৯,২০০ পদ।

৫ আকাশগতা—আকাশে পরিভ্রমণ করিবার জন্য মন্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা। পদ ২০,৯৮৯,২০০।

সর্ব্ব চুলিকায় মোট ১০৪৯৪,৬০০০ গুলি পদ আছে।

গণধরগণ-বিরচিত শেষ অঙ্গে ও তাহার পঞ্চ বিভাগে মোট ১০৮৬,৮৫৬০০৫ গুলি পদ এবং দ্বাদশ অঙ্গে ১,১২৮,৩৫৮০০৫ গুলি পদ। তন্মধ্যে জিন-উচ্চারিত পদ মোট ১৮৩৪৮৩০৭৮৮৮।

১ম পূর্ব্বে ১০টী বস্তু, দ্বিতীয়ে ১৪, তৃতীয়ে ৮, চতুর্থে ১৮, পঞ্চমে ১২, ষষ্ঠে ১২, সপ্তমে ১৬, অষ্টমে ২০, নবমে ৩০, দশমে ১৫, অবশিষ্টগুলির প্রত্যেকে ১০টী করিয়া বস্তু বা বিষয় আছে। ১৪ পূর্ব্বে মোট ১৯৫ বস্তু আছে। প্রতি বস্তুতে ২০টী প্রাভৃত আছে; সুতরাং মোট প্রাভৃতের সংখ্যা ৩,৯০০।

অঙ্গবাহ্য ১৪ খানি। তাহাদের নাম যথা—১ সামায়িক, ২ চতুর্বিংশতিস্তব, ৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রম, ৫ বৈনয়িক, ৬ কৃতিকর্ম্ম, ৭ দশবৈকালিক, ৮ উত্তরাধ্যয়ন, ৯ কল্পব্যবহার, ১০ কল্পাকল্পবিধানক, ১১ মহাকল্প, ১২ পুণ্ডরীক, ১৩ মহা-পুণ্ডরীক, ১৪ অশীতিকসম।

অল্পধী, অশিক্ষিত অর্থাৎ সাধারণ লোকের নিমিত্ত উক্ত ১৪ খানি অঙ্গবাহ্য রচিত হইয়াছে। ইহাতে মোট ৮০১০৮১৭৫ গুলি পদ আছে।

জাতিভেদ। অঙ্গাদি প্রাচীন সিদ্ধান্ত পাঠে জানা যায় যে, জৈনদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চাতুর্বর্ণের বিধান আছে। তাঁহাদের মতে আদিজিন হইতেই বর্ণধর্ম্ম উৎপত্তি হইয়াছে (১)। ক্ষত্রিয়াদি ত্রিবর্ণ অসি, মসী, কৃষি, বিদ্যা, বাণিজ্য, শিল্প এই ৬টী বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে (২)। ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যাদি রক্ষা ও দুঃখিতের দুঃখ মোচন করিবে, একমাত্র শস্ত্রই ইহাদের উপজীবিকা। বৈশ্যদিগের কৃষি-বাণিজ্য পশুপালনই একমাত্র জীবনোপায়। শূদ্র, তিন বর্ণের সেবা করিবে। ক্ষত্রিয়কুমারগণের মধ্যে যাহারা পঞ্চমহাব্রতপরায়ণ ভরত তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া পশ্চাতে সৃষ্টি করিলেন (৩)। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতি-গ্রহ, ইজ্যা, তৎক্রিয়া অর্থাৎ যাজন, এই ৬টী ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

---

(১) "বর্ণাশ্চোৎপাদিতাস্তেন তদানীমাদিবেধসা।" জিনসং ৪।১৪।

(২) "অসির্ম্মসিঃ কৃষির্বিদ্যা বাণিজ্যশিল্পমিত্যপি।
কর্ম্মাণি ষড়্‌বিধানি স্যুঃ প্রজাজীবনহেতবঃ।
ত্রয়ঃ ক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাঃ ক্ষতত্রাণাদিভিগুণৈঃ।" জিনসং ৪।১২।

(৩) "ক্ষত্রিয়েষু কুমারেষু যেঽণুব্রতপরায়ণাঃ।
সৃষ্টাস্তে ব্রাহ্মণাঃ পশ্চাদ্ভরতেনাত্মবেধসা।" ৪।১৮।

প্রত্যেক ব্রাহ্মণ শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। শিখা ও যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপ (৪)। জৈন শাস্ত্র-মতে, শূদ্র দুই প্রকার—কারু ও অকারু, রজক, চর্ম্মকার প্রভৃতি কারু, অপর সকলে অকারু। কারু আবার দুই প্রকার—এক স্পৃশ্য অপর অস্পৃশ্য। অস্পৃশ্যগণ সমাজবাহ্য অর্থাৎ অব্যবহার্য্য এবং স্পৃশ্যগণ ব্যবহার্য্য (৫)।

আবার জৈনশাস্ত্রকার লিখিয়াছেন, প্রকৃত মনুষ্যজাতি এক, কেবল বৃত্তিভেদ অনুসারে চারিপ্রকার হইয়াছে (৬)। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন উত্তম বর্ণ সংস্কারের অধি-কারী এবং পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সম্পন্ন করিতে পারে। শূদ্রগণ অভূমি, সেই জন্য সংস্কারের অযোগ্য, ইহারা আপনাদের মধ্যে বিবাহ করিবে, অন্য বর্ণে বিবাহ করিতে পারিবে না (৭)।

শৌচাশৌচ। জন্ম বা মৃত্যু হইলে বান্ধবগণের মধ্যে সকলেরই অশৌচ হয়। ক্ষত্রিয়ের অশৌচকাল পাঁচদিন, ব্রাহ্মণের দশদিন, বৈশ্যের বারদিন এবং শূদ্রের ১৫ দিন মাত্র। রাজা ও তপস্বিগণের অশৌচ হয় না। আর্ত্তি, দুর্ভিক্ষ, অস্ত্র, অগ্নি ও জলপাত দ্বারা মৃত্যু অথবা বিদেশে মৃত্যু হইলেও স্বগোত্রীয়গণের অশৌচ হয় না। শিশুগণ অস্পৃশ্য লোকের সংস্রবে থাকিলেও চূড়াকরণ পর্য্যন্ত অশুচি হয় না। ঋতুমতী স্ত্রী চারি দিনে যে পর্য্যন্ত না স্নান করে, সে পর্য্যন্ত অশুচি থাকে (৮)। এতদ্ভিন্ন প্রাতরুত্থান, শৌচ, আচমন ও অঙ্গন্যাসাদি হিন্দুদিগের সমান। জৈনেরাও হিন্দুগণের ন্যায় গোময়াদি দ্বারা পূজাস্থান পরিশুদ্ধ করিয়া থাকে (৯)।

জিনপূজক লক্ষণ। জিনসংহিতায় লিখিত আছে, সুন্দর, সম্যগ্দৃষ্টি, পঞ্চব্রতপরায়ণ, চতুর, শৌচবান্ ও বিদ্বান্ এইরূপ তিন বর্ণ জিনদেবের পূজায় অধিকারী। কিন্তু শূদ্র, মন্দ-প্রকৃতি, অস্তকপরিদূষিত, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, দীর্ঘপ্রবাসী, মূর্খ, তন্দ্রালু, অতিবৃদ্ধ, বালক, লুব্ধপ্রকৃতি, দুষ্টাত্মা, দাম্ভিক, মায়িক, অশুচি, বিরূপাঙ্গ এবং যাহারা জিনসংহিতা অবগত নহে, তাহারা জিনদেব পূজার অনধিকারী। জিনপূজক মাত্রেরই জিনসংহিতার মর্ম্ম প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া আব-শ্যক। অনধিকারী ব্যক্তি যদিও জিনদেবের পূজা করে, তাহা হইলে সেই রাজ্যের প্রভূত অমঙ্গল হয় এবং সেই দেশের রাজার মৃত্যু হয়। এইজন্য বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া জিন-পূজক নিযুক্ত করিবে (১০)। সৎগুণশালী পূজক নিযুক্ত করিয়া পূজা সম্পন্ন হইলে নানাপ্রকার সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ হইয়া থাকে এবং উত্তরোত্তর মঙ্গল সাধিত হয়।

---

(৪) "অধীত্যধ্যয়নে দানপ্রতীচ্ছেজ্যা চ তৎক্রিয়া।
শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ লিঙ্গং তেষাং প্রকল্পিতম্॥" ৪।১৯।

(৫) "তেষাং শুশ্রূষণে শূদ্রাস্তে দ্বিধা কার্ব্বকারবঃ।
কারবো রজকাদ্যাঃ স্যুস্ততোহন্যে স্যুরকারবঃ॥
কারবোহপি মতা দ্বিধা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিকল্পতঃ।
তত্রাস্পৃশ্যাঃ প্রজাবাহ্যাঃ স্পৃশ্যাঃ স্যুঃ কর্ত্তকাদয়ঃ॥" ৪।১৬-১৭।

(৬) "মনুষ্যজাতিরেকৈব জাতিনামোদয়োদ্ভবা।
বৃত্তিভেদা হি তদ্ভেদা চাতুর্বিধ্যমিহাশ্রিতাঃ॥" ৪।২০

(৭) "নীচাঃ স্যুরবগস্তব্যাঃ শূদ্রা এতে হ্যভূময়ঃ। ২৪
শূদ্রাণামুপনীত্যাদিসংস্কারো নাভিসম্মতঃ।
যস্মাত্তে জিনদীক্ষার্হা বিদ্যাশিরোচিতান্বয়াঃ॥ ২৬
অযোগ্যতা চ তত্রৈষামভূমিত্বাৎ সুসংস্কৃতেঃ।
নীচান্বয়ে হি সংভূতিঃ স্বভাবাত্তদ্বিরোধিনী॥ ২৭
ত্রৈবর্ণিকেন বোঢব্যা স্যাত্ত্রৈবর্ণিককন্যকা।
শূদ্রৈরপি পুনঃ শূদ্রাস্বাপবাহ্যা ন জাতুচিৎ॥" ২৯।
দিগম্বরাচার্য্য চন্দ্রপ্রভসূরিকৃত জিনসংহিতা ৪ পরি°।

(৮) "সূতকপ্রেতকাশৌচং ব্যাপ্নুয়াৎবান্ধবানপি।
ক্ষত্রিয়াণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চবাসরান॥ ৩৯
দশাহং ব্রাহ্মণানাং স্যাদ্দ্বাদশাহং বিশাং ভবেৎ।
শূদ্রাণামর্দ্ধমাসং স্যান্নৈতন্নৃপতপস্বিনোঃ॥ ৪০॥
আর্ত্তিদুর্ভিক্ষশস্ত্রাগ্নিজলপাতাদিনা মৃতৌ।
নাশৌচং গোত্রজানাং স্যাদ্দেশান্তরমৃতাবপি॥ ৪১
তথৈব ন ভবেচ্চৌলাৎ পূর্ব্বং বালমৃতাবপি।
অস্পৃশ্যজনসংস্পর্শাদাচৌলান্নাশুচিঃ শিশুঃ॥ ৪২
আস্নানাদশুচিঃ পুষ্পবতী তদ্দর্শনাৎ পরম্।
স্নানং চাণ্ডবসংদৃষ্টিদিবসাত্তুর্য্যবাসরে॥" ৪।৪৩।

(৯) "গোময়ৈর্দ্রবৈঃ শুদ্ধৈঃ সমার্জ্জিতমহীতলে॥" ৮।৪।

(১০) "ত্রৈবর্ণিকো হ্যভিরূপাঙ্গসম্যগ্দৃষ্টিরণুব্রতী।
চতুরঃ শৌচবান্ বিদ্বান্ যোগ্যঃ স্যাজ্জিনপূজনে।
ন শূদ্রঃ স্যান্নদুর্দৃষ্টির্ন পাপাচারপণ্ডিতঃ।
ন নিকৃষ্ট ক্রিয়াবৃত্তির্নাস্তকপরিদূষিতঃ॥
নাধিকাঙ্গো ন হীনাঙ্গো নাতি দীর্ঘনিবাসনঃ।
নাবিদগ্ধো ন তন্দ্রালু নাতিবৃদ্ধো ন বালকঃ॥
নাতিলুব্ধো ন দুষ্টাত্মা নাতিমানী ন মায়িকঃ।
নাশুচি র্ন বিরূপাঙ্গো নাজানন্ জিনসংহিতাং।
নিষিদ্ধঃ পুরুষোদেব যদ্যর্চ্চেৎ ত্রিজগৎ প্রভুং।
রাজরাষ্ট্রবিনাশঃ স্যাত্তৎকর্ত্তৃকারকয়োরপি॥" (জিনসং ৩।২০৫

জিনপ্রতিষ্ঠাবিধি।" প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে বিশুদ্ধ জলে পূজিত পীঠ প্রক্ষালিত করিবে। সমস্ত দিন অনশনে থাকিয়া উহার অধিবাস করিবে। পরে ঐ পীঠ পুষ্পমালা দ্বারা পরিশোভিত এবং চতুর্দ্দিকে দীপসকল প্রজ্বলিত করিবে। দর্ভমালা পুষ্পমণ্ডপে প্রদান করিবে। পরে এই পুষ্পমণ্ডপে জিনমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। প্রতিমা যদি অচলা হয়, তাহা-হইলে তাহার উপরি সরত্নক জলপূর্ণ একটী ঘট স্থাপন করিবে। আর যদি সৌধী হয়, তাহাহইলে কুম্ভের অধোভাগে প্রতিবিম্বক দর্পণ রাখিবে এবং চতুর্দ্দিকে যথাবিধি অগ্নি-প্রক্ষেপ অর্থাৎ হোম করিবে (১১)।

তাহার পর দর্ভ প্রভৃতি দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। তদনন্তর অগ্নিত্রয়কে অর্চ্চনা করিবে। এইরূপ পূর্ব্বক্রিয়া-সম্পন্ন করিয়া সমাহিতচিত্ত হইবে। তদনন্তর এই মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়।

"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বরধিরাজকিরীটকোটি-
রত্নপ্রভাপটলপাটলিতাঙ্ঘ্রিযুগ্মং।
নত্বা জিনেন্দ্রমথ তৎপ্রতিমাপ্রতিষ্ঠা
প্রারম্ভনায় কুসুমাঞ্জলিমুৎক্ষিপামি॥"

এই মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে ভূমিশুদ্ধি করিয়া ওঁ হ্রীং অর্হদ্ভ্যঃ স্বাহা, ওঁ হ্রীং সিদ্ধেভ্যঃ স্বাহা ওঁ হ্রীং সূরিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ হ্রৌং পাঠকেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ হ্রীং সর্ব্ব সাধুভ্যঃ স্বাহা, ইত্যাদি মন্ত্র সকল লিখিবে। পরে ৮টী পত্রে জয়া, জলা, বিজয়া, মোহা, অজিতা, স্তম্ভা, অপরাজিতা, স্তম্ভিনী এই ৮টী লিখিবে। কালী, মহাকালী, গৌরী, গান্ধারী, জ্বালা, মালিনী, মানবী, বৈরোটী, অচ্যুতা, মানসী, মহামানসী, রোহিণী, প্রজ্ঞপ্তি, বজ্রশৃঙ্খলা, বজ্রাঙ্কুশা, অপ্রতিচক্রা, পুরুষদত্তা ১৬টী পত্রে এই ১৬টী বিদ্যাদেবতা প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। পরে ২৪টী পত্রে মরুদেবী, বিজয়া, সুষেণা, সিদ্ধার্থা, মঙ্গলা, সুসীমা, পৃথিবী, লক্ষণা, জয়রামা, সুনন্দা, নন্দা, জয়া-বতী, শ্যামা, সুপ্রভা, সুব্রতা, অচিরা, শ্রীকান্তা, মিত্রসেনা, প্রভাবতী, সোমা, পিপ্পলা, শিবদেবী, বামা, প্রিয়কারিণী এই ২৪টী জিনমাতৃকা প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। ৩২টী পত্রে অসুর, নাগ, সুপর্ণ, দ্বীপ উদধি, স্তনিত, বিদ্যুৎ, দিক্, অগ্নি, বায়ু, কিন্নর, কিম্পুরুষ, গরুড়, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, চন্দ্র, আদিত্য ইত্যাদি ৩২টী দেবেন্দ্রকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। প্রত্যেক দেবতার আদিতে ওঁকার ও অন্তে স্বাহা এবং নাম চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে (১২)। পরে আকরশুদ্ধি করিবে। সুগন্ধি পুষ্পবাসিত অগুরুচন্দন প্রভৃতি বিভূষিত মণিময় কলসদ্বারা "স্নাপয়ামি স্বাহা" বলিয়া স্নান করাইবে।

"ওঁ কালাগুরুকর্পূরশর্করাহরিচন্দনৈঃ।
কল্পিতেন সুধূপেন পূজয়ামি জগদ্গুরুং॥" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে।

এই প্রকারে জিনদেবের প্রতিষ্ঠা করিবে। জিনদেবের প্রতিষ্ঠা হইলে প্রতিদিন তাহার পূজা করিতে হয়। জিন-সংহিতার মতে—যে জিনদেব প্রতিষ্ঠা করে, সে সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয় এবং অশেষ সুখসম্পদ লাভ করে (১৩)।

এতদ্ভিন্ন জিনসংহিতার সায়ং, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাপূজা, হোম, আরতি, বলি, বিসর্জ্জন, নিত্যপূজা, স্নান, কলসস্থাপন, কার্ত্তিকমাসে দীপাবলী, ধ্বজারোহণবিধি, ধ্বজোৎসব, অঙ্কুরার্পণ, প্রায়শ্চিত্ত, জীর্ণোদ্ধার, তর্পণ, পুণ্যাহ, রথযাত্রা, ভূমিপরীক্ষা, বাস্তুযাগ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, ঐ সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অনেকাংশ ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুরূপ।

দিগম্বরমত।—মহাবীরের নির্ব্বাণের ৬০৯ বৎসর পরে (৮৩ খৃঃ অব্দে) দিগম্বর-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কুন্দকুন্দাচার্য্যের গ্রন্থাবলী প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কুন্দকুন্দের প্রবচনসার গ্রন্থখানি দিগম্বর-সমাজে অতিশয় প্রসিদ্ধ। জিন-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য কমলপালের অনুরোধে

(১১) "তৎপ্রতিষ্ঠাপনাৎ পূর্ব্বদিনে শুদ্ধজলৈস্ততঃ।
অর্চ্চিতং ক্ষালিতং পীঠং সোপবাসোঽধিবাসয়েৎ॥
প্রাগেবোপরি তত্রার্য্যঃ কল্পয়েৎ পুষ্পমণ্ডপং।
দর্ভমালাকুলং দীপদীপ্রং যবনিকান্বিতং॥
প্রতিমাচেদচলাস্তাদুপর্য্যস্যাঃ সরত্নকং।
জলামলঘটং স্থিরবিন্যাসপূরিতং॥
সৌধী চেৎ প্রতিমা প্রেক্ষ্য সংক্রান্তপ্রতিবিম্বকং।
দর্পণং সংপ্রবক্ষ্যামি কুম্ভস্যাধো নিবেশয়েৎ॥
অগ্নিক্ষেপঞ্চ জুহুয়াৎ দিক্ষু লোকপালস্য তদ্বিধৌ
ততঃ তৈঃ পূরকৈঃ পাবকং জুহুয়াৎ কুশৈঃ।
ততোঽগ্নিত্রয়ং অর্চ্চয়েৎ পবিত্রং পরমেষ্ঠিনং॥"
(জিনসংহিতা ৩ প° ১—৩)

(১২) "ওঁকার পূর্ব্বং স্বাহান্তং নাম চতুর্থ্যন্তং স্থাপয়েৎ।"

(১৩) "যতিশ্রী সুখসিদ্ধয়বিভব প্রখ্যাতে যঃ পূজ্যতা
কীর্ত্তিঃ ক্ষেমসমগ্রপুণ্যমহিমা দীর্ঘায়ুরারোগ্যবৎ॥
সৌভাগ্যং যমবান্ধবসম্পদং ভদ্রং ভূতং মঙ্গলং
বৃন্দাদ্বন্দ্বমনন্তং তাবতি জিনাধীশে প্রতিষ্ঠাপিতে॥"
(জিনসংহিতা ৬ প°)

হেমরাজ এই পুস্তকের একখানি হিন্দী টীকা প্রণয়ন করেন। সটীক প্রবচনসার, সকলকীর্ত্তি-রচিত প্রশ্নোত্তরোপাসকাচার, তত্ত্বার্থসার, উমাস্বামি-রচিত তত্ত্বার্থাধিগম বা জৈনসূত্র দিগম্বরদিগের মত-প্রতিপাদ্য প্রধান গ্রন্থ।

দিগম্বরদিগের মতে তীর্থঙ্কর, সিদ্ধ ও শ্রমণদিগকে অতিশয় মান্য করা কর্ত্তব্য। পরমেষ্ঠিদিগকে অর্চ্চনা করিয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও প্রার্থনীয়। যাহারা সম্যগ্দর্শন ও বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। জীব আত্মচারিত্র দ্বারা দেব, অসুর ও মানবদিগের উপর প্রভুত্ব ও নির্ব্বাণলাভ করিতে পারে (১)। এই চারিত্র সাম্যদর্শন এবং জ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্বের বিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। হেমাচার্য্য প্রবচন-টীকায় লিখিয়াছেন চারিত্র দ্বিবিধ—বীতরাগ অর্থাৎ কামনাশূন্য এবং সরাগ অর্থাৎ সকাম। প্রথম প্রকার চারিত্রে মোক্ষ এবং দ্বিতীয় প্রকারে প্রভুত্ব লাভ হয়। চারিত্র এবং ধর্ম্ম এক পদার্থ। ধর্ম্ম বলিতে সাম্য বুঝায়। মনুষ্য যখন মোহ ও ক্ষোভাধিকারের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিতি করেন, তখন আত্মা কিম্বা আত্মার পরিণাম সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় (২)। দিগম্বরদের মতে আত্মা তিন প্রকার—বহিরাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা। মূর্খ, অবিশ্বাসী, ধ্যানহীন, পাপী, ও সংসারাসক্ত ব্যক্তির আত্মাই বহিরাত্মা। বিশ্বাসী, চিন্তাশীল ও ধার্ম্মিকগণের আত্মাই অন্তরাত্মা এবং মুক্ত সাধুগণের আত্মাই পরমাত্মা।

কোন বস্তুর পরিণত অবস্থা সেই বস্তুর ধ্বংস পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, অতএব আত্মার ধর্ম্ম-অবস্থা পরিণত হইলে আত্মা ও ধর্ম্মে কোন প্রভেদ থাকে না, সংক্ষেপে ধর্ম্মই আত্মার উন্নত বা পরিণত অবস্থা (৩)

আত্মার তিন প্রকার উন্নতি বা পরিণতি। জীব উন্নতিশীল ও পরিবর্ত্তনশীল। দান, অর্চ্চনা ও উপবাসাদি আচরণ দ্বারা ক্রমে শুভ হয় এবং বিপরীত আচরণ দ্বারা ক্রমে অশুভ ঘটে। জীব বাসনাপরিশূন্য হইয়া উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত হইলে পবিত্র ও সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার কালক্রমে কোন প্রকার পরিণাম হয় না, অথবা এমন পরিণাম নাই যাহা পদার্থবহির্ভূত। কোন বস্তুর অস্তিত্ব বলিলেই কোন দ্রব্য, তাহার গুণ ও কালক্রমে তাহার পরিণাম বুঝায় (৪)।

জীব যখন অন্তরে পবিত্র ও শুদ্ধভাব অনুভব করে, তখন আত্মা ধর্ম্মে পরিণত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যখন আত্মা শুভ ভাব অনুভব করে অর্থাৎ যখন ধর্ম্ম-সদনুষ্ঠানে পরিণত হয় তখন স্বর্গসুখ অনুভূত হইয়া থাকে (৫)।

আত্মার পরিণাম অশুভ ও দোষযুক্ত হইলে জীব অতিশয় নীচ, পশু অথবা নারকীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং বহুকাল নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত কষ্টভোগ করে। (৬)।

অত্যুন্নত পরিণাম ও তাহার ফল।—শুদ্ধ আচরণ দ্বারা আত্মা অত্যুন্নত পরিণাম প্রাপ্ত হইলে জীব ইন্দ্রিয়াতীত নানাবিধ অতুলনীয়, অসীম ও অবিনশ্বর সুখ অনুভব করে (৭)।

শ্রমণগণ শুদ্ধোপযুক্ত ও পবিত্র ভাবপ্রবণ। ইঁহারা প্রত্যেক বস্তু ও তাহার কারণ সম্যক্ অবগত আছেন। ইঁহারা ইন্দ্রিয়বিজয় করিয়াছেন এবং বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন। ইঁহারা নিষ্কাম, ইঁহাদের নিকট সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান।

যিনি পবিত্র আচরণ দ্বারা অন্তরে সর্ব্বদা শুদ্ধভাব অনুভব করেন, তিনি জ্ঞানের অন্তরায় ও মোহ হইতে বিমুক্ত এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞতা ও আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে সমর্থ।

যে ব্যক্তি উক্তরূপ আচরণ দ্বারা আত্মার উন্নত-পরিণাম প্রাপ্ত করিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন, তিনি ত্রিভুবনের রাজাদিগেরও নিকট মান্য প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় তিনি স্বয়মাত্মা এবং স্বয়ম্ভূ নামে পরিচিত হন (৮)।

(১) "তেসিং বিসুদ্ধদংসণণাণপহাণাসমং সমাসিজ্জ।
উবসংপয়ামি সম্মং জত্তো নিব্বাণসংপত্তী ॥ ১।৫।
সংপজ্জদি নিব্বাণং দেবাসুরমণুয়রায়বিহবেহিং।
জীবস্স চরিত্তাদো দংসণণাণপ্পহাণাদো ॥" ১।৬ প্রবচনসার।
"সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ ।১
তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্দর্শনম্ ॥" জৈনসূ° ১।২।

(২) "চারিত্তং খলু ধম্মো ধম্মো জো সো সমো ত্তি নিদ্দিট্ঠো ॥
মোহক্খোহবিহীণো পরিণামো অপ্পণো হি সমো ॥" প্রব° ১।৭।

(৩) "পরিণমদি জেণ দব্বং তক্কালং তম্ময়ং ত্তি পণ্ণত্তং।
তম্হা ধম্মপরিণদো আদা ধম্মো মুণেয়ব্বো ॥" ১।৮।

(৪) ণত্থি বিণা পরিণামং অত্থো অত্থং বিণেহ পরিণামো।
দব্বগুণপজ্জয়ত্থো অত্থো অত্থিত্তণিব্বত্তো ॥ ১।১০ ॥

(৫) "ধম্মেণ পরিণদপ্পা অপ্পা যদি সুদ্ধসংপওগজুদো।
পাবদি নিব্বাণসুহং সুহোবজুত্তো ব সগ্গসুহং ॥" ১।১১।

(৬) "অসুহোদয়েণ আদা কুণরো তিরিও ভবিয় ণেরইও।
দুক্খসহস্সেহিং সদা অভিদ্দুদো ভমদি অচ্চন্তং ॥" ১২

(৭) "অইসয়মাদসমুত্থং বিসয়াতীদং অণোবমমণন্তং।
অব্বুচ্ছিণ্ণং চ সুহং সুদ্ধুবওগপ্পসিদ্ধাণং ॥" ১।১৩।

(৮) "তহ সো লদ্ধসহাবো সব্বণ্হূ সব্বলোগপদিমহিদো।
ভূদো সয়মেবাদা হবদি সয়ংভু ত্তি নিদ্দিট্ঠো ॥" ১।১৬।

এই অবস্থায় জীবের উন্নত অর্থাৎ সৎপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে প্রতিক্রিয়া দ্বারা সেগুলির নাশ হয় না এবং জীবের নীচ অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ বিলয়প্রাপ্ত হয়,—তাহার স্ফুরণ হয় না। এই অবস্থায় জীবের মানসিক উৎপত্তি ও বিলয় উভয়ক্রিয়া একত্র কর্ম্মশীল হইয়া তাহার অপরিবর্ত্তনীয় সত্ত্বা উৎপাদন করে।

কোন বস্তুর পরিণামের সহিত সেই বস্তুর যুগপৎ উৎপত্তি ও বিলয়সম্বদ্ধ। সেই বস্তুর কোন বিষয়ের উন্নত পরিণাম ও তদহির্ভূত বিষয়ের ধ্বংস সম্পাদিত হয়। প্রতি দ্রব্যেরই অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব বলিতে সেই দ্রব্যের পরিণাম, পরিবর্ত্তন ও স্থায়িত্ব বুঝায়। বস্তুর উন্নতি বা পরিবর্ত্তন হইলেও স্থূলতঃ বস্তুটী একরূপই থাকিয়া যায়।(৯)

জীবের ঘাতিকর্ম্ম* দূরীভূত হইলে তিনি অসীম ক্ষমতা ও ব্যাপক জ্ঞানলাভ করেন। তখন তাঁহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ থাকে না; ইন্দ্রিয়গোচরীভূত না হইলেও তিনি সকল বিষয় অবগত হইতে পারেন। এইকালে তিনি পবিত্র জ্ঞান ও সুখে পরিণত হন (১০)।

পবিত্র ও শুদ্ধ জ্ঞানবান্ জীবের (অর্থাৎ কেবলীর) কোন প্রকার দৈহিক সুখ বা দুঃখ থাকে না। কারণ তখন তাঁহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ নয়—তিনি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়া পড়েন। তাঁহার জ্ঞান ও সুখ মন-সাপেক্ষ (১১)।

পবিত্র ও শুদ্ধজ্ঞানসম্পন্ন কেবলী ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পান। সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহার অবগ্রহ প্রভৃতি প্রকরণ দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান-লাভ করিতে হয় না (১২)।

যে ব্যক্তি পবিত্র জ্ঞানে পরিণত হইয়াছেন এবং যাঁহার ইন্দ্রিয়শক্তি থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা জ্ঞান নিয়মিত হয় না, তাঁহার নিকট কিছুই অজ্ঞেয় নহে।

আত্মা জ্ঞানময় ও ব্যাপক। জ্ঞান বস্তুব্যাপক। জ্ঞেয় বস্তু লোক এবং অলোক (শূন্য)। সুতরাং জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী। (১৩)।

যাহারা আত্মাকে জ্ঞানের ন্যায় ব্যাপক বিবেচনা করেন না, তাঁহাদের মতে আত্মা হয় জ্ঞানাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নতুবা বৃহত্তর। যদি আত্মা জ্ঞানাপেক্ষা ক্ষুদ্র হয়, তবে জ্ঞান নিজে কিছুই জানিতে পারে না। কারণ আত্মাই চেতন, জ্ঞান অচেতন। জ্ঞান বড় হইলে আত্মা ব্যতীত অন্য স্থানেও জ্ঞান থাকিবার সম্ভব। আর জ্ঞানাপেক্ষা আত্মা বড় হইলে জ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র আত্মা থাকিবার সম্ভাবনা। কিন্তু তথায় জ্ঞান থাকিবার কারণ আত্মা চেতন হইতে পারে না অর্থাৎ এইরূপ মনে করিতে হইবে যে, যে যে স্থানে জ্ঞান নাই, সেই সেই স্থানে আত্মা অচেতন, অন্যত্র চেতন (১৪)।

জিন-সাধুগণ সর্ব্বত্র বিরাজিত এবং জাগতিক সর্ব্ব দ্রব্যই তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমান।

প্রবচনসারে লিখিত আছে, জ্ঞানই আত্মা; কারণ আত্মা ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না। কিন্তু আত্মা বলিতে জ্ঞান ও তদতিরিক্ত আরও কিছু বুঝাইতে পারে। যথা সুখ, ক্ষমতা ইত্যাদি (১৫)।

কর্ম্ম কখন প্রতিবন্ধকের কার্য্য করে। কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি কর্ম্মফলে অবেচ্ছা অথবা ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহা হইলেই কর্ম্ম শৃঙ্খল অথবা বন্ধের কার্য্য করে; আর যদি উক্ত রূপ কোন দ্বন্দোৎ-

---

(৯) "উপ্পাদো য বিণাসো বিজ্জদি সব্বস্স অট্ঠজাদস্স।
পজ্জাএণ দু কেণবি অট্ঠো খলু হোদি সব্ভূদো ॥"
(প্রবচনসার ১।১৮।)

* কর্ম্ম দুইভাগে বিভক্ত, ঘাতী এবং অঘাতী। ঘাতিকর্ম্ম পঞ্চবিধ—১ জ্ঞানাবরণীয় অর্থাৎ সত্য জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, ২ দর্শনা-বরণীয় অর্থাৎ জৈনধর্ম-সিদ্ধ ঐশীকার্য্যে অবিশ্বাস; ৩ মোহনীয় অর্থাৎ বিভিন্ন আচার্য্যকর্ত্তৃক প্রচারিত মত-নির্ব্বাচনে সন্দেহ ও অসামর্থ্য-উৎপাদক; ৪ অন্তরায় অর্থাৎ মোক্ষপথের কণ্টক।

অঘাতী কর্ম্মও চতুর্বিধ। ১ম বেদনীয় অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে বিশ্বাস, ২ নামিক অর্থাৎ পৃথক্ নামবিশিষ্ট ব্যক্তির সত্ত্বায় বিশ্বাস; ৩ গোত্রিক অর্থাৎ জৈনদিগের [illegible] বৃত্তিতে জ্ঞান; ৪ যুক্ত অর্থাৎ জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কার্য্য। ([illegible])

(১০) "পক্খীণঘাদিকম্মো অণন্তবরবীরিও অহিযতেজো।
জাদো অদিন্দিও সো ণাণং সোক্খং চ পরিণমদি ॥" ১।১৯

(১১) "সোক্খং বা পুণ দুক্খং কেবলণাণিস্স ণত্থি দেহগদং।
জম্হা অদিন্দিযত্তং জাদং তম্হা দু তং ণেয়ং ॥" ১।২০।

(১২) পরিণমদো খলু ণাণং পচ্চক্খা সব্বদব্বপজ্জাযা।
সো ণেব তে বিজাণদি ওগ্গহপুব্বাহিং কিরিযাহিং ॥" ১।২১

(১৩) "আদা ণাণপমাণং ণাণং ণেয়প্পমাণমুদ্দিট্ঠং।
ণেয়ং লোগালোগং তম্হা ণাণং তু সব্বগযং ॥" ১।২৩।

(১৪) "ণাণপ্পমাণমাদা ণ হবদি জস্সেহ তস্স সো আদা।
হীণো বা অহিযো বা ণাণাদো হবদি ধুবমেব।
হীণো জদি সো আদা তণ্ণাণমচেদণং ণ জাণাদি।
অহিযো বা ণাণাদো ণাণেণ বিণা কহং ণাদি ॥" ১।২৪-২৫।

(১৫) "ণাণং অপ্প ত্তি মদং বট্টদি ণাণং বিণা ণ অপ্পাণং।
তম্হা ণাণং অপ্পা অপ্পা ণাণং ব অণ্ণং বা ॥ ১।২৭
পরিণমদি ণেয়মট্ঠং ণাদা জদি ণেব খাইগং তস্স।
ণাণং তি তং জিণিন্দা খবযন্তং কম্মমেবুত্তা ॥ ১।৪২।

পত্তি না হয়, তবে কর্ম্মহেতু কাহাকেও দেহত্যাগের পর সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। প্রত্যেক জীবকেই কোন না কোন কার্য্য করিতে হয়; এমন কি অর্হৎদিগকে দণ্ডায়মান, উপবেশন, ভ্রমণ, ধর্ম্মশিক্ষা প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু এ কার্য্যগুলি স্বাভাবিক; ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের মনে কোনরূপ প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। সুতরাং এই কর্ম্ম তাঁহাদিগের বন্ধনস্বরূপ হইতে পারে না। যদ্দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বস্তুর অবস্থার যুগপৎ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে ক্ষায়িক কহে, (কারণ কর্ম্মের ধ্বংস-ক্ষমতা অথবা ক্ষয় হইতে উৎপন্ন।) কিন্তু যে জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন হয় না, ক্রমানুসারে একটীর পর আর একটীর উপলব্ধি হয়, তাহাকে ক্ষায়িক অথবা অবিনশ্বর কিম্বা সর্ব্বব্যাপী বলা যাইতে পারে না।

কেবলীর সুখ ইন্দ্রিয়গত নহে। এই সুখ শুভোপযোগ অর্থাৎ মানসিক শুভানুভব হেতু উৎপন্ন হয়।

যাহারা দেবতা, যতি এবং গুরুর অর্চ্চনা করে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকে এবং উপবাসাদি আচরণ করে, তাহাদিগকে শুভোপযোগী বলা হইয়া থাকে। শুভোপযোগ অনুষ্ঠান করিলে আত্মা পশ্ববস্থা, মানবাবস্থা এবং দেবাবস্থা এই তিন অবস্থায়েই সুখানুভব করিতে পারে। এই সুখ শরীরনিবদ্ধ আত্মার প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না (১৬)। ইহা দুঃখের সহিত সংসৃষ্ট। এই সুখানুভব করিলে বাসনা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে এবং আত্মা তৃপ্তিলাভ না করিয়া বরং অস্থির হইয়া পড়ে। সুতরাং এই প্রকার সুখ ও অশুভোপযোগহেতু পাপ-পরিণামে যে দুঃখ এই উভয়ের মধ্যে অল্প প্রভেদই লক্ষিত হয়। উক্ত প্রকার সুখ ও দুঃখ কিছুই মানবের কামনা-বিষয়ীভূত হওয়া উচিত নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মোহ, রাগ (বাসনা) ও দ্বেষ বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সুখভোগ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি জিন-প্রচারিত সত্য শিক্ষা করিয়াছেন এবং আপনাকে প্রকৃত জ্ঞানময়, চেতন আত্মারূপে অন্যান্য অচেতন পদার্থ হইতে পৃথক্ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখভোগ করিতে সমর্থ।

দিগম্বর-মতাবলম্বী কুন্দকুন্দাচার্য্যের মতে জ্ঞেয় বলিতে সগুণ দ্রব্য এবং তাহার পর্য্যায় অর্থাৎ পরিণতি বা পরিবর্ত্তন বুঝায়। গুণ দ্রব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, দ্রব্য হইতে পৃথক্‌ভাবে গুণ থাকিতে পারে না। গুণই দ্রব্যের বিভূতি। পরিণাম বা পরিবর্ত্তন-কালের সহিত সম্বন্ধ; সাময়িক পরিণামই দ্রব্যের দৈর্ঘ্য ও চরমফল। দ্রব্য এবং গুণ উভয়ই পরিবর্ত্তনশীল। অনেকগুলি দ্রব্যের সংযোগে উৎপন্ন পরিবর্ত্তনকে দ্রব্য-পর্য্যায় কহে। দ্রব্যপর্য্যায় দুই প্রকার; ১ম সদৃশ পদার্থের সংযোগহেতু পরিণাম (বিকার), ২য় বিসদৃশ পদার্থের সংযোগহেতু পরিণাম।

সদৃশ পদার্থের আণবিকমিশ্রণে প্রথম প্রকার পর্য্যায় উৎপন্ন হয়। ইহাকে স্কন্ধ কহে যথা দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু (১৭) প্রভৃতি। জীব এবং পুদ্গলের মিশ্রণে দ্বিতীয় প্রকার পর্য্যায় উৎপন্ন হয়, যথা—মনুষ্য, দেবতা ইত্যাদি।

গুণের বিকার বা পরিবর্ত্তনও দুই প্রকার। ১ম, একই দ্রব্যের গুণের আধিক্য বা ন্যূনতাবশতঃ বিকার, ২য় বিসদৃশ পদার্থের গুণের পরস্পর সংযোগহেতু বিকার।

স্বভাবতঃ দ্রব্য সগুণ ও পরিবর্ত্তনশীল এবং যুগপৎ উৎপত্তিবিনাশশীল বটে। এইরূপ অবস্থাকে সত্তা কহে (১৮)। যদিও সাধারণতঃ দ্রব্য ও তাহার গুণ অথবা পরিণাম পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত হয় বটে, তথাপি ইহাদিগকে একই পদার্থরূপে গণ্য করা উচিত; কারণ একটীর অভাবে অন্যটীর সত্তা উপলব্ধি হয় না। একটী পুরাতন মৃণ্ময়-পাত্র ভাঙ্গিয়া একটী নূতন গড়াইলে আমরা সেই একই মৃত্তিকা দেখিতে পাই। পদার্থ দুইপ্রকার। দ্রব্যার্থিকনয় এবং পর্য্যায়ার্থিকনয়। দ্বিতীয় প্রকারে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা বিবেচনা করি যে, কথিত মৃৎপাত্রটী নির্ম্মাণে যাহা পূর্ব্বে ছিল না তাহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ পর্য্যায় বা পরিণামে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম প্রকারে দেখিলে আমরা এই বিবেচনা করি যে পূর্ব্বে যাহা ছিল না, এমন কিছু নির্ম্মাণ করা হয় নাই অর্থাৎ দ্রব্যটী নূতন পদার্থ নহে। সেইরূপ যখন কোন ব্যক্তি শুভ অথবা অশুভ কার্য্য দ্বারা বদ্ধ অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য অথবা নারকীয় জীবে পরিণত হয়, তখন যদি আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম প্রকারে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে তাহাকে একই জীব বলিয়া দেখি; কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে তাহাকে একরূপ দেখি না, বরং ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জীব বলিয়া গণ্য করি। অতএব একই সময়ে একই দ্রব্যের কোন বিশেষ বিষয় স্বীকারও করা যাইতে

(১৬) "দেবদজদিগুরুপূজাসু চেব দাণম্মি বা সুসীলেসু।
উববাসাদিসু রত্তো সুহোবওগপ্পগো অপ্পা ॥১।৬৯॥
জুত্তো সুহেণ আদা তিরিয়ো বা মাণুসো ব দেবো বা।
ভূদো তাবদকালং লহদি সুহমিন্দিয়ং বিবিহং ॥"১।৭০।

(১৮) "অণবং স্কন্ধাশ্চ।" জৈনসূ° ৫।২৫।

(১৮) "সদ্দ্রব্যলক্ষণম্। ২৯। উৎপাদব্যয়ধ্রৌব্যযুক্তং সৎ।"
(জৈনসূ° ৫।৩০।)

পারে, অস্বীকারও করা যাইতে পারে। ইহা হইতে সপ্তভঙ্গী-নয়ের (সাত প্রকার স্বীকারবাদের) উৎপত্তি হইয়াছে। স্যাদ-স্তিবাদে কোন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে; স্যান্নাস্তিবাদে আবার সেই বস্তুরই অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাইতে পারে। স্যাদস্তিনাস্তিবাদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কোন বস্তুর সত্তা ও অসত্তা প্রচার করা যাইতে পারে। একরূপ বিচারকার্য্যে কোন দ্রব্যের অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব একই সময়ে চিন্তা করিলে সেই বস্তুকে স্যাদবক্তব্য বলা যাইতে পারে না।

সেইরূপ কোন কোন সময় স্যাদস্তি-অবক্তব্য, স্যান্নাস্তি-অবক্তব্য এবং স্যাদস্তিনাস্তি অবক্তব্য সম্ভব হইতে পারে না। উক্ত সপ্তভঙ্গীনয়ের অর্থ এই যে, একই বস্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রকারে এবং সর্ব্ববস্তুর আকারে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। একই বস্তু এক স্থানে থাকিলে অন্যত্র থাকে না। শুদ্ধ এক সময়ে থাকিলে অন্য সময়ে থাকে না। এই মত দ্বারা এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না যে, দ্রব্যের কোন নিশ্চয়তা নাই, কেবলমাত্র সম্ভাব্য লইয়া আমাদিগের কাল কাটাইতে হইবে। কোন বিষয়ের সত্যতা বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, কাল ও স্থানের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে সেগুলি সত্য; সর্ব্বত্র, সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বকালে নহে।

দ্রব্যবিশেষ ও তাহার গুণ। দ্রব্য জীব এবং অজীব এই দুইভাগে বিভক্ত। জীব চেতন অর্থাৎ জ্ঞানময়, আর অজীব অচেতন অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য। অচেতন পঞ্চবিধ যথা—পুদ্গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল, আকাশ (২০)। আকাশ দুই ভাগে বিভক্ত—লোক এবং আলোক। লোক জীব এবং প্রথম চারিপ্রকার অচেতন পদার্থ-পরিপূর্ণ; আলোক শূন্যময়। কতকগুলি গুণকে মূর্ত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অপরগুলিকে অমূর্ত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য কহে। পুদ্গলের দ্রব্যের গুণাবলী মূর্ত্ত, অপর দ্রব্যের গুণরাশি অমূর্ত্ত। আকাশের একটী বিশেষ গুণ আছে, তাহাকে অবগাহ কহে (২১)। কোন দ্রব্যের অবগাহ গুণ থাকিলে সেই স্থানে অন্য বস্তু অবস্থিতি করিতে পারে। ধর্ম্মগুণে জীবের সহিত সংসৃষ্ট পুদ্গল প্রচালিত হয়। অধর্ম্মগুণে জীব পুদ্গল স্থানবিশেষে আবদ্ধ হইয়া থাকে। কালগুণে দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। জীব অথবা আত্মার গুণে মানব উপযোগ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রকৃতির তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পার্থিব অবস্থায় জীব অথবা আত্মার চারি প্রকার প্রাণ আছে, যথা ১ ইন্দ্রিয়প্রাণ, ২ বলপ্রাণ, ৩ আয়ুঃপ্রাণ, ৪ প্রাণাপান-প্রাণ। ইহার মধ্যে আবার প্রথমটী পঞ্চ ও দ্বিতীয়টী ত্রিবিধ। সর্ব্বশুদ্ধ ১০ প্রকার প্রাণ। পুদ্গল হেতু চারিপ্রকার প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে (২২)। জীবের মোহ, কাম এবং দ্বেষ থাকায় পুদ্গলজাত কর্ম্মেও বিবিধ প্রাণে আবদ্ধ হয় এবং কর্ম্মফল ভোগ করে। জীব এই কর্ম্মফল ভোগ করিবার কালে অন্যান্য কর্ম্মবন্ধন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। যে পর্য্যন্ত আত্মা শরীর এবং অন্যান্য বাহ্য দ্রব্যের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মদ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ-পুনঃ বিবিধ প্রাণে পরিণত হয় (২৩)। পুদ্গলজাত কর্ম্ম এবং নামহেতু আত্মা দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় (২৪)। শরীর, মন এবং বাক্য সকলই পুদ্গলের ফল এবং পুদ্গলদ্রব্য কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। পুদ্গল হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি এবং কর্ম্ম আত্মার বন্ধনস্বরূপ; কারণ আত্মা পুদ্গলের গুণাবলী দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ এবং পুদ্গল দুষ্ট-দ্রব্যের প্রতি কামনা বা দ্বেষ করিতেও অসমর্থ (২৫)।

আত্মা তাহার নিজের অবস্থা বা পরিণাম নিজেই উৎ-পাদন করে। যদিও আত্মা পুদ্গলের সহিত সংসৃষ্ট, তথাপি আত্মা দ্বারা পুদ্গলের ক্রিয়া সাধিত হয় না (২৬)। আত্মা কামনা অথবা দ্বেষ এবং জ্ঞানাবরণাদি দ্বারা শুভ অথবা অশুভ অবস্থায় পরিণত হইলে পুদ্গল অষ্টবিধ কর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হয় (২৭) এবং উভয়ই একস্থানে সংসৃষ্ট হওয়ায় কর্ম্মে আত্মা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। রাগ-দ্বেষ-মোহযুক্ত পরিণামই আত্মার বন্ধন এবং পরোক্ষভাবে ইহাই পুদ্গলের ক্রিয়া।

---

(২০) "অজীবকায়াধর্ম্মাধর্ম্মাকাশপুদ্গলাঃ।" জৈনসূত্র ৫।১।

(২১) "আকাশস্যাবগাহঃ।" উমাস্বামিকৃত জৈনসূত্র ৫।১৮।

(২২) "শরীর-বাঙ্মনঃ প্রাণাপানাঃ পুদ্গলানাং।" জৈনসূ° ৫।১৯।

(২৩) "আদা কম্মমলিমসো ধারাদি পাণে পুণো পুণো অণ্ণে।
ণ জহাদি জাব মমত্তিং দেহপধাণেসু বিসয়েসু॥"
প্রব° ২।২৪।

(২৪) "ণরণারয়তিরিয়সুরা সংঠাণাদীহিং অণ্ণহা জাদে।
পজ্জায়া জীবাণং উদয়াদু হি ণামকম্মস্স।" ২।২১।

(২৫) "মুত্তো রূবাদিগুণো বজ্ঝদি ফাসেহিং অণ্ণমণ্ণেহিং।
তব্বিবরীদো অপ্পা বজ্ঝদি কিধ পুগ্গলং কম্মং॥ ২ ৪৭।
রূবাদিএহিং রহিদো পেচ্ছদি জাণাদি রূবমাদীণি।
দব্বাণি গুণে য জধা তধ বন্ধো তেণ জাণাহি॥" ২।৪৮।

(২৬) "কুব্বং সহাবমাদা হবদি হ কত্তা সগস্স ভাবস্স।
পোগ্গলদব্বময়াণং ণ দু কত্তা সব্বভাবাণং॥" ২।৫৮

(২৭) "পরিণমদি জদা অপ্পা সুহম্মি অসুহম্মি রাগদোসজুদো।
তং পবিসদি কম্মরয়ং ণাণাবরণাদিভাবেহি॥" ২।৩১

(২৮) যে ব্যক্তি শরীর ও নিজ অধিকৃত দ্রব্যের মায়ামমতা পরিত্যাগ করিতে না পারে, বরং আমিত্ব (এই আমি অর্থাৎ নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব) এবং মমত্ব (এইটী আমার, এই দ্রব্যে অন্য কাহারও অধিকার নাই ইত্যাদি রূপ) বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করে, সে শ্রমণদিগের পবিত্র পথ পরিত্যাগ করিয়া কুপথগামী হয়। আমি কাহারও নই, আমারও কেহ নয়, আমি জ্ঞানমাত্র; যে ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করেন, তিনিই আপনাকে আত্মারূপে চিন্তা করেন। যিনি আপনাকে দর্শনভূত অথচ ইন্দ্রিয়াবিষয়ীভূত, শরীর, ধন, রত্ন, সুখ, দুঃখ, মিত্র, অমিত্র প্রভৃতিকে নশ্বর এবং আত্মার পবিত্রাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তিকে অবিনশ্বর মনে করেন, তিনিই মোহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ। মোহবন্ধন ছিন্ন করিলে, দ্বেষ, বাসনা প্রভৃতির ধ্বংস করিতে পারিলে মানব শ্রমণ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারেন। তখন তাঁহার সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান জন্মে; তখন তিনি অক্ষয় সুখ ভোগ করেন (২৯)।

বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা, জ্ঞান, ভক্তি, চারিত্র, তপঃ এবং বীর্য্য লাভ হইয়া থাকে। জ্ঞান এবং ভক্তিসাধনের উপায় আটটী। বীর্য্যাচার দ্বারা আত্মার ক্ষমতা পরিস্ফুট ও বিকসিত হয়।

শ্রমণ হইতে যাঁহার ইচ্ছা তিনি যথাজাত রূপ ধারণ করিবেন। জৈনশাস্ত্র-আদেশে ভাবী শ্রমণ কেশ, শ্মশ্রু ও গুম্ফ মুণ্ডন করিবেন; তিনি কোন প্রকার ধনরত্ন রাখিবেন না; হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিবেন, কখন শরীর ভূষিত করিবেন না, তিনি পার্থিব সকল প্রকার দ্রব্যের মমতা ও সংস্রব ত্যাগ করিবেন, উপযোগশুদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃতির পবিত্রতা সাধনে সর্ব্বদা রত থাকিবেন, তাঁহার কার্য্য সর্ব্বদাই পবিত্র হইবে; তিনি আত্মপর কোন দ্রব্য বা ব্যক্তির উপর কোনকালে নির্ভর করিবেন না (৩০)। পরে তিনি তাঁহার গুরুর উপদেশ-মত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন এবং ব্রত শিক্ষা করিবেন। এইরূপ আচরণ করিতে পারিলে তিনি শ্রমণ আখ্যা প্রাপ্ত হন। জৈনসাধুগণ শ্রমণের অবশ্যকর্ত্তব্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই নিয়মগুলি অসতর্কতায় ভঙ্গ হইলে শ্রমণকে পুনরায় দীক্ষিত হইতে হয়। নিয়মগুলি এই— ১ম ব্রত (ক), ২ ব্রতরক্ষায় জন্য সমিতি (খ), ৩ ইন্দ্রিয়রোধ, ৪ কেশমুণ্ডন, ৫ আবশ্যকাচার (গ), ৬ অচেল, ৭ অস্নান, ৮ ক্ষিতিশয়ন, ৯ অদন্তধাবন, ১০ স্থিতিভোজন ও ১১ একাহার। সর্ব্বশুদ্ধ ১৮টী বাহ্য-আচার আছে (৩১)। যদি দৈহিক আচার অনুষ্ঠিত হইবার পর কোন কারণে ক্রম-ভঙ্গ হয়, তবে বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা এই দোষ দূর করিতে হয়। ইহার প্রথম প্রক্রিয়াটীকে আলোচনা কহে। যদি মানসিক উন্নতিসাধনের কোন নিয়ম ভঙ্গ হয়, তবে ব্রহ্মচারী শ্রমণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শাস্ত্রজ্ঞ কোন শ্রমণের নিকট যাইয়া তাঁহার দোষ স্বীকার করিবেন এবং সেই পণ্ডিতের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। যখন কোন

(২৮) "পরিণামাদো বন্ধো পরিণামো রাগদোসমোহজুদো।
অসুহো মোহপদেসো সুহো ব অসুহো হবদি রাগো ॥" ২।৫৪

(২৯) "এসো বন্ধসমাসো জীবাণং ণিচ্ছএণ ণিদ্দিট্ঠো।
অরহন্তেণ জদীণং ববহারো অণ্ণহা ভণিদো ॥
ণ জহদি জো দু মমত্তিং অহং মমেদন্তি দেহদবিণেসু।
সো সামণ্ণং চত্তা পডিবণ্ণো হোই উম্মগ্গং ॥
ণাহং হোমি পরেসিং ণ মে পরে সন্তি ণাণমহমেকো।
ইদি জো ঝাযদি ঝাণে স অপ্পাণং হবদি ঝাদা ॥
এবং ণাণপ্পাণং দংসণভূদং অদিন্দিয়মহত্থং।
ধুবমচলমণালম্বং মণ্ণেহিং অপ্পগং সুদ্ধং ॥
দেহা বা দবিণা বা সুহদুক্খা বাধ সত্তুমিত্তজণা।
জীবস্স ণ সন্তি ধুবা ধুবোবওগপ্পগো অপ্পা ॥
জো এবং জাণিত্তা ঝাদি পরং অপ্পগং বিসুদ্ধপ্পা।
সাগারো ণাগারো খবেদি সো মোহদুগ্গংঠিং ॥
জো ণিহদমোহগংঠী রাগপদোসো খবিয় সামণ্ণে।
হোজ্জং সমসুহদুক্খ কে সো সোক্খং অক্খয়ং লহদি ॥
জো খবিদমোহকলুসো বিসয়বিরত্তো মণো ণিরুম্ভিত্তা।
সমবট্ঠিদো সহাবে সো অপ্পাণং হবদি ঝাদা ॥" ২।৯৩-১০।

(৩০) "জধ জাদরূবজাদং উপ্পাডিদকেসমংসুগং সুদ্ধং।
রহিদং হিংসাদীদো অপ্পডিকম্মং হবদি লিঙ্গং ॥ ৩।৪।
মুচ্ছারম্ভবিজুত্তং জুত্তং উবওগজোগসুদ্ধীহিং।
লিঙ্গং ণ পরাবেক্খং অপুণব্ভবকারণং জেণ্হং ॥" ৩।৫।

(ক) ব্রত অথবা মহাব্রত পঞ্চবিধ যথা—১ অহিংসা, ২ সুনৃত (সত্য ও প্রিয়কথা) ৩ অস্তেয়, ৪ ব্রহ্মচর্য্য (সচ্চরিত্র), ৫ আকিঞ্চন (দরিদ্রতা।)

(খ) ১ ঈর্য্যাসমিতি অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, শকট প্রভৃতি যে পথে যায় সেই পথ দিয়া গমন এবং কোন প্রাণীর মৃত্যু যাহাতে না ঘটে তদ্বিষয়ে সতর্ক; ২ ভাষাসমিতি অর্থাৎ মৃদু, প্রিয়, সাধু ও ন্যায্য কথা কহা; ৩ এষণাসমিতি অর্থাৎ ৪২ প্রকার পাপক্ষালনের জন্য বিশিষ্ট প্রকারে ভিক্ষাগ্রহণ; ৪ আদাননিক্ষেপণাসমিতি অর্থাৎ বিশেষ পরীক্ষাপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণের জন্য দ্রব্যগ্রহণ ও রক্ষণ; ৫ পরিষ্ঠাপনাসমিতি অর্থাৎ নির্জ্জন স্থানে প্রকৃতির কার্য্যসমাপন।

(গ) আবশ্যক আচার ছয়টী—১ সামায়িক, ২ চতুর্বিংশতিস্তব, ৩ বন্দনা, ৪ প্রতিক্রমণ, ৫ প্রত্যাখ্যান, ৬ কায়োৎসর্গ।

(৩১) "বদসমিদিন্দিয়রোধো লোচাবস্সকমচেলমণ্হাণং।
খিদিসয়ণমদন্তবণং ঠিদিভোয়ণমেয়ভত্তং চ ॥

শ্রমণ একা অথবা অন্য শ্রমণের সহিত বাস করেন, তখন যাহাতে তাঁহার ব্রতভঙ্গ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন এবং তাঁহার পবিত্র আত্মা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত হইবেন। যখন শ্রমণ সর্ব্বপ্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম ও জ্ঞানশিক্ষায় রত হন এবং অষ্টাবিংশ প্রকার অবশ্যকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি তাঁহার ব্রতপালন করিতেছেন, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। শুদ্ধ আত্মা ব্যতীত অন্য বিষয়ে আসক্তি বন্ধনস্বরূপ; সুতরাং শ্রমণগণ সে সমস্ত পরিত্যাগ করেন। সমস্ত পরিত্যাগ করিতে না পারিলে হৃদয় পবিত্র হয় না এবং হৃদয় পবিত্র না হইলে কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু এই সাধারণ সূত্রের বিশেষ বিধি আছে। শ্রমণ যে কালে যে স্থানে বাস করেন, সেই কাল ও স্থানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে তাঁহার উন্নত পরিণামের কোনরূপ অন্তরায় না হয়, এরূপ দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন। শ্রমণের অনুকূল দৈহিকক্রিয়া, গুরুর উপদেশ, বিনয় এবং সূত্রাধ্যয়ন শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; এ সমস্ত পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। যে সমস্ত পরিত্যাগ করিলে উন্নতির হানি হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে না। শরীর না থাকিলে উন্নতির সহায় সর্ব্বপ্রকার বিনয় শিক্ষা করা যায় না; সুতরাং শরীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য আহার গ্রহণ করা উচিত।

জৈনশাস্ত্রে কথিত ৪২ প্রকার পাপ না করিয়া যদি ভিক্ষা দ্বারা খাদ্য লাভ করা হয়, তবে যে শ্রমণ উক্ত প্রকার খাদ্য ভোজন করেন, তাহা অনাহার বলিয়াই বর্ণিত হইয়া থাকে (৩২)। যে শ্রমণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে আহারবিহার করেন ও কষায় (প্রিয় এবং অপ্রিয় বস্তুতে প্রেম ও ঘৃণা) হইতে পরিমুক্ত, তিনি ইহলোক বা পরলোক বিষয়ে চিন্তাকুল হন না। একমাত্র শরীরই শ্রমণদিগের সম্পত্তি এবং এই সম্পত্তিতেও তাঁহারা বীতস্পৃহ।

মোক্ষ লাভ করিতে হইলে আর একটী বিষয়ের প্রয়োজন। যিনি একটী মাত্র বিষয়ে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহাকে শ্রমণ বলা যায়। দ্রব্যের প্রকৃতিসম্বন্ধে যাহার নিশ্চয়-জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিই কেবল এক বিষয়ে সমাহিত থাকিতে পারেন। এই জ্ঞান আগমপাঠে লাভ করা যায়; সুতরাং আগম অধ্যয়ন করা অতিশয় কর্ত্তব্য। যে শ্রমণ আগম অধ্যয়ন করেন নাই, তিনি তাহার আত্মার প্রকৃতি এবং অন্যেতর বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন না। দ্রব্যের প্রকৃতি অবগত না হইলে কেহ কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। দ্রব্য ও তাহার গুণাবলী আগমে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং শ্রমণগণ আগমপাঠে তাহা জানিতে পারেন।

আগমে যেরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ ভাবে দ্রব্য বুঝিতে না পারিলে কোন শ্রমণই সংযম লাভ করিতে পারেন না এবং সংযম না হইলে কিরূপে শ্রমণ হওয়া যাইতে পারে? কেবলমাত্র আগম পাঠ করিলেই কেহ পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারেন না—আগমে বস্তুসম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা প্রয়োজন। আবার কেবল আগমে বর্ণিত বিষয় বিশ্বাস করিলেও কাহারও নির্বাতি হয় না, এইজন্য সংযম শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই জৈনশাস্ত্রে ত্রিরত্নের বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১ম জ্ঞান, অর্থাৎ আগমবর্ণিত বস্তুর জ্ঞান। ২য় দর্শন অর্থাৎ আগমের উপদেশে বিশ্বাস। ৩য় চারিত্র অথবা ধর্ম্ম অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষা (সংযম)।

যদি কাহারও শরীর অথবা অন্য কোন দ্রব্যে ঈষৎ আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও সমগ্র আগম শিক্ষা করিলেও তিনি পূর্ণতা অথবা নির্বাতি পাইতে পারেন না। যে শ্রমণ পঞ্চসমিতি এবং তিন গুপ্তি সম্যক্ আচরণ করিয়াছেন, পঞ্চেন্দ্রিয় নিরোধ ও কষায় বিজয় করিতে পারিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান ও দর্শনলাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে সংযত বলা যাইতে পারে। শত্রু, মিত্র, সুখ, দুঃখ, নিন্দা, প্রশংসা, সুবর্ণ, মৃত্তিকা তাঁহার নিকট সকলেই সমান। যিনি যুগপৎ দর্শন, জ্ঞান এবং চারিত্রে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই একাগ্রতা লাভ করিতে পারেন এবং তিনিই শ্রমণের যথার্থ প্রকৃতিসম্পন্ন।

শুভোপযোগী শ্রমণগণ আস্রব-সম্পন্ন; শুদ্ধোপযোগীগণ আস্রব-বিমুক্ত। শুভোপযোগী শ্রমণদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য এইরূপ—অর্হৎদিগের উপাসনা, শিক্ষিতদিগের প্রতি করুণা, প্রধান ও শুদ্ধ শ্রমণদিগকে অর্চ্চনা, তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনাকালে অগ্রসর হইয়া বিশেষ সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তনকালে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন, জ্ঞান ও দর্শন প্রচার, শিষ্যগ্রহণ এবং তাহাদিগকে উপদেশ-প্রদান, জিনদিগকে অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত শিক্ষাবিস্তার, চারিশ্রেণীর শ্রাবক, শ্রাবিকা, যতি, আর্য্যা এবং শ্রমণ সম্প্রদায়ের যথাসাধ্য উপকার, আপন শরীরের কোনরূপ ক্ষতি না করা, জিনধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের উপকার, কোনরূপ উপকার প্রত্যাশা না করিয়া সকলকে দয়া এবং কোন শ্রমণকে রোগ, ক্ষুধা—

"এদে খলু মূলগুণা সমণাণং জিনবরেহিং পণ্ণত্তা।
তেসু পমত্তো সমণো ছেদোবট্টাবগো হোদি॥" ৩।৮-৯।

(৩২) "জস্স অণেসণমপ্পা তং পি তও তপ্পডিচ্ছগা সমণা।
অণ্ণং ভিক্খমণেসণমধ তে সমণা অণাহারা॥" ৩।২৭।

ক্ষুধাতুর দেখিয়া অথবা পরিশ্রান্ত দেখিলে তাহার যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য। এইরূপ আচরণ শ্রমণদিগের পক্ষে উত্তম; কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে ইহা অতিশয় আবশ্যক এবং এই আচরণ দ্বারা গৃহস্থ পরোক্ষভাবে মোক্ষপথে উপস্থিত হন। প্রবচনসারের উপসংহারভাগে পাঁচটী রত্নের বিষয় লিখিত হইয়াছে—১ সংসারতত্ত্ব, ২ মোক্ষতত্ত্ব, ৩ মোক্ষতত্ত্বসাধক, ৪ মোক্ষতত্ত্বসাধন, ৫ শাস্ত্রফললাভ।

যে ব্যক্তি জিনধর্ম্মমত ধারণা করিতে অক্ষম এবং তাহার নিজের মতকেই প্রকৃতধর্ম্মমত বলিয়া বিশ্বাস করে, সে পুনঃ-পুনঃ সংসারে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তির আচরণ সৎ, ধর্ম্মে দৃঢ়বিশ্বাস ও যাহার মন সর্ব্বদা শান্ত, তিনি শীঘ্রই সুফল লাভ করেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বল বিষয় প্রকৃতরূপ অবগত আছেন, আশ্রেত্তর বাহ্য ও আভ্যন্তর সকল বিষয় হইতেই বিরত এবং যাহার ইন্দ্রিয়-সুখের অভিলাষ নাই, তাহাকে শুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পবিত্র তিনিই প্রকৃত শ্রমণ; কেবলমাত্র তিনিই প্রকৃত মত ও প্রকৃত জ্ঞান অবগত আছেন এবং কেবলমাত্র তিনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

পদ্মপ্রভমলধারিদেব কৃত 'নিয়মসার' আশাধর কৃত 'ধর্ম্মামৃত', সকলকীর্ত্তি-রচিত 'তত্ত্বার্থসারদীপক' এবং শুভচন্দ্র কৃত 'পাণ্ডব-পুরাণে দিগম্বরদিগের মতসম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

শেষোক্ত পুস্তকে অনিত্যানুপ্রেক্ষাদি দ্বাদশ প্রকার অনু-প্রেক্ষা বা চিন্তার বিষয় লিখিত আছে। ১ম অনিত্যানুপ্রেক্ষা (প্রত্যেক দ্রব্যই অনিত্য চিন্তা), ২য় অশরণানুপ্রেক্ষা (নিরা-শ্রয়তা সম্বন্ধে চিন্তা), ৩য় সংসারানুপ্রেক্ষা (আত্মা অনবরত মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিতেছে,) ৪র্থ একত্বানুপ্রেক্ষা (একমাত্র আত্মাই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে, আত্মাই সুখ ও দুঃখ ভোগ করে), ৫ম অন্যত্বানুপ্রেক্ষা (শরীর, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব সকলই আত্মা হইতে পৃথক্), ৬ষ্ঠ অশুচিত্বানুপ্রেক্ষা (শরীর রক্তমাংসের সহিত সংযোগে অপবিত্র হয় এবং আত্মা শরীরের সহিত মিলিত হওয়ায় অপবিত্র হয়, সুতরাং সমস্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র আত্ম-বিষয়ে চিন্তাপরায়ণ হওয়াই বিধেয়) ৭ম আস্রবানুপ্রেক্ষা, ৮ম সম্বরানুপ্রেক্ষা, ৯ম নির্জ্জরানুপ্রেক্ষা, ১০ম লোকানুপ্রেক্ষা (হরি কিম্বা হরকর্ত্তৃক লোক সৃষ্ট বা রক্ষিত নয়, ইহা অনাদি,) ১১শ দুর্লভানুপ্রেক্ষা (আত্মা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে বহুকাল বাস করে। মানব-শরীর ধারণ অতি-শয় দুরূহ, সুস্থ শরীর লাভ আরও কঠিন, সুস্থশরীরে সুস্থ ও পবিত্র মন প্রাপ্ত হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য), এবং ১২শ ধর্ম্মানুপ্রেক্ষা।

শ্রাবকের সম্যগদর্শন শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রাবকের মত্তমাংস "প্রভৃতি" পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রভৃতি শব্দে এইগুলি বুঝায়—চর্ম্মাধারে রক্ষিত জল, ঘৃত, মধু, নবনীত, উদুম্বর, রাত্রিভোজন, উদুম্বর, দ্যূত, বেশ্যা অথবা পরস্ত্রীসঙ্গ, মৃগয়া, পলাণ্ডু ইত্যাদি।

ব্রতধারী শ্রাবকগণ তিনপ্রকার ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন—১ পঞ্চ অণুব্রত, তিন গুণব্রত, চারি শিক্ষাব্রত।

পঞ্চ-অণুব্রত। যথা—অহিংসা, অস্তেয়, সূনৃত, ব্রহ্মচর্য্য ও আকিঞ্চন্য বা অপরিগ্রহ। (শ্বেতাম্বরমতে ইহাই পঞ্চ মহাব্রত।)

[পরে শ্বেতাম্বর-মত দেখ।]

গুণব্রত—১ম দিগ্বিরতি অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া কাহারও ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভ্রমণ অথবা অর্থো-পার্জ্জনের জন্যও নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া সকল দেশে গমন না করা। ২য় অনর্থবিরতি অর্থাৎ পঞ্চ প্রকার অসৎ পরিত্যাগ। পঞ্চ প্রকার অসৎ অপধ্যান অর্থাৎ অপরের দোষ প্রদর্শন, তাহাদের অর্থে ঈর্ষা প্রকাশ, তাহাদিগের স্ত্রীর প্রতি কটাক্ষপাত এবং তাহাদের বিবাদ-দর্শন। ২ পাপোপদেশ অর্থাৎ কৃষি, পশুচারণ, ব্যবসায়, স্ত্রীপুরুষ-সম্মিলন এবং এবংবিধ বিষয়ে অপরকে পরামর্শ প্রদান। ৩ প্রমাদচর্য্যা অর্থাৎ বিনা অভিপ্রায়ে মৃত্তিকা; জল, অগ্নি ও বাতাসে কোনরূপ কার্য্য এবং অনর্থক বৃক্ষাদি-ছেদন। ৪ হিংসাদান অর্থাৎ বিড়াল অথবা তৎসদৃশ কোন প্রাণীপালন, লোহাস্ত্রের ব্যবসায়, তিল অথবা তৈলাক্ত দ্রব্য চূর্ণিত হইলে পর যে সামান্য স্থূল অংশ থাকে তাহা এবং অহিফেন অথবা অন্য কোন বিষাক্ত দ্রব্য গ্রহণ। ৫ দুঃশ্রুতি অর্থাৎ ভ্রান্তি-উৎপাদনকারী শাস্ত্রপাঠ, পাশক্রীড়া ও নীচ ব্যঙ্গাত্মক পুস্তক অধ্যয়ন, ইন্দ্রজাল ও মন্ত্রবলে অন্যকে বশীভূতকরণ, প্রেমগীতি বা রতিশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ এবং অন্যের প্রতি প্রযুক্ত তিরস্কার শ্রবণ।

৩য় গুণব্রত ভোগোপভোগ-পরিমাণ অর্থাৎ অবস্থানুসারে খাদ্য তণ্ডুল ও বস্ত্র-ব্যবহার।

শিক্ষাব্রত।—১ম সামযিক অর্থাৎ প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে কোন নির্জ্জন স্থানে নিশ্চল শরীরে কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রিয়নিরোধ করিয়া যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণ অবস্থান। এইকালে সকল প্রকার পাপ চিন্তা দূরীভূত করিয়া জিনের বাক্যে মনঃসন্নিবেশ করিতে হয়। এই সময় বন্দনায় আত্মাভ্যন্তরতত্ত্ব ও আত্মার পবিত্র উন্নত প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করা বিধেয়।

২য়, প্রোষধ অথবা পোসহ অর্থাৎ খাদ্য, তৈলাক্ত দ্রব্য,

অলঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ, গন্ধ ও আলোকাদি পরিত্যাগ এবং উপবাস, একাশন অথবা ৮মী বা ১৪শীতে একবার একপাত্রমাত্র আহার। ৩য়, অতিথিসংবিভাগ অর্থাৎ দানের উপযুক্ত তিন সম্প্রদায়কে খাদ্য, ঔষধ, জ্ঞান এবং আশ্রয় প্রদান। উক্ত তিন শ্রেণী যথা মহাব্রতাচারী, শ্রাবকব্রতাচারী ও সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাসী। ৪র্থ, দেশাবকাশিক অর্থাৎ গুণব্রত অনুসারে যে যে স্থানে ভ্রমণ করা যাইতে পারে, ক্রমে ক্রমে সে সীমা ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবস্তুসম্ভোগে সংযম এবং বস্ত্র ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তুসম্বন্ধেও উক্ত রূপ আচরণ। লোভ, বাসনা ও পাপ বিনাশ করাই এই সকল আচরণের উদ্দেশ্য।

যে ব্যক্তি প্রশান্ত অন্তঃকরণে কায়োৎসর্গ করিতে পারেন, তিনি সামায়িক ব্রতধারী।

যে ব্যক্তি প্রতি অর্দ্ধমাসের সপ্তম এবং ত্রয়োদশ দিবসে অপরাহ্ণে জিনমন্দিরে গমন করিয়া বাহ্য আচার পালন করেন এবং পান, ভোজন, আস্বাদন ও লেহন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপবাসী থাকেন, সমস্ত সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ এবং সমস্ত রাত্রি ধর্ম্মচিন্তা করেন, প্রত্যূষে উঠিয়া সর্ব্ববিধ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেন, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া দিনযাপন ও বন্দনার কার্য্য সমাপন করেন, রাত্রিকালেও উক্তরূপ আচরণ করেন এবং পরদিবস প্রাতঃকালে বন্দনা ও অর্চ্চনা পালন, এবং তিন সম্প্রদায়ভুক্ত অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে ভোজন করেন, তাহাকে পোষধব্রতধারী বলা যাইতে পারে।

যে ব্যক্তি কোন সজীব পদার্থের পত্র, ফল, বল্কল, মূল অথবা পল্লব ভক্ষণ করেন না, তাঁহাকে সচিত্তবিরত কহে।

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে পান-ভোজন করেন না বা অপরকে করান না, তাহাকে নিশিব্রতশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি স্ত্রীবিষয়ে আসক্তিশূন্য, তাহাকে ব্রহ্মব্রতিশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি নিজে কোন কার্য্যের ভারগ্রহণ করেন না কিম্বা অপরকে কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করেন না, তাহাকে ত্যক্তারম্ভ কহে।

যে ব্যক্তি পাপ বিবেচনায় সমস্ত বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাকে নির্গ্রন্থশ্রাবক কহে।

যে ব্যক্তি অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করিয়া সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবিধ হইবে বলিয়া তাহা করেন না, তাহাকে অনুমনবিরত শ্রাবক কহে।

যিনি বিনা প্রার্থনায় অপরের নিকট হইতে শাস্ত্রবিহিত খাদ্য প্রাপ্ত হন, সেই খাদ্য যদি প্রস্তুতকালে ৯ প্রকার দোষরহিত হয় এবং তাহা যদি কায়, বাক্য অথবা মন দ্বারাও আশা করা না হইয়া থাকে এবং সেই খাদ্য যদি তিনি ভক্ষণ করেন, তবে তাঁহাকে উদ্দিষ্টাহারবিরত কহে।

দিগম্বর যতির সম্বন্ধে ১০টি বিধি আছে—উত্তমক্ষমা, উত্তমমার্দ্দব, আর্জ্জব, শৌচ, সত্য, সংযম, তপ, ত্যাগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য।

চূলিকা অর্থাৎ দ্বাদশ প্রকার তপঃ যথা—১ অনশন, ২ অবমোদর্য্য, ৩ বৃত্তিপরিসংখ্যান, ৪ রসপরিত্যাগ, ৫ বিবিক্তশয্যাসন, ৬ কায়ক্লেশ, ৭ প্রায়শ্চিত্ত (ইহা দশপ্রকার), ৮ বিনয় (৫ প্রকার), ৯ বৈয়াবৃত্ত, ১০ স্বাধ্যায়, ১১ কায়োৎসর্গ এবং ১২ ধ্যান। তপঃ অতিশয় ব্যাপক। সমিতিগুলি সংযমের অন্তর্গত। অন্যান্য গ্রন্থে লিখিত দিগম্বরদিগের বিধেয় আচারাবলী তপের কোন না কোন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মত। শ্বেতাম্বরদিগের প্রধান জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, প্রকৃত জৈনধর্ম্ম জানিতে হইলে এই কয়টী বিষয় প্রধানতঃ জানা আবশ্যক—

তত্ত্বস্বরূপ, কুদেবস্বরূপ, গুরুতত্ত্বস্বরূপ, কুগুরুস্বরূপ, ধর্ম্মতত্ত্বস্বরূপ, গুণস্থান, সম্যক্‌দর্শন ও চারিত্রস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন শ্রাবকাচার জানাও জৈনসাধুবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তত্ত্বস্বরূপ। যে অষ্টাদশ গুণ থাকিলে জিনপদবাচ্য হইতে পারে, সেই অষ্টাদশ গুণকেই তত্ত্বস্বরূপ বা দেবতত্ত্বস্বরূপ বলা যায়। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। [তীর্থঙ্কর শব্দে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

কুদেবস্বরূপ। জৈনদিগের যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে—যে স্ত্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও অক্ষমালাদি চিহ্নে কলঙ্কিত, নিগ্রহ ও অনুগ্রহপরায়ণ, শান্তপদ অতিক্রম করিয়া নৃত্য গীত, অট্টহাস, উপপ্লবাদি দোষে দূষিত, তাহা হইতে জীবের মুক্তি সম্ভবে না (৩৩)। অথবা যে স্ত্রীসঙ্গ, কাম, দ্বেষ, আয়ুধ, অক্ষসূত্রাদি, অশৌচ ও কমণ্ডলুধারণ করে, সেই কুদেব (৩৪)। এরূপ কুদেবকে পরমেশ্বর বা ভগবান্ বলা যাইতে পারে না, এই জন্যই হিন্দুদেবদেবী জৈনসমাজে কুদেব মধ্যে গণ্য। অনেকান্তজয়পতাকা, সম্মতিতর্ক, দ্বাদশারনয়চক্র, প্রমাণপরীক্ষা, ধর্ম্মসংগ্রহণী, তত্ত্বার্থসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে কুদেবের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বিচারিত হইয়াছে। মূল কথা কামী, ক্রোধী,

(৩৩) "যে স্ত্রীশস্ত্রাক্ষসূত্রাদিরাগাদ্যঙ্ককলঙ্কিতাঃ।
নিগ্রহানুগ্রহপরা দেবাঃ স্যুর্ন মুক্তয়ে॥"

(৩৪) "স্ত্রীসঙ্গঃ কামমাচষ্টে দ্বেষং চায়ুধসংগ্রহঃ।
ব্যামোহং চাক্ষসূত্রাদিরশৌচঞ্চ কমণ্ডলুঃ॥"

ছলী, ধূর্ত্ত, স্বয়ী ও পরস্ত্রীগমনকারী, নর্ত্তক, গায়ক, অস্ত্রধারী, মালাজপকারী, যুদ্ধকারী, ডমরু আদি বাদ্যকারী, বর বা অভিশাপদাতা, বিনা প্রয়োজনে ক্লেশকারী এইরূপ ১৮টী লক্ষণের মধ্যে একটী লক্ষণ থাকিলেও তাহাকে কুদেব বলা যায়।

গুরুর স্বরূপ। যিনি অহিংসাদি পঞ্চমহাব্রত ধারণ ও পালন করেন, আপদে বিপদেও যিনি ধীর, ধর্ম্ম ও শরীররক্ষার্থ কেবলমাত্র ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য পরিমিত আহার করেন, রাত্রিকালের জন্য অন্নজল রাখেন না, ধর্ম্মসাধন উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া অপর কিছু সংগ্রহ করেন না, রাগদ্বেষাদি রহিত হইয়া জিনধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য (৩৫)।

মহাব্রত। অহিংসা, সূনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং সর্ব্ব পরিগ্রহত্যাগ এই পঞ্চকার্য্যের নাম পঞ্চ মহাব্রত (৩৬)।

অহিংসা—ত্রস অর্থাৎ দ্বীন্দ্রিয়াদিজীব, পৃথিবীকায়, অপ্‌কায়, অগ্নিকায়, পবনকায় ও বনস্পতিকায় এই পঞ্চপ্রকার স্থাবর জীব, প্রমাদপ্রযুক্তও এই সকল কোন জীবের প্রাণাতিপাত না করাকেই অহিংসা বলে (৩৭)।

সূনৃত—যে কথা শুনিলে অপরের হর্ষ উদয় হয়, যে কথায় লোকের মঙ্গল ও পরিণাম সুন্দর হয়, তাহাই সূনৃত (৩৮)।

অস্তেয়—কোন প্রকার অদত্ত বস্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গ্রহণ না করাই অস্তেয়। অর্থই মানবের বাহ্যপ্রাণ, অদত্ত অর্থ চুরি করিলেও মহাপাপ, কিন্তু তাহার ত্যাগ মহাব্রত বলিয়া গণ্য (৩৯)।

ব্রহ্মচর্য্য—দেব, তির্য্যক্‌ মনুষ্যাদি সম্বন্ধীয় কামভোগ করিয়া কায়মনোবাক্যে আঠার প্রকার মৈথুনপরিত্যাগ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলা যায় (৪০)।

অপরিগ্রহ—দ্রব্যক্ষেত্রকালভাবরূপ সকল বিষয়ের মোহ পরিত্যাগের নাম অপরিগ্রহ। কিন্তু যাহার নিকট আপন শরীর ভিন্ন আর কিছু নাই, তাহার মোহে চিত্তবিপ্লব ঘটে, সুতরাং জ্ঞান দ্বারা মমত্বরহিত হইতে না পারিলে অপরিগ্রহ হয় না (৪১)।

ঐ পঞ্চ মহাব্রতের প্রত্যেকটীর আবার পাঁচটী করিয়া ভাবনা আছে, সেই ভাবনা সাধন করিতে না পারিলে মোক্ষপদ লাভ হয় না। সেই ভাবনার লক্ষণ এইরূপ—

অহিংসার ভাবনা—১ মনোগুপ্তি অর্থাৎ পাপ হইতে মনকে রক্ষা, ২ এষণাসমিতি অর্থাৎ আহারাদি চারি বস্তু ও ৪২ প্রকার দোষরাহিত্য, ৩ আদানসমিতি অর্থাৎ জীবহত্যা না হয় এরূপ ভাবে সাবধানে কোন কিছু ভূমিতে রাখা, ৪ দৃষ্টিগ্রহণ অর্থাৎ চলিবার সময় যাহাতে কোনরূপ জীবহত্যা না হয়, এরূপ দেখিয়া পথে চলা। ৫ অন্নপানগ্রহণ অর্থাৎ অন্ধকার স্থানে অন্নপান গ্রহণ না করা (৪২)।

দ্বিতীয় মহাব্রত সূনৃতেরও পঞ্চ ভাবনা। যথা—১ সর্ব্বপ্রকারের হাস্যত্যাগ, ২ লোভত্যাগ, ৩ ভয়ত্যাগ, ৪ ক্রোধত্যাগ এবং ৫ বিচারপূর্ব্বক কথা বলা (৪৩)।

অস্তেয়েরও পঞ্চ ভাবনা—১ম গৃহস্বামীর আদেশ লইয়া তাঁহার গৃহে বাস, ২য় উপাশ্রয়ে স্বামীর আদেশ লইয়া মলমূত্রত্যাগ, ২য় উপাশ্রয়ের ভূমির মর্য্যাদা স্থির করা, ৪র্থ পূর্ব্ববাসী সাধুর বিনাদেশে অন্য সাধু তাহার স্থানে বাস না করা এবং ৫ম গুরুর আদেশব্যতীত সাধু নিজ শিষ্যাদির নিকটও কোন দ্রব্য গ্রহণ না করা (৪৪)।

ব্রহ্মচর্য্যের এই পাঁচটী ভাবনা—১ম স্ত্রী, নপুংসক ও পশুগণ যে স্থানে থাকে, বসে বা যে ভিত্তিতে বাস করে অথবা যেখানে কেহ কামসেবন করে, সেই স্থান পরিত্যাগ, ২য় স্ত্রীলোকের সহিত প্রেমালাপ পরিত্যাগ, ২য় দীক্ষা লইবার পূর্ব্বে গৃহস্থ অবস্থায় স্ত্রীসেবনাদি যাহা করা হইয়াছে, তাহা একবারও

---

(৩৫) "মহাব্রতধরা ধীরা ভৈক্ষমাত্রোপজীবিনঃ।
সামায়িকস্থা ধর্ম্মোপদেশকা গুরবো মতাঃ॥"

(৩৬) "অহিংসা সূনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভির্যুক্তা ভাবনাভির্বিমুক্তয়ে॥"

(৩৭) "ন যৎ প্রমাদযোগেন জীবিতব্যপরোপণম্।
ত্রসানাং স্থাবরাণাঞ্চ তদহিংসাব্রতং মতং॥"

(৩৮) "প্রিয়ং পথ্যং বচস্তথ্যং সূনৃতব্রতমুচ্যতে।"

(৩৯) "অনাদানমদত্তস্যাস্তেয় ব্রতমুদীরিতং।
বাহ্যাঃ প্রাণানৃণামর্থো হরতা তং হতা হিতে॥"

(৪০) "দিব্যৌদারিককামানাং কৃতানুমতিকারিতৈঃ।
মনোবাক্কায়তস্ত্যাগো ব্রহ্মাষ্টাদশধা মতম্॥"

(৪১) "সর্ব্বভাবেষু মূর্চ্ছায়াস্ত্যাগস্যাদপরিগ্রহঃ।
যদি সৎস্বপি জায়েত মূর্চ্ছয়া চিত্তবিপ্লবঃ॥"

(৪২) "মনোগুপ্ত্যেষণাদানেৰ্য্যাভিঃ সমিতিভিঃ সদা।
দৃষ্টান্নপানগ্রহণে নাহিংসা ভাবয়েৎ সুধী॥"

(৪৩) "হাস্যলোভভয়ক্রোধপ্রত্যাখ্যানৈর্নিরন্তরম্।
আলোচ্যভাষণমপি ভাবয়েৎ সূনৃতং ব্রতম্॥"

(৪৪) "আলোচ্যাবগ্রহযাচ্ঞাভীক্ষ্ণাবগ্রহযাচনম্।
এতাবন্মাত্রমেবৈতদিত্যবগ্রহধারণম্॥
সমানধার্ম্মিকেভ্যশ্চ তথাবগ্রহযাচনম্।
অনুজ্ঞাপিতপানান্নাশনমস্তেয়ভাবনা॥"

স্মরণে না করা, ৪র্থ স্ত্রীর রমনীয় অঙ্গদর্শন অপূর্ব্ব অনুসংস্কার-পরিত্যাগ, ৫ম স্নিগ্ধ, মধুর, রুক্ষ বা অধিক আহারত্যাগ (৪৫)। অর্থাৎ উদরকে ছয় ভাগ করিয়া তিনভাগ অন্ন, দুইভাগ জল এবং সুখে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিবার জন্য একভাগ খালি রাখা (৪৬)।

আকিঞ্চন বা অপরিগ্রহ ব্রতের পাঁচটী ভাবনা। স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ ও শব্দ এই ইন্দ্রিয়াত্মক অমনোজ্ঞ পাঁচ বিষয়ের অত্যন্তগার্দ্ধ্য পরিত্যাগ এবং স্পর্শাদি পাঁচ বিষয়ের দ্বেষ-পরিত্যাগ (৪৭)।

জৈনশাস্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন, উক্ত পাঁচ মহাব্রত ও পঁচিশ ভাবনা যিনি পালন করিয়া চলেন, তিনি গুরুপদবাচ্য। এতদ্ভিন্ন গুরুর ৭০টী চরণ ও করণ সংযুক্ত হওয়া চাই।

৭০টী চরণ যথা—পঞ্চ প্রকার ব্রত, দশ প্রকার শ্রমণধর্ম্ম, সপ্তদশ প্রকার সংযম, দশপ্রকার বৈয়াবৃত্ত্য, নবপ্রকার ব্রহ্মচর্য্যগুপ্তি, তিনপ্রকার জ্ঞান, তিনপ্রকার দর্শন, তিন প্রকার চারিত্র, বারপ্রকার তপ, চারিপ্রকার ক্রোধাদি নিগ্রহ, এই সর্ব্বশুদ্ধ ৭০ প্রকার।

ক্ষান্তি (ক্ষমা), মার্দ্দব, আর্জ্জব, মুক্তি, তপ, সংযম (ত্যাগরাক্ত), সত্য, শৌচ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য এই দশটী শ্রমণ বা যতিধর্ম্ম (৪৮)। মতান্তরে ক্ষান্তি, মুক্তি, আর্জ্জব, মার্দ্দব, তপ, লাঘব, সংযম, বিয়োগ, আকিঞ্চন ও ব্রহ্মচর্য্য এই দশটী যতিধর্ম্ম (৪৯)।

পাঁচ আশ্রবত্যাগ, পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহ, ক্রোধ মান মায়া ও লোভ এই চারি কষায় জয়, মন, বচন ও কায় এই তিন দণ্ডের বিরতি, সপ্তদশ সংযম, পৃথিবী, উদক, অগ্নি, পবন, বনস্পতি, দ্বীন্দ্রিয়জীব, ত্রীন্দ্রিয়জীব, চতুরিন্দ্রিয়জীব ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীব, দশপ্রকার অজীবসংযম, প্রেক্ষাসংযম, উপেক্ষা-সংযম, প্রমার্জ্জনসংযম, পরিষ্ঠাপনাসংযম, মনঃসংযম, বচনসংযম ও কায়সংযম এই ১৭ প্রকার সংযম (৫০)।

আচার্য্য, উপাধ্যায়, তপস্বী, শিষ্য, গ্লান (জরাদি রোগ-সংযুক্ত সাধু), সাধু, সমনোজ্ঞ, সঙ্ঘ (অর্থাৎ সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকা এই চারি সম্প্রদায়), কুল, গণ ও গচ্ছ, এই দশের যথাযোগ্য সেবাশুশ্রূষা ও পালন করার নাম ১০ দশ বৈয়াবৃত্ত্য (৫১)।

বসতি (অর্থাৎ যেখানে পশ্বাদি থাকে) স্ত্রীপ্রসঙ্গ, স্ত্রীস্পৃষ্ট, নিষিদ্ধস্থান, ইন্দ্রিয়, কুড্যান্তর, পূর্ব্বক্রীড়া, প্রণীত, অতি মাত্রাহার ও বিভূষণ, এই নয়টী ব্রহ্মচর্য্যের গুপ্তি (৫২)।

দ্বাদশাঙ্গ, দ্বাদশোপাঙ্গ, প্রকীর্ণক ও উত্তরাধ্যয়নাদিশাস্ত্র পাঠে যাহা দ্বারা জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্মক্ষয় হয় এবং যাহা দ্বারা যথার্থ বস্তুর বোধ জন্মে, তাহাই জ্ঞান। জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সংবর, নির্জ্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ এই নব তত্ত্বের (৫৩) উপর বিশ্বাস স্থাপন বা তত্ত্বরুচির নাম দর্শন।

সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্ম বুঝিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নাম চারিত্র, এই চারিত্র আবার দুই প্রকার—দেশবিরতি-চারিত্র ও বিরতিচারিত্র। অনশন (অনাহার), ব্রত, নানা-প্রকার অভিগ্রহকরণ, রসত্যাগ, কায়ক্লেশ ও সংলীন এই ছয় প্রকার বাহ্য তপ; প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্ত্য, স্বাধ্যায়, ধ্যান ও ব্যুৎসর্গ এই ছয়প্রকার অভ্যন্তর তপ (৫৪)।

---

(৪৫) "স্ত্রীষণ্ড পশুবেশ্মাসনকুড্যান্তরোজ্ঝনাৎ।
সরাগস্ত্রীকথাত্যাগাৎ প্রাগ্‌রতস্মৃতিবর্জ্জনাৎ॥
স্ত্রীরম্যাঙ্গেক্ষণস্বাঙ্গসংস্কারপরিবর্জ্জনাৎ।
প্রণীতাত্যশনত্যাগাৎ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ভাবয়েৎ॥"

(৪৬) "অদ্ধমসণস্স সব্বং জণস্স কুজ্জাদবস্সদোভাগে।
বাউপাবআরণট্ঠা ছব্ভার উণগং কুজ্জা॥"

(৪৭) "স্পর্শে রসে চ গন্ধে চ রূপে শব্দে চ হারিণি।
পঞ্চস্বিন্দ্রিয়ার্থেষু গাঢ়ং গার্দ্ধ্যস্য বর্জ্জনম্॥
এতেষ্বেবামনোজ্ঞেষু সর্ব্বথা দ্বেষবর্জ্জনম্।
আকিঞ্চন্যব্রতস্যৈবং ভাবনাঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥"

(৪৮) "বর [illegible] যোমাবচ্চ-চ যত্ত ধর্মাউ।
[illegible] নিগ্ গন্থাইং ইঁ চরণমেয়ং॥"

(৪৯) "[illegible] মুত্তী তব সংযমে অ বোদ্ধব্বা।
সচ্চং সোয়ং আকিঞ্চণং চ বম্ভং চ জইধম্মো॥"

(৫০) "পঞ্চাসবা বিরমণং পঞ্চিন্দিয়া নিগ্গহো কসায় জউ।
দণ্ডত্তয়স্স বিরই সত্তরসহা সংজমো হোই॥"
"পুঢবি দগ অগণি মারুয় বণসই বিতি চউ পণিন্দি অজ্জীবা।
পেহু প্পেহমপজ্জণ পরিট্ঠবণ মণো বই কাএ॥"

(৫১) "আয়রিয় উবজ্ঝাএ তবস্সি সেহে গিলাণ সাহূসু।
সমণোন্ন সংঘকুলগণ বেয়াবচ্চং হবই দসহা॥"

(৫২) "বসহি কহ নিসিজ্জিন্দিয় কুড্ডন্তর পুব্বকীলিয় পণীএ।
অইমায়াহার বিভূসণাই নব বম্ভ গুত্তীউ॥"

(৫৩) "জীবাজীবৌ পুণ্যপাপে আশ্রবঃ সংবরোঽপি চ।
বন্ধো নির্জ্জরণং মুক্তিরেষাং ব্যাখ্যাধুনোচ্যতে॥"
(বিবেকবিলাস।)

শ্বেতাম্বরেরা উক্ত নবতত্ত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের নবতত্ত্ব নামক গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে। কিন্তু দিগম্বরেরা সাতটী মাত্র তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি।

(৫৪) "অণসণ মূণোয়রিয়া বিত্তীসংখেবণং রসচ্চাও।
কায়কিলেসো সংলীণয়া য বজ্ঝো তবো হোই॥
পায়চ্ছিত্তং বিণউ বেয়াবচ্চং তহেব সজ্ঝাউ।
ঝাণং উস্সগ্গো বিয় অব্ভিন্তরউ তবো হোই॥"

জৈন সাধুগণের মতে যাহা নিত্য করা যায়, তাহা চরণ, এবং যাহা প্রয়োজন মত করা যায় ও প্রয়োজন না হইলে করা হয় না, তাহাকে করণ বলে।

৭০ প্রকার করণ। যথা— ৪ পিণ্ডবিশুদ্ধি, ৫ সমিতি, ১২ ভাবনা, ১২ প্রতিমা, ৫ ইন্দ্রিয়নিরোধ, ২৫ প্রতিলেখনা, ৩ গুপ্তি ও ৪ অভিগ্রহ (৫৫)।

আহার, উপাশ্রয়, বস্ত্র ও পাত্র এই চারি বস্তুর ৪২ প্রকার দূষণ বর্জ্জন করিয়া লওয়ার নাম পিণ্ডবিশুদ্ধি *।

সম্যক আগম অনুসারে প্রবৃত্তি চেষ্টার নাম সমিতি। সমিতি আবার পাঁচ প্রকার—ঈর্য্যাসমিতি, ভাষাসমিতি, এষণা-সমিতি, আদাননিক্ষেপসমিতি ও পরিস্থাপনাসমিতি। জীব-রক্ষার নিমিত্ত আগমানুসারে বলার নাম ঈর্য্যাসমিতি। পাপ-রহিত, সন্দেহরহিত, আনন্দনীয় ও সুখদায়ী ভাষা প্রয়োগের নাম ভাষাসমিতি। বিয়াল্লিশ প্রকার দূষণবর্জ্জিত আহারাদি গ্রহণ করার নাম এষণাসমিতি। আসন, সংস্তার, পীঠ, ফলক, বস্ত্র, পাত্র ও দণ্ডাদি ভাল করিয়া দেখিয়া উপযোগপূর্ব্বক গ্রহণ করা ও রাখাকে আদাননিক্ষেপসমিতি এবং পুরীষ-মূত্রাদি শরীরমল, অন্ন, জল, যাহা শরীরের অহিতকর, তাহা জীবরহিত ভূমিতে স্থাপন করাকে পরিস্থাপনাসমিতি বলে।

ভাবনা দ্বাদশ প্রকার—অনিত্যভাবনা, অশরণভাবনা, সংসার-ভাবনা, একত্বভাবনা, অন্যত্বভাবনা অশুচিত্বভাবনা, আশ্রব-ভাবনা, সম্বরভাবনা, নির্জ্জরভাবনা, লোকস্বভাবভাবনা, বোধিদুর্লভত্বভাবনা ও ধর্ম্মভাবনা।

দ্বাদশ প্রতিমা—একমাস হইতে সাতমাস পর্য্যন্ত এক একমাস বৃদ্ধি জানিয়া সাত প্রতিমা হইবে। তৎপরে অষ্ট প্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, নবপ্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, দশম প্রতিমা সপ্তদিবারাত্র, একাদশপ্রতিমা একদিবারাত্র এবং দ্বাদশপ্রতিমা একরাত্র প্রমাণ জানিবে। বর্ষাকালে প্রতিকর্ম্ম নাই, সুতরাং বর্ষাকালে প্রতিমা অঙ্গীকার করিতে হয় না। যে ব্যক্তি উক্ত দ্বাদশটী প্রতিমা অঙ্গীকার করেন, জৈনসমাজে তিনি সংহননধৃতিযুক্ত, মহাসত্ত্ব ও ভাবিতাত্মা বলিয়া গণ্য।

প্রবচনসারোদ্ধারবৃহদ্বৃত্তি ও ব্যবহারভাষ্যটীকায় উক্ত প্রতিমার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

ইন্দ্রিয়নিরোধ—পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং স্পর্শাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নিরোধের নাম ইন্দ্রিয়নিরোধ। জৈন সাধুগণ বলিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়নিরোধ না হইলে সংসারসাগর হইতে মুক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই।

গুপ্তি—মনোগুপ্তি, বচনগুপ্তি ও কায়গুপ্তি এই তিন গুপ্তি। গুপ্তির স্বরূপ অশুভ মন, বচন ও কায়ার নিরোধ এবং শুভ মন, বচন ও কায়ার প্রবৃত্তিকরণ। মনোগুপ্তি আবার তিন প্রকার—১ম আর্ত্তরৌদ্রধ্যানানুবন্ধী কল্পনার বিয়োগ; ২য় শাস্ত্রানুযায়ী পরলোকসাধন ধর্ম্মধ্যানানুবন্ধী মাধ্যস্থ পরিণতি; ৩য় সম্পূর্ণ শুভাশুভ মনোবৃত্তির নিরোধ ও অযোগী গুণস্থানাবস্থায় স্বাত্মারামরূপতা।

দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব অনুসারে অভিগ্রহ (প্রতিজ্ঞা) চারিপ্রকার। প্রবচনসারোদ্ধারবৃত্তিতে এতৎসম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

জৈনতত্ত্বাদর্শে লিখিত আছে,—পূর্ব্বকালে যেরূপ গুরু-স্বরূপ ছিল, (যাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে) এখন সেরূপ দেখা যায় না, তাহা বলিয়া এখন কি গুরু স্বীকার করা হইবে না? পূর্ব্বকালে চতুর্দ্দশপূর্ব্বীই শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করি-তেন, তাহা বলিয়া কি যাহারা নিশীথ, মধ্যম আচারপ্রকল্প বা বৃহৎকল্পসূত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহারা কি শাস্ত্রমর্ম্ম ব্যক্ত করিতে পারিবেন না? পূর্ব্বকালে আচারাঙ্গসূত্রের শস্ত্র-প্রজ্ঞা অধ্যয়ন করিয়া ছেদোপস্থাপনীয় চারিত্র স্থাপন করিতে, এখন কি দশবৈকালিক সূত্রের ষষ্ঠ জীবনীয় অধ্যয়ন পাঠ করিয়া কেন না স্থাপন করিতে পারিবে? আয়পঞ্জিসূত্রের পঞ্চম উদ্দেশ অনুসারে পূর্ব্বে মুনি (জৈনসাধু) আহার গ্রহণ করিতেন, এখন কি পিণ্ডৈষণা অধ্যয়ন অনুসারে গ্রহণ করিতে পারিবে না? পূর্ব্বে প্রথমে আচারাঙ্গ তৎপরে উত্তরাধ্যয়ন পাঠ করিত, তাহা বলিয়া কি এখন দশবৈকা-লিকের পর আর কিছু পড়িতে পারিবে না? পূর্ব্বে ছয় মাস তপের প্রায়শ্চিত্ত ছিল, এখন কি তৎপরিবর্তে নিবীপ্রমুখ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিবে না? পূর্ব্বকালের মুনির বৃত্তি না থাকিলেও অবশ্যই মুনিগণকে বা সাধু মানিতে হইবে, নহিলে ধর্ম্মরক্ষা হইবে না। জীবানুশাসন-চূর্ণীতে লিখিত আছে—সংযমই প্রধান উপায়। যিনি সংযম লাভ করিয়াছেন, তাহার মূলোত্তরগুণে দোষ স্পৃষ্ট হইলেও তৎকাল চারিত্র নষ্ট হয় না। আবশ্যক অনুসারে ব্রত ভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু বহু অতিচারেও সংযম যায় না। একজন বকুশ

(৫৫) "পিণ্ডবিসোহী সমিঈ ভাবণ পড়িমায় ইন্দিয় নিরোহো।
পড়িলেহণ গুত্তীও অভিগ্গহ চেব করণং তু।"

* ভদ্রবাহুকৃত পিণ্ডনির্যুক্তি, মলয়গিরিকৃত তট্টীকা, জিনবল্লভসূরিকৃত পিণ্ডবিশুদ্ধিগ্রন্থ, জিনপতিসূরিকৃত পিণ্ডবিশুদ্ধি টীকা, নেমিচন্দ্র সূরিকৃত প্রবচনসারোদ্ধার ও সিদ্ধসেনসূরিকৃত তাহার টীকা এবং হেমচন্দ্র রচিত যোগশাস্ত্রে পিণ্ডবিশুদ্ধির বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বৈশেষিক ‡, সাংখ্য §, মীমাংসক ¶, চার্ব্বাক** প্রভৃতি স্বতন্ত্র মত।

ধর্ম্মের স্বরূপ। যে আত্মাকে দুর্গতিতে পড়িতে দেয় না, দুর্গতি হইতে আত্মাকে ধরিয়া রাখে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম তিন প্রকার—সম্যক্‌জ্ঞান, সম্যক্‌দর্শন, সম্যক্‌চরিত্র। নয়-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে সপ্ত বা নব তত্ত্ব, সংক্ষেপ হউক আর বিস্তার করিয়াই হউক, তাহার যে সম্যক্ বোধ, তাহাকেই সম্যক্‌জ্ঞান বলে (২৯)।

জীব। নবতত্ত্বের মধ্যে জীব প্রথম। জৈনমতে আত্মা, জীব বা প্রাণী একই। যে বেদনীয়াদি কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্মফলের ভোক্তা, কর্ম্মবিপাকে যে ভ্রমণকারী, সম্যক্‌জ্ঞানাদি তিন রত্ন উপায়রূপে অভ্যাস করিয়া কর্ম্মাংশ দূর করিয়া যে নির্ব্বাণলাভ করিতে সমর্থ, তাহাই আত্মা বা জীব, অন্য লক্ষণকে আত্মা বলা যায় না (৩০)।

তত্ত্বার্থবোধবিধি প্রভৃতি জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে, আত্মা বা জীব সর্ব্বব্যাপীও নহে, অণুও নহে, কূটস্থ নহে, একান্ত নিত্যক্ষণিকও নহে, কিন্তু শরীরমাত্রব্যাপী কথঞ্চিৎ নিত্যানিত্যস্বরূপী। স্যাদ্বাদরত্নাকর, অনেকান্তজয়পতাকা প্রভৃতি গ্রন্থে আত্মা বা জীবের সর্ব্বব্যাপিত্ব খণ্ডন ও সংস্থান বর্ণিত আছে।

জৈনশাস্ত্রমতে জীব বা আত্মা দুই প্রকার—এক মুক্ত, অপর সংসারী। এই দুই প্রকার জীবই অনাদি অনন্ত, জ্ঞান-দর্শন উভয়ের লক্ষণ। এতন্মধ্যে মুক্ত জীব একস্বভাব, জন্মাদি-ক্লেশবর্জ্জিত, অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, অনন্তবীর্য্য, অনন্ত আনন্দময়স্বরূপে অবস্থিত, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন ও জ্যোতিঃস্বরূপ।

সংসারী জীব দুই প্রকার এক স্থাবর, অপর ত্রস। স্থাবর জীব আবার পঞ্চবিধ—পৃথিবীকায়, অপ্‌কায়, তেজস্কায়, বায়ুকায় ও বনস্পতিকায়। স্থাবর জীব প্রধানতঃ একেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট। ত্রস জীবও চারি প্রকার—দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়।

স্থাবর ও ত্রস জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে। যথা—আহার-পর্য্যাপ্তি, শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্দ্রিয়পর্য্যাপ্তি, শ্বাসোচ্ছ্বাসপর্য্যাপ্তি, ভাষাপর্য্যাপ্তি ও মনঃপর্য্যাপ্তি। আহারগ্রহণের যে শক্তি তাহার নাম আহারপর্য্যাপ্তি, শরীররচনার যে শক্তি তাহার নাম শরীরপর্য্যাপ্তি, ইন্দ্রিয়রচনা করিবার শক্তির নাম ইন্দ্রিয়-পর্য্যাপ্তি। এইরূপে অপর পর্য্যাপ্তির নাম হইয়াছে। যে জীবের ঐ ছয় পর্য্যাপ্তি নাই, তাহাকে অপর্য্যাপ্তি বলে। দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয় ও চতুরিন্দ্রিয় জীব মন ব্যতীত পাঁচ পর্য্যাপ্তি এবং পঞ্চেন্দ্রিয় জীবের ছয় পর্য্যাপ্তি আছে। পৃথিবীকায়, অপ্‌কায়, তেজস্কায় ও বায়ুকায় এই চতুর্ব্বিধ মধ্যে অসংখ্য জীব আছে।

স্থাবর ও ত্রস জীব অধম, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে ১৪ প্রকার অধম, ৫৬৩ প্রকার মধ্যম এবং উত্তম অনন্ত। মধ্যমের মধ্যে ১৪ নরকবাসী, ৪৮ প্রকার তির্য্যগ্‌বাসী, ৩০৩ প্রকার মনুষ্যযোনি এবং ১৯৮ প্রকার দেবযোনি।

অজীব। জীব লক্ষণের বিপরীত লক্ষণকে অজীব বলে। অজীব দ্রব্য পাঁচ প্রকার—ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় ও কাল। ধর্ম্মাস্তিকায় লোকব্যাপী, নিত্য, অবস্থিত, অরূপী, অসংখ্যপ্রদেশী, জীব ও পুদ্গলের গতি প্রবর্ত্তক। জলে মৎস্যাদি জলে আপন শক্তিতে "গতি" দিতেছে, কিন্তু তাহার অপেক্ষা-কারণ জল, ঐরূপ জীব ও পুদ্গলের গতির সাহায্যকারী ধর্ম্মাস্তি-

---

‡ শ্রীধরাচার্য্যকৃত প্রমাণকলিকা, যোগীশপাদাচার্য্যকৃত ন্যায়মঞ্জরী-টীকা ও শ্রীবৎসাচার্য্যকৃত লীলাবতীটীকা জৈনমধ্যে প্রসিদ্ধ। স্যাদ্বাদমঞ্জরী-টীকা ও আপ্তমীমাংসার বৈশেষিকমতের খণ্ডন আছে।

§ জৈনদের মতে সাংখ্য দুইপ্রকার এক প্রাচীন অপর নবীন। নবীন সাংখ্যেরই অপর নাম পাতঞ্জল। প্রাচীন সাংখ্য ঈশ্বর মানেন না, নবীন সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন।

¶ সন্মতিতর্ক, স্যাদ্বাদরত্নাকর, আপ্তমীমাংসা প্রভৃতি অনেক জৈন-গ্রন্থে মীমাংসক, বৈনাশিক, চার্ব্বাক প্রভৃতি মত খণ্ডিত হইয়াছে।

** লীলাবতী নামক জৈনগ্রন্থে লিখিত আছে, বৃহস্পতি নামে এক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার এক বালবিধবা ভগিনী ছিল। সেই বালবিধবার বংশকুলে কেহই ছিল না, কাজেই তাহাকে ভ্রাতার কাছে থাকিয়া থাকিতে হয়। একে তাহার ভ্রাতৃশাসনেও মৃত্যু হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ভগিনীর অনুপস্থানে মুগ্ধ হইয়া বৃহস্পতির হৃদয়ে কামবৃত্তি বলবতী হইল। তিনি একদিন ভগিনীর সহবাস প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে ভগিনী লোকনিন্দা ও স্বর্গের ভয় দেখাইয়া অসম্মত হইল। বৃহস্পতি স্থির করিলেন যে উহার মন হইতে পাপের ভয় দূর করিতে না পারিলে তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি বৃহস্পতিসূত্র রচনা করিয়া তাহা ভগিনীকে শুনাইলেন। তখন ভগিনীর পাপভয় দূর হইল এবং ভ্রাতার সহবাস করিতে অসম্মত হইল না। ক্রমে তাহাদের আচরণ সকলেই জানিতে পারিল এবং সকলেই তাহাদের নিন্দা করিতে লাগিল। বৃহস্পতিও সর্ব্বসমক্ষে নিজ মতের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকে তাঁহার মতাবলম্বী হইল। এইরূপে চার্ব্বাকমতের উৎপত্তি হয়।

(২৯) "যথাবস্থিততত্ত্বানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ বা।
যোহববোধস্তমত্রাহুঃ সম্যগ্‌জ্ঞানং মনীষিণঃ ॥"

(৩০) "যঃ কর্ত্তা কর্ম্মভেদানাং ভোক্তা কর্ম্মফলস্য চ।
সংসর্ত্তা পরিনির্ব্বাতা সহ্যাত্মা নান্যলক্ষণঃ ॥"

স্বরূপ। অধর্মাস্তিকায়ের স্বরূপ ধর্মাস্তিকায়ের মত জানিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে কোন একজন পথিক চলিতে চলিতে একস্থানে এক বৃক্ষের ছায়া পাইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। সে আপনি বসিল বটে, কিন্তু আশ্রয় না পাইলে সেখানে বসিতে পারিত না, সেইরূপ জীব আপনি পুদ্গল অবস্থিত হন, কিন্তু তাহার অপেক্ষাকারণ অধর্মাস্তিকায়।

আকাশাস্তিকায়ও পূর্ব্ববৎ জানিতে হইবে। বিশেষ এই ইহা লোকালোকসর্ব্বব্যাপী। ইহার লক্ষণ অবগাহদান, জীব ও পুদ্গলের থাকিবার অবকাশদাতা।

পুদ্গলাস্তিকায় পরমাণুর নাম পুদ্গল। যে পরমাণুর ঘটাদি কার্য্য তাহাকেও পুদ্গল বলে। এক এক পরমাণুর এক বর্ণ, এক রস, এক গন্ধ ও দুই স্পর্শ হইয়া থাকে। বর্ণ হইতেই বর্ণান্তরে, রস হইতে রসান্তরে, গন্ধ হইতে গন্ধান্তরে এবং স্পর্শ হইতে স্পর্শান্তরে পরিণত হয়। এইরূপ পরমাণু দ্রব্য অনাদি অনন্ত। পর্য্যায়স্বরূপ আদি ও সান্তই পরমাণুর কার্য্য প্রবাহক্রমে অনাদি অনন্ত হইয়া পড়ে। বনস্পতি প্রভৃতি পরিণামান্তরপ্রাপ্ত পৃথিব্যাদি পুদ্গল। সকল পুদ্গল দ্রব্যে কৃষ্ণ, নীল, রক্ত, পীত ও শুক্ল এই পঞ্চ বর্ণ; তীক্ত, কটু, কষায়, তিক্ত ও মিষ্ট এই পঞ্চ রস; সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই দুই প্রকার গন্ধ; কঠোর, সুকোমল, হালকা, ভারী, শীত ও উষ্ণ, চিক্কণ ও রুক্ষ এই অষ্ট স্পর্শ হইয়া যায়। এ ছাড়া আর যে বর্ণাদি হয়, তাহাও ঐ সকল মিলিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল ও ভাব ইত্যাদি মিলিত হইয়া বিচিত্র পরিণাম ঘটে।

সিদ্ধসেনদিবাকরকৃত সম্মতিতর্ক গ্রন্থে কাল, স্বভাব, নিয়তি, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ও পুরুষাকার অজীবের এই পাঁচ প্রকার ভেদ লিখিত হইয়াছে।

পুণ্য। জৈনশাস্ত্রে পুণ্য উপার্জ্জনের ৯টী কারণ লিখিত আছে—

অন্নপুণ্য অর্থাৎ আহারদান, পানপুণ্য অর্থাৎ পানীয় জলদান, বস্ত্রপুণ্য অর্থাৎ বস্ত্রদান, লেনপুণ্য অর্থাৎ থাকিবার স্থানদান, শয়নপুণ্য অর্থাৎ শয্যা বা আসনদান, মনপুণ্য অর্থাৎ গুণিজনকে দেখিয়া মনসন্তোষ, বচনপুণ্য অর্থাৎ গুণিলোকের প্রশংসা, কায়পুণ্য অর্থাৎ শরীরের সেবা ও নমস্কারপুণ্য অর্থাৎ গুরুজনকে নমস্কার (৬১)।

পুণ্যের ফল ৪২ প্রকার। যথা ১ শাতাবেদনীয়, ২ উচ্চ গোত্র, ৩ মনুষ্যগতি, ৪ দেবগতি ৫ মনুষ্যানুপূর্ব্বী, ৬ দেবানুপূর্ব্বী, ৭ পঞ্চেন্দ্রিয়জাতি, ৮ ঔদারিক, ৯ বৈক্রিয়ক, ১০ আহারক, ১১ তৈজস, ১২ কার্ম্মণ (শেষোক্ত পঞ্চ) শরীর, ১৩ ঔদারিক অঙ্গোপাঙ্গ, ১৪ বৈক্রিয় অঙ্গোপাঙ্গ, ১৫ আহারক-অঙ্গোপাঙ্গ, ১৬ বজ্রঋষভনারাচসংহনন, ১৭ সমচতুরস্রসংস্থান, ১৮ বর্ণচতুষ্কাদিক, ১৯ রসচতুষ্কাদিক, ২০ গন্ধচতুষ্কাদিক, ২১ স্পর্শচতুষ্কাদিক (শেষোক্ত চার) প্রকৃতি, ২২ অগুরুলঘু, ২৩ পরাঘাত, ২৪ উচ্ছ্বাসলব্ধি, ২৫ আতপ, ২৬ উদ্যোত, ২৭ সুবিহায়োগতি, ২৮ নির্ম্মাণ, ২৯ ত্রস, ৩০ বাদর, ৩১ পর্য্যাপ্ত, ৩২ প্রত্যেক, ৩৩ স্থির, ৩৪ শুভ, ৩৫ সুভগ, ৩৬ সুস্বর, ৩৭ আদেয়, ৩৮ যশ, ৩৯ তীর্থঙ্কর, ৪০ তির্য্যগায়ু, ৪১ মনুষ্যায়ু ও ৪২ দেবায়ু।

পাপ। পুণ্যের বিপরীত নরকাদি ফলের প্রবর্ত্তকের নাম পাপ, ইহা আত্মার সহিত সম্বদ্ধ ও কর্ম্মপুদ্গলরূপ।

পাপ ১৮ প্রকারে বাঁধা, তাহা আবার ৮২ ভাগে বিভক্ত। যথা ৫ জ্ঞানাবরণ, ৫ অন্তরায়, ৯ দর্শনাবরণ ২৬ মোহিনী-প্রকৃতি, ৩৪ নামকর্ম্ম প্রকৃতি, ১ অশাতাবেদনীয়, ১ নরকায়ু, ও ১ নীচগোত্র।

প্রথমতঃ জ্ঞান পাঁচ প্রকার—মতিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান, অবধিজ্ঞান, মনঃপর্য্যায়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান, এই পাঁচজ্ঞানের যাহা আবরণ তাহার নাম জ্ঞানাবরণ। জ্ঞানাবরণ পাঁচ প্রকার—মতিজ্ঞানাবরণ, শ্রুতজ্ঞানাবরণ, অবধিজ্ঞানাবরণ, মনঃপর্য্যায়জ্ঞানাবরণ ও কেবলজ্ঞানাবরণ। যাহার উদয়ে মতি প্রতিভাহীন হইয়া পড়ে, তাহাকে মতিজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে পঠনকালে জীবের মনে কিছুই আসে না, তাহাকে শ্রুতজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে অবধিজ্ঞান হয় না, তাহাকে অবধিজ্ঞানাবরণ, যাহার উদয়ে মনঃপর্য্যায়জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাকে মনঃপর্য্যায়জ্ঞানাবরণ এবং যাহার উদয়ে কেবলজ্ঞান হয় না, তাহাকে কেবলজ্ঞানাবরণ বলে। জ্ঞানাবরণের ঐ পাঁচ প্রকৃতিই পাপরূপ জানিবে।

পাঁচ প্রকার অন্তরায়কর্ম্ম যথা—দানান্তরায়, লাভান্তরায়, ভোগান্তরায়, উপভোগান্তরায় এবং বীর্য্যান্তরায় এই পঞ্চবিধ প্রকৃতিই পাপরূপ।

দর্শনাবরণ কর্ম্মের ৯ প্রকৃতি যথা—১ চক্ষুর্দর্শনাবরণ, ২ অচক্ষুর্দর্শনাবরণ, ৩ অবধিদর্শনাবরণ ও ৪ কেবলদর্শনাবরণ, এ ছাড়া পঞ্চ নিদ্রা। পঞ্চ নিদ্রা যথা ১ নিদ্রা, ২ নিদ্রানিদ্রা, ৩ প্রচলা, ৪ প্রচলাপ্রচলা, ৫ স্ত্যানর্দ্ধি। যে চৈতন্যকে অতি কুৎসিত করিয়া ফেলে, তাহাকে নিদ্রা, যাহাতে অবচেতনীয়

* জৈনশাস্ত্র অতি উত্তমরূপে জানা না থাকিলে ধর্ম্মাস্তিকায়ের প্রকৃত তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায় না।

(৬১) "অন্নপুণ্যে পানপুণ্যে বস্ত্রপুণ্যে লেনপুণ্যে শয়নপুণ্যে মনপুণ্যে বচপুণ্যে কায়পুণ্যে নমস্কারপুণ্যে।" স্থানাঙ্গসূত্র।

তাহাদের যদ্রূপ জল ও দুগ্ধ, স্বর্ণ ও পুদ্গল দুই পরস্পর মিলিত হইলে তাহাকেই বন্ধ বলা হয়। বন্ধ চারি প্রকার—প্রকৃতিবন্ধ, স্থিতিবন্ধ, অনুভাগবন্ধ ও প্রদেশবন্ধ। কর্ম্মবন্ধের মিথ্যাত্বরূপ বহু প্রকার বিবরণ আছে।

জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহ, আয়ু, নামকর্ম্ম, গোত্র ও অন্তরায় এই আট স্বভাবরূপ কর্ম্ম যে জীবের সহিত [illegible] হেতুতে বদ্ধ হয়, তাহার নাম প্রকৃতি-বন্ধ। ঐ আট প্রকৃতি যত দিন আত্মার সহিত থাকে, সেই স্থিতি বা কালমর্য্যাদাকে স্থিতিবন্ধ বলা যায়। ঐ আট প্রকৃতিতে তীব্র মন্দ রস দেখা দিলে, তাহার নাম অনুভাগ-বন্ধ। কর্ম্মপ্রদেশের যে প্রমাণ অর্থাৎ এই প্রকৃতিতে এত পরমাণু আছে, ঐ পরমাণুগণের আত্মার সহিত যে বন্ধ, তাহার নাম প্রদেশবন্ধ *। অবিরতি, কষায়, রূপ ও যোগ এই চারি বন্ধের মূল হেতু। বন্ধের মূলহেতু চারি প্রকার হইলেও উত্তরহেতু ৫৭ প্রকার। তাহার প্রথম মিথ্যাত্ব ৫ প্রকার—যথা অভিগ্রহমিথ্যাত্ব, অনভিগ্রহমিথ্যাত্ব, অভিনিবেশমিথ্যাত্ব, সংশয়মিথ্যাত্ব, ও অনাভোগমিথ্যাত্ব। যে আপনার মত মিথ্যা হইলেও সত্য বলিয়া জানে এবং অপর সকলের মতকেই মিথ্যা বলে, তাহার পরিণামের নাম অভিগ্রহমিথ্যাত্ব। যে না দেখিয়া না বুঝিয়া সকল মতই সত্য বলিয়া মানে, সকল মতেই মোক্ষ হয় এরূপ বিশ্বাস করে, তাহাকে অনভিগ্রহ-মিথ্যাত্ব বলা যায়। যে শাস্ত্রার্থ প্রকৃত জানিয়াও নিজ বাক্য সমর্থনের জন্য মিথ্যা বলে, তাহার নাম অভিনিবেশ-মিথ্যাত্ব। নবাঙ্গবৃত্তিকার অভয়দেবসূরি নবতত্ত্বপ্রকরণভাষ্যে গোষ্ঠা-মাহিলকে অভিনিবেশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৭২)। জিনোক্ততত্ত্বে শঙ্কা করার নাম সংশয়মিথ্যাত্ব। জিন-ভদ্রগণিক্ষমাশ্রমণ তাঁহার ধ্যানশতকে সংশয়মিথ্যাত্বের কারণ এইরূপ লিখিয়াছেন,—জৈনমত স্যাদ্বাদরূপ অনন্ত নয়াত্মক, এই জন্য সহজে বুঝা অতি কঠিন। সপ্তভঙ্গী, সকলাদেশী, বিকলাদেশী, ভঙ্গের স্বরূপ, অষ্টপক্ষ, সাতশত নয়, চারি নিক্ষেপ, দ্রব্য ক্ষেত্র কাল ভাব, ষড়্ভঙ্গী (যথা—উৎসর্গ, অপবাদ, উৎসর্গাপবাদ, অপবাদোৎ-সর্গ, উৎসর্গোৎসর্গ, অপবাদাপবাদ), বিধিবাদ, চারিত্রানুবাদ, যথাস্থিতবাদ ইত্যাদি। জৈনশাস্ত্রে এইরূপ অনন্তনয়ের প্রসঙ্গ আছে, এই সকল জানিতে হইলে বড় নির্ম্মল বুদ্ধি চাই ও উপযুক্ত গুরু চাই, নচেৎ সংশয়মিথ্যাত্বের কারণ ঘটিবে।

যাহার ধর্ম্মাধর্ম্মে জ্ঞান নাই, বিকলেন্দ্রিয়, তাহার নাম অনাভোগমিথ্যাত্ব। এতদ্ভিন্ন প্ররূপণা, প্রবর্ত্তনা, পরিণাম, প্রদেশ, ধর্ম্মে অধর্ম্মজ্ঞান, অধর্ম্মে ধর্ম্মজ্ঞান, সত্যে অসত্যজ্ঞান, বিষয়মার্গকে সৎমার্গবোধ, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, ষট্কায় জীবকে অজীব, অজীবকে জীব, মূর্ত্তিকে অমূর্ত্তি এবং অমূর্ত্তিকে মূর্ত্তিজ্ঞান এ ছাড়া লৌকিকদেব, লৌকিক গুরু, লৌকিক লোকোত্তরদেব, লোকোত্তরগুরু, লোকোত্তরপর্ব্ব ইত্যাদি ভেদ আছে।

বার প্রকার অবিরতির মধ্যে পাঁচ ইন্দ্রিয়গত, মনোগত ও ছয় কায়গত।

কষায়—ষোল কষায় ও নয় প্রকার নোকষায় ভেদে পঁচিশ প্রকার।

যোগ নামক বন্ধহেতু তিন প্রকার—মনোযোগ, বচনযোগ ও কায়যোগ। মনোযোগ আবার চারিপ্রকার—সত্যমনো-যোগ, অসত্যমনোযোগ, মিশ্রমনোযোগ ও ব্যবহারমনোযোগ। সত্যবচন দশ প্রকার—জনপদসত্য, সম্মতসত্য, স্থাপনাসত্য, নামসত্য, রূপসত্য, প্রতীতসত্য, ব্যবহারসত্য, ভাবসত্য, যোগসত্য ও উপমাসত্য। অসত্য বা মিথ্যাবাক্যও দশ প্রকার—ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, রাগ, দ্বেষ, হাস্য, ভয়, বিকথা ও হিংসাসংযুক্ত এই দশপ্রকার অসত্য। মিশ্রবচন ১০ প্রকার; যথা—উৎপন্নমিশ্রিত, বিগতমিশ্রিত, উৎপন্ন-বিগতমিশ্রিত, জীবমিশ্রিত, অজীবমিশ্রিত, জীবাজীবমিশ্রিত, অনন্তমিশ্রিত, প্রত্যেকমিশ্রিত, অদ্ধামিশ্রিত, ও অদ্ধাদ্ধামিশ্রিত। ব্যবহারবচন ১২ প্রকার; যথা—আমন্ত্রণী, আজ্ঞাপনী, যাচনী, পৃচ্ছনী, প্রজ্ঞাপনী প্রত্যাখ্যানী, ইচ্ছানুলোম, অনভিগৃহীতা, অভিগৃহীতা, সংশয়, প্রকট ও অপ্রকট।

কায়যোগ সাতপ্রকার—ঔদারিককায়যোগ, ঔদারিক মিশ্রকায়যোগ, বৈক্রিয়মিশ্রকায়যোগ, আহারককায়যোগ, আহারকমিশ্রকায়যোগ ও কার্ম্মণকায়যোগ। ইহার প্রথম দুই কায়যোগ মনুষ্যের, তৎপরবর্ত্তী দুই চতুর্দ্দশ পূর্ব্বপাঠী সাধুর এবং পরভবগামী সমুদ্ঘাত-অবস্থাপ্রাপ্ত কেবলী ও তৈজস শরীরযুক্ত জীবের কার্ম্মণ-যোগ হইয়া থাকে।

মোক্ষ। জীবের সম্পূর্ণ জ্ঞানাবরণাদি কর্ম্ম ক্ষয় হইলে যে স্বরূপাবস্থা আইসে, তাহার নাম মোক্ষ। মোক্ষ জীবের ধর্ম্ম। সুতরাং সকল স্থানে জীবপর্য্যায় জীব হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, সিদ্ধ জীব হইতে কথঞ্চিৎ অভিন্ন।

---

* [illegible] ([illegible] রচিত) কর্ম্মগ্রন্থে চারি বন্ধের বিস্তৃত বিবরণ [illegible]

(৭২) "গোট্ঠামাহিল [illegible] অভিনিবেসি [illegible]" ([illegible] নবতত্ত্বপ্রকরণভাষ্য।)

সিদ্ধ স্বরূপের নবদ্বার যথা—সৎপদপ্ররূপণা, দ্রব্যপ্রমাণ, ক্ষেত্র, স্পর্শনা, কাল, অন্তর, ভাগ, ভাব ও অল্পবহুত্ব।

গতি পাঁচপ্রকার—নরকগতি, তির্যকগতি, মনুষ্যগতি, দেবগতি ও সিদ্ধগতি। কেবল সিদ্ধগতি মোক্ষমার্গের অন্তর্গত। আবশ্যকনির্যুক্তিকার কর্ম্মসিদ্ধ, শিল্পসিদ্ধ, বিদ্যাসিদ্ধ, মন্ত্রসিদ্ধ, যোগসিদ্ধ, আগমসিদ্ধ, অর্থসিদ্ধ, যাত্রাসিদ্ধ, অভিপ্রায়সিদ্ধ, তপঃসিদ্ধ, কর্ম্মক্ষয়সিদ্ধ প্রভৃতি বহুপ্রকার সিদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে জৈনশাস্ত্রকারগণ কেবল কর্ম্মক্ষয় সিদ্ধকেই মোক্ষপর্য্যায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয় বা শরীর (কায়) থাকিতে মানব সিদ্ধ হইতে পারে না। সর্ব্বথা শরীর পরিত্যাগের পর সিদ্ধ হয়, সুতরাং সিদ্ধ অতীন্দ্রিয়। তাঁহারা আরও বলেন, কষায়জ্ঞান (মতি, শ্রুত, অবধি ও মনঃপর্য্যায়), অজ্ঞান, চারিত্র, দর্শন, বর্ণ, ভব্য, অভব্য, সম্যক্ত্ব *, সংজ্ঞা † ও আহার ‡ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। একমাত্র কেবল জ্ঞান দ্বারা সিদ্ধিলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, এই জন্য সিদ্ধাবস্থায় কেবল জ্ঞান জন্মে, সযোগী অবস্থায় হয় না। সিদ্ধ জীব অনন্ত, ধর্ম্মাস্তিকায়াদি পাঁচ দ্রব্য আকাশে যতদূর থাকিতে পারে, সেই পর্য্যন্ত লোক, সেই লোকে সিদ্ধজীবের বাস। যে আকাশে সিদ্ধ বাস করে, স্পর্শনা তাহা হইতে কিছু অধিক। সকল সিদ্ধই অনন্তকাল অবস্থান করেন, সকলেরই এইরূপ। সিদ্ধের ক্ষায়িক ও পারিণামিক এই দুই ভাব, শেষ ভাব নাই**।

গুণস্থান। সিদ্ধসাধক গুণ হইতে গুণান্তরপ্রাপ্তিরূপ যে স্থান অর্থাৎ ভূমিকা তাহার নাম গুণস্থান। গুণস্থান ১৪ প্রকার—মিথ্যাত্ব, সাস্বাদন, মিশ্র, অবিরতিসম্যক্‌দৃষ্টি দেশবিরতি, প্রমত্তসংযত, অপ্রমত্তসংযত, অপূর্ব্বকরণ, অনিবৃত্তবাদর, সূক্ষ্মসংপরায়, উপশান্তমোহ, ক্ষীণমোহ, সযোগীকেবলী ও অযোগীকেবলী। মিথ্যাত্ব গুণস্থান ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দ্বিবিধ। স্পষ্ট চৈতন্যসংজ্ঞী পঞ্চেন্দ্রিয় জীব অদেব, অগুরু ও অধর্ম্ম এই তিনে যথাক্রমে দেব, গুরু ও ধর্ম্মভাব বুদ্ধ হইলে তাহাকে ব্যক্তমিথ্যাত্ব এবং নবপদার্থে অশ্রদ্ধা, জিনোক্ত তত্ত্বে বিপরীত বোধ বা সংশয়বা দোষারোপ আভিগ্রাহিকাদি বা অনাভোগিক মিথ্যাত্বকে অব্যক্তমিথ্যাত্ব বলে। পূর্ব্বকথিত দশপ্রকার মিথ্যাত্বকে ব্যক্ত এবং অনাদিকাল হইতে মোহনীয় প্রকৃতিরূপ মিথ্যাত্ব সংদর্শনরূপ আত্মাতে গুণের আচ্ছাদক জীবের সঙ্গে অবিনাভাবি হইলে তাহাকে অব্যক্তমিথ্যাত্ব বলা যায়।

অনাদিকালসম্ভূত মিথ্যাকর্ম্মের উপশম হইলে গ্রন্থিভেদকরণকাল উপস্থিত হয়, তৎপরে জীবে ঔপশমিক সম্যক্‌চারিত্র জন্মে। ঔপশমিক সম্যক্ত্বযুক্ত জীব শান্ত হইলে অনন্তানুবন্ধী চারি কষায় দ্বারা তাহার কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। এই স্বরূপকেই সাস্বাদন-গুণস্থান বলা যায়।

দর্শনমোহনীয় প্রকৃতিরূপ মিশ্রমোহকর্ম্মের উদয় হইতে জীববিষয়ে সম্যক্ত্ব মিথ্যাত্বে মিলিত হইলে অন্তর্মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে মিশ্রিত ভাব, তাহাকে মিশ্রগুণস্থান বলা যায়।

ভব্য পঞ্চেন্দ্রিয় জীব জিনোক্ততত্ত্ব যথাযথ অভ্যাস করিয়া অত্যন্ত নির্ম্মল স্বভাব লাভ করে অথবা গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহার রুচি ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহাকে সম্যক্ত্ব বলা যায়। এইরূপে ক্রোধমানাদি কষায়বর্জ্জিত হইলে তাহাকে অবিরতি বলে। অবিরতি ও সম্যগ্‌দৃষ্টি এই উভয় গুণ থাকিলে তাহার নাম অবিরতিসম্যগ্‌দৃষ্টিগুণস্থান। এই গুণস্থানের স্থিতি উৎকৃষ্ট ৩৩ সাগরোপম প্রমাণের কিছু অধিক; সর্ব্বার্থসিদ্ধবিমানবাসী মনুষ্যায়ু অপেক্ষা অধিক। যখন জীব অর্দ্ধপুদ্গল-পরাবর্ত্ত শেষ সংসারে থাকে, তখন ঐ সম্যক্ত্ব জীবে প্রবর্ত্তিত হয়, আর কাহারও আসে না। অবিরতি গুণস্থানবর্ত্তী জীবকে ব্রতনিয়মাদি কিছুই করিতে হয় না, কেবল জিন, গুরু ও সঙ্ঘকে যথাক্রমে ভক্তি, পূজা, নমস্কার ও বাৎসল্যাদি করিতে হয়।

দেশবিরতি—সম্যকতত্ত্ববোধ জন্মিলে জীবের বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য হইলে জীব সর্ব্ববিরতি বাঞ্ছা করে, এ সময়ে সর্ব্ববিরতিঘাতক প্রত্যাখ্যান নামক কষায় উদয় হইলেও কিছু করিতে পারে না বটে, কিন্তু জঘন্য, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট এই তিনপ্রকার দেশবিরতি হয়। স্থূলহিংসাদি ত্যাগ, মদ্যমাংসাদি পরিহার ও পরমেষ্ঠিনমস্কারস্মরণ, ইহাকে জঘন্য ষট্‌কর্ম্ম; ধর্ম্মে তৎপর, দ্বাদশব্রতপালক ও সদাচারপরায়ণকে মধ্যম এবং সচিত্ত আহারত্যাগ, একাহার, ব্রহ্মচর্য্য, মহাব্রতের অঙ্গীকার ও গৃহস্থসংসর্গপরিত্যাগকারীকে উৎকৃষ্ট দেশবিরতি বলা যায়। উক্ত তিন প্রকার বিরতি যাহাতে লক্ষিত হয়, তাহাকে শ্রাবক বলে। দেশবিরতি গুণস্থানে অনিষ্টযোগার্ত্ত, ইষ্টবিয়োগার্ত্ত, রোগার্ত্ত ও নিদানার্ত্ত এই চতুষ্পদরূপ

---

* সম্যক্ত্ব পাঁচপ্রকার—ক্ষায়িক, ক্ষায়োপশম, উপশম, সাস্বাদন ও বেদক।

† সংজ্ঞা তিনপ্রকার—হেতুবাদোপদেশিনী, দৃষ্টিবাদোপদেশিনী ও দীর্ঘকালিকী।

‡ আহার তিনপ্রকার—ওজ, লোম ও প্রক্ষেপ।

** দেবাচার্য্যকৃত নবতত্ত্বপ্রকরণবৃত্তি, নন্দীসূত্র, প্রজ্ঞাপনাসূত্র, সিদ্ধপ্রাভৃত, সিদ্ধপঞ্চাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থে মোক্ষতত্ত্বের বর্ণনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

আর্ত্তধ্যান এবং হিংসানন্দরৌদ্র, মৃষানন্দরৌদ্র, চৌর্য্যানন্দরৌদ্র ও সংরক্ষণানন্দরৌদ্র এই চারিপ্রকার রৌদ্রধ্যান সম্ভবে।

যখন দেশবিরতি অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে, তখন আর্ত্তরৌদ্রধ্যানও ক্রমে মন্দ ও মন্দতর হইতে থাকে। কিন্তু তাহাতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মধ্যান সম্ভবে না। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মধ্যান হইলে সর্ব্ববিরতি হয়। তীর্থঙ্করের প্রতিমাপূজা, গুরুসেবা, স্বাধ্যায়, সংযম, তপ ও দান এই ষট্‌কর্ম্ম, একাদশপ্রতিমা ও শ্রাবকের দ্বাদশ ব্রতপালনকারীই ধর্ম্মধ্যানের* অধিকারী। পঞ্চম হইতে ত্রয়োদশ ব্যতীত চতুর্দ্দশ গুণস্থান পর্য্যন্ত প্রত্যেকের অন্তরমুহূর্ত্তমাত্র স্থিতি।

প্রমত্তসংযত—মদ্য, বিষয়, কষায়, নিদ্রা ও বিকথা এই পঞ্চপ্রমাদে জীব সংসারসমুদ্রে নিমগ্ন হয়। যে সাধু পঞ্চ প্রমাদে ও সংজ্বলনরূপ কষায়ে আক্রান্ত হন, অন্তরমুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত তিনি প্রমাদী হইয়া পড়েন, এই সময়ের বিরতির নাম প্রমত্তসংযত। যিনি অন্তর মুহূর্ত্ত হইতে উপরান্ত পর্য্যন্ত প্রমাদরহিত থাকেন, তিনি আবার অপ্রমত্ত গুণস্থানে আরোহণ করেন।

প্রমত্তসংযত গুণস্থানে আর্ত্তধ্যানই মুখ্য, রৌদ্রধ্যান উপলক্ষ, ধর্ম্মধ্যান গৌণ। আজ্ঞা (জিনের আদেশ), অপায়, বিপাক ও সংস্থান এই চারি চিন্তালক্ষণ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মধ্যান হয়, এইজন্য ঐ চারিটী ধর্ম্মধ্যানের চারিপাদ বলিয়া গণ্য (৬৩)।

পঞ্চ মহাব্রতধারী সাধু পঞ্চপ্রমাদরহিত হইলে তাহাকে অপ্রমত্তগুণস্থান বলা যায়, তখন সংজ্বলন-কষায় ও নোকষায় মন্দ হইতে থাকে, সুলভ বিষয়ও তখন আর ভাল লাগে না। এই গুণস্থানে ধর্ম্মধ্যানই মুখ্য। ধর্ম্মধ্যান চারিপ্রকার, ১ অজ-অজীর স্বরূপ পিণ্ডস্থধ্যান, ২ বাগ্‌ব্যাপাররূপ পদস্থধ্যান, ৩ সংকল্পিত আত্মরূপ রূপস্থধ্যান, ৪ কল্পনারহিত রূপাতীত ধ্যান (৬৪)। এই গুণস্থানে সর্ব্বদা সংযোগ ও ধ্যানে প্রবৃত্তি জন্মে, সেইজন্য স্বাভাবিক সহজ নিত্য সংকল্প বিকল্পের অভাবে একত্বভাবরূপ নির্ম্মল আত্মা লাভ হয়। আত্মা দ্রব্যতীর্থ ও ভাবতীর্থে স্নান করিয়া পরম বিশুদ্ধি লাভ করে। অপ্রমত্ত গুণস্থ জীব শোক, রতি, অরতি অস্থির, অশুভ, অযশঃ ও অশাতাবেদনী এই সপ্ত প্রকৃতি দূর করে এবং আহারক ও আহারকোপাঙ্গ এই দুই প্রকৃতি হইতে মুক্তিলাভ করে।

অপূর্ব্বকরণ গুণস্থানে আরোহসময়ে প্রথম অংশে উপশমক উপশমশ্রেণীতে এবং ক্ষপক ক্ষপকশ্রেণীতে আরোহণ করেন। উপশমক মুনি শুক্লধ্যানী হইয়া উপশমশ্রেণী অঙ্গীকার করেন। পূর্ব্বগত শ্রুতধারক, নির্ম্মলচার ও চারিত্রবান্ তিন সংহননযুক্ত মুনি উপশমশ্রেণীর অধিকারী।

উপশান্তমোহ গুণস্থানে উপশমসম্যক্ত্ব, উপশমচারিত্র ও উপশমভাব এই তিন লক্ষণ থাকে। ইহাতে ক্ষায়িক ভাবও হয় না। উপশমী মুনি তীব্র মোহোদয়ে পা দিয়া উপশান্ত মোহগুণস্থানে পুনরায় প্রমাদে পতিত হন। আহারকশরীরী ঋজুমতি ও উপশান্তমোহযুক্ত জীব সর্ব্ব প্রমাদবশে অনন্তভব রচনা করেন এবং প্রমাদবশে চারিগতিতে বাস করেন।

উপশমক জীব অপূর্ব্বকরণ গুণস্থান হইতে অনিবৃত্তিবাদর গুণস্থানে, অনিবৃত্তিবাদর গুণস্থান হইতে সূক্ষ্মসংপরায় গুণস্থানে ও সূক্ষ্মসংপরায় হইতে উপশান্তমোহে আসিয়া পড়ে। প্রথমে মিথ্যাত্ব গুণস্থানে আসে এবং যে চরমশরীর সে সপ্তম গুণস্থান পর্য্যন্ত আসিয়া সপ্তম গুণস্থানে ক্ষপকশ্রেণী মণ্ডিত হয়, কিন্তু একবার যে উপশমশ্রেণীযুক্ত হইবে, সে ক্ষপকশ্রেণী হইতে পারে।

এই সংসারে বহু ভাবে চারিবার উপশম শ্রেণী হইয়া থাকে, কিন্তু এক ভবে দুইবার মাত্র হয়। উপশমশ্রেণী স্থাপন করিতে হইলে অনন্তানুবন্ধী ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারি কষায়ের উপশম, তৎপরে মিথ্যাত্বমোহ, মিশ্রমোহ, সম্যক্ত্বমোহ এই তিন, পশ্চাতে নপুংসকবেদ, স্ত্রীবেদ, হাস্য, রতি, অরতি, ভয়, শোক, জুগুপ্সা, পুরুষবেদ প্রত্যাখ্যানী ও অপ্রত্যাখ্যানীক্রোধ, সংজ্বলনক্রোধ, প্রত্যাখ্যানী, অপ্রত্যাখ্যানী ও সংজ্বলন মান, এইরূপ তিন প্রকার মায়া ও লোভের উপশান্ত করিয়া থাকে। চরমশরীরী, অবদ্ধায়ু ও অন্যকর্ম্মী ক্ষপকের চতুর্থ গুণস্থানে নরকায়ু, সপ্তম গুণস্থানে দেবায়ু ও দর্শনমোহসপ্তক ক্ষয় হয়। তৎপরে ক্ষপক সাধুতে ১৪৮ প্রকার কর্ম্মপ্রকৃতিক সত্তা থাকে, তৎপরে অষ্টম গুণস্থানে অভ্যাস দ্বারা তত্ত্বপ্রাপ্তি হয়। অষ্টম গুণস্থানে শুক্লধ্যান* মুখ্য, সাধু আত্মসংযমনসমন্বিত বজ্রঋষভনারাচ নামক প্রথম সংহননযুক্ত হন।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টম গুণস্থানের পর ক্ষপক নবম গুণস্থানে

(৬৩) "আজ্ঞাপায়বিপাকানাং সংস্থানস্য বিচিন্তনাৎ।
ইথং বা ধ্যেয়ভেদেন ধর্ম্মধ্যানং চতুর্বিধম্॥"

(৬৪) "পদস্থাদিভিশ্চতুর্ভেদং যথাজ্ঞাদিচতুর্বিধম্।
রূপস্থাদি চতুর্দ্ধা বা ধর্ম্মধ্যানং প্রকীর্তিতম্॥"

* জৈনশাস্ত্রমতে যোগীন্দ্র, ক্ষপক, মুনীন্দ্র ও ব্যবহারাপেক্ষ ইহারাই ধ্যান করিবার অধিকারী। যেরূপে ইহারা ধ্যান করিতে পারেন, কোন বিশেষ আসনের নিয়ম নাই। পূরক প্রাণায়াম, রেচক প্রাণায়াম, কুম্ভক, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি নানাপ্রকার ধ্যানের প্রসঙ্গ আছে।

আসিয়া উপস্থিত হন। এই গুণস্থান নয়ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম ভাগে নরকগত্যাদি ১৬ কর্ম্মপ্রকৃতি নষ্ট করে। দ্বিতীয়ভাগে চারিপ্রকার প্রত্যাখ্যানী ও চারিপ্রকার অপ্রত্যাখ্যানী কষায় দূরীভূত হয়। ৩য় ভাগে নপুংসক বেদ, ৪র্থ ভাগে স্ত্রীবেদ, ৫ম ভাগে হাস্য, রতি, অরতি, ভয়, শোক ও জুগুপ্সা, ষষ্ঠ হইতে নবমভাগে ক্রমে ধ্যানের নির্ম্মলতার শুদ্ধিলাভ, যথাক্রমে পুরুষবেদ, সংজ্বলনক্রোধ, সংজ্বলনমান ও সংজ্বলন-মায়া, দশম গুণস্থানে পুরুষবেদ ও চারি প্রকার সংজ্বলন ক্ষয় হয়। ক্ষপকের একাদশ গুণস্থান হয় না, দশম গুণস্থানে ক্ষপক সূক্ষ্ম লোভকে ক্ষয় করিয়া দ্বাদশ গুণস্থান ক্ষীণমোহে উপস্থিত হন। এইখানেই ক্ষপকশ্রেণীর সমাপ্তি। দ্বাদশ গুণস্থানে ক্ষপক পরিণতিমান হইয়া শুক্লধ্যানের দ্বিতীয় অংশ আশ্রয় করেন। শুক্লধ্যানবলে সমরসভাব জন্মে, তখন আত্মা অপৃথক্‌ভাবে পরমাত্মায় লীন হয়।

এই গুণস্থানে নিদ্রা ও প্রচলা এই দুই প্রকৃতি ক্ষয় হয়। ক্ষীণমোহের অন্তকালে জীব চক্ষুদর্শন, অচক্ষুদর্শন, অবধিদর্শন ও কেবলদর্শন এই চতুর্বিধ দর্শনাবরণীয়, পঞ্চ জ্ঞানাবরণীয় ও পঞ্চ অন্তরায় এই ১৪ প্রকৃতি ক্ষয় করিয়া ক্ষীণমোহাংশ হইয়া কেবল স্বরূপ লাভ করেন। কেবলাত্মা চরাচর জগৎ নিজ করতলস্থ ভাবিয়া প্রত্যক্ষ করেন অর্থাৎ সমস্ত জগৎ তাঁহার নয়নগোচর হয়। ইহার পরই তিনি তীর্থঙ্কর নাম উপার্জ্জন করেন! [তীর্থঙ্কর দেখ।]

যে কেবলী বেদনীয় কর্ম্ম অপেক্ষা আয়ুঃকর্ম্মের স্থিতি অল্প অবগত আছেন, উভয়ের তুল্যতা নিমিত্ত তিনি সমুদ্‌ঘাত করেন। সমুদ্‌ঘাত সাতপ্রকার—১ বেদনাসমুদ্‌ঘাত, ২ কষায়সমুদ্‌ঘাত, ৩ মরণসমুদ্‌ঘাত, ৪ বৈক্রিয়সমুদ্‌ঘাত ৫ তেজঃসমুদ্‌ঘাত, ৬ আহারকসমুদ্‌ঘাত ও ৭ কেবলীসমুদ্‌ঘাত। যথাস্বভাবস্থিত আত্মপ্রদেশে বেদনাদি সপ্তকারণের একেবারে উদ্‌ঘাতন করাকে সমুদ্‌ঘাত বলে। সমুদ্‌ঘাতকালে কেবলী যোগবান্ ও অনাহারক হন। এই সপ্ত সমুদ্‌ঘাত হইতে কেবলি-সমুদ্‌ঘাত বড়। কেবলি সমুদ্‌ঘাতের অর্থ কেবলী ভগবান্ আয়ু ও বেদনীয় কর্ম্ম সম করিবার জন্য, প্রথম সময়ে ঊর্দ্ধলোকান্ত পর্য্যন্ত আত্মপ্রদেশে দণ্ডাকারে দ্বিতীয় সময়ে পূর্ব্বপশ্চিমদিকে আত্মপ্রদেশ কপাটাকারে ও তৃতীয়কালে উত্তরদক্ষিণদিকে মন্থনদণ্ডাকারে স্থাপন করেন। চতুর্থ বা শেষ অন্তর পূর্ণ হইয়া জীব সর্ব্বলোকব্যাপী হয়, এজন্য কেবলী ঐ সময়ে বিশ্বব্যাপী হইয়া থাকেন (৬৫)। যাহার ছয়মাসের অধিক আয়ু ও কেবলজ্ঞান হইবে, তিনি নিশ্চয় সমুদ্‌ঘাত করিবেন, আর যাহার ছয়মাসের মধ্যে আয়ু অথচ কেবলজ্ঞান হওয়া চাই, তাঁহার পক্ষে ভজনা ও কেবলসমুদ্‌ঘাত আবশ্যক, তিনি আর কিছু করিবেন না (৬৬)।

যোগবান্ কেবলী কেবল-সমুদ্‌ঘাত হইতে নিবৃত্ত হইলে যোগনিরোধ জন্য শুক্লধ্যানের সূক্ষ্মক্রিয়ানিবৃত্তি নামক তৃতীয় পাদের ধাতা হইবেন, ইহাতে কম্পনরূপ ক্রিয়া সূক্ষ্ম করে। সূক্ষ্মক্রিয়ানিবৃত্তি নামক শুক্লধ্যানে অচিন্ত্যাত্মবীর্য্যশক্তি আসিলে বচন, মন ও কায় এই ত্রিবিধ বাদর যোগকে সূক্ষ্ম করিয়া ক্ষণমাত্র সূক্ষ্মকায়যোগে অবস্থান করেন, তৎকালে সূক্ষ্মবচন ও মনোযোগ এই দুই নষ্ট করিয়া কেবলী নিজাত্মস্বভাব অর্থাৎ নিজের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। যেমন ছদ্মস্থ যোগী মনে স্থিরতাকে ধ্যান করেন, সেইরূপ কেবলী শরীরের নিশ্চলতাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। পাঁচ হ্রস্বাক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময়, ঐ সময়ে কেবলী শৈলবৎ নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে শৈলেশীকরণ বলে। সূক্ষ্মকায় যোগীর শৈলশীকরণারম্ভ হয়, তখন শীঘ্রই তিনি অযোগ গুণস্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন। সযোগী গুণস্থানের অন্তকালে ঔদারিকর্দ্ধিক, অস্থিরর্দ্ধিক, বিহায়োগতির্দ্ধিক, প্রত্যেকত্রিক, সংস্থানষট্‌ক, অগুরুলঘুচতুষ্ক, বর্ণাদিচতুষ্ক, নির্ম্মাণ, তৈজস, কার্ম্মণ, প্রথম সংহনন, স্বরর্দ্ধিক ও একতরবেদনীয় এই সকলের উদয় বিলুপ্ত হয়। পরে জ্ঞানান্তরায়দশক ও দর্শনচতুষ্করূপ ১৬ প্রকৃতির সত্তা লোপ হইয়া থাকে।

লঘু পঞ্চস্বর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, ঐ সময় পর্য্যন্ত অযোগী বা চতুর্দ্দশ গুণস্থানের স্থিতি। এ সময়ে অনিবৃত্তি নামক চতুর্থ শুক্লধ্যান হয়। এই ধ্যানে সূক্ষ্মকায় যোগরূপ ক্রিয়া সমুচ্ছিন্ন হইয়া সর্ব্বপ্রকারে নিবৃত্তি হয়, ইহাই মুক্তির দ্বারস্বরূপ। চিদ্রূপময় আত্মস্বরূপধায়ক যোগী অযোগী গুণস্থানবর্ত্তী হইলে উপান্তসময়ে যুগপৎ ৭২ কর্ম্মপ্রকৃতি* ক্ষয় করিয়া ফেলেন। তিনি অন্তকালে শেষ ১৩ প্রকৃতি ক্ষয় করিয়া সিদ্ধপর্য্যায় প্রাপ্ত হন। চতুর্দ্দশ গুণস্থানের

(৬৫) "দণ্ডং প্রথমে সময়ে কপাটমথ চোত্তরে তথা সময়ে। মন্থানমথ তৃতীয়ে লোকব্যাপী চতুর্থে তু॥" বাচক।

(৬৬) "ছম্মাসাউ সেসা উপ্পন্নং জেসিং কেবলং নাণং।
তে নিয়মা সমুগ্ঘাইয় সেসা সমুগ্ঘায় ভইয়ব্বা॥"

* ৫ শরীর, ৫ বন্ধন, ৫ সংঘাত, ৩ অঙ্গোপাঙ্গ, ৬ সংস্থান, ৫ বর্ণ, ৫ রস, ৬ সংহনন, ৬ অস্থির, ২ গন্ধ, ১ [illegible], ৪ অগুরুলঘু, ১ দেবগতি, ১ দেবানুপূর্ব্বী, ২ [illegible], ৩ প্রত্যেক, ১ সুভগ, ১ অপর্য্যাপ্ত নাম ও নির্ম্মাণ নাম এই ৭২ কর্ম্মপ্রকৃতি।

অন্তকালে যোগী সংজ্ঞারহিত হন, তিনি পরমেষ্ঠি সনাতন ভগবান্ শাশ্বত লোকান্ত পর্য্যন্ত গমন করেন *।

তৎকালে সিদ্ধ কেবলজ্ঞান, অনন্তদর্শন, শুদ্ধ অক্ষয়সুখ, অনন্তবীর্য্য, অক্ষয়গতি, অমূর্ত্ত ও অনন্তাবগাহনা এই আট গুণসম্পন্ন হন।

সম্যক্‌দর্শন। পূর্ব্বেই সম্যক্‌দর্শনের কথা কিছু বলা হইয়াছে।* এই সম্যক্‌দর্শন দুই প্রকার—ব্যবহারসম্যক্ত্ব ও নিশ্চয়সম্যক্ত্ব। উহার আবার তিনটী তত্ত্ব আছে—দেবতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব, ঐ সকল বিষয়ে যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই সম্যক্ত্ববান্ হইতে পারেন। ঐ শ্রদ্ধা আবার দুই প্রকার ব্যবহারশ্রদ্ধা ও নিশ্চয়শ্রদ্ধা।

ব্যবহারশ্রদ্ধায় অর্হৎজিনের স্বরূপ জানা যায়। নামনিক্ষেপ, স্থাপনানিক্ষেপ, দ্রব্যনিক্ষেপ ও ভাবনিক্ষেপ অর্হন্তের এই চারি স্বরূপ। বিশেষাবশ্যকসূত্রে এ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। [তীর্থঙ্কর দেখ।]

উক্ত চারি নিক্ষেপসংযুক্ত দেবাদিদেব চিদানন্দঘনরূপ অর্হৎ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে মানা, তাঁহার সেবা ও আদেশ পালন করাকেই প্রথম ব্যবহারশুদ্ধদেবতত্ত্ব বলে। বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ ও ক্রিয়াযোগরহিত, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী, অনুপাধি, অবন্ধী, অমূর্ত্তি, শুদ্ধচৈতন্য ও সচ্চিদানন্দরূপী এই রূপ আমার আত্মাই নিশ্চয়দেব, সেই শুদ্ধাত্মস্বরূপের অনুভব করার নাম নিশ্চয়দেবতত্ত্ব।

ধর্ম্মতত্ত্ব। ব্যবহার ও নিশ্চয়ভেদে দ্বিবিধ। ব্যবহাররূপ ধর্ম্মের দয়াই মুখ্য। এই দয়া আট প্রকার—১ দ্রব্যদয়া, ২ ভাবদয়া, ৩ স্বদয়া, ৪ পরদয়া, ৫ স্বরূপদয়া, ৬ অনুবন্ধদয়া, ৭ ব্যবহারদয়া ও ৮ নিশ্চয়দয়া।

যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বকার্য ও জীবরক্ষার নাম দ্রব্যদয়া। ইহাই জৈনদিগের কুলধর্ম্ম।

জীবের শুভপ্রাপ্তি ও দুর্গতি হইতে রক্ষার জন্য এবং অন্তঃকরণে অনুকম্পাপূর্ব্বক পরজীবকে হিতোপদেশ দেওয়ার নাম ভাবদয়া। জিনবচনানুসারে মিথ্যাত্ব অশুদ্ধ প্রবৃত্তি ও কষায়াদিত্যাগ, শুভাশুভ কর্ম্মফলের অধ্যাপকতা অর্থাৎ সুখে দুঃখে হর্ষ বিষাদ না করা এবং প্রতিক্ষণ অশুভ কর্ম্মের নিদানকে দূর করিবার যে চিন্তা তাহার নাম স্বদয়া। স্বদয়াবলম্বী জীব আপন শুদ্ধপরিণাম জন্য জিনপূজা, তীর্থযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি শুভ প্রবৃত্তি আশ্রয় করে।

ছয়প্রকার কায়বিশিষ্ট জীবের রক্ষার নাম পরদয়া।

ইহলোক ও পরলোকে বিষয়সুখের জন্য এবং লোকের দেখাদেখি জীবরক্ষা করার নাম স্বরূপদয়া। এই দয়ায় বিষয়সুখ মিলে বটে, কিন্তু সংসার বৃদ্ধি হয়।

মহাড়ম্বরে মুনিবন্দনা, নিজের উপকারের জন্য অপর জীবকে সন্মার্গে লইবার জন্য তাড়না, যাহা দেখিলে হিংসা হয় এরূপভাবে কাহাকে শিক্ষাদান, কিন্তু শেষে তাহা লাভের কারণ, এরূপ দয়ার নাম অনুবন্ধদয়া।

বিধিমার্গানুসারে সর্ব্বজীবে দয়া ও সর্ব্বক্রিয়াকলাপ যথাবিধি পালন করার নাম ব্যবহারদয়া।

শুদ্ধসাধ্য উপযোগে একত্বভাব, অভেদোপযোগ ও সাধ্যভাবে যে একতাজ্ঞান, তাহার নাম নিশ্চয়দয়া।

ঐ আট দয়ায় জীব গুণস্থানে নীত হয়।

নিশ্চয়ধর্ম্ম—আপনি আপনার আত্মাকে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ইত্যাদি বলিয়া নিশ্চয় করা ও পরপুদ্গলাদি আমার আত্মার নহে ইত্যাদি নিশ্চয় করার নাম নিশ্চয়ধর্ম্ম।

উপরোক্ত দেব, গুরু ও ধর্ম্ম এই ত্রিরত্নের নিশ্চল পরিণতিরূপ শ্রদ্ধাকে সম্যক্ত্ব বলা যায়। মিথ্যাত্বত্যাগকেও সম্যক্ত্ব কহে।

উক্ত ত্রিরত্নের স্বরূপই নিশ্চয়সম্যক্ত্ব। ইহা দ্বারা চারি অনন্তানুবন্ধী, সম্যক্ত্বমোহ, মিশ্রমোহ ও মিথ্যাত্বমোহ এই সপ্ত প্রকৃতিকে উপশম, ক্ষয়োপশম ও ক্ষয় করিয়া থাকে। কিন্তু এই নিশ্চয়সম্যক্ত্ব জ্ঞানের বিষয় নহে। কেবল কেবলীই নিশ্চয়সম্যক্ত্ব জানিতে সমর্থ। নিশ্চয়সম্যক্ত্ব প্রকট হইলে কখন নরক বা তির্য্যগ্‌গতি হয় না।

সম্যক্ত্বের করণীয় নিত্যযোগাভ্যাস, শরীরের বিঘ্ননাশ, জিন্ প্রতিমা দর্শন করিয়া পরে ভোজন, জিনপ্রতিমার অভাবে পূর্ব্বমুখী হইয়া চৈত্যবন্দন ও ভগবান্ জিনের মন্দিরে দশ আশাতনা বর্জ্জন *।

সম্যক্ত্ব মধ্যে আবার পাঁচটী অতিচার আছে। যথা—১ শঙ্কাতিচার অর্থাৎ গুরু, শাস্ত্র ও শাস্ত্রার্থ সম্বন্ধে আশঙ্কা, ২ আকাঙ্খা-অতিচার অর্থাৎ আপনার অজ্ঞানতানিবন্ধন কাহারও কষ্ট দিয়া বা কোন পাষণ্ডের নিকট কোন বিদ্যামন্ত্রের চমৎকারীত্ব দেখিয়া অথবা পূর্ব্বজন্মের অজ্ঞানতারূপ কষ্টফলে অন্যমতাবলম্বী ধনবানাদিকে দেখিয়া সেই মতের আকাঙ্ক্ষা, ৩ বিজীগিষা (বিত্তিগচ্ছা) অতিচার অর্থাৎ ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়া

---

*. একত্তরবেদনী, আদেয়ত্ব, পর্যাপ্ত, ত্রসত্ব, বাদরত্ব, সুস্বর, যশনাম, মনুষ্যগতি, মনুষ্যানুপূর্ব্বী, সৌভাগ্য, উচ্চগোত্র, পঞ্চেন্দ্রিয়ত্ব ও তীর্থঙ্কর নাম এই ১৩ প্রকৃতি।

* আশাতনা যথা—তাম্বূলখাদি ভক্ষ্য বস্তু, মূত্র, দধি ও ক্ষীরাদি পানীয়, মন্দির মধ্যে থাকিয়া ভোজন, শয়ন, নিষ্ঠীবন, মূত্রত্যাগ, মলত্যাগ, ও দ্যূতক্রীড়া।

পূর্ব্বজন্মের ফলে তাহার ফল না পাইলে এ ধর্ম্ম ভাল নয়, অথবা সাধুর মলিন বস্ত্রাদি দেখিয়া এ ভাল নহে এরূপ মনে উদয় হওয়া, ৪ মিথ্যাদৃষ্টি-অতিচার অর্থাৎ জিনাজ্ঞার বাহিরে যাওয়া কিংবা সর্ব্বজ্ঞের বচন না জানিয়া অসর্ব্বজ্ঞের কথা সত্য বলিয়া মানা এবং ৫ মিথ্যাদৃষ্টির পরিচায়ক অতিচার।

গুরু গৃহস্থকে সম্যক্‌দর্শন উপদেশ দিবার সময় ছয় আগার শিক্ষা দেন।

চারিত্র। চারিত্র দুই প্রকার—সর্ব্বচারিত্র ও দেশচারিত্র। সাধুর যেরূপে সর্ব্বচারিত্র হয়, তাহার কথা গুরুতত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে।

দেশচারিত্র ১২ প্রকার—১ প্রাণাতিপাতবিরমণব্রত, ২ স্থূলমৃষাবাদবিরমণব্রত, ৩ স্থূলঅদত্তাদানবিরমণব্রত, ৪ মৈথুন-ত্যাগব্রত, ৫ স্থূলপরিগ্রহ-পরিমাণব্রত, ৬ গুণব্রত বা দিক্‌পরিমাণব্রত, ৭ ভোগোপভোগব্রত, ৮ অনর্থদণ্ডবিরমণ-ব্রত, ৯ সামায়িকব্রত, ১০ দেশাবকাশিকব্রত, ১১ পৌষধোপবাসব্রত ও ১২ অতিথিসংবিভাগব্রত।

প্রাণাতিপাতবিরমণব্রত দুইপ্রকার—দ্রব্যপ্রাণাতিপাত ও ভাবপ্রাণাতিপাত। পর জীবকে আপনার আত্মার সমান জানিয়া দশ দ্রব্য প্রাণকে রক্ষা করার নাম দ্রব্যপ্রাণাতিপাত; আত্মরমণ বা পরভাবরমণত্যাগ, শুদ্ধোপযোগে প্রবর্ত্ত, এক স্বভাবমগ্নতা এই গুলি কর্ম্মশত্রু উচ্ছেদ করিবার অমোঘ অস্ত্র, উহা দ্বারা জীব পরভাবদুষ্টতা দূর করিয়া স্বরূপতা লাভের উপায়ের নাম ভাবপ্রাণাতিপাতবিরমণব্রত। ইহাকে ভাব-দয়া বলাও যায়। এই ব্রতের পাঁচ অতিচার যথা—১ বধ-অতিচার অর্থাৎ নির্দ্দয়ভাবে গবাদি বধ বা গবাদি তাড়না, ২ বন্ধ অতিচার অর্থাৎ গবাদিকে কঠিনভাবে বন্ধন, ৩ ব্যব-চ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ বৃষাদির নাক কাণ ছিন্ন করা, ৪ অতি-ভারারোপণাতিচার, ৫ অন্নজলব্যবচ্ছেদ অতিচার অর্থাৎ গবাদিকে যথাযোগ্য খাইতে না দেওয়া।

মিথ্যাত্যাগ ও স্বেচ্ছাধীন কর্ম্মত্যাগের নাম স্থূলমৃষাবাদ। এই মৃষাবাদে পঞ্চালীক * অর্থাৎ পঞ্চমিথ্যা ত্যাগ করা শ্রাবকের কর্ত্তব্য।

মৃষাবাদের অতিচার যথা—১ সহসাভ্যাখ্যান অর্থাৎ বিনা-বিচারে কাহারও প্রতি কলঙ্কারোপ, ২য় রহস্যাভ্যাখ্যান অর্থাৎ রহস্যোদ্ভেদ করিয়া দণ্ডদান, ৩ স্বদারমন্ত্রভেদ অর্থাৎ নিজ স্ত্রীর গুহ্যকথা অন্যের নিকট প্রকাশ ৪ মৃষা উপদেশ অর্থাৎ বিষয়কষায়জনক মিথ্যা উপদেশ প্রদান এবং ৫ কূটলেখন অর্থাৎ জাল-জালিয়াতী করা ইত্যাদি।

কোন প্রকারে কাহারও অনিচ্ছায় কাহারও বস্তু গ্রহণ করাকে অদত্তাদান বলে। অদত্তাদানত্যাগের নাম অদত্তা-দানবিরমণ ব্রত। ইহা দুইপ্রকার—ভাবঅদত্তাদানবিরমণব্রত ও দ্রব্য অদত্তাদানবিরমণব্রত।

এই ব্রতের পাঁচ অতিচার—১ অনাহৃত অর্থাৎ চোরাই মাল লওয়া, ২ প্রয়োগ অর্থাৎ চোরকে চোরাইমাল বেচিয়া দিবে এইরূপ কথা বলা, ৩ তৎপ্রতিরূপকব্যবহার অর্থাৎ ভাল দ্রব্যে মন্দ দ্রব্য মিশাইয়া তাহা চালাইয়া দেওয়া, ৪ রাজবিরুদ্ধ-গমন এবং ৫ কূটতোলনপরিমাণ অতিচার।

কামসেবা না করার নাম মৈথুনত্যাগব্রত। ইহা দুই প্রকার—দ্রব্যমৈথুনত্যাগ ও ভাবমৈথুনত্যাগ। এই ব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ অপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ কুমারী বা বিধবার সহবাস, ২ ইত্বরপরিগৃহীতাগমন অর্থাৎ বেশ্যাসহবাস, ৩ অনঙ্গক্রীড়া, ৪ পরবিবাহকরণ অর্থাৎ আপনার পুত্র-কন্যা না থাকিলে যশ বা পুণ্যের জন্য অন্যের বিবাহ দেওয়া এবং ৬ তীব্রানুরাগ অতিচার।

পরিগ্রহ পরিমাণ দুইপ্রকার—অধিকরণরূপ বাহ্য পরি-গ্রহ (ইহাতে নয় প্রকার দ্রব্য পরিগ্রহ) এবং হাস্যরত্যাদি ১৪শ অভ্যন্তরগ্রন্থিগ্রহণসমর্থ ও কষায়যুক্ত ভাবপরিগ্রহ। নয় ইচ্ছাপরিমাণব্রত ইহার অন্তর্গত। ইচ্ছাপরিমাণব্রত যথা—১ ধনইচ্ছাপরিমাণ, ২ ধান্যপরিমাণ, ক্ষেত্রপরিগ্রহ, ৪ বাস্তুপরিমাণ, ৫ রূপ্যপরিগ্রহ, ৬ সুবর্ণপরিগ্রহ, ৭ কুপদ-পরিগ্রহ, ৮ দ্বিপদ-পরিগ্রহ ও ৯ চতুষ্পদ-পরিগ্রহ।

ভোগোপভোগব্রত পঞ্চ অণুব্রতের গুণকারী। ইহাতে ভোগ্য ও উপভোগ্য সমস্ত বিষয় ত্যক্ত হয়। ব্যবহার ও নিশ্চয়ভেদে ইহাও দুই প্রকার। ইহাতে বাইশ অভক্ষ্য * ও বত্রিশ অনন্তকায় † সম্বর পরিত্যাগ করে।

ভোগাভোগব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম ১ সচিত্তাহার, ২ সচিত্তপ্রতিবদ্ধাহার, ৪ অপক্কৌষধিভক্ষণ, ৪ দুষ্পক্কৌষধি-ভক্ষণ এবং তুচ্ছৌষধিভক্ষণ অতিচার।

* কন্যালীক, অর্থাৎ কন্যাবিবাহকালে তাহার গৃহীতার নিকট কন্যার দোষ চাপিয়া রাখা, এইরূপ ২ গবালীক, ৩ ভূম্যালিক, ৪ স্থাপন্যালীক, ও ৫ কূটসাক্ষী এই পঞ্চালীক।

* ২২ প্রকার অভক্ষ্য। যথা—বটফল, পিপুল, পিলখনক, কঠুম্বর, গুলর, মদিরা, মাংস, মধু, মাখন, বরফ, অহিফেনাদি বিষবৎ বস্তু, করকা, সর্ব্বপ্রকার কাঁচা মাটী, রাত্রিভোজন, বহুবীজযুক্ত ফল, পিলুপিচুমর্দ্দাদি তুচ্ছ ফল, অজ্ঞাত ফল, চলিত রস, দ্বিদল, বেগুণ।

† যাহার পত্র, ফল ও ফুল গূঢ়, সন্ধি গুপ্ত, ভুলিতে গেলে সমস্ত ভাঙ্গিয়া যায়, যাহার পত্র মোটা ও চিক্কণ এবং যাহার পত্র ও ফল অতি কোমল, তাহা অনন্তকায় জানিবে।

যে আপনার প্রয়োজন নিমিত্ত ধনধান্য ক্ষেত্রাদি নববিধ পরিগ্রহে যাহার ক্ষতিবৃদ্ধি করে, তাহার নাম অর্থদণ্ড, সুখের জন্য যে পাপ করে, তাহার নামও অর্থদণ্ড, কিন্তু উপরোক্ত কোন প্রয়োজনব্যতীত যে পাপ করে, তাহার নাম অনর্থদণ্ড। উহার সম্যক্ পরিত্যাগের নামই অনর্থদণ্ডবিরমণ-ব্রত। ইহা আবার চারিপ্রকার—১ অপধ্যান, ২ পাপোপদেশ, ৩ হিংস্রপ্রদান ও ৪ প্রমাদাচরিত অনর্থদণ্ডবিরমণ।

অপধ্যান-অনর্থ-দণ্ড দুইপ্রকার—আর্ত্তধ্যান ও রৌদ্রধ্যান। আর্ত্তধ্যান আবার চারি প্রকার—অনিষ্টার্থসংযোগার্থধ্যান, ইষ্টবিয়োগার্থধ্যান, রোগনিদানার্ত্তধ্যান ও অগ্রশোচনামা আর্ত্তধ্যান। রৌদ্রধ্যানও চারিপ্রকার—হিংসানন্দরৌদ্র, মৃষানন্দরৌদ্র, চৌর্য্যানন্দরৌদ্র ও সংরক্ষণানন্দরৌদ্র।

বিনা প্রয়োজনে অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত পাপোপদেশ করাকে পাপকর্ম্মোপদেশ-অর্থদণ্ড বলা যায়।

অস্ত্রশস্ত্রাদি হিংসাকারী বস্তু বিনা প্রয়োজনে দাক্ষিণ্যতা ব্যতীত প্রদান করার নাম হিংস্রপ্রদানঅনর্থদণ্ড।

কামশাস্ত্রাদি অভ্যাস, দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপানাদি প্রমাদ-কার্য্যের নাম প্রমাদাচরণঅনর্থদণ্ড।

অনর্থদণ্ডব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ কন্দর্পচেষ্টা, ২ মুখরতা, ৩ ভোগোপভোগাতিরিক্ত, ৪ কৌকুচ্চ বা কামমর্ম্ম এবং ৫ সংযুক্তাধিকরণ অতিচার।

পূর্ব্বোক্ত আট ব্রত ও আত্মগুণের পুষ্টিকারক, অবিরতি, তাদাত্মভাবে মিলিত অনাদি বিভাবরূপ পরিণতি ইত্যাদি অভ্যাসের জন্য এবং আত্মানুভবরূপ সহজানন্দস্বরূপ রস পান করিবার জন্যই সামায়িকব্রত; রাগদ্বেষরহিত পরিণাম হইলে যে জ্ঞানদর্শনচারিত্ররূপ মোক্ষমার্গ লাভ হয়, প্রশম-সুখরূপ ইহার যে একভাব, তাহার নাম সামায়িক। আবশ্যক-সূত্রে সামায়িকের ৩২ দূষণ কথিত হইয়াছে। যথা—১ উচ্চাসন, ২ চলাসন, ৩ চলদৃষ্টি, ৪ সাবদ্যক্রিয়া, ৫ আলম্বন, ৬ আকুঞ্চন-প্রসারণ, ৭ আলস্য, ৮ মোটন, ৯ মল, ১৯ বিমাসন (অর্থাৎ গালে হাত দিয়া বসা), ১১ নিদ্রা, ১২ শীত, ১৩ কুবচন, ১৪ সহসাৎকার, ১৫ অসদারোপণ, ১৬ নিরপেক্ষবাক্য, ১৭ সূত্রসংক্ষেপ, ১৮ কলহ, ১১ বিকথা, ২০ হাস্য, ২১ অশুদ্ধপাঠ, ২২ মিন্মিণ (অর্থাৎ অস্পষ্ট উচ্চারণ), ২৩ অবিবেক, ২৪ যশো-বাঞ্ছা, ২৫ ধনবাঞ্ছা, ২৬ গর্ব্ব, ২৭ ভয়, ২৮ নিদান, ২৯ সংশয়, ৩০ কষায়, ৩১ অবিনয় ও ৩২ অবহুমান। সামায়িক ব্রতের পাঁচ অতিচারের নাম—১ কায়দুঃপ্রণিদান, ২ মন-দুঃপ্রণিধান, ৩ বচনদুঃপ্রণিধান, ৪ অনবস্থাদোষ ও ৫ স্মৃতিবিহীন অতিচার।

ষষ্ঠব্রত দিক্‌পরিমাণের সংক্ষেপ রূপের নাম দেশাবকা-শিকব্রত। ইহাতে ক্ষেত্রপরিমাণ ক্রমে কমিয়া আসে। এই ব্রত গুরুমুখে শিক্ষণীয়। ইহার পাঁচ অতিচারের নাম—১ আণবণ প্রয়োগ, ২ পেসবণ প্রয়োগ, ৩ সহাণুবায়, ৪ রূপানুজাতী এবং ৫ পুদ্গলাক্ষেপ অতিচার (অর্থাৎ ভূমি দিয়া গমন-কারী পুরুষকে কঙ্কর নিক্ষেপ বা উচ্চবাক্য প্রয়োগ)।

পোষধোপবাস চারিপ্রকার—১ আহার, ২ শরীরসৎকার, ৩ অব্রহ্ম ও ৪ অব্যাপারপোষধ।

আহারপোষধ দুই প্রকার—একদেশী ও সর্ব্বতঃ। কোন স্থানে ত্রিবিহার, উপবাস, অথবা আচাম্লতপ কিংবা একাশন-পূর্ব্বক পোষধ করাকে একদেশপোষধ। ভোজনস্থান, পোষধশালা, সাধুর উপযুক্ত মার্গ প্রভৃতি সকল স্থানে যথারীতি আহার করাকে সর্ব্বতঃপোষধ বলা যায়।

স্নান, দৌতকরণ, ধাবন, তৈলমর্দ্দন ও বস্ত্রভূষণাদি, শৃঙ্গার-প্রমুখ কোন প্রকারে শরীরের শুশ্রূষা না করাকে শরীর সৎকারপোষধ কহে। ঐরূপ পোষধে, আগার বা হস্তমণ্ডকা-দির শুশ্রূষা করিলে তাহাকে দেশসৎকারপোষধ বলা যায়।

ত্রিকরণশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য পালনের নাম ব্রহ্মপোষধ। মন-বচন-দৃষ্টি প্রমুখ যে আগার রাখে, তাহাকে দেশব্রহ্মচর্যাপোষধ কহে।

সর্ব্বতোভাবে সাবদ্যব্যাপার ত্যাগকে অব্যাপার পোষধ বলা যায়।

উক্ত চারি পোষধের প্রত্যেকটীর আগমব্যবহারী ও শুদ্ধ উপযোগী এই দুই প্রকার ভেদ আছে।

পোষধব্রতের পাঁচ অতিচার, যথা—১ অপ্রতিলেখ্য, ১ দুষ্প্রতিলেখ্যশিক্ষাসংস্থারক, ২ অপ্রমধ্যদুষ্প্রমধ্যশিক্ষা-সংস্থারক, ৩ অপ্রতিলেখ্য দুষ্প্রতিলেখ্য উচ্চারপাসবণ (?) ভূমি, ৪ অপ্রতিমধ্য দুষ্প্রতিমধ্য উচ্চার-পাসবণ ভূমি এবং ৫ পোষধবিধিবিপরীত।

পোষধের ১৮টী দূষণ, যথা—১ পোষধব্রতী বিনা জলপান, ২ পোষধ জন্য সরস আহার, ৩ পোষধের পূর্ব্বদিনে ভূরিভোজন, ৪ পোষধার্থ অথবা পোষধের পূর্ব্বদিনে বিভূষা, ৫ পোষধার্থ বস্ত্রধৌতকরণ, ৬ পোষধের জন্য আভরণধারণ, ৭ পোষধের জন্য বস্ত্ররঞ্জন, ৮ পোষধে শরীরসংস্কার, ৯ পোষধে অকালনিদ্রা, ১০ পোষধে স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ১১ পোষধে আহারকথা, ১২ পোষধে রাজকথা, ১৩ পোষধে দেশকথা, ১৪ পোষধে নির্দ্দিষ্টস্থান ব্যতীত মলমূত্রত্যাগ, ১৫ পোষধে পরনিন্দা, ১৬ পোষধে স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনের সহিত আলাপ, ১৭ পোষধে চৌরকথা ১৮ পোষধে স্ত্রী-অঙ্গদর্শন।

ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে কেবল নিজের উদরপূরণ হইতে পারে, এরূপ রাখিয়া অতিথিকে দান করার নাম অতিথিসংবিভাগ।

এই দানের পঞ্চ গুণ, যথা—১ জৈন সাধুকে নিজ গৃহে উপস্থিত দেখিয়া উল্লাস, ২ ইষ্টবস্তুকে দেখিয়া যেমন মনে তৃপ্তি হয়, সেইরূপ সাধুর আগমনে পুলক, ৩ অতিথিসাধুকে দেখিয়া বহুসম্মানপ্রদর্শন, ৪ মুনিবন্দনা ও অনুমোদন এবং ৫ বহুদান দিবার উপযুক্ত ধনরক্ষণ। অতিথিসংবিভাগের ৫ অতিচার, যথা—১ সচিত্তনিক্ষেপ অর্থাৎ আহারের সময় আয়োজন না করিয়া দিলে সাধু খাইবে, কিন্তু নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলে আমার অতিথিসংবিভাগ ব্রত পালন হইবে এরূপ অতিচার; ২ সচিত্তপীহণ অর্থাৎ যাহা দিলে সাধু গ্রহণ করিবে না, এরূপ দান; ৩ কালাতিক্রম অর্থাৎ সাধু যে সময়ে আহার করেন, সেই সময়ে না দিয়া অন্য সময়ে দান; ৪ পরব্যপদেশমৎসর অর্থাৎ সাধু চাহিলে দ্রব্য নিকটে থাকিলেও ক্রোধপূর্ব্বক না দেওয়া কিংবা এ কাঙ্গালকে আমি এত দিয়াছি এরূপ মনোভাব ও ৫ গুড়খণ্ডাদি না দিবার ইচ্ছায় অন্য কথা বলা *।

শ্রাবকাচার।—জৈন গৃহস্থবর্গের কর্ত্তব্য কর্ম্মাদির নাম শ্রাবকাচার। শ্রাবককৌমুদী, দিনকৃত্যবিধি, আচারদিনকর, আচাররত্নাকর, শ্রাদ্ধবিরোধ প্রভৃতি শ্বেতাম্বরসম্প্রদায়ের পাল্য-গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে শ্রাবকাচার লিখিত হইয়াছে।

দিনকৃত্য—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ নিয়ম ধারণ, দন্তধাবন, মলমূত্রাদি ত্যাগ, জিহ্বোল্লেখন-স্নান। তত্ত্বজ্ঞ শ্রাবকের তত্ত্ববিচার, পঞ্চ মঙ্গল মন্ত্রস্মরণ, তিন বার জিনপূজা, জিনদর্শন, সম্পূর্ণ দেববন্দন, চৈত্যবন্দন, লঘুবন্দন (গুরু উপস্থিত না থাকিলে ধর্ম্মাচার্য্যের নাম লইয়া বন্দনা), চাতুর্মাস্যকালে পঞ্চপর্ব্বের দিন অষ্টপ্রকার পূজা, নবান্নাদি দেবকে নিবেদন করিয়া পরে ভোজন, নিত্য নৈবেদ্য-দান, চাতুর্ম্মাস্য, দীবালী ও সংবৎসরীতে অষ্টমঙ্গল, দেবগুরুকে খাওয়াইয়া পরে আহার, জিনমন্দির, ধর্ম্মশালা ও পোষধশালা-প্রমার্জ্জন, পোষধশালায় মুখবস্ত্রিকাপ্রয়োগ, দূষণরহিত আহার।

বিবেকবিলাসের মতে—সন্ধ্যাপূজাদি করিবার পূর্ব্বে মল ও মূত্রত্যাগ, দন্তধাবন ও স্নান করিয়া পবিত্র হওয়া উচিত (৭২)।

প্রজ্ঞাপনাসূত্রের মতে—পুরীষ, মূত্র, নিষ্ঠীবন, নাসিকা-মল, বমন, পিত্ত, বীর্য্যরুধির, রাধ, বীর্য্যের পুদ্গল, জীবরহিত কলেবর, স্ত্রীপুরুষের সংযোগ ও নগরের মোড় এই ১৪ স্থানে সংমূর্চ্ছ জীব উৎপন্ন হয়, এই জন্য ঐ সকল স্থানে মলমূত্রাদি ত্যাগ করিবে না।

দন্তধাবন।—জৈনশাস্ত্রমতে, ব্যতীপাত, রবিবার, সংক্রান্তি, নবমী, অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই সকল দিনে, এ ছাড়া কাস, শ্বাস, জ্বর, অজীর্ণ, শোক, তৃষার্ত্ত, মুখ, শির, নেত্র, হৃদয় ও কর্ণরোগযুক্ত ব্যক্তি দন্তধাবন করিবে না।

স্নান।—উচ্চ, নিম্ন ও জীবযুক্ত স্থানে স্নান নিষেধ। সমতল স্থানে স্নান কর্ত্তব্য; স্নান করিবার সময় উষ্ণ জল ব্যবহার করিবে, উষ্ণ না মিলিলে কাপড়ে ছাঁকা শীতল জলে স্নান করিবে। ব্যবহারশাস্ত্রের মতে—নগ্ন রোগী, পরদেশ হইতে আসিয়া ভোজন ও মঙ্গলাকার্য্যাদির পর ছদ্মপ্রবেশ ও অপরিষ্কার জলে স্নান করিবে না। স্নান করিতে হইলে সর্ব্বদাই তৈলমর্দ্দন চাই। জৈনশাস্ত্রমতেও স্নান করিয়া তবে পূজা করিবে।

পূজা তিন প্রকার। যথা—অঙ্গপূজা, অগ্রপূজা ও ভাবপূজা।

অঙ্গপূজা—নির্ম্মাল্যদূরীকরণ, মার্জ্জন, অঙ্গপ্রক্ষালন, কুসুমাঞ্জলিমোচন, পঞ্চামৃতস্নান, চন্দনাদি বিলেপন, পুষ্পাদির আভরণ দ্বারা ভূষা, মাল্যমুকুটাদিরচনা, জিনপ্রতিমাগঠন, ইত্যাদির নাম অঙ্গপূজা।

অগ্রপূজা—দেবোদ্দেশে গীত, নৃত্য, বাদ্য, লবণ, জল, নৈবেদ্য, আরতি প্রভৃতির নাম অগ্রপূজা (৭৩)।

ভাবপূজা—শক্রস্তব, চৈত্যস্তব, নামস্তব, শ্রুতস্তব ও সিদ্ধস্তবাদি চৈত্যবন্দনা অগ্রপূজার গীতনৃত্যাদি ভাবপূজায় হইয়া থাকে।

সকলপ্রকার পূজাই তিন পূজার অন্তর্ভাব বলিয়া গণ্য।

পূজক পূর্ব্বমুখে স্নান, পশ্চিমমুখে দন্তধাবন, উত্তরমুখে শ্বেতবস্ত্র পরিধান, শল্যরহিত স্থানে দেহ স্থাপন এবং পূর্ব্বোত্তরমুখী হইয়া পূজা করিবে। শ্বেতাম্বর-জৈনদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে—পশ্চিমে সন্তানোচ্ছেদ, দক্ষিণে সন্তানহীন, অগ্নিকোণে ধনহীন ও ঈশানকোণে মুখ করিয়া পূজা করিলে ভূমিহীন হয়। অঙ্গন্যাস, চন্দন, শির, কণ্ঠ ও হৃদয়ে তিলকধারণ ব্যতীত পূজা সিদ্ধ নহে। প্রাতে বাসপূজা, মধ্যাহ্নে ফুলপূজা এবং সন্ধ্যায় ধূপ দীপ দিয়া পূজা করিবে। শান্তিকার্য্যে শ্বেতবস্ত্র, দ্রব্যলাভের আশায় পীতবস্ত্র, শত্রুজয়ার্থ কৃষ্ণবস্ত্র, মাঙ্গলিককার্য্যে রক্তবস্ত্র এবং মুক্তিলাভের জন্য পূজা করিতে হইলে পঞ্চবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিবে।

* ধর্ম্মরত্নপ্রকরণ ও তাহার বৃত্তি এবং জৈন যোগশাস্ত্রে সম্যক্‌ত্বের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

(৭২) "মূত্রোৎসর্গং মলোৎসর্গং মৈথুনং স্নানভোজনে।
সন্ধ্যাদিকর্ম্মপূজাচ কুর্য্যাজ্জপং চ মৌনবান্॥"

(৭৩) "গন্ধব্ব নট্ট বাইয় লবণ জলারত্তি আইদীবাই।
জং কিচ্চং সব্বংপিউ অয়ই অগপূআএ॥"

উমাস্বাতিবাচককৃত পূজাপ্রকরণ ও বিবেকবিলাসাদি গ্রন্থে জিনমন্দিরনির্ম্মাণ ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে।

সাধারণ পূজাবিধি এই—

প্রভাতকালে প্রথমে নির্ম্মাল্যপরিষ্কার, তৎপরে প্রক্ষালন, পরে সংক্ষেপপূজা, আরতি, মঙ্গলদীপাদি দান, পশ্চাতে স্নানাদি ও দ্বিতীয়বার পূজা আরম্ভ করিবে।

প্রথমে জিনদেবের অগ্রে কেসরজলসংযুক্ত কলস স্থাপন করিয়া—

"মুক্তালঙ্কারবিকারসারসৌম্যত্বকান্তিকমনীয়ং।
সহজনিজরূপনির্জ্জিতজগত্রয়ং পাতু জিনবিম্বং॥"

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া অলঙ্কার খুলিবে, পরে—

"অবণামি কুসুমাভরণং পয়ই পইট্ঠিয় মনোহরচ্ছায়ং।
জিণরূবং মজ্জণপীঠং বো সিবং দিসউ॥"

এই বলিয়া নির্ম্মাল্য নামাইবে। তৎপরে উক্ত কলস ঢালিয়া ধুইয়া ধূপ দিয়া স্নানযোগ্য সুগন্ধ জল নিক্ষেপ করিবে। পরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া কলস রাখিয়া সুন্দর বস্ত্র ঢাকা দিবে, অনন্তর সাধারণ কেসর, চন্দন ও ধূপ দিয়া, মাথায় তিলক ও হাতে চন্দনের কঙ্কণ করিয়া হাত ধুইয়া শ্রাবক-

"সযবত্ত কুন্দমালই বহুবিহ কুসুমাই পঞ্চবন্নাইং।
জিননাহ ণবণকালে দিন্তি সুরানহ কুসুমাঞ্জলি হিট্ঠা॥"

ইত্যাদি কুসুমাঞ্জলিগাথা পাঠ করিয়া জিনচরণে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিবে। পরে উদার-মধুরস্বরে জিনেশ্বরের নামোচ্চারণ করিয়া জন্মাভিষেক কলস স্থাপন করিবে, ঘৃত, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, দধি ও সুগন্ধ জল এক পঞ্চামৃত দিয়া জিনদেবকে স্নান করাইবে; স্নানকালে চামরবাজন, সঙ্গীত ও বাদ্যধ্বনি করিবে, যতক্ষণ না দেবের স্নানকার্য্য শেষ হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিনদেবের মস্তক খালি রাখিবে না, অনবরত জল ও পুষ্পাদি বর্ষণ করিতে থাকিবে। স্নানের পর শ্রাবক—

"অভিষেকতোয়ধারা ধারেব ধ্যানমণ্ডলাগ্রস্য।
ভবভবনভিত্তিভাগান্ ভূয়োপি ভিন্দতু ভাগবতী॥"

এই পাঠ করিয়া নির্ম্মল জলধারা অর্পণ করিবেন। পরে অঙ্গলেপ ও ধান্যাদির নৈবেদ্যদান, প্রথমে বড় শ্রাবক, পরে ছোট শ্রাবক এবং তৎপরে শ্রাবিকা জ্ঞানাদি ত্রিরত্নের পূজা ও স্নানপূজা করিবে। আবশ্যকগ্রন্থে লিখিত আছে, স্নানপূজার জল শ্রাবকের মাথায় লাগিলে কোন দোষ হয় না। বরং তাহাতে সর্ব্বরোগ দূর হয়।

জিনদেবের সম্মুখে মঙ্গলদীপ লইয়া আরতি করিতে হয়, মঙ্গলদীপের পাত্রে [illegible]

"উবণেউ মঙ্গলং বো জিণাণমুহলালি জাল সঙ্কলিয়া।
তিত্থ পবত্তণ সময় তিয়সবি ম মুক্ক কুসুমবুট্ঠী॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কুসুমবৃষ্টি করিবে। পরে—

"উঅহ পড়িভগ্গ পাপসরং পরাহিণং বুণিবন্ট করে উঅহ।
পড়ইস লোণত্তণ লজ্জিঅং ব লোণং দু অবহুথি॥"

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ফুলে করিয়া তিনবার লুনের জল ছিটা দিবে। তৎপরে আরতি করিয়া দুইপাশের কলস হইতে জল লইয়া ধারা দিবে।

ফুল ছিড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনবার—

"মরগয়মণি ঘড়িয় বিশাল থালমাণিক মণ্ডিম পঈবং।
নবণয়র কর খিত্তং ভমউ জিণারত্তিঅং তুম্হ॥"

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রধানপাত্রে রাখিবে। পরে—

"ভামিজ্জং তো সুরাসুরিহিং তুহনাহ মঙ্গলপঈবো।
কণয়ায়লস্স মণ্ডই ভাণুব্ব পয়া হিণং দিত্তো॥"

এই পাঠ করিয়া দীপ্যমান মঙ্গলদীপ জিনপাদপদ্মে স্থাপন করিবে।

জিনপূজাবিধিগ্রন্থে লিখিত আছে—অঙ্গপূজায় বিঘ্ননাশ, অগ্রপূজায় মহাপুণ্য লাভ এবং ভাবপূজায় মোক্ষ লাভ হয়।

এতদ্ভিন্ন জৈনশাস্ত্রে শ্রাবকের পর্ব্বকৃত্য, ত্রৈমাষিককৃত্য, সংবৎসরকৃত্য ও জন্মকৃত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে *। [শ্রাবক ও পর্য্যুষণা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভবিষ্য তীর্থঙ্কর।—যে ২৪ জন তীর্থঙ্করের প্রসঙ্গ প্রথমে লিখিয়াছি, তদ্ব্যতীত জৈনগণ আর একজন ভবিষ্য তীর্থঙ্করের নামোল্লেখ করিয়া থাকেন, তাঁহার নাম সুভৌমস্বামী। হিন্দুগণ যেমন কল্কী অবতার এবং মুসলমানগণ যেমন ভাবী ইমামের কথা উত্থাপন করেন, সেইরূপ কোন কোন জৈনসম্প্রদায় বলেন, যখন জৈনধর্ম্ম নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তখন দুষ্টদলন ও ধর্ম্মোদ্ধারের জন্য সুভৌমস্বামী আবির্ভূত হইবেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব।—অনেকে জৈনগণকে নাস্তিক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক জৈনগণ নাস্তিক নহেন, তাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা হিন্দু দার্শনিকগণের মত ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা আস্তিক হিন্দুদার্শনিকগণকে এইরূপে দোষ দিয়া থাকেন।

যদি সর্ব্ব জগৎ পরমাত্মার বা ঈশ্বরের স্বরূপ হইত, তাহা

* শ্বেতাম্বরেরাও দিগম্বরদিগের মত জাতিভেদ, শৌচাশৌচ প্রভৃতি স্বীকার করিয়া থাকেন। বর্দ্ধমানসূরিরচিত বৃহৎআচারদিনকরগ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

† [illegible] সুভৌমস্বামীর বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

হইলে জ্ঞানী-অজ্ঞানী সুখী-দুঃখী-প্রভৃতির ভেদ থাকিত না, যেমন ভার্য্যার লোকে কামভোগ করে, মাতা, ভগিনী প্রভৃতিতেও সেইরূপ কাম-চরিতার্থ করিত। তাহা হইলে এই জগৎ একরস, একস্বভাব ও অভেদভাব প্রাপ্ত হইত।

তবে যদি বল ব্রহ্ম এক ও মায়া স্বতন্ত্র। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-রূপী, কিন্তু জগদাদি সর্ব্বমায়া জড়। তাহা হইলেও তোমার কথায় দোষ পড়ে। মায়া ও ব্রহ্মে ভেদ কি অভেদ? যদি বল ভেদ আছে, তবে বল জড় কি চেতন? যদি বল জড়, তাহা পুনরায় নিত্য কি অনিত্য? যদি বল অনিত্য, তবে তাহা বিনশ্বর ও কার্য্যরূপ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি বল কার্য্য, তবে তাহার কারণ বাহির করিতে হইবে। সুতরাং মায়ার উপাদান-কারণ কি? যদি বল অপর মায়াই উপাদানকারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ ঘটে, যদি ব্রহ্মকে উপাদানকারণ বল, তাহা হইলে ব্রহ্ম আপনিই সব করিয়াছেন, এরূপ স্বীকার করিতে হইবে, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ ঘটে। যদি মায়াকে নিত্য ও চৈতন্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার অদ্বৈতবাদ আর খাটে না। যদি বল ব্রহ্ম ও মায়া এক, তাহা হইলে দুইটীকে ভিন্ন নাম দিয়া বলিবার আবশ্যক কি, এক ব্রহ্ম বলিলেই চলিত।

বাস্তবিক ঈশ্বর জগৎকর্ত্তা নহেন, সকল পদার্থেই অনন্ত-শক্তি আছে, স্ব স্ব শক্তি দ্বারাই পদার্থ আপন আপন কার্য্য করে। সমস্তই কাল, স্বভাব, নিয়তি, কর্ম্ম ও উদ্যম এই পঞ্চ নিমিত্তসাপেক্ষ। এ ছাড়া আর নিমিত্ত নাই। এই পাঁচ নিমিত্ত হইতে সমস্তই উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়। দেখ, যখন বীজ বোনা হয়, তখন কাল অনুকূল হওয়া চাই, নহিলে বীজাঙ্কুর জন্মে না। আবার, বীজ, জল, পৃথিব্যাদির অবশ্য স্বভাব হওয়া চাই। যে যে পদার্থের যে স্বভাব, তাহার পরিণামকেই নিয়তি বলা যায়। ইহাও একটী কারণ। এইরূপ জীবের উদ্যম বা পুরুষকারও একটী কারণ। এই পঞ্চ বস্তুই অনাদি, প্রথম হইতে ইহাদিগকে কেহ সৃষ্টি করে নাই। যে যে বস্তুর স্বভাব তাহা সকলই অনাদি হইতে হইয়াছে। যে যে বস্তুর আপনাপন স্বভাব নাই, সেই সেই বস্তু সংরূপ থাকিবে না। পৃথিবী, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র আদি পদার্থ যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তদ্দ্বারাই অনাদিরূপ সিদ্ধ হয়। পৃথিবীর উপর যে সৃষ্টি রচনা দেখিতেছ, তাহা সকলই প্রবাহক্রমে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। জগতের যাহা কিছু নিয়ম, তাহা ঐ পাঁচ নিমিত্ত ভিন্ন সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্য বলিতেছি, সকল পদার্থই স্ব স্ব নিয়মে হইতেছে। তুমি যদি দ্রব্যের শক্তিকে ঈশ্বর বল, তাহাতে আপত্তি নাই। দ্রব্যের অনাদি শক্তিকেই ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। তুমি বল জড়ের কিছুমাত্র শক্তি নাই, কিন্তু আমি তোমার কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। জগতের অনেক জড় পদার্থই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ নিমিত্তে আপনাপনি মিলিত হইয়া থাকে। যেমন সূর্য্যকিরণ বর্ষার মেঘের উপর পড়িয়া ইন্দ্রধনু উৎপন্ন করে, আকাশে পবনের সাহায্যে জল ও অগ্নি উৎপন্ন হয়, এইরূপে পূর্ব্বোক্ত পাঁচ নিমিত্ত হইতে তৃণ, গুল্ম, কীট-পতঙ্গাদি বহুতর জীব জন্মিয়া থাকে। দ্রব্যা-র্থিক নয়ানুসারে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি অনাদি; যাহা অনাদি তাহা কাহারও সৃষ্ট নহে। বাস্তবিক ঈশ্বর-জগৎস্রষ্টা নহেন, তিনি জীবের শুভাশুভ বিধানও করেন না *। যে যে অবস্থায় জীবের শুভাশুভ ঘটে, তাহা সমস্তই কর্ম্মফল। কর্ম্মফল ভোগকালে জীব স্ববশ নহে।

যদি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা না হইলেন, যদি তিনি জীবের শুভা-শুভ কর্ম্মবিধায়ক নন, তবে তিনি কিরূপ? প্রধান প্রধান জৈনাচার্য্যগণ এই শ্লোকটী প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়া থাকেন—

"ত্বামব্যয়ং বিভুমচিন্ত্যমসংখ্যমাদ্যং
ব্রহ্মাণমীশ্বরমনন্তমনঙ্গকেতুম্।
যোগীশ্বরং বিদিতযোগমনেকমেকং
জ্ঞানস্বরূপমমলং প্রবদন্তি সন্তঃ॥"

হে ভগবন্! অব্যয় (তোমার অপচয় নাই), অর্থাৎ তিনকালে এক স্বরূপ, বিভু অর্থাৎ কর্ম্মোন্মূলন করিতে সমর্থ, অচিন্ত্য অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানিগণও তোমার চিন্তা করিতে সমর্থ নহে, অসংখ্য অর্থাৎ তোমার গুণের কেহ সংখ্যা করিতে পারে না, আদ্য অর্থাৎ সর্ব্বলোকব্যবহারপ্রবর্ত্তনা হইতেও আদি বা স্বতীর্থের আদিকারক, ব্রহ্ম অর্থাৎ অনন্ত আনন্দকর সর্ব্বা-পেক্ষা বৃদ্ধিমান্ অথবা অনন্তজ্ঞানদর্শনযোগেও তোমার অন্ত পাওয়া যায় না, অনঙ্গকেতু অর্থাৎ ঔদারিক, বৈক্রিয়, আহা-রক, তৈজস ও কার্ম্মণ এই পঞ্চশরীররূপী চিহ্নও তোমাতে নাই, যোগীশ্বর অর্থাৎ যোগী যে চারিজ্ঞান ধারণা করেন, তাহারও ঈশ্বর, বিদিতযোগ অর্থাৎ জীবের সহিত কর্ম্ম-সংযোগ তুমি সম্যক্‌রূপে খণ্ডন করিয়াছ, অনেক অর্থাৎ সর্ব্ব-

* জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের খণ্ডন ও জৈনমতে ঈশ্বরতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে জানিতে হইলে নিম্নলিখিত জৈনগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।—আপ্তমীমাংসা, প্রমাণমীমাংসা, প্রমাণপরীক্ষা, প্রমাণসমুচ্চয়, প্রমেয়মার্ত্তণ্ড, প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ড, ন্যায়াবতার, ধর্মসংগ্রহণী, তত্ত্বার্থসূত্র, নন্দীসিদ্ধান্ত, তত্ত্বালোকবিনি-গন্ধহস্তীমহাভাষ্য, শাস্ত্রসমুচ্চয়, স্যাদ্বাদকল্পলতা, ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, স্যাদ্বাদ-মঞ্জরী, স্যাদ্বাদরত্নাকর, রত্নাকরাবতারিকা, সম্মতিতর্ক প্রভৃতি।

পত বা গুণপর্য্যায়ের অপেক্ষায় অনেক বলিয়া জ্ঞান হয়, এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় উত্তমোত্তম, জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ কেবলজ্ঞান তোমার স্বরূপ, অমল অর্থাৎ অষ্টাদশদোষরূপ মল তোমাতে নাই, তুমি সৎপুরুষ বলিয়া অভিহিত †।

বিভিন্ন জৈনসম্প্রদায়। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই দুই সম্প্রদায় হইতে আবার অনেকগুলি গচ্ছ উৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মসাগরগণি রচিত কুপক্ষকৌশিকসংপ্রকিরণ বা প্রবচনপরীক্ষা নামক গ্রন্থে তপাগচ্ছ ব্যতীত আর দশটী মতের উল্লেখ আছে। যথা ১ ক্ষপণক বা দিগম্বর, ২ পৌর্ণমীয়ক, ৩ খরতর বা ঔষ্ট্রিক, ৪ পল্লবিক বা আঞ্চলিক, ৫ সার্দ্ধপৌর্ণমীয়ক, ৬ আগমিক বা ত্রিস্তুতিক, ৭ লুম্পাক, ৮ কটুক, ৯ বন্ধ্য বা বীজমত এবং ১০ পাশচন্দ্র।

ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন, উক্ত দশটী মতের মধ্যে দিগম্বর, পৌর্ণমীয়ক, ঔষ্ট্রিক ও পাশচন্দ্র এই চারিশাখা আদি জৈন হইতেই বাহির হইয়াছে, ওনিক বা আঞ্চলিক, সার্দ্ধপৌর্ণমীয়ক ও আগমিক পৌর্ণমীয়ক মত হইতে এবং লুম্পাক, কটুক ও বন্ধ্য এই তিনটীর মধ্যে বন্ধ্য-লুম্পাক হইতে বহির্গত একটী পৃথক্ সম্প্রদায় হইলেও স্বাধীনভাবে ঐ কয়টী মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ঐ দশটী মতাবলম্বী বা শাখাভুক্ত জৈনেরা ধর্ম্মসাগরের মতে অতীর্থক অর্থাৎ প্রকৃত জৈন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ঐ দশশাখার উৎপত্তি-সম্বন্ধেও প্রবচনপরীক্ষায় এইরূপ লিখিত আছে—

দিগম্বরোৎপত্তি। রথবীরনগরে শিবভুতি বা সংস্রমল্ল নামে এক রাজভৃত্য বাস করিতেন। এক দিন তিনি মাতার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া রজনীযোগে গৃহত্যাগ করিয়া আর্য্যকৃষ্ণ নামে এক জন জৈনসূরির উপাশ্রয়ে উপস্থিত হন। শিবভুতি রাজার নিকট হইতে এক খানি উত্তম কম্বল উপহার পাইয়াছিলেন; সেই কম্বলখানির উপর তাঁহার বড় যত্ন ছিল। এক দিন তাঁহার অসাক্ষাতে গুরুর আদেশে সেই কম্বলখানি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলা হয়। পরে শিবভূতি আপনার সাধের কম্বলের দুর্দ্দশা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর এ জগতে তিনি কোন প্রকার বসনভূষণ ব্যবহার করিবেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন।

তাঁহার ভগিনী উত্তরাও ভ্রাতার ন্যায় দিগম্বরী হইলেন। কিন্তু শিবভূতি স্ত্রীলোকের নির্ব্বাণ হইতে পারে না বলিয়া ভগিনীকে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইতে নিষেধ করিলেন। পরে তিনি কৌণ্ডিন্য ও কোট্টবীর নামক দুইজন শিষ্যকে দীক্ষা দিলেন; তখন হইতে বোটিক বা দিগম্বরাচার্য্যগণের শাখা প্রবর্ত্তিত হইল। স্ত্রীমুক্তিনিষেধ ও নগ্নতাই দিগম্বরের মুখ্য মত।

পৌর্ণমীয়ক গচ্ছোৎপত্তি। বীরশকাব্দের ১৬২৯ বর্ষ পরে অর্থাৎ ১১৫৯ সম্বতে পৌর্ণমীয়ক-মত উৎপন্ন হয়। মতোৎপত্তির কারণ এইরূপ—

রাজশ্রীকর্ণবারক গ্রামে চন্দ্রপ্রভ, মুনিচন্দ্র, মানদেব ও শান্তি নামে চারিজন ভ্রাতা বাস করিতেন। ১১৪৯ সম্বতে শ্রীধর নামে এক জৈন বহুধারে জিনেন্দ্র-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চন্দ্রপ্রভের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার কনিষ্ঠ মুনিচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠাব্রতে ব্রতী করুন। চন্দ্রপ্রভ ঈর্ষাপরবশ হইয়া বলিলেন—"সাধু এই কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন না।" এইরূপে শ্রাবকপ্রতিষ্ঠার নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে কেহই তাঁহার অনুগামী হইতে চাহিল না। তখন ১১৫৯ সম্বতে এক দিন চন্দ্রপ্রভ শিষ্যগণের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন যে, পদ্মাবতী দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিয়াছেন "তোমার শিষ্যগণকে বলিও শ্রাবকপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণিমাপাক্ষিক * সত্য, অনন্তকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।" এইরূপে পৌর্ণমীয়ক শাখা বাহির হইল †।

খরতরোৎপত্তি। ধর্ম্মসাগর প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, সাধারণতঃ খরতরগচ্ছপট্টাবলীতে ১০২৪ সম্বতে বর্দ্ধমানের শিষ্য জিনেশ্বর হইতে খরতর-উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে, ১২০৪ সম্বতে জিনদত্তসূরি হইতেই খরতর নাম প্রবর্ত্তিত হয়। এ সম্বন্ধে তিনি জিনপতির শিষ্য সুমতিগণির গণধরসার্দ্ধশতকবৃহদ্বৃত্তি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

অভয়দেব নিজে জিনবল্লভকে পট্টস্থ করেন নাই তিনি জানিতেন, তাহাতে তাঁহার অপর শিষ্যগণ সম্মত হইবে না। কারণ, জিনবল্লভ পূর্ব্বে এক চৈত্যবাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আপন শিষ্য বর্দ্ধমানকেই উত্তরাধিকারী স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুবিধা পাইয়া জিনবল্লভকে পট্টস্থ করিবার জন্য প্রসন্নচন্দ্রকে আদেশ করেন। প্রসন্নচন্দ্র আবার দেবভদ্রকে দিয়া সেই কার্য্য সমাধা করেন। ধর্ম্মসাগর আরও বলিয়াছেন, দুর্লভরাজের সভায় ১০২৪ সম্বতে চৈত্যবাসী পরাজিত হইলে জিনেশ্বর খরতর বিরুদ লাভ

† [illegible]

* পূর্ণিমার দিন যে পাক্ষিক ব্রতপালন করা যায়, তাহাকেই পূর্ণিমাপাক্ষিক বলে। কিন্তু উক্ত মতাবলম্বিগণ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা উভয় তিথিতেই যে ব্রতপালন করেন, তাহাকেই পূর্ণিমাপাক্ষিক বলে।

† চন্দ্রপ্রভের [illegible] প্রচারের জন্য মুনিচন্দ্র পাক্ষিকসপ্ততি রচনা করেন।

করেন, এই যে কথা প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক; কারণ, দুর্লভরাজ তাহার বহু পরে, অর্থাৎ ১০৬৬ সম্বতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিশেষতঃ ১০৮২ সম্বতে লিখিত মোকাহ্বদী খরতরপট্টাবলীতে লিখিত আছে যে, ১০২৪ সম্বতে জিনহংসস্থরি পট্টধর ছিলেন। দর্শনসপ্ততিকাবৃত্তি, অভয়দেবের শবন্তচরিত ও তচ্ছিষ্য বর্দ্ধমানরচিত প্রাকৃতগাথা এবং প্রভাবকচরিত্রে খরতরসম্বন্ধে কোন কথাই নাই। খরতরদিগের মধ্যে পরম্পরাক্রমে যুগপ্রধান নাই। সুমতিগণির গ্রন্থপাঠে বোধ হয় যে, জিনবল্লভ কখন জিনদত্তকে দেখেন নাই। ধর্ম্মসাগর আপনগ্রন্থে যে পট্টাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও জিনবল্লভ অভয়দেবের শিষ্য বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন—প্রাচীন গাথানুসারে ১২০৪ সম্বতেই জিনদত্তসূরি হইতেই খরতরশাখা প্রবর্ত্তিত হয়। জিনদত্ত অতিশয় খরপ্রকৃতি ছিলেন; এই জন্যই সাধারণে তাঁহাকে খরতর বলিত; জিনদত্তও সাদরে ঐ নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যপরম্পরা খরতরগচ্ছ নামে খ্যাত হইলেন।

ধর্ম্মসাগরের মতে—জিনেশ্বর হইতে রুদ্রপল্লীয় গচ্ছ প্রসিদ্ধ হয় নাই; তাঁহার পর ৮র্থ পট্টধর অভয়দেব হইতেই রুদ্রপল্লীয় গচ্ছ প্রবর্ত্তিত হয়।

আঞ্চলিকোৎপত্তি। ১২১৩ সম্বতে আঞ্চলিকমত প্রচলিত হয়। পৌর্ণমীয়ক পক্ষে নরসিংহ নামে একচক্ষু ও বহুভাষী এক ব্যক্তি বাস করিতেন। পৌর্ণমীয়কেরা তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। বিউণ নামক গ্রামে বাস করিবার সময় নাথি নামে এক অন্ধরমণী তাঁহাকে বন্দনা করিতে আসে; কিন্তু সে আপন মুখাচ্ছাদনী আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। জৈনশাস্ত্রে কোনরূপ বিধি না থাকিলেও নরসিংহ অঞ্চল দিয়া সেই রমণীকে মুখ ঢাকিতে আদেশ করেন। তাহাতে যতিগণ মধ্যে গোলমাল উপস্থিত হয়। নাথির বহু অর্থ ছিল। সেই অর্থসাহায্যে নরসিংহ আঞ্চলিকমত প্রচার করিলেন। নাথির অনুরোধে নাটপত্রীয় চৈত্যবাসী নরসিংহকে সূরিপদ প্রদান করেন। তখন হইতে নরসিংহের নাম আর্য্যরক্ষিত হইল। তিনি মুখাচ্ছাদন ও রজোহরণ পরিত্যাগ করাইয়া সাধারণ জৈনের অনুষ্ঠিত প্রতিক্রমণও উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার মতাবলম্বিগণ আঞ্চলিক নামে খ্যাত হইল। আঞ্চলিকেরা আত্মাগম, অনন্তরাগম ও পরম্পরাগম এই তিন প্রকার আগম স্বীকার করেন।

সার্দ্ধপৌর্ণমীয়কোৎপত্তি। ১২৩৬ সম্বতে এই মত প্রচলিত হয়। এই মতের উৎপত্তিসম্বন্ধে ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন—

এক দিন রাজা কুমারপাল প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের নিকট পৌর্ণমীয়ক মতের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। হেমচন্দ্রের মুখে বিস্তৃত বিবরণ শুনিয়া কুমারপাল আপনার রাজ্য হইতে পৌর্ণমীয়কদিগকে তাড়াইয়া দিবার সংকল্প করেন। এক দিন তিনি একজন পৌর্ণমীয়ক আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের মতপরিপোষক কোন আগম বা পূর্ব্ববাদ আছে কি না?" পৌর্ণমীয়ক তাহাতে অবজ্ঞাসূচক উত্তর করেন; তজ্জন্য সমস্ত পৌর্ণমীয়ক কুমারপালের অধিকারভুক্ত ১৮টী জনপদ হইতে দূরীভূত হইলেন। কুমারপাল ও হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর আচার্য্য সুমতিসিংহ নামে এক পৌর্ণমীয়ক ছদ্মবেশে পত্তননগরে আগমন করেন। তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করেন, "সার্দ্ধপৌর্ণমীয়ক।" সুমতিসিংহের কোন কোন শিষ্য এই সম্প্রদায়কে সাধুপৌর্ণমীয়ক বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, আচার্য্য সুমতিসিংহ সাধুপ্রকৃতি ও বড় দয়ালু ছিলেন, এই জন্যই তাহারা শিষ্যপরম্পরা সাধুপৌর্ণমীয়ক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন, সুমতিসিংহ শিষ্যদিগকে পত্রপুষ্পাদি দিয়া জিনদেবের পূজা করিতে নিষেধ করেন এবং সাধুমার্গ অবলম্বন করিতে আদেশ করেন; সেই জন্যই তিনি এবং তৎপরবর্ত্তী শিষ্যগণ সাধুপৌর্ণমীয়ক নামে খ্যাত হন।

আগমিকোৎপত্তি। শীলগণ ও দেবভদ্র পৌর্ণমীয়ক পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে আঞ্চলিকপক্ষ অবলম্বন করেন। পরে ঐ মত পরিত্যাগ করিয়া শত্রুঞ্জয়তীর্থে ৭ জন সাধুর সহিত মিলিত হইয়া জৈনশাস্ত্রোক্ত ক্ষেত্রদেবতার পূজাপরিহাররূপ নূতন মত প্রচার করেন; তাহাই আগমিক ও ত্রিস্তুতিক নামে খ্যাত হইল। ১২৫০ সম্বৎ হইতে এই মত প্রচলিত হয়।

লুম্পাকোৎপত্তি। (গুজরাট দেশে আহ্মদাবাদে দশা শ্রীমালজাতি লুঙ্কা বা) লুম্পাক নামে এক লেখক ছিলেন; তিনি জ্ঞানযতির উপাশ্রয়ে পুথি লিখিতেন; পুথি লিখিবার সময় সিদ্ধান্তের অনেক আলাপক ও উদ্দেশক ছাড়িয়া যাইতেন; তাহাতে উপাশ্রয়ের লোকেরা মারপিট করিয়া তাঁহাকে উপাশ্রয় হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহাতে লুম্পাক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া লিম্বড়ী গ্রামে আসিয়া লক্ষ্মীসিং নামক এক বণিকের সাহায্যে এইরূপ মত প্রচার করেন—"জিনপ্রতিমায় যখন জীবন নাই, তখন তাহার উপাসনা চলিতে পারে না। আবশ্যকসূত্রের অনেক স্থান নষ্ট হইয়াছে এবং ব্যবহারসূত্রও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না।" ধর্ম্মসাগর প্রবচনপরীক্ষায় : [illegible]

প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহার মতে ১৫০৮ সম্বৎ হইতে এই মতের উৎপত্তি হয়।

লুম্পাকের একটী শাখার নাম [illegible]। ইহারা অপর সকল জৈন হইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র বেশভূষা করে বলিয়া ইহাদের নাম বেশধর হইয়াছে। কাহারও মতে ১৫৩১, আবার কাহারও মতে ১৫৩৩ সম্বৎ হইতে এই শাখার উৎপত্তি। প্রাগ্বাটজ্ঞাতি ও শিবপুরীর নিকটবর্ত্তী অরঘট্টপাদক-নিবাসী ভাণক নামে এক ব্যক্তি এই শাখার প্রবর্ত্তক।

ধর্ম্মসাগর লিখিয়াছেন, ভাণক নাগপুরীয় বেশধরদিগের প্রথম ; কিন্তু ভাণকের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ রূপর্ষি গুজরাটী বেশধরগণের প্রথম বলিয়া গণ্য *। এই রূপর্ষি মালসাবড় গোত্র ও মালজ্ঞাতি। সাধু জগমাল নাগপুরে ইহাকে দীক্ষা দেন। ১৫৫৪ সম্বতে তিনি পট্টস্থ হন। ১৫৫৮ সম্বতে তাঁহার শিষ্যগণ গুজরাটী লুম্পাক হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্ম নাগপুরীয় লুম্পাক নামে পরিচিত হইল। ঐ বর্ষে ইন্দ্রগোত্র ও উকেশজ্ঞাতি রূপর্ষি নামে একব্যক্তি পত্তননগরে বেশধর হইয়াছিলেন।

১৫৮০ সম্বতে সুরাণাগোত্র রূপর্ষি নাগপুরে জগমালের পদ অধিকার করেন। আবার ১৫৮৪ সম্বতে মালসাবড় গোত্র উকেশজ্ঞাতি রূপর্ষি নামে এক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে পত্তননগরে বেশধর হইয়াছিলেন।

কটুকোৎপত্তি। কটুক নামক এক বিচক্ষণ জৈনের সহিত এক আগামকের দেখা হইলে কটুক তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্ম ত্ব জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে আগামক উত্তর করেন, "এ জগতে আর সাধুর আবির্ভাব হইবে না, যদি তিনি প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আগামিক মতে উপদিষ্ট হউন।" তদনুসারে তিনি দীক্ষিত হইলেন। ১৫৬৩ সম্বতে ঐ কটুক হইতে স্বতন্ত্র শাখা প্রবর্ত্তিত হইল।

বীজমতোৎপত্তি। নূনক নামক এক লুম্পাক বেশধরের বীজ নামে এক মূর্খ শিষ্য ছিলেন। তিনি মেদপাট নামক স্থানে গিয়া গুরুতর তপে নিমগ্ন হন। মেদপাটে পূর্ব্বে কখন জৈনসাধুর সমাগম হয় নাই। সুতরাং বীজকে দেখিয়া সকলেই বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তখন বীজ তাঁহাদিগের মধ্যে পূর্ণিমাপাক্ষিক, পঞ্চমী পর্য্যষণা ও আগমিক মতানুযায়ী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে ১৫৭০ সম্বতে বীজমত প্রবর্ত্তিত হইল।

পাশচন্দ্রোৎপত্তি। নাগপুরে পার্শ্বচন্দ্র নামে তপাগচ্ছীয় এক উপাধ্যায় বাস করিতেন। গুরুর সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়ায় তিনি নিজ নামে এক অভিনব সম্প্রদায় স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। তিনি তপাগচ্ছ ও লুম্পাক মত হইতে কোন কোন ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক বিধিবাদ, চরিত্রানুবাদ ও যথাস্থিতবাদ নামে ত্রিস্থানানুবর্ত্তী এক মত প্রচার করিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নির্য্যুক্তি, ভাষ্য, চূর্ণী ও ছেদগ্রন্থকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ১৫৭২ সম্বতে ঐ মত প্রচারিত হয়। ঐ মতানুবর্ত্তী পার্শ্বচন্দ্রের শিষ্যগণ পাশচন্দ্রীয় নামে খ্যাত।

তপাগচ্ছ ও উক্ত দশটী গচ্ছ বা সম্প্রদায় হইতে শত শত গচ্ছের উৎপত্তি হইয়াছে।

অমিতগতি রচিত ধর্ম্মপরীক্ষার মতে দিগম্বরদিগের মধ্যে চারিটী সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় প্রধান, যথা—১ কাষ্ঠাসঙ্ঘ, ২ মূলসঙ্ঘ, ৩ মাথুরসঙ্ঘ, ৪ গোপ্যসঙ্ঘ। মূলসঙ্ঘ হইতে আবার নন্দীসঙ্ঘের উৎপত্তি হয়। দিগম্বরদিগের মধ্যে সরস্বতী ও চর্ষপুরীয় গচ্ছ প্রধান।

শ্বেতাম্বরদিগের উপরোক্ত গচ্ছ ব্যতীত উকেশগচ্ছ, নাগেন্দ্রগচ্ছ, চন্দ্রগচ্ছ, কৃষ্ণরাজর্ষিগচ্ছ (১৩৯১ সম্বতে উৎপত্তি), লঘুখরতরগচ্ছ (১৩৩১ সম্বতে উৎপত্তি), বৃহৎখরতরগচ্ছ, বায়ড়গচ্ছ, বৃহৎগচ্ছ, খণ্ডেল্লগচ্ছ, থারাপদ্রগচ্ছ, বিশবালগচ্ছ প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গচ্ছেরই এক এক স্বতন্ত্র পট্টধর ও তাঁহাদিগের পট্টাবলী লিপিবদ্ধ আছে।

উপসংহার।—প্রথমেই লিখিয়াছি, জৈনধর্ম্ম নিতান্ত অপ্রাচীন নহে, শাক্যবুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই জৈনধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক বৌদ্ধগ্রন্থেও আমরা এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। সদ্ধর্ম্মালঙ্কার প্রভৃতি পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ৬ ছয়জন তীর্থিকের* উল্লেখ আছে—এই ছয়জনের নাম—১ পূর্ণকাশ্যপ, ২ মংখলিপুত্ত গোসাল, ৩ নিগণ্ঠনাতপুত্ত, ৪ অজিতকেশকম্বল, ৫ সঞ্জয়পুত্তবেলট্ঠি, ৬ ককুদকাত্যায়ন।

মহাবগ্গ, সুমঙ্গলবিলাসিনী, সদ্ধর্ম্মালঙ্কার প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে নিগণ্ঠনাতপুত্ত (নিগ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র) এক ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, সংসারগ্রন্থিচ্ছেদন করিয়াছেন, এইরূপ ভাণ করায় তিনি নিগ্রন্থ, এমন কি উচ্চ অর্হৎ নামেও পরিচিত হইয়াছেন। ইহার মত সহস্র সহস্র লোকে গ্রহণ করিয়াছিল। ইঁহার মতে শীতল জল পান নিষেধ, কারণ তাহার মধ্যে ছোট বড় বহু জীব থাকে।

* ধর্ম্মসাগর নাগপুরীয় বেশধরপট্টাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—১ম ভাণক, ২য় ভাদয়, ৩য় জীব, ৪র্থ নুন, ৫ম জগমাল ও ৬ষ্ঠ রূপর্ষি।

* বৌদ্ধগ্রন্থে তীর্থিক শব্দের অর্থ ধর্ম্মবিদ্বেষী, কিন্তু জৈনেরা তীর্থক শব্দে তীর্থঙ্করকেই বুঝাইয়া থাকে।

তিনি আরও বলেন, কায়, মন, ও বাক এই তিন দণ্ড অর্থাৎ পাপের হেতু, প্রত্যেকটী স্বাধীনভাবে কার্য্য করে। পাপ পুণ্য ও সুখ দুঃখ অদৃষ্টের অধীন। মহাবগ্গ নামক পালি-গ্রন্থের মতে জ্ঞাতিপুত্র ক্রিয়াবাদ প্রচার করেন।

উপরে জ্ঞাতিপুত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা জৈনদিগের স্থানাঙ্গসূত্রের ১ম ও ৩য় উদ্দেশকে ঠিক ঐ মত দেখিতে পাই *। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীই স্থানাঙ্গবর্ণিত উক্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন। আমরাও অপর কোন ব্যক্তিকেও এরূপ অভিনব মত প্রকাশ করিতে দেখি নাই। জৈন সাধুগণ নির্গ্রন্থ নামে খ্যাত। জ্ঞাতিপুত্র শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর-স্বামীরই নামান্তর।

জৈনদিগের ভগবতীসূত্রে (৪৫ স্তবকে) মঙ্খলিপুত্র গোশাল মহাবীরকে "নায়পুত্ত" (অর্থাৎ জ্ঞাতিপুত্র) বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন।

চীন, ভোট, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি জনপদের প্রাচীনতম বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐ ছয়জন তীর্থিকই বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ঐ ছয়জনের মতই জৈনধর্ম্মমূলক বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত দ্বিতীয় তীর্থিক মঙ্খলিপুত্র গোশালের বিবরণও ভগবতীসূত্রে বর্ণিত আছে। শেষোক্ত জৈনগ্রন্থমতে মহাবীরের শিষ্য গোশাল, কিন্তু মহাবীরের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় তিনি আপনাকে জিন বলিয়া পরিচিত করেন এবং অতীর্থ মত প্রচার করেন। [মঙ্খলিপুত্র গোশাল দেখ।]

পালি ও ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব ঐ ছয়জনকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

সিংহলের সামঞ্ঞফলসুত্ত নামক পালিগ্রন্থে নির্গ্রন্থগণ চাতুর্যাম ধর্ম্মসম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভগবতীসূত্রে পার্শ্বমতের কালাস বেসিয়পুত্তের সহিত মহাবীরের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গের উপসংহারে লিখিত আছে—"তজ্ঝং অন্তিএ চাতুর্জ্জমাতো ধর্ম্মাতো পঞ্চমহব্বইয়ং সপড়িক্কমণং ধর্ম্মং উপসম্পজ্জিত্তা ণং বিহরিত্তএ"—অর্থাৎ আপনার নিকট থাকিয়া চাতুর্যামরূপ ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তে পঞ্চযাম ধর্ম্মগ্রহণ করিলাম।

আচারাঙ্গের প্রসিদ্ধ টীকাকার শিলাঙ্ক লিখিয়াছেন, ২৩শ তীর্থ পার্শ্বনাথ যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহাই চাতুর্যাম ধর্ম্ম

* স্থানাঙ্গসূত্রের ৩য় উদ্দেশে এই বচন আছে—"তওদণ্ডাপন্নত্ত তং যহা মনদণ্ডে বচদণ্ডে কায়দণ্ডে।"

এবং মহাবীরস্বামী যে ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই পঞ্চযাম বা পঞ্চ মহাব্রত পালনরূপ ধর্ম্ম।

জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে যখন চাতুর্যাম ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, জৈনদিগের একখানি প্রধান অঙ্গ ভগবতীসূত্র দ্বারাই জানা যাইতেছে যে, স্বয়ং মহাবীরস্বামী পার্শ্বমতাবলম্বীর নিকট পার্শ্ব-মত শুনিয়া তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে চাতুর্যামধর্ম্মমূলক জৈনমত বহুপ্রাচীন, মহাবীর স্বামীরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামীকে জৈন-মতপ্রবর্ত্তক না বলিয়া জৈনধর্ম্মসংস্কারক বলা যাইতে পারে।

জৈনদিগের কল্পসূত্রে লিখিত আছে, মহাবীরের ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথস্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের প্রথমাংশেই লিখিয়াছি যে, খৃষ্টজন্মের ৫২৭ বর্ষ পূর্ব্বে মহাবীরের নির্ব্বাণ হয়। এরূপ স্থলে খৃষ্টজন্মের * প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ কর্ত্তৃক চাতুর্যামধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জৈনেরা বলিয়া থাকেন যে, আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব হইতেই জৈন-ধর্ম্ম প্রচলিত হয়। কিন্তু যখন পার্শ্বনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্কর-গণের মতামত কোন জৈনসিদ্ধান্তে বিবৃত হয় নাই, তখন কিরূপে স্বীকার করিব যে, ২৩শ তীর্থঙ্করের পূর্ব্বে জৈনমত প্রচলিত ছিল? বিশেষতঃ জৈনগ্রন্থে ১ম হইতে ২২শ তীর্থঙ্করের জীবনীকাল যেরূপ স্থির করা হইয়াছে, তাহা অমানুষিক ও কাল্পনিক বলিয়াই বোধ হয়। পার্শ্বনাথের পূর্ব্বে জৈনধর্ম্মের অঙ্কুর হইলেও তাঁহার সময় হইতেই যে, একটী বিশিষ্ট মত বলিয়া গণ্য হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, এরূপ স্থলে পার্শ্বনাথ-কেই প্রকৃত জৈনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে।

জৈন্-উজিয়াল্, বাঙ্গালার অন্তর্গত বীরভূম জেলার একটী পরগণা। পরিমাণফল ৬৮°২১ বর্গমাইল। ইহার অধি-কাংশ অনুর্ব্বর এবং কৃষির অযোগ্য। উত্তরপশ্চিমভাগ অরণ্য ও কঙ্করময়। দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে উত্তম কৃষি-কার্য্য চলে। এখানে ধান্য, গোধূম, ইক্ষু, সর্ষপ, মসূর ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। অধিকাংশস্থানে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণীর

* নিকোলস্ নোটভিচ নামে একজন রুষ পর্য্যটক তিব্বতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া হিমিস্ নামক স্থানে এক মঠ হইতে পালিভাষায় লিখিত একখানি ঈশার জীবনী প্রাপ্ত হন। ঐ গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের ভারত ও ভোট দেশে আগমনের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থে লিখিত আছে—খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক যীশুখৃষ্টের সহিতও তাঁহার অজ্ঞাত বাসকালে জৈন সাধুগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পালি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। See "The unknown Life of Christ, by Nicolus Notovitch, translated from the French by Violet Crispe," (London, 1895.)

জলেই চাস হয়। বক্রেশ্বর ও শাল নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। চবরাজপুরে সবজজের আদালত আছে।

জৈনেন্দ্র, ব্যাকরণরচয়িতা এবং পূর্বাচার্য্য আদি শাব্দিকের মধ্যে একজন।

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ, একখানি প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইহার রচয়িতাসম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন পূজ্যপাদ মহাবীর এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ডাক্তার কিলহর্ণ সাহেব বলেন, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ দেবনন্দি কর্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। জৈনদিগের দিগম্বর এবং শ্বেতাম্বর উভয়েই স্বসম্প্রদায়ের পুস্তক বলিয়া প্রমাণ করিতে উৎসুক। পণ্ডিত ফতেলাল বলেন, দিগম্বর জৈনগুরু পূজ্যপাদ কর্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পূজ্যপাদ ও দেবনন্দি একই ব্যক্তি; কিন্তু পণ্ডিত ফতেলালের মতে দিগম্বরজৈন দেবনন্দি ও পূজ্যপাদ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ১২০৫ খৃঃ অব্দে সোমদেব 'শব্দার্ণবচন্দ্রিকা' নামে জৈনেন্দ্রব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি প্রথমেই তীর্থঙ্কর এবং পূজ্যপাদ গুণনন্দিদেবকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থসূচনা করিয়াছেন। শ্রীস্বামীর মতে সূত্র পূজ্যপাদ কর্তৃক ও তাহার টীকা দেবনন্দি কর্তৃক লিখিত হইয়াছে।

জৈন্য (ত্রি) জৈন-স্বার্থে যৎ। জৈনসম্বন্ধীয়।

জৈপাল (পুং) জয়পাল-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জয়পালবৃক্ষ। (দ্বিরূপকোষ) (ক্লী) ২ জয়পালের বীজ।

জৈমিনি (পুং) মুনিভেদ, ইনি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য। ব্যাসদেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। ইঁহার রচিত এক ভারতসংহিতা আছে, তাহা জৈমিনিভারত নামে বিখ্যাত। জৈমিনি একখানি দর্শন রচনা করেন, তাহার নাম জৈমিনিদর্শন বা পূর্ব্বমীমাংসা। এই পূর্ব্বমীমাংসা ষড়্দর্শন মধ্যে একখান। জৈমিনি একজন বজ্রবারক মধ্যে গণ্য।

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥"

ইনি দ্রোণপুত্রগণের নিকট মার্কণ্ডেয়পুরাণ শ্রবণ করেন, ইঁহার পুত্রের নাম সুমন্ত ও পৌত্রের নাম সুত্বান্। ইঁহারা তিনজনেই বেদের এক এক সংহিতা প্রণয়ন করেন। হিরণ্যনাভ, পৌষ্পিঞ্জি ও আবন্ত্য নামে শিষ্যত্রয় ঐ সকল সংহিতা অধ্যয়ন করেন।

জৈমিনিদর্শন (ক্লী) জৈমিনিকৃতং ষড়্দর্শনং, কর্ম্মধা। মীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা, ইহা দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাতে বেদের মীমাংসা ও শ্রুতিস্মৃতির বিরোধভঞ্জন আছে। ইহা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। ইহাতে তারশাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া বেদের বিষয় ও প্রাধান্য মীমাংসিত হইয়াছে।

জৈমিনিভারত, মহর্ষি জৈমিনিপ্রণীত ভারতসংহিতা, ইহার কেবল অশ্বমেধপর্ব্বই পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, ইহার অন্যান্য পর্ব্ব এখন নাই। কিন্তু ছিল কি না তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অশ্বমেধপর্ব্ব যাহা পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত এবং অনেক নূতন ঘটনাসম্বলিত।

জৈমিনীয় (ত্রি) ১ জৈমিনি সম্বন্ধীয়। (পুং) ২ সামবেদের এক শাখা।

জৈমূত (ত্রি) জীমূতসম্বন্ধীয়।

জৈয়ট (পুং) প্রসিদ্ধ মহাভাষ্যটীকাকার কৈয়টের পিতা।

জৈব (ত্রি) জীবস্যেদং জীব-অণ্। ১ জীবসম্বন্ধীয়। ২ বৃহস্পতি সম্বন্ধীয়। ৩ বৃহস্পতির ক্ষেত্র মীন ও ধনুরাশি। ৪ পুষ্যানক্ষত্র। ৫ পুষ্যানক্ষত্রপাত।

"কৃতাগ্নিচন্দ্রাঃ জৈবস্য ত্রিখাক্ষাশ্চ ভৃগোস্তথা।" (সূর্য্যসি°)

জৈবন্তায়ন (পুং স্ত্রী) জীবন্তস্য গোত্রাপত্যং বা ফঙ্। জীবন্ত ঋষির গোত্রাপত্য, একজন যজুর্ব্বেদপ্রচারক। "জৈবন্তায়নাচ্চ রৈভ্যাচ্চ রৈভ্যঃ" (শতপথব্রা° ১৪।৭।৩।২৮)

জৈবন্তায়নি (ত্রি) জীবন্তস্যাদূরদেশাদি, কর্ণাদিত্বাৎ চতুরর্থ্যাং ফিঞ্। জীবন্তের অদূরদেশাদি।

জৈবন্তি (পুং) জীবন্তের অপত্য।

জৈবলি (পুং) জীবলস্য রাজ্ঞোঽপত্য, জীবল-ইঞ্। জীবল নৃপের অপত্য, ইনি প্রবাহন নামে প্রসিদ্ধ।

"তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচাস্তবৈ কিল তে শালাবত্য সাম" (ছান্দোগ্য উ°)

জৈবাতৃক (পুং) জীবয়তি ওষধিপ্রভৃতীনি, জীব-ণিচ্ আতৃকন্ (আতৃকন্ বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ১।৮১) ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর। (অমর) ৩ পুত্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) ৪ ঔষধ। (হেম) (ত্রি) ৫ দীর্ঘায়ুষ্ক। (মেদিনী)

জৈবি (ত্রি) জীবস্যাদূরদেশাদি, সুতঙ্গমাদিত্বাৎ চতুর্থ্যাং ঞি। জীবের অদূরদেশাদি।

জৈবেয় (পুং স্ত্রী) জীবস্য গুরোরপত্যং, শুভ্রাদিত্বাৎ ঠক্। ১ বৃহস্পতির পুত্র কচ। জীবায়া মৌর্ব্ব্যা ইদং, স্ত্রীত্বাৎ ঠক্। (ত্রি) ২ জ্যাসম্বন্ধী।

জৈষ্ণব (ত্রি) জিষ্ণুসম্বন্ধীয়, অর্জ্জুনসম্বন্ধীয়।

জৈহ্মাশিনেয় (পুং) জিহ্মাশিনোঽপত্যং, শুভ্রাদিত্বাৎ ঠক্, দাণ্ডিনা° নিং টিলোপঃ। জিহ্মাশিনের অপত্য।

জৈহ্ম্য (ক্লী) জিহ্মস্য ভাবঃ জিহ্ম-ষ্যঙ্। জিহ্মতা, কুটিলতা, ইহা জাতিভ্রংশকর মহাপাতক মধ্যে গণ্য।

"ই স্ত্রীর মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতং।" (মনু ১১।৬৮)
নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, মিথ্যাকথন ও জৈহ্ম্য প্রভৃতি সুরাপান-তুল্য পাপজনক।

"নিষিদ্ধভক্ষণং জৈহ্মমুৎকর্ষশ্চ বচোঽনৃতম্।
রজস্বলামুখাস্বাদঃ সুরাপানসমানি তু॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

জৈহ্ব (ত্রি) জিহ্বাসম্বন্ধীয় বা জিহ্বায় স্থিত।

জৈহ্বী (স্ত্রী) জিহ্বা সম্বন্ধীয়।

"উপাস্থ্য জৈহ্বাং বহুমন্যমানঃ।" (ভাগ ৭।৬।১৩)

জো (দেশজ) ১ সুবিধা। ২ বীজবপনাদির প্রকৃত সময়।

জোআহার (আরবী) জোয়ার।

জোআহারী (আরবী) জোয়ারী।

জোঁক (দেশজ) জলৌকা। [জলৌকা দেখ।]

জোঁকন (দেশজ) কোন দ্রব্যের ভার পড়া।

জোঁখম্ (আরবী) বিপদ, আপদ, দুঃখ।

জোগৃ (ত্রি) স্তোতা, স্তুতিকারক।

"অনুব্রণং বয়স্ত জোগুবামপঃ।" (ঋক্ ১০।৫৩।৬)

'জোগুবাং স্তোতৃণাং।' (সায়ণ)

জোগেরু, দাক্ষিণাত্যবাসী একপ্রকার ভিক্ষুক। ইহারা আপনাদিগকে যোগী বলিয়া পরিচয় দেয়। ধারবার জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায়। বাগলকোট, বুগবৃত্তি, বুড়বুগি প্রভৃতি স্থানেই ইহাদের সংখ্যা অধিক। ইহারা অতি প্রাচীন অধিবাসী। বাগলকোট প্রভৃতি স্থানের জোগেরুদিগের মধ্যে পুরুষদিগের সাধারণতঃ নাথ-উপাধি দৃষ্ট হয়।

এই জোগেরুগণ দশ কুলে বিভক্ত, যথা—বাচনি, ভণ্ডারি, চুণাড়ু, হিঙ্গমনী, করক্ষদারি, কাঁপার, মদরকর, পঞ্চলকর, সালি ও বতকর। ইহাদিগের বিবাহাদি উৎসবে উক্ত দশ শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর এক এক জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকে। এই দশটী শ্রেণীর প্রত্যেকেই গোরখনাথের দ্বাদশ জন শিষ্য যে দ্বাদশটী বিভাগ স্থাপিত করিয়াছিল, তাহার কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত।

জোগেরুগণ ভৈরব এবং সিদ্ধেশ্বর এই দুইজন গৃহদেবতার অর্চ্চনা করে; রত্নাগিরির নিকট ভৈরবমন্দির অবস্থিত। ইহারা অশুদ্ধ কণাড়ী ও মহারাষ্ট্রী উভয় ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহে। ইহারা চারি ভাগে বিভক্ত, যথা—ভৈরবী, যোগী, কিন্ত্রী-যোগী, গমন-যোগী এবং তবর-যোগী। ভৈরবী বা ভৈরি ও কিন্ত্রী যোগীদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই যোগিদিগের আকৃতি বুড়বুড়কিদিগের ন্যায়। ইহারা অপরিষ্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন কুটীরে বাস করে; কুকুর, ভেড়া, কুক্কুট, ষাঁড় প্রভৃতি পোষে। ইহারা আহারে খুব পটু, কিন্তু খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে রন্ধন করিতে জানে না। জোয়ারের রুটি ও শাক-সবজি প্রভৃতিই ইহাদিগের সাধারণ প্রধান খাদ্য। ময়দার পিষ্টক, মোটা চিনি ও শাক ইহারা বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে আহার করে। ইহারা শাক, মেষ, কুক্কুট, মৎস্য, হরিণ, কাঁকড়া, মাছ প্রভৃতি ভক্ষণ করে; কিন্তু গো অথবা শূকরের মাংস ভক্ষণ করে না। ইহারা সময়ে সময় মদ্যও পান করে। ইহারা পরিবার কাপড় প্রায়ই কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া লয়। পুরুষগণ স্কন্ধ ও জঘন দেশে একখানি কাপড় ও একটী জ্যাকেট পরিধান করে, মস্তকে একখানা ক্ষুদ্র বস্ত্র বাঁধে; স্ত্রীগণ গায় জামা দেয়।

জোগেরুগণ শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বেলোয়ারী কুণ্ডল, আংটি, হার এবং পিতলের মালা পরিধান করে। ভিক্ষাই ইহাদিগের প্রধান উপজীবিকা; ইহারা নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় এবং সুবিধা পাইলে যাহা পায়, তাহাই চুরি করিয়া পলায়ন করে। বাগলকোট প্রভৃতি স্থানের যোগিগণ সূঁচ ও চিরুণি প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য নানা-স্থানে ভ্রমণ করে এবং জোতিবের সাধকদিগের নিকট হইতে বস্ত্রাদি ভিক্ষা করিয়া লয়। রত্নাগিরির জোতিব ইহাদের প্রধান দেবতা। এই জোগেরুগণ যখন ভিক্ষার্থ বহির্গত হয়, তখন তাহারা কাণে মুদ্রা নামক রৌপ্যনির্ম্মিত কুণ্ডল পরিধান করে এবং জোতিবের ত্রিশূল ও অলাবুনির্ম্মিত পাত্র সঙ্গে করিয়া লয়।

ইহারা একটী ছোট ঢাক ও শিঙ্গা বাজায়। যে যে স্থানে জোতিব আছে, সেইস্থানে গমন করিলে ইহারা "বাল সন্তোষ" কথা উচ্চারণ করে। ইহারা অতিশয় অশিক্ষিত, কিন্তু অত্যন্ত শান্ত।

জোগেরুগণ বলে, তাহারা অনেক শিকড় গাছড়া প্রভৃতি জানে, তাহা দ্বারা বিবিধ রোগ আরাম করিতে পারে। ইহারা গড়গের পাহাড় হইতে পাথর আনিয়া সময় সময় পাথরের বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। আশ্বিনমাসে দসরা এবং কার্ত্তিকমাসে দীবালিই ইহাদের প্রধান উৎসব।

জোগেরুগণ ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ মান্য করে, ব্রাহ্মণগণ ইহাদের বিবাহাদিকার্য্য এবং স্বজাতীয় লোকের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করে। কোন কোন জোগেরুর বিবাহ কার্য্য ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ও অন্যান্য কার্য্য কাণফট্ বৈরাগী দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ইহারা তীর্থে ভ্রমণ করে না; আশ্বিনমাসের প্রথম পাঁচদিন প্রতি পরিবারের এক ব্যক্তি উপবাস করিয়া থাকে। ইহাদের নিজ শ্রেণীর মধ্যে এক জন ধর্ম্মোপদেষ্টা থাকে, সে

কখন বিবাহ করে না। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার আহারাদি সংগ্রহ করে। এই ব্যক্তি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কোন প্রিয় শিষ্যকে তৎপদে মনোনীত করেন।

সাধারণ জোগেরুদিগের গুরুর (ধর্ম্মোপদেষ্টা) নাম ভৈরবনাথ, ইনি রত্নগিরির নিকট বড়গুনাথ পাহাড়ের উপর বাস করেন। ইহারা দয়মব ও দুর্গব নামক গ্রামদেবতা-দিগকে পূজা করে ও যাদুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা প্রভৃতি বিশ্বাস করে। কোন কোন শ্রেণীর জোগেরু ভবিষ্যৎকথন-বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করে; কিন্তু ডাকিনীবিদ্যায় বিশ্বাস করে না। শ্মশান ও অন্যান্য স্থানে ভূতযোনির আবাস-স্থল বলিয়া ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সন্তান প্রসূত হইলেই ইহারা প্রসূতি ও সন্তান উভয়কেই স্নান করায়। পঞ্চমদিবসে নবপ্রসূত সন্তানের আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য ষষ্ঠীদেবার পূজা এবং সপ্তম দিবসে সন্তানের নামকরণ করে। বুলবুও প্রভৃতি স্থানের জোগেরুগণ সন্তান প্রসূত হইলে ১২ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতিকে ঘৃত ও ভাত খাইতে দেয়, পরে প্রসূতি গৃহকার্য্য করিতে আরম্ভ করে। দ্বাদশ দিবসে স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চপ্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য খাইতে দেয় এবং সন্তানের নামকরণ করা হয়। অল্পবয়সেই বালিকাদিগের বিবাহের সম্বন্ধ করা হয়; কিন্তু বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। বিবাহ-সম্বন্ধ ঠিক করিবার সময়ে কোনরূপ উপহার দেওয়া হয় না; কন্যার পিতা কএকজন স্বজাতীয় ব্যক্তির সম্মুখে তাহার কন্যাকে প্রস্তাবিত বরের সহিত বিবাহ দিবেন, এই মাত্র স্বীকার করেন। ৪ দিন পর্য্যন্ত বিবাহের উৎসব চলে। প্রথম দিবসে বর কন্যার বাটী আইসে; তথায় তাহাদিগের উভয়কে হরিদ্রা মাখান হয়; দ্বিতীয় দিবসে বরের পিতা সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান, ৩য় দিবসে কন্যার পিতা নিমন্ত্রণ করেন এবং এই দিনেই বিবাহের কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। বরকন্যা উভয়ে নববস্ত্র পরিধান করিয়া শস্যপরিপূর্ণ দুইটী চুপড়ির মধ্যে পরস্পরের মুখোমুখী হইয়া দাঁড়ায়। উভয়ের মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ-পুরোহিত মধ্যস্থানে হরিদ্রারঞ্জিত একখানি বস্ত্রধারণ করেন ও বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দম্পতিযুগলের মস্তকোপরি ধান্য প্রদান করেন। এই সময়ে ৪ জন সধবা স্ত্রীলোক বর-কন্যার চারিদিকে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহারা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে একগাছি সূতা ৫ গুণ করিয়া বাঁধে এবং মন্ত্র শেষ হইলে তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ড বরের অপর খণ্ড কন্যার হস্তে বাঁধিয়া দেয়। চতুর্থ দিবসে বরকন্যা উভয়ে গ্রামস্থ মারুতির মন্দিরে গিয়া একটী নারিকেল ভঙ্গ করে; পরে উভয়ে মিলিয়া বরের গৃহে আসে। মৃত ব্যক্তিদিগকে কবর দেয় এবং পঞ্চম দিবসে কবরে সেই মৃতব্যক্তির জন্য খাদ্য রন্ধন করিয়া প্রদান করা হয়। দ্বাদশ দিবসে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দিগের ভোজ হয়। প্রথম মাসে ইহারা মৃত ব্যক্তির আকার গঠন করিয়া তাহার আত্মার উপাসনা করে এবং প্রতি বৎসরে একটী ভোজ দেয়।

ইহাদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

জোগেরুদিগের মধ্যে জাতীয় একতা অতিশয় প্রবল। সামাজিক বিবাদ-বিসম্বাদ সমাজের প্রধান ব্যক্তি বিচার করেন। তাহাদের বিচারানুসারে যে না চলে, তাহাকে সমাজ হইতে দূরীভূত করা হয়।

জোগেরুগণ তাহাদিগের সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না, কিংবা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কোনরূপ নূতন উপায় অবলম্বন করে না।

এই সম্প্রদায়ই বোধ হয়, বঙ্গদেশে জুগী বা যোগী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [যোগী দেখ।]

জোঙ্গ (ক্লী) জুঙ্গ্যতে বর্জ্জ্যতে, জুগি বর্জ্জনে কর্ম্মণি অপ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কালীয়ক, গন্ধদ্রব্যভেদ। (হারা°)

জোঙ্গক (ক্লী) জুঙ্গতি ত্যজতি সদ্গন্ধং জুগি-ণ্বুল্, পৃষোদরা-দিত্বাৎ সাধুঃ। অগুরুচন্দন। (অমর ২।৬।১২৬)

জোঙ্গট (পুং) জুঙ্গতি আরোচকত্বং পরিত্যজত্যনেন বাহুলকাৎ জুঙ্গ-অটন্। গর্ভিণীর অভিলাষ, চলিত কথায় সাধ। (হারা°২১৯)

জোঙ্গড়া (দেশজ) ১ জন্তুভেদ। ২ বংশনির্ম্মিত মৎস্য ধরিবার চোব্ড়া।

জোটিঙ্গ (পুং) জুটেন ইঙ্গতি প্রকাশতে ইতি অচ্, পৃষোদরা-দিত্বাৎ সাধুঃ বা জুট-ইন্ জোটিং গচ্ছতি গম-ড খিচ্চ। ১ মহা-দেব। ২ মহাব্রতী। (ত্রিকা°)

জোড় (পুং) জুড় বন্ধনে ঘঞ্। ১ বন্ধন। ২ লৌহবিশেষ। (দেশজ) ৩ যুগ্ম। ৪ মিথুন। ৫ তুল্য, সমদর্শী।

জোড়খাই (দেশজ) আনদ্ধ বাদ্যবিশেষ। পূর্ব্বে ইহা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত।

জোড়তোড় (দেশজ) ১ কৌশল, উপায়। ২ আয়োজন।

জোড়া (দেশজ) ১ যুগ্ম, দুইটী। ২ একত্র দুইখানি পরি-চ্ছদ, বস্ত্রাবরণ।

জোত (যাবনিক) বড় বড় প্রজার নিকট হইতে কৃষকেরা ১।৩ বৎসরের নিমিত্ত যে জমী আবাদ করিতে লয়।

জোতগোপালি, মালদহ বিভাগে কেঁতিবালি পরগণার একটী বড় পল্লিগ্রাম।

জোতঘরিব, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণার একটী বড় গ্রাম।

জোতদার, ১ যাহারা জোত বা কোন বিস্তৃত চাষের জমি জমা রাখে বা জোত অধিকার করে।

২ কটকের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে প্রবাহিত একটী প্রণালী; মহানদীর খাড়ির সহিত সংযুক্ত। ইহা ২০° ১১´ উত্তর অক্ষা° এবং ৮৬° ৩৪´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে।

জোতনরসিংহ, মালদহ বিভাগে কোতবালি পরগণার একটী বড় গ্রাম।

জোতা (দেশজ) শকটাদিতে গো অশ্ব প্রভৃতি সংযোজিত করা।

জোনরাজ, 'রাজতরঙ্গিণী' বা কাশ্মীরের ইতিহাসের দ্বিতীয় লেখক। ইহার ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কহ্লণ পণ্ডিত রাজতরঙ্গিণী লিখিতে আরম্ভ করিয়া জয়সিংহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তীকাল হইতে জোনরাজ নিজের সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখেন। ইঁহার পরে আরও দুই জন লেখক রাজতরঙ্গিণী লিখিয়াছেন।

জোনরাজ পৃথ্বীরাজবিজয় নামে আর একখানি কাব্য এবং ১৩৭০ শকে কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

জোনাকি (দেশজ) জ্যোতিরিঙ্গণ, খদ্যোত, জ্যোতিঃশালী ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। (Lampyris noctiluca) ইহাদের আকার দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি। ইহাদের মস্তক ও গ্রীবা হ্রস্ব, বর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর। পক্ষের উপর লোহিত ও কৃষ্ণমিশ্রিত চিহ্ন দৃষ্ট হয়। স্ত্রী-জোনাকি অপেক্ষা পুং-জোনাকির চক্ষু বৃহৎ। ইহারা তরু, গুল্ম, লতা, পুষ্করিণী ও নদীতীর ইত্যাদি স্থলে বাস করে, এবং অন্ধকার রাত্রিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালার ন্যায় দেখা দেয়। ইহাদের ঐ আলোক বস্তিদেশের শেষ হইতে বহির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, ঐ আলোক দীপকসম্ভূত। জোনাকির পুচ্ছে দীপক (Phosphorus) বিদ্যমান আছে। জোনাকিগণ ইচ্ছানুসারে আলো কমাইতে বা বাড়াইতে পারে। সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা একবার খুব উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই প্রায় একবারে নিবিয়া যায়। ঐ উজ্জ্বল অংশ পৃথক করিয়া লইলেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উহা হইতে আলোক নির্গত হয়। নিবিয়া গেলে পুনরায় জল দিয়া কোমল করিলে আবার আলো বাহির হয়। গরম জলে ডুবাইলে এই কীট হইতে উজ্জ্বল আলোক উদ্গত হয়, কিন্তু শীতল জলে ডুবাইলে নিবিয়া যায়।

পুং-জোনাকি অপেক্ষা স্ত্রী-জোনাকিই অধিক উজ্জ্বল। স্ত্রীগণের পাখা নাই, সুতরাং উড়িতে পারে না, এক স্থানে থাকিয়া টিপ্ টিপ্ আলোক বিস্তার করিতে থাকে। ঐ আলোক দেখিয়া পুং-জোনাকিগণ উহাদিগকে সন্ধান করিয়া লয়। সিংহলে একরূপ জোনাকি কীট আছে, উহাদের স্ত্রীজাতি প্রায় ৩ ইঞ্চি লম্বা। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহারা বায়ুশূন্য স্থানে এবং বাষ্পের মধ্যে অনেকক্ষণ জীবনধারণ করিতে পারে। উদজন বাষ্পের মধ্যে রাখিলে কখন কখন সশব্দে ফাটিয়া যায়।

ইহাদের শাবকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমির ন্যায় এবং স্পষ্ট হইবামাত্র আলোক বিকিরণ করে, কিন্তু ঐ আলোক পূর্ণাবস্থ জোনাকির ন্যায় উজ্জ্বল নহে।

জোন্স, সর্ উইলিয়ম্, ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা উইলিয়ম জোন্সের গণিতে অতিশয় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি গণিতবিষয়ক কতকগুলি পুস্তক ও দর্শনবিষয়ে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিন বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জোন্সের পিতৃবিয়োগ হইলে তাঁহার মাতাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন হইলেন। জোন্সের মাতাকেই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইল। এই রমণী অতিশয় বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী ছিলেন। বাল্য-কালেই জোন্স শিক্ষাবিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। সাত বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি হারোর বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন এবং যখন তিনি নবম বর্ষে পদার্পণ করিলেন, তখন যদিও কোন আকস্মিক অশুভ ঘটনায় এক বৎসর কাল জোন্স বিদ্যালয়ে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি প্রায় তাঁহার সমগ্র সহপাঠী অপেক্ষা অধিকতর শিক্ষিত ছিলেন এবং শীঘ্রই তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডাক্তার থ্যাকারের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। ডাক্তার থ্যাকারে প্রায়ই বলিতেন, জোন্সকে উলঙ্গ এবং নিরাশ্রয় অবস্থায় সলিসবেরির প্রান্তরে ছাড়িয়া দিলেও সে অর্থ এবং যশের রাস্তা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ জোন্স ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই একজন প্রধান যশস্বী ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তি হইবেন। জোন্স ক্রমে ক্রমে শিক্ষায় এত উন্নতিলাভ করিলেন যে, পরবর্ত্তীকালে থ্যাকারের স্থলাভিষিক্ত ডাক্তার সমনার বলিতেন যে, জোন্স গ্রীকভাষায় তাঁহা অপেক্ষা অধিক ব্যুৎপন্ন ও শিক্ষিত।

হারোর বাসকালে শেষ দুই বৎসর তিনি আরব্য ও হিব্রু ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি সময় সময় লাটিন, গ্রীক ও ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার লিমন নামক পুস্তকে কয়েকটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশকালে তিনি ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা করিতেন।

১৭৬৪ অব্দে জোন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তিনি আরব্য ও পারস্য ভাষা শিখিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং অবকাশকালে ইতালী, স্পেন ও পর্ত্তুগালের প্রধান প্রধান গ্রন্থকারদিগের পুস্তকাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে তিনি অক্সফোর্ড পরিত্যাগ করিয়া আর্ল স্পেন্সর পরিবারের সহিত একত্র বাস করেন। এই স্থানে থাকিয়া তিনি লর্ড অল্থর্পের শিক্ষাকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ব্যবহারোপজীবের কার্য্য করিবার নিমিত্ত ১৭৭০ খৃঃ অব্দে তিনি এই পদ পরিত্যাগ করিলেন। উক্ত আর্ল পরিবারের সহিত একত্র বাসকালে জোন্স অতিশয় পরিশ্রমসহকারে প্রাচ্যভাষা শিক্ষা করিতেন এবং অদম্য উৎসাহের ফলে শীঘ্রই তিনি প্রাচ্য-ভাষায় একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইলেন।

১৭৬৮ খৃঃ অব্দে দেনমার্কের রাজা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া জোন্স 'নাদির শাহের' জীবনী পারস্য হইতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে উক্ত পুস্তকের মধ্যে হাফিজের কয়েকটী কবিতাও ফরাসীভাষায় অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হইল। পরবৎসর তিনি একখানি পারস্য ব্যাকরণ প্রকাশ করিলেন। ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জোন্স Commentaries on Asiatic Poetry নামে একখানি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই পুস্তকখানি লাটিন ভাষায় লিখিত হইয়া ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত হইল। পুস্তকের নাম Poeseos Asiaticœ Commentariorum Libri Sex, এই পুস্তকে প্রাচ্যকবিতা-সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য এবং হিব্রু, আরব্য, পারস্য ও তুরস্ক ভাষায় লিখিত অনেক উত্তম উত্তম কবিতার অনুবাদ আছে। স্পেন্সরের সহিত বাসকালে তিনি একখানি পারস্য অভিধান লিখিতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত পারস্য গ্রন্থকারদিগের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই অভিধানের আবশ্যকীয় কথাগুলির প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সময় আঁকৃতাই দুপেরোঁ (Anquetil du Perron) নামক কোন ব্যক্তি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার কতিপয় অধ্যাপকের দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে জোন্স নিজের নাম গোপন রাখিয়া ফরাসী ভাষায় উক্ত সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের ভাষা এমন ওজস্বিনী ও মধুরা হইয়াছিল যে, ইহা পারিসের কোন পণ্ডিতের লেখা বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে জোন্স এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করিলেন।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দে জোন্স ব্যবহারাজীবসম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। প্রাচ্যভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ সত্ত্বেও জোন্স এই সময় আইন ব্যতীত অন্য কিছুই পড়িতে পারিতেন না। তিনি নিয়মিতরূপে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতেন। এই সময় জোন্স জামিনবিধিসম্বন্ধে একখানি পুস্তক লেখেন। জোন্স কিরূপভাবে আইন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ব্লাকষ্টোন-সম্বন্ধে তাঁহার স্তুতিই তাহার যথেষ্ট ও স্পষ্ট নিদর্শন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে জোন্স অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমেরিকা-যুদ্ধসম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রদানে তিনি এরূপ অপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মহাসভায় প্রবেশের আশা নাই দেখিয়া তিনি অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তৎপ্রণীত কয়েকখানি পুস্তকে * তাঁহার রাজনৈতিক মত অবগত হইতে পারা যায়।

ছয় বৎসর পরে যখন তিনি তাঁহার ব্যবসায়ে বিশেষ যশলাভ করিলেন, তখন তিনি পুনরায় প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ১৭৮০-৮১ অব্দের শীতকালে অবসরমত আরব্য-সাহিত্যের বিখ্যাত প্রাচীন কবিতা মুয়াল্লাকতের অনুবাদ করিতে লাগিলেন।

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে লর্ড অস্বর্টনের (Lord Ashburton) চেষ্টায় জোন্স বঙ্গদেশের সুপ্রিমকোর্টের জজ নিযুক্ত ও নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি সেট অসফের (St. Asaph) ধর্ম্মযাজকের কন্যা সিপ্লেকে বিবাহ করিলেন।

এই বৎসরের শেষভাগে জোন্স কলিকাতায় উপনীত হইলেন এবং এই অবধি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত একাদশ বর্ষকাল অবসর পাইলেই প্রাচ্যসাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই প্রাচ্যসাহিত্যসেবী ব্যক্তিদিগকে একত্র করিয়া এসিয়ার পুরাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী সমিতি স্থাপন করিলেন। সর্ উইলিয়ম এই সভার সভাপতি মনোনীত হইলেন। এখন সেই সভাই এসিয়াটিক সোসাইটী নামে বিখ্যাত। এই সভা হইতে ভারতের সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের কত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। এখনও এই সভা (Asiatic Society) হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠ করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ

* পুস্তকের নাম (১) Enquiry into the Legal mode of Suppressing Riots (২) Speech to the Assembled inhabitants of Middlesex &c. (৩) Plan of a National defence. (৪) Principles of Government.

হিন্দুদিগের সাহিত্য ও পুরাতত্ত্বের অনেক বিষয় অবগত হইতেছেন। জোন্স এসিয়ার পুরাতত্ত্ব পুস্তকের প্রথম চারিখণ্ডে অনেকগুলি প্রবন্ধ * লিখিয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশে অবস্থিতিকালে জোন্স প্রথম তিন চারি বৎসর সর্ব্বদাই সংস্কৃত পড়িতেন। এই ভাষায় যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হিন্দু ও মহম্মদীয় আইনের সারসংগ্রহ করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিলেন। তিনি নিজেই অনুবাদ ও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া এই কার্য্য প্রায় শেষ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কোলব্রুক সাহেব পরিদর্শনের ভারগ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ শেষ করেন।

১৭৯৪ অব্দে সর্ উইলিয়ম জোন্স মনুসংহিতা অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করেন, এ সময়ে তিনি শকুন্তলা ও হিতোপদেশ ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন। জোন্স সাহিত্য-সেবায় অনবরত রত ছিলেন বলিয়া তাঁহার কর্ত্তব্যকার্য্যে (বিচারকের কার্য্য) অমনোযোগী হন নাই। লর্ড টেন-মাউথ (Lord Teignmouth) বলিয়াছেন—

"জোন্স এরূপ কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত নিজ কার্য্য সম্পাদন করেন যে, তিনি কলিকাতাবাসী দেশীয় ও য়ুরোপীয় ব্যক্তিদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কিছু-দিন জ্বরে ভুগিয়া ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ২৭এ এপ্রেল তারিখে কলিকাতানগরীতে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করেন।"

সর্ উইলিয়ম জোন্স বিবিধ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্ঞানও অসীম ছিল। ভাষা শিক্ষা করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। লাটিন ও গ্রীকভাষায় যদিও তাঁহার জ্ঞান তাদৃশ প্রগাঢ় ছিল না বটে, কিন্তু কোন য়ুরোপীয় আজ পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় আরবী, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তিনি অল্পবিস্তর তুর্কি ও হিব্রু ভাষা জানিতেন, চীন ভাষায়ও তাঁহার দখল ছিল; তিনি কনফুচির কবিতার অনু-বাদ করিতে পারিতেন। তিনি য়ুরোপে প্রচলিত সকল ভাষাই উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। বিজ্ঞানে তিনি ততদূর শিক্ষিত ছিলেন না, গণিত কিছু জানিতেন, রসায়ন উত্তমরূপ শিখিয়াছিলেন। জীবনের শেষকালে বিশেষ পরিশ্রমসহকারে তিনি উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা করিতেন।

যদিও জোন্সের নানাবিষয়ে বিস্তৃত শিক্ষা ছিল, তথাপি তাঁহার মৌলিকতা কিছুই ছিল না। তিনি কোন নূতন বিষয় আবিষ্কার করেন নাই বা কোন পুরাতন বিষয়েও নূতন শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার বিশ্লেষণ আশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। ভাষাসম্বন্ধে কোনপ্রকার বৈজ্ঞানিক উন্নতি তিনি করেন নাই—তিনি অপরের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। প্রাচ্য সাহিত্যসম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে মনে অতিশয় আমোদ হয় এবং তাহা পড়িলে অনেক বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে তাঁহার বর্ণনাক্ষমতা বা চিন্তাশক্তির মৌলিকতা দৃষ্ট হয় না। তিনি বিদ্যাবিষয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই মান্য ও গৌরবের পাত্র; বহু বিষয় শিখিবার জন্য তিনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, অল্প বিষয় শিখিবার জন্য যদি সেইরূপ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যা অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইত এবং হয়ত তিনি অদ্বিতীয় লোক হইতে পারিতেন।

জোন্সের চরিত্র চিরকাল সকলের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইবে।

জোন্স কোন বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করিতেই কাতর হইতেন না। পিতামাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহার বন্ধুগণ সকল সময়েই তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন; বিচারকালে তাঁহার ন্যায়পরতায় সকলেই সন্তুষ্ট হইতেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তক ব্যতীত সর্ উইলিয়ম জোন্স নিম্ন-লিখিত পুস্তকগুলি ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন।—(১) দুইখানি মহম্মদীয় আইন, (২) উত্তরাধিকারসম্বন্ধে এবং দানপত্র প্রস্তুত না করিয়া মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারস্বত্বের আইন, (৩) নিজামি-কৃত গল্প পুস্তক (৪) প্রকৃতির নিকট দুইটী স্তোত্র, (৫) বেদের উদ্ধৃতাংশ।

সর্ উইলিয়ম জোন্সের কবরের উপর নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী কবিতা লিখিত আছে—

"এক মানবের মর্ত্ত্যাংশ এই স্থানে নিহিত আছে, তিনি ঈশ্বরকে ভয় করিতেন—মৃত্যুকে নহে। তিনি তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অর্থ অন্বেষণ করিতেন

* A dissertation on the Orthography of Asiatic words in Roman Letters; on the Gods of Greece, Italy and India; on the Chronology of the Hindus; on the antiquity of the Indian Zodiac; on the 2nd Classical Book of the Chinese; on the Musical modes of the Hindus; on the Mystical Poetry of the Persians and Hindus containing a translation of the Gitagovinda by Jayadeva; on the Indian Game of chess; the Design of a Treatise on Plants of India &c.

না। অধার্ম্মিক ও কুক্রিয়াসক্ত লোক ব্যতীত অন্ত কাহাকেও তিনি আপন অপেক্ষা নীচ এবং জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ব্যতীত অন্ত কাহাকেও উচ্চ মনে করিতেন না।"

জোয়ানপুরী, কুকুভা ও সিন্ধুড়াযোগে উৎপন্ন, তোড়ী রাগিণী বিশেষ। ইহা আধুনিক রাগিণী। (সং রত্না°)

জোয়ার, (জোয়ারি, জোবার, জুয়ার) শস্তবিশেষ। ইহাকে কুর্ব্বি, ছড়ি, কাশজনার ইত্যাদিও বলে। বাস্তবিক এই শস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে জূর্ণ, যবনাল ও রক্তকূর্ণ কহে। অনেকে অনুমান করেন, এই জূর্ণ নাম সম্ভবতঃ ইহা আরবী ধুরা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এই শস্ত পূর্ব্বে এদেশে ছিল না, আরবদেশ হইতে এদেশে আনীত হয়। কিন্তু ঐ অনুমান কতদূর সত্য, বলা যায় না। ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইহা যে প্রকার জোয়ার, চোলাম, তুল্ল, জোন্ন, ক্যাগ, ঠেঠেবা, চবেল, শালু, কেজোল, নির্গোল প্রভৃতি অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তদ্দ্বারা জোয়ার যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশের সর্ব্বত্র উৎপন্ন হইত, ইহাই প্রতীয়মান হয়। অধুনা কোন বিদেশ হইতে আনীত হইলে ইহা কোন একটী মাত্র নাম দ্বারাই সর্ব্বত্র অভিহিত হওয়াই সম্ভবপর।

উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জোয়ারের চাস হইয়া থাকে। আমেরিকা, আফ্রিকার পূর্ব্বকূল, আরব, পারস্ত, চীন প্রভৃতি দেশেও ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা প্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্তান্ত অধিকাংশ স্থানেই জোয়ার একটী প্রধান খাদ্য মধ্যে পরিগণিত। ঐ সকল স্থানে ইহার চাষ গোধূম ও যবাদির চাষ অপেক্ষা বহু বিস্তৃত। কৃষকগণ তাহাদের নিজ ব্যবহার জন্য ইহার চাষ করে। গোধূম ও যবাদির মূল্য অধিক, তজ্জন্ত ঐ সমস্ত বিক্রয় করিয়া রাজস্ব ও সংসারের অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহ করে। কিন্তু জোয়ার নিজ খাদ্য জন্য রাখিয়া দেয়। কৃষকগণ ইহার রুটি, পিষ্টক, ছাতু প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং ভাজিয়া 'লাহি' নামক খাদ্য প্রস্তুত করে। ভাজা জোয়ার, গুড়, লঙ্কা ও লঙ্কা সহ সুস্বাদকর আহার্য্য। ঈষৎ অপক্ব অবস্থায় জোয়ারের শীষ ঝলসাইয়া কৃষকেরা উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে। এই শেষোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রের অনেক শস্ত গৃহজাত না হইতে হইতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। জোয়ারের খড় গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য।

জোয়ার নানাপ্রকার। ইহাদের মধ্যে বৃক্ষ, পত্র ও শস্তের আকার ও বর্ণগত ঈষৎ তারতম্য আছে। বৃক্ষসকল সচরাচর ৩।৪ হাত হইতে ৫।৬ হাত উচ্চ হয়। উহাদের মাথায় গুচ্ছবদ্ধ শীষ হয়। শস্তের দানাসকল সর্ষপের ২।৩ গুণ বড় এবং ঈষৎ চেপ্টা ও গোল। বর্ণ শুভ্র, লোহিত ও কৃষ্ণাভ-লোহিত এবং নানা মিশ্রবর্ণের হইয়া থাকে।

জোয়ার বৎসরে দুইবার জন্মে (১) খরিফ—ইহা শরৎকালে এবং (২) রবি—ইহা বসন্তকালে উৎপন্ন হয়। এই দুই শস্তের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। উভয়েরই খাদ্য সমান গুণসম্পন্ন।

জোয়ার চাষের জন্য উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমি প্রয়োজন হয় না; এমন কি অন্তান্ত শস্ত যেথানে কখন উৎপন্ন হয় না, এরূপ অনুর্ব্বর জমিতেও জোয়ার জন্মে। এজন্য কৃষকগণ গোধূমাদির জন্য ভাল জমি রাখিয়া অবশিষ্ট জমিতে জোয়ার চাষ করে; তবে কৃষ্ণবর্ণ কার্পাস-ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট জোয়ার জন্মে। ইহার জমিতে সচরাচর ১ হইতে ৪ বার লাঙ্গল দিয়া বর্ষার প্রারম্ভেই বীজ বপন করে। যেরূপ গভীর করিয়া চাষ দেওয়া হয়, গাছও তদনুরূপ সতেজ হয়।

সচরাচর জোয়ারের সহিত কুসুমফুল, মুগ, মাষকলায় প্রভৃতি বীজ মিশাইয়া দেয়। বর্ষা অনুকূল ও জোয়ার উত্তমরূপ জন্মিলে ঐ সকল শস্ত ছায়ায় পড়িয়া যায় এবং অধিক জন্মে না, কিন্তু শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে জোয়ার জন্মে না, তখন ২য় ফসল হইতেই কৃষকের বেশ লাভ হয়। জোয়ারের গাছ এক বা দেড় হাত বড় হইলে জমি একবার নিড়াইয়া দেয়। অধিক বর্ষা কিংবা অনাবৃষ্টি দুইই জোয়ারের অনিষ্টকর। শরতের শেষে জোয়ার কাটিয়া অনেক সময় ঐ জমিতে রবিশস্ত বপন করা হয়। অনেক সময় জোয়ারের শীষ না হইতে হইতেই গাছ কাটিয়া লয়। পরে গাছ আবার গজাইয়া উঠে, উহাতে গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়। কাঁচা ও শুষ্ক উভয় প্রকারই গোরুকে খাইতে দেয়। জোয়ারের ডাঁটায় চিনির ভাগ অধিক থাকায় গোধূম যবাদির খড় অপেক্ষা পশুগণ ইহাই খড় অধিক আগ্রহসহকারে ভক্ষণ করে। জোয়ার বৎসরে ২।৩ বার জন্মে, সুতরাং সম্বৎসরেই টাট্‌কা জোয়ারখড় পাওয়া যায়।

প্রধানতঃ কৃষকগণ শস্তের জন্যই জোয়ার চাষ করে, খড় প্রভৃতি অনাহূত লাভ মাত্র। কিন্তু অনেক সময় কেবল গো-মহিষাদির খাদ্য জন্যও কৃষকগণকে জোয়ার চাষ করিতে হয়

জোয়ারের শীষ বাহির হইলেই অতি সাবধানে রক্ষার প্রয়োজন। কাঠবিড়াল, পক্ষী, কীট প্রভৃতি ইহার বিস্তর শত্রু আছে। শস্য কাটিবার পূর্ব্বে প্রায় দেড় বা দুই মাস কাল কৃষককে অনবরত শস্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হয়। এ ছাড়া নানারূপ আগাছা ও মড়ক প্রভৃতি দ্বারাও জোয়ার নষ্ট হয়।

জোয়ার পাকিবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্ররক্ষক যথেচ্ছ শীষ ঝলসাইয়া খাইয়া থাকে। ক্ষেত্রস্বামীও অনেককে এই ঝলসান জোয়ার খাইতে নিমন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ কাটিবার পূর্ব্বে প্রায় ৫।৬ সপ্তাহ কাল উহাই তাহাদিগের প্রধান খাদ্য।

জোয়ার পাকিলে গাছ কাটিয়া লয় এবং শীষগুলি পৃথক করিয়া রাখে। শুষ্ক হইলে লাঠি দ্বারা শীষ ঝাড়িয়া লয় এবং শস্য বস্তায় পুরিয়া রাখে। গাছগুলি শুষ্ক করিয়া দেয়।

জোয়ারতণ্ডুল গোধূমাদি অপেক্ষা পুষ্টিকর, কেননা ইহা অন্যান্য অপেক্ষা লঘুপাক। প্রফেসর চার্চ্চ পরীক্ষা করিয়া শত ভাগ জোয়ারের নিম্নলিখিত উপাদান স্থির করিয়াছেন।

জল	...	...	১২·৫	অংশ।
অণ্ডলাল	...	...	৯·৩	"
শ্বেতসার	...	...	৭২·৩	"
তৈল	...	...	২·	"
সূত্রবৎ পদার্থ	...	...	২·২	"
ভস্ম	...	...	১·৭	"

পুষ্টিকারিতাসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, গোধূমের পুষ্টিকারিতা ৮৪·৬, তণ্ডুলের ৮৩½, জোয়ারের ৮৬। দরিদ্র কৃষকগণ অর্থলোভে মূল্যবান্ গোধূমাদি বিক্রয় করিয়া অল্প মূল্যের জোয়ার নিজের জন্য রাখিয়া দেয়। কিন্তু ঐ খাদ্যও কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

জোয়ার-চাষে সুবিধা অনেক। প্রথমতঃ ইহার জন্য তত উৎকৃষ্ট জমি প্রয়োজন হয় না, দ্বিতীয়তঃ ইহার চাষে পরিশ্রম অল্প, তৃতীয়তঃ ইহার খড় গো-মহিষাদির উৎকৃষ্ট খাদ্য।

অনেক স্থলে জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কীটে নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য বীজ রাখা কষ্টকর। কৃষকেরা কীটের উপদ্রব এড়াইবার জন্য জোয়ার গাছের ছাই মিশাইয়া বীজ রাখিয়া দেয়। ইহাতে সহজে পোকায় বীজ কাটিতে পারে না। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ও বরার প্রভৃতির অনেক স্থলে সকল বৎসর সমান বৃষ্টি হয় না। এজন্য কৃষকেরা মাটির নীচে গর্ত্ত করিয়া জোয়ার সঞ্চয় করিয়া রাখে। বৃষ্টি হইয়া জলে ভিজিয়া না গেলে ঐ শস্য অনেক বৎসর বেশ থাকে।

বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর, রাজমহল প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানে বাজরার ন্যায় জোয়ারও উৎপন্ন হয়। প্রথম বর্ষায় বৃষ্টি না হইলে বাজরা ভাল জন্মে না, শেষ বর্ষায় বৃষ্টি না হইলেই জোয়ারের ক্ষতি হয়।

বিদেশ হইতে জোয়ার ভারতবর্ষে আমদানী হয় না। বরং ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর অনেক পরিমাণে জোয়ার ও বাজরা এডেন, আবিসিনিয়া, আরব, মিশর, মেক্‌রান্, সোনমিয়ানি, বেলজিয়ম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। য়ুরোপে জোয়ার প্রধানতঃ গৃহপালিত পক্ষীদিগের আহার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এডেন, মিসর প্রভৃতির লোকেরাও জোয়ার ভক্ষণ করে।

ইংলণ্ডের পশুপক্ষীদিগের খাদ্য জন্য বিস্তর জোয়ার ও বাজরা খরচ হয় বটে, কিন্তু উহার কিছুমাত্রও ভারতবর্ষ হইতে যায় না। মিশরদেশ হইতেই ইংলণ্ডে জোয়ার প্রভৃতি রপ্তানী হয়। ভারতবর্ষে বোম্বাই ও করাচী এই দুই বন্দরই বিদেশে জোয়ার ও বাজরা রপ্তানী করিবার প্রধান আড্ডা। জোয়ারের অন্তর্বাণিজ্যই বহুবিস্তৃত। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ইহার আমদানী রপ্তানী কিছুই নাই। সুতরাং ঐ প্রদেশে উৎপন্ন জোয়ার স্থানীয় ব্যবহারেই আইসে। পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে খাল প্রভৃতির বিস্তার হওয়ায় জোয়ার চাষের অনেক সুবিধা হইয়াছে। অধিবাসিদিগের পর্য্যাপ্ত খাদ্য হইয়াও অনেক শস্য উদ্বৃত্ত থাকে। পঞ্জাব হইতে অধিকাংশ জোয়ার বিদেশে রপ্তানী হয়। বাঙ্গালা দেশেও অনেক জোয়ার আমদানী হয় বটে, কিন্তু উহার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিদেশে ভারতীয় গোধূমের কাটতি অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় সম্প্রতি জোয়ারের চাষ কমিয়াছে। ইহাতে জোয়ারের জমির দর ক্রমশঃ বাড়িতেছে, এবং উদ্বৃত্ত গোধূম বিক্রয় করিয়া ঐ মূল্যে কৃষক জোয়ার ক্রয় করিতে আরম্ভ করায় জোয়ার মহার্ঘ হইতেছে।

কয়েক প্রকার জোয়ার গাছ হইতে চিনি প্রস্তুত হয় কিন্তু ঐ চিনির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং রস হইতে চিনি প্রস্তুত করা কষ্টকর বলিয়া উহাতে তত লাভ হয় না।

শুষ্ক জোয়ারের গাছে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে ইহার শীষ হইতে বিছানা প্রভৃতি ঝাড়িবার ঝাঁটা প্রস্তুত হয় বিলাতে ইহার কাটতি বেশী।

২ বেলা। [জোয়ারভাঁটা]

জোয়ারভাঁটা, প্রতিদিন সমুদ্রজলের উচ্চতা দুইবার বৃদ্ধি ও দুইবার হ্রাস হয়, এইরূপ বৃদ্ধিকে জোয়ার ও হ্রাসকে ভাঁটা কহে, সংস্কৃত ভাষায় জোয়ারকে বেলা কহে, সমুদ্রের কূলবর্ত্তী অধিবাসীমাত্রই এই নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ সমুদ্রজলের হ্রাসবৃদ্ধি পর্য্যবেক্ষণ এবং চন্দ্রই যে তাহার কারণ, ইহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।* তাঁহারা তিথিবিশেষে জলের উচ্চতার ন্যূনাধিক্যও দেখিয়াছেন। বহুল সংস্কৃতগ্রন্থে জোয়ারের উল্লেখ এবং চন্দ্র যে তাহার উৎপত্তির কারণ, তাহা বর্ণিত আছে। কালিদাস রঘুবংশে পুত্রমুখদর্শনে রঘুর অত্যানন্দ বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

"মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাৎ
গুরুপ্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি।"

অর্থাৎ চন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের জল যেমন কূল ছাপাইয়া পড়ে, তদ্রূপ পুত্রমুখদর্শনে দিলীপের অতিশয় আনন্দ শরীরে ধরিল না, বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

পঞ্চতন্ত্রে লিখিত আছে।

"পূর্ণিমাদিনে সমুদ্রবেলা চটতি।"

আরও রামায়ণে—

"নিবৃত্তবেলসময়ে প্রসন্ন ইব সাগরঃ।"

যাহা হউক স্থূলবিষয়ে এবং সাধারণ ব্যবহারে প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য প্রাচীন হিন্দুদিগের এই জ্ঞান পর্য্যাপ্ত হইলেও জোয়ারের উৎপত্তি, গতি, সূক্ষ্ম ক্রিয়াদির সূক্ষ্ম তত্ত্ববিষয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সম্যক্ আলোচিত হয় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতেও চন্দ্রই জোয়ার-ভাঁটার উৎপত্তির প্রধান কারণ। চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীস্থ সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু কিরূপে চন্দ্রের আকর্ষণে কার্য্যকারী হয়, তদ্বিষয়ে এখনও মতভেদ আছে।

জোয়ারের বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিতে পৃথিবীকে বর্ত্তুলাকার এবং সমগভীর একস্তর জলদ্বারা আচ্ছাদিত কল্পনা করা যাউক। এখন চন্দ্র ইহার কোন স্থানের উপরিভাগে বিদ্যমান হইলে চন্দ্রমণ্ডল যুগপৎ পৃথিবীপিণ্ড এবং ইহার জলভাগকে আকর্ষণ করিবে। কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ দূরত্বের বর্গানুসারে হ্রাস হয়; সুতরাং পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের দিকে পরিবর্ত্তিত, ঐ অংশের জলভাগ কঠিন পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা চন্দ্রমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত অধিকতর নিকটবর্ত্তী বলিয়া পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা অধিক বলে চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইবে। চন্দ্রের আকর্ষণে ঐ স্থানের জল উচ্চ হইয়া উঠিলে, পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে জল ঐ স্থানাভিমুখে ধাবিত হইবে। আবার ঐ স্থানের বিপরীত ভাগের জল পৃথিবীপিণ্ড অপেক্ষা দূরবর্ত্তী বলিয়া কঠিন পিণ্ড চন্দ্রের দিকে সরিয়া আসিবে এবং জল পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। সুতরাং একই সময়ে একই আকর্ষণে পৃথিবীর পরস্পর দুই বিপরীতভাগে জোয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই দুই জোয়ারের উচ্চতা সমান নহে। চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী পৃথিবীপৃষ্ঠ অপেক্ষা উহার বিপরীত ভাগে চন্দ্রের আকর্ষণ অল্প কার্য্যকারী, সুতরাং ঐ প্রদেশে জোয়ারের প্রাবল্যও অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী বলয়াকার স্থানের জল কতক পরিমাণে ঐ দুই প্রান্তাভিমুখে ধাবিত হয়, সুতরাং ঐ বলয়াকৃতি স্থানে ভাঁটার উৎপত্তি করে। নিম্নস্থ চিত্রে, মনে কর গ ঘ পৃথিবীর কঠিন পিণ্ড, ক খ জলময় আবরণ; অভিমুখে চ অর্থাৎ চন্দ্র ইহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।
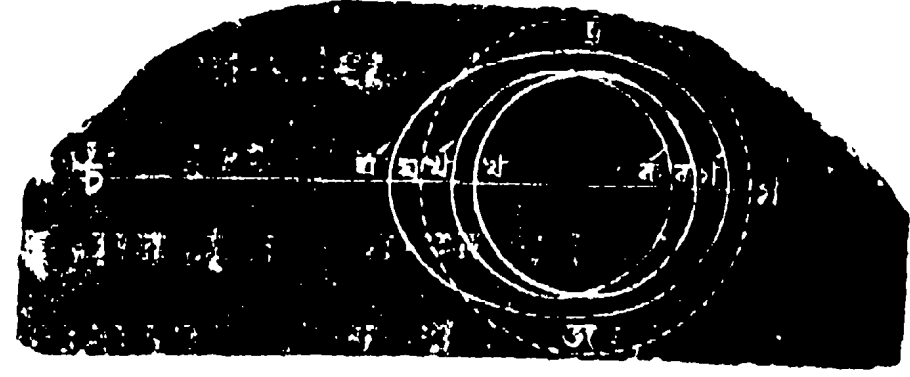
পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে জল ভাগ ক' খ' এই আকার ধারণ করিবে। ইতিমধ্যে কঠিন পিণ্ড গ' ঘ' স্থানে আসিবে। সুতরাং একই সময়ে ক' ও খ' স্থানে জল পৃথিবীকেন্দ্র হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইবে। ঐ দুইস্থানে জোয়ার এবং ছ ও জ স্থানে ভাঁটা হইবে। দুই স্থানে জলের উন্নতি এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী বলয়াকার স্থানে জলের অবনতি হওয়ায় পৃথিবী অণ্ডাকার ধারণ করে। এই অণ্ডের দুই প্রান্ত নিয়ত চন্দ্রমণ্ডলের সহিত সমসূত্রপাতে উর্দ্ধাধোভাবে অবস্থিতি করে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা বিষুবরেখার উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে চন্দ্রের নিম্ন দিয়া ফিরিয়া আসে। সুতরাং ঐ সকল স্থানে জোয়ারের তরঙ্গ প্রায় ঘণ্টায় ১০০০ মাইল পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে গমন করে। এক এক ঘণ্টা অন্তর এই জোয়ার-তরঙ্গের অবস্থান প্রদর্শন করিয়া জোয়ারের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এখন যদি বিষুবমণ্ডলের কোন স্থানে কোন দ্বীপ সমুদ্রজলের উপর জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ স্থান যথাক্রমে ক', ছ, খ' ও জ নামক স্থান দিয়া প্রতিদিন ঘুরিয়া আসিবে। সুতরাং ঐ দ্বীপে প্রতিদিন দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হইবে। ক' চিহ্নিত স্থানে আসিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে আহ্নিক-জোয়ার এবং খ' চিহ্নিত স্থানে আসিলে যে জোয়ার হয়, উহাকে পাল্টা-জোয়ার বলা যাইতে পারে। এক আহ্নিক

জোয়ারের পর পুনরায় আহ্নিক জোয়ার হইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট সময় লাগে। এবং আহ্নিক জোয়ারের পরে প্রায় ১২ ঘণ্টা ২৮½ মিনিট পরে পাল্টা জোয়ার হয়। কেবল চন্দ্রের আকর্ষিণী-শক্তি দ্বারা সমুদ্রে প্রায় ৫ ফিট উচ্চ জোয়ার হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জোয়ার গণনা অতি সহজ বোধ হইলেও ইহা অতি জটিল। সর্ব্বদা বহুসংখ্যক আনুষঙ্গিক শক্তি চন্দ্রকৃত জোয়ারের অনুকূল ও প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। ঐ সকল শক্তি প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান জোয়ার-তরঙ্গ উৎপাদন করে। দৃশ্যমান জোয়ার-প্রবাহ ঐ সকল শক্তি-সঙ্ঘাতফল মাত্র। এই সকল শক্তি মধ্যে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি প্রধান।

পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় ৪০০ গুণ অধিক হইলেও সূর্য্যের বস্তুপরিমাণ চন্দ্র অপেক্ষা প্রায় ২,৮৪ ০০,০০০ দুই কোটী চুরাশি লক্ষ গুণ বড়। মহাকর্ষণের নিয়মানুসারে দূরত্বের বর্গানুসারে আকর্ষণ হ্রাস হয়। গণিতসাহায্যে প্রমাণ করিতে পারা যায়, দূরত্বের ঘন অনুসারে আকর্ষণের জোয়ার-উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস হয়। এইরূপে ভূপৃষ্ঠে সূর্য্য ও চন্দ্রের জোয়ার উৎপাদিকাশক্তির অনুপাত ৩৪৫ : ৮০০ মাত্র। অর্থাৎ সূর্য্যের শক্তি চন্দ্রের প্রায় ৪/৯ অংশ, সুতরাং বড় অল্প নহে। এই বিরাট শক্তি অনেক সময় চন্দ্রের প্রতিকূলে কার্য্যকারী। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময় উহারা পরস্পর অনুকূলভাবে কার্য্য করে অর্থাৎ উভয়েই পৃথিবীর এক অংশে জোয়ার ও অন্য অংশে ভাঁটা উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে, সেই জন্য ঐ দিবস জোয়ারের উচ্চতা অন্য দিন অপেক্ষা অধিক হয়। সপ্তমী, অষ্টমী দিনে চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পর সম্পূর্ণ প্রতিকূলভাবে কার্য্য করায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প জোয়ার হয়। অষ্টমী হইতে অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে জোয়ার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে সমুদ্রাবরিতা পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে কতকটা অণ্ডাকার ধারণ করে। ইহার একটী শীর্ষ সর্ব্বদা চন্দ্রের দিকে এবং অপরটী তাহার ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এই অণ্ডের লঘুব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস প্রায় ৫৮ ইঞ্চি অধিক, সুতরাং সূর্য্যশক্তি দ্বারা উৎপন্ন অণ্ডাকারের গুরুব্যাস লঘুব্যাস অপেক্ষা প্রায় ২৫·৭ ইঞ্চ বৃহত্তর হইবে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন উহাদের প্রায় যোগফল এবং অষ্টমীর দিন বিয়োগফল দ্বারা বাস্তবিক জোয়ার উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার জোয়ার কেবল চন্দ্রের শক্তি দ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের ১৩/৯ গুণ এবং অষ্টমীজোয়ার চন্দ্রদ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের ৫/৯। সুতরাং পূর্ণিমাজোয়ার ও অষ্টমীজোয়ারের অনুপাত প্রায় ১৩ : ৫ অর্থাৎ আড়াই গুণেরও অধিক।

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা মেরুপ্রদেশদ্বয়ে জোয়ার অসম্ভব, কেননা মেরু হইতে অনবরত জলরাশি বিষুবমণ্ডলে জোয়ারের স্থানে ধাবিত হইতেছে এবং ক বিন্দুতে খ বিন্দু অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ অধিক কার্য্যকারী বলিয়া আহ্নিক জোয়ার পাল্টা জোয়ার অপেক্ষা প্রবল হইবে। কিন্তু নানা কারণে ঐরূপ প্রত্যক্ষ হয় না। ইহার কারণ ক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্বীপ যদি বিষুবরেখার উভয় প্রান্তে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে জোয়ার-তরঙ্গ দ্বীপকূলে প্রতিহত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণদিকে মেরু প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং দ্বীপের দুই প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অপর পার্শ্বে যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরমুখে বিষুবরেখার দিকে সমান গতিতে অগ্রসর হয়। এইরূপে বিষুবরেখা হইতে বহুদূরবর্ত্তী সাগর উপসাগরাদিতেও মহাসাগরের জোয়ার-তরঙ্গ ব্যাপ্ত হয়।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিবস চন্দ্র ও সূর্য্য মিলিতভাবে জোয়ার উৎপাদনে সাহায্য করে, সুতরাং জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। এতদ্দেশীয় নাবিকেরা উহাকে কটাল কহে। কিন্তু অষ্টমী দিনে উহারা পরস্পর প্রতিকূলভাবে কার্য্য করায় জোয়ার তাদৃশ প্রবল হয় না। ক্রমে যত অমাবস্যা ও পূর্ণিমা নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই জোয়ারের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। আবার দেখা যায়, পৃথিবী ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হওয়ায় পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের দূরত্ব সর্ব্বদা সমান থাকে না। চন্দ্র ও সূর্য্যের নীচে অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটস্থ স্থানে অবস্থানকালে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইলে তৎকালে যে জোয়ার হয়, উহার উচ্চতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উহাকে এদেশীয় নাবিকেরা তেজ-কটাল কহে। কিন্তু উক্ত জ্যোতিষ্কদ্বয় মন্দোচ্চ অর্থাৎ দূরতম স্থানে থাকিলে জোয়ার অল্প উচ্চ হয়। এদেশে উহাকে মরাকটাল বলে।

বিষুবরেখা হইতে বন্দরাদির ও চন্দ্র সূর্য্যের অবনতি অর্থাৎ বিষুবমণ্ডল হইতে দূরত্ব জন্যও জোয়ার-ভাঁটার ইতরবিশেষ হয়। জোয়ার-তরঙ্গদ্বয়ের দুইটী শীর্ষস্থান পরস্পর ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। এখন যদি কোন স্থানের অক্ষাংশ ও বিষুবরেখা হইতে চন্দ্রের কৌণিকদূরত্ব সমান এবং উভয়ে বিষুবরেখার এক পার্শ্বস্থ হয়, তাহা হইলে চন্দ্র যে কোন সময় ঐ স্থানের মস্তকোপরি আসিলে তখন ঐ স্থানে জোয়ার-তরঙ্গের একটী শীর্ষ হইবে। পৃথিবীর আহ্নিকগতি দ্বারা ঐ স্থানে প্রায় ১২ ঘণ্টা পরে চন্দ্র

যে দ্রাঘিমায় অবস্থিত, তাহার ঠিক বিপরীত দ্রাঘিমায় উপস্থিত হইবে। কিন্তু ঐ সময় জোয়ার-তরঙ্গের অপর শীর্ষ অপর গোলার্দ্ধে পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে উহার অক্ষান্তরের দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত হইবে। এজন্য পাল্টা জোয়ারের উচ্চতা ঐ স্থানে অতি সামান্য হইবে। এইরূপ চন্দ্র ও ঐ স্থান বিষুবরেখার দুই ভিন্ন পার্শ্বস্থ হইলে আহ্নিক-জোয়ার অতি অল্প এবং পাল্টা-জোয়ার অতি উচ্চ হইবে। বিষুবরেখার কোন স্থানে ১২ঘ ১৪ মি অন্তর প্রায় সমানভাবে জোয়ার হয়।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা ভারত মহাসাগর ও আট্‌লান্টিক মহাসাগরের জোয়ারের প্রকৃতি সম্যক্ অবগত হইয়াছেন। ঐ দুই মহাসাগরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ব্বোচ্চ জোয়ারের কাল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির হয়, জোয়ার-তরঙ্গ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের দক্ষিণস্থ মহাসাগরে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে পশ্চিমমুখে বঙ্গোপসাগর ও পারস্য উপসাগরের দিকে ধাবিত হয়। দাক্ষিণাত্যের মলবার ও করমণ্ডল উভয় উপকূলেই জোয়ার সমভাবে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপ জোয়ার-তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ২০।৩০ ঘণ্টা পরে উহা গঙ্গা বা সিন্ধুনদীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। লোহিতসাগরের মোহানা হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমস্ত পূর্ব্ব উপকূলে প্রায় একটী মাত্র জোয়ার তরঙ্গ এক সময়ে বর্ত্তমান থাকে, সুতরাং ঐ সমস্ত স্থানে একই সময়ে জোয়ার লক্ষিত হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়া জোয়ার-তরঙ্গ আট্‌লান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে এবং আমেরিকা-অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হইবার প্রায় ১৩।১৪ ঘণ্টা পরে জোয়ার-তরঙ্গ ইংলিস্ চানেলে প্রবেশ করে। এই সময়ে ইহার অপর শাখা উত্তর ভাগে যাইয়া দক্ষিণমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, সুতরাং জর্ম্মণ সাগরে একবারে দুইদিক্ হইতে দুইটী জোয়ার-তরঙ্গ প্রবেশ করে। এইরূপে জোয়ার-তরঙ্গ উৎপন্ন হইবার প্রায় ৫০।৬০ ঘণ্টা পরে উহা ইংলণ্ডীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়।

এইরূপে জোয়ার-প্রবাহ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া একই সময়ে নানা দ্রাঘিমায় ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নানাদিকে অগ্রসর হয়। এই জন্য অনেক সময় এক বন্দরে দুই ভিন্ন দিক্ হইতে দুইটী জোয়ারপ্রবাহ একই সময়ে উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ স্থানে উভয়ের সঙ্ঘাতে প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হয়। জর্ম্মণ সাগরের কূলস্থিত অনেক বন্দরে এইরূপ ঘটে। ফণ্ডী উপসাগরের কূলস্থিত আন্নাপোলিস্ বন্দরে এইরূপে জোয়ার-জল ১২০ ফিট উচ্চ হয়। টঙ্কুইনের বাট্‌শাম বন্দরে একই সময়ে ভারতমহাসাগর ও চীনসাগর হইতে একটী জোয়ার-তরঙ্গ ও একটী ভাঁটা উপস্থিত হয়। ঐ দুই প্রবাহের সংমিশ্রণ হেতু তথায় সমুদ্রজল সর্ব্বদা সমভাবে থাকে। সুতরাং তথায় জোয়ার লক্ষিত হয় না।

বিস্তীর্ণ সমুদ্রে জোয়ার-জলের উন্নতি কএক ফিটের অধিক হয় না, ঐ উন্নতিও প্রশস্ত সমুদ্রবক্ষে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু কোন কোন নদী ও খাড়ী প্রভৃতির মোহানায় জোয়ার-জলের উচ্চতা ১০০ ফিটেরও অধিক হয়। ব্রিষ্টল চানেলের জল ১৮ ফিট এবং সোয়ান্‌সির জল ৩০ ফিট উচ্চ হইয়া থাকে। চেপ্‌ষ্টোন নগরের নিকট জল প্রায় ৫০ ফিট এবং আমেরিকার নবস্কোসিয়াপ্রদেশে জল প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ হয়। এই উচ্চতা চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের স্ফীতি জন্য হয় না। জোয়ার-তরঙ্গ বেগে প্রবাহিত হইবার সময় উপকূল দ্বারা প্রতিহত হইলে জল উচ্ছলিত হইয়া উঠে এবং পশ্চাত্তাড়িত তরঙ্গমালা দ্বারা আরও উন্নীত হইয়া ভীষণ বেগে নদীমুখে ধাবিত হয়, বিস্তীর্ণ জোয়ার-পবাহ প্রবলবেগে আসিতে আসিতে যদি ক্রমশঃ অপ্রশস্ত নদী-মোহানা বা খাড়ীতে প্রবেশ করে, তবে আবদ্ধ হইয়া যায় ও জল উচ্চ হইয়া উঠে। আমেজন নদীর জল প্রায় ১২০ ফিট উচ্চ হয়।

জোয়ারের সময় সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহা সর্ব্বদা ঠিক থাকে না। সচরাচর আহ্নিক জোয়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট পরে পরে হয়। কিন্তু অমাবস্যার দিন সূর্য্য যদি যাম্যোত্তররেখা (Meridian) চন্দ্রের পূর্ব্বেই পার হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই জোয়ার আসে, আর যদি পশ্চাতে পার হয়, তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আসে। পূর্ণিমার দিনও সূর্য্য বিপরীতদিকের দ্রাঘিমা চন্দ্রের অগ্রে পার হইলে জোয়ার শীঘ্র ও পশ্চাৎ পার হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়াপেক্ষা বিলম্বে হয়।

সচরাচর সমুদ্রকূলে আহ্নিক জোয়ারের ১২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট পরে আবার জোয়ার হয়। সর্ব্বোচ্চ জোয়ার-জলের প্রায় ৬ ঘ ২৪ মি পরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাঁটা হয়। দুই ভাঁটারও মধ্যবর্ত্তী কাল ১২ঘ ৫৭মি। কিন্তু নদীর উপরদিকে ভাঁটার কাল অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হয়, অর্থাৎ ঐ সকল স্থলে জল যত শীঘ্র শীঘ্র উচ্চ হইয়া জোয়ার উৎপন্ন করে, তাহার পর অল্পে অল্পে জল কমিতে তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘকাল লাগে।

এইজন্য অনেক নদীতে জোয়ারের জল সহসা প্রবেশ করে এবং প্রাচীরবৎ উচ্চ হইয়া বেগে স্রোতের প্রতিকূলে ধাবিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী তরঙ্গসকল যাইতে না যাইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী তরঙ্গসকল উহাদের উপর গিয়া পতিত হয় এবং উচ্চ হইয়া হঠাৎ কূলের উপর আছাড়িয়া পড়ে। ইহাকে বাণ-আসা কহে।

আমেজন নদীর বাণ এইরূপ প্রায় ১২।১৫ ফিট উচ্চ হইয়া ভীষণবেগে ধাবিত হয়। এই বাণের সময় নৌকাদি তীরের নিকট থাকিলে অনেক সময় ভাঙ্গিয়া যায়, সেইজন্য জোয়ারের সময় নাবিকগণ নৌকাদি নদীর মাঝে লইয়া রাখে।

নদী বা খাড়ী প্রভৃতির মোহানা পূর্ব্বদিকে না থাকিয়া পশ্চিম বা অন্য কোন দিকে থাকিলেও উহাতে সমান জোয়ার উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য এইরূপ পশ্চিমবাহিনী সমুদ্র-পতিতা নদীতে জোয়ারের সময় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে অর্থাৎ ঠিক বিপরীতদিকে জোয়ার হইয়া প্রবাহিত হয়।

কোন স্থানে জোয়ার-প্রবাহ চলিতে চলিতে জল স্থির হয় এবং তৎপরেই আবার ভাঁটায় স্রোতের জল কমিতে থাকে। ক্রমে জল পুনরায় স্থির হইয়া আবার জোয়ার আরম্ভ হয়। ঐ দুই স্রোতহীন সময়ই যথাক্রমে ঐ স্থানের জোয়ার ও ভাঁটার চরম উন্নতি ও অবনতি। সমুদ্রকূলবর্ত্তী বন্দরের পক্ষে এই কথা সত্য হইলেও নদীমোহনায় প্রযুজ্য নহে। ঐ স্থানে জলরাশির চরম উন্নতির পরেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জল নদীমুখে প্রবেশ করে।

উপকূল হইতে দূরবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষে জোয়ার হইলেও উপলব্ধি হয় না। ভূমধ্যসাগরে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ জোয়ারের সময়েও জল ২ ইঞ্চ মাত্র উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার কারণ জোয়ার বুঝাইতে পৃথিবীর যে অণ্ডাকৃতি কল্পনা করা গিয়াছে, ভূমধ্যসাগর তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। সুতরাং সমপরিমাণ একটী সম্পূর্ণ বর্ত্তুলের অংশ হইতে অধিক ভিন্ন নহে।

সমুদ্রের গভীরতা ও আকারের উপর এবং দ্বীপ, মহাদ্বীপাদির ব্যবধানহেতু জোয়ারের বিস্তর বৈষম্য লক্ষিত হয়।

ইংলণ্ডীয় নাবিকপঞ্জিকায় য়ুরোপের প্রায় সমস্ত বন্দরের জোয়ার-ভাঁটার কাল ও উচ্চতার বিষয় লিখিত আছে। নাবিকগণের পক্ষে এই সকল জানা অতি প্রয়োজন। পোতাশ্রয়াদি নির্ম্মাণকালে জলের চরম উন্নতি ও চরম অবনতি জানা একান্ত আবশ্যক। অনেক নদীর মোহানায় বালির চড়া থাকে, জোয়ারের সময় ব্যতীত উহার উপর বৃহৎ জাহাজ প্রভৃতি পার হইতে পারে না। সুতরাং এই সকল নদীতে প্রবেশ করিতে হইলে জোয়ার-জ্ঞান আবশ্যক। নদীর স্রোতমুখে ও প্রতিকূলে যাইতে হইলে জোয়ার অনেক সাহায্য করে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ ব্যতীত আরও অনেক কারণ জোয়ারের সহিত সংসৃষ্ট। প্রত্যক্ষ যে সকল জোয়ার উৎপন্ন হয় তাহা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণ সমূহের সঙ্ঘাতে হইয়া থাকে।

১। চন্দ্র ও সূর্য্যের আহ্নিক জোয়ার-তরঙ্গ (Diurnal tide)

২। চন্দ্র ও সূর্য্যের পাল্টাজোয়ার-তরঙ্গ। (Semi-diurnal tide)

৩। চন্দ্রের পাক্ষিক ও সূর্য্যের ষাণ্মাসিক অয়ন-পরিবর্ত্তন জন্য জোয়ার-তরঙ্গ। (Semi menstrual & Semi annual)

ইহাদের সহিত আরও কতকগুলি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন জন্য জোয়ারের ইতরবিশেষ হয়। যথা—

৪। বায়ুরাশির চাপের সময় সময় হ্রাসবৃদ্ধিবশতঃ সাগরজলের স্ফীতি ও অবনতি।

৫। বায়ুর গতির সহসা পরিবর্ত্তন।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা জোয়ারের বিষয় একরূপ সামান্য জানিতে পারা যায়। এই জোয়ার-প্রবাহ এক সময়ে পৃথিবীর বহুদূরে ব্যাপ্ত থাকে। গভীর সমুদ্র ইহার প্রভাবে তল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু অতিভীষণ ঝটিকাকালেও সমুদ্রজল প্রচণ্ড উর্ম্মিমালাসঙ্কুল ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইলেও কয়েক ফিটের নিম্নে সমুদ্রজল স্থির থাকে।

চন্দ্রই জোয়ারের প্রধান কারণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চন্দ্র ও পৃথিবী পরস্পর দৃঢ় আকর্ষণে বদ্ধ থাকিয়া উভয়েই এক সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সমুদ্রের জল নিয়তই চন্দ্রের নিম্নে ও উহার ঠিক বিপরীতভাগে উচ্চ হইয়া থাকে। সুতরাং দুইটী জোয়ার-তরঙ্গ সর্ব্বদা চন্দ্রের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবী আহ্নিক গতি দ্বারা ঐ জোয়ার-তরঙ্গ ভেদ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। এই অবিশ্রান্ত ঘর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি কতক পরিমাণে বাধিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে তাপ উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং এই ঘর্ষণ দ্বারা প্রতিহত হইয়া পৃথিবীর আহ্নিক গতি ক্রমান্বয়ে হ্রাস, সুতরাং দিবস ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। যত দিন পর্য্যন্ত পৃথিবী এক চান্দ্রমাস অপেক্ষা অল্প সময়ে নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্ত্তন করিবে, তত দিন এইরূপ পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ হ্রাস হইতে থাকিবে।

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এক সময় পৃথিবীর এক দিবস এক চান্দ্রমাসের সমান হইবে। তখন পৃথিবী ও চন্দ্র পরস্পরের দিকে একটী মাত্র পৃষ্ঠ অনবরত প্রদর্শন করিয়া দৃঢ়ভাবে বদ্ধ কন্দুকদ্বয়ের ন্যায় পরিবর্ত্তন করিতে থাকিবে। তখন সমুদ্রজল পৃথিবীর দুইস্থানে উচ্চ হইয়া স্থির থাকিবে, সুতরাং জোয়ার-ভাঁটা হইবে না। কিন্তু সে কাল আসিতে বহু লক্ষ বৎসরের প্রয়োজন। এই ব্যাপার দ্বারা আর একটী প্রশ্নের নিরাকরণ হয়।

চন্দ্রের একটী পৃষ্ঠই সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে প্রদর্শিত

থাকে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকে পূর্ব্ববৎ অনুমান করেন, চন্দ্র যখন সম্পূর্ণ কিংবা অন্ততঃ উপরিভাগে দ্রাবস্থায় ছিল, তখন পৃথিবীর আকর্ষণে উহাতে নিঃসন্দেহ প্রবল জোয়ার উৎপন্ন হইত। এই প্রকাণ্ড জোয়ারের ভীষণ ঘর্ষণে চন্দ্রের আবর্ত্তনশক্তি হ্রাস হইয়া এখন এক চান্দ্রমাসে একবার দাঁড়াইয়াছে।

জোয়ারী (হিন্দী) শস্যবিশেষ। [জোয়ার দেখ।]

জোর (পারসী) শক্তি, বল।

জোরজে, বস্তরাজবর্ণিত একটী জনপদ। বস্তরাজমতে ইহার অক্ষাংশ ৩৬।৪০। ইহাই বর্ত্তমান জর্জ্জিয়া বলিয়া বোধ হয়।

জোরজলম্ (পারসী) অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবিচার।

জোরবার (পারসী) শক্তিশালী, সমর্থ।

জোরহাট, আসাম প্রদেশের শিবসাগর জেলার একটী গ্রাম ও জোড়হাট থানার সদর। অক্ষা° ২৬° ৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯৪° ১৬´ পূঃ। দিশই নদীর ডানকূলে কোকিলামুখ হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে বিস্তৃত চা-বাগান থাকায় এই স্থান ক্রমেই বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। ১৮ শ শতাব্দীর শেষভাগে এখানেই আহমবংশীয় শেষ স্বাধীন রাজা গৌরী-নাথ বাস করিতেন। অনেক জৈনমাড়য়ারী এখানে দোকান করিয়াছে। এখানে গবর্মেণ্ট উচ্চ-বিদ্যালয়, দাতব্য ঔষধালয় প্রভৃতি আছে। এখানকার অনেক বাগানের চা একবারে বিলাতে রপ্তানী হইয়া থাকে।

জোরাবরসিংহ, কাশ্মীররাজ গোলাপসিংহের একজন সেনা-পতি, ইনিই লদাক জনপদ কাশ্মীররাজ্য ভুক্ত করেন।

[গোলাপসিংহ দেখ।]

জোরাবারী (পারসী) শক্তিমত্তা, বীর্য্যবত্তা।

জোরু (হিন্দী) জায়া, স্ত্রী।

জোল (দেশজ) ক্ষেত্রের নিম্ন বা জলীয় অংশ;

জোলপালঙ্গ (দেশজ) শাকবিশেষ। (Rumes acutus)

জোলা, (জোলহা) বাঙ্গালা, বেহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ইস্‌লামধর্ম্মী তন্তুবায়-সম্প্রদায়। জাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অনেকে অনুমান করেন, ইহারা পূর্ব্বে নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু ছিল, পরে উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুগণকর্ত্তৃক অতিশয় ঘৃণিত হওয়ায় অভিমানে সকলেই একবারে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই তন্তুবায়-মুসলমানগণ যে একই কুলোদ্ভব তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। সম্ভবতঃ নানা জাতীয় নীচ লোক মুসলমান হইয়া বস্ত্রবয়নব্যবসা অবলম্বন করে, কিন্তু ঐ ব্যবসা নিন্দনীয় বোধে অন্যান্য উচ্চ স্বধর্ম্মাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত এবং উহাদিগের সহিত বিবাহাদিসূত্রে বদ্ধ হইতে বঞ্চিত হয়। ইহারা সাধারণতঃ অতি দরিদ্র এবং জনসমাজে হেয়। ইহারা সকলেই শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্ধ-বিশ্বাসে ঐ সম্প্রদায়ের আচারব্যবহারাদি অতি-যত্নের সহিত প্রতিপালন করে। মহরমের সময় ইহারা চুল আঁচড়ায় না এবং আমিষ ভক্ষণ করে না। ঐ মাসের ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম দিবস ব্যতীত সমস্ত মাস ইমামদিগের স্মৃতিচিহ্ন স্মরণ করে। পূর্ব্বে জোলাগণ অন্যান্য মুসলমানদিগের ন্যায় কাবিন অর্থাৎ কাজি সম্মুখে বিবাহ রেজেষ্টরি করিত না; এখন তাহাও চলিত হইয়াছে। ইহাদিগের উপাধি কারিগর, মণ্ডল ও শিকদার। প্রধান ব্যক্তিকে মাতব্বর কহে।

বেহারে মহরমের সময় জোলা-রমণীগণ তাম্বুল-চর্ব্বণ বা বেণী বন্ধন করে না এবং ললাটে সিন্দুর বা টিকুলী পরে না। এমন কি তাহারা ঐ সময়ে স্বামীসহবাস ত্যাগ করিয়া বিধবার ন্যায় সম্পূর্ণ আচার-ব্যবহার করে এবং মহরমের ৯ম দিনে নাল শাড়ী পরিয়া আলুলায়িত কেশে হাসেন ও হোসেনের উদ্দেশে বিলাপ করিতে থাকে।

সাধারণের বিশ্বাস জোলাগণ নিতান্ত নির্ব্বোধ। বেহার প্রভৃতি অঞ্চলে ইহারা বোকার আদর্শ বলিয়া গণ্য। তথাকার অধিবাসিগণ ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা লইয়া কতশত গল্প করিয়া থাকে। তাহারা বলে, ইহারা চন্দ্রলোকে বিভাসিত নীল-পুষ্পশোভিত মসিনা-ক্ষেত্রে জলভ্রমে সাঁতার দেয়। একদিন এক জোলা মোল্লার নিকট কোরাণ পাঠ শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিল। মোল্লা পরম প্রীত হইয়া কোন্ কথাটা তাহার মর্ম্মে লাগিয়াছে জিজ্ঞাসা করায়, জোলা বলিল, সে সব কিছু নহে, মোল্লাজীর দাড়ী নাড়া দেখিয়া তাহার একটী প্রিয় মৃত ছাগলকে মনে পড়ে, সেই জন্যই সে কাঁদিয়াছিল। বার জনের সঙ্গে একজন জোলা থাকিলে, সে প্রত্যেকবার আপনাকে গুণিতে ভুলিয়া নিজের মৃত্যু হইয়াছে ভাবে। লাঙ্গলের একটী খিল পাইয়া জোলা ভাবে চাষের অধিকাংশ আসবাবই হইল, এবার চাষ করা যাউক। একদা এক জোলা রাত্রিতে নৌকা চড়িয়া নঙ্গর না তুলিয়াই দাঁড় বাহিতে লাগিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া জোলা দেখিল, যেখান হইতে ছাড়িয়াছিল, সেই স্থানেই আছে। ইহাতে মীমাংসা করিল, তাহার জন্মভূমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া অতি স্নেহবশতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। আটজন জোলা ও ৯টী হুঁকা থাকিলে উহারা বেশী হুঁকাটীর জন্য মারা-মারি করিবে। "আট জোলা নও হুঁক্কি, উসি পর ঠুক্কা-ঠুক্কি।" এক সময় এক কাক জোলার ছেলের হাত হইতে পিঠা কাড়িয়া গৃহের চালে বসিল। জোলা ছেলেকে পুনরায় পিঠা

দিবার সময় আগে চাল হইতে মইখানা সরাইয়া রাখিল, তাহা হইলে কাক চাল হইতে নামিতে পারিবে না। ইহারা বোকামির জন্য অনেক সময় বৃথা মার খায়, এক সময় ভেড়ার লড়াই দেখিতে গিয়া নিজেই এক তাল খায়।

"করিজা ছাড় তমাসা যায়,
নাহক চোট জেলো খায়।"

অর্থাৎ জোলা তাঁত ছাড়িয়া তামাসা দেখিতে গেল এবং বিনা কারণে মার খাইল।*

আর একটী গল্প আছে—এক দৈবজ্ঞ এক জোলাকে বলিল কুঠারে তাহার নাক কাটা যাইবে, এইরূপ তাহার অদৃষ্টে লেখা আছে। জোলা সহজে বিশ্বাস করিবার পাত্র নহে। সে কুঠার লইয়া বলিতে লাগিল, "ইয়া করবাতো গোড় কাটবা, ইয়া করবাতো হাত কাটবা, আউর ইয়া করবা তব না"—আমি যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, যদি এমনি করি তবে হাত কাটিব, আর এমনি না করিলে ত না ······, এমন সময় তাহার নাক কাটা গেল।

একটী প্রবচন আছে—"জোলা জানথি জৌ কাটে? জোলা কি যব কাটিতে জানে? এই কথার একটী গল্প আছে। এক জোলা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া মহাজনের জমিতে খাটিয়া দেনা শোধ করিতে ইচ্ছা করিল। কৃষক মহাজন তাহাকে যব কাটিতে পাঠাইলে নির্ব্বোধ যব না কাটিয়া উহার খড়ের ভাঁজ ছাড়াইতে লাগিল। আরও উহাদের নির্ব্বুদ্ধিতাজ্ঞাপক বিস্তর প্রবচন আছে—"কোওয়া চলল বাসকেঁ জোলা চলল ঘাস কেঁ।—অর্থাৎ কাক যখন বাসায় যায়, জোলা তখন ঘাস কাটিতে বাহির হয়। "জোলা কি জুতি সিপাহি কি জোরু, ধরি ধরি পুরাণি হোয়।" অর্থাৎ জোলার জুতা ও সিপাহীর স্ত্রী ব্যবহারাভাবে জীর্ণ হয়। "জোলা চোয়াবথি নড়ি নড়ি, খোদা চোরাবথি একেবেরি" অর্থাৎ জোলা এক একটী সূতার নলি চুরি করে, আর ভগবান্ একবারে তাহার (সমস্ত কাপড় থান) চুরি করেন।

স্থানে স্থানে কতকগুলি হিন্দু জোলা আছে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা অত্যল্প এবং জোলা বলিলে মুসলমান তাঁতিকেই বুঝায়।

২ নির্ব্বোধ, মূর্খ।

জোলারপেট (বা জলারামপেত) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার তিরুপাতুর তালুকের অন্তর্গত ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩২০ ফিট উচ্চে অবস্থিত একটী নগর। অক্ষা° ১২°৩৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৩৮´ পূঃ। এখানে অধিকাংশই পরিয়া জাতির বসবাস। মান্দ্রাজ রেলওয়ের এখানে একটী প্রধান ষ্টেসন আছে।

* Behar Peasants' Life

জোলাব (আরবী) জোলাপ্, বিরেচক ঔষধ।

জোলী (দেশজ) ঝোল, জুনী। [ঝোল দেখ।]

জোবাই, আসামের অন্তর্গত খাসি জেলার জয়ন্তিয়া-গিরিমালার-উপবিভাগের সদর গ্রাম। এই গ্রাম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪২২ ফিট ঊর্দ্ধে অবস্থিত। আসিষ্টাণ্ট-ডেপুটি-কমিশনর এই গ্রামে বাস করেন। অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম এই স্থান দিয়া যাওয়ায় এখানে কিয়ৎপরিমাণে বাণিজ্য হইয়া থাকে। কার্পাস, রবর প্রভৃতি রপ্তানী হয়। আমদানীর মধ্যে চাউল, শুষ্ক মৎস্য ও কার্পাস-বস্ত্রাদি প্রধান। এখানে বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বে ৫ বৎসরে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৬২°৬৩ ইঞ্চি হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃঃ অব্দে যে জাতীয় বিদ্রোহ হয়, জোবাই তাহার কেন্দ্রস্থল।

জোবাট, ১ মধ্যভারতের ভোপাবর অর্থাৎ ভীল এজেন্সির অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। এই রাজ্য ২২° ২৪´ হইতে ২২° ৩৮´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৪° ৩৭´ হইতে ৭৪° ৫১´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ১৩২ বর্গমাইল। আলি রাজপুর রাজ্যেরই একটী শাখা মাত্র। ইহার ভূমি পর্ব্বতময় এবং অধিবাসীগণ অধিকাংশই ভীল। মালবে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবের সময় এই প্রদেশ শান্তিভোগ করিয়াছিল। উত্তর-সীমায় বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণীর কএকটী শাখাপর্ব্বত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইন্দোর হইতে ধার, রাজপুর (আলি-রাজপুর) দিয়া গুজরাট পর্য্যন্ত রাস্তা এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বাংশ দিয়া গিয়াছে। জোবাটের রাণা রাঠোর-বংশীয় রাজপুত।

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত জোবাট রাজ্যের প্রধান সহর। অক্ষা° ২২° ২৬´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৩৫´ ৩০´´ পূঃ। এই নগরের নামানুসারে রাজ্যের নাম জোবাট হইলেও ইহা রাজধানী নহে। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী তিন মাইল দূরবর্ত্তী ঘোরা গ্রামে বাস করেন। ঘোরা একটী সামান্য গ্রাম হইলেও ইহার জলবায়ু জোবাট অপেক্ষা ভাল। সেই জন্য জোবাট উঠাইয়া ঘোরাতে স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। তিন দিকে উচ্চ জঙ্গলময় পর্ব্বতবেষ্টিত একটী পর্ব্বতচূড়ায় অবস্থিত রাণার দুর্গের পাদদেশে জোবাট সহর অবস্থিত, এই সহর কতকগুলি গৃহ ও আপণশ্রেণীর সমষ্টি-মাত্র। অধিবাসীগণ জ্বররোগে অত্যন্ত কষ্ট পায়। এখানে খাজনাখানা ও জেল আছে। ঘোরায় রাজার দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

জোশ্ (পারসী) ক্রোধ, রাগ।

জোষ (পুং) জুষ-ঘঞ্। ১ প্রীতি। ২ সেবন। "কো বাং জোষে উভয়োঃ" (ঋক্ ১।১২০।১) 'উভয়োর্জোষে জোষণে সেবনে প্রীণনে' (সায়ণ) (ক্লী) ৩ সুখ। (শব্দর°)।

জোষক (পুং) জুষ-ণ্বুল্। সেবক।

জোষণ (ক্লী) জুষ-ল্যুট্। ১ প্রীতি। ২ সেবা।

জোষম্ (অব্য) জুষ-অম্। ১ তুষ্ণীম্ভাব, নীরব, চুপ। "জোষমাস" (ভারত ২।৮৪।১৬) ২ সুখ, স্বচ্ছন্দ। ৩ সম্পূর্ণরূপে। ৪ সম্যক্। ৫ লজ্জন। প্রশংসা।

জোষয়িতৃ (ত্রি) জুষ-ণিচ্ তৃচ্। সেবক।

জোষয়িত্রী (স্ত্রী) জোষয়িতৃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সেবাকারিণী।

জোষবাক্ (পুং) মিথ্যাবাক্য। "জোষবাকং বদতঃ" (ঋক্ ৬।৫৯।৪)। 'জোষবাকং জোষং জোষয়িতব্যং প্রীতিহেতুত্বেন কর্ত্তব্যং স্বয়ং অপ্রীতিকরং তাদৃশং বাকং বাক্যং' (সায়ণ) নিজের অপ্রীতিকর, অথচ লোকের সন্তুষ্টের জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে জোষবাক্ অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা চাটুবাক্য কহে।

জোষস্ (অব্য) জুষ-অসু। ১ তুষ্ণী, নীরব। ২ সুখ। (অমর)।

জোষা (স্ত্রী) জুষ্যতে উপভুজ্যতে, জুষ-ঘঞ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। নারী, স্ত্রী। (শব্দর°)

জোষিকা (স্ত্রী) জুষতে সেবতে জুষ-ণ্বুল্, টাপ্, অত ইত্বং। কলিকা। (শব্দর°)

জোষিৎ (স্ত্রী) জুষ্যতে উপভুজ্যতে যুষ-ইতি (হৃসুরুহিজুষিভ্য ইতিঃ। উণ্ ১।৯৯) পৃষোদরাদিত্বাৎ যস্য জঃ। স্ত্রীমাত্র, নারী। (শব্দর°)

জোষিতা (স্ত্রী) জোষিৎ-টাপ্। স্ত্রী মাত্র।

জোষিমঠ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল বিভাগে একটী পল্লিগ্রাম; অলকনন্দা এবং ধৌলীর সঙ্গমস্থলে অক্ষা° ৩০°৩৩'২৫" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৬'৩৫" পূঃ মধ্যে সমুদ্রতট হইতে ৬২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে। এই গ্রামের বৈষ্ণব-মন্দিরগুলির মধ্যে নরসিংহদেবের মন্দির প্রধান। এইরূপ প্রবাদ যে, এই দেবমূর্ত্তির একখানি হস্ত ক্রমশঃই সূক্ষ্ম হইতেছে এবং যখন এই হাতখানি পড়িয়া যাইবে, তখন বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকট পর্ব্বতের সানুদেশ দিয়া বদরীনাথে যাইবার পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইবে। কথিত আছে, বিষ্ণু স্বয়ং অগস্ত্যমুনির নিকট বদরীনাথ মন্দির পূর্ব্বোক্ত আখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন। বদরীনাথের সম্বন্ধে বন্ধ হইয়া গেলে দেবগণ ভবিষ্যবদরীতে গমন করিবেন। ভবিষ্যবদরীর মন্দির জোষিমঠের পূর্ব্বদিকে ধৌলীনদীর বামতটে তপোবনে অবস্থিত। বদরীনাথের মন্দিরের যাজকগণই এই মন্দিরের কার্য্যের বন্দোবস্ত করেন।

শীতকালে যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন রাবল অর্থাৎ বদরীনাথের মন্দিরের প্রধান যাজক উপরিভাগের মন্দিরে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া জোষিমঠে আসিয়া বাস করেন। জোষিমঠের বাসুদেব, গরুড় এবং ভগবতীর মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। জোষিমঠের অপর নাম জ্যোতির্ধাম (জ্যোতির্লিঙ্গের বসতিস্থল)।

জোষী (জ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ) দক্ষিণপশ্চিমভারতবাসী গণক জাতিবিশেষ। সাতারা, পুণা, বেলগাম্ প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহাদের আহার-ব্যবহার, হাব, ভাব, সাজগোজ ঠিক মরাঠীকুণবীদিগের মত। করকোষ্ঠীগণনাই ইহাদের উপজীবিকা। লোকের হাত দেখিয়া শুভাশুভ গণনা করিবার জন্য ইহারা হুড়ুক্ নামা ডুগী সঙ্গে লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারাও মরাঠা কুণবীদিগের মত সকল দেবদেবীর পূজা ও উপবাসাদি করিয়া থাকেন। ইহাদেরও পঞ্চায়ত আছে। অবস্থা অতি শোচনীয়।

জোষ্টৃ (ত্রি) জুষ-তৃচ্। সেবক।

"উপেমসৃ জোষ্টারইব" (ঋক্ ৪।৪১।৯) 'জোষ্টারঃ সেবকাঃ' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। জোষ্ট্রী।

জোষ্য [জুষ্য দেখ।]

জোহর (জৌহর) প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাজয়ের সম্ভাবনাদর্শনে রাজপুতপ্রমুখ জাতির আত্মোৎসর্গ। পূর্ব্বে এই প্রথা রাজপুতানার সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। উঁহারা যখন দেখিতেন বিজয়ের কোন আশাই নাই, তখন স্ত্রীপুত্রকন্যা প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া উঁহাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিতে আদেশ দিতেন। পরে তাঁহারা স্নানান্তে অঙ্গে চন্দনকুঙ্কুমাদি বিলেপন, ইষ্টদেবস্মরণ ও পরস্পরের নিকট আলিঙ্গনাদি দ্বারা বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতেন। এইরূপ ভীষণ ব্যাপারে বহুসংখ্যক নগর একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। বিজয়িগণ যুদ্ধশেষে ভস্মাবশিষ্ট নগরব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান নাই। কর্ণেল টড প্রণীত রাজস্থানে জয়শালমের, মিবার প্রভৃতি স্থানের লোমহর্ষণকারী ভীষণ জোহরের বিষয় বর্ণিত আছে। জয়শালমের শত্রুবেষ্টিত হইলে মূলরাজ ও রত্তন অন্তঃপুরে গিয়া ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য রাণীদিগকে শেষ সোহাগ গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাণীগণ সহাস্যমুখে

পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আজ মর্ত্যে আমাদের শেষ দেখা, কল্য পুনরায় স্বর্গে মিলিত হইব।" পরদিন প্রাতঃকালে ভীষণ চিতানল প্রজ্বলিত হইল। নগরের সমস্ত স্ত্রীলোক ও শিশু প্রভৃতি প্রায় ২৪০০০ প্রাণী মুহূর্ত্ত-মধ্যে সংসার হইতে অন্তর্হিত হইল। কাহারও আননে ভয় বা অনিচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, চিতাধূমে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, উত্তপ্ত শোণিতস্রোত ভূতল প্লাবিত করিল। বহুমূল্য রত্নাদিও ঐ সঙ্গে বিলুপ্ত হইল। বীরগণ নিঃশব্দে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিতে এবং জীবন ভার-বোধ করিতে লাগিলেন। পরে স্নান করিয়া পবিত্রদেহে ঈশ্বরোপাসনাপূর্ব্বক তুলসী ও শালগ্রাম কণ্ঠে ধারণ ও পর-স্পরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ক্রোধে আরক্তবদনে ৩৮০০ বীর-পুরুষ জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইলেন। রাজপুতানার ইতিহাসে এইরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনেক সময় একবারে এক একটী জাতি লোপ হই-য়াছে, মিবারের ইতিবৃত্তে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিজেতার হস্তে বন্দী হইবার আশঙ্কাই রাজপুতগণের এইরূপ প্রবৃত্তির কারণ। তাঁহাদের রমণীগণ বিজেতার করায়ত্ত হইবে, এই ঘৃণাকর দুরপনেয় কলঙ্ক অপেক্ষা তাঁহারা মৃত্যুকে শতগুণে সুখকর বিবেচনা করিতেন। সুতরাং নগর পরাজয় হইলেই রাজপুতরমণী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইত। তাৎকালিক প্রচলিত প্রথানুসারে যুদ্ধে বিজয়লব্ধ রমণীগণ বিজেতার ন্যায়সঙ্গত সম্পত্তি। তিনি তাহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন। তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই বিজেতার ইচ্ছাধীন, বন্দিনী রমণী-গণের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ না করিলে কেহ দূষণীয় হইত না। সুতরাং বিজিত মহাঅভিমানী রাজপুত অপরি-হার্য্য ও নিশ্চিত অপমানের ভীষণ আতঙ্কে ঐরূপ উৎকট অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে আশ্চর্য্য নহে। নিজ কুলবালা-দিগের সতীত্বরক্ষণে এতাদৃশ যত্নপর ও চিন্তান্বিত হইলেও সুসভ্য বীরপ্রকৃতি উদারচেতা রাজপুত বিজিত শত্রু-মহিলাগণের সম্মান ও ধর্ম্মরক্ষাজন্য তাদৃশ যত্নবান্ ছিলেন না। সেইজন্য যখন যবনগণ নগর অধিকার করিত, তখনই যে কেবল জোহর অনুষ্ঠিত হইত এরূপ নহে, পরন্তু রাজপুতগণ অন্তর্বিদ্রোহে অন্য রাজপুত কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেও জোহর অনুষ্ঠান করিতেন।

জোহর, মলয় উপদ্বীপের একটী নগর এবং জোহর রাজ্যের রাজধানী। জোহরনাম্নী নদীতীরে সমুদ্রতট হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত ১৫১১ বা ১৫১২ খৃঃ অব্দে মলয়রাজ ২য় মহম্মদ শা এই নগর সংস্থাপন করেন। তদবধি মলয়রাজ্য জোহরসাম্রাজ্য নামে খ্যাত এবং জোহর নগরে ইহার রাজধানী হইল। এখানকার রাজার উপাধি সুলতান।

জোহারী, এখানে যাহাকে জহরী বা জহরৎবিক্রেতা বলে, বোম্বাইপ্রদেশে তাহারাই জোহারী বলিয়া গণ্য হইতেছে। অনূন শত বর্ষ হইল, ইহারা পুণা-অঞ্চলে গিয়া বাস করিতেছে, ইহাদের আহার-ব্যবহার উত্তরপশ্চিমের লোকের ন্যায়। পুরুষের পোষাক মরাঠীদিগের মত, কিন্তু রমণীরা এখনও পশ্চিমা রমণীদিগের ন্যায় অঙ্গরাখাদি পরিধান করে। ইহারা পরিশ্রমী ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু সেখানে ইহাদের আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। ইহাদের রমণীরা কাঁসার পিতলের বাসন লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। পুরাতন কাপড় বা ফিতা লইয়া তৎপরিবর্ত্তে বাসন দিয়া আসে। ইহারা সকলে রাম ও কৃষ্ণের উপাসক। রাম-নবমী ও গোকুলাষ্টমী ইহাদের প্রধান পর্ব্ব। অযোধ্যা, গোকর্ণ ও বৃন্দাবন ইহাদের প্রধান তীর্থস্থান। পুরুষেরা বহুবিবাহ করিতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। ইহারা পঞ্চ হইতে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেয়। শবদাহ ও দশ দিন অশৌচ গ্রহণ করে।

জোহিয়া, শতদ্রুতীরবাসী রাজপুতকুলোদ্ভব জাতিবিশেষ। জোহিয়া, দহিয়া ও মঙ্গলিয়া প্রভৃতি জাতি বহুদিন হইল ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা অল্প। কাহারও কাহারও মতে জোহিয়াগণ ভারতবর্ষীয় ৩৬ রাজ-বংশের একতম বংশোদ্ভব; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহারা যদুভট্টিবংশীয়। কর্ণেল টড বলেন, ইহারা জাটজাতিভুক্ত। যদুকাডঙ্গ নামক পর্ব্বতে ইহাদের বাস ছিল। মোরীবংশীয় চিতোরাধিপতির সাহায্যার্থ রাজপুতগণের সমাবেশকালে ইহারা জঙ্গলদেশাধিপ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। হরিয়ানা, ভাটনর ও নাগর এই তিন প্রদেশকে জঙ্গলদেশ বলিত; কিন্তু এখন ঐ প্রদেশে এই জাতি অতি অল্পই আছে। গোদরগণ বিকানীর-স্থাপনকর্ত্তা রাঠোরবংশীয় পরাক্রান্ত বিকার সাহায্যে জোহিয়াগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া উহাদের ১১০০ খানি গ্রাম অধিকার করেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, কিন্তু এই সময়ে ইহারা সম্যক্‌রূপে তাড়িত হয় নাই। আকবরের রাজত্বকালেও ইহাদিগকে শির্সা প্রদেশে জমিদারী ভোগ করিতে দেখা যায়। যাহা হউক, ঐ ঘটনার বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহারা নিম্নদোয়াবে বাস স্থাপন করিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন, বাবরের উল্লিখিত জিজুটা ও এই জোহিয়া একই জাতি।

জৌহুত্র (ত্রি) [বৈ] উচ্চধ্বনিযুক্ত, উচ্চরব।

জৌহেরপীর, পুণা জেলার অধিবাসী হলালখোরদিগের উপাস্য একজন পীর। প্রবাদ এইরূপ, দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহের সময় ইনি বুজ্‌রুকী দেখাইয়াছিলেন। [হলালখোর দেখ।]

জৌ (দেশজ) গালা, জতু।

"জৌয়ের ছাটনি দিল জৌয়ের বাঁধনি।" (কবিক° ১৭৯)

জৌগড়, গঞ্জামজেলার অন্তর্গত পুবেখণ্ডা তালুকের একটী গ্রাম। এখানে পর্ব্বতের নিকট বহুপ্রাচীন একটী গড়ের উচ্চ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, বহুসংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা ও অশোকের একখানি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। গড়ের অভ্যন্তরে দুইটী বহুকালের পুষ্করিণী আছে, একটীর বাঁধান ঘাট এবং মধ্যে একটী মন্দির ছিল। ঐ দুয়ের পঙ্কোদ্ধার করিলে বোধ হয়, প্রাচীনকালের মুদ্রা, প্রতিমূর্ত্তি ও তাম্রফলকাদি পাওয়া যাইতে পারে। গড়ের মধ্যে দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। একটীর গাত্রে একজন যোগী চতুর্দ্দিকে পতিত ইষ্টক ও টাইল দিয়া একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছে। অশোকের অনুশাসন পাহাড়ের পার্শ্বে খোদিত আছে। ঐ লিপির অনেকস্থলে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তথাকার লোকের মধ্যে প্রবাদ আছে, জনৈক যুরোপীয় ঐ লিপি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাহাড়ের উপর ছোলা-সিদ্ধ জল ঢালিয়া দেয়। এই গল্প সত্য বলিয়া অনুমান করা যায় না। খাতের নীচের মৃত্তিকা কতকটা জৌ অর্থাৎ 'লার' ন্যায়। বোধ হয় তদনুসারেই ইহাকে জৌগড় বলিয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, কঙ্কুলোদ্ভব রাতাকেশরী এই গড় নির্ম্মাণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, উহার প্রাচীরাদি জৌ অর্থাৎ গালা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদনুসারেই ইহার নাম জৌগড় হইয়াছে। গালা দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায় শত্রুপক্ষীয় গোলা বা তীর প্রাচীর ভেদ বা ভগ্ন করিতে পারিত না, উহাতে লাগিয়া থাকিত, সুতরাং দুর্গবাসিদিগের ভয় ছিল না। একটী গল্প আছে, এখানকার রাজার সহিত রাওলপল্লীর * রাজার বিবাদ ছিল। একদিন সেই রাজা জৌগড় অবরোধ করিল। দুর্গবাসিগণ জৌ-প্রাচীরের গুণ জানিত, সুতরাং ভীত হইল না। অবরোধকারিগণ প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইল, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত শস্ত্রাদি প্রাচীরে লগ্ন হইয়া আরও দৃঢ়তর করিতে লাগিল। এইরূপে বিপক্ষগণ অনেক দিন বৃথা বসিয়া রহিল। একদিন এক গোয়ালিনী দুর্গ হইতে দুগ্ধ লইয়া বিপক্ষগণের শিবিরে বিক্রয় করিতে আসিল। সৈন্যগণ গোয়ালিনীর দুগ্ধ লইয়া মূল্য না দেওয়ায় গোয়ালিনী বলিল, "তোমরা নিরাশ্রয়া অবলার উপর অত্যাচার করিয়া বীরপণা করিতেছ, আর ঐ দুর্গ যে অতি সহজে অধিকার করা যায়, তাহা আর পারিতেছ না।" ইহাতে সৈন্যেরা গোয়ালিনীকে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া গেল। গোয়ালিনী রহস্য বলিয়া দিল যে, প্রাচীর জৌ-নির্ম্মিত, সুতরাং আগুন দিলে শীঘ্র গলিয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ শত্রুগণ তাঁতা দিয়া প্রাচীরের নিকট ভীষণ অগ্নি আনিলে জৌ-প্রাচীর গলিয়া গেল। রাজা বিশ্বাসঘাতিনীকে "তুই পাথর হইবি" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন ও সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা যৎকালে শাপ দেন, তখন গোয়ালিনী দুর্গে ফিরিয়া আসিতেছিল, পথিমধ্যেই সে প্রস্তর হইয়া গেল। আজিও ঐ প্রস্তর বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ঐ প্রস্তর একটী সতীস্তম্ভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহাতে স্ত্রীলোকের মূর্ত্তিও স্পষ্ট খোদিত নাই। এই প্রস্তর এখন গড়ের দক্ষিণদিকে দণ্ডায়মান আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ কর্ম্মচারী ইহার পাদদেশ খনন করায় কতকগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা বাহির হয়। ঐ সকলের মধ্যে কয়েকটী তাম্রমুদ্রা সম্ভবতঃ শকরাজদিগের সময়কার। যদি তাহা হয়, তবে এই স্থান বহু প্রাচীন সন্দেহ নাই।

* এখন একটী সামান্য গ্রামমাত্র, জৌগড়ের ৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ঋষিকুল্যা নদীতটে অবস্থিত।

জৌগৃহ, জতুগৃহ।

জৌনপুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ছোট লাটের শাসনাধীন একটী জেলা। এই জেলা ২৫° ২৩´ ৪১´´ হইতে ২৬° ৫২´´ অক্ষা° উঃ এবং ৮২° ১০´ হইতে ৮৩° ৭´ ৪৫´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর মধ্যে আলাহাবাদ বিভাগের উত্তরপূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ইহার আকার কতকটা ত্রিভুজের ন্যায়। উত্তর ও উত্তরপশ্চিমে অযোধ্যার অন্তর্গত প্রতাপগড় ও সুলতানপুরজেলা, উত্তরপূর্ব্বে আজমগড়, পূর্ব্বে গাজিপুর এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বারাণসী, মির্জাপুর ও আলাহাবাদ। এই জেলার এক খণ্ড ভূমি প্রতাপগড় জেলার মধ্যে পড়িয়াছে, আবার ঐ খণ্ডের প্রায় সমপরিমাণ প্রতাপগড়ের এক অংশ জৌনপুরের মছলিসহর ও হসীনের সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে। এই জেলার পরিমাণফল ১৫৫৪ বর্গ মাইল। জৌনপুর নগরই জেলার সদর।

এই জেলার ভূমি গঙ্গাতীরবর্ত্তী অন্যান্য জেলার ন্যায় ঘন পলিময়, কিন্তু বহুসংখ্যক নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত

হওয়ায় ভূমি অধিক তরঙ্গায়িত। স্থানে স্থানে উপবন-পরিশোভিত উচ্চভূমি। ঐ সকল উচ্চভূমিতে কত প্রাচীন জাতির কীর্ত্তিকলাপের পরিচায়ক নগর, মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এবং স্থানে স্থানে রাজপুতরাজদিগের দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। জেলার ভূমি উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে ঢালু, কিন্তু এই প্রবণতা অতি অল্পমাত্র, গড়ে প্রতি মাইলে ৬ ইঞ্চের অধিক নহে। ইহার মৃত্তিকা অধিকাংশ স্থলেই উর্ব্বরা, কেবল স্থানে স্থানে অতি অল্পই লোণা উষরভূমি দৃষ্ট হয়। ঐ সকল উষরভূমি ব্যতীত সর্ব্বত্র উত্তম চাষ হয়। উত্তর ও মধ্যভাগে বিস্তর আম্রকানন আছে, তদ্ভিন্ন স্থানে স্থানে মহুয়া ও তেঁতুল গাছ দেখা যায়।

গোমতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রায় ৯০ মাইল প্রবাহিতা হইয়া ইহাকে দুই অসমান খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। জৌনপুর নগর এই গোমতীতীরে অবস্থিত। জেলার মধ্যে এই নদী কোথাও হাঁটিয়া পার হওয়া যায় না। জৌনপুর নগরের নিকটে ইহার উপর মুসলমানদিগের নির্ম্মিত বিখ্যাত ১৬টী খিলানবিশিষ্ট সেতু আছে। ঐ সেতু দৈর্ঘ্যে ৭১২ ফিট। মুনিম খাঁ ১৫৬৯-৭৩ খৃঃ অব্দে উহা নির্ম্মাণ করেন। এই সেতুর ২ মাইল নিম্নে গোমতী নদীর উপর বর্ত্তমান রেলওয়ে সেতু-নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারও খিলান ১৬টী, কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রাচীন সেতুর প্রায় দ্বিগুণ। গোমতীনদীর গর্ভ গভীর এবং চূর্ণ প্রস্তরময় তীরে আবদ্ধ, সুতরাং ইহার স্রোত পরিবর্ত্তিত হয় না। এই নদীতে অনেক সময় হঠাৎ বন্যা আসিয়া থাকে। নদীর জল সচরাচর ১৫ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না। অন্যান্য নদীসকলের মধ্যে সৈ, বরণা, পিল্লী ও বাসোহী প্রধান। হ্রদের সংখ্যা বিস্তর, উত্তর ও দক্ষিণ ভাগেই অধিক, মধ্যস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প। এখানকার বৃহত্তম হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ মাইল হইবে।

পূর্ব্বে জেলার স্থানে স্থানে অরণ্য ছিল, কিন্তু ক্রমে কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি ও প্রজাবৃদ্ধি সহকারে ঐ সকল অরণ্য লুপ্ত হইতেছে। সম্প্রতি কড়াকটতহসীলে ৬০০০ বিঘা একটী ধাও-জঙ্গলই জেলার মধ্যে বৃহত্তম। পূর্ব্বোক্ত উষর ভিন্ন পতিত জমি প্রায় নাই। উচ্চ ভূমিতে ঘুটিং অর্থাৎ গোলাকার চূর্ণপ্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা রাস্তা বাঁধান এবং পোড়াইয়া চূণ হয়।

অরণ্যাদি না থাকায় এবং অধিবাসীর সংখ্যা অধিক বলিয়া বন্য জন্তু প্রায় নাই। হ্রদ ও জলায় বিস্তর জলচর পক্ষী বাস করে, শিকারিগণ তাহাই শিকার করিতে যায়। এখানে বিষাক্ত গোখুরা সর্প বিস্তর আছে এবং সময়ে সময়ে গোমতী ও সৈ-তীরবর্ত্তী দরী সকলে দলে দলে তরক্ষু দৃষ্ট হয়।

ইতিহাস।—অতি প্রাচীনকালে জৌনপুরে ভড় (ভর) নামে এক আদিম জাতির বাসস্থান ছিল, কিন্তু এখন আর উঁহাদের দীর্ঘবাসের অধিক পরিচয় পাওয়া যায় না। বরণা প্রভৃতির তীরে বৃহৎ বৃহৎ বহুসংখ্যক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকে অনুমান করেন, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ে উত্তরভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাসনকালে ঐ সকল নগর অগ্নিদ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। গোমতীতীরে বহুসংখ্যক অতি প্রাচীন মন্দিরাদি বিদ্যমান ছিল।

হিন্দুকীর্ত্তিলোপী ও দেবদ্বেষী মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ অধিকাংশ মন্দিরই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং ঐ সকলের উপকরণ লইয়া মস্‌জিদ, দুর্গ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

এইরূপ বহুসংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের উপকরণ লইয়া ১০৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজগড় নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল প্রস্তরের ভাস্করকার্য্য দেখিলেই উহা যে মুসলমানদিগের নহে, তাহা জানিতে পারা যায়। অতিপূর্ব্বে জৌনপুর বোধ হয় অযোধ্যারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহুকালের পর কাশীশ্বর জয়চাঁদের হস্তগত হয়। অবশেষে তাঁহার বংশধরদিগকে পরাস্ত করিয়া শাহাবুদ্দীন-চালিত দুর্দ্দান্ত মুসলমান বীরগণ ১১৯৪ খৃঃ অব্দে জৌনপুর অধিকার করেন।

তাহার পর বর্ত্তমান জৌনপুর জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ মুসলমান সম্রাট্‌দিগের সামন্তস্বরূপ কনৌজাধিপতির অধীনস্থ থাকে। ১৩৬০ খৃঃ অব্দে ফিরোজ তোগলক বাঙ্গালা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় জৌনপুর গ্রামে শিবির স্থাপন করেন এবং ইহার সুন্দর অবস্থানে মোহিত হইয়া এখানে একটী নগর স্থাপন করিবার ইচ্ছা করেন। ফিরোজ প্রায় ৬ মাসকাল এখানে বাস করেন এবং একটী হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া ফেলেন, পরে মহারাজ জয়চাঁদ-প্রতিষ্ঠিত মন্দির ভাঙ্গিতে গেলে অধিবাসিগণ প্রবল পরাক্রমে মন্দিররক্ষায় জন্য যত্নবান্ হয়। সুতরাং ফিরোজশাহকে বিরত হইতে হইল। যাহা হউক অবশেষে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা ইব্রাহিম সুলতান কর্ত্তৃক ঐ মন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং উহার উপকরণ দ্বারা অটলা মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়।

১৩৮৮ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক নিজ মন্ত্রী খোজা জহানকে মালিক-উস্-শর্ক্ উপাধি প্রদান করিয়া কনৌজ হইতে সমস্ত পূর্ব্ববিভাগের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। খোজা জহান্ জৌনপুরে রাজধানী [illegible]

রাজ্য করিতে লাগিলেন এবং ১৩৯৭ খৃঃ অব্দে তৈমুরলঙ্গের আক্রমণে দিল্লীপতিকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া ঐ সুযোগে স্বয়ং সুলতান-উস্-শর্ক্ অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌পতি উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিলেন। ইঁহার উত্তরাধিকারী স্বাধীন রাজগণ সকলেই শর্কিরাজ বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার মৃত্যুর পর ২য় দত্তকপুত্র মবারক শাহ-শর্কি সিংহাসনাধিরোহণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই দিল্লী হইতে প্রেরিত একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। মুবারকের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪০০ হইতে ১৪৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৪০ বর্ষ অতি দক্ষতার সহিত প্রজাগণের প্রিয় হইয়া রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়েই অতলা-মস্‌জিদ নির্ম্মিত এবং জৌনপুরে বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির অনেক উন্নতি হয়। ইনি কাল্পী ও কনৌজ জয় করিতে অনেক যুদ্ধ করেন। ইঁহার পুত্র মাহ্মুদ ১৪৪২ খৃঃ অব্দে কাল্পী অধিকার করিয়া দিল্লী অবরোধ করিলেন, কিন্তু অলস সম্রাট আলাউদ্দীনের প্রতিনিধি বহ্লোল লোদি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করেন। বহ্লোল মাহ্মুদের পুত্র শর্কিবংশীয় শেষ রাজা হাসেনকে জৌনপুরে পরাজয় করেন, কিন্তু রাজ্যে রাখিয়া চলিয়া যান। এই হাসেন বিখ্যাত জামি-মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। বহ্লোল এরূপ দয়া করিলেও হাসেন পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। উক্ত মুসলমান শর্কিরাজাদিগের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক মস্‌জিদ ও অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হয়।

শর্কিদিগের পর জৌনপুর লোদিদিগের শাসনভুক্ত হয়। ইঁহাদের রাজত্বকালে এখানে ক্রমাগত বিদ্রোহ ও শোণিতপাত প্রভৃতি চলিয়াছিল। লোদিবংশীয় শেষ সম্রাট ইব্রাহিম ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে বাবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তাও স্বাধীন হইলেন। কিন্তু বাবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াই নিজ পুত্র হুমায়ুনকে জৌনপুর ও বেহার জয় করিতে প্রেরণ করেন। তদবধি জৌনপুর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মধ্যে সেরশাহ ও তাঁহার বংশীয় সম্রাট্‌দিগের সময় ব্যতীত উহা বরাবর মোগল-শাসনাধিকৃত ছিল। ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে অকবর আলাহাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন, তখন হইতে জৌনপুর একজন নিজাম কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। পরে ১৭২২ খৃঃ অব্দে জৌনপুর, বারাণসী, গাজিপুর ও চুনার দিল্লীর শাসন হইতে পৃথক্ করিয়া অযোধ্যার নবাব-উজীরের শাসনভুক্ত করা হইল। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে রোহিলাসর্দার সৈয়দ আহম্মদ বঙ্গাশ [illegible] শাসন [illegible] করিয়া [illegible] আলীর জমা খাঁকে বারাণসীপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, জমা খাঁ অবিলম্বে কাশীরাজ চৈৎসিংহ কর্ত্তৃক জৌনপুর হইতে বিতাড়িত হইলেন। নবাব উজীর তাঁহার দুর্গ অধিকার করিয়া রহিলেন। অবশেষে ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ ঐ দুর্গ চৈৎসিংহকে অর্পণ করিলেন।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে বক্সর যুদ্ধের পর জৌনপুর একরূপ ইংরাজ অধিকারে আইসে। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে লক্ষ্ণৌ নগরের সন্ধিতে ইহা একবারে ইংরাজদিগকে অর্পিত হয়, ইহার পর সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ৫ই জুন, জৌনপুরের সিপাহীগণ বারাণসীতে বিদ্রোহের সংবাদ পায় এবং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সহ কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে গমন করিতে থাকে। ইহার পর এখানে ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল, পরে ৮ই সেপ্টেম্বর আজমগড় হইতে গুর্খাসৈন্য আসিয়া বিদ্রোহ দমন করিল। নবেম্বর মাসে মেহেদি হাসেন নামক বিদ্রোহী দলপতির কার্য্যদক্ষতায় আবার অনেকস্থান ইংরাজরাজ্যের হস্তচ্যুত হইল। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে বিদ্রোহিগণ উত্তর-পশ্চিমে পরাজিত ও ছিন্নভিন্ন হইল এবং অবশেষে বিদ্রোহী ঋরিসিংহের পরাজয়ের পর একবারে বিদ্রোহ থামিল। তাহার পর এ পর্য্যন্ত দুই একদল ডাকাইতের উপদ্রব ব্যতীত আর কোন বিপ্লব ঘটে নাই।

জৌনপুর নগরের নামানুসারে এই জেলার নাম হইয়াছে। জৌনপুর জেলার কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি চরম সীমায় উপস্থিত।

জৌনপুর বহুকাল মুসলমান রাজ্যভুক্ত এবং মুসলমান-শাসনকর্ত্তার আবাসভূমি থাকিলেও এখানে হিন্দুধর্ম্মই প্রবল।

মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুর $\frac{1}{১০}$ অংশমাত্র। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেণিয়া, আহীর, চামার, কায়স্থ, কুর্ম্মি প্রভৃতিই প্রধান অধিবাসী। মুসলমানদিগের মধ্যে সুন্নি অপেক্ষা শিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক; লোদিবংশীয় শিয়ারাজগণ বহুকাল এস্থানে বাস করাই তাহার কারণ। এতদ্ব্যতীত খৃষ্টান, য়ুরোপীয় প্রভৃতিও অনেক এখানে বাস করে। অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৭ জন কৃষিজীবী।

জৌনপুর জেলার ৪টী নগরের অধিবাসীর সংখ্যা ৫ সহস্রের অধিক, যথা—জৌনপুর, মছ্‌লিসহর, বাদশাহপুর ও শাহগঞ্জ। অধিবাসিগণ অধিকাংশ শস্যক্ষেত্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে।

বণিক [illegible] বড় কৃষকদিগের অবস্থা অন্যান্ত স্থান অপেক্ষা হীন নহে। সামান্ত কৃষক, মজুর ও শ্রমজীবিদিগের অবস্থা অতি হীন। ইহাদের গৃহ একটী কুটীর, তাহাতে আসবাবের মধ্যে কতকগুলি মৃন্ময়পাত্র, ছিন্ন মাদুর ও বিছানা।

ইহারা অধিকাংশই কদর্য্য ভোজন ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া জীবন যাপন করে। কুর্ম্মি ও কাছি কৃষকগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল। ইহারা পোস্ত, তামাক এবং অন্যান্য বহুবিধ শাকসব্জি ও ফলমূলাদি আবাদ করে। সচরাচর অন্যান্য কৃষক অপেক্ষা ইহারা অধিকতর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী এবং অধিক হারে খাজনা দেয়, এই জন্য জমিদারগণ কুর্ম্মি ও কাছি প্রজা রাখিতে ভালবাসেন।

জৌনপুর জেলার মৃত্তিকা অনেকস্থলেই গলিত উদ্ভিজ্জ-মিশ্রিত, কর্দ্দম ও বালুকাময়। পরিত্যক্ত নদীগর্ভ এবং শুষ্ক বিল পয়লাদিতে কৃষ্ণবর্ণ পঙ্কময় অতিশয় উর্ব্বরা মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। জেলার সকল স্থানেই অতি উত্তমরূপ চাষ হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, বাজরা, ভুট্টা, জোয়ার, কার্পাস, গোধুম, যব, মটর, কলাই, সর্ষপ ইত্যাদি বহুবিধ শস্য জন্মে। চাষের প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। প্রথমতঃ কৃষক ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া বীজ ছড়ায়, তৎপরে মই দিয়া মাটি চাপা দেয় ও জমী চৌরস করিয়া লয়। জমী সংবৎসর ধরিয়া প্রায় পড়িয়া থাকে না, তবে যে জমীতে ইক্ষুর চাষ হয়, তাহা প্রায় ৬ মাস এক বৎসর ফেলিয়া রাখে। নগরের নিকটবর্ত্তী জমীতে আমন ও রবিশস্য দুই জন্মে। ইক্ষুর চাষ সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক, কিন্তু উহাতে প্রায় এক বৎসর জমা ফেলিয়া রাখিতে হয় এবং জমীতে অধিক পরিমাণে সার দিতে হয়। ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার পর হইতে এখানে নীলের চাষ হইতেছে। গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে কুর্ম্মিগণ পোস্ত চাষ করে। ঐ বৃক্ষের ঢেঁড়ী হইতে যে অহিফেন উৎপন্ন হয়, কৃষকগণ তাহা সমস্তই সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে দিতে বাধ্য। উহার মূল্য বাবত কৃষকগণ ৭০ সারবান্ ঢেঁড়ীর প্রতি সের ৫৲ টাকা হিসাবে পাইয়া থাকে। কুর্ম্মি ও কাছিগণ পোস্ত, তামাক ও শাকফলাদি আবাদ করে বলিয়া ইহাদের অবস্থা অন্যান্য কৃষক অপেক্ষা অনেক ভাল।

সমস্ত জেলার পরিমাণ ১৫৫৪ বর্গমাইলের মধ্যে ১৫১৯ বর্গমাইল গবর্মেণ্টের ভৌজিভুক্ত। ইহার মধ্যে ৯৬২ বর্গমাইলে আবাদ হয়। ১০৩ বর্গমাইল আবাদযোগ্য, অবশিষ্ট ২৫৪ বর্গমাইল ঊষর।

দৈব-বিড়ম্বনা।—এই জেলায় গোমতী নদীতে সময় সময় ভীষণ বন্যা আসিয়া উভয় কূল ছাপাইয়া পড়ে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত জনপদ ভাসাইয়া লইয়া যায়। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এইরূপ বন্যায় বিস্তর ক্ষতি হয়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের বন্যা সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ; ইহাতে নগরের প্রায় ৪০০০ গৃহ এবং অন্যান্য গ্রামের প্রায় ৯০০০ গৃহ বন্যার জলে ভাসিয়া যায়। অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে অনাবৃষ্টি অধিক হয় নাই। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে চতুর্দ্দিকস্থ জেলার ন্যায় এখানেও অনাবৃষ্টি ও অন্নকষ্ট হয়, কিন্তু ১৭৮৩ ও ১৮০৩ খৃঃ অব্দের অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ হয় নাই। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে জৌনপুর অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। ১৮৬০-৬১ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষ-দুর্ব্বিপাক জৌনপুর পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, উহা ঘর্ঘরা নদীর পরপারস্থিত প্রদেশেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু জৌনপুর ইহা হইতে নিস্তার পায়। ১৮৭৭-৭৮ খৃঃ অব্দে অনাবৃষ্টি জন্য রবিশস্য না হওয়ায় এখানে দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য জন্য গবর্মেণ্ট রিলিফ ওয়ার্ক (Relief work) স্থাপন করেন। জৌনপুর ও ইহার নিকটস্থ আজমগড়ে প্রায় সংবৎসরই বৃষ্টি হয়। সুতরাং কোন না কোন সময় বৃষ্টি হইলে একটা না একটা ফসল জন্মিয়া থাকে, সুতরাং অন্নকষ্ট প্রায় হয় না।

বাণিজ্যাদি।—জৌনপুর কৃষিপ্রধান জেলা। কৃষিজাতই প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। য়ুরোপীয়দিগের তত্ত্বাবধানে নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে। মরিয়াহু নগরে আশ্বিন মাসে এবং করচুলি নগরে চৈত্র মাসে দুইটী মেলা হয়। ঐ দুই মেলায় প্রায় ২০।২৫ সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথ এই জেলায় ৪৫ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে। জলালপুর, জৌনপুর সদর, জৌনপুর নগর, মেহেরাবাদ, খেতসরাই, শাহগঞ্জ ও বিলবাই এই কয়েকটী ষ্টেশন আছে। এখানে ১৩৮ মাইল বাঁধা ও ৪১৮½ মাইল কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষাকালে গোমতী নদী দিয়া বৃহৎ বৃহৎ নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকায় অযোধ্যা হইতে শস্যাদি আনীত হয়।

জৌনপুর জেলা ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার সময় ইহা অযোধ্যা গবর্মেণ্টের অধীনে বারাণসীপ্রদেশান্তর্গত করা হয়। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এই জেলা আলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হয়। এখানে একজন মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, এক-জন জয়েণ্ট বা আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও অপরাপর অধীনস্থ কর্ম্মচারী থাকেন। ইহাতে ২৩টী ডাকঘর আছে, এবং প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে তারঘর আছে। এই জেলায় বিদ্যাচর্চ্চায় উন্নতি অতি অল্প। জৌনপুরে দেশীয় ভাষা, আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় আছে। ইংরাজী-ভাষা অনেকস্থলেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই জেলা ৫টী তহসীল ও ১৭টী থানায় বিভক্ত। কেবলমাত্র জৌনপুর নগরে মিউনিসিপালিটী আছে।

এই জেলার বায়ু অনেক সময় আর্দ্র থাকে, বারমাসই বৃষ্টি হয় বলিয়া শীত-গ্রীষ্মাদির আতিশয্য নাই। ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ৩০ বৎসরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৪১·৭১ ইঞ্চি। জৌনপুর, শাহগঞ্জ ও মছলিসহরে হাঁসপাতাল আছে।

২—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার একটী তহসীল। এই তহসীলে হবিলী জৌনপুর, বিয়াল্সী, রারি, জাফরাবাদ, করিয়াত, দোস্ত, খপ্রহা এবং তপ্পা সরেমু এই ৭টী পরগণা আছে। সর্ব্বশুদ্ধ পরিমাণফল প্রায় ৩২৭ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২৩৩·৬ বর্গমাইলে চাষ হয়। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই তহসীল দিয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন রাস্তা প্রভৃতিরও সুবিধা আছে। গোমতী ও সৈ নদী এবং অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী এই তহসীলে প্রবাহিত। তহ-সীলের গ্রাম ও নগরের সংখ্যা মোট ৮২২, তন্মধ্যে কেবল ২টীতে ৩ সহস্রের অধিক লোক বাস করে।

৩—উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুর জেলার সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ২৫°৪৪′৫৩″ উঃ, দ্রাঘি° ৮২° ৪৩′৪৯″ পূঃ। এই নগর গোমতীর উত্তরতীরে গোমতী ও সৈ নদীর সঙ্গম হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা উপকণ্ঠসমেত ৪২,৮১৯। তন্মধ্যে ২৫৯৭৮ হিন্দু, ১৬৭৭১ মুসলমান এবং ৭০ খৃষ্টান।

জৌনপুর একটী প্রাচীন নগর। এই নগর ১৩৯৪ হইতে ১৪৯৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় শত বৎসর বুদাউন ও এতাবা হইতে বেহার পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ সুসমৃদ্ধ স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল। অসংখ্য প্রাচীন মন্দির, অট্টালিকা, মস্‌জিদ্ ও তাহাদের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান থাকিয়া স্থপতিবিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ সকল মন্দিরাদির অধিকাংশই জৌনপুরের স্বাধীন পাঠান শর্কি অধি-পতিদিগের সময় নির্ম্মিত হয়। এই শর্কিগণ যেমন একদিকে বহুসংখ্যক মস্‌জিদ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, তেমনি অন্য-দিকে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের বহুসংখ্যক মন্দির নষ্ট করেন। বলা বাহুল্য ঐ সকল হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাব-শেষ লইয়াই তদুপরি যাবতীয় মস্‌জিদাদি প্রস্তুত হইয়াছে।

এই নগরের প্রাচীন নাম কি তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। জৌনপুরবাসী ব্রাহ্মণগণ বলেন, ইহার প্রকৃত নাম যমদগ্নি-পুর। অদ্যাপি তথাকার সকল হিন্দুই ইহাকে জৌনপুর না বলিয়া জমনপুর কহে। মুসলমানেরা বলে, ফিরোজশাহ এই স্থান দর্শন করিয়া জাতিভ্রাতা জুনানের (মহম্মদ তোগলক) প্রীত্যর্থে তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম জৌনপুর রাখেন। হিন্দুরা ইহারি উত্তরে বলে, ইহার নাম জমনপুর ছিল, পরে ফিরোজের সন্তুষ্টি জন্য ঐ নামই ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া জৌনপুর করা হয়। আবার একজন সুচতুর ব্যক্তি বাহির করিয়াছেন, সহর জৌনপুর শব্দে ৭৭২ সংখ্যা বুঝায়, ঠিক ঐ সংখ্যক হিজিরা শকে (১৩৭০ খৃঃ অব্দে) ফিরোজ-শাহ জৌনপুরে আগমন করেন। যাহা হউক জৌনপুরের নাম যাহাই থাকুক, ইহা ফিরোজশাহের বহুপূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। ফেরিস্তার উল্লেখ আছে, জৌনপুর (জমন-পুর) দিল্লী হইতে বাঙ্গালা যাইবার পথে অবস্থিত। জামি-মস্‌জিদের দক্ষিণ দ্বারে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শিলালিপিতে মৌখরিবংশীয় ঈশ্বরবর্ম্মার নাম আছে, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদিগের বহুপূর্ব্বে ঐ স্থলে একটী সুসমৃদ্ধ হিন্দুনগর ছিল।

নদীতীরস্থ দুর্গের বিষয়ে প্রবাদ আছে, ঐ খানে করার নামে এক রাক্ষস বাস করিত, রামচন্দ্র উহাকে বিনাশ করেন। এখনও লোকে ঐ দুর্গকে করারকোট বলিয়া থাকে এবং করারবীরের পূজা করে। দুর্গের উত্তরে করার-বীরের একটী মন্দির আছে।

জৌনপুরনগরে শর্কি রাজাদিগের নির্ম্মিত বহুসংখ্যক মস্‌জিদ্ বিদ্যমান। এই সকলের মধ্যে হাসেন প্রতিষ্ঠিত জামি-মস্‌জিদ্ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মনোহর। ইহার ভিত্তি অন্যান্য মস্‌জিদ্ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। মস্‌জিদের প্রস্তর সকল দৃষ্টে বোধ হয়, কোন হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল। অন্যান্য মস্‌জিদের মধ্যে অতলা-মস্‌জিদ্ ইব্রাহিম শাহকর্ত্তৃক প্রতি-ষ্ঠিত। ৯ খানি শিলালিপি দ্বারা জানা গিয়াছে, ফিরোজশাহ ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে অতলাদেবীর মন্দিরের উপর ঐ মস্‌জিদ্ আরম্ভ করেন এবং ১৪০৮ খৃঃ অব্দে ইব্রাহিম উহা শেষ করেন।

ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ব্বকের মস্‌জিদ্—ইহাই বর্ত্তমান সকল মস্‌জিদ্ অপেক্ষা পুরাতন। শিলালিপি দ্বারা জানা যায়, ১৩৭৭ খৃঃ অব্দে ফিরোজশাহের ভ্রাতা ইব্রাহিম-নায়েব-বার্ব্বাক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার গঠনপ্রণালী প্রাচীন বঙ্গীয় স্থাপত্যের সমান।

মস্‌জিদ্-খালিস্-মুখলিস্—ইহাকে দরিবা ও চরজুলীও কহে। বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের মন্দিরের উপর ১৪১৭ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়।

নগরের উত্তরপশ্চিমে কিছুদূরে বেগমগঞ্জ নামক স্থানে বিবিরাজির মস্‌জিদ্ বা লালদরজা-মস্‌জিদ্ আছে। মাহ্মুদ-সাহের পত্নী বিবিরাজি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন।

নগরের কিছু দূরে চাচকপুর নামক স্থানে ইব্রাহিম-প্রতি-ষ্ঠিত বাবরি-মস্‌জিদের কতক অংশ বিদ্যমান আছে।

এতদ্ভিন্ন জৌনপুরে আরও বহুসংখ্যক মসজিদ্ ও সমাধি-স্থান প্রভৃতি বিদ্যমান, তন্মধ্যে হাকিম সুলতান-মহম্মদের মসজিদ্, নবাব মসিন-খাঁর মসজিদ্, শাহ কবীরের মসজিদ্, জহিদ-খাঁর মসজিদ্ ও সুলেমান-শাহের দর্গা উল্লেখযোগ্য।

জৌনপুরের নিকট গোমতীর উপর বিখ্যাত প্রস্তরসেতু আছে। ইহা ৭১২ ফিট দীর্ঘ ও ১৬টী খিলানবিশিষ্ট। মোগলসম্রাট্দিগের সময় জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মুনিম খাঁ ১৫৬৯-৭৩ খৃঃ অব্দে ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই সেতু প্রস্তুত করিতে আনুমানিক ৩০ ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবে।

আজিও জৌনপুর নগরে বিস্তৃত বাণিজ্য চলিতেছে; এখানকার গোলাপ, জুঁই প্রভৃতির আতর প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে কাগজ প্রস্তুত হইত, এখন কলের কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উহা লুপ্ত হইয়াছে। গোমতীনদীর দক্ষিণতীরে আদালত অবস্থিত, এখানে জজ ও মাজিষ্ট্রেট থাকেন। গির্জ্জা, ডাকবাংলা, জেলখানা ও পুলিশলাইন আছে। জৌনপুরে নদীর উত্তর-তীরে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলওয়ের দুইটী ষ্টেশন আছে, একটী কাছারীর নিকট, অপরটী সহরের নিকট। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে।

জৌমর (স্ত্রী) জুমরেণ নিবৃত্তঃ জুমর-অণ্। ১ জুমরনন্দিকৃত সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণ। (ত্রি) ২ সংক্ষিপ্তসার-ব্যাকরণাধ্যায়ী।

জৌলায়নভক্ত (ত্রি) জুলস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্, ইঞন্তাৎ ফঞ্, ততো ভক্তল্। (ভৌরিকাদ্যৈষুকার্য্যাদিভ্যো বিধলভক্তলৌ। পা° ৪।২।৫৪) জুলের গোত্রাপত্যের বিষয়।

জৌহব (ত্রি) জুহু-অন্। অবদানযোগ্য হৃদয়াদি। "হৃদয়ং জিহ্বাং ক্রোড়ং সব্যসক্থিপূর্ব্বনড়ক্বং পার্শ্বে যকৃৎকৌশুদমধ্যং দক্ষিণা শ্রোণিরিতি জৌহবানি" (কাত্যাং শ্রৌ° ৬।৭।৬) 'জুহ্বামবদানযোগ্যানি প্রধানযাগসাধনানি" (কর্ক) হৃদয়, জিহ্বা, ক্রোড়, বক্ষ, বাহু, সব্যসক্থি দুইপার্শ্ব প্রভৃতি অঙ্গ-সমষ্টির নাম জৌহব।

জৌহর (হিন্দী) রত্ন, মণি।

জৌহর (হিন্দী) রাজপুতপ্রমুখ কয়েক জাতি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজয় অপরিহার্য্য দেখিলে, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া শত্রুর অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্ত্রী ও শিশুদিগকে উহাতে ঝাঁপ দিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং উন্মত্তের ন্যায় শত্রুমধ্যে প্রবেশ এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন।

ঐ প্রথাকে জৌহর কহে। আলাউদ্দীন্ প্রভৃতি অনেক মুসলমানবিজেতা চিতোর প্রভৃতি নগর জয় করিয়া কেবল ভস্মাবশেষ নির্জ্জন পুরীমাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। চীনবাসী তাতার এবং কোন কোন স্থানে মুসলমানেরাও এই ভীষণ প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে।

১৮৯৩ খৃঃ অব্দে খেলাত আক্রমণের সময় শাহঘাসি নূর মহম্মদ শত্রু দ্বারা নগর বিজিত দেখিয়া আপনার সকল ভার্য্যা ও পরিবারস্থ অপরাপর সমস্ত স্ত্রীকে কাটিয়া যুদ্ধে বাহির হন। [জৌহর দেখ।]

জৌহর, সম্রাট্ হুমায়ুনের একজন পার্শ্বচর। এই ব্যক্তি ভৃঙ্গার দ্বারা হুমায়ুনের হস্তধৌতকরণার্থ জল যোগাইতেন। সর্ব্বদা হুমায়ুনের কাছে থাকিয়া ইনি হুমায়ুনের প্রাত্যহিক কার্য্যাবলীর বিবরণসম্বলিত একখানি জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহাতে হুমায়ুনের গভীর রাজনৈতিক বিষয় সকলের কথা লিখিত নাই।

জৌহরী (আরবী) জহরৎবিক্রেতা, রত্নব্যবসায়ী।

জ্ঞ(পুং) জানাতীতি জ্ঞা-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃকঃ। (পা° ৩।১।১৩৫) ১ জ্ঞানী। ২ ব্রহ্মা। ৩ বুধ। ৪ পণ্ডিত। যিনি উত্তম, অধম, মধ্যম প্রভৃতি কোন কার্য্যেই কম্পিত হন না, কার্য্যসমূহ দেখিয়া যিনি ভীত হন না, অর্থাৎ কার্য্যসকল যাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, যিনি কার্য্যাতীত, তিনিই জ্ঞ। "ক্রিয়াসু বাহ্যান্তরমধ্যমাসু সম্যক্প্রযুক্তাসু ন কম্পতে যঃ" (প্রশ্নোত্তর উপ°) এ জগতে এমন কোন বস্তু দেখা যায় না, যাহার কার্য্য নাই, প্রতিক্ষণ সমস্ত বস্তুরই কার্য্য হইতেছে, সর্ব্বদাই কার্য্য হয় বলিয়া "গচ্ছতীতি জগৎ" গতিশীল অর্থাৎ কার্য্যশীল, এইজন্য জগৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরুষ বা আত্মার কার্য্য নাই, তিনি নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার। সাংখ্য-মতে জ্ঞ পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ" (তত্ত্বকৌ°) ব্যক্ত জগৎ, অব্যক্ত প্রকৃতি, জ্ঞ পুরুষ। [পুরুষ দেখ।] জ্ঞ পুরুষ জানিতে পারিলে সকলেই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৫ বুধগ্রহ। "যুগে সূর্য্যজ্ঞশুক্রাণাং খচতুষ্করদার্ণবাঃ" (সূর্য্যসি°) ৬ মঙ্গলগ্রহ। (ধরণি) এই শব্দের প্রায় স্বতন্ত্রপ্রয়োগ নাই; উপসর্গ বা শব্দান্তরের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—শাস্ত্রজ্ঞ, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি। জ্ঞা-ক্বিপ্। ৭ জ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।]

জ্ঞক (ত্রি) জ্ঞ-স্বার্থে কন্। জ্ঞাতা। স্ত্রিয়াং টাপ্ জ্ঞকা, অত ইত্বং জ্ঞিকা।

জ্ঞতা (স্ত্রী) জ্ঞ-তল্ টাপ্। জ্ঞাতা।

জ্ঞপিত (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ক্ত। ১ জ্ঞাপিত, জানান। ২ মারিত। ৩ তোষিত। ৪ শাণিত। ৫ নিশামিত। ৬ আলোকিত। মারণ, তোষণ প্রভৃতি অর্থে জ্ঞ ধাতুর বিকল্পে ইট্ হয়, এইজন্য এই অর্থে জপ্ত এই পদও হইবে। জ্ঞপ-ক্ত। ৭ জ্ঞাত।

জ্ঞপ্ত (ত্রি) জপ্যতে ইতি জ্ঞপ-ণিচ্-ক্ত। জ্ঞাপিত, জ্ঞপিত। [জ্ঞপিত দেখ।]

জ্ঞপ্তি (স্ত্রী) জ্ঞপ্-ক্তিন্। ১ বুদ্ধি। (অমর) ২ মারণ। ৩ তোষণ। ৪ তীক্ষ্ণীকরণ। ৫ স্তুতি। ৬ বিজ্ঞাপন।

জ্ঞংমন্য (ত্রি) আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করা।

জ্ঞা (স্ত্রী) ১ জানা। ২ কবিতার আজ্ঞা।

জ্ঞাত (ত্রি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা, কর্ম্মণি-ক্ত। ১ বিদিত, চলিত কথায় জানা। পর্য্যায়—কৃতজ্ঞান, বুদ্ধ, বুধিত, প্রমিত, মত, প্রতীত, অবগত, মনিত, অবসিত। (জটাধর) ভাবে-ক্ত। ২ জ্ঞান।

জ্ঞাতক (ত্রি) জ্ঞাত-স্বার্থে কন্। বিদিত।

জ্ঞাতনন্দন (পুং) জ্ঞাতেন বোধেন নন্দয়তি প্রীণয়তি জ্ঞাত-নন্দ ল্যু। অহর্দ্ভেদ। (হেমচ°) শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নামান্তর।

জ্ঞাতপুত্র (পুং) [জ্ঞাতনন্দন দেখ।] মাগধীভাষায় নাতপুত্ত। কোন কোন জৈনের মতে—জ্ঞাতৃবংশে জন্ম বলিয়া ঐরূপ নাম হইয়াছে। মজ্ঝিমনিকায় নামক পালিগ্রন্থের মতে, বুদ্ধ যখন শামনাবাসে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় পাবানগরে নাতপুত্তের মৃত্যু হয়।

জ্ঞাতল (ত্রি) জ্ঞাতং লাতি লা-ক। জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞাতলেয় (পুং স্ত্রী) জ্ঞাতলস্যাপত্যং জ্ঞাতল-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) জ্ঞাতলাপত্য।

জ্ঞাতব্য (ত্রি) জ্ঞায়তে যৎ তৎ, জ্ঞা-তব্য। জ্ঞেয়, বেদ্য, অবগন্তব্য, বোধ্য। যাহা জানিতে হইবে বা জানা উচিত কিংবা জানিবার যোগ্য তাহাই জ্ঞাতব্য। শ্রুতি প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, আত্মাই একমাত্র জ্ঞাতব্য। "আত্মা বা অরে জ্ঞাতব্যঃ জ্ঞানবিষয়ী কর্ত্তব্যঃ" অরে আত্রেয়ি! আত্মাকে জ্ঞানের বিষয় কর, অর্থাৎ আত্মাই যেন একমাত্র লক্ষ্য হয়। আত্মাকে জানিতে পারিলে সকল পদার্থই জানিতে পারিবে, যেহেতু জগৎ আত্মময়। এক বস্তু জানিলে যখন সকল বস্তু জানিতে পারা যায়, তখন সেই এক বস্তু পরিত্যাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বস্তু জানিবার আবশ্যক কি? সেই এক বস্তুই আত্মা। অতএব আত্মা ভিন্ন আর কোন জ্ঞাতব্য নাই।

জ্ঞাতসিদ্ধান্ত (পুং) জ্ঞাতঃ বিদিতঃ সিদ্ধান্তো যেন বহুব্রী। শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, যে শাস্ত্র উত্তমরূপে জানে।

জ্ঞাতসার (পুং) জ্ঞাতঃ সারঃ সাংশো যেন বহুব্রী। ১ সারজ্ঞ, যে সার জানিয়াছে, যে কোন বিষয়ের নিগূঢ় বা যথার্থ জানিতে পারিয়াছে ২ জ্ঞানগোচর। যেমন "তাহার জ্ঞাত-সারে এই কর্ম হইয়াছে।"

জ্ঞাতাধর্ম্মকথা (স্ত্রী) জৈনদিগের প্রধান অঙ্গের মধ্যে এক-খানি। [জৈন দেখ।]

জ্ঞাতি (পুং) জানাতি ছিদ্রং দোষং কুলস্থিতিঞ্চ জ্ঞা-ক্তিচ্। পিতৃবংশীয়, এক গোত্রে যাহার জন্ম হইয়াছে, সপিণ্ড প্রভৃতি। পর্য্যায়—সগোত্র, বান্ধব, বন্ধু, স্ব, স্বজন, অংশক, গন্ধ, দায়াদ, সকুল্য, সমানোদক। (জটাধর) এক গোত্রোৎপন্ন পিতৃব্যাদি। জ্ঞাতি চারিপ্রকার—সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক ও সগোত্রজ। সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ড, সপ্তম হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত সকুল্য, দশম হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক। কোন কোন মতে পূর্ব্বপুরুষের জন্ম-নামস্মরণ পর্য্যন্তও সমানোদক। তাহার পর সগোত্রজ। জ্ঞাতিহিংসা অতিশয় পাপজনক।

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
জ্ঞাতিদ্রোহস্য পাপস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

জ্ঞাতিহিংসা করিলে যে পাপ হয়, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি অতিপাতকও তাহার ১৬ ভাগের একভাগও নহে। এইজন্য শাস্ত্রে জ্ঞাতিহিংসা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। জননে ও মরণে জ্ঞাতির অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। [অশৌচ দেখ।] জ্ঞাতির মধ্যে খুড়তুত ও জ্যাঠতুত-ভাই প্রভৃতিকে সহজ শত্রু বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞায়তে বিস্তৃতেঽস্মাৎ অপাদানে জ্ঞা-ক্তিন্। ২ পিতা।

জ্ঞাতিকার্য্য (পুং) জ্ঞাতীনাং কার্য্যং ৬তৎ। জ্ঞাতিদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

জ্ঞাতিত্ব (ক্লী) জ্ঞাতি-ভাবে ত্ব। জ্ঞাতির ধর্ম্মকর্ম্ম বা ব্যব-হার, জ্ঞাতির অনিষ্টচেষ্টা, জ্ঞাতির উপর বিদ্বেষ প্রদর্শন।

জ্ঞাতিপুত্র (পুং) জ্ঞাতীনাং পুত্রঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞাতির পুত্র। ২ শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর নামান্তর।

জ্ঞাতিভেদ (পুং) জ্ঞাতীনাং ভেদঃ ৬তৎ। জ্ঞাতিবিচ্ছেদ।

জ্ঞাতিমুখ (ত্রি) জ্ঞাতিঃ এব মুখং প্রধানং যস্য বহুব্রী। ১ জ্ঞাতিপ্রধান। ২ জ্ঞাতির ন্যায় মুখ বা স্বভাব।

জ্ঞাতিবিদ্ (ত্রি) জ্ঞাতিং বেত্তি, জ্ঞাতি-বিদ-ক্বিপ্। জ্ঞাতিমস্ত বা যে জ্ঞাতিকুটুম্বিতা করে।

জ্ঞাতৃ (ত্রি) জ্ঞা-তৃচ্। ১ জ্ঞানশীল। ২ বেত্তা। জ্ঞানী, বোদ্ধা, যে জানে।

জ্ঞাতেয় (ক্লী) জ্ঞাতের্ভাবঃ কর্ম্ম বা জ্ঞাতি-ঢক্। (কপিজ্ঞাত্যো-ঢক্। পা ৫।১।১২৭) জ্ঞাতিত্ব।

জ্ঞাত্র (ক্লী) জ্ঞাতের্ভাবঃ জ্ঞাতৃ-অণ্। জ্ঞাতৃত্ব, জানিবার ক্ষমতা। "সংবিচ্ছ যে, জ্ঞাত্রঞ্চ মে।" (যজুঃ ১৮।৭) 'জ্ঞাত্রং বিজ্ঞান-সামর্থ্যং।' (বেদদীপ)

জ্ঞান (ক্লী) জ্ঞা-ভাবে ল্যুট্। ১ বোধ, প্রতীতি, জানা। ২ বিশেষ ও সামান্য দ্বারা অববোধ, জানা। ৩ বুদ্ধিমাত্র। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ, প্রমা ও অপ্রমা (ভ্রম)। যাহার যে যে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তৎ তৎ গুণ ও দোষযুক্ত বলিয়া জানাকে যথার্থজ্ঞান বা প্রমা কহে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া এবং অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। অপ্রমা বা ভ্রমের একটী অনুগত কিছুই কারণ নাই। যেমন পিত্তাধিক্যরূপ দোষ ঘটিলে অতি শুভ্র শঙ্খকেও পীতবর্ণ দেখায়। অতিদূরতানিবন্ধন অতি বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলকেও ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়, এবং মণ্ডূকের (বেঙ্‌) বসা দ্বারা সম্পাদিত অঞ্জন নয়নে অর্পণ করিলে বংশকেও সর্প বলিয়া বোধ হয়। ঐরূপ দোষ দ্বারা যখন অপ্রমা (ভ্রম-জ্ঞান) জন্মে, তখন আর সহসা যথার্থ জ্ঞান হয় না। যতক্ষণ ঐরূপ দোষ দূরীকৃত না হয়, ততক্ষণ ভ্রম থাকে।* দেখ, শঙ্খ অতি শুভ্রবর্ণ, উহা শুভ্র ব্যতীত কখন পীত হয় না, এইরূপ শত শত উপদেশ পাইলেও কিংবা সেই শঙ্খকেই শ্বেত বলিয়া পূর্ব্বে নিশ্চয় করিলেও যখন পিত্তাধিক্য হয়, তখন কোনক্রমে শঙ্খকে পীত ভিন্ন আর শ্বেত বোধ হইবে না। নিশ্চয় ও সংশয়ভেদে জ্ঞানের দ্বিবিধ বিভাগ করা যাইতে পারে; এই ভবনে মনুষ্য আছে, আর এই ভবনে মনুষ্য আছে কি না? এইরূপ জ্ঞানদ্বয়কে যথাক্রমে নিশ্চয় ও সংশয় বলা যায়। সংশয় নানা কারণে ঘটিতে পারে, কখন পরস্পর বিরুদ্ধবাক্যরূপ বিপ্রতিপত্তিবাক্য শ্রবণে উহা ঘটিয়া থাকে। যথা, কোন সময়ে গৃহে মনুষ্য আছে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তৎকালে যদি একজন বলে, এই গৃহে মনুষ্য আছে, আর অন্যজন কহে, "না কই এ গৃহে ত মনুষ্য নাই।" তখন সে গৃহে মনুষ্য আছে কি না তাহার কিছুই নিশ্চয় করা যায় না, কেবল সংশয়ারূঢ়ই হইতে হয়। আর সংশয় কখন সাধারণ ও অসাধারণ ধর্ম্মদর্শন হইলেও হইয়া থাকে। দেখ, যখন দেখা যাইতেছে, কোন গৃহে লেখনী ও পুস্তক উভয়ই আছে, আর কোন গৃহে লেখনী-মাত্র আছে, পুস্তক নাই, তখন ইহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকে, এরূপ নিয়ম নাই। লেখনী থাকিলে পুস্তক থাকিলেও থাকিতে পারে, সুতরাং লেখনী ও পুস্তক তদভাবের সহচররূপ সাধারণ ধর্ম্ম হইল। সাধারণ ধর্ম্মরূপ লেখনীদর্শনে কোন ব্যক্তি নিশ্চয় করিতে পারে যে, এই গৃহে পুস্তক আছে, বাস্তবিক ঐ লেখনী-দর্শনে এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে যে, এ স্থানে পুস্তক আছে কি না? আর সন্দিগ্ধ বস্তু ও তদভাবের সহিত যে বস্তুর সহাবস্থান পূর্ব্বে দৃষ্ট না হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় সেই বস্তুর দর্শনকে অসাধারণ ধর্ম্মদর্শন কহে। যেমন নকুল (বেজী) থাকিলে সর্প থাকে কি না? যে ব্যক্তির একতরের নিশ্চয়তা নাই, সে ব্যক্তি যদি নকুল দেখে, তবে তাহার সর্প বা তদভাব কাহারই নিশ্চয়জ্ঞান হয় না। কেবল সর্প আছে কি না এরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে। বিশেষ দর্শন হইলে সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। বিশেষ পদে যে বস্তুর সংশয় হয়, তাহার ব্যাপ্যকে বুঝায়। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তু থাকিতে পারে না, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হয়। যথা—বহ্নি না থাকিলে ধূম-থাকে না বলিয়া বহ্নির ব্যাপ্য ধূম, সুতরাং যতক্ষণ ধূম দর্শন না হয়, ততক্ষণ বহ্নির সংশয় থাকে, কিন্তু ধূম দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই বহ্নির সংশয় প্রস্থান করে, তখন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়।

জ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি অনুভব ও স্মরণ ভেদে দুই প্রকার। সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুখ সকল প্রাণীর অভিপ্রেত এবং দুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দ ও চমৎকারাদি ভেদে সুখ, আর ক্লেশাদি ভেদে দুঃখ নানা-বিধ। অভিলাষকেই ইচ্ছা কহে। সুখে এবং দুঃখাভাবে ইচ্ছা ঐ ঐ পদার্থের জ্ঞান হইতেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির সাধনে সুখসাধনতাজ্ঞান ও দুঃখ-নিবর্ত্তকতা জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ এই বস্তু হইতে আমার সুখ, আর এই বস্তু হইতে আমার দুঃখনিবৃত্তি হইবে, এইরূপ জ্ঞান হইলে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ে ইচ্ছা জন্মে। দেখ, যে ব্যক্তি জানে স্রক্‌চন্দনাদি আমার সুখজনক এবং

---

* "অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানং দ্বিবিধমুচ্যতে।
তচ্ছূন্যে তন্মতির্যা স্যাদপ্রমা সা নিরূপিতা।
তৎপ্রপঞ্চো বিপর্য্যাসঃ সংশয়োঽপি প্রকীর্ত্তিতঃ।
আদ্যোদেহে আত্মবুদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীততামতিঃ।
ভবেন্নিশ্চয়রূপা সা সংশয়োঽথ প্রদর্শ্যতে।
কিংস্বিন্নরো বা স্থাণুর্বেত্যাদি বুদ্ধিস্তু সংশয়ঃ।
তদভাবাপ্রকারা ধীস্তৎপ্রকারা তু নিশ্চয়ঃ।
স সংশয়ো মতির্যা স্যাদেকত্রাভাববত্তয়োঃ।
সাধারণাদি ধর্ম্মস্য জ্ঞানং সংশয়কারণম্।
দোষোঽপ্রমায়া জনকঃ প্রমায়াস্তু গুণো ভবেৎ।
পিত্তদূরত্বাদিরূপো দোষো নানাবিধঃ স্মৃতঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ ১২৭)

ঔষধপান আমার দুঃখনিবর্ত্তক, তাঁহারই ঐ সকল বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে। আর যাহার ঐরূপ জ্ঞান না থাকে, তাহার কখনই ঐ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে না। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের ন্যায়, চিকীর্ষার আরও দুইটী কারণ আছে। যথা—কৃতিসাধ্যতা-জ্ঞান, আর বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব। এই বিষয় আমি করিতে পারি, এইরূপ জ্ঞানের নাম কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান। আর এই বিষয় করিলে আমার মহদনিষ্ট ঘটিবে, এইরূপ জ্ঞানের অভাবকে বলবদনিষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানের অভাব বলে। দেখ, যোগাভ্যাস করা আমাদের কৃতিসাধ্য নহে, এইরূপ যাহাদের স্থিরনিশ্চয় আছে, তাহারা কখনই যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু যোগাভ্যাস অনায়াসেই হইতে পারে, যোগিদের এইরূপ বিশ্বাস থাকাতেই তাঁহারা যোগসাধনে রত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জানে যে, এই ফলটী সুমধুর বটে, কিন্তু সর্পদষ্ট হওয়াতে ইহা বিষাক্ত হইয়াছে, সুতরাং ইহা ভক্ষণ করিলে প্রাণহানি হইবে সন্দেহ নাই, সে ব্যক্তির কখনই সে ফলভক্ষণে প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু যাহার এ জ্ঞান না থাকে, সে তৎক্ষণাৎ এ ফলভক্ষণে অভিলাষী হয়। (ন্যায়দর্শন) জ্ঞায়তে অনেন, জ্ঞা-করণে ল্যুট্। ৩ বেদ। ৪ শাস্ত্রাদি, যাহার দ্বারা জানা যায়।

আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে জ্ঞান জন্মে। বিবেচনা কর, একটী ঘট রহিয়াছে, দর্শনেন্দ্রিয় ঘটকে বিষয় করিল অর্থাৎ দেখিল, দেখিয়া মনের নিকট গিয়া বলিল, মন তখন আত্মাকে জ্ঞাপন করিল। তখন আত্মার জ্ঞান জন্মিল, আত্মা স্থির করিল ইহা একটী ঘট।

"ত্বঙ্মনঃসংযোগএব জ্ঞানসামান্যে কারণম্।" (মুক্তাবলী)

জ্ঞান সামান্যের প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগই একমাত্র কারণ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের, মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ এত দ্রুত হয় যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক আঘাতে শত পত্র ছিদ্র করিলে, যেমন প্রত্যেক পত্রের ছিদ্র পরে পরে হইয়াছে, কিন্তু তাহা সময়ের সূক্ষ্মতাবশতঃ অনুভব করা যায় না, তদ্রূপ বিষয় ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার সম্বন্ধ পর পর হইলেও স্থির করা যাইতে পারে না। এককালে দুইটী বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। মন অতিশয় সূক্ষ্ম, এইজন্য তাহার দুইটী বিষয় ধারণা করিবার শক্তি নাই।

"অযৌগপদ্যাজ্জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহোচ্যতে" (ভাষাপ°)

মন অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য জ্ঞানের অযৌগপদ্য, অর্থাৎ যুগপদ্ কোন জ্ঞান হয় না, চক্ষুঃসংযোগ হইলেই যে, জ্ঞান হয়, তাহা নহে। মনে কর, মন একটী বিষয় চিন্তা করিতেছে, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) একটী বিষয় দেখিল, দেখিবামাত্র কি তাহার জ্ঞান হইবে? না, তাহা হইবে না। কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, সে জ্ঞান জন্মাইতে পারে, তবে দর্শনেন্দ্রিয় গিয়া মনকে সংবাদ দিতে পারে; মন আবার আত্মার সহিত যুক্ত হইবে, পরে জ্ঞান হইবে।

"আত্মা মনসা যুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ, তস্মাদধ্যক্ষং ইত্যুক্তদিশা জ্ঞানং জায়তে" (ন্যায়দ°)

এই সম্বন্ধে লৌকিক একটী দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। মনে কর, একটী লোক অপর একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহার বাটী যাইয়া দেখেন দ্বারদেশে দৌবারিকগণ নিরন্তর দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে, তিনি দ্বারদেশে বসিয়া থাকিয়া দৌবারিক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন, দৌবারিক যাইয়া দেওয়ানজীর নিকট সংবাদ দিল, দেওয়ানজী নিজে যাইয়া প্রভুকে সংবাদ দিল, প্রভুর তখন জ্ঞান জন্মিল যে অমুক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, সেইরূপ চক্ষুঃ যাইয়া মনকে, আবার মন আত্মাকে সংবাদ দিল, তখন আত্মার জ্ঞান হইল। প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ দ্বারা সকল প্রকার জ্ঞান হয়।

"প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতিশব্দজঃ" (ভাষাপ°)

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথার্থরূপে বস্তু সকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। এই প্রত্যক্ষজ্ঞান ৬ প্রকার—ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ত্বক্, শ্রোত্র আর মন এই ৬টী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। গন্ধ ও তদ্গত সুরভিত্বাদি ও অসুরভিত্বাদি জাতির ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। মধুরাদি রস ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির রাসন, নীলপীতাদিরূপ ও ঐরূপবিশিষ্ট দ্রব্য নীলত্ব পীতত্ব প্রভৃতি জাতি, ঐ সকল রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়ার চাক্ষুষ, শীত-উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদি ত্বাচ, শব্দ ও তদ্গত বর্ণত্ব ধ্বনিত্বাদি জাতির শ্রাবণ, এবং সুখ ও দুঃখাদি আত্মবৃত্তিগুণের আত্মার ও সুখত্বাদি জাতির মানস-প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়।

ব্যাপ্য পদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমিতিজ্ঞান কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে। যথা—কোন স্থানেই বহ্নি ব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং যে স্থানে ধূম থাকে, সে স্থানে বহ্নির অভাব থাকে

না বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক, এই জন্ত লোকসমূহের পর্ব্বত প্রভৃতিতে ধূমদর্শনে বহ্নির অনুমানাত্মক জ্ঞান হয়। এই অনুমানাত্মক জ্ঞান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্ততোদৃষ্ট। কারণদর্শনে কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমানাত্মক জ্ঞান। কার্য্য দর্শন করিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্যলিঙ্গক জ্ঞান কহে। যেমন নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমানাত্মক জ্ঞান। কারণ ও কার্য্য ভিন্ন কেবল ব্যাপ্য বস্তু দর্শন করিয়া যে অনুমানাত্মক জ্ঞান হয়, তাহাকে সামান্ততোদৃষ্ট অনুমানাত্মক জ্ঞান কহে। যেমন—গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ চন্দ্রদর্শনে শুক্লপক্ষের জ্ঞান, ক্রিয়াকে হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্বজাতির জ্ঞান। কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতিজ্ঞান কহে যেমন—যে ব্যক্তি পূর্ব্বে গবয় দেখে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে গো-সদৃশ গবয় অর্থাৎ যে বস্তুর আকৃতি অবিকল গো'র আকৃতিতুল্য, গবয়শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে জানিবে, যে জন্তু গো-সদৃশ হইবে, গবয় শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে। গবয়শব্দ দ্বারা গবয় জন্তু বুঝায় যে জানে না, কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির নয়নপথে গবয় জন্তু পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের আকৃতি গো'র আকৃতিতুল্য দেখিয়া এবং পূর্ব্বশ্রুত গো-সদৃশ গবয়, এই বাক্য স্মরণ করিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাই গবয়, এইরূপ গবয় শব্দের শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতিজ্ঞান বলা যায়।

শব্দ দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহাকে শাব্দজ্ঞান কহে। যেমন গুরুর উপদেশবাক্য শুনিয়া ছাত্রদিগের উপদিষ্ট অর্থের শাব্দজ্ঞান জন্মে। এই শাব্দজ্ঞান দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক। যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক আর যাহার অর্থ অদৃশ্য, তাহাকে অদৃষ্টার্থক বলে। ইহার উদাহরণ এইরূপ,—তুমি গৌরবর্ণ, তোমার পুস্তক অতি উত্তম, ইত্যাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধজ্ঞানকে দৃষ্টার্থক শাব্দজ্ঞান, আর যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, বিষ্ণুপূজা করিলে বিষ্ণুর প্রীতি হয় ইত্যাদি বিধিবাক্য ও বেদবাক্য প্রভৃতি অদৃষ্টার্থক শাব্দজ্ঞান। যত প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা এই সমুদায় জ্ঞানের অন্তর্গত। (ন্যায়দর্শন) [প্রমাণ দেখ।]

বেদান্তমতে ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, যদিও আপাততঃ ঘটজ্ঞান হইতে পটজ্ঞান ভিন্ন এবং তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান হইতে পৃথক, এইরূপ ভেদ ব্যবহার-দর্শন করিয়া জ্ঞানের নানাত্বই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, আরও জ্ঞানের স্বরূপতা বা সকল জ্ঞানের ঐক্যসাধক কোন যুক্তি আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, বিষয়স্বরূপ উপাধির নানাত্ব লইয়াই জ্ঞানের নানাত্ব ভ্রম হয়, বাস্তবিক জ্ঞান নানা নহে, একমাত্র। যেমন এক মুখ তৈলে প্রতিবিম্বিত হইলে একরূপ, আর জলে প্রতিবিম্বিত হইলে আর একরূপ দেখা যায়, কিন্তু বাস্তবিক মুখের ভেদ নাই, জল এবং তৈলই পৃথক্ জ্ঞানের প্রতিকারণ, সেইরূপ উপাধির ভিন্নতা লইয়াই জ্ঞানের বিভিন্নত্বা প্রতীতি হয়।

জ্ঞান বিভিন্ন নহে। যখন যাহার অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা বিষয়ের আবরণস্বরূপ অজ্ঞান নষ্ট হইয়া জ্ঞান দ্বারা বিষয় প্রকাশমান হয়, তখনই তাহার জ্ঞান বলা যায়, আর যখন ঐরূপ না হয়, তখন তাহা জ্ঞান বলিয়াও ব্যবহার হয় না। অতএব জ্ঞান এক হইলেও তোমার জ্ঞান আমার জ্ঞান ইত্যাদি ভেদব্যবহারের বাধক কি আছে? বরং জ্ঞানের ঐক্যসাধক প্রমাণই অনেক দৃষ্ট হয়। একটী প্রমাণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। দেখ, যে বস্তুর সহিত যে বস্তুর বাস্তবিক ভেদ থাকে, তাহার উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদ-ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন ঘট ও পটের বাস্তবিক ভেদ আছে বলিয়া ঘট ও পটের উপাধি পরিত্যাগ করিলেও ভেদব্যবহারের বাধ হয় না। অতএব যদি ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের পরস্পর বাস্তবিক ভেদ থাকিত, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের যথাক্রমে ঘট ও পটরূপ উপাধিদ্বয় পরিত্যাগ করিলেও ভেদ-ব্যবহার হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের ঘট-পটরূপ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "জ্ঞান জ্ঞান হইতে ভিন্ন" এরূপ ভেদব্যবহার কেহই স্বীকার করেন না, তখন ঐরূপ জ্ঞানের বাস্তবিক ভেদ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? বরং ঐ ঐ জ্ঞানের ঘটপটরূপ উপাধি লইয়াই সিদ্ধ হয়, যেহেতু ঘটজ্ঞানের বিষয় ঘট, আর পটজ্ঞানের বিষয় পট, অতএব ঘটজ্ঞান পটজ্ঞান হইতে ভিন্ন, এইরূপ ভেদ-ব্যবহার হয় বলিয়া ঐরূপ জ্ঞানের উপাধিক ভেদমাত্র আছে, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে, ইহা ভিন্ন জ্ঞানের বাস্তবিক পরস্পর ভেদসাধক কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই। বরং ঐক্যপ্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতির বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়, আরও যখন দেখা যাইতেছে, ঘটজ্ঞানও জ্ঞান, আর পটজ্ঞানও জ্ঞান, তখন আর জ্ঞানের বিভিন্নতা হইবার কোন প্রকারে সম্ভব দেখা যায় না। অতএব স্থির হইল যে, সর্ব্ববিষয়ক সকল ব্যক্তির জ্ঞান এক, বিভিন্ন নহে। এই জ্ঞানের নামান্তর চৈতন্য, আত্মা। (বেদান্ত)

সাংখ্যমতে বুদ্ধি অর্থাকারে (অর্থাৎ বস্তুস্বরূপে) পরিণত

হইয়া আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হইলে জ্ঞান হয়। একটী বস্তুতে চক্ষুঃসংযোগ হইল, তখন দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) আলোচনা করিয়া মনকে দিল, মন সঙ্কল্প করিয়া অহঙ্কারকে দিল, অহঙ্কার অভিমান করিয়া বুদ্ধিকে দিল, বুদ্ধি অধ্যবসায় করিয়া (অর্থাৎ তদাকারে পরিণত হইয়া) প্রতিবিম্বরূপে আত্মার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আত্মার প্রতিবিম্বরূপে জ্ঞান হইল।

"যুগপচ্চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দিষ্টা।"

(তত্ত্বকৌমুদী ৩০)

ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান, বুদ্ধির অধ্যবসায় এই চারিটী যুগপৎ হইয়া থাকে।

(সাংখ্যদর্শন)

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ জানাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞান হইলে মনুষ্য সকলপ্রকার দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে।

গীতায় জ্ঞানের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা, সারল্য, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনোনিগ্রহ, ভোগবৈরাগ্য, অনহঙ্কার, এই সংসারেতে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখাদি দোষদর্শন করা, পুত্র, দারা, গৃহাদি বিষয়ে অনাসক্তি, অনভিষ্বঙ্গ, ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইলে তাহাতে সর্ব্বদা সমজ্ঞান, জীবাত্মাকে অভিন্নভাবে দর্শন করিয়া আত্মাতে (ঈশ্বরেতে) অচলাভক্তি, নির্জ্জনদেশ সেবা, জনতায় বিরক্তি, নিত্য অধ্যাত্মজ্ঞানসেবা, নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদজ্ঞান এই সমস্তই জ্ঞান, আর যাহা ইহার বিপরীত তাহার নাম অজ্ঞান। (গীতা ১৩ অঃ ৮-১৩)

এই জ্ঞান তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্‌॥"

(গীতা ১৮।২০)

যে জ্ঞান দ্বারা বিভিন্নাকারে প্রতীয়মান নিখিল জগতের কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় অবিভক্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় সত্বা বা চিৎস্বরূপ আত্মাই পরিদৃষ্ট হয়েন, আর কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিকজ্ঞান। এই জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়।

"পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবাৎ পৃথগ্বিধান্‌।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং॥" (গীতা ১৮।২১)

যে জ্ঞানের দ্বারা প্রতিদেহে বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে রাজসজ্ঞান বলা যায়।

এই রাজসিক জ্ঞান থাকিতে মুক্তি হইতে পারে না এবং ইহা অসম্যক্ জ্ঞান।

"যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহেতুকম্‌।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌॥" (গীতা ১৮।২২)

যে জ্ঞান বহুল দেহকেই লক্ষ্য করে, আত্মা ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু অদৃশ্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তকেই দেহ বা দৈহিক বস্তু বলিয়া দেখে, যে জ্ঞানের কোন প্রকার হেতু বা যুক্তি নাই, এবং যাহা তত্ত্বার্থের প্রকাশক নহে, যাহা অতীব ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোন বিষয়ের অভ্যন্তরপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু কেবল বাহিরের কিয়দংশ-মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাকে তামসজ্ঞান বলা যায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, মানবের মন-জ্ঞান, চিন্তা ও বাসনাময়। কখন আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি, কোন সময়ে মানসিক বৃত্তিবিশেষ দ্বারা পরিচালিত হই, আবার কোন সময় কোন বস্তু বা বিষয় অভিলাষ করি। কিন্তু মনের এই তিনটী প্রক্রিয়া বিভিন্ন হইলেও পরস্পর সম্বদ্ধ। যে বিষয় আমরা জানি না, তাহা আমরা অভিলাষ করিতে পারি না, কিংবা তৎসম্বন্ধে আমরা কোনরূপ চিন্তা করিতে পারি না। আবার যে বিষয়ে আমরা কোনরূপ চিন্তা না করি, সে বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞানলাভও হয় না। ইচ্ছা না হইলে কোন বিষয়ে আমরা চিন্তাও করি না বা কোন বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভও করিতে পারি না।

স্থূলতঃ এই তিন প্রক্রিয়ার সমন্বয় দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। ইহাদিগের মধ্যে একটী দৈহিক অভিব্যক্তি আছে।

জ্ঞানলাভের প্রথম ক্রিয়া—কোন বস্তু দেখিলে বা তাহার বিষয় চিন্তা করিলে ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া হেতু আমাদিগের মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া হেতু যে, বিবিধ অনুমিতি উপস্থিত হয়, তাহার কতকগুলি বিসদৃশ। পূর্ব্বে আমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেই বস্তু বা ব্যক্তির সহিত যদি বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য দেখি, তাহা হইলেই এ দুইই যে এক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। একের সহিত যদি অন্যের মিল না থাকে, তাহা হইলে দুইটী ভিন্ন বলিয়া আমরা গণ্য করি। এক ধর্ম্ম-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের বোধগুলি একরূপ ওতপ্রোতভাবে সম্মিলিত হয়। সামান্যতঃ মানসিক সংযোগ ও বিয়োগ-প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু কেবলমাত্র সংযোগ ও বিয়োগ-প্রক্রিয়া অথবা আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য স্মৃতি বা ধারণাশক্তির আবশ্যক। স্মৃতিশক্তি দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কার মনো-

মধ্যে জাগরুক হইয়া উঠে। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহার জ্ঞানলাভ করি, পরে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মনোমধ্যে তাহাকে দেখিতে পাই। অনেকদিন পরে আমরা কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া চিনিতে পারি। এ জ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করি? পূর্ব্বে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমাদিগের মনে একটী সংস্কার জন্মিয়াছিল; তাহা এতদিন অচেতন ছিল। এক্ষণ সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া একরূপ ইন্দ্রিয়বোধ উপস্থিত হইল। স্মৃতিশক্তি দ্বারা পূর্ব্ব-সংস্কার চেতন হইয়া উঠিল। এই উভয় সংস্কারের সামঞ্জস্য হওয়ায় আমরা পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম। এই স্মৃতিশক্তি এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ-প্রক্রিয়া এ গুলির কিছুই জ্ঞান নহে। এগুলি জ্ঞানলাভের উপায়।

আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন প্রকারে পরিচালিত হয়, বিভিন্ন পরিচালনাগুলি কৈন্দ্রিকসংযোগ দ্বারা সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সমাবস্থার সহিত জ্ঞান সম্বন্ধ। সংযোগ ভিন্ন জ্ঞান হয় না।

আমাদিগের শরীরে দুই প্রকার স্নায়ু আছে—জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ু দ্বারা আমরা জ্ঞানলাভ করি। জ্ঞানোৎপাদক স্নায়ুর বাহ্য অংশ কোন কারণবশতঃ উত্তেজিত হইলে, সে উত্তেজনা মস্তিষ্কে প্রবাহিত হয়। তখন আমাদিগের ইন্দ্রিয়-বোধ জন্মে। চক্ষুতে আলোক প্রতিফলিত হইলে চিত্রপত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে উত্তেজনা মস্তিষ্কে পরিচালিত হইয়া এক প্রকার ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু আমাদিগের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্য বাহ্যশক্তির আবশ্যক হয় না। বাহ্যেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের জন্য বাহ্যশক্তির আবশ্যক। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জ্ঞান শরীরের আভ্যন্তর-প্রক্রিয়া ও পরিবর্ত্তন জন্য উৎপন্ন হয়।

সকল সময় আমাদিগের পরিস্ফুট ইন্দ্রিয়জ্ঞান হয় না। কেহ কেহ বলেন, স্নায়ুর বহিরাংশ উত্তমরূপ উত্তেজিত না হওয়াই ইহার কারণ। আবার কেহ কেহ বলেন, আত্মার চেতনাংশে যাহা যায় না, সেই জ্ঞানই অপরিস্ফুট থাকে। কোন বিষয়ে আমাদিগের যে ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহা অপরিস্ফুটভাবে আমাদিগের মনে কিছুদিন বর্ত্তমান থাকে। এরূপ না থাকিলে অন্য ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানের সহিত তাহার তুলনা কিরূপে করিতে পারি?

জ্ঞানলাভের প্রধান উপায় মনোনিবেশ। কোন বিষয়ে আমাদিগের মন সংযত না হইলে আমরা কখনই সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। কারণ মনোযোগ ব্যতিরেকে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট হইতে পারে না এবং আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না। মনোযোগ ব্যতিরেকে শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়াগুলির স্থায়িত্ব জন্মে না, সুতরাং সেগুলি ধারণা করিতে না পারিয়া তাহার প্রকৃতি আমরা অবগত হইতে পারি না। এক জ্ঞানময়ী মহাশক্তি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। স্নায়বিক উত্তেজনা ও কম্পন বশতঃ যে অস্ফুট ইন্দ্রিয়বোধ জন্মে, তাহার মানসিক সংস্কারকে সাধারণতঃ মনোযোগ বলে। এই উত্তেজনা বাহ্য-বস্তুর সংস্রব বা মানসিক অনুধ্যান উভয় দ্বারাই উৎপন্ন হইতে পারে। মনোনিবেশ দ্বারা ইন্দ্রিয়-গভীরতা বৃদ্ধি পায়; সেই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমরা বিষয়বিশেষে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আমাদিগের জ্ঞান পরিণতিশীল, আমরা ক্রমে ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। ইহা তিনটী প্রক্রিয়া দ্বারা সংসাধিত হয়—১ স্বাভাবিক ঐন্দ্রিয়িক সংস্কার, ২ মানসিক চিত্র, ৩ চিন্তা।

১, বিবিধ ইন্দ্রিয়প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হইলে মনোমধ্যে এক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়। ইহাই প্রথম প্রক্রিয়া। যে বালক কখন দুগ্ধ দেখে নাই, সে হঠাৎ দুগ্ধ দেখিলে তাহা চিনিতে পারে না। যখন সে তাহা আস্বাদন, স্পর্শ ও দর্শন করে, তখন তাহার ভিন্ন ভিন্ন ঐন্দ্রিয়িক প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এইগুলির সামঞ্জস্য সাধিত হইলে সে দুগ্ধের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে। বস্তুতঃ ইহাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রথমাবস্থা।

২, ইন্দ্রিয়-বোধ পরিস্ফুট হইলে আমরা মনোমধ্যে সেই ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয়ের যে প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করি, তাহাকে মানসিক চিত্র কহে। মনোনিবেশ দ্বারা যখন বিবিধ ইন্দ্রিয়-প্রক্রিয়াগুলি মনোমধ্যে দৃঢ়রূপে আহৃত হয়, তখন মানসিক চিত্র গঠিত হইতে পারে; মানসিক চিত্র ও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ। মানসিক চিত্রগঠনে স্মৃতিশক্তির কার্য্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়। যে বালক পূর্ব্বে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়াছে, সে পরে শব্দ শুনিয়াই ঘণ্টার শব্দ বলিয়া তাহা বুঝিতে পারে।

৩, চিন্তা। চিন্তা দ্বারাই আমরা প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত জ্ঞানলাভ করি। আমাদিগের বিবিধ প্রকার মানসিক চিত্র তুলনা করিয়া আমরা এই অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারি, এস্থলেও মনোনিবেশের ক্রিয়া অতিশয় প্রবলা। বিশেষ মনোযোগ ব্যতিরেকে আমরা একটী চিত্রের সহিত অপর চিত্রের প্রকৃত তুলনা করিতে পারি না, সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান-লাভও করিতে পারি না। কেবলমাত্র কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মানসিক চিত্র কল্পনা করিতে পারিলেই জ্ঞানলাভ হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়পরিচালনা হেতু যে সামান্য মানসিক ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহা জ্ঞান নহে। এই ভাবান্তরগুলির আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ হইলে কতক পরিমাণে জ্ঞানলাভ হয়; কারণ তখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ভাব প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা বা পরিচালনাবশতঃ আমাদিগের মনে যে ভাবান্তর হয় বা মনোমধ্যে আমরা যে গুণ বা ভাব অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ আমরা সে গুণ বা ভাবের অস্তিত্ব অন্য বস্তুতে কল্পনা করি। আমরা কোন ঘণ্টার শব্দ শুনিলে মনোমধ্যে যে শব্দের অনুমান করি, তৎক্ষণাৎ সে শব্দ ঘণ্টা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, এইরূপ বিবেচনা করি। এইরূপ করিয়াই আমরা সেই শব্দকে গোচরীভূত করি। কেহ কেহ বলেন, বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়বোধ সংবদ্ধ হইলেও শীঘ্র জ্ঞান জন্মে না। ইহা বহুদর্শিতা ও শিক্ষার ফল; কিন্তু ইহা কতকপরিমাণে সংস্কারজাতও বটে। এই সংস্কার ব্যক্তিগত বহুদর্শিতা দ্বারা পরিণত ও ব্যাপৃত হইলে আমরা ওতপ্রোতভাবে ঐন্দ্রিয়িক প্রক্রিয়াগুলিকে ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত করিতে পারি।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যতীত কল্পনা বা অনুমানের সাহায্যেও আমরা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। আমরা অন্যের কথা শুনিয়া একপ্রকার মানসিক চিত্র কল্পনা করি। বিবিধ চিত্রের সমাবেশ হইলে তাহাদিগকে আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট করিয়া আমরা একপ্রকার নূতন চিত্রের কল্পনা করিতে পারি। এই প্রকারে আমরা নূতন জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। যাহার উদ্ভাবনী শক্তি যত অধিক, তাহার জ্ঞানও তত অধিক। উদ্ভাবনী শক্তির সহিত চিন্তাশক্তি সংসৃষ্ট। প্রকৃত যুক্তিসঙ্গত চিন্তাশক্তি না থাকিলে পরিষ্কার জ্ঞানলাভ হয় না।

কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি অত্যধিক পরিমাণে প্রযোজিত হইলে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় না হইয়া বরং জ্ঞানের অন্তরায় হইয়া উঠে।

জ্ঞানের সহিত বিশ্বাস কিয়ৎপরিমাণে সম্বদ্ধ; কিন্তু জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। সাধারণ বিশ্বাস ন্যায়সঙ্গত বিচার দ্বারা জ্ঞানে পরিণত হয়। সকল মানবের মনোভাব বা মানস-চিত্র একরূপ নহে; সকলের ভাব প্রকৃত ও সূক্ষ্মরূপে তুলনা করিয়া আমরা একরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। কিন্তু জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, বিশ্বাস ততদূর ব্যাপক নহে। জ্ঞান বলিতে বিশ্বাস ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু বুঝায়; বিশ্বাসাপেক্ষা জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। যে বিশ্বাস ন্যায়ানুগত বিচার দ্বারা বদ্ধমূল হইয়াছে, সে বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়পরিচালনা এবং চিন্তা বা যুক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। প্রথম উপায়লব্ধ জ্ঞান বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব প্রকাশ করে; ২য় উপায় দ্বারা অপরিবর্ত্তনীয় কারণমূলক জ্ঞান পরিস্ফুট হয়।

কিন্তু এই প্রকার জ্ঞানলাভের উৎপত্তিসম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, জগদীশ্বর আমাদিগের মনের মধ্যে এক একটী ভাব নিহিত করিয়াছেন; জন্মমাত্রই সে ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না; আমাদিগের অভিজ্ঞতার সহিত তাহা স্ফুট হইতে থাকে এবং তাহা দ্বারাই আমাদিগের জ্ঞান লাভ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, আমরা জন্ম হইতে পৈতৃক সংস্কার প্রাপ্ত হই—সেই সংস্কার স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান উৎপাদন করে।

ক্যাণ্ট (Kant) বলেন, অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বোধের সমবায়হেতু অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয়। কোন ইন্দ্রিয়গোচরীভূত বিষয় পুনঃপুনঃ অনুধাবন করিলে আমরা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। এই অভিজ্ঞতার সহিত আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান আরম্ভ হয়; কিন্তু সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই অভিজ্ঞতামূলক নহে। পূর্ব্বে আমরা যাহা উপলব্ধি করি নাই, সে বিষয়ে যে আমাদিগের কোনরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না তাহা নহে। ঐন্দ্রিয়জ্ঞান চিন্তাশক্তি দ্বারা অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। অভিজ্ঞতাদ্বারা আমরা কোন বস্তুর বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারি; কিন্তু কিরূপ হওয়া আবশ্যক বা কিরূপ হওয়া উচিত নহে, তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ণীত হয় না। যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নহে, তাহা বস্তুর প্রকৃত কারণমূলক, এই জ্ঞান সত্যের প্রমাণসিদ্ধ গুণবিশিষ্ট। ক্যাণ্ট বলেন, এই জ্ঞান অপেক্ষাকৃত ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য।

আমরা কোন কোন বিষয়ে ওতপ্রোতভাবে জ্ঞানলাভ করি। এই জ্ঞান আশ্লেষণ ও বিশ্লেষণমূলক বিচারসিদ্ধ। গণিত, প্রাকৃতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমরা উক্তরূপে জ্ঞানলাভ করি। ক্যাণ্ট বলেন, আমাদিগের গণিতবিষয়ক জ্ঞান বিশ্লেষণসিদ্ধ; কিন্তু গণিতের কোন বিষয়ের গুণসম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা আশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত হই।

বাহ্য বস্তুর জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? ক্যাণ্ট বলেন, কোন বস্তু আমরা যেরূপ গোচরীভূত করি এবং যে আকার আমরা মনে ধারণা করি, তাহা এক নহে, এবং যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহার যথার্থ প্রকৃতির সংস্রবও সেরূপ নহে। যদি আমরা প্রমাতৃভাব সঙ্কুচিত করিয়া অস্ফুট রাখি, তাহা হইলে বস্তুর স্থিতি, কাল প্রভৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সমস্তই দূরীভূত হয়; আমাদিগের মনের নিরপেক্ষভাবে কোনরূপ দৃশ্যই থাকিতে পারে না। যেরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুই হউক্ না কেন ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত

না হইলে সকল পদার্থই আমাদিগের অপরিচিত থাকে। অতএব বাহ্য বস্তু আর কিছুই নয়—আমাদিগের ঐন্দ্রিয়জ্ঞান-সম্ভূত মানসিক চিত্রবিশেষ। আমাদিগের ঐন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে মানসিক সজ্ঞানতা উপস্থিত হয়; এই সজ্ঞানতা বা চৈতন্যই জ্ঞানের সর্ব্বপ্রকার মিশ্রণ ও একীকরণ। এই চৈতন্যহেতুই আমরা পদার্থের চিত্র কল্পনা করিতে সমর্থ হই। আমরা ঐন্দ্রিয়জ্ঞানবশতঃ মনোমধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুভব করি, সেগুলি আপনা হইতে সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয় না; আমাদিগের বুদ্ধি অথবা চিন্তাশক্তিসাহায্যে সেগুলির ঐক্য সাধিত হয়।

সেলিং (Schelling) বলেন, আমাদিগের মানসিক চিত্র এবং বাহ্য পদার্থ পরস্পর অতিনিকট সংসৃষ্ট, একটী অপরটীর সূচনা করে। একটী বলিলেই অপরটীর সত্বা উদিত হয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই এই মানসিক চিত্রের সহিত বাহ্য বস্তর ঐক্য হেতু উৎপন্ন হয়।

স্পিনোজার মতে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ মন আপনাকে জানিতে পারে না। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রথমতঃ অস্ফুট থাকে, মনের আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। কিন্তু মনের কার্য্য করিবার কোন স্বাধীনতা নাই—পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দ্বারা মনের কার্য্য নিয়মিত হয়, সে কারণও আবার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ দ্বারা নিয়মিত হয়। কোন এক নিত্য নিয়মের দ্বারা সকল বস্তুরই বিকাশ ও পরিণতি হয়।

স্পিনোজা বলেন, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধি হয়। তৎপরে আমাদের প্রত্যক্ষের ধারণা বা স্মরণশক্তি দ্বারা শ্রেণী বিভক্ত হয়, পরে কল্পনাশক্তিপ্রভাবে বাক্য দ্বারা সে শ্রেণীর নামকরণ হয়; তৃতীয়তঃ চিন্তা বা যুক্তিদ্বারা বিচারিত হয়। পরিশেষে সহজজ্ঞান দ্বারা বাহ্যঘটনার স্বরূপজ্ঞান আমরা লাভ করি। জ্ঞানের প্রথম উপায় বা প্রত্যক্ষের অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণভাব হইতে আমাদের ভ্রম বা বিপর্য্যয় হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত কোমতের মতে সকল বিষয়েরই জ্ঞানের উন্নতিপথে ক্রমান্বয়ে তিনটী সোপান আছে, প্রথম পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক বা ইচ্ছামূলক, দ্বিতীয় দার্শনিক, কাল্পনিক বা শক্তিমূলক, তৃতীয় বৈজ্ঞানিক, প্রামাণিক বা নিয়মমূলক।

লোকে বাহ্য বস্তু দেখিলে তাহার একটী সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তা অনুমান করিয়া থাকে। ইহার কারণও দৃষ্ট হয়। আমাদিগের সকল কার্য্যই সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়; এই জন্যই কোন কার্য্য দেখিলেই আমরা তাহার একটী সচেতন ইচ্ছাবিশিষ্ট কর্ত্তার কল্পনা করি। ক্রমে জ্ঞান যত স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, ততই লোকের ধারণা হয় যে, পূর্ব্বে যাহাকে সচেতন মনে করা হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহার চৈতন্যের কোন লক্ষণ নাই। চৈতন্যের পরিবর্ত্তে তাহার কোন অদৃশ্য কার্য্যসাধিকা শক্তি আছে। প্রথমাবস্থায় লোকে মনে করে, অগ্নি ইচ্ছাপূর্ব্বক বস্তু দগ্ধ করে, পরে নিশ্চিত হয় যে, অগ্নির নিজের কোনরূপ ইচ্ছা নাই; ইহার দাহিকাশক্তিপ্রভাবেই বস্তু দগ্ধ হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থাকে দার্শনিক কাল্পনিক বা শক্তিমূলক জ্ঞান কহে। পরে অনেক দেখিয়া শুনিয়া অভিজ্ঞতার ফলে আমরা জানিতে পারি যে, সকল কার্য্যেরই এক একটী নিয়ম আছে, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বোত্তরত্ব এবং সাদৃশ্য সম্বন্ধ আছে। নিয়মাতিরিক্ত আর কিছুই জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া যখন আমরা সকল কার্য্যেরই নিয়ম অনুসন্ধান করি, তখন আমরা তদ্বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সোপানে উপস্থিত হই।

আমরা সকল বিষয়ে জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সোপান লাভ করিতে পারি না। কোন বিষয়ে আমাদিগের জ্ঞান প্রথম সোপানেই রহিয়া গিয়াছে; আবার কোন কোন বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে উত্থিত হইয়াছি। কোমৎ বলেন, যাহার বিষয় যত সরল, তাহা তত শীঘ্র বৈজ্ঞানিক-সোপানে উপস্থিত হয়। বিষয়ের জটিলতানিবন্ধন কোনটা বা প্রথম কোনটা বা দ্বিতীয় সোপানে রহিয়া গিয়াছে।

কোমৎ বলেন, আন্তরিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। (কিন্তু এমত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ আমাদিগের সুখ-দুঃখ আমরা প্রতিক্ষণই অনুভব করিতেছি।)

কোমতের মতে জ্ঞানের প্রথম ভিত্তিতে উপস্থিত হইবার তিনটী উপায় আছে—পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং উপমা। যখন যে নৈসর্গিক ব্যাপার স্বতঃ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহার পর্য্যালোচনাকে পর্য্যবেক্ষণ কহে। ইচ্ছাপূর্ব্বক অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া পর্য্যালোচনাকে পরীক্ষা কহে। অনুসন্ধেয় বিষয়টী উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য যে পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহাকে উপমা কহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে।

যাহা আমরা জানি, তাহাই জ্ঞান, যাহা জানি, তাহা কি প্রকারে জানিয়াছি।

কতকগুলি বিষয় ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, যথা—দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ ইত্যাদি। যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, সে বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করি এবং তদতিরিক্ত বিষয়েও জ্ঞান সূচিত হয়। আমি গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া আছি, এমন সময়ে অদূরে ঘণ্টার শব্দ শুনিলাম। ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ শব্দের, ঘণ্টার নহে। এই জ্ঞানকে অনুমিতি কহে। কিন্তু অনুমিতিজ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক। কারণ যাহা আমরা পূর্ব্বে কখন প্রত্যক্ষ করি নাই, সে বিষয়ে আমাদিগের অনুমিতি সম্ভব নহে।

কিন্তু জ্ঞানের এই তত্ত্বসম্বন্ধে যুরোপায় দার্শনিকদিগের মধ্যে একটী ঘোরতর বিবাদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে যে, তাহার মূল-প্রত্যক্ষ পাওয়া যায় না। যথা—কাল, আকাশ ইত্যাদি।

এই কথা লইয়া কাণ্ট, লক ও হিউমের প্রত্যক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। তিনি এই অতিরিক্ত জ্ঞানের মূল এইরূপ নির্দ্দেশ করেন যে, যেখানে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, সেখানে বাহ্য বিষয়ের প্রকৃতিসম্বন্ধে কোন তত্ত্বের নিত্যত্ব আমাদিগের জ্ঞানের অতীত হইলেও আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকলের প্রকৃতির নিত্যত্ব, আমাদিগের আয়ত্ত বটে; আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকলের প্রকৃতি অনুসারে আমরা বহির্বিষয়ক কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থা পরিজ্ঞাত হই। ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি সর্ব্বত্র একরূপ, এজন্য বহির্বিষয়ের তত্তৎ অবস্থাও আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র একরূপ। এইজন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের নিত্যত্ব জানিতে পারি। এই জ্ঞান আমাদিগেরই মধ্যে আছে, এজন্য কাণ্ট ইহাকে স্বতোলব্ধ বা আভ্যন্তরিক জ্ঞান বলেন।

ষ্টুয়ার্ট মিল্ বলেন যে, আমরা প্রত্যক্ষ দ্বারা এইরূপ একটী অকাট্য সংস্কার লাভ করিয়াছি যে, যেখানে কারণ বর্ত্তমান আছে, সেইখানে তাহার কার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে। যেখানে পূর্ব্বে দেখিয়াছি ক আছে, সেইখানেই দেখিয়াছি খ আছে। পুনর্ব্বার যদি কোথাও ক দেখি, তবে সেখানে খ আছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। যদিও পৃথিবীতে যত সমান্তরাল রেখা টানা হয়, সমস্তই মিলিত হয় কি না? তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি না, তথাপি যতগুলি দেখিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি একটীও মিলিত হয় না। অতএব সমান্তরালতা সংমিলন-বিরহের নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী, সমান্তরালতা কারণ, সংমিলন-বিরহ তাহার কার্য্য। কাজেই আমরা জানিতেছি, যেখানে দুইটী সমান্তরাল রেখা থাকিবে, সেইখানেই তাহাদিগের মিলন হইবে না। অতএব এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক।

কেহ কেহ বলেন, সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়বোধসমূহ যখন প্রাতিভাতিক আকারে পরিণত হয়, তখনই আমাদের বস্তুজ্ঞান জন্মে—আবার বস্তুজ্ঞানসমূহ প্রাতিভাতিক আকার ধারণ করিয়া সহজ মুক্তির পত্তনভূমি হয়।

মানব-সমাজের উন্নতি সহকারে যে পরিমাণে জীবনের কার্য্যকলাপের বহুলতা ও বিচিত্রতা সাধিত এবং অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে মনের প্রাতিভাতিক-শক্তি (Representativeness) প্রসারতা লাভ করে।

প্রাচীন গ্রীসীয় পণ্ডিতগণ বলিতেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; তাঁহাদিগের মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিয়া কেবল মনে মনে বস্তুর প্রকৃতি চিন্তা করিবেন। এইরূপ চিন্তা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান।

'রাম' বলিলে একটী বিশেষ বস্তু বুঝায়, কিন্তু 'মনুষ্য' এই কথাটী বলিলে সাধারণ একটী বস্তু বুঝায়। এই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয়? প্লেটো বলেন, জগতে সার বস্তুগুলি সাধারণ বস্তু। বিশেষ বিশেষ বস্তু সাধারণ বস্তুর ছায়ামাত্র, অন্ততঃ তাহাদিগের যাহা কিছু সারবত্তা আছে, তাহা তাহাদিগের আদর্শ, সাধারণ গুণ হইতে উদ্ভূত। তিনি বলেন, ইহলোকে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আত্মা ঐ সকল বস্তুর সহিত পরিচিত ছিল, কিন্তু যখনই ঐ দেহের সহিত সংলগ্ন হইল, তখনই সে পূর্ব্বস্মৃতি হারাইল। সাধারণ বস্তুর প্রকৃতি অবগত হইতে হইলে আমাদিগের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইতে হয়, এবং ঐ সকল বস্তুর যে সকল উৎকৃষ্ট বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করাই তাহার প্রধান উপায়।

মায়াবাদ (Idealism) সমর্থনকারিগণ বলেন এই যে, ভৌতিক জগৎ নামধেয় ভাবপরম্পরা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইতেছে, ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞেয়প্রকৃতি অজ্ঞান জড় পদার্থ ইহাদের কারণ। ইহাই জড়বাদী দার্শনিকদিগের মত। আবার নাস্তিক মায়াবাদিগণ বলেন, কারণ বলিতে যদি নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বুঝায় তবে এই ভাবপরম্পরা পরস্পরের কারণ; আর যদি ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তুকে বুঝায়, তবে তাহার অস্তিত্বনিরূপণ করিবার আমাদিগের কোন উপায় নাই। আস্তিক মায়াবাদী বলেন, কারণ অজ্ঞেয় প্রকৃতি, অজ্ঞান জড়পদার্থ হইতে পারে না, কেবল জ্ঞানময়

আত্মার কারণত্ব সম্ভবে। এই ভাবপরম্পরার আদি কারণ স্বয়ং পরমাত্মা, তিনিই সর্ব্বদা আমাদের নিকটস্থ থাকিয়া আমাদের মনোমধ্যে এই ভাবপরম্পরা উৎপাদন করিতেছেন। ইঁহার মতে জড়ের কোন স্বতন্ত্র জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। মানবাত্মার নিকট জড়পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব অনিত্য। সংক্ষেপতঃ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ আমাদিগের জ্ঞাননিরপেক্ষ, মনবহির্ভূত বাহ্য বস্তু নহে, আমাদিগের মানসোৎপন্ন অবস্থাপরম্পরা মাত্র।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। আমি করিতেছি বলিতে, জ্ঞান দ্বারা করিতেছি বুঝায়। আমার অজ্ঞাতসারে যে কার্য্য হয়, তাহা কখনও আমার কার্য্য হইতে পারে না, সুতরাং জ্ঞান হইতে শক্তি অভিন্ন। জড়জগতে শক্তি আছে বলিলে, জড়জগতে জ্ঞান আছে বলিতে হয়। কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন, শরীর সঞ্চালনের সময় আমাদিগের মাংসপেশীতে যে ইন্দ্রিয়বোধ হয়, তাহা হইতেই শক্তির জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়বোধ (Sensation) এবং শক্তিবোধ (Idea of power) এ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মনুষ্যের মন প্রথমতঃ কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে; পরে সেই জ্ঞানহেতু একটী ভাব বা আবেগ উৎপন্ন হয়। সেই ভাব বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ্য তদভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে। মানসিক শক্তির তারতম্যানুসারে বিষয়বিশেষের জ্ঞানসম্ভূত ভাব বা আবেগের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে এবং ভাবের প্রকৃতিগত গতি অনুসারে ইচ্ছাই মানুষকে কোন না কোন কার্য্যে পরিচালিত করিয়া জীবনের গতি অবধারিত করে।

কেহ কেহ বলেন কি শরীরে, কি আত্মাতে সর্ব্বত্রই কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ আছে, ঐ গুলিকে স্বতঃসংস্কার (Instinct) কহে। যেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু মাতৃস্তন্য পান করে। কারণ নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ সুন্দর পদার্থ আমাদিগের বড় প্রিয় বোধ হয়। ইহা সহজ জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞানের বীজ মানবাত্মায় নিহিত।

বক্‌ল্ সাহেব স্বপ্রণীত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। তিনি বলেন, যখন সভ্যতা ক্রমাগত পরিবর্দ্ধিত ও উন্নত হইতেছে, তখন তাহার কারণ এরূপ কিছু হইতে পারে না, যাহা পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল নহে।

ধর্ম্মনীতি একটী স্থির কারণ, কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সীমায় আসিয়া বিশ্রাম করে না; ইহা চির উন্নতিশীল। বক্‌ল্ সাহেব আরও বলেন, জ্ঞান বা বুদ্ধি দ্বারা যে সকল সত্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা সকলদেশেই যত্নপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয়; এই জন্য তাহা মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু বক্‌ল্ সাহেব যাহাই বলুন, আমাদিগের ধর্ম্মনীতি বা নৈতিকজ্ঞান কখনই অচল নয়। আমরা চারিদিকেই দেখিতে পাইতেছি যে, নৈতিক-জ্ঞান ক্রমোন্নতিশীল। আবার নীতি অপেক্ষা জ্ঞানের ফল অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী, এ কথাও স্বীকার করা যায় না। তবে জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজ্বল্যমান, নীতির ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, উহা অলক্ষিতরূপে গূঢ়ভাবে মনুষ্যসমাজে কার্য্য করে।

জ্ঞান ও নীতি পরস্পর পরস্পরের উন্নতিসাপেক্ষ। এই উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রকৃত সভ্যতা কখনই সমুদিত হয় না। জ্ঞান অর্জ্জনশীল, বাহির হইতে নানা সত্য আবিষ্কার করিয়া মানসিক উন্নতি ও সমাজের পুষ্টিসাধন করে। জ্ঞানের গতি স্বাধীনতার দিকে। জ্ঞানের ফল নীতি দ্বারা পরিশোধিত না হইলে, স্বার্থপরতা প্রভৃতি হীনবৃত্তিতে পরিণত হয়; আবার নীতিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে উদ্দেশ্য বিফল হয়। উভয়েরই পৃথক্ সাধনা আবশ্যক। তবে যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণেই যে নীতির উন্নতি হয়, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্য-বাধক-সম্বন্ধ নাই।

আমরা উৎকৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা সুনীতিমূলক। পরে যখন বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখি, সেই সকল কার্য্য মানবসমাজ-হিতকর কি না? তখন আমরা তাহা জ্ঞান দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিয়া লই মাত্র।

৪ পরব্রহ্ম। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (শ্রুতি) ৫ বিষ্ণু। "সর্ব্বজ্ঞোজ্ঞানমুত্তমং" (ভারত)

জ্ঞানকল্প, শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য।

জ্ঞানকাণ্ড (পুং ক্লী) বেদের অংশবিশেষ, যাহাতে আত্মতত্ত্ববিষয়ক গুহ্য কথা বর্ণিত আছে।

জ্ঞানকীর্ত্তি, একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

জ্ঞানকৃত, (ত্রি) জ্ঞানেন বুদ্ধিপূর্ব্বকেন কৃতং ৩তৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বক কৃত, যাহা জানিয়া শুনিয়া করা হইয়াছে। জ্ঞানকৃত পাপ অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বিগুণ। জ্ঞানকৃত গোবধের বিষয় প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—"গোবধস্ত বুদ্ধিপূর্ব্বকত্বং তদা ভবতি, যদি গাং জ্ঞাত্বা এনাং হন্মীতীচ্ছয়া হন্তি, তদা কামনাদ্বারৈব জ্ঞানস্য প্রবৃত্তত্বাৎ।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ইহা গোরু, এরূপ স্থির করিয়া ইহাকে হত করিব, এই ইচ্ছাতে বধ করিলে জ্ঞানকৃত গোবধ হয়। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

জ্ঞানকেতু (পুং) জ্ঞানের চিহ্ন।

জ্ঞানকেতুধ্বজ (পুং) দেবর্ষিভেদ।

জ্ঞানগম্য (পুং) জ্ঞানেন গম্যঃ ৩তৎ। জ্ঞান দ্বারা যাহা জানা যায় বা যাইতে পারে, জ্ঞানের বিষয়। "উত্তরো গোপতি-র্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ।" (বিষ্ণুস°)

জ্ঞানমাত্রগম্য-পরমেশ্বর; পরমেশ্বরকে কর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা জানা যায় না, কেবল একমাত্র জ্ঞান দ্বারা জানা যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ন ত্যাগেন নৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। (শ্রুতি) কর্ম্ম, প্রজা, ধন, ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কেবল জ্ঞান দ্বারা লাভ করিতে পারা যায়।

জ্ঞানগর্ভ (ত্রি) জ্ঞানং গর্ভে যস্ত বহুব্রী। যাহার মধ্যে জ্ঞান নিহিত আছে, জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞানগিরি, আনন্দগিরির অপর একটী নাম।

জ্ঞানঘন আচার্য্য, বোধনাচার্য্যের শিষ্য। চতুর্ব্বেদ-তাৎপর্য্য-দীপিকা ও বেদান্ততত্ত্বপরিশুদ্ধিপ্রণেতা।

জ্ঞানচক্ষুস্ (পুং) জ্ঞানং জ্ঞানসাধনং বেদাদিশাস্ত্রং চক্ষুর্যস্ত বহুব্রী। ১ বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানরূপ নয়ন। ২ বিদ্বান্, পণ্ডিত। সমস্ত বস্তুই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা অবলোকন করা উচিত।

"সর্ব্বং তু সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞানচক্ষুষা।" (মনু)

জ্ঞানতঃ (অব্য) জ্ঞান-তস্। জ্ঞান অনুসারে, জ্ঞানপূর্ব্বক।

জ্ঞানতিলকগণি, একজন জৈনগ্রন্থকার ও পদ্মরাগগণির শিষ্য। ইনি ১৬৬০ সংবতে গৌতমকুলকবৃত্তি নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

জ্ঞানতীর্থ বৌদ্ধতীর্থবিশেষ। এই তীর্থ কেশবতী ও পাপ-নাশিনী নামক নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বৌদ্ধদিগের মতে এখানকার শ্বেতগুরুনাগ নামক সর্প তীর্থযাত্রিদিগকে সুখ প্রদান করে।

জ্ঞানদ (ত্রি) জ্ঞানং দদাতি জ্ঞান-দা-ক। জ্ঞানদায়ক, জ্ঞানপ্রদ।

জ্ঞানদগ্ধদেহ (পুং) জ্ঞানেনৈব দগ্ধঃ ভস্মীভূতঃ দেহো যস্ত বহুব্রী। চতুর্থাশ্রম বা ভিক্ষু, যিনি সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন। চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষু জ্ঞান দ্বারা জীবিতাবস্থায় দেহ দগ্ধ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দেহাদির সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম্ম যিনি দগ্ধ করিয়াছেন, সুখ-দুঃখাদির অতীত হইয়াছেন। এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। এইজন্ত তাঁহাদের দেহাবসান হইলে অগ্নিতে শরীর দগ্ধ করিতে নাই এবং পিণ্ডোদক-ক্রিয়া প্রভৃতি কোন কার্য্যই নাই।

"সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তস্ত ধ্যানযোগরতস্ত চ।
ন তস্ত দহনং কার্য্যং নৈব পিণ্ডোদকক্রিয়া॥
নিদধ্যাৎ প্রণবেনৈব বিলে ভিক্ষোঃ কলেবরম্।
প্রোক্ষণং খননঞ্চাপি সর্ব্বং তেনৈব কারয়েৎ॥" (শৌনক)

চতুর্থাশ্রমবাসী ভিক্ষুর দেহ গর্ত্ত করিয়া প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাহাতে নিক্ষিপ্ত করিবে। ইহাদের মৃত্যু হয় না, ইচ্ছা-পূর্ব্বক দেহ পরিত্যাগ না করিলে দেহাবসান হয় না, ইঁহারা ইচ্ছা করিলে যুগ-যুগান্তর পর্য্যন্ত দেহরক্ষা করিতে পারেন।

জ্ঞানদর্পণ (পুং) জ্ঞানং দর্পণ ইব যস্ত বহুব্রী। পূর্ব্বজিন, মঞ্জুঘোষ। (ত্রিকা°)

জ্ঞানদাতৃ (ত্রি) জ্ঞানস্ত দাতা ৬তৎ। জ্ঞানদাতা গুরু। জ্ঞান-দাতা গুরু সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্যতম।

"পিতুর্দশগুণা মাতা গৌরবেণেতি নিশ্চিতম্।
মাতুঃ শতগুণঃ পূজ্যো জ্ঞানদাতা গুরুঃ প্রভুঃ॥" (তন্ত্র°)

পিতা হইতে দশগুণ মাতা, মাতা হইতে শতগুণ গুরু পূজনীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

জ্ঞানদাস, একজন বৈষ্ণব কবি। ইনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর ছন্দ ও ভাষার অনুকরণে অনেকগুলি সুন্দর পদা-বলী রচনা করিয়া গিয়াছেন; ইঁহার কবিতা বড় মনোরম ও প্রসাদগুণভূষিত।

জ্ঞানদাসসম্বন্ধে বৈষ্ণবগ্রন্থে অতি অল্প কথাই পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দশাখা-বর্ণনাস্থলে (১১শ পরি°) জ্ঞানদাসের নামটীর মাত্র উল্লেখ আছে। যথা—

"পিতাম্বর আচার্য্য শ্রীদাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥"

নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম জাহ্নবী দেবী, জ্ঞান-দাস তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। জ্ঞানদাস বিখ্যাত পদকর্ত্তা। মনোহর নামক পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের বন্ধু ছিলেন। নিত্যা-নন্দশাখাভুক্ত (নিত্যানন্দ প্রভু বা তৎপত্নী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য) অনেক ব্যক্তিই পদকর্ত্তা ছিলেন, যথা—বলরামদাস, বৃন্দাবনদাস (চৈতন্যভাগবতরচয়িতা), কৃষ্ণদাস প্রভৃতি। [ইঁহাদের বিবরণ তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

নিত্যানন্দবিষয়ক কোন কোন পদে জ্ঞানদাস আপন গুরুর প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করিয়াছেন।

খেতরীতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যে বিখ্যাত মহোৎ-সব করেন যে মহোৎসবে সেই সময়ের সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গণ যোগ দিয়াছিলেন, সেই মহোৎসবে শ্রীমতী জাহ্নবীদেবীর সহিত জ্ঞানদাস, বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি খেতরীতে গিয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে একথা লেখা আছে।

জ্ঞানদাসের জন্মতারিখাদি পাওয়া যায় না, তবে তিনি বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে প্রায় চারিশত বর্ষের লোক বলা যাইতে পারে।

বীরভূম জেলায় একচক্রাগ্রাম নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান, একচক্রার দুই ক্রোশ পশ্চিমে "কাঁদড়া" ও "মাঁদড়া" নামে পাশাপাশি দুইটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এই "কাঁদড়া" গ্রামেই জ্ঞানদাসের জন্ম হয়। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

জ্ঞানদাস শ্রীজাহ্নবীদেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া যান। তাঁহার রচিত সকল পদেই সে পরিচয় আছে। তিনি কেবল যে রচনা করিতেন, তাহা নহে, একজন বিখ্যাত গায়ক ও বাদক ছিলেন।

একসময়ে তিনি আপন দেশে যাইয়া "ভুবন-মঙ্গল" হরি-নাম প্রচার করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার আর একটী নাম শ্রীমঙ্গল ঠাকুর। তাঁহাকে কেহ কেহ শ্রীমদনমঙ্গল নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন; জ্ঞানদাস পরমসুন্দর পুরুষ ছিলেন, এই নামটীই তাহার পরিচায়ক।

প্রবল বৈরাগ্যবশতঃ জ্ঞানদাস বিবাহ করেন নাই; কিন্তু তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, সে বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ নানাস্থানে বাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের মূল গদি কাঁদড়ায়; প্রতিবৎসর পৌষ-পূর্ণিমায় এইস্থানে মহোৎসব ও তদুপলক্ষে তিন দিন মেলা হইয়া থাকে। ঐ দিবস জ্ঞানদাস ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর গ্রামে উক্ত বংশীয় বহু ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহারা সকলেই মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলঠাকুর (জ্ঞানদাস) বিবাহ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার বংশও নাই। যাঁহারা মঙ্গলঠাকুরের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা তদীয় জ্ঞাতি-বংশ অর্থাৎ ঐ এক বংশেই জ্ঞানদাস জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানদাসকে সাধারণ লোকে গোস্বামী নামে অভিহিত করিত, সেই অবধি জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিবর্গ আপনাদের নামের শেষে গোস্বামী শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞানদেব, শূদ্রজাতীয় একজন ধার্ম্মিক বণিক্। ইনি শূদ্র হইয়া বেদ পাঠ করিতেন বলিয়া গ্রামস্থ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ইহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। ইনি তর্কদর্শনে ধর্ম্ম-শাস্ত্রবিচারে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। (ভক্তমাল)

জ্ঞানদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবেত্তা ও সাধু ইনি বিট্‌ঠলপন্থ নামক একজন যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের পুত্র। বিট্‌ঠলও একজন মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি যৌবনকালে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এই আশ্রম অবলম্বন করায়, তাঁহাকে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে পুনরায় সংসারী হওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এই নিমিত্ত আলন্দীর ব্রাহ্মণগণ বিট্‌ঠলপন্থকে সমাজচ্যুত করিয়াছিল। ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে, বিট্‌ঠলপন্থের একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্রটীর নাম নিবৃত্তি রাখিলেন। ইহার পর, ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার আর একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। ইনি জ্ঞানদেব নামে অভিহিত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার একটী পুত্র এবং আর একটী কন্যা জন্মিল। পুত্রটীর নাম সোপান এবং কন্যার নাম মুক্তা। বয়োবৃদ্ধিক্রমে সকল পুত্রেই প্রতিভার লক্ষণ দেখা দিল। তবে, জ্ঞানদেব ইঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নিবৃত্তির আট বৎসর বয়স হইলে, বিট্‌ঠল তাহাকে উপনয়ন দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু তিনি সমাজ-চ্যুত হইয়াছেন। কি প্রকারে এ কার্য্য সমাধা হইতে পারে? এ সম্বন্ধে, বিট্‌ঠল তাঁহার প্রতিবাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন সদুপায় স্থির করিতে পারিলেন না। বিট্‌ঠল ও তাঁহার স্ত্রী মনের দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতামাতার এই ভাব দেখিয়া নিবৃত্তির মনে বড় কষ্ট হইল। কিছুদিন গত হইলে, তিনি তাঁহার পিতাকে বলিলেন যে, কোন তীর্থস্থানে গিয়া একটী দৈবকার্য্য করিলে তাঁহাদের মঙ্গল হইতে পারিবে। বিট্‌ঠল নিবৃত্তির কথায় সম্মত হইলেন। পরে তিনি তাঁহার স্ত্রী এবং সন্তান কএকটীকে লইয়া ত্র্যম্বকে গমন করিলেন। ত্র্যম্বক অতি পবিত্র স্থান। এখানে ত্র্যম্বকেশ্বর নাম ধারণ করিয়া মহাদেব বিরাজ করিতেছেন, এবং পবিত্র সলিলা গোদাবরী এখানকার একটী পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছেন। বিট্‌ঠল একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তিনি এখানে প্রত্যহ ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার তিনটী পুত্রও যোগ দিলেন। এই ভাবে, এক বৎসর অতিবাহিত হইলে পর, একদিন একটী ব্যাঘ্র তাঁহাদের প্রতি ধাবিত হইল। বিট্‌ঠল জ্ঞানদেব ও সোপানকে কোলে করিয়া পলায়ন করিলেন। নিবৃত্তি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু দূর গিয়া বিট্‌ঠল নিবৃত্তিকে দেখিতে পাইলেন না, নিবৃত্তি পথ হারাইয়া অঞ্জনী পর্ব্বতের উপরে উঠিলেন। এখানে একটী গুহা দেখিতে পাইয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, একজন মহাপুরুষ স্তিমিতলোচনে তপস্যায় নিমগ্ন। নিবৃত্তি তথায় উপবেশন

করিলেন। কিছুকাল পরে, মহাপুরুষ চক্ষু উন্মীলন করিলে নিবৃত্তি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। এই মহাপুরুষের নাম গৌরীনাথ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী। গৌরীনাথ দেখিলেন, বালকটী প্রতিভাশালী। তিনি নিবৃত্তিকে তাঁহার বৃত্তান্ত, আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। নিবৃত্তি নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, সদুপদেশদানে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন, ইহাই তাঁহার প্রার্থনা। নিবৃত্তির আগ্রহ দেখিয়া, গৌরীনাথ তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। উপদেশের মর্ম্ম এই জগৎ মিথ্যা, কেবল ঈশ্বরই সত্য এবং তাঁহার উপাসনা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। ইহার পর, নিবৃত্তি গৌরীনাথের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর, তাঁহাদের এবং দুই ভ্রাতা ও ভগিনীর সমক্ষে সমস্ত বৃত্তান্ত ও লব্ধ উপদেশ প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও উপাসনাপদ্ধতি শিক্ষা করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। জ্ঞানদেব আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে সমধিক উন্নতিলাভ করিলেন। কিছুকাল উপাসনা করিয়া তিনি যোগসাধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, ছয়মাস পরে অষ্টসিদ্ধি তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল। বিট্‌ঠল তাঁহার পুত্রগণের উন্নতিদর্শনে অতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। কিন্তু তিনি যে সমাজচ্যুত হইয়া আছেন এবং তজ্জন্য নিবৃত্তির উপনয়ন সমাধা হইতেছে না, এই চিন্তায় তিনি বড় ব্যাকুল হইলেন। পৈঠন বিট্‌ঠলের পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ইহা শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য বিখ্যাত। বিট্‌ঠল বিবেচনা করিলেন যে, তথাকার পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র লইতে পারিলে, তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। পরে তিনি সপরিবারে তথায় গিয়া তাঁহার মাতুল কৃষ্ণাজীপন্থের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন কৃষ্ণাজীপন্থ বিট্‌ঠলের নিকট হইতে সবিশেষ অবগত হইয়া একটী বিরাট সভার আয়োজন করিলেন, ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় আগমন করিলেন। বিট্‌ঠলকে সমাজে পুনঃগ্রহণসম্বন্ধে কথা উঠিল। পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া সন্ন্যাসীর গৃহী হওয়া সম্বন্ধে কোন বিধি পাইলেন না। সভা হইতে কোন সুফল ফলা দূরে থাকুক, তাহার বিপরীত ঘটিল, বিট্‌ঠলকে সপরিবারে তাঁহার বাটীতে রাখিয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণাজীপন্থ সমাজচ্যুত হইলেন।

বিট্‌ঠলের চিন্তার সীমা রহিল না। এতদিন তাঁহার নিজের ভাবনা ভাবিতেন, এখন আবার তাঁহার মাতুলের চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিবৃত্তি ও জ্ঞানদেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, উপবীতধারণ বাহ্য ক্রিয়ামাত্র। ইহার সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে, সেই ব্রাহ্মণ। পুত্রদ্বয়ের সান্ত্বনায় বিট্‌ঠল অনেক পরিমাণে প্রবোধ পাইলেন।

কিছুদিন পরে, কৃষ্ণাজীপন্থের পিতার শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। তিনি শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কৃষ্ণাজী সমাজচ্যুত হইয়াছেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না। ইহাতে কৃষ্ণাজী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শ্রাদ্ধের আয়োজন বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া জ্ঞানদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই কার্য্য স্থগিদ্ রাখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি নিজে পুরোহিতের কার্য্য করিবেন এবং যাহাতে পাঁচজন ব্রাহ্মণভোজন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। জ্ঞানদেব অল্পবয়স্ক হইলেও কৃষ্ণাজী তাঁহাকে জ্ঞানী ও বিবেচক বলিয়া জানিতেন। তাঁহার কথা অনুসারে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিলেন। জ্ঞানদেব মন্ত্রাদি পড়াইলেন। যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, জ্ঞানদেব যোগবলে তাঁহাদের পরলোকগত পিতৃদেবগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা শরীর ধারণপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন এবং মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণাজীপন্থের প্রতিবাসিগণ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণভোজন হইতেছে, কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভোজন করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন ভিতরে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া সে অবাক্ হইল, এবং ইহাদের পুত্রগণকে আনাইয়া দেখাইল। এমন সময়ে পরলোকগত ব্যক্তিগণ অন্তর্ধান হইলেন। সকলে এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। জ্ঞানদেবের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং সকলে তাঁহাকে নারায়ণের অবতার বলিয়া স্থির করিল।

এক সময় কুম্ভযোগ উপলক্ষে গোদাবরীতীরস্থিত পৈঠনে বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বিট্‌ঠল সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ তথায় একত্র হইয়াছিল। তাঁহারা বিট্‌ঠলের পরিচয় লইলেন। জ্ঞানদেবের যোগবল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কোন ব্যক্তি একটী মহিষ লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। মহিষটীর নাম "জ্ঞানা"। সে ব্যক্তি

মহিষটীকে "চল জ্ঞানা" বলাতে একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—বিট্‌ঠলের মধ্যম পুত্রের নাম জ্ঞান, আর এই মহিষটীর নামও জ্ঞান। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব বলিয়া উঠিলেন যে, তাহাতে আর এই মহিষে কোন প্রভেদ নাই, যেহেতু উভয়ের মধ্যেই ব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিল যে, তুমি আর এই মহিষ কি সমান? মহিষকে প্রহার করিলে কি তোমার গায়ে আঘাত লাগে? জ্ঞানদেব বলিলেন, অবশ্যই তাঁহার শরীরে আঘাত লাগে। তখন সেই ব্রাহ্মণ মহিষটীকে জোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, এদিকে জ্ঞানদেবের গায়ে বেতের দাগ দেখা গেল এবং কোন কোন স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সে ব্রাহ্মণ আর মহিষকে প্রহার করিল না। যাত্রীগণ দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল যে, ইহা জ্ঞানদেবের যাদুমাত্র, ইহা যোগের প্রভাব নহে। ইহা শুনিয়া জ্ঞানদেব মহিষটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—জ্ঞানা তুমি এবং আমরা সকলেই সমান, অতএব তুমি ব্রাহ্মণদিগকে বেদবাক্য শ্রবণ করাও। জ্ঞানদেবের যোগবলে মহিষদেহে জ্ঞানের প্রভাব সঞ্চারিত হইল এবং মহিষ তখনই বেদগাথা উচ্চারণ করিতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। তাহার পর, বিট্‌ঠলপন্থ তাঁহার মাতুলালয়ে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিলেন, পৈঠনের ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানদেবের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এখন একবাক্যে বিট্‌ঠলকে শুদ্ধিপত্র দিলেন এবং তিনি সমাজভুক্ত হইলেন। বিট্‌ঠলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহার পুত্র তিনটিকে যজ্ঞোপবীত দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেব বলিলেন যে, সন্ন্যাসীর পুত্রদের যজ্ঞোপবীত ধারণ করা উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া বিট্‌ঠল আর তৎপক্ষে যত্নবান্ হইলেন না। কএকদিন পরে, বিট্‌ঠলপন্থ সপরিবারে আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সময়ে বিট্‌ঠলপন্থের গুরুদেব রামানন্দস্বামী তীর্থদর্শন জন্য কাশীধাম হইতে বহির্গত হইয়া আলন্দীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজিকে দর্শন করিয়া, বিট্‌ঠলপন্থ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। ইহার পর বিট্‌ঠলপন্থ তাঁহার গুরুদেবের আদেশে সস্ত্রীক বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। রামানন্দ স্বামী জ্ঞানদেবকে সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। নিবৃত্তি প্রভৃতি কিছুকাল আলন্দীতে অবস্থিতি করিয়া তীর্থদর্শন জন্য বহির্গত হইলেন। ইহারা প্রথমে নেবাস নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। এখানে জ্ঞানদেব দুইটী অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং ভগবদ্গীতার একখানি টীকা লিখিলেন। এই টীকাতে তিনি বিদ্যাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। সেই টীকা দাক্ষিণাত্যে "জ্ঞানেশ্বরটীকা" বলিয়া প্রসিদ্ধ*। নেবাস ত্যাগ করিয়া ইহারা পুনতাম্বে নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহা গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত এবং চাঙ্গদেব নামক একজন যোগী অবস্থিতি করিতেন বলিয়া ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কথিত আছে যে, নানাস্থান হইতে লোক মৃতদেহ লইয়া তথায় উপস্থিত হইত। চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া তাহাদিগকে জীবন দান করিতেন। এই স্থানে মুক্তাবাই জ্ঞানদেবের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কএকটী মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। চাঙ্গদেব সমাধিস্থ ছিলেন বলিয়া নিবৃত্তি প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

চাঙ্গদেব সমাধি হইতে উঠিয়া দেখিলেন যে, কোন মৃতদেহ উপস্থিত নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শিষ্যগণ বলিল যে, জ্ঞানদেবপ্রদত্ত মন্ত্রবলে তাঁহার ভগিনী মুক্তাবাই, শবদিগের জীবন দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া চাঙ্গদেব একখানি পত্র লিখিয়া জ্ঞানদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। জ্ঞানদেব ইহার প্রত্যুত্তরে ৬৫টী উপদেশপূর্ণ অভঙ্গ† লিখিয়া পাঠাইলেন। অভঙ্গগুলি কঠিন ছিল বলিয়া চাঙ্গদেব সে সমুদায়ের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করাই পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া তিনি আলন্দীতে গমন করিলেন। জ্ঞানদেব তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। চাঙ্গদেব এখানে পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ জ্ঞানদেবের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

জ্ঞানদেব গ্রন্থরচনায় এবং সাধারণকে উপদেশদানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মধ্যে কিছুকাল পণ্ডরপুরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে "অমৃতানুভব" (ইহা বেদ ও উপনিষদের সারসংগ্রহ) "পবনবিজয়" "যোগবাশিষ্ঠের টীকা "পঞ্চীকরণ" ও "হরিপাঠ" নামক কএক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, "শ্রীবিট্‌ঠল-বর্ণন" নামক একখানি অষ্টক এবং অনেকগুলি

* এই গ্রন্থ ১২৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছে।

† মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পদকে অভঙ্গ বলে।

অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থখান কঠিন হইলেও জ্ঞানদেব ইহার তাৎপর্য্য বিশদরূপে সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। গীতার টীকার ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং তাঁহার অন্যান্য উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনেকে ভগবদ্ভক্ত হইল এবং কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিল। এতৎসম্বন্ধে দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি ;—

ত্র্যম্বক নামক একজন ব্রাহ্মণ আলন্দীতে বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পার্ব্বতীবাই নানাগুণে ভূষিতা ছিলেন। তিনি মনের সাধে আপনার স্বামীর সেবা করিতেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী একটী শূদ্রারমণীর প্রেমে আবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং পার্ব্বতীবাই মনের দুঃখে কালাতিপাত করিতেন। জ্ঞানদেব অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে সৎপথে আনিয়াছেন, ইহা পার্ব্বতীবাইয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক সময় সেই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া তিনি তাঁহার দুঃখের বৃত্তান্ত জ্ঞানদেবকে জানাইলেন। পরদিন জ্ঞানদেব ত্র্যম্বককে এবং তাহার রক্ষিতা রমণীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, উভয়ে প্রতিদিন তাঁহার কাছে আসিয়া যেন জ্ঞানেশ্বরীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করে। ত্র্যম্বক তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না, কিন্তু শূদ্রারমণীটী প্রত্যহই ধর্ম্মকথা শুনিতে আসিত। তাহার অনুরোধে ত্র্যম্বকও আসিতে আরম্ভ করিলেন। একদা জ্ঞানদেব, জীবের অজ্ঞান দশাসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং এই দশা প্রাপ্ত হইয়া লোকে যে নানাপ্রকার মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। এই উপদেশ উভয়ের অন্তঃকরণকে বিদ্ধ করিল, বিগত পাপের জন্য উভয়েই অনুতাপ করিল। পরে জ্ঞানদেবের আদেশে ত্র্যম্বক শূদ্রারমণীটীকে পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক ধর্ম্মালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ত্র্যম্বকের নবজীবন লাভ একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার। এতদ্দ্বারা জ্ঞানদেবের প্রতি লোকের অগাধ ভক্তি ও অনুরাগ বৃদ্ধি হইল। তাহারা দলে দলে তাঁহার উপদেশবাক্য শুনিবার জন্য আসিতে লাগিল। অধিক লোকের সমাগমে জ্ঞানদেবের গৃহ পরিপূর্ণ হইল। লোকের বসিবার স্থান পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। তখন জ্ঞানদেব আলন্দী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে আম্বলবেট নামক একটী গ্রামে অবস্থিতি করিলেন এবং তথা হইতে সাধারণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

আম্বলবেট হইতে কিছুদূরে চারোলি নামক একটী স্থান আছে। সেখানে বিমলানন্দস্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিতেন। সাধারণে তাঁহাকে ভক্তি করিত, কিন্তু জ্ঞানদেবের অসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে হীনপ্রভ করিল। তিনি ইহা সহ্য করিতে পারিলেন না। জ্ঞানদেব যাহাতে লোকের নিকট হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হন, তৎপক্ষে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু জ্ঞানদেব লোকের হৃদয়রাজ্যকে এ প্রকার দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা সহজ ব্যাপার নহে। একদা কোন ব্যক্তি জ্ঞানদেবের কুৎসা বাক্য শুনিয়া বিমলানন্দস্বামীকে বলিল—স্বামিজি! জ্ঞানদেব দেবতুল্য ব্যক্তি, তাঁহার কুৎসা করা আপনার উচিত হয় না। জ্ঞানদেব যেমন ধার্ম্মিক, তেমনি বিদ্বান্। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া বিমলানন্দস্বামী জ্ঞানদেবের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্ঞানদেব ভগবদ্গীতা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং অসংখ্য লোক তাঁহার চারিদিকে বসিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছিল। স্বামিজী ব্যাখ্যা শুনিয়া পুলকিত হইলেন। জ্ঞানদেবের প্রতি তাঁহার যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে, স্বামীজী জ্ঞানদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কিছু কাল সদালাপের পর, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল পরে জ্ঞানদেব তাঁহার দুই ভ্রাতা এবং ভগিনী মুক্তাবাইয়ের সহিত তীর্থদর্শন জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, একজন পরমভক্ত ও সুগায়ককে সমভিব্যাহারে লয়েন। নামদেব একজন উত্তম অভঙ্গরচয়িতা এবং সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী। জ্ঞানদেবের প্রস্তাবে তাঁহাকেই সঙ্গে লওয়া স্থির হইল। নামদেব পণ্ডরপুরে অবস্থান করিয়া বিঠোবাদেবের * মন্দিরে ভজন ও কীর্ত্তন করিয়া সময়ক্ষেপণ করিতেন। জ্ঞানদেব প্রভৃতি পণ্ডরপুরে গিয়া নামদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। এই প্রস্তাবে নামদেব প্রথমে সম্মত হয়েন নাই। কথিত আছে যে, বিঠোবাদেবের প্রত্যাদেশ পাইয়া তিনি সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইঁহারা তিন দিন পণ্ডরপুরে থাকিয়া চতুর্থ দিবসে নামদেবসহ যাত্রা করিলেন। ইঁহারা নানাস্থান অতিক্রম করিয়া প্রয়াগ এবং পরে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। এখানে রামানন্দস্বামী ও সাধু কবীরের নিকটে ইঁহারা বিশেষরূপে সমাদর পাইলেন। এস্থান হইতে গয়া দর্শন করিতে গেলেন এবং তথা হইতে কাশীতে প্রত্যাগমন

* দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ বিঠোবা নামে অভিহিত।

করিলেন। এখানে ভজন ও কীর্ত্তনে এবং সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণের সহিত সদালাপে কয়েক দিন পরমানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কাশীবাসীমাত্রেই তাঁহাদিগকে পাইয়া যারপরনাই সুখী হইয়াছিল। কাশী ত্যাগ করিয়া অযোধ্যা, গোকুল, বৃন্দাবন, দ্বারকা এবং জুনাগড় দর্শন করিলেন। তাহার পর ত্রৈলঙ্গ প্রদেশের নানাস্থান দর্শন করিয়া তাঁহারা পণ্ডরপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে কিছুকাল অবাস্থিতি করিলেন। ভজন ও কীর্ত্তনে ইহাদের সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের ভক্তিভাবদর্শনে অনেকেই ভগবদ্ভক্ত হইল।

পরে জ্ঞানদেব প্রভৃতি আলন্দীতে প্রত্যাগমন করিলেন। জ্ঞানদেব তীর্থদর্শন উপলক্ষে অনেকের উপকারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ যেখানে থাকিতেন, সেইখানে ভজন ও কীর্ত্তন এবং উপদেশপ্রদানে লোককে সৎপথে লইয়া যাইতেন। কোন কোন স্থানে তাঁহারা অনেক অদ্ভুত ঘটনাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাষাশিক্ষা করা জ্ঞানদেবের একটী বিশেষ কার্য্য ছিল। তিনি যে প্রদেশে অধিক দিন থাকিতেন, সেই প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিতেন। এই প্রকারে তিনি অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তৈলঙ্গী, কণাড়ী এবং হিন্দি ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এই কএকটী ভাষাতেই তিনি তীর্থদর্শন-সম্বন্ধে অনেকগুলি অভঙ্গ রচনা করিয়াছিলেন।

নানা তীর্থদর্শন করিয়া জ্ঞানদেব যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ উদারভাব ধারণ করিয়াছিল। ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন এবং লোকের হিতসাধন যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যসাধন জন্য তিনি দৃঢ়ব্রত হইলেন। দিবাভাগে তিনি সাধারণকে উপদেশ দিতেন এবং রাত্রিতে ভজন ও কীর্ত্তন করিতেন। জ্ঞানদেবের গ্রন্থ কয়েকখানি পাঠ করিয়া এবং তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও উপদেশসকল শ্রবণ করিয়া অনেক মূঢ় ব্যক্তিও জ্ঞানলাভ করিল। অনেক সংশয়বাদী ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিল এবং অনেক কুপথগামী ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করিল। জ্ঞানদেবের খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। দূর দেশ হইতে লোক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য দলে দলে আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে আলন্দী একটী তীর্থরূপে পরিণত হইল।

এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে জ্ঞানদেব সমাধি লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে নানাস্থান হইতে সাধুগণ আসিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে "আলন্দীমাহাত্ম্য" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিলেন। কার্ত্তিক মাসের একাদশী রাত্রিতে জ্ঞানদেব কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশীতেও কীর্ত্তন হইতে লাগিল। কীর্ত্তন শুনিয়া সকলে মোহিত হইল। ত্রয়োদশীতে জ্ঞানদেব সমাধি লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটী বৃক্ষের তলে সমাধির স্থান স্থির করা হইল। তথায় একটী গুহা প্রস্তুত হইল। গুহাটী দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এই গুহাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে জ্ঞানদেব আত্মীয়স্বজন ও সাধুগণের সহিত সদালাপ করিলেন এবং সকলকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিয়া কেহ আর তাঁহাকে বাধা দিল না। পরে জ্ঞানদেব সকলের অনুমতি লইয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহার মধ্যে কুশাসন ও মৃগাজিন পাতা হইল। জ্ঞানদেব তাহার উপর পদ্মাসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে জ্ঞানেশ্বরী, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রাখিয়া দিলেন। গুহার মধ্যে চারিটী দীপ জ্বলিতে লাগিল। পরে জ্ঞানদেব ইন্দ্রিয়দ্বার সকল রোধ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদেবের আত্মীয়স্বজন গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন করিল। আপামর-সাধারণে "শ্রীজ্ঞানদেবোজয়তি" বলিতে লাগিল।

জ্ঞানদেবের জীবনী শিক্ষাপ্রদ। আমরা ইহা হইতে কয়েকটী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। বহুদর্শিতালাভ না করিলে কেবল বিদ্যা দ্বারা কোন বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। জ্ঞানদেব মধ্যে মধ্যে তীর্থযাত্রা এবং নানাস্থানে অবস্থিতি করিয়া কত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লোকের সহিত সদালাপ করিয়া তাঁহার মন উদারভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি এই সুযোগে কত প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আবার নূতন নূতন দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইয়াছিল। নানাস্থানে নানালোকের সহিত সদালাপে তাঁহার অন্তঃকরণে মহাপ্রেম অঙ্কিত হইয়াছিল এবং এই জন্য পরোপকারসাধন তাঁহার জীবনের একটী মহাব্রত বলিয়া গণ্য ছিল। আমাদের শাস্ত্রে তীর্থদর্শন করিবার বিধি আছে। সেই অনুসারে কার্য্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা কেবল যে আমরা ধর্ম্মপথে উন্নতিলাভ করিতে পারি, এমন নহে। অনেক পার্থিব

উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগসাধনে জীবের কিয়দংশ অতিবাহিত করা-যে আবশুক, জ্ঞানদেবের জীবনীতে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। মনের একাগ্রতা না জন্মিলে কোন কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারে না এবং যোগসাধন তৎপক্ষে একটী প্রকৃষ্ট উপায়। যোগসাধন করিয়া জ্ঞানদেব অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিয়া লোককে চমৎকৃত করিতে পারিতেন: কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই; যেখানে ক্ষমতা প্রকাশ করা আবশুক, সেইখানেই ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অনেক যোগী আছেন, যাঁহারা অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া লোকের নিকট বুজরুকি ও ভেল্কি দেখাইয়া থাকেন। এই প্রকার যোগিগণ নিজেও ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর হইতে পারে না এবং তাঁহার দ্বারা অপরেরও উপকার হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করা এবং উপদেশ দ্বারা অসচ্চরিত্র লোককে সৎপথে আনয়ন করা জ্ঞানদেবের জীবনের প্রধান উদ্দেশু ছিল এবং এই উদ্দেশু সংসাধন করিয়া তিনি তাঁহার শেষ জীবন ঈশ্বরেতে সমাধান করিলেন।

জ্ঞানদেব এখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট পূজা পাইতেছেন। আলন্দীতে তাঁহার সমাধিমন্দির রহিয়াছে এবং তথায় তাঁহার সম্মানার্থে প্রতিবৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে প্রায় ৫০০০০০ লোক একত্রিত হয়। দাক্ষিণাত্যে জ্ঞানদেব এবং তুকারাম সাধুদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া-ছেন। অধিক কি বলিব, ভিখারিগণ যখন ভিক্ষার্থে নির্গত হয়, তখন তাহারা "জ্ঞানোবা তুকারাম" তুকারাম জ্ঞানোবা", মন্ত্রের স্বরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে। [তুকারাম দেখ।]

জ্ঞানদেব, ১ গায়ত্র্যর্থরহস্য প্রণেতা। ২ অপর নাম দামোদর। বৈষ্ণজীবনটীকা রচনা করেন;

জ্ঞাননিষ্ঠ (ত্রি) জ্ঞানে নিষ্ঠা যস্য বহুব্রী। জ্ঞানসাধনযুক্ত, তত্ত্ববিৎ।

জ্ঞানপতি (পুং) জ্ঞানস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ জ্ঞানোপদেশক, গুরু। ২ পরমেশ্বর। জ্ঞানপতেরপত্যং জ্ঞানপতি-অণ্ (অশ্ব-পত্যাদিভ্যশ্চ। ৪।১।৮৫) জ্ঞানপত। জ্ঞানপতির অপত্য।

জ্ঞানপাবন (স্ত্রী) জ্ঞানবৎ পাবনং উপমিত কর্ম্মধা°। তীর্থ-ভেদ ও জ্ঞানপাবনতীর্থ অতিশয় পুণ্যজনক, এই জ্ঞানপাবন-তীর্থে স্নানাদি করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র। জ্ঞানপাবনমুত্তমম্।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি মুনিলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভা, বন ৮৪অঃ)

জ্ঞানপ্রভ, একজন বৌদ্ধ তথাগত; বিশেষভৈলীনায়ক রাজা ইঁহার নিকট কালসংবর অর্থাৎ শরীরসংযমন বিদ্যা শিক্ষা করেন।

জ্ঞানভাস্কর (পুং) জ্ঞানমেব ভাস্করঃ রূপককর্ম্মধা°। ১ জ্ঞানরূপ সূর্য্য। ২ ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত জ্যোতিষগ্রন্থ। ৩ ষড়বর্গফল নামক জ্যোতিষ গ্রন্থপ্রণেতা।

জ্ঞানময় (পুং) জ্ঞানস্বরূপঃ জ্ঞান-ময়ট। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। "নির্ব্বাণময় এবায়মাত্মা জ্ঞানময়োঽমল।" (সাং দং ভাষ্য)

জ্ঞানমুদ্রা (স্ত্রী) জ্ঞানং নাম মুদ্রা। তন্ত্রসারোক্ত রামপূজাঙ্গ-মুদ্রাভেদ। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া অগ্রে হৃদয়ে স্থাপন করিবে, পরে বামহস্ত অম্বুজাকৃতি করিয়া মূর্দ্ধা ও বামজানুতে রক্ষা করিবে, এই প্রকার করিলে জ্ঞানমুদ্রা হয়। এই জ্ঞানমুদ্রা রামের অত্যন্ত প্রিয়।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ হৃদি।
বামহস্তাম্বুজং বামজানুমূর্দ্ধণি বিন্যসেৎ॥
জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য প্রেয়সী।" (তন্ত্রসা°)

জ্ঞানযজ্ঞ (পুং) জ্ঞানং যজ্ঞ ইব যস্য বহুব্রী। তত্ত্বজ্ঞ, কর্ম্ম-যোগিসকল অগ্নিতে যজ্ঞ করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানযোগি-গণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকেই যজ্ঞ করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে অভেদ জ্ঞান করিয়া তৎস্বরূপ অবলোকন করেন। "সোঽহং ব্রহ্ম" আমিই ব্রহ্ম, সর্ব্বদা ইহাই দেখেন *। কর্ম্মযোগীসকল ইহা অনুষ্ঠানও করেন না, আরও ইহাতে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

"মহাপাপবতাং নৃণাং জ্ঞানযজ্ঞো ন রোচতে।" (শব্দার্থচি°)

জ্ঞানযোগ (পুং) যুজ্যতে ব্রহ্মণানেন যুজ-কর্ম্মণি ঘঞ্, জ্ঞান মেব যোগঃ, রূপককর্ম্মধা°। ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানরূপ নিষ্ঠা-বিশেষ। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, জ্ঞানযোগই একমাত্র ভগবৎ-প্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ। জীব প্রতিনিয়ত অজ্ঞান বশতঃ প্রকৃতির মায়ায় বশীভূত হইয়া নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হইতেছে। দুঃখাভিভূত হইয়া যখন দুঃখনিবৃত্তির উপায় জানিতে ইচ্ছুক হইবে, তখন প্রথমে বস্তুতত্ত্ব জানিতে কোন্ কোন্ বস্তু দুঃখময়, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। তখন সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যাহার ধর্ম্ম, তাহার সহিত মিলিতে আর ইচ্ছা হইবে না। তখন আপনা হইতেই যথার্থতত্ত্ব জানিতে পারিবে। পরে জ্ঞানযোগ দ্বারা অভীষ্ট বস্তু অনায়াসে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক।

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ (গীতা ৩ অঃ)

জগতে ভগবৎপ্রাপ্তির দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে,

---

* ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥

"অপরে কর্ম্মযোগিনঃ বিলক্ষণা সন্ন্যাসিনঃ ব্রহ্ম তৎপদার্থঃ অগ্নিরিব হোমাধারত্বাৎ তস্মিন্ যজ্ঞং প্রত্যগাত্মানং ত্বং পদার্থং যজ্ঞেন আত্মনৈব উপ-জুহ্বতি। ত্বং পদার্থমেবৈতৎ ব্রহ্মরূপতয়া পশ্যতি।"

জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। সাংখ্যমতাবলম্বীরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। অপরে কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্ত হন। কিন্তু কর্ম্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে নির্ম্মলচিত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞান উপস্থিত হয়। বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞানযোগ দ্বারা অনায়াসে মুক্ত হইতে পারা যায়। [যোগ দেখ।]

জ্ঞানরাজ, (জ্ঞানাধিরাজ) সিদ্ধান্তসুন্দর নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি নাগনাথের পুত্র ও সূর্য্যদৈবজ্ঞের পিতা।

জ্ঞানলক্ষণা (স্ত্রী) জ্ঞানং লক্ষণং যস্যাঃ বহুব্রী। অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধনসন্নিকর্ষভেদ। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার, লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিকপ্রত্যক্ষ ঘ্রাণজাদি প্রভেদে ছয় প্রকার।

"ঘ্রাণজাদি প্রভেদেন প্রত্যক্ষং ষড়্‌বিধং মতম্।" (ভাষাপ° ৫২)

অলৌকিকপ্রত্যক্ষ* তিন প্রকার, সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ। প্রথমে কোন একটী বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অগ্রে তাহার বিশেষণ জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, পরে বিশেষ্যজ্ঞান হইবেক। ঘট জানিতে হইলে ঘটত্ব জানা দরকার। ঘটত্ব না জানিলে ঘট জানা যায় না। ত্বঙ্মনঃসংযোগই জ্ঞানের প্রতি কারণ, মন ত্বকের সহিত মিলিত হইয়া বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইলেই জ্ঞান হয়, কিন্তু এক ব্যক্তি কলিকাতাস্থিত ঘট দেখিয়াছে, কাশীস্থিত ঘট দেখে নাই, কিন্তু কাশীস্থিত ঘটের প্রতি ত্বঙ্মনঃসংযোগও অসম্ভব, সেই ব্যক্তির তাহা হইলে কাশীস্থিত ঘটের প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হইবে না, এই জন্য অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকারের আবশ্যক। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষে চক্ষুর অগোচর পদার্থের জ্ঞান হয়।

একটী ঘট দেখিয়া ঘটত্বরূপ সামান্য ধর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীস্থিত সকল ঘটের যে জ্ঞান হয়, তাহা সামান্যলক্ষণার অধীন, আর ঘট জ্ঞানদ্বারা ঘট, পট-মট প্রভৃতির যে সমগ্র জ্ঞান হয়, তাহা জ্ঞানলক্ষণার অধীন। এই জ্ঞানলক্ষণায় ঘটজ্ঞানের দ্বারা পৃথিবীস্থিত সকলপদার্থের জ্ঞান হইবে। [সামান্যলক্ষণা দেখ।]

জ্ঞানবাপী কাশীর একটী তীর্থ, ইহা একটী কূপ। [কাশী দেখ।]

জ্ঞানবৎ (ত্রি) জ্ঞানং বিদ্যতে যস্য অস্ত্যর্থে জ্ঞান-মতুপ্। যাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, জ্ঞানযুক্ত।

জ্ঞানবাপী (স্ত্রী) জ্ঞানস্য জ্ঞানরূপোদকস্য বাপী দীর্ঘিকেব। কাশীস্থিত বাপীরূপ তীর্থবিশেষ, ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে, অগস্ত্য একদিন স্কন্দমুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাত্মন্! দেবগণও জ্ঞানবাপীর বহুতর প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহার উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ বলিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। তখন স্কন্দ বলিতে লাগিলেন, হে মুনে! পূর্ব্বকালে সত্যযুগে এই অনাদিসিদ্ধ সংসারে যখন মেঘসমূহ জলবর্ষণ করিত না, নদীসকল প্রবাহিত হয় নাই, স্নান বা পান প্রভৃতি কর্ম্মে জলের অভিলাষ ছিল না। যখন ক্ষীর ও লবণ সমুদ্রের জলই দেখা যাইত এবং যখন পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মনুষ্যের সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের মধ্যস্থিতদিকের অধিপতি রুদ্রগণের অন্যতম ঈশান স্বেচ্ছাধীন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। যে কাশী নির্ব্বাণলক্ষ্মীর ক্ষেত্রস্বরূপ ও পরমানন্দ কানন, যে মহাশ্মশান সর্ব্বপ্রকার বীজসমূহের পক্ষে উর্ব্বর ভূমি এবং পরিশ্রান্ত জীবগণের বিশ্রামমণ্ডপ, যাহা সচ্চিদানন্দের নিলয়, সুখসমূহের জনক ও মোক্ষপ্রদ। জটাধারী ঈশান হস্তস্থিত ত্রিশূলের বিমল রশ্মিজালে ব্যাপ্ত হইয়া সেই কাশীক্ষেত্রে প্রবেশকরতঃ মহালিঙ্গ দর্শন করিলেন। সেই শিবলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে জ্যোতির্ম্ময়ী মালাসমূহের দ্বারা বেষ্টিত এবং দেবতা, ঋষিগণ, সিদ্ধ ও যোগীগণ নিরন্তর তাঁহার পূজা করিতেছেন, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার নাম গান করিতেছে, চারণগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছে, অপ্সরাগণ নৃত্যদ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছে, নাগকন্যাগণ মণিময় প্রদীপসমূহ দ্বারা তাঁহার নীরাজনা (আরতি) করিতেছে, বিদ্যাধরী ও কিন্নরীগণ ত্রিকালীন তাঁহার বেশভূষা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছে এবং দেবকন্যাগণ তাঁহাকে চামরদ্বারা ব্যজন করিতেছে; এই সকল দেখিয়া ঈশানের ইচ্ছা হইল যে, আমি ঘটপূর্ণ শীতল জলদ্বারা এই মহালিঙ্গকে স্নান করাইব। তখন তিনি ত্রিশূল দ্বারা সেই মহালিঙ্গের দক্ষিণদিকস্থ ভূমি প্রচণ্ড বেগে খনন করিয়া এক কুণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন। তখন সেই কুণ্ড হইতে পৃথিবীর পরিমাণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক জল নির্গত হইতে লাগিল এবং সেই জলে বসুধা আবৃত হইয়া পড়িল। তখন রুদ্রমূর্ত্তি ঈশান সেই জল দ্বারা সহস্রধার কলস পরিপূর্ণ করিয়া মহাদেবকে স্নান করাইলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সেই রুদ্ররূপী ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, হে সুব্রত ঈশান! তোমার এই কর্ম্ম দ্বারা আমি অতি প্রীত হইয়াছি, তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, ইহা অতি মহৎ ও আমার অতিশয় প্রীতিকর এবং অদ্যাবধি এই কার্য্য আর কেহই করে নাই। এইক্ষণ তুমি বর প্রার্থনা কর, অদ্য তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই। তখন ঈশান বলিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার

* অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণো জ্ঞানলক্ষণো যোগজস্তথা।
আসত্তিরাশ্রয়াণান্তু সামান্যজ্ঞান মিষ্যতে।
বিষয়ীযস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণঃ। (ভাষাপ° ৬৩)

প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন, যেন এই জলপূর্ণতীর্থ আপনার নামে বিখ্যাত হয়। তাহা শুনিয়া ভগবান্ বিশ্বেশ্বর বলিলেন, ত্রিভুবন মধ্যে যত তীর্থ আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে ইহাই পরম শিবতীর্থ হইবে। যাঁহারা শিব শব্দের অর্থ চিন্তা করেন, তাঁহারাই শিবশব্দের অর্থ জ্ঞান বলিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানই আমার মহিমায় এইস্থানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এইজন্য এই তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে বিখ্যাত হইবে। ইহা স্পর্শ করিলেই সমস্তপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জ্ঞানোদকতীর্থ স্পর্শ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং ইহার জলে আচমন করিলে অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। ফল্গুতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, এই জ্ঞানবাপীতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলেও সেই ফললাভ হয়। বৃহস্পতিবারে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত শুক্লাষ্টমীতে যদি ব্যতিপাত যোগ হয়, তবে সেই দিনে এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাতে গয়াশ্রাদ্ধাপেক্ষা কোটীগুণ ফল হয়। পুষ্করতীর্থে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই তীর্থে তিলতর্পণ করিলে তাহা অপেক্ষা কোটীগুণ অধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। [কাশী দেখ]

জ্ঞানবিমলগণি, ভানুমেরুর শিষ্য। ইনি ১৬৫৪ সংবতে শব্দপ্রভেদপ্রকাশটীকা রচনা করেন।

জ্ঞানশাস্ত্র (ক্লী) জ্ঞানপ্রদায়কং শাস্ত্রং কর্ম্মধাঃ। মুক্তিশাস্ত্র।

জ্ঞানসাগর (১) তপাগচ্ছ জৈনসম্প্রদায়ভুক্ত দেবসুন্দরের পঞ্চশিষ্যের মধ্যে প্রথম শিষ্য। ইনি আবশ্যক, ঔঘনির্যুক্তি, শ্রীমুনিসুব্রতস্তব, ঘনৌঘনবখণ্ডপার্শ্বনাথ স্তব প্রভৃতি পুস্তকের অবচূর্ণি লিখিয়া যান।

(২) রত্নসিংহের শিষ্য ও লব্ধিসাগরের গুরু।

(৩) পরমহংসপদ্ধতি প্রণেতা।

জ্ঞানসাধন (ক্লী) জ্ঞানস্য সাধনং ৬তৎ। ১ ইন্দ্রিয়। ২ তত্ত্বজ্ঞানসাধন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি শ্রবণ-মননাদি জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়।

জ্ঞানসিন্ধুযোগীন্দ্র, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যটীকা প্রণেতা।

জ্ঞানহত (ত্রি) জ্ঞানং হতং যস্য বহুব্রী। যাহার জ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞান।

জ্ঞানাকর (পুং) জ্ঞানস্য আকরঃ ৬তৎ। জ্ঞানের আকর, বুদ্ধ।

জ্ঞানানন্দ (পুং) জ্ঞানমেব আনন্দঃ রূপককর্ম্মধাঃ। জ্ঞানরূপ আনন্দ অর্থাৎ জ্ঞানই, মুক্তপুরুষসকল সর্ব্বদাই জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাঁহারা নিরন্তই জ্ঞানরূপে অবস্থিতি করেন।

(১) শিবগীতাটীকা প্রণেতা, অদ্যাজীভট্টের গুরু।

(২) সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রণেতা, প্রকাশানন্দের গুরু।

(৩) ঈশাবাস্যোপনিষট্টীকা, কৌলার্ণব, ছান্দোগ্যোপনিষচ্চন্দ্রিকা, জাবালোপনিষট্টীকা, তত্ত্বচন্দ্রটীকা, তত্ত্বার্ণবটীকা, যোগসূত্রটীকা, তন্ত্রবিধানপদ্ধতি, বাক্যসুধাটীকা, সিদ্ধান্তসুন্দর, সৌভাগ্যোপনিষট্টীকা প্রভৃতি গ্রন্থকার।

জ্ঞানাপন্ন (ত্রি) জ্ঞানং আপন্নঃ ২তৎ। জ্ঞান প্রাপ্ত, যিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, জ্ঞানী।

জ্ঞানামৃত (ক্লী) জ্ঞানমেব অমৃতং রূপকর্ম্মধাঃ। জ্ঞানরূপ সুধা। যোগীগণ জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন।

জগতে ভগবৎ প্রাপ্তির দুইটী উপায় কথিত হইয়াছে, জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। সাংখ্যমতাবলম্বীরা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করেন ও অপর সকলে কর্ম্মযোগ দ্বারা মুক্ত হয়। কিন্তু কর্ম্মযোগ না করিলে জ্ঞানযোগ হইতে পারে না, কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তখন চিত্ত হইতে রজঃ, তমঃ বিদূরিত হয় ও বিশুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়, পরে নির্ম্মল চিত্তে প্রকৃত জ্ঞান উপস্থিত হয়, এইরূপ জ্ঞান হইলে অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। জ্ঞানযোগই মুক্তির একমাত্র সাধন। [কর্ম্ম দেখ।]

জ্ঞানানন্দকলাধরসেন, অমরুশতকটীকা প্রণেতা।

জ্ঞানানন্দনাথ, রাজমাতঙ্গীপদ্ধতি প্রণেতা।

জ্ঞানামৃতযতি, ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্যটীকা, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যটীকা, সাংখ্যসূত্রটীকা প্রভৃতি টীকাকার।

জ্ঞানার্ণব (পুং) জ্ঞানস্য অর্ণবঃ ৬তৎ। জ্ঞানসমুদ্র।

জ্ঞানাপোহ (পুং) জ্ঞানস্য অপোহঃ ৬তৎ। জ্ঞানলোপ, বিস্মরণ।

জ্ঞানাভ্যাস (পুং) জ্ঞানস্য অভ্যাসঃ ৬তৎ। জ্ঞানের অভ্যাস, জ্ঞেয় বিষয়ের চিন্তন, কথনপ্রবোধনাদি।

"তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ জ্ঞানাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ।"
সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব তৎ সদা।
ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ।" (বেদান্তসার)

সর্ব্বদাই ঈশ্বরনামাদি কীর্ত্তন প্রভৃতি, আদি সর্গে আমি উৎপন্ন হই নাই, এই দৃশ্যজগৎ কিছুই নহে, এই জগৎ মিথ্যা, আমিই সত্যস্বরূপ ইত্যাদিরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতিকে জ্ঞানাভ্যাস বলা যায়।

জ্ঞানাবরণীয় (ত্রি) যদ্দ্বারা জ্ঞান আবরণ হয়। [জৈন দেখ।]

জ্ঞানাসন (পুং) [illegible] আসনবিশেষ। এই আসনে বসিয়া যোগ করিলে শীঘ্র যোগাভ্যাস করিতে পারা যায় এবং এই আসন জ্ঞানসিদ্ধিপ্রকাশক। এইজন্য যোগেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই

এই আসন করিয়া যোগ করা উচিত।* রুদ্রযামলে এই আসন প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ, দক্ষিণপাদের ঊরুমূলে বামপাদতল এবং দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষিণপাদতল সংযোজিত করিয়া ধারণ করিবেক। এই আসন নিরন্তর করিতে করিতে পাদগ্রন্থিসকল শিথিল হইয়া পড়ে।

জ্ঞানিন্ (ত্রি) জ্ঞানমস্ত্যস্য জ্ঞান-ইনি (অতইনিঠনৌ)। পা ৫।২।১১৫) ১ জ্ঞানযুক্ত, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযুক্ত। "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" জ্ঞান হইলেই মুক্ত হয়। মায়াবন্ধরহিত জ্ঞানিপুরুষ সর্ব্বদাই ভগবদুপাসনায় প্রবৃত্ত থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, চারিজন আমার আরাধনা করে। পীড়িত, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, দরিদ্র ও জ্ঞানী এই চারিজন আমাকে ভজনা করে। তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রিয়।† শুক, নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী, ইঁহাদের কোন বিষয়ের কামনা নাই, অথচ দিবারাত্র হরিগুণানুকীর্ত্তন প্রভৃতি করিয়া থাকেন। জ্ঞানিব্যক্তিরও বর্ণাশ্রমধর্ম্মোচিত কার্য্য করা কর্ম্মক্ষয়ের জন্য আবশ্যক।

"জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণম্;
তাবৎ বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে॥" (সাংখ্যভাষ্য)

এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তিসকল অনেক জন্মের পর ভগবান্‌কে পাইয়া থাকে। ২ বোধযুক্ত মাত্র, অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানমাত্র বোধ থাকিলেই জ্ঞানী হয়।

"জ্ঞানিনোমনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্।
যতোহি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥" (চণ্ডী ১ অ°)

জ্ঞানেন্দ্রসরস্বতী, বামনেন্দ্রসরস্বতীর শিষ্য ও তত্ত্ববোধিনী, সিদ্ধান্তকৌমুদীটীকা ও প্রশ্নোপনিষদ্‌ভাষ্য প্রণেতা।

জ্ঞানেন্দ্রস্বামী, ব্রহ্মসূত্রার্থপ্রকাশিকা প্রণেতা।

জ্ঞানোত্তম, গৌড়েশ্বরাচার্য্যের উপাধিভেদ।

জ্ঞানোত্তমমিশ্র, নৈগম্যসিদ্ধিচন্দ্রিকা গ্রন্থপ্রণেতা।

জ্ঞানোপদেশ, শঙ্করাচার্য্য প্রণীত উপদেশ গ্রন্থবিশেষ।

জ্ঞানেন্দ্রিয় (ক্লী) জ্ঞায়তে বুধ্যতেহনেনেতি জ্ঞা-করণে ল্যুট্ বা জ্ঞানপ্রকাশকং জ্ঞানসাধনং বা ইন্দ্রিয়ং। জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়, যে ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান জন্মে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫টী, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা।

"জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাশ্চ নাসিকাঃ" (শা° তি°)

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই ৫টী পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। শ্রোত্রের শব্দ, ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, জিহ্বার রস, নাসিকার গন্ধ। এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ৫টী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন যথা, শ্রোত্রের দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ভাগবৎ প্রভৃতিতে মনকেও জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়াছেন, কিন্তু মন কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে, ইহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক ইন্দ্রিয় বলাই সঙ্গত। দর্শনকারগণ "উভয়াত্মকং মনঃ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা মনের উভয়েন্দ্রিয়ত্বই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

[ইন্দ্রিয় দেখ।]

জ্ঞাপিকদেব স্মৃতিসারপ্রণেতা।

জ্ঞানোৎপত্তি (স্ত্রী) জ্ঞানস্য উৎপত্তিঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উদয়, জ্ঞান জন্মান।

জ্ঞানোদয় (পুং) জ্ঞানস্য উদয়ঃ ৬তৎ। জ্ঞানের উৎপত্তি, জ্ঞান জন্মান।

জ্ঞানোদতীর্থ (ক্লী) জ্ঞানোদ ইতি নাম্না বিখ্যাতং তীর্থং কর্ম্মধা। বারাণসীর অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থ জ্ঞানবাপী নামে প্রসিদ্ধ। [জ্ঞানবাপী ও কাশী দে°।]

জ্ঞানোল্কা (স্ত্রী) সমাধিভেদ।

জ্ঞাপক (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ণ্বু। বোধক, যে জানায়, আবেদক। যাহার দ্বারা জানিতে পারা যায়, যাহার দ্বারা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, সূচক, ব্যঞ্জক। যে ব্যক্ত করে, যে প্রচার করে, প্রচারক

জ্ঞাপন (ক্লী) জ্ঞা-ণিচ্-ল্যুট্। আবেদন, বিদিতকরণ, বোধন, জানান, বিজ্ঞাপন।

জ্ঞাপনীয় (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-অনীয়। নিবেদনীয়, যাহা জ্ঞাপন করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক, কিংবা করিবার যোগ্য।

জ্ঞাপয়িতৃ (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-তৃন্। যে জানায়, জ্ঞাপক, বোধক।

জ্ঞাপ্তি (স্ত্রী) জ্ঞা-ণিচ্ ভাবে ক্তিন্। জ্ঞাপন। জ্ঞপ্তিও হয়।

জ্ঞাপিত (ত্রি) জ্ঞা-ণিচ্-ক্ত। যাহা জানান হইয়াছে।

জ্ঞাপ্য (ত্রি) জ্ঞাপনযোগ্য।

---

* "অথাতঃ পদ্মাসনং কৃত্বা সর্ব্বব্যাধি বিনাশনং।
যোগাভ্যাসী ভবেৎ ক্ষিপ্রং জ্ঞানাসনপ্রসাদতঃ।
দক্ষপাদোরুমূলেতু বামপাদতলং তথা।
দক্ষপাদতলং দক্ষপার্শ্বে সংযোজ্য ধারয়েৎ।
এতজ্ জ্ঞানাসনং নাম জ্ঞানবিদ্যাপ্রকাশকম্।
নিরন্তরং যঃ করোতি তস্যগ্রন্থিঃ শ্লথাভবেৎ।" (রুদ্রযামল)

† চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি র্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং সচ মম প্রিয়ঃ।
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতং।
আস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিং।
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। (গীতা ৭ অ°)

জ্ঞাস (পুং) জ্ঞা অববোধনে জ্ঞা-অসুন্। জ্ঞাতি।

"জ্ঞাস উত বা সজাতান্" (ঋক্ ৭।১০৯।১১)

"জ্ঞাসঃ জ্ঞাত্যোঃ" (সায়ণ)

জ্ঞীপ্সা (স্ত্রী) জ্ঞাপ্তুমিচ্ছা, জ্ঞপ-সন্-অ ততষ্টাপ্। জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা।

জ্ঞীপ্স্যমান (ত্রি) জ্ঞপ-সন্ কর্ম্মণি শানচ্। জানিবার জন্য ইচ্ছুক।

জ্ঞু (বৈ) জানু।

জ্ঞুবাধ (ত্রি) (বৈ) জানু পাতিয়া।

জ্ঞেয় (ত্রি) জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা-কর্ম্মণি যৎ। জ্ঞানযোগ্য, জ্ঞাতব্য।

এই জগতে একমাত্র ব্রহ্মই জ্ঞেয়। এই জ্ঞেয়-পদার্থের বিষয় গীতায় এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! এখন তোমার নিকট জ্ঞেয়বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর—এই জ্ঞেয়-পদার্থ জানিতে পারিলে অমৃতত্বলাভ (মোক্ষলাভ) হইয়া থাকে। ইহা জানিলে সুখ-দুঃখাদির অতীত হইতে পারা যায়। ইহার স্বরূপ এইরূপ—সেই অনাদি ব্রহ্ম ও আমি নির্ব্বিশেষ, তিনি সৎ বা অসৎ নহেন। তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ ও মুখ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিহীন, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণও তাঁহার বিষয়সমস্তের প্রকাশক। তিনি সঙ্গরহিত, অথচ সকলের আধারস্বরূপ। তিনি গুণহীন, কিন্তু সকল গুণভোক্তা। তিনি সচরাচর সমস্ত ভূতের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি অতি সূক্ষ্ম, এই জন্য অবিজ্ঞেয়। তিনি সকল ভূতমধ্যে অবিভক্ত থাকিয়াও কার্য্যভেদে বিভিন্নরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ভূতগণের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা। তিনি জ্যোতিঃপদার্থের জ্যোতি ও জ্ঞানের অতীত* (গীতা)।

যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞেয়-পদার্থ জানা না যায়, ততদিন আর উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু ইহাই জ্ঞেয়-পদার্থ অথচ অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যতোবাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

যে স্থলে মন ও বাক্য যাইতে না পারিয়া প্রত্যাগত হয়, তাহাই জ্ঞেয়-পদার্থ। আদি সর্গকালে যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয় এবং যাহার কৃপায় জীবিত থাকে এবং যুগক্ষয়ে যাহাতে প্রলীন হয়, সেই পদার্থই জ্ঞেয়। [ব্রহ্ম দেখ।]

জ্ঞেয়জ্ঞ (ত্রি) জ্ঞেয়ং জানাতি জ্ঞেয়-জ্ঞা-ক। আত্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ।

জ্ঞেয়তা (স্ত্রী) জ্ঞেয়স্য ভাবঃ জ্ঞেয়-ভাবে তল্-টাপ্। জ্ঞেয়ত্ব।

জ্মন্ [বৈ] অন্তরীক্ষ নাম।

"উদেতি সূর্য্যোঽতিজ্মন্"। (ঋক্ ৭।৬৩।২)

'জ্মন্তরীক্ষে গচ্ছন্'। (সায়ণ)

২ পৃথিবীতে বর্ত্তমান জন্তু। "ভূরধ জ্মন্তে" (ঋক্ ৭।২১।৬)

'জ্মন্ পৃথিব্যাং বর্ত্তমানান্ জন্তুন্' (সায়ণ)

জ্মায়া (ত্রি) পৃথিবীতে যাহার উৎপত্তি হয়। "জ্ময়া অত্র বসবঃ। (ঋক্ ৭।৩৯।৩) 'পৃথিব্যাং ভবাঃ' (সায়ণ)

জ্য (ত্রি) উৎপীড্য।

জ্যা (স্ত্রী) জ্যা-ড ততষ্টাপ্। ধনুর্গুণ। পর্য্যায়—মৌর্ব্বী, শিঞ্জিনী, গুণ, শিঞ্জা, জীবা, পতঞ্জিকা, গব্যা, বাণাসন, দ্রুণা। (হেমচন্দ্র) [ধনুর্গুণ দেখ।]

জ্যাকা (স্ত্রী) কুৎসিতা জ্যা জ্যাশব্দাৎ কুৎসায়াং কঃ। কুৎসিত জ্যা।

"জ্যাকা অধিধন্বসু" (ঋক্ ১০।১৩৩।১) 'জ্যাকাঃ কুৎসিতা জ্যা' (সায়ণ)

জ্যাঘাতবারণ (স্ত্রী) জ্যায়া আঘাতং বারয়তানেন করণে বারি-ল্যুট্। ধনুর্দ্ধরগণের হস্তনিবদ্ধ চর্ম্মবিশেষ।

জ্যাঘোষ (পুং) জ্যায়াঃ ঘোষঃ ৬তৎ। জ্যাশব্দ।

জ্যান (স্ত্রী) উৎপীড়ন, অত্যাচার।

জ্যানি (স্ত্রী) জ্যা-নি (বীজ্যাজ্বরিভ্যোনিঃ। উণ্ ৪।৪৮) ১ বয়োহানি। ২ তটিনী। ৩ জীর্ণ। (শব্দরত্নাবলী)

জ্যামিতি (স্ত্রী) গণিতশাস্ত্র নানাভাগে বিভক্ত; ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দ্বারা আমরা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, তন্মধ্যে যদ্দারা আমরা ভূমি-পরিমাণ-সম্বন্ধীয় বিষয় অবগত হইতে পারি, তাহাকে সাধারণতঃ জ্যামিতি কহে। জ্যা= পৃথিবী (ভূমি) এবং মিতি=পরিমাণ, এই দুই কথা হইতে জ্যামিতি কথার উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় ইহাকে Geometry কহে। Geo=earth এবং metron=measure, এই দুই কথা হইতে Geometry [illegible] হইয়াছে। জ্যামিতি

* "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তং বিভক্তেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।" (গীতা ১৩।১২-১৭)
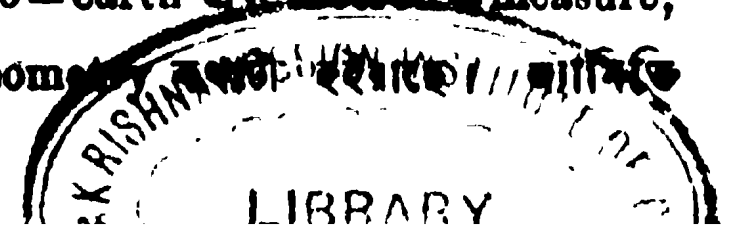
দ্বারা বিশেষ বিশেষ স্থান বা ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণীত হয়; ইহাতে রেখা, কোণ, সমতল ও ঘন-পরিমাণ প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে। জ্যামিতি নানাভাগে বিভক্ত, যথা—সমতল ও ঘন জ্যামিতি, ব্যবচ্ছেদক বা বৈজিক জ্যামিতি, চিত্রজ্যামিতি (Descriptive Geometry), উচ্চতর জ্যামিতি। সমতল ও ঘন জ্যামিতিতে সরলরেখা, সমতলক্ষেত্র এবং তত্তৎ সম্বন্ধীয় ঘনপরিমাণ ও বৃত্তের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উচ্চতর জ্যামিতিতে সূচীচ্ছেদ, বক্ররেখা এবং তন্নির্ম্মিত ক্ষেত্রাবলীর বিষয় আলোচিত এবং চিত্রজ্যামিতিতে পরিলেখাদির নিয়ম প্রদর্শিত হয়। দুইটী সমতল ক্ষেত্রের উপর কোন ঘনক্ষেত্রের তত্ত্বাদির অনুশীলন করাই জ্যামিতির এই বিভাগের উদ্দেশ্য। চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক কার্য্য সহজে সম্পন্ন হয়; ইহার কার্য্যকারিতা অনেক। একটী সমতলক্ষেত্র অন্য একটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দুইটীর পরস্পর সমপাতে স্থিরাবৃত্ত-বক্ররেখা উৎপন্ন হয়। খিলান-প্রস্তুতকালে চিত্রজ্যামিতি দ্বারা অনেক সাহায্য হয়, ইহা দ্বারা খিলানের উপযোগী করিয়া প্রস্তরাদি কর্ত্তন করা যাইতে পারে।

বৈজিক জ্যামিতি ডেকার্ট (Des cartes) কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছে। বৈজিক-জ্যামিতি দ্বারা জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বীজগণিত ও সূক্ষ্মমানগণিতের নিয়মাদি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বৈজিক-জ্যামিতি কখন কখন ব্যবচ্ছেদক-জ্যামিতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সমতল ও বক্রক্ষেত্রের ধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়।

জ্যামিতি যুক্তির সহিত অতিশয় নিকট সম্বন্ধ। পূর্ব্বকালে একমাত্র জ্যামিতিশিক্ষায় প্রকৃতরূপে চিন্তা ও যুক্তির অনুশীলন হইত।

জ্যামিতির উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিতরূপ ইতিবৃত্ত দেখিতে পাই।

হিরোডোটাস্ (Herodotus) বলেন, ১৪১৬-১৩৫৭ পূঃ খৃঃ সিসোস্ত্রিসের (Sesostris) রাজত্বকালে ইজিপ্তদেশে এই বিদ্যার প্রথম উৎপত্তি হয়। ইজিপ্তের প্রজাবৃন্দের উপর কর ধার্য্য করিবার জন্ম সকলের অধিকৃত ভূ-পরিমাণ অবধারণ করা আবশ্যক হইলে, তাহাদিগের ভূমি মাপ করিবার জন্ম জ্যামিতির প্রথম সূত্রপাত হইল; কিন্তু ইজিপ্ত বা ক্যালদিয়বাসিদিগের এ সম্বন্ধে কোন লিখিত বৃত্তান্ত নাই।

কেহ কেহ বলেন, নীলনদীর বন্যাহেতু প্রতিবৎসরই ইজিপ্তবাসিদিগের জমীর সীমানিদর্শন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাহাদিগের অধিকৃত জমীর সীমা অন্ততঃ যাহাতে তাহারা মনে করিয়া রাখিতে পারে, এই জন্ম ভূমির সীমানির্ণায়ক কোন বিদ্যার আবিষ্কার করিতে তাহারা বাধ্য হইয়াছিল। এই বিদ্যাই ক্রমে পরিশোধিত ও পরিস্ফুট হইয়া বর্ত্তমান জ্যামিতিতে পরিণত হইয়াছে।

অপর একটী উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ভূমি নির্দ্ধারণ করিবার জন্ম দেবগণ মনুষ্যদিগকে এই বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছেন।

প্রোক্লাস্ (Proclus) ইয়ুক্লিডের টীকায় লিখিয়াছেন, প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্ থেল্স্ (Thales) ইজিপ্ত হইতে শিক্ষা করিয়া গ্রীসে এই বিদ্যা প্রচার করেন। অতি শীঘ্রই গ্রীসে এই বিদ্যার যথেষ্ট আদর প্রাপ্ত হইল। গ্রীকগণ একান্ত আগ্রহের সহিত ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইল। থেল্সের (Thales) অনেক শিষ্য জুটিল। পিথাগোরাস্ (Pythagoras) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিসাধন করিলেন। ইনিই প্রথমে জ্যামিতিকে যুক্তিমূলক বৈজ্ঞানিক সোপানে আনয়ন করেন। পিথাগোরাস্ জ্যামিতির অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইয়ুক্লিডের প্রথম অধ্যায়ের ৪৭ প্রতিজ্ঞাটী ইঁহার অনুশীলনের ফল। পিথাগোরাসের পর অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ক্লাজোমেনির আনক্সগোরস্ (Anaxagoras of Clazomenae), ব্রিসো (Brlso), আন্টিফো (Antipho), চিয়সের হিপোক্রেটিস (Hippocrates of Chios), জেনোডোরাস্ (Zenodorus) ডিমোক্রিটাস্ (Democritus), সাইরিনের থিয়োডোরাস্ (Thesdorus of cyrene) এবং ইনোপিডিস্ (Enopidis) প্রধান। প্লেটো (Plato) বলিতেন, জ্যামিতি সকল বিজ্ঞানের প্রধান এবং উচ্চতর বিজ্ঞানে প্রবেশের সোপানস্বরূপ। আথেন্স্ (Athens) নগরে তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে নিম্নলিখিত উৎকীর্ণ লিপিটী দেদীপ্যমান ছিল। 'জ্যামিতি-অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যেন ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে, ইনি জ্যামিতির বিশ্লেষণপ্রণালী, জ্যামিতিক অবস্থিতি, এবং সূচীচ্ছেদের আবিষ্কর্ত্তা। তদানীন্তনকালে এই সূচীচ্ছেদকেই উচ্চতর জ্যামিতি বলিত। প্লেটোর অনেক শিষ্য জ্যামিতির অনেক উন্নতি করিয়াছেন—অনেকে জ্যামিতিক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি আর এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু ইঁহার শিষ্যের মধ্যে দুইজন অতি প্রধান—ইয়ুডোক্সস্ (Eudoxus) এবং আরিষ্টটল (Aristotle)। ইয়ুডোক্সস্ (Eudoxus) ইয়ুক্লিডের পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত অনুপাত-নিয়মের আবিষ্কারক আরিষ্টটল এবং তাঁহার দুইজন শিষ্য

থিয়োফ্রাষ্টাস্ (Theophrastus) এবং ইয়ুডেমাস্ (Eudemus) জ্যামিতিসম্বন্ধে এক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তির পুস্তক হইতেই প্রোক্লাস্ তাঁহার অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। অটোলিকাস্ (Autolycus) গতিশীল চক্র বা বৃত্তের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কথিত আছে, ইয়ুক্লিডের শিক্ষক প্রথিতনামা আরিষ্টিয়াস্ (Aristœus) সূচীচ্ছেদ সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় এবং জ্যামিতিক ঘনক্ষেত্রের অবস্থিতি সম্বন্ধে পাঁচ অধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের কোন অংশই এখন পাওয়া যায় না।

ইয়ুক্লিড জ্যামিতিক জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ইয়ুক্লিডের নাম এবং জ্যামিতি পরস্পরসম্বদ্ধ—একটী বলিলে অপরটী মনোমধ্যে স্বতঃই উদিত হয়। ফলতঃ ইয়ুক্লিডই য়ুরোপীয় জ্যামিতির স্থাপনকর্ত্তা। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাঁহাদিগের পুস্তকে অনিয়মিতরূপে যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, ইয়ুক্লিড তাহার সারসংগ্রহ করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে জ্যামিতির গঠন করিয়াছেন। ইয়ুক্লিড যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীনরূপে জ্যামিতিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অদ্যাবধি কেহই সেরূপ নৈপুণ্য ও গবেষণা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে গ্রীস ও ইজিপ্তে যে সকল জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তিনি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ও সুশৃঙ্খলাসহকারে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইয়ুক্লিড কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। ইনি আলেকজেন্দ্রিয়ায় (Alexandria) একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেক ব্যক্তিকে গণিত শিক্ষা দিতেন। এই সময় আলেকজেন্দ্রিয়ায় টলেমি সোটার (Ptolemy Soter, first) রাজত্ব করিতেন। ইয়ুক্লিডের অধিকাংশ শিষ্যই গ্রীসবাসী। ইনি ২৮৪ পূঃ খৃঃ অব্দে জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, যাহারা গণিতশিক্ষা করিতেন, ইয়ুক্লিড তাহাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। ইনি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন।

(১) জ্যামিতিসম্বন্ধীয় যুক্তি শিক্ষা করিবার জন্য 'ভ্রান্ততর্ক' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ। এ পুস্তকখানি এখন পাওয়া যায় না।

(২) সূচীচ্ছেদের চারি অধ্যায়। অপলোনিয়াস্ (Apollonius) এই পুস্তকের অনেক উন্নতিসাধন করিয়া আরও চারি অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিড এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন কি না প্রোক্লাস্ সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

(৩) বিভাগসম্বন্ধীয় পুস্তক। এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমক্ষেত্রের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

(৪) ছেদিতঘনক্ষেত্র (Porisms)। ইহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত।

(৫) Locorum and superficium.

(৬) দৃষ্টিবিজ্ঞান ও প্রতিবিম্বদর্শনবিদ্যা।

(৭) জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়কদৃষ্টি। ইহাতে মণ্ডলসম্বন্ধীয় জ্যামিতিক-মত আলোচিত হইয়াছে।

(৮) ক্রমবিভাগ এবং লয়প্রবেশ। দ্বিতীয় পুস্তকে লিখিত মত প্রথম পুস্তকে জ্যামিতির নিয়মানুসারে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এইজন্য কেহ কেহ বলেন, প্রথম পুস্তকখানি ইয়ুক্লিড লেখেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, ২য় পুস্তকখানিও ইঁহার লেখা নয়।

(৯) স্বীকৃতবিষয়াবলী। গ্রীকদিগের যতগুলি জ্যামিতিক বিশ্লেষণের পুস্তক আছে, তন্মধ্যে এইখানিই প্রধান। প্রোক্লাসের শিষ্য মেরিনাস্ (Marinus) এই পুস্তকের ভূমিকায় স্বীকৃত ও অস্বীকৃত বিষয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১০) উপক্রমণিকা (জ্যামিতিক), এই জ্যামিতিক উপক্রমণিকাখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নহে; ইহার স্থানে স্থানে অনেক দোষ লক্ষিত হয়। এরূপ কয়েকটী স্বতঃসিদ্ধ আছে, যাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না।

অনেক স্থলে যাহা প্রমাণসাপেক্ষ এবং প্রমাণও করা যাইতে পারে, তাহাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে;—যেমন সংজ্ঞানির্দ্দেশকালে লিখিত হইয়াছে যে, বৃত্তের ব্যাস উক্ত ক্ষেত্রকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে বাহুল্যদোষও লক্ষিত হয়। প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ প্রতিজ্ঞাটী সেই স্থানে না লিখিলেও চলিতে পারিত; এই প্রতিজ্ঞাটীই আবার পরোক্ষভাবে ১৯শ প্রতিজ্ঞারূপে প্রমাণ করা হইয়াছে। ইয়ুক্লিড কোণের যেরূপ সংজ্ঞা এবং যেরূপে তাহা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ৩য় অধ্যায়ের ২১শ প্রতিজ্ঞাটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে; অধিকন্তু তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে চলিলে ২১শ প্রতিজ্ঞাটী ২২শের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রমাণ করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, এই পুস্তকে শুদ্ধতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথার্থ এবং প্রয়োজন-কল্পনা-সম্বন্ধে নিশ্চিত এবং অল্প বর্ণনা, শৃঙ্খলার স্বাভাবিক নিয়ম, ভ্রান্তসিদ্ধান্তের পূর্ণ অভাব এবং প্রথম শিক্ষার্থিদিগের উপযোগী যুক্তিবদ্ধ প্রমাণাদি হেতু এই পুস্তকখানি সকলের নিকটই অতিশয় আদরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

ইয়ুক্লিড এই পুস্তকখানির ১৩ অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; অপর দুই অধ্যায় আলেকজেন্দ্রিয়ায় হিপসিক্লিস্

(Hypsicles of Alexandria) সংযোজিত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, হিপসিক্লিস্ ২য় শতাব্দীতে, আবার কেহ কেহ বলেন, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

প্রথম অধ্যায়ে সমতলক্ষেত্রসম্বন্ধীয় জ্যামিতির আবশ্যক সংজ্ঞা এবং স্বীকার্য্য বিষয়গুলি প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য অধ্যায়েও কতকগুলি সংজ্ঞা আছে। যে সমস্ত সরলরেখা ও ত্রিভুজের সহিত বৃত্ত অথবা অনুপাতের কোন সংস্রব নাই, তাহাদিগের বিষয় এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পিথাগোরাসের বিখ্যাত প্রতিজ্ঞাটী এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট আছে। অসীম সরলরেখা এবং নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রবিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট স্থানব্যাপক বৃত্তের বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে দেখা যায়, কম্পাস্ এবং রুল (ruler) জ্যামিতির আনুষঙ্গিক পদার্থ।

ইযুক্লিড ২য় অধ্যায়ে বিভক্ত সরলরেখার উপর অঙ্কিত সমচতুর্ভুজ ও আয়তক্ষেত্রের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। পাটীগণিত ও জ্যামিতির প্রয়োগ এই অধ্যায়ে দর্শিত হইয়াছে। অসমকোণ ত্রিভুজের পক্ষে পিথাগোরাসের প্রতিজ্ঞাটী কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাও এই স্থলে দৃষ্ট হয়। এই অধ্যায় হইতে বীজগণিতের অনেকগুলি নিয়ম শিক্ষা করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব্ব অধ্যায়গুলি দ্বারা অনুমেয় ত্রিভুজের গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে।

৪র্থ অধ্যায়ে কেবলমাত্র বৃত্তের সাহায্যে অঙ্কিত সমস্ত নিয়মিত (সমবাহু ও সমকোণবিশিষ্ট) পঞ্চভুজ, ষড়্ভুজ, পঞ্চদশভুজবিশিষ্ট ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে আয়তনের অনুপাত লিখিত আছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইযুক্লিড জ্যামিতিক ক্ষেত্রে অনুপাতের প্রয়োগ এবং সদৃশক্ষেত্রের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

৭ম অধ্যায়ে পাটীগণিতের সংজ্ঞা আলোচিত এবং দুইটী রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ ও লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করিবার প্রণালী ও মূলরাশির তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

৮ম অধ্যায়ে গ্রন্থকার দুইটী অখণ্ডরাশির মধ্যে ২টী পূর্ণ মধ্যঅনুপাত স্থাপনের সম্ভাবনা প্রদর্শন করিয়া ক্রমিক ও মধ্যঅনুপাতের আলোচনা করিয়াছেন।

৯ম অধ্যায়ে বর্গ ও ঘনসংখ্যা এবং (plane and solid numbers) দুই কিংবা তিন পুরিতাঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার বিষয় বর্ণিত আছে। এই অধ্যায়ে ক্রমিক, অনুপাত ও মূলরাশির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এইস্থলে মূলরাশির অসংখ্যতা ও পূর্ণসংখ্যা বাহির করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ে ১১৭টী প্রতিজ্ঞা দেখা যায়। এই অধ্যায় কতকগুলি অসম গুণনীয়কের আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছে। এস্থলে ইযুক্লিড দেখাইয়াছেন যে, বীজগণিত ব্যতীত জ্যামিতি দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু বীজগণিতে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও এই অধ্যায় পাঠ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এই অধ্যায় গণিতের ইতিহাসরূপে পাঠ্য।

১১শ অধ্যায়ে ঘন (solid) জ্যামিতি অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সরলরৈখিক ও ঘনক্ষেত্রবিশিষ্ট (Plane and solid figures) জ্যামিতির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে সরলরৈখিক ক্ষেত্রের ছেদ ও ছয়টী সামন্তরালিক ক্ষেত্রবেষ্টিত ঘনক্ষেত্রের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

১২শ অধ্যায়ে ছেদিত ঘনক্ষেত্র, ক্ষেপণী, নলাকৃতি ও মোচাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় অবগত হওয়া যায়। অধিকন্তু এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, ব্যাসের উপর অঙ্কিত চতুর্ভুজগুলির পরস্পর যে অনুপাত, বৃত্তগুলিরও পরস্পর সেই অনুপাত, এবং বর্ত্তুল (spheres) ব্যাসের উপর অঙ্কিত ঘনক্ষেত্রের সমানুপাতবিশিষ্ট। Method of exhaustion এইস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দশম অধ্যায়ের কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়মিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত এবং ৫টী নিয়মিত ক্ষেত্রের একত্র অঙ্কনের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৪শ ও ১৫শ অধ্যায়ে ৫টী নিয়মিত ঘনক্ষেত্রের পরস্পরের অনুপাত ও একের মধ্যে অপরের অঙ্কন আলোচনা করিয়াছেন।

ইযুক্লিডের পর ২৩০ পূঃ খৃঃ অব্দে অপলোনিয়াস্ পরগিয়াস্ (Apollonius Pergæus) জ্যামিতিবিষয়ে অনেক উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। এই সময় আর্কিমিডিস্ (Archimedes) প্যারাবোলা ক্ষেত্র এবং পূর্ব্বোক্ত অপলোনিয়াস্ অতিক্ষেত্র ও দীর্ঘবৃত্ত আবিষ্কার করেন।

ইযুক্লিডের পর গ্রীসীয় অনেক পণ্ডিত উৎসাহের সহিত জ্যামিতি অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন গ্রীস দেশ রোমের অধীন হইল, তখনও এইদেশে অনেক প্রসিদ্ধ জ্যামিতিবিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে টলেমি (১৪৭ খৃঃ অব্দে), পপাস্ (৩৯৫ খৃঃ অব্দে), প্রোক্লাস্ (৫ম শতাব্দী) এবং ইযুটোসাস্ (Eutocious—৬ষ্ঠ শতাব্দী) প্রধান।

এইকালে রোমকগণ পাশ্চাত্য-জগতে অতিশয় প্রতাপশালী বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু গণিতে তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ ছিল। যাহারা গণকতা ও দৈবজ্ঞগিরি করিত, তাহাদিগকেই রোমকগণ গণিতবিদ্ বলিত। বস্তুতঃ রোমের প্রাধান্যকালে জ্যামিতিবিদ্যার কোনরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। একমাত্র বিথিয়াস্ (Bœthius) ব্যতীত অন্য কোন রোমকই

জ্যামিতির আলোচনা করে নাই। আবার বিথিয়াস্ যাহা করিয়াছেন, তাহাও গ্রীকদিগের অনুবাদমাত্র।

রোমসাম্রাজ্যধ্বংসের পর যখন অসভ্যগণ প্রবল হইয়া উঠিল এবং ৭ম শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া য়ুরোপের অনেক রাজ্য ধ্বংস ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল, তখন গ্রীকদিগের গণিতবিদ্যাও শীঘ্র শীঘ্র বিলুপ্ত হইতে লাগিল।

এইকালে যাহারা গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিত, তাহাদিগকে সকলেই ঐন্দ্রজালিক বলিয়া ঘৃণা ও অনাদর করিত। সৌভাগ্যবশতঃ অতিশীঘ্রই আরবদেশে গণিতশাস্ত্রালোচনার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইল। আরবগণ পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিল। এই শিক্ষাহেতুক এখন তাহারা গ্রীকদিগের জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতবিদ্যা আদর করিতে আরম্ভ করিল। বোগদাদনগরে পাশ্চাত্যগণিত শিক্ষাদিবার জন্য কয়েকটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আরবগণ অতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে গ্রীকবিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ করিল। ৯ম হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ ও জ্যামিতিবিদ্ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপে পুনরায় এই বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইল—স্পানিয়ার্ড ও ইতালীয়গণই প্রথমে আরবদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়া তাহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুদ্রাঙ্কণপ্রথা আবিষ্কৃত হইলে পর অনেকস্থলে গ্রীকদিগের জ্যামিতি পঠিত হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সর্ব্বত্রই ইয়ুক্লিডের সম্মান এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, কেহই আর ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকার উৎকর্ষসাধন করিতে চেষ্টা করিল না। অনেকেই উপক্রমণিকার টীকা ও অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু জ্যামিতির প্রসারতাবৃদ্ধি করিতে বা তাহা কোন কোন অংশ উন্নত করিতে কেহই যত্নশীল হয়েন নাই। বহুকাল পরে কেপ্‌লার (Kepler) প্রথমে অসীমত্বের নিয়ম জ্যামিতিতে প্রবর্ত্তিত করেন। পরে ডেকার্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার বিষয়ে ভায়েটার (vieta) আবিষ্কার দেখিয়া বৈজিকজ্যামিতি আবিষ্কার করিলেন। পরে সূক্ষ্মমানজ্যামিতি প্রচলিত হইয়াছে। যদিও আরবগণ জ্যামিতির যথেষ্ট অনুশীলন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা এবিষয়ে বিশেষ কোন উন্নতিসাধন করিতে পারে নাই। তাহারা অনেক গ্রীক গ্রন্থকারদিগের পুস্তক এবং ইউক্লিডের পুস্তকও অনুবাদ করিয়াছিল। আরব্য ভাষায় অনূদিত অনেকগুলি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে থমকাসের অথমানের (Othoman) অনুবাদই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

১১২০ খৃঃ অব্দে বাথনগরের অদেলর্ড (Adelard) নামক জনৈক খৃষ্টসন্ন্যাসী ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা প্রথমে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রীকভাষায় এই উপক্রমণিকাখানির অনেকগুলি হস্তলিপি আছে।

সিমসন, প্লে-ফেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথম ৬ অধ্যায় এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে ইয়ুক্লিডের যে সমস্ত অনুবাদ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

(১) সমগ্র ইয়ুক্লিডের সংস্করণ।

১৫০৫ খৃঃ অব্দে ভিনিশনগরে বারথলমিউ জ্যামবার্টি কর্ত্তৃক লাটিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ১৭০৩ খৃঃ অব্দে ডেভিড্ গ্রিগোরি অক্সফোর্ড যন্ত্রে যে পুস্তকখানি মুদ্রিত করেন, সেই পুস্তকখানিই উৎকৃষ্ট।

২। গ্রীক সংস্করণ। (ক) প্রোক্লাসের টীকাসহিত, ১৫৩৩ খৃঃ অব্দ। (খ) পারিস সংস্করণ (গ) বার্লিন সংস্করণ।

৩। লাটিন সংস্করণ। (ক) কাম্পনাসের সংস্করণ ১৪৮২ খৃঃ অব্দ। (খ) দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪৯১। (গ) আরব্যভাষা হইতে অনুবাদ, কাম্পনাস ও জ্যামবার্টির অনুবাদ ও টীকা-সহিত। (ঘ) লুকাশের সংস্করণ—(ভিনিশ)।

৪। য়ুরোপীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ।

(ক) ইংরেজি সংস্করণ—১৫৭০ অব্দ। লণ্ডননগর; পুনরায় ১৬৬১ অব্দ।

(খ) ফরাসী—পারিস্ ১৫৬৫, পুনঃ সংস্করণ ১৬২৩। (গ) জর্ম্মান ১৫৬২। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে ৭ম হইতে ৯ম অধ্যায় অনূদিত হইয়াছিল।

(ঘ) ইতালীয়—১৫৪৩। (ঙ) ওলন্দাজ ১৬০৬ কিংবা ১৬০৮ (চ) সুইস্ ১৭৫৩। (ছ) স্পেনীয়—১৬৭৩ খৃঃ অঃ।

সাধারণতঃ ইয়ুক্লিডের প্রথম ছয় অধ্যায় ও একাদশ অধ্যায় পঠিত হইয়া থাকে। বহুদিন হইতেই এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। অবশিষ্টাংশ অধ্যয়ন করিতে হইলে উইলিয়মসনের ইংরেজি অনুবাদ এবং হর্স্‌লির লাটিন অনুবাদ পাঠ করা উচিত। বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইয়ুক্লিডের সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। সকলের নাম লেখা অনাবশ্যক।

আর্কিমিডিস্, অপলোনিয়াস, থিয়ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জ্যামিতির উন্নতিসাধন করিয়াছেন। আলেকজেন্দ্রিয়া নগরেই এই বিদ্যার উৎপত্তি এবং এই স্থানেই ইহার উন্নতি। ৬৪০ খৃঃ অব্দে যখন সারেসনগণ (Saracens) উক্ত নগর অধিকার করিল, তখন পর্য্যন্তও উক্ত নগর জ্যামিতির গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল। গোলমিতি অর্থাৎ জ্যামিতির যে অংশ

জ্যোতির্বিদ্যার সহিত সংসৃষ্ট, তাহা হিপারকাস্ (Hipparchus), মেনেলস্ (Menelaus), থিয়োডোসিয়াস্ (Theodosius) এবং টলেমি (Ptolemy) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

নিম্নে গ্রীসীয় জ্যামিতিকারগণের নাম ও তাঁহাদিগের জীবনের মধ্যভাগের সময় প্রদত্ত হইল।

থেল্‌স্—৬০০ পূঃ খৃঃ অব্দ, অমিরিস্তাস্, পিথাগোরস্ ৫৫০, অনাক্সোগোরাস্, ইনোপাইডিস্, হিপোক্রেতিস্ ৪৫০, থিয়োডোরাস্, আর্কিতস্ লিওডেমাস্ থিটেটাস, অরিসটিয়াস্ ৩৫০, পার্সিয়াস্, প্লেটো ৩১০, মেনেকমাস্, দিনোসত্রাস্, ইয়ুডকসাস্ নিয়োক্লাইডিস্, লিয়ন, অমিক্লাস থিয়ুডিয়াস্, সিজিপিনাস্, হারমোটিমস, ফিলিপাস্, ইয়ুক্লিড ২৮৫, আর্কিমিডিস্ ২৪০, অপলোনিয়াস্ ২৪০, ইরাটোসথনিস্ ২৪০, নিকোমেডিস্ ১৫০, হিপারকাস্ ১৫০, হিপাসিক্লিস্ ১৩০ গেমিনাস্ ১০০, থিয়োডোসিয়াস্ ১০০, মেনেলস্ ৮০ খৃঃ অব্দে, টলেমি ১২৫, পপাস্ ৩৯০, সিরিনাস্ ৩৯০, ডাইয়োক্লিস্, প্রোক্লাস্ ৪৪০, মেরিনাস্, ইসিডোরাস্, ইয়ুটোসিয়াস্ ৫৪০।

সরলরেখা, বৃত্ত এবং সূচীচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বীজগণিতের নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে এবং এই নিয়মে সরলরেখা প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্ব অতি সহজে আবিষ্কার করা যাইতে পারে। কিছুদিন উক্ত নিয়মেই কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহিত হইত, কিন্তু সকল সময় জ্যামিতির কঠোর যুক্তির প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য করা হইত না। কালে মঞ্জ (Mongo) চিত্রজ্যামিতির আবিষ্কার করিলেন। পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যা ও জ্যামিতিক কোন কোন বিষয়ে বীজগণিত নিরপেক্ষভাবে রেখা, কোণ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। চিত্রজ্যামিতি এই অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিয়াছে। চিত্রজ্যামিতি সাহায্যে উপরিভাগের চিত্র ও উচ্চতার পরিমাণ দ্বারা অট্টালিকার আকৃতি ও পরিসর স্থির করা যাইতে পারে। সমকোণবিশিষ্ট দুইটী সমতলক্ষেত্রের উপর কোন বিন্দুর পরিলেখ দেওয়া থাকিলে, সেই বিন্দুর অবস্থিতিও অবধারণ করা যাইতে পারে, সুতরাং দুইটী সমতলক্ষেত্রের উপর কোন ঘনের পতিত লম্ব জানা থাকিলে, কোন একটী সমতল ক্ষেত্রোপরি সেই ঘনের কোন বিভাগের সদৃশ ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে। যদি বিভাগটী বক্র হয়, তবে ক্রমিক কতকগুলি বিন্দু দ্বারা ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যায়। মঞ্জ প্রণীত চিত্রজ্যামিতিতে এ বিষয় পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিত্রজ্যামিতি আবিষ্কৃত হইলে পর জ্যামিতিবিদ্ পণ্ডিতগণ পরিলেখের উন্নতিসাধন বিষয়ে যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা চিত্রবিদ্যা ও সূচীচ্ছেদের প্রাথমিক নিয়ম বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। মঞ্জের সময় হইতেই চিত্রজ্যামিতি ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। বিশুদ্ধ (Pure) জ্যামিতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই।

পূর্ব্বে লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, পাটীগণিত এবং জ্যামিতিই গণিতশাস্ত্রের প্রধান দুইটী শাখা। লোকে যখন স্থান ও সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, তখন তাহারা পাটীগণিত ও জ্যামিতি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্যামিতি নানা ভাগে বিভক্ত। বিশুদ্ধ জ্যামিতিতে কেবলমাত্র সরলরেখা ও বৃত্তের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সমতলোপরি অঙ্কিত ঘনক্ষেত্র, বৃত্ত, সূচী এবং নলাকৃতি ক্ষেত্র ও তাহাদের রৈখিকচ্ছেদের বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে।

ইয়ুক্লিডের জীবিতকাল হইতে অদ্যাবধি অনেকেই জ্যামিতি প্রণয়ন করিতেছেন। অনেকেই টীকা, টিপ্পনী, অনুশীলনী প্রভৃতি দ্বারা ইয়ুক্লিডের জ্যামিতিকে নূতন আকারে গঠিত করিয়াছেন। উইলসন সাহেব ইয়ুক্লিডকেই পত্তন করিয়া এক নূতন আকারে জ্যামিতি প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা যেরূপ প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য, এরূপ একখানিও দেখা যায় না।

ইয়ুক্লিডের পরেই লেজেণ্ডারের (Legendre's) জ্যামিতিখানির নাম করা যাইতে পারে। লেজেণ্ডারের জ্যামিতিপাঠে ইয়ুক্লিডের উপক্রমণিকা অপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ে অধিক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে।

জ্যামিতি গ্রন্থে অসংখ্য প্রকার সমতল, রেখা এবং ঘনক্ষেত্র কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু জ্যামিতির উপক্রমণিকায় সরলরেখা, বৃত্ত, রৈখিক ও তদানুষঙ্গিকক্ষেত্র এবং ঘনক্ষেত্র, নলাকৃতি, মোচাকৃতি ও বর্ত্তুলাকৃতি ক্ষেত্রের বিষয় বর্ণিত হয়। এইজন্যই জ্যামিতি দুইভাগে বিভক্ত; প্রথমবিভাগে সমতলের উপর অঙ্কিত ক্ষেত্র, দ্বিতীয়বিভাগে ঘনক্ষেত্র অঙ্কন ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন শাখার বিষয় বিবৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীর কোন্ দেশে কোন্ জাতীয় লোককর্ত্তৃক জ্যামিতিশাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতিশয় দুঃসাধ্য। জেসুইটগণ যখন ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য চীন দেশে প্রথম গমন করিয়াছিলেন, তখন চীনবাসিদিগের স্থানসম্বন্ধীয় জ্ঞান অতি অল্পই পরিস্ফুট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমকোণ ত্রিভুজের বিশেষ ধর্ম্ম এবং পরিমিতির কিয়দংশ-

মাত্র তাহারা অবগত ছিল। গবিল (Gaubil) বলেন, খৃষ্টের ২০৬ বৎসর পূর্ব্বে যতগুলি লিখিত পুস্তক পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একখানিমাত্রকে জ্যামিতিক পুস্তক বলা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে হিন্দুদিগের উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় যজুর্ব্বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব ছিল, সেই সময়ে আর্য্যঋষিগণের পরিমাণবদ্ধ যজ্ঞবেদীনির্ম্মাণের জন্য জ্যামিতির প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রাচীনতম আর্য্য-জ্যামিতির মূলসূত্র আমরা বোধায়ন প্রভৃতি ঋষিরচিত শুল্বসূত্রগ্রন্থে দেখিতে পাই। [ক্ষেত্রব্যবহার ও শুল্বসূত্র দেখ।]

বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ শঙ্করদীক্ষিত শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণের একস্থান উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, শতপথের ঐ অংশ খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩০০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ, কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র-প্রভৃতি যজুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে বেদীনির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপস্থলে জ্যামিতি বা শুল্বসূত্রের মূল বিষয় যে অতি পূর্ব্বকালেই আর্য্যঋষিদিগের মনে উদিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গ্রীসদেশে যেমন পূর্ব্বকালেই এই শাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ ঘটে নাই।

ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে পরিমিতির বিশেষ আলোচনা দৃষ্ট হয়। তিনটী বাহুর পরিমাণ প্রদত্ত থাকিলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বাহির করিবার নিয়ম প্রথমোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরিধি ও ব্যাসের সূক্ষ্ম অনুপাত (৩·১৪১৬:১) ভাস্করাচার্য্য অবগত ছিলেন। ব্রহ্মগুপ্ত ৩·১৬:১ অনুপাত কল্পনা করিয়াছিলেন। য়ুরোপে প্রথমোক্ত সূক্ষ্ম অনুপাত দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তিকালে প্রচলিত হইয়াছিল। এই অনুপাত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিল, পরে য়ুরোপীয়গণ এই বিষয় অবগত হন। ফলতঃ ভারতীয় গ্রন্থে অনেক পরিমাণে মৌলিকতা দৃষ্ট হয়। যদিও ভারতে জ্যামিতির প্রথম অনুশীলনের নিশ্চিত সময় অবধারণ করা যায় না, তথাপি বীজগণিত ও পাটীগণিতের দশমিকাংশ যেরূপ ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছে, জ্যামিতিও সেইরূপ ভারতীয়গণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈদিক শুল্বসূত্র পাঠে একরূপ নিশ্চয় করা যায় যে, ভারতেই পাশ্চাত্য জ্যামিতির একপ্রকার সূত্রপাত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বাবিলন দেশে ও ইজিপ্তে জ্যামিতি প্রথম উদ্ভাবিত হইয়াছিল; কিন্তু এ কল্পনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়িহুদিদিগের গ্রন্থেও জ্যামিতির কোন উল্লেখ নাই। গ্রীকগণ ইজিপ্ত, ভারতবর্ষ কিংবা অন্য কোন দেশ হইতে জ্যামিতির জ্ঞানলাভ করিয়াছিল তাহা নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। ভাস্করাচার্য্য প্রণীত 'রেখাগণিত' হিন্দুদিগের একখানি জ্যামিতি গ্রন্থ। জ্যামিতির (quadrature of the circle) বিষয়টী চীনগণ খৃষ্টীয় শকের বহুপূর্ব্বেই জানিত। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে আর্কিডিমিস্ প্রথমে এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

জ্যায়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন প্রশস্তঃ বৃদ্ধো বা ইতি প্রশস্ত-বৃদ্ধ-বা ঈয়সুন্ জ্যাদেশশ্চ (জ্যায়াদীয়সঃ। পা ৬।৪।১২০) ১ বৃদ্ধতম। পর্য্যায়—বর্ষীয়ান্, দশমী, প্রশস্ত, অতিবৃদ্ধ, দশমীস্থ। (জটাধর) ২ জীর্ণ। ৩ প্রশস্ত।

"জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষাজ্জ্যায়ানেভ্যোলোকেভ্যঃ।" (ছান্দোগ্যউ°)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। জ্যেষ্ঠা, অতিশয়বৃদ্ধা, বলবতী।

"জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন!।" (গীতা ৩।১)

জ্যায়িষ্ঠ (ত্রি) জ্যেষ্ঠ। "জ্যেষ্ঠজ্যায়িষ্ঠভোগানাং নাস্তিজ্ঞঃ কিং জনার্দ্দন!।" (হরিবংশ)

জ্যাবাজ (ত্রি) বলবান্ ধনুঃ।

"নিত্যং জ্যাবাজং" (ঋক্ ৩।৫৩।২৪)

'জ্যাবাজং বলং ধনুঃ' (সায়ণ)

জ্যেঠতুতভগিনী (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের কন্যা।

জ্যেঠতুতভাই (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র।

জ্যেঠশ্বশূর (দেশজ) শ্বশুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেঠশাশুড়ী (দেশজ) শ্বশুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ।

জ্যেঠা (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাত, পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেঠাই (দেশজ) পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ।

জ্যেতা (দেশজ) জ্যেষ্ঠতাত।

জ্যেষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বৃদ্ধঃ প্রশস্তোবা, বৃদ্ধ-বা প্রশস্ত-ইষ্ঠন্ ততো জ্যাদেশঃ। ১ অতিবৃদ্ধ। ২ প্রশস্ত। ৩ অগ্রজ ভ্রাতা।

"আসভুবনেষু জ্যেষ্ঠং।" (ঋক্ ১০।১২০।১)

'জ্যেষ্ঠং প্রশস্ততমং' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অণ্ জ্যৈষ্ঠী, সা অস্মিন্ মাসে পুনরণ, সংজ্ঞাপ্রযুক্তত্বাৎ হ্রস্বঃ। ৬ জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠমাস। (মেদিনী) ৭ পরমেশ্বর।

"ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ।" (বিষ্ণুস°)

৮ প্রাণ।

"প্রাণোবা জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ" (ছান্দোগ্য উ°)

জ্যেষ্ঠতম (ত্রি) অতিশয়েন জ্যেষ্ঠঃ জ্যেষ্ঠতমঃ। অতিশয় জ্যেষ্ঠ ইন্দ্র। "সত্যাং জ্যেষ্ঠতমায়" (ঋক্ ২।১৬।১)

'জ্যেষ্ঠতমায় অতিশয়েন জ্যেষ্ঠায় ইন্দ্রায়' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠতা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ ভাবে তল। জ্যেষ্ঠত্ব, প্রশস্ততম।
"যময়োশ্চৈব গর্ভেষু জন্মতো জ্যেষ্ঠতা স্মৃতা।" (মনু ৯।১২৬)
গর্ভে যমজ সন্তান হইলে তাহার মধ্যে যে অগ্রে প্রসূত হইবে, তাহারই জ্যেষ্ঠতা থাকিবে।
স্ত্রীদিগের জ্যেষ্ঠতা নাই। "জ্যেষ্ঠতা নাস্তি হি স্ত্রিয়াঃ" (মনু ৯।১৩৪)

জ্যেষ্ঠতাত (পুং) তাতস্য জ্যেষ্ঠঃ ৬তৎ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

জ্যেষ্ঠতাতি (ত্রি) জ্যেষ্ঠ।
"ইমথা জ্যেষ্ঠতাতিং" (ঋক্ ৫।৩।৪৪)
'জ্যেষ্ঠতাতিং জ্যেষ্ঠং' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠত্ব (ক্লী) জ্যেষ্ঠ ভাবে ত্ব। জ্যেষ্ঠতা।

জ্যেষ্ঠপাল (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।
"কোষ্টেশ্বরজ্যেষ্ঠপালাদয়স্তৎসৎক্রিয়োন্মতাঃ।" (রাজতর° ৮।১৪৪৯)

জ্যেষ্ঠপুষ্কর (ক্লী) জ্যেষ্ঠং প্রশস্তং পুষ্করং কর্ম্মধা। পুষ্করতীর্থ।
"পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ। (রামা ১৬২।২) [পুষ্কর দেখ।]

জ্যেষ্ঠবর্ণ (পুং) বর্ণানাং জ্যেষ্ঠঃ বর্ণেষু জ্যেষ্ঠো বা ৬।৭ তৎ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। ব্রাহ্মণ। সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই একমাত্র শ্রেষ্ঠ।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "বর্ণানাং ব্রাহ্মণশ্চাস্মি" বর্ণের মধ্যে আমিই ব্রাহ্মণ।

জ্যেষ্ঠবলা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠাখ্যা বলা মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা। সহদেবীলতা। (রাজনি°)

জ্যেষ্ঠরাজ, অতি শ্রেষ্ঠ। "জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত।" (ঋক্ ২।২৩।১)
'জ্যেষ্ঠরাজং জ্যেষ্ঠাঃ প্রশস্ততমাঃ তেষাং মধ্যে রাজন্তং।' (সায়ণ)

জ্যেষ্ঠব্যাপী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা বাপী কর্ম্মধা। কাশীস্থিত জ্যেষ্ঠবাপীভেদ। [জ্যেষ্ঠস্থান দেখ।]

জ্যেষ্ঠবৃত্তি (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠস্য বৃত্তিঃ ব্যবহারঃ ৬তৎ। কনিষ্ঠভ্রাতৃপ্রভৃতির প্রতি উত্তম ব্যবহার।
"যো জ্যেষ্ঠো জ্যেষ্ঠবৃত্তিঃ স্যান্মাতেব স পিতেব সঃ।
অজ্যেষ্ঠবৃত্তির্যস্তু স্যাৎ স সংপূজ্যস্তু বন্ধুবৎ॥" (মনু ৯।১১০)
যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতির উপর অতি উত্তম ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি মাতা ও পিতার ন্যায় পূজনীয় এবং যদি জ্যেষ্ঠবৃত্তি (উত্তম ব্যবহার) না করেন, তাহা হইলে মাতুলাদি বন্ধুর ন্যায় তিনি পূজনীয়।

জ্যেষ্ঠশ্বশ্রূ (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠা মান্যা শ্বশ্রূরিব সংজ্ঞত্বাৎ পুংবদ্ভাবঃ। পত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বড় শালী। (হেমচন্দ্র)

জ্যেষ্ঠসামন্ (ক্লী) জ্যেষ্ঠং সাম কর্ম্মধা। সামভেদ। এই সাম অধ্যয়নাঙ্গ ব্রতবিশেষ। গেয় রথন্তর প্রভৃতি জ্যেষ্ঠসাম।
"বামদেব্যং বৃহৎসাম জ্যেষ্ঠসাম রথন্তরং।" (দানপারিজাত)
"মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানরমৃত
অজাতমগ্নিং কবিং সম্রাজমতিথিং জনানামসন্নঃ।"
(সামার্চ্চি ১প্র° ১অ° ১দ° ৫ক°) ইত্যাদি গেয়সাম।

জ্যেষ্ঠস্থান (ক্লী) জ্যেষ্ঠং স্থানং কর্ম্মধা। কাশীস্থিত তীর্থভেদ।
ইহার বিবরণ কাশীখণ্ডে এরূপ লিখিত আছে। কাশীধামে জ্যৈষ্ঠমাসে সোমবার শুক্লাচতুর্দ্দশীতিথিযুক্ত অনুরাধানক্ষত্রে মহাদেব জৈগীষব্যের গুহায় প্রবেশ করেন। এই কারণে সেই স্থান জ্যেষ্ঠস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং ঐ পর্ব্বদিনে সকল লোকেরই ঐ স্থানে যাত্রা করা উচিত। এই স্থানে ঐ দিন সকল তীর্থ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ (প্রধান) হয় এবং ঐ স্থানে জ্যেষ্ঠেশ্বর নামে শিব আপনিই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব দেখিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপসকল বিনষ্ট হয়। যদি মনুষ্যগণ জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব দর্শন করে, তবে তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবের নিকটে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী জ্যেষ্ঠা গৌরী আপনিই আবির্ভূতা হন। জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে জ্যেষ্ঠা গৌরীর সমীপে মহোৎসব করিবে এবং নানাপ্রকার সম্পদলাভের জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিবে। অতি দুর্ভাগ্যবতী নারীও যদি জ্যেষ্ঠবাপীতে স্নান করিয়া ভক্তিভাবে এই স্থানে জ্যেষ্ঠা গৌরীকে প্রণাম করে, তাহা হইলে তাহার সকলপ্রকার দুর্ভাগ্য দূর হয়। যদি কেহ প্রথমে কাশীতে যান, তবে তাহার সকলের প্রথমে জ্যেষ্ঠেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। [কাশী দেখ।]

জ্যেষ্ঠা (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ-টাপ্। অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্রের মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র। ইহার আকৃতি বলয়সদৃশ এবং শূকরদন্তাকৃতি তিনটী নক্ষত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার দেবতা চন্দ্র এবং গুণ মিশ্র। (দীপিকা)
"সৎকীর্ত্তিপুত্রৈর্বিবিধৈঃ সমেতো
বিত্তান্বিতোঽত্যুজ্জ্বলসৎপ্রতাপঃ।
শ্রেষ্ঠপ্রতিষ্ঠো বিকলস্বভাবো
জ্যেষ্ঠা ভবেৎ যস্য চ জন্মকালে॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)
এই নক্ষত্রে মানব জন্মগ্রহণ করিলে যশস্বী, বহুপুত্রসম্পন্ন, ধনবান্, অতি প্রতাপশালী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিকলস্বভাব হয়।
২ গৃহগোধিকা (মেদিনী)। ৩ মধ্যমাঙ্গুলী। (হেমচন্দ্র) ৪ গঙ্গা (রাজনি°) ৫ ধীরাদিনায়িকাভেদ।
"পরিণীতত্বে সতি ভর্ত্তুরধিকস্নেহা।" (রসমঞ্জরী)

যে নারী স্বামীর অধিক প্রিয়া হয়, সেই নারী জ্যেষ্ঠা।

৩ অলক্ষ্মী। ইহার উৎপত্তিবিবরণ পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—সাগরমন্থন সময়ে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে ইনি উত্থিতা হন, এই জন্য ইহার নাম জ্যেষ্ঠা। দেবগণ ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে আরম্ভ করিলে জ্যেষ্ঠাদেবী রক্তমালা ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আবির্ভূতা হন। ইনি ক্ষীরসমুদ্র হইতে আবির্ভূতা হইয়াই দেবগণকে বলিলেন, আমি কোথায় অবস্থান করিব, আমার কি কি কার্য্যই বা করিতে হইবে এবং আমার অবস্থানে কি মঙ্গলই বা সাধিত হইবে, ইহা আমার প্রতি আদেশ করিয়া বাধিত করুন। তখন সকল দেবগণ যুগপৎ বলিলেন, হে শুভাননে! যাহাদের গৃহ সর্ব্বদা বিবাদে পরিপূর্ণ এবং যাহাদের গৃহ কপাল, অস্থি, ভস্ম ও কেশাদিচিহ্নিত ও যাহারা নিত্য পরুষভাষী ও মিথ্যাবাদী, যাহারা সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় ও যাহারা সর্ব্বদা অশুচি থাকে, তুমি তাহাদের গৃহে অবস্থান করিবে এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে দুঃখ, ক্লেশ, রোগ, শোক প্রভৃতি প্রদান করিবে এবং যে দুর্ম্মতি পাদশৌচ (পাদধৌত) না করিয়া মুখপ্রক্ষালন করে ও যাহারা তৃণ, অঙ্গার ও বালুকা প্রভৃতি দ্বারা দন্তধাবন করে এবং যাহারা রাত্রিতে তিলপিষ্টক, কালিঙ্গ, শিগ্রু, গৃঞ্জন, ছত্রাক, বিড়্বরাহ, বিম্ব, কোশাতকী ফল, অলাবু ও শ্রীফল ভক্ষণ করে, তুমি তাহাদিগের গৃহে বাস কর এবং নিরন্তর তাহাদিগকে ক্লেশাদি প্রদান করিবে। এইরূপে তুমি কলির বল্লভা হইয়া সুখে বিচরণ কর। এই কথা বলিয়া দেবগণ তাঁহাকে বিদায় দিয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থন করিতে আরম্ভ করেন। (পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড)

সমুদ্রমন্থনের সময়ে লক্ষ্মীর পূর্ব্বে ইহার উৎপত্তি হয়, কিন্তু দেবাসুরের মধ্যে ইহাকে কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে দুঃসহ নামে জনৈক মহাতপা ব্রাহ্মণ ইহাকে পত্নীত্বে স্বীকার করেন, ইনিও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। (লিঙ্গপুরাণ)

দীপান্বিতালক্ষ্মীপূজার দিন ইহার পূজা করিতে হয়। [অলক্ষ্মী দেখ।]

জ্যেষ্ঠামূলীয় (পুং) জ্যেষ্ঠাং মূলাং বা নক্ষত্রমর্হতি পৌর্ণমাস্যাং ইতি ছ। জ্যৈষ্ঠমাস। (ত্রিকাণ্ডশেষ)

'জ্যেষ্ঠামূলীয়মিচ্ছন্তি মাসমাষাঢ়পূর্ব্বজম্' (শব্দার্থচিন্তামণি)

জ্যেষ্ঠাক, একজন যুগপ্রধান বলিয়া গণ্য।

জ্যেষ্ঠাম্বু (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠং সর্ব্বরোগনাশিত্বাৎ শ্রেষ্ঠং অম্বু কর্ম্মধা। তণ্ডুলধোওয়া জল, চলিত কথায় চেলুনিজল।

"কুট্টিতং তণ্ডুলপলং জলেঽষ্টগুণিতে ক্ষিপেৎ।

তাবয়িত্বা জলং গ্রাহ্যং দেয়ং সর্ব্বসু কর্ম্মসু।

শালিতণ্ডুলপানীয়ং জ্ঞেয়ং জ্যেষ্ঠাম্বুসংজ্ঞিতম্।" (বৈদ্যক)

ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী এইরূপ—পলপরিমিত তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া অষ্টগুণ অধিক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই জল সকল কর্ম্মে গ্রহণীয় ও বিশেষ উপকারী।

জ্যেষ্ঠাশ্রম (পুং) জ্যেষ্ঠ আশ্রমো যস্য বহুব্রী। গার্হস্থ্যাশ্রমী, দ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, এইজন্য এই আশ্রমাবলম্বীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জ্যেষ্ঠাশ্রমিন্ (পুং) আশ্রমোঽস্ত্যস্য আশ্রম-ইনি, জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠং আশ্রমী কর্ম্মধা। দ্বিতীয়াশ্রমী, গৃহী।

"যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চাণহং।

গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥" (মনু ৩।৭৮)

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটী আশ্রমই গার্হস্থ্যমূলক। যেমন বায়ুকে অবলম্বন করিয়া সকল জন্তু প্রাণধারণ করে, সেই প্রকার এই গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়া অন্য সকল আশ্রমীই হইতে পারা যায়।

জ্যেষ্ঠী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠ গৌরাং ঙীষ্। পল্লীগৃহগোধা, চলিত কথায় জোঠী, টিকটিকী। পর্য্যায়—মুষলী, মুসলী, কুড্যমৎস্যা, গৃহগোধিকা, মুলী, টুকটুকী, শকুনজ্ঞা, গৃহাপিকা। (শব্দরত্নাবলী)

অঙ্গবিশেষে ইহার পতনফল জ্যোতিষে এই প্রকার লিখিত আছে—জ্যেষ্ঠী যদি মনুষ্যদিগের দক্ষিণাঙ্গে পতিত হয়, তাহা হইলে স্বজন ও ধনবিয়োগ এবং বামভাগে পতিত হইলে লাভ হয়। বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, পৃষ্ঠে ও কণ্ঠদেশে পড়িলে রাজ্যলাভ এবং হস্ত, পদ বা হৃদয়ে পড়িলে সকল সুখলাভ হয়*।

গমনসময়ে ইহার শব্দফল তিথিতত্ত্বে এই প্রকার লিখিত আছে, গমনকালে ঊর্দ্ধে শব্দ করিলে বিত্তলাভ, পূর্ব্বদিকে কার্য্যসিদ্ধি, অগ্নিকোণে ভয়, দক্ষিণে অগ্নিভয়, নৈর্ঋতকোণে শ্রেষ্ঠবস্ত্র ও গন্ধসলিল, উত্তরে দিব্যাঙ্গনা এবং ঈশানকোণে মরণ হয়।†

---

* "নিপততি যদি পল্লী দক্ষিণাঙ্গে নরাণাং
স্বজনধনবিয়োগো লাভদা বামভাগে।
উরসি শিরসি পৃষ্ঠে কণ্ঠদেশে চ রাজ্যং
করচরণহৃদিস্থা সর্ব্বসৌখ্যং দদাতি॥" (জ্যোতিষ)

† "বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ং
যাম্যায়ামপি ভয়ং হরবিধি কলির্ভাতিঃ সমুদ্রালয়ে।
বায়ব্যাং বরবস্ত্রগন্ধসলিলং দিব্যাঙ্গনা চোত্তরে
ঐশান্যাং মরণং ধ্রুবং নিগদিতং দিগ্লক্ষণং যাত্রয়ে॥"
"জ্যেষ্ঠীরুতে দুষ্টেঽপ্যেবমূচুঃ কেচিচ্চ কোবিদাঃ। (তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠ (পুং) জ্যেষ্ঠানক্ষত্র যুক্তা পৌর্ণমাসী জ্যেষ্ঠ-অণ্ ঙীষ্ চ, সা অস্মিন্ মাসে ইতি পুনরণ্। মাসবিশেষ, যে মাসে পৌর্ণমাসীর দিন জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হয়। এই মাসে সূর্য্য বৃষরাশিতে উদিত হইলে তাহাকে সৌরজ্যৈষ্ঠ বলে। সূর্য্য বৃষরাশিস্থ হইলে শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত চান্দ্রজ্যৈষ্ঠ। পর্য্যায়—শুক্র, (অমর)। জ্যেষ্ঠ। (শব্দরত্নাবলী)

"বিদেশবৃত্তিঃ পুরুষঃ সুতীব্রঃ ক্ষমান্বিতঃ স্যাৎ খলু দীর্ঘসূত্রঃ।
বিচিত্রবুদ্ধিবিভবাং বরিষ্ঠো জ্যেষ্ঠাভিধানে জননং হি যস্য ॥"

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

এই মাসে মানব জন্মিলে সর্ব্বদা বিদেশবাসী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, ক্ষমাযুক্ত, দীর্ঘসূত্রী ও শ্রেষ্ঠ হয়।

"জ্যৈষ্ঠে মাসি ক্ষিতিসুতদিনে জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকে।"

(তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠমাসে মঙ্গলবারে জাহ্নবী মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন।

জ্যৈষ্ঠসামন্ (পুং) জ্যৈষ্ঠং সাম অধীতে যঃ স ইত্যণ্। ১ সামভেদ। ২ সামধ্যেতা।

জ্যৈষ্ঠিনেয় (পুং, স্ত্রী) জ্যেষ্ঠায়াঃ স্ত্রিয়াঃ অপত্যং ঠক্ ইনঙ্ চ। জ্যেষ্ঠা বা প্রধানা স্ত্রীর অপত্য।

"জ্যেষ্ঠো জ্যৈষ্ঠীনেয়ঃ স্তবীত" (তাণ্ড্যব্রা° ২।১।২)

জ্যৈষ্ঠী (স্ত্রী) জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসীত্যণ্ ঙীষ্ চ। জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা। (শব্দরত্নাবলী)

এই দিন মন্বন্তরা হয়। এই মন্বন্তরাতে দানাদি করিলে তাহার অক্ষয় ফল হয়। [মন্বন্তরা দেখ।] জ্যেষ্ঠের স্বার্থে অণ্-ঙীষ্। ২ জ্যৈষ্ঠী। (টিক্‌টিকী)

জ্যৈষ্ঠ্য (ক্লী) জ্যেষ্ঠস্য ভাবঃ জ্যেষ্ঠ-ষ্যঞ্। শ্রেষ্ঠত্ব, বয়োজ্যেষ্ঠত্ব।

"বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ ॥" (মনু ২।১৫৫)

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি অধিক জ্ঞানী, তিনিই জ্যেষ্ঠ, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বীর্য্যানুসারে, বৈশ্যদিগের মধ্যে ধন-ধান্যানুসারে ও শূদ্রদিগের মধ্যে জন্মানুসারে জ্যেষ্ঠত্ব হয়।

জ্যোক্ (অব্যয়) জ্যো-উকুন্। ১ কালভূয়স্ত্ব, দীর্ঘকাল। ২ প্রশ্ন। ৩ শীঘ্রার্থ। ৪ সংপ্রত্যর্থ। (শব্দার্থচি°) ৫ উজ্জ্বলত্ব।

"মম জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে" (ঋক্ ১।২৩।২১) 'জ্যোক্ চিরং' (সায়ণ) "সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোক্ জীবতি" (ছান্দোঃ উ°) 'জ্যোক্ উজ্জ্বলং' (ভাষ্য)

জ্যোতিরগ্র (ত্রি) জ্যোতিঃ অগ্রে যস্য বহুব্রী। আদিত্যপ্রমুখ।

"প্রজা আর্য্যা জ্যোতিরগ্রহঃ" (ঋক্ ৭।৩৩।৭) 'জ্যোতিরগ্রা আদিত্যপ্রমুখাঃ' (সায়ণ)

জ্যোতিরনীক (ত্রি) জ্যোতিঃ অনীকে যস্য বহুব্রী। জ্যোতির্মুখ, অগ্নি।

"জ্যোতিরনীকোঽস্তু" (ঋক্ ৭।৩৫।৪)

'জ্যোতিরনীকো জ্যোতির্মুখোঽগ্নিঃ' (সায়ণ)

জ্যোতিরাত্মন্ (পুং) জ্যোতিরাত্মা যস্য বহুব্রী। সূর্য্যাদি।

"যথাহ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্" (শ্রুতি)

জ্যোতিরিঙ্গ (পুং) জ্যোতিষা ইঙ্গতি ইঙ্গি-গতৌ-অচ্। খদ্যোত।

জ্যোতিরিঙ্গণ (পুং) জ্যোতিরিব ইঙ্গতি ইগ-ল্যু। কীট-বিশেষ। জ্যোতীরূপে যে কীট আকাশে গমন করে। চলিত কথায় জোনাকীপোকা। পর্য্যায়—খদ্যোত, ধ্বান্তোন্মেষ, তমোমণি, দৃষ্টিবন্ধু, তমোজ্যোতি, জ্যোতিরিঙ্গ, নিমেষক, জ্যোতির্বীজ, নিমেষরুক্।

জ্যোতিরীশ (পুং) জ্যোতিষাং ঈশঃ ৬তৎ। সূর্য্য। পরমেশ্বর।

জ্যোতির্গণেশ্বর (পুং) জ্যোতির্গণানাং ঈশ্বরঃ ৬তৎ। পরমেশ্বর। সকল প্রকার জ্যোতির্মধ্যে তিনিই একমাত্র প্রধান। তাঁহার জ্যোতিঃ দ্বারা এই জগৎ আলোকিত হইতেছে।

"স্বক্ষঃ সাঙ্গঃ শতানন্দো নন্দিজ্যোতির্গণেশ্বরঃ।" (বিষ্ণুস°)

জ্যোতিরীশ্বর, ইঁহার অন্য নাম কবিশেখর। ইনি ধীরেশ্বরের পুত্র এবং রামেশ্বরের পৌত্র। পঞ্চশায়ক ও ধূর্ত্তসমাগম নামক প্রহসনদ্বয়-প্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থ কর্ণাটকরাজ নরসিংহের আদেশে রচনা করেন।

জ্যোতির্গ্রন্থ (পুং) জ্যোতিষাং গ্রহনক্ষত্রাদীনাং গ্রন্থঃ ৬-তৎ। জ্যোতিঃশাস্ত্র।

জ্যোতির্জ্ঞ (ত্রি) জ্যোতিঃ জানাতি যঃ সঃ, জ্যোতিঃ-জ্ঞা-ক। জ্যোতির্ব্বিদ্।

জ্যোতির্ময় (ত্রি) জ্যোতিরাত্মকঃ প্রাচুর্য্যে বা ময়ট্। ১ জ্যোতিরাত্মক, জ্যোতিঃস্বরূপ। ২ জ্যোতিঃপূর্ণ।

"ঋষীন্ জ্যোতির্ম্ময়ান্ সপ্ত সস্মার স্মরশাসনঃ।"

(কুমারসম্ভব ৬ স)

জ্যোতির্মল্ল, নেপালের একজন রাজা। ইনি জয়স্থিতিমল্লের পুত্র।

জ্যোতির্লিঙ্গ (ক্লী) জ্যোতির্ম্ময়ং লিঙ্গং। ১ মহাদেব।

প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টিব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে পুরুষ নারায়ণ ও প্রকৃতি নারায়ণী নামে অভিহিত হইল। সেই নারায়ণরূপী পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে পর কিংকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া পদ্মের নালমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে নারায়ণরূপী পুরুষ উত্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি জগতের সৃষ্টির জন্য আমার শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি কে, [illegible] একজন কর্ত্তা

আছে। এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়ের বিবাদ নিবারণ করিবার জন্য কালাগ্নিসদৃশ জ্যোতির্লিঙ্গের উৎপত্তি হয়। এই মূর্ত্তি সহস্র সহস্র অগ্নি-জ্বালায় ব্যাপ্ত। ইহার ক্ষয়, বৃদ্ধি, আদি, মধ্য ও অন্ত নাই, ইনি অনৌপম্য ও অব্যক্ত *। এই লিঙ্গ নানাস্থানে উৎপন্ন হইয়া বিবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। (শিবপু°)

বৈদ্যনাথ-মাহাত্ম্যে জ্যোতির্লিঙ্গ সকলের নাম আছে, নিম্নে উহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

১, সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ।
২, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন।
৩, উজ্জয়িনীতে মহাকাল।
৪, নর্ম্মদাতীরে (অমরেশ্বরে) ওঙ্কার।
৫, হিমালয়ে কেদার।
৬, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর।
৭, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর।
৮, গৌমতীতীরে ত্র্যম্বক।
৯, চিতাভূমিতে বৈদ্যনাথ।
১০, দ্বারকায় নাগেশ।
১১, সেতুবন্ধে রামেশ।
১২, শিবালয়ে ঘুশ্মেশ্বর।

শেষোক্ত লিঙ্গ সম্ভবতঃ ইলোরার শিবলিঙ্গ হইবে।

জ্যোতির্ব্বিদ্ (পুং) জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং গত্যাদিকং বেত্তি বিদ্-কিপ্। জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ।

"দৃষ্ট্বা জ্যোতির্বিদো বৈদ্যান্ দদ্যাদ্ গাং কাঞ্চনং মহীং।"
(যাজ্ঞ° ১।৩৩৩)

জ্যোতিবিদ্ বৈদ্যকে দেখিয়া গো হিরণ্য প্রভৃতি দান করিবে।

জ্যোতির্বিদ্যা (স্ত্রী) জ্যোতিষাং সূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদীনাং গত্যাদি-জ্ঞানসাধনং বিদ্যা ৬তৎ। গ্রহ, নক্ষত্র ও ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থের স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ ও শৃঙ্খলা প্রভৃতি সমস্ত ঘটনানিরূপক শাস্ত্র এবং গ্রহনক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে শুভাশুভনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র।

জ্যোতির্বীজ (ক্লী) জ্যোতির্বীজমিবাস্য জ্যোতিষো বীজমিব বা। খদ্যোত, চলিত কথায় জোনাকী। (ত্রিকা°)

জ্যোতির্লোক (পুং) জ্যোতিষাং লোকঃ ৬তৎ। ১ কালচক্র-প্রবর্ত্তক ধ্রুবলোক। ২ সেই লোকাধিপতি পরমেশ্বর। জ্যোতির্লোকের স্থিতি প্রভৃতির বিষয় ভাগবতে এই প্রকার বর্ণিত আছে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ত্রয়োদশ লক্ষ যোজনান্তরে যে স্থান, তাহাকেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ বা জ্যোতির্লোক বলা যায়। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব কল্পান্তজীবিদিগের উপজীব্য হইয়া আজিও এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, কশ্যপ ও ধর্ম্ম তাঁহার সহিত এককালেই নিযুক্ত হইয়া সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণে রাখিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছেন। নিমেষশূন্য অস্ফুটবেগে ভগবান্ কাল যে সকল গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্গণকে ভ্রমণ করাইতেছেন, ধ্রুব পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তাহাদিগের স্তম্ভস্বরূপে নিয়োজিত হইয়া নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন বলীবর্দ্দ প্রভৃতি পশুগণ ঘানীতে বদ্ধ হইয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, সেইরূপ জ্যোতির্গণ স্থানানুসারে ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করে। এইরূপে নক্ষত্র, গ্রহ ও কালচক্রের অন্তর ও বহির্ভাগে সংলগ্ন হইয়া ধ্রুবকেই অবলম্বনপূর্ব্বক বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে। জ্যোতির্গণের গতি কার্য্যবিনির্ম্মিত, যেমন কর্ম্মসহায় মেঘ ও শ্যেনাদি পক্ষী বায়ুবশে নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করে, (পতিত হয় না,) সেইরূপ জ্যোতির্গণও এই লোকে পরমপুরুষের অনুগ্রহে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করে, ভূমিতে ভ্রষ্ট হয় না। ভগবান্ বাসুদেব যোগধারণা দ্বারা এই লোকে যে সমস্ত জ্যোতির্গণকে ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ ইহাদিগকে একটী শিশুমারের আকারে কল্পনা করিয়া বর্ণন করেন; ঐ শিশুমার কুণ্ডলীভূত এবং অধঃশিরা হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। উহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাঙ্গুলে প্রজাপতি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম; লাঙ্গুলের মূলে ধাতা ও বিধাতা এবং কটীদেশে সপ্তর্ষি বিরচিত হইয়াছেন। শিশুমারের শরীর দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডলী-ভূত হইয়া আছে। ঐ শরীরের দক্ষিণপার্শ্বে অভিজিৎ প্রভৃতি পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র এবং বামপার্শ্বে পুষ্যা প্রভৃতি উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্র সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহাতেই কুণ্ডলাকারে বিস্তারিত শিশুমারের উভয় পার্শ্বের অবয়ব-সংখ্যা সমান হইয়াছে। তাহার পৃষ্ঠদেশে অজবীথী এবং উদরে আকাশগঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে।

পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা যথাক্রমে শিশুমারের দক্ষিণ ও বাম নিতম্বে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণ ও বামপাদে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ ও বামনেত্রে এবং ধনিষ্ঠা ও মূলা দক্ষিণ ও বামকর্ণে যথাক্রমে সন্নিবিষ্ট আছে। মঘা প্রভৃতি অনুরাধা পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ণ সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র উহার বামপার্শ্বের এবং মৃগশিরা

* "বিবাদশমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি।
জ্যোতির্লিঙ্গং তয়োরুৎপন্নমাবয়োর্ম্মধ্যমদ্ভুতম্।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং কালানলচয়োপমম্।
ক্ষয়বৃদ্ধিবিনির্ম্মুক্তমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্।
অনৌপম্যমনির্দ্দিষ্টমব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্।" (শিবপু° জ্ঞানস°)

প্রভৃতি পূর্ব্বভাদ্রপদ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ সম্বন্ধীয় অষ্টনক্ষত্র উহার দক্ষিণ পার্শ্বের অস্থিতে সংযুক্ত আছে। শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা যথাক্রমে দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে স্থাপিত হইয়াছে, আর উহার উত্তর হনুতে অগস্ত্য, অধর হনুতে যম, মুখে মঙ্গল, উপস্থে শনি, পৃষ্ঠদেশে বৃহস্পতি, বক্ষঃস্থলে আদিত্য, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিস্থলে শুক্র, স্তনদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, প্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, সর্ব্বাঙ্গে কেতু এবং রোমসমূহে তারাগণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাই আবার ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বদেবময়রূপ; প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই জ্যোতির্লোক দর্শনপূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া উপাসনা করিবে,

"নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়নায় অনিমিষাং পতয়ে মহাপুরুষায় অবিধীমহীতি"

হে জ্যোতির্গণের আশ্রয়ীভূত জ্যোতির্লোক! তুমিই কালচক্ররূপী, তুমিই মহাপুরুষ, তোমাকে নমস্কার।

(ভাগ° ৫।২৩ অঃ)

জ্যোতির্হস্তা (স্ত্রী) জ্যোতীরূপং হস্তং শরীরং যস্যাঃ বহুব্রী। দুর্গাদেবী।

"হস্তঃ শরীরমিত্যাহুর্হস্তঞ্চ গমনং তথা।
জ্যোতিশ্চ গ্রহনক্ষত্রং জ্যোতির্হস্তা ততঃ স্মৃতা॥"

(দেবীপুরাণ ৪৫ অ°)

হস্ত, গমন, জ্যোতিঃ, গ্রহ ও নক্ষত্র যাহার শরীর বলিয়া কথিত হয়, তিনিই জ্যোতির্হস্তা।

জ্যোতিশ্চক্র (ক্লী) জ্যোতির্ময়ং চক্রং জ্যোতির্ভিঃ নক্ষত্রৈর্ঘটিতং চক্রং বা। অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রঘটিত মেষাদি দ্বাদশরাশিসংবলিত নভোমণ্ডলস্থিত মণ্ডল।

বিষ্ণুপুরাণে জ্যোতিশ্চক্র সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—ভূমি হইতে লক্ষযোজন উর্দ্ধে সূর্য্যমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষ যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, তাহার ১ লক্ষযোজন উপর নক্ষত্রমণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডলের ২ লক্ষযোজন উপর শুক্র, শুক্রের ২ লক্ষ যোজন উপর মঙ্গল, মঙ্গলের ২ লক্ষযোজন উপর বৃহস্পতি, বৃহস্পতির ২ লক্ষযোজন উপর শনি এবং শনি হইতে এক লক্ষ যোজন উপর সপ্তর্ষিমণ্ডল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহগণ অবস্থান করিতেছে। সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে এক লক্ষ যোজন উপর সমস্ত জ্যোতিশ্চক্রের নাভিস্বরূপ ধ্রুবমণ্ডল অবস্থান করিতেছে। এখান হইতেই সূর্য্যের গমনাদি হইয়া থাকে এবং সেই জন্য দিবা রাত্রিও তাহার হ্রাসবৃদ্ধি এবং সূর্য্যের উদয়াস্ত হয়। সূর্য্য যখন যে স্থানে থাকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তখন তাহার বিপরীতদিকে সমসূত্রপাত স্থানে অর্দ্ধরাত্রি হইবে এবং যেখানে থাকিলে মধ্যাহ্ন হয়, তাহার দুইপার্শ্বস্থ স্থানে উদয় ও অস্ত হইবে, এই উদয় ও অস্ত সূর্য্যের সমসূত্রপাত স্থানে হইয়া থাকে। যাহারা নিশাবসানে প্রথমতঃ সূর্য্য দেখিতে পায়, তাহাই তাহাদের উদয় এবং যেখানে সূর্য্য অদৃশ্য হয়েন, তাহাই অস্ত বলিয়া গণ্য। কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হয় না, সূর্য্যের দর্শন ও অদর্শনই উদয় ও অস্ত নামে অভিহিত।

সূর্য্য মধ্যাহ্নে ইন্দ্রাদি কাহারও পুরে থাকিয়া সেই পুর ও তাহার সম্মুখবর্ত্তী দুই পুর, পার্শ্বস্থ দুই কোণ কিরণ দ্বারা স্পর্শ করেন এবং অগ্ন্যাদি কোনও কোণে থাকিয়া সেই কোণ ও তাহার সম্মুখস্থ দুই কোণ এবং তাহার মধ্যবর্ত্তী দুই পুর কিরণ দ্বারা স্পর্শ করেন। রবি উদিত হইয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান এবং তাহার পর ক্ষীয়মাণ কিরণ বিস্তার করেন। উদয় ও অস্ত দ্বারাই পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ স্থির করিতে হয় অর্থাৎ নিশাবসানে যে দিকে সূর্য্য দেখা যায়, তাহাই পূর্ব্ব এবং যে দিকে সূর্য্য অদৃশ্য হয়, তাহাই পশ্চিম। সূর্য্য অস্তগত হইলে রাত্রিকালে তাহার প্রভা অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয় এবং দিবসে অগ্নির চতুর্থাংশ সূর্য্যে প্রবেশ করে, এইজন্য সূর্য্য হইতে অতিশয় প্রখর কিরণ বহির্গত হয়। সূর্য্য সুমেরুর দক্ষিণে গমন করিলে দিবসে এবং উত্তরে গমন করিলে রাত্রিতে জলে প্রবেশ করে। এই জন্য জল দিবসে ঈষৎ তাম্রবর্ণ এবং রাত্রিতে শুক্লবর্ণ দেখা যায়। সূর্য্য যখন পুষ্করদ্বীপে পৃথিবীর ত্রিংশত্তমভাগে গমন করেন, তখন তাহার মৌহূর্ত্তিকী গতি আরম্ভ হয়। এইরূপে কুলালচক্রের প্রান্তস্থিত জন্তুর ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবীর ত্রিংশৎভাগ পরিত্যাগ করিলে দিবা ও রাত্রি হয় অর্থাৎ এক এক মুহূর্ত্তে এক এক অংশ করিয়া ত্রিংশৎভাগ অতিক্রান্ত হইলে এক অহোরাত্র হইবে। কর্কট হইতে ধনুঃ পর্য্যন্ত রাশিতে সূর্য্যের স্থিতিকাল দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন হইতে মিথুনরাশি পর্য্যন্ত সূর্য্যের স্থিতিকাল উত্তরায়ণ। সূর্য্য এই উত্তরায়ণের প্রথমে মকর রাশিতে, পরে কুম্ভ ও মীন রাশিতে গমন করেন। এই তিন রাশি ভোগপূর্ব্বক অহোরাত্র সমান করিয়া বিষুবগতি অবলম্বন করেন। সেই সময় ক্রমশঃ রাত্রি ক্ষয় ও দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর মিথুনরাশি ভোগ করিয়া উত্তরায়ণের শেষ সীমায় উপস্থিত হন। পরে কর্কট রাশিতে গমন করিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইল। কুলালচক্রের প্রান্তবর্ত্তী জন্তু যেরূপ দ্রুত গমন করে, সেইরূপ সূর্য্য দক্ষিণায়নে দ্রুত গমন করেন। বায়ুবেগবলে অতি দ্রুত গমন করায় অল্পকালেই একস্থান হইতে অন্য প্রকৃষ্টস্থানে উপস্থিত হন। দক্ষিণায়নে সূর্য্য দিবসে শীঘ্রগামী হইয়া দিকে

দ্বাদশ মুহূর্ত্তে জ্যোতিশ্চক্রের পূর্ব্বার্দ্ধ এবং রাত্রিকালে মৃদুগামী হইয়া অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে অপরার্দ্ধ অতিক্রম করেন। সুতরাং দক্ষিণায়নে দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়।

কুলালচক্রের মধ্যস্থ জন্তু যেরূপ মন্দ মন্দ গমন করে, সেইরূপ সূর্য্য উত্তরায়ণে দিবসে মন্দগামী এবং রাত্রিতে দ্রুত-গামী হন; সুতরাং দীর্ঘকালে অল্পমাত্র স্থান এবং অল্পকালে অনেক স্থান গমন করায় দিবস বড় এবং রাত্রি ছোট হইয়া পড়ে। উত্তরায়ণের শেষভাগে জ্যোতিশ্চক্রের অর্দ্ধবৃত্ত গমন করিতে মন্দগামী সূর্য্যের যে অষ্টাদশ মুহূর্ত্ত গত হয়, তাহাতে দিবস দীর্ঘ হয়। সূর্য্য দিবসে যেরূপ অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন, সেইরূপ রাত্রিতেও অর্দ্ধবৃত্ত অর্থাৎ সার্দ্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্র গমন করেন। কিন্তু এই গমন উত্তরায়ণে রাত্রিতে দ্বাদশ মুহূর্ত্ত এবং দিবসে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে হইয়া থাকে। দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে দ্বাদশ মুহূর্ত্ত এবং রাত্রিতে অষ্টাদশ মুহূর্ত্তে গমন করেন। ধ্রুবমণ্ডল কুলালচক্রস্থ মৃৎপিণ্ডের ন্যায় এক স্থানে থাকিয়াই পরিভ্রমণ করে। এই-রূপে উত্তর ও দক্ষিণদিকে মণ্ডলসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে সময়ানুসারে সূর্য্যের দিবা ও রাত্রিতে শীঘ্র ও মন্দগতি হয়। কিন্তু দিবা ও রাত্রিতে তুল্য পরিমাণ পথ পরিভ্রমণ করিয়া এক অহোরাত্রে সমস্ত রাশি ভোগ করেন। রাত্রিকালে ছয় রাশি এবং দিবসে অপর ছয় রাশি ভোগ করেন। সুতরাং দ্বাদশ রাশিময় পথের অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া দিবসে গন্তব্য ও রাত্রিতে গন্তব্য পথ তুল্য হইল। দিবসের ও রাত্রির যে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, তাহা রাশিসমূহের প্রমাণানুসারেই হইয়া থাকে। যেহেতু রাশির ভোগেই দিবারাত্রির হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

উত্তরায়ণে রাত্রিকালে সূর্য্যের শীঘ্র গতি এবং দিবসে মন্দ গতি হয়। দক্ষিণায়নে তাহার বিপরীত অর্থাৎ দিবসে শীঘ্র গতি এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়, কারণ উত্তরায়ণে রাত্রি-ভোগ্য রাশির পরিমাণ অল্প এবং দিনভোগ্য রাশির পরিমাণ অধিক, দক্ষিণায়নে ইহার বিপরীত।

ভাগবতকার বলেন, স্বর্গমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী আকাশে সূর্য্য অবস্থান করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে কিরণ বিস্তার করিতেছেন। সূর্য্য আপনার উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ও বিষুবসংজ্ঞক মন্দ, শীঘ্র ও সমান গতি দ্বারা যথাকালে আরোহণ, অবরোহণ ও সমান স্থানে আরোহণাদি প্রাপ্ত হইয়া মকরাদি রাশিতে অহোরাত্রকে ছোট, বড় ও সমান করেন; অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি দ্রুত গতিতে ছোট, মন্দ গতিতে বড় এবং সমান গতিতে সমান হয়। যখন সূর্য্য মেষ ও তুলা রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্র সকল অত্যন্ত বৈষম্যভাবে প্রায় সমান হয়। যখন বৃষাদি পাঁচ রাশিতে ভ্রমণ করেন, তখন দিবস বর্দ্ধিত এবং মাসে মাসে এক এক ঘণ্টা করিয়া রাত্রি ছোট হয়। আর যখন বৃশ্চিকাদি পাঁচ রাশিতে গমন করেন, তখন অহোরাত্র সকলের বিপর্য্যয় হয় অর্থাৎ দিবস ছোট এবং রাত্রি বড় হয়। বাস্তবিক যে পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন থাকে, সেই পর্য্যন্ত দিন দীর্ঘ এবং উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত রাত্রি দীর্ঘ হয়।

বিষ্ণুপুরাণের মতে শরৎ ও বসন্তকালে সূর্য্য তুলা বা মেষ রাশিতে গমন করিলে যথাক্রমে তুলাখ্য ও মেষাখ্য বিষুব হয়, তাহা সমরাত্রিন্দিব অর্থাৎ তৎকালে রাত্রি ও দিনের পরিমাণ (অয়নাংশ বিশেষে পূর্ব্বাপর ৫৪ দিনের মধ্যে এক এক দিন) সমান হয়। সূর্য্য মেষের ও তুলার প্রথম দিনে (প্রথম দিন শব্দের তাৎপর্য্য—অয়নাংশভেদে সেই সেই মাসে পূর্ব্ব ২৭ দিন ও উত্তর ২৭ দিন, এই ৫৪ দিনের যে কোন এক দিন) বিষুব নামক স্থানে অবস্থিত থাকে, সুতরাং অহোরাত্র সমান হয়। সেই সময়েই দিবা ও রাত্রি পঞ্চদশ মুহূর্ত্তাত্মক বলিয়া কথিত হয়। সূর্য্য যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম ভাগে অর্থাৎ মেষান্তে অবস্থিত, চন্দ্র তখন বিশাখার চতুর্থভাগে বৃশ্চিকারম্ভে নিশ্চয়ই থাকিবেন এবং সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশ অর্থাৎ তুলার মধ্যভাগ ভোগ করেন, তখন চন্দ্র কৃত্তিকার প্রথমপাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে অবস্থান করেন।

ভাগবতে লিখিত আছে—কেবল যে জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্যই পরিভ্রমণ করিতে করিতে অস্তমিত ও উদিত হন, এরূপ নহে। সূর্য্যের সহিত অন্যান্য গ্রহগণ এবং নক্ষত্রগণও এই জ্যোতিশ্চক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং উদিত ও অস্তমিত হইতেছে। ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ জ্যোতিশ্চক্রের বিষয় লিখিত আছে, অপরাপর পুরাণেও প্রায় সেইরূপ জানিবে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—সূর্য্যই উদিত ও অস্তমিত হন। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ ভেদে দিন রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে অন্যান্য পুরাণের সহিত এই পুরাণের একরূপ মত দেখা যায়, তবে কোন কোন স্থানে অনৈক্যও আছে। সূর্য্য গগনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক মুহূর্ত্তে পৃথিবীর ত্রিশ ভাগ ভ্রমণ করেন। এই মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অতিবাহিত স্থানের পরিমাণ এক লক্ষ একত্রিশ হাজার যোজন। ইহাকেই সূর্য্যের মৌহূ-র্ত্তিকী গতি বলে। এই প্রকার গতিতে সূর্য্য মাঘমাসে দক্ষিণ-কাষ্ঠায় গমন করেন এবং মাঘমাসের শেষ দিনে কাষ্ঠার শেষ সীমায় উপস্থিত হন। এইরূপে ৯১৪৫০০০ যোজন পরিভ্রমণ করেন এবং অহোরাত্র ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণকাষ্ঠা

হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বিষুবস্থ[১] হন, পরে ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরদিকে গমন করেন।

শ্রাবণমাসে সূর্য্যদেব উত্তরদিকে গমন করিয়া ষষ্ঠ শাকদ্বীপের উত্তরবর্ত্তী দিক্ সকল ভ্রমণ করেন। উত্তর বিম্বমণ্ডলের পরিমাণ ১৮০০০০১৮ যোজন। উত্তরভাগের নাম নাগবীথি এবং দক্ষিণভাগের নাম অজবীথি। অজবীথিতে মূলা, উত্তরাষাঢ়া ও পূর্ব্বাষাঢ়া এই তিনের এবং নাগবীথিতে অভিজিৎ, পূর্ব্বাষাঢ়া ও স্বাতির উদয় হয়।

কাষ্ঠাদ্বয়ের অন্তর ১০৩১৬৬ যোজন। কাষ্ঠাদ্বয় ও রেখাদ্বয়ের দক্ষিণ ও উত্তর বিভাগে যে পরিমিত স্থান ব্যবধান আছে, তাহার সংখ্যা ৭১০০১০৭৫ যোজন। এই কাষ্ঠাদ্বয়ের বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে দুইটী রেখা আছে। তন্মধ্যে উত্তরায়ণসময়ে অভ্যন্তর এবং দক্ষিণায়নে বাহ্যভাগে ১৮০ মণ্ডল পরিভ্রমণ করেন। এই মণ্ডলের পরিমাণ ২১২২১ যোজন। ইহার নাম মণ্ডলের বিস্তৃত। যথাসময়ে ইহা আবার বক্র হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব প্রত্যহই মণ্ডলক্রমানুসারে এই সমুদায় পরিভ্রমণ করেন। উভয় কাষ্ঠামধ্যে মণ্ডলভ্রমণকালে সূর্য্যের মন্দ ও দ্রুত গতি অনুসারে দিবা ও রাত্রি হইয়া থাকে। উত্তরায়ণসময়ে দিবাভাগে চন্দ্রের মন্দ গতি এবং রাত্রিকালে সূর্য্যের দ্রুত গতি হয়। দক্ষিণায়নে দিবাভাগে দ্রুত এবং রাত্রিকালে মন্দ গতি হয়। এইরূপ গতি অনুসারে দিবা ও রাত্রি বিভক্ত করিয়া সম ও বিষমভাবে বিচরণ করেন। ইহাতেই দিবা ও রাত্রির পরিমাণ কম ও বেশী হয়।

জ্যোতিঃশাস্ত্র (ক্লী) জ্যোতিষাং সূর্য্যাদিগ্রহাণাং বোধকং শাস্ত্রং। সূর্য্যাদি গ্রহ ও কাল প্রভৃতির বোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রভেদ। যে শাস্ত্র দ্বারা সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের গতি, স্থিতি প্রভৃতি ও গণিত, জাতক, হোরাদির সম্যক্ জ্ঞান হয়, তাহাই জ্যোতিঃশাস্ত্র। [জ্যোতিষ দেখ।]

বেদ সকল যজ্ঞকর্ম্মাত্মক। যজ্ঞ করিতে হইলে কালজ্ঞান আবশ্যক, কাল জানিতে হইলে জ্যোতিষই প্রধান উপায়, এই জন্য জ্যোতিষ বেদাঙ্গ। জ্যোতিঃশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের চক্ষুঃস্বরূপ।

জ্যোতিষ (ক্লী) জ্যোতিঃ আস্ত অস্য জ্যোতিঃ-অচ্। যে শাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলস্থ যাবতীয় জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিষয় যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, জানিতে পারা যায়, উহাকে জ্যোতিষ বা জ্যোতিঃশাস্ত্র কহে।

জ্যোতিষ্কগণের আকাশের স্থানবিশেষ অবস্থান হেতু মনুষ্যগণের শুভাশুভনির্ণায়ক শাস্ত্রকেও জ্যোতিষ কহে। সামুদ্রিক, দৈবগণনা ইত্যাদিও জ্যোতিষের মধ্যে পরিগণিত। প্রথম ব্যতীত শেষোক্ত বিষয় ফলিতজ্যোতিষ বলিয়া বিখ্যাত; উহার বিষয় ফলিতজ্যোতিষ, কোষ্ঠী, জাতক, সামুদ্রিক ইত্যাদি শব্দে দ্রষ্টব্য। এখন আমরা কেবলমাত্র প্রথম প্রকার জ্যোতিষের (Astronomy) বিষয় সামান্যরূপ লিখিতেছি।

অন্য সকল শাস্ত্র অপেক্ষা এই শাস্ত্র অতিশয় উচ্চ ও মহান্; ইহার সাহায্যে আমরা বিশ্বপতির অনন্তরাজ্যে অনন্ত কৌশলময়ী লীলার স্থলীভূত অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহাদির সমাবেশ দর্শন করিয়া অনন্তশূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতে পারি। ঐ সকলের বিরাট্ আকৃতি, ভীষণ অননুভবনীয় গতি, অতুল গুরুত্ব, কল্পনাতীত দূরত্ব প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া লীলাময় জগৎপতির অদ্ভুত শক্তি ও মহিমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চিত্ত অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে আপ্লুত হইয়া পড়ে; অসীম নভোমণ্ডলে তারারাজিরূপে প্রতীয়মান অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সমাবেশ দেখিয়া দুর্ব্বল মানবচিত্ত ভয়, বিস্ময় ও প্রীতিরসে বিহ্বল হইয়া অণু অপেক্ষাও আপনার ক্ষুদ্রত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

গ্রহগণের গতি, পৃথিবীর ন্যায় উহাদের সূর্য্যের চারিদিকে ভীষণ বেগে আবর্ত্তন, বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনির অষ্ট চন্দ্র, ইহার বলয়ত্রয়, চন্দ্রমণ্ডলের অদ্ভুত প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, মঙ্গলগ্রহের প্রাকৃতিকতত্ত্ব, ধূমকেতু সকলের ভ্রমণপথ, উহাদিগের ভীষণ আকার, বেগ ও জ্যোতির্ম্ময় পুচ্ছ, ছায়াপথ, নীহারিকা, স্থির নক্ষত্রদিগের দূরত্ব, জ্যোতিঃ, তাপ, ঔজ্জ্বল্য ও আকারাদির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে মন স্বভাবতঃ উন্নত হইয়া উঠে এবং আলোচনায় মনে অপার আনন্দের আবির্ভাব হয়।

জ্যোতিষ আলোচনায় উৎকৃষ্ট গণিতজ্ঞান আবশ্যক। গণিতশাস্ত্রই জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন।

রজনীযোগে অগণ্য জ্যোতির্ম্ময়ী তারকারাজিবিরাজিত গগনমণ্ডলরূপ পুস্তকে তারকাক্ষরে বিশ্বপতির অপার মহিমা পাঠ করা অতুল আনন্দের আকর।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সম্প্রতি য়ুরোপীয়গণ যে সকল অদ্ভুতযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পরমেশ্বর যেমন জগতে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ মানবকে ঐ সকল বুঝিবার ক্ষমতা ও উপায় করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল যন্ত্রসাহায্যে চন্দ্রমণ্ডল ও গ্রহাদি প্রভৃতি হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির লিখিয়াছেন—

"জ্যোতিঃশাস্ত্রমনেকভেদবিষয়ং স্কন্ধত্রয়াধিষ্ঠিতং
তৎ কাৎস্ন্যোপনয়স্য নাম মুনিভিঃ সংকীর্ত্ত্যতে সংহিতা।"

১ বিষুবমণ্ডলের পরিমাণ ৩০১০০০৮১ যোজন।

স্কন্ধেঽস্মিন্ গণিতেন যা গ্রহগতিস্তন্ত্রাভিধানস্ত্বসৌ
হোরাঽসোঽঙ্গবিনিশ্চয়শ্চ কথিতঃ স্কন্ধস্তৃতীয়োঽপরম্ ॥"

(বৃহৎসং ১।৯)

নানা ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশাস্ত্র তিন স্কন্ধে বিভক্ত ;—সংহিতা, তন্ত্র ও হোরা। যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহাকে সংহিতা স্কন্ধ, যে স্কন্ধে গণিত দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্র এবং যাহাতে অঙ্গনির্ণয় অর্থাৎ যাত্রাবিবাহাদি নিরূপিত হইয়াছে, সেই তৃতীয় স্কন্ধকে হোরা বলে।

ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণি গণিতাধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"ত্রুট্যাদি প্রলয়ান্তকালকলনামানপ্রভেদঃ ক্রমা-
চ্চারশ্চ দ্যুসদাং দ্বিধা চ গণিতং প্রশ্নাস্তথা সোত্তরাঃ।
ভূধিষ্ণ্যগ্রহসংস্থিতেশ্চ কথনং যন্ত্রাদি যত্রোচ্যতে
সিদ্ধান্তঃ স উদাহৃতোঽত্র গণিতস্কন্ধপ্রবন্ধে বুধৈঃ ॥৯
জানন্ জাতকসংহিতাঃ সগণিতস্কন্ধৈকদেশা অপি
জ্যোতিঃশাস্ত্রবিচারসারচতুর প্রশ্নেষ্বকিঞ্চিৎকরঃ।
যঃ সিদ্ধান্তমনন্তযুক্তিবিততং নোবেত্তি ভিত্তৌ যথা
রাজা চিত্রময়োঽথবা সুঘটিতঃ কাষ্ঠস্য কণ্ঠীরবঃ ॥১০
যোষিৎ প্রোষিতনূতনপ্রিয়তমা যদ্বন্ন ভাত্যুচ্চকৈঃ
জ্যোতিঃশাস্ত্রমিদং তথৈব বিবুধাঃ সিদ্ধান্তহীনং জগুঃ ॥"১১

আদি মুহূর্ত্ত হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ ও স্বর্গস্থ জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রাদিসমূহের সঞ্চারনিরূপণরূপ দুই প্রকার গণনা এবং যন্ত্রাদি, পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহগণের সংস্থান যাহাতে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে। যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের একদেশ জাতকসংহিতামাত্র জানে, কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের সার প্রশ্ন এবং অশেষযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত জানে না, সে ভিত্তিতে চিত্রময় রাজা ও কাষ্ঠনির্ম্মিত সিংহের ন্যায় কোন কার্য্যকারী হইতে পারে না। সিদ্ধান্তবিহীন জ্যোতিঃশাস্ত্র অভিনব প্রোষিতভর্ত্তৃকা স্ত্রীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হয় না।

আবার তিনি গোলাধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তং
তদবগমননিষ্ঠঃ শব্দশাস্ত্রে পটিষ্ঠঃ।
যদি ভবতি তদেদং জ্যোতিষং ভূরিভেদং
প্রপঠিতুমধিকারী সোঽন্যথা নামধারী ॥"

গণিত দুই প্রকার—ব্যক্ত অর্থাৎ পাটীগণিত এবং অব্যক্ত অর্থাৎ বীজগণিত। এই দুই প্রকার গণিতশাস্ত্র যিনি জানেন এবং শব্দশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই জ্যোতিষের নানা শাখাপাঠে অধিকারী, নচেৎ তিনি নামধারীমাত্র।

য়ুরোপীয় মতে এই জ্যোতিষ (Astronomy) প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত ; যথা—

১। জ্যামিতিক অর্থাৎ গণিত জ্যোতিষ (Geometrical or Mathematical A.) ইহাতে জ্যোতিষ্কসমূহের দূরত্ব, আকার, গঠনপ্রণালী, ভ্রমণপথের আকারাদি ও গতি প্রভৃতি গণিত সাহায্যে সূক্ষ্মরূপে আলোচিত ও নিরূপিত হয়।

২। প্রাকৃতিক জ্যোতিষ (Physical A.) যে শক্তি প্রভাবে জ্যোতিষ্কগণ আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে এবং যে সকল নৈসর্গিক নিয়মদ্বারা উহারা পরিচালিত হয়, এই বিভাগে ঐ সকল শক্তি ও নিয়মজ্ঞান দ্বারা জ্যোতিষ্ক সকলের গতি-বিধি প্রভৃতি নির্ণীত হয়।

৩। নাক্ষত্রজ্যোতিষ (Sidereal A.) এই বিভাগে তারা-জগতের বিষয় যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাই বর্ণিত থাকে।

তদ্ভিন্ন ব্যবহারিকজ্যোতিষ (Practical A.) আর একটী বিভাগ হইতে পারে। ইহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক বহুবিধ যন্ত্রাদি সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদি-বিষয়ক বহুতর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয়। গণিত ও নৈসর্গিক নিয়মজ্ঞানের আনুষঙ্গিক সাহায্যে এই বিভাগই আকাশ-মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের প্রধান উপায় এবং বহুতর গ্রহতারাদি আবিষ্কারের একমাত্র কারণ।

এই বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সকল খগোল, গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, গ্রহণ, নিরক্ষবৃত্ত, নাড়ীমণ্ডল, সূর্য্য, ক্রান্তিবৃত্ত, ধূমকেতু, নক্ষত্র, সৌরবর্ষ, পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য। এস্থলে বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না।

হিন্দুজ্যোতিষ। তৈত্তিরীয়সংহিতাপাঠে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে বাসন্ত বিষুবদ্দিন (হরিতালিকা) কৃত্তিকায় সংক্রমিত ছিল। শতপথব্রাহ্মণের স্থলবিশেষে (২।১।৩।১৩) উক্ত হইয়াছে যে, হরিতালিকার সহিতই বৈদিক বর্ষ আরম্ভ হইত। পরে যখন শারদ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন প্রাচীন ও নূতন উভয়বিধ বর্ষারম্ভই পাশা-পাশি ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত। যখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন কৃত্তিকাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ বিষুবদ্দিন হইতে বর্ষারম্ভ করিত, কিন্তু অয়ন মাঘ মাস হইতে গণনা করা হইত। ইহা তৈত্তিরীয়সংহিতা ও মীমাংসাদর্শনে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, অয়ন মাঘমাসে আরম্ভ হইলে বিষুবদ্দিন কৃত্তিকা-সংক্রমিত হইবে।

ঋগ্বেদসংহিতা-প্রচারকালে কখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরাপুঞ্জ-সংক্রমিত ছিল। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য

অধ্যাপক বালগঙ্গাধর তিলক নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—

১। তৈত্তিরীয়সংহিতায় (৭।৪।৮) বর্ণিত আছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণিমাই বৎসরের প্রারম্ভ সূচনা করে। শতপথ-ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্র যে রাত্রিতে উদিত হয়, তাহা নূতন বৎসরের প্রথম রাত্রি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ফাল্গুনী পূর্ণচন্দ্রের উদয়দিনে শীতকালীন অয়ন সঙ্ঘটিত হইত।

২। ইহা স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, শীতকালীন অয়ন ফল্গুনী পূর্ণচন্দ্রোদয়দিনে সঙ্ঘটিত হইলে বাসন্ত বিষুবদ্দিন অবশ্যই মৃগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত হয়। অগ্রহায়ণী শব্দ মৃগশিরার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। পাণিনিতেও এই শব্দের উল্লেখ আছে। মৃগশিরাপুঞ্জ দ্বারাই যে বৎসর সূচিত হইত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য নিম্নে দুইটী কারণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

(ক) চন্দ্রদ্বারা নববর্ষ সূচিত হইত, এরূপ অনুমান করিলে অগ্রহায়ণী শব্দ ব্যাকরণানুসারে মৃগশিরাপুঞ্জের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(খ) চন্দ্রদ্বারা বর্ষ সূচিত হইলে, ইহা শীতকালীন অয়ন অথবা বাসন্ত বিষুবদ্দিন হইতে আরম্ভ হইত, এইরূপ কল্পনা করিতে হইবে। কারণ, প্রাচীন হিন্দুগণ উক্ত দুইটী বর্ষারম্ভপদ্ধতি অবগত ছিলেন। অয়নকাল হইতে বর্ষগণনা আরম্ভ হইলে বাসন্ত বিষুবদ্দিন রেবতীর ২১° পশ্চাতে অবস্থাপিত হয়, কিন্তু প্রকৃত অবস্থিতি উক্তরূপ নহে। সুতরাং প্রথম কল্পনা অসিদ্ধ, দ্বিতীয় কল্পনানুযায়ী জ্যোতিষিক অবস্থিতি ১৯০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্বর্ত্তিকালের ঘটনানিচয়ের প্রমাণাভাবে দ্বিতীয় মত সমর্থন করা যাইতে পারে না।

৩। যদি শীতায়নে ফাল্গুনী পূর্ণিমা দ্বারাই বর্ষগণনা করা হইত, তবে গ্রীষ্মায়নও ভাদ্রপদের পূর্ণিমায় সঙ্ঘটিত হইত। প্রকৃতপক্ষে যে তাহাই ঘটিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। গ্রীষ্মায়নকে পিতৃঅয়ন কহে। এই অয়নের প্রথম মাস বা পক্ষকে পিতৃঅয়ন বা পিতৃপক্ষ অথবা প্রেতায়ন বা প্রেতপক্ষ কহে। হিন্দুগণ এখনও ভাদ্রপদের কৃষ্ণপক্ষকে প্রেতপক্ষ বলেন।

৪। যখন বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত ছিল, তখন এই নক্ষত্রপুঞ্জ ও ছায়াপথ স্বর্গ ও নরকের সীমাস্বরূপ ছিল। বৈদিকগ্রন্থে স্বর্গ, নরক, দেবলোক এবং যমলোক শব্দে নিরক্ষবৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণভাগস্থ অর্দ্ধবৃত্তকে বুঝায়। আকাশগঙ্গা, যমলোকে কুক্কুরের অবস্থিতি, বৃত্রের মৃগাকার ধারণ প্রভৃতি যে সমস্ত প্রবাদ বৈদিককাল হইতে প্রচলিত আছে, সেগুলি অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরায় অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে লোকের এইরূপ বিশ্বাস ছিল এবং সেই বিশ্বাসানুসারে তাঁহারা এইরূপ রূপকাকারে প্রবাদ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

৫। হিন্দু ও গ্রীকদিগের অনেক জ্যোতিষিক প্রবাদে এমন কি অনেক নক্ষত্রাদির নামের পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। গ্রীকদিগের Orion কথাটী হিন্দুদিগের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। প্লুটার্ক্ বলেন, গ্রীকগণ এই কথাটী ইজিপ্তবাসিদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই। Orion কথা অগ্রায়ণ (অগ্রহায়ণ) কথার অপভ্রংশ, অথবা Oros=সীমা এবং Aion=কাল বা বর্ষ এই দুইটী কথা হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। Orion কথাটী প্রাচীনকালে নববর্ষারম্ভ এই অর্থ প্রকাশ করিত। গ্রীকদিগের Orion, Canis & Ursa কথার সহিত বেদোক্ত অগ্রায়ণ, শ্বন্ এবং ঋক্ষ কথার মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

৬। ঋগ্বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্য মৃগশিরা-সংক্রমিত হইলে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়।

(ক) "বর্ষ শেষ হইলে কুক্কুর সূর্য্যকিরণ জাগরিত করিবে" (ঋগ্বেদ ১।১৬১।১৩)। ইহার সরলার্থ এই যে, প্রথম সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণাংশে থাকিলে দেবগণের রাত্রি হয়। সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে আসিলে শ্ব তাহাকে প্রবোধিত করিবে। অর্থাৎ বাসন্ত বিষুবদ্দিনে মৃগশিরা বর্ষ সূচনা করে।

(খ) ঋগ্বেদে (১০।৮৬।৪-৫) ইন্দ্র সূর্য্যকে বলিতেছেন, হে ক্ষমতাশালী বৃষাকপি! যখন ঊর্দ্ধে উদিত হইয়া তুমি আমাদের আলয়ে আসিবে, তখন মৃগ কোথায় থাকিবে? অর্থাৎ সূর্য্য মৃগশিরা-সংক্রমিত হইলে উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং সূর্য্য যখন ইন্দ্রালয়ে প্রবেশ করেন অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশে গমন করেন, তখন এইরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়।

এইরূপ আরও অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়; বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা দ্বারাই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ঋগ্বেদের রচনাকালে অয়ন ফাল্গুনের পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইত এবং বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত ছিল।

কেহ কেহ মনে করেন, ৪০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে মৃগশিরাপুঞ্জ ও বিষুবদ্দিনের পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা ছিল।

বৈদিকগ্রন্থে কৃত্তিকা ও মঘা, মৃগশিরা ও ফাল্গুন এবং পুনর্ব্বসু ও চৈত্র যথাক্রমে বিষুবদ্বয় ও অয়ন সম্বন্ধীয় বর্ষসূচক বলিয়া বর্ণিত আছে।

১। পুনর্ব্বসুপুঞ্জের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অদিতিকে অর্চনা করিয়া যজ্ঞাদি আরম্ভ করিতে হয়। (তৈত্তি° সং)

২। সত্রের বিষুবদ্দিনের চারিদিন পূর্ব্বে অভিজিৎ দিবস উপস্থিত হয়। ইহা যদি সূর্য্যের অভিজিৎপুঞ্জে 'প্রবেশ' এই অর্থ বুঝায়, তবে বাসন্ত বিষুবদ্দিন অবশ্যই পুনর্ব্বসু সংক্রমিত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

৩। প্রাচীনকালে যখন নক্ষত্রাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তখন বৃহস্পতিপুঞ্জ নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।

উপরি উক্ত তিনটি বিষয় ও তৈত্তিরীয়সংহিতায় বর্ণিত বিষয়াবলী অনুশীলন করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরা-সংক্রমিত হইবার বহুপূর্ব্বে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন। ইহারা প্রথমতঃ বাসন্ত বিষুবদ্দিন হইতে এবং পরে শীতায়ন হইতে নববর্ষারম্ভ গণনা করিয়াছেন।

ভারতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে বরাবর অয়নচলন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুনর্ব্বসু হইতে মৃগশিরা (ঋগ্বেদ), মৃগশিরা হইতে রোহিণী (ঐতব্রা°), রোহিণী হইতে কৃত্তিকা (তৈত্তি° সং), কৃত্তিকা হইতে ভরণী (বেদাঙ্গজ্যোতিষ) এবং ভরণী হইতে অশ্বিনী। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ইত্যাদি)

জ্যোতিষিক নিয়মানুসারে মোটামুটি গণনা করিলে দেখা যায় যে, হিন্দুগণ ৬০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে জ্যোতিষিক পঞ্জিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইকালে বা ইহার কিছু পরে হরিতালিকা পুনর্বসু-সংক্রমিত ছিল। ৪০০১ পূঃ খৃঃ অব্দে ইহা মৃগশিরা-সংক্রমিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক জেকবি (Jacobi) বলেন, ঋগ্বেদে আমরা প্রথমেই বর্ষাকালের উল্লেখ দেখিতে পাই। ঋগ্বেদ যে স্থানে (পঞ্জাবে) প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের ঋতুর প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত বর্ষাকাল গ্রীষ্মায়নে ঘটিত হইত।

ভাদ্রপদের পূর্ণিমা ফল্গুনীর গ্রীষ্মায়ন-সংপৃক্ত। সুতরাং ভাদ্রপদই বর্ষাকালের প্রথমমাস, কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রীষ্মায়ন বর্ষাকালের সহিত আরম্ভ হইত। গৃহ্যসূত্র পাঠেও ইহার আভাস পাওয়া যায়।

গোভিলসূত্রে প্রোষ্ঠপদের পূর্ণিমায় উপাকরণ স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু শ্রাবণের পূর্ণিমা হইতে বিদ্যাশিক্ষারম্ভকাল গণনা করা হইত। ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালে প্রোষ্ঠপদ হইতে বিদ্যাশিক্ষাকাল আরম্ভ হইত। পরে নক্ষত্রাদির গতি দ্বারা তাহাদের স্থিতির অল্প পরিবর্ত্তন হেতু ঋতু প্রভৃতিরও ভেদ জন্মিয়াছে। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে কৃত্তিকার নাম প্রথম বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কৌষীতকিব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, উত্তরফল্গু দ্বারা বর্ষের মুখ এবং পূর্ব্বফল্গু দ্বারা পুচ্ছ গঠিত হয়; তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের টীকায় পূর্ব্বফল্গুনী বর্ষের জঘন্য রাত্রি এবং উত্তরফল্গুনী প্রথম রাত্রি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকালে অয়ন উত্তরফল্গুনী ভেদ করিয়া সঞ্চালিত হইত।

বৈদিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ষগণনা করিবার জন্য কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয়সংহিতায় হিমবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বর্ষ বর্ষাবর্ষের ৬ মাস পূর্ব্বে শীতায়ন হইতে আরম্ভ হইত। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে বর্ষ কথার পরিবর্ত্তে শারদ কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই শারদবর্ষ যে, শারদ বিষুবদ্দিন অথবা পূর্ণিমা কাল হইতে গণনা করা হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গ্রীষ্মায়ন উত্তরফল্গুনী এবং শীতায়ন পূর্ব্বভাদ্রপদ-সংক্রমিত হইলে শারদ বিষুবদ্দিন মূলায় এবং বাসন্ত বিষুবদ্দিন মৃগশিরায় অবস্থাপিত হয়। এই গণনানুসারে মূলা প্রথম নক্ষত্র এবং ইহার নামেও উক্ত অর্থ ব্যক্ত করে; জ্যেষ্ঠা শেষ নক্ষত্র; ইহার প্রাচীন নাম জ্যেষ্ঠঘ্নী (কারণ এই নক্ষত্রে বর্ষ শেষ হয়)।

শারদবর্ষের প্রথমমাসের নাম অগ্রহায়ণ। ইহা মৃগশিরা শব্দবাচক; ইহার পূর্ণিমা মৃগশিরা নক্ষত্রে হয়। এইকালে মৃগশিরা বলিতে বাসন্ত বিষুবদ্দিনকে বুঝাইত; সুতরাং ইহা স্থির যে, শারদ পূর্ণিমা সমকল নক্ষত্রে সঙ্ঘটিত হইত এবং প্রথম মাসের নাম মার্গশির ছিল।

ক্রমে ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদে যে প্রকার বর্ষবিভাগ দৃষ্ট হয়, পরে তাহা কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধনার জন্য ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাহা সংশোধিত করিয়াছিলেন। শেষোক্ত লেখকগণ বলেন, কৃত্তিকা হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ পরিশোধনকালে কৃত্তিকার অবস্থিতি উক্ত প্রকারই ছিল। অধ্যাপক জেকবি বলেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে হুইট্নি (Whitney) সাহেবের গণনায় দেখা যায় ২৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে বাসন্ত-বিষুবদ্দিন কৃত্তিকা এবং গ্রীষ্মায়ন মঘা-সংক্রমিত ছিল।

খৃঃ পূঃ ১৪।১৫শ শতাব্দীর জ্যোতিষগ্রন্থে অয়ননির্দ্ধারণের বহু উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈদিক গ্রন্থে যেরূপ অয়ন অবধারিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালে উক্তরূপই ছিল। নক্ষত্রমালানুসারে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঋগ্বেদে যেরূপ অয়ন উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ৪৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দে নির্ণীত হইয়াছিল।

নিরক্ষবৃত্তের সহিত সুমেরু (ও কুমেরু) ২৬০০০ বর্ষে ২৩½ বিষুবার্দ্ধবৃত্তে ক্রান্তিবৃত্ত-কদম্বের চারিদিকে আবর্ত্তিত হইত। ইহাতে প্রতি নক্ষত্রই সুমেরুর কিছু নিকটবর্ত্তী হয়। যে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র কোন সময়ে সুমেরুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী হয়, তাহাকে সুমেরুনক্ষত্র (North star) এবং সুমেরু হইতে যে নক্ষত্রের ব্যবধান এত অল্প যে, ইহাকে স্থির বলিলেও বিশেষ কোন দোষ হয় না, তাহাকে ধ্রুবনক্ষত্র (Pole star) বলা হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের বিবাহমন্ত্রে ধ্রুবনক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধ্রুবনক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন। অধ্যাপক জেকবি বলেন, ডাক্তার কুষ্টনরের (Kustner) গণনা * অনুসারে এই ধ্রুবনক্ষত্র ড্রেকিনস (Draconis) নামক উত্তর প্রদেশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জকে বুঝায়।

খৃষ্ট জন্মের পাঁচ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঐ নক্ষত্র আধুনিক ধ্রুবনক্ষত্র (Pole star) অপেক্ষা সুমেরুর অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। প্রাচীন হিন্দুগণ এইটিকেই ধ্রুবনক্ষত্র বলিয়া মনে করিতেন। অধিকন্তু ইহার স্থিতি এরূপ ছিল যে, ইহাকে স্থির বলিয়াই মনে হইত, ইহার চারিদিকে অন্যান্য নক্ষত্র আবর্ত্তন করিত, সুতরাং অপর নক্ষত্র হইতে এইটিকে পৃথক্ করাও অতি সহজ ছিল।

জ্যোতির্ব্বিদ্ জেকবি বলেন, নক্ষত্রের গতি প্রভৃতি অনুসারে গণনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দুগণ প্রায় ৩০০০ পূঃ খৃঃ অব্দে ধ্রুবনক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদ্দারাই অনুমান করা যাইতে পারে, খৃষ্ট জন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জ্যোতির্ব্বিদ্যা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে—ব্রহ্মা (পিতামহ), বশিষ্ঠ, অত্রি, পৌলস্ত্য, রোমশ, মরীচি, অঙ্গিরা, ব্যাস, নারদ, শৌনক, ভৃগু, চ্যবন, যবন, গর্গ, কশ্যপ, পরাশর, মনু ও আচার্য্য এই ১৮ জনই প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার। তৎপরে অপর জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ আবির্ভূত হন।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মধ্যেও বহু দিন হইতে মতভেদ চলিতেছে। ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে লিখিত আছে—বিষুবৎক্রান্তি ও নাড়ীমণ্ডলের সম্পাতবিন্দুকে ক্রান্তিপাত কহে। ইহার পরিবর্ত্তন বিলোমগতিশীল এবং এক কল্পে ৩০,০০০। মুঞ্জাল ও অন্যান্য পণ্ডিতদিগের মতে ক্রান্তিপাত ও অয়নের পরিবর্ত্তনে কোনরূপ প্রভেদ নাই; উভয়েরই এক আবর্ত্তন। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার লিখিতেছেন যে, এক কল্পে অয়নের ৩০,০০০ পরিবর্ত্তন হয়, ভাস্করাচার্য্য এরূপ কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। বস্তুতঃ ভাস্করাচার্য্যের উদ্ধৃত অংশের সহিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। শেষোক্ত গ্রন্থে স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, নক্ষত্রপুঞ্জচক্র এক যুগে ৬০০ বার পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তিত হয়। এই সংখ্যা দ্বারা এক যুগান্তর্গত সংখ্যাকে পূরণ করিলে এবং তাহাকে, যাহাতে পৃথিবীর একচক্রকাল পূর্ণ হয়, সেই সংখ্যা দ্বারা হরণ করিলে ধনুর পরিমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ করিলে অংশ অবধারিত হয়। ইহাকে সাধারণতঃ অয়ন কহে। মুনীশ্বর বিস্তর উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ভাস্করাচার্য্য ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন কোন জ্যোতির্ব্বি নিযুতস্থানে অযুতের কল্পনা করেন। কেহ কেহ বলেন কল্প বলিতে সাধারণতঃ যে কাল-পরিমাণ বুঝায়, প্রকৃতপক্ষে কল্প তাহার বিংশাংশ। মুনীশ্বর বলেন, ব্যষ্টী (বি—বিংশ অষ্টী=গুণ) শব্দের অর্থ বিশ গুণ, সুতরাং ভাস্করাচার্য্যে উদ্ধৃত অংশের অর্থ ৩০,০০০×২০। তিনি শেষকালে উল্লে করিয়াছেন যে, সূর্য্য দ্বারা ইহার পরিবর্ত্তন প্রকাশিত হয় এব ইহার বিলোমগতি এক কল্পে তিন অযুত।

লঘুবশিষ্ঠ, শাকল্যসংহিতা প্রভৃতি পুস্তকে ৬০° বা পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিত আছে, এবং [illegible] গ্রন্থে বিষু দিনের পরিলম্বন একযুগে ৬০° ইহা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে প্রায় সকল গ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মেষ ও তুলারা আরম্ভ-স্থল হইতে ২৭° পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ক্রা পাতের (জলবিষুবের) যে আন্দোলন লক্ষিত হয়, তাহাই ইহ আবর্ত্তন। আর্য্যভটের গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে

* Dr. Kustner ৫০০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ১০০ খৃঃ অব্দের উত্তর প্রদেশস্থ নক্ষত্রাবলী গণনা করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রকাশ করিয়াছেন :—

Draconis	3·0 magnitude	40°38′ Polar dist.	4700 B.C.
,,	3·3	0·06′	2780 ,,
,,	3·3	4·044′	1290 ,,
Ursa minoris	2·0	6·028	1060 ,,
,,	2·0	0·028′	2100 A.D.

কিন্তু আমরা সে স্থানে কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। তিনি বলেন, এককল্পে আলম্বনের সংখ্যা ৫৭৮,১৫৯, এবং আলম্বন ২৭° ব্যবধানে লক্ষিত না হইয়া ২৪° ব্যবধানেই দৃষ্ট হয়।

ভাস্কর স্বকীয় মতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য স্থানে স্থানে মুঞ্জালের পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাশিচক্রের দ্বাদশ চিহ্নের মধ্য দিয়া বার্ষিক [illegible] গতিতে অয়নাবর্তন হয়। তিনি করণকুতূহল গ্রন্থে মোটামুটি একাদশ অংশে অয়নচলনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ্গণ তাঁহার বা মুঞ্জালের মত গ্রহণ করেন নাই। কেবলমাত্র ভাস্কর, মুঞ্জাল এবং বিষ্ণুচন্দ্রই ক্রান্তিপাত ও অয়নান্তবৃত্তের পূর্ণাবর্তনের উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত-প্রমুখ পণ্ডিতগণ বিষুবদ্দিনের সাময়িক গতির কোন উল্লেখ করেন নাই। ভাস্করাচার্য্য বলেন, পূর্ব্বে অয়নচলন তত পরিস্ফুট ছিল না, তজ্জন্যই সৌরসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিলেও উক্ত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হয়েন নাই।

ব্রহ্মগুপ্তের কোন টীকাকার লিখিয়াছেন, বৃহত্তম দিবস ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি মিথুনের শেষভাগেই দৃষ্ট হয়; দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ যথাক্রমে অশ্লেষার মধ্য ও ধনিষ্ঠার প্রথম হইতে আরম্ভ হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, ক্রান্তিবৃত্তের মধ্য দিয়া অয়নের পরিবর্তন হয় বটে, কিন্তু বহুসংখ্যক আবর্তন হয় না। এই টীকাকার লিখিয়াছেন যে, ক্রান্তিপাত ও অয়নান্তবৃত্তের পরিবর্তন ব্রহ্মগুপ্ত জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু তিনি ইহার সাময়িক গতি স্বীকার করিতেন না।

যাহা লিখিত আছে, তদ্দ্বারা অবধারণ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ অয়নের আবর্তন স্বীকার এবং কেহ কেহ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ক্রান্তিপাতের আলম্বন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক পুরাতত্ত্ব আলোচনায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আর্য্যভটই হিন্দুদিগের মধ্যে একজন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থেও ক্রান্তিপাত আলম্বনের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, এ বিষয় বহু দিন হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে।

য়ুরোপ ও আরবের প্রাচীন জ্যোতির্বিদগণ উক্ত মতের পক্ষপাতী ছিলেন। স্পেনবাসী আর্জেল (Arzal) * দেশান্তর যোজনের ১০° পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সীমার মধ্যে ৭৫ বর্ষে এক অংশ বেগগামী পরিলম্বনের উল্লেখ করিয়াছেন। অলফনসাস্ (Allphonsüs) প্রমুখ পণ্ডিতগণও দেশান্তর যোজনের আলম্বন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

আরবদিগের মধ্যে মহম্মদ বেনজেবার (Mahammed Ben Jaber) * একজন প্রাচীন জ্যোতিষী। ইনি অলবাটনী (Albatani) নামে পরিচিত ছিলেন। আরবদিগের মধ্যে ইহার গ্রন্থেই আলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অলবাটনী স্বকীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে জনৈক পণ্ডিত ৮° পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার মধ্যে ৮০ কিংবা ৮৪ বর্ষে এক অংশ বেগগামী স্থির নক্ষত্রদিগের আলম্বনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি এই পণ্ডিতের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। অলবাটনী টলেমির মতের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন। এসিয়ার পশ্চিমদিকস্থ জ্যোতির্ব্বিদ্দিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে নক্ষত্রদিগের গতি ৬৬ বর্ষে এক অংশ, ইহা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্তপ্রমুখ পণ্ডিতদিগের নির্দ্ধারিত আলম্বনগতির সহিত প্রায় সমান। পশ্চিমস্থ পণ্ডিতদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে পরিলম্বনের গতির উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে আর এক ব্যক্তি এই বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই ব্যক্তি ভারতীয় কোন পণ্ডিত। কারণ, প্রাচীন গ্রন্থকার আর্য্যভটের গ্রন্থেই ২৪° সীমার মধ্যে ৭৮ বর্ষে এক অংশ গতিশীল ক্রান্তিপাত পরিলম্বনের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ অলবাটনীর ১০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক আরবদেশীয় জ্যোতিষীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ভারতীয় জ্যোতিষের নিয়মানুসারেই জ্যোতিষিক নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয় অনুধাবন করিলে একরূপ বুঝা যাইতে পারে যে, হিন্দুগণ অয়ন-চলন সম্বন্ধীয় মত কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই, প্রত্যুত তাঁহারাই ইহার প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। যখন য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল, তাহার ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ অয়ন-চলনের সমগতির অভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই গতির প্রকৃত বেগ অবধারণে ইহারা টলেমি অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন, পৌলিশ, † রোমক,

---

* ইনি একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

* ইনি নবম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন।

† পুলিশ, শ্রীসেন ও বিষ্ণুচন্দ্র যথাক্রমে পৌলিশ, রোমকসিদ্ধান্ত ও বাসিষ্ঠসিদ্ধান্ত প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বাসিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পঞ্চসিদ্ধান্তে বর্ণিত সময় ও জ্যামিতিক ক্ষেত্রবিভাগের ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলে ফলিতজ্যোতিষে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায় না। ভট্টোৎপল উদ্ধৃত বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের কোন বচন হইতে নিম্নলিখিত বিষয় অবগত হওয়া যায়—যখন অশ্লেষার্দ্ধ হইতে সূর্য্যের গতি প্রত্যাবৃত্ত হইত, তখন অয়ন ঠিক হইত; এখন পুনর্ব্বসু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরবর্ত্তী গ্রন্থকার ব্রহ্মগুপ্তও পৌলিশাদি পঞ্চ সিদ্ধান্তকে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণের অন্তর্গত। আবার কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মা (পিতামহ) ভৃগুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

বরাহমিহির অনেকস্থলে সূর্য্যসিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে কর্কটের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মায়ন আরম্ভ হইত। ভাস্করের গ্রন্থেও উক্তরূপ আভাস পাওয়া যায়।

কোলব্রুক সাহেব বলেন, বর্ত্তমান সৌর বা সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক পুস্তক উক্ত নামধেয় কোন প্রাচীন পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত উভয়েই এই গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও তিনখানি ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষগ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। ইহার একখানির সারাংশ 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর' হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ বসিষ্ঠসিদ্ধান্ত নামে কতকগুলি পুস্তক প্রচলিত আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত জ্যোতিষিক বিষয়ের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়া ও রচনাপ্রণালী দেখিয়া উক্ত গ্রন্থগুলি কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি পুস্তক ছাড়িয়া দিলেও আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ করা যায় যে, হিন্দুগণ টলেমি অপেক্ষা সূক্ষ্মতররূপে অয়নচলনের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ইহা পরিলম্বনের বেগ হেতু উৎপন্ন হয়। যখন ভারতীয় পণ্ডিতগণ এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন অন্য কোন প্রদেশীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ এতৎসম্বন্ধে কিছুই অবগত ছিলেন না।

ব্রহ্মগুপ্ত ও তাঁহার টীকাকার উদ্ধৃত আর্য্যভটবচনে দৃষ্ট হয় যে, এই প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর গতি হেতু আমরা গ্রহনক্ষত্রাদির অস্ত ও উদয় দেখিতে পাই। এই মত প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যে হিরাক্লাইডিস্ (Heraclides), এবং একফনটাস্ (Ecphantus) প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়।

পৃথিবী অন্য কোন বস্তু দ্বারা অবলম্বন প্রাপ্ত হয় নাই; ইহা নিজেই শূন্যভরে স্থির আছে এবং ইহা দূরের বস্তু আকর্ষণ করিতে পারে এই মত ভাস্করের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী শূন্যমার্গেই নিম্নগামিনী হয় জৈনদিগের এই মত ভাস্করাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন।

ব্রহ্মগুপ্ত সাধারণতঃ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক পুস্তকের উপর তাঁহার জ্যোতিষের পত্তন করিয়াছেন। ভাস্কর ও সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভাষ্যকার নৃসিংহ বলেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত। মুনীশ্বর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক ও উক্ত ব্রহ্ম (পৈতামহ) সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোন ভাষ্যকার লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের পুস্তক মূলতঃ পৈতামহসিদ্ধান্তের একখানি টীকাস্বরূপ।

কোন কোন ভারতীয় পণ্ডিত বলেন, সূর্য্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণ পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বে নিজ নিজ কক্ষাবৃত্তে পরিভ্রমণ করে। বায়ুর বেগে ইহারা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মন্দোচ্চ, গ্রহবৃতি ও ক্ষেপপাতস্থিত শক্তিবিশেষ দ্বারা অপমণ্ডলের বহির্ভাগে ইহাদের গতি প্রসারিত হয়। ভাস্করাচার্য্য বলেন, গ্রহগণ প্রতিমণ্ডলে ভ্রমণ করে, কিন্তু গণনাকার্য্যের সুবিধা হেতু নীচোচ্চবৃত্তগত ভ্রমণের উল্লেখ করা হয়। হিন্দু পণ্ডিতগণ বলেন, পাঁচটি ক্ষুদ্র গ্রহ প্রতিমণ্ডলে নীচোচ্চবৃত্তে আবর্ত্তিত হয়।

উল্লিখিত অংশে হিন্দুজ্যোতিষের সহিত টলেমিপ্রবর্ত্তিত জ্যোতিষের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

হিন্দুজ্যোতিষে হিপারকাস্ উদ্ভাবিত প্রতিমণ্ডলকক্ষ এবং অপলোনিয়াস্ (Apollonius) আবিষ্কৃত পৃথিবীর চতুঃপার্শ্বস্থ কাল্পনিক বৃত্তোপরি নীচোচ্চবৃত্তের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু টলেমি পাঁচটি ক্ষুদ্র গ্রহের নিয়মিত গতি নির্ণয় করিবার জন্য যে বৃত্ত এবং চন্দ্রের পরিলম্বন গতির হ্রাসের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রতিমণ্ডলের কেন্দ্রের যে নীচোচ্চবৃত্ত এবং বুধগ্রহের অসম গতির উপযোগী উৎকেন্দ্রত্বের কেন্দ্রের যে বৃত্ত কল্পনা করিয়াছেন, তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হয় না।

হিন্দুজ্যোতিবিগণ বলেন, প্রতিমণ্ডলের ও গ্রহদিগের নীচোচ্চবৃত্তের আকার ডিম্বের ন্যায়। তাঁহাদের মতে, নীচোচ্চবৃত্তের অন্ত কেন্দ্রের সম অংশে বৃহত্তর এবং বিষম অংশে ক্ষুদ্রতর, অন্যান্য অংশে অনুপাতানুযায়ী। কোন কোন হিন্দু জ্যোতিষী বলেন, সমস্ত গ্রহেরই নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার। কেহ

কেহ বলেন, কোন কোন গ্রহের এইরূপ। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহাদের নীচোচ্চবৃত্ত আদৌ অণ্ডাকার নহে। আর্য্যভট্ ও সূর্য্যসিদ্ধান্তপ্রণেতা উভয়েই বলেন, গ্রহগণের নীচোচ্চবৃত্ত অণ্ডাকার এবং বৃহস্পতি ও শনৈশ্চরের বৃত্তের ক্ষুদ্র অক্ষ তাহাদের নীচোচ্চে অবস্থিত। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য বলেন, কেবলমাত্র মঙ্গল ও শুক্রের নীচোচ্চবৃত্ত ডিম্বাকার, অপর সকল বৃত্তাকার।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ স্থূলতঃ ক্ষুদ্রগ্রহের বিলোমগতি ও অন্যান্য কয়েকটী বিষয় অবগত হইবার জন্য কর্ণের নির্দ্দেশ করেন। সূর্য্য ও চন্দ্রের কৈন্দ্রিক সমীকরণ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, নীচোচ্চবৃত্তের মধ্যে সমকেন্দ্রের ব্যাসার্দ্ধের স্থানে স্থানে মধ্যকেন্দ্রের যে শিঞ্জিনী হ্রস্বায়তন হইয়াছে, তাহা কৈন্দ্রিক সমীকরণের শিঞ্জিনীর সহিত সমান।

শিরোমণি গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য ক্রান্তিবৃত্ত হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির বিক্ষেপগ্রহণ সম্বন্ধে একাধিক মতের উল্লেখ করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, অপক্রান্তির বৃত্তের সম্পাত দ্বারা এবং এই সম্পাত বিন্দুতে নক্ষত্রের বিক্ষেপ ও ভুক্তি গ্রহণ করিয়া ক্রান্তিবৃত্ত হইতে নক্ষত্রাদির অবস্থিতি নির্ণীত হইত।

ব্রহ্মগুপ্ত সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া শেষকালে রাহুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং রাহুই গ্রহণের নিকটবর্ত্তী কারণ, ইহা উল্লেখ করেন নাই বলিয়া আর্য্যভট, শ্রীসেন প্রভৃতির প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্য নিজেই লিখিয়াছেন যে, তাঁহার জ্যোতিষিক গ্রন্থাদি ব্রহ্মগুপ্তের অনুকরণে রচিত; তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মগুপ্ত এক কল্পে গ্রহাদির আবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। কোন কোন টীকাকার বলেন, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণের অন্তর্গত পৈতামহসিদ্ধান্ত অবলম্বনে তাঁহার গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য ও সতানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ ব্রহ্মগুপ্ত এবং বরাহমিহিরকে প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহারা ভারতীয় জ্যোতিষের আবিষ্কর্ত্তা নহেন; ইহাদের গ্রন্থে প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের অনেক শ্লোক সন্নিবেশিত আছে।

বরাহসংহিতা বরাহমিহিররচিত একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ। এই গ্রন্থে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত অনুসৃত হয় নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্তে বৃহস্পতির আবর্ত্তন একযুগে ৩৬৪২০০; কিন্তু বরাহসংহিতায় ৩৬৪২২৪ উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন, আর্য্যভট্টের মতানুসারে বরাহমিহির বৃহস্পতির আবর্ত্তন নিরূপণ করিয়াছেন। গর্গের পরবর্ত্তী এবং বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তিকালে বহুসংখ্যক বিখ্যাত জ্যোতিষী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহাদের গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। বরাহমিহির প্রমুখ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে তাঁহাদের নামোল্লেখ ও তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলী লক্ষিত হয়। ইহাদের পদ্ধতির সহিত টলেমির পদ্ধতির তত সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না।

গ্রীকপণ্ডিতগণ গ্রহদিগের যেরূপ মধ্যগতি অবধারিত করিয়াছেন, হিন্দুপণ্ডিতদিগের মতের সহিত তাহার মিল নাই। কোলব্রুক সাহেব বলেন, "এ বিষয়ে টলেমির গণনাই সূক্ষ্মতর হইয়াছিল; কিন্তু অয়নচলন সম্বন্ধে হিন্দুজ্যোতিষিগণের গণনাই অপেক্ষাকৃত পরিশুদ্ধ।"

উপরে যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা সহজেই প্রতীতি হয় যে, হিন্দুজ্যোতির্বিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে গ্রীকগণই অন্য কোন শাস্ত্রের অংশভূত না করিয়া পৃথকরূপে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুশীলন করিত। ইহাদের অনুসন্ধিৎসা ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণাদি দ্বারা বহুতর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।

হিন্দু, চীন, কাল্দীয় ও মিসরীয়গণ সকলেই জ্যোতির্বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া গৌরব করে। প্রত্যেকেরই পক্ষসমর্থনকারী বহুসংখ্যক যুক্তি আছে। মোক্ষমূলর, হুইট্‌নি প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, হিন্দুজ্যোতিষ অতি প্রাচীন হইলেও হিন্দুগণ গ্রীক যবনদিগের নিকট জ্যোতিষবিষয়ক অনেক সাহায্যলাভ করিয়া উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আকোকের, তাবুরি প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এই জন্য হিন্দুজ্যোতিষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বর্গেস্ সাহেবের মতে, কেবল কতকগুলি শব্দ দেখিয়া হিন্দুজ্যোতিষকে গ্রীকজ্যোতিষমূলক বলা যাইতে পারে না, হয়ত সেই সকল শব্দ হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্র হইতেই গ্রীকজ্যোতিষশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা বরং বলা যাইতে পারে যে, ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ শিক্ষক, গ্রীকজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁহাদের ছাত্র। (Burgess' Surya Siddhanta) আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হিন্দুগণ বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয় অবগত হইয়াছেন। তদুত্তরে অধ্যাপক থিবো লিখিয়াছেন যে, বাবিলনীয়গণ পূর্ব্বকালে কেবলমাত্র ২৪টী নক্ষত্রের, কিন্তু ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুকাল হইতেই ২৭।২৮টী নক্ষত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং বাবিলনীয়দিগের নিকট হিন্দুগণ নক্ষত্রমণ্ডলের বিষয়

অবগত হন নাই। হায়নরত্নপ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ বলভদ্রের মতে—যবনজ্যোতিষ পারস্যভাষায় লিখিত, তাহা হইতে আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদগণ জাতকাদি কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদেরও বিবেচনায় হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রে যে যবনের মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাকে গ্রীকজ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সকল পুরাণাদিতেই ভারতের পশ্চিমসীমা যবন লিখিত আছে। পশ্চিমপ্রান্তবাসী ম্লেচ্ছগণই গ্রীক অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের নিকট যবন নামে খ্যাত ছিলেন; সম্ভবতঃ পশ্চিমপ্রান্তবাসী কোন যবনের গ্রন্থ হইতে জাতকাদি সম্বন্ধে হিন্দুগণ কতক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

চীনগণ বলে, তাহাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক ঘটনাবলীর তালিকা খৃষ্ট পূর্ব্বে ২৮৫৭ বৎসরের পুরাতন। কিন্তু ঐ তালিকায় কোন্ কোন্ দিন সূর্য্যগ্রহণ এবং কখন ধূমকেতুর উদয় হয়, কেবলমাত্র তাহাই বর্ণিত আছে; গ্রহণের দিন ব্যতীত সূক্ষ্মরূপে সময় নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। চীনসম্রাট্গণ গ্রহণ গণনা করিয়া বলিবার নিমিত্ত দৈবজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া রাখিতেন; গ্রহণ বলিয়া দিতে না পারিলে উহাদিগের প্রাণদণ্ড হইত। তাঁহাদিগের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, একটা দৈত্য সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডল গ্রাস করে, তাহাতেই গ্রহণ হয়; এজন্য ভয় প্রদর্শন করিয়া দৈত্যকে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রাস হইতে বিরত করিবার জন্য চীনগণ গ্রহণসময়ে ভয়ানক চীৎকার ও ঢক্কা, কাঁসী ইত্যাদি বাদ্য করিত। চীনদিগের বর্ণিত ঐ সকল গ্রহণের অনেকগুলি আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গণনা করিয়া মিলাইয়াছেন; কিন্তু টলেমির পূর্ব্ববর্ত্তী একটী মাত্র গ্রহণ ব্যতীত আর মিলে নাই। যাহা হউক, বহু পূর্ব্বকাল হইতে চীনগণ গ্রহণের ১৯ বৎসরের কালাবর্ত্ত জ্ঞাত ছিল এবং ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করিত। গ্রহণের ঐ কালাবর্ত্ত মিটন (Meton) গ্রীসে প্রচার করেন; তদবধি উহা মিটনিক কালাবর্ত্ত (Metonic) বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কথিত আছে, খৃষ্টের প্রায় ১১শ শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা ক্রান্তিপাত নিরূপণ করিত। চীনগণ বলে, ২২১ পূঃ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ ছিংছি হংটি জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ ভস্ম করিয়া ফেলেন, তজ্জন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ-বিরচিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট জ্যোতিষগ্রন্থ ও গণনানিয়মাদি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহারা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত অয়নচলনের (Precession of the equinoxes) বিষয় কিছুই জানিত না, কিন্তু বহুপূর্ব্ব হইতেই গ্রহণের গতির বিষয় অবগত ছিল।

প্রাচীন কাল্দীয়গণ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদিগের প্রণীত নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া জ্যোতিষ্কগণের উদয়াস্ত ও গ্রহণাদি গণনা করিত। গ্রীকগণ বাবিলন নগর অধিকার করিলে আরিষ্টটল আলেকসান্দারের আদেশে তথা হইতে ১৯০৩ বৎসরের প্রত্যক্ষীকৃত গ্রহণ সমুদায়ের এক তালিকা গ্রীসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। টলেমি ইহা হইতে ৬টী গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্ব প্রাচীনটী ৭২০ পূঃ খৃঃ অব্দের অধিক পুরাতন নহে। ঐ সকল গ্রন্থে গ্রহণসময়ের ঘণ্টামাত্র নির্দ্দিষ্ট এবং সূর্য্যাদির গ্রস্তাংশের পাদ পর্য্যন্ত স্থূলরূপে উল্লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রহণ দৃষ্টে হ্যালি চন্দ্রের গতির শীঘ্রতা প্রতিপাদন করেন, অর্থাৎ চন্দ্র পূর্ব্বে যে বেগে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিত, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা প্রমাণ করেন। কাল্দীয়গণের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের আর একটী প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহারা ৬৫৮৫⅓ দিনে একটী কালাবর্ত্ত ধরিত। এই সময়ে ২২৩টী চান্দ্রমাস হয় এবং গ্রহণের সংখ্যা ও গ্রস্তাংশের পরিমাণাদি প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে। ইহারা জলঘড়ি দ্বারা সময়, শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা ক্রান্তিবৃত্ত এবং অর্দ্ধচক্রাকৃতি সূর্য্যঘড়ি দ্বারা গগনমণ্ডলে সূর্য্যের অবস্থান নির্ণয় করিত। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেকে বিশ্বাস করেন, কাল্দীয়গণই সর্ব্বপ্রথম রাশিচক্র আবিষ্কার ও দিবসকে দ্বাদশ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

প্রবাদ, গ্রীকগণ মিসরীয়দিগের নিকট জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে। কিন্তু প্রাচীন মিসরীয় জ্যোতিষ উচ্চ অঙ্গের ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কথিত আছে, বুধ ও শুক্রগ্রহ যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, তাহা ইহারা জানিত। কিন্তু ঐ বর্ণনার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

ইহাদের কয়েকটা পিরামিড্ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে উত্তর দক্ষিণ অভিমুখে নির্ম্মিত, তাহাতে অনেকে অনুমান করেন, জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্যই উহারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, কিরূপে ছায়া মাপিয়া পিরামিডের উচ্চতা নিরূপণ করা যায়, তাহা থেল্স্ সর্ব্বপ্রথম ইহাদিগকে শিক্ষা দেন। মিসরীয়গণ তাঁহাকে বলে, সূর্য্য দুইবার পশ্চিমদিকে উদিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, মিসরীয় জ্যোতিষ অতি অকর্ম্মণ্য ও হীনাবস্থ ছিল।

গ্রীকগণই প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা। খৃষ্টের ৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে থেল্স্ (Thales) গ্রীকদিগের মধ্যে

জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রচলিত করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম গ্রীকদিগের মধ্যে পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করেন এবং গ্রীক নাবিকদিগকে ধ্রুবতারার নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ভল্লুক (Ursa Menor) নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিয়া উত্তরদিক্ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেন। কিন্তু থেলসের অনেক মত অসঙ্গত; তন্মধ্যে একটী এই, ইনি পৃথিবীকে জগতের কেন্দ্র এবং নক্ষত্র সকলকে প্রজ্বলিত অগ্নি বলিয়া মনে করিতেন।

থেল্‌সের পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের কয়েকটী মতের সহিত আধুনিক মতের সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

আনেক্সিমাণ্ডিস্ (Anaximandis) নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন অবগত ছিলেন। চন্দ্র যে সূর্য্যালোকে দীপ্ত হয়, তাহাও জানিতেন। অনেকে বলেন, ইনি বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডে শত শত পৃথিবীর অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং চন্দ্রমণ্ডলে নদীপর্ব্বতগৃহাদি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী গ্রীক জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের মধ্যে পিথাগোরাস্ প্রধান। ইনি প্রমাণ করেন, সূর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ ইহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, সন্ধ্যাতারা ও শুকতারা বাস্তবিক একই গ্রহ। কিন্তু ইঁহার মত ইঁহার পরবর্ত্তিগণ কেহ বিশ্বাস করিল না। অবশেষে কোপার্নিকাস (Copernicus) খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ মত বিশদরূপে সমর্থন করেন।

পিথাগোরাসের পর প্রায় দুই শতাব্দী পরে আলেকসান্দারের সমকালবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ্ প্রাদুর্ভূত হন, তন্মধ্যে মিটন (Meton) (খৃঃ পূঃ ৪৩২) স্বনামখ্যাত কালাবর্ত্ত প্রচার, ইউডোক্সাস্ গ্রীসে ৩৬৫ ১/৪ দিনে বৎসর গণনা প্রচলিত এবং সিরাকিউজ্‌বাসী নাইসেটাস্ (Nicetas) মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন স্থির করেন।

বিদ্যোৎসাহী টলেমিগণের বদান্যতায় আলেকসান্দ্রিয়ানগরে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি হয়। এ পর্য্যন্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক তথ্য প্রখরবুদ্ধি ব্যক্তিগণের উচ্চকল্পনাপ্রসূত বলিয়া গণ্য ছিল; ঐ সকল আপাতদৃষ্টির বিরুদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া লোকে সহজে বিশ্বাস করিত না। আলেকসান্দ্রিয়ার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুতর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সৌরজগতের বিষয় অবগত হইবার চেষ্টা করেন।

এই সময় স্থির নক্ষত্র সকলের অবস্থান, গ্রহগণের কক্ষা এবং ত্রিকোণমিতিমূলক যন্ত্রাদি সাহায্যে তারা প্রভৃতির কৌণিক দূরত্ব অবধারণ করা হয়। উক্ত পণ্ডিতগণ পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলের দূরত্ব ও পৃথিবীর পরিমাণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন।

এই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যে টিমোকারিস্ (Timocharis) ও আরিষ্টাইলস্ (Aristyllus) যে সমস্ত গণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিয়া পরবর্ত্তিকালে হিপার্কাস্ ক্রান্তিপাতগতি (Precession of the equinoxes) নির্ণয় করেন। অটোলিকাস্ (Autolycus)-প্রণীত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ গ্রীকভাষায় সর্ব্ব প্রাচীন।

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জ্যোতির্ব্বিদ্ হিপার্কাস্ (Hipparchus) জন্মগ্রহণ করেন (১৬০-১২৫ পূঃ খৃঃ)। ইনি গণিতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং যুক্তি উদ্ভাবন ও স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিক ঘটনা পরিদর্শন করিতেন। ইনি প্রায় ১০৮১টী তারার অবস্থান নির্দ্দেশক এক তালিকা প্রস্তুত করেন; ঐ তালিকাই প্রাচীনতম ও বিশ্বাসযোগ্য। হিপার্কাস্ অয়নচলন আবিষ্কার এবং পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে সূর্য্যের গতির গড় হ্রাস বৃদ্ধি এবং সৌর বৎসরের পরিমাণ নিরূপণ করেন। ইনি চন্দ্রের গতির হ্রাস বৃদ্ধি ও উহার উৎকেন্দ্রত্ব, মন্দফল ও চন্দ্রকক্ষার বক্রতা নির্ণয় করিয়াছেন।

ইহার প্রায় দুইশত বর্ষ পরে আলেকসান্দ্রিয়ানগরে টলেমি জন্ম গ্রহণ করেন (১৩০-১৫০ খৃঃ অঃ)। ইনি একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা, গায়ক, গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত ছিলেন।

ইঁহার আবিষ্কারের মধ্যে চন্দ্রের পরিলম্বন (Libration of the Moon) প্রধান। আলোকের বক্রীভবন ইঁহার আবিষ্কার। ইনি নানারূপ যান্ত্রিক হেতুবাদ দ্বারা পৃথিবীর গতি অস্বীকার করেন। গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে বলেন, গ্রহগণ চক্রপথে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, সমস্ত নক্ষত্র জগৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করে। তদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কয়েকটী ভ্রমাত্মক মত তৎপরবর্ত্তিকালে সাধারণে বিশ্বাস করিত। [টলেমি দেখ।] হিপার্কাস্ যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ মাত্র করিয়া গিয়াছেন, ইনি সেই সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে বর্ণন ও অনেক স্থলে সূক্ষ্মরূপে ফল বাহির, আবার অনেক স্থলে হিপার্কাসের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।

টলেমির পর গ্রীসে জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতি একরূপ শেষ হইল। তৎপরবর্ত্তী জ্যোতিষিগণ ফলিতজ্যোতিষের আলোচনা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতাদির টীকা, সমালোচনা ও সংশোধনাদি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন।

ইহার পর আরবদিগের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্ব্বিদ্

পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন। ৭৬২ খৃঃ অব্দে আরবগণ জ্যোতিষ আলোচনা আরম্ভ করে। খলিফা অল্-মনশুর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী হরুণ-অল্-রশীদ ও অল্-মামুন এই বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতিসাধন ও আলোচনায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। শেষোক্ত সম্রাটদ্বয় স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিদ্যা অনুশীলন করিতেন। যাহা হউক আরবগণ এই বিদ্যার বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহারা গ্রীক জ্যোতিষকে অত্যন্ত ভক্তি করিত, তথাপি ইহাদের গণনা ও গ্রহ-পর্য্যবেক্ষণাদি গ্রীকদিগের অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম হইত। ইহারা ক্রান্তিপাতের পশ্চিমগতি আরও সূক্ষ্মরূপে এবং অয়নান্ত বর্ষ (Tropical year) প্রায় সেকেণ্ড পর্য্যন্ত শুদ্ধরূপে গণনা করিত। অল্বাটানি (৮৮০ খৃঃ অব্দ) আরবদিগের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সূর্য্যের মন্দোচ্চের গতি আবিষ্কার, ক্রান্তিবৃত্তের বক্রতা নির্ণয় ও গ্রীকদিগের বহুতর গণনাদি সংশোধন করেন।

হিপার্কাস্ হইতে কোপার্নিকাসের সময় পর্য্যন্ত যত বৈদেশিক জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অল্বাটানি সর্ব্বপ্রধান জ্যোতিষ্ক-পর্য্যবেক্ষক।

ইবন্-য়ুনিস (১০০০ খৃঃ অব্দ) নামে জনৈক মিসরীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতও জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি বৃহস্পতি ও শনি গ্রহের বক্রতা ও উৎকেন্দ্রত্ব নিরূপণ করেন। ইনি দিগ্বলয় হইতে কোন তারার উচ্চতাপরিমাণ দ্বারা গ্রহণের স্পর্শ ও মোক্ষকাল নিরূপণ করেন। তদ্ভিন্ন ইহার অনেক গণনাদি আছে। ঐ সকল দৃষ্টে জানা যায় তাঁহার সময়ে ত্রিকোণমিতি অঙ্কশাস্ত্র উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

পারস্যের উত্তরভাগে জঙ্গিস্খাঁর উত্তরাধিকারিগণ একটী মান-মন্দির নির্ম্মাণ করেন তথায় নাসিরুদ্দীন কতকগুলি নক্ষত্রের তালিকা প্রস্তুত করিয়া যান। সমরকন্দে তৈমুরের একজন পৌত্র ১৪৩৩ খৃঃ অব্দে তারাগণের একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। উহা তাৎকালিক সকল তালিকা অপেক্ষা বিশুদ্ধ।

ইহার পর প্রাচ্য দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার অবনতি এবং পশ্চিময়ুরোপে ইহার আলোচনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১২৩০ খৃঃ অব্দে জর্ম্মণির ২য় ফ্রেডরিকের আদেশে আরবী আলম্যাগেষ্ট নামক গ্রন্থের অনুবাদ হয়। ১২৫২ খৃঃ অব্দে কাষ্টাইলের দশম অলন্সো আরব ও য়িহুদীদিগের সাহায্যে য়ুরোপীয় ভাষায় সর্ব্বপ্রথম জ্যোতিষ বিষয়ক তালিকা প্রস্তুত করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনায় লোকের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ঐ তালিকা টলেমির সহিত অনেকাংশে একতাপন্ন।

১২২০ খৃঃ অব্দে হোলিউড (Holy wood) সাহেব টলেমির মত সংক্ষেপ করিয়া অন্ দি স্ফিয়ার্স (On the spheres) নামক একখানি পুস্তক লিখেন; ঐ পুস্তক তৎকালে খুব প্রশংসিত ছিল। ইহার পর যে সকল ব্যক্তি জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ উক্ত বিদ্যার বিশেষ কোন উন্নতি করেন নাই। তবে ত্রিকোণমিতি প্রভৃতি গণিত শাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল।

তৎপরে বিখ্যাত কোপার্নিকাস্ আবির্ভূত হন (জন্ম ১৪৭৩, মৃত্যু ১৫৪৩ খৃঃ অব্দ)। ইনি প্রচলিত টলেমির মত খণ্ডন করিয়া অসম্পূর্ণ হইলেও একটী বিশুদ্ধ মত উদ্ভাবন করেন। এইরূপ প্রচলিত মত খণ্ডন করা বড় বিপজ্জনক, করিলেই সাধারণের বিরাগভাজন হইতে হয়। কোপার্নিকাস্ উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নিজ বিশুদ্ধ মত প্রচার করেন। ইহার মত কতকাংশে পিথাগোরাসের কথিত মতের ন্যায়। ইহার মতে সূর্য্যমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অচলভাবে অবস্থিত; ইহার চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন দূরে নিজ নিজ কক্ষায় পরিভ্রমণ করিতেছে। তৎকাল-পরিচিত সূর্য্য হইতে ক্রমান্বয়ে দূরবর্ত্তী গ্রহগণের নাম যথা—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই সৌরজগৎ হইতে কল্পনাতীত দূরে নক্ষত্রমণ্ডল অবস্থিত। চন্দ্র এক চন্দ্রমাসে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। তারাগণের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকের গতি প্রকৃত নহে, দৃষ্টিভ্রম মাত্র; কক্ষার উপর ঈষৎ হেলানভাবে স্থিত নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর আহ্নিক আবর্ত্তন জন্য উহা সংঘটিত হয়। প্রবাদ আছে, কোপার্নিকাস্ এইরূপ মত প্রচার করিতে সাহসী না হইয়া উহা কল্পিত বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু হাম্বোল্ট্ (Humblodt) বলেন, কোপার্নিকাস্ তেজস্বিনী ভাষায় প্রাচীন ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়া নিজমত প্রচার করেন এবং স্বরচিত On the revolution of the heavenly bodies নামক পুস্তক ছাপা দেখিয়া অনেকদিন পরে প্রাণত্যাগ করেন। সাধারণের বিশ্বাস ছাপা পুস্তক দেখিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহার প্রাণনাশ হয়।

কোপার্নিকাসের পরবর্ত্তী রেকর্ডি (Recorde) ইংরাজী ভাষায় জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও গোলকতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক প্রথম রচনা করেন।

আরবদিগের সময় হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত যত জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করেন, টাইকো ব্রাহি (Tyoho Brahe) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী,

ও ব্যবহারকুশল জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ১৫৪৬ খৃঃ অব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ১৬০১ খৃঃ অব্দে গতাসু হন।

টাইকো-ব্রাহি কোপর্নিকাসের মত খণ্ডন করিতে গিয়া অপযশভাগী হইয়াছেন। ইঁহার মতে পৃথিবী স্থির, সূর্য্য ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে এবং গ্রহগণ আবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এই ভ্রান্ত যুক্তি কোপার্নিকাসের সরল মতের বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও অনেক আপত্তি নিরাকরণ করে। টাইকো-ব্রাহি স্থির নক্ষত্রসকলের একটী বিশুদ্ধ তালিকা প্রস্তুত, চন্দ্রের পক্ষান্ত সংস্কারাদি নিরূপণ এবং আলোকের বক্র-গতি (Refraction) নির্ণয় করেন।

টাইকো-ব্রাহির অনুসন্ধানাদি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া কেপ্লার (Kepler) জ্যোতিষ-বিষয়ক অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। (জন্ম ১৫৭১, মৃত্যু ১৬৩০ খৃঃ অব্দ)।

ইঁহার আবিষ্কৃত নিয়মাবলী অদ্যাপি কেপ্লারের নিয়মাবলী (Kepler's Lanes) বলিয়া বিখ্যাত। ইনি কোপার্নিকাসের মতের অনেক ভ্রম সংশোধন করেন। অনেকের মতে ইনি মাধ্যাকর্ষণের বিষয় কতক অবগত ছিলেন।

গ্যালিলিও (Galileo জন্ম ১৫৬৪, মৃত্যু ১৬৪২ খৃঃ অব্দ) সর্ব্বপ্রথমে দূরবীক্ষণ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করেন। [গ্যালিলিও ও দূরবীক্ষণ দেখ।]

গ্যালিলিও প্রথমেই দূরবীক্ষণ-সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের বন্ধুরত্ব আবিষ্কার করিলেন। তৎপরে বৃহস্পতির চারি চন্দ্র, শনি গ্রহের বলয়, সূর্য্যমণ্ডলে কলঙ্ক-চিহ্ন এবং শুক্রগ্রহের কলা প্রভৃতি অতি শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সকল নূতন মতের প্রবর্ত্তনা জন্য যাজকগণ গ্যালিলিওর উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং অবশেষে তাঁহাকে মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিল। কিন্তু যাজকগণ যতই প্রতিকূলাচরণ করুন, এবং দার্শনিকগণ যতই বিরুদ্ধযুক্তি প্রদর্শন করুন, অনন্ত জগতের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী কিছুতেই প্রতিহত হইবার নহে।

ইহার পর ইংলণ্ডে জ্যোতির্ব্বিদ্যার যুগান্তর উপস্থিত হইল। নিউটন (জন্ম ১৬৪২, মৃত্যু ১৭২৭ খৃঃ অব্দ) প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার অতিশয় উন্নতি সাধন করেন। নিউটনের আবির্ভাবে জ্যোতির্ব্বিদ্যা নবজীবন লাভ করিল। ইতিমধ্যে নেপিয়ারের লগারিথম্ (Logerithm) দ্বারা জ্যোতির্গণনার অনেক সাহায্য এবং আলোকের গতি, পরিবীক্ষক ইত্যাদি দ্বারা জ্যোতিষ পর্য্যবেক্ষণের বিশেষ সুবিধা হয়। ক্যাসিনি (Casini.)- রাশিচক্রের আলোক (Zodical light), বৃহস্পতির চন্দ্রচতুষ্টয়ের গ্রহণ দেখিয়া উঁহাদের গতি, শনিগ্রহের দুইটী বলয় ও চারিটী চন্দ্র প্রভৃতি অনেক আবিষ্কার করেন।

নিউটন মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) ও তাহার নিয়মাবলী আবিষ্কার করেন। সাধারণের বিশ্বাস বৃক্ষ হইতে পক্ক আতা পতিত হইতে দেখিয়া নিউটন ঐ মহান্ আবিষ্কারে মনোযোগী হন। সম্ভবতঃ মানব-প্রতিভায় ইহা অপেক্ষা মহত্তর ও অধিক গৌরবান্বিত আবিষ্কার আর নাই *। ইহা ভিন্ন নিউটন সূচীচ্ছেদাকৃতিপথে ধূমকেতুদিগের গতি, পৃথিবীর ঈষৎ চেপ্টা গোল আকার, চন্দ্র ও জোয়ার-ভাটার সম্বন্ধ নির্ণয় করেন।

নিউটনের সমকালে ফ্লামষ্টিড্ (Flamsteed), হ্যালি (Hally) প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু তারা প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যার অনেক উন্নতি করিয়াছেন।

ইহার পর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্গণ জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় দূরবীক্ষণের উৎকর্ষ-সাধন, বহুসংখ্যক যন্ত্রের সৃষ্টি ও অঙ্কশাস্ত্রে উন্নতিহেতু জ্যোতির্ব্বিদ্যার মহতী উন্নতি সাধিত হয়।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হর্শেল ইউরেনস্ (Uranus) নামে একটী নূতন গ্রহ আবিষ্কার করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ৪০ ফিট্ দীর্ঘ স্বীয় দূরবীক্ষণ-সাহায্যে ছায়াপথ বিশ্লিষ্ট করিয়া তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। তিনি ইউরেনসের দুইটী চন্দ্র, শনিগ্রহের আরও দুইটী চন্দ্র প্রভৃতির বিষয়, নীহারিকার রহস্য এবং দ্বন্দ্ব (Double stars) ও ত্রি- (Triple stars) তারকা আবিষ্কার করেন। এইরূপে আরও অনেকানেক জ্যোতির্ব্বিদ্দিগের অধ্যবসায়-গুণে ও যন্ত্রাদির সাহায্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

১৯শ শতাব্দীর আরম্ভেই ৪টী ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ক্রমে এ পর্য্যন্ত (১৮৯২ খৃঃ অব্দ) প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেপচুন (Neptune) গ্রহের আবিষ্কার বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রধান ঘটনা।

ইউরেনস্ গ্রহের গতির বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া অনেকে অনুমান করিতেন, ইহা বৃহস্পতি ও শনি ব্যতীত অন্য কোন অনির্দ্দিষ্ট গ্রহের আকর্ষণ জন্য সংঘটিত হয়। লেভারিয়ার (Leverrier) নামে জনৈক নবীন ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ ইহা দেখিয়া ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে অজ্ঞাত ঐ গ্রহের আকার, পরিমাণ ও আকাশে অবস্থান পর্য্যন্ত নিশ্চয়

* নিউটনের বহু পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য "আকৃষ্টিশক্তি" নামে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। (গোলাধ্যায় ২।৫)

করিয়া এক প্রবন্ধ বাহির করেন। একমাস গত হইতে না হইতে বার্লিন নগরে গেল (M. Galle) নেপচুন গ্রহ বাহির করিয়া ফেলিলেন; ইহার প্রায় এক বর্ষ পূর্ব্বে কেম্‌ব্রিজ নগরে এডাম্‌স্ (M Adams) আরও সূক্ষ্মতর গণনা দ্বারা নেপচুনের অস্তিত্ব ও অবস্থান বাহির করিয়া উহা চালিসকে (M Challis) জ্ঞাপন করেন। ইনি দুইবার ঐ গ্রহকে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এয়ারি (Airy) শূন্যমার্গে সৌরজগতের গতি নিরূপণ করেন।

এখন য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক প্রধান প্রধান নগরে এবং উপনিবেশসকলে মানমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজকীয় সাহায্যে ঐ সকলে পর্য্যবেক্ষণাদি চলিতেছে। প্রায় সকল সুসভ্য দেশেই জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা করিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঐ সকল সমিতি হইতে প্রতি বৎসর ভূরি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বাহির হইয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের পুস্তকাদিও মুদ্রিত হইয়া থাকে এবং আকাশমণ্ডলে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু নক্ষত্রাদির প্রাত্যহিক অবস্থান সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ঐ সমস্ত গণনা বাহির হইতেছে। ইহা দ্বারা বহুবৎসরের ঘটনাসকল বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ অনেক তথ্য বাহির করিতেছেন। গগনমণ্ডলের সুন্দর চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং উহাতে ভিন্ন ভিন্ন কালে জ্যোতিষ্কগণের অবস্থান, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহাদির দৃশ্যমান গতিপথ প্রভৃতি অতি বিশদরূপে প্রদর্শিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও তারা প্রভৃতির যথাযথ চিত্র প্রস্তুত করিতে ফটোগ্রাফ্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এখন য়ুরোপীয় ভাষায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের এত অধিক পুস্তকাদি রচিত হইয়াছে যে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে অতি সহজে এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিদ্যা সুশৃঙ্খল ও সহজবোধ্য হইয়াছে।

জ্যোতিষিক (পুং) জ্যোতিঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রং অধীতে উক্থদিত্বাৎঠক্। জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যয়নকারী।

জ্যোতিষিন্ (ত্রি) জ্যোতিষং জ্ঞেয়ত্বেন অস্ত্যস্য ইনি। জ্যোতিঃশাস্ত্রাভিজ্ঞ;

জ্যোতিষী (স্ত্রী) জ্যোতিরস্ত্যস্যাঃ ইতি অচ্ ঙীপ্। তারা।

জ্যোতিষ্ক (পুং) জ্যোতিরিব কায়তি কৈ-ক। ১ মেথিকাবীজ, মেথী। (রাজনিঃ) ২ চিত্রকবৃক্ষ, চিত্রে গাছ। চিত্রক-বীজের তৈল দুগ্ধসহযোগে সর্জ্জিকা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে উদররোগ প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত চিকিং ২৪ অং) ৩ গণিকারিকা বৃক্ষ। (রত্নমালা) ৪ মেরুর শৃঙ্গভেদ, এই শৃঙ্গ মহাদেবের অতিশয় প্রিয়।

"তদীশভাগে তত্রাস্তেঃ শৃঙ্গমাদিত্যসন্নিভং।
যত্তৎ জ্যোতিষ্কমিত্যাহুঃ সদা পশুপতেঃ প্রিয়ং।"

৫ গ্রহ তারা নক্ষত্র প্রভৃতি, এই অর্থে জ্যোতিষ্ক শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

জ্যোতিষ্কা (স্ত্রী) জ্যোতিষ্ক-টাপ্। জ্যোতিষ্মতীলতা।

জ্যোতিষ্কৃৎ (ত্রি) জ্যোতিঃ করোতি জ্যোতিঃ কৃ ক্বিপ্। আদিত্য। "জ্যোতিষ্কৃতো অধ্বরস্য" (ঋক্ ১০।৬৬।১)। 'জ্যোতিষ্কৃতো আদিত্যাখ্যস্য তেজসঃ।' (সায়ণ)

জ্যোতিষ্টোম (পুং) জ্যোতিংষি স্তোমা যস্য বহুব্রী (জ্যোতিরায়ুষঃ স্তোমঃ। পা ৮।৩।৮৩) ইতি ষত্বং। স্বনামখ্যাত যজ্ঞবিশেষ, এই যজ্ঞ করিতে ১৬ জন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের আবশ্যক এবং এই যজ্ঞ সমাপনান্তে ১২শত গো দক্ষিণা দিতে হয়। [যজ্ঞ দেখ।]

জ্যোতিষ্পথ (পুং) জ্যোতিষাং পন্থা ৬তৎ। আকাশ।

জ্যোতিষ্মৎ (ত্রি) জ্যোতিরস্ত্যস্য মতুপ্। ১ জ্যোতির্যুক্ত, প্রকাশযুক্ত। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ প্লক্ষদ্বীপস্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

জ্যোতিষ্মতী (স্ত্রী) জ্যোতিষ্মৎ ঙীপ্। (Cordiospermum halitcacabum) ১ লতাবিশেষ, লতাফট্কী, বনউচ্ছে। হিন্দুস্থানে ঊর্মিজিনী, করহা, মালকঙ্গুনী বলিয়া খ্যাত। সংস্কৃত পর্য্যায়—পারাবতপদী, নগনা, স্ফুটবন্ধনী, পূতিতৈলা, হিঙ্গুলী পারাবতাঙ্ঘ্রি, কটভী, পিণ্যা, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতির্লতা, সুপিঙ্গলা, দীপ্তা, মেধ্যা, মতিদা, দুর্জ্জরা, সরস্বতী অমৃতা। সূক্ষ্মা জ্যোতিষ্মতীর গুণ—অতিশয় তিক্ত, কিঞ্চিৎ কটু, বাত ও কফনাশক। স্থূল জ্যোতিষ্মতীর গুণ—দাহপ্র দীপন, মেধা ও প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) তীক্ষ্ণ ব্রণ বিস্ফোটকনাশক। (রাজব°) কটু, তিক্ত, কফ ও বায়ুনাশ অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবৃদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ (ভাবপ্র°) *।

* ইহা একপ্রকার তেজস্বিনী লতা। ইহার আকৃতি, উচ্ছেপত্র ম... এজন্য ঢাকা প্রভৃতি প্রদেশে ইহাকে বনউচ্ছে কহে। ইহার ফল ... কার সূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা আবৃত ও তিনটী শিরাযুক্ত, মধ্যে তিনটী ক... বীজ আছে, ঐ ফল প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ অরুণ বর্ণ হয়, যদি কোনরূ... কেহ টিপ দেয়, তাহা হইলে পট্ করিয়া একটা শব্দ হয়, এই জন্য ... কেরা ইহা ক্রীড়ায় জন্য ব্যবহার করে। ইহা দুই জাতি, দুবন... জ্যোতিষ্মতী প্রায় বঙ্গাদি প্রদেশে দেখা যায়, মহাজ্যোতিষ্মতী কাশ্মী... প্রদেশে অধিক জন্মে।

২ যোগশাস্ত্রোক্ত সত্ত্বপ্রধান চিত্তবৃত্তিবিশেষ।

"বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী" (পাত° দ°) সত্ত্বগুণ প্রকাশবতী বিশোকা (চিত্তের রজ-তম পরিণামরহিত অতএব দুঃখশূন্য) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে চিত্তের স্থৈর্য্য সাধিত হয়, সাত্ত্বিক প্রকাশ হইলেই সর্ব্বদা সুখ অনুভূত হইতে থাকে, তখন রজোগুণের পরিণামস্বরূপ শোকমোহাদি কিছুই থাকে না, তখন প্রশান্ত তরঙ্গ ক্ষীরোদসাগরতুল্য বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ ভাবনা করিলেই জ্ঞানের আলোক বর্দ্ধিত হয় ও সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির ক্ষয় হইতে থাকে, তাহা হইলে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। তখন জ্যোতিষ্মতী বা চিত্তের স্থিতিনিবন্ধন প্রবৃত্তি হয়। (পাত° দ°) ৩ অগ্নিপুরী। [অগ্নিলোক দেখ।] ৪ রাত্রি। (রাজনি°) ৫ নদীবিশেষ।

"সরস্বতী প্রভবতি তস্মাজ্জ্যোতিষ্মতী তু যা।
অবগাঢ়ে হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্বপশ্চিমৌ॥" (মৎস্য পু° ১২০।৬৫)

জ্যোতিস্ (পুং) দ্যোততে দ্যুত্যতে বা দ্যুত ইসুন্ দস্য জাদেশ বা জ্যুত-ইসুন্। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। (মেদিনী) ৩ মেথিকাবৃক্ষ। (রাজনি°) ৪ নেত্রকনীণিকামধ্যস্থ দর্শনসাধন পদার্থ। (শব্দার্থচি°) ৫ নক্ষত্র। ৬ প্রকাশ। (শব্দচ°) (ক্লী) ৭ স্বয়ংপ্রকাশ, সর্ব্বাবভাসক চৈতন্য। ৮ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সংখ্যাভেদ। ৯ বিষ্ণু। (বিষ্ণু স°) বেদান্তদর্শনে জ্যোতিঃ শব্দে পরব্রহ্ম।

'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ' (বেদান্তসূ° ১।১।২৪) 'চক্ষুর্বৃত্তে নিরোধকং শার্ব্বরাদিকং তমঃ তস্যা এবানুগ্রাহকমাদিকং জ্যোতিঃ' (ভাষ্য) চক্ষুর্বৃত্তির নিরোধকারী শর্ব্বরী প্রভৃতিই তমঃ, তাহার অনুগ্রাহক আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ। ১০ তেজোদ্রব্যমাত্র, জ্যোতিঃসার, জ্যোতিস্তত্ত্ব, জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত প্রভৃতি।

জ্যোতিস্তত্ত্ব (ক্লী) জ্যোতিষাং তত্ত্বং ৬তৎ বা জ্যোতিষাং তত্ত্বং যত্র বহুব্রী। জ্যোতিষ। রঘুনন্দনকৃত জ্যোতিঃসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থে জ্যোতিষের প্রায় সকল বিষয়ই সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। জ্যোতিষের তত্ত্ব।

জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত (পুং) জ্যোতিষাং সিদ্ধান্তঃ ৬তৎ। জ্যোতিঃগ্রন্থবিশেষ।

জ্যোতীরথ (পুং) জ্যোতিষেব রথোহস্য, জ্যোতিষঃ রথ ইব বা। ১ ধ্রুবনক্ষত্র, জ্যোতির্মণ্ডল ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়া ইহার নাম জ্যোতীরথ। ২ নির্ব্বিষজাতীয় সর্প। (বিশ্ব)

জ্যোতীরস (পুং) জ্যোতিশ্চ রসশ্চ, (দ্বন্দ্ব)। নক্ষত্র ও পারদরস।

"কেচিৎ জ্যোতীরসপ্রখ্যা" (রামা° ২।৯৪।৬)

জ্যোতীরূপস্বয়ম্ভু (পুং) জ্যোতিঃরূপং যস্য তাদৃশঃ স্বঃ স্বয়ম্ভুঃ। ব্রহ্মা, ব্রহ্মার রূপ জ্যোতির্ম্ময়, এইজন্য ইহার নাম জ্যোতীরূপস্বয়ম্ভু।

জ্যোৎস্না (স্ত্রী) জ্যোতিরস্ত্যস্যাং নিপাতনাৎ ন প্রত্যয়ঃ উপধালোপশ্চ, (জ্যোৎস্নাতমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ১ কৌমুদী, চন্দ্রজ্যোতিঃ। পর্য্যায়—চন্দ্রিকা, চান্দ্রী, কামবল্লভা, চন্দ্রাতপ, চন্দ্রকান্তা, শীতা, অমৃততরঙ্গিণী। ২ জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রি। (মেদিনী) ৩ পটোলিকা। (অমরটীকাস্বামী) চলিত কথায় ঝিঙে। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, (রাজনি°) কষায়, মধুর, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

৪ শ্বেতঘোষা। (রাজব°) ৫ দুর্গা।

"জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপায়ৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ।" (চণ্ডী ৫ অঃ)

৬ প্রভাতকাল।

"জ্যোৎস্না সমভবৎ সাপি প্রাক্‌সন্ধ্যা যাভিধীয়তে।"

(বিষ্ণুপু° ১।৫।৩৬)

জ্যোৎস্নাকালী (স্ত্রী) সোমের কন্যা, ইনি বরুণপুত্র পুষ্করের পত্নী।

"রূপবান্ দর্শনীয়শ্চ সোমপুত্র্যাবৃতঃ পতিঃ।
জ্যোৎস্নাকালীতি যামাহুর্দ্বিতীয়াং রূপতঃ শ্রিয়ং॥"

(ভারত ৫।৯৭ অঃ)

জ্যোৎস্নাদি (পুং) জ্যোৎস্না, তমিস্রা, কুণ্ডল, কুতুপ, বিসর্প, বিপাদিক, এই কয়টী জ্যোৎস্নাদিগণ। মত্বর্থে এই সকল শব্দের উত্তর অণ্ হয়।

জ্যোৎস্নাপ্রিয় (পুং) জ্যোৎস্নাপ্রিয়া যস্য বহুব্রী, চকোর। (হেম°)

জ্যোৎস্নাবৎ (ত্রি) জ্যোৎস্না অস্ত্যস্য জ্যোৎস্না-মতুপ। জ্যোৎস্নাযুক্ত।

জ্যোৎস্নাবৃক্ষ (পুং) জ্যোৎস্নায়াঃ বৃক্ষ ইব ৬তৎ। দীপাধার, (ত্রিকা°) চলিত কথায় পিলসুজ।

জ্যোৎস্নী (স্ত্রী) জ্যোৎস্না অস্ত্যস্যা ইত্যণ্ ঙীপ্ চ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ।

১ চন্দ্রিকাযুক্ত রাত্রি। ২ পটোলিকা। (অমর) চলিত কথায় ঝিঙ্গা। ৩ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

জ্যোৎস্নেশ (পুং) জ্যোৎস্নায়া ঈশঃ ৬তৎ। জ্যোৎস্নার অধিপতি।

জ্যৌতিষ (ক্লী) জ্যোতিষ ইদং অণ্। জ্যোতিষসম্বন্ধীয়।

জ্যৌতিষিক (পুং) জ্যোতিষং অধীতে বেদ বা উক্থাদি° ঠক্। জ্যোতির্ব্বিদ্, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষাধ্যায়ী।

জ্যৌৎস্ন (ত্রি) জ্যোৎস্নয়া অন্বিতঃ ইত্যণ্। দীপ্ত, জ্যোৎস্নাযুক্ত।

জ্যৌৎস্নিকা (স্ত্রী) জ্যোৎস্না অস্তি যস্যাঃ ইতি ঠক্ পূর্ব্ব বৃদ্ধিটাপ্ চ। জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রি। (শব্দর°)

জ্বর (পুং) জ্বরতি জীর্ণোত্তবত্যনেন জ্বর-করণে ঘঞ্। জ্বরণ, স্বনামখ্যাত রোগভেদ; পর্য্যায়—জূর্ত্তি, জরি, আতঙ্ক, রোগপৃষ্ঠ, মহাগদ, তাপক, সন্তাপ।

প্রাণিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে প্রত্যেক প্রাণীই কোন না কোন সময়ে রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যদিগকেই অধিক পরিমাণে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে লক্ষিত হয়। কাহাকে একাধিক, কাহাকে বা একটীমাত্র রোগে আক্রমণ করে। ফলতঃ কোন মানবই চিরকাল সুস্থ শরীরে সমভাবে থাকে না। এইজন্যই প্রাচীন পণ্ডিতগণ "শরীরংব্যাধিমন্দিরং" এই কথাটী প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যাধি দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক ব্যাধি আগ্নেয়, সৌম এবং বায়ব্য এইতিন ভাগে এবং মানসিক ব্যাধি রাজস ও তামস এই দুইভাগে বিভক্ত। নিদান, পূর্ব্বরূপ, লিঙ্গ, উপশয় এবং সংপ্রাপ্তিদ্বারা ব্যাধির জ্ঞান জন্মে। রোগের কারণ সাধারণতঃ তিনপ্রকার ধরা হইয়া থাকে—ইন্দ্রিয়ার্থ, কর্ম্ম ও কাল। ইহাদিগের অতিযোগ, অযোগ ও মিথ্যাযোগে রোগের উৎপত্তি হয়; কিন্তু সমভাবে ব্যবহৃত হইলে শরীর সুস্থ থাকে। পূর্ব্বোক্ত শারীরিক ও মানসিক রোগ ব্যতীত আর এক প্রকার রোগ আছে, তাহাকে আগন্তুক কহে। শরীরদোষসম্ভূত রোগের নাম শারীরিক; ভূত, বিষ, বায়ু, অগ্নি ও প্রহারাদিজনিত রোগের নাম আগন্তুজ এবং প্রিয়বস্তুর অলাভ ও অপ্রিয় বস্তুর লাভজনিত রোগের নাম মানসিক।

মনুষ্যগণ জ্বরেই অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত রোগে পীড়িত হয় তাহারও মূলীভূত কারণ জ্বর। শারীর রোগের মধ্যে প্রথমেই জ্বর জন্মে। জ্বর হইলে, পরে তাহা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া অন্যান্য রোগ সৃষ্টি করে। শরীরের বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্মায়, এজন্য ইহার নাম জ্বর। জ্বর যেমন দারুণ, বহু পীড়াজনক ও দুশ্চিকিৎস্য, অন্য কোন ব্যাধি সেরূপ নহে। জ্বর প্রাণিগণের প্রাণনাশক; দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনের সন্তাপোৎপাদক, প্রজ্ঞা, বল, বর্ণ এবং উৎসাহের অবসন্নতাকারক। জ্বরে শরীরের অবসাদ, বেদনা, শ্রম, ক্লান্তি, মোহ এবং আহারে অপবোধ জন্মে। প্রাণিগণ জ্বরের সহিতই উৎপন্ন হয় এবং জ্বরাভিভূত হইয়াই প্রাণত্যাগ করে। সুশ্রুতে কথিত আছে, জ্বর সকল রোগের রাজা, রুদ্রকোপানলসম্ভূত এবং সর্ব্বলোকপ্রতাপন। বাতিক, পৈত্তিক প্রভৃতি নামে খ্যাত। প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যুকালে প্রায়ই শরীরে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে সকল রোগের রাজা বলা যায়। দেবতা ও মনুষ্য ব্যতিরেকে ইহার প্রভাব কেহই সহ্য করিতে পারে না। মানবগণ কর্ম্মফলদ্বারা দেবত্ব লাভ এবং কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার স্বর্গচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। দেহে দেবভাগ থাকা প্রযুক্তই মানবগণ জ্বরের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে। অপরাপর তির্য্যক্‌যোনিজাত প্রাণিগণ জ্বরে নিরতিশয় বিপন্ন হয়।

হরিবংশে জ্বরের উৎপত্তি নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মহাদেব বাণরাজার জন্য 'জ্বর' নামক একজন যোদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বাসুদেব কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ বাণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও প্রদ্যুম্নের সহিত তাঁহার উদ্ধারার্থ গমন করেন। এই উপলক্ষে দানবাধিপতি বাণের সহিত তাঁহাদিগের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। যুদ্ধে দৈত্যসেনাগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও ব্যথিত হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে কালান্তক সদৃশ ভীষণমূর্ত্তি জ্বর ভস্মাস্ত্র লইয়া সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইল। জ্বরের তিন পা, তিন মস্তক, ছয় বাহু, নবলোচন। ইহার কণ্ঠস্বর সহস্র সহস্র ঘন গর্জ্জিতের ন্যায়, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান করিয়া জৃম্ভণ করিতেছে, শরীর যেন অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত ও অলস হইয়া পড়িতেছে, নেত্রদ্বয় মুখমণ্ডলকে সমাকুল করিতেছে। ইহার গাত্র রোমাঞ্চিত, চক্ষু আবিল এবং চিত্তক্ষিপ্তের ন্যায় *। জ্বর রণাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া বলরামকে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জ্বরের সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে মৃত বোধ করিয়া যেমন তাহাকে বাহুবলে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবেন, অমনি সে অতর্কিতভাবে তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের শরীরে জ্বরাবেশ হওয়াতে রোমাঞ্চ, জৃম্ভণ, শ্বাসপতন, আলস্য ও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার শরীরে জ্বরাবেশ হইয়াছে। তখন তিনি সেই জ্বর বিনাশের নিমিত্ত অন্য এক জ্বরের সৃষ্টি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই নবসৃষ্ট বৈষ্ণব জ্বরকে আদেশ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বলে পূর্ব্বপ্রবিষ্ট জ্বরকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করিল। কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করিয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে সে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইল। সেই সময় জ্বরকে রক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণের উদ্দেশে একটী আকাশবাণী শ্রুত হইল। শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে পরিত্যাগ করিলেন।

* জ্বরের রূপ বর্ণনা নিতান্ত কাল্পনিক নহে। যাহারা জ্বরাক্রান্ত হয়, তাহাদিগের শারীরিক অবস্থা তখন প্রায় উল্লিখিতরূপই হইয়া থাকে।

জ্বর কৃষ্ণের হস্তে জীবনলাভ করিয়া তাঁহার নিকট একটী বর প্রার্থনা করিল। জ্বর কহিল, হে কৃষ্ণ, হে দেবেশ, আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই বর প্রদান করুন যেন জগতে আমি ভিন্ন অন্য কোন জ্বর না থাকে।

কৃষ্ণ কহিলেন, বরপ্রার্থিদিগকে বর প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষ তুমি শরণাগত। তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় তুমিই একমাত্র জ্বর থাকিবে; দ্বিতীয় জ্বর যাহা আমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, উহা আমার শরীরে লীন হউক। শ্রীকৃষ্ণ জ্বরকে আরও কহিলেন, এই জগতে স্থাবর, জঙ্গম ও সর্ব্বজাতির মধ্যে তুমি যেরূপে বিচরণ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার আত্মাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ দ্বারা চতুষ্পদ প্রাণীকে, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা স্থাবর এবং তৃতীয়ভাগ দ্বারা মানবজাতিকে ভজনা কর। তোমার তৃতীয়ভাগের চতুর্থাংশ পক্ষিকুল মধ্যে এবং অবশিষ্টাংশ মনুষ্য মধ্যে ঐকাহিক, থোরক ও চতুর্থক নামে বিচরণ করিবে। বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে কীট, পত্র মধ্যে সঙ্কোচ অথবা পাণ্ডু, ফল মধ্যে আতুর্য্য, পদ্মিনীতে হিম, পৃথিবীতে উষর, জলমধ্যে নীলিকা, ময়ূর মধ্যে শিখোদ্ভেদ, পর্ব্বত মধ্যে গৈরিক, গো-মধ্যে অপস্মারক ও থোরক নামে অভিহিত হইয়া তুমি বিচরণ করিবে। তোমাকে দর্শন বা স্পর্শ করিলেই প্রাণিমাত্রেই নিধন প্রাপ্ত হইবে; দেবতা ও মনুষ্য ব্যতীত অন্য কেহ তোমার প্রভাব সহ্য করিতে পারিবে না।

জ্বরের উৎপত্তি-সম্বন্ধে আর একটী উপাখ্যান আছে। পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে মহাদেব দিব্য এক সহস্র বৎসর অক্রোধ ব্রত অবলম্বন করিলে অসুরগণ অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন তিনি মহাত্মা মহর্ষিদিগের তপোবিঘ্ন হইতেছে জানিয়াও এবং তাহার যথোচিত প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াও উপেক্ষা করিলেন; কারণ তখন ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হইবে। ইহার পর দক্ষপ্রজাপতি দেবগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও মহাদেবের প্রাপ্য যজ্ঞভাগ কল্পনা না করিয়া যজ্ঞের সিদ্ধিকারক বেদোক্ত পাশুপত মন্ত্র এবং শৈব্য আহুতি পরিত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর আত্মবিৎ প্রভু মহাদেব ব্রত সমাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দক্ষ কর্ত্তৃক নিজ অপমান জানিতে পারিলেন এবং রৌদ্রভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ললাটে নয়ন সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞবিঘ্নকারী উল্লিখিত অসুরদিগকে দগ্ধ ও ক্রোধাগ্নিসন্দীপিত শত্রুনাশন এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই বাণে দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস হইল এবং দেব ও ভূতগণ সন্তপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

তখন দেবগণ সপ্তর্ষিদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকারে মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবতাদিগের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া যেমন শৈবভাব অবলম্বন করিলেন, অমনি সর্ব্বত্র মঙ্গল বিরাজমান হইল। যখন ঐ ক্রোধাগ্নি মহাদেবকে জীবগণের মঙ্গলসাধনে অভিলাষী দেখিল, তখন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, ভগবন্! এখন আমি আপনার কি আদেশ পালন করিব, আজ্ঞা করুন। মহাদেব তাহাকে বলিলেন, তুমি জীবগণের জন্ম-মৃত্যু এবং জীবিত সময়ে জ্বরস্বরূপ হইবে। * এই প্রকারে জ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে।

সন্তাপ, অরুচি, তৃষ্ণা, অঙ্গমর্দ্দ এবং হৃদয়ে বেদনা এই গুলি জ্বরের স্বাভাবিকী শক্তি।

সমনস্ক একমাত্র শরীরই জ্বরের অধিষ্ঠান। শারীরিক ও মানসিক সন্তাপ প্রত্যেক জ্বরের প্রধান লক্ষণ। জ্বরে আক্রান্ত হইলে কোনরূপ কষ্ট প্রাপ্ত হয় না, এরূপ প্রাণী জগতে বিদ্যমান নাই।

সাধারণতঃ জ্বরোৎপত্তির কারণ দুই প্রকার—সামান্য এবং প্রধান। বাতপিত্ত প্রভৃতির প্রকোপজনক আহার-বিহারাদিই সামান্য কারণ এবং জল, বায়ু, দেশ, কাল প্রভৃতির দূষণ ভাব প্রধান কারণ।

শারীরিক বাতপিত্তাদি এবং মানসিক রজ ও তমঃ দোষ জ্বরের প্রকৃতি। কোন জ্বরই দোষের সংস্রব ব্যতিরেকে কখনও মনুষ্যদিগের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, এই জ্বরই ক্ষয়, পাপ্মা ও মৃত্যু এবং দুষ্কৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়।

সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে জ্বর অষ্ট প্রকার—ইহা বিবিধ কারণে উৎপন্ন হয়। দোষসকল স্ব স্ব কালে ও স্বীয় স্বীয় প্রকোপনহেতু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। দোষ স্ব স্ব হেতুদ্বারা কুপিত হইয়া আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক স্বীয় উষ্ণতাসহযোগে রসধাতু আশ্রয় করে। সেই কুপিত দোষ ও রস দ্বারা স্বেদ ও রস-

* রুদ্রের ক্রোধসম্ভূত নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জ্বর স্বভাবতঃ পিত্তাত্মক, কারণ, ক্রোধ হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয়। অতএব সর্ব্বপ্রকার জ্বরেই পিত্তবিনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বাগ্‌ভটও বলিয়াছেন, পিত্ত ব্যতীত উষ্ম্য নাই এবং উষ্মা ভিন্ন জ্বর নাই। সুতরাং সকল প্রকার জ্বরেই পিত্তের পক্ষে যে সকল দ্রব্য অহিতকর, তাহা পরিত্যাগ করা উচিত।

বাহ্য শিরার পথ সমস্ত রুদ্ধ হইলে জঠরানল মন্দীভূত হয়। দোষের প্রকোপকালে পাকস্থলী হইতে সেই অগ্নি বহির্ভাগে নিঃসৃত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইলে জ্বর প্রকাশ পায়। জ্বর জন্মিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং ত্বক, মূত্র ও পুরীষাদি দোষানুসারে বিবর্ণ হয়।

মিথ্যা আহার-বিহার বা স্নেহাদি ক্রিয়া দ্বারা, অভিঘাত বা অন্য কোন রোগোৎপত্তি হেতু বা শরীরে ব্রণাদি পাককালে অথবা শ্রম, ক্ষয়, অজীর্ণতা বা কোন প্রকার বিষ দ্বারা অথবা অত্যন্ত আহারাদির বা ঋতুর বিপর্য্যয় এবং ওষধি বা পুষ্প-গন্ধ হেতু, শোক, নক্ষত্রপীড়া, অভিচার বা অভিশাপ অথবা কাল্পনিক শঙ্কা জন্য এবং মৃতবৎসা বা জীবিতবৎসা স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যাবতরণকালে অহিতাচার হেতু ধাতু কুপিত হয়; এবং উদ্‌ভ্রান্ত বিপথগামী বেগবান্ দোষ দ্বারা অভ্যন্তরস্থ জঠরাগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে পাকস্থলীস্থিত রস রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদেহ উষ্ণ হইয়া উঠে এবং সর্ব্বাঙ্গে এককালে ঘাম বন্ধ হয়। স্বেদের অবরোধ, গাত্রের উত্তাপ এবং সকল অঙ্গের জড়তা বা বেদনা; এইগুলি সমস্ত এক সময়ে ঘটিলে জ্বর বলা যায়। বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা ইহাদের এক একটী পৃথক্ ভাবে কিংবা দুইটী বা তিনটী একত্র দূষিত হইলে এবং আগন্তুজ কারণে জ্বর জন্মে। জ্বর অষ্টবিধ—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুজ।

চরকসংহিতায় কথিত আছে, আট প্রকার কারণ হইতে মানবগণের জ্বর জন্মিয়া থাকে; যথা—বায়ু, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, পিত্তশ্লেষ্মা, বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্তশ্লেষ্মা এবং আগন্তুক।

রুক্ষগুণবিশিষ্ট বস্তু, লঘু বস্তু, শীতল বস্তু, পরিশ্রম, বমন বিরেচন এবং আস্থাপন, (নিরূহবস্তি) প্রভৃতির অতিশয় উপযোগ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অনশন, অভিঘাত, স্ত্রীসংসর্গ, উদ্বেগ, শোক, শোণিতস্রাব, রাত্রিজাগরণ, এবং বিষম প্রকারে (বিপরীত ভাবে) শরীর ক্ষেপণ, ইহাদিগের আতিশয্যে বায়ু, প্রকুপিত হইয়া উঠে। পরে সেই প্রকুপিতবায়ু আমাশয়ে প্রবিষ্ট হইলে ভুক্তদ্রব্য পরিপাকহেতু মল ধাতুকে প্রাপ্ত হয়; অনন্তর রস এবং স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন ও পাকাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া পক্বাশয় হইতে উষ্মাকে বহির্ভাগে আনয়ন করে ও সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। এই সময় বাতজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বাতজ্বর হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্ষণে ক্ষণে শারীরিক উষ্ণভাবের এবং জ্বরবেগ ও মলনির্গমকালের বিষমতা। প্রায়ই আহারের সম্পূর্ণ জীর্ণাবস্থায়, দিবসের অন্তে এবং অধিকাংশরূপে বর্ষাকালে এই জ্বরের আগমন অথবা অভিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিশেষ প্রকারে নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্ম্মের অত্যন্ত পরুষতা এবং অরুণবর্ণতা লক্ষিত হয়।

শরীরে নানাপ্রকার ক্লিপ্ত ভাব এবং নানাপ্রকার চলাচল বেদনা, পাদদ্বয়ে ঝিন্‌ঝিনি বেদনা, পিণ্ডিকোদ্বেষ্টন অর্থাৎ মাংস মোড়া দেওয়ার ন্যায় বোধ, জানু এবং সন্ধিস্থানের বিশ্লেষণ, উরুর অবসন্নতা, কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, বাহু, অংস এবং বক্ষঃ প্রভৃতি স্থলে ক্রমে ভগ্নবৎ, রুগ্নবৎ, মৃদিত, মন্থনবৎ, চটিত, অবপীড়িত এবং অবতুন্নবৎ বেদনা উপস্থিত হয়। হনুস্তম্ভ, কর্ণে স্বন্ স্বন্ শব্দ, শঙ্খস্থানে নিস্তোদনবৎ পীড়া, মুখে কষায় রস অথচ রসাস্বাদনে অক্ষমতা, মুখ, তালু এবং কণ্ঠশোষ, পিপাসা, হৃদয়ে বিশেষ বেদনা, শুষ্কছর্দ্দি, শুষ্ককাস, হাঁচি, উদ্গারনিরোধ, অম্লরসযুক্ত নিষ্ঠীবন, অরুচি, অপাক, মনের বিকলতা, জৃম্ভা, বিনাম (বেদনাবিশেষ), কম্প, বিনা পরিশ্রমে পরিশ্রমবোধ, ভ্রম (চক্রস্থিতের ন্যায় ভ্রমিযুক্ত বস্তু দর্শন), প্রলাপ, অনিদ্রতা, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, উষ্ণবস্তু অভিলাষ, নিদানোক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা অনুপশয় এবং তদ্বিপরীত বস্তু দ্বারা উপশয় প্রভৃতি বাতজ্বরের লক্ষণ।

উষ্ণ, অম্ল, লবণ, ক্ষার, কটু, গুরুপাক দ্রব্য ও অত্যন্ত তীক্ষ্ণরসসংযুক্ত বস্তু যাহারা অধিক সময় ভক্ষণ করে, এবং অতিশয় অগ্নিসন্তাপসেবনকারী, পরিশ্রমী ও ক্রোধশীল ব্যক্তিগণ সচরাচর পৈত্তিক জ্বরে আক্রান্ত হয়। উক্ত প্রকার ব্যক্তিদিগের শরীরগত পিত্ত প্রকুপিত হইয়া আমাশয় হইতে উষ্মাকে গ্রহণ, রস-ধাতুকে আশ্রয় করিয়া রস এবং স্বেদবহস্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন করিয়া পিত্তের দ্রবত্ব হেতু জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত ও পক্বাশয় হইতে অগ্নিকে বহির্ভাগে বিক্ষিপ্ত করে। এই প্রকার শারীরিক প্রক্রিয়া সঙ্ঘটিত হইলে পিত্তজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পিত্তজ্বর হইলে এক সময়েই জ্বরের আগমন এবং অভিবৃদ্ধি হয়।

আহারের পরিপাকাবস্থায়, মধ্যাহ্ন-সময়ে, অর্দ্ধরাত্রে এবং প্রায়ই শরৎকালে এই জ্বর প্রকাশ পায়। এইজ্বরে মুখে কটু রসতা এবং নাসিকা, মুখ, কণ্ঠ, এবং তালুদেশে পক্বতাবোধ; তৃষ্ণা, ভ্রম, মোহ, মূর্চ্ছা, পিত্তবমন, অতীসার, আহারে অপ্রবৃত্তি, ঘর্ম্ম, প্রলাপ ও শরীরে একপ্রকার কোঠরোগের উৎপত্তি হয়। নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ এবং চর্ম্মের অত্যন্ত হরিদ্বর্ণতা অথবা হরিদ্রাবর্ণতা জন্মে। শরীর অতিশয় উষ্ণ এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়। পিত্তজ্বরাক্রান্ত

ব্যক্তি শীতল স্থানে থাকিতেও শীতল দ্রব্য ভক্ষণ করিতে অতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিদানোক্ত বস্তুসমূহ দ্বারা ইহার অনুপশম এবং তদ্বিপরীত বস্তু দ্বারা উপশম বোধ হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু, শীতল, পিচ্ছিল, অম্ল এবং লবণ প্রভৃতি দ্রব্য যাহারা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে এবং যাহারা দিবানিদ্রা, হর্ষ ও ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ে অতিশয় আসক্ত হয়, তাহাদিগের শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত লোক সাধারণতঃ শ্লৈষ্মিক অর্থাৎ কফজ্বরে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; ইহাদিগের প্রকুপিত শ্লেষ্মা আমাশয়ে প্রবেশ করিয়া উষ্মার সহিত মিলিত ও ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক জন্য রসধাতুকে প্রাপ্ত হয়। পরে রস এবং স্বেদবহ স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক পক্বাশয় হইতে উষ্মাকে বহির্ভাগে আনয়ন করিয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রক্রিয়াহেতু কফজ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

এক সময়েই কফ জ্বরের আগমন এবং প্রকোপ উপস্থিত হয়। ভোজনমাত্রে, দিবসের প্রথম ভাগে, প্রথম রাত্রিতে ও প্রায়শঃ বসন্তকালে এই জ্বরের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

বিশেষ প্রকারে শরীরের গুরুত্ব, আহারে অপ্রবৃত্তি, মুখ-নাসিকাদি দ্বারা কফস্রাব, মুখের মধুরতা, উপস্থিত বমন, হৃদয়স্থানে উপলেপবোধ, শরীরে স্তিমিতভাব (আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত-বোধ), ছর্দ্দি, অগ্নির মৃদুতা, নিদ্রার আধিক্য, হস্তপদাদির স্তব্ধতা, তন্দ্রা, শ্বাস, কাশ, নখ, নয়ন, বদন, মূত্র, পুরীষ ও চর্ম্মের অত্যন্ত শীতলতা অনুভব এবং শরীরে শীতলস্পর্শ পীড়কার উদ্গম হয়। কফজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই উষ্ণতা অভিলাষ করে। নিদানোক্ত বস্তু প্রভৃতি দ্বারা অনুপশয় এবং তাহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট বস্তু দ্বারা উপশয় বোধ হইয়া থাকে।

বিষমাশন (অভ্যাসের অধিক বা অল্প অথবা অসময়ে ভোজন), অনশন, ঋতুপরিবর্ত্তন, ঋতুব্যাপত্তি (গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি ঋতুতে ঋত্বনুযায়ী গ্রীষ্মশীতাদির অভাব), অসহনীয় গন্ধাদির আঘ্রাণ, বিষদূষিত জলপান অথবা সংযোগ, বিষের উপযোগ, পর্ব্বতাদির উপশ্লেষ্মা, স্নেহ, স্বেদ,বমন, আস্থাপন, অনুবাসন এবং শিরোবিরেচন প্রভৃতির অযথা প্রয়োগ, স্ত্রীদিগের বিষমভাবে অর্থাৎ অকালে প্রসব এবং প্রসবের পর অহিতাচারাদি ও পূর্ব্বোক্ত বাতপিত্তশ্লেষ্মা জন্য সকলের বিশ্রীভাব হেতু দ্বিদোষের অথবা ত্রিদোষের নিদানগত বৈষম্য দ্বারা একই সময়ে বায়ুপিত্ত-কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে।

এই প্রকারে প্রকুপিত দোষসমূহ উল্লিখিত আনুপূর্ব্বিক জ্বর আনয়ন করে। এই জ্বরের লক্ষণসমূহের মিশ্রীভাববিশেষ দর্শন করিয়া দুই দোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলে সান্নিপাতিক জ্বর বলা হইয়া থাকে।

অভিঘাত, অভিষঙ্গ, অভিচার এবং অভিশাপহেতু যথাপূর্ব্বক আগন্তুজ জ্বর জন্মিয়া থাকে।

আগন্তুজ্বর উৎপত্তিকালে স্বতন্ত্র থাকিয়া পশ্চাৎ দোষের (বায়ু, পিত্ত, কফ) সহিত মিশ্রিত হয়। অভিঘাত জন্য জ্বরে বায়ু শরীরগত দুষ্ট শোণিতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অভিষঙ্গজ জ্বর বায়ু ও পিত্ত দ্বারা, এবং অভিচার ও অভিশাপ হেতু জ্বর ত্রিদোষের সহিত মিলিত হয়।

আগন্তুজ জ্বরবিশিষ্ট লিঙ্গগ্রাহী; ইহার চিকিৎসা ও সমুত্থানের বিধি অন্য প্রকার জ্বর হইতে পৃথক্।

শুদ্ধ সন্তাপ দ্বারা অনুভূত জ্বরকে অভিপ্রায়বিশেষ হেতু দোষজ ও আগন্তুজ ভেদে দুই প্রকার বলা হইয়া থাকে; তন্মধ্যে বাতাদি ত্রিদোষের বৈকল্যহেতু জ্বর দ্বিবিধ, ত্রিবিধ, চতুর্বিধ ও সপ্তবিধরূপ বর্ণিত হয়।

বিষভক্ষণ জন্য আগন্তুজ জ্বরে রোগীর মুখ শ্যামবর্ণ, অতিসার, অন্নে অরুচি; পিপাসা, তোদ (সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা) এবং মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়। কোন প্রকার তীক্ষ্ণ ঔষধির ঘ্রাণ হেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা, ক্ষবথু (হাঁচি) এবং বমি হয়। কামজনিত অর্থাৎ অভিলাষানুরূপা রমণীঅপ্রাপ্তিহেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে মনোভ্রংশ, তন্দ্রা, আলস্য ও অন্নে অরুচি জন্মে; হৃদয়দেশে বেদনা ও শরীর শুষ্ক হইয়া থাকে। কামজ্বরে ভ্রম, অরুচি ও দাহ জন্মে এবং লজ্জা, নিদ্রা, বুদ্ধি ও ধারণাশক্তির ক্ষয় হয়। স্ত্রীদিগের কামজ্বর হইলে মূর্চ্ছা, শরীরবেদনা, পিপাসা, নেত্রচাপল্য, স্তনদ্বয়ে ও বদনে ঘর্ম্মোদ্গম এবং হৃদয়ে দাহ জন্মে।

কখন কখন ভয় ও শোকজনিত জ্বরে প্রলাপ এবং ক্রোধ জন্য জ্বরে কম্প উপস্থিত হয়।

ভূতাভিষঙ্গজ্বরে উদ্বেগ, অনর্থক হাস্য ও রোদন এবং শরীরকম্পন জন্মে। কখন কখন এই জ্বরে বেগের তারতম্য হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ এবং পিপাসা উপস্থিত হয়। বাগ্‌ভট বলেন, এই জ্বরে প্রথমতঃ মনস্তাপ পরে শারীরিক উষ্ণতা, বিস্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ ও মূর্চ্ছা জন্মে। এই জ্বর প্রত্যহই বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

শ্রান্তি, অরতি (কার্য্যে অপ্রবৃত্তি), বিবর্ণতা, মুখবৈরস্য, নয়নপ্লব (চক্ষু ছলছল করা), শীত, বায়ু ও রৌদ্রে মুহুর্মুহু ইচ্ছার পরিবর্ত্তন, জৃম্ভ, অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রের কামড়ানি), গুরুতা,

রোমহর্ষ, অরুচি, তমোদৃষ্টি, অপ্রফুল্লতা ও শীতানুভব এই সকল লক্ষণ জ্বরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ বায়ুজন্য জ্বরে অতি জৃম্ভন, পিত্তজন্য জ্বরে নেত্রদাহ এবং কফজনিত জ্বরে অন্নে অরুচি হয়। ত্রিদোষ জ্বরে সকল লক্ষণ এবং দ্বন্দ্বজ জ্বরে দুই দোষের লক্ষণ দেখা যায়।

নিদ্রানাশ, ভ্রম, শ্বাস, তন্দ্রা, অঙ্গসুপ্তি, অরুচি, তৃষ্ণা, মোহ, মদ, স্তম্ভ, দাহ, শীত, হৃদয়ে ব্যথা, অধিককালে দোষের পরিপাক, উন্মাদ, দন্ত শ্যাববর্ণ, দন্তের মলিনতা, জিহ্বা খরস্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ, সন্ধিদেশে ও মস্তকে বেদনা, নেত্র বক্র ও আবিল, কর্ণে বেদনা ও শব্দশ্রবণ, প্রলাপ, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি স্রোতঃপথের পাক, কূজন (কোঁথ পাড়া), অচৈতন্য, স্বেদ, মূত্র ও পুরীষের অধিককালে অল্প নিঃসরণ এই লক্ষণগুলি ত্রিদোষজ জ্বরে লক্ষিত হইয়া থাকে।

চরকসংহিতায় জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে। মুখের বৈরস্য, শরীরের গুরুতা, অন্নভক্ষণে অনিচ্ছা, চক্ষুর জলপূর্ণত্ব, চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, নিদ্রাধিক্য, অরতি, জৃম্ভা, বিনাম, বেপথু (কম্প), শ্রম, ভ্রম-প্রলাপ, জাগরণ, লোমহর্ষ, দন্তহর্ষ, শব্দ, গীত, বাত এবং আতপ প্রভৃতিতে কখন অভিলাষ, কখন অনভিলাষ, অরুচি, অপরিপাক, শরীরের দুর্ব্বলতা, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গের অবসন্নভাব অল্পপ্রাণতা (শারীরিক বলের অল্পতা), দীর্ঘসূত্রতা, অলসতা, উপস্থিত কার্য্যের হানি, নিজ কার্য্যের প্রতিকূলতা, গুরুজনের বাক্যে অভ্যসূয়া, বালকের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ, নিজ ধর্ম্মে চিন্তারাহিত্য, মাল্যধারণ, চন্দনাদি লেপন/ ভোজন, ক্লেশন, মধুর ভক্ষ্য দ্রব্যে বিদ্বেষ প্রকাশ এবং অম্ল, লবণ ও কটু দ্রব্য ভক্ষণে অতিশয় আসক্তি। জ্বরের প্রথমাবস্থায় সন্তাপ, পরে ক্রমে ক্রমে লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়।

অনতি-উষ্ণ বা অনতিশীতলগাত্র, অল্পসংজ্ঞা, ভ্রান্তদৃষ্টি, স্বরভঙ্গ, জিহ্বা খরস্পর্শ, কণ্ঠশুষ্ক, পুরীষ, মূত্র ও স্বেদের রাহিত্য, হৃদয় সরক্ত (রক্তনিষ্ঠীবন) ও নিস্তেজ (বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে), অন্নে অরুচি, শরীর প্রভাহীন এবং শ্বাস ও প্রলাপ এই লক্ষণগুলি অভিন্যাস অথবা হতৌজা নামক সান্নিপাতিক জ্বরে * প্রকাশ পায়।

সান্নিপাতিক রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য। অভিন্যাস রোগ নিদ্রা, ক্ষীণতা, ওজোহানি ও গাত্র নিস্পন্দ হইলে সংন্যাস নামক সান্নিপাতিকরোগ জন্মে। পিত্ত ও বায়ু-বৃদ্ধি জন্য ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হইলে গাত্রস্তম্ভ ও শীতহেতু রোগী অচেতন, জাগ্রত থাকিলেও তন্দ্রা ও প্রলাপবিশিষ্ট অঙ্গ লোমাঞ্চিত, শিথিল, অল্পতাপ ও বেদনাযুক্ত হয়। ইহা ওজঃধাতু নিরোধ জন্য ঘটে, এই অবস্থায় সপ্তম, দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে রোগ বাড়িয়া উঠে, এই কালে হয় এককালে রোগের শান্তি নয় রোগীর মৃত্যু হয়।

দুই দোষ বৃদ্ধি পাইয়া যে জ্বর জন্মে তাহার নাম দ্বন্দ্বজ। দ্বন্দ্বজ তিনপ্রকার—বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম এবং পিত্তশ্লেষ্ম। জৃম্ভণ, আধ্মান, মত্ততা, কম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা, দেহের কৃশতা ও অভিতাপ, তৃষ্ণা, ও প্রলাপ এইগুলি বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ।

শূল, কাশ, কফ, বমন, শীত, কম্প, পীনস, দেহের গুরুতা, অরুচি ও বিষ্টম্ভ এই গুলি বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ।

শীত, দাহ, অরুচি, স্তম্ভ, স্বেদ, মোহ, মত্ততা, ভ্রম, কাস, অঙ্গের অবসাদ, বমনেচ্ছা, এইগুলি পিত্তশ্লেষ্মার লক্ষণ।

জ্বরমুক্ত, কৃশ, মিথ্যা আহারবিহারী ব্যক্তির অল্পাবশিষ্ট দোষ বায়ুদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পাঁচটী কফ স্থানের দোষ অনুসারে পাঁচ প্রকার জ্বর উৎপাদন করে। এই পাঁচ প্রকার জ্বর সর্ব্বদা অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং প্রলেপক নামে খ্যাত *। দিবারাত্রের মধ্যে দোষ সমস্ত দেহের একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনপূর্ব্বক অবশেষে আমাশয় আশ্রয় করিয়া জ্বর প্রকাশ করে। প্রলেপক জ্বরে ধাতু শোষিত হয়। দোষ

---

* চরকের মতে সান্নিপাতিক জ্বর ১৩শ প্রকার। এক দোষের আধিক্যে তিনপ্রকার যথা—বাতোল্বণ, পিত্তোল্বণ, কফোল্বণ। দুই দোষের আধিক্যেও ৩ প্রকার যথা—বাতপিত্তোল্বণ, বাতশ্লেষ্মোল্বণ, পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ। তিন দোষের হীনতা, মধ্যতা এবং অধিকতা ভেদে ৬ প্রকার, যথা—অধিক বাত, মধ্যপিত্ত, হীনকফ, অধিকবাত, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ এইরূপ ছয়প্রকার এবং তিনদোষেরই সমভাবে উল্বণ একপ্রকার। ত্রয়োদশপ্রকার সন্নিপাতিকের নাম যথা—বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, বভ্র, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কূটপাকল, সংমোহক, পাকল, যাম্য, ক্রকচ, কর্কটক এবং বৈদারক।

[সান্নিপাতিক দেখ।]

* আমাশয়, হৃদয়, কণ্ঠ, শিরঃ এবং সন্ধি এই পাঁচটি কফের স্থান। দিবাভাগ এবং রাত্রিকাল এই দুইটী জ্বরের প্রকোপের সময়। ইহার মধ্যে একটী প্রকোপের কালে দোষ হৃদয়ে লীন থাকিয়া অপর প্রকোপকালে জ্বর প্রকাশ করে। ইহাকে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর কহে। এই জ্বর প্রত্যহ দিবাভাগে প্রকাশ পাইয়া রাত্রিকালে অথবা রাত্রিকালে উৎপন্ন হইয়া দিবাভাগে মগ্ন হয়; পুনর্ব্বার সেই কালে হৃদয়ে দোষ লীন থাকে। দোষ হৃদয়ে স্থিত হইলে তৃতীয় দিবসে আমাশয় আচ্ছাদন করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। ইহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। এই জ্বর একদিন অন্তর প্রকাশ পায়। দোষ শিরঃস্থিত হইলে দ্বিতীয় দিবসে কণ্ঠে, তৃতীয় দিবসে হৃদয়ে এবং চতুর্থ দিবসে আমাশয় দূষিত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর দুই দিন অন্তর প্রকাশিত হয়। ইহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে।

দুই, তিন বা চারিটী কফস্থান আশ্রয় করিয়া বিপর্য্যয় নামক কষ্টসাধ্য বিষমজ্বর উৎপাদন করে *।

কেহ কেহ বলেন, বিষমজ্বর স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। যাহা হউক ভয়, শোক, ক্রোধ বা আঘাত প্রভৃতি কোনপ্রকার বাহ্য কারণে সঞ্চিত দোষ কুপিত হইয়া বিষম জ্বরের আরম্ভ হয়। তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর বায়ুর আধিক্য এবং উৎপাতিক ও মন্তসম্ভূতজ্বর পিত্ত জন্য হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মাপ্রধান বাতশ্লেষ্মা জন্য প্রলেপক জ্বর জন্মে। মূর্চ্ছা অনুবন্ধ হইয়া যে সকল বিষম জ্বরের উদয় হয়, তাহা প্রায়ই ত্রিদোষ জন্য জন্মিয়া থাকে।

কোন কোন জ্বরের প্রথমাবস্থায় বায়ু ও শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক শীত প্রকাশ পায়, তাহাদিগের বেগের শান্তি হইলে জ্বরান্তে পিত্ত হেতু দাহ জন্মে। আবার কোন জ্বরের প্রথমেই পিত্তকর্ত্তৃক দাহ এবং শেষে বায়ু ও শ্লেষ্মার বেগ হেতু শীত হয়। এই দুই প্রকার জ্বর দ্বন্দ্বজ কারণে জন্মে। এই দুই প্রকার জ্বরের মধ্যে দাহপূর্ব্বক জ্বর অতিশয় কষ্টসাধ্য।

দিবারাত্রের মধ্যে যে ছয়টী দোষের কাল কথিত হইয়াছে, সেই সকল দোষের কালে যে জ্বর হয়, সে জ্বর সহজে বিচ্ছেদ হয় না; এই জন্য ইহাকেও বিষম জ্বর কহে। বেগের শান্তি হইলে জ্বর পরিত্যাগ হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু ধাত্বন্তরে লীন থাকে বলিয়া সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত উপলব্ধি হয় না। জ্বরমুক্ত ব্যক্তির দেহস্থ অল্পদোষ অহিতাচার দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া কোন একটী ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

গুরুদোষসকল রসবাহী স্রোতদ্বারা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া সন্তত জ্বর উৎপাদন করে। সন্তত জ্বর নবজ্বরের ন্যায় দীর্ঘকালস্থায়ী, ইহা রক্তমাংসগত। অন্যেদ্যুষ্ক মাংসগত। তৃতীয়কজ্বর মেদগত এবং চাতুর্থকজ্বর মজ্জা ও অস্থিগত। এই জ্বর অতি ভয়ানক। ভূতাভিষঙ্গ জন্য জ্বরকেও কেহ কেহ বিষমজ্বর বলেন। সাত দিন, দশ দিন বা দ্বাদশ দিন ব্যাপিয়া যে জ্বরের ভোগ হয়, তাহাকে সন্ততজ্বর বলে। সন্ততক জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার উদয় হয়। অন্যেদ্যুষ্ক প্রতিদিন একবার, তৃতীয়কজ্বর প্রতি তৃতীয়দিবসে এবং চাতুর্থকজ্বর প্রতি চতুর্থদিবসে প্রকাশিত হয়। দোষবেগের উদয়কালে জ্বর প্রকাশ পায় এবং বেগের নিবৃত্তি হইলে জ্বর দেহ-মধ্যে শান্তভাবে থাকে অথবা দোষের পরিপাক হইয়া এককালে জ্বর ত্যাগ হয়। শরীরে আঘাত প্রভৃতি বাহ্য কারণে যে সকল জ্বর হয়, তাহাকে অভিঘাত জন্য জ্বর বলে। ইহাতে * প্রায়ই বাতপিত্তের প্রাবল্য থাকে। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাত জন্য বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত দেহ আশ্রয়পূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। সংক্ষেপে বলিতে কি, যে কোনপ্রকার জ্বর হউক না কেন, তাহাতে বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার একটী বা দুইটী দোষের লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইবে।

দোষ, হীনমধ্য বা অধিক পরিমাণে থাকিলে জ্বরবেগও যথাক্রমে তিনদিন, সাতদিন বা দ্বাদশদিন তীব্রভাবে থাকে। এই ত্রিবিধ দোষ উত্তরোত্তর কষ্টসাধ্য।

জ্বর শারীর ও মানসভেদে, সৌম্য ও আগ্নেয় ভেদে, অন্তর্বেগ ও বহির্বেগ ভেদে এবং সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে দুই প্রকার। দোষ ও কালের বলাবল অনুসারে সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক এবং চাতুর্থক ভেদে পাঁচপ্রকার; রসরক্তাদি ধাতুসমূহের আশ্রয়ভেদে সাতপ্রকার এবং বাতপিত্তাদি ও আগন্তুজ কারণ-ভেদে আটপ্রকার।

যে জ্বর প্রথমে শরীরে জন্মে, তাহাকে শারীর, আর যে জ্বর প্রথমে মনে জন্মে, তাহাকে মানসজ্বর কহে। চিত্তের বিহ্বলতা, অরতি এবং গ্লানি মানসিক সন্তাপের লক্ষণ। আর ইন্দ্রিয় সমুদায়ের বিকৃতি দৈহিক সন্তাপের লক্ষণ।

বাতপিত্তাত্মক জ্বরে রোগী শীতল এবং বাতকফাত্মক জ্বরে উষ্ণ, আর উভয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বরে শীত ও উষ্ণ উভয় প্রকারই ইচ্ছা করে।

অত্যন্ত অন্তর্দাহ, অধিক পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি এ অস্থিতে বেদনা, ঘর্ম্মরোধ এবং শ্বাস ও মল নিগ্রহ এই সমুদায় অন্তর্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

অত্যন্ত বাহ্য সন্তাপ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, সন্ধি ও অস্থিতে বেদনা এবং মলনিগ্রহ প্রভৃতির অল্পতা বহির্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

আমাশয় হইতেই জ্বরের উৎপত্তি হয়। অতএব জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণে অথবা লক্ষণ দর্শনে শরীরের হিতজনক লঘু আহারীয় দ্রব্য অথবা অপতর্পণ দ্বারা শরীরের লঘুতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর কষায়-পান, অভ্যঙ্গ, স্বেদ, প্রদেহ, পরিষেক, অনুলেপন, বমন, বিরেচন, আস্থাপন, অনুবাসন উপশমন, নস্যকর্ম্ম, ধূমপান, অঞ্জন এবং ক্ষীরভোজন প্রভৃতি জ্বরের প্রকার-ভেদে যথাযোগ্য বিধেয়।

জ্বর রসস্থ হইলে শরীরে গুরুতা, দীনভাব, উদ্বেগ, অবসাদ-

* চাতুর্থক জ্বরে একদিন জ্বর হইয়া দুইদিন মগ্ন থাকে, বিপর্য্যয়ে এক দিন মগ্ন থাকিয়া দুইদিন জ্বর থাকে। সততক জ্বর দিবারাত্রের মধ্যে দুই বার প্রকাশিত ও দুইবার মগ্ন হয়। কিন্তু সততক বিপর্য্যয়ে অহোরাত্রই জ্বরভোগ হইয়া থাকে।

* অভিঘাত জ্বরে শরীর ব্যথা, শোথ এবং বিবর্ণযুক্ত হয়।

সাদ, বমন, অরুচি, শরীরের বহির্ভাগে উত্তাপ, অঙ্গবেদন এবং জৃম্ভণ উপস্থিত হয়।

রক্তস্থ জ্বরে রক্তজনিত পিড়কা, তৃষ্ণা, পুনঃপুনঃ সরক্ত নিষ্ঠীবন, দাহ, শরীরে রক্তিমা, ভ্রম, মত্ততা এবং প্রলাপ উপস্থিত হয়।

মাংসস্থ জ্বরে অত্যন্ত অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, গ্লানি, অতিসার, শরীরে দৌর্গন্ধ এবং অঙ্গবিক্ষেপ লক্ষিত হয়। জ্বর মেদস্থ হইলে অত্যন্ত ঘর্ম্ম, পিপাসা, প্রলাপ, অরতি, মুখের দৌর্গন্ধ, অসহিষ্ণুতা, গ্লানি এবং অরুচি জন্মে।

জ্বর অস্থিগত হইলে বমন, বিরেচন, অস্থিভেদ, কণ্ঠকূজন, অঙ্গবিক্ষেপ এবং শ্বাস উপস্থিত হয়।

জ্বর মজ্জাগত হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, অন্ধকার দর্শন, মর্ম্মোচ্ছেদ, শরীরের বহির্ভাগে শৈত্য এবং অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়।

শুক্রস্থ জ্বরে আত্মা শুক্রক্ষরণ ও প্রাণবায়ুর বিনাশ করিয়া অগ্নি এবং সোমধাতুর সহিত গমন করিয়া থাকে।

জ্বর রস ও রক্তাশ্রিত হইলে সাধ্য; মাংস, মেদ এবং অস্থিগত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য আর শুক্রগত হইলে অসাধ্য হয়।

দোষসকল সংসৃষ্ট হউক অথবা সান্নিপাতিক হউক কুপিত ও রসের অনুগত হইয়া স্বস্থান হইতে কোষ্ঠস্থ অগ্নির নিরাসপূর্ব্বক অগ্নির উষ্মা দ্বারা দেহের বল বৃদ্ধি করিয়া স্রোতসকল রুদ্ধ করে; পরে সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত ও প্রবল হইয়া দেহে অত্যন্ত সন্তাপ উৎপাদন করে। ঐ সময় মানুষের সর্ব্বাঙ্গ উষ্ণ হয়।

নূতন জ্বরে প্রায়ই অগ্নি স্বস্থান হইতে স্থানান্তরিত হইলে স্রোতসকল রুদ্ধ হয়। এই হেতু রোগীর শরীরে ঘর্ম্ম হয় না।

অরুচি, অবিপাক, উদরের গুরুতা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধি, তন্দ্রা, আলস্য, অবিচ্ছেদে সর্ব্বদা কঠিন জ্বরের ভোগ, দোষের অপ্রবৃত্তি, লালাস্রাব, হৃল্লাস (গা বমি বমি), ক্ষুধানাশ মুখের বিস্বাদতা, শরীরের স্তব্ধতা, সুপ্ততা, গুরুতা, মূত্রাধিক্য, মলের অপরিপক্বতা এবং শরীরের অক্ষীণতা—এইগুলি আমজ্বরের লক্ষণ। ক্ষুধা, শরীরস্থ দ্রব ধাতুসকলের শুষ্কতা, শরীরের লঘুতা, জ্বরের মৃদুত্বা, দোষপ্রবৃত্তি (মলমূত্রাদির উৎসর্গ), এবং অষ্টাহ ভোগ—এইগুলি নিরাম জ্বরের লক্ষণ।

নবজ্বরে দিবানিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ, গুরুতর আহার, মৈথুন, ক্রোধ, প্রবল বায়ু বা পূর্ব্বদিকের বায়ুসেবন, ব্যায়াম এবং কষায়যুক্ত বস্তু সেবন পরিত্যাগ করা আবশ্যক।

ক্ষয়, নিরামবায়ু, ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক এবং পরিশ্রম এই সকল ভিন্ন অন্য কোন কারণে জ্বর হইলে প্রথমে উপবাস করা উচিত। উপবাস ফলদায়ক হইলেও যাহাতে শরীর অধিক দুর্ব্বল না হয়, এরূপভাবে উপবাস করাইবে, কারণ শরীরে বল না থাকিলে চিকিৎসার কোনপ্রকার সুফল হইতে পারে না।

তরুণজ্বরে উপবাস, স্বেদ-ক্রিয়া, যবাগূ আহার এবং জল ও মণ্ডাদির সংযোগে তিক্তরস সেবন দ্বারা অপক্ক রসের পরিপাক হয়।

বাতজনিত, কফজনিত এবং বাত ও কফ এই উভয়জনিত নূতনজ্বরে পিপাসা হইলে উষ্ণজল, অপর পিত্ত ও মদ্যপানজনিত রোগমাত্রেই তিক্ত বস্তুর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া ঐ জল শীতল হইলে পান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ জলই অগ্নিদীপক, আমপাচক, জ্বরঘ্ন, স্রোতঃশোধক এবং রুচি ও ঘর্ম্মজনক।

তরুণজ্বরে পিপাসা ও জ্বরের শান্তির জন্য মুথা, ক্ষেৎপাপড়া, বৈণারমূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ এই সমুদায় দ্বারা জল সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে।

যদি রোগীর আমাশয়স্থ দোষে কফের আধিক্য বোধ হয় এবং বমির উদ্বেগ থাকায় ঐ দোষ আপনা হইতে নির্গত হইবে এরূপ উপক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া জ্বরের মূলীভূত দোষ নিঃসারিত করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা তরুণজ্বরে রোগীকে যত্নপূর্ব্বক বমন করান উচিত নহে। কারণ বলপূর্ব্বক বমন করাইলে অসহ্য হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ এবং মোহ উপস্থিত হইতে পারে।

চিকিৎসা। জ্বরের পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পাইলে বায়ুজন্য হইলে স্বচ্ছ ঘৃতপান, পিত্তজন্য হইলে বিরেচন এবং কফজন্য হইলে মৃদু বমন বিধেয়। দ্বি-দোষ জন্য জ্বর হইলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া বা বমন, বিরেচন প্রয়োজ্য নহে; লঙ্ঘন কর্ত্তব্য†। জ্বরের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ হইলে লঙ্ঘন একান্তই হিতকর। দোষ আমাশয়ে স্থিত হইলেও বমনের ইচ্ছা থাকিলে বমন করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ অল্পমাত্র দোষ থাকে, ততক্ষণ অনশন কর্ত্তব্য। বায়ুজন্য ও ক্ষয়জন্য মানসিক এবং ত্রিজীর্ণ জ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে। কখন কেবল বমন, কখন কেবল

---

* বায়ুজন্য জ্বরের পূর্ব্বরূপ অতিশয় জৃম্ভণ, পিত্তজন্য জ্বরে নেত্রদাহ এবং কফজন্য জ্বরে অন্নে অরুচি।

† যাহা দ্বারা শরীর লঘু হয় তাহাকেই লঙ্ঘন বলে। অতএব কেবল অনশনই লঙ্ঘন নহে। উপবাস, নির্ব্বাতস্থানে বাস, বমন, বিরেচন প্রভৃতি লঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। স্নেহবস্তি পুষ্টিকর বলিয়া লঙ্ঘনের মধ্যে গণনীয় নয়।

উপবাস এবং কখন বা বমন, উপবাস এই উভয় দ্বারা দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক লঘু আহার বিধেয়। প্রথমতঃ মণ্ড, পরে পেয়া, তৎপরে বিলেপী দেওয়া কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত জ্বরের মৃদুভাব না হয়, অথবা যে পর্য্যন্ত জ্বরারম্ভের দিন হইতে ছয় দিবস অতীত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত যবাগূ প্রভৃতিই হিতকর পথ্য। মদাত্যয় রোগীর জ্বর, মদ্যপায়ী ব্যক্তির জ্বর, মদ্যপানজনিত জ্বর, গ্রীষ্মকালীন জ্বর, পিত্তকফাধিক্য জ্বর এবং ঊর্দ্ধগ-রক্তপিত্ত-রোগীর জ্বরের পক্ষে যবাগূ অহিতকর।

মদাত্যয় রোগী প্রভৃতির জ্বরে কিস্‌মিস্, দাড়িম প্রভৃতি অম্ল ফলের রসের সহিত খৈচূর্ণ ও উপযুক্ত মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া প্রথমে আহার করিতে দেওয়া বিধেয়। এই আহারের নাম তর্পণ। তর্পণ জীর্ণ হইলে সাত্ম্য ও বলানুসারে পাতলা মুগের যূষ অথবা জাঙ্গল মাংসরসের সহিত ভোজন-যোগ্যকালে অন্ন প্রদান করিবে।

পরে ঐ সমুদায় রোগীর মুখে যেরূপ রস বিদ্যমান থাকে, তাহার বিপরীত রসবিশিষ্ট এবং মনোজ্ঞ-বৃক্ষশাখার অগ্রভাগ-দ্বারা অনেকবার দন্তমার্জ্জন ও শুদ্ধ করিয়া পুনঃপুনঃ মুখ প্রক্ষালন করিবে। এইরূপে দন্তধাবন করিলে মুখের বৈরস্য দূর হয় এবং অন্ন ও পানের অভিলাষ ও রসের অভিজ্ঞতা জন্মে। রোগীকে সপ্তমদিনে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া তাহার পরদিন পাচন বা শমন-কষায় পান করাইতে হয়। কারণ তরুণজ্বরে কষায়রস সেবন করিলে দোষসকল স্তব্ধ হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দোষের পরিপাক না হওয়ায় বদ্ধ হইয়া বিষমজ্বর জন্মে। জ্বরে কফের মান্দ্য এবং বাতপিত্তের আধিক্য ও দোষের পরিপাক হইলে ঘৃতপান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দশদিন অতীত হইলেও যদি কফের আধিক্য এবং লঙ্ঘনের সম্যক্‌ফল দেখা না যায়, তাহা হইলে ঘৃতপান করা উচিত নহে। এরূপস্থলে কষায় দ্বারা জ্বরশান্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত শরীরের লঘুতা দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত মাংসরসের সহিত অন্ন প্রদান করিবে। উষ্ণোদক * দীপ্তকর, কফবিশ্লেষকর এবং বাতপিত্তের অনুলোমকর। কফবাত জন্য জ্বরে উষ্ণোদক হিতকর ও পিপাসা-শান্তিকর। ইহাতে দোষ ও স্রোতপথ সকল সরল হয়। এই জ্বরে শীতল জলপান করিলে শৈত্য হেতু জ্বর বৃদ্ধি হয়। পিত্ত, মদ্য বা বিষজন্য জ্বর হইলে গাঙ্গেয়, নাগর, উশীর, পর্পট ও উদীচ্য রক্তচন্দন সহযোগে জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে পান করিবে। আহারকালে দোষের পাচক দ্রব্যসংযোগে পেয়া প্রস্তুত করিয়া * পান করিবে। বায়ুজন্য জ্বরে পঞ্চমূলীর কাথ, পিত্তজন্য জ্বরে মুথা, কটকী ও ইন্দ্রযবের কাথ এবং কফজন্য জ্বরে পিপ্পল্যাদির কাথ দোষের পরিপাচক। দুই দোষ জন্য জ্বরে উভয় দোষনিবারক পাচন মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। জ্বর মৃদু, দেহ লঘু এবং মল সরল হইলে দোষের পরিপাক হইয়াছে বলিয়া জানিবে, এবং এই অবস্থায় দোষ অনুসারে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরে কেহ বা ৭ দিনের পর, কেহ বা ১০ দিনের পর ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য বলেন। পিত্ত জন্য জ্বরে অল্পদিনে ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং দোষের পরিপাক হইলেও অল্পদিন ঔষধ দেওয়া যায়। অপক্বদোষে ঔষধ প্রয়োগ করিলে পুনর্ব্বার জ্বর প্রকাশ পায়, এই অবস্থায় শোধন ও শমনী প্রয়োগ করিলে বিষমজ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। জ্বর-রোগীর মল নিঃসারণ হইতে থাকিলে তাহা রোধ করিবে না, তবে অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলে অতিসারের ন্যায় প্রতিকার করিবে। স্রোতপথের বদ্ধমল পরিপাক পাইয়া কোষ্ঠ-দেশে সমাগত হইলে জ্বর অল্পদিনের হইলেও বিরেচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। রোগী বলবান্ হইলে শ্লেষ্মজ্বরে ক্রমে ক্রমে বমন করাইবে। পিত্তাধিক্য জ্বরে মলাশয় শিথিল থাকিলে বিরেচন, বায়ুজন্য যন্ত্রণাবিশিষ্ট ও উদাবর্ত্তরোগ-বিশিষ্ট জ্বরে নিরূহবস্তি এবং কটি ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে দীপ্তাগ্নিবিশিষ্ট রোগীর পক্ষে অনুবাসন বিধেয়। কফাভি-ভূত হইলে শিরোবিরেচন কর্ত্তব্য, তাহাতে মস্তকের ভার ও যন্ত্রণা দূর হয় এবং ইন্দ্রিয় প্রতিবোধিত হয়। দুর্ব্বলরোগীর উদর আধ্মাত হইয়া যন্ত্রণাযুক্ত হইলে দেবদারু, বচ, কুড়, শোলুফা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব প্রলেপ দিবে এবং বায়ুর ঊর্দ্ধগতি থাকিলে ঐ সকল দ্রব্য অম্লরসে পেষণ করিয়া ঈষদুষ্ণ প্রয়োগ করিবে। ঊর্দ্ধ ও অধোদেশ সংশোধিত হইলেও যদি জ্বরের শান্তি না হয়, শরীর রুক্ষ হইলে সেই অবশিষ্ট দোষ ঘৃত দ্বারা সমতা প্রাপ্ত হয় এবং শরীর কৃশ হইলে অল্পদোষশমনী প্রয়োগে সাম্য লাভ করে। যে রোগী জ্বরে ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে বমন বা বিরেচন না দিয়া যথেষ্ট দুগ্ধপান করাইয়া অথবা নিরূহ দ্বারা মল নিঃসরণ করাইবে। দোষ পরিপাকের পর নিরূহ প্রয়োগ করিলে শীঘ্র বল ও অগ্নির বৃদ্ধি, জ্বরনাশ, হর্ষ এবং রুচি জন্মে। উপ-বাস বা শ্রমজন্য বাতাধিক্য জ্বর হইলে দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে

* উষ্ণোদক এস্থলে উষ্ণাবস্থায় পান করা বুঝায়।

* যাহার পেয়া প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা চতুর্দ্দশ গুণ জলে পাক করিয়া অধিক দ্রব অবস্থায় পাক সিদ্ধ হইবে।

মাংসরস ও অম্ল বিধেয়। কফ জন্য জ্বরে মুদ্গযূষ ও অন্ন এবং পিত্ত জ্বরে শীতল মুদ্গযূষ ও অন্ন শর্করাযোগে ভোজন করিবে। বাতপৈত্তিক জ্বরে দাড়িম বা আমলকী যোগে মুদ্গযূষ, বাত শ্লেষ্মাজ্বরে হ্রস্ব-মূলকের যূষ এবং পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে পটল ও নিম্বযূষ অন্নের সহিত ভোজন করা কর্ত্তব্য। কফ জন্য অরুচি হইলে ত্রিকটু সংযোগে তক্র বিধেয়। কৃশ, অল্পদোষবিশিষ্ট, ক্ষীণ ও জীর্ণজ্বরপীড়িত রোগীর পক্ষে এবং বাতপিত্ত জ্বরে দোষ বদ্ধ থাকিলে বা দেহরুক্ষ হইলে এবং পিপাসা বা দাহ থাকিলে দুগ্ধপান স্বাস্থ্যকর। তরুণ জ্বরে দুগ্ধপান অতি অবৈধ; কিন্তু ক্ষীণ শরীরে বাতপিত্ত জন্য জ্বরে ও অগ্নির তেজ থাকিলে দুগ্ধপান করা যাইতে পারে।

পুরাতন জ্বরে কফপিত্তের ক্ষীণতা হইলে যাহার পুরীষ রুক্ষ ও বদ্ধ এবং অগ্নি সতেজ থাকে, তাহাকে অনুবাসন দেওয়া কর্ত্তব্য। জীর্ণজ্বরে মস্তকে ভারবোধ, শূল এবং ইন্দ্রিয়স্রোত-সকল আবদ্ধ থাকিলে শিরোবিরেচনে অরুচিরও শান্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। যে সমুদায় জীর্ণজ্বরে চর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আগন্তুক কারণ অনুবদ্ধ হয়, ধূপ ও অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সেই সমুদায় জ্বরের শান্তি হইতে পারে। ক্ষীণ ব্যক্তি অধিক কালস্থায়ী সততক বা বিষমজ্বরে আক্রান্ত হইলে তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে লঘু দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ বা মাংসরস এস্থলে অতি উত্তম পথ্য। মুদ্গ, মসূর, চণক ও কুলত্থ এই সকলের যূষ জ্বররোগে আহারার্থ ব্যবহার্য্য। লাব, কপিঞ্জল, এণ, পৃষত, শরভ, কালপুচ্ছ, কুরঙ্গ, মৃগমাতৃক এবং শশক এই সকলের মাংস মাংসাশী রোগীর পক্ষে ব্যবস্থেয়। জ্বরে বায়ুর প্রকোপ হইলে ইহাদের মাংস উপযুক্ত কালে যথাপরিমাণে আহার করা প্রশস্ত। সবল না হওয়া পর্য্যন্ত শরীরে জলসেচন, অবগাহন, স্নেহসেবন, ব্যায়াম, সংশোধন, স্নান, অভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, শীতলসেবন এবং স্ত্রীসংসর্গ কর্ত্তব্য নহে। জ্বরকালে কোনপ্রকার কার্য্য দ্বারা মনের শান্তিভঙ্গ হইলে প্রমেহ জন্মিতে পারে, এইজন্য রোগীর মলমূত্র সরল রাখা ও তাহাকে নিয়মিত আহার দেওয়া বিধেয়। জ্বরের শান্তি হইলেও যদি অরুচি, দেহের অবসাদ, অঙ্গ ও মলের বিবর্ণতা থাকে, তবে অনুবন্ধের আশঙ্কায় শোধনী প্রয়োগ করিবে। সুশ্রুতে উল্লিখিত হইয়াছে, সকল প্রকার জ্বর হেতু-বিপর্য্যয় দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শ্রম, ক্ষয় ও অভিঘাতজন্য জ্বরে মূলব্যাধির চিকিৎসা করিবে। দন্ত অবতরণকালে মৃতবৎসাদিগের যে জ্বর হয়, তাহা দোষ অনুসারে চিকিৎসা করিবে।

জ্বররোগী অন্নাভিলাষী হইলে পুরাতন ষষ্টিকধান্য, যবাগূ প্রভৃতি দাড়িম্ব রসদ্বারা অম্ল ও শুঁঠের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। যদি রোগীর পিত্তের আধিক্য থাকে এবং তাহার মল নিঃসৃত হইতে থাকে, তবে ঐ যবাগূ শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করাইবে। যদি রোগীর পার্শ্ব, বস্তি ও শিরঃ প্রদেশে বেদনা থাকে, তবে গোক্ষুর ও কণ্টকারী দ্বারা রক্তশালী ধান্যের চাউলের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরাতিসারী ব্যক্তিকে চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, নীলোৎপল এবং ধনিয়া দ্বারা প্রস্তুত রক্তশালীর পেয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। শ্বাস, কাস এবং হিক্কা থাকিলে বিদারী গন্ধাদিসিদ্ধ যবাগূ পান করা কর্ত্তব্য। মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃতসংযোগে পান করা উচিত। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ এবং বেদনা থাকিলে কিসমিস্, পিপুলের মূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ দিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে; মলদ্বারে পরিকর্ত্তিকা (কর্ত্তনবৎ পীড়া) থাকিলে বেলশুঁঠ, বেড়েলা, থৈকল, কুল, চাকুলে এবং শালপাণি এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ যবাগূ পান করিবে। যে জ্বররোগীর পক্ষে যূষ হিতকর বলিয়া বোধ হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথিকলাই অথবা ধনমুগ দ্বারা যূষ প্রস্তুত করিবে। জ্বরে পল্‌তা, পটল, কুলক, আকন্দ, কাঁকরোল এবং করলা এই সমুদায় শাক প্রশস্ত। জ্বররোগী আহারের পর তৃষ্ণার্ত্ত হইলে অনুপানের নিমিত্ত উষ্ণজল, আর যে সকল জ্বররোগী মদ্যাসক্ত তাহাদিগকে দোষ ও বল অনুসারে মদ্য প্রদান করিবে। নূতন জ্বরে দোষ পরিপাকের জন্য গুরু, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং কষায় দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিবে।

কষায়ক্রম—জ্বরশান্তির নিমিত্ত মুথা এবং ক্ষেতপাপড়া দ্বারা কাথ বা শীতকষায় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে; অথবা শুঁঠ, ক্ষেৎপাপড়া এবং দুরালভার কাথ কিংবা চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকন্দ, বেণারমূল এবং বালা এই সমুদায়ের কাথ পান করিতে দিবে।

ইন্দ্রযব, শোণালু, আকন্দ, শঠী, কটকী, সূচিমুখী, আতুষ, নিমছাল, পলতা, দুরালভা, বচ, মুথা, বেণারমূল, মউয়াফুল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং বেড়েলা এই সমুদায়ের কাথ অথবা শীতকষায় পান করিলে জ্বরের শান্তি হয়। মউয়াফুল, মুথা, কিসমিস্, গাম্ভারীছাল, পরুষফল, বলালতা, বেণারমূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ ব্যুষিত (বাসী) করিয়া পান করিলে অতি শীঘ্রই জ্বরের শান্তি হয়। জ্বররোগী মধু ও ঘৃত সহ-

যোগে তেউড়ীর চূর্ণ লেহন বা প্রথমে মধু আস্বাদন করিয়া ঘৃতের সহিত ত্রিফলারস পান বা দুগ্ধের সহিত শোণালু কিংবা কিস্‌মিসের রস পান, অথবা তেউড়ী ও বলালতার চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে অচিরে জ্বর মুক্ত হয়। কিস্‌মিসের সহিত হরীতকী সেবন করিয়া দুগ্ধানুপান কিংবা পূর্ব্বে কিস-মিসের রস পান করিয়া কিসমিসের সহিত হরীতকী সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল এবং পার্শ্বশূল হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। পঞ্চমূল দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান করিলে জ্বরের উপশম হয়।

মলদ্বারে পরিকর্ত্তিকা থাকিলে জ্বররোগী দুগ্ধের সহিত এরণ্ডমূলের ক্বাথ পান করিবে অথবা দুগ্ধের সহিত বেলশুঁঠ সিদ্ধ করিয়া ঐ দুগ্ধ পান করিলে পরিকর্ত্তিকা জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শুঁঠ এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবন্ধ, শোথ ও জ্বর বিনষ্ট হয়। শুঁঠ কিস্‌মিস্ এবং খেজুর এই সমুদায় দ্বারা দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত পান করিলে পিপাসা ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

বায়ুজন্য জ্বরে পিপ্পলী, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, শোলফা ও হরেণু এই সকলের ক্বাথ গুড়ের সহিত পান করিতে হয়; অথবা গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিবে। বেড়েলা, কুশ ও শ্বদংষ্ট্রার (গোক্ষুরী) ক্বাথ পাদাবশেষ থাকিতে শর্করা ও ঘৃত সংযোগে পান করিবে। শতপুষ্পা (শোলফা), বচ, কুড়, দেবদারু, হরেণু, ধান্য, বেণামূল, মুথা এই সকলের ক্বাথ মধু ও শর্করা সহ সেবন করিতে হয়। দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, গাম্ভারী, ত্রায়মাণা ও শ্যামালতা এই সকলের ক্বাথ গুড়সংযোগে সেবনীয়। গুলঞ্চ ও শতমূলীর রস গুড়ের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অবস্থাবিশেষে ঘৃত-মর্দ্দন, স্বেদ ও আলেপন প্রয়োগ করিতে হয়। জ্বরের আমা-বস্থা পারপাক হইলে যদি বায়ুজন্য উপদ্রব থাকে, ও অপর কোন দোষের সংস্রব না থাকে, কেবল বাতজন্য জ্বর হয়, যদি জীর্ণজ্বর বায়ুজন্য হয় অর্থাৎ জ্বর প্রাতঃকালে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নকালে মগ্ন হয়, তবে ঘৃতমর্দ্দন বিধেয়। যদি সন্ধ্যাকালে আরম্ভ হইয়া দুইপ্রহরের মধ্যে মগ্ন হয়, তবে গব্যঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।

পিত্তজন্য জ্বরে শ্রীপর্ণী (গাম্ভারী), রক্তচন্দন, বেণামূল, পরূষক এবং মৌলপুষ্প ইহাদিগের ক্বাথ শর্করাযোগে মধুর করিয়া পান করিবে। অনন্তমূলের ক্বাথ শর্করাযোগে পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়। যষ্টিমধু, রক্তোৎপল, পদ্ম-কাষ্ঠ ও পদ্ম ইহাদিগের শীতল ক্বাথ শর্করাযোগে পেয়। গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ্র, শ্যামালতা ও উৎপল ইহাদের শীতল ক্বাথ শর্করাযোগে পান করিবে। দ্রাক্ষা, আরগ্বধ (শোঁদাল) ও গাম্ভারী ইহাদিগের ক্বাথ শর্করাযোগে পান করিবে। মধুর ও তিক্ত শীতল ক্বাথ শর্করাযোগে পান করিলে প্রবল দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হয়। শীতল জল মধু দিয়া আকণ্ঠ পান করিয়া বমন করিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়। বজ্রডুমুর ও চন্দন দুগ্ধের সহিত পাক করিবে; এই ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে অন্তর্দাহের শান্তি হয়। জিহ্বা, তালু, গলদেশ ও ক্লোম শুষ্ক হইলে পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, উৎপল, রক্তোৎ-পল, ভূইযব, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা ও প্রাস্তারফল ইহাদিগের কল্ক মস্তকে লেপ দিবে। মুখের বিরসতা থাকিলে মাতুলুঙ্গের (টাবানেবুর) কেশর মধু ও সৈন্ধব সংযোগে অথবা শর্করাযোগে দাড়িম্বের কল্ক বা দ্রাক্ষা ও খর্জ্জুরের কল্ক অথবা ইহাদিগের ক্বাথ বা রসের গণ্ডূষ মুখ মধ্যে ধারণ করিতে হয়।

কফ জন্য জ্বরে চাভিম, গুলঞ্চ, নিম্ব, কর্জ্জক ইহাদের ক্বাথ মধু সংযোগে অথবা ত্রিকটু, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটকী ও ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ অথবা হরিদ্রা, চিত্রক, নিম্ব, বেণামূল, অতিবিষা, বচ, কুষ্ঠ, ইন্দ্রযব, মুথা এবং পটল ইহাদের ক্বাথ মধু ও মরিচ সংযোগে সেবন করিবে। শ্যামালতা, অতিবিষা, কুষ্ঠ, পুরা, দুরালভা, মুথা, ইহাদের ক্বাথ, অথবা মুথা, ইন্দ্রযব, ত্রিফলা, কটকী ও পরূষক, ইহাদের ক্বাথ সেবনীয়।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে রাজবৃক্ষাদিবর্গের ক্বাথ মধু সংযোগে উপ-যুক্ত কালে সেবন করিলে অথবা শুণ্ঠী, ধান্যক, বামনহাটী, হরিতকী, দেবদারু, বচ, শীগ্রুবীজ, মুথা, চিরতা ও কটফলের ক্বাথ মধু ও হিঙ্গু যোগে উপযুক্তকালে সেবন করিলে জ্বর শীঘ্র আরোগ্য হয়। শ্বাস, কাস, শ্লেষ্মানির্গম, গলগ্রহ, হিক্কা, কণ্ঠশোথ, হৃদিশূল ও পার্শ্বশূল এই সকল উপদ্রব উক্ত ক্বাথ পানে বিনষ্ট হয়।

পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরে এলাইচ, পটল, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, বৃষ ও বাসক ইহাদের ক্বাথ মধুসংযোগে অথবা কটকী, বিজয়া, দ্রাক্ষা, মুথা ও ক্ষেত্রপর্পটী ইহাদের ক্বাথ; অথবা বামনহাটী, বচ, পর্পটী, ধনিয়া, হিঙ্গু, হরীতকী, মুথা, দ্রাক্ষা ও নাগর ইহাদের ক্বাথ মধু

---

* বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা কুকুট, ময়ূর, তিত্তির, বক এবং বর্ত্তকপক্ষী এই সমুদায়ের মাংসরস বিবেচনাপূর্ব্বক অম্ল অথবা অম্লরসের সহিত যথা-সময়ে জ্বররোগীকে প্রদান করিবেন। কেহ কেহ বলেন, মাংসরস গুরু এবং উষ্ণ বলিয়া জ্বরে প্রশস্ত নহে। কিন্তু লঙ্ঘন দ্বারা যদি বায়ুর বল অধিক হয়, তবে হইলে বাতাদির অংশাংশাভিজ্ঞ ভিষক্ কাল বিবেচনা করিয়া গুরু এবং উষ্ণ হইলে মাংসরস জ্বররোগীকে প্রদান করিবেন।

সংযোগে সেবন করিবে। দুইতোলা পরিমিত কটকী ও শর্করা উষ্ণবারি সহযোগে সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মাজ্বরের শান্তি হয়।

হরীতকী, বহেড়া আমলকী, বলালতা, কিসমিস্ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ পিত্তশ্লেষ্মানাশক ও অনুলোমজনক।

বাতপিত্ত জন্য জ্বরে চিরতা, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, আমলকী ও শঠী ইহাদের কাথ গুড়সংযোগে সেবন করিবে। রাস্না, বৃষোথ, ত্রিফলা ও সোঁদালফল ইহাদের কষায় সেবন করিলে বাতপিত্ত জ্বরের শান্তি হয়।

ত্রিদোষ জন্য জ্বরে প্রত্যেক দোষের শান্তিকর ঔষধসকল একত্র সেবন করিবে। সকল জ্বরেরই দোষের প্রাধান্য অনুসারে চিকিৎসা করিতে হয়। বৃশ্চিক (বিছুটী), বিল্ব, মুথা, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকতে পান করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। তিনভাগ জলে একভাগ দুগ্ধসহ শিরীষবৃক্ষের সার সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে পান করিলে সকল প্রকার জ্বরের শান্তি হয়। নল ও বেতসের মূল, মূর্ব্বামূল ও দেবদারু ইহাদের কষায় পানে জ্বরের শান্তি হয়। ত্রিদোষ জন্য জ্বরে ত্রিফলার কাথ ঘৃতসংযোগে সেবনীয়। অনন্তমূল, বালা, মুথা, শুণ্ঠী ও কটকী এই সকল একত্র দুই তোলা পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জল দিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সেবন করিবে। অগ্নিকর, বিরেচক ও জ্বরঘ্ন এই তিন প্রকারের মধ্যে কোন একটী বা দুইটী করিয়া দ্রব্য ঔষধে যোজনা করিবে। বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, মুথা, দেবদারু, শুঁঠ এবং চই এই সমুদায়ের কাথ পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়। শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকন্দ, চিরতা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম শট্যাদিবর্গ। এই শট্যাদিবর্গ সেবনে সান্নিপাতিক জ্বরের ধ্বংস হয়। ইহা কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস এবং তন্দ্রা প্রভৃতিতেও প্রশস্ত। বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাটী, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পল্‌তা এবং কটকী এই সমুদায়ের নাম বৃহত্যাদিবর্গ। ইহা সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর দূর হইতে পারে।

বিষমজ্বরে বমন, বিরেচন প্রয়োগ করিতে হয়। প্লীহোদর রোগের বিহিত ঘৃত অথবা ত্রিফলাচূর্ণ গুড় সংযোগে গাঢ় করিয়া পান করিবে। গুলঞ্চ, নিম্ব, আমলকী এই সকলের কাথ একত্র মধুসহ পান করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘৃতযোগে লশুন সেবনও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মধুক, পটল, কটকী, মুথা এবং হরীতকী এই পাঁচটী দ্রব্যের মধ্যে দুইটী, তিনটী বা ৫টীই একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিবে। ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, মধু এবং পিপ্পলী একত্র যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিলেও বিষমজ্বরের শান্তি হইতে পারে।

দশমূলীর কাথসহ পিপ্পলী সেবনীয় অথবা পিপ্পলী প্রতিদিন এক একটী বৃদ্ধি করিয়া সেবনপূর্ব্বক দুগ্ধান্ন ও মাংসরস এবং অন্ন ভোজন করিবে। উত্তম মদ্যপান ও কুক্কুট মাংস ভোজন, অবস্থাবিশেষে বিধেয়। কোল, পণিয়ারি ও ত্রিফলা ইহাদের কাথ দধিসহ ঘৃতে পাক করিয়া তাহাতে ত্রিকলোধ প্রক্ষেপ করিবে। এই ঘৃত সেবনে বিষমজ্বরের শান্তি হইতে পারে।

ইন্দ্রযব, পলতা এবং কটকী ইহাদের কাথ সন্তত জ্বরে; পলতা, অনন্তমূল, আকন্দ এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ সততক জ্বরে; নিমছাল, পল্‌তা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, কিসমিস্, মুথা এবং ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের কাথ অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে; চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন এবং শুঁঠ এই সমুদায়ের কাথ তৃতীয়ক জ্বরে; গুলঞ্চ, আমলকী এবং মুথা ইহাদের কাথ চাতুর্থক জ্বরে প্রদান করিবে।

বাসক, গুলঞ্চ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বলালতা এবং দুরালভা এই সমুদায়ের কাথ ঘৃত এবং ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ, আর পিপুল, মুথা, কিসমিস্, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ এই সমুদায়ের কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

পিপ্পলী, আতইচ, দ্রাক্ষা, শ্যামালতা, বিল্ব, রক্তচন্দন, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, বেণামূল, সিংহী, আমলকী, মুথা, ত্রায়মাণা, স্থিরা, আমলকী, শুণ্ঠ ও চিত্রক এই সকল ঘৃতে পাক করিয়া পান করিলে বিষমাগ্নি-জীর্ণজ্বর উপশান্ত হয়।

দুগ্ধ দ্বারা জীর্ণজ্বর মাত্রেরই উপশম হইয়া থাকে। অতএব জীর্ণজ্বরে ঔষধসিদ্ধ দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। *

গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বাসক, ত্রায়মাণা ও যবাস এই সকল দ্রব্যের কাথ এবং দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, মুথা, শুণ্ঠী, কুড় ও চন্দন এই সকলের কল্ক ঘৃতে পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়। কলশী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, ত্রায়ন্তী, নিম্ব, গোক্ষুর, বলা, পর্পট, মুথা শালপর্ণী ও যবাস এই সকলের কাথে এবং দ্বিগুণ দুগ্ধে শঠী, তামলকী ভার্গী (বামনহাটী), মেদ

* বেড়েলা, গোক্ষুর, ব্যাকুড়, চাকুলে, কণ্টকারী, শালপাণি, নিম ছাল, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, বলালতা এবং দুরালভা এই সমুদায়ের কাথ আর ভূম্যামলকী, শটী, কিসমিস্, কুড়, মেদ এবং আমলকী এই সমুদায়ে কল্ক ও দুগ্ধ এই সমুদায় দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জী জ্বরের শান্তি হয়।

(অভাবে অশ্বগন্ধা) এবং কুড় এই সকলের কল্কে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণজ্বর ভাল হয়। জীর্ণজ্বর দেহের রসাদিধাতুর দৌর্ব্বল্যবশতঃ শীঘ্র নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমেই ভোগ করিতে থাকে। অতএব জ্বররোগীকে বলকারক বৃংহণদ্বারা চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। বিষমজ্বরে জ্বররোগীর পানের নিমিত্ত সুরা ও সুরামণ্ড এবং ভক্ষণের নিমিত্ত কুক্কুট, তিত্তির ও ময়ূরের মাংস প্রদান করিবে। ষট্পলঘৃত, হরীতকী, ত্রিফলার কাথ কিংবা গুলঞ্চের রস সেবন করিলে বিষম জ্বর উপশান্ত হইতে পারে।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুথা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম, উৎপল, প্রিয়ঙ্গু, এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বহিষ্ট, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, পর্ণিনী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরেণু, ত্রিবৃৎ, দন্তী, বচ, তালীশ, নাগকেশর এবং মালতীপুষ্প ইহাদের কাথ ও ঘৃতের দ্বিগুণ দুগ্ধ-এই সকল সহযোগে ঘৃত পাক করিবে। ইহার নাম কল্যাণ-ঘৃত। কল্যাণঘৃত পান করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। বিষমজ্বর আসিবার সময় যুক্তিপূর্ব্বক স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া নীলবুহ্না, ফোকাদি জোয়ান, তেউড়ী এবং কটকী এই সমুদায়ের কাথ পান করিবে।

বিষমজ্বরে বহুমাত্রায় ঘৃত পান করিয়া বমন করিবে; জ্বরাগমনের সময় অন্নের সহিত প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করিয়া শয়ন, আস্থাপন বা বমন করিবে। এই জ্বরে বিড়ালের বিষ্ঠা দুগ্ধের সহিত পান অথবা বৃষের গোময় দধির মণ্ড বা সুরার সহিত সৈন্ধব লবণ দিয়া পান করিবে। এই জ্বরে পিপুল, ত্রিফলা, দধি, তক্র, ঘৃত, * ও পঞ্চগব্য প্রয়োগ করা বিধেয়। ব্যাঘ্রের বসা ও হিঙ্গু উভয় তুল্য পরিমাণে লইয়া সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা সিংহের বসা পুরাতন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সৈন্ধবের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে বিষমজ্বরে উপকার হইতে পারে। সৈন্ধব, পিপুলের দানা এবং মনঃশিলা তৈল দ্বারা পেষণ করিয়া চক্ষুদ্বয়ে অঞ্জন দিলে বিষমজ্বর শীঘ্র বিনষ্ট হয়। গুগ্গুল, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব এবং ঘৃত এই সমুদায় দ্রব্য দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। বিষমজ্বরে ভোজনের পূর্ব্বে তিলতৈলের সহিত রশুনের কল্ক সেবন এবং পবিত্র উষ্ণবীর্য্য মাংস ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

ভূতবিদ্যা ও বন্ধাবেশ এবং তাড়ন দ্বারা ভূতাভিষঙ্গ জ্বরের, বিজ্ঞানাদি দ্বারা মানসিক জ্বরের এবং ঘৃতমর্দ্দন ও রসৌদন ভোজন দ্বারা শ্রম ও ক্ষীণতা-জন্য জ্বরের শান্তি হয়। অভিশাপ বা অভিচার জন্য জ্বর হোমাদি দ্বারা এবং উৎপাতিক বা গ্রহপীড়া জন্য জ্বর দান, স্বস্ত্যয়ন ও আতিথ্য-ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

চরকসংহিতায় লিখিত আছে, অভিশাপ, অভিচার এবং ভূতাভিষঙ্গজনিত জ্বরে দৈবব্যপাশ্রয় (বলিমঙ্গলাদি) ও যুক্তি-ব্যপাশ্রয় (কষায়াদি) সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য।

অভিঘাত জন্য জ্বরে উষ্ণক্রিয়া বিধেয় নহে। মধুর স্নিগ্ধ, কষায় অথবা দোষানুসারে অন্যবিধ ঔষধ প্রয়োগ করাই উচিত।

ঘৃতপান, ঘৃতাভ্যঙ্গ, রক্তমোক্ষণ, মদ্যপান এবং সাত্ম্যমাংস রসের সহিত অন্নভোজন দ্বারা অভিঘাতজনিত জ্বরের উপশম হয়।

কোন প্রকার ঔষধের গন্ধে বা বিষজন্য জ্বর হইলে বিষ ও পিত্তের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ইহাতে সর্ব্বগন্ধার কাথ প্রযোজ্য। নিম্ব ও দেবদারুর কাথ বা মালতীপুষ্পের কাথও সেবনীয়।

মদ্যপায়ী ব্যক্তির আনাহযুক্ত জ্বর হইলে মদিরা ও মাংস রসের সেবন এবং জ্বর অথবা ব্রণরোগীর জ্বর, ক্ষত-ব্রণ চিকিৎসা দ্বারা শান্তি হয়।

আশ্বাস, অভিলষিত বস্তুলাভ, বায়ুর প্রশমন এবং হর্ষ দ্বারা কাম, শোক ও ভয়জনিত জ্বরের শান্তি হয়।

কাম্য ও মনোজ্ঞবস্তু, পিত্তঘ্ন চিকিৎসা এবং সদ্বাক্য দ্বারা শীঘ্রই ক্রোধজনিত জ্বরের শান্তি হয়।

কামজনিত জ্বর ক্রোধ দ্বারা এবং ক্রোধজনিত জ্বর কাম দ্বারা, আর কাম ও ক্রোধ এই উভয় দ্বারা ভয় ও শোক-জনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি জ্বরের কাল ও জ্বরের বেগ চিন্তা করিতে করিতে জ্বরাক্রান্ত হয়, অভিলষিত ও বিচিত্র বিষয় দ্বারা উক্ত কাল ও বেগবিষয়ক স্মৃতি নষ্ট করিলে সেই ব্যক্তির জ্বর নিবৃত্ত হয়।

উষ্ণজ্বরে ইচ্ছানুসারে শীতল অভ্যঙ্গ, প্রদেহ এবং পরিষেক; আর শীতজ্বরে উষ্ণঅভ্যঙ্গ, প্রদেহ ও পরিষেক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কফজন্য ও বায়ুজন্য জ্বরে রোগী শীতকর্ত্তৃক পীড়িত হইলে উষ্ণবর্গ দ্বারা অঙ্গে লেপ দিবে এবং উষ্ণ কার্য্যই বিধেয়। ঈষদুষ্ণ কাঞ্জী, গোমূত্র এবং শুক্ত দধিমণ্ড সেবন করিবে। অথবা পলাশের কল্ক লেপন বা রাস্না, বাবুইতুলসী এবং সজিনাবীজ একত্র কল্ক ও

* পঞ্চগব্য সমভাবে একত্র পাক করিয়া তাহাতে ত্রিফলা, চিত্রক, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকুল, বচ, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, চব্য ও দেবদারু এই সকল প্রক্ষেপ করিবে। ইহা সেবনে বিষমজ্বর আরোগ্য হয়। বলা অথবা গুলঞ্চযোগে পঞ্চগব্য পাক করিয়া সেবন করিলে জীর্ণ জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

লেপন কর্ত্তব্য। গুরুসহযোগে ক্ষার ও তৈল অভ্যঙ্গে প্রযোজ্য। এ অবস্থায় আরগ্বধাদিগণের কাথ বিশেষ হিত-কর। বাতঘ্ন দ্রব্যের ঈষদুষ্ণ কাথে অবগাহন কর্ত্তব্য। এই সকল প্রক্রিয়া এবং সুখোষ্ণ জল সেচন দ্বারা শীত নিবা-রণ ও গাত্রে কৃষ্ণাগুরু লেপন করাইবে। পরে রূপযৌবন-সম্পন্না পীনস্তনী প্রমদা দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করাইবে। রোগীর শরীর হৃষ্ট হইলে সেই স্ত্রীকে অপনীত করিবে। বাতশ্লেষ্মহর স্বেদ, অন্ন এবং পানীয় প্রভৃতি দ্বারা শীতজ্বর আশু শান্তি হয়। অগুর্ব্বাদি তৈলঅভ্যঙ্গে শীতজ্বরের আশু শান্তি হয়।

সহস্র-ধৌত-ঘৃত অথবা চন্দনাদি তৈল দ্বারা অভ্যঙ্গ করিলে দাহযুক্ত জ্বরের শান্তি হয়। মধু, কাঁজী. দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও জলদ্বারা সেক এবং জলে অবগাহন, এই সমুদায় শীতস্পর্শ বলিয়া সত্বই দাহজ্বরের উপশম হয়। অত্যন্ত দাহাভিভূত হইলে পুষ্করপত্র, পদ্মপত্র, নীলোৎপলপত্র, কহ্লার (শুঁদি) পত্র এবং নির্ম্মল ক্ষৌমী (রেসমী) বস্ত্রে চন্দনোদক পসেক করিয়া তাহাতে, অথবা হিমজলসিক্ত বা শীতলধারাগৃহে সুখ-শয়ন, চন্দনোদক দ্বারা সুশীতল সুবর্ণ, শঙ্খ, প্রবাল, মণি এবং মুক্তা এই সমুদায়ের স্পর্শ; মনোজ্ঞ সুগন্ধি পুষ্পমালা ধারণ, চন্দনোদকবর্ষী শীতবাতাবহ উৎপন্ন, পদ্ম এবং তালবৃন্ত প্রভৃতি দ্বারা ব্যজন করিবে। সরল, চন্দনচর্চ্চিত এবং মণি-মুক্তাদি উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত প্রিয়কামিনীর সংস্পর্শেও দাহজ্বরের শান্তি হয়।

মধু ও ফেনাযুক্ত নিম্বপত্রের জলপান করাইয়া বমন করা-ইলে দাহের শান্তি হয়। শতধৌত ঘৃত মাখাইয়া কোল ও আমলকীসহ কিংবা শূকধান্যের কাঞ্জীসহযোগে যবশক্তু লেপন করিলে অথবা কোন প্রকার পিত্তশান্তিকর পন্না অম্লপিষ্ট করিয়া লইয়া বা পলাশতরুর পল্লব অম্লে পেষণপূর্ব্বক ফেনা-ইয়া কিংবা বদরীপল্লব ও নিম্বপত্র ফেনাইয়া অঙ্গে প্রদেহ-প্রয়োগ বা লেপন করিলে দাহ, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছার শান্তি হয়। এক পোয়া যব, চারি তোলা মঞ্জিষ্ঠা এবং একশত পল অম্ল এই সকল যোগে এক প্রস্থ তৈল পাক করিবে। এই তৈল জ্বরদাহ শান্তিকর। ন্যগ্রোধাদিগণ বা কাকোল্যাদিগণ অথবা উৎপলাদিগণ পিষিয়া লেপন করিবে। উক্তগণের কাথ ও অম্ল সহযোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে কিংবা এই কাথ শীতল করিয়া দাহার্ত্ত রোগীকে তাহাতে অবগাহন করাইবে।

জ্বর রসস্থ হইলে বমন ও উপবাস, রক্তস্থ হইলে সেক-প্রলেপ ও সংশমন ঔষধ, মাংস ও মেদস্থ হইলে বিরেচন এবং উপবাস, অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিরূহ ও অনুবাসন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

জ্বরশান্তির নিমিত্ত পিপুল, ইন্দ্রযব অথবা যষ্টিমধুর সহিত মদনফল ও উষ্ণজল পান দ্বারা বমন করাইবে। মধু ও জল বা ইক্ষুরস অথবা লবণোদক কিংবা মন্ত বা তর্পণ দ্বারা বমন অতিশয় প্রশস্ত। কিসমিস্ ও আমলকীর রস দ্বারা অথবা কেবল আমলকীর রস ঘৃতে সঙ্কলন করিয়া বমনের নিমিত্ত পান করান যাইতে পারে।

পলতা, নিমের পাতা, বেণার মূল, শোণালু, বলা, গন্ধতৃণ, কট্‌কী, গোক্ষুর, ময়নাফল, শালপাণি এবং বেড়েলা এই সমু-দায় অর্দ্ধোদক দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে নামাইয়া তাহাতে ঘৃত, মধু, মদনফল, মুথা, পিপুল, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব এই সমুদায়ের কল্ক মিশ্রিত করিয়া বস্তি প্রদান করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়। শোণালু, বেণার মূল, ময়নাফল, শালপাণি, পৃশ্নিপর্ণি, মাষপর্ণী এবং মুদগপর্ণী এই সমুদায়ের কাথ করিয়া তাহাতে প্রিয়ঙ্গু, ময়নাফল, মুথা, শলুফা এবং যষ্টি মধু এই সমুদায়ের কল্ক আর ঘৃত, গুড় ও মধু মিশ্রিত বস্তি অতিশয় জ্বরঘ্ন। রক্ত-চন্দন, অগরুকাষ্ঠ, গাম্ভারী, পলতা, যষ্টিমধু এবং নীলোৎপল এই সমুদায় দ্বারা সিদ্ধ স্নেহ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা স্নেহবস্তি প্রদান করিবে। ইহা অত্যন্ত জ্বরঘ্ন।

বায়ুজন্য জ্বরে বাতঘ্ন মধুর দ্রব্যযোগে নিরূহ বস্তি অথবা দোষ ও বল অনুসারে অনুবাসন প্রযুজ্য। পিত্তজন্য জ্বরে উৎপলাদিগণ চন্দন ও বেণামূল প্রচুর পরিমাণে শীত কাথ ও শর্করাসহযোগে মধুর করিয়া বস্তি প্রয়োগ করা বিধেয়। যাতনা থাকিলে আম্রাদির ত্বক্, শঙ্খ, চন্দন, উৎপল, গৈরিক, অঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, মৃণাল ও পদ্ম এই সকল উত্তমরূপে পিষিয়া দুগ্ধ, শর্করা ও মধু সহযোগে বস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কফজন্য জ্বরে আরগ্বধাদির কাথ, পিপ্পল্যাদিগণ ও মধু সংযোগে বস্তি প্রয়োগ করিবে। দ্বিদোষ জন্য ও সন্নিপাতজ্বরে দোষানুসারে দ্রব্য মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। পিত্তজন্য জ্বরে মধুর ও তিক্ত দ্রব্য মিলিত করিয়া বস্তি প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মজন্য জ্বরে কটু ও তিক্ত দ্রব্যসহযোগে ঘৃত পাক করিয়া বস্তি কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হয়। মস্তক কফপূর্ণ বোধ হইলে শিরোবিরেচন প্রয়োগ করিবে।

জীবন্তী, যষ্টিমধু, মেদ, পিপুল, মরিচ, বচ, ঋদ্ধি, রাস্না, বেড়েলা, শুঁঠ, শলুফা এবং শতমূলী এই সমুদায়ের কল্ক দুগ্ধ ও জল দ্বারা তৈল এবং ঘৃতপাক করিয়া অনুবাসিক স্নেহ প্রস্তুত করিবে। এই স্নেহ অতিশয় জ্বরঘ্ন। পলতা

নিমছাল, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু এবং ময়নাফল দ্বারা সিদ্ধস্নেহ অতি উৎকৃষ্ট অনুবাসন।

লাক্ষা, শুণ্ঠী, হরিদ্রা, মূর্ব্বা, মঞ্জিষ্ঠা, মৃত্তিকা ও হরিতকী ইহাদিগের ছয় গুণ কাথসহ তৈল পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে জ্বর আরোগ্য হয়।

যজ্ঞডুমুর, আসন, নিম্ব, জম্বু, সপ্তচ্ছদ, অর্জ্জুন, শরীষ, খদিরকাষ্ঠ, মল্লিকা, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, ক্ষেত্রপর্পটী, বেণামূল, বচ, গজপিপ্পলি এবং মুথা এই সমুদায়ের ক্বাথে তৈলপাক করিবে, ইহাতে জ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বররোগীর মলবদ্ধ থাকিলে পিপুল ও আমলকী দ্বারা যবের পেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে। গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী, গুড় এবং শুঁঠ এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলে মলমূত্রের বিবদ্ধ ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

বাতজ, শ্রমজ এবং পুরাতন ক্ষতজ জ্বরে লঙ্ঘন হিতকর নহে। সংশমন-ঔষধ দ্বারা এই সকল জ্বরের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

অষ্টম দিবসে জ্বর নিরাম বলিয়া উক্ত হয়। যে ব্যক্তির দোষসকল উদীর্ণ হয়, প্রায়ই সে অল্লাগ্নি হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় বিশেষরূপে গুরুতর ভোজন করিলে হয় প্রাণত্যাগ, না হয় অধিক দিবস পর্য্যন্ত কষ্টভোগ করে। এই জন্য বাতিক জ্বরে সহসা অত্যন্ত গুরু বা অতিশয় স্নিগ্ধ ভোজন করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু যে বাতিক জ্বরে পিত্ত বা কফের অনুবন্ধ না থাকে, সেই বাতিকজ্বরে জ্বরোক্ত চিকিৎসার ক্রম অপেক্ষা না করিয়া, অভ্যঙ্গাদি চিকিৎসা ও কষায় পান করাইয়া মাংসরসযুক্ত অন্ন-ভোজন করা বিধেয়।

যাহাদের শরীরে বায়ুর ভাগ অল্প, শ্লেষ্মার ভাগ অধিক এবং শরীরে উষ্মা কম, অথবা মৃদু-উষ্মা, তাহাদের কফপ্রধান জ্বর হইলে এক সপ্তাহেও দোষের পরিপাক হয় না। এই জ্বরে ১০ দিবস পর্য্যন্ত লঙ্ঘন এবং অনশন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিয়া পরে কষায়াদি প্রয়োগ করিতে হয়।

দোষের ক্রম অপেক্ষা করিয়া দ্বন্দ্বজ জ্বরে দুইটী দোষের একটীর উৎকর্ষ অথবা উভয়ের সমতানুসারে এবং সন্নিপাত-জ্বরে তিনটী দোষের একটীর উৎকর্ষ দোষদ্বয়ের সমতা অনুসারে, বৈদ্য বিবেচনাপূর্ব্বক যথোক্ত ঔষধ দ্বারা সেই সমুদায়ের চিকিৎসা করিবেন। সন্নিপাত-জ্বরাবসানে যদি কর্ণের মূল-প্রদেশে নিদারুণ শোথ জন্মে, তবে কখন কোন ব্যক্তি সে জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করে। যে ব্যক্তির জ্বর রক্তস্থ হওয়ায় শীত, উষ্ণ, স্নিগ্ধ এবং রুক্ষ প্রভৃতি দ্বারা নিবৃত্ত না হয়, রক্তমোক্ষণ করিলে সে জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। যে জ্বর বীসর্প, অভিঘাত এবং বিস্ফোটক হেতু জন্মে, সে জ্বরে যদি কফপিত্তের আধিক্য না থাকে তবে, প্রথমতঃ ঘৃত পান করা কর্ত্তব্য।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, যে দিন জ্বরের উদয় হইবে সেই দিবস জ্বরের পূর্ব্বে নির্বিষ সর্প দ্বারা অথবা চৌর্য্যাপবাদ দ্বারা রোগীকে ভয় প্রদর্শন করিবে এবং অনাহারে রাখিবে; অথবা অতিশয় অভিষ্যন্দী বা গুরুতর দ্রব্য আহার করাইয়া পুনঃপুনঃ বমন করাইবে; অথবা তীক্ষ্ণ মদ্য বা জ্বরনাশক ঘৃত, কিংবা যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতন ঘৃত পান করাইবে; কিংবা সমধিক বিরেচন অথবা পূর্ব্বে স্বেদ প্রয়োগ করিয়া নিরূঢ় বস্তি প্রয়োগ করিবে।

জ্বরত্যাগকালে মনুষ্যের কণ্ঠকূজন, বমি, অঙ্গসঞ্চালন, শ্বাস, শরীরের বিবর্ণতা, ঘর্ম্ম, কম্প, অবসন্নতা, প্রলাপ, সর্ব্বাঙ্গের উষ্ণতা, কখন কখন শীতলতা, অজ্ঞানতা এবং জ্বরের বেগ আধিক্য হয় এবং রোগীকে ক্রুদ্ধের ন্যায় দেখায় তাহার দোষযুক্ত মল সশব্দে ও অতিশয় বেগে নির্গত হয়। যে সমুদায় জ্বর দোষবশতঃ বেগ জন্মাইয়া ক্রমে নিবৃত্ত হয়, সেই সমুদায় জ্বরের ত্যাগকালে কোনরূপ দারুণ লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

জ্বরত্যাগ হইলে মনুষ্যের ক্লান্তি, সন্তাপ ও ব্যথার নিবৃত্তি, ইন্দ্রিয়সমূহের নির্ম্মলতা এবং স্বাভাবিক সত্ত্ব উপস্থিত হয়।

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত বলবান্ না হয়; ততদিন ব্যায়াম, স্ত্রী-সংসর্গ, স্নান ও ভ্রমণ পরিত্যাগ করিবে। এই নিয়ম পালন না করিলে সেই ব্যক্তি পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়।

অনুচিতরূপে দোষসকল নিঃসারিত হওয়ার পর, যে জ্বরের নিবৃত্তি হয়, অল্পমাত্র অপচারেই সেই জ্বর পুনর্ব্বার আগমন করে। যে ব্যক্তি অনেক দিন পর্য্যন্ত জ্বরে কষ্টভোগ করিয়া দুর্ব্বল ও হীনচেতা হয়, যদি তাহার জ্বর একবার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় আক্রমণ করে, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাহার প্রাণবিনাশ হয়; কিংবা দোষসকল ক্রমশঃ ধাতুসমূহে পরিপাক পাইয়া জ্বর না জন্মাইলেও হীনতা, শোথ, গ্লানি, পাণ্ডুতা, অরুচি, কণ্ডু, উৎকোঠ, পীড়কা এবং অগ্নিমান্দ্য ইহার মধ্যে কোন না কোন একটী উৎপন্ন হয়।

পুনরাবৃত্ত জ্বরে অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন, স্নান, ধূপ, অঞ্জন এবং তিক্ত ঘৃত অত্যন্ত হিতকর। সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে, ছাগের কিংবা মেষের চর্ম্মলোম, বচ, কুড়, পলঙ্কষা এবং নিম্বপত্র, মধুযোগে ঐ সকল দ্রব্যের ধূপ প্রয়োগ করিবে। কম্প থাকিলে বিড়ালের বিষ্ঠা সেই ধূপে সংযোগ করিবে।

পিপ্পলী, সৈন্ধব, সর্ষপতৈল ও নৈপালী, এই সকলের

অঞ্জন চক্ষে প্রযোজ্য। চিরতা, কট্‌কী, মুথা, ক্ষেৎপাপ্‌ড়া এবং গুলঞ্চ এই সমুদায়ের কাথ কতিপয় দিবস সেবন করিলে পুনরাবৃত্ত জ্বরের শান্তি হয়।

নব জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি শুরু অথচ উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকিবে। ঔষধ ব্যতীত কেবলমাত্র পথ্য দ্বারাও সময় সময় রোগের শান্তি হইতে পারে; কিন্তু পথ্যের প্রতি অবহেলা করিলে উপশমের প্রত্যাশা থাকে না। তরুণ জ্বরে পরিষেক, প্রদেহ, স্নেহপান, সংশোধকঔষধ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, তুষারজল, ক্রোধ, প্রবাত এবং গুরুভোজ্য দ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

জ্বরের প্রথম অবস্থায় লঙ্ঘন, * জ্বরের মধ্যে পাচন, জ্বরের অন্তে জ্বরঘ্ন ঔষধ এবং জ্বরমুক্ত হইলে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। সর্ব্বজ্বরেই পিপাসা বোধ করিয়া একেবারে জলপান না করা অনুচিত। তৃষ্ণার্ত্ত হইলে প্রাণধারণের জন্য কিঞ্চিৎ জলপান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অবস্থাবিশেষ পিপাসা সহ্য করা ও বায়ুসেবন করা উচিত, কখন কখন রৌদ্রসেবনও করা যাইতে পারে। নবজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির শীতল জলপান করা উচিত নয়। বাতশ্লৈষ্মিক এবং কফ-জ্বরে গরম জল হিতকর, তৃপ্তিজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বায়ু ও পিত্তের অনুলোমকারক এবং দোষ ও স্রোতঃসমূহের মৃদুতা-সম্পাদক।

পণ্ডিতগণ জ্বরের আরম্ভাবধি সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত তরুণজ্বর, দ্বাদশরাত্রি পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর, দ্বাদশরাত্রির পর জীর্ণজ্বর বলিয়া থাকেন।

বাতজনিত জ্বরে সপ্তমদিবসে, পিত্তজ্বরে দশমদিবসে, এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরে দ্বাদশদিবসে ঔষধ প্রয়োগ করিবার বিধি, ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে।

সমতাবস্থাপন্ন রোগীকে সাতদিনে ঔষধ পান করাইবে; সাতদিনের মধ্যেও যদি নিরাম-লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন, বাতজ্বরে গুলঞ্চ, পিপ্পলীমূল ও শুণ্ঠীসিদ্ধ পাচন প্রস্তুত করিয়া অথবা ইন্দ্রযবকৃত পাচন সপ্তদিবসে প্রয়োগ করিবে। পাচন ও ঔষধসেবনের কালসম্বন্ধে সকলে একমত নহেন।

রোগীর বয়ঃক্রম, বল, অগ্নি, দোষ, দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক যথোচিত চিকিৎসা করিবেন।

* রোগী অধিক দুর্ব্বল না হয়, এইরূপ লঙ্ঘন দিয়া চিকিৎসা করা উচিত। যাহাকে বমন করান হইয়াছে, তাহাকে লঙ্ঘন দিবে, কিন্তু লঙ্ঘন ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। গর্ভবতী, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও ভয়শীল ইহাদিগকে উপবাস করাইবে না। ইহাদিগকে সামজ্বরে পাচন ও নিরামজ্বরে শমন ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অন্নমণ্ডাদি পথ্য প্রদান করিবে।

আমজ্বরে দোষাপহারক ঔষধ পান করান কর্ত্তব্য নহে। উপদ্রবহীন আমজ্বরে পাচন ব্যবস্থেয়। শুণ্ঠী ও কণ্টকারী দ্বারা রোহিষ (অভাবে বেণার মূল), বৃহতী ও কণ্টকারী দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সাধারণতঃ সকল জ্বরেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা, বেলমূলের ছাল, দুগ্ধ ও জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। শেষোক্তটীকে সংশমনীয় কষায় কহে।

কৃশ ও অল্প দোষসম্পন্ন ব্যক্তিকে শমন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। আরগ্বধাদি পাচন বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই ত্রিবিধ জ্বরেই হিতকর।

যে ব্যক্তি জলপান বা আহার করিয়াছে, তাহার পক্ষে এবং ক্ষীণশরীর, উপোষিত, অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ও পিপাসাতুরের পক্ষে সংশোধন ও সংশমন ঔষধ অপ্রশস্ত। নিম্বাদিচূর্ণ, হরিতক্যাদিগুটী, লাক্ষাদি ও মহালাক্ষাদি তৈল সর্ব্বপ্রকার জ্বরনাশক।

উদকমঞ্জরীরস সেবন করিলে অতি উগ্রতর সন্তোজ্বরও একদিবসের মধ্যে আরোগ্য হয়। পিত্তাধিক্য জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার মস্তকে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। জ্বরধূমকেতু আদার রসসহ তিন দিবস সেবন করিলেই নবজ্বর; এবং মহাজ্বরাঙ্কুশ দুই রতি প্রমাণ লইয়া গোড়ালেবুর বীজ ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বরঘ্নীবটিকা, নবজ্বরহরবটী প্রভৃতি ঔষধ নবজ্বরনাশক। শ্বাসকুঠাররস সর্ব্বপ্রকার জ্বরঘ্ন। হুতাশনরস ও রবিসুন্দররস সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর দূরীভূত হয়। বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রসপর্পটী প্রয়োগ করিতে পারিলে, অতিশয় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চরকসংহিতায় কথিত আছে, রস-দোষ ও মলের পাক হইয়া ক্ষুধা উদ্রিক্ত হইলে রোগীকে অন্নপ্রদান করা যাইতে পারে।

রোগীকে লঘু আহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। ভাজা জীরাচূর্ণ সৈন্ধবের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা, দন্ত ও মুখের মধ্যভাগ ঘর্ষণ করিয়া কবল গ্রহণ করিলে রোগীর মুখগত মল, দুর্গন্ধ ও বিরসতা নষ্ট হয় এবং মনের প্রসন্নতা ও আহারে রুচি জন্মিয়া থাকে।

কল্পতরুরস ও ত্রিপুরভৈরবরস আদার রসের সহিত সেবন করিলে বাত ও কফজন্যজ্বর বিনষ্ট হইতে পারে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে স্বেদ প্রদান করিলে স্রোতঃসমূহের মৃদুতা সম্পাদন ও অগ্নি নিজ আশয়ে আনীত হয়। বাতজ্বরে পার্শ্ববেদনা ও শিরোবেদনা থাকিলে গোক্ষুর এবং কণ্টকারী-সাধিত রক্ত-

শালি তণ্ডুল-কৃত পেয়া পান করিতে দিবে। কাস, শ্বাস বা হিক্কা থাকিলে পঞ্চমূলীসাধিত পেয়া আহার করিতে দেওয়া প্রশস্ত।

চতুর্ভদ্রিকা ও অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন করিলে শ্লৈষ্মিকজ্বর উপশান্ত হয়।

পঞ্চকোল, পিপ্পল্যাদিকাথ, চিরাতাদিকাথ, দশমূলীকাথ প্রভৃতি সেবনে বাতশ্লৈষ্মিকজ্বর বিনষ্ট হয়। এই জ্বরে বালুকা-স্বেদ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

অমৃতাষ্টক, কণ্টকার্য্যাদিকাথ, নাগরাদিকাথ, কটুকীকল্ক প্রভৃতি পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক।

ত্রিদোষ জ্বরে প্রথমতঃ কফনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মা প্রশমিত হইলে স্রোতঃসমূহ পরিষ্কার হইয়া শরীর লঘু হয় ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। কেহ কেহ সন্নিপাত জ্বরে প্রথমতঃ পিত্ত প্রশমন করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই জ্বরে লঙ্ঘন, বালুকাস্বেদ, নস্য, নিষ্ঠীবন (কফ-নির্গম), অবলেহ এবং অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সুশ্রুতে লিখিত আছে, সপ্তম, দশম কিংবা দ্বাদশ দিবসে সন্নিপাতজ্বর পুনরায় বার্দ্ধিত হইয়া, হয় উপশান্ত হয় নতুবা রোগীকে বিনাশ করে।

সন্নিপাত জ্বরে যাহার পিপাসা, পার্শ্ববেদনা ও তালু-শোষ থাকে, তাহাকে অপক্ব শীতল জল পান করিতে দেওয়া কোন-রূপেই উচিত নহে।

দশমূল, দ্বাদশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ প্রভৃতি কাথ সেবন করিলে সন্নিপাতজ্বরের উপশম হইতে পারে। মৃতসঞ্জীবনীবটিকা, ত্রিনেত্ররস, ভস্মেশ্বররস, অগ্নিকুমাররস, অমৃতাদিবটিকা প্রভৃতি ঔষধ সন্নিপাতজ্বরনাশক।

পর্পটাদিকাথ, যোগরাজকাথ, শৃঙ্গ্যাদিকাথ প্রভৃতি অবস্থা-বিশেষে প্রযুজ্য।

পিপ্পলী, মরিচ, বচ, সৈন্ধব, করঞ্জবীজ, ধুস্তুরবীজ, আম-লকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্বেতসর্ষপ, হিঙ্গু ও শুণ্ঠী এই সকল সমভাগে ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে ত্রিদোষজ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিরও চৈতন্য সম্পাদিত হয়।

আগন্তুকজ্বরে লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে। বধ, বন্ধন, শ্রম, বৃক্ষাদি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে জ্বর হইলে প্রথমতঃ দুগ্ধ ও মাংসরসযুক্ত অন্ন দ্বারা চিকিৎসা করা বিধেয়। পথপর্য্যটন হেতু জ্বর হইলে অভ্যঙ্গ ও দিবানিদ্রা সেবন করিবে। ঔষধিগন্ধজ জ্বরকে সর্ব্বগন্ধকৃত কাথ দ্বারা নিবারণ করিবে। সহদেবার মূল যথাবিধানে কণ্ঠে ধারণ করিলে চারি দিবসের মধ্যে ভৌতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

চরক লিখিয়াছেন যে, পাঁচপ্রকার বিষমজ্বর প্রায়ই সান্নিপাতিক। পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ততাদি পাঁচপ্রকার বিষমজ্বর ভিন্ন অপর চাতুর্থকের বিপর্য্যয় 'চাতুর্থকবিপর্য্যয়' নামক জ্বরও বিষমজ্বর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এই জ্বর অস্থি ও মজ্জাগত দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই জ্বর মধ্যে দুই দিবস হয়, আদি এবং অন্ত দিবসে থাকে না। যে জ্বর মধ্যে একদিবস হইয়া আদ্য এবং শেষ দিবসে বিমুক্ত হয়, তাহাকে 'তৃতীয়ক-বিপর্য্যয়' বলে।

বিষমজ্বরে পিত্ত দূষিত হইয়া কোষ্ঠদেশে এবং কফ দূষিত হইয়া হস্তপদে অবস্থান করিলে রোগীর শরীর উষ্ণ ও হস্তপদ শীতল হয়। কফ কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত হস্তপদে অবস্থিত হইলে শরীর শীতল এবং হস্তপদ উষ্ণ হয়।

যে বিষমজ্বরে শরীর গুরুতর অথচ ঘর্ম্মদ্বারা প্রালেপের ন্যায় বোধ হয় এবং সর্ব্বদাই অল্প বেগের সহিত জ্বর অবস্থিতি করে ও শীতল বোধ হয়, তাহাকে প্রলেপক বিষমজ্বর কহে।

সর্ব্বপ্রকার বিষম জ্বরই ত্রিদোষের প্রকোপে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যে দোষের প্রাধান্য লক্ষিত হইবে, তাহারই চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বিষমজ্বররোগীকে বমনবিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিয়া স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ অন্ন ও পানীয় সেবন করাইয়া জ্বরের সমতা সাধন করিবে।

শুণ্ঠীকাথ, দুর্জ্জলজেতারস, পটলাদিকাথ, কিরাতাদিচূর্ণ প্রভৃতি সেবনে দুষ্ট জল জন্য (নানাদেশ-সমুৎপন্ন জল জন্য) জ্বর প্রশান্ত হইয়া থাকে।

যে জ্বরে রোগী সবল ও দোষের অল্পতা থাকে এবং অন্য কোন উপদ্রব উপস্থিত না হয়, সে জ্বর সাধ্য।

জ্বরের উপদ্রব ১০টী—শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, পিপাসা, অতীসার, মলরুদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও দাহ।

ব্যাধি প্রশমিত হইলে উপদ্রব স্বতঃই বিলয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু উপদ্রবের মধ্যে যদি কোনটী অচিরে জীবন ধ্বংস করিতে পারে, এরূপ বোধ হয়, তবে অগ্রে তাহারই চিকিৎসা করা উচিত।

বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, জ্যোৎস্নী (ঝিঙ্গা), কাঁকড়া-শৃঙ্গী, পদ্মকাষ্ঠ, পুষ্করমূল, কটকী, শটীর শাক এবং শৈলমল্লীর বীজ ইহাদের কাথ সেবনে শ্বাস নষ্ট হয়।

বামনহাটী, নিম্ব, মুথা, হরীতকী, শুলফ, চিরতা, বাসক, আতইচ, বলাডুমুর, কটকী, বচ, ত্রিকটু, শোণাছাল, কুটজ-ছাল, রাস্না, দুরালভা, পলতা, পারুল, শটী, গোজিহ্বা, রাখালশশা, তেউড়ী, ব্রাহ্মীশাক, পুষ্করমূল, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, বহেড়া এবং দেবদারু ইহাদের কাথ সেবন করিলে শ্বাস, কাস, হিক্কা প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়।

পিপুল, জায়ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে অতি উগ্রতর শ্বাসরোগ হইতেও বিমুক্তি হয়। একখানি দা বনঘুঁটের অগ্নিতে তপ্ত করিয়া পঞ্জরদেশ দগ্ধ করিলে শ্বাস নিশ্চয় বিলুপ্ত হয়।

আদার রস দ্বারা নস্য করিলে এবং মধু, সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ একত্র বাটিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে মূর্চ্ছা নিবৃত্ত হয়। শীতলজল চক্ষুতে সেচন করিলে, সুগন্ধি ধূপ দিলে ও সুগন্ধি পুষ্পের ঘ্রাণ লইলে, কোমল তালপত্রের বায়ুসেবন এবং কোমল কদলীপত্র স্পর্শ করাইলেও মূর্চ্ছা প্রশমিত হইয়া থাকে।

আদার রস, অম্লরস এবং সৈন্ধব একত্র করিয়া কবল করিলে অরুচি বিনষ্ট হয়। গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া মধু, প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অথবা বিট্‌লবণ ও স্বর্ণমাক্ষিক, রক্তচন্দন অথবা চিনির সহিত লেহন করিলে নিশ্চয় বমন প্রশান্ত হয়।

গোড়ানেবু, ছোলঙ্গনেবু দাড়িম, কুল এবং পালং এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে পিপাসা ও মুখের অভ্যন্তরে যে ফুসকুড়ি উৎপন্ন হয়, তাহা নষ্ট হয়। মধু-সংযুক্ত শীতল দুগ্ধ আকণ্ঠ পান করিয়া তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া ফেলিলে অথবা মধু, বটের ঝুরি এবং খৈ একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে পিপাসা নিবারিত হয়।

বলবান্ ব্যক্তিদিগের অতীসার হইলে উপবাস করা বিধেয়। গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুথা, চিরাতা, নিম্ব, আতইচ এবং শুঁঠ ইহাদের সেবনে অতীসার বিনষ্ট হয়। শুঁঠ, গুলঞ্চ, কুড়চি ও মুথা দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উপকার হয়। আকন্দ, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, শুঁঠ, চিরতা ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথ সর্ব্বপ্রকার অতীসারনাশক। হরীতকী, সোঁদাল, কটকী, তেউড়ী ও আমলকী-সিদ্ধ কাথ সেবন করিলে মলরুদ্ধতা নষ্ট হয়।

সৈন্ধব অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্য করিলে হিক্কা নষ্ট হয়। শুঁঠ-চূর্ণ চিনির সহিত মিলিত করিয়া নস্য করিলে অথবা হিঙ্গুর ধূপ দিলেও হিক্কা নষ্ট হয়।

পিপুল, পিপুলের মূল, বহেড়া, ক্ষেৎপাপড়া ও শুঁঠ এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা বাসকপাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে কাস নিবারিত হয়। পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ত্রিকটু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কায়ফল, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা; এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে কাস প্রশান্ত হয়।

দাহনিবারক প্রক্রিয়া, পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

বহির্ব্বেগজ্বর এবং প্রাকৃতজ্বর (অর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে যথাক্রমে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ্বর হইলে) সুখসাধ্য। প্রাকৃতজ্বরের বিপরীত হইলে তাহাকে বৈকৃত-জ্বর কহে।

বৈকৃতজ্বর কষ্টসাধ্য। বাতজ্বর প্রাকৃত হইলেও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। অন্তর্ব্বেগজ্বরও কষ্টসাধ্য।

ক্ষীণ ও শোথাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর এবং গম্ভীর ও দৈর্ঘ-রাত্রিক জ্বর অসাধ্য। যে বলবান্ জ্বরকর্তৃক রোগীর মস্তকে হঠাৎ সীমন্তবৎ হয়, সে জ্বর অসাধ্য।

যে জ্বরে রোগীর আভ্যন্তরিক দাহ, পিপাসা, কাস, শ্বাস এবং অত্যন্ত মলরুদ্ধতা জন্মে, তাহাকে গম্ভীর জ্বর বলে।

জ্বরের পূর্ব্বে, জ্বরের মধ্যে অথবা জ্বরের অন্তে কর্ণমূলে শোথ জন্মিলে জ্বর যথাক্রমে অসাধ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য ও সুখসাধ্য হইয়া থাকে।

যে জ্বর বহু হেতু দ্বারা উৎপন্ন ও বলবান্ হয় এবং বহু লক্ষণাক্রান্ত থাকে, সেই জ্বর রোগীর জীবন বিনষ্ট করে। যে জ্বরের উৎপত্তিমাত্রই রোগীর চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের শক্তি বিনাশ করে, সে জ্বর অসাধ্য।

যে ব্যক্তি জ্বরে হতজ্ঞান ও বিগতহর্ষযুক্ত হয়, উত্থান-শক্তি না থাকাপ্রযুক্ত পতিতের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে এবং অভ্যন্তরে দাহ অথচ বাহ্য শীতদ্বারা পীড়িত হয়, তাহার জীবন নষ্ট হয়।

যে জ্বররোগীর শরীর রোমাঞ্চিত, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, হৃদয়ে সাঙ্ঘাতিক বেদনা এবং মুখ দ্বারা শ্বাস বিনির্গত হয়, তাহার জীবনের আশা নাই। যে জ্বরে রোগীর হিক্কা, শ্বাস, পিপাসা, মূর্চ্ছা, চক্ষুর বিভ্রম ও ক্ষীণতা উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বদা শ্বাস বিনির্গত হইতে থাকে, সে জ্বর রোগীর প্রাণনাশ করে। যে জ্বরে রোগীর প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়শক্তির হীনতা, শরীরের ক্ষীণতা ও অরুচি জন্মে এবং অতি দুঃসহ বেগের সহিত গম্ভীর জ্বর হয়, সেই জ্বরে রোগী প্রাণত্যাগ করে। শুক্রধাতুপ্রাপ্ত জ্বরে শিশ্নের স্তব্ধতা এবং অত্যন্ত শুক্রক্ষরণ হইয়া থাকে। এই জ্বর প্রাণনাশক।

যে ব্যক্তির প্রথম উৎপত্তিকাল হইতেই বিষমজ্বর অথবা দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর হয়, তাহার জ্বর অসাধ্য। ক্ষীণকায় ও রুক্ষ ব্যক্তি গম্ভীর জ্বরাক্রান্ত হইলে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

যে জ্বর প্রলাপ, ভ্রম, শ্বাসযুক্ত এবং তীক্ষ্ণ হয়, সেই জ্বর সপ্তম কিংবা দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে রোগীর প্রাণনাশ করে।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় চিকিৎসাসম্বন্ধে এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত। এলো-

প্যাথি মতে জ্বরের নিদান ও চিকিৎসা নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত আছে—

জ্বর কাহাকে বলে য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরনিশ্চয় হয় নাই। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত গেলেন শারীরিক উত্তাপ-বৃদ্ধিকে "জ্বর" নামে অভিহিত করিয়াছেন। জর্ম্মণ-দেশীয় খ্যাতনামা ডাক্তার ভিরকো (Vircho) বলিয়াছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হইলে শরীরের সমস্ত ঝিল্লী (Tissues) ধ্বংস হইয়া যায় ও তাহাতে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকেই পূর্ব্বোক্ত কারণ দুইটীকেই অস্বীকার করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শারীরিক রক্ত বিষাক্ত হইলে সমস্ত শরীরের ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহাতেই জ্বর হয়। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকগণের অধিকাংশই বলিয়া থাকেন যে, শারীরিক ঝিল্লির ধ্বংসহেতু দৈহিক উত্তাপের বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতেই জ্বরের উৎপত্তি হয়। সংক্ষেপতঃ শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধিকেই জ্বরোৎপত্তির লক্ষণ বলিয়া গণনা করা যায়। জ্বর হইলে শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি ব্যতীত শ্বাস ও নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি হয় এবং স্বেদনির্গম ও মূত্রাদির ব্যত্যয় হইয়া থাকে।

অধুনা মানবশরীরে যত প্রকার পীড়া সঙ্ঘটিত হয়, তাহার মধ্যে জ্বররোগই অধিক। আবার নানাবিধ জ্বরভুক্ত রোগীর সংখ্যা-সমষ্টির মধ্যে অনেকেই ম্যালেরিয়া-জ্বরে পীড়িত। ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ তাহা অদ্যাবধি কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কয়েকটী মত নিম্নে লিখিত হইল।

১। ইতালী-নিবাসী বিখ্যাত চিকিৎসক লেন্‌সিসাই (Lancisi) বলেন যে, উদ্ভিজ্জাতি পচিয়া ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়।

২। ডাক্তার কটক্লিফ (Cutcliff) স্থির করিয়াছেন যে, সমতল ভূমি, নিম্নভূমি, উপত্যকা প্রভৃতি স্থানের নিম্নস্থ আর্দ্রতা যদি অধিক পরিমাণে উপরে উঠিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে রীতিমত বাষ্পোদ্গম রোধ করে তবে তাহা হইতে ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে।

৩। ডাক্তার স্মিথ) Dr. Smith) বলেন, মৃত্তিকা যত আর্দ্র হইবে এবং সেই আর্দ্রতা যে পরিমাণে উপরে উত্থিত হইবে, ম্যালেরিয়া বিষের ততই আধিক্য হইবে।

৪। ডাক্তার ওলডহাম (Oldham) বলেন, শীতলতার হঠাৎ আবির্ভাবই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। তিনি বলেন, যে স্থানে হঠাৎ উত্তাপের হ্রাস হইবে, তথায় নিশ্চয় ম্যালেরিয়া উদ্ভূত হইবে।

৫। ডাক্তার মুর (Dr. Moor) স্থির করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ্‌বিগলিত জলপান করিলে ম্যালেরিয়াজনিত পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। "ম্যালেরিয়া" একটী ইতালীয় শব্দ; ইহার অর্থ দূষিত বায়ু। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে এই বিষের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে।

(ক) বাসবাটীর চতুর্দ্দিকস্থ পয়োপ্রণালী পরিষ্কার রাখা ও যাহাতে পুষ্করিণীর জল লতাপাতা পচিয়া নষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকা কর্ত্তব্য।

(খ) অগ্নি ও ধূমদ্বারা ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হয়।

(গ) বাটীর চারিদিকে বৃক্ষ থাকিলে তাহা দ্বারা দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ হয়।

(ঘ) দিবা অপেক্ষা রাত্রিকালে ম্যালেরিয়া বিষ অধিক পরিমাণে বায়ুর সহিত মিশ্রিত থাকে; সুতরাং রাত্রিকালে যতদূর সম্ভব বস্ত্র দ্বারা নাসিকাদ্বার বন্ধ করিয়া গৃহের বাহিরে যাওয়া কর্ত্তব্য। শরৎকালে তীক্ষ্ণ রৌদ্র এবং হেমন্তের দুরন্ত শিশির জ্বররোগীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

(ঙ) প্রত্যূষে কোথায় যাইতে হইলে মুখপ্রক্ষালনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে কিছু ভক্ষণ করিয়া যাওয়া উচিত।

(চ) আমাদিগের দেশে বর্ষার শেষ হইতে অগ্রহায়ণের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত এই পীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এইকালে সকলের সাবধান থাকা উচিত। এই সময়ে ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ঔষধের ন্যায় ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। হেলেঞ্চা, পল্‌তা প্রভৃতি ব্যঞ্জনের সহিত আহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া-সমুদ্ভূত জ্বর সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত—১ সবিরাম জ্বর (Intermittent fever) ও ২ স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent fever)

সবিরাম জ্বর। এই জ্বরকে পর্য্যায়-জ্বর বলা যায়। এই জ্বর সম্পূর্ণরূপে বিরত হয়; জ্বরের বিরামাবস্থায় রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করিয়া থাকে। এই জ্বরের কারণ দ্বিবিধ—পূর্ব্ববর্ত্তী ও উদ্দীপক।

(ক) অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রিজাগরণ, অধিক সুরাপান, অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ ইত্যাদি; (খ) রক্তের অবিশুদ্ধাবস্থা; (গ) অস্বাভাবিকরূপে শারীরিক উত্তাপের হ্রাস। এইগুলিই এই পীড়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ।

দুর্ভিক্ষ, অধিক পরিমাণে অঙ্গারক (Carbon) বা অণ্ডলাল (Albumen) মিশ্রিত খাদ্যাদি ভক্ষণ, উদ্ভিজ্জাদি বিগলিত জলপান, উত্তর-পূর্ব্বদিকের বায়ুসেবন প্রভৃতি এই জ্বরের উদ্দীপক কারণ।

লক্ষণ। এই জ্বরে তিনটী অবস্থা হইয়া থাকে, যথা—শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্ম্মাবস্থা। প্রথমতঃ পুনঃ পুনঃ হাই উঠিয়া শীতবোধ হইতে থাকে, পরে ত্বক্ আকুঞ্চিত হইয়া কম্প উপস্থিত হয়। এই সময় মস্তকবেদনা, বিবমিষা বা বমন হইতে থাকে এবং ধমনীর আকুঞ্চনহেতু নাড়ী বেগবতী ও সূত্রবৎ ক্ষীণা হয়। এই অবস্থা অর্দ্ধঘণ্টা হইতে তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া দ্বিতীয়াবস্থায় উপনীত হয়। তখন শারীরিক শীতলতা বিদূরিত হইয়া ত্বক্ উত্তপ্ত, শুষ্ক ও উষ্ণবোধ হয়। নাড়ী স্থূলা ও পূর্ণবেগবতী হয়; মস্তকের পীড়া বর্দ্ধিত হইয়া চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠে ও অত্যন্ত পিপাসা উপস্থিত এবং প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়। তৃতীয়াবস্থা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জ্বর মগ্ন হইতে থাকে, চক্ষুপদাদি উষ্ণ ও তত্তৎস্থানে জ্বালা উৎপন্ন হয় ও শ্বাস-প্রশ্বাস শীঘ্র-শীঘ্র হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ রোগীর শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। রোগী পূর্ব্বে দুর্ব্বল থাকিলে অথবা প্রাচীন হইলে কখন কখন জ্বরকালে অচেতন হইয়া পড়ে। প্রলাপ, উদরস্ফীতি প্রভৃতি অবসাদের লক্ষণও উপস্থিত হয়। কিন্তু জ্বরত্যাগ হইলেই রোগী আপনাকে সুস্থ বোধ করে। এই পীড়া কিছুদিন ভোগ করিলে প্লীহা ও যকৃতের প্রদাহ এবং কখন কখন জ্বরকালে উদরাময় আসিয়া উপনীত হয়।

প্রকার ভেদ—সবিরাম-জ্বর সাধারণতঃ তিন প্রকার যথা—কোর্টিডিয়ান (Quotidian), টার্শিয়ান (Tertian) ও কোয়ার্টন (Quartan)। যে জ্বর প্রত্যহ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ঐকাহিক (Quotidian), যাহা দুই দিন অন্তর অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে, তাহাকে ত্র্যহিক (Tertain) এবং যাহা তিন দিন অন্তর অর্থাৎ চতুর্থ দিবসে এক নির্দ্ধারিত সময়ে আইসে, তাহাকে চাতুর্থিক (Quartan) জ্বর কহে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত তিনপ্রকার সবিরাম জ্বরের মধ্যে ঐকাহিক জ্বর প্রাতে, ত্র্যহিক বেলা দ্বিপ্রহরে এবং চাতুর্থিক অপরাহ্নে উপস্থিত হয়। কিন্তু নানা কারণে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। জ্বর নিয়মিত সময় অতিক্রম করিয়া বিলম্বে আসিলে আরোগ্যের লক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে। কখন কখন দুইটী পর্য্যায় এক দিবসে ঘটিতে দেখা যায়; প্রাতঃকালে জ্বর আরম্ভ হইয়া বৈকালে মগ্ন হয় এবং পুনরায় সন্ধ্যার পর আরম্ভ হইয়া শেষরাত্রে মগ্ন হইয়া থাকে। এইপ্রকার জ্বরকে ডবল্ কোর্টিডিয়েন কহে। এইরূপ ডবল টার্শিয়েন ও ডবল কোয়ার্টন জ্বরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সবিরামজ্বর কখন কখন স্বল্পবিরামজ্বর বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাপমানযন্ত্র ব্যবহার করিলে সবিরামজ্বর সহজেই নির্ণীত হইতে পারে; এই জ্বরের সম্পূর্ণ বিরাম উপস্থিত হয়, কিন্তু স্বল্পবিরাম জ্বরে সেরূপ হয় না। শারীরিক তাপের হঠাৎ বৃদ্ধি ও লাঘব হওয়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ। সবিরামজ্বরে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হয়—

১। এই জ্বরে শৈত্যাবস্থা, উত্তাপাবস্থা ও ঘর্ম্মাবস্থা পরে পরে সমভাবে উপস্থিত হয়।

২। শৈত্যাবস্থায় রোগী অত্যন্ত শীতবোধ করিয়া থাকে এবং কম্পের সহিত জ্বর উপস্থিত হয়।

৩। ঐকাহিকজ্বর এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আইসে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে মগ্ন হয়। জ্বরবিচ্ছেদকালে রোগী আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করে।

৪। এই জ্বরে শারীরিক তাপ সময় সময় এত বৃদ্ধি হয় যে, তাপমানযন্ত্রের পারদ ১০৫° হইতে ১০৮° পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু এই তাপের সম্পূর্ণ হ্রাস হইয়া থাকে ও রোগী তখন শীতবোধ করে।

স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। এই জ্বরে সবিরাম জ্বরের তিনটী অবস্থা ক্রমান্বয়ে ও সমভাবে কখন প্রকাশ পায় না।

২। শৈত্যাবস্থায় অতি সামান্যরূপ প্রকাশ পায়, কখন বা আদৌ প্রকাশ পায় না। শীত বা কম্প কখনও লক্ষিত হয় না।

৩। শারীরিক উত্তাপ অধিককাল স্থায়ী হয়, হঠাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। ঘর্ম্মাবস্থা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪। এই জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সময় সময় কেবলমাত্র তাহাদের কিঞ্চিৎ লাঘব হইয়া থাকে। জ্বরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদাবস্থা কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিকিৎসা। ১, যদি রক্ত দূষিত হইয়া জ্বর হয়, তবে তৎসংশোধনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ২, যদি কোন স্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয় অথবা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতিকার করা বিধেয়। ৩, ঝিল্লীর (Tissues) ধ্বংস হওয়া প্রযুক্ত মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া বোধ হইলে উত্তেজক ঔষধ ও বলকারক পথ্য দেওয়া আবশ্যক। ৪, জ্বরের শান্তি হইলে পর শারীরিক বলবর্দ্ধনার্থ কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত বলকারক ঔষধ (Tonic) ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সবিরাম জ্বরের তিনটী অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা করা উচিত।

১ম—শীতলাবস্থা। যাহাতে শরীর শীঘ্র উষ্ণ হয়, তাহার

উপায় করা কর্ত্তব্য। সামান্ত শীতলাবস্থায় রোগীকে লেপ, কম্বল প্রভৃতি দ্বারা আবৃত রাখা ও পানার্থ গরম জল, গরম চা, গরম কাফি কিংবা কর্পূরমিশ্রিত গরম জলের সহিত ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু শীতলাবস্থা অধিককাল স্থায়ী হইলে রোগী অবসন্ন ও লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া ক্রমশঃ মুমূর্ষু হইয়া পড়িতে পারে; এইরূপ অবস্থায় রোগীর দুই বগলে দুইটী গরম জলপূর্ণ বোতল স্থাপন করিয়া হস্তপদাদি ও বক্ষঃস্থলে স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিবে। পদদ্বয়ের ডিমে ও বাহুতে দুই-খানা করিয়া চারিখানা রাইসরিষার পলস্ত্রা এবং নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করিতে দিবে।

টিংচর মস্ক	...	...	১৫ বিন্দু।
টিং সিন্‌কোনা কম ...		...	৩০ „
ভাঃ গ্যালিসাই	...	...	৩০ „
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম ...		...	১৫ „

কর্পূরের জলমিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স এক মাত্রা। রোগীর অবস্থার উন্নতি অনুসারে প্রতিমাত্রা ১ ঘণ্টা হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থেয়। যদি রোগীর হস্ত-পদাদিতে আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তবে উক্ত স্থানে শুঁঠের গুঁড়া উত্তমরূপে মালিস করিবে ও নিম্নলিখিত ঔষধ মর্দ্দনার্থ দিবে।

ক্লোরোফর্ম	...	...	৩ ড্রাম।
লিঃ সেপ্‌নিস্	...	...	৪ „

মর্দ্দনের জন্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। জ্বর আসিলে কোন কোন রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং তাহার ভয়ানক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। তখন রোগীর মুখে ও চক্ষে শীতল জল সিঞ্চন করিবে ও মস্তকে শীতল জলের পটী দিবে। রোগী সংজ্ঞালাভ করিলে ও গিলিবার ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত মিশ্র দুইঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

পটাশ ব্রোমাইড	...	...	১০ গ্রেণ।
টিং বেলেডোনা	...	...	৫ বিন্দু।

একোয়া এনিসি মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ৪ ড্রাম—এক মাত্রা।

বালকদিগের জন্য—

টিং বেলেডোনা	...	...	অর্দ্ধবিন্দু।
পটাশ ব্রোমাইড	...	...	১ গ্রেণ।
সল্ক কোনাই	...	...	৩ বিন্দু।
মৌরি ভিজান জল	...	...	১ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। বয়স বিবেচনা করিয়া মাত্রা ঠিক করিতে হয়। কম্পের প্রারম্ভ হইতে রোগীকে ৯৫।২০ বিন্দু লডেনম্ (টিং ওপিয়াই) সেবন করাইলে কম্প সত্বর দূরীভূত এবং জ্বরের ভোগ হ্রাস ও কষ্ট নিবারিত হয়। শিশুদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধ মেরুদণ্ডের উপর মর্দ্দন করিলে তৎক্ষণাৎ কম্প দূর হয় এবং জ্বরও কমিয়া যায়।

লিঃ সেপনিস্	...	...	৪ ড্রাম।
টিং ওপিয়াই	...	...	„ „

মর্দ্দনার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে।

২য়—উত্তাপাবস্থা। এই অবস্থা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে যদি রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, অথবা কোন যন্ত্রে রক্ত জমিবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক; নহিলে দিবে না। পিপাসা থাকিলে স্নিগ্ধ পানীয় সেবন করিতে দিবে। লেমনেড ব্যবস্থা করা যাইতে পারে *। যদি অত্যন্ত গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, অথবা গাত্র অত্যন্ত উষ্ণ থাকে, তবে ঈষদুষ্ণ জলে কিঞ্চিৎ ভিনিগার (সির্কা) মিশাইয়া লইবে এবং তাহাতে গাত্রমার্জ্জনী ভিজাইয়া রোগীর গাত্র উত্তমরূপে মুছাইয়া, গরম বস্ত্রাদি দ্বারা গাত্র আবৃত করিয়া দিবে। কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে বিধেয় নহে।

যদি রোগী মস্তকবেদনায় অত্যন্ত কাতর হয় ও তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তিম হইয়া উঠে, তবে মস্তকে শীতল জলের পটী লাগাইবে। ইহাতে যদি উক্ত লক্ষণদ্বয় নিবারিত না হয়, তবে পূর্ব্বকথিত পটাস্‌ব্রোমাইড ও বেলেডোনা মিশ্র ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করাইবে।

ম্যাগনেশিয়া সলফ্	...	...	১ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথর	...	...	১৫ বিন্দু।
ভাইনাম ইপিক্যাক	...	...	৫ „
লাইঃ এমনিয়া এসিটেটিস্	...	...	২ ড্রাম।
সিরপ্ লিমন্	...	...	২ „

কর্পূরের জল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স এক মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

---

* নিম্নলিখিত প্রকারে লেমনেড প্রস্তুত করিবে।

ডাবেরজল বা গোলাপজল	...	...	২ ঔন্স।
ক্রিষ্টাল সুগার ...	...	...	২ ড্রাম।
সোডা বাইকার্ব্ব ...	...	...	২ „
অইল লেমনিস্ ...	...	...	১ বিন্দু।

এই কয়েকটী দ্রব্য একটী পাথরবাটী কিংবা মাটির পাত্রে গুলিয়া লইবে। ঐরূপ আর একটী পাত্রে ২০ গ্রেণ টার্টারিক এসিড গুলিবে; অভাবে পাতি কিংবা কাগজীলেবুর রস অল্প পরিমাণে লইবে। পরে পাত্রদ্বয় রোগীর সম্মুখে লইয়া, উভয় পাত্রস্থ দ্রব্য একত্র করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে অথবা ৮।১০ দিন জ্বরভোগ করিতে থাকিলে, বিশেষ আবশ্যক হইলে কেবলমাত্র ৪।৬ ড্রাম এরণ্ডতৈল (Castor Oil) জ্বর-বিচ্ছেদকালে সেবন করাইবে। জ্বরের প্রকোপাবস্থায় বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে রোগীর পক্ষে বিশেষ বিপৎপাতের সম্ভাবনা।

পটাস্ সাইট্রাস্	...	...	৫ গ্রেণ।
পটাস্ এসিটাস্	...	...	৭ „
টিং সিনকোনা কম	...	...	২০ বিন্দু।
টিং কার্ডেমম কম	...	...	১০ „
লাইঃ এমনিয়া এসিটেটিস্	...	...	২ ড্রাম।
কর্পূরের জল	...	...	১ ঔন্স।

একমাত্রা। আবশ্যক হইলে প্রতি মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়। এই ঔষধটী অথবা নিম্নলিখিত মিশ্র সেবন করাইলে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব হইয়া রোগীর সঞ্চিত রসসকল দূরীভূত হয়।

সিরপ্ রোজি	...	...	১ ড্রাম।
পটাস্ সাইট্রাস্	...	...	৭ গ্রেণ।
টিং হায়াসায়ামস্	...	...	১০ বিন্দু।
নাইট্রিক ইথর	...	...	২০ „

ডিককসন্ সিন্‌কোনা মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স, এক মাত্রা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

জ্বরের সহিত গাত্রে বেদনা থাকিলে এই ঔষধ সেবনে উপকার হইতে পারে।

গাত্রে বেদনা না থাকিলে টিংচর হায়াসায়ামস্ উঠাইয়া দিয়া অপর কয়েকটী ঔষধ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

যদি রোগী জ্বর ও উদরাময় পীড়া এককালে ভোগ করিতে থাকে; তবে নিম্নলিখিত মিশ্র ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

লাইঃ আমনিয়া এসিটেটিস্		...	১ ড্রাম।
ভাইনাম্ ইপিকাক্	...	...	৮ বিন্দু।
বিসমথ নাইট্রাস	...	...	৮ গ্রেণ।
টিং কার্ডেমম কম	...	...	৩০ বিন্দু।
——কাইনো	...	...	১০ „
——ক্যাটিকিউ	...	...	২০ „
মৌরির জল	...	...	১ ঔন্স।

একমাত্রা। বিসমথ, টিং কাইনো, টিং ক্যাটিকিউ এই কয়েকটী ঔষধ উদরাময়-নিবারক।

৩য়—ঘর্ম্মাবস্থা। এই অবস্থায় জ্বরের পুনরাক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করা উচিত। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া জলসাগু, দুগ্ধসাগু বা আরারুট ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীর গা মুছাইয়া কুইনাইন সেবন করাইবে। জ্বরের হ্রাসাবস্থা হইতেই কুইনাইন সেবন করান যাইতে পারে। ইহার প্রয়োগের মাত্রা বিষয়ে তত ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। অবস্থাবিশেষে একবারে ২০ গ্রেণ সেবন করান যাইতে পারে। যে সকল জ্বরে কোলাপ্স (পতনাবস্থা) হইবার সম্ভাবনা, সেই জ্বরে অধিক পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করা উচিত নয়।

এরূপ অবস্থায় এক বা দুই গ্রেণ কুইনাইন, ব্রাণ্ডী বা অন্য কোন উত্তেজক ঔষধের সহিত সেবন করা আবশ্যক। কেহ কেহ কুইনাইনের পরিবর্ত্তে লাঃ আর্সেনিকেলিস্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পুরাতন জ্বরে কুইনাইন অপেক্ষা আর্সেনিক ব্যবহারে অধিক ফল পাওয়া যায়। ইহা আহারান্তে সেবনীয়—মাত্রা ২ হইতে ৮ বিন্দু। গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, দ্রুতবেগে রক্ত-সঞ্চালন, জিহ্বা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ কাঁটা দ্বারা আবৃত, যোজকত্বক্ রক্তিম, অক্ষিপুটে ভারবোধ, পেটে বেদনা অনুভব, বিবমিষা, বমন, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আর্সেনিক ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সপর্য্যায় জ্বরে বিচ্ছেদকালে ৫ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রায় স্যালিসিন অথবা ৫ হইতে ৬ গ্রেণ মাত্রায় সলফেট অব বিবারিণ সেবন করান যাইতে পারে। ডাক্তার ম্যাগ্‌নিস্কেরি বলেন, দেশীয় নেবুর কাথ (Decoction of Lemon) কুইনাইনের ন্যায় অব্যর্থ। জ্বর আসিবার ৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে হইতে ইহা সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। তিনি বলেন, যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী কুইনাইন সেবনে উপকার পায় নাই, এই কাথ সেবনে তাহার উপকার হইয়াছে। জ্বর আসিবার এক অথবা অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ১৫।২০ অথবা ৩০ গ্রেণ মাত্রায় রিজর্সিন (Resorcin) সেবন করিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। সবিরামজ্বরে সাধারণতঃ কুইনাইন্ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কুইনাইন বটিকাকারে সেবন করিতে হইলে ইহার সহিত নাইট্রিক এসিড, একস্‌ট্রাক্ট কলম্বা, চিরতা, ট্যারেক্‌সিকম্, কন্‌ফেকসন্ অব রোজ ও আরবী গঁদ এই কয়েকটী ঔষধের যে কোন একটীর ২।১ গ্রেণ মিশাইয়া লইলেই চলিতে পারে।

জ্বরের বিকৃতাবস্থায় চিকিৎসা। জ্বর-বিচ্ছেদে রোগী হিমাঙ্গ হইতে আরম্ভ করিলে, ঘর্ম্মনিবারণার্থ যে ব্রাণ্ডী ও মৃগনাভি মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, তাহার সহিত ৫।৭ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন ডাইলিউট ও সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। এ অবস্থায় পুনরায় জ্বর

আসিলে রোগীর জীবনে আশা করা যায় না। এ অবস্থায় পথ্যের জন্য মাংসের কাথ, দুগ্ধ, বেদানা, সাগু, বার্লি ইত্যাদি ব্যবস্থেয়। যদি জ্বরবিচ্ছেদে পাকাশয়ের উত্তেজনায় কুইনাইন বা ভুক্তসামগ্রী বমি হইয়া উঠিয়া পড়ে, তবে উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য লেমনেড, ডাবের জল, বরফ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও যদি বমি নিবারিত না হয়, তবে নাভির উপর কডার নিয়ে একখানি রাইসরিষার পলস্তা দিবে এবং নিম্নের মিশ্রটী সেবন করাইবে।

বিসমথ নাইট্রাস্	... ...	৭ গ্রেণ।
এসিড হাইড্রোসিয়ানিক ডিল	...	২ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম	... ...	১০ "
সিরপ লেমন	... ...	১ ড্রাম।
গোলাপ জল	... ...	১ "

চোয়ান (Distilled) জল মিশাইয়া সর্ব্বসমেত ৪ ড্রাম এক মাত্রা। এইরূপ এক এক মাত্রা বমনের আতিশয্যানুসারে ১।২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। তৎপরে সাইট্রিক এসিডে ২ গ্রেণ কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে ও রোগীকে তাহাই সেবন করাইবে। যদি ইহাতেও ঔষধ উঠিয়া যায়, তবে মলদ্বারে কুইনাইন শ্বেতসারের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারী দেওয়া কর্ত্তব্য; অথবা ত্বক্‌ভেদ করিয়া 'হাইপোডার্ম্মিক সিরিঞ্জ' দ্বারা নিউট্যাল কুইনাইন শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত।

জ্বররোগীর মস্তিষ্ক সম্বন্ধে দুইপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলে দেখা যায়, রোগী মৃদু প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছে, তাহার নয়ন মুদ্রিত, নাড়ী দ্রুতগামিনী এবং হস্ত ও জিহ্বা স্পন্দিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে, রোগীর স্নায়ুমণ্ডল দুর্ব্বল হইয়াছে। মস্তিষ্কাবরণে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, রোগী অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করে; তাহার চক্ষু গাঢ় আরক্ত এবং নাড়ী পূর্ণা ও বেগবতী, হস্ত ও জিহ্বা উগ্রকার্য্য করিবার ভাব ধারণ করে। মস্তিষ্কাবরণের প্রদাহে সময় সময় এমনও হইয়া থাকে যে, স্বাভাবিক দুর্ব্বল রোগীকেও ৩।৪ জনে ধরিয়া রাখিতে পারে না। মস্তিষ্কাবরণে রক্তের গতির লাঘব হইলেই প্রথম প্রকারের লক্ষণসমূহ এবং মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হইলেই দ্বিতীয় প্রকারের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

প্রথম প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে চৈতন্যসম্পাদনের জন্য পূর্ব্বে যে গ্যালিসাইট ও কুইনাইনের মিশ্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই সেবন করাইবে এবং দুগ্ধ, মাংসের কাথ ইত্যাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে। পূর্ব্বে যে ব্রোমাইড পটাশ-সংযুক্ত ঔষধের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সেবন করিতে দিবে; মস্তক মুণ্ডন করিয়া শীতল জলের পটী বসাইবে এবং লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে যদি বিশেষ ফল পাওয়া না যায়, তবে মস্তকে রাইসরিষার পলস্তা দিবে।

সবিরাম জ্বরে শৈত্যাবস্থায় রক্তসঞ্চয়-হেতু প্লীহা ও যকৃতের বিবৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ম্যালেরিয়াই যকৃৎ-বিবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ। প্লীহা ও যকৃৎ আক্রান্ত রোগী নিরতিশয় কষ্ট পায় ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। [প্লীহা ও যকৃৎ শব্দ দেখ।] সবিরাম জ্বরে অনেক সময় যকৃতের বিশৃঙ্খলা হেতু পাণ্ডু, ন্যাবা বা কামল (Jaundice) উৎপন্ন হয়। যকৃতের উপাদানের ধ্বংস বা হ্রাস, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা প্রভৃতি কারণ হইতে এই পীড়া জন্মে। [পাণ্ডু শব্দ দ্রষ্টব্য]।

যে সকল সবিরামজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি কাসগ্রস্ত, তাহাদিগকে চিকিৎসা করিতে হইলে তাহাদের বক্ষের উপর তার্পিণ তেলের স্বেদ দিতে হয়।

পুরাতন জ্বর (Chronic fever)—এই জ্বরে সময় সময় প্লীহা ও যকৃৎ উভয়ই বর্দ্ধিত হয়, রোগীর শোণিত ক্রমশঃ অপকৃষ্ট হইয়া আইসে—পুনঃপুনঃ জ্বরভোগ করায় রক্তকণিকার হ্রাস ও শ্বেতকণিকার বৃদ্ধি হয়। রোগীর চক্ষু, ওষ্ঠ, দন্তমাড়ি, ও অঙ্গুলির শেষভাগ রক্তহীন হইয়া শাদা হয়। শিরোবেদনা, ঘনশ্বাস, নাড়ীর দ্রুতগতি, অজীর্ণ, বমন, অনিদ্রা, অরুচি, আম ও রক্তাতিসার, কাস, হস্ত-পদাদিতে শোথ, উদরী, মুখ, দন্ত ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি জটিল উপসর্গবিশিষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা। রোগী যদি জ্বরভোগ করিতে থাকে, তবে নিম্নলিখিত মিশ্রটী জ্বরের বিরাম অথবা হ্রাসাবস্থায় প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিবে। জ্বর বন্ধ হইলে এই মিশ্রে, এক গ্রেণ মাত্র কুইনাইন ব্যবহার করিতে হইবে।

কুইনাইন	... ...	২।০ গ্রেণ
ডাঃ নাইট্রিক এসিড	... ...	৫ বিন্দু
পটাস ক্লোরাস্	... ...	৪ গ্রেণ
ডাঃ কুবরস	... ...	।০ ড্রাম
টী নক্সভমিকা	... ...	৩ বিন্দু
চোয়ান জল (Distilled water)	...	৪ ড্রাম।

একত্র করিয়া এক মাত্রা। যদি রোগীর দেহে রক্তহীনতা লক্ষিত হয়, অথচ রোগী জ্বরভোগ করিতে থাকে, তবে নিম্নের ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে। রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার

না থাকিলে এই ঔষধের প্রতিমাত্রায় ৫ গ্রেণ কাবাবচিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে—

কুইনাইন	... ...	২ গ্রেণ।
ফেরি সলফ	... ...	½ "
পল্ভ্ কলম্বা	... ...	২ "
—— জিঞ্জর	... ...	২ "

একত্র করিয়া এক মাত্রা। এইরূপ তিন মাত্রা প্রত্যহ সেবনীয়। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে, তদুপরি টিংচর আইওডিন লাগাইবে। যদি নাসিকা, দন্তমাড়ি প্রভৃতি কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব হয়, তবে ৩০।৪০ বিন্দু টিংচর ফেরিপার-ক্লোরাইড এক ঔন্স শীতলজলে মিশ্রিত করিয়া সেই স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হইবে।

মুখে ক্ষত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ অথবা কণ্ডিস্ ফ্লুইড্ (Condy's fluid) দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করাইবে—

কার্ব্বলিক এসিড	... .	১ ড্রাম।
চোয়ান জল	.. ...	১ পাইন্ট

একত্র করিয়া ব্যবহার করাইবে। ইহা যেন কোন প্রকারে সেবন করান না হয়, তৎপ্রতি সতর্ক থাকা উচিত। এরূপ অবস্থায় অন্য কোন ঔষধ দ্বারা জ্বর নিবারণ করা উচিত; যদি তাহাতে কোন ফল না হয়, তবে অত্যল্প মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার করিবে।

উদরাময় থাকিলে ১৫ বিন্দু টিংচর ষ্টীল ও এক ঔন্স ইনফিউসন কলম্বা একত্র করিয়া ১ মাত্রা, দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে।

জ্বরকালে সাগু, বার্লি, আরারুট প্রভৃতি আহারার্থ ব্যবস্থা করিবে। জ্বর বিরত হইলে, প্রাতে সরু পুরাতন চাউলের অন্ন, মুগের দাইল, ডাল্না ও মদ্গুর মৎস্যের ঝোল এবং রাত্রিকালে দুধসাগু ব্যবস্থেয়। উদরাময় থাকিলে দুগ্ধ নিষিদ্ধ। রোগীকে কোন প্রকারে ঘন দুধ পান করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। ১০।১২ দিবস অন্তর গরম জলে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। অধিক পরিশ্রম বা রাত্রি-জাগরণ রোগীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

স্বল্পবিরাম জ্বর (Remittent fever,—এই জ্বর ম্যালেরিয়া হইতে উৎপন্ন হয়, উষ্ণপ্রধান দেশেই ইহার প্রভাব অধিক। সবিরাম জ্বরাপেক্ষা এই জ্বর যে গুরুতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সচরাচর ইহা দুইভাগে বিভক্ত—সামান্য (Simple) ও জটিল (Complicated)। যে স্বল্পবিরাম জ্বরে সাধারণ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয় তাহাকে সামান্য এবং যাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া পীড়া কঠিন হইয়া উঠে, তাহাকে জটিল বলা যায়।

সাধারণতঃ ম্যালেরিয়াকেই এই প্রকার জ্বরের কারণ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু সময় সময় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত এই জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরৎকালেই এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে অপেক্ষাকৃত কম লোকই এই জ্বরে আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ।—এই জ্বরে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সবিরাম-জ্বর বর্ণনকালেই তাহা লিখিত হইয়াছে। সংক্ষেপে এই জ্বরে কখনও সম্পূর্ণ বিরাম (Remission) দেখা যায় না, অতি অল্পমাত্রায় ইহার বিরাম সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর স্বল্পবিরাম জ্বরের রেমিশন (বিরাম) প্রাতঃকালে হইয়া ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৪।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহার পর পুনরায় জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বরের ভোগকালের কিছু স্থিরতা নাই, কখন কখন ২১।২২ দিন দিন পর্য্যন্ত এই জ্বর বর্ত্তমান থাকে। এই জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে প্রবল শিরঃপীড়া, রক্তিম মুখমণ্ডল, সাময়িক প্রলাপ, পাকাশয় ও যকৃৎ বেদনা, বিবমিষা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, স্বল্প প্রস্রাব, অপরিষ্কার জিহ্বা, বেগবতী নাড়ী, শুষ্ক ও উষ্ণ চর্ম্ম, নানাবিধ যান্ত্রিক প্রদাহ ও রক্ত-সঞ্চয় ইত্যাদিই প্রধান। এই পীড়া গুরুতর হইলে ইহার বিরামকাল স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না, যৎসামান্য বিরাম হইয়া অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। এই জ্বর অতিশয় প্রবল হইলে চর্ম্ম উষ্ণ, জিহ্বা আঠাবৎ ও অপরিষ্কৃত, মল দুর্গন্ধযুক্ত, বলের হ্রাস, নাড়ী ক্ষীণ, দন্তে মল-সঞ্চয়, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নদর্শন, তন্দ্রা, জ্ঞান-বৈলক্ষণ্য ও পরিশেষে অচৈতন্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়।

উপসর্গ ও আনুষঙ্গিক রোগ। এই জ্বরে নানাপ্রকার উপসর্গ ও আনুষঙ্গিক রোগ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে যে গুলি প্রধান, তাহা লিখিত হইতেছে—

১। মস্তিষ্কের উপসর্গ। ইহা দুইপ্রকারে সঙ্ঘটিত হয়—

(ক) রক্তাধিক্য (Congestion of blood) রক্তসঞ্চালনের অত্যধিক উত্তেজনাপ্রযুক্ত মস্তিষ্কাভ্যন্তরে রক্ত সঞ্চিত হয়। ইহাতে প্রবল প্রলাপ উপস্থিত হয় এবং রোগী উচ্চৈঃস্বরে বকিতে থাকে। এই অবস্থায় শিরঃপীড়া, রক্তিম চক্ষু, সঙ্কুচিত কনীনিকা, রক্তিম মুখমণ্ডল, দ্রুতগামী নাড়ী, গ্রীবা ও শঙ্খদেশের ধমনীসমূহের প্রবল স্পন্দন ও চিত্তভ্রম প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হয়।

(খ) শোণিত মোক্ষণ (Depletion of blood) হইলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত রোগী অস্পষ্ট ও মৃদু প্রলাপ বকিতে থাকে। এইকালে ক্ষীণ নাড়ী, শুষ্ক ও কম্পিত জিহ্বা, তন্দ্রা, অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

২। মস্তিষ্কাবরণপ্রদাহ (Meningitis) এই প্রদাহ উৎপন্ন হইলে রোগী ক্ষিপ্তের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া অন্য স্থানে যাইতে চেষ্টা করে এবং হস্ত-পদাদির পেশীসমূহে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। কখন কখন তন্দ্রা ও চিত্তবিভ্রম দৃষ্ট হয়।

৩। (ক) বায়ুনলী-প্রদাহ;

(খ) ফুসফুসে রক্তসঞ্চয় বা প্রদাহ। ইহাতে বক্ষঃদেশে বেদনা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, কাস প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

৪। পাকস্থলীর উত্তেজনা। ইহাতে বমন, বিবমিষা ও হিক্কা উপস্থিত হয়।

৬। যকৃতের রক্তাধিক্য বা পাণ্ডু।

৭। প্লীহা-বিবৃদ্ধি।

৮। কর্ণমূলপ্রদাহ। ইহাতে প্যারোটিড অর্থাৎ কর্ণমূলের প্রদাহ হেতু পুযোৎপত্তি হয়।

৯। যকৃৎ, প্লীহা ও পাকাশয়ে রক্তাধিক্যহেতু সময়-সময় একপ্রকার উৎকাস উপস্থিত হয়।

১০। বৃক্ক (Kidney) রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত আলবুমিনিউরিয়া (সাণ্ডলালমূত্র) দৃষ্ট হয়।

১১। স্ত্রীলোকদিগের জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রদাহ উপস্থিত হয়।

১২। শোণিতের অবিশুদ্ধতাহেতু কখন কখন বাতরোগ, মাংসপেশীতে বাতাশ্রয় ও একপ্রকার স্নায়বীয় বেদনা জন্মে।

১৩। পাকাশয়ে ও যকৃতে রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত উহাদের উপর বেদনা হয় ও গ্যাসট্রেলজিয়া (Gastralagia) উৎকাস প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রক্তবমন ও ভেদ হয়।

স্বল্পবিরাম জ্বরের বিরামকাল যত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে ও উপসর্গাদির যত হ্রাস হইবে, আরোগ্যকাল ততই নিকটবর্তী বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। সবিরাম জ্বর আরোগ্য করিবার জন্য, যে জ্বরঘ্ন মিশ্র (Fever mixture) ব্যবস্থা করা হইয়াছে, স্বল্পবিরাম জ্বরেও প্রথমতঃ সেই মিশ্র সেবন করাইবে। পিপাসা থাকিলে শীতলজল, বরফ, লেমনেড অথবা নিম্নলিখিত পানীয় ব্যবস্থা করিবে।

এসিড টার্ট্রেট অব পটাশ	...	১ ড্রাম।
লেমন অইল	... ...	২ বিন্দু।
চিনি	... ...	১ আউন্স।
জল	... ..	২৪ „

একত্র করিয়া অল্প অল্প সেবনীয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কম্পাউণ্ড জলাপ পাউডার (Compound jalap powder), এরণ্ডতৈল (Castor oil) ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। যদি বিবমিষা থাকে, তবে ৫।৭।১০ গ্রেণ পরিমাণে পল্ভ ইপিকাক (Pulv Ipecac) দ্বারা বমন করাইবে, অথবা নিম্নলিখিত পুরিয়া উপর্যুপরি ২ দিন দিবাভাগে দুইটী করিয়া মুখের মধ্যে জল রাখিয়া সেবন করিতে দিবে।

কেলমেল (Calomel)	... ...	২ গ্রেণ।
পল্ভ ইপিকাক	... ...	।০ „

একত্র এক পুরিয়া। কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে বমনকারক বা বিরেচক ঔষধ কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নহে।

যদি রোগী সবল ও তাহার অতিশয় শারীরিক দাহ উপস্থিত হয়, তবে গৃহের গবাক্ষাদি বন্ধ করিয়া উষ্ণজলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তাহার গাত্র মুছাইয়া দিবে, পরে সত্বর উষ্ণবস্ত্রাদি দ্বারা তাহার সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া রাখিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ঘর্ম নিঃসৃত হইয়া শরীর শীতল হয়। বর্দ্ধিত তাপ কমাইবার জন্য কখন কখন টিংচর একোনাইট (Tr. aconite) ২ বিন্দু মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। অতিশয় গাত্রদাহ থাকিলে ১ ভাগ ভিনিগার (সির্কা) ও ৯ ভাগ ঈষদুষ্ণ জল একত্র মিশাইয়া তদ্দ্বারা গাত্রধৌত করাইবে। এইরূপে বিরামাবস্থা উপস্থিত হইলে কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে কুইনাইনের সহিত পোর্ট, ব্রাণ্ডি, টিংচর সিনকোনা কম্পাউণ্ড (Tr. cinchona compound), ক্লোরিক ইথর (Chloric ether) ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। তন্দ্রা উপস্থিত হইবার উপক্রম দেখিলে গ্রীবার পশ্চাদ্দেশে সর্ষপ-পটী (Mustard plaster) এবং মস্তকে শীতলজল অথবা নিম্নোক্ত শোষণ প্রয়োগ করিবে।

এমন মিউরিয়াস্	... ...	১ ঔন্স।
রেক্টিফায়েড স্পিরিট	... ...	২ „
গোলাপ জল	... ...	৮ „

একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাতে সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া মস্তকে পটী দিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয় তবে লাঃ লিটি (Liquor Lytte) ৫।৬ বার গ্রীবার পশ্চাৎ দিকে প্রয়োগ করিবে। যদি হিক্কা বা বমন হইতে থাকে, তবে ডাবের জল অল্পপরিমাণে সেবন করাইবে এবং নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

বিসমথ নাইট্রাস্	... ...	৫ গ্রেণ।
হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ডিল	..	৩ বিন্দু।
স্পিরিট ক্লোরোফরম্	...	১৫ „
লাইঃ মর্ফি হাইড্রো-ক্লোরেটিস্	...	১৫ „

জল মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স। একত্র এক মাত্রা ১ হইতে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়।

এই পীড়ায় অনেক সময় পেট ফাঁপিয়া থাকে; তার্পিণ তৈল সামান্যরূপে মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজলের স্বেদ দিলে তাহার নিবৃত্তি হয়। যদি ইহাতে বিশেষ কোন উপকার না হয়, তবে তার্পিণ তৈল ও হিঙ্গুর অরিষ্ট (Tr. assafœtida) পিচকারী দ্বারা মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। উদরাময় উপস্থিত হইলে নিম্নের যে কোন ঔষধটী ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

টিংচর কাইনো ... ... ॥০ ড্রাম।
বিসমথ নাইট্রাস ... ... ১০ গ্রেণ।
মিশ্চিউরা ক্রিটি ... ... ৪ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা। অথবা—

সোডি বাইকার্ব্ব ... ... ১ গ্রেণ।
পলভ ইপিকাক ... ... ॥০ „
বিসমথ নাইট্রাস্ ... ... ৫ „
মর্ফিয়া ... ... ৶০ „

একত্র মিশ্রিত করিয়া এক মাত্রা।

রক্তামাশয় থাকিলে নিম্নের ঔষধটী ব্যবস্থা করিবে—

বিসমথ নাইট্রাস্ ... ... ৫ গ্রেণ।
কুইনাইন ... ... ২ „
পলভ ইপিকাক ... ... ।০ „
——ওপিয়াই ... ... ।৶০ „

একত্র এক পুরিয়া, দিবসে ২।৩টী।

জ্বরের হ্রাসাবস্থায় রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া যদি অবসন্না-বস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু যদি রোগী ক্রমশঃ হিমাঙ্গ ও তাহার নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তবে নিম্নের উত্তেজক মিশ্র ব্যবস্থা করিবে।

স্পিরিট আমোনিএরোমাটিকস ... ১৫ বিন্দু।
——নাইট্রিক ইথার ... ... ৫ „
ভাইনম্ গ্যালিসাই ... ... ২ „
টিংচর মস্ক ... ... ১৫ „

কর্পূরের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক ঔন্স এক মাত্রা। রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া ½।১২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বর্দ্ধিত বোধ করিলে তদুপরি গরম জলের স্বেদ দিয়া অথবা টিংচার বা লিনিমেণ্ট আইওডাইনের প্রলেপ দিয়া নিম্নলিখিত মিশ্র জ্বরকালে সেবন করিতে দিবে।

এমন্ মিউরিয়াস্ ... ... ৫ গ্রেণ।
পটাস ব্রোমাইড ... ... ৫ গ্রেণ।
পটাস ক্লোরাস্ ... ... ৭ „
ডিঃ সিনকোনা ... ... ১ ঔন্স।

এক মাত্রা। দিবসে ৩।৪ মাত্রা সেবনীয়। জ্বরের বেগ-মন্দীভূত হইলে নিম্নলিখিত মিশ্রটী প্রত্যহ তিনবার সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে—

কুইনাইন ... ... ২ গ্রেণ।
ডাঃ সলফিউরিক এসিড্ ... ১০ বিন্দু।
ফেরি সলফ ... ... ২ গ্রেণ।
ম্যাগনেসিয়া সলফাস্ ... ২ „
টিংচর সিনামন কম ... ... ½ ড্রাম
চোয়ান জল ... ... ১ ঔন্স।

একত্র এক মাত্রা। উদরাময় থাকিলে, এই মিশ্র হইতে ম্যাগনেসিয়া সলফাস পরিত্যাগ করিবে। Syrup of lactate of Iron, Phosphate of Iron, অথবা Ferri iodide সেবন করাইলে অনেক সময় প্লীহার হ্রাস হয় এবং শরীরে রক্তাংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

যকৃতের বৃদ্ধি হইলে তদুপরি উষ্ণজলের স্বেদ দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে সর্ষপ পলস্তা ব্যবহার করিবে এবং নিম্নের মিশ্রটী ৩ বার সেবন করিতে দিবে—

এমন মিউরিয়াস্ ... ... ৫ গ্রেণ।
লাঃ ট্যারেকসিকম ... ... ২০ বিন্দু।
ডাঃ নাইট্রিক হাইড্রোক্লোরিক এসিড ... ১০ „
ইনঃ চিরেতা ... ... ১ ঔন্স।

একত্র এক মাত্রা। এই জ্বরে কাসের প্রকোপ থাকিলে, ভাইনাম্ ইপিকাক্ ৫।১০ বিন্দু ও টিংচর ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড ½ ড্রাম, কুইনাইন মিশ্র অথবা জ্বরঘ্নমিশ্রের সহিত একত্র করিয়া সেবন করাইবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঔষধাদি সেবন করিয়া জ্বরমুক্ত হইবার পরও কিছুদিন বলকারক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। কারণ সবিরামজ্বরে রক্তাধিক্যবশতঃ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া পড়ে। জ্বর উপশমিত হইবামাত্রই যন্ত্রাদি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। এই অবস্থায় ঔষধাদি সেবনে বিরত থাকিলে, পুনরায় জ্বরের উৎপত্তি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আরোগ্যলাভের পর কিছুদিনের জন্য স্থান_পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, নতুবা শরীর উত্তমরূপ সবল হয় না। তৃতীয়তঃ কুইনাইন সেবনে জ্বর ২।৪ দিবসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। জ্বর সম্যক্ প্রকারে নাশ করিবার জন্য কিছুদিন বলকারক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য; নতুবা কুইনাইন বন্ধ

জ্বর পুনরায় প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। জ্বর বন্ধ হইবার পর প্রত্যহ নিয়মানুসারে এটকিন্স্ সিরাপ সেবন করা উচিত। নিম্নলিখিত মিশ্রটী প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলেও রোগী শীঘ্রই স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে ও পুনরায় জ্বর হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

কুইনাইন	...	...	১॥০ গ্রেণ
ড্যাঃ নাইট্রিক্ এসিড	...	...	১০ বিন্দু
টিং ফেরিপারক্লোরাইড		...	১০ "
টীং নক্সভমিকা	...	...	৩ "
টিং কলম্বা	...	...	১৫ "
ইনঃ কোয়াসিয়া	...	...	৪ ড্রাম।

একত্র এক মাত্রা।

অবিরাম জ্বর (Continued fever)—এই জ্বর স্থূলতঃ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—১ সামান্য অবিরাম জ্বর (Simple continued fever), ২ মস্তিষ্ক জ্বর (Typhus fever), ৩ আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid fever), ৪ পৌনঃপুনিক জ্বর (Relapsing fever)

সামান্য অবিরাম জ্বর—শীতলতা, আর্দ্রতা ও অতিশয় উত্তাপ হেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। মদিরা সেবন, অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণেও এই জ্বর জন্মিয়া থাকে। এই জ্বর সংক্রামক বা মারাত্মক নহে; সাধারণতঃ এক সপ্তাহের অধিককাল বেগ স্থায়ী হয় না।

নিদান। জ্বর-প্রকাশের পূর্ব্বে রোগী আলস্য, মস্তক ও সমস্ত গাত্রে বেদনা প্রভৃতি শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করে। পরে শীত অথবা কম্পের সহিত জ্বর প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে রোগীর নাড়ী দ্রুতগামিনী, ত্বক্ উষ্ণ ও মুখমণ্ডল রক্তিম হয় এবং রোগী অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করে। জ্বর-প্রকাশের পর অতিশয় পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য ও জিহ্বা শ্বেতবর্ণ হয়। রাত্রিকালে রোগী কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে।

শারীরিক উত্তাপ ১০২° হইতে ১০৪° পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। এই জ্বরে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব কিংবা উদরাময় হইলে অথবা অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইবার পর উত্তাপের হ্রাস হইয়া অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইলে, রোগীর জীবন নাশ হইতে পারে। বালকদিগের দন্তোদ্ভেদকালে অথবা অন্ত্র মধ্যে কৃমি থাকিলে এই জ্বর হইতে পারে।

চিকিৎসা। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সলফেট্ অব্ ম্যাগ্নেসিয়া (এপশম্ সল্ট) ৪ ড্রাম, অথবা সিডলিজ পাউডার ব্যবহেয়। অন্ত্র পরিষ্কার হইলে নিম্নের মিশ্রটী ব্যবস্থা করিবে।

লাইকার এমোনি এসিটেটিস্		...	২ ড্রাম
নাইট্রিক ইথর	...	...	॥০ "
ভাইনম্ ইপিকাক	...	...	৮ বিন্দু
পটাশ নাইট্রাস্	...	...	৪ গ্রেণ

কর্পূরের জল সংযোগ করিয়া সর্ব্বসমেত ১ ঔন্স একমাত্রা। ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবনীয়।

বালকদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে যে যে কারণে এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দন্তোদ্গমের উপক্রম দেখিলে ছুরিকা দ্বারা মাড়ি চিরিয়া দিবে। অন্ত্রে কৃমি থাকিলে বয়সানুসারে মাত্রা নির্ণয় করিয়া রাত্রিকালে কিঞ্চিৎ চিনির সহিত স্যাণ্টোনাইন দিয়া, প্রাতে এরণ্ডতৈল দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কার করাইবে। যখন জ্বরের বিরাম হইবে তখনই কুইনাইনের ব্যবস্থা করিবে। সাগু, আরারুট প্রভৃতি লঘু দ্রব্য পথ্য দিবে।

মস্তিষ্ক জ্বর (Typhus fever)। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে এই ব্যাধি আদৌ ছিল না; কিন্তু এখন স্থানে স্থানে ইহার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বর আন্ত্রিক জ্বরাপেক্ষা অধিকতর সংক্রামক।

সাধারণতঃ অধিক লোকের একত্র বাস, পূর্ব্বে হইতেই শীতাদ (Scurvy) পীড়ার আক্রমণ, অপুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ, সর্ব্বদা দুর্গন্ধ ঘ্রাণ প্রভৃতি কারণে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। মস্তিষ্ক জ্বর এত সংক্রামক যে পীড়িত ব্যক্তির নিঃশ্বাস ও ঘর্ম্ম হইতে পীড়ার বিষ নিকটস্থ ব্যক্তিদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পীড়িত করে। এই জ্বর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—১ Typhus abdominalis, ও ২ Typhus exanthematicus শেষোক্ত প্রকার জ্বর ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে।

আহারে অনিচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধতা, দৌর্ব্বল্য, অতিশয় শিরোবেদনা, আলস্য, সমস্ত শরীরে বেদনা ইত্যাদি এই জ্বরের প্রথম লক্ষণ। আন্ত্রিক জ্বরাপেক্ষা ইহার আক্রমণ ভয়াবহ। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে রোগীকে দুই তিন দিবসেই শয্যাশায়ী হইতে হয়। এই পীড়ায় সপ্তম হইতে ১৪শ দিবসের মধ্যে শরীরে কতকগুলি উদ্ভেদ প্রকাশিত হয়। এইগুলি প্রথমতঃ বক্ষঃস্থলে বা স্কন্ধদেশে, মণিবন্ধের পশ্চাৎ বা উদরের উপরিভাগে লক্ষিত হয়, পরে ক্রমশঃ হস্তপদাদিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উদ্ভেদগুলির উপর চাপ দিলে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং একবার অদৃশ্য হইলে আর পুনরায় প্রকাশ পায় না। এইগুলি সাধারণতঃ পঞ্চম হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে অধিকতর প্রস্ফুট হয়। ইহাদের সংখ্যানুসারে পীড়ার গুরুত্ব বুঝিতে পারা যায়।

এইগুলি প্রথমে লালবর্ণ হয়, পরে ক্রমে অল্প

কৃষ্ণরূপ ধারণ করে। ২।৩ দিবসের মধ্যে পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট হইয়া ত্বকের সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতে রোগীর দেহ কৃষ্ণবর্ণ দেখায় ও ভয়াবহ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে থাকে। নাড়ীর দ্রুতগতি, দুর্ব্বলতা, প্রলাপ, অচৈতন্য, হস্তপদাদির কম্পন, শয্যান্বেষণ, পাটলবর্ণ জিহ্বা, উদরস্ফীতি, কাস, হিক্কা ইত্যাদি লক্ষণসমূহ সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হয়; কিন্তু উক্ত লক্ষণগুলি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক জ্বর আন্ত্রিক জ্বরের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সচরাচর রোগী ১৪ হইতে ২১ দিবসের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মস্তিষ্ক-জ্বর মসূরিকা ও আরক্ত জ্বরের (Scarlet fever) ন্যায় বিষাক্ত দ্রব্যবিশেষ দ্বারা উৎপন্ন ও সঞ্চারিত হয়। যে কারণেই ইহার উৎপত্তি হউক না কেন, এই পীড়া প্রকাশিত হইবামাত্র গৃহস্থগণের স্বাস্থ্যোপযোগী নিয়মসমূহের প্রতি দৃষ্টি করা বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহাতে রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয়, শয্যা পরিষ্কার থাকে ও গৃহে লোকের জনতা না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়। রোগীর গৃহে কোনরূপ দুর্গন্ধ অথবা অপরিষ্কৃত দ্রব্যাদি রাখিবে না। দুর্গন্ধ দূর করিবার জন্য হরিতেল (Chlorine) অথবা অন্যবিধ সংক্রমাপহ দ্রব্য ব্যবহার করিবে। রোগীর সন্নিকটে কাহারও অবস্থান করা উচিত নয়। রোগীর শুশ্রূষার জন্য বিশেষ নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক ঔষধাদি সেবন করাইবে। জ্বররোগীর পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অবশ্যক। লঘু অথচ বলকারক পথ্যই প্রশস্ত। আরারুট, মাংস (অভাবে মৎস্যের কাথ) ও দুগ্ধ ব্যবস্থেয়। উদরাময় থাকিলে দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে না। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে সাগু আরারুট বা কাথের সহিত অল্প পরিমাণে ১নং Exshaw brandy মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। এক সময়ে অধিক আহার দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; অল্প অল্প করিয়া পুনঃ-পুনঃ পথ্য দেওয়া উচিত। কোন প্রকার কঠিন দ্রব্য আহার করিতে দিবে না; কারণ তাহাতে অন্ত্র-ফুট হইবার সম্ভাবনা। এই রোগীর বল রক্ষা করিতে পারিলে তাহার জীবনেও আশা করা যাইতে পারে; এই জন্য রোগীকে বিশেষরূপে পথ্য দেওয়া আবশ্যক। রোগী নিদ্রিত থাকিলেও তাহাকে জাগরিত করিয়া আহার করাইবে।

মস্তিষ্ক-জ্বর বালকদিগের পক্ষে তত সঙ্কটজনক নহে। ডাক্তার অলিসন্ (Dr. Alison) এই রোগে মৃত্যুসংখ্যার নিম্নলিখিতরূপ তালিকা দিয়াছেন—

বয়স	আক্রমণ	মৃত্যু
১৫ বৎসরের ন্যূন	৮৩	২
১৫—৩০	১৪৯	১১
৩০—৫০	৯৩	১৭
৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধ	১১	৭

বয়সের আধিক্যের সহিত এই জ্বরের আক্রমণ ভীষণতর হয়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের পক্ষে এই রোগের আক্রমণ অধিকতর সাঙ্ঘাতিক; কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণ এই রোগাক্রান্ত হইলে প্রায়ই তাহাদের গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যে সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও যাহারা তামাকু সেবন করে, তাহারা প্রায়ই এই জ্বরে আক্রান্ত হয় না; ক্ষয়কাসরোগীকেও এই রোগে আক্রমণ করিতে পারে না। কোন ব্যক্তি একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে তাহার আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক মস্তিষ্কজ্বর চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। ঔষধ-প্রয়োগে এই জ্বরের তত উপশম দেখা যায় না। যাহাতে শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি নষ্ট না হয়, প্রথমে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে। যাহারা এই রোগে অধিকদিন ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের হৃৎপিণ্ডের, কোষ্ঠের ও মস্তিষ্কাবরণ-চর্ম্মের মধ্যে অতি পাতলা রক্তাম্বুস্রাবী পদার্থ অধিক পরিমাণে একত্র হয়। কোন কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কাবরণে ক্ষত জন্মে। ডাক্তার হিল্‌ডেনব্রাণ্ড বলেন, এই জ্বরে স্নায়বিক সংস্থাসহেতু রোগী প্রাণত্যাগ করে।

আন্ত্রিক জ্বর (Typhoid fever)—এই জ্বর কাহাকেও হঠাৎ আক্রমণ করে না। রোগী প্রথমে মস্তক-বেদনা, হস্তপদাদির কামড়ানি, অগ্নিমান্দ্য ও অল্প অল্প শীত অনুভব করে। এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় পেটের পীড়া হয়। ক্রমে রোগীর নাড়ী ক্ষীণ, গাত্র উষ্ণ এবং জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হইয়া আসে। বেলা দুই প্রহরের সময় জ্বরের প্রকোপ এবং পর দিন তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস লক্ষিত হয়। রোগী প্রথমে রাত্রিকালে দুই একটী করিয়া মৃদু প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করে; ক্রমে রোগী দিবারাত্র উভয় সময়েই অনবরত প্রলাপ উচ্চারণ করিতে থাকে। জিহ্বা ক্রমে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ও ফাটা ফাটা এবং দন্তে শৈবালবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়; ওষ্ঠ কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ ও অতিসার এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ।

জ্বরের বেগ সন্ধ্যার প্রাক্কালে ও রাত্রিতে অধিক এবং প্রাতে অল্প হয়। অতিসার উপস্থিত হইয়া সামান্য পীড়ার

প্রতিদিন ৭।৮ বার ভেদ হয়, কিন্তু পীড়া গুরুতর হইলে ২০।৩০ বারও ভেদ হইয়া থাকে। রোগীর মল তরল ও হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং কিছু কাল কোন পাত্রে রাখিলে, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—নিম্নে সার এবং উপরে তরলাংশ থাকে।

আন্ত্রিকজ্বরে নাড়ীর বেগ দ্রুত, গাত্রে রক্তাভ উদ্ভেদ, কুর্কুর্ শ্বাসশব্দ প্রতিধ্বনি, উদর-গহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে মৃত্যু হইলে মধ্যান্ত্র-ত্বচ্‌-গ্রন্থি ও প্লীহা-বিবৃদ্ধি, বিস্তৃতক্ষত প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

এই জ্বরে যে উদ্ভেদ জন্মে, তাহার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম অথবা চৌরস্ নহে, তাহা গোলাকার। চাপ দিলে উদ্ভেদগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু চাপ উঠাইয়া লইলে পুনরায় সে গুলি দৃষ্ট হয়। এই উদ্ভেদগুলি ৩।৪ দিবস থাকে এবং প্রথম আরম্ভ হইবার পর, প্রত্যহ অথবা দুইদিবস অন্তর নূতন উদ্ভেদ জন্মে। সাধারণতঃ উদর ও বক্ষঃকোটরে এবং পৃষ্ঠদেশে উদ্ভেদ দেখা যায়। রোগের সপ্তম ও চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে এইগুলির উৎপত্তি হয়। ৩।৪ সপ্তাহ এই জ্বরের বেগ থাকে, সচরাচর ৩০ দিবসে ইহার বিরাম হইতে দেখা যায়। আন্ত্রিক জ্বরে নাড়ীর শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লি ও ক্ষুদ্র গ্রন্থিগুলি পীড়িত হয়।

এই জ্বর সাঙ্ঘাতিক হইলে অন্ত্র ও নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, অক্ষিপুত্তলিকা প্রসারিত এবং শেষভাগে উদর হইতেও রক্তস্রাব হয়। আরোগ্যোন্মুখ পীড়ায় দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে জ্বর, উদরাময় ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আইসে, জিহ্বা পরিষ্কার, ক্ষুধা-বৃদ্ধি, শারীরিক বেদনাদির উপশম এবং রাত্রিকালে স্বাভাবিক নিদ্রা হইতে আরম্ভ হয়। এই পীড়া বৃদ্ধি হইলে তাপমানযন্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই রোগীর শারীরিক উত্তাপ পরীক্ষা করা উচিত। শারীরিক উত্তাপ ১০৭ ডিগ্রীর উপর উঠিলে রোগীর জীবনে আশা করা যাইতে পারে না। সহসা উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে ফুসফুসে রক্তাধিক্য হইতে পারে, তন্নিবারণার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। এই জ্বরে অধিক ভেদ হেতু কখন কখন চতুর্থ সপ্তাহে অন্ত্রে প্রদাহ ও ক্ষত জন্মে। এরূপ হইলে রোগী সান্নিপাতিকাবস্থায় পতিত হয়; তখন তাহার জীবনাশা করা যাইতে পারে না। কখন কখন রোগীর মূত্রাশয় ও জিহ্বার কার্য্যকারিতা বিনষ্ট হইয়া যায়। এরূপ স্থলে রোগীর প্রস্রাব করিবার বা কথা কহিবার ক্ষমতা থাকে না।

আন্ত্রিক জ্বর সংক্রামকধর্ম্মাক্রান্ত। জ্বররোগীর পুরীষে সংক্রামক বীজ থাকে। সুতরাং রোগী যে পাত্রে মলত্যাগ করে ও যে স্থানে মল প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই পাত্র ও স্থান ব্যবহার করা উচিত নহে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় অতি মৃদু-বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। মস্তিষ্ক জ্বরে যেরূপ লবণসংযুক্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আন্ত্রিক জ্বরে তাহা ব্যবহার করা যায় না। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে-আমোনিয়া (Ammonia) ও মদ্য ব্যবস্থেয়। এই রোগে বিশেষ বিশেষ উপসর্গ নিবারণের জন্য উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

এই জ্বরের আক্রমণের পূর্ব্বাবস্থায় নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে সময় সময় ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। প্রথমে রোগীকে ধারাস্নান করাইবে, পরে তাহার গাত্র উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া দিবে। অথবা তাহাকে বমনকারক কিংবা অল্প-বিরেচক ঔষধ সেবন বা উষ্ণজলে স্নান করাইবে, কিংবা যথাক্রমে উক্ত কয়েকটী উপায়ই অবলম্বন করিবে। কখন কখন স্বেদজনক ঔষধ সেবনেও উপকার পাওয়া গিয়াছে। জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঈষদুষ্ণ তরল পদার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অধিক উষ্ণ পদার্থ সেবন মঙ্গলজনক নহে। বমির উদ্বেগ থাকিলে কোনরূপ উষ্ণ দ্রব্যই ব্যবহার করিবে না। এই অবস্থায় কোন প্রকার যন্ত্রণা হইলে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় রোগী দুর্ব্বল হইয়া না পড়িলে কিয়ৎ পরিমাণে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র প্রপীড়িত হইলে জলৌকা দ্বারা সে স্থানের রক্তমোক্ষণ করাইবে। কিন্তু ১০ দিবস গত হইলে কিংবা এই জ্বর কাল্পনিক মস্তিষ্কজ্বরের লক্ষণবিশিষ্ট হইলে রক্তমোক্ষণে অপকার হইতে পারে। বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগে উপকার হইবার সম্ভাবনা। অষ্টাহের পূর্ব্বে ক্যালমেল কিংবা কাবাবচিনি মিশ্রিত ক্যালমেল ব্যবস্থেয়। অবস্থা বুঝিয়া তেঁতুল প্রয়োগ করিতে পারিলে উপকার পাওয়া যায়। যাহাতে কোন প্রকার হঠাৎ পরিবর্ত্তন বা কোষ্ঠ-কাঠিন্য না জন্মে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। অল্পমাত্রায় কর্পূরের সহিত শরীরের উষ্ণতানিবারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। নিম্নলিখিত ঔষধটীও বিশেষ উপকারী।

* আমোনিয়া এসিটেটিস্ ২ ঔন্স।
আমনাইস্ মিউরিয়াটিস্ ৪ গ্রেণ।
সিরপ্ লিমনিস্ ১ ঔন্স।

স্নায়ুমণ্ডল প্রপীড়িত হইলে শারীরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ত্বকের ও অন্ত্রের ক্রিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় পলস্ত্রা ব্যবস্থেয়; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পলস্ত্রা ব্যবহার

করিবে না। গ্রীবাপৃষ্ঠে, উভয় কর্ণের নিম্নদেশে কিংবা পায়ের ডিমে পলস্ত্রা লাগাইবে।

এই কালে কর্পূরমিশ্রিত ঔষধ বিশেষ ফলজনক। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১২ হইতে ২৪ গ্রেণ সেবন করাইবে। ইহা Arnica অথবা Angelica root এর সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। উচ্ছ্বাস হইলে Hydrargyrum Cumoreta এবং কাবাবচিনি (Rhubarb) কিংবা ঈষৎ লবণাক্ত দ্রব্যের সহিত শেষোক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ৮।১০ দিবসগত হইলেও যদি কোন আশঙ্কাজনক উপসর্গ বিদ্যমান না থাকে, তবে লিঃ আমোনিয়া এসিটেটিসের সহিত কর্পূরের মিশ্র ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। Alkaline carbonates এবং citric acid কর্পূরমিশ্রের সহিত একত্র সেবনেও সুফল হইতে পারে। নাড়ীর অবস্থা বুঝিয়া উত্তেজক ও বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আমোনিয়া এসিটেট্ কিংবা সাইট্রিক্ এসিড ও কার্বনেটের কাথ বা সিনকোণা মিশ্র ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ফুসফুসের অবস্থা নির্ণয় করিবার জন্য যন্ত্রসাহায্যে বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। যদি শ্বাসকৃচ্ছ্র কিংবা প্রদাহজনিত অন্য কোন উপসর্গ অথবা আভ্যন্তরিক যন্ত্রের অপক্রিয়া লক্ষিত হয়, তবে রক্তমোক্ষণে উপকার হইতে পারে। বায়ুনলীর রক্তস্রাব হেতু উপসর্গ উৎপন্ন হইলে Mistura ammoniaci কিংবা Decoctum polygalæ, কর্পূর, আমোনিয়া বা টিংচর ক্যাম্ফরের সহিত প্রয়োগ করিবে। বল হ্রাস হইলে লঘু পথ্যের সহিত মদ্য ব্যবস্থেয়। রোগীর গাত্র ফ্লানেল দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। অবস্থা বিবেচনা করিয়া Ipecacuanha, ক্যালমেল বা কর্পূরের সহিত এবং অহিফেন বা পোস্তরস ব্যবহার্য্য। শরীর শীতল ও পাণ্ডু, নাড়ী দুর্ব্বল এবং আকৃতির সংকোচ হইলে Blygala, ammonia, camphor, stimulating tonics এবং মদ্য ব্যবস্থেয়। যদি উদর স্পর্শাসহিষ্ণু এবং বায়ুগর্ভ হয়, তবে হিঙ্গু কিংবা extract of rue কিংবা ইহার সহিত উর্দ্ধপক্ষে ½ ঔন্স তার্পিণ মিশ্রিত করিয়া শরীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। যদি ইহাতে উপকার না হয়, তবে camphor এবং extract of poppies সহিত chloruret of lime ব্যবস্থা করিবে। যদি রক্তস্রাব হয়, তবে superacatati of lead with opium কিংবা acetati of morphine অথবা extract of poppy ইহার বটিকা ব্যবস্থা করিবে।

যদি তালু অতিশয় উষ্ণ বা মস্তকে বেদনা হয়, কোন পেশীর আক্ষেপ লক্ষিত হয়, চক্ষু, মুখ প্রভৃতির অস্বাভাবিক অবস্থায় মস্তকে রক্ত-সঞ্চালনের ব্যতিক্রম অনুমিত হয়, তবে মস্তকদেশ যাহাতে শীতল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবে। যদি এই সমস্ত উপসর্গের সহিত প্রলাপ উপস্থিত হয়, তবে গ্রীবার পূর্ব্বভাগে, কর্ণের নিম্নে বা পায়ের ডিমে পলস্ত্রা দিবে। এই সকল উপসর্গের প্রাবল্যের আশঙ্কা থাকিলে অল্পমাত্রায় কর্পূর Nitric সহিত প্রয়োগ করিবে। যদি এই অবস্থায় অচৈতন্য, দ্রুত ও দুর্ব্বল নাড়ী, অতিশয় ঘর্ম্ম বা মূত্ররোধ উপস্থিত হয়, তবে অবস্থাবিশেষে ২।৩।৪ ঘন্টা অন্তর ১।৩।৪ গ্রেণ মাত্রায় কর্পূর নাইটারের সহিত সেবন করিতে দিবে। যাহাতে প্রস্রাব হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তন্দ্রা-লক্ষণ প্রকাশিত হইলে পলস্ত্রা ব্যবহার করা যাইতে পারে। শরীরের নিম্নপ্রদেশে উষ্ণজল ঢালিয়া দিলেও তন্দ্রা উপশমিত হয়। স্নায়বিক অবস্থায় musk, ether, cinchona প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে।

আন্ত্রিকজ্বরে অতিশয় পিপাসা ও তাহার সহিত বমির উদ্বেগ থাকিলে nitrate of potash কিংবা muriate of ammonia ব্যবস্থেয়। ইহার সহিত উদরের উর্দ্ধভাগে বেদনা থাকিলে camphor-mixture, solution of the acetate of ammonia, nitrate of potash এবং spirits of ether একত্র ব্যবহার করিবে। উদরের প্রদাহে acetate of morphine কিংবা তার্পিণের উষ্ণ দ্রব অবলেহ প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল হয়। camphor, ammonia, ethers, musk, valerian, ও opium বিবিধ প্রকারে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে হিক্কা দূর হয়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় উদরাময়নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ জন্মিতে পারে। অনেক দিন উদরাময় ও উদরাধ্মানে ভুগিয়া রোগী যদি উদরের কোন স্থানে হঠাৎ বেদনা অনুভব করে এবং তাহাতে যদি ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার অন্ত্রাবরণের প্রদাহ হইয়াছে। এই অবস্থায় অহিফেন ব্যবস্থা করিবে। রক্ত অবিশুদ্ধ হইলে বমনকারক ও বিরেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পরে সিনকোনা কাথ কিংবা chlorate of potash ও chloric ether মিশ্রিত valerian ব্যবস্থা করিবে। Compound tincture nitrate of potash এবং subcarbonate of sodaর সহিত সিনকোনা-কাথ বিশেষ ফলপ্রদ। শরীরের অতিশয় বলহানি হইলে উক্ত ঔষধের সহিত ২।৩ গ্রেণ কর্পূর-মিশ্রিত বটিকা সেবনীয়। ডাক্তার ষ্টিভেন্স বলেন, muriate of soda ২০ গ্রেণ, subcarbonate of soda ৩০ গ্রেণ এবং chlorate of potash ৮ গ্রেণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া

২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে এই জ্বর শীঘ্র দূরীভূত হইতে পারে।

মস্তিষ্ক-জ্বরের পূর্ব্ব ও প্রথমাবস্থায় আন্ত্রিক-জ্বরে বিহিত ঔষধাদি দ্বারা চিকিৎসা করিবে। কিন্তু মস্তিষ্কজ্বরে বিশেষ আবশ্যক না হইলে কিছুতেই রক্তমোক্ষণ করিবে না। স্নায়বিক অবস্থায় পংগ্রা ও বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এসিটেট্ আমোনিয়া ও নাইটার মিশ্রিত কর্পূর ব্যবস্থেয়। Arnica ব্যবহার করিলে তন্দ্রা, ভ্রমি ও প্রলাপ উপশান্ত হয়। সাধারণতঃ আন্ত্রিক-জ্বরে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, এই জ্বরেও তাহা ব্যবহার করিবে। রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলে, উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবে। Angelica ব্যবহারে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রোগে পথ্যসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রদাহ হইলে তন্নাশক ঔষধ ব্যবস্থেয়। স্নায়বিক অবস্থায় প্রদাহ বর্ত্তমান থাকিলে প্রত্যুত্তেজক ঔষধ দিবে। স্নায়বিক অবস্থায় বিবিধ প্রকার কষ্টদায়ক উপসর্গ উপস্থিত হইলে camphor, ammonia, ether, musk, cinchona, serpentaria, wine, opium মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। কেহ কেহ বলেন, এ অবস্থায় phosphorus উপকারী। মস্তকে উত্তেজনা হইলে পলস্ত্রা ও camphor এবং arnica ব্যবহার করা যাইতে পারে। কোনরূপ ক্ষত হইলে যাহাতে পূযোৎপত্তি হয়, তদ্রূপ পুলটিসাদি দিবে; কোনপ্রকার পচা ক্ষত হইলে chloride, kreosote powdered bark, turpentine প্রভৃতি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। মস্তকপ্রদাহ ও প্রলাপকালে belladonna, ব্যবহারে উপকার দর্শে।

আন্ত্রিক-জ্বরের প্রথমাবস্থায় রোগীর গৃহের বায়ু যাহাতে বিশুদ্ধ ও নাতিশীতোষ্ণ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বার্লি, সাগু বা ভাতের মণ্ড পথ্য দিবে। ভুজনলীপ্রদাহ থাকিলে ঈষৎ ঘর্ম্মোদ্দীপক পানীয় প্রদান করিবে; কিন্তু ঘর্ম্ম উৎপাদনের জন্য উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা গাত্র ঢাকিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয়। স্নায়বিক অবস্থায় গৃহে শীতল বাতাস প্রবেশ করিতে দিবে না; বিছানা অপেক্ষাকৃত গরম রাখিবে, কিন্তু যাহাতে বায়ু দূষিত না হয় ও অধিক লোক একত্র না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। রোগীর শরীর ও বিছানা বিশেষ পরিষ্কার এবং তাহার জিহ্বা ও মুখ [illegible]রূপে ধৌত করিয়া দিবে। ঈষৎ উষ্ণ পানীয় এবং [illegible]রাকট অথবা সুপ প্রভৃতি খাদ্য লবণমিশ্রিত করিয়া দিবে। কোনরূপ ফল খাইতে দিবে না। মস্তিষ্কজ্বরে যাহাতে রোগীর শারীরিক ও মানসিক শক্তি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ঔষধ ব্যবহার ও কথোপকথন করিবে।

আন্ত্রিক, মস্তিষ্ক ও স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ নির্ণয় করিবার জন্য নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল—

আন্ত্রিক জ্বর।—১, উদ্ভিজ্জ ও জান্তব বস্তু পচিয়া বায়ু দূষিত করে, সেই দূষিত বায়ু সেবনে এই পীড়া উৎপন্ন হয়। প্রশ্বাস বায়ু অথবা গাত্রচর্ম্ম হইতে এই পীড়ার বিষ সংক্রমণ দ্বারা অপর ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপন্ন করে না।

২, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, গণ্ডস্থল আরক্ত, কনীনিকা প্রসারিত ও প্রলাপ বৃদ্ধি হয়। পীড়া দিবাপেক্ষা রাত্রিতে প্রবল হয়।

৩, পীড়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাসিকা দিয়া রক্ত পড়ে।

৪, পীড়ার আরম্ভ হইতে উদরাময় উপস্থিত হইয়া অর্দ্ধসিদ্ধ চাউলের ন্যায় মল নির্গত হয়। মলে দুর্গন্ধ হয় না, কিন্তু সচরাচর ইহার নিঃসরণের সহিত রক্তপাত হইয়া থাকে। পীড়িত ব্যক্তির গাত্র ও শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ পাওয়া যায় না।

৫, ইহার উদ্ভেদগুলি গোলাকার বা অণ্ডাকার হইয়া চর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া থাকে। সেগুলি প্রথমতঃ অল্পসংখ্যায় পরে বহুসংখ্যায় উদর ও বক্ষঃস্থলে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কখন হস্তপদাদিতে হয় না।

৬, উদরাধ্মান ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ। রোগীর উদরে গড় গড় শব্দ শুনা যায়।

৭, স্থিতিকালের নিশ্চয়তা নাই।

৮, এই রোগে যুবকগণ প্রায়ই আক্রান্ত হয় না।

মস্তিষ্ক জ্বর। ১, অধিক লোকের একত্র বাস বা অবস্থিতি ও অপরিচ্ছন্নতা হেতু এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। রোগীর শ্বাস প্রশ্বাস ও ঘর্ম্ম হইতে এই রোগের সংক্রামক বিষ অন্য ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়া উৎপাদন করে।

২, মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ বিবেচনাশূন্য, কনীনিকা সঙ্কুচিত, প্রলাপ অবিরত, কিন্তু মৃদু লক্ষিত হয়।

৩, পীড়ার প্রথমে নাসিকা হইতে রক্ত পড়ে না।

৪, সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃষ্ণবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত মলনিঃসরণ ও রোগীর গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গম পরিলক্ষিত হয়। মল নিঃসরণকালে রক্তস্রাব হয় না।

৫, উদ্ভেদগুলি লালবর্ণবিশিষ্ট, কিন্তু কাল আভাযুক্ত। ইহারা কোন বিশেষ আকারবিশিষ্ট বা চর্ম্ম হইতে উচ্চশীর্ষ হয় না। মুখমণ্ডল, পৃষ্ঠদেশ ও হস্তপদাদি প্রদেশে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

৬, উদরাধ্মান বা উদরে মধ্যে গড় গড় শব্দ হয় না।

৭, স্থিতিকাল তিন সপ্তা।

স্বল্পবিরাম জ্বর। ১, ম্যালেরিয়া হেতু এই পীড়া উৎপন্ন হয়; ইহা আদৌ সংক্রামক নহে।

২, পাণ্ডু বর্ত্তমান থাকিলে রোগীর গাত্র পীতাভ দেখায়। বিবমিষা ও বমন ইহার সাধারণ লক্ষণ।

৩, কখন কখন উদরাধ্মান ও উদরাময় বর্ত্তমান থাকে। মলের বর্ণ শাদা হয়। মল-নিঃসরণকালে রক্তপাত হয় না।

৪, গাত্রে ফুস্‌কুড়ি বহির্গত হয় না।

পৌনঃপুনিকজ্বর (Relapsing)। এই জ্বর স্বল্পকাল স্থায়ী; কখন পাঁচদিন কখন বা সাতদিন পর্য্যন্ত থাকে। এইজন্য ইংরাজীতে ইহাকে 'short fever, five or seven days fever অথবা soinooha কহে। এই জ্বর একাদিক্রমে ৫।৭ দিন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু পুনরায় আবার চতুর্দ্দশ দিবসে প্রকাশ পায়। পুনরাক্রমণের পর তৃতীয় দিবসে জ্বরের বিরাম হয়; তখন হইতে রোগী আরোগ্য লাভ করিতে থাকে। কেহ কেহ বলেন, এ জ্বর আদৌ সংক্রামক নহে, আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা এতদূর সংক্রামক যে অনেক সময় পশমনির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারা অন্য শরীরে পরিচালিত হইতে পারে। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল রজক এই জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রাদি ধৌত করে, তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনেকের মতে অভাব ও দরিদ্রতাহেতুই এই রোগের উৎপত্তি হয়। পৌনঃপুনিকজ্বর Typhus fever ন্যায় সংক্রামক। এই জ্বরে একই ব্যক্তি পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হয়। এই জ্বর শীঘ্রই দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়।

লক্ষণ। এই জ্বরের পূর্ব্বাবস্থায় বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, হঠাৎ এক ঘণ্টার মধ্যে রোগী একবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু কখন কখন জ্বর আসিবার পূর্ব্বে শীত, কম্প, মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা, কর্ণকুহরে ঝম্ ঝম্ শব্দানুভব প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। পৌনঃপুনিক জ্বরে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ হয়। জ্বর হইবার পর তৃতীয় দিবসে কখন কখন পাকাশয়ে অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হইয়া বমি হয়, কোষ্ঠ প্রায় বদ্ধ থাকে, কখন কখন বা অতিরিক্ত জলীয় দ্রব্য সেবনহেতু উদরাময় জন্মে। এই সময় সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইতে থাকে; কিন্তু প্রবল লক্ষণগুলির হ্রাস হয় না। চতুর্থ দিবসে জ্বরবৃদ্ধি হয়—শারীরিক উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রি হইয়া থাকে। পঞ্চম দিবসে নাড়ীর স্পন্দন ১২০ হইতে ১৬০ বার পর্য্যন্ত হয়। জ্বর বৃদ্ধিকালে রোগী কেবলমাত্র মস্তকবেদনা অনুভব করে। জিহ্বা শ্বেতমলাবৃত ও উহার ধারে দন্তের দাগ দৃষ্ট হয়। অনেকের গাত্র বিশেষতঃ মুখমণ্ডল হরিদ্রাবর্ণ ও অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। রক্তস্রাব প্রায়ই হয় না। পঞ্চম বা সপ্তম দিবসে হঠাৎ জ্বর উপশান্ত হয়, কিন্তু ১৪শ দিবসে উক্ত লক্ষণের সহিত জ্বর পুনরায় প্রকাশিত হয়, কিন্তু তিন দিবসের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। একবিংশ দিবসে রোগী পুনরায় জ্বরাক্রান্ত হয়। মস্তিষ্ক বা আন্ত্রিক জ্বরের ন্যায় ইহাতে কোনরূপ উদ্ভেদ দৃষ্ট হয় না; কেবলমাত্র গাত্রচর্ম্ম ও প্রস্রাব পীতবর্ণ দেখায়। জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ মলাবৃত ও শুষ্ক হইলে পীড়া গুরুতর বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উপসর্গ—এই জ্বরে অধিক উপসর্গ হয় না। কখন কখন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লুরিসি প্রভৃতি শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় পীড়া উপসর্গরূপে লক্ষিত হয়। এই রোগে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অনেক পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোক এই জ্বরাক্রান্ত হইলে মৃত সন্তান প্রসব করে। জ্বরত্যাগকালে মূর্চ্ছা হয় এবং তখন মৃত্যু হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে।

এই জ্বরে শতকরা পাঁচজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগীর প্রস্রাব সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত না হওয়ায় উহার যবক্ষারাংশ (urea) রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়; তাহাতে রোগীর মূর্চ্ছা উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণনাশ করে। নিউমোনিয়া পীড়া উপসর্গরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে।

চিকিৎসা। সাধারণতঃ দারিদ্র্য ও অভাবই পৌনঃপুনিক জ্বরের কারণ; তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে উহা নিরাকরণ করা কর্ত্তব্য। এই জ্বরে ঔষধসেবনের বিশেষ প্রয়োজন নাই। একান্ত আবশ্যক হইলে ঔষধ ব্যবস্থেয়। শারীরিক সন্তাপ বৃদ্ধি এই রোগের একটী বিশেষ লক্ষণ। ইহা নিবারণ করিবার জন্য ম্যালেরিয়া জ্বরে যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই সেবন করিতে দিবে। জ্বর যাহাতে পুনরায় না আসিতে পারে, তজ্জন্য কুইনাইন ব্যবস্থা করিবে। মস্তক গরম হইলে শীতল জলের পটী লাগাইবে। মূত্রযন্ত্র বিশৃঙ্খল হইলে লাইম জুস সেবন করিতে দিবে। দৌর্ব্বল্য এই রোগের সাধারণ ধর্ম্ম; অতএব প্রথম হইতেই সুরা ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে লৌহ ও কুইনাইন ঘটিত বলকারক ঔষধ কিছুদিন সেবন করিতে দিবে।

বাত্তিকজ্বর (Ardent fever)। এই জ্বর কোনরূপ বিষ হইতে উৎপন্ন হয় না, এই জন্য কখন এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সংক্রামিত হয় না। প্রখর রৌদ্রসেবন, অনিয়মিত ও অপরিমিত আহার ও পান, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত

পথ ভ্রমণ প্রভৃতি কারণ হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়। দুই তিন দিবস রোগী অনবরত জ্বরভোগ করিয়া আরোগ্যলাভ করে। গাত্র অধিক উষ্ণ হইলে, প্রলাপ বা তন্দ্রা থাকিলে, দিবাবসানে জ্বরের বৃদ্ধি এবং প্রাতে কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে পীড়া গুরুতর হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ এই জ্বরে মন্দাগ্নি, মস্তকে ও গাত্রে বেদনা এবং কখন কখন কম্প উপস্থিত হইয়া চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ হয়। বাতিকজ্বরে ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

চিকিৎসা। রোগীকে শ্রম হইতে প্রতিনিবৃত্ত এবং মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। শিরঃপীড়া বর্ত্তমানে মস্তকে শীতল জল প্রয়োগ করিলে ও রোগীর সুনিদ্রা হইলে এই জ্বরে শান্তি হয়। জ্বরত্যাগে শরীর দুর্ব্বল হইলে ব্রাণ্ডি ও পুষ্টিকর আহার ব্যবস্থা করিবে।

নাসাজ্বর (Nasal polypus)। নাসিকাভ্যন্তরে দূষিত রক্ত সঞ্চিত হইয়া এই জ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বরে সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ পৃষ্ঠে, কটি ও গ্রীবাদেশে অত্যন্ত বেদনা হয়। এত তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভূত হয় যে, শরীর সম্মুখদিকে নত করা যায় না। নাসাজ্বরে অন্যান্য লক্ষণও প্রকাশিত হয়।

নাসিকার মধ্যে যে রক্তবর্ণ শোথ থাকে, তাহা সূচি দ্বারা ছিন্ন করিয়া দূষিত রক্ত বাহির করিয়া দিলে জ্বর ভাল হয়। রক্তস্রাবের পর লবণসংযুক্ত সর্ষপতৈল কিংবা তুলসীপত্রের রসের নাস লইলে উপকার হইয়া থাকে। দুই একদিন স্নান ও অন্নাহার বন্ধ করা আবশ্যক। যাহারা এই পীড়ায় পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হয়, তাহারা যদি প্রত্যহ মুখপ্রক্ষালন-কালে দন্তমূল হইতে কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করিয়া দেয় ও নস্য ব্যবহার করে, তাহাহইলে এই পীড়ায় বারংবার আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

ঔদ্ভেদিকজ্বর (Eruptive fever)। শারীরিক রক্ত বিষাক্ত ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগ অতিশয় সংক্রামক। ইহা সাধারণতঃ দ্বিবিধ—হাম (measles) এবং মসূরিকা। [হাম ও মসূরিকা শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পীতজ্বর (Yellow fever)। আমেরিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে, আফ্রিকার অনেকাংশে এবং স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে এই জ্বরের প্রয়োগ দেখা যায়। এই জ্বরে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; বিশেষতঃ সৈন্য-দিগের মধ্যে ইহার আক্রমণ অতিশয় ভয়ঙ্কর। এই জ্বর বিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ডাক্তার গিলক্রেষ্ট (Dr. Gillkrest) বলেন, "এই জ্বরে শরীর আংশিক অথবা সাধারণভাবে পীত-বর্ণ হইয়া পড়ে এবং শেষকালে রোগী কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ বমন করিয়া প্রাণত্যাগ করে।" অন্যান্য জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, এই জ্বরেও তাহার অধিকাংশই প্রকাশ পায়।

অনেকে অনুমান করেন, ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে গ্রানাডা দ্বীপে এই রোগ প্রথম প্রকাশিত হইয়া অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হই য়াছে। কিন্তু উক্ত সময়ের পূর্ব্বে গ্রানাডাদ্বীপে যে সমস্ত মহামারী সংঘটিত হইত, তাহাও যে পীতজ্বর বিশেষ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই জ্বরাক্রমণের দুই তিন দিবস পূর্ব্বে মন নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কার্য্যে বিশেষ অরুচি জন্মে। সময় সময় বমির উদ্বেগ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শীত এবং মেরুদণ্ডে, পৃষ্ঠে, হস্তপদ ও মস্তকে বেদনা অনুভূত হয়। চক্ষু আচ্ছন্ন, ঘোলা ও জলভারাক্রান্ত এবং দৃষ্টি অস্পষ্ট ও সময় সময় দুই প্রকার হয়। মানসিক বিশৃঙ্খলা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ অথবা অতিশয় উষ্ণতার পর কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মোদ্গম এবং নাড়ী দ্রুত, দুর্ব্বল ও অনিয়মিত এবং কখন কখন রোগীর কম্প হয়। প্রথমাবস্থায়ই কোন কোন রোগীর চক্ষু ও গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ হইয়া পড়ে এবং রোগী পিত্তবমন করিতে থাকে।

সাধারণতঃ এই জ্বর রাত্রিকালেই আগমন করে। কম্পের পর রোগীর শরীরে অতিশয় উদ্দীপনা হয়। মস্তক, চক্ষু-গোলক, পৃষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনা এবং জঙ্ঘাস্থিভিতে খেঁচনি জন্মে। রোগী চিত হইয়া শুইয়া থাকিতে ভালবাসে; কিন্তু তাহাতে সুস্থ বোধ করে না। মুখ অতিশয় রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষু লোহিতবর্ণ, স্ফীত ও ভারাক্রান্ত এবং চক্ষুর তারা যেন বাহিরে পড়ে এইরূপ দেখায়। গাত্রচর্ম্ম প্রায়ই উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। নাড়ী দ্রুত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; শরীর অত্যধিক শীতল হইলে নাড়ীর গতি নিতান্ত মৃদু হয়। জিহ্বা স্ফীত এবং শ্বেতবর্ণ মলদ্বারা আবৃত হয়। এইকালে বমন থাকে না, কিন্তু ঈষৎ কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে, জ্ঞানেরও কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটে। ১২।১৩ ঘণ্টা এই অবস্থা থাকে, পরে দ্বিতীয়াবস্থা প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় শারীরিক উদ্দীপনা বিষাদে পরিণত হয়, মুখ অতিশয় চিন্তাপ্রপীড়িত দেখায়। চক্ষু ঈষৎ পীতবর্ণ, ক্রমে নাসিকাপ্রদেশ ও মুখবিবর পীতবর্ণ হয়। রোগ যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই সমস্ত শরীর পীতবর্ণ হইয়া উঠে, গাত্রের বর্ণ অনুসারে রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট দেখায়। জিহ্বার উপরিভাগ পীতবর্ণ এবং অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশ শুষ্ক লোহিতবর্ণ হয়। পেটে সন্তাপ জন্মে, চাপ দিলে রোগী বেদনা অনুভব করে। এইকালে অত্যন্ত

দাহ এবং হঠাৎ বমি হইতে থাকে। প্রস্রাব অতিশয় অল্প ও পীতবর্ণ হয়। রোগী প্রায় অনবরত অতিশয় দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শ্বাসে অম্ল গন্ধ নিঃসৃত, জ্ঞানের অতিশয় বিশৃঙ্খলা, রোগীর তন্দ্রা ও প্রলাপ আরম্ভ হয়। কখন কখন সূক্ষ্মরক্ত চিহ্ন ও প্রিয়ঙ্গুবৎ রসস্ফুটিকা দেখা যায়। এই অবস্থা দুইদিন হইতে সাত দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। পরে মুখশ্রী অতিশয় সঙ্কুচিত, চক্ষুর পূর্ণদৃষ্টি নষ্ট, গাত্রে কৃষ্ণচিহ্ন, জিহ্বা উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, পিপাসা অতিশয় বর্দ্ধিত ও তীক্ষ্ণ এবং কৃষ্ণ শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ বমন হয়। মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হইলে রোগী অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার নিঃশ্বাস ঘন-ঘন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসকালে একপ্রকার শব্দ হইতে থাকে, শরীর শীতল, আঠাল ও ঘর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। মৃত্যুকালে কোন কোন রোগীর অতিশয় বেদনা ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, আবার কোন কোন রোগী অতর্কিতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই রোগের সকল লক্ষণই সর্ব্বদা প্রকাশিত হয় না। সাধারণতঃ পীতজ্বর তিন প্রকার—১ প্রদাহিক, ২ আবসাদিক ও ৩ সাজ্ঘাতিক। বহুমেদ ব্যক্তিগণ প্রদাহিক (Inflamatory) এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ আবসাদিক (Adynamic) পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়। প্রদাহিকে অত্যধিক উদ্দীপনা ও রোগ শীঘ্রই সাজ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। আবসাদিকে নাড়ীর গতি ধীর, গাত্র শীতল ও আঠাল, ৪।৫ দিনেই রোগী অবসন্ন হইয়া পড়ে। সাজ্ঘাতিকে রোগী প্রথম হইতেই মৃত্যুগ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়। এই অবস্থা হইতে রোগী প্রায় রক্ষা পায় না, অনেকেই ইহার আক্রমণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পীতজ্বরে আক্রান্ত রোগীদিগের মধ্যে অনেকেই প্রাণত্যাগ করে। এই রোগ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তখন যত রোগী মরে, কিছুদিন স্থায়ী হইলে আর তত রোগীর প্রাণবিয়োগ হয় না। এই রোগে মৃতদিগের মধ্যে যুবক ও বলিষ্ঠ লোকদিগের সংখ্যাই অধিক। ৪০° উত্তর এবং ২০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যস্থিত প্রদেশ এই রোগের লীলাক্ষেত্র। অধিক নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ এই জ্বরের আক্রমণ-বহির্ভূত নহে।

চিকিৎসা। পীতজ্বর চিকিৎসাসম্বন্ধে সকলে একমত নহে। প্রধানতঃ প্রদাহনাশক ও উত্তেজক এই দুই প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয় প্রদাহনাশক নতুবা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রদাহনাশক ঔষধের মধ্যে রক্তমোক্ষণের বিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। আজকাল সাধারণতঃ পারদ ব্যবহার করা হয়। প্রদাহ-লক্ষণের প্রাবল্য থাকিলে রক্তমোক্ষণ করা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিরেচক, বমনকারক ও শীতল ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। এই জ্বরে স্বল্পবিরাম জ্বরের লক্ষণ দেখিলে কুইনাইন ব্যবহারে উপকার হয়। যদি ঔষধ উঠিয়া না পড়ে, তবে saline medicine প্রয়োগে উপকার হইতে পারে।

অনেকে বলেন, জৈবিক ও ঔদ্ভেদিক পদার্থ পচিয়া যে বিষাক্ত বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীতজ্বর উৎপাদন করে। এই জ্বর সংক্রামক। রোগীর শরীর হইতে বিষাক্ত বাষ্প অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পীড়িত করে।

লোহিত বা আরক্ত জ্বর (scarlet fever)। এই জ্বর চর্ম্মপুষ্পিকা রোগের অন্তর্গত। গলক্ষত এই জ্বরের একটী প্রধান লক্ষণ। জ্বর প্রকাশের দ্বিতীয় দিবসে রোগীর গাত্রে রক্তবর্ণ পিত্ত উঠে, ষষ্ঠ অথবা ৭ম দিবসে বাহ্যত্বক্ খসিয়া পাড়ে। অধিকাংশ চিকিৎসকগণ এই রোগকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন যথা, ১ সরল (S. Simple) ২ গলক্ষত (S. anginosa) ও ৩ সাজ্ঘাতিক (S. maligna).

প্রথম প্রকার জ্বরে পিত্ত লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রায় গলক্ষত হয় না, দ্বিতীয় প্রকারে পিত্ত ও গলক্ষত উভয়ই বিদ্যমান থাকে; তৃতীয় প্রকার জ্বরের আক্রমণে সমস্ত যন্ত্র অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং রোগীর জীবনীশক্তির হ্রাস ও অত্যধিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ হয়। জ্বরের পূর্ব্বক্ষণে কম্প, আলস্য, মাথা ধরা, নাড়ীর গতি দ্রুত, মুখ রক্তবর্ণ, তৃষ্ণা, ক্ষুধার হানি এবং জিহ্বালেপ লক্ষিত হয়। জ্বর প্রকাশিত হইলেই রোগী গলদেশে প্রদাহ অনুভব করে এবং সেই স্থান রক্তবর্ণ ও কিঞ্চিৎ স্ফীত দেখায়। ক্রমে মুখের মধ্যভাগ ও জিহ্বা আরক্ত হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পিত্ত উঠিতে আরম্ভ করে, শীঘ্রই ইহাদের সংখ্যা এত অধিক হয় যে, সমস্ত শরীর আরক্ত দেখায়। এই উদ্ভেদগুলি প্রথমে গ্রীবা, মুখ ও বক্ষঃদেশে দৃষ্ট হয়, পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই উদ্ভেদগুলি অতি মসৃণ অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কিছু কালের জন্য ইহাদের রক্তবর্ণতা অদৃশ্য হয়। সেই পিত্তের ধারে সময় সময় ঘামাচি দৃষ্ট হয়। উদ্ভেদগুলি ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত সমানভাবেই থাকে; পরে ক্রমে অদৃশ্য হইতে আরম্ভ করে। ৭ দিনের পর আর একটীও দেখা যায় না। পরে বাহ্যত্বক খুস্কির ন্যায় অথবা বিভিন্ন আকারে পড়িয়া যাইতে থাকে। জ্বর প্রকাশের পর প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে চর্ম্মস্খলন ব্যাপার শেষ হয়। পিত্ত উঠিবার পরই জ্বরের হ্রাস হয় না। সন্ধ্যাকালে রোগের বৃদ্ধি হয়। এইকালে

রোগী প্রায়ই প্রলাপ বকিতে থাকে, কখন কখন তন্দ্রা-লক্ষণও প্রকাশ পায়। চর্ম্মস্খলনের পর প্রস্রাবে অণ্ডলালাংশ দৃষ্ট হয়।

সাজ্ঘাতিক লোহিত-জ্বরে উদ্ভেদগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক-কাল পরে দেখা যায়, সময় সময় এগুলি আদৌ লক্ষিত হয় না। কখন কখন উদ্ভেদগুলি উঠিয়া হঠাৎ শরীরে বিলীন অথবা নীলাভ চিহ্নের সহিত মিশ্রিত হয়। নাড়ী দুর্ব্বল, শরীর শীতল, অতিশয় বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপ লোহিত-জ্বরে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর প্রাণনাশ হইতে পারে। অন্য প্রকার লোহিত-জ্বর শীঘ্রই মস্তিষ্ক-জ্বরের আকার ধারণ করে। নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল, জিহ্বা শুষ্ক, পিঙ্গল-বর্ণ ও কম্পান্বিত, নিঃশ্বাস ফেলিতে কষ্ট, গলদেশ নীলাভ, স্ফীত ও পচা ক্ষত হয়। নলীদ্বারে সঞ্চিত শ্লেষ্মাহেতু রোগী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে অতিশয় কষ্ট অনুভব করে। এই প্রকার জ্বর ঔষধ সেবনে অতি অল্পই ভাল হয়।

দ্বিতীয় প্রকার লোহিত-জ্বরও (S. anginosa) আশঙ্কা-জনক। প্রদাহ অথবা মস্তকে রসপ্রবেশ অথবা গলক্ষত হেতু এই রোগ সাজ্ঘাতিক হইয়া পড়ে। আসন্নপ্রসবা-দিগের পক্ষে এই রোগের মৃদু আক্রমণও বিশেষ সঙ্কট-জনক। যখন রোগ একরূপ আরোগ্য হইয়াছে এইরূপ দেখায়, তখনও রোগীর বিপরীত ফল ফলিতে পারে। যে সমস্ত বালক একবার আরক্তজ্বরে আক্রান্ত হয়, তাহাদের স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য ভগ্ন হইয়া যায়। তাহারা ব্রণ, গণ্ড-মালাসম্বন্ধীয় ক্ষত, শিরঃকুরোগ, কর্ণক্ষত, চক্ষু-প্রদাহ প্রভৃতি কোন না কোন একটী রোগে আক্রান্ত হয়। আরক্ত-জ্বর-মুক্ত রোগী কখন কখন উদরীরোগে (anasarca) আক্রান্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই লোহিত-জ্বরের আক্রমণ মৃদু হইলে উদরীরোগ প্রকাশিত হয়; জ্বরের আক্রমণ প্রবল হইলে উক্ত উদরীরোগ সচরাচর দেখা যায় না। এই জ্বরশান্তির পর যখন নূতন বাহ্যত্বক্ উঠিতে আরম্ভ করে, তখন রোগীকে বাহিরে যাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহাতে রোগীর দেহ শীতল না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

লোহিত-জ্বর অন্যান্য চর্ম্মপুষ্পিকারোগের ন্যায় বহুব্যাপী হইয়া প্রকাশিত হয়। এই রোগ কখন মৃদু কখন বা কঠোর ভাব ধারণ করে। উপসর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। সরল লোহিত-জ্বরে (S. simplex) রোগীকে গৃহের বাহিরে যাইতে দেওয়া, কিংবা তাহাকে কোনরূপ উত্তেজক পথ্য প্রদান করা উচিত নহে। যাহাতে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়। দ্বিতীয় প্রকার লোহিত-জ্বরে গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ থাকিলে শীতল অথবা উষ্ণ জল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যদি জ্বরের বেগ প্রবল হয় এবং রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে, তবে কর্ণদেশে জলৌকা প্রয়োগ করিবে; রোগী বলিষ্ঠকায় হইলে হস্ত হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে। মস্তিষ্কে কোনরূপ ভয়াবহ উপসর্গ বিদ্যমান না থাকিলে citrate of ammonia, carbonate of ammoniaর সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে এবং যাহাতে প্রত্যহ রোগীর ১ বার কিংবা ২ বার মল নিঃসৃত হয়, তজ্জন্য মৃদু বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। সাজ্ঘাতিক জ্বরে, দুইটী কারণে বিপদ্ হইতে পারে। শরীর ও স্নায়বিক ঝিল্লিতে সংক্রামক বিষ প্রবিষ্ট হইয়া তত্তৎ প্রদেশকে দূষিত করিয়া ফেলে। অল্পমাত্র চর্ম্ম বা গলক্ষত হেতুই রোগী শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় wine এবং bark অধিকমাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। রোগীর নলীদ্বারে (fauces) পচা ক্ষত জন্মিয়া ক্রমে সমস্ত শরীর বিষাক্ত করে। এই অবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক quinine অথবা wine সেবন করাইবে। chloride of sodaর সহিত nitrate of silver মিশ্রিত করিয়া অথবা কাণ্ডির সংক্রমাপহ দ্রব দ্বারা রোগীকে কুলকুচি করাইবে। যদি রোগী কুলকুচি করিতে অসমর্থ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দ্রব তাহার নাসারন্ধ্রে ও নলীদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে।

লোহিত-জ্বরে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ৩টী ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ১, এক পাইণ্ট্ জলে এক ড্রাম পরি-মাণ chlorate of potash মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ বা ১॥০ পাইণ্ট্ পরিমাণে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ২, অল্প পরিমাণে chlorine জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ১ পাইণ্ট্ পরিমাণে ব্যবস্থেয়। ৩, Beef-tea, wine প্রভৃতির সহিত ৫ গ্রেণ পরিমাণ carbonate of ammonia মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে।

পিড়কানি উঠিবার পর লোহিত-জ্বরের সহিত হামের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই জ্বরের ভাবীফল নির্ণয় করা অতীব কঠিন। এই রোগের সংক্রামক শক্তি কোন্ অবস্থায় প্রকাশিত হয়, তাহা আজিও সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয় নাই। রোগীর গৃহের সাজ-সরঞ্জাম ও বস্ত্রাদিতে লোহিতজ্বরের বিষ অনেকদিন পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ থাকে। ডাক্তার ওয়াটসন্ (Dr. Watson) বলেন, এক বৎসর পরে এক খণ্ড ফ্লানেল হইতে বিষ সংক্রামিত হইয়া কোন ব্যক্তিকে পীড়িত করিয়াছিল।

ক্ষয়জ্বর (Hectic fever)। এই জ্বর অতর্কিতভাবে প্রকা-শিত হইয়া বহুকাল স্থায়ী হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত, মধ্যাহ্নে,

সায়াহ্নে ও আহারের পর জ্বরবেগের বৃদ্ধি, হাত ও পায়ের তলা অতিশয় উষ্ণ এবং পরিশেষে ঘর্ম্ম ও উদরাময় প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে রোগী ক্রমশঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। অনেক চিকিৎসক মনে করেন এই রোগ দৌর্ব্বল্য অথবা প্রদাহজনিত অবসাদ হেতু জন্মে। কেহ কেহ বলেন, উদর, হৃদরোগ ও জটিল রোগের সহিত ক্ষয়জ্বর সম্বন্ধ। ক্ষয়কাসরোগেও ইহা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ পূয়সঞ্চয়, ক্ষত, বহুদিনস্থায়ী প্রদাহ, কোন ক্ষয়ণযন্ত্রের প্রদাহ, শারীরিক ঝিল্লীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি এই রোগের কারণ।

এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় শরীর পাণ্ডু ও ক্ষীণ, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে নাড়ী অতিশয় বেগবতী, সামান্য পরিশ্রমেই নিঃশ্বাস অতি দ্রুত ও গাত্রচর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ হয়। জ্বরের বেগ প্রথমতঃ অল্পপরিমাণেই বৃদ্ধি পায়—সায়ংকালে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। রোগী জ্বরের পূর্ব্বে শীত এবং পরে উষ্ণতা অনুভব করে। গাত্রচর্ম্ম প্রথমে শুষ্ক থাকে, পরে ঘর্ম্মসিক্ত হয়। সায়ংকালীন উপসর্গগুলি প্রাতঃকালে আর দেখা যায় না। প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, উদরাময় আসিয়া দেখা দেয়। মূত্র কখন পাণ্ডু, কখন বা অতিশয় রঞ্জিত হয়; কখন কখন মূত্রের নিম্নভাগে চূর্ণবৎ পদার্থ দেখা যায়। রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই গণ্ডদেশে অধিক সময় রক্তবর্ণ লক্ষিত হয়। নলী ও গলদেশ লোহিত, শুষ্ক এবং প্রদাহযুক্ত জিহ্বা পরিষ্কার রক্তবর্ণ মসৃণ ও কণ্টকশূন্য শেষে ওষ্ঠ ও নলীদেশের ক্ষত হইতে রস-নির্য্যাস, চক্ষু কোটরগত কিন্তু উজ্জ্বল, সমস্ত অবয়ব ক্ষীণ ও কৃশ, ললাটদেশ সঙ্কুচিত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে রোগীর চুল উঠিয়া যায়, গুল্ফ ও পদে শোথ দেখা দেয়, সুনিদ্রা হয় না। তাহার শরীর সর্ব্বদাই অবসন্ন বোধ হয়; কিন্তু উত্তেজনার হ্রাস হয় না। পরিশেষে উদরাময় প্রবল হইয়া উঠে। রোগী ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে থাকে ও এত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, অনেক সময় রোগী কথা কহিবার বা উপবেশন করিবার উপক্রম করিবার কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগী শেষাবস্থায় কখন কখন প্রলাপ বকিতে থাকে। শ্বাসযন্ত্রের বিকৃতি হেতু যে প্রকার ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে শ্বাসকৃচ্ছ্র, নিষ্ঠীবন, কাস প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকে।

অনেক ভিষক্ ক্ষয়জ্বরের তিনটী অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন;—১, এই অবস্থায় ক্ষুধা ও বল সংপূর্ণরূপে নষ্ট হয় না ও জ্বরবিরামকাল বুঝিতে পারা যায়। ২, এই অবস্থায় নাড়ী সচরাচর দ্রুত ও জ্বরবৃদ্ধিকালে অতিশয় দ্রুত, রোগীর হাত ও পায়ের তলা অতিশয় উষ্ণ ও অবসাদ-উৎপাদক ঘর্ম্মোদ্গম লক্ষিত হয়, রোগী অতি শীঘ্রই কৃশ হইয়া পড়ে। ৩, এই কালে উদরাময়, শরীরের নিম্নাংশে শোথ, অত্যন্ত কৃশতা ও অতিশয় বলহানি হয়।

ক্ষয়জ্বর নানাভাগে বিভক্ত—১, পাকস্থলীগত ২, বক্ষঃস্থলগত, ৩, জননেন্দ্রিয়গত, ৪, রক্তগত, ৫, ত্বক্‌সম্বন্ধীয় ইত্যাদি।

১ পাকস্থলীগত (Gastri-hectic) ক্ষয়জ্বরে পিপাসা, মুখ-শুষ্কতা, অগ্নিমান্দ্য, উদ্গার, বুকজ্বালা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। ক্রমে রোগী অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডু এবং তাহার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়। অবশেষে ক্ষয়জ্বরের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। বালকগণ এই রোগে আক্রান্ত হইলে নাক ফুটা, শ্লৈষ্মিকভেদ ও কৃমি নির্গম হইয়া থাকে।

২ কণ্ঠনলীক্ষত, কণ্ঠনলী কিংবা উপজিহ্বার প্রদাহ, বিভিন্ন প্রকার বায়ুনলীপ্রদাহ, ফুসফুসের কোনরূপ বিকৃতি, কিংবা বক্ষাবরণের পরিবর্ত্তন হেতু বক্ষঃস্থলগত (pectoral) ক্ষয়জ্বর জন্মে।

৩ অতিরিক্ত মৈথুন, অথবা হস্তমৈথুন ও মূত্রযন্ত্রের উত্তেজনাহেতু জননেন্দ্রিয়গত (genital) ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অথবা ফুসফুসের পীড়া হেতু যে ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে হস্তমৈথুনে বলবতী ইচ্ছা জন্মে ও এইজন্যই এই রোগ অতিশয় দুঃসাধ্য।

৪ ফুস্‌ফুস্ অথবা পরিপাচক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রক্তস্রাবযুক্ত (hoemorrhagic) ক্ষয়জ্বর প্রকাশিত হয়।

৫ যে সমস্ত কারণে পাকস্থলীগত ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয় তাহার সহিত গাত্রে উদ্ভেদ বর্ত্তমান থাকিলে চিকিৎসগণ তাহাকে ত্বক্‌গত (cutaneous) ক্ষয়জ্বর বলিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত আর একপ্রকার ক্ষয়জ্বর সাধারণতঃ দৃষ্ট হয়, তাহা মানসিক চিন্তা হেতু উৎপন্ন। কোন প্রধান অভিলষিত বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিলে, দুঃখ হেতু সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন থাকিলে অথবা প্রিয়বস্তুর অভাব হেতু সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিলে জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ উক্তরূপ অবস্থাপন্ন হইলে তাহাদের যকৃৎ ও ফুসফুসাদি যন্ত্র বিকৃত হইয়া কঠিন ক্ষয়জ্বর উৎপাদন করে। শারীরিক মালিন্য ও কৃশতা, জ্বরের বিবৃদ্ধি, অনিদ্রা, দৌর্ব্বল্য, ঘন ঘন নিঃশ্বাস, শ্বাসকৃচ্ছ্র, কাস, প্রাতঃকালে ঘর্ম্ম, ফুস্‌ফুস্ বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া রোগ সঙ্কট হইয়া পড়ে।

ক্ষয়জ্বর অধিক দিন স্থায়ী হয়। যে কারণে এই রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা নিবারণ করিতে না পারিলে রোগীর প্রাণ

বিনষ্ট হয়। অধিক দিন স্থায়ী প্রদাহ হেতু যদি কোন শারীরিক ঝিল্লার কোন নিম্নতম অংশ বিকৃত অথবা যদি কোন স্থানে পূয সঞ্চিত কিংবা জটিলরোগহেতু ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হয়, তবে এই রোগ সহজে ভাল হয় না। কিন্তু রোগী বৃদ্ধ না হইলে আরোগ্য লাভের আশা করা যাইতে পারে।

চিকিৎসা। এই জ্বরে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় ঔষধ সেবন করিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয়াবস্থায় প্রধান প্রধান উপসর্গ দূর করিবার জন্যই ঔষধ দেওয়া হইয়া থাকে। এ অবস্থায় ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভের আশা অল্প। পরিপাচক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর কোন পীড়ার সহিত ক্ষয়জ্বর সংসৃষ্ট হইলে রোগীকে লঘু আহার দিবে, তাহার গৃহের বায়ু পরিশুদ্ধ রাখিবে ও অল্পমাত্রায় ipecacuanha ও anodynes মিশ্রিত বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া acetate of ammonia অথবা অল্পপরিমাণ nitrate of potash ও spirit of nitre এর সহিত cinchona কিংবা অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শারীরিক ঝিল্লীর পরিবর্ত্তন হইলে liquor potassic অথবা Brandish's alkaline solution ও conium ব্যবস্থেয়।

বক্ষস্থলগত জ্বরে sulphate of zinks, sulphuric acid এবং বিশেষ বিশেষ মাদক ঔষধ প্রশস্ত।

মূত্রাশয়গত জ্বরের কারণ দূরীভূত করিতে পারিলে উক্ত রোগ ভাল হয়। এই অবস্থায় প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, শারীরিক ও মানসিক ব্যাপৃতি, লঘুদ্রব্যাহার, মাদকদ্রব্য, ভ্রমণ এবং সমুদ্রযাত্রা পরিত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে রোগীর মনোযোগী হওয়া বিধেয়। ক্ষার ও খনিজপদার্থমিশ্রিত জল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

শরীরের কোন দূষিত অংশের শোষণ অথবা প্রদাহ হেতু ক্ষয়জ্বর উৎপন্ন হইলে প্রদাহনিবারণ ও যাহাতে সেই দূষিত অংশের সংস্রবে অপর অঙ্গ দূষিত না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা বিধেয়।

Opium, morphine, hop, henbane, hemlock প্রভৃতি প্রয়োগে প্রথম এবং বলকারক, লঘুপথ্য, বিশুদ্ধ, পরিষ্কার বায়ুসেবন, বলকার ঔষধ, পচননিবারক ও সঙ্কোচক প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া acetate of ammonia এবং acetate of morphine মিশ্র, potash ও chlorate নির্য্যাস এবং মাদক দ্রব্যের সহিত কর্পূর ব্যবহার করিবে।

Acetate of ammonia ও গোলাপজল মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে গাত্রোষ্মা ও অতিরিক্ত ঘর্ম্মোদ্গম নিবারিত হয়। মৃদু বলকারক ও শৈত্যকারক ঔষধের সহিত Prusic acid মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে অস্থিরতা নিবারিত হয়।

ক্ষয়জ্বর চিকিৎসা করিতে হইলে পথ্যের প্রতি প্রধান দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ আহারের ব্যবস্থা করিবে। গাধা, গাভী ও ছাগলের দুধ, মণ্ড, টাট্‌কা মাখন, অতি পুরাতন রম্ মদ্যমিশ্রিত দুগ্ধ, চিংড়ি মাছ, বলকারক অন্যান্য খাদ্য ও আঙ্গুর ফল প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। পুরাতন সেরি, পোর্ট, অথবা হারমিটেজ মদ্য ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। এই জ্বরকে বিলেপীজ্বরও বলা হইয়া থাকে।

সূতিকাজ্বর। (Puerperal fever)—গর্ভিণী সন্তানপ্রসবের পর কখন কখন এই রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ প্রসবের পর তৃতীয় দিবসে এই জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বর ভিন্ন ভিন্ন আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তার গুচ্ (Dr. Gooch) বলেন, সূতিকাজ্বর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রদাহিক ও আন্ত্রিক। ডাক্তার লী (Dr. Robert Lee) এবং ফর্গুসনের (Dr. Ferguson) মতে, ইহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রদাহিক সূতিকাজ্বর (Inflamatory)। অন্ত্রাবরণপ্রদাহ এবং কখন কখন জরায়ুঃ, অণ্ডাধার ও মুত্রাশয়াদির উত্তেজনাহেতু এই জ্বর উৎপন্ন হয়। প্রথমে শীত ও কম্প, পরে উষ্ণতা, পিপাসা, মুখের রক্তবর্ণতা, নাড়ীর দ্রুতগতি এবং ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। গাত্রের অস্বাভাবিক তাপ শীঘ্রই কমিয়া যায়; পরে বিবমিষা, বমন, যোনিদেশ হইতে উদর পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হইতে থাকে। ক্রমে নাড়ীর স্পন্দন উগ্র, জিহ্বা মলাবৃত ও প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প হয়।

এই জ্বর ১০।১১ দিন স্থায়ী হয়, কখন কখন রোগী প্রথম দিবসেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আন্ত্রিক সূতিকাজ্বর (Typhoid puerperal fever) এই রোগ অতিশয় সাঙ্ঘাতিক। বিভিন্ন প্রকারে ইহা প্রকাশিত হয়। এই জ্বর সামান্য আন্ত্রিক জ্বরের সহিত সম্বন্ধ এবং আন্ত্রিক জ্বরে যে সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট, ইহাতেও তাহাই দেখা যায়।

এই রোগে ঔষধ-প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। রোগী কয়েক ঘণ্টা এবং কখন কখন দুই চারি দিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। [সূতিকাজ্বর দেখ]

স্বেদজ্বর (sweating or miliary fever) শারীরিক

অবসাদের পর অতিরিক্ত ঘর্ম হইয়া এই জ্বর হঠাৎ প্রকাশিত হয়। এই জ্বরে গাত্রে প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ জন্মে। স্বেদজ্বর দেশব্যাপক ও সংক্রামক। সকলের উপর এই জ্বরের প্রভাব একরূপ নহে। জ্বরের আক্রমণ মৃদু হইলে রোগী অবসাদ, ক্ষুধাহানি, চক্ষুদেশে বেদনা ও অতিশয় দাহ অনুভব করে। মুখ চট্‌চটে ও জিহ্বা কণ্টক ও মলাবৃত হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রের অল্পতা, শ্বাসকষ্ট ও শিরঃপীড়া, নাড়ী চঞ্চল এবং অতিশয় জ্বর, উদ্ভেদনির্গম প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। ক্রমে রোগীর পৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বাঙ্গে উদ্ভেদ বহির্গত হয়। সর্ব্বদাই ঘর্ম বিদ্যমান এবং ইহা হইতে পচা ঘাসের গন্ধের ন্যায় এক প্রকার গন্ধ নিঃসৃত হইতে থাকে। উপসর্গগুলি ১৪।১৫ দিনেরঅধিক কাল স্থায়ী হয় না; সাধারণতঃ ৮।৯ দিবসেই অন্তর্হিত হয়। জ্বরের আক্রমণ প্রবল হইলে জ্বর আসিবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে রোগী অতিশয় অবসাদ ও ক্ষুধাহানি অনুভব করিতে থাকে। শীত, রোমাঞ্চ, মস্তকঘূর্ণন, অতিশয় মস্তক-পীড়া, বিবমিষা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মেরুদণ্ড, প্রত্যঙ্গ ও উদরোর্দ্ধপ্রদেশে বেদনা, অত্যধিক ঘর্ম্মনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তন্দ্রা, প্রলাপ ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে রোগীর প্রাণনাশ হয়। শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ, উদরে রক্তরোধজনিত বেদনা, বক্ষে ভারবোধ, অতিশয় চিন্তা, অন্ত্রপ্রদাহ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অতিশয় রঞ্জিত প্রস্রাব, প্রস্রাবকালে যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। স্বেদজ্বরের আক্রমণ অতিশয় প্রবল হইলে ২৪ হইতে ৪৮ ঘণ্টা মধ্যে অথবা ৩।৪ দিনের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২।৩ সপ্তাহ স্থায়ী হইলে সাধারণতঃ জ্বরশান্তির আশা করা যাইতে পারে।

৪৫° হইতে ৬০° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে স্বেদজ্বরের প্রভাব লক্ষিত হয়। আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত স্থান, অতিশয় উষ্ণতা, অতিরিক্ত তড়িন্ময়বায়ু প্রভৃতি এই রোগের উৎপাদক।

চিকিৎসা। ভিন্ন স্থানে অবস্থান, সাময়িক স্থানপরিবর্ত্তন, স্বেদজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্রব পরিত্যাগ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। এই জ্বরের মৃদু আক্রমণে ঔষধ প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আক্রমণ প্রবল হইলে যাহাতে আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিকৃত হইয়া কুফল উৎপাদন করিতে না পারে, তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তমোক্ষণ করিলে জ্বর হ্রাস হইতে পারে। পলস্ত্রা, সর্ষপলেপ, বিরেচক ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। উদ্ভেদ বহির্গত হইবার পর রক্তমোক্ষণ করা অবিধেয়। কেহ কেহ ---- অবস্থায় শীতল জলসিঞ্চনে উপকার পাওয়া যায়। আর্দ্রকারক পুলটিস্ স্বেদ প্রদানে ও উপযুক্ত কোন ঔষধ পিচকারি-প্রয়োগে উদরমধ্যে প্রবেশ করাইতে পারিলে উদরবেদনা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ফুসফুসে রক্তাধিক্য হইলে প্রচুর পরিমাণে রক্তমোক্ষণ ও বাহ্য প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু এক সময়ে অধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হইলে রোগীর অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। অবস্থাবিশেষে camphor, ammonia, serpentaria প্রভৃতি ব্যবস্থেয়।

পথ্য। প্রথম ৪।৫ দিন রোগীকে কোনরূপ বলকারক খাদ্য দিবে না; ঈষদুষ্ণ ও সামান্য তরল পদার্থ ব্যবস্থা করিবে, ৬ষ্ঠ, ৭ম কিংবা ৮ম দিবসে অল্প পরিমাণে কচি পাঁঠা কিংবা কুক্কুটের যূষ দেওয়া যাইতে পারে। ক্রমে খাদ্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিবে। অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায় স্বেদজ্বরেও পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রদাহিক জ্বর (Inflamatory fever)। এই জ্বরে মস্তক, পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা, গাত্র-চর্ম্ম অতিশয় উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, অত্যন্ত পিপাসা, রঞ্জিত ও অল্প পরিমিত মূত্র, কোষ্ঠবদ্ধতা, চাঞ্চল্য, চিন্তা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। হৃদ্‌পিণ্ড ও ধমনী বা শিরা অত্যধিক উত্তেজিত হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রৌঢ়, অধিকমেদবিশিষ্ট, ক্রোধনস্বভাব, অপরিমিতাহারী ও অতিশয় ব্যায়ামশীল ব্যক্তিগণ এই জ্বরে আক্রান্ত হয়। অতিশয় শীতল ও অতিশয় উষ্ণপ্রদেশে প্রদাহিক জ্বরের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যালেরিয়া হইতেও এই জ্বর উৎপন্ন হইতে পারে। ম্যালেরিয়া-সংসৃষ্ট না হইলে প্রদাহিক জ্বর শীঘ্রই উপশান্ত হইয়া থাকে।

সচরাচর শারীরিক কোন যন্ত্রের বিকৃতি না থাকিলে কঠিন এবং তদ্রূপ কোন উৎপাত না থাকিলে সরল প্রদাহিক জ্বর জন্মিয়া থাকে; শীত ও বসন্তকালে এই জ্বর দেখা দেয়। সরল অবস্থায় এ জ্বর আদৌ সংক্রামক বা দেশব্যাপক নহে।

এই রোগ যত বৃদ্ধি হয়, উপসর্গও তত বাড়িতে থাকে; জিহ্বা শুষ্ক ও রক্তবর্ণ হয় এবং অনিদ্রা জন্মে। এই রোগে বালকদিগের তন্দ্রা এবং বৃদ্ধগণের প্রলাপ লক্ষিত হয়। সন্ধ্যাকালে উপসর্গের প্রাবল্য দেখা যায় এবং প্রাতঃকালে ঘর্ম হইয়া উপসর্গ নিবৃত্ত হইতে থাকে। তৃতীয় ও কখন কখন পঞ্চম দিবসে জ্বর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ১৪ দিবসের অধিককাল স্থায়ী হয় না। কঠিন প্রদাহিক জ্বরে রোগী প্রায়ই প্রাণত্যাগ করে। এই জ্বর দুই হইতে ৬ দিবস স্থায়ী হয়। সচরাচর ৪র্থ কিংবা ৫ম দিবসে রোগীর জীবন শেষ হয়।

চিকিৎসা। সরল ও কঠিন উভয়বিধ প্রদাহিক জ্বরেই একপ্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় সুবিধানুসারে শিরা ও ধমনী হইতে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পরে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থেয়। এই জ্বরের কোন অবস্থায় বমনকারক ঔষধ উপকারী নহে। Nitrate of Potash, nitrate of soda, muriate of ammonia উত্তেজনাকালে ব্যবস্থেয়; এক ক্রুপল নাইটার ও ১২ গ্রেণ মিউরিএট অব আমোনিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবনীয়। ধমনীর ক্রিয়া মন্দীভূত হইলে পলস্ত্রা প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত অবসাদ বা তন্দ্রা থাকিলে মস্তকে পলস্ত্রা দেওয়া যাইতে পারে—অন্য সময় নহে।

সাধারণতঃ নূতন মহাদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই জ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্বরে সমুদ্রজল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কর্পূরের সহিত nitrate of potash ও muriate of ammonia মিশ্র কিংবা citrate অথবা tartarate of potash ব্যবহারে যথেষ্ট উপকারের আশা করা যাইতে পারে। কখন কখন এই জ্বর স্বল্পবিরামজ্বরের ন্যায় হইয়া উঠে। তখন বিরামাবস্থায় sulphate of quinine ব্যবহার করা আবশ্যক।

পৈত্তিকজ্বর (Bilio-gastric fever)। শীত, কম্প, পরিপাচক শ্লেষ্মা ও পিত্তের বিকৃতি এই জ্বরের নিদান। রোগ কঠিন হইলে রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয়। উষ্ণ, জলাভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে এই রোগ দেশব্যাপক অথবা কখন কখন অত্যন্ত বর্ষণ ও বন্যার পর ইহা সংক্রামক হইয়া পড়ে। পিত্তপ্রধান ও মাদক-সেবী ব্যক্তিগণ এই রোগে আক্রান্ত হয়।

জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়া বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, অতিশয় রৌদ্র অথবা রাত্রির শীতল বায়ু সেবন, অপরিমিত আহার বা পান, অতিশয় পরিশ্রম ও ক্রোধ প্রকাশ করিলে এই জ্বরে আক্রান্ত হইতে হয়। জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে অবসাদ, বিবমিষা, ক্ষুধাহানি, পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা পীতবর্ণ ও শ্লেষ্মাবৃত, মুখ চটচটে, অরুচি প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ক্রমে শিরঃপীড়া, বমন, দাহ, অস্থিরতা, অনিদ্রা, উদরবেদনা, চক্ষু জলভারাক্রান্ত, মুখ রক্তবর্ণ, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট ও নাড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, পিত্তময় মলনির্গম, মূত্র অল্প পরিমিত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। এই জ্বরে সময় সময় শরীরের উর্দ্ধাংশে ঘর্ম কিন্তু গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

৩য়, ৪র্থ অথবা ৫ম দিবসে প্রাতঃকালে জ্বরের বিরাম দেখা যায়; কিন্তু সন্ধ্যাকালে উপসর্গগুলি বাড়িয়া উঠে। ৭ম ও ৮ম দিবস পর্য্যন্ত রোগ অতিশয় বৃদ্ধি হয়; এইকালে রোগী অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করে। সময় সময় তন্দ্রা, প্রলাপ ও নাড়ীর স্পন্দনহীনতা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় কখন কখন রোগী প্রাণত্যাগ করে।

প্রথম হইতে চিকিৎসা করিলে এই জ্বর ৬ দিনের মধ্যেই উপশান্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রথমাবস্থায় ঔদাস্য প্রকাশ করিলে এই রোগে প্রায়ই ৮ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই রোগ কখন যকৃৎস্ফোটক বা পীড়া, কখন বা স্বল্পবিরাম বা সবিরাম জ্বরে পরিণত হয়।

চিকিৎসা। জ্বর প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বমনকারক ঔষধ, গরম স্বেদ, বিরেচক ঔষধ, Citrate of potash, nitrate of potash এবং muriate of ammonia ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল হইতে পারে। প্রদাহিক ও স্বল্পবিরাম জ্বরে যে যে ঔষধ ব্যবস্থেয়, পৈত্তিকজ্বরেও প্রায় সেই সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

শ্লৈষ্মিকজ্বর (Mucous fever)—এই জ্বরে শীত, শ্লেষ্মা নির্গম, পৃষ্ঠ ও প্রত্যঙ্গে বেদনা ও সময় সময় ঈষৎ বিরাম দৃষ্ট হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অবসাদ, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, অত্যধিক রাত্রিজাগরণ, নিম্ন ও আর্দ্রস্থানে বাস, রৌদ্র ও আলোকের অভাব, অপরিচ্ছন্নতা, খাদ্যের অভাব, অপরিমিত বিরেচকাদি সেবন, অল্পাহার প্রভৃতি কারণে এই জ্বর জন্মে। শীত ও শরৎকালে ইহার প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শরীরের গুরুত্ব ও বিষণ্ণতা, ক্ষুধাহানি, বেদনা, সুনিদ্রার অভাব, অম্ল উদ্গার, শীত প্রভৃতি উপসর্গ জ্বর প্রকাশের পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়। ক্রমে অরুচি, ঈষৎ পিপাসা, বমন, উদরে ভারবোধ, উদরাধ্মান, অন্ত্রের শিথিলতা, জিহ্বা শ্লেষ্মাবৃত, মুখ বিরস, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন শ্লৈষ্মিক উদরাময়, কখন কোষ্ঠবদ্ধতা, ও সময় সময় কৃমিনির্গম দেখা যায়। সন্ধ্যাকালে জ্বরবেগ বৃদ্ধি ও সেই সময় গাত্র অতিশয় উষ্ণ হইয়া উঠে। শিরঃপীড়া, মানসিক বিশৃঙ্খলা, নিদ্রাকর্ষণ অথচ নিদ্রা যাইবার অসামর্থ্য, বিষাদ, চাঞ্চল্য, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, কাস, কর্ণে শব্দ, বধিরতা প্রভৃতি উপসর্গ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হয়।

এই জ্বর দুই দিন হইতে সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। শরীরস্থ নাড়ী পরীক্ষা করিলে সময় সময় ঈষৎ বিরামের উপলব্ধি হয়। কিন্তু বিরাম যত স্পষ্ট হয়, রোগও তত বেশী দিন স্থায়ী হয়। আরোগ্যকালে পুনরায় আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। এইকালে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ও রোগীকে আর্দ্র ও শীতলস্থানে ও বাহিরের বায়ুতে যাইতে

দেওয়া উচিত নহে। শ্লৈষ্মিকজ্বর পুনরায় প্রকাশ পাইলে সবিরাম বা স্বল্পবিরাম জ্বরে পরিণত হইতে পারে।

চিকিৎসা। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে বমনকারক ঔষধ, পরে অহিফেন ও নাইটার, তৎপরে কর্পূর ও হাইড্রাগিরাম (Hydrayram oumoreta), শেষে মৃদুবিরেচক, বলকারক ঔষধ ও খাদ্য ব্যবস্থা করিবে। যখন বিরাম হইবে, তখন সল্‌ফেট্ অব্ কুইনাইন সেবন করাইবে।

কালাজ্বর (Black fever)। সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া হইতে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। এই জ্বরে সমস্ত শরীর একরূপ কাল হইয়া যায়। আসামে এই জ্বরের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ রোগীই প্রাণত্যাগ করে।

ডেঙ্গোজ্বর। ২২।২৩ বৎসর গত হইল, এই জ্বর আমাদিগের দেশে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা আমেরিকা হইতে আইসে। এই জ্বরে সমস্ত শরীরে অত্যন্ত বেদনা হয়, সঙ্গে সঙ্গে কাস ও ছর্দ্দি বর্ত্তমান থাকে। এই জ্বর ৫।৬ দিন স্থায়ী হয়; তাহার অন্তে রোগী আরোগ্য লাভ বা প্রাণত্যাগ করে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)। এটীও য়ুরোপীয় জ্বর। উষ্ণপ্রধানদেশে ইহার তত প্রকোপ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এ জ্বর আদৌ ছিল না; ৭।৮ বৎসর হইল ইহা আবির্ভূত হইয়াছে। এখন প্রায় প্রতি বৎসরেই শীতকালের শেষভাগে এই জ্বর দৃষ্ট হয়। এই জ্বরে রোগী সর্ব্বশরীরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করে এবং ছর্দ্দি ও কাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ জ্বর ডেঙ্গোজ্বরের ন্যায় ভয়াবহ নহে। রোগী প্রায়ই আরোগ্য লাভ করে। তিনদিন পর্য্যন্ত জ্বর বিদ্যমান থাকে, পরে অদৃশ্য হয়।

উপরে যতপ্রকার জ্বর উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার প্রায় অধিকাংশই পূর্ব্বে আমাদের দেশে দৃষ্ট হইত না। কেহ কেহ বলেন, জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষে উক্ত প্রকার রোগের আবির্ভাব ও বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা তত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শীতপ্রধানদেশে যে প্রকার ঔষধ উপযুক্ত, তাহা (আমাদিগের উষ্ণপ্রধানদেশে) সেবন ও শীতপ্রধান দেশোপযোগী খাদ্যাদি ভক্ষণ ও পরিচ্ছদাদি পরিধান করায় আমাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া বিবিধ প্রকার পীড়া উৎপাদন করিতেছে। অনেক জ্বর সংক্রামক ধর্ম্মাক্রান্ত; সুতরাং ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

নিম্নে জ্বরসম্বন্ধে হোমিওপ্যাথিক মতে জ্বরের যে ——র যে ঔষধ দেওয়া যায়, তাহা লিখিত হইতেছে।

১। সবিরাম-জ্বর।

একোনাইট্—অতিশয় শীত, মস্তক ও মুখ অতিশয় উষ্ণ, জ্বরকালে কাস, মানসিক ও স্নায়বিক বিশৃঙ্খলা, বক্ষে আক্ষেপ, হৃৎকম্প।

এন্টিমনি—পাকস্থলীগত অসুখ, জিহ্বা শ্বেত মলাবৃত, অতিশয় বিষাদ, অত্যন্ত শীত, চট্‌চটে ঘর্ম্ম।

এপিস্‌মেল—পর্য্যায়ক্রমে ঘর্ম্ম ও শুষ্কতাপ্রকাশ, বামপার্শ্বে বেদনা, মলত্যাগকালে উদরে অতিশয় কষ্টানুভব।

আর্সেনিক—শিরঃপীড়া, ভ্রমি, হাইতোলা, গাত্রচর্ম্ম উষ্ণ কিন্তু অভ্যন্তরে অতিশয় শীতানুভব, জ্বরকালে অতিশয় যন্ত্রণা, অস্থিরতা ও মৃত্যুভয়, জ্বরবৃদ্ধিকালে অতিশয় অবসাদ ও অতিশয় তৃষ্ণা।

বেলেডোনা—অতিশয় জ্বর কিন্তু ঈষৎ শীত, অথবা অল্প জ্বরে অতিশয় শীত। শরীরের কতকাংশ শীতল, কতক উষ্ণ, অতিশয় শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, ওষ্ঠ শুষ্ক ও শ্বাসরোধ অনুভব।

ব্রাইওনিয়া—অতিশয় শীত ও পিপাসা, অত্যন্ত কাস, বক্ষে, উদরে ও যকৃতে আক্ষেপ, মল কঠিন ও শুষ্ক, রোগী অতিশ ক্রোধপরায়ণ।

ক্যাল-কার্ব—শীত, কখন দাহ, কিঞ্চিৎ বধিরতা, পা আর্দ্রবস্ত্রাবৃতের ন্যায় বোধ, দৌর্ব্বল্য, ভ্রমি ও শ্বাসরুদ্ধতা, উদরাময়, শ্বেতাভ মল, অগ্নিমান্দ্য।

ক্যাপ্‌সিকম্—শীত ও তৃষ্ণা, পরে দাহ, কিন্তু তৃষ্ণাভাব, পুনরায় শীত, উষ্ণ বস্ত্র অভিলাষ, জ্বরকালে তন্দ্রা ও ঘর্ম্ম, পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে বেদনা।

কার্ব্বো ভিজ্‌টেব্‌লিস্—দন্তশূল এবং প্রত্যঙ্গে বেদনানুভব, পরে জ্বরপ্রকাশ, শীত ও তৎকালে পিপাসা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বমনেচ্ছা। আহার ও পানকালে উদরগহ্বর যেন কাটিয়া যায় এইরূপ অনুভব।

সেড্রন্—অত্যন্ত শীত, অঙ্গাকর্ষ, শরীরের নিম্নাংশ ছিঁড়িয়া যায় এইরূপ যন্ত্রণাবোধ, দাহ, ঘর্ম্ম, হস্ত-পদ প্রভৃতি স্থানে স্পর্শজ্ঞানশূন্যতা।

কামোমিলা—অল্প শীত, অতিশয় দাহ ও স্বেদ, দাহকালে অত্যন্ত তৃষ্ণা; মুখ রক্তবর্ণ অথবা কপোলের একদিক্ রক্তবর্ণ, অপরদিক্ পাণ্ডুবর্ণ, প্রস্রাব।

চায়না—বমি, শিরঃপীড়া, ক্ষুধা, যন্ত্রণা এবং হৃৎকম্প হইয়া জ্বর-বৃদ্ধি, শীতল ও নীলবর্ণ, কর্ণে ঝনঝন শব্দ, ভ্রমি, প্লীহা ও যকৃতে বেদনা, মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ দেহ, পচা বা গলিত দ্রব্যোৎপন্ন বাষ্পনির্গম।

সিনা—বমি, ক্ষুধা, পিপাসা, জ্বরবৃদ্ধিকালে মুখে অতিশয়

শোথ, সর্ব্বদা নাসিকা কণ্ডুয়ন, রাত্রিকালে চাঞ্চল্য, কণীনিকা প্রসারিত, জিহ্বা পরিষ্কার।

ইউপেটোপার—শীতের পূর্ব্ব হইতেই পিপাসা আরম্ভ, আঙ্গুল শক্ত; প্রাতে ৭।৯ ঘটিকার সময় জ্বরবেগ বৃদ্ধি, শীতভোগকালে পৃষ্ঠে ও প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, পিত্তবমন, ঘর্ম্ম।

ফেরম্—শীত, পিপাসা, মাথাধরা, ত্বক্‌গত ধমনী, স্ফীতি, চক্ষুর চারিপার্শ্বস্থ স্থানের স্ফীতি, রোগী যা খায় তাই উঠিয়া পড়ে, সামান্য চিন্তা বা পরিশ্রমে মুখ রক্তবর্ণ হয়, শারীরিক বলের অতিশয় হানি, পায়ে শোথ।

জেল্‌সিমিয়াম্—প্রথমে শীত পরে ঘর্ম্ম, দাহ, স্নায়বিক চাঞ্চল্য ও মানসিক চিন্তা, ভ্রমি, আলোক ও শব্দ অসহ্য।

ইগ্‌নেসিয়া—কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা, বাহ্য উত্তাপ কিন্তু অন্তরে কাঁপনি, জ্বরকালে গাত্রে শীতপর্ণিকা।

ইপিকাক্—অতিশয় শৈত্য, অল্প উত্তাপ অথবা অতিশয় উত্তাপ, অল্প শৈত্য, হাই উঠিয়া জ্বরবৃদ্ধি, মুখে অতিশয় লালা সঞ্চিত, বিবমিষা ও বমনপ্রাবল্য। জ্বরবিচ্ছেদকালে পাকস্থলীগত পরিবর্ত্তন।

লাইকোপোডিয়াম্—অপরাহ্ন ৪টার সময় জ্বর হ্রাস, পাকস্থলী ও উদরগহ্বরে সর্ব্বদা ভারবোধ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্র রক্তবর্ণ।

নক্সভমিকা—রাত্রিতে কিংবা প্রত্যূষে জ্বরবৃদ্ধি, অধিকক্ষণস্থায়ী শীত, মুখ শীতল ও নীলাভ, হাতের নখ নীলবর্ণ, অতিশয় উষ্ণতা, পিত্তগত উপসর্গ; পৃষ্ঠদণ্ডের নিম্ন প্রান্তস্থ অস্থিতে বেদনা, জ্বরকালে মাথা ধরা, ভ্রমি, মুখ রক্তবর্ণ, বক্ষে বেদনা ও বমন।

ওপিয়ম্—তন্দ্রা অথবা অতিরিক্ত নিদ্রা, নাসিকা-ধ্বনি, হা করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস লওয়া, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসকালে নাকডাকা, মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত।

পল্‌সাটিলা—অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে জ্বরের অধিক আক্রমণ, যুগপৎ শীত ও দাহ, শ্লেষ্মা বা পিত্তবমন, জিহ্বা মলাবৃত, প্রাতঃকালে মুখের বিরসতা, পেটের সামান্য অসুখ হইলেই জ্বরের পুনরাক্রমণ, চক্ষু ছলছলে, অগ্নিমান্দ্য।

কুইনাইন্ সলফ—একদিন অন্তর একঘেয়ে শীত, তৃষ্ণা, কম্প, ও ওষ্ঠ, নখ, নীলাভ, মুখপাণ্ডু, অত্যন্ত দাহ, পিপাসা।

রসটক্স—দিবসের শেষাংশে জ্বরবৃদ্ধি, প্রত্যঙ্গাদির আক্ষেপ, জৃম্ভণ, শরীরের কোন অংশ শীতল, কোন অংশ উষ্ণ, দাহকালে শীতপর্ণিকার উদ্ভেদ, অস্থিরতা, অতিশয় কাস।

সেম্বুকাস্—অতিশয় ঘর্ম্ম, শীতহেতু শরীর স্ফুড়সুড়ী বোধ, শুষ্ক কাস, হাত ও পা বরফের ন্যায় শীতল, মুখ অত্যন্ত উষ্ণ।

সিপিয়া—শীত, চক্ষু ও ললাটে ভারবোধ, হস্তাদি অসাড়, ভ্রমি, পিপাসা-অভাব, মূত্র পাংশুবর্ণ ও দুর্গন্ধযুক্ত।

সল্‌ফর—সন্ধ্যাকালে অথবা রাত্রিতে প্রথমে পিপাসা ও অবসাদ, পরে জ্বরের আক্রমণ, শৈত্য, পিপাসা ও হাতে পায়ে দাহ-অনুভব, তালুদেশে অতিশয় দাহ, দৌর্ব্বল্য, প্রাতঃকালে উদরাময়।

ভেরাট আল্‌ব—অত্যন্ত শৈত্য কিন্তু অন্তরে দাহ, ঘর্ম্মাবস্থায় অতিশয় পিপাসা, অতিশয় বলহানি, বমন, উদরাময়।

একখানি কম্বল গরমজলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইবে, শৈত্যাবস্থায় রোগীর হাঁটু পর্য্যন্ত উহা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে এবং তাহাকে গরমজল খাইতে দিবে।

দাহকালে রোগীর শরীরে গরমজল শুষাইতে পারিলে উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে রাত্রিকালে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

২। স্বল্প-বিরামজ্বর।

একোনাইট—শীত, অতিশয় জ্বর, তৃষ্ণা, মুখলাল, ঘননিঃশ্বাস, জল ব্যতীত সর্ব্ব দ্রব্যেই অরুচি, পিত্তবমন, প্রস্রাব অল্প রক্তবর্ণ, যকৃৎ প্রদেশে আক্ষেপ, চিন্তা ও চাঞ্চল্য।

ব্রাওনিয়া—মস্তকঘূর্ণন, দৌর্ব্বল্য, বমি, কপালে ভারবোধ, মাথাধরা, ওষ্ঠ শুষ্ক, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলাবৃত, খাদ্যে ও পানীয়ে বিকৃত আস্বাদ, মলবদ্ধতা, শুষ্ক, শব্দময়, প্রদাহসূচক ভাব।

ক্যামোমিলা—রোগী অতিশয় ক্রোধী, জিহ্বা শাদা অথবা পীত মলাবৃত, অরুচি, বমন, উদরস্ফীতি, মল সবুজ ও জলযুক্ত; কামল-রোগীর ন্যায় মুখাকৃতি।

চায়না—শীত পরক্ষণে গ্রীষ্ম, গাত্রচর্ম্ম শীতল ও নীলবর্ণ, কাণে শব্দ, ভ্রমি, যকৃৎ ও প্লীহাদেশে বেদনা, আকৃতি ম্লান, পাণ্ডু।

কর্ণাস্—মাথাধরা, কনীনিকায় বেদনা, পর্য্যায়ক্রমে দাহ, শীতলতার উদ্গম, ক্ষুধাহানি, পেটে হুড়হুড় শব্দ, দৌর্ব্বল্য, মল কৃষ্ণবর্ণ, পিত্তযুক্ত।

জেল্‌সিমিয়াম্—চোখের পাতায় ভারবোধ, মস্তকে রক্তাধিক্য, ভ্রমি, অন্ধকার দর্শন, পায় অতিশয় বেদনাবোধ। চঞ্চল এবং স্নায়বিক ও অপস্মার রোগাক্রান্ত স্ত্রীর পক্ষে ব্যবস্থেয়।

ইপিকাক্—তীব্র মাথাধরা, জিহ্বা শ্বেত অথবা পীত মলাবৃত, প্রাতঃকালে বিকৃত আস্বাদ, অনবরত বিবমিষা, ভুক্ত দ্রব্য ও পিত্ত প্রভৃতি বমন, উদরাময়, মল উৎসিক্ত অথবা ফেনিল গুড়ের ন্যায়।

লেপ্টাণ্ড্রা—ললাটের সম্মুখভাগে সর্ব্বদা মাথাধরা,

জিহ্বার মধ্যভাগে পীতবর্ণ; পিত্তবমন, যকৃতে তীব্র যাতনা অনুভব, স্রাব; মল কৃষ্ণ অথবা মৃত্তিকাবর্ণ, কম্পবোধ, পৃষ্ঠদেশে বেদনা।

মারকিউরিয়স্—মুখ পাণ্ডু, পীত অথবা মৃত্তিকাবর্ণ; দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস; ওষ্ঠ, কপোল ও মাড়ী স্ফোটক, উদরদেশ স্পর্শাসহিষ্ণু, যকৃতে যন্ত্রণা, উদরাময়, মল গাঢ় সবুজবর্ণ অথবা গন্ধকবৎ পীতবর্ণ, মূত্র গাঢ় রক্তবর্ণ।

নক্সভমিকা—রোগী ক্রোধপ্রবণ এবং একা থাকিতে অভিলাষী, অতিশয় মাথাধরা, অরুচি, তীব্র উদগার, ভুক্তদ্রব্য অথবা দুর্গন্ধ শ্লেষ্মাবমন, পেটে সঙ্কোচবৎ বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধতা, রাত্রি ৩টার পর রোগীর নিদ্রাহীনতা এবং প্রাতের অবস্থা অতিশয় মন্দ।

পোডোফাইলাম্—মনের প্রফুল্লতানাশ, জিহ্বায় দাঁতের কামড়ের ন্যায় দাগ, তীব্র আস্বাদ ও অরুচি, পিত্তবমন, মূত্র, কৃষ্ণবর্ণ, গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ, যকৃতে বেদনা।

পল্‌সাটিলা—অতিশয় বিমর্ষ, প্রতি দ্রব্যে বিরক্তি, উঠিলেই অন্ধকার দর্শন ও ভ্রমি, আধকপালে মাথা ধরা, চোখ নাড়িলেই বোধ হয় যেন মাথা ছিঁড়িয়া পড়িবে। মুখে দুর্গন্ধ, বিবমিষা, অরুচি, রাত্রিকালে ভেদ, মল জলযুক্ত অথবা পিত্তের ন্যায় সবুজ।

সল্‌ফার—নিতান্ত স্ফূর্ত্তিহীনতা, ক্রন্দনেচ্ছা, বসিলেই ভ্রমিবোধ, তালু সর্ব্বদা গরম, অরুচি, ক্ষুধাহানি, কটু উদগার, যকৃতে খোঁচ, প্রাতঃকালে উদরাময়।

জ্বরকালে রোগীকে অল্প আহার দিবে। তৃষ্ণা ও বমি নিবারণ করিবার জন্য শীতলজল অথবা বরফ ব্যবহার্য্য। উপশমকালে ভাত, শস্তচূর্ণ, মণ্ড, টাটকা মাখন প্রভৃতি সেবন করাইবে। জুস, চা, শাকসবজী, সুপক্বফল ক্রমে ক্রমে ব্যবস্থেয়। যে গৃহে উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তদ্রূপ ঘরে রোগীকে রাখিবে। ঈষৎ উষ্ণজল সংযোগে রোগীর শরীর মুছাইয়া দিবে।

৩। আন্ত্রিক জ্বর।

একোনাইট্—শৈত্য, একজ্বর, নাড়ী বেগবতী, দাহ, তীব্র পিপাসা, মনে অতিশয় চিন্তা ও ভয়, স্নায়বিক উত্তেজনা; মাথাধরা (যেন কপাল ফাটিয়া পড়ে), ভ্রমি।

ব্যাপ্‌টিসিয়া—মুখ গাঢ় রক্তবর্ণ, চৈতন্যনাশক মাথাধরা, জিহ্বা মলাবৃত পাংশুবর্ণ ও শুষ্ক, দন্তশর্করা, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, দূষিত ও দুর্ব্বলকারক উদরাময়, ঘর্ম্ম, মূত্র ও মল অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত।

ব্রাওনিয়া—মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত, ওষ্ঠ শুষ্ক পাংশুবর্ণ ও ফাটা, ঘন শ্বেত অথবা পীতবর্ণ জিহ্বালেপ, অতিশয় মাথাধরা, দিবারাত্রি প্রলাপ, বিবিধ মানসিক কল্পনা, অনবরত ঘুমাইবার ইচ্ছা এবং সময় সময় চমক ও স্বপ্ন অথবা অনিদ্রা, অস্থিরতা, মুখ শুষ্কতা, বমন, দুর্ব্বলতা, পেটে অসহনীয় বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, শুষ্কশক্ত মল।

বেলেডোনা—মুখ স্ফীত ও রক্তবর্ণ, কণীনিকা প্রসারিত, ধুক্‌ধুকে মাথাধরা ও নীলা স্পন্দনশীলতা, শব্দ আলোক ও গোলযোগ অসহ্যবোধ, প্রলাপ, কামড়ান, ঝগড়া করা, মারা প্রভৃতি ব্যাপারে ইচ্ছা, নিদ্রাকালে লম্ফন ও ধাবন, নিদ্রেচ্ছা, কিন্তু নিদ্রায় অক্ষমতা, জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ, উদরগহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, শয্যা অসহ্যবোধ।

রসটক্স—অবসাদ, মুখ রক্তবর্ণ ও স্ফীত, চক্ষুপ্রদেশে নীল দাগ, ওষ্ঠ শুষ্ক, পাংশু অথবা কৃষ্ণ, জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ ও মসৃণ অথবা অগ্রভাগে ত্রিভুজাকারে রক্তবর্ণ, প্রলাপ, শ্রবণশক্তির হীনতা, শুষ্ক ও কষ্টদায়ক কাস, প্রত্যঙ্গে বেদনা, উদরাময়, অনিচ্ছায় মলত্যাগ, অবসন্নতা, রাত্রিতে অবস্থা মন্দ।

আর্শেনিক—মুখ পাণ্ডু ও মৃতদেহবৎ শীর্ণ, কপালে শীতল ঘর্ম্ম, সর্ব্বদা ওষ্ঠ চোষা, ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা, জিহ্বা শুষ্ক নীলাভ বা কৃষ্ণ এবং উহা বহিষ্কৃত করিবার অসামর্থ্য। অতিশয় পিপাসা, প্রায় সর্ব্বদাই অল্প অল্প জলপান, তন্দ্রা ও প্রলাপ এবং প্রত্যঙ্গকম্পন, অত্যন্ত অবসাদ ও যন্ত্রণা, মৃত্যুভয় ও চাঞ্চল্য।

এপিস্‌মেল্—অজ্ঞানাবস্থা, প্রলাপ, জিহ্বা বাহির করিবার অসামর্থ্য, জিহ্বাক্ষত, মুখ ও জিহ্বা শুষ্কতা, গিলিবার কষ্ট, পেটে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অথবা সর্ব্বদা দুর্গন্ধযুক্ত, সরক্ত শ্লৈষ্মিক মল, বক্ষে ও উদরে প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ, অতিশয় দৌর্ব্বল্য।

আর্নিকা—উদাসভাব, জিহ্বা শুষ্ক ও মধ্যস্থলে পাংশু চিহ্ন, মানসিক বিশৃঙ্খলা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনাবোধ এবং তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন, শয্যা শক্ত বোধ, অনিচ্ছায় প্রস্রাব।

লাইকোপোডিয়াম্—মুখশ্রী পীত ও মৃত্তিকাবৎ, জিহ্বা শুষ্ক কাল ও শ্লেষ্মাবৃত; প্রলাপ, তন্দ্রা, মুখ হাঁ করিয়া প্রশ্বাসত্যাগ, অবসাদ, চোয়াল ভাঙ্গিয়া পড়া; কপোলদেশে বর্ত্তুলাকার রক্তবর্ণ, মানসিক বিশৃঙ্খলা, উদরে গড়গড় শব্দ ও ভারবোধ, একা থাকিতে হইবে এইরূপ ভয়, মূত্রে রক্তবর্ণ বালুকাবৎ পদার্থ, বামপার্শ্বে শুইতে অনিচ্ছা, ঘুম হইতে উঠিলে অত্যন্ত প্রদাহ, অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত অবস্থা মন্দ।

মারকিউরিয়স্—অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, মুখে বিকৃত আস্বাদ, দন্তমূল স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত; উদর ও যকৃতে বেদনা, ঘর্ম্ম, সবুজ পীতাভমল; বর্ষাকালে ও রাত্রিতে উপসর্গবৃদ্ধি।

ফস্ এসিড—অতিশয় ঔদাসীন্য, কথা কহিতে অনিচ্ছা, ক্যাল্‌ক্যালে চাহনি, প্রলাপ, পেটে গুড় গুড় শব্দ, জলবৎ উদরাময়, নাড়ী দুর্ব্বল ও সময় সময় স্পন্দনহীনতা।

কাষ্ঠ কার্ব—বুক ধুকধুকনি, নাড়ীর কম্পন, চিন্তা ও চাঞ্চল্য, নৈরাশ্য, নিদ্রিত হইলে কুচিন্তা হেতু জাগরণ, শুষ্ক কাস, তীব্র উদরাময় ও মানসিক কষ্ট।

কার্বো ভেজিটেবলিস্—মুখ পাণ্ডু ও সঙ্কুচিত; চক্ষু কোটরগত, জ্যোতিহীন এবং দর্শনশক্তির হ্রাস; জিহ্বা শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ এবং সময় সময় কম্পমান; জীবনীশক্তির সংকোচ, পাতলা উদরাময়, অবসাদ, দাহ, শরীরের শেষভাগ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত।

ওপিয়াম্—মুখ স্ফীত, তন্দ্রা, প্রলাপ, চক্ষু উন্মীলিত, নাড়ী দুর্ব্বল অথবা শীঘ্রগতিসম্পন্ন; মূত্রহীন মলত্যাগ।

ফস্ফরাস—তন্দ্রা, ওষ্ঠ এবং মুখ শুষ্ক ও কাল, মানসিক বৃত্তির হীনভাব, অল্পপ্রলাপ, শীতল বস্তু অভিলাষ, পীতদ্রব্য বমন, দৌর্ব্বল্য, উদরে খালিবোধ।

ককিউলাস্—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, মানসিক বিশৃঙ্খলা, অস্পষ্ট কথন, ভ্রাম, বিবমিষা, মস্তক ও মুখ উষ্ণ।

কলচিকম্—মুখ সঙ্কুচিত, উদরে বেদনা, উদরাময়, নীলবর্ণ জিহ্বা, ও শীতল নিঃশ্বাস।

জেল্‌সিমিয়ম্—স্নায়বিক উপসর্গ, মস্তকে অতিশয় ভারবোধ, জিহ্বা পীতাভ, শাদা অথবা পাংশু, স্নায়বিক শৈত্য, দাঁত কড়মড়ি, পিপাসা-অভাব।

হমমেলিস্—অতিশয় রক্তস্রাব, উদরগহ্বর ও উরুদেশে বেদনাবোধ, রক্তস্রাব।

হাইওসিয়ামস্—মুখ স্ফীত ও রক্তাভ, ওষ্ঠ ঝলসিতবৎ, অতিশয় প্রলাপ, বাক্‌শক্তি ও জ্ঞাননাশ, শয্যাখুঁটুনি ও বিড়বিড় শব্দ, অতিশয় চাঞ্চল্য, শয্যা হইতে লম্ফন ও অন্যত্র যাইবার চেষ্টা, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কণীনিকা ঘূর্ণায়মান, অঙ্গআক্ষেপ।

ল্যাকেসিস্—জিহ্বা শুষ্ক রক্তবর্ণ অথবা কাল অগ্রভাগ, ওষ্ঠ ফাটা ও রক্তাক্ত; অচৈতন্য, প্রলাপ, স্পর্শাসহিষ্ণুতা, নিদ্রার পর উপসর্গের আধিক্য। রোগী মনে করে সে মরিয়াছে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করা হইতেছে।

ষ্ট্রামোনিয়ম্—জ্ঞানহানি, অনবরত কথন, সর্ব্বদা উপাধান হইতে মস্তক উত্তোলন, প্রলাপ ও অতিরিক্ত জলপান, শয্যা হইতে অন্যত্র যাইবার ইচ্ছা, দন্তশর্করা, ওষ্ঠে ক্ষত, জলপানে অনিচ্ছা, উদরাময়, কৃষ্ণবর্ণ মল, দর্শন শ্রবণ ও বাক্‌শক্তির হ্রাস, অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ।

পল্‌সাটিলা—পাকস্থলীগত বিশৃঙ্খলা, উষ্ণতা ও শৈত্যের সংযোগ, জিহ্বা মলাবৃত, মুখে পচামাংসের গন্ধ, বিবমিষা, মানসিক ভাবের পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন, শীতলবায়ু ইচ্ছা, উষ্ণগৃহে ও সন্ধ্যাকালে অবস্থা খারাপ ও অতিশয় বিষাদ।

মিউরিয়াটিক এসিড—রোগী সংজ্ঞাহীন ও নিতান্ত অবসন্ন, শয্যায় গড়াগড়ি, মৃদুপ্রলাপ, বিছানা খুঁটুনি, নিদ্রাকালে নাকডাকা, লালাক্ষরণ, অনিচ্ছায় প্রস্রাব ও মলত্যাগ, গুহ্যদেশ হইতে রক্তস্রাব।

নাইট্রিক এসিড—তরল মলত্যাগেচ্ছা, মলত্যাগকালে বেদনা, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব ও উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, প্রস্রাব দুর্গন্ধযুক্ত, নাড়ীর গতি অনিয়মিত।

টার্টার এম্—শ্বাসকৃচ্ছ্র, উৎকাস, শ্লেষ্মানির্গমের অভাব, শ্বাসরোধের আশঙ্কা ও ফুস্ফুস্ স্ফীত।

জিন্‌ক—সংজ্ঞানাশ (এইকালে রোগী কাহাকেও চিনিতে পারে না), প্রলাপ, ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা, সর্ব্বদা হস্তকম্পন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অগ্রভাগে শীতলতা, নাড়ীর সময় সময় স্পন্দনহীনতা, মস্তিষ্কের আসন্ন বিকৃতি।

রোগীর গৃহে বিশুদ্ধ বায়ুর বন্দোবস্ত এবং সংক্রামাপহ দ্রব্য দ্বারা দুর্গন্ধ প্রভৃতি নষ্ট করা কর্ত্তব্য। শয্যাক্ষতে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার এবং বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত ঘরে অধিক লোক যাহাতে না থাকে, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবে।

জ্বরের বেগ অধিক হইলে ৯০।১০০ ডিগ্রী উষ্ণজলে রোগীর দেহে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে পরিষ্কার বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিবে। যদি মস্তক উষ্ণ অথবা যন্ত্রণাযুক্ত হয় কিংবা যদি প্রলাপ থাকে, তবে গরম জলসিক্ত কাপড় নিংড়াইয়া তদ্দ্বারা মস্তক ঢাকিয়া দিবে। উদরগহ্বরে যন্ত্রণা থাকিলে উষ্ণজলের স্বেদ অথবা পাতলা পুলটিস্ প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

পথ্য। অল্পপরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে। টাট্‌কা মাখন, শস্যচূর্ণ, মণ্ড প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। রোগীর বলরক্ষা করিবার জন্য যূষ ব্যবহার করিবে। উদর অথবা অন্ত্রে কোনরূপ অসুখ থাকিলে গুরুপাক দ্রব্য ব্যবস্থা করা উচিত নহে। যাহাতে দন্তশর্করা সঞ্চিত হইতে না পারে, তজ্জন্য রোগীর মুখ প্রক্ষালন করিবে এবং তাহাকে ইচ্ছামত জলপান করিতে দিবে।

৪। ছর্দ্দিজ্বর।

একোনাইট—শৈত্য, মস্তক ও মুখ অতিশয় উষ্ণ; শুষ্ককাস, ভয়, চিন্তা ও চাঞ্চল্য।

এলিয়ম্ সিপা—চক্ষু ও নাসিকা হইতে অত্যধিক জলনিঃসরণ, চক্ষুপ্রদেশে বেদনা, হাঁচি।

অ্যাম কার্ব—চক্ষুপ্রদেশে উষ্ণতা ও যন্ত্রণা, শুষ্ক ছর্দ্দি, নাসিকারোধ, রাত্রিতে শুষ্ককাস।

আর্সেনিক—অতিরিক্ত হাঁচি, ছর্দ্দিনির্গম, নাসিকাদেশে উষ্ণতা ও যন্ত্রণাবোধ, পিপাসা, চাঞ্চল্য ও অবসাদ।

ব্যাপ্টিসিয়া—সন্ধিদেশে বেদনানুভব, গলদেশে কণ্ডুয়ন ও কাসবেগ, মস্তকের সম্মুখভাগে পীড়া, নাসিকা হইতে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গম।

বেলেডোনা—কন্‌কনে মাথাধরা, শুষ্ক ঘোঙ্গরাকাস, তন্দ্রাধিক্য কিন্তু ঘুমাইবার অসামর্থ্য, কাসকালে শিশুরোগীর ক্রন্দন।

ব্রাইওনিয়া—ওষ্ঠ শুষ্ক, মাথাধরা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিস্তব্ধতা-অভিলাষ।

ক্যামোমিলা—কফ নির্গম, এক কপোল উষ্ণ ও লাল অপর শীতল ও মলিন, রাত্রিকালে অতিরিক্ত কাস, ক্রোধনভাব।

হিপার সলফার—গলদেশে খোঁচ, ঘুঙ্গরী কাস, শ্লেষ্মা কিছু পাতলা।

ইপিকাক্—চক্ষু প্রদেশে অতিশয় বেদনা, বক্ষে শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, বিবমিষা ও শ্লেষ্মা বমন, হাঁপির ন্যায় শ্বাসকষ্ট।

কালিব্রো—কাস শব্দ ও আঠাল শ্লেষ্মা নির্গম, ঘ্রাণশক্তির হানি।

ল্যাকেসিস্—গলদেশে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, অপরাহ্ণে ও নিদ্রার পর উপসর্গবৃদ্ধি।

মারকিউরিয়স্—প্রায় অনবরত হাঁচি ও কফ নির্গম, রাত্রিতে ঘর্ম্ম, উষ্ণগৃহে আরাম বোধ।

পাল্‌সাটিলা—আস্বাদ ও ঘ্রাণশক্তির হানি, দন্ত ও কর্ণশূল, শীতলবায়ু অভিলাষ, উষ্ণস্থানেও শীতবোধ, পীতবর্ণ শ্লেষ্মা-নির্গম, বিষণ্ণ ভাব।

সিপিয়া—নাসিকা স্ফীত ও ক্ষতযুক্ত, শুষ্ক ছর্দ্দি, প্রাতঃকালে কাসের আধিক্য ও বমনচেষ্টা, উদর খালি বোধ।

৫। সূতিকাজ্বর।

একোনাইট—গর্ভাশয়ে অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, স্পর্শজ্ঞানের আধিক্য, প্রস্রাব হ্রাস, মৃত্যুভয়।

আর্সেনিক—অতিশয় যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়; শীতল পানীয়ে অভিলাষ; দ্বিপ্রহর রাত্রির পর বৃদ্ধি।

বেলেডোনা—আকস্মিক বেদনা; উদর-গহ্বরে অতিশয় উষ্ণতা, কোঁকানি, নিদ্রাকালে উল্লম্ফন, মস্তকে রক্তাধিক্য, প্রলাপ, আলোক ও শব্দ অসহ্য বোধ।

ব্রাইওনিয়া—বিবমিষা, অচৈতন্য, কোষ্ঠকাঠিন্য।

ক্যামোমিলা—জরায়ুদেশে প্রসববেদনাবৎ যন্ত্রণা, অস্থিরতা, মূত্র অতিরিক্ত ও ঈষৎ রঞ্জিত, মস্তকদেশে উষ্ণ ঘর্ম্ম।

হায়োসিয়ামস্—প্রত্যঙ্গ, মুখ ও নেত্রচ্ছদ, খিচুনি, বিড় বিড় শব্দ ও বিছানা খুঁটা, অনাবৃত থাকিতে ইচ্ছা, সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অথবা অতিরিক্ত ক্রোধনভাব।

ইপিকাক্—বামপার্শ্ব হইতে দক্ষিণপার্শ্বে বেদনায় চলাচলি, বিবমিষা ও বমন, জরায়ু হইতে গাঢ় রক্তনিঃসরণ, সবুজ ও সজল মল।

ক্রিয়োসোট—তলপেটে দাহ ও কোঁকানি, গর্ভাশয়ের বিকৃত অবস্থা, জরায়ু ধৌত রক্তানি (পুঁজ) নির্গম, উদরগহ্বরে শীতবোধ।

ল্যাকেসিস্—জরায়ুতে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, নিদ্রার পর বৃদ্ধি, গাত্রচর্ম্ম কখন শীতল কখন উষ্ণ।

মারকিউরিয়স্—পাকস্থলী ও উদরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা, জিহ্বা আর্দ্র, অতিশয় পিপাসা ও অতিরিক্ত ঘর্ম্ম।

নক্সভোমিকা—কোষ্ঠকাঠিন্য, কর্ণে ঝিম ঝিম শব্দ, সমস্ত শরীরে ভারবোধ।

রস্‌টক্স—অস্থিরতা, প্রত্যঙ্গগুলির বলশূন্যতা, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ লাল।

ভেরাট অল্‌ব—বমন, উদরাময়, শরীরের প্রান্তভাগ শীতল, মুখ মৃতবৎ পাণ্ডু, ঘর্ম্মসিক্ত, প্রলাপ, অত্যন্ত অবসাদ।

রোগিণীকে তোষকের উপর শুয়াইবে। যন্ত্রণাময় স্থানে পাতলা পুলটিস্ অথবা উষ্ণ স্বেদ প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ ২।৩ বার গর্ভাশয় ও যোনিপ্রদেশ কার্বলিক এসিড দ্বারা ধৌত-করা বিধেয়। তাহাকে নিস্তব্ধ ও তাহার গৃহ বিশুদ্ধবায়ু পরিপূর্ণ রাখা ব্যবস্থেয়। প্রদাহিক অবস্থায় লঘু মণ্ড ও বার্লি; পরে জুষ, দুগ্ধ, ডিম্ব, ফল প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৬। লোহিতজ্বর।

একোনাইট—গাত্র উষ্ণ, নাড়ী দ্রুত, অতিশয় পিপাসা, অত্যন্ত ভয় ও মানসিক চিন্তা, বিবমিষা ও বমন।

আলানথাস্—অতিশয় মাথাধরা, প্রিয়ঙ্গুবৎ উদ্ভেদ, অতিরিক্ত বমন, তন্দ্রা ও অস্থিরতা।

এপিস্ মেল্—তীক্ষ্ণ পিত্তানি, জিহ্বা অতিশয় লালা ও ক্ষতযুক্ত, নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ শ্লেষ্মানির্গম, গলক্ষত, উদরগহ্বরে স্পর্শাসহিষ্ণুতা।

আর্সেনিক—অতিশয় অবসাদ, অত্যন্ত যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়, অত্যধিক পিপাসা, নিঃশ্বাসকালে ঘড় ঘড় শব্দ, দুর্গন্ধ উদরাময়।

ব্যাপ্টিসিয়া—নলী রক্তবর্ণ, হামবৎ উদ্ভেদ, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা ফাটা ও ক্ষতযুক্ত, ঈষৎপ্রলাপ, দন্তে ও ওষ্ঠে শর্করা।

বেলেডোনা—উদ্ভেদগুলি মসৃণ ও গাঢ় রক্তবর্ণ, জিহ্বা

শ্বেতবর্ণ ও কণ্টকযুক্ত, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও প্রলাপ, নিদ্রাকালে চমকিত ভাব ও উল্লম্ফন।

ক্যালকেরিয়া কার্ব—গলদেশ স্ফীত ও শক্ত, মুখ পাণ্ডু ও শোথযুক্ত।

ক্যাম্ফর—হতাশকালে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ও উষ্ণ নিশ্বাস, কপালে উষ্ণ ঘর্ম্ম; উদ্ভেদগুলির আকস্মিক বিলীনভাব।

ইপিকাক—বিবমিষা, পিত্তবমন, পেটে অতিশয় অসুখ, গাত্রকণ্ডুয়ন, অনিদ্রা, নৈরাশ্য।

লাইকোপোডিয়াম্—তালুক্ষত, মূত্রে রক্তবর্ণ পদার্থ, নাসারোধ, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ।

মিউরিয়াটিক এসিড—বিছানায় গড়াগড়ি, নাসিকা হইতে পূঁজ ক্ষরণ, গাত্র পাংশু ও মুখ রক্তবর্ণ।

ওপিয়ম্—অতিশয় তন্দ্রা, বমন, শ্বাসকষ্ট, প্রলাপ, চক্ষু-উন্মীলন।

রস্‌টক্স—পিত্তানি গাঢ়, রক্তবর্ণ ও অতিশয় কণ্ডুয়নযুক্ত, তন্দ্রা, প্রলাপ, জিহ্বার অগ্রভাগ রক্তবর্ণ, অতিশয় জ্বরবেগ ও অস্থিরতা; সন্ধিস্থানে বেদনা, সর্ব্বদা স্থানপরিবর্ত্তন।

সল্‌ফার্—সমস্ত শরীর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, অতিশয় কণ্ডুয়ন, চীৎকার, উল্লম্ফন। (অন্য ঔষধে ফল না পাইলে ইহা ব্যবহার্য্য)

জিনক্—মস্তিষ্কে আসন্ন আক্ষেপ, বালক-রোগী অচেতন, সর্ব্বাঙ্গে হেঁচ্‌কা টান অথবা অঙ্গ বিশেষে খেচুনি, দন্তকড়মড়ি, নিদ্রাকালে চীৎকার, নাড়ী দ্রুত, চক্ষু স্থির, শরীর বরফবৎ শীতল।

লোহিত-জ্বরের প্রভাবকালে (বেলেডোনা) ব্যবহার করিলে ইহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। নর্দ্দমা ও সংক্রামাপহ দ্রব্যের বন্দোবস্ত করা বিধেয়।

রোগীকে পৃথক গৃহে রাখিবে এবং যাহাতে গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু উত্তমরূপে প্রবেশ করিতে পারে ও রোগীর শয্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহার বন্দোবস্ত করা বিশেষ আবশ্যক।

কণ্ডুয়ন নিবারণ করিবার জন্য গাত্রে নারিকেল তৈল (Cocoa-butter) মাখাইবে। সমপরিমাণে জল ও গ্লিসারিন্ (Glycerine) সেবন করিলে অথবা গলদেশে গরম স্বেদ কিংবা পুল্‌টিস্ প্রয়োগ করিলে সঞ্চিত শ্লেষ্মা গলদেশ হইতে স্থানান্তরিত হয়।

পথ্য। আক্রমণের প্রকোপকালে দুগ্ধ, বরফ, মণ্ড, কমলানেবুর রস ইত্যাদি। বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। সুরাবীর্য্য-সম্বন্ধীয় উত্তেজক পদার্থ পরিত্যাজ্য। সঙ্কটকাল অতীত হইলে জুস, সুপক্ব ফল প্রভৃতি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৭। পীতজ্বর।

একোনাইট্—গাত্র শুষ্ক ও অতিশয় উষ্ণ, অত্যন্ত পিপাসা ও শিরঃপীড়া, ভ্রমি, চক্ষু কোটরগত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাবমন।

বেলেডোনা—কন্‌কনে মাথাধরা, ভয়ঙ্কর প্রলাপ, জিহ্বা রঞ্জিত ও মলাবৃত; পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ড প্রভৃতি স্থানে সঙ্কোচ ও বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, দৌর্ব্বল্য।

ব্রাইওনিয়া—চক্ষু জলভারাক্রান্ত রক্তবর্ণ অথবা ঘোলা; উপবেশন করিলেই বিবমিষা ও অচৈতন্য; নির্জ্জনতা অভিলাষ; অত্যন্ত উত্তেজনা।

ক্যাম্ফর—শরীর অতিশয় শীতল, মূত্রের অভাব, অবসাদ।

ক্যান্থারিস্—অনবরত প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা, অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, সংজ্ঞাহীনতা।

আরজেণ্ট নাইট—দুর্গন্ধ মল ও পাংশু বমি।

আর্সেনিক—চক্ষু কোটরগত, নাসিকা সূচ্যগ্রবৎ, ইচ্ছাপূর্ব্বক বমন, পাংশু ও কাল পদার্থ বমন উদরে অতিশয় দাহ, অত্যন্ত পিপাসা, আশু অবসাদ, অতিশয় চাঞ্চল্য ও মৃত্যুভয়।

কার্বো-ভেজি—(শেষাবস্থা) মুখ পাণ্ডু, রক্তস্রাব, প্রবল মাথাধরা, শরীরে ভারবোধ, বায়ু ও ব্যজন ইচ্ছা, নিঃসৃত পদার্থে অতিশয় দুর্গন্ধ।

ক্রোটলাস্—চক্ষু, নাসিকা, মুখ, উদর ও অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, জিহ্বা আরক্ত ও স্ফীত, দুর্গন্ধ মল।

ইপিকাক্—অবিরাম বিবমিষা, উদরাময়, ফেনিল মল।

মারকিউরিয়স্—অত্যন্ত ঘর্ম্ম, স্মৃতি শক্তির হানি, ভ্রমি, পিত্ত ও শ্লেষ্ম-বমন, উদরাময়।

নক্সভমিকা—গাত্রচর্ম্ম পীতবর্ণ, ক্রোধনভাব, অম্ল ও পিত্তময় দ্রব্য বমন, উদরে সঙ্কোচ, জিহ্বা শুষ্ক ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ।

কুইনাইন্—জ্বর-বিচ্ছেদ-কাল প্রকাশিত হইলে ব্যবহেয়।

টার্ট এম্—বিবমিষা অথবা বমন, অবসাদ, অতিরিক্ত শীতল ঘর্ম্ম, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত, তন্দ্রা, মলত্যাগেচ্ছা।

ভেরাট্ আল্‌ব—মুখ পীতাভ অথবা সবুজবৎ, শীতল ঘর্ম্ম, পিত্ত বমন, উদরাময়, পিপাসা ও শীতল পানীয় অভিলাষ; অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য, প্রত্যঙ্গসঙ্কোচ, নাড়ীর স্পন্দন প্রায় অবোধ্য। পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রথম অবস্থায় অল্প পরিমাণে আহার দিবে। পানের নিমিত্ত বিশুদ্ধ জল, চা, কমলানেবুর রস, চালধোয়ানি জল ব্যবহেয়। ক্রমে দুগ্ধ, মাখন, জুস প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৮। চিত্রজ্বর (Spotted fever)—

একোনাইট্—শৈত্য, চাঞ্চল্য, পিপাসা, স্কন্ধে অতিশয় বেদনা, মৃত্যু-ভয়।

আর্ণিকা—প্রত্যঙ্গ-ছাড়ন (Soreness), গায়ে কাল দাগ (কালশিরাবৎ), গ্রীবায় পেশীতে অতিশয় দৌর্ব্বল্যবোধ।

বেলেডোনা—অতিশয় কন্‌কনে মাথাধরা, প্রলাপ, ভয়ঙ্কর পদার্থ দর্শন, কনীনিকা প্রসারিত, দৃষ্টিভ্রম।

চায়না সল্‌ফর—অবসাদ হেতু চক্ষু নিমীলন, অত্যন্ত অবসাদ, মেরুদণ্ডে বেদনা।

সিমিসিফিউগা—মস্তকে অত্যন্ত বেদনা, তালুদেশ যেন ছিঁড়িয়া পড়িবে এইরূপ বোধ, জিহ্বা স্ফীত, ক্ষণিক সঙ্কোচন।

ক্রোটলাস্—ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া, মুখ রক্তবর্ণ, প্রলাপ, শরীরের সর্ব্বস্থানে লাল দাগ, হৃদয়ে ধুক্‌ধুকনি, অতি অল্পে অল্পে চক্ষু উন্মীলন।

জেল্‌সিমিয়াম্—মস্তকের পশ্চাদ্দিকে বেদনা, মত্ততা-বোধ, অক্ষিপুটের সঙ্কোচন, পেশি-শক্তির পূর্ণ হ্রাস, নাড়ী দুর্ব্বল, শ্বাসকষ্ট, বিবমিষা, বমন।

লাইকোপোডিয়ম্—সংজ্ঞাহীনতা, প্রলাপ, চৈতন্যনাশক শিরঃপীড়া, নাসারন্ধ্রের বীজনের ন্যায় গতি, নিম্ন চোয়াল সঙ্কুচিত, প্রত্যঙ্গ অথবা সর্ব্বশরীরে টান্।

ওপিয়ম্—চৈতন্য বিলোপ, মৃদু নিঃশ্বাস, মস্তকে রক্তাধিক্য, করোটির পশ্চাৎ দেশে অতিশয় ভারবোধ, নাড়ী অতি দ্রুত অথবা অতি ধীর, গড়াগড়ি, অঙ্গ-সঙ্কোচ, ঘর্ম্মকালে অবস্থা মন্দতর।

এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় ঘর্ম্মোদ্রেক করিতে পারিলে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। জলের সহিত সুরাসার মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে যতক্ষণ ঘর্ম্ম না হয়, ততক্ষণ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করাইবে। কেহ কেহ উষ্ণজলে ধারাস্নান ও কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ঘর্ম্মোদ্রেক করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। Hypodermic injections of Pilocarpin (সিকি গ্রেণ) কিংবা Fl Extra Tabarandi (১০ হইতে ৩০ বিন্দু) প্রয়োগ করিলেও ঘর্ম্মোদ্রেক হইতে পারে।

পথ্য। প্রথমাবস্থায় লঘু অথচ বলকারক দ্রব্য ব্যবস্থেয়। পরে ক্রমে ক্রমে যূষ, দুগ্ধ, ডিম্ব প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে।

৯। বাতরোগযুক্তজ্বর।

একোনাইট্—একজ্বর, হৃৎকম্প, বেদনা, মানসিক চিন্তা।

আর্ণিকা—প্রত্যঙ্গে অতিশয় বেদনা, অন্য কর্ত্তৃক আহত হইবার ভয়, শরীরের পীড়িত অংশ রক্তবর্ণ, স্ফীত ও শক্ত।

আর্সেনিক—দাহ, তীব্র যন্ত্রণা, ঘর্ম্ম, শৈত্য, পিপাসা।

বেলেডোনা—অস্থিবেদনা, সন্ধিস্থানে ঝিলিক্ ও বেদনা, তন্দ্রা, অস্থিরতা, চমকিত ভাব।

[illegible]—অক্ষি মুখ শুষ্ক, পিপাসা, কোষ্ঠ শক্ত ও পাংশু।

কাল্‌কেরিয়া—...

কার্বোভেজিটেবিলিস—কব্‌জা ও অঙ্গুলিগ্রন্থিতে বাতিক বেদনা, অতিশয় জ্বর, স্নায়বিক চাঞ্চল্য।

ক্যামোমিলা—যন্ত্রণা হেতু অতিশয় উত্তেজিত ও ক্রোধন ভাব, গণ্ডস্থলের একদিক্ লাল ও অপর দিক্ পাণ্ডু, অবিরত যন্ত্রণা, রাত্রিতে উপসর্গের প্রভাব।

কেলিডোনিয়ম্—শরীর স্ফীত ও প্রস্তরবৎ, শক্ত, কোষ্ঠ মেষপুরীষবৎ।

কল্‌চিকম্—অগ্নির নিকটেও শীত-ভাব, মূত্র অল্প ও কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম।

মারকিউরিয়স্—অতিরিক্ত ঘর্ম্ম, সবুজ উদরাময়, পীড়িত অংশ পাংশুবর্ণ।

সিগেলিয়া—ঈষৎ সঞ্চালন হেতু শ্বাসরোধ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, হৃৎকম্প, অতিশয় চিন্তা।

সল্‌ফর্—তীব্র যন্ত্রণা, তালুদেশ অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় অবসাদ।

বাতজ্বরযুক্ত ব্যক্তির গাত্রে ফ্লানেল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ইহাদিগের অতিরিক্ত পরিশ্রম ও যাহাতে হঠাৎ ঘর্ম্মরোধ হয় এরূপ কোন কার্য্য করা বিধেয় নহে।

জ্বরকালে রোগীকে নরম শয্যায় ও কম্বলে শয়ন করাইবে, তুলা দ্বারা শরীর ঢাকিয়া রাখিলে উপকার হয়। যাহাতে রোগীর গৃহে উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালিত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

পথ্য। শস্যের শ্বেতসার, সাগু, উত্তম পক্কফল প্রভৃতি লঘুপাক দ্রব্য ব্যবস্থেয়। বিশুদ্ধ জল, লেমনেড প্রভৃতি পান করিতে দিবে। মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ।

হিন্দু জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে তিথি ও নক্ষত্রাদিতে জ্বরোৎপত্তির ফল। অশ্বিনী নক্ষত্রে জ্বর হইলে এক দিন, কৃত্তিকাতে দুই দিন, রোহিণীতে তিন দিন, মৃগশিরায় পাঁচ দিন, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও হস্তাতে সাত দিন, অশ্লেষাতে নয় দিন, মঘায় এক মাস, পূর্ব্বফল্গুনী, স্বাতী ও শ্রবণাতে দুই মাস, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদে এক পক্ষ, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া ও রেবতীতে কুড়ি দিন, অনুরাধা ও শতভিষাতে দশ দিন ভোগ হয়। আর্দ্রা, মূলা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জ্বর হইলে মৃত্যু হয়।

যদি অশ্লেষা, শতভিষা, আর্দ্রা, স্বাতী, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল ও শনিবারে চতুর্থী, নবমী ও কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে জ্বর হয় আর চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়।

রবিবারে জ্বর হইলে ৭ দিন, সোমবারে ৯ দিন, মঙ্গল-

বারে ১০ দিন, বুধবারে ৩ দিন, বৃহস্পতিবারে ১২ দিন, শুক্র-বারে ৩ বা ৭ দিন, শনিবারে ১৪ দিন ভোগ হয়।

নক্ষত্র অথবা বারদোষে যদি জ্বর হয় এবং তাহাতে যদি চন্দ্র ও তারাশুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সত্বর আরোগ্য হয়। (মুহূর্ত্ত চিঃ)

শীঘ্র জ্বর হইতে আরোগ্যলাভ করিতে হইলে শান্তি করা আবশ্যক।

নক্ষত্রদোষে স্বর্ণ, তারাদোষে ধান্য ও তিথিদোষে আতপ-তণ্ডুল উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিবে।

"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" ভাস্কর হইতে আরোগ্যলাভ করিবে, এই বচনানুসারে সূর্য্যপূজা, সূর্য্যস্তোত্র ও সূর্য্যকবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নক্ষত্রদোষের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে—কৃত্তিকা নক্ষত্রে জ্বর হইলে ৯ দিন, রোহিণীতে ৩ দিন, মৃগশিরায় ৫ দিন, আর্দ্রায় মৃত্যু, পুনর্ব্বসু ও পুষ্যায় ৭ দিন, অশ্লেষার ৯ দিন, মঘার মৃত্যু, পূর্ব্বফল্গুনীতে ২ মাস, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনীতে ১৫ দিন, হস্তায় ৭ দিন, চিত্রায় ১৫ দিন, স্বাতীতে ২ মাস, বিশাখায় ২০ দিন, অনুরাধায় ১০ দিন, জ্যেষ্ঠায় ১৫ দিন, মূলায় মৃত্যু, পূর্ব্বাষাঢ়ায় ১৫ দিন, উত্তরাষাঢ়ায় ২০ দিন, শ্রবণায় ২ মাস, ধনিষ্ঠায় ১৫ দিন, শতভিষায় ১০ দিন, পূর্ব্বভাদ্রপদে ১৯ দিন, অহির্ব্রধ্নে তিনপক্ষ, রেবতীতে ১০ দিন, অশ্বিনীতে ১ দিন ও ভরণীতে মৃত্যু হয়। (ভৈষজ্যর° ধৃত গৌরীবল্লভিকা)

আশু জ্বরভোগ হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে হইলে জ্বর-বলি দেওয়া আবশ্যক। [জ্বরবলি দেখ]

জ্বরকালকেতুরস (পুং) জ্বরস্য কালকেতুরিব যঃ রসঃ। জ্বর-নাশক ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, বিষ, গন্ধক, তাম্র, মনঃশিলা, ভেলা, হরিতাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সিজের আটায় মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান মধু। এই ঔষধে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়, মহাদেব স্বয়ং এই ঔষধ ভবানীকে বলিয়াছিলেন। (ভৈষজ্যরং জ্বরাধি°)

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস (পুং) জ্বর-এব কুঞ্জরস্তস্য পারীন্দ্রঃ সিংহ ইব। জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—মূর্চ্ছিত রস ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, সীসক, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরি-মাটি, মনঃশিলা, গন্ধক, হেমসার (পাকাসোণা ও কাহারও কাহারও মতে তুঁতিয়া) ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কীকষ্ট, তুলসী, পুনর্নবা গণিয়ারি, ভূইআমলা, ঘোষালতা, চিরতা, পদ্ম, গুলঞ্চ, ঈষ-লাঙ্গলা, লতাকটুকী, মুগানি ও গন্ধভেদাল ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন ধরিয়া মর্দ্দন করিবে; ইহার বটিকা ৪ রতি প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান পানের রস; ইহা অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং কাস, শ্বাস, প্রমেহ, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী ও ক্ষয়সংযুক্ত জ্বরও আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরকেশরিন্ (পুং) জ্বরস্য কেশরীব ভতৎ। জ্বরনাশক ঔষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ;—পারদ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, হরিতকী, আমলকী, বহেড়া ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে ১ গুঞ্জা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। বালকের পক্ষে সর্ষপপ্রমাণ। অনুপান পিত্তজ্বরে চিনি, সন্নিপাতজ্বরে মরিচ, দাহজ্বরে পিপুল ও জীরা।

জ্বরঘ্ন (পুং) জ্বরং হন্তি হন-টক্। ১ গুড়ূচী। ২ বাস্তুক। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ জ্বরনাশক।

জ্বরধূমকেতুরস (পুং) জ্বরস্য ধূমকেতুরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, সমুদ্রফেন, হিঙ্গুল ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরনাগময়ূরচূর্ণ (ক্লী) জ্বর এবং নাগ তস্য ময়ূরইব যৎ চূর্ণং। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—লৌহ, অভ্র, সোহাগা, তাম্র, হরিতাল, রঙ্গ, পারদ, গন্ধক, সজিনা-বীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইচ, আকনাদি, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, চিতামূল, দেবদারু, পটোলপত্র, জীবক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, বংশলোচন, কণ্টকারীর ফল ও মূল, শঠী, তেজপত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, ধন্যা, কট্‌কী, ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, বালা, বেলশুঁঠ ও যষ্টিমধু প্রত্যেকের একভাগ; কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ৪ ভাগ, তালজটাক্ষার ৪ ভাগ, ডানকুনীশাকচূর্ণ ৪ ভাগ, চিরতাচূর্ণ ৪ ভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ ৪ ভাগ; সকল চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। এই চূর্ণ ঔষধের পরিমাণ ১ মাষা হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত। ইহাতে নানাপ্রকার বিষমজ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর, কামলা, পাণ্ডু, প্লীহা, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাশ, শূল, যকৃৎ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ১ মাষা বা ২ মাষা পরিমাণে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অসাধ্য সন্নতাদি জ্বর, ক্ষয়জ্বর, ধাতুস্থজ্বর, কামজ ও শোকজজ্বর, ভূতাবেশজ্বর, অভিঘাতজ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর, চাতুর্থিকজ্বর, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহাজ্বর, উদ্রেক, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাস, শূল, ক্ষয়, যকৃৎ, গুল্মশূল, আমবাত এবং পৃষ্ঠ, কটী, জানু ও পার্শ্বস্থ-বেদনা বিনাশ হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরভৈরবচূর্ণ (স্ত্রী) জ্বরস্য ভৈরব-ইব নাশকত্বাৎচূর্ণ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—শুণ্ঠী, বলাডুমুর, নিমছাল, চিরাতা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশসামূল, কুড়, শঠী, মূর্ব্বামূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুলি, ইন্দ্রযব, কুটজছাল, যষ্টিমধু, চিতামূল, সজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইচ, কটুকী, তাম্রমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ, বালা, পঙ্কপর্পটী তেজপত্র, গুড়ত্বক্, আমলা, চাকুলে পটোলপত্র, শোধিতগন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ সমুদায় চূর্ণের সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরাতাচূর্ণ তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। এই চূর্ণঔষধ সকলপ্রকার যকৃৎ, প্লীহা, অণ্ডবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য, অরোচক, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে আশু উপকারপ্রদ এবং ইহা বিষমজ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধরোগনাশক। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরভৈরবরস (পুং) জ্বরে ভৈরবইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, সোহাগার খই, বিষ, গন্ধক, পারদ ও জয়পাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘলঘসের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পানের রস ; পথ্য—মুগের ডাইল ও দ্রাক্ষা। ইহাতে সন্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরমাতঙ্গকেশরিরস (পুং) জ্বর এব মাতঙ্গঃ তত্র কেশরীব। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরিতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, নিম্ববীজ, কুঁচিলা ও চিতামূল প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পাল ২ মাষা, বিষ ২ মাষা ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য নিসিন্দাপত্রের রসে ভাবনা দিয়া ১৷৹ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, আম, অজীর্ণ, কামলা, পাণ্ডু ও জঠররোগ নাশ হয় ; এই ঔষধ ভেদক। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরমুরারিরস (পুং) জ্বর মুর ইব তস্য অরি যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, বিষ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, ধুতুরাবীজ ১৬ তোলা (এই স্থলে কাহারও কাহার মতে ১৬ তোলা জয়পাল), তেউড়ী ২ তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া হস্তীর কাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর, অজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, আমবাত, কাস, শ্বাস, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বররাজ, বৈদ্যকোক্ত জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী ১ ভাগ পারদ, অর্দ্ধভাগ মাক্ষিক (নীলবর্ণ মক্ষিকাকৃত গোকবর্ণ মধু), ২ ভাগ মনঃশিলা, ৩ ভাগ গন্ধক, ৮ ভাগ হরিতাল, ৫ ভাগ শুল্ব (তাম্র) ও ৩ ভাগ ভল্লাতক একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে বজ্রাক্ষীর (সিজের আটা) দ্বারা দৃঢ় মৃত্তিকাপাত্রে ১ দিন পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে, পরে শীতল হইলে মর্দ্দন করিয়া ৫ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেবন করিলে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। (চিকিৎসাসারসংগ্রহ)

জ্বরবলি, জ্বররোগের শান্তির জন্য পূজাবিশেষ। তণ্ডুলচূর্ণ দ্বারা পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া হরিদ্রা দ্বারা লেপ দিয়া বীরণের কচি পাতার আসনে স্থাপন করিবে এবং তাহার চারিদিকে চারিটী পীতবর্ণের ধ্বজ ভূষিত করিয়া হরিদ্রারসপূর্ণ চারিটী পুটিকা (অশ্বত্থপত্র নির্ম্মিত ঠোঙ্গা) চারিকোণে স্থাপন করিবে ; পরে সঙ্কল্পপূর্ব্বক জ্বরের ধ্যান করিয়া ক্রীত নব কপর্দ্দক ও গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া সন্ধ্যা-সময়ে রোগীকে আরতি করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। ওঁ নমো ভগবতে গরুড়াসনায় ত্র্যম্বকায় স্বস্ত্যস্তরস্তুতঃ স্বাহা, ওঁ কঁ টঁ পঁ সঁ বৈনতেয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ ঠঠ ভোভো জ্বর শৃণু শৃণু হলহল গর্জ্জগর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং আর্দ্ধমাসিকং নৈমিত্তিকং মৌহূর্ত্তিকং ফট্ ফট্ হ্রীঁ ফট্ ফট্ হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ স্বাহা।

এইরূপে দিনত্রয় পূজা করিয়া কোন এক বৃক্ষে, শ্মশানে অথবা চতুষ্পথে বিসর্জ্জন করিবে। এই পূজা বসতবাড়ীর দক্ষিণদিকে কোন বিশুদ্ধ স্থানে করিতে হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরশূলহররস (পুং) জ্বরস্য শূলং বেদনাং হরতি হৃ-অচ্। জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলী একটী কাচ মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহার উপর একটী তাম্রপাত্র অধোমুখ করিয়া আচ্ছাদন করিবে। পরে সন্ধিস্থল লেপিয়া পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। মাত্রা ২।৩ রতি। জীরক ও সৈন্ধবলবণ চর্ব্বণান্তে পানের রসের সহিত সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদিজ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

চিকিৎসাসারসংগ্রহ মতে ৯ তোলা পারদ ও ৮ তোলা গন্ধক একপাত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রেই হউক স্থাপন করিয়া তাম্রপাত্রে ঢাকা দিবে। ঐ পাত্রে লবণ দিয়া পুনরায়

আচ্ছাদন করিবে। পরে পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিবে। প্রাতে সেবনীয়।

জ্বরসিংহরস (পুং) জ্বরে জ্বররূপগজে সিংহ ইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও কেলার মুঠী এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিজবৃক্ষের আটা দিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে ঐ মর্দ্দিত ঔষধ একটী হাঁড়ীর ভিতর স্থাপন করিয়া সরা ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে, অনন্তর উহা চুল্লীতে স্থাপনপূর্ব্বক দুই প্রহর জ্বাল দিবে; পরে যখন শীতল হইবে, তখন ভৃঙ্গরাজ, গণ্ডদূর্ব্বা ও চিতার রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ইহা অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। এই ঔষধ জ্বরোৎপত্তির চতুর্থ দিবস পরে প্রয়োগ করিতে হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরহন্তৃ (ত্রি) জ্বরং হন্তি হন-তৃচ্। জ্বরনাশক (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি°)

জ্বরাগ্নি (পুং) জ্বর অগ্নিরিব। জ্বররূপ অগ্নি, পর্য্যায় আধিমন্থ্য। (হারাবলী)

জ্বরাঙ্কুশরস (পুং) জ্বরস্য অঙ্কুশ ইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—পারা, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৬ মাষা, ত্রিকটুচূর্ণ মিলিত ২৪ মাষা, একত্র মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, অনুপান নেবুর বীজের শাঁস ও আদার রস, ইহাতে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

২য় প্রকার। রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খই ২ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, দন্তীবীজ ৫ ভাগ একত্র এই সমুদয় চূর্ণ করিবে। অনুপান ১ মাষা চিনি। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ জলপান করা উচিত। ইহা ভেদিজ্বরাঙ্কুশ বলিয়া বিখ্যাত; এই জ্বরাঙ্কুশ ত্রিদোষজ্বরনাশক।

৩য় প্রকার। তাম্র ১ ভাগ, হরিতাল ২ ভাগ একত্র উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। পরে সিজের আটায় মর্দ্দন ও ভূধরযন্ত্রে পাক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করিলে ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক ও শীত সংযুক্ত বিষমজ্বর আশু প্রশমিত হয়।

৪র্থ প্রকার। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ, সোহাগার খই, হরিতাল ও বিষ প্রত্যেকে এক এক তোলা; এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজরসে তিন দিন ভাবনা দিবে, চতুর্থ দিন ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা বিষমজ্বরনাশক।

৫ম প্রকার। মরিচ, সোহাগার খই, শঙ্খচূর্ণ, পারদ, গন্ধক ও বিষ একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস; ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়।

৬ষ্ঠ প্রকার। গন্ধক, রোহিতমৎস্যপিত্ত ও বিষ ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা; ত্রিগুণ হরিতাল দ্বারা জারিত তাম্র ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া গোঁড়ানেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহার অনুপান চিনি। ইহাতেও অষ্টবিধ জ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাঙ্গী (স্ত্রী) জ্বরং অঙ্গতি অঙ্গ-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ভদ্রদন্তিকা। (রাজনি°)

জ্বরাতীসার (পুং) জ্বরযুক্তো অতীসারঃ। জ্বরযুক্ত অতিসার রোগবিশেষ। যদি পৈত্তিকজ্বরে পিত্তজন্য অতিসার অথবা অতীসাররোগে জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দোষ ও দূষ্যের সাম্যভাবহেতু ঐ মিলিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতীসার বলা যায়। শুদ্ধ জ্বর ও শুদ্ধ অতিসারে যে যে ঔষধ উক্ত হইয়াছে, জ্বরাতিসারে সেই সেই ঔষধ মিলিত করিয়া প্রয়োগ করা অবিহিত, কারণ উহারা পরস্পরবর্দ্ধক। জ্বরঘ্ন ঔষধসকল প্রায়ই ভেদক, অতীসারের ঔষধসকল ধারক, সুতরাং জ্বরঘ্ন ঔষধ সেবনে অতীসারের বৃদ্ধি ও অতীসারের ঔষধ সেবনে জ্বরের বৃদ্ধি হয়। জ্বরাতীসারীর পক্ষে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচক ঔষধ ব্যবস্থেয়, কারণ রসের সম্বন্ধ ভিন্ন জ্বর বা অতীসার প্রায় উৎপন্ন হইতে পারে না। লঙ্ঘন ও পাচনদ্বারা রসের পরিপাক হইয়া রোগের বল হ্রাস হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাতিসার) [জ্বর দেখ।]

জ্বরান্তক (পুং) জ্বরস্য অন্তক ইব ৬তৎ। ১ নেপালনিম্ব। ২ আরগ্বধ, চলিত কথায় সোঁদাল। (রাজনি°)

জ্বরান্তকরস (পুং) জ্বরস্য অন্তক ইব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ভূনিম্বাদির কাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু; ইহাতে নানাবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাপহা (স্ত্রী) জ্বরং অপহন্তি নাশয়তি অপ-হন ড। ১ বিল্বপত্রী, চলিত কথায় বেলশুঁঠ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ জ্বরনাশক।

জ্বরারিরস (পুং) জ্বরস্য অরিঃ যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসা, অভ্র, সোহাগা, বিট্‌লবণ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া সোঁদালপাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস; ইহাতে নানাপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরার্য্যভ্র (পুং) জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—অভ্র, তাম্র, রস, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ২ মাষা, ধুস্তুরাবীজ ৪ মাষা, ত্রিকটু মিলিত ১০ মাষা জলে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষ বিবেচনা করিয়া অনুপান বিধেয়; ইহা সেবনে নানাবিধ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, কাশ, শ্বাস, তৃষ্ণা, কম্প, দাহ, শীত, বমি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরাশনিরস (পুং) জ্বরস্য অশনিরিব যঃ রসঃ। জ্বরনাশক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ—রস, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগ, এই সকলের সমান লৌহ ও অভ্র, লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা নিসিন্দাপত্ররসে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত সমভাগ পারদ ও মরিচচূর্ণ মিলিত করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—পানের রস; ইহাতে ধাতু, বিষমজ্বর, যকৃৎ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শ্বয়থু প্রভৃতি রোগ আশু বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যর°)

জ্বরিত (ত্রি) জ্বরোঽস্য সঞ্জাতঃ জ্বর-ইতচ্ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্যইতচ্। পা ৫।২।৩৬) জ্বরযুক্ত, জ্বররোগী।

জ্বরিন্ (ত্রি) জ্বরোঽস্ত্যস্য জ্বর ইনি। জ্বরযুক্ত।

জ্বল (পুং) জ্বল-অচ্। জ্বাল, দীপ্তি। (ত্রি) দীপ্তিবিশিষ্ট।

জ্বলকা (স্ত্রী) জ্বল-বুন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। অগ্নিশিখা (হেম°) আগুনের ঝলকা।

জ্বলৎ (পুং) জ্বল-শতৃ দীপ্তিমৎ, দীপ্তিযুক্ত। পর্য্যায়—জমৎ, কল্মলীকিন, জঞ্জনাভবন, মল্মলাভবন, অর্চ্চিস্, শোচিস্, তপস্, তেজস্, হর, হৃণি, শৃঙ্গ এই একাদশটী জ্বলতি নামধেয়। (বেদনিঘণ্টু ১ অঃ)

জ্বলন (ত্রি) জ্বল-যুচ্। ১ দীপ্তিশীল। ২ অগ্নি। ৩ চিত্রকবৃক্ষ (অমর) ৪ জ্বালা, অগ্নিশিখা। ৫ দাহাদিজনিত অশুভকর অনুভব।

জ্বলনান্ত, বৌদ্ধদিগের মতে দশসহস্র দেবপুত্রের নায়ক। ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে বৌদ্ধমঠে আগমন করিবামাত্রই ইনি বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব-সমুচ্চয় নাম্নী কুলদেবতা একদা বৌদ্ধদিগের প্রধান দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভো! জ্বলনান্তপ্রমুখ দেবপুত্রগণ কেহই সংসার পরিত্যাগ করেন নাই, কিংবা ৬ প্রকার পারমিতায়ও তাঁহারা কেহ পারদর্শী ছিলেন না; তথাপি তাঁহারা কিরূপে বোধিজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন। প্রধান দেবতা উত্তর করিলেন, তাঁহারা সকলেই সুবর্ণ-প্রভাসের অর্চ্চনা করিতেন এবং সেইজন্যই বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন।

তিনি আরও বলিলেন, সুরেশ্বরপ্রভের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদ জতিন্ধর নামে এক ব্যক্তি জীবিত ছিলেন। রাজার অধর্ম্ম হেতু কোন সময়ে রাজ্য মধ্যে নানারূপ ব্যাধি উৎপন্ন হইতে লাগিল, কিন্তু বার্দ্ধক্য ও অন্ধতাহেতু জতিন্ধর তাহা নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার পুত্র জলবাহন পিতার নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজাকে রোগমুক্ত করিলেন।

জলাম্বর ও জলগর্ভ নামে জলবাহনের দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একদা যখন তিনি পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে কোন সরোবরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন দেখিলেন সরোবরটী প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সেই সরোবরে দশসহস্র মৎস্য বাস করিত। জলবাহন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। এই জন্য সরোবরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অর্দ্ধ প্রকাশিতা হইয়া সেই সরোবরস্থ মৎস্যদিগের জীবন রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জলবাহন নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জল দেখিতে না পাইয়া যাহাতে সরোবরের সামান্যমাত্র অবশিষ্ট জল সূর্য্যের প্রখরকিরণে শুকাইয়া না যায়, তজ্জন্য কতকগুলি বৃক্ষের পত্র ও শাখা জলোপরি নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর বহুদূরে জলাগম নামে একটী নদী দেখিতে পাইলেন এবং রাজা সুরেশ্বরপ্রভের নিকট হইতে ২০টী হস্তী চাহিয়া লইয়া তাহাদের সাহায্যে জল আনিয়া সরোবর পরিপূর্ণ ও মৎস্যদিগকে যথেষ্ট খাদ্য প্রদান করিলেন। পরে তিনি হাঁটু পর্য্যন্ত জলমধ্যে দাঁড়াইয়া পরমেশ্বরকে যথাবিহিত অর্চ্চনার পর তাঁহার নিকট এই বর চাহিলেন, যাহারা মৃত্যুকালে আপনার নাম শুনিবে, তাহারা যেন মৃত্যুর পর ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। "নমস্তস্মৈ ভগবতে রত্নশিখিনে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠের পর তিনি মৎস্যদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের কয়েকটী গূঢ়মত শিক্ষা দিলেন।

মৎস্যগণ সেইরাত্রেই গতাসু হইল এবং পূর্ব্বোক্ত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিল। জ্বলনান্তপ্রমুখ দেবপুত্রগণ সকলের পূর্ব্বে দশসহস্র মৎস্যরূপে উক্ত সরোবরে বাস করিতেছিলেন।

জ্বলনাশ্মন্ (পুং) জ্বলনঃ অশ্মা নিত্যকর্ম্মধা°। সূর্য্যকান্তমণি। (রাজনি°)

জ্বলন্ত (দেশজ) প্রজ্বলিত, দীপ্ত।

জ্বলিত (ত্রি) জ্বল-ক্ত। ১ দগ্ধ। (মেদিনী) ২ উজ্জ্বল, দীপ্ত।

জ্বলিনী (স্ত্রী) জ্বল-ইনি-ঙীপ্। মূর্ব্বা লতা। (রাজনি°)

জ্বাল (পুং, স্ত্রী) জ্বল-ণ। ১ অগ্নিশিখা। (ত্রি) ২ দীপ্তিযুক্ত। (স্ত্রী) ৩ দগ্ধান্ন। (শব্দচ°) (পুং) ভাবে ঘঞ্। ৪ দীপ্তি।

জ্বালগর্দভ (পুং) জ্বালগর্দভনাম যো গদঃ। জালগর্দ্দভ নামক ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। [ক্ষুদ্ররোগ দেখ।]

জ্বালা (স্ত্রী) জ্বল-টাপ্। ১ দহন। অগ্নিশিখা। ৩ স্বনামখ্যাতা ঋক্ষের পত্নী।

"ঋক্ষঃ খলু তক্ষকদুহিতরমুপযেমে জ্বালাংনাম" (ভার° ১।৯৫।২৫)

ঋক্ষ তক্ষকদুহিতা জ্বালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইঁহার গর্ভে মতিনার নামে পুত্র হয়।

জ্বালাজিহ্ব (পুং) জ্বালা শিখৈব জিহ্বা যস্ত বহুব্রী। ১ অগ্নি। (হেম) ২ চিত্রকবৃক্ষভেদ।

জ্বালাতন (দেশজ) উৎপীড়িত, বিরক্ত, উত্যক্ত।

জ্বালান (দেশজ) ক্লেশ দেওন, উৎপীড়ন।

জ্বালামালিনী (স্ত্রী) জ্বালানাং মালা অস্ত্যস্ত ইনি ঙীপ্। দেবীবিশেষ। ইঁহার পূজাদির বিবরণ তন্ত্রসারে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "ওঁ নমঃ ভগবতি! জ্বালামালিনি গৃধ্রগণপরিবৃতে হুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। পরে "ওঁ নমঃ হৃদয়ং প্রোক্তং ভগবতীতি শিরঃ স্মৃতং। জ্বালামালিনীতি চ শিখা গৃধ্রগণপরিবৃতে। ততঃ বর্ম্মস্বাহাস্ত্রমিত্যুক্তং জাতিযুক্তং ন্যসেৎ তনৌ।" এই মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। "ওঁ নমঃ হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্র ২৩ দিন ধরিয়া অষ্টসহস্র জপ করিলে যে বিষয় সাধন করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয় ও এই মন্ত্র স্মরণমাত্রেই সকল রিপু বিনষ্ট হয়। (তন্ত্রসার)

জ্বালাবক্ত্র (পুং) জ্বালেব বক্ত্রং যস্ত বহুব্রী। শিব। (ব্রহ্মপুং)

জ্বালিন্ (পুং) জ্বল-ণিনি। ১ শিব। ২ দীপ্তি। (ত্রি) ৩ শিখাযুক্ত।

জ্বালেশ্বর (পুং) মৎস্যপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

জ্বালামুখী (স্ত্রী) জ্বালৈব মুখং প্রধানং যস্ত বহুব্রী। পীঠভেদ। এই স্থানে ভৈরবের নাম উন্মত্ত এবং ভৈরবীর নাম অম্বিকা। [পীঠ দেখ।]

পঞ্জাবপ্রদেশে কাঙ্গড়া জেলার অন্তর্গত দেরা তহসীলের একটী প্রাচীন নগর ও হিন্দুতীর্থ। অক্ষা° ৩১° ৫২´ ৩৪´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২১´ ৯´´ পূঃ। নাদাউনের ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাঙ্গড়া হইতে নাদাউন যাইবার পথে বিপাশা নদীর উত্তরসীমাবর্ত্তী চাঙ্গা নামক দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে এই নগর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখনও ইহার পূর্ব্বকীর্ত্তির বিস্তর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রাদির মতে, ইহা একটী মহাপীঠ, সতীদেহ বিষ্ণুকর্ত্তৃক ছিন্ন হইলে এইস্থলে সতীর জিহ্বা পতিত হয়।

পর্ব্বতের এক স্থান হইতে প্রস্তর ভেদ করিয়া প্রস্রবণ ও এক প্রকার দাহ্য বাষ্প অবিরত নির্গত হইতেছে। দীপসংযোগ করিলে বাষ্প জ্বলিতে থাকে। ঐ স্থানকে দেবীর জ্বলন্তমুখ বলে। এই নিমিত্তই ঐ স্থানের নাম জ্বালামুখী হইয়াছে। প্রস্রবণের উপর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের বিস্তার ২০ হস্ত ও ইহার মধ্যস্থলে একটী চৌবাচ্চা হইতে জল ও অল্প অল্প দাহ্য বাষ্প নির্গত হয়। মন্দিরের যাজকগণ ঘৃতসংযোগে বাষ্প অনেকক্ষণ প্রজ্বলিত রাখেন। রণজিৎ-সিংহ মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। প্রতিদিন বহুসংখ্যক যাত্রী এই তীর্থদর্শনে আইসে। আশ্বিনমাসে এখানে একটী পর্ব্ব হয়, তদুপলক্ষে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

প্রবাদ আছে, যে পূর্ব্বকালে একদিন দেবী দক্ষিণদেশস্থ এক ব্রাহ্মণকুমারকে স্বপ্নে দর্শন দেন ও উত্তরদেশে আসিয়া এই স্থান বাহির করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণকুমার এই স্থান বাহির করিয়া তথায় ভগবতীর পূজা করেন ও একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান মন্দির পর্ব্বতপার্শ্বে প্রস্রবণের উপর নির্ম্মিত। ইহার চূড়া ও গুম্বজ স্বর্ণমণ্ডিত, খড়্গসিংহপ্রদত্ত রজতনির্ম্মিত কপাটগুলিই মন্দিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। লর্ড হার্ডিঞ্জ ঐ কপাট-দর্শনে এতদূর প্রীত হয়েন যে, ইহার একটী আদর্শ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মন্দিরের মধ্যে কোনরূপ দেবমূর্ত্তি নাই।

মন্দিরের অভ্যন্তর ব্যতীত আরও কএকস্থলে জল ও অল্প পরিমাণে দাহ্য বাষ্প নির্গত হয়। মতান্তরে ঐ অগ্নি জলন্ধর-নামক দৈত্যের মুখনিঃসৃত। কথিত আছে, মহাদেব ঐ দুর্দ্দান্ত দৈত্যকে পরাস্ত করিয়া পর্ব্বত চাপা দেন, ঐ দৈত্যের মুখ হইতে অদ্যাপি অগ্নি নিঃসৃত হইতেছে। [জালন্ধর দেখ।] যাহা হউক বর্ত্তমান মন্দির ভগবতীর ও ইহার মধ্যস্থ কুণ্ড দেবীর উল্কাময়ী মুখ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

দেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেক ক্ষুদ্র দেবালয়, ধর্ম্মশালা, পান্থনিবাস ও পাতিয়ালারাজনির্ম্মিত সরাই আছে; দরিদ্র তীর্থযাত্রিগণ ঐ সকল হইতে ভোজনাদি প্রাপ্ত হয়। এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, অতিথি, তীর্থযাত্রী ও গবাদি বাস করে। নগরের অবস্থা ততদূর পরিচ্ছন্ন নহে, কিন্তু ইহার বাজার সুবৃহৎ। তথায় বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি, জপমালা প্রভৃতি উপাসনা সামগ্রী দৃষ্ট হয়।

এই নগর দিয়া হিমালয়ের পার্ব্বত্য দ্রব্যজাত ও সমতলের দ্রব্যজাতের বিনিময় হয়। রপ্তানীর মধ্যে কুলু হইতে অহিফেন প্রধান। নগরে ছয় স্থানে ৬টী উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। ঐ সকল প্রস্রবণের জলে লবণ ও কিয়ৎ-পরিমাণে পটাসিয়ম আইওডাইড্ মিশ্রিত আছে, তজ্জন্য উহা পান করিলে কয়েক প্রকার রোগ আরাম হয়। জ্বালামুখী নগরে একটী থানা, ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

কোন্ সময় হইতে জ্বালামুখীর প্রস্রবণ ও দাহ্য বাষ্পোদ্গম

আরম্ভ হয় তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ ইহা খৃষ্টীয় শতাব্দীর বহুপূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া পঞ্জাবপ্রদেশের একই পর্ব্বতে শীতল ও উষ্ণপ্রস্রবণের কথা উল্লেখ করেন। সম্ভবতঃ ঐ উষ্ণপ্রস্রবণ জ্বালামুখীর অগ্নিকুণ্ড হইবে। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ, দিল্লীশ্বর ফিরোজশাহ তোগলক জ্বালামুখীদেবীর দর্শন ও তাঁহার পূজা করিয়া কাঙ্‌ড়া দেশ জয় করেন। মুসলমানেরা একথা স্বীকার করে না। বোধ হয়, ফিরোজশাহ কৌতূহলপরবশ হইয়া জ্বালামুখীর ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনার্থ গমন করেন। তাহাতেই হিন্দুগণ ঐরূপ রটাইয়া থাকিবে।

ঝ

ঝ, ব্যঞ্জনবর্ণের নবম বর্ণ, চবর্গের চতুর্থ বর্ণ। ইহার উচ্চারণ-কাল অর্দ্ধমাত্রা পরিমিত সময় ও উচ্চারণস্থান তালু। উচ্চারণ করিতে আভ্যন্তরিক প্রযত্নে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা তালু স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ ও ঘোষ। ইহা মহাপ্রাণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত। মাতৃকান্যাসকালে বামকরাঙ্গুলিমূলে ইহার ন্যাস করিতে হয়। কলাপমতে ইহার ঘোষবৎ সংজ্ঞা। ইহা কুণ্ডলী, মোক্ষরূপিণী, বিদ্যুল্লতার ন্যায় রক্তাকার, উজ্জ্বল তেজোযুক্ত, সর্ব্বদা সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিসংযুক্ত। (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার ধ্যান। "ধ্যানমস্ত প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ কমলাননে!
সন্তপ্তহেমবর্ণাভাং রক্তাম্বরবিভূষিতাম্।
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গীং রক্তমাল্যবিভূষিতাম্।
চতুর্দ্দশভুজাং দেবীং রত্নহারোজ্জ্বলাং পরাম্।
ধ্যাত্বা ব্রহ্মস্বরূপাং তাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।"(বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

বর্ণাভিধানতন্ত্রমতে, ইহার বাচক শব্দ—ঝঙ্কার, গুহ, মার্গী ঝর্ঝর, বায়ু, সম্বন, অজেশ, দ্রাবিণী, নাদ, পাশী, জিহ্বা, জল, স্থিতি, বিরাজেন্দ্র, ধনুর্হস্ত, কর্কশ, নাদজ, কুণ্ড, দীর্ঘবাহু, রস, রূপ, আকম্পিত, সুচঞ্চল, দুর্ম্মুখ, নষ্ট, আত্মাবান্, বিকটা, কুচমণ্ডল, কলহংসপ্রিয়া, বামা, বামাঙ্গুল, সুপর্ব্বক, দক্ষহাস, অট্টহাস, পুণ্যাত্মা ও ব্যঞ্জনস্বর।

মাত্রাবৃত্তে ইহার প্রথম বিন্যাসে ভয় ও মরণ হয়।

"ভয়মরণকরৌ ঝঞৌ" (বৃত্তরত্ন° টী°)

ঝ (পুং) ঝটতি ঝট-ড। (অন্যেষপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) ১ ঝঞ্ঝাবাত। ২ নষ্ট। ৩ জলবর্ষণ। (শব্দর°) ৪ ঝিণ্টীশ। ৫ দেবগুরু। ৬ দৈত্যরাজ। ৭ ধ্বনিভেদ। ৮ উচ্চবাত। (মেদিনী)

ঝকড়া (দেশজ) কলহ। কুন্দল। বিবাদ।

ঝকনৌদ, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত ঝাবুয়া রাজ্যের একটী নগর। এই নগর সর্দ্দারপুর হইতে ১৫ মাইল দূরে, ঝাবুয়া নগরের ২৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একজন ঠাকুর অর্থাৎ প্রধান সামন্ত বাস করেন।

ঝকার (পুং) ঝ-কার (স্বার্থে)। ঝমাত্র বর্ণ।

"ঝকারং পরমেশানি!" (কামধেনুতন্ত্র)

ঝকিক্ (দেশজ) ভর্ৎসনা, ধমক, প্রতিক্ষেপ।

ঝক্ (দেশজ) ১ দীপ্তি। ২ চমক্। ৩ বৃথা।

ঝক্‌ঝক্ (দেশজ) ১ দীপ্তিময়। ২ দীপ্তি। ৩ ঔজ্জ্বল্য।

ঝক্‌ঝকিয়া (দেশজ) ঝক্‌ঝক্।

ঝক্‌মক্ (দেশজ) ঝক্‌ঝক্।

ঝক্‌মকানি (দেশজ) ঝক্‌মক্ করা।

ঝক্‌মারী (দেশজ) ১ ত্রুটী। ২ অপরাধ। অনুতাপ। ৪ খেদ।

ঝগতি (অব্য) ঝটিতি পৃষো°। শীঘ্র।

ঝগঝগায়মান (ত্রি) ঝগঝগ-ক্যঙ্ শানচ্। (কর্ত্তুঃক্যঙ্ সলোপশ্চ। পা ৩।১।১১) দেদীপ্যমান।

"প্রভানিকররশ্মিভিঝগায়মানাংশুকাং। (দেবীপু°)

ঝঙ্কার (পুং) ঝ-কৃঞ্-কারঃ, ঝন্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র। ১ ভ্রমর প্রভৃতির গুঞ্জন। ২ ঝন্‌ঝন্ শব্দ। ৩ অব্যক্তধ্বনি।

"প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ। (বল্লালসেন)

ঝঙ্কারিণী (স্ত্রী) ঝঙ্কার অস্ত্যর্থে ইনি ঙীপ্। ১ গঙ্গা। ২ ঝিণ্টীশ।

ঝঙ্কারিত (ত্রি) ঝঙ্কার-ইতচ্ (তার°) ঝঙ্কারযুক্ত।

ঝঙ্কিল (দেশজ) একজাতীয় বড় বক।

ঝঙ্কৃতা (স্ত্রী) তারাদেবতা।

"ঝর্ঝরী ঝঙ্কৃতা ঝিল্লী ঝরী ঝর্ঝরিকা তথা।" (তারাসহস্রনাম)

ঝঙ্কৃতি (স্ত্রী) কৃ-ক্তি কৃতিঃ ঝম্ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতিঃ করণং যত্র। কাংস্যাদির ধ্বনি। (শব্দার্থচি°)

ঝঙ্গ, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। এই জেলা মূলতান বিভাগের উত্তরভাগে অক্ষা° ৩° ৩৫´ হইতে ৩২° ৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৯´ হইতে ৭৩° ৩৮´ পূঃ। পরিমাণফল অনুসারে ধরিলে পঞ্জাবের ৩২টী জেলার মধ্যে ঝঙ্গ জেলা চতুর্থ এবং অধিবাসীসংখ্যা অনুসারে ষড়্‌বিংশস্থানীয়। ইহার উত্তরে শাহপুর ও গুজরান্‌বালা, পশ্চিমে দেরাইস্মাইলখাঁ এবং পূর্ব্বদক্ষিণে মণ্টগমরি, মূলতান ও মুজাফরগড়। পরিমাণফল ৫৭০২ বর্গমাইল। ঝঙ্গ নগরের উপকণ্ঠস্থিত মাঘিয়ানা জেলার সদর কাছারী, আদালত প্রভৃতি আছে।

এই জেলার আকার কতকটা ত্রিভুজের ন্যায়। পূর্ব্বভাগ রেচ্না দোয়াবের অন্তর্ব্বর্ত্তী পর্ব্বতময়, তাহার পর হইতে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীদ্বয়ের সঙ্গমপর্য্যন্ত ত্রিকোণভূমি, পরে ঐ সংযুক্ত নদীদ্বয়ের তীর দিয়া সিন্ধুসাগর দোয়াব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ। ইরাবতী নদী ইহার দক্ষিণ সীমায় কতক অংশে প্রবাহিত। এই জেলার ভূমি অতি বিসদৃশ। পূর্ব্বভাগে উচ্চ পাহাড় ও তাহার স্থানে স্থানে বালুকাময় ব্যবধান দৃষ্ট হয়। দক্ষিণভাগে ইরাবতী-কূলবর্ত্তী ভূভাগ এবং বিতস্তা নদীর সহিত সঙ্গমস্থলের উপর ও নিম্ন উত্তরদিকে চন্দ্রভাগার পশ্চিমকূলবর্ত্তী স্থানের ভূমি উর্ব্বরা ও বহুজন-সমাকীর্ণ। চন্দ্রভাগা নদীর ৭ মাইল পূর্ব্বে উর্ব্বর নিম্নভূমি সহসা জলশূন্য অনুর্ব্বর উচ্চপ্রদেশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ অনুর্ব্বর, কেবল নদী-তীরে চাষ হয়। বিতস্তার পর পারে সিন্ধুসাগর খাড়ি নামক উচ্চ পাহাড় পর্য্যন্ত কএক মাইল স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। সমস্ত জেলায় কেবল ৩৯ অংশ মাত্র স্থানে বসতি আছে ও অবশিষ্ট সমস্তই অনুর্ব্বর। অনেক স্থানে জনপ্রাণী ও তরুলতা-শূন্য ভূভাগ এবং উত্তরপূর্ব্বাংশে একটী প্রাচীন নদীর শুষ্ক গর্ভ পড়িয়া আছে।

এই জেলায় কোন প্রকার খনি নাই। তবে চিনিয়ট'র নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের নানাস্থানের খাত হইতে প্রস্তর খোদিত হয়। ঐ সমস্ত প্রস্তরে জাঁতা, খল, শিল, রুটীবেলনের পিঁড়ি, প্রদীপ, শান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। কিরাণ পর্ব্বতে লৌহের খনি আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু উহা এ পর্য্যন্ত উত্তোলিত হয় নাই। দক্ষিণসীমান্ত জলেরা হইতে মৎস্য যাইয়া মুলতানে বিক্রীত হয়। হিংস্রজন্তুর মধ্যে নেকড়ে, হাড়িঙ্গা, বনবিড়াল প্রধান; মৃগ, শূকর ও শশকাদি নির্জ্জন অরণ্যে দৃষ্ট হয়। সাজি নামক এক প্রকার বৃক্ষের ভস্ম হইতে ক্ষার হয়। ঐ বৃক্ষ বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তী উচ্চ ভূমিতে ও রেচ্না দোয়াবের দক্ষিণভাগে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

এই জেলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী সঙ্গল-বালতীর নামক পাহাড়ের উপরিস্থ বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া জেনারেল কানিংহাম স্থির করেন যে, ঐ স্থানই পুরাণোক্ত শাকল, বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত সাগল ও গ্রীক ঐতিহাসিক গণের সঙ্গল। ঐ পাহাড় গুজরানবালার সীমায় অবস্থিত এবং উত্তরদিকে দুইটী জলাভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বে ঐ জলাভূমিতে গভীর হ্রদ ছিল। মহাভারতে শাকল মদ্ররাজের রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; আজিও ঐ প্রদেশকে মদ্র দেশ কহে। বৌদ্ধদিগের উপাখ্যানপাঠে জানা যায় সাগল কুশরাজের রাজধানী ছিল। রাজমহিষী প্রভাবতীকে অপহরণ করিবার নিমিত্ত সাতজন রাজা সাগল আক্রমণ করে। মহা-রাজ কুশ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরের বাহিরে শত্রু-দিগের সম্মুখীন হইলেন এবং তথায় এরূপ উৎকট হুঙ্কারধ্বনি করিলেন যে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য প্রতিধ্বনিত হইল এবং আক্রমণ-কারিগণ ভয়ে পলায়ন করিল। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন, আলেকসান্দর সঙ্গল রাজার আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া গঙ্গা-কূলবর্ত্তী প্রদেশ জয়ে ক্ষান্ত থাকেন এবং ঐ স্থান আক্রমণ করেন। তৎকালে সঙ্গল অতি দুরাক্রম্য ছিল, ইহার দুই দিকে গভীর হ্রদ এবং নগর ইষ্টকপ্রাচীরবেষ্টিত। গ্রীকগণ বহু-কষ্টে ইহার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগর অধিকার করে। চীনপরি-ব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ৬৩০ খৃঃ অব্দে শাকল পরিদর্শন করেন, তৎকালে উহার ভগ্ন প্রাচীর বর্ত্তমান ছিল এবং প্রাচীন নগরের স্তূপাকৃতি ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র সহর ছিল। হিউএন্‌সিয়াংয়ের বিবরণ পাঠ করিয়াই কানিংহাম্ সাহেব শাকলের অবস্থান নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হন। এখনও এখানে একটী বৌদ্ধমঠে প্রায় এক শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করেন। দুইটী টোপ অর্থাৎ স্তূপও আছে, তন্মধ্যে একটী মহারাজ অশোকনির্ম্মিত। চন্দ্রভাগার নিম্ন অববাহিকাস্থিত শেরকোট আলেকসান্দরকর্ত্তৃক অধিকৃত মল্লীর নগর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। হিউএন্‌সিয়াং পরে এই স্থানকে একটী প্রদেশের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করেন।

এই জেলার অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস শিয়ালরাজ-বংশের বিবরণে সংশ্লিষ্ট। এই শিয়ালরাজগণ মুলতান ও শাহ-পুরের মধ্যবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিতেন; অব-শেষে রণজিৎসিংহ ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। ঝঙ্গের শিয়ালগণ রাজপুতকুলোদ্ভব এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহাদের আদিপুরুষ রায়শঙ্কর। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জৌনপুরে বাস স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র শিয়াল ঐ নগর ত্যাগ করিয়া মোগল-প্রপীড়িত পঞ্জাবে আগমন করেন। তিনি নগরস্থাপনোপযোগী স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে একদিন সহসা পাকপত্তনের বিখ্যাত ফকির বাবা ফরিদউদ্দীন্ শাকর-গঞ্জের সম্মুখে পতিত হন। ফকিরের বাকপটুতায় মুগ্ধ হইয়া শিয়াল মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইনি কিছুকাল শিয়াল-কোটে থাকিয়া অবশেষে শাহপুর জেলার সাহিবালে গমন করেন এবং তথায় বিবাহ করিয়া বাস করেন। শিয়ালের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ মাণক ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে মানকেড় নগর স্থাপন করেন এবং তাঁহার প্রপৌত্র মালখাঁ ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রভাগা-তীরে ঝঙ্গশিয়াল নির্ম্মাণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে মালখাঁ সম্রাটের আদেশক্রমে লাহোরে উপস্থিত হন এবং সম্রাটকে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিয়া ঝঙ্গপ্রদেশ প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ ঝঙ্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিখগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। ভঙ্গী প্রদেশের করম্‌সিং দুলু ঝঙ্গ জেলার চিনিয়ট্ দুর্গ অধি-কার করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ ঐ দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। ইহার পর রণজিৎসিংহ ঝঙ্গ আক্রমণের উদ্যোগ করিলে শিয়ালবংশের শেষ রাজা আহ্মদখাঁ বার্ষিক ৭০ সহস্র টাকা ও একটী অশ্বী প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া অব্যাহতি পান।

ইহার তিন বর্ষ পরে মহারাজ রণজিৎ পুনরায় ঝঙ্গ আক্রমণ করেন, আহ্মদ খাঁ পলাইয়া মুলতানে আশ্রয় লয়েন। রণজিৎসিংহ সর্দ্দার ফতেসিংহকে ঝঙ্গের সর্দ্দার করিয়া প্রত্যাগমন করিলে, আহ্মদ খাঁ পুনরায় পূর্ব্বোক্ত করদানে তাঁহার রাজ্যের কতক অংশ দখল করিতে লাগিলেন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহ মুলতান অধিকার করিয়া তাঁহার শত্রু মুজাফর খাঁকে সাহায্য করা অপরাধে আহ্মদ খাঁকে বন্দী করিলেন। লাহোরে আসিয়া রণজিৎসিংহ আহ্মদ খাঁকে একটী জায়গীর প্রদান করেন। আহ্মদের পর তৎপুত্র ইনায়েত খাঁ আধিপত্য করিতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ইস্‌মাইল খাঁ অধিকার পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গোলাপসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলকাম হইলেন না। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে পঞ্জাব ইংরাজাধিকৃত হইলে ঝঙ্গ জেলা গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হইল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ইস্‌মাইল খাঁ বিদ্রোহী রাজগণের দমনে গবর্মেণ্টের সাহায্য করায় এবং সিপাহী-বিদ্রোহের সময় একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বন করায়, গবর্মেণ্ট তাঁহাকে আজীবন একটী জায়গীর ও খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

ঝঙ্গ জেলার মাঘিয়ানা, ঝঙ্গ ও চিনিয়ট কেবলমাত্র এই তিনটী নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে।

প্রথমোক্ত দুইটী নগর ফলে একটী নগর বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সহরের মধ্যে শেরকোট ও আহ্মদপুর প্রধান। চিনিয়ট তহসীলও অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা। অধিবাসিগণ নিজ নিজ কূপের নিকটে একাকী থাকিতে ভালবাসে। কচিৎ কোনস্থানে লম্বরদার অর্থাৎ মোড়লের কূপের চতুর্দ্দিকে তাহার নিজের ও দুই চারি ঘর প্রজার কুটীর এবং একখানি দোকান একত্র দৃষ্ট হয়। এই জেলার ভাষা পঞ্জাবী ও জাট্‌কি (মুলতানী)।

এই জেলার কেবল $\frac{1}{10}$ অংশমাত্র কৃষিকার্য্যোপযোগী। কোন অংশেই রীতিমত জল না পাইলে ফসল জন্মে না। নদীকূল হইতে কিছু দূরের ভূমি হইতেই অধিকাংশ ফসল জন্মে, অধিক দূরের উচ্চভূমি অনুর্ব্বর। নদীকূলে অনেক সময় পলি পড়িয়া উত্তম ফসল হয় বটে, কিন্তু বন্যার উপদ্রবে অনেক সময় গ্রাম ও শস্যক্ষেত্র ভাসিয়া যায় ; এখানে ধান্য জন্মে না। বসন্তকালে গোধুম, যব, ছোলা, মটর প্রভৃতি রবিখন্দ এবং শরৎকালে জোয়ার, কার্পাস, মাষকলাই, তিল, ভুট্টা প্রভৃতি জন্মে।

অনেক লোক কেবলমাত্র পশুচারণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। জেলার প্রায় অর্দ্ধেক ভূমি পশুচারণের উপযোগী। পশুচৌর্য্য-অপরাধে দণ্ডের কথা এখানে সর্ব্বদাই শুনা যায়। অনেকে অশ্ব ও উষ্ট্র পালন করিতে ভালবাসে। ঝঙ্গের অশ্ব সর্ব্বত্র বিখ্যাত, বিশেষতঃ এখানকার ঘোটকী পঞ্জাবের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রশংসিত।

এই জেলার অধিকাংশ কৃষক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে চাস করে না। অনেকে ইচ্ছামত জমি চাস করে, আবার ইচ্ছা হইলেই ছাড়িয়া দেয়। অধিকাংশ কৃষক উৎপন্ন শস্যদ্বারাই খাজনা দেয়। শতকরা একজন মাত্র টাকা দিয়া রাজস্ব প্রদান করে।

ঝঙ্গজেলার বাণিজ্য ততদূর ভাল নহে। নানা প্রকার দ্রব্যজাতের অন্তর্বাণিজ্যই প্রধান। ইরাবতীতীর ও গুজরান্‌বালা জেলার ওয়াজিরাবাদ হইতে এখানে শস্য আমদানী হয়। ঝঙ্গ ও মাঘিয়ানা নগরে বিস্তর মোটা কাপড় তৈয়ার হয়। কাবুলী বণিকগণ ঐ সমস্ত ক্রয় করিয়া লয়। এখানে সোণা ও রূপার জরি এবং চর্ম্মের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মুলতান হইতে উজীরাবাদ পর্য্যন্ত রাস্তা এই জেলার মধ্যে শেরকোট, ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা এবং চিনিয়ট দিয়া গিয়াছে। অপর একটী রাস্তা মণ্টগমরী জেলায় লাহোর-মুলতান রেলওয়ের বিচাবন্নী ষ্টেশন হইতে চাহ্-ভরেরী দিয়া দেরা-ইস্‌মাইল খাঁ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিচাবন্নী, দেরাইস্মাইল খাঁ ও বন্নু নগরের মধ্যে প্রতিদিন একখানি ডাকগাড়ী যাতায়াত করে। সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলওয়ের লাহোর ও মুলতান-শাখা এই জেলার নিকট দিয়া গিয়াছে। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমের ঈষৎ নিম্নে একটী নৌসেতু প্রস্তুত হইয়াছে। জেলার সর্ব্বত্র ঐ নদীদ্বয়ে বৃহৎ বৃহৎ বণিক্‌তরী বারমাসই যাতায়াত করিতে পারে।

ভূমির রাজস্ব ও অন্যান্য কর ব্যতীত এখানে পশুচারণ ও সাজিমাটি অর্থাৎ ক্ষার প্রস্তুতের ভূমি হইতেও গবর্মেণ্টের বিস্তর আয় হয়। একজন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন এক্‌ষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী ও পুলিস দ্বারা ইহার শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। মাঘিয়ানা নগরে জেলার আদালত, জেলখানা ও গবর্মেণ্ট বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে। শাসনকার্য্য ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধা জন্য এই জেলা ৩টী তহসীল ও ২৫টী থানায় বিভক্ত। ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, শেরকোট ও আহ্মদপুরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই জেলার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত। ব্যাধির মধ্যে জ্বর ও বসন্ত প্রধান। ঝঙ্গ, মাঘিয়ানা, চিনিয়ট, শেরকোট, আহ্মদপুর ও কোট ইসাশাহ নগরে গবর্মেণ্টের দাতব্য-ঔষধালয় আছে।

২ পঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব্বোক্ত ঝঙ্গ জেলার মধ্যস্থ তহসীল। এই তহসীল চন্দ্রভাগা নদীর উত্তরতীরস্থ কতক স্থান লইয়া গঠিত। পরিমাণফল ২০৪৭ বর্গমাইল। এই তহসীলেই জেলার আদালত সকল ও ৫টী থানা আছে।

৩ পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত ঝঙ্গজেলার একটী প্রধান নগর ও মিউনিসিপালিটী। অক্ষা° ৩১° ১৮´ ১৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ২১´ ৪৫´´ পূঃ। ঝঙ্গের দুইমাইল দক্ষিণে মাঘিয়ানা নগর অবস্থিত, এই স্থানেই সম্প্রতি রাজকীয় আদালত আছে। ঝঙ্গ ও মাঘিয়ানা একই মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত এবং একটী নগর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। দুই নগরের লোকসংখ্যা ২৩,২৯০; তন্মধ্যে হিন্দু ১১,৩৫৫ ও মুসলমান ১১,৩৩৪। চন্দ্রভাগা নদীর বর্ত্তমান গর্ভ হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে এবং বিতস্তার সহিত উহার সঙ্গম হইতে ১০ ও ১৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে ঐ নগরদ্বয় অবস্থিত। ঝঙ্গনগর নিম্নভূম, সুবিধামত বাণিজ্যস্থান হইতে কিছু দূরবর্ত্তী। সরকারী কার্য্যালয় প্রভৃতি মাঘিয়ানায় উঠিয়া যাওয়ার পর হইতে ঝঙ্গের অবনতি হইয়াছে। সহরের মধ্যে একটী মাত্র বড় রাস্তা, উহার দুইপার্শ্বে একই প্রকার ইষ্টকনির্ম্মিত পথ। পথসমুদায় ইষ্টকখণ্ডদ্বারা বাঁধান, উহাতে নর্দামা প্রভৃতির বেশ বন্দোবস্ত আছে। নগরের বাহিরে বিদ্যালয় ও তথায় একটী ঝরণা, ঔষধালয় ও থানা আছে। শিয়ালবংশীয় মালখাঁ ১৪৬২ খৃঃ অব্দে পুরাতন ঝঙ্গ নগর নির্ম্মাণ করেন। ঐ নগর বহুকাল ঝঙ্গের মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান নগরের উত্তরপশ্চিমে ঐ নগর ছিল, পরে বহুকাল হইল চন্দ্রভাগার স্রোতে উহা ভাসিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নগর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অরঙ্গজেব সম্রাটের রাজত্বকালে ঝঙ্গের বর্ত্তমান নাথসাহেবের পূর্ব্বপুরুষ লালনাথ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। দূর হইতে নগরের একপার্শ্ব দৃষ্টি করিলে কেবল উচ্চ অপ্রীতিকর বালুকাস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু অপরদিক্ হইতে দেখিলে সুন্দর উদ্যান, সরোবর, কুঞ্জবন, অট্টালিকা প্রভৃতি শোভিত মনোরম দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। ইহার অধিবাসিগণ অধিকাংশ শিয়াল ও ক্ষত্রি। এখানে বিস্তর দেশীয় মোটাকাপড় প্রস্তুত হয়। কাবুলী সওদাগরগণ উহা খরিদ করিয়া লয়। উজীরাবাদ ও মিয়ানবালি হইতে শস্য আমদানি হয়।

ঝঞ্ঝন (স্ত্রী) ১ ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যের আঘাতে উৎপন্ন ঝন্ ঝন্ শব্দ। ২ অব্যক্তধ্বনি।

ঝঞ্ঝনা (স্ত্রী) ঝঞ্ঝন। 'ঝঞ্ঝনা ঝঞ্ঝনী বিদ্যুৎ চকমকী।'

ঝঞ্ঝনী (স্ত্রী) অস্ত্রের শব্দ।

ঝঞ্ঝা (স্ত্রী) ঝম্ ইত্যব্যক্তশব্দং কৃত্বা ঝটতি বেগেন বহতীতি ঝট্-ড বাহুলকাৎ টাপ্। ১ ধ্বনিবিশেষ। ২ জলকণাবর্ষণ। ৩ প্রচণ্ডানিল; (শব্দর°) বড়বৃষ্টি, বাত্যা, ঝড়। ৪ এক প্রকার ঘনযন্ত্র। ইহার প্রচলিত নাম ঝাঁঝ। ইহাকে ঝাঁঝরও বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল, মধ্যভাগ ঈষৎ ঢুক্ত, সেই স্থলেই আঘাত করিতে হয়। ইহা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ঘন্ত নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘনযন্ত্রের আদি এরূপ অনুমান হয়। এ দেশে মাঙ্গল্য যন্ত্র বলিয়া গণ্য।

ঝঞ্ঝাট (দেশজ) ১ ব্যস্ততা। ২ দুঃখ। ৩ ক্লেশ।

ঝঞ্ঝাটিয়া (দেশজ) যে ঝঞ্ঝাট করে, বিশৃঙ্খলকারী।

ঝঞ্ঝানিল (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তঃ অনিলঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। ১ বর্ষাকালের বায়ু। ২ ঝঞ্ঝাবাত। (ত্রিকা°)

ঝঞ্ঝামারুত (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তো মারুতঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। বেগবান্ বায়ু।

ঝঞ্ঝারপুর, ত্রিহুতের অন্তর্গত পল্লিগ্রাম। ২৬° ১৮´ অক্ষাংশ ও ৮৬° ১৯´ দ্রাঘিমার মধ্যে এবং মধুবনী হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ছোটবলানের পূর্ব্বকূল হইতে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতাপগঞ্জ ও শ্রীগঞ্জ নামে দুইটী বাজার আছে। প্রথমটী প্রতাপসিংহ ও অপরটী মধুসিংহের স্থালিকার নামানুসারে খ্যাত। দ্বারভঙ্গের মহারাজের সন্তানগণ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্য ঝঞ্ঝারপুর বিশেষ বিখ্যাত। কথিত আছে, পূর্ব্বে দ্বারভঙ্গের মহারাজগণ সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতেন। মহারাজ প্রতাপসিংহ ইহাতে অতিশয় ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী মুরনম্ গ্রামবাসী শিবরত্নগিরি নামক জনৈক মোহান্তের শরণাপন্ন হইলেন। মোহান্ত ঝঞ্ঝারপুরে আসিয়া তাঁহার একগাছি চুল পোড়াইলেন এবং বলিলেন যে ব্যক্তি ঝঞ্ঝারপুরে বাস করিবে তাহার পুত্র সন্তান জন্মিবে। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গৃহনির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা মধুসিংহ গৃহনির্ম্মাণ শেষ করিয়া তথায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। দ্বারভঙ্গরাজের মহারাণীগণ গর্ভবতী হইলেই এই স্থানে প্রেরিত হন। পূর্ব্বে এইস্থান কোন রাজপুতবংশীয়দিগের অধিকারে ছিল, মহারাজ ছত্রসিংহ তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়াছেন।

এই স্থানের রক্তমালাদেবীর মন্দির বিখ্যাত। দেবীকে অর্চ্চনা করিবার জন্য বহুদূর হইতে লোক আসে। পিত্তলনির্ম্মিত দ্রব্যের জন্যও এই স্থান বিখ্যাত; এই স্থানের

পানের বাটা ও গঙ্গাজলী অতিশয় সুন্দর। বাজারে শস্যের বড় বড় কারবার আছে। ঝঞ্ঝারপুর হইতে হিয়াঘাট, মধুবনী, নরায়া প্রভৃতি স্থানে রাস্তা হওয়ায় ব্যবসায় দিন দিন বাড়িতেছে। বাজারের প্রায় নিকট দিয়াই দ্বারভঙ্গ হইতে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

এই স্থানে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই বাস আছে; কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক।

ঝঞ্ঝাবায়ু (পুং) ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্তো বায়ুঃ মধ্যলো°। ঝঞ্ঝাবাত। বৃষ্টির সহিত ঝড়। বেগবান্ বায়ু।

ঝটক (পুং স্ত্রী) অন্ত্যজ বর্ণবিশেষ।

"উপাসরণ্যো ঝটকশ্চ কূপে দ্রোণাৎ জলং কোশবিনির্গতঞ্চ।" (অত্রি)

ঝটা (স্ত্রী) ঝট্-অচ্ টাপ্। ১ শীঘ্র। ২ অলকী। (শব্দার্থচি°) (দেশজ) ঝাটা।

ঝটি (পুং) ঝটতি পরস্পরং সংলগ্নং ভবতীতি ঝট-ঔণাদিক ইন্। ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষ। (শব্দর°) (দেশজ) ঝাটি।

ঝটিতি (অব্য) ঝট্-ক্বিপ্ ঝট্-ইন্-ক্তিন্। ১ দ্রুত। ২ শীঘ্র। পর্য্যায় স্রাক্, অঞ্জসা, আহ্নায়, সপদি, দ্রাক্, মংক্ষু, সদ্যঃ, তৎক্ষণ। (অমর)

"ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম।" (পদাঙ্কদূত)

ঝট্ (দেশজ) ১ শীঘ্র। ২ দ্রুত। ৩ আচম্বিতে।

ঝট্কা (হিন্দি) ঝড়।

ঝট্কান (দেশজ) প্রবল বায়ুর আঘাত।

ঝট্ঝট্ (দেশজ) ১ বিচলিত হওয়া। ২ তাড়াতাড়ি।

ঝট্পট্ (দেশজ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

ঝড় (দেশজ) ঝটিকা। পৃথিবীমণ্ডল চতুর্দ্দিকে প্রায় ২৫ ক্রোশ গভীর বায়ুরাশি দ্বারা আবৃত। এই বায়ুরাশি নানা কারণে সর্ব্বদাই চঞ্চল। যখন ইহা মৃদুমন্দহিল্লোলে মধুর গন্ধবহরূপে প্রবাহিত হয়, তখন ইহা সকলেরই মনোহরণ করে। অনেক সময় এই বায়ুরাশি নানা নৈসর্গিক কারণে বিলোড়িত হইয়া ভীষণ প্রভঞ্জনরূপে বেগে প্রবাহিত হয় এবং কখন কখন মুহূর্ত্ত মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত জনপদের বৃক্ষরাজি উন্মূলিত, গৃহাবলী বিপর্য্যস্ত, উদ্যান-সকল লণ্ডভণ্ড, নৌকা প্রভৃতি ভগ্ন এবং যানবাহনাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলে। এই বেগবান্ বায়ুরাশিকে সচরাচর ঝড় কহে। হিন্দুপুরাণাদিতে ৪৯ পবনের কথা আছে। তাঁহারা কখন কখন একে একে কখন বা সকলে একত্র হইয়া ঝড় উৎপন্ন করেন। চীনদিগের বিশ্বাস টাইফুন্ (ফিউয়ু অর্থাৎ ঝড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অনেক সন্তান তিনি) কখন কখন ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌বাহী-ঝড়রূপী নিজ সন্তানবর্গ লইয়া ক্রীড়া করেন, তাহাই ঘূর্ণবায়ু বা টাইফুন্।

ঝড়ে যেরূপ উৎপাত সাধন করে, তাহাতে পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলে বহু অনিষ্ট এড়াইতে পারা যায়। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বায়ুমানযন্ত্র দ্বারা অনেকটা ঝড়ের সম্ভাবনা নির্ণয় করিতে পারেন। পূর্ব্বে সকল দেশেই কতকগুলি লক্ষণকে ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং তদ্দ্বারাই ভবিষ্যৎ ঝড়-বৃষ্টি নির্ণয় করিত। উদয়াস্তকালে সূর্য্যের ছবি, মেঘের বর্ণ ও বায়ুর গতি ইত্যাদি দ্বারা এখনও অনেকে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঐ সকল নিতান্ত অমূলক নহে। [বায়ু ও প্রলয় শব্দ দেখ।]

য়ুরোপীয়দিগের প্রযত্নে পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই বায়ুরাশির গতি ও চাপনির্ণয়, বৃষ্টিপরিমাণ প্রভৃতি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যন্ত্রাদি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রসাহায্যে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানাদি দ্বারা তাঁহারা ঝড়ের প্রকৃততত্ত্ব, উৎপত্তি, গতি, বিস্তৃতি ও পূর্ব্বসূচনাদি অবগত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সকল স্থানের বায়বিক পরিবর্ত্তনাদির তালিকা পর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত না হওয়ায় ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব অভ্রান্তরূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুতর পরীক্ষা দ্বারা ঝড়ের উৎপত্তি, প্রাকৃতিক গতি, ব্যাপ্তি প্রভৃতি যেরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার মূল মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইতেছে।

পৃথিবী যদি নিশ্চল ও সর্ব্বত্র সমান উত্তপ্ত হইত, তাহা হইলে বায়ুরাশিও নিশ্চল হইত এবং বায়ুপ্রবাহ হইত না; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবীর গোলত্ব নিবন্ধন নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী কতক স্থানেই—সূর্য্যকিরণ লম্বভাবে পতিত হয়; সুতরাং মেরুপ্রদেশদ্বয় অপেক্ষা নিরক্ষদেশ অধিক উত্তপ্ত হয়। ইহাতে নিরক্ষদেশে ভূপৃষ্ঠসংলগ্ন বায়ুরাশিও উত্তপ্ত পরে লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত শীতলবায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে। এইরূপে ভূপৃষ্ঠে নিয়ত উত্তর ও দক্ষিণমেরুপ্রদেশ হইতে বায়ুরাশি নিরক্ষদেশাভিমুখে এবং বায়ুসাগরের উপরিভাগে নিরক্ষদেশ হইতে বায়ুরাশি মেরুদ্বয়াভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবী নিশ্চল হইলে ঐ বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর ও দক্ষিণমুখে বহিত, কিন্তু পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপরে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে বেগে আবর্ত্তন করিতেছে, সুতরাং ভূপৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহ ঠিক সরলভাবে আসিতে পারে না। এইরূপে নিরক্ষদেশের উত্তরভাগে বায়ুপ্রবাহ ঠিক উত্তর হইতে না আসিয়া, উত্তরপূর্ব্বদিক্

হইতে এবং নিরক্ষদেশের দক্ষিণভাগে পূর্ব্বদক্ষিণ হইতে আইসে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠে স্থল ও জলরাশির অসমান সংস্থান, সুদীর্ঘ ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতসমূহের অবস্থান ইত্যাদি কারণে বায়ুপ্রবাহ উক্ত সকল নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া নানাস্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপে বাণিজ্যবায়ু, মৌসুমবায়ু (Monsoon) প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। (ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ বায়ুপ্রবাহ এবং তত্তৎ শব্দে লিখিত হইবে)।

কোন স্থানের বায়ু কোন কারণে উত্তপ্ত হইলে বিস্তৃত, সুতরাং লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং চারিদিক হইতে বায়ুরাশি ঐ স্থানাভিমুখে ধাবিত হয়। ঐ সমস্ত বিভিন্নমুখী বায়ু একত্র সংসৃষ্ট হইয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, এই ঘূর্ণায়মান বায়ুকে ঘূর্ণবায়ু কহে। ইহাদের ব্যাস কখন কখন কয়েক গজমাত্র হইয়া থাকে, তখন ইহা অত্যল্পমাত্র ভূভাগের উপর দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ভীষণ বেগে গমন করে, কিন্তু কখন কখন ঐ সকল ঘূর্ণবায়ুর ব্যাস ১ মাইল হইতে ১০০০।১২০০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল প্রকাণ্ড ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্রের নিকট বায়ু প্রায় স্থির থাকে, কিন্তু পরিধির দিকে বায়ুপ্রবাহ ভীষণ ঝড়রূপে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষগৃহাদি ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত করিয়া ফেলে। প্রাকৃততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, আমরা যে সমস্ত বড় বড় ঝড় দেখি, তৎসমুদায়ই এক একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণবায়ু মাত্র। এই সকল ঘূর্ণবায়ু ১ হইতে ১৫০০ মাইল বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গমন করে। তন্মধ্যে ৪০০ হইতে ৬০০ মাইল ব্যাসযুক্ত ঘূর্ণবায়ুই অধিক। এইরূপ এক একটা ঘূর্ণবায়ু ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং শত শত মাইল স্থানের উপর দিয়া গমন করে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে সাইক্লোন (Cyclone) কহে। এই সকল ঘূর্ণবায়ুর পরিধিই ঝটিকাচক্র। কেন্দ্রস্থল সম্পূর্ণ শান্তভাবাপন্ন, উহার চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে ঝড় প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণবায়ু গমনকালে একই সময়ে নানাস্থানে বিভিন্নমুখী ঝড় উৎপন্ন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেন্দ্রস্থলে বায়ু প্রায় নিশ্চল থাকে, সুতরাং যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করে, তথায় প্রথমে এক দিক্ দিয়া ঝড় হয়, পরে কতক্ষণ শান্ত থাকিয়া আবার ঠিক বিপরীত দিক্ হইতে ঝড় আইসে।

যে স্থানের উপর দিয়া কেন্দ্র গমন করিবে, তথায় প্রথমে ও শেষে দুই বিপরীত দিকে ঝড় হইবে এবং মধ্যে কেন্দ্র গমনকালে শান্ত থাকিবে। যদি একটা ঘূর্ণবায়ুর কেন্দ্র মান্দ্রাজের উত্তর দিয়া পশ্চিমমুখে গমন করে, তবে তথায় প্রথমে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় বহিবে, পরে ঐ বায়ু পশ্চিম ও ক্রমে দক্ষিণপশ্চিম হইতে বহিয়া ঝড় শেষ হইবে।

ঝড় এক সময়ে যতটা স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকেই ঝড়ের বা ঘূর্ণবায়ুর আকার বলা যাইতে পারে। ঐ ব্যাপ্তস্থান ঠিক গোল নহে, কতকটা অসমবৃত্তাভাসের ন্যায়। ক্ষুদ্র ব্যাস অপেক্ষা গুরুব্যাস দুই তিন গুণ বড় হইয়া থাকে। যে দিকে ঘূর্ণবায়ু গমন করে, সেই দিকেই গুরুব্যাস বিস্তৃত থাকে, লঘুব্যাস গমনপথের সহিত সমকোণ করিয়া অবস্থান করে। বৃত্তাভাস যতই লম্বা হয়, ততই ঝড়ের তেজ অধিক হইয়া থাকে। বহুস্থানের পরীক্ষালব্ধ ঘূর্ণবায়ুবিষয়ক কয়েকটী নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১, ঝঞ্ঝাবায়ু নিরক্ষদেশ হইতে ক্রান্তিবৃত্তদ্বয় পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে নিরক্ষরেখার নিকটবর্ত্তী বাণিজ্যবায়ুপ্রবাহের আরম্ভস্থলে শীতকালে কিংবা মৌসুমবায়ু পরিবর্ত্তনের সময় উৎপন্ন হয়। বিষুবপ্রদেশে কখন ঝড় হয় না, কখন কোন ঝড় বিষুবরেখা পার হইতে দেখা যায় নাই। বরং ইহার দুইদিকে একই দ্রাঘিমায় পরস্পর ১০।১২ অংশ অন্তরে দুইটী ঝড় একই সময়ে প্রবাহিত থাকিতে শুনা গিয়াছে। উভয় গোলার্দ্ধেই ঘূর্ণবায়ু প্রথমভাগে পশ্চিম ও শেষভাগে পূর্ব্বমুখে গমন করে। সর্ব্বত্রই উহাদের গতি নিরক্ষদেশ হইতে বক্রভাবে মেরুর দিকে হইয়া থাকে।

২, ইহাদের গতি দ্বিগুণভাবাপন্ন অর্থাৎ কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঝটিকাচক্র প্রবাহিত থাকে, আর এইরূপ আবর্ত্তন করিতে করিতে ঘূর্ণবায়ু অগ্রসর হয়। উত্তরগোলার্দ্ধে এই আবর্ত্তন ডাইন হইতে বামদিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যেরূপে ঘুরে, তাহার ঠিক বিপরীতদিকে হইয়া থাকে। দক্ষিণগোলার্দ্ধে এই আবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ।

ঘূর্ণবায়ু সকলের গমনপথ একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেপণীর ন্যায়। ইহার শীর্ষ পশ্চিমদিকে এবং বাহুদ্বয় পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত। ঐ শীর্ষ উত্তরগোলার্দ্ধে প্রায় ৩০ ও দক্ষিণগোলার্দ্ধে প্রায় ২৬ রেখার কোন যাম্যোত্তর রেখা স্পর্শ করিয়া থাকে।

৩, সচরাচর নিরক্ষরেখার নিকট বিস্তীর্ণ ক্ষেপণীর পূর্ব্বপ্রান্তে সূর্য্যের অস্ফুট ক্রান্তির (Declination of the sun) সমপরিমাণ অক্ষরেখায় ঝঞ্ঝাবাত উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে পশ্চিমমুখে গমন করিতে করিতে অবশেষে শীর্ষস্থান প্রদক্ষিণ করিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিতে থাকে। শেষভাগে ইহা ক্রমাগত নিরক্ষরেখা হইতে দূরে গমন করে। চীনসাগরের অনেক ঝড় তুফান ইহার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ উহারা গমনকালে নিরক্ষরেখার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে।

৪, ঘূর্ণবায়ু সকলের গতি পৃথিবীর নানাস্থানে নানারূপ, এমন কি একস্থানে একই ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পশ্চিম-ভারতীয়দ্বীপপুঞ্জে ও উত্তর আমেরিকায় ইহাদের গতি ঘণ্টায় ৯ মাইল হইতে ১৩ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দক্ষিণভারতমহাসাগরে ইহাদের গতি ১০ মাইল হইতে অন্যূন ২ মাইল হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে উহার পরিমাণ ঘণ্টায় ২ হইতে ৩৯ মাইল; চীনসাগরে ৭ হইতে ২৪ মাইল, এবং প্রশান্ত মহাসাগরে ১০ হইতে ২৪ মাইল হয়। কোন কোন ঘূর্ণবায়ু এত আস্তে গমন করে যে, ইহাদিগকে স্থির বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ ঘূর্ণবায়ুর ঝড় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত এক দিক্ হইতেই প্রবাহিত হয়।

৫, সচরাচর এই সকল ঝঞ্ঝাবাতের ব্যাস ৫০০।৬০০ মাইল; কখন কখন ৫০ মাইল পর্য্যন্ত, আবার কোন কোন সময় ১০০ মাইল বা ততোধিক হইয়া থাকে। গমনকালে কখন আকুঞ্চিত কখন বা প্রসারিত হয় এবং আকুঞ্চনকালে অতি ভীষণ বেগশালী হইয়া উঠে। পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ঐ বায়ুর ব্যাস সচরাচর ১০০ বা ১৫০ মাইল, কিন্তু আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে আসিলেই উহারা প্রসারিত হইয়া পড়ে, তখন কখন কখন ঐ ব্যাস ১০০০ মাইল পর্য্যন্ত হয়। বঙ্গোপসাগরে ঝঞ্ঝাবায়ু সকলের পরিসর সচরাচর ৩০০ বা ৩৫০ মাইল। কখন ইহা ৬০০ মাইল আবার কখন ১৫০ মাইলও হইয়া থাকে, শেষোক্ত সময়ে ঝটিকাবেগ ভীষণরূপে বৃদ্ধি হয়। আরবসাগরে উহারা ২৪০ মাইলের অধিক ব্যাসযুক্ত হয় না, বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। চীনসাগরের টাইফুন্ সকলের ব্যাস ৬০।৭০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ঘূর্ণবায়ু আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, সুতরাং ঝটিকাচক্রের যে দিকে বায়ুর গতি ও ঘূর্ণবায়ুর গতি একই দিকে হয়, সেইখানে ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। আবার যেখানে পরস্পর বিপরীত, তথায় ঝড়ের বেগ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এই দুই বিন্দু গমনপথের উভয় পার্শ্বে পরস্পর বিপরীতভাগে অবস্থিতি করে। আবার ঘূর্ণবায়ু প্রথমে পশ্চিমমুখে এবং শেষে হীনতেজ হইয়া পূর্ব্বমুখে গমন করে। সুতরাং উত্তরগোলার্দ্ধে অগ্রগামী ঘূর্ণবায়ুর ডানদিকের এবং দক্ষিণগোলার্দ্ধে বামদিকের ঝড় সর্ব্বাপেক্ষা বেগযুক্ত।

ঝড়ের সময় বায়ু যে দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়, বাস্তবিক সেই দিক্ হইতে ঝড় আসে না, অর্থাৎ ঘূর্ণবায়ুর গতি সেই দিক্ হইতেই হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইহার চারিদিকে সকল দিক্ হইতেই বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ ঝটিকাচক্রের যে অংশ যে স্থানের উপর দিয়া যায়, ঐ অংশে বায়ু যে দিক হইতে বহে, সেই স্থানে ও সেই দিক্ হইতে ঝড় প্রবাহিত হয়। এমনও হইতে পারে যে পূর্ব্বদিক্ হইতে ঝড় অগ্রসর হইলেও বায়ুর বেগ পশ্চিম, দক্ষিণ প্রভৃতি দিকে হইতে পারে।

ঘূর্ণবায়ুর গতি ঘণ্টায় ২ হইতে ৪০ মাইল, কখন কখন তাহার অধিক হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ঝড়ের বেগ বুঝা যায় না। ঝটিকাচক্রের আবর্ত্তনবেগ ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। এজন্য কখন কখন ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ৮০।৯০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণবায়ু প্রবল ঝড় উৎপন্ন করিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করে। ইহাদের ব্যাস কয়েক গজ হইতে ১ মাইল বা তাহার কিঞ্চিদধিক হইয়া থাকে। ইহারা অধিকক্ষণ থাকে না; কিন্তু ইহাদের তেজ বড়ই ভয়ানক, দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই বৃক্ষ, ঘরদ্বার, মনুষ্য, পশু যাহা সম্মুখে পতিত হয়, তাহাই বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

এই সকল ঝড় স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধসংখ্যা কয়েক ঘণ্টা এক স্থানে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু অনেক স্থানে ৮।১০ বা ততোধিক দিন প্রবল ঝড় প্রবাহিত হয়। ঐ ঝড় ঘূর্ণবায়ুজনিত নহে, পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ সাময়িক বায়ুপ্রবাহ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এইরূপে বাণিজ্যবায়ু পশ্চিমমুখে আমেজন নদীপ্রান্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আন্দিজ পর্ব্বতের নিকট প্রবল হইয়া ঝড়রূপে পরিণত হয়। পার্ব্বত্যপ্রদেশে সাময়িক বায়ুপ্রবাহ নির্ব্বিবাদে চলিতে পায় না, সুতরাং প্রতিহত হইয়া অনেক স্থলে দমকা বাতাস উৎপন্ন করে। আবার উষ্ণবায়ু লঘু হইয়া ঊর্দ্ধগমনকালে প্রবাহ দ্বারা পর্ব্বতোপরি নীত হইলে যদি তথাকার শীতপ্রভাবে পুনরায় শীতল, ঘনীভূত, সুতরাং গুরু হইয়া পড়ে; তবে উহা অধিক ভার হেতু পশ্চাৎপার্শ্ব দিয়া বেগে নিম্নদিকে ধাবমান হয়, এইরূপে এক স্থানে ১০।১২ দিন একই দিক্ হইতে ভীষণ ঝড় বহিতে থাকে।

ঝড়ের উৎপত্তিসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রফেসর টেলার (Taylor) সাহেবের মতে স্থানীয় তাপ হেতু কোন স্থানের বায়ু ঊর্দ্ধগত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ুপ্রবাহ ঐ স্থানে ধাবিত হয়, উহাদের পরস্পর প্রতিঘাতে ও পৃথিবীর আবর্ত্তন জন্য ঘূর্ণবায়ু উৎপন্ন হয়। আবার অনেকে বলেন, পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটী বায়ুপ্রবাহের সংঘর্ষণে ইহা উৎপন্ন হয়। মিঃ ব্লান্‌ফোর্ড (Blanford) বলেন, কোন কারণে কোন স্থানে বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিবর্ত্তিত হইলে তথাকার বায়ুসাগর অবনত

হইয়া পড়ে, সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু ঐ স্থানে ধাবিত হইয়া ঝড় উৎপন্ন করে। এই শেষোক্ত মতই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে যে স্থানে বায়ুরাশির চাপ হ্রাস হয়, চতুর্দ্দিকস্থ অধিক চাপযুক্ত স্থান হইতে ঐ অল্প চাপযুক্ত ভূভাগে বায়ুর গতি হইয়া থাকে। যদি চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুরাশির চাপ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে গমন করে, আর যদি নিকটেই অধিক চাপযুক্ত প্রদেশ থাকে, তাহা হইলে বায়ুরাশি বেগে ধাবিত হয়। কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কোন স্থানে বায়ুমানযন্ত্রে (Barometer) পারদের অবনতি দেখিলে সেই সময় যদি পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে উহার উন্নতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শীঘ্রই ঝড়ের সম্ভাবনা। নাবিকগণ এই উপায়েই ঝড় প্রভৃতি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া সাবধান হয় এবং অনেক দুর্ঘটনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

যে সকল সমুদ্রে প্রায় ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে, ঐ সকল সমুদ্র দিয়া নিরাপদে যাইতে হইলে অগ্রে বায়ুমান যন্ত্রে পারদের উন্নতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গ্রীষ্মমণ্ডল বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যখনই যন্ত্রস্থ পারদের অবনতি হইয়াছে, তখনই ঝড় হইয়াছে। কখন কখন পারদের এই অবনতি ২½ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ঝড়ের কেন্দ্রস্থলেই অবনতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেকে বলেন, সমস্ত ঝড় একটী লম্ব কিংবা একপার্শ্বে ঈষৎ হেলান মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে, এবং ঐ ঘূর্ণ জন্য কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি দ্বারা কেন্দ্র হইতে বায়ুরাশি পরিধির দিকে গমন করে, এজন্য কেন্দ্রস্থলে পারদের অবনতি এবং প্রান্তভাগে উন্নতি হয়। অনেকে ইহাতে আপত্তি দেখাইয়া বলেন, ঝড় ঠিক পুনঃ-পুনঃ আবর্ত্তন করিতে করিতে গমন করে না, সকল সময়েই ইহার কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাঁহারা আরও বলেন যে, কেবল কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিতে ঐ অবনতি উৎপন্ন হইলে উহার পরিমাণ অতি অল্প হইত; কারণ যদি ঝড়ের ব্যাস ৪০০ মাইল হয় এবং ঝড় প্রান্তভাগে ঘণ্টায় ৭০ মাইল বেগে প্রবাহিত হয়, তথাপি ইহার কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি যন্ত্রস্থ পারদকে ১/১০ ইঞ্চির অধিক অবনত করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু সচরাচরপূর্ণ এক ইঞ্চি বা ততোধিক অবনতি হইতে দেখা যায়।

যাহা হউক ঝড়ের পূর্ব্বে ও ঝড়ের সমকালে বায়ুরাশির চাপের অসমতাপ্রযুক্ত বায়ুমান-যন্ত্রস্থ পারদ ঘন ঘন স্পন্দিত অর্থাৎ একবার উচ্চ ও একবার নীচ হইতে থাকে। তজ্জন্য যন্ত্রস্থ পারদের এইরূপ স্পন্দন দেখিলেই বুঝিতে হইবে, একটা ঝড় অবশ্যম্ভাবী। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে অক্টোবর মাসে চীনসাগরে যে ঝড়ে গোলকুণ্ডা নামক রণতরী জলমগ্ন হয়, ঐ ঝড় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টাকাল বায়ুমানযন্ত্রস্থ পারদ স্পন্দিত হইয়াছিল। অপর একটী জাহাজ এই দুর্ঘটনা হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল, তাহা হইতেই উল্লিখিত তালিকা পাওয়া গিয়াছে।

ঝড় শেষ হইবার পূর্ব্বে যন্ত্রে পারদের উন্নতি দেখা যায়। পিডিংটন সাহেব বলেন, এই নিদর্শনই ঝড় তুফানে পতিত নাবিকগণের নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়া থাকে।

কোন কোন ঝড়ের সময় পারদের উন্নতি ও অবনতি অতি ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, আবার কোন কোন ঝড়ের সময় অতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। যত শীঘ্র ঐ পরিবর্ত্তন হয়, ঝড়ের প্রকোপও ততই অধিক হইয়া থাকে। ঝড়ের কেন্দ্র কোন স্থানে আসিবার ৩ হইতে ৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে পারদ সহসা অবনত হইয়া পড়ে। ঝড়ের প্রকোপ অনুসারে ঐ অবনতির তারতম্য হয়; ঝড়ের বেগ অত্যন্ত অধিক হইলে ঐ অবনতি ২½ ইঞ্চিরও অধিক হয় অর্থাৎ যন্ত্রস্থ পারদ ২৯·৯ ইঞ্চি হইতে ২৬·৩০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে।

ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ। ঝড় আসিবার পূর্ব্বে বায়ু নিশ্চল থাকে, রুক্ষ ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট বোধ হয়। তাহার পর উচ্ছৃঙ্খলভাবে এক দিক্ হইতে অল্প অল্প বায়ু প্রবাহিত হয়। তাহার পর একঘণ্টা বা ততোধিককাল অসাধারণ শান্তভাব লক্ষিত হয় এবং তৎপরেই উক্ত দিক্ হইতেই প্রবল ঝড় বহিতে থাকে। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, মেঘ ও বৃষ্টি সংঘটিত হয়। ঝড়ের পূর্ব্বে তাপমানযন্ত্রে তাপের আধিক্য দেখা যায়; ঝড় আসিলেই তাপ কমিয়া যায় এবং মেঘ ও বৃষ্টি হয়। ঝড়ের পর শীত অনুভব না হইয়া যদি পুনরায় গরম বোধ হয়, তবে বুঝিতে হইবে শীঘ্র আর একটা ঝড় হইবে। বৃহৎ বৃহৎ ঝড়ের সময় সমুদ্র উদ্বেলিত ও উচ্চ তরঙ্গাকারে কূলাভিমুখে বেগে ধাবিত হয় ও সময় সময় বহুদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া ফেলে। এই তরঙ্গ দুইপ্রকার,—একটী তরঙ্গ সমগ্র ঘূর্ণবায়ুকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইহার অগ্রে অগ্রে গমন করে, অপর তরঙ্গ ঘূর্ণবায়ুর চতুর্দ্দিকস্থ ঝটিকাচক্রে নানাস্থানে নানাদিকে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূমণ্ডলের কোন্ প্রদেশে কোন্ সময় কোন্দিক্ হইতে ঝড় আইসে, তাহা এ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। পশ্চিমভারতীয়দ্বীপপুঞ্জে তথাকার বর্ষা শেষে সূর্য্য যখন

মস্তকোপরি আইসে, তখনই প্রায়ই ঝড় হয়। আট্‌লান্টিক মহাসাগরের উত্তরভাগে জুন হইতে ডিসেম্বরের মধ্যপর্য্যন্ত ঝড়ের সময়, তন্মধ্যে আগষ্ট মাসেই ঝড়ের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দক্ষিণভারতমহাসাগরে নবেম্বর হইতে জুন পর্য্যন্ত ঝড়ের কাল, তন্মধ্যে জানুয়ারী ও মার্চ্চমাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং জুন ও নবেম্বর মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হইয়া থাকে। বঙ্গোপসাগরে অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রবল উত্তরপূর্ব্ব মৌসুমবায়ু বহিবার কালেই প্রায়ই ঝড় হয়। তদ্ভিন্ন দক্ষিণপশ্চিমে মৌসুমবায়ু বহিবার কালে অর্থাৎ মে ও জুন মাসেও ঝড় হইয়া থাকে। চীনসাগরে সচরাচর জুন হইতে নবেম্বর মাসের মধ্যে তুফান (টাইফুন্) ঝড় হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সেপ্টেম্বরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও জুনমাসে অল্প। আরব-সাগরে উভয় প্রকার মৌসুমবায়ু বহিবার কালেই ঝড় হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ভারতবর্ষ ও ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, উহাদের বিশেষ বিবরণ অনেক ইংরাজী পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। হেনরি পেডিংটন (Henry Peddington) সাহেব, ১৮৩৯ হইতে ১৮৫১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত ঝড় হয়, তাহাদের বিবরণ লিখেন। ইনিই প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতবর্ষ ও নিরক্ষরেখার উত্তর পর্য্যন্ত সমুদ্রে যে সমুদায় ঝড় হয়, সে সমুদয় সচল চক্রবৎ পরিভ্রাম্যমান ঘূর্ণবায়ু। তিনি ঐ সকল ঝড়ের বেগ এবং গমনপথাদিও স্থির করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের ১০৯ মাইল উত্তর হইতে ইহার ১২০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত স্থানে ঝড়ের প্রকোপ অতিশয় অধিক। ১৭৪৬ হইতে ১৮৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় ১৭টী অতিশয় ভীষণ ঝড় হইয়া বহু উৎপাত সাধিত হইয়াছে।

বঙ্গোপসাগরে যে সকল ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে, পেডিংটন প্রভৃতির পুস্তকে তাহাদের ৭৩টীর উল্লেখ আছে। ব্লান্‌ফোর্ড সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে জানুয়ারি মাসে ২টী, ফেব্রুয়ারি ০, মার্চ্চ ১, এপ্রিল ৫, মে ১৭, জুন ৪, জুলাই ২, আগষ্ট ২, সেপ্টেম্বর ৩, অক্টোবর ২০, নবেম্বর ১৪ ও ডিসেম্বরমাসে ৩টী সংঘটিত হয়। ইহাদের মধ্যে নবেম্বর হইতে এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী ঝড় হয়, সেই সকলই বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশেই আবদ্ধ, নবেম্বর মাসের অধিকাংশ ঝড়ও তাহাই। মে ও জুনের প্রথম সপ্তাহ এবং অক্টোবর ও নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ এই সময়েই প্রধানতঃ বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে ঝড় হয়। মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমবায়ু বহিবার সময়ে কখন কখন উত্তরভাগে ঝড় হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি বিরল।

কাপ্তেন টেলর বঙ্গোপসাগরের ঝড়ের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। কোন জাহাজ এইরূপ ঝড়ে পড়িলে প্রথমে একদিক্ হইতে ঝড় পায়, তাহার পর কিছুক্ষণ বায়ু শান্তভাব ধারণ করে এবং আকাশ নির্ম্মল হয়; তাহার পরই বিপরীত দিক্ হইতে পুনরায় ভীষণ ঝড় আগমন করে। এই সকল ঝটিকার গতি পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুবর্ত্তী অর্থাৎ ঘূর্ণবায়ুর উত্তরাংশে ঝড় পূর্ব্ব হইতে, দক্ষিণাংশে পশ্চিম হইতে এবং পশ্চিমাংশে উত্তর হইতে প্রবাহিত হয়। এই সকল ঘূর্ণবায়ু প্রায়ই দক্ষিণপূর্ব্বকোণ হইতে উত্তরপশ্চিমকোণাভিমুখে গমন করে।

মান্দ্রাজ নগর ও ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অনেকবার ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। এই সকল ঝড়ের উৎপাদক ঘূর্ণবায়ু পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বদিক্ হইতে বেগে পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে গমন করে। কূলে উপস্থিত হইলে উহাদের গতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া পশ্চিম বা পশ্চিমউত্তরপশ্চিমমুখী হয়। ইহাদের ব্যাস প্রায় ১৫০ মাইল ও ইহাদের আবর্ত্তন ঘড়ির কাঁটার বিপরীতদিকে হইয়া থাকে।

১৭৪৬ খৃঃ অব্দে ৩রা অক্টোবর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মান্দ্রাজ নগরে এক ভীষণ ঝড় হয়। তখন ফরাসী সেনাপতি লাবোর্ডনে মান্দ্রাজ নগর অধিকার করিয়া তথায় ২৩ দিন বাস করিতেছিলেন। পোতাশ্রয়ে বহুসংখ্যক রণতরী ও জাহাজাদি ছিল, প্রায় সকলগুলিই ভগ্ন ও জলমগ্ন বা তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। ৩ খানি ফরাসী নৌকায় প্রায় ১২ সহস্র লোক ছিল, তাহারা সকলেই গতাসু হইল।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল রাত্রিতে কডালুরের নিকটস্থ সমুদ্রে ভয়ানক ঝটিকা হয়। এই ঝড় উত্তরপশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। পরদিন সমস্ত দিবস ঝড় ঐ রূপেই বহিতে থাকে। পেম্ব্রোক জাহাজ পোর্টোনভো হইতে অনতিদূরে জলমগ্ন হয়; কেবলমাত্র ১২ জন আরোহী রক্ষা পায়। দেবীকোটের অনতিদূরে নমুর জাহাজ ভগ্ন হয় ও তন্মধ্যস্থ ৫২৭ জন কর্ম্মচারী ও আরোহী জলমগ্ন হয়। সেণ্ট ডেভিড ফোর্টের অনতিদূরে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির দুইখানি বৃহৎ জাহাজ ও যাবতীয় ক্ষুদ্র তরী নষ্ট হইয়া যায়।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে ৩১এ অক্টোবরেও একটা ভয়ানক ঝড় হয়।

১৭৬১ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারি পুঁদিচেরীতে ভীষণ ঝড় হয়। এই সময়ে ইংরাজেরা জলে ও স্থলে আক্রান্ত হইয়াছিল। ইংরাজপক্ষীয় ৮ খানি জাহাজের মধ্যে ৪ খানি রক্ষা পায়; অপর ৪ খানির মাস্তুল ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু কোনক্রমে জলমগ্ন হইতে উদ্ধার পায়। নিউকাস্‌ল প্রভৃতি ৩ খানি জাহাজ তীরে

নিক্ষিপ্ত হয় এবং অপর ৩ খানি জাহাজ জলমগ্ন হয়। ১১০০ জন আরোহীর মধ্যে কেবলমাত্র ৭ জন য়ুরোপীয় ও ৭ জন দেশীয় প্রাণত্যাগ করে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ২১এ অক্টোবর মান্দ্রাজে প্রবল ঝড় হয়। তাহাতে পোতাশ্রয়ের যত জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল, সমুদায় বিনষ্ট হয়।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে উত্তরপশ্চিম হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। পর দিবস প্রাতে প্রায় ১০০ দেশীয় পোত তীরে নিক্ষিপ্ত হইল। ইংলণ্ডেশ্বরের দুইখানি জাহাজ মাস্তুল নামাইয়া কষ্টে বোম্বাই পৌছে। এই সময়ে হায়দরআলির উৎপীড়নে বহু-সংখ্যক প্রজা মান্দ্রাজ নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। ঝড়ের পরই তথায় ভয়ানক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয়। গবর্ণর মেকার্টনি তাহাদের কষ্ট লাঘব করিতে সাধ্যমত যত্ন করেন।

১৭৯৭ খৃঃ অব্দে ২৭এ অক্টোবর প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হয়। এই সময়ে বায়ুমানযন্ত্রে পারদের উন্নতি ২৯·৪৬৫ ইঞ্চির কম ছিল না।

১৮১১ খৃঃ অব্দে ২রা মে মান্দ্রাজে যে ভীষণ ঝড় হয়, তাহাতে প্রায় শতাধিক জাহাজ ও ক্ষুদ্র পোতাদি নষ্ট হয়। কেবল ২ খানি মাত্র জাহাজ সমুদ্রে পড়িয়া রক্ষা পায়। এই ঝড়ের জোরে সমুদ্রকূল হইতে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত বেলাভূমি ৩৩ হস্ত গভীরজলে ডুবিয়া যায়।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে ২৪এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। ক্রমে ঝড়ের বেগ বৃদ্ধি হইয়া একবারে থামিয়া যায়; হঠাৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রবল ঝড় আইসে। এই ঘূর্ণবায়ু মান্দ্রাজ নগর দিয়া পশ্চিমমুখে গমন করে। বায়ুমানযন্ত্রে পারদ ২৮·৭৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত নামিয়া পড়ে।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ৩০এ অক্টোবর মান্দ্রাজে উত্তর হইতে ঝড় আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণ ৪টার সময় বায়ু উত্তরপশ্চিম এবং উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া পরে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল একবারে থামিয়া যায়। পরে সন্ধ্যা ৭টার সময় দ্বিগুণ বেগে দক্ষিণ হইতে ঝড় বহিতে থাকে। ঐ সময়ে বায়ুমান-যন্ত্রে পারদ ২৮·২৮৫ ইঞ্চি উচ্চ ছিল। ঘূর্ণবায়ু নগরের উপর দিয়া গমন করে।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ২৫এ নবেম্বর যে ঝড় হয়, তাহাতে মান্দ্রাজ নগরের মানমন্দিরের বায়ুগতিপরিমাপক যন্ত্রাদি ভাঙ্গিয়া যায়।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ১লা নবেম্বর মসুলীপত্তনে ভয়ানক ঝড় হয়। ঝড়ের প্রকোপে সমুদ্র স্ফীত হইয়া উঠে এবং উপকূলভাগে ১২।১৩ মাইল পর্য্যন্ত এমন কি এক স্থানে ১৭ মাইল পর্য্যন্ত প্রায় ৭৮০ বর্গ মাইল স্থান প্লাবিত করে। এই ভীষণ প্লাবনে প্রায় ৩০০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ঝটিকা দ্বারা সুন্দরবনের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে হরিণঘাটা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ বর্ত্তমান সমগ্র বরিশাল ও বাখরগঞ্জ জেলা ঝড় দ্বারা তাড়িত সাগরতরঙ্গে প্লাবিত হইয়া যায়। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।] তৎপরেই মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ ইহার দুর্দ্দশার একশেষ করে। ১৬২২ খৃঃ অব্দে ঐ প্রদেশ পুনরায় জলপ্লাবিত হয়; তাহাতে প্রায় ১০০০০ লোক প্রাণত্যাগ করে এবং গৃহাদি নষ্ট হইয়া যায়।

একখানি ইংরাজী সাময়িকপত্রে লিখিত আছে, ১৭৩৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় এক অতি ভীষণ ঝড় হয়। ঐ ঝড়ে সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হইয়া কলিকাতা প্লাবিত করে। তাহাতে প্রায় ৩০০০০০ প্রাণী বিনষ্ট হয়। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মীপুরের নিকট মেঘনার জল সাধারণ সীমার উপর ৬ ফিট উচ্চ হইয়া উঠে। ১৮৩১ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝড়ে কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ ৩০০ শত গ্রাম ও প্রায় ১১ সহস্র লোক ভাসিয়া যায়। মেঘনা নদীর মোহানায় অনেক ঝড়ের বিবরণ শুনিতে পাওয়া যায়।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দের প্রবল ঝড়ে সমস্ত সাগরদ্বীপ ১০ ফিট গভীর জলে ডুবিয়া যায় এবং ইহার সমস্ত লোক ও য়ুরোপীয় তত্ত্বাবধায়কগণ সকলেই বিনষ্ট হয়। ১৮৪৮ অব্দে সন্দীপ ঝড়ে জলপ্লাবিত হয়।

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় একটী প্রবল ঝড় হইয়া বিস্তর প্রাণনষ্ট করে।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ৫ই অক্টোবর রাত্রিকালে সমুদ্র হইতে এক ভীষণ ঝড় কলিকাতার উপর দিয়া গমন করে। এই ঝড়ে বহুসংখ্যক ষ্টিমার ও ৫০।৭০ হাজার মণ বোঝাই করা জাহাজাদি ভগ্ন এবং তীরে নিক্ষিপ্ত বা জলমগ্ন এবং প্রায় ৩০০ মাইল স্থানে গৃহবৃক্ষাদি সমস্তই ভূমিসাৎ হয়। এই ঝড় আন্দামান দ্বীপের নিকটে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপশ্চিম-মুখে বালেশ্বর ও হিজলীর নিকট উপকূলভাগে প্রতিহত হয়। তৎপরে তথা হইতে ঐ ঝড় ৫ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় উপনীত হয় এবং কৃষ্ণনগর ও বগুড়ার উপর দিয়া গারো-পাহাড়ে গিয়া থামে। এই ঝড়ের প্রতাপেই বহু অনিষ্ট হইয়া-ছিল, তাহার উপর আবার ৩০ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আসিয়া ভাগীরথীর উভয় কূলবর্ত্তী প্রায় ৮ মাইল পর্য্যন্ত স্থান জল-প্লাবিত করে। কলিকাতা ও হাবড়ায় প্রায় ১৯৬৪৮১ গৃহ ভাঙ্গিয়া যায়। মেদিনীপুর জেলায় ও সুন্দরবনে ইহা অপেক্ষাও বিস্তর হানি হইয়া গিয়াছে। এমন কি অনেক জেলার প্রায়

৩১ অংশ অধিবাসী ঝড়ের প্রকোপে জলপ্লাবনে ভাসিয়া যায়। সম্প্রতি বহু অর্থব্যয়ে ২৫।৩০ বৎসরের পরিশ্রমের পর সুন্দরবন প্রভৃতিকে কথঞ্চিৎ জলপ্লাবনের হস্ত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। ঝড়ে কলিকাতায় যেরূপ বহুসংখ্যক অধিবাসী সহসা অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, গঙ্গা যদি টেম্‌স্ ও লণ্ডন অপেক্ষাকৃত অল্প অধিবাসীযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হাহাকার ধ্বনি শুনা যাইত এবং লিস্‌বনের ভূমিকম্প প্রভৃতি যে সকল দুর্ঘটনা ইতিহাসে এত প্রসিদ্ধ, সকলই কলিকাতার ঝড়ের বিষম উৎপাতের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হইত। এই ঝড় প্রায় ২০০ জাহাজ ও ৭০০০০০ মনুষ্য বিনষ্ট হয়।

মেঘনা নদীর মোহানাস্থিত সন্দ্বীপ, সাহাবাজপুর হাতিয়া প্রভৃতি উর্ব্বরা শস্যক্ষেত্র ও নারিকেল-বনশোভিত দ্বীপসকল অনেকবার ঝড় ভোগ করে। ঐ সকল দ্বীপ জল হইতে অনেক উচ্চ থাকায়, যাহা কিছু উৎপাত ঝড় দ্বারাই সাধিত হয়। বায়ুরাশির অসাধারণ শান্তভাব ও আকাশের রক্তিমা দ্বারা তথাকার অধিবাসিগণ পূর্ব্বেই ঝড়ের আগমন জানিতে পারে। কিন্তু ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে ৩১এ অক্টোবর সহসা উত্তর হইতে ঝড় বহিতে থাকে। পরদিন ১লা নবেম্বর রাত্রি ৩টার সময় নদীর জল অধিকতর বেগে গমন করিতে লাগিল। জোয়ার অসাধারণ উচ্চ হইলে তাহার পর পশ্চিমদক্ষিণ কোণ হইতে ভীষণ ঝাত্যা প্রবাহিত হইয়া ১০ হইতে ১৪ ফিট উচ্চ সাগরতরঙ্গ আনয়ন করিল। প্রায় ৪টা পর্য্যন্ত জল বাড়িয়া পরে কমিতে থাকে। ইহাতে প্রায় ১,৩৫,০০০ লোক ডুবিয়া মরে এবং পরে প্রায় ৭৫০০০ লোক ওলাউঠায় প্রাণত্যাগ করে।

ঝড়সাতল, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত বল্লভগড় জায়গীরের একটী সহর। অক্ষা° ২৮°১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°২১´ পূঃ। এই সহর দিল্লী হইতে ২৯ মাইল দক্ষিণে মথুরা যাইবার পথে অবস্থিত।

ঝড়ি (দেশজ) ১ ঝটিকা। ২ বাত্যা।

ঝড়িয়া (ঝরিয়া) ১ মধ্যপ্রদেশবাসী প্রাচীনজাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ ঝাড় অর্থাৎ গুল্ম-জঙ্গল হইতে ইহাদের নাম ঝড়িয়া বা ঝরিয়া হইয়া থাকিবে। ইহাদের আচার-ব্যবহার খাদ্যাখাদ্য অনেকাংশে নিকৃষ্ট। ইহারা অনেক অদ্ভুত দেবতার উপাসনা করে।

৩ গুজরাটের একজাতি, ইহারা পূর্ব্বে বস্ত্রকৃত্তী ধরিত।

ঝন্ঝণা (অব্য) ঝণৎ ভাচ্। ১ অব্যক্ত শব্দবিশেষ ২ অব্যক্ত শব্দযুক্ত। ৩ ঝন্ঝন্ শব্দ।

"সর্ব্বং ঝণঝণাভূতমাসীত্তালবনোৎসব" (ভারত ভী° ১৯ অঃ)

ঝন্ঝণায়মান (ত্রি) ঝণঝণ-কাঙ শানচ। যাহা ঝন্ঝণ শব্দে শব্দিত হইতেছে।

ঝণ্ডাসিংহ, ভঙ্গীনামক শিখ-সম্প্রদায়ের একজন নেতা। ইহার পিতা ভঙ্গা মিচ্ছিল অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সর্দ্দার ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী; একের গর্ভে ঝণ্ডাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ এবং অপরের গর্ভে চড়ৎসিংহ, দেওয়ানসিংহ ও বর্সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। হরিসিংহের মৃত্যুর পর ঝণ্ডাসিংহ পিতৃপদে অভিষিক্ত হইলেন। ইহারই সময়ে ভঙ্গীসম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ঝণ্ডাসিংহ ও তদীয় ভ্রাতৃগণ বহুসংখ্যক সম্রান্ত শিখসর্দ্দারগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঝণ্ডাসিংহ মুলতান আক্রমণ করিয়া শতদ্রুতীরে মুসলমান শাসনকর্ত্তা সুজাখাঁ এবং দাউদপুত্রগণকে পরাস্ত করিলেন। সন্ধি-অনুসারে পাকপত্তন উভয়রাজ্যের মধ্য-সীমা বলিয়া ধার্য্য হইল।

ইহার পর ঝণ্ডাসিংহ কসুর আক্রমণ করিয়া তথাকার পাঠান অধিপতিকে পরাজিত করিলেন। পরে তিনি মুলতানের নবাবের সহিত সন্ধিভঙ্গ করিয়া ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দেড়মাস অবরোধের পর দাউদপুত্রগণ এবং জহান খাঁ-পরিচালিত আফগানসৈন্যগণ শিখদিগকে বিদূরিত করিয়া দিল।

পর বৎসর ঝণ্ডাসিংহ অনেক শিখসর্দ্দার ও প্রভূত সৈন্য লইয়া পুনরায় মুলতান আক্রমণ করিলেন। এই সময় মুলতানে অন্তর্ব্বিবাদ চলিতেছিল। শরিফ বেগ তখ্‌লু নামক একজন শাসনকর্ত্তা ঝণ্ডার সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঝণ্ডাসিংহ তৎক্ষণাৎ স্বীয় দলবল লইয়া সুজাখাঁকে পরাজিত করিয়া নগর অধিকার করিলেন এবং শিখসৈন্য দ্বারা দুর্গ সুরক্ষিত করিলেন। শরিফ বেগ হতাশ হইয়া খয়েরপুরে পলায়ন করিলেন। তথায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

মুলতান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঝণ্ডাসিংহ বলুচ প্রদেশ জয় ও লুণ্ঠন করেন, পরে ঝঙ্গ আক্রমণ করিয়া মানখড় ও কালাবাঘ অধিকার করিলেন। মুলতানের ধ্বংসাবশেষে নির্ম্মিত সুজাআবাদ আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইহার পর তিনি অমৃতসরে আগমন করিয়া তথায় ভঙ্গী-কেল্লা নামে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গ প্রস্তুত করিলেন। এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ লুনমণ্ডির পশ্চাতে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

তাহার পর ঝণ্ডাসিংহ রামনগর আক্রমণ ও চত্তদিগকে

পরাজিত করিয়া বিখ্যাত জম্‌জমা-কামান জম্‌জমা * পুনরায় অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি জম্মু আক্রমণ করিয়া তথাকার কান্হিয়া মিছিলের সর্দ্দার জয়সিংহ ও সুকর-চাকিয়া মিছিলের সর্দ্দার চড়ৎসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুদিবস দুইপক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু জয়-পরাজয় স্থির হইল না। অবশেষে এক দিন দৈবাৎ সর্দ্দার চড়ৎসিংহের বন্দুক ফাটিয়া তাঁহাকে নিহত করিল। তাহার পর এক দিন কান্হিয়াগণ পরাজিত হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু যুদ্ধকালে ঝণ্ডাসিংহ স্বজাত শিখজাতীয় জনৈক অনুচরকর্ত্তৃক বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই দুরাত্মা জয়সিংহের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ঝণ্ডাসিংহের মৃত্যুর পর কন্হিয়াগণ সহজেই বিজয়ী হইল। গণ্ডাসিংহ জ্যেষ্ঠের পদাভিষিক্ত হইলেন।

ঝত্তি (অব্য) ঝটিতি এই শব্দ হইতে ঝত্তি এই প্রয়োগ হইয়াছে। (কাব্যপ্রকাশ) ঝটিতি।

ঝন(ণ)ৎকার (পুং) ঝনৎ ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র। ঝন্ ঝন্ এইরূপ অব্যক্ত শব্দ।

"উদ্বেল্লদ্ভুজবল্লিকঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম।" (কালিদাস)

ঝন্‌ঝনা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্গত মুজাফরনগর জেলার শামলি তহসীলের একটী কৃষিপ্রধান সহর। অক্ষা° ২৯° ৩০′ ৫৫″ উ°, দ্রাঘি° ৭৭° ১৫′ ৪৫″ পূঃ। এই সহর মজাফরনগরের ৩০ মাইল পশ্চিমে যমুনানদী ও খালের মধ্যবর্ত্তী সমপ্রদেশে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে একটী ইষ্টকরচিত দুর্গ ছিল। এখনও ইহাতে একটী মস্‌জিদ এবং শাহ আবদুল্ রজাক্ ও তাঁহার চারিপুত্রের কবর আছে। ঐ সকল কবর ও মস্‌জিদ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় নির্ম্মিত হয়। উহাদের গুম্বজে নীলবর্ণের বহুশিল্পকার্য্যযুক্ত পুষ্পসকল বিদ্যমান আছে। দরগা ইমামসাহেব নামক অট্টালিকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সহরের নিকট দিয়া খাল থাকায় বর্ষাকালে বহুদূর জলমগ্ন হইয়া যায়। জ্বর, বসন্ত, ওলাউঠা এখানকার সাধারণ রোগ। এখানে একটী থানা ও ডাকঘর আছে।

ঝান্দমুর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগরা জেলার একটী সহর। অক্ষা° ২৭° ২২′ উঃ দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯′ পূঃ। এই সহর আগ্রা হইতে মথুরার পথে প্রায় ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

ঝম্নিবাল, অকবরের সমকালবর্ত্তী জনৈক জ্ঞানী ফকির। আইনআকবরিতে ইনি ২য় শ্রেণীর অর্থাৎ অন্তর্দ্দর্শী পণ্ডিতগণের মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম সেখ দাউদ, লাহোরের নিকটস্থ ঝম্নি হইতে ঝম্নিবাল নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ আরবদেশ হইতে আসিয়া মূলতানের অন্তর্গত সীতাপুরে বাস করেন, ঐ স্থানেই দাউদের জন্ম হয়। ইনি ৯৮২ খৃঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

* ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ২১এ ডিসেম্বর রাত্রিতে সর্ হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ ফিরোজ-সহরের যুদ্ধে ঐ কামান অধিকার করেন। তাহা এখন লাহোর-মিউজিয়মের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে।

ঝপ্‌ঝপ্ (দেশজ) শীঘ্র শীঘ্র।

ঝব্বাঝাড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ফরজাবাদ জেলার অযোধ্যা-নগরের দক্ষিণস্থ একটী মৃত্তিকার পাহাড়। তথাকার সাধারণ লোকের বিশ্বাস, রামকোট দুর্গ নির্ম্মাণকালে মজুরগণ প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঐ স্থানে তাহাদের ঝুড়ী ঝাড়িয়া বাটী আসিত, তাহাতেই ঐ পাহাড় হইয়াছে। তজ্জন্যই উহাকে ঝব্বাঝাড় অর্থাৎ ঝুড়িঝাড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নাম মণিপর্ব্বত।

ঝব্ব বিবি নবাব হাসেনখাঁর পত্নী। ইনি মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে মুজাফরনগরের ১৫ মাইল পূর্ব্বে মোর্ণা নামক স্থানে একটী বৃহৎ মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর।

ঝম্‌ঝম্ (দেশজ) বৃষ্টিপাতের শব্দ। তদ্রূপ শব্দ।

ঝমর (দেশজ) মলের শব্দ।

ঝমর্‌ঝমর্ (দেশজ) মলের বা অলঙ্কারের শব্দ।

ঝম্প (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ প্রয়োগোয়ং সাধ্যঃ। ১ লম্ফ। ২ স্বেচ্ছায় সংপাতপতন। (জটাধর) ভাবে অ টাপ্ ঝম্পা। (স্ত্রী) "পুচ্ছাস্ফোটদলৎসমুদ্রবিবরৈঃ পাতালঝম্পাশ্চতাঃ" (মহাবীরচ°)

ঝম্পন, পার্ব্বতীয়প্রদেশে ব্যবহৃত একপ্রকার ক্ষুদ্র পাল্কী, ইহা চারি ব্যক্তিকর্ত্তৃক বাহিত হয়। পাহাড়ে উঠিবার বা নামিবার সময়ই ইহা ব্যবহৃত হয়। ঝম্পান বাহকদিগকে ঝম্পনি, ঝাঁপানি বা ঝপানি কহে।

ঝম্পাক (পুং) ঝম্পেন আকায়তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-কৈ ক অথবা ঝম্পেন অকতি গচ্ছতীতি ঝম্প অক্-অণ্। যে ঝাঁপ দিয়া গমন করে। বানর, কপি। (শব্দচি°)

ঝম্পারু (পুং) ঝম্পং লম্ফং আরাতি দদাতীতি ঝম্প-আ-রা-ডু (বাহুলকাৎ) অথবা ঝম্পেন আচ্ছ´তি গচ্ছতীতি ঝম্প-আ-ঋ উ। বানর, কপি। (শব্দর°)

ঝম্পাশিন্ (পুং) ঝম্পেন স্বেচ্ছয়া পতনেন অশ্নাতি ভক্ষয়তি ইতি ঝম্প-অশ-ণিনি। যে ঝাঁপ দিয়া খায়। মৎস্যরঙ্গ পক্ষী, মাছরাঙ্গা পাখী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ ঝম্পাশিনী।

ঝম্পিন্ (পুং) ঝম্পঃ অস্ত্যস্য ইতি ইনি। ১ বানর। ২ কপি। (শব্দর°)

ঝম্মর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিবাড়ের মধ্যে ঝালাবার বিভাগের একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝম্মর

গ্রাম বধান নগরের ৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে বোম্বাই-বরদা এবং মধ্যভারতীয় রেলপথের লাখতার ষ্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার জমিদারগণ ঝালা রাজপুত এবং বধানের জমিদারদিগের দায়াদ।

ঝর (পুং) ঝৄ-অচ্। ১ নির্ঝর। ২ পর্ব্বতাবতীর্ণ জলপ্রবাহ; "স তদুচ্চকুচৌ ভবন্ প্রভাঝরচক্রভ্রমিমাততানাতি যং।" (নৈষধ)

ঝরকা (দেশজ) ১ গবাক্ষ। ২ জানালা।

ঝরণ (দেশজ) ঝরিয়া পড়া, নিঃসরণ।

ঝরণা (দেশজ) ১ শৈলনিঃসৃত জল। ২ নির্ঝর।

ঝরা (স্ত্রী) ঝর। (অমরটী° ভরত)

ঝরিত (ত্রি) ঝর অস্ত্যর্থে ইতচ্। ১ নির্ঝরবিশিষ্ট। ২ গলিত।

ঝরিয়া, বাঙ্গালার মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা ও একটী জমিদারী। পরিমাণফল প্রায় ২০০ বর্গমাইল। ঝরিয়ার রাজা গবর্মেণ্ট সরকারে বার্ষিক ২৫৬২ টাকা রাজস্ব প্রদান করেন।

ঝরিয়ার পাথরিয়া-কয়লার খনি বিখ্যাত। এই খনি বাঙ্গালার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পাহাড় পরেশনাথের দক্ষিণে অবস্থিত। গোবিন্দপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ১৮ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত। এই খনিতে স্থানে স্থানে দুই স্তর কয়লা আছে। নিম্নতর স্তরের কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। পরীক্ষা দ্বারা উহাতে ভস্মের ভাগ শতকরা ২°৫ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে। দামোদর এবং ইহার উপনদী জমুনিয়া, কাট্রি, খাড়্রি, ছোট খাড়্রি ও ইজ্রি প্রভৃতি নদী এই কয়লাক্ষেত্র দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ নদীর কূলে তথাকার ভূভাগের স্তরসকল বহুনিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

ঝরী (স্ত্রী) ঝর।

ঝরুমতিয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলার চেতিয়াবন সহরের ৩½ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট নগর।

ঝবরহীরা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে শাহরাণপুর জেলার রুড়কী তহসীলের একটী সহর। এই নগর শাহরাণপুর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে শাহরাণপুর জেলার পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক শাসনকর্ত্তা নবাব হাকিম খাঁর নির্ম্মিত একটী মসজিদ্ এবং একটী কূপ আছে।

ঝর্ঝর (পুং) ঝর্ঝ ইত্যব্যক্তশব্দং রাতীতি ঝর্ঝ-রা-ক। অথবা ঝর্ঝ-অর। (বহুবচনাৎ) ১ বাদ্যবিশেষ। (অমর) ২ চর্ম্মপুটাচ্ছাদিত কাষ্ঠযান। (অমরটী°) ৩ ডিণ্ডিম। ৪ ভেজরী। ৫ পটহ। (ভরতধৃত বৈকুণ্ঠ)। ঝর্ঝাতে বিভ্রতে ইতি ঝর্ঝ ভৎসে-অর। ৬ কলিযুগ। ঝর্ঝরো ঝর্ঝশব্দ উবাদ্যোত ইতি অচ্। ৭ নদবিশেষ। (মেদিনী) ৮ হিরণ্যাক্ষ পুত্রবিশেষ।

"হিরণ্যাক্ষ সুতাঃ পঞ্চ বিদ্বাংসঃ সুমহাবলা।
ঝর্ঝরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসন্তাপনস্তথা।
মহানাভশ্চ বিক্রান্তঃ কালনাভস্তথৈবচ।" (হরিবংশ)

৯ বেত্রনির্ম্মিত দণ্ডবিশেষ।

"কাঞ্চনোষ্ণীষিণস্তত্র বেত্রঝর্ঝরপাণয়ঃ।" (ভা° ভী° ৯১ অঃ)

১০ পাকসাধন লৌহময় পদার্থবিশেষ, ঝাঁঝরা; ইহার পর্য্যায়—ঝল্লকী, ঝল্লী, ঝগরী, ঝঝরী।

(দেশজ) ১ উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত জলের শব্দ। ২ ঝাঁঝ। ৩ ঝাঁঝরা। ৪ কাড়া।

ঝর্ঝরক (পুং) ঝর্ঝর-সংজ্ঞায়াং কন্। কলিযুগ। (ত্রিকা°)

ঝর্ঝরা (স্ত্রী) ঝর্ঝতে নিন্দাতে ইতি ঝর্ঝ ভৎসে ঝর্ঝ অর স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ বেশ্যা। (ত্রিকাণ্ড°) ২ জলশব্দবিশেষ।

"ঝণ্টীশব্দ্যা ঝঙ্কারকারিণী ঝর্ঝরাবতী।" (কাশী° ২৯।৬১)

৩ তারাদেবী।

ঝর্ঝরাবতী (স্ত্রী) ঝর্ঝরা অস্ত্যর্থে মতুপ্। মস্য বঃ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ গঙ্গা। ২ ঝিণ্টী।

ঝর্ঝরিকা (স্ত্রী) তারিণী।

ঝর্ঝরিন্ (পুং) ঝর্ঝর অস্ত্যর্থে ইনি। শিব। "ত্বং গদী ত্বং শরী বাপী খট্টাঙ্গী ঝর্ঝরী তথা।" (ভারত-শা° ২৮৬ অঃ)

ঝর্ঝরী (স্ত্রী) ঝর্ঝর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ঝর্ঝর বাদ্যবিশেষ।

"গোমুখাড়ম্বরাণাঞ্চ ভেরীনাং মুরজঃ সহ।
ঝর্ঝরী ডিণ্ডিমানাঞ্চ ব্যশ্রূয়ন্ত মহাস্বনাঃ॥" (হরিবংশ)

ঝর্ঝরীক (পুং) ঝর্ঝ-ঈকন্। ১ শরীর। (উণাদিকোষ) ২ দেশ। ৩ চিত্র। (সংক্ষিপ্তসারে উণাদিবৃত্তি)

ঝলক (দেশজ) ১ অঞ্জলিপরিমাণ তরল দ্রব্য। ২ ঔজ্জ্বল্য, চাক্‌চিক্য, দীপ্তি।

ঝলকন (দেশজ) ঝলক উঠা।

ঝলজ্ঝলা (স্ত্রী) ঝলঝল ইত্যব্যক্তশব্দঃ অস্ত্যস্য ইতি ঝলঝল অচ্। ১ হস্তিকর্ণাস্ফালনজাত শব্দবিশেষ। (ত্রিকা°)

(দেশজ) ১ ছল ছল দৃষ্টি। ২ ঝুলন।

ঝলন (দেশজ) ঝাল দেওয়া, পাইন দ্বারা জোড় দেওয়া।

ঝলা (স্ত্রী) ঝরা পৃষো°। ১ কন্যা। ২ আতপোর্ম্মি। (মেদি°)

ঝলরী (স্ত্রী) ঝল-রা-ড। ১ হুড়ুক। ২ ঝর্ঝরবাদ্যবিশেষ। ৩ বালচক্র। ৪ কেশচক্র। (মেদি°)।

(দেশজ) ১ কোঁকড়ান চুল।

ঝলাবর (দেশজ) ১ নির্ম্মল। ২ সুন্দর। ৩ সুশ্রী।

ঝলু, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বিজনোর জেলার বিজনোর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২৯° ২০´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৫´ ১০´´ পূঃ। ইহা বিজনোর নগরের ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত এবং কৃষিজাত দ্রব্যের বাণিজ্য জন্য বিখ্যাত।

ঝল্‌ঝল (দেশজ) ১ ঝুলিয়া পড়া। ঝুলে থাকা।

ঝল্ক (দেশজ) ১ তরঙ্গপাত। ২ ঢেউ উঠা। ৩ অগ্নির তেজ।

ঝলোনী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ললিতপুর জেলার ললিতপুর তহসীলে চান্দেরীর প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহার নিকটে গোয়ালিয়রের পথে একটী পাহাড়ের উপর প্রায় ১৮ ফিট্ উচ্চ একখণ্ড চীর অর্থাৎ শিলাফলকে ১৩৫১ সংবতে (১২৯৪ খৃঃ অব্দে) উৎকীর্ণ দেবনাগরী অক্ষরে এক শিলালিপি আছে।

ঝল্কন (দেশজ) ঝলক উঠা।

ঝল্ল (পুং স্ত্রী) ঝর্চ্ছ কিপ্, তং লাতি লা-ক। ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে জাত বর্ণসঙ্করবিশেষ। এখন ঝাল নামে গণ্য।

"ঝল্লামল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেবচ।" (মনু)

মনু ইহাদের শব্দবৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ঝল্লামল্লানটাশ্চৈব পুরুষাঃ শস্ত্রবৃত্তয়ঃ।
দ্যূতপানপ্রসক্তাশ্চ জঘন্যা রাজসী গতিঃ।"

ঝল্লক (ক্লী) ঝর্চ্ছ কিপ্, তং লাতি লা-ক অথবা ঝল্ল স্বার্থে কন্। যে শব্দ করে। কাংস্যনির্ম্মিত করতালবাদ্যবিশেষ, ঝাঁজ।

"শিবাগারে ঝল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম্।
দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

ঝল্লকণ্ঠ (পুং, স্ত্রী) ঝল্লোলক্ষণয়া তৎ স্বর ইব কণ্ঠঃ যস্য বহুব্রী। পারাবত। (হারা°)

ঝল্লরা (স্ত্রী) ঝর্চ্ছ-অরন্ পৃষো°। ১ ঝর্ঝর বাদ্যবিশেষ। ২ হুড়ুক। ৩ বালককেশ। ৪ শুদ্ধ। ৫ ক্লেদ। (মেদি°)। ৬ বালচক্র, চলিত কথায় ইহাকে বালোড়ি বলে। (অজয়°)

ঝল্লরা (স্ত্রী) [ঝল্লরী দেখ।]

ঝল্লিকা (স্ত্রী) ঝল্লী-কৈ-ক পৃষো°। ১ উদ্বর্ত্তনপট, যে বস্ত্র দ্বারা গাত্রের মলা তোলা যায়। ২ দ্যোত। (মেদিঃ) ৩ দীপ্ত। ৪ উদ্বর্ত্তনমল। (শব্দর°) ৫ সূর্য্যরশ্মির তেজঃ। (দেশজ) ঝাঝা।

ঝল্লী (স্ত্রী) ঝল্ল-ঙীষ্। ঝর্ঝরবাদ্য।

ঝল্লীষক (ক্লী) নৃত্যভেদ। "ঝল্লীষকন্তু স্বয়মেব কৃষ্ণঃ সুবংশঘোষং নরদেব পার্থ।" (হরিবং ১৪৮ অঃ)

ঝল্লেলি (পুং) ডকুলাসক, টেকুয়ার বাটুল।

ঝল্লোল (পুং) ঝর্চ্ছ-কিপ্, তথাভূতঃ সন্ লোলঃ পৃষো°। [illegible]।

ঝলসান (দেশজ) অর্দ্ধদগ্ধ, আধপোড়া।

ঝষ (ক্লী) ঝষ গ্রহে-অচ্। ১ খিল। (অজয়°) ২ বন।

ঝষ (পুং স্ত্রী) ঝষ কর্ম্মণি ঘ। ১ মৎস্য। স্ত্রীলিঙ্গে জাতিত্বাৎ ঙীষ্। "বংশীকরেন বাড়িশন ঝষীরিবাম্মান্।" (আনন্দবৃন্দা°) ২ মকর। "ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি" (গীতা) ৩ মীনরাশি। "কার্ম্মুকস্তু পরিত্যজ্য ঝষং সংক্রমতে রবিঃ।" (মল° ত°) ঝষ ভাবে ক। ১ তাপ। (মেদি°) ২ গ্রীষ্ম, গরমী।

ঝষকেতু (পুং) ঝষঃ কেতুঃ যস্য বহুব্রী। মদন। (হলায়ুধ)

ঝষা (স্ত্রী) ঝষ অচ্ টাপ্। নাগবলা। (অমর)।

ঝষাঙ্ক (পুং) ঝষঃ অঙ্কে যস্য বহুব্রী। ১ কন্দর্প। উপাচারক্রমে মদনপুত্র অনিরুদ্ধকেও বুঝায় (হেম)

ঝষাশন (পুং, স্ত্র) ঝষ-অশ-ল্যু। শিশুমার। (ত্রিকা°)

ঝষোদরী (স্ত্রী) ঝষস্য উদরং উৎপত্তিস্থানং যস্যা অস্যাস্য। মৎস্যগন্ধানাম্নী ব্যাসমাতা। (ত্রিকা°) উপরিচর নৃপের শুক্রে ব্রহ্মার শাপে মৎস্যযোনিপ্রাপ্তা অদ্রিকা নাম্নী কোন অপ্সরার গর্ভে মৎস্যগন্ধার জন্ম হয়। (ভারত আ° ৬৩ অঃ)

ঝা (ওঝা), বেহারস্থ মৈথিল-ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ।

ঝাউ ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্থানের মধ্যবর্ত্তী একটী উপত্যকা। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প, উহারা বিজাঞ্জু, হলদা ও মিরবারি (ব্রাহুই) জাতীয়। সকলেই বহুসংখ্যক গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, উষ্ট্র প্রভৃতি পালন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই প্রদেশে অরণ্য বিস্তর, কৃষিকার্য্য আদৌ হয় না। এখানে নন্দাক্ল নামে একটী মাত্র গ্রাম আছে।

বহুসংখ্যক মৃত্তিকাস্তূপ ও তন্মধ্যে প্রাচীন মুদ্রাদি পাওয়ায়, এখানে পূর্ব্বে সুসভ্যজাতির বাস ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। অনেকে অনুমান করেন, আলেকসান্দর এই প্রদেশেও একটী নগর স্থাপন করিয়া যান।

ঝাউ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Tamarik Indica)। এই বৃক্ষ বহুপ্রকার। কোন কোন ঝাউ ৫০।৬০ হাত উচ্চ হয়, আবার কোন কোন প্রকার ৮।১০ হাতের অধিক বড় হয় না। এই বৃক্ষ য়ুরোপ, আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, আফ্‌গানস্থান, সিংহল ও পূর্ব্বউপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশে কোন কোনস্থলে ঝাউগাছের জঙ্গল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল গাছ সরস, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট, পত্রসকল গ্রন্থিযুক্ত কেশের ন্যায় এবং প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দীর্ঘ। সামান্য বায়ু বহিলেই উহা হইতে ঘূর্ণ্য- বাতাসের ন্যায় সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে। ইহাদের ফল প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ ও দেখিতে সিঁচুর ন্যায়; শুষ্ক হইলে কোষসকল ফাটিয়া বীজ বহির্গত হয়।

এই গাছ সকল প্রকার ভূমিতেই জন্মে; লবণাক্ত ও কঙ্করময় ভূমিতেই উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হয়। সরোবরে বেড়া, পুষ্করিণীতীর এবং বাঁধ প্রভৃতি শক্ত করিবার জন্য ঝাউগাছ রোপিত হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত, উপরের অসারভাগ শ্বেতবর্ণ, সারভাগ আরক্তবর্ণ। সচরাচর লাঙ্গল ও অন্যান্য মোটা কার্য্যেই ঝাউকাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় উহাতে খাটিয়া, গাড়ীর চাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই কাষ্ঠে জ্বালানি ব্যতীত অপর কার্য্য হয় না। ইহার ক্ষুদ্র শাখা দ্বারা ঝুড়ি তৈয়ার হয়। একপ্রকার ঝাউগাছ মরুভূমিতেও জল ব্যতীত জন্মে। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা একজন্য উহারই জ্বালানি করে। ঝাউ কাষ্ঠের ভস্ম অত্যন্ত ক্ষারগুণসম্পন্ন। ইহাদের শাখা ও বীজ উভয় হইতেই গাছ জন্মে।

একপ্রকার ছোট ঝাউগাছের পাতা চেপ্টা, ঘন এবং পাখার ন্যায়। এই প্রকার বৃক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর এবং সরোবর তীরে বা উদ্যানে শোভার্থ রোপিত হইয়া থাকে। অপর এক প্রকার ঝাউগাছের পত্র ঈষৎ আরক্তিম, অতি ক্ষুদ্র ও গুচ্ছবদ্ধ। এই প্রকার ঝাউকে লালঝাউ বা রক্তঝাউ কহে।

একপ্রকার ঝাউগাছের কচি পল্লব ঈষৎ লবণাক্ত। মূলতানের নিকটস্থ দরিদ্র লোকেরা লবণের পরিবর্ত্তে ঐ পল্লব ভিজান জলদ্বারা রুটী প্রস্তুত করে।

অনেক ঝাউগাছের শাখায় এক প্রকার কীট বাস করিয়া ফলের ন্যায় গুটিকা উৎপন্ন করে। ঐ সকল গুটিকা মাজুফলের ন্যায় এবং অতিশয় তিক্তকষায় গুণসম্পন্ন। এই গাছের ছালও তিক্তকষায় গুণযুক্ত। ঐ উভয় প্রকার দ্রব্যই বস্ত্রাদি রঞ্জিত ও চামড়া ক্রস করিতে ব্যবহৃত হয় এবং সঙ্কোচ ও বলকারক ঔষধরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্থানীয় ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ইহার জল অনেক সময় অত্যন্ত উপকারী। বৃক্ষের পল্লবও ঐ সকল কার্য্যে সময় সময় ব্যবহৃত হয়। ঝাউগাছের গুটি ছোটময়েন, বড়ময়েন প্রভৃতি নামে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে ঐ সকল গুটি আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপে রপ্তানী হয়।

ঝাউগাছের আঠা বড় অধিক কাজে আইসে না। আরবদেশে সিনাই পর্ব্বতে একরূপ ঝাউগাছ জন্মে, উহাদের গায়ে কখন কখন শাদা ছাতা পড়ে। ঐ সকল ছাতা বৃক্ষস্থ শর্করা হইতে জন্মে। এদেশে ঐরূপ ছাতা জন্মে না, কিন্তু সিন্ধু প্রভৃতি অনেক স্থলে ঝাউবৃক্ষজ এক পদার্থ হইতে একপ্রকার মিষ্টরস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঝাউয়াকলা (দেশজ) একপ্রকার কদলীবৃক্ষ।

ঝাউয়ানেবু (দেশজ) একপ্রকার নেবু গাছ।

ঝাঁই (দেশজ) ভস্ম, ছাই।

ঝাঁইমরিচ (দেশজ) লালমরিচ।

ঝাঁইশর্ষা (দেশজ) খানা খাইবার সময় যে সর্ষপ ব্যবহার করে, রাইসরিষা।

ঝাঁক (দেশজ) দল, সমূহ। "হাঁকে হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে টাঙ্গি শেল রাখে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।৪)

ঝাঁকন (দেশজ) ১ ঝুঁকিয়া পড়া। ২ তর্জ্জন-গর্জ্জন।

ঝাঁকা (দেশজ) বংশনির্ম্মিত ভারবহ পাত্র।

ঝাঁঝ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ কাঁসরের বাদ্য। ৩ কোপাদি বা বিরক্তি ভাবদ্বারা যে অস্পষ্ট শব্দ করা যায়। ৪ তেজস্কর পদার্থের তেজঃ। ৫ উত্তাপ। ৬ উগ্রতা।

ঝাঁঝর (দেশজ) ১ বহু ছিদ্রযুক্ত। (স্ত্রী) ২ কাঁসর।

ঝাঁঝরা (দেশজ) ঝাঁঝরী।

ঝাঁঝরী (দেশজ) ১ বহুছিদ্রযুক্ত দর্ব্বী, যে হাতায় অনেক ছিদ্র আছে। ২ জলসেচন পাত্র।

ঝাঁঝলি (দেশজ) ১ অনুরাগী। ২ প্রচণ্ড। ৩ ঝগড়াটে। ৪ ঝোঁক।

ঝাঁঝাঁ (দেশজ) সূর্য্যকিরণের তীক্ষ্ণতা, সূর্য্যের কিরণ অতিশয় প্রখর হইলে যেন ঝাঁঝাঁ শব্দ হয়।

ঝাঁঝি (দেশজ) জলজ লতাভেদ। Utricularia Fasciculata ইহা বসন্তকালে ক্ষুদ্র অপরিষ্কার জলের উপর বিস্তর জন্মিয়া থাকে।

ঝাঁট (দেশজ) সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার।

ঝাঁটন (দেশজ) ঝাড়িয়া পরিষ্কার করা।

ঝাঁটা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী, খাঙ্গরা।

ঝাঁটী (দেশজ) খড়ের ছাওনি।

ঝাঁটো (দেশজ) শীঘ্র, দ্রুত।

ঝাঁপ (দেশজ) ১ লম্ফ। ২ চড়কে উৎসবকালে মঞ্চ হইতে লম্ফ দেওয়া।

"ভক্তগণে বলে রাণী সবে যাও ঘর।
ঝাঁপায়ে ত্যজিব তনু শালে দিয়ে ভর॥" (শ্রীধর্ম্মম° ৫।৭১)

ঝাঁপতাল, তালবিশেষ, ইহা চারিটী পদ এবং দশমাত্রায় তাল, বোল যথা

+		১					১		
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ধা	গে	ধা	গে	দিন্	তা	কে	ধা	কে	দিন্

(সঙ্গীতদা°)

ঝাঁপসন্ন্যাস (দেশজ) মহাদেবের উৎসব বিশেষ, চড়কের

সময় বা কোন শিবোৎসবের দিনে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসিগণ শিবের প্রীতিকামনায় মঞ্চের উপরিভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। আমাদের দেশে চড়কের সময় হইয়া থাকে।

ঝাঁপনি (দেশজ) লম্ফ প্রদান।

"ঝাঁপনি কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঝাঁপা (দেশজ) মস্তকের আভরণবিশেষ।

ঝাঁপান (দেশজ) দশহরাদিনে নীচলোকের উৎসববিশেষ। মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ঝুলিলে সাপ লইয়া নানা প্রকার কৌতুক করিয়া থাকে।

ঝাঁপানিয়া (দেশজ) ঝাঁপানকারী।

ঝাঁপিপেটারী (দেশজ) [ঝাঁপী দেখ।]

ঝাঁপী (দেশজ) বেত্রাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, পেটরা, পেটক।

ঝাঁসি (ঝান্সী) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটী বিভাগ। এই বিভাগে ঝাঁসি, জলাউন ও ললিতপুর এই তিনটী জেলা আছে। অক্ষা° ২৪° ১১´ হইতে ২৬° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৪´ এবং ৭৯° ৫৫´ পূঃ। এই বিভাগের এক বিস্তীর্ণ অংশ বুন্দেলখণ্ড বলিয়া খ্যাত। পরিমাণফল ৪৯৮৩.৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে প্রায় ২১৪৯ বর্গমাইলে চাষ হইয়া থাকে। ইহাতে ছোট বড় ১২টী নগর আছে। এই বিভাগের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। চামারজাতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অন্যান্য জাতি কাছি, লোধি, আহীর, কোরি, কুড়মি, বেণিয়া, গদারিয়া, তেলী ও নাই যথাক্রমে সংখ্যায় অল্প।

মৌ, কাল্পী ও ললিতপুর এই তিনটী প্রধান নগর। এই বিভাগে ৩১টী দেওয়ানী ও কলেক্টরী এবং ৩২টী ফৌজদারী আদালত আছে।

ঝাঁসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কমিশনরের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ৩´ ৪৫´´ হইতে ২৫° ৪৮´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২২´ ১৫´´ হইতে ৭৯° ২৭´ ৩০´´ পূঃ। পরিমাণফল ১৫৬৭ বর্গমাইল। এই জেলা ঝাঁসি বিভাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে গোয়ালিয়র ও শামঠার রাজ্য ও জলাউন জেলা। পূর্ব্বে ধসাননদী ও তাহার পারে হামিরপুর জেলা, দক্ষিণে ললিতপুর ও উর্চ্চা রাজ্য এবং পশ্চিমে দাতিয়া, গোয়ালিয়র ও খনিয়াধানা রাজ্য।

এদিকে বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্য ও জায়গীর আছে। উহাদের দুই চারিটা গ্রাম জেলার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, আবার কোথায় জেলার ইংরাজশাসনাধীন দুই একটা গ্রাম চারিদিকে দেশীয় রাজ্যবেষ্টিত হইয়া আছে। তজ্জন্য অনেক সময় বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ সময়ে শাসনকার্য্যের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। প্রাচীন ঝাঁসিনগর এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত; ঐ প্রাচীন ঝাঁসির সন্নিহিত ঝাঁসি নোয়াবাদ নামক স্থানে জেলার আদালত ইত্যাদি অবস্থিত। মৌনগর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনাকীর্ণ।

বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্যপ্রদেশের একাংশ লইয়া ঝাঁসি জেলা গঠিত। ইহার দক্ষিণভাগে বিন্ধ্যশ্রেণীর প্রান্তস্থিত অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। উহাদের উপত্যকাপথে নদীগণ দ্রুতবেগে উত্তরাভিমুখে যমুনার দিকে ধাবিত। পাহাড়সকলের চূড়ায় প্রায় কোন বৃহৎ বৃক্ষাদি নাই, অধিত্যকা প্রদেশ তৃণাদি পূর্ণ, সানুদেশে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। করার দুর্গ উহাদের উচ্চতম পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

উত্তরভাগের ভূমি প্রায় সমতল ও মধ্যে মধ্যে বিরল অনুচ্চ একটা একটা পাহাড় ও জলপ্রবাহ দ্বারা উৎখাত; গভীরগর্ত্ত সকল স্থানে স্থানে বিদ্যমান। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে অনেক সুবৃহৎ সরোবর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল সরোবরের অনেকগুলি তিন দিকে অত্যুচ্চ পাহাড় এবং অবশিষ্টদিক্ পাকা গাঁথনি দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ। ইহাদের অনেকগুলি প্রায় ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে মহোবার চন্দেল রাজগণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েকটী খৃষ্টীয় ১৭শ বা ১৮শ শতাব্দীতে বুন্দেলরাজগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। ঝাঁসির প্রায় ১২ মাইল পূর্ব্বে বারোয়াসাগর নামক সরোবর ও ইহার প্রায় ৮ মাইল পূর্ব্বে অজর সরোবর। তাহার ৮ মাইল পূর্ব্বেস্থিত কাচনেরা সরোবর বৃহৎ।

ঝাঁসির উত্তরভাগের ভূমি সমতল ও কৃষ্ণবর্ণ। এই ভূমি মার নামে খ্যাত এবং কার্পাসোৎপাদনের অতি উপযোগী। পাহুজ, বেতবা (বেত্রবতী) ও ধসান নামক তিনটী নদী ঝাঁসিকে প্রায় বেষ্টন করিয়া আছে। বর্ষার সময় ঐ সকল নদীতে বন্যা হইয়া ঝাঁসির অন্যান্য স্থানের সংস্রব একবারে বন্ধ হইয়া যায়। গবর্মেণ্ট রক্ষিত জঙ্গলের পরিমাণ প্রায় ৭০০০০ বিঘা। ঝাঁসি পরগণার দক্ষিণভাগে বেত্রবতীনদী তীরস্থ গভীর অরণ্যেই কড়িকাঠ হইবার মত বৃক্ষ আছে। অরণ্যে খদির, রিউলাঢাক (পলাশ) প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। কড়িকাঠ ভিন্ন ঘাস বিক্রয় করিয়াও গবর্মেণ্টের বিস্তর লাভ হয়। অরণ্যে ব্যাঘ্র, চিত্রব্যাঘ্র, তরক্ষু, নানাজাতীয় হরিণ, বন্য কুক্কুর ইত্যাদি বাস করে।

ইতিহাস। অনেকে অনুমান করেন পরিহার রাজপুতেরাই প্রথমে ঝাঁসিতে রাজ্যস্থাপন করেন; তৎপূর্ব্বে ইহা আদিম অসভ্য জাতির বাসস্থান ছিল। আজিও পরিহারগণ

ঝাঁসির ২৪টী গ্রাম দখল করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সুস্পষ্ট বিবরণ কিছুই জানা যায় না। চন্দেল্লবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকাল হইতে ঝাঁসির বিবরণ অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট। [চন্দ্রাত্রের দেখ।] ইহাদের রাজত্বকালেই ঝাঁসির পর্ব্বত মধ্যে বর্ত্তমান বৃহৎ সরোবর সকল প্রস্তুত হয়। চন্দেল্লরাজবংশের পর তাঁহাদিগের অধীনস্থ খাঙ্গড়গণ রাজ্য অধিকার করে। ইহারাই করারদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর সমকালে বুন্দেলা নামক একদল নিম্নশ্রেণীর রাজপুতজাতি এই প্রদেশ অধিকার করিয়া মাউনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে তাহারা করার অধিকার করিয়া তাঁহাদের নাম দ্বারা অভিহিত বর্ত্তমান সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে রাজ্য বিস্তার করেন। বুন্দেলাবীর রুদ্রপ্রতাপ উর্চ্ছানগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী করেন। বর্ত্তমান অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বুন্দেলাগণ ঐ রুদ্রপ্রতাপের বংশধর বলিয়া পরিচিত। রুদ্রপ্রতাপের পরবর্ত্তী রাজগণ সময়ে সময়ে দিল্লীসরকারে কর প্রদান করিলেও একরূপ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে উর্চ্ছারাজ বীরসিংহ ঝাঁসির দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইনি রাজপুত্র সেলিমের প্ররোচনায় সম্রাট্ অকবরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল-ফজলের প্রাণবধ করিয়া অকবরের কোপানলে পতিত হন।

১৬০২ খৃষ্টাব্দে বীরসিংহের দমনার্থ একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। সৈন্যগণ ঐ প্রদেশ লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিল, বীরসিংহ পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহার প্রভু যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনি পুনর্ব্বার নিজরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে শাহজহান সম্রাট্ হইলে বীরসিংহ বিদ্রোহী হন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্রাট্ তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বপদে স্থায়ী রাখিলেও বীরসিংহের আর পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা ও স্বাধীনতা রহিল না। ইহার পর তথায় ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল এবং উর্চ্ছারাজ্য কখন বা মুসলমানদিগের হস্তে কখন বা বুন্দেলা-সর্দ্দার চম্পৎরাও ও তৎপুত্র ছত্রশালের হস্তে আইসে। অবশেষে ১৭০৭ খৃঃ অব্দে বুন্দেলার মহাবীর ছত্রশাল সম্রাট্ বাহাদুরশাহের নিকট হইতে বর্ত্তমান ঝাঁসি সমেত নিজাধিকৃত সমস্ত ভূভাগ দখল করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মুসলমান সুবাদারগণ তথাপিও বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিতে লাগিল। পুনঃপুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া ছত্রশাল ১৭৩২ খৃঃ অব্দে পেশবা বাজীরাও চালিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই সময়ে মধ্যপ্রদেশ আক্রমণ করিতেছিল। ছত্রশালের প্রস্তাব শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বুন্দেলখণ্ডে আগমন করিল। যুদ্ধশেষে ছত্রশাল পুরস্কারস্বরূপ নিজ রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্রীদিগকে দান করিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন একটা ছল ধরিয়া উর্চ্ছারাজ্য আক্রমণ ও অন্যান্য প্রদেশসহ নিজরাজ্য-ভুক্ত করিল। তাহাদের সেনাপতি ঝাঁসিনগর সংস্থাপন করিলেন এবং উর্চ্ছা হইতে অধিবাসী আনিয়া তথায় বাস করাইলেন।

ইহার পর প্রায় ৩০ বৎসরকাল ঝাঁসি প্রধান মহারাষ্ট্র-পেশবাদিগের অধীন ছিল, তৎপরবর্ত্তী সুবাদারগণ একরূপ স্বাধীনভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। সুবাদার শিবরাও ভাওয়ের রাজত্বকালে ইংরাজগণ তাঁহার সহিত ১৮০৪ খৃঃ অব্দে সন্ধি করিয়া সাহায্য দান অঙ্গীকার করিলেন। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে শিবরাও ভাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র রামচন্দরাও সুবাদার হইলেন। এই সময়ে পেশবা সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের অধিকার ইংরাজদিগকে অর্পণ করিলেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট রামচাঁদরাওয়ের রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রামচাঁদ রাওয়ের সুবাদার আখ্যা ঘুচাইয়া রাজা আখ্যা দেওয়া হইল। কিন্তু রামচাঁদ নিজ পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না, তাঁহার রাজস্ব হ্রাস হইতে লাগিল এবং বিপক্ষ সেনা নানাস্থল লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান রামচাঁদের মৃত্যু হইলে চারিজন ঐ রাজ্য প্রাপ্তির দাবী করিল। ইংরাজগবর্মেণ্ট রামচাঁদের খুল্লতাত ও শিবরাও ভাওয়ের ২য় পুত্র রঘুনাথরাওকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার সময়ে রাজস্ব আরও কমিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার সময়ের ¼ এক চতুর্থাংশ হইয়া দাঁড়াইল। ইনি বিলাসিতা ও অমিতাচারিতাদোষে রাজ্যের অনেকাংশ গোয়ালিয়র ও উর্চ্ছা-রাজার নিকট বন্ধক দিয়া ফেলিলেন। ইনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বহু ঋণ রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

রঘুনাথের কেহ প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল না। চারি জন রাজ্যের দাবী করিলেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট কমিশন দ্বারা শিবরাও ভাওয়ের একমাত্র বংশধর পূর্ব্ব রাজার ভ্রাতা গঙ্গাধররাওকে রাজ্য প্রদান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বুন্দেল-খণ্ডের পলিটিকাল এজেন্সী ঝাঁসির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঙ্গাধররাও রাজা হইলে পরও রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা হইবার ভয়ে বৃটীশ এজেন্সী দ্বারা উহার শাসন-কার্য্য চলিতে লাগিল এবং রাজা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ শাসনে শীঘ্রই ইহার রাজস্ব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট গঙ্গাধরকে শাসনভার প্রদান করিলেন। গঙ্গাধর দক্ষতাসহকারে রাজস্বাদি আদায়

এবং অজন্মাকালে কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া রাজা সুশাসন করেন। তিনি প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন। ঝাঁসি প্রদেশ ইংরাজরাজ্য ভুক্ত হইল এবং জলাউন ও চন্দেরী জেলার সহিত একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। মৃত গঙ্গাধরের পত্নী ঝাঁসির রাণীকে একটী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রাণী নানা কারণে ইংরাজদিগের উপর জাতক্রোধ হইলেন। প্রথমতঃ তিনি দত্তক গ্রহণ করিতে পাইলেন না, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার রাজ্যে গোহত্যা হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভয়ানক ক্রোধ হইল। তিনি গোহত্যা ও অন্যান্য ধর্ম্মবিগর্হিত ব্যাপারের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে ঝাঁসি সহজেই যোগ দিল। ৫ই জুন ১২শ পদাতিক সৈন্যদলের কয়েক জন সহসা বিদ্রোহী হইয়া গুলি, বারুদ ও অর্থভাণ্ডার প্রভৃতি অধিকার করিল। অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী হত হইল। প্রায় ৬৬ জন একটা দুর্গে আশ্রয় লইল, কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। এই হতভাগ্যগণ সিপাহীদিগের গঙ্গাজল ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথপূর্ব্বক অভয়দানে জীবনের আশা করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই হত হইল। ঝাঁসির রাণী বিদ্রোহীদিগের নেত্রী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিলেন, কিন্তু অন্যান্য বিদ্রোহী সর্দ্দারগণ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। উর্চ্ছার সর্দ্দারগণ ঝাঁসি আক্রমণ করিয়া উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। বহুসংখ্যক অধিবাসী অন্নাভাবে নিরাশায় প্রাণত্যাগ করিল এবং বিস্তীর্ণ জনপদ এরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যায় যে, বহুকাল পরে কথঞ্চিৎ উহার ক্ষতি পূরণ হয়। সার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল ঝাঁসি অধিকার করিলেন এবং কাল্পী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার গমনের পর পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। অবশেষে ১১ই আগষ্ট তারিখে কর্ণেল লিডেল (Colonel Liddel) পরিচালিত সৈন্যগণ বিদ্রোহীসেনাকে একবারে বিদূরিত করিল। ইহার পর আরও কয়েকটা সামান্য সামান্য যুদ্ধ ঘটে, অবশেষে নবেম্বর মাসে শান্তি স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যেই ঝাঁসির রাণী তাঁতিয়াতোপিসহ পলায়ন করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের গিরিদুর্গের নিকট যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হন। [লক্ষ্মীবাই দেখ।] তদবধি ঝাঁসি জেলা ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ বা বন্যা প্রভৃতি দৈব বিড়ম্বনা ভিন্ন সম্প্রতি কোন বিপ্লব ঘটে নাই।

ঝাঁসিতে দৈবী ও মানুষী আপদের সমান উপদ্রব। কখনও দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি কখন বা মুষলধারে বৃষ্টি দেশ উৎসন্ন করিতেছে, তাহার উপর আবার ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য রাজগণ এরূপ নিপীড়ন করিয়া প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিত যে, তাহারা অতি হীনভাবে কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ করিত, তাহার উপর রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশ ছারখার করিয়া ফেলিত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে যখন এই জেলা ইংরাজ শাসনাধিকৃত হয়, তখন ইহার অধিবাসী অধিকাংশই অতি দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত। কৃষকবর্গ সমস্তই মহাজনদিগের নিকট ঋণজালে জড়িত ছিল। হিন্দু রাজাদিগের নিয়মে ঋণ পিতা হইতে পুত্রে গমন করে, কিন্তু উত্তমর্ণ ঋণদায়ে অধমর্ণের ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না। ইংরাজশাসনের সহিত জমি নীলামের প্রথাও প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অধিবাসিগণের দুর্দ্দশা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। আবার তাহার পরই ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহে দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। দুর্ভিক্ষ ও বন্যারও কথাই নাই। অবশেষে গবর্মেণ্ট ঝাঁসি জেলাকে এইরূপ নিতান্ত দরিদ্র দেখিয়া প্রজাকুলের হিতার্থ ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তথায় এক নূতন আইন প্রচলন করিলেন। ইহা দ্বারা ঋণগ্রস্ত প্রজাবর্গকে একবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে রক্ষা করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ ভূম্যধিকারী ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপস্থলে তাহাদের ঋণের আদ্যোপান্ত তদন্ত করিয়া যদি ঐ ঋণের প্রদত্ত সুদ অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, এরূপস্থলে ঋণ কমাইয়া কিংবা অধমর্ণকে একেবারে মুক্তি দেওয়া হইতে লাগিল। এই সকল কার্য্যের জন্য একজন পৃথক্ জজ নিযুক্ত হইলেন। ইহা ব্যতীত অসহায় দেউলিয়া প্রজাবর্গকে গবর্মেণ্ট অতি অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন আর কোন উপায়েই তাহাদের ঋণশোধ হইল না, তখন গবর্মেণ্ট ঐ প্রজাগণের সম্পত্তি ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সকল নিয়ম স্থাপন জন্য প্রজাকুলের বিস্তর উপকার সাধিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত এখানে গবর্মেণ্টের প্রাপ্য রাজস্বের হার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম।

কেবলমাত্র ললিতপুর ব্যতীত এই ঝাঁসি জেলার ন্যায় অল্প অধিবাসীযুক্ত জেলা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আর নাই। ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ হইতে ইহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু কয়েকটা দুর্ভিক্ষে ইহার অনেক অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের পর ১৮৭২ পর্য্যন্ত ঐ আট বৎসর প্রায় ৩৯,৬১৬ জন প্রজা হ্রাস হয় অর্থাৎ লোকসংখ্যা ৩,৫৭,৪৪২ হইতে ৩,১৭,৮২৬ জন হইয়া যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে

ইহার লোকসংখ্যা অল্পমাত্রা বৃদ্ধি হইয়া ৩,৩৩,২২৭ জন হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বরাজগণের অতিরিক্ত কর-ভারে, ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহী-দিগের উৎপীড়নে এবং বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দেশব্যাপী মহামারী প্রভৃতি বিপদে অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করিত কিংবা দেশ-ত্যাগ করিয়া যাইত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ঝাঁসির পরিমাণফল প্রায় ২৯২২ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা আনুমানিক ২,৮৬,০০০ ছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে পরিমাণফল অনেক অল্প অর্থাৎ ১৫৬৭ বর্গমাইল হইলেও লোকসংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঝাঁসির অধিবাসীগণ প্রায় সকলেই হিন্দু, শতকরা প্রায় ৪ জন মাত্র মুসলমান। পশুহত্যা অধিবাসীদিগের বড়ই বিরক্তিকর। জৈন ও শিখদিগের সংখ্যা আরও অল্প। তদ্ভিন্ন পারসী ও ব্রাহ্ম ২১৪ জন বাস করে এবং কর্ম্মোপলক্ষে অনেক খৃষ্টান সৈন্য, কর্ম্মচারী প্রভৃতি আসিয়া বাস করিতেছে।

অধিবাসী হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা চামার ব্যতীত আর সকল জাতি অপেক্ষা অধিক। তদ্ভিন্ন রাজপুত, কায়স্থ, বেণিয়া, কাছি, কুর্ম্মি, আহীর, কোরী, লোধি প্রভৃতি জাতির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। আদিম অসভ্যজাতিও অল্পসংখ্যক বাস করে। আহীরগণ ১০৭, ব্রাহ্মণগণ ১০২, রাজপুতগণ ৬৬, লোধিগণ ৬৮, কুর্ম্মিগণ ৪৪ এবং কাছিগণ ৭টী গ্রাম দখল করে। রাজপুতদিগের অধিকাংশই বুন্দেলা-জাতীয়। অনেক নীচ ও অসভ্যজাতি নিম্নশ্রেণীস্থ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

ঝাঁসি জেলার মাউ, রাণীপুর, গুড়সরাই, বড়বাসাগর ও ভাণ্ডের প্রভৃতি ৫টী নগরে পঞ্চ সহস্রাধিক লোক বাস করে। ঝাঁসি নোয়াবাদ নগরে জেলার আদালত, সৈন্যের ছাউনি ও মিউনিসিপালিটী থাকিলেও ইহার লোকসংখ্যা তিন সহস্রের অধিক নহে।

কৃষি। ঝাঁসির ভূমি স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর, তাহার উপর প্রায়ই বৃষ্টির অভাব এবং খালদ্বারা কৃত্রিম উপায়ে জলসেচনের অসুবিধা হেতু এখানকার চাষের অবস্থা বড় মন্দ। বেশ সুফলা হইলে সে বৎসর ইহার অধিবাসীদিগের পক্ষে শস্যাদি কথঞ্চিৎ পর্য্যাপ্ত হইয়া থাকে, অল্প হানি হইলেই অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ফলে অনেক সময়েই এই দশা ঘটিয়া থাকে। রবিশস্যের মধ্যে গোধূম, যব, ছোলা প্রভৃতি কলায় এবং সর্ষপাদি প্রধান। শরৎকালে জোয়ার, বাজ্‌রা, তিল, কার্পাস এবং কোদো জন্মে। এতদ্ভিন্ন রক্তবর্ণ ছিট করিবার জন্য আইচ নামক বৃক্ষের মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই মূল এখানকার প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিতে জন্মে। মাউরাণী-পুরের বিখ্যাত খেরুয়া কাপড় এই আল বা আচ্‌ দ্বারা রঞ্জিত হয়। ঝাঁসি ও বুন্দেলখণ্ডের অনেক স্থলে কৃষকগণ এই আচ্‌ বিক্রয় করিয়াই রাজস্ব প্রদান করে, অনেক স্থলে আচের পরিবর্ত্তে শস্য ক্রয় করিয়া তথাকার শস্যের অভাব মোচন হয়। অনেক সময় শস্যক্ষেত্রে অধিক ঘাস জন্মিয়া শস্যের সমূহ ক্ষতি করিত, সম্প্রতি বহু কষ্টে নির্ম্মূল করা হইয়াছে। ঝাঁসির উৎপন্ন শস্য ঝাঁসিতেই সঙ্কুলান হয় না, তথাপি সুবৎসরে আশাতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায়, কখন কখন ইহা হইতে কতক-পরিমাণে শস্যাদি রপ্তানী হইতেছে।

এখানে জলসেচনের বন্দোবস্ত অতি হীন। পূর্ব্বে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সরোবর বা কৃত্রিম হ্রদের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সংস্কারাভাবে এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে এবং অত্যল্প স্থানে জল দান করিতে পারে। যাহা হউক সম্প্রতি গবর্মেণ্ট ঐ সকল পুষ্করিণীর সংস্কার ও খাল প্রভৃতি খননে মনোযোগ করিয়াছেন। কৃষকমাত্রেই অতি দরিদ্র, একটী অজন্মা হইলেই তাহাদের সর্ব্বনাশ হয়, তখন মহাজনের নিকট ঋণ ভিন্ন অন্য উপায় থাকে না। বেতবা ও ধসান নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রায়ই অনাবৃষ্টি হয়, সুতরাং তথাকার কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত দুর্দ্দশাপন্ন, ঋণ ছাড়া কেহ নাই। ইংরাজশাসনকর্ত্তাগণ প্রথম আসিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের ন্যায় কঠোররূপে কর আদায় করিতেছিলেন, পরে গবর্মেণ্ট প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া সদয় হইয়াছেন। এখন এখানকার রাজস্ব অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক কম।

ঝাঁসিতে দৈব-বিড়ম্বনা অধিক, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। অজন্মা, অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি বিরল নহে। দুর্ভিক্ষ প্রায় ৫ বৎসর বাদ থাকে না। সরকার রিপোর্টে প্রকাশ, সুবৎসরে ঝাঁসিতে মোটামুটী যত শস্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে অধিবাসীগণের দশ মাসের অধিক চলিতে পারে না, সুতরাং তাহার উপর অজন্মা হইলেই দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

১৭৮৩, ১৮০৩, ১৮৩৭, ১৮৪৭, ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষ সময়ে সাহায্যদানার্থ কর্ম্ম (Relief work) খুলিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে শস্যাদি রপ্তানি করিয়া প্রজাগণের দুঃখ মোচন করিয়াছেন। দেশীয় রাজ্যের শাসনভুক্ত অনেক গ্রাম ঝাঁসির সীমার মধ্যে থাকায় রিলিফকার্য্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটে।

বাণিজ্য। ঝাঁসি হইতে শস্য রপ্তানী হয় না, বরং অনেক পরিমাণে এখানে আমদানী হইয়া থাকে, উহার পরিবর্ত্তে ঝাঁসি হইতে কার্পাস ও আল রং অন্য স্থানে প্রেরিত হয়।

শিল্প-দ্রব্যাদি নাই বলিলেও হয়, কেবলমাত্র খেরুয়া নামক লালকাপড় কতক প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলায় বা ইহার পার্শ্বে কোথাও রেলপথ নাই। ঝাঁসি হইতে কাল্পি দিয়া কাণপুর যাইবার পাকা রাস্তা ও নদী প্রভৃতির উপর সেতুদ্বারা সুগম পথ আছে। অন্যান্য রাস্তাগুলি বন্যার সময় অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

শাসন। ঝাঁসি বেকন্দবস্তীমহল মধ্যে গণ্য, অর্থাৎ এখানে একই জন রাজকর্ম্মচারী দেওয়ানী, ফৌজদারী ও খাজনাবিষয়ক বিচার করেন। একজন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন আসিষ্টাণ্ট কমিশনর, ৩ জন অতিরিক্ত আসিষ্টাণ্ট কমিশনর ও ৪ জন তহশীলদার দ্বারা শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঝাঁসি বিভাগের কমিশনর ঝাঁসিনোয়াবাদে বাস করেন। এখানে ১০টী ফৌজদারী ও ১০টী দেওয়ানি আদালত আছে। তদ্ভিন্ন পুলিশ চৌকিদার প্রভৃতির সংখ্যা প্রায় ১২০০। জেলার সদরে একটী জেল ও মাউনগরে একটী হাজত আছে। কয়েদীদিগের অধিকাংশই চৌর্য্যাপরাধে বন্দী।

এখানে বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা ভাল নহে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর উন্নতির পরিবর্ত্তে ইহার অবনতিই হইয়া আসিতেছে; অনেক বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে।

এই জেলা ২টী তহসীলে বিভক্ত। ইহাতে ২টী মিউনিসিপ্যালটি আছে; একটী মাউ-রাণীপুরে ও অপরটী ঝাঁসি নোয়াবাদ নগরে।

জেলার সদর ঝাঁসিনোয়াবাদ, প্রাচীন ঝাঁসি নগরের অতি নিকটে অবস্থিত। এই প্রাচীন নগর গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত ও ঝাঁসিনোয়াবাদের প্রায় ১১ গুণ বড়। এই কারণে নূতন নগরের অনেক অসুবিধা হইয়া থাকে। ঝাঁসি জেলার মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভিন্নভিন্ন শাসনাধিকৃত প্রদেশ সকল পরিবর্ত্ত করিয়া জেলার অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ একচাপে আনিবার জন্য অনেকবার কল্পনা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন ফল হয় নাই।

অনাবৃষ্টি, বৃক্ষলতাশূন্য পর্ব্বত ও মরুপ্রদেশের তাপ বিকীরণ হেতু ঝাঁসি জেলার বায়ু সাধারণতঃ উষ্ণ ও শুষ্ক। কিন্তু ইহার জলবায়ু মোটের উপর স্বাস্থ্যকর। বৎসরে গড় তাপাংশ ফারণহিটের ৮০°।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গত ২০ বৎসরের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৩৫°২৪ ইঞ্চি। পর বৎসর ৫০°৮৫ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়। অধিবাসীগণ প্রায়ই অনাহারে দুর্ব্বল, সুতরাং সামান্য পীড়াতেই কাতর হইয়া পড়ে ও প্রাণত্যাগ করে। মাউ-রাণীপুরে ও ঝাঁসিনোয়াবাদে দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশান্তর্গত ঝাঁসি জেলার পশ্চিম ভাগের একটী তহসীল। পরিমাণফল ৩৭৮ বর্গমাইল। এই তহসীল বেত্রবতী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ইহার পর্ব্বতময় ভূভাগের স্থানে স্থানে পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণের গ্রামাবলী বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খলভাবে স্থানে স্থানে বিরাজিত। প্রায় ১৮৬ বর্গমাইল স্থানে শস্যাদি জন্মে। এই তহসীলে ১টী দেওয়ানি আদালত ও ১১টী থানা আছে।

ঝাঁসি নওয়াবাদ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশান্তর্গত ঝাঁসি জেলার সদর। অক্ষা° ২৫° ২৭´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭´ পূঃ। এই সহর ঝাঁসি জেলার পশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন ঝাঁসি নগরের প্রাচীর-সন্নিকটে অবস্থিত। প্রাচীন ঝাঁসি নগর এবং ঝাঁসি দুর্গ এখন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত। দুর্গের নিম্নে গবর্মেণ্টের আদালত, সৈন্যনিবাস ও অন্যান্য গৃহাদি বিদ্যমান আছে। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গমধ্যস্থ রাজবাটী ও প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত গোলাকার প্রাসাদশিখর অতি বিস্ময়কর। কথিত আছে, পূর্ব্বে ইহাতে ৩০।৪০টা কামান থাকিত। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব এই দুর্গ অধিকার করে ও দুর্গের অনেক স্থান ভগ্ন করিয়া ফেলে। ইহার রাস্তা-ঘাট ও বাজার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রাচীন ঝাঁসির পূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশে ঝাঁসি নওয়াবাদ অবস্থিত। গ্রীষ্মের সময় এখানে দারুণ গ্রীষ্ম হয়, তখন অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ছায়াতেও তাপমানযন্ত্রে ১০৮° তাপ হইয়া থাকে। বর্ষাকালে বেত্রবতী নদীতে বন্যা হইলে ইহার সহিত চতুর্দ্দিকের সংস্রব একবারে বন্ধ হইয়া যায়। এখানে জেলার প্রধান আদালত, তহসীল, থানা, বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও ডাকঘর আছে:

ঝাঁসির রাণী [লক্ষ্মীবাই দেখ।]

ঝাঙ্কৃত (ক্লী) ঝাঁমিত্যব্যক্তশব্দস্য কৃতং করণং যত্র বহুব্রী। ১ চরণের অলঙ্কারবিশেষ, পাঁয়জোর। ২ ঝাঁ ঝাঁ শব্দ।

ঝাজরি (দেশজ) রন্ধনযন্ত্রভেদ। কোন জিনিস ভাজা হইলে ইহাতে তুলিয়া রাখা হয়। [ঝাঁঝরী দেখ।]

ঝাজ্জর, পঞ্জাবপ্রদেশস্থ রোহতক জেলার দক্ষিণদিকের একটী তহসীল। এই তহসীলের কতক অংশ বালুকাময়, নজাফগড় নামক ঝিলের নিকটস্থ স্থান জলাময়। পরিমাণফল ৪৬৯ বর্গ মাইল। বাজরা, জোয়ার মুগ, যব, ছোলা, গোধূম প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। একজন সহকারী কমিশনর, একজন তহসীলদার ও একজন অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারকার্য্য সম্পন্ন করেন। ২টী দেওয়ানি, ৩টী ফৌজদারী ও দুইটী থানা আছে। রিবারি-ফিরোজপুর রেলপথ এই তহসীলের প্রান্ত দিয়া গিয়াছে।

২ পঞ্জাব প্রদেশস্থ রোহতক জেলার ঝাজ্জর তহসীলের প্রধান নগর ও সদর। পূর্ব্বে এই নগর একটী দেশীয় রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইংরাজগবর্মেণ্ট এই স্থানেই জেলা স্থাপন করেন। এখন রোহতক নগরে উঠিয়া গিয়াছে। অক্ষাঃ ২৮ঃ ৩৬´ ৩৩´´ উঃ দ্রাঘিঃ ৭৬ ১৪´ ১০´´ পূঃ। দিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে ও রোহতক নগরের ২১ মাইল দক্ষিণে এই নগর অবস্থিত। ১১৯৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীনগর প্রথম মুসলমানাধিকৃত হইবার সমকালে ঝাজ্জর নগর স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষে এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইয়া যায়। তাহার পর হইতে ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে সম্রাট শাহ আলমের জনৈক সেনাপতি মূর্ত্তাজাখাঁর পুত্র নিজামত আলখাঁ ঝাজ্জরের নবাব হয়েন। ইনি নিজ দুই সহোদর-সহ সিন্ধিয়ার রাজসরকারে কর্ম্ম করেন এবং সিন্ধিয়া হইতে প্রভূত বৃত্তি ও ঝাজ্জর, বাহাদুরগড় ও পতাওদির (প্রতাপদি) নবাবীপদ প্রাপ্ত হন। ইংরাজ অধিকারের পর গবর্মেণ্ট ঐ দান মঞ্জুর করেন, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় তাৎকালিক নবাব আবদুল রহমখাঁ ও বাহাদুরগড়ের নবাব বিদ্রোহে যোগদান করায় উভয়েই ধৃত হন এবং ঝাজ্জরের নবাবের প্রাণদণ্ড হইলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করেন। এই নূতন প্রদেশে এক জেলা গঠিত হয়, কিন্তু অবশেষে ঝাজ্জর জেলা উঠাইয়া রোহতকের অন্তর্ভূক্ত করা হইল। সম্প্রতি ইহার বাণিজ্যের হীনদশা। শস্য ও দেশীয়দ্রব্যজাতের কতক পরিমাণে বাণিজ্য হয়। এখানে মৃণ্ময়-পাত্রাদি বিস্তর প্রস্তুত হয়। তহসীল, থানা, ডাকঘর, ডাকবাংলা, বিদ্যালয় ও হাঁসপাতাল আছে। নগরের চতুর্দ্দিকে পুরাতন পুষ্করিণী ও অনেক কবর দৃষ্ট হয়।

ঝাজ্জর, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বুলন্দসহর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ১৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ ১৫´´ পূঃ। এই নগর বুলন্দসহরের ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। হুমায়ুনের সহযাত্রী মহম্মদখাঁ নামক জনৈক বেলুচী এই নগর স্থাপন করেন, পরে ইহা যত পলায়িত ও সমাজচ্যুত বোম্বেটিয়াদিগের আশ্রয় স্থান হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ঝাজর বহুসংখ্যক বেলুচী অশ্বারোহী প্রদান করিয়া সাহায্য করে। এখন এই নগর অতি দরিদ্র ও হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একটী ডাকঘর, থানা ও বিদ্যালয় আছে। নগরস্থ প্রত্যেক গৃহের উপর স্থাপিত করদ্বারা চৌকিদার প্রহরী প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ হয়।

ঝাট (পুং) ঝট-ঘঞ্। ১ নিকুঞ্জ, লতাগৃহ। ২ কান্তার, দুর্গমবন। ৩ ক্ষতস্থান প্রভৃতি পরিষ্কারকরণ। (মেদিনী) (দেশজ) ৪ শীঘ্র, দ্রুত।

"ঝাট অন্ন দেহ রাজা না করিও হেলা।" (শ্রীধর্ম্মম° ৪।১০৯)

ঝাটল (পুং) ঝাটং লাতি লা-ক। ঘণ্টাপাটলবৃক্ষ, পশ্চিমে ঘণ্টাপারুল এই নামে খ্যাত।

ঝাটা (স্ত্রী) ঝট-ণিচ্-অচ্ ততষ্টাপ্। ভূম্যামলকী, চলিত কথায় ভুঁইআমলা।

ঝাটামলা (স্ত্রী) ঝাট-মৃজ্, আমলা।

ঝাটশ্চাসৌ আমলাচেতি কর্ম্মধা। ভূম্যামলকী।

ঝাটিকা (স্ত্রী) ঝাট্ স্বার্থে কন্ টাপ্ অত-ইত্বং। ভূম্যামলকী।

ঝাড় (দেশজ) ১ গুচ্ছ, স্তবক। ২ স্ফটিকাদিনির্ম্মিত আলোক-আধার।

ঝাড়ন (দেশজ) ১ মন্ত্রদ্বারা রোগাদি নিবারণ, পীড়া হইলে মন্ত্রবিশেষ দ্বারা ঝাড়াইয়া দিলে পীড়া আরোগ্য হয়। ২ সংমার্জ্জন, নির্ধূলিকরণ, নির্ম্মলকরণ।

ঝাড়ল (দেশজ) ঝাড়যুক্ত, গুল্মযুক্ত।

ঝাড়া (দেশজ) ১ পরিষ্কার করা। ২ উপদেবতায় পাইলে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহাকে দূর করা। (হিন্দী) ৩ মলত্যাগ।

ঝাড়াকর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর এক শ্রেণীর মুসলমান। ইহাদিগকে ধূলধোয়াও বলে। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ধূলধোয়া বা সেকরাজাতি ছিল, অরঙ্গজেবের সময়ে ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা হানেফী শ্রেণীস্থ সুন্নিমতাবলম্বী, কিন্তু ধর্ম্মে আস্থাশূন্য। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে কাজির দ্বারা কার্য্য সমাধা করিলেও ঝাড়াকরগণ আজিও গোমাংস ভক্ষণ করে না, হিন্দুদেব-দেবীর পূজা ও হিন্দুপর্ব্বাদি পালন করিয়া থাকে। স্বর্ণকারদিগের দোকানের ধূলা ধুইয়া তাহা হইতে স্বর্ণ-রৌপ্য বাহির করাই ইহাদের উপজীবিকা। অনেকে দাসত্ব করিয়াও থাকে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও শ্যামবর্ণ, মস্তক মুণ্ডন করিয়া দীর্ঘশ্মশ্রু রাখে এবং হিন্দুদিগের ন্যায় শিরশ্ছদ ধারণ করে। স্ত্রীগণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং খর্ব্বাকৃতি। এই জাতি পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী; কিন্তু অত্যন্ত তাড়ীপ্রিয়। ইহাদের ভাষা কর্ণাটী অথবা কর্ণাটীমিশ্রিত হিন্দুস্থানী।

ঝাড়ী (দেশজ) গুল্ম।

ঝাড়ীপথ (দেশজ) গুল্মযুক্ত রাস্তা।

ঝাড়ু (দেশজ) ঝাড়িবার জিনিস, সম্মার্জ্জনী।

ঝাড়ুকেশ (হিন্দী) ঝাড়ুওয়ালা।

ঝাড়ুবরদার (পারসী) ঝাড়ুওয়ালা, যে ঝাড়ু দেয়।

ঝান (দেশজ) ১ ফুল বা গাছ শুকিয়া বা কুঁকড়িয়া যাওয়া। ২ জ্ঞান।

ঝাপা (দেশজ) ঝাঁপা।

ঝাপ্‌সা (দেশজ) অস্পষ্ট।

ঝাপ্‌সাবুদ্ধি (দেশজ) অস্পষ্ট দৃষ্টি বাড়া।

ঝাবুক (দেশজ) একপ্রকার গাছ।

ঝাবুয়া (ঝাবুয়া), মধ্যভারতের অন্তর্গত ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন একটী দেশীয় রাজ্য। রতনমলের সহিত ইহার পরিমাণফল ১৩৩৬ বর্গমাইল, তন্মধ্যে অল্প অংশই কৃষি ও বাসের উপযোগী। অক্ষা° ২২° ৩২´ হইতে ২৩° ১৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৭´ হইতে ৭৫° ৬´ পূঃ। ইহার উত্তরে কুশলগড়, রতম ও শৈলানরাজ্য, পূর্ব্বে ধার ও আমঝিরা, দক্ষিণে আলিরাজপুর ও জোবাট, পশ্চিমে দোহাদ ও পাঁচমহালজেলার ঝালোদ উপবিভাগ।

প্রবাদ আছে, প্রায় আড়াই শতাব্দী পূর্ব্বে এখানে ঝাবু নায়ক নামে একজন বিখ্যাত ভীলদস্যু বাস করিত, তাহার নামানুসারেই এই প্রদেশের নাম ঝাবুয়া হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান অধিপতিগণ রাঠোরবংশীয় রাজপুত ও যোধপুরের রাজাদিগের কনিষ্ঠের বংশধর। কিষণদাস নামা এই বংশীয় একজন পূর্ব্বপুরুষ সম্রাট্‌ আলাউদ্দীন্‌কে বঙ্গবিজয়ে সহায়তা করেন ও গুজরাটের শাসনকর্ত্তার হত্যাকারী ভীলদস্যুদিগকে দমন করেন। সম্রাট্‌ প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ প্রদেশের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরাই ঝাবুয়া রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রদিগের অভ্যুত্থানের সময় হোল্‌কর ইহার অধিকাংশ অধিকার করিয়া রাজ্যের নামমাত্র অবশিষ্ট রাখিলেন। কিন্তু তিনি ঝাবুয়ারাজের উপর চৌথ আদায়ের ভারার্পণ করেন। এখনও হোলকার ঝাবুয়ারাজের নিকট রাজস্ব পাইয়া থাকেন। ইংরাজের মধ্যস্থতায় কতক করের পরিবর্ত্তে ঝাবুয়ারাজ্যের কিয়দংশ হোলকারকে প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঝাবুয়ার পঞ্চদশ বর্ষীয় রাজা সিপাহীবিদ্রোহে ইংরাজের বিস্তর সাহায্য করেন। ইহার মান্যস্বরূপ ১১টী তোপ ধ্বনি হয়।

পূর্ব্বে ঝাবুয়া রাজ্য বিস্তৃত ছিল, এখন ইহা অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজ্যের অধিকাংশই পর্ব্বতাকীর্ণ। ঐ সকল পর্ব্বত পরস্পর ১ হইতে ৬ মাইল দূরে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। উপত্যকাপ্রদেশে মহী, অনস ও নর্ম্মদা নদীর উপনদী সকল প্রবাহিত। ভূমি মোটের উপর উৎকৃষ্ট। পর্ব্বত সকল উৎকৃষ্ট জঙ্গলে পূর্ণ, লৌহ প্রভৃতি আকরিক আছে, কিন্তু উপযুক্ত পরিশ্রম অভাবে ঐ সকল প্রায় কোন কার্য্যে আইসে না। শস্য পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। ভুট্টা, তণ্ডুল, কুরা, মুগ, উরিদ, বাগলি ও সাম্‌লি বর্ষাকালে জন্মে। গোধূম ও ছোলা রবিশস্য মধ্যে প্রধান। কিয়ৎ পরিমাণে কার্পাস ও অহিফেনী উৎপন্ন হইয়া থাকে। ছোলা ও গোধূম বিদেশে রপ্তানী হয়। পিটলাবার ও অন্যান্য সমতল প্রদেশে ইক্ষু জন্মে। এখানকার বাগানে প্রচুর আদা, রসুন, পলাণ্ডু এবং অন্যান্য সকল প্রকার শাক সব্‌জি উৎপন্ন হয়। শস্যক্ষেত্র সকল ইতস্ততঃ নদীতীর ও অন্যান্য উর্ব্বর-স্থানে বিক্ষিপ্ত। প্রজাগণ কত জমি চাষ করে, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। এজন্য এখানে কৃষ্ট ভূমির পরিমাণ না ধরিয়া কৃষক যত জোড়া বলদ দ্বারা চাষ করে, তদনুসারে রাজস্ব ধার্য্য হয়। ভীলপাটেল অর্থাৎ মণ্ডলগণ বংশপরম্পরাক্রমে রাজস্ব আদায় করিয়া আসিতেছে।

ঝাবুয়ারাজ্যের অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ ভীল ও ভীলালজাতীয়; ইহারা পরিশ্রমী ও কৃষিনিপুণ।

ঝাবুয়ারাজ্যে ঝাবুয়া, রাণাপুর ও কাণ্ডলা তিনটী নগর আছে। ঐ তিন নগরে এবং রম্ভাপুর নামক গ্রামে বিদ্যালয় আছে। যাহা হউক বিদ্যাশিক্ষায় তাদৃশ যত্ন নাই। ঝাবুয়ার রাজা ৫০ জন অশ্বারোহী ও ২০০ জন পদাতি সৈন্য রাখেন। রাজ্যের মধ্য দিয়া তিনটী রাস্তা গিয়াছে।

২ মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর শাসনাধীন ঝাবুয়ারাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২২°৪৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°৩৮´ পূঃ। ঝালোর হইতে মাউ নগরের পথে এই নগর অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকানির্ম্মিত এক প্রাচীর আছে। একটী পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে এক সরোবরের চতুর্দ্দিকে এই নগর নির্ম্মিত। সরোবরের উত্তরপ্রান্তে উচ্চ রাজপ্রাসাদ এবং তাহার পশ্চাতে নগর ও প্রাসাদের উপর দিয়া অনুচ্চ বৃক্ষরাজিমণ্ডিত পর্ব্বত। ঝাবুয়া নগরের পথ সকল বন্ধুর কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ এবং অসমান। সরোবরতীরে বিদ্যুতাহত ঝাবুয়ারাজের এক স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই নগরের জলবায়ু ভাল নহে। এখানে বিদ্যালয়, ডাকঘর ও দাতব্য-ঔষধালয় আছে।

ঝাব্বা (দেশজ) ঝাঁপা।

ঝামক (ক্লী) ঝম-ধ্বুল। অতিশয় পক্কইষ্টক, পোড়াইট, ঝামা।

ঝামর (পুং) ঝামং রাতি রা-ক। তকুর্শান (শব্দর°) চলিত কথায় টেকুয়ার শাণ, টেকুয়া প্রভৃতি শাণ দিবার ক্ষুদ্র প্রস্তর।

ঝামরাণ (দেশজ) শীত বা ঠাণ্ডা লাগিয়া নাক বা চক্ষুজলভারাক্রান্ত।

ঝামা (দেশজ) অত্যন্ত দগ্ধইষ্টক।

ঝাম্‌কা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ের দক্ষিণাংশস্থিত একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝাম্‌কা গ্রাম কুঙ্কাবাড় নামক ষ্টেশনের ১০ মাইল দক্ষিণে ভবনগর-গোণ্ডাল রেলপথের ধোরাজি শাখারেলপথে অবস্থিত।

ঝাম্‌তি (ঝাঁপতি) সিন্ধুপ্রদেশের মীরদিগের রাজকীয় পোত।

এই সকল জলযান বৃহৎ এবং প্রশস্ত। কোন কোন ঝাঁপ্‌তি ১২০ ফিট দীর্ঘ ও ১৮½ ফিট প্রশস্ত হয়, ইহাতে ৪টী মাস্তুল, দুইটী প্রশস্ত অনাবৃত কামরা থাকে এবং ২¼ ফিট মাত্র গভীর জল কাটিয়া যায়। ত্রিশজন মাঝী ৬টী দাঁড় বাহিয়া সয়োবর ঝাঁপ্‌তি পরিচালন করে। করাচি ও মুগালভিনেই ইহা প্রধানতঃ নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

ঝাম্পোদার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ের ঝালাবাড় বিভাগের একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। ঝাম্পোদার গ্রাম লাখ্‌তার হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে, বধান ষ্টেশনের ১০ মাইল পূর্ব্বে; বোম্বাই, বরদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া-রেলপথে অবস্থিত। তালুকদারগণ ঝালাবংশীয় রাজপুত এবং বধানের তালুকদারদিগের দায়াদ কহে।

ঝার (দেশজ) একপ্রকার কার্পাস-লতা।

ঝারা (দেশজ) উচ্চস্থান হইতে অল্প অল্প জল-সেচন, আর্য্যগণ বৈশাখমাসে শালগ্রাম-শিলারূপী নারায়ণকে ঝারায় বসান এবং তুলসীগাছেও ঝারা দিয়া থাকেন, এইরূপ ঝারা দেওয়া অতিশয় পুণ্যজনক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি রবি-কিরণে উত্তপ্ত হইলে তাহাদিগকে জীবিত করিবার জন্যও ঝারা দেওয়া হয়।

ঝারী (দেশজ) জলপাত্রবিশেষ, চলিত কথা গাড়ু।

ঝারৌলী, রাজপুতনার অন্তর্গত সিরোহি রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৪° ৫৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪´ পূঃ। ইহা উদয়পুর হইতে প্রায় ৫১ মাইল পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে এবং সিরোহির ১০ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝর্ঝর (পুং) ঝর্ঝরবাদনং শিল্পমস্য ঝর্ঝর-অন্। ঝর্ঝর বাদ্যকারী।

ঝর্ঝরিক (পুং) ঝর্ঝর-ঠক্। ঝর্ঝর-বাদ্যকারী।

ঝাল (দেশজ) ১ কটু, তীক্ষ্ণ, তীব্র। ২ পাইন্।

ঝালকাটী (মহারাজগঞ্জ) বাঙ্গালার বাখরগঞ্জ জেলায় একটী গ্রাম ও মিউনিসিপ্যালিটী। অক্ষা° ২২° ৩৮´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ১৫´ পূঃ। ঝালকাটী ও নাল্‌চিটি নামক নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে এই গ্রাম অবস্থিত। পূর্ব্ববাঙ্গলার মধ্যে ইহাও কড়িকাঠের একটী প্রধান বন্দর, বিশেষতঃ সুন্দরীকাঠ এখান হইতে বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। তণ্ডুলও বিস্তর পরিমাণে রপ্তানী হয়, আমদানির মধ্যে লবণ প্রধান। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকমাসে দেওয়ালী অর্থাৎ উৎসবের সময় একটী মেলা হইয়া থাকে।

ঝালঝস (দেশজ) ঝালরযুক্ত।

ঝালমরিচ (দেশজ) এক প্রকার কটু মরিচ।

ঝালন (দেশজ) ১ ধাতুপাত্রাদি ভগ্ন হইলে তাহার ছিদ্ররোধকরণ। ২ অলঙ্কারাদির গঠন-সংযোজন, পাইন দেওন।

ঝালর (হিন্দী) ১ চাকচিক্যময় কোঁকড়ান বস্ত্রখণ্ড। ২ ঘণ্টা ও চন্দ্রাতপাদির বেষ্টনবস্ত্র। ৩ স্ত্রীলোকদিগের পদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ।

ঝালরদার (হিন্দী) ঝালরযুক্ত।

ঝালা, গুজরাটপ্রদেশের একটী রাজপুত-জাতি। ইহারা সকলেই হলবুডএর অধিপতিকে আপনাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করে। টড্‌সাহেব অনুমান করেন ইহারা অণহিল্লবাড় রাজগণেরই বংশধর হইবে। উক্তবংশীয় রাজগণের ধ্বংসের পর ঝালাগণ বিস্তীর্ণ প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলে। ঝালামুখবাহন নামক সৌরাষ্ট্রবাসী একশাখা, আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু ইহারা, সূর্য্য, চন্দ্র, কিংবা অগ্নিকুল কোন বংশীয়ই নহে। হিন্দুস্থান বা রাজপুতনায় এই জাতীয়েরা প্রায় বাস করেন। মিবার রাজবংশকেতু মহামানী মহাবীর প্রতাপসিংহ ঝালাদিগকে রাজপুতনায় আনয়ন ও প্রভূত সম্মানে ভূষিত করেন। যৎকালে অকবর সম্রাটের সমস্ত শক্তি ঐ প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুত বীরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল তখন অনেক ঝালা বীরপুরুষ নিজ অনুচরগণ সমেত প্রতাপের অনুগামী হয়। প্রতাপসিংহ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহাকে কন্যা দান করিয়া মান্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ দক্ষিণপার্শ্বে স্থান দিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান রাজগণ ঝালাদিগের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিতে লজ্জা বোধ করেন। এই ঝালাদিগের নামানুসারে গুজরাটের এক বিস্তীর্ণ প্রদেশের নাম ঝালাবাড় হইয়াছে। এই বিভাগের নগরের মধ্যে বাঙ্কানের, হলবুড ও দ্রাংদ্রা প্রধান। ঝালাদিগের প্রাচীন ইতিহাস কিছুই জানা যায় নাই। কোটার ফৌজদারগণ এবং অবশেষে কোটারাজ্যের একাংশভূত ঝালাবাড়ের রাজগণ ঝালাবংশীয়।

ঝালাপতিমান্না, ঝালাকুলোদ্ভব রাজপুত বীর। ইনি চিরস্মরণীয় হলদিঘাটের যুদ্ধে ভারত-নৃপতিকুলগৌরব সূর্য্যবংশীয় মহাবীর রাণা প্রতাপসিংহের সাহায্যে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধকালে প্রতাপ যখন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন, তাঁহার প্রাণতম এবং তাঁহার সহিত এক মহাব্রতব্রতী রাজপুত-বীরগণ চতুর্দ্দিকে পতিত হইল, সেই সময় সহসা অগণ্য মোগলসেনা রাণার মস্তকোপরি রাজচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করে। বীরবর ঝালাপতিমান্না এই সমূহ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া নিজ সার্দ্ধশত মাত্র অনুচর সমেত প্রতাপের রাজচিহ্ন নিজ মস্তকোপরি রাখিয়া রণসাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। মোগলগণ

কনক-তপন-সম সেই বীরবরকে দেখিয়া তাঁহাকেই রাণাবোধে বেষ্টন করিল, ঝালাপতি অতুল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া রণস্থলে শয়ন করিলেন। এদিকে প্রতাপসিংহ রাজপুতগণ-কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইলেন। এই স্বার্থত্যাগ ও প্রভুপরায়ণতা ঝালাপতির নাম রাজপুতনার ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে প্রদীপ্ত করিয়াছে। ঝালার বংশধরগণ তদবধি মিবারের রাণার রাজচিহ্ন বহন করিয়া রাণার দক্ষিণপার্শ্বে আসন প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

ঝালাবান, সিন্ধুনদের পশ্চিমে বেলুচিস্থানের একটী প্রদেশ। এই প্রদেশ এবং সহর রাল ও লাস নামক প্রদেশদ্বয় একটী মালভূমিতে অবস্থিত। ঝালাবানের অধিবাসীগণ অধিকাংশ ব্রাহুই। ঝালাবানবাসী অনেক জাতি রাজপুতবংশোদ্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। রাজপুতনার ন্যায় এখানেও শিশুহত্যা চলিত ছিল। নবমশতাব্দীর মধ্যভাগে বাগোয়ানার নিকটবর্ত্তী একটী গুহায় বহুসংখ্যক শুষ্ক শিশুদেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলি অল্পদিনের বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

ঝাল্লোদার, রাজাদিগের ব্যবহার্য্য এক প্রকার পাল্কী। ইহা দুই পট্টবস্ত্রনির্ম্মিত এবং স্বর্ণরৌপ্যাদির চিকণ-কার্য্যযুক্ত ঝালর দ্বারা সুশোভিত।

ঝালাবার, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্য হরবতী ও টঙ্ক এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে শাসিত হয়। তিনটী পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রদেশ লইয়া ঝালাবার রাজ্য গঠিত। বৃহত্তম খণ্ডের উত্তরে কোটারাজ্য, পূর্ব্বে সিন্ধিয়া-রাজ্য ও টঙ্করাজ্যের একাংশ, দক্ষিণে রাজগড় নামক ক্ষুদ্ররাজ্য, সিন্ধিয়া ও হোল্‌কার-রাজ্যের প্রদেশ, দেবরাজ্যের একাংশ ও জাওরা রাজ্য এবং পশ্চিমে সিন্ধিয়া ও হোল্‌কার-রাজের অধিকৃত বিচ্ছিন্ন ভূভাগ। এই খণ্ডেই রাজধানী ঝাল্‌রাপত্তন অবস্থিত। দ্বিতীয় খণ্ডের উত্তরে, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে গোয়ালিয়র রাজ্য এবং পশ্চিমে কোটারাজ্য। শাহাবাদ এই খণ্ডের প্রধান নগর। কৃপাপুরনামে অভিহিত তৃতীয়খণ্ড উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত এবং আয়তনে অতি ক্ষুদ্র। ইহার উত্তরে সিন্ধিয়া-রাজ্য; পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে মিবার (বা উদয়পুর) রাজ্য। সমগ্র রাজ্যের পরিমাণফল ২৬৯৪ বর্গমাইল। গ্রামসংখ্যা ১৪৫৫, সহর ২টী।

ঝালাবার রাজ্যের বৃহত্তম বিভাগ একটী উচ্চ মালভূমি। ইহার উত্তরভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০০০ ফিট এবং দক্ষিণভাগ ক্রমশঃ ১৫০০ ফিট উচ্চ। এই খণ্ডের অধিকাংশ পর্ব্বতাকীর্ণ, উপত্যকা-প্রদেশে খরস্রোতা নদীনিচয় প্রবাহিত। পর্ব্বতসকল বহুবিধ বৃক্ষতৃণাদিপূর্ণ। স্থানে স্থানে চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বতসকলের মধ্যে বিস্তীর্ণ গভীর হ্রদ বিরাজিত। অবশিষ্ট ভূমি প্রচুর শস্য-ফল কুসুমাদিসমন্বিত বন্ধুর প্রান্তরবিশিষ্ট। শাহাবাদ বিভাগও একটী উচ্চ মালভূমি এবং জঙ্গলপূর্ণ। রাজ্যের ভূমি প্রধানতঃ উর্ব্বরা এবং অহিফেন ও অন্যান্য মূল্যবান ফসল উৎপাদন করে। মৃত্তিকাসকল তিনভাগে বিভক্ত ১ কালি, ২ মাল, ৩ বাড়ুলি। তন্মধ্যে ১ম প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাই সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। ২য় প্রকার জমি ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ এবং উর্ব্বরতায় প্রায় ১ম এর সমান। ৩য় প্রকার জমি সর্ব্বাপেক্ষা অনুর্ব্বর।

পারবান নদী এই রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল ভ্রমণের পর কোটারাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পথিমধ্যে নেবাজ নামক আর একটী বৃহৎ নদী ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মনোহরথানা ও ভাচুর্ণির নিকট পারবাননদীতে এবং ভুরিলিয়ার নিকট নেবাজনদীতে খেয়া-ঘাট আছে। কালিসিন্ধু নদী এই রাজ্যের প্রান্তর ও অভ্যন্তর দিয়া প্রায় ২০ মাইল প্রস্তরাদির উপর দিয়া গমন করিয়াছে। খৈরাসী ও ভোঁড়াসার নিকট ঐ নদীতে খেয়াঘাট আছে। আউনদী দক্ষিণপশ্চিম-ভাগে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গোয়ালিয়র, টঙ্ক ও কোটা রাজ্যের সীমাপ্রদেশ দিয়া প্রায় ৬০ মাইল গমন করিতে করিতে অবশেষে কালিসিন্ধুর নদীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর গর্ভ ও তীর কালিসিন্ধুর ন্যায় উচ্চ, নীচ বা অসম নহে, অনেক স্থানে তীরস্থ বৃক্ষরাশি শাখা বিস্তার করিয়া নদীবক্ষ স্পর্শ করে। সুকেত ও ভিলবারী নামক স্থানে আউনদীতে খেয়াঘাট আছে। ছোটকালি-নামে আর একটী নদী রাজ্যের কতক অংশে প্রবাহিত হইতেছে।

ইতিহাস। ঝালাবারের রাজবংশ ঝালানামক রাজপুত-বংশোদ্ভব। এই বংশীয় আদিপুরুষগণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবারপ্রদেশে হলবুড নামক স্থানের সর্দ্দার ছিলেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের সমকালে ভাওসিংহ নামক সর্দ্দারের মধ্যমপুত্র জনৈক ঝালা-বীর কতিপয় অনুচরসহ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে নিজ ভাগ্য পরীক্ষার্থ গমন করেন। পথিমধ্যে কোটার মহারাজের নিকট নিজ পুত্র মধুসিংহকে রাখিয়া যান। ইহার পর ভাওসিংহের বিষয় আর কিছুই জানা যায় নাই। মধুসিংহ রাজার অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। মহারাজ মধুসিংহের ভগিনীর সহিত নিজ জ্যেষ্ঠের পুত্রের বিবাহ দিলেন এবং মধুসিংহকে নন্দনা গ্রাম দান করিয়া ফৌজদারপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মধুসিংহের পর তৎপুত্র মদনসিংহ ফৌজদার হইলেন, ক্রমে ঐ

পদ তাঁহাদের বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িল। মদনসিংহের পর হিম্মৎসিংহ এবং পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত অষ্টাদশ-বর্ষীয় জলিমসিংহ ফৌজদার হইলেন। তিনবর্ষ পরে জলিম-সিংহ কোটাসৈন্য লইয়া জয়পুরের সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই রমণীপ্রেম লইয়া রাজার সহিত জলিমের মনোবিবাদ হইল। তিনি পদচ্যুত হইয়া উদয়পুরে গমন করিলেন এবং তথায় অনেক মহৎকার্য্য দ্বারা শীঘ্রই প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মৃত্যুকালে কোটার রাজা পুনরায় জলিমকে আহ্বান করিয়া পুত্র আমেদসিংহ এবং কোটা-রাজ্য রক্ষার ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। তদবধি জলিমসিংহই এক প্রকার কোটার অধিপতি হইলেন। ইহার সুশাসনগুণে কোটারাজ্যের সুখসমৃদ্ধি আশাতীত বৃদ্ধি হইল এবং কি মুসলমান্, কি মহারাষ্ট্র, কি রাজপুত সকলেরই নিকট খ্যাতিলাভ করিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কোটারাজের সম্মতি-ক্রমে জলিমসিংহের বংশধরদিগের নিমিত্ত ঝালাবার নামক রাজ্যের একাংশ লইয়া একটী পৃথক্ রাজ্যস্থাপনের বন্দো-বস্ত করিলেন। তদনুসারে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক ১২ লক্ষমুদ্রা আয়ের অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের ⅓ অংশ লইয়া এই ঝালাবার রাজ্য গঠিত হইল। ইহার রাজা কোটারাজের ঋণক্রমেও ⅓ অংশ গ্রহণ করিলেন। পরে সন্ধিঅনুসারে ইনি ইংরাজের আশ্রিত রাজা মধ্যে গণ্য হইলেন। ইংরাজগবর্মেণ্টে বার্ষিক ৮০ হাজার টাকা রাজস্ব এবং প্রয়োজনকালে সাধ্যমত সৈন্য সাহায্য করিবার জন্যও ইনি দায়ী রহিলেন। মদনসিংহের উপাধি মহারাজা ও তাঁহাকে ১৫টী মান্যতোপ প্রদান করিয়া অন্যান্য রাজপুতরাজগণের সমান মর্য্যাদাপন্ন করা হইল। মদনসিংহের পর পৃথ্বীসিংহ ঝালাবারের রাজা হই-লেন। ১৮৫৭-৫৮ খৃঃ অব্দে সিপাহীবিদ্রোহ সময়ে ইনি কতিপয় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীকে আশ্রয় দান এবং নিরাপদে রক্ষা করিয়া গবর্মেণ্টের বিশ্বস্ত হইলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে তাঁহর দত্তকপুত্র জকতসিংহ রাজা হইলেন। ইনি নাবালক অবস্থায় আজমীরে মেওকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, ততদিন জনৈক ইংরাজকর্ম্মচারী দ্বারা রাজকার্য্য চলিত। পরে জকতসিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জলমিসিংহ এই কৌলিক নাম ধারণপূর্ব্বক ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে যথাবিধি শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন। ঝালাবারের রাজা ১৫টী মান্যতোপ প্রাপ্ত হন। ইনি ২৪৭ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৪২৫ জন অশ্বারোহী, ৩২৬৬ জন পদাতিক সৈন্য এবং ২০টি বড় ও ৭৫টী ছোট কামান রাখেন।

ঝালাবারে প্রায় সকল প্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভাগে প্রচুর অহিফেন উৎপন্ন হইয়া বোম্বাই নগরে রপ্তানী হয়। শাহাবাদে বাজরা এবং অন্যত্র সর্ব্বত্র জোয়ার, গোধুম ও অহি-ফেনই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। সচরাচর কূপদ্বারা জলসেচন কার্য্য হইয়া থাকে। অল্পনীচেই জল পওয়া যায়। ঝালরা-পত্তনের একটী বৃহৎ সরোবর আছে, উহা দ্বারা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে জলসেচন হয়।

১৬৭ জন অশ্বারোহী ও ১৪১৭ জন পদাতিক সৈন্য শান্তি-রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছে। জেলখানার কয়েদীগণ রাস্তা প্রস্তুত, কম্বল বা বস্ত্রবয়ন করে।

এখানে বিদ্যাশিক্ষার ভাল ব্যবস্থা নাই, তবে ক্রমে উন্নতি হইয়া আসিতেছে। দেশীয় ভাষার পাঠশালা ব্যতীত ঝালরা-পত্তন ও ছাওনি নগরে দুইটী বিদ্যালয় আছে, উহাতে ইংরাজী, উর্দ্দূ ও হিন্দীভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিচারকার্য্যে তহসীল আদালতে প্রথম বিচার হয়, তহশীলের উপর আপীল করিবার আদালত। সর্ব্বশেষে রাণার নিকট আপীল করিতে হয়। রাজকোষ হইতে ৫টী দাতব্য-চিকিৎসালয় চলিতেছে।

অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৩ জন হিন্দু এবং ৭ জন মুসলমান। এখানে সন্ধিয়া (সন্ধ্যা) নামে একজাতি বাস করে। ঝালাবারে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার। ইহাদের বর্ণ নাতিগৌর নাতিকৃষ্ণ অর্থাৎ সন্ধ্যার ন্যায় মাঝামাঝি। সন্ধিয়াগণ বলে উহারা একজাতীয় রাজপুত ও শার্দ্দূলবদন জনৈক রাজার বংশধর। ইহারা অলস, ব্যভিচারী এবং অনেকেই তস্কর। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অশ্বারোহণ নিপুণ বলিয়া বিখ্যাত।

রাজ্যের মধ্যে ৫১½ মাইল রাস্তা পাকা এবং বারমাস শকটাদি গমনের উপযোগী। ৮৯½ মাইল রাস্তা বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ের সুগম নহে। ঝালরাপত্তন হইতে নীমচ, আগ্রা, উজ্জয়িনী, কোটা প্রভৃতিদিকে রাস্তা গিয়াছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্বস্থ রাস্তা দ্বারা ইন্দোর দিয়া বোম্বাই নগরের সহিত অহিফেন ও বিলাতী কাপড়ের বিনিময় হয়। ভূপাল ও হরবতী হইতে শস্য এবং আগ্রা হইতে কতক পরিমাণে বস্ত্রাদি আমদানি হয়।

ঝালাবারের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত বহুবিধ পাত্র, পিতলের বাসন এবং বার্ণিস করা বিবিধ আসবাব বিখ্যাত।

জলবায়ু। ঝালাবারের জলবায়ু মধ্যভারতের জলবায়ুর অনুরূপ ও মোটের উপর স্বাস্থ্যকর।

রাজপুতনার উত্তরভাগের ন্যায়, এখানে নিদারুণ গ্রীষ্ম হয় না, গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে ছায়াতে তাপাংশ ফা° ৮৫° হইতে ৮৮° পর্য্যন্ত হয়। বর্ষাকালে বায়ু স্নিগ্ধ ও মনোরম, শীতকালে প্রায় তুহিনপাত হইয়া থাকে।

ঝাল্‌রা-পত্তন, শাহাবাদ, কৈলবার, ছিপাবুরোদ, বুকারি, সুকেত, মন্দাহারথানা, পাঁচপাহাড়, ডাগ ও গাঙ্গ্‌রার প্রধান প্রধান নগর।

ঝালাবার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ের একটী প্রান্ত অর্থাৎ বিভাগ। ঝালা নামক রাজপুতজাতি হইতে ঐ নাম উৎপন্ন হইয়াছে। ঝালাগণই এখানকার প্রধান অধিবাসী। এই বিভাগ গুজরাট উপদ্বীপের উত্তরপূর্ব্বভাগে রন্ নামক লবণাক্ত জলার দক্ষিণে অবস্থিত। ধ্রাংধ্রা, বাম্বানের, লিম্ব্‌ডি, বধোয়ান এবং কয়েকটী ক্ষুদ্ররাজ্য ঝালাবারের অন্তর্গত। ধ্রাংধ্রার রাজাই ঝালা-সমাজের নেতা বলিয়া আদৃত হয়েন। পরিমাণফল প্রায় ৪৪০০ বর্গমাইল, গ্রামসংখ্যা ৭০২, ইহাতে ৯টী নগর আছে।

ঝালি (স্ত্রী) ব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত কথা ঝারি বা আমঝোল। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, অপক্ক আম্রফল পেষণকরতঃ উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজা হিঙ্গু মিলিত করিয়া উত্তমরূপে চটকাইয়া লইলে তাহাকে 'ঝালি' বলা যায়। ইহার গুণ জিহ্বাগত, কণ্ঠনাশক ও কণ্ঠশোধক, ইহা অল্প অল্প করিয়া পান করিলে রুচি ও অগ্নিপ্রদীপক হইয়া থাকে।

"আম্রমামফলং পিষ্টং রাজিকা লবণান্বিতং।
ভৃষ্টং হিঙ্গুযুতং পূতং বোলিতং ঝালিরুচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

ঝালিদা ১ (ঝাল্‌দা) ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার একটী পরগণা। পরিমাণফল ১২৮·৩৮ বর্গমাইল।

২। ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত মানভূম জেলার ঝালিদা পরগণার প্রধান নগর। পূর্ব্বে এখানে বন্দুক ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। এক্ষণে শস্ত্র-আইন জন্য ইহার আর সে গৌরব নাই। এখানে একটী প্রস্তরময়ী গোমূর্ত্তি আছে। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এক কপিলা গাভী পঞ্চকোট রাজবংশের আদিপুরুষকে অরণ্যে পালন করিয়াছিল, পরে ঐ স্থানে প্রস্তরীভূত হইয়া আছে।

ঝালুয়া (দেশজ) ঝালযুক্ত।

ঝালেরা, মধ্যভারতবর্ষের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী ঠাকুরাত। ইহার ঠাকুর অর্থাৎ সর্দ্দার সিন্ধিয়া রাজের নিকট হইতে বার্ষিক ১২০০ টাকা কর লইয়া ভূমির স্বত্বত্যাগ করিয়াছেন।

ঝালোতার-আজগাঞ্জী, অযোধ্যার অন্তর্গত উনাও জেলার মোহন তহসীলের একটী পরগণা। এই পরগণা মোহান ঔরাসের দক্ষিণে এবং হড়ার উত্তরে অবস্থিত। পরিমাণফল ৯৮ বর্গমাইল; তন্মধ্যে ৫৫ মাইল কৃষির উপযোগী, অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথ এই পরগণা দিয়া গিয়াছে। কুসুম্ভি উহার একটী ষ্টেশন। ইহাতে ৫টী হাট আছে।

ঝালোদ (১) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার অন্তর্গত দাহোদ উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্র অংশ। অক্ষা° ২২° ২৫´ ৫০´´ হইতে ২৩° ৩৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৬´ হইতে ৭৪° ২৩´ ২৫´´ পূঃ। ইহার উত্তরে ও পূর্ব্বে মধ্যভারতের চেলকারি ও কুশলগড় রাজ্য, দক্ষিণে দাহোদ থানার দক্ষিণে এবং পশ্চিমে রেবাকাম্বা। অণসনদী ইহার পূর্ব্বভাগে প্রবাহিত। মাটির অল্প নীচেই জল পাওয়া যায় এবং কূপদ্বারাই ক্ষেত্রে জলসেচন হয়। গুজরাট ও সাগরের বাণিজ্যপথ এই খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ২৬৭ বর্গমাইল।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত পাঁচমহাল জেলার দাহোদ থানার উক্ত ঝালোদ খণ্ডের একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১০´ পূঃ। ইহার অধিকাংশ অধিবাসী ভীল ও কোল। পূর্ব্বে ইহা এক বিস্তীর্ণ ১৭টী নগরযুক্ত পরগণার প্রধান স্থান ছিল। এখনও নানাবিধ শস্য, কার্পাস, ধাতুপাত্রাদি এবং গজদন্তনির্ম্মিত রৎলাম-বলয়ের অনুকরণে লাক্ষানির্ম্মিত বলয় ও বিবিধ খেলনা প্রভৃতি বিস্তর রপ্তানী হইয়া থাকে। মসজিদ, দেবালয় ও ইষ্টকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড বাটীসকল নগরের সৌভাগ্য সূচিত করে। নগর-সন্নিধানে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। নীমচ হইতে বরদা যাইবার পথে ঝালোদ নগর অবস্থিত।

ঝাল্‌রা-পত্তন (পত্তন) রাজপুতনার অন্তর্গত ঝালাবার রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৩২´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ১২´ পূঃ। অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণে বিস্তৃত একটী পর্ব্বতশ্রেণীর সানুদেশে এই নগর অবস্থিত। নগরে উত্তরপশ্চিমে পর্ব্বতের অধিত্যকাবাহিত জলরাশি সঞ্চিত করিবার জন্য এক সুদৃঢ় প্রায় ½ মাইল দীর্ঘ এক বিরাট বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ বাঁধের উপর অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধাবলী বিরাজিত। বাঁধের পার্শ্বে নগরগুলি প্রায় সরোবর-জলের সমোচ্চ্রায়ে অবস্থিত। নগর হইতে পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত সুন্দর উদ্যানসকল ঐ সারোবরজলে সেচিত হয়। সরোবরদিক্ ভিন্ন নগরের অপর তিনদিকে উচ্চ প্রাচীর ও পরিখা আছে। নগরের দক্ষিণে ৪০০।৫০০ শত গজ দূরে চন্দ্রভাগা নদী পশ্চিমদিক্ হইতে প্রবাহিতা। নগর হইতে প্রায় ১৫০ ফিট উর্দ্ধে গিরিশৃঙ্গে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ আছে।

প্রাচীন ঝাল্‌রা-পত্তননগর বর্ত্তমান নগরের কিছু দক্ষিণে চন্দ্রভাগাতীরে অবস্থিত ছিল। ইহার নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেকে অনেকরূপ কহিয়া থাকেন। টড্ বলেন, এখানে

পূর্ব্বে বিস্তর দেবালয় ছিল, ঐ সকল দেবালয়ে বিস্তর ঘণ্টা নিনাদিত হইত। ঐ সকল ঘণ্টা হইতে ইহার নাম ঝাল্‌রা-পত্তন অর্থাৎ ঘণ্টা-নগরী হইয়াছিল। এই স্থানেই অসংখ্য দেবমন্দির ও সৌধমালা শোভিত প্রাচীন চন্দ্রাবতী নগরী অবস্থিত ছিল। এই চন্দ্রাবতী নগরীর একটী মন্দির 'সাতনোহেলী' অর্থাৎ সাত কন্তা নূতন ঝাল্‌রা-পত্তনের নিকট অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। [চন্দ্রাবতী দেখ] আবার অনেকে অনুমান করেন, ঝালা-রাজপুতদিগের হইতেই ঝালরা-পত্তন নাম হইয়া থাকিবে। অর্ণটন বলেন, ঝাল্‌রা অর্থে প্রস্রবণ, পত্তন অর্থে নগর অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের জল হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জলিমসিংহ ঝাল্‌রা-পত্তন এবং ইহার ৪ মাইল উত্তরে ছাউনি নামক নগরদ্বয় স্থাপন করেন। জলিম-সিংহ জয়পুর নগরের আদর্শে উহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঝাল্‌রা-পত্তনের মধ্যস্থলে একখণ্ড শিলাফলকে তিনি এই আদেশ খোদিত করিয়া দেন যে, যে কোন ব্যক্তি ঐ নগরে আসিয়া বসতি করিবে তাহাকে শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে এবং সে যে কোন অপরাধেই অভিযুক্ত হউক না কেন তাহার ১।০ পাঁচসিকার অধিক অর্থদণ্ড হইবে না। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজাদেশ রহিত করা হইয়াছে। দুই নগর পাকারাস্তা দ্বারা সংযোজিত। ঝাল্‌রা-পত্তন ও ছাউনি একটী পাকারাস্তা দ্বারা সংযুক্ত। মহারাজা রাণার প্রাসাদ ও রাজ-কীয় আদালত প্রভৃতি সমস্তই ছাউনিতে অবস্থিত। ঝাল্‌রা-পত্তনে প্রধান প্রধান বণিক ও অর্থসচিবগণের বাস। ঐ স্থানেই রাজকীয় টাকশাল ও অন্যান্য কর্ম্মস্থান আছে। ঝাল্‌রা পত্তন নগর নিজপরগণার সদর; ছাউনি নগর সমস্ত রাজ্যের সদর। ছাউনির লোকসংখ্যা ঝাল্‌রা-পত্তনের প্রায় দ্বিগুণ। ছাউনির মধ্যস্থ রাজবাটী একটী চতুরস্র দৃঢ় দুর্গের মধ্যে অব-স্থিত। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে একটী জলাশয় ও তাহার নিম্নে বহুসংখ্যক উদ্যান আছে। ছাউনি দুর্গ একটী উচ্চ পার্ব্বত্যভূমে অবস্থিত এবং কোটারাজ্যের গগ্রাউন দুর্গ হইতে ২১/২ মাইল দূরবর্ত্তী। ছাউনিতে পরিস্কৃত জল পর্য্যাপ্তরূপ পাওয়া যায় না।

ঝাবু (পুং) ঝা ঝা ইতি শব্দংকৃত্বা বাতি গচ্ছতি বা-ডু। বৃক্ষ-বিশেষ, চলিত কথা ঝাউ, (শব্দর°)

ঝাবুক (পুং) ঝাবুরেব স্বার্থে কন্‌। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথা ঝাউ। পর্য্যায় পিচুল, ঝাবু, ঝাবু, (শব্দর°) অফল, বহুগ্রন্থি (শব্দচ°)

ঝি (দেশজ) তনয়া, কন্যা, "শুনিয়া এতেক স্তুতি, বলেন গোয়ালা পরিতুষ্ট হেমন্তের ঝি।" (শ্রীধর্ম্মম° ২৬৪)

"এবুড়া পাগলবরে দিলা হেন ঝি।" (কবিক°)

ঝিউড়ী (দেশজ) কন্যা, দুহিতা।

ঝিঁক (দেশজ) রন্ধনপাত্রাদি রাখিবার জন্য মাটি বা পাথরের ঠেক।

ঝিঁকর (দেশজ) উত্তাপে কঠিন।

ঝিঁকরা (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Alangium hexapetahim)

ঝিঁকা (দেশজ) ১ হেচ্‌কাটান। ২ দাঁড় দিয়া নৌকার গতির সাহায্য করা।

ঝিঁঝিঁ (দেশজ) [ঝিল্লী দেখ।]

ঝিক্‌মিক্‌ (দেশজ) ছটা, দীপ্তি।

ঝিকিয়া, ছোটনাগপুর প্রদেশান্তর্গত লোহারডাগা জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী।

ঝিগারগাছা, বাঙ্গলার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটী সহর। যশোহর নগর হইতে ৯ মাইল। পশ্চিমে কালিয়াদক নদীতীরে এই সহর অবস্থিত। নদীর উপর একটী ঝুলান সেতু আছে। এখানে খেজুরে গুড় ও চিনির বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। নীলকর সাহেব মেকেঞ্জীর নামানুসারে নিকট-বর্ত্তী হাটের নাম মেকেঞ্জীগঞ্জ হইয়াছে। ঝিগারগাছা হইতে শান্তিপুর যাইবার পথ সোজা ও সুগম বলিয়া বহুসংখ্যক শান্তিপুরের বেপারী এখান হইতে গুড় কিনিয়া চিনি প্রস্তুত জন্য শান্তিপুরে লইয়া যায়। ঝিগারগাছাতেও কতক পরিমাণে চিনি হইয়া থাকে।

ঝিঙ্গা (Luffa-acutangulta) লতাজ, দণ্ডাকৃতি শিরালফল-বিশেষ। এই ফল তরকারীরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সচরাচর বসন্ত ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ইহার বীজ রোপণ করে। বর্ষাকালে লতা বর্দ্ধিত হইলে উহার নিকট গাছের ডাল পুঁতিয়া দিতে হয়। অনেক সময় লতা বেড়ার উপর দিয়া যায়। অনেক ঝিঙ্গা মাটির উপর জন্মে। বর্ষাকালেই ঝিঙ্গার প্রকৃত সময়। জাতিভেদে ইহাদের ফল নানারূপ; কোন কোন জাতি ক্ষুদ্র ৫।৬ অঙ্গুলমাত্র, আবার কোন কোন ঝিঙ্গা প্রায় দুই হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কচি অবস্থায় ইহার ছাল চাঁচিয়া তরকারী হয়। অধিকদিনের হইলে ভিতরে চাট জন্মে ও অখাদ্য হইয়া উঠে। ইহার হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র ফুল-গুলি সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রস্ফুটিত হয়। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে পল্লীগ্রামে সকলে ঝিঙ্গাফুল ফুটিলেই সন্ধ্যার আগমন স্থির করে।

ঝিঙ্গাক (ক্লী) ঝিঙ্গি আকন্‌-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ফল-বিশেষ, চলিত কথা ঝিঙ্গা (হিন্দী) ঘট্‌রো, ঝিমনী। ইহার গুণ, তিক্ত, মধুর, আমবাত ও মন্দাগ্নিকারক। (রাজব°)

ঝিঙ্গিনী (স্ত্রী) ঝিঙ্গি-গিনি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ জিঙ্গিনী বৃক্ষ (ভাবপ্র°) ২ উল্কা (শব্দর°)

ঝিঙ্গী (স্ত্রী) নিগি-অচ্-ঙীষ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জিঙ্গীনী বৃক্ষ (ভাবপ্র°) চলিত কথা ঝিগাগাছ।

ঝিঝিট, সম্পূর্ণজাতীয় রাগ। ইহাতে কোমলনিখাদ ব্যবহৃত হয়। এই রাগ আধুনিক। ইহা সন্ধ্যার সময় গায়, কাহার মতে, সকল সময় গান করিতে পারা যায়। (সঙ্গীত দা°)

ঝিঞ্ঝনু, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে মুজঃফরনগর জেলার একটী সহর। কর্ণাল হইতে মিরাটের পথে কর্ণালের ২৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এই সহর অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৩১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°১৭´ পূঃ।

ঝিঞ্ঝিম (পুং) ঝিম্ ইত্যব্যক্ত শব্দং কৃত্বা ঝমতি অত্তি বৃক্ষাদীন্ দহতীত্যর্থঃ ঝম-অচ্-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দাবানল (হারাবলী)

ঝিঞ্ঝিরা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। [ঝিঞ্ঝিরিষ্টা দেখ।]

ঝিঞ্ঝিরিষ্টা, ক্ষুপবিশেষ, চলিত কথা রীটা বা ঝিঞ্ঝিরীটা। পর্য্যায়—ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্ঝিরা, রোমাশ্রয়ফলা, বৃত্তা। ইহার গুণ কটু, শীত, কষায়, রক্তাতীসারনাশক, বৃষ্য, সন্তর্পনয়, বল্য ও মহিষীক্ষীরবর্দ্ধক। (রাজনি°)

ঝিঞ্ঝী (স্ত্রী) ঝিঞ্ঝা, ইত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ ততো ঙীষ্। কীটবিশেষ, ঝিল্লী, চলিত কথা ঝিঁঝিপোকা।
"ঝিঞ্ঝীবাব্যক্ত মধুরাকুজন্তী মধুরাকৃতিঃ।" (আগম°)

ঝিণ্টিকা (স্ত্রী) ঝিণ্টী, ক্ষুপ। (ঝিণ্টী দেখ।]

ঝিণ্টী (স্ত্রী) ঝিমিতি কৃত্বা রটতীতি রট-অচ্ ঙীষত্বাৎ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সকণ্টক ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। চলিত কথা ঝাঁটী ও ঝিঁটী, (হিন্দী) কট্‌সরৈয়া। পর্য্যায়—সেরীয়ক (অমর) কণ্টকুরণ্ট, সৈরেয়ক, ঝিণ্টিকা (রাজনি°) নীলঝিণ্টীর পর্য্যায়—বানা, দাসী, আর্ত্তগল, বাণ, আর্ত্তগল (অমরটী) সহচর, নীলকুরণ্টক। অরুণঝিণ্টীর পর্য্যায়—কুরবক। পীতঝিণ্টীর পর্য্যায় কুরুণ্টক, সহচরী, সহচর, সহাচর, বীর, পাতপুষ্প, দাসী, কুরণ্টক। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, দন্তাময়, শূল, বাত, কফ, শোষ, কাশ ও ত্বগ্‌দোষ নাশক (রাজনি°) ২ কুন্দর তৃণ।

ঝিণ্টীশ (পুং) ১ ঝাণ্টী, ঝাঁটি মূল। ২ শিব।

ঝিনুক (দেশজ) ১ শুক্তি, শম্বুকজাতীয় জলচর প্রাণীর শুক্ত গাত্রাবরণ। ২ শিশুদিগকে দুগ্ধাদি তরল পদার্থ খাওয়াইবার ক্ষুদ্র কোষাকার পাত্র।

ঝিনাইদহ, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার একটী উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪৭৫ বর্গমাইল, গ্রাম ও নগর সংখ্যা ৮২৪। প্রতি বর্গমাইলে গড়ে প্রায় ৬৮৮ জন লোক বাস করে। পূর্ব্বে এই স্থান ভূষণা উপবিভাগের অন্তর্গত ছিল। ১৮৬১ খৃঃ অব্দের নীলকর-হাঙ্গামার মাওয়ায় কতকাংশ লইয়া এখানে একটী স্বতন্ত্র উপবিভাগ স্থাপিত হয়। এই উপবিভাগে ১টী দেওয়ানি আদালত, ১টী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের আদালত, ১টী ছোটআদালত, ৩টী রেজেষ্টারী আফিস এবং ৩টী থানা আছে।

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত যশোহর জেলার উপরোক্ত ঝিনাইদহ উপবিভাগের সদর ও একটী সহর। অক্ষা° ২৩:০২´ ৫০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৯°১৪´ পূঃ। এই সহর যশোহর হইতে ২৭ মাইল উত্তরে নবগঙ্গানদীতীরে অবস্থিত। এখানকার বাজারে চিনি, তণ্ডুল ও লঙ্কার বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইয়া থাকে। নবগঙ্গানদী দ্বারা অনেক স্থানের সহিত বাণিজ্য সম্পন্ন হয়, কিন্তু ঐ নদীতে অনেক সময়ই অতি অল্পমাত্র জল থাকে। ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে হইতে ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় এই সহরে ভূষণা থানার অধীন একটী চৌকী স্থাপিত হয়। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে ইহা মাহ্মুদশাহশাহী বিভাগের কালেক্টরীর সদর হয়। পরে ১৮৬১ খৃঃ অব্দে একটী উপবিভাগের সদর হইয়াছে।

প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে ঝিনাইদহের চতুঃপার্শ্বে লাঠিয়ালগণ মানুষ মারিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। সহরের অদূরে একটা বৃহৎ পুষ্করিণীতেই তস্করেরা ঐ কার্য্য করিত। অদ্যাপি ঐ পুষ্করিণীটির চক্ষুকোরা, বা মাড়িধাপা ইত্যাদি নামদ্বারা চক্ষুরুৎপাটন, দন্তভঞ্জন প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারই মনে উদয় হয়। ঝিনাইদহের নিকটে বৃহস্পতি ও রবিবারে একটী পাক্ষিক হাট বসে। হাটে আগত সমস্ত দ্রব্য হইতেই স্থানীয় কালীঠাকুরের জন্য মুঠি আদায় করা হয়। ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী চুয়াডাঙ্গা নামক একটী গ্রামে পাঁচু-পাঁচুই নামে এক ঠাকুর আছে, বহুসংখ্যক বন্ধ্যারমণী সন্তানকামনায় উহার পূজা দিতে আইসে। ঝিনাইদহ যশোহর হইতে অনেক উচ্চ এবং শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর।

ঝিন্দ্, ১ পঞ্জাবগবর্মেণ্টের শাসনাধীন শতদ্রুনদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী একটী দেশীয় রাজ্য। তিন চারিটী পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড লইয়া এই রাজ্য গঠিত। সমস্ত রাজ্যের পরিমাণফল ১২৩২ বর্গমাইল। এই রাজ্য ফুলকিয়ান্ [পাতিয়ালা দেখ।] রাজ্য সকলের অন্তর্গত এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ও ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। ঝিন্দের রাজগণ চিরকাল ইংরাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতনের পর ঝিন্দের রাজা বাঘসিংহ ইংরাজদিগকে বিস্তর সাহায্য করেন। যৎকালে লর্ডলেক (Lord Lake) বিপাশাতীরে হোল্‌কারের অনুসরণ করেন, তখন উক্ত রাজাবাবা বিশেষ উপকৃত হয়েন। ঐ উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ

-লর্ডলেক রাজার সম্পত্তি দিল্লীর সম্রাট্ ও সিন্ধিয়ার নিকট প্রাপ্ত ভূমিসমুদায় দখলের অধিকার দৃঢ় করেন। ফুলকিয়া রাজাদিগের পাতিয়ালারাজের পরই ঝিন্দের রাজার সম্ভ্রম। ফুলকিয়াবংশের স্থাপয়িতা চৌধুরীফুলের জ্যেষ্ঠপুত্র তিলক ঝিন্দ্ রাজ্য স্থাপন করেন। তিলকের পৌত্র গজপতিসিংহ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিরহিন্দের আফ্গান শাসন-কর্ত্তা জেনখাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া পাণিপথ হইতে কর্ণাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঝিন্দ্ ও সফিদান প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। দিল্লীর সম্রাটকে রাজস্ব প্রদান ও তাঁহার বশুতা স্বীকার করিয়া তিনি তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা রাজস্ব বাকি পড়ায় সম্রাটের উজীর নাজিবখাঁ গজপতিকে দিল্লীতে বন্দী করিয়া লইয়া যান, সম্রাট্ তথায় তাহাকে ৩ বৎসর কাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাহার পর গজপতি নিজ পুত্র মেহেরসিংহকে জামিন রাখিয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করেন এবং সম্রাটকে ৩১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া ১৭৭২ খৃঃ অব্দে পুত্রকে মুক্ত ও রাজোপাধি লাভ করেন। ইনি তৎপরে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের শিখদিগের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ইংরাজ-কর্তৃপক্ষ গজপতিসিংহের অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ, ঝিন্দের তাৎকালিক রাজা স্বরূপসিংহের নিকট শিরহিন্দ্ বিভাগের জন্য ১৫০টী উষ্ট্র প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ইহাতে মেজর ব্রডফুট রাজার ১০ হাজার টাকা দণ্ড করিলেন। রাজা এই অপবাদ অপনয়ন জন্য এরূপ আগ্রহ ও অবিচলিতভাবে ইংরাজের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার পূর্ব্ব অপরাধ বিস্মৃত হইল এবং তিনি ইংরাজের নিকট আদৃত হইলেন। ইহার পর শেখ ইমামউদ্দীন কাশ্মীরে গোলাপসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে ঝিন্দ্ রাজ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজের সাহায্যার্থ নিজ সৈন্যদল প্রদান করিলেন। এই ব্যবহারে তাঁহার পূর্ব্বের ১০ সহস্র টাকা অর্থদণ্ড যে কেবল রহিত হইল তাহা নহে, প্রত্যুত তিনি যুদ্ধশেষে ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বার্ষিক ৩ তিন সহস্র টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং গবর্মেণ্ট তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে কখনই কর গ্রহণ করিবেন না স্বীকার করিলেন। ঝিন্দ্ রাজ ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহার সৈন্যদল ইংরাজের ব্যবহারে রাখিলেন, রাজ্যমধ্যে রাস্তাসকল সুসংস্কৃত, দাসত্ব, সতীদাহ ও শিশুহত্যা নিবারিত করিতে স্বীকার করিলেন এবং বাণিজ্য দ্রব্যের উপর আমদানি ও রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আরও বার্ষিক ১০০০ টাকা আয়ের এক ভূসম্পত্তি দান করিলেন।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঝিন্দের রাজা স্বরূপসিংহ সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহীসৈন্যদিগের দমনার্থ দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার সৈন্যগণ প্রভূত পরাক্রমের সহিত ইংরাজের পার্শ্ব-যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রভাগে যুদ্ধ করিয়া ব্রিটিশ সেনাপতির প্রশংসাভাজন হইয়াছিল। বাদলিসরাইয়ের যুদ্ধে ঝিন্দের একদল সৈন্য এরূপ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে যে, রণস্থলেই ইংরাজসেনাপতি উহাদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই; ইহার পুরস্কারে সেনাপতি একটী লুণ্ঠিত কামান পুরস্কার দেন। আর একদল ঝিন্দ্ সৈন্য দিল্লীর ২০ মাইল উত্তরস্থ বাঘপতের সেতু বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করে, তাহাতেই মিরাট হইতে ইংরাজিসৈন্য যমুনা পার হইয়া বার্ণার্ডের সহিত মিলিতে পায়। ঝাঁসি, হিসার, রোহতক্ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর বিদ্রোহী ঝিন্দে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতেছিল, কিন্তু রা[illegible] অতি দক্ষতার সহিত সমুদায় দমন করিয়া ফেলিলেন।

ইংরাজগবর্মেণ্ট রাজার এই সকল প্রভূত সাহায্যে অতিশয় প্রীত হইয়া প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করিলেন। ঝিন্দের ২০ মাইল দক্ষিণস্থ দাদ্রির বিদ্রোহী নবাবের প্রায় বার্ষিক ১০,৩,০০০ টাকা আয়ের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাকে প্রদত্ত হইল।

আরও সংরুর নিকটবর্ত্তী বার্ষিক প্রায় ১৩,৮১৬ টাকা আয়ের ১৩টী গ্রাম প্রদত্ত হইল এবং রাজার মান্যস্বরূপ বিদ্রোহী মির্জ্জা অকবরের দিল্লীস্থ বাসভবন তাঁহাকে দান করা হইল। রাজা ফর্জন্দ্ দিল্বান্দ্ রসিক-উল্-ইতিকাদ্ রাজা স্বরূপসিংহ বাহাদুর এই মহামান্য উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার মান্য তোপসংখ্যা বর্দ্ধিত হইল এবং আরও অনেক ক্ষমতা প্রদত্ত হইল। সংরুরের সর্দ্দারগণ ইহার অধীনস্থ সামন্ত মধ্যে গণ্য হইলেন ও রাজার উত্তরাধিকারী অবর্ত্তমানে মৃত্যু হইলে অথবা উত্তরাধিকারী নাবালক থাকিলে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে রাজা "নাইট গ্রাণ্ড কমাণ্ডার ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর তৎপুত্র বীরপ্রকৃতি সমরকুশল সুবুদ্ধি রঘুবীরসিংহ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনিও জি, সি, এস্, আই উপাধিধারী এবং মান্যস্বরূপে ১১টী তোপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর রাজকীয় দরবারে ইনি ভারতেশ্বরীর একজন সচিব নিযুক্ত হন।

ঝিন্দ্‌রাজ্যে ৪১৫টী গ্রাম এবং ৮টী সহর আছে। রাজস্ব আদায় ৬ হইতে ৭ লক্ষ টাকা। ঝিন্দের রাজা ১২টী কামান ২৩৪ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৩৯২ জন অশ্বারোহী ও ১৬০০ পদাতিক সৈন্য রাখেন। ইঁহার প্রদত্ত ২৫ জন অশ্বারোহী ইংরাজ-বিভাগে কার্য্য করে।

২ পঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিন্দ্‌রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৯° ১৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ২৩´ পূঃ। এই নগর ফিরোজশাহের খালের পার্শ্বে অবস্থিত। নগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি উর্ব্বরা, বহুসংখ্যক কিংশুক তরু চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান আছে। নগরের বাজার, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঝিন্দের রাজা এই নগরে বাস করেন। রাজপ্রাসাদ, আদালত, বিদ্যালয় প্রভৃতি এই স্থানে অবস্থিত।

ঝিন্দন, মহারাণী, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের প্রিয়তমা মহিষী এবং মহারাজ দলীপসিংহের মাতা। ইঁহার ভ্রাতা জবাহিরসিংহ কিছু দিন শিখরাজ্যের উজীর ছিলেন এবং অবশেষে দুর্দ্দান্ত খালসাসৈন্যদ্বারা নিহত হন।

রণজিৎসিংহের বিবাহিতা পত্নীগণের মধ্যে ঝিন্দন সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তমা ছিলেন, এজন্য রণজিৎ তাঁহাকে স্নেহভরে মাঃ বুবা অর্থাৎ প্রিয়পতির প্রিয় বলিতেন। সাহসুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিবার হাঙ্গামার কয়েক মাস পূর্ব্বে মহারাণী ঝিন্দন দলীপসিংহকে প্রসব করেন। মহারাজ রণজিৎসিংহ এই সংবাদ শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়া অকাতরে দারিদ্রদিগকে ধন দান করেন ও ১০১টী শিপ-তোপ গভীর নিনাদে এই সুসংবাদ দিগদিগন্তে বিঘোষিত করে।

মহারাজ রণজিৎসিংহের পরলোকগমনের পর যথাক্রমে খড়্গসিংহ, নওনিহালসিংহ ও সেরসিংহ পঞ্জাব সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেরসিংহের মৃত্যুর পর পঞ্চবর্ষীয় শিশু দলীপসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং মহারাণী ঝিন্দন তাঁহার অভিভাবিকারূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ উজীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

মহারাণী ঝিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত অটলতা, সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণাবলম্বিনী এবং অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন। প্রোৎসাহিনী শক্তিসঞ্চালনে, সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন এবং অদ্ভুত মনস্বিতায় অনেকে ইঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের সমান বলিয়া থাকেন। কিন্তু একমাত্র মহান্ দোষ এই বীরললনাকে সাম্রাজ্যদণ্ড পরিচালনের অনুপযুক্ত করিয়াছিল। ইনি স্বীয় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহাহউক ঝিন্দন প্রতিদিন দরবারে আসীন হইয়া সরদার ও পঞ্চায়ত অর্থাৎ খাল্‌সাসৈন্যের অধিনায়কগণ সহ মন্ত্রণা করিয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বীরহৃদয় খাল্‌সাসৈন্য রাণীর চরিত্রে সন্দিহান করিতে লাগিল। রাজা লালসিংহ সেই সন্দেহের পাত্র। মহারাণী এই লালসিংহের প্রতি নিরতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া নিজ প্রাসাদে স্থান দিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া একদা তেজস্বী হীরাসিংহের উপদেষ্টা ও সহায় জুলা মহারাণীকে প্রকাশ্য দরবারে ভর্ৎসনা করিলেন। রাণীর কোপে তাঁহারা শীঘ্রই লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং পলায়নকালে খাল্‌সাসৈন্য কর্ত্তৃক হত হইলেন। এইরূপে রাণী নিজ দোষে বীরবর হীরাকে বিনাশ করিয়া শিখরাজ্যের অধঃপতন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে মহারাণীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ ও তাঁহার অনুগৃহীত লালসিংহ রাজ্যের সমুচ্চ পদবীস্থ হইল। এই দুই ব্যক্তিই বিলাসপ্রিয় কাপুরুষ এবং বীর প্রকৃতি খাল্‌সাসৈন্যগণকে সুশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। পেশোয়ারা সিংহকে গোপনে ষড়যন্ত্রদ্বারা হত্যা করায় জবাহিরসিংহ রাণী ঝিন্দন ও দলীপের সম্মুখেই খাল্‌সাসৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইল। মহারাণী ভ্রাতৃশোকে একান্ত অধীরা হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জবাহিরকে নিধনের প্রধান প্রধান উদ্যোগীগণ পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইলে রাণী পুনরায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তেজসিংহ সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইল। প্রথম শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ পঞ্জাবের প্রধান সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইঁহার পর মহারাণী ইংরাজের পরাক্রমে ঈর্ষান্বিত হইয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভইরওয়ালার সন্ধি অনুসারে দলীপের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত পঞ্জাব রাজ্যশাসনের ভার ইংরাজগবর্মেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। মহারাণীকে বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসৃত করা হইল। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা অপরাধে লালসিংহ মাসিক দুই সহস্রটাকা মাত্র বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হন। যাহাহউক মহারাণী রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিতা হইয়া অতিশয় ক্ষুব্ধা হইলেন এবং গোপনে সর্দারদিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের সমস্ত অশান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইতে লাগিল। রেসিডেণ্ট এই সকল ব্যাপার গবর্ণরজেনারেলকে জ্ঞাত করায় তিনি শিশু মহারাজকে রাণী হইতে বিচ্যুত করিবার আদেশ

ছিলেন। তদনুসারে সর্দ্দারগণের মত লইয়া রেসিডেন্ট মহারাণীকে সেখোপুরের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে নিজ অলঙ্কারপত্রাদি লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। যৎকালে এই নিদারুণ সংবাদ প্রদত্ত হয়, তখনও এই তেজস্বিনী রমণী প্রিয়তম পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন ভাবিয়া কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করেন নাই।

সেখোপুরে অবস্থানকালে মহারাণীর বৃত্তি কমাইয়া মাসিক ৪০০০্ চারি সহস্র টাকা ধার্য্য হয়। সেখোপুরে তিনি একপ্রকার বন্দিনীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার একমাত্র পরিচারিকা ব্যতীত তিনি আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন না। ক্রমে তাঁহার এই অবস্থা অতি কঠোর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি নিজ উকীল দ্বারা তাঁহার দুরবস্থার বিষয় গবর্মেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গবর্ণরজেনারল সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইহার পর মূলতানে কয়েকজন সৈন্য মহারাণীর নামে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। অল্পায়াসেই বিদ্রোহীদিগের নেতাগণ ধৃত ও দণ্ডিত হইল। রেসিডেণ্ট যদিও স্বীকার করেন, এই বিদ্রোহে মহারাণী দোষী এরূপ সন্দেহ করিবার প্রমাণ নাই, তথাপি মহারাণীকে সেখোপুর হইতে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত হইল। ঝিন্দন আত্মরক্ষার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সে সকল বৃথা হইল। তিনি সমস্ত মণি-রত্ন-অলঙ্কারাদি লইয়া সেখোপুর হইতে বারাণসীতে প্রেরিত হইলেন।

তাঁহাকে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল, তাঁহার সম্মানরক্ষা ও আপদের কোন আশঙ্কা নাই; তিনি নূতন স্থানে বিশ্বস্ত ইংরাজকর্ম্মচারীর অধীনে থাকিবেন। কিন্তু ইংরাজের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইলে তিনি চুনারে বন্দিনী হইবেন ও তাঁহার অবস্থা আরও কষ্টকর হইবে। এই সময় মহারাণীর বৃত্তি আরও কমাইয়া মাসিক এক সহস্র টাকা মাত্র রহিল। ইহার পর ঝিন্দনের আর একটী বিপদ উপস্থিত হয়। তাঁহাকে বিদ্রোহে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া তাঁহার সমস্ত মণিমাণিক্য-অলঙ্কার প্রভৃতি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিলেন, দুইজন সম্ভ্রান্ত বিবিকর্তৃক তাঁহার পরিচারিকাগণের বস্ত্রাদি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া বিদ্রোহসূচক পত্রাদির সন্ধান লওয়া হইল, কিন্তু কিছুই বাহির হইল না। কিন্তু তিনি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিতা হইলেন। এই সময়ে তাঁহার ব্যয়-সঙ্কুলান হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল তিনি নিউমার্চ সাহেবকে উকীল নিযুক্ত করিয়া তদ্বারা নিজ দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গবর্মেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। নিউমার্চ বিলাতে ভারতসভায় মহারাণীর হইয়া আবেদন করিবার জন্য ৫০,০০০্ টাকা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু এ সময় মহারাণী নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আত্মরক্ষায় একবারে হতাশ হইলেন।

এদিকে রণজিৎমহিষীর পঞ্জাব হইতে নির্ব্বাসনে খালসাসৈন্য নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত পঞ্জাববাসীর মাতৃস্থানীয়া এবং বরণীয়া; তিনি নির্ব্বাসিতা ও প্রপীড়িতা হইতেছেন এ সংবাদে পঞ্জাববাসী ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। অনেক নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক স্বীকার করেন, লর্ড ডাল্‌হৌসীকৃত মহারাণী ঝিন্দনের এই নির্ব্বাসন ২য় শিখযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইহার পর ২য় শিখযুদ্ধে চিলিয়নবালাক্ষেত্রে ইংরাজেরা সম্যক্‌রূপে শিখসৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে মহারাণী ঝিন্দন গবর্ণরজেনারেলের নিকট এক প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে, তাঁহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক, তাহাহইলে তিনি শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। গুজরাটের যুদ্ধে শিখসৈন্য একেবারে পরাজিত হইলে, অবশিষ্ট বিদ্রোহীসৈন্য ও সেনাপতিগণ ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কিছুদিন পরেই পঞ্জাবরাজ্য ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হইল, শিশুমহারাজ বৃত্তিসহ ফতেপুরে প্রেরিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিধবা রণজিৎমহিষী ঝিন্দন বারাণসী হইতে চুনারে নীতা হইলেন। তথায় ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে ৬ই এপ্রেল তারিখে তিনি কৌশলে কারাবাস হইতে পলায়ন করিয়া নেপাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বহুকষ্টে অশেষ দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া তিনি নেপালের সীমান্তপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং রাজার আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। বিখ্যাত জঙ্গবাহাদুর তৎক্ষণাৎ মহারাণীকে নেপালস্থ রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। গবর্মেণ্ট এই ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া মহারাণীর অবশিষ্ট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন ও মাসিক সহস্র টাকা বৃত্তি দিয়া সেই স্থানেই বাসের আদেশ দিলেন।

ইহার অল্পকাল পরে মহারাজ দলীপ ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। মহারাণী নেপালেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানাকারণে ঝিন্দনের নেপালবাস কষ্টকর হইয়া উঠিল। জঙ্গবাহাদুর ইহার উপর বিরক্ত ছিলেন, বিশেষতঃ ঝিন্দন নেপাল হইতে ২০ সহস্র টাকা পাইতেন, তাহা জঙ্গবাহাদুরের অসহ্য।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দলীপসিংহ নিজ সম্পত্তির মীমাংসা, ব্যাঘ্রশিকার এবং জননীর জন্য একটা বন্দোবস্ত করিতে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। গবর্ণরজেনারল ঝিন্দনকে নেপাল

হইতে আসিবার অনুমতি দিলেন। মহারাণী বহুকাল পরে পুত্রমুখ দর্শনে মহাপুলকিত হইয়া বলিলেন, "আর আমি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্না হইব না।" এই সময়ে মহারাণীর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি বিলুপ্ত হইয়াছিল। দুর্ব্বিসহ চিন্তাভারে তাঁহার শরীর ক্ষীণ, মলিন ও রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর তিনি চুনার দুর্গে যে সকল অলঙ্কারপ্রভৃতি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ও তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। এদিকে দলীপসিংহ শীঘ্র ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলে মহারাণী ঝিন্দন ও অনেক অনুচর-অনুচরী দলীপের সহিত বিলাত যাত্রা করিল। লণ্ডননগরে লাঙ্কেষ্টার-গেটের নিকটে একটী প্রকাণ্ড বাটীতে তাঁহাদের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তথায় তিনি একদিন দেশীয় পরিচ্ছদের উপর পাশ্চাত্য রমণীগণের বেশভূষা পরিধান করিয়া দলীপের শিক্ষয়িত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে মহারাজ দলীপ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এখন ঝিন্দনের প্রভাবে তাঁহার সে ধর্ম্মভাব শিথিল হইতে লাগিল দেখিয়া ইংরাজগণ দলীপকে মাতার নিকট হইতে অন্তরে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। মহারাণীর জন্য লণ্ডনে একটী পৃথক্ বাটী ভাড়া লওয়া হইল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমাসে মহারাণী ঝিন্দন লণ্ডন নগরীতে পরলোক গমন করিলেন। যতদিন ঐ শব সৎকারার্থ ভারতবর্ষে নীত না হয়, ততদিন উহা কেনশালের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইল। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ সমাধি-সময়ে উপস্থিত থাকিয়া মহারাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলীপসিংহ তাঁহার মাতার মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলেন এবং নর্ম্মদাতীরে তাঁহার সৎকার সম্পন্ন করিয়া পবিত্র নর্ম্মদা-সলিলে ভস্ম নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে পঞ্জাবের অসামান্য সৌন্দর্য্যপ্রতিমা বীরকেশরী রণজিৎমহিষী সৌভাগ্যের উচ্চতম অবস্থা হইতে ভাগ্যচক্রের সকল অবস্থায় পতিত হইয়া অবশেষে বিদেশে সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

ঝিন্‌ঝুবাড়া, গুজরাটের কাঠিয়াবাড় মধ্যে ঝালাবার উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। পরিমাণফল ১৩৫ বর্গমাইল। ইহাতে ১৭টী গ্রাম আছে। অধিপতি ইংরাজগবমেণ্টকে ১১০৭৩৲ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। অধিবাসিদিগের অধিকাংশ কোলিজাতীয়। পূর্ব্বে এখানে তিনটী লবণের কারখানা ছিল, ইংরাজগবমেণ্ট তালুকদারদিগকে কিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ দিয়া ঐ সকল কারখানা উঠাইয়া দিয়াছেন। রাজ্যের অনেক স্থানে সোরা উৎপন্ন হয়। সন্নিহিত রণের কতকাংশ কয়েকটী দ্বীপ সহিত এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ঝিলানন্দ নামে বৃহত্তম দ্বীপ প্রায় ১০ বর্গমাইল প্রশস্ত। এই দ্বীপে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী ও ভোটৃবা নামক একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। প্রবাদ, আনন্দ নামে জনৈক নরপতি এই ভোটৃবাকুণ্ডে স্নান করিয়া দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাটের কাঠিয়াবাড়ে ঝালাবার উপবিভাগের উক্ত ঝিন্‌ঝুবাড়া রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩°২১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭১°৪২´ পূঃ। এই নগর বহু প্রাচীন, আজিও একটী দুর্গ, একটী পর্ব্বতখোদিত বৃহৎ পুষ্করিণী এবং প্রাচীন ভাস্কর ও স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক বহুসংখ্যক শিলাফলক, ভগ্ন তোরণদ্বার প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। এখানকার অনেক প্রস্তরে মহান্ শ্রীউদাল নাম খোদিত আছে। প্রবাদ যে, ঐ উদাল অণহিলবাড়পত্তনের অধিপতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি নিজ জন্মভূমি ঝিন্‌ঝুবাড়ায় উক্ত দুর্গ ও সরোবর নির্ম্মাণ করেন। আহ্মদাবাদের সুলতান ঝিন্‌ঝুবাড়া অধিকার করিয়া নিজ দুর্গমধ্যে পরিগণিত করেন, পরে অক্‌বর অধিকার করিয়া এখানে মোগলসাম্রাজ্যের একটী থানা স্থাপন করেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে বর্ত্তমান তালুকদারগণের পূর্ব্বপুরুষ কাস্তোজী এই দুর্গ অধিকার করেন। ইহার তালুকদারগণ রাজপুত সাম্প্রদায়িক ঝালাবংশোদ্ভব, কিন্তু কোলিদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় পতিত হইয়াছেন। কথিত আছে, ঝুঞ্জো নামক জনৈক মকবারি ঝিন্‌ঝুবাড়া স্থাপন করেন। বোম্বাই, বরদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের পত্রিশাখায় খাড়াঘোড়া ষ্টেশনের ১৬ মাইল উত্তরে ঝিন্‌ঝুবাড়া অবস্থিত। এখানে একটী ডাকঘর ও বিদ্যালয় আছে।

ঝিনাই, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলায় একটী নদী, জামালপুরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া জাফরশাহী দিয়া যমুনায় পতিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহাতে অধিক জল থাকে না। অন্য সময়ে নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে।

ঝিম, বাঙ্গালার শ্রীহট্টজেলার একটী নদী। ইহাতে হঠাৎ বাণ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য নৌকাযাত্রা নিরাপদ নহে। বর্ষায় ৫০ মণ বোঝাই লইয়া এখনও নৌকা শোণবর্ষা পর্য্যন্ত যায়।

ঝিমন (দেশজ) তন্দ্রাবেশ, নিদ্রা আসিলে চক্ষু মুদিয়া ঢুলা।

ঝিমা (দেশজ) ১ ধাত্রী। ২ মাতামহী বা পিতামহী।

ঝিমিক (দেশজ) ১ বিদ্যুতাদির আলো। ২ ধীরে ধীরে।

"বিভূতি মাখেন গায়, ঝিমিকে ঝিমিকে যায়।" (কবিক°)

ঝিরক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশের করাচি জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৪°৪´ হইতে ২৫°২৬´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৭°৬´১৫´´ হইতে ৬৮°২২´৩০´´ পূঃ। ইহার উত্তরে সেহবান, কোহিস্থানের কতকাংশ ও বরণনদী, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সিন্ধুনদ ও উহার শাখাসমুদায় এবং পশ্চিমে সমুদ্র ও করাচিতালুক। পরিমাণফল ২১৯৭ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ ঠট্টা, মীরপুরসক্রো ও ঘোড়াবাড়ী এই তিনটী তালুকে এবং ঐ তিন তালুক আবার ২০টী তপ্পায় বিভক্ত। ইহাতে ৪টী নগর ও ১৪২ গ্রাম আছে।

এই উপবিভাগের উত্তরাংশ পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর মরু-ভূমি মাত্র, মধ্যে মধ্যে ধড়নামক ক্ষুদ্র হ্রদসকল বিরাজিত। পূর্ব্বাংশে সিন্ধুতীরবর্ত্তী কতক পরিমাণে ভূভাগও পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর। এই অংশেই একটী পাহাড়ের উপর ঝিরক নগর নির্ম্মিত। দক্ষিণাংশের ভূমি পঙ্কময় ও সমতল, ইহার মধ্যে মধ্যে খাল ও সিন্ধুনদের শাখাসকল প্রবাহিত। ইহা-দের ছয়টী প্রধান শাখার নাম—পিণ্ডি, জুনা, নিছাল, হজামুরো কুকেবারি ও খেদেবাড়ি। ঘাড়োখাড়িও এই উপবিভাগে অবস্থিত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হজামুরো অতিক্ষুদ্র নদী ছিল, তৎপরে বর্দ্ধিত হইয়া এখন সিন্ধুনদের বৃহত্তম মোহানায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার মোহানার পূর্ব্বকূলে নাবিক-দিগের সুবিধার্থে ৯৫ ফিট উচ্চ একটী আলোকস্তম্ভ স্থাপিত, উহা প্রায় ২৫ মাইল দূর হইতে দৃষ্ট হয়। এখানে গবর্মেণ্টের ব্যয়ে রক্ষিত ৪৯টী খাল আছে, উহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৬০ মাইল। উহা ভিন্ন জমিদারদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় ১৩২১টী খাল আছে। বাঘাড়, কলরি ও সিয়ান এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অনেক সময় বৃহৎ বন্যা হইয়া অনেক গোরু, ছাগল প্রভৃতি নষ্ট হয়। কোট্রি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ এই সকল বন্যায় অনেকস্থানে ভাঙ্গিয়া যায়। উপবিভাগের নানাস্থানে জলবায়ু নানাপ্রকার; ঝিরক ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান স্বাস্থ্যকর, আবার ঠট্টা ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগের আবাস বলিয়া খ্যাত। ওলাউঠা ও বসন্তরোগ প্রায়ই প্রাদুর্ভূত হয়। সম্প্রতি টীকা দিয়া বসন্তের প্রকোপ কমিয়াছে। বার্ষিকগড় বৃষ্টিপাত ৭½ ইঞ্চি। সমুদ্রজাত কুহেলী উপকূলভাগে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জন্য গোধূম উৎপন্ন হয় না।

ইহার ভূমির প্রকৃতি, জীব ও উদ্ভিদ্ সমুদায় প্রায় করাচি জেলার অন্যান্য স্থানের ন্যায়। পূর্ব্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগ ব্যতীত সর্ব্বত্র ভূমি পলিময়। বন্যজন্তুর মধ্যে শৃগাল, নেকড়ে, খেঁকশিয়াল, শশক, বনবিড়াল ও চিতাবাঘ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণসার মৃগ কখন কখন পর্ব্বতে দেখা যায়। বহু-বিধ হংস, বন্যহংস, সারস, বক, হাড়গিলা, তিত্তির প্রভৃতি নানাপ্রকার পক্ষী এখানে বাস করে।

একরূপ পক্ষীর পক্ষ অতি সুন্দর। এখানে সর্প ও বৃশ্চিক অত্যন্ত অধিক। সিন্ধুপ্রদেশের কুকুর বৃহৎ এবং এমন ভীষণ যে, অপরিচিত ব্যক্তির অগ্রসর হওয়া মহাবিপদজনক। চজামুরোর মধুমক্ষিকাগণের মধু অতি উৎকৃষ্ট। ইহারা জলজাত গুল্মাদিতে চক্র নির্ম্মাণ করে। ইন্দুরের সংখ্যা এত অধিক যে, সময়ে সময়ে উহারা শস্যক্ষেত্রে বিশেষ অনিষ্ট উৎপাদন করে। ইহারা মাটির নীচে শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। কৃষকগণ অজন্মা হইলে মাটি খুঁড়িয়া ঐ সমস্ত বাহির করিয়া লয়। এখানকার উষ্ট্র আরবদেশের উষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্ম্মঠ ও শীঘ্রগামী।

অরণ্যে প্রধানতঃ বাব্‌লাগাছ জন্মে। এই সকল অরণ্য ১৭৯৫ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তালপুরমীরদিগের যত্নে রোপিত হয়। ২০টী মাছ ধরিবার স্থান আছে, প্রতি বৎসর নীলামে ঐ সকল বিক্রয় হয়।

অধিবাসিগণের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সর্ব্বাংশে করাচি জেলার অপরাপর স্থানের অধিবাসিদিগের ন্যায়। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর প্রায় ৭।৮ গুণ। অনেক শিখ এখানে বাস করে। অসভ্যজাতি, খৃষ্টান, য়িহুদী ও পারসী-দিগের সংখ্যা অত্যল্প।

শাসন ও রাজস্ব-বিভাগে একজন ডেপুটি কালেক্টর ও প্রথমশ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, ২য় শ্রেণীস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপন্ন ৩ জন মুক্তিয়ার, ২ জন কোতোয়াল ও ২০ জন তপ্পাদার বা আবগারি-কর্ম্মচারী আছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহাতে ৮টী ফৌজদারী আদালত ও ২৪টী থানা ছিল।

ঝিরক, ঠট্টা ও কোটিনগরে দাতব্য-ঔষধালয় ও মিউনি-সিপালিটী আছে।

খরিফ ও রবি দুইপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। সমস্ত শস্যক্ষেত্রের প্রায় ¾ অংশ ধান্য রোপিত হয়, অবশিষ্টাংশে প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য শস্য আবাদ হইয়া থাকে। শণ ও পাট প্রচুর জন্মে। সিন্ধুনদ এবং ধণ্ড অর্থাৎ হ্রদসকলে বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়।

কোটিনগর হইতে বহুপরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। অন্যান্য স্থানেও রপ্তানীর মধ্যে কৃষিজাত ও চর্ম্ম প্রধান। বস্ত্র, নানাবিধ ধাতুদ্রব্য, ফল, চিনি, মসলা ও শস্য আমদানি হয়। পূর্ব্বে ঠট্টার ছিট এবং সুন্দর মাটির বাসন বিখ্যাত ছিল, এখন আর আদর নাই। উপবিভাগের স্থানে স্থানে প্রায় ৩০টী মেলা হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রায় ৩৮০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা আছে। করাচি ঠট্টা দিয়া কোট্রি পর্য্যন্ত বৃহৎ সামরিক-বর্ত্ম ঝিরক উপ-বিভাগের উত্তর দিয়া গিয়াছে। ২০টী ধর্ম্মশালা এবং ৩৬টী খেয়াঘাট আছে। সিন্ধু-রেলপথ এই উপবিভাগের ৬৩ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহার ছয়টী ষ্টেশনের নাম—রণপেথানি, জঙ্গশাহী, জোনাবাদ, ঝিম্‌পীর, মেটিং,ও বোলারি।

ঝিরক উপবিভাগে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের কৌতূহলাকর্ষক বহুসংখ্যক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রাচীন ভাম্বোর নগরের ধ্বংসাবশেষ, খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত মারি-মন্দির, ১৫শ শতাব্দীর কালানকোট এবং ঐ স্থানেই অবস্থিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন দুর্গ প্রভৃতি প্রধান। কিন্তু ঠট্টার নিকটবর্ত্তী মাকলিপর্ব্বতস্থ প্রাচীন গোরস্থান সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহল ও বিস্ময়জনক। এই গোরস্থান পর্ব্বতপৃষ্ঠে প্রায় ৬ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং ইহাতে দ্বাদশশতাব্দী ধরিয়া সকল সময়ের নির্ম্মিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় দশলক্ষাধিক সমাধি বিদ্যমান আছে। ইহাদের অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্টগুলিও আর অধিক দিন থাকিবে না; আধুনিক গোরের মধ্যে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মৃত এডওয়ার্ড ঝক নামক জনৈক ইংরাজ রেসমব্যবসায়ীর সমাধি-মন্দির প্রধান।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার উক্ত ঝিরক উপবিভাগের একটী সহর। অক্ষা° ২৫°৩৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮°১১´৪৪´´ পূঃ। এই নগর সিন্ধুতীরে নদীগর্ভ হইতে ১৫০ ফিট উচ্চ একখণ্ড ভূমির উপর অবস্থিত এবং সিন্ধুনদের প্রহরীর স্থায় দণ্ডায়মান। ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং অবস্থান এত সুবিধাজনক যে, সর্ চার্লস্ নেপিয়র ঝিরকের পরিবর্ত্তে হায়দরাবাদে ইংরাজ সৈন্তনিবাস হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঝিরক হইতে উত্তরে ২৪ মাইল দূরে কোট্রি, দক্ষিণপশ্চিমে ৩২ মাইল দূরে ঠট্টা ও ১৩ মাইল দূরে মেটিং ষ্টেশন পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে।

এখানে পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ বাণিজ্য হইত, পার্ব্বত্যজাতীয়েরা মেষ-বিনিময়ে তণ্ডুলাদি শস্য ক্রয় করিত। এখন কোট্রি হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ঝিরকের বাণিজ্য অনেক পরিমাণে হীন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান শিল্পজাতের মধ্যে উষ্ট্রের পৃষ্ঠের জন্য একরূপ উৎকৃষ্ট পালান এবং লুংগিন্ নামে একরূপ ডোরা দীর্ঘকালস্থায়ী কাপড় প্রস্তুত হয়। এখানে ঝিরকের ডেপুটিকালেক্টর বাস করেন। নদী হইতে ৩৫০ ফিট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর তাঁহার বাসস্থান অবস্থিত। তথা হইতে ঝিরকনগর, সিন্ধুনদী এবং চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূভাগ দৃষ্ট হয়। ঝিরকের উদ্যানসকল অতি মনোহর। চতুর্দ্দিকে শস্যক্ষেত্রে ধান্য, বাজরা, শণ, তামাক ও ইক্ষু জন্মে। এখানে ৩টী ধর্ম্মশালা, একটী গবর্মেণ্টবিদ্যালয় একটী অধীনস্থ জেলখানা, একটী বাজার ও দাতব্য-ঔষধালয় আছে।

ঝিরি, ১ আসামের একটী নদী। ইহা বরাইল পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণমুখে একদিকে কাছাড় জেলা ও অপর-দিকে মণিপুর রাজ্য উভয়ের মধ্য দিয়া বরাকনদীতে পতিত হইয়াছে। উভয়পার্শ্বে দুর্ভেদ্য গিরিমালার মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ উপত্যকাপথে এই নদী প্রবাহিত।

২ সিন্ধিয়া রাজ্যের একটী নগর। এই নগর কোটা হইতে কল্পীর পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৩৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭°২৮´ পূঃ।

ঝিল, বন্যাজলপ্লাবিত নিম্নপ্রদেশ, জলা, বিল, বৃহৎ জলাশয়। পূর্ব্ববাঙ্গালার ঝিলসকল অতি বিখ্যাত। শ্রীহট্ট ও খাসি পর্ব্বতে অপরিমেয় বৃষ্টিপাতে সুর্ম্মা ও অপরাপর নদী স্ফীত হইয়া উঠে এবং কূল ছাড়াইয়া চতুর্দ্দিকস্থ নিম্নভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলে। প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত স্থান এইরূপে বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকে। শীতকালে স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকা বাহির হয় মাত্র। জলপ্লাবন সময়ে এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ এক প্রকাণ্ড শান্ত হ্রদের স্থায় প্রতীয়মান হয়। স্থানে স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম ও নগর-সকল দ্বীপের স্থায় বিরাজ করিতে থাকে। এইকালে নৌকা দ্বারা যথাতথা গমন করিতে পারা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থই নিজ নিজ নৌকারোহণ করিয়া নিজ প্রয়োজনসাধনে গৃহান্তরে বা গ্রামান্তরে গমন করে। খাসিয়াপর্ব্বতের গোড়া হইতে ত্রিপুরা পর্ব্বত ও সুন্দরবন পর্য্যন্ত এই ঝিল বিস্তৃত। শীতকালে এখানে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। অনেক স্থানে শৈবাল ও জলজ-গুল্মে পূর্ণ থাকে। মধ্যে মধ্যে এই ঝিলে তৃণপত্রাদি লঘুদ্রব্যনির্ম্মিত ভাসমান-দ্বীপ সকল অতি মন্দ-বেগে সমুদ্রদিকে নীত হইতে দৃষ্ট হয়।

নিজামরাজ্যে হায়দারাবাদের পূর্ব্বস্থ পখাল হ্রদ হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তি। এই জলাশয়ই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

ঝিরি (স্ত্রী) ঝিরিত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ ইন্। ঝিল্লী।

ঝিরিকা (স্ত্রী) ঝি রীতি অব্যক্তশব্দেন কায়তি শব্দায়তে, কৈ-ক টাপ্। ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁপোকা।

ঝিরী (স্ত্রী) ঝির ইত্যব্যক্তশব্দোঽস্ত্যস্যাঃ অচ্ ঙীষ্। ঝিল্লী (শব্দর°)।

ঝিলম্ পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন রাবলপিণ্ডি বিভাগের

একটী জেলা। অক্ষা° ৩২° ৩৬´ হইতে ৩৩° ১৫´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭১° ৫১ হইতে ৭৩° ৫০´ পূঃ। পঞ্জাবস্থ ৩২টী জেলার মধ্যে এই জেলা পরিমাণফলানুসারে ৯ম এবং অধিবাসীর সংখ্যানুসারে ১৮শ স্থানীয়। পঞ্জাবপ্রদেশের শতকরা প্রায় ৩·৬৭ অংশ ভূভাগ ও ৩·১৪ অংশ অধিবাসী এই জেলার অন্তর্গত। ইহার উত্তরে রাবলপিণ্ডি জেলা, পূর্ব্বে বিতস্তা (ঝিলম্) নদী, দক্ষিণে বিতস্তা নদী ও শাহাপুর জেলা এবং পশ্চিমে বন্নু ও শাহপুর জেলা অবস্থিত। পরিমাণফল ৩৯১০ বর্গমাইল। ঝিলমনগর শাসনকার্য্য ও বাণিজ্যাদির সদর।

ঝিলমের ভূমি রাবলপিণ্ডির ন্যায় পার্ব্বত্য না হইলেও সমতল নহে। লবণপর্ব্বত হিমালয়ের একটী শাখা, এই প্রদেশে অবস্থিত। এই শাখা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সমান্তরালভাবে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে জেলার মেরুদণ্ডের ন্যায় বিস্তৃত। পর্ব্বতের পাদদেশে বিতস্তাতীরবর্ত্তী সমতল ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা এবং অগণ্য বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম দ্বারা সুশোভিত। গৈরিকবর্ণ লবণগিরি এই স্থলে দুরারোহ এবং স্থানে স্থানে ধূসরবর্ণ গহ্বরাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই পর্ব্বতে লবণের ভাগ অধিক, সেই জন্যই উহার নাম লবণপর্ব্বত হইয়াছে। খিউরাতে গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে বহু পরিমাণে লবণ উৎখাত হইয়া থাকে। শ্যামল গুল্মাচ্ছাদিত গিরিনদী দিয়া প্রবাহিতা স্রোতস্বিনীসমূহের জল প্রথম প্রথম বেশ বিশুদ্ধ থাকে, কিন্তু লবণাক্ত ভূমির উপর আসিতে আসিতে শীঘ্রই লবণাক্ত হইয়া পড়ে, তখন আর ঐ জলে সেচন-কার্য্য হয় না। উল্লিখিত দুই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে একটী সুন্দর মালভূমির উপর চতুর্দ্দিকে অনুচ্চপর্ব্বতবেষ্টিত কল্লারকহার হ্রদ বিরাজিত। এই হ্রদের দুই প্রান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন; একদিকের দৃশ্য কতকটা মরুসাগরের অনুরূপ. লবণময়-কূল তৃণগুল্ম বা জনপ্রাণীবিবর্জ্জিত অপর প্রান্ত আবার শ্যামল বনরাজি-পরিবেষ্টিত এবং হংসকারণ্ডবাদি অসংখ্য কলনাদী জলচরপক্ষী সমাকুলিত। লবণপর্ব্বতের উত্তরস্থ প্রদেশ উচ্চ বন্ধুর মালভূমি এবং স্থানে স্থানে নদীপ্রপাতাদি দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া অবশেষে এই প্রদেশে অগণ্য পর্ব্বতসমাকীর্ণ রাবলপিণ্ডির নিকট গিয়া মিলিয়া গিয়াছে। লবণপর্ব্বতের সহিত সমকোণ করিয়া এই জেলাকে উত্তরদক্ষিণে ভাগ করিলে উহার পশ্চিমভাগের জল সিন্ধু ও পূর্ব্বভাগের জল বিতস্তায় আসিয়া পড়ে। এই বিতস্তা নদী জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে প্রায় ১০০ মাইল স্থানে সীমারূপে অবস্থিত। এই নদীতে নৌকাদি ঝিলম্ নগরের কিছুদূর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে পারে।

লবণপর্ব্বত বহুবিধ মূল্যবান্ আকরিক পদার্থপূর্ণ। মনোহর মর্ম্মর ও অট্টালিকা-নির্ম্মাণোপযোগী প্রস্তর ব্যতীত নানাপ্রকার চূর্ণপ্রস্তর প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন বহুপ্রকার খনিজ বর্ণদ্রব্য, কয়লা, গন্ধক, মেটেতৈল এবং স্বর্ণ, তাম্র, সীসা, লৌহ প্রভৃতি ধাতু পর্ব্বতে বাহির হয়। কোন কোন স্থানে লৌহের ভাগ এত অধিক যে, দিগ্দর্শন-যন্ত্রের কাঁটা বাঁকিয়া দাঁড়ায়। সমস্ত পঞ্জাবপ্রদেশে যত লবণ খরচ হয়, তাহার অধিকাংশ এই জেলা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ লবণ ব্যতীত অন্যান্য আকরিক হইতে জেলার অল্পই লাভ হইয়া থাকে। সম্প্রতি রেলপথ বিস্তার হওয়ায় ইহার আকরিক হইতে আয়ের একটী পন্থা বাহির হইয়াছে। খিউরা, সর্দ্দি, মকরাচ, কাঠা ও জত্তানায় লবণের এবং মকরাচ পিণ্ড, দাণ্ডোত ও কুন্দালে কয়লার খনি আছে। এখানকার কয়লা তত উৎকৃষ্ট নহে।

ইতিহাস। এই জেলার প্রাচীন ইতিবৃত্ত অস্পষ্ট। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, ইহার লবণপর্ব্বতে পাণ্ডবেরা কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পুরাতত্ত্ববিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, মাকিদনবীর আলেকসান্দর এই জেলায়ই কোন স্থানে বিতস্তা (হাইডাসপেস্) তীরে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহাম অনুমান করেন, বর্ত্তমান জলালাবাদের নিকট আলেকসান্দর বিতস্তা উত্তীর্ণ হইয়া যে দিকে গুজরাট নগর অবস্থিত সেই দিকে চিলিয়ানবালা যুদ্ধ, ক্ষেত্রের সন্নিহিত মংনামক স্থানে পুরুর সহিত যুদ্ধ করেন। ইহার পর মুসলমান অধিকারকাল পর্য্যন্ত ইহার বিবরণ অজ্ঞাত।

জঞ্জুয়া ও জাঠজাতি এখন এই জেলার অধিকাংশ স্থানে বাস করে। বোধ হয় ইহারা বহুপূর্ব্ব হইতেই এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছে। ইহার পর গক্করগণ পূর্ব্ব ও আওবানগণ পশ্চিম হইতে এই জেলায় প্রবেশ করে। মুসলমান আক্রমণের সময় ও বহুকাল পর পর্য্যন্ত এই গক্করজাতি রাবলপিণ্ডি ও ঝিলমে প্রবল পরাক্রমে ও স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিল। [রাবলপিণ্ডি দেখ] মোগলসাম্রাজ্যের উন্নতি সময়ে গক্করনৃপতিগণ সম্রাটের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত সামন্ত মধ্যে পরিগণিত হইতেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর অন্যান্য সমীপবর্ত্তী স্থানের ন্যায় ঝিলমও শিখরাজ্যভুক্ত হইল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গুজরসিংহ গক্কররাজকে পরাস্ত করিয়া লবণ ও মাড়ী পর্ব্বতবাসী পার্ব্বত্যজাতিগণকে বশীভূত করিলেন। তাঁহার পুত্র ঐ প্রদেশে রাজা হইলে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে অজের রণজিৎসিংহ ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া শিখরাজ্যভুক্ত করিলেন। লাহোর-দরবার এত কঠোররূপে রাজস্ব

আদায় করিতে লাগিলেন যে, শীঘ্রই উহার পূর্ব্বতন জঞ্জুয়া, গক্কর ও আওয়ান জমিদারগণ ভূসম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল এবং তাঁহাদের অধীনস্থ জাঠগণ নূতন জমিদার হইয়া দাঁড়াইল। এখন এখানে বড় জমিদার নাই বলিলেই হয়। ইহার পূর্ব্ব জমিদারদিগের বংশধরেরা কেহই একাধিক গ্রাম দখল করেন না।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র শিখরাজ্যের সহিত ঝিলমও ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইল। রণজিৎসিংহের প্রবল পরাক্রমে পার্ব্বত্য-জাতি এরূপ দমিত ও শান্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজদিগকে তথায় রাজস্ব ও শাসন বিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই।

আজিও এই প্রদেশে স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ভগ্নাবশেষ পতিত আছে। কাতাসের ভগ্নমন্দির সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মতে নির্ম্মিত হয়। মালোত ও শিবগঙ্গাতেও কয়েকটী দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ইহা ভিন্ন লবণপর্ব্বতের দুরারোহ শৃঙ্গসকলে অবস্থিত রোহতক, গিরঝক ও কুশাকদুর্গ সামরিক ইতিহাস-লেখকদিগের কৌতূহল ও বিস্ময় উৎপাদন করে।

গ্রীক্ হইতে মোগলদিগের সময় পর্য্যন্ত বহুবার বিদেশীগণ এই পথ দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ঝিলম্ জেলাকে বহুসংখ্যক দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত এবং ইহার অধিবাসিগণকে যুদ্ধবিশারদ করিয়া তুলিয়াছিল।

ঝিলমের অধিবাসিদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫৮ জন মুসলমান এবং ১০ জন মাত্র হিন্দু, অবশিষ্ট শিখ, জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আরোরা অর্থাৎ কৃষকজাতি প্রধান। অবশিষ্ট অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদিগের মধ্যে জাঠ, আওয়ান, জঞ্জুয়া, ভট্টি, গুজার ও গক্কর প্রধান।

ঝিলম, পিণ্ডদাদনখাঁ, লওবা, তলগঙ্গ, চকওয়াল ও ভাউন এই ছয়টী প্রধান নগরে পঞ্চসহস্রাধিক অধিবাসী বাস করে। ইহাদের মধ্যে ঝিলম্ ও পিণ্ডদাদন প্রধান বাণিজ্যস্থান।

পল্লীগ্রামের গৃহগুলি মৃত্তিকা কিংবা অদগ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত। অনেক সময় বড় বড় পাথর দেওয়ালে মাটির সঙ্গে গাঁথা হয়। সম্প্রতি ধনবান্ ব্যক্তিগণ কাটা চৌরস পাথরে বাড়ী ও মস্‌জিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতেছেন। সম্ভ্রান্তদিগের দ্বারদেশ চিত্র-বিচিত্র ও গৃহাভ্যন্তর সুরঞ্জিত। এখানে সকলেই গৃহগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।

গোধূম ও বাজরাই অধিবাসিদিগের প্রধান খাদ্য। জুয়ার, তণ্ডুল ও যব মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়। মাংস প্রায় সকলেই ভক্ষণ করে।

এই জেলার ৩৯১০ বর্গমাইল পরিমিত ভূমির মধ্যে প্রায় ১৩৩৩ বর্গমাইল চাষ হয়, ৩৩১ বর্গমাইল কৃষির উপযুক্ত, কিন্তু পতিত অবশিষ্ট ২২৪৬ বর্গমাইল চাষের অযোগ্য অনুর্ব্বর ভূমি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোধূম কিংবা বাজরার চাষ হয়। অবশিষ্ট ক্ষেত্রে উপযোগিতানুসারে ধান্যাদি আবাদ হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুদ্ধের সময় এখানে বিস্তর কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে উহার মূল্য হ্রাস হওয়ায় কৃষকগণ পূর্ব্ব-কৃষি অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি এখানে কিয়ৎ পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের নানাবিধ ফল ও শাক-সবজী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের কোন প্রকার বিস্তৃত উপায় নাই। কৃষকগণ নদীতীরে বা উপত্যকায় কূপ খনন করিয়া তদ্দ্বারা নিজের জমিতে জলসেচন করে। একটী কূপের জলে অতি অল্পমাত্র ভূমি সিঞ্চিত হয়। কিন্তু ঐ ভূমিখণ্ডই কৃষক এতাদৃশ অধিক পরিমাণে সার দিয়া যত্ন-সহকারে কর্ষণ করে যে, উহাতে সংবৎসর মধ্যেই একটা না একটা ফসল অনবরত জন্মিতে থাকে। উত্তরভাগের মালভূমিতে অনেক ক্ষুদ্র সরিৎ বাঁধাইয়া জলসঞ্চয় ও তদ্দ্বারা ক্ষেত্রের সেচন-কার্য্য সমাধা হয়, কিন্তু এরূপ বাঁধপ্রস্তুত বহু অর্থসাপেক্ষ, সুতরাং সামান্য কৃষকের সাধ্যাতীত। অনেকে ইংরাজরাজত্বে নিজ সম্পত্তি নিরাপদ ভাবিয়া অনেক কাপ্যে ঐরূপ বাঁধ প্রস্তুত করিতেছে। বলা বাহুল্য ইহাতে চাষের সম্যক্ সুবিধা হইতেছে। কৃষকদিগের অবস্থা মোটের উপর স্বচ্ছল, ঋণ অনেকেরই নাই। একটী বিষয় বহুঅংশে বিভক্ত হওয়াতেই অনেকে দারিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্প্রতি নিজ নিজ বিষয় অখণ্ড রাখিবার জন্য এক উপায় বাহির করিয়াছেন। উত্তরাধিকারিগণ পরস্পর লড়াই করিয়া শেষ পর্য্যন্ত যে জিতিবে, সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

ঝিলমের এক একটী গ্রাম অন্যান্য স্থানের গ্রাম অপেক্ষা অনেক বৃহৎ; বৃহত্তমগুলির দুই একটা ১০০।১৫০ বর্গমাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ সকল গ্রামপতিগণ অন্যান্য স্থানের গ্রামপতিগণের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাপন্ন। অধিকাংশ স্থানেই উৎপন্ন ফসল দ্বারা জমির খাজনা প্রদত্ত হয়। ঐ খাজনার হার স্থানভেদে উৎপন্ন শস্যের ১/৬ হইতে ১/২ অংশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গ্রামে মুটে, মজুর, নাপিত, ধোপা, কামার ও কুমার সকলকেই প্রায় শস্য দ্বারা বেতন প্রদত্ত হয়। প্রতিবৎসর শস্য কাটিবার সময় কাশ্মীর হইতে অনেক মজুর এখানে

আসিয়া কর্ম্ম করে এবং কর্ম্ম শেষ হইলে পুনরায় কাশ্মীরে ফিরিয়া যায়।

বাণিজ্য। ঝিলম্ ও পিণ্ডদাদন নগর এই জেলার বাণিজ্যের দুইটী প্রধান কেন্দ্র। রপ্তানীর মধ্যে দক্ষিণস্থ প্রদেশের লবণ, মুলতান, সিন্ধু ও রাবলপিণ্ডিতে গোধূমাদি শস্য, উত্তর ও পশ্চিমস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ সকলে রেসম ও কার্পাসবস্ত্র এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে পিত্তল ও তামার বাসন প্রেরিত হয়। নদীমুখে মুলতান পর্য্যন্ত প্রস্তর আনীত হইয়া থাকে। পঞ্জাব নর্দ্দারণ-ষ্টেট-রেলওয়ে কোম্পানি তরকাবালায় প্রস্তরখনি ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, ঐ প্রস্তর দ্বারা লাহোরের প্রধান গির্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। পাহাড়ের বৃহৎ বৃহৎ কড়িকাঠ, নৌকা, রেল ও গোরুগাড়ী দ্বারা বহুস্থানে প্রেরিত হয়। পাইকারেরা জেলার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া চর্ম্ম সংগ্রহ করে। উৎকৃষ্ট চামড়া বিদেশের জন্য কলিকাতায় ও অবশিষ্ট অমৃতসহরে প্রেরিত হয়। আমদানির মধ্যে বিলাতি কাপড়, অমৃতসহর ও মুলতান হইতে ধাতু, কাশ্মীর হইতে পশমী কাপড় ও পেশাবর হইতে মধ্য-এসিয়ার দ্রব্যজাত প্রধান। কাশ্মীরের সহিত আরও অনেক বিষয়ে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে।

জেলার মধ্যস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর লবণখনি গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এই খনি হইতে গবর্মেণ্টের বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। প্রয়োজন হইলে এই খনি হইতে বার্ষিক ৪০ লক্ষ মণ লবণ উত্তোলিত হইতে পারিবে। একরূপ নিকৃষ্ট পাথরিয়া কয়লা নানাস্থানে দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি মকরাচ খনিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কয়লা উত্তোলিত হইয়া রেলওয়ে ব্যবহারে লাগিতেছে।

শিল্পজাত। ঝিলম্ ও পিণ্ডদাদনে নৌকা নির্ম্মিত হয়। সুলতানপুরের নিকটে গুজরগণ একটী কাচের কারখানা খুলিয়াছে। নানাস্থানে তাম্র ও পিত্তলের বাসন এবং রেসম ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানকার মৃণ্ময়-পাত্রাদি বেশ শক্ত। তদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লবণপর্ব্বতের নিম্ন নির্ঝরিণীসকলে স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া অনেকে জীবিকানির্ব্বাহ করে।

লাহোর হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাকারাস্তা এই জেলার প্রায় ৩০ মাইল স্থানে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে গিয়াছে। ইহা ভিন্ন আর পাকারাস্তা নাই, তবে আরও প্রায় ৮৮২ মাইল পথে শকটাদি যাইতে পারে। নর্দ্দারণ-ষ্টেট-রেলওয়ে জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে প্রায় ২৮ মাইল স্থান দিয়া গিয়াছে, জেলার অন্তর্গত ষ্টেশনসমূহের নাম—ঝিলম্, দিনা, দোমেলী এবং সোহাবা। মিয়ানি ষ্টেশন হইতে খিউরায় লবণখনি পর্য্যন্ত একটী শাখা-রেলপথ আছে। ঝিলমের নিকট বিতস্তা নদীর উপর রেলওয়ের সেতু ও তাহার নিম্নে একটী পৃথক্ অংশ দিয়া মনুষ্যাদি গমনাগমনের পথ আছে। ঝিলম্ জেলার পূর্ব্বদিকে বিতস্তা নদীতে প্রায় ১২১ মাইল পর্য্যন্ত নৌকাদি যাতায়াত করে। রেলের ধারে এবং প্রধান পাকা রাস্তার পার্শ্বে খবরের তার আছে। চৈত্রমাসের শেষ ৩ দিন ধরিয়া এখানে দুইটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে; কাটাস্ নগরে হিন্দুদিগের, অপরটী চোয়া সৈদানশাহ নগরে মুসলমানদিগের যত্নে হয়। প্রত্যেক মেলায় ন্যূনাধিক ৫০০০০ লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

শাসনবিভাগ। ১ জন ডেপুটি কমিশনর, ২ জন সহকারী ও ১ জন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনর, ৪ জন তহসীলদার ও তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ এবং ৩ জন মুন্সেফ দ্বারা শাসন ও রাজস্ব আদায় সম্পন্ন হয়।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বেদি খেমসিংহ নামক জনৈক দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যত্নে প্রায় ১৮টী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গবর্মেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত বিদ্যালয় ব্যতীত আরও অনেক দেশীয় পাঠশালা আছে। মিশনরীগণও এখানে অনেকগুলি বালক ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

শাসন ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এই জেলা ৪টী তহসীলে বিভক্ত—ঝিলম্, পিণ্ডদাদনখাঁ, চকবাল ও তলগঙ্গ।

ঝিলম্ জেলার জলবায়ু মন্দ নহে, কিন্তু লবণখনির কর্ম্মচারিগণ নানাবিধ উৎকট পীড়া ভোগ করে এবং সচরাচর দুর্ব্বল। গলগণ্ড রোগও দেখা যায়। পিণ্ডদাদনখাঁর চারিদিকে অনেক সময় জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। বসন্ত, ওলাউঠা প্রভৃতি রোগেও অনেকে প্রাণত্যাগ করে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৪.১১ ইঞ্চি।

২ পঞ্জাব প্রদেশের ঝিলম্ জেলার পূর্ব্বাংশের তহসীল। পরিমাণফল ৮৮৫ বর্গমাইল। এই তহসীলে জেলার সদর আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। ইহাতে ৪টী থানা আছে।

৩ পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার প্রধান নগর ও সদর। এখানে একটী মিউনিসিপালিটী আছে। অক্ষা° ৩২° ৫৫´ ২৬´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ৪৬´ ৩৬´´ পূঃ। ঝিলম্‌নগর বিতস্তা নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অধিবাসীর সংখ্যা ১২৮৭০ জন; তন্মধ্যে হিন্দু ৪২৫০, মুসলমান ৭৩১৩, শিখ ১০৬৪।

অবশিষ্ট খৃষ্টান, জৈন, পারসী ও য়িহুদী। রেলপথ হওয়ায় ইহার লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

বর্ত্তমান ঝিলমনগর আধুনিক, প্রাচীন নগর বিতস্তার দক্ষিণতীরে অবস্থিত ছিল; শিখশাসনকালে এস্থান তত প্রসিদ্ধ ছিল না। ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইলে এখানে একটী সৈন্তের ছাউনি স্থাপিত হয়। কয়েকবৎসর পর্য্যন্ত ঝিলমে ঐ বিভাগের কমিশনর বাস করিতেন, পরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে কমিশনরের আফিস রাবলপিণ্ডিতে উঠাইয়া লওয়া হয়। ইংরাজশাসনে এবং লবণখনির জন্ত নগরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সংপ্রতি রেলপথ হওয়াতে ইহার লবণের ব্যবসা অনেক পরিমাণে লাহোরে গিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্ত ইহার বাণিজ্যের বিশেষ হ্রাস হয় নাই।

ঝিলমের সহরতলী তত বৃহৎ নহে। গৃহগুলি অধিকাংশ মৃত্তিকানির্ম্মিত, নদীতীরে কয়েকটী সুন্দর অট্টালিকা আছে। রাস্তাগুলি সুন্দর বাঁধান, নর্দ্দমার বন্দোবস্ত উত্তম। এখানে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। নৌকা-নির্ম্মাণে ঝিলম্ বিখ্যাত।

সহরের প্রায় ১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে সরকারী আদালত ও সৈন্তনিবাস অবস্থিত। এখানে সরকারী উদ্যান, ক্রীড়াস্থান সৈন্তদিগের গির্জ্জা, জেলখানা, দাতব্য-ঔষধালয় মিউনিসিপাল-গৃহ ও দুইটী সরাই আছে। নগরের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এক প্রস্তরময় তৃণগুল্মশূন্ত কঠিন প্রান্তরে সৈন্তনিবাস অবস্থিত।

ঝিলর্, পঞ্চনদের একটী নদী, বিতস্তা নদী। [বিতস্তা দেখ।]

ঝিলিমিলি, ১ জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর প্রতিভাত রশ্মি। ২ একপ্রকার পাতলা কাপড়, ইহা প্রায়ই জানালার পর্দ্দার জন্ত ব্যবহৃত হয়; বিরলাংশুক রঞ্জিত পট্টবস্ত্রবিশেষ। ৩ জানালার খড়খড়ী।

ঝিল্লি (পুং) বাদ্যবিশেষ। [ঝিল্লী দেখ।]

দেবতাপূজার সময়ে পঞ্চবিধ বাদ্যের বিধান আছে, ঝিল্লি ইহাদের মধ্যে একটী—

"ঘণ্টাশব্দ স্তথাভেরী মৃদঙ্গো ঝিল্লিরেব চ।
পঞ্চানাং পূজান্তে বাদ্য দেবতারাধনেষু চ।" (শব্দার্থচিং)

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝিষ্ ইত্যব্যক্তশব্দং লিশতি লিশ-ক্তি স্বার্থে কন্। ১ ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁপোকা।

"ঝিল্লিকা বিরুতৈ র্দীর্ঘৈ রুদতীব সমন্ততঃ।" (রামা° ২।৯৬।২২)

২ সূর্য্যরশ্মির তেজঃবিশেষ, ঝাঁঝাঁ, চিক্‌চিক্।

ঝিল্লী (স্ত্রী) ঝিল্লি ঙীষ্। কীটবিশেষ, ঝিঁঝিঁপোকা, পর্য্যায়—ঝিল্লিকা, ঝিল্লীকা, ঝিরিকা, ঝীরুকা, ঝরী, চীরিকা, চীল্লিকা, চিল্লী, ভৃঙ্গারী, চীরুকা, চীরী, চীরুকা।

"অদৃষ্ট ঝিল্লীস্বনকর্ণশূল উলূকবাগ্ ভির্ব্যথিতান্তরাত্মা।" (ভাগবত ৬।১৩।৮)

ঝিল্লীকণ্ঠ (পুং) ঝিল্লীবৎ কণ্ঠঃ কণ্ঠশব্দো যস্য বহুব্রী। গৃহকপোত।

ঝিল্লিকা (স্ত্রী) ঝিঁঝিঁপোকা।

ঝিল্লীকা (স্ত্রী) ঝিল্লী সংজ্ঞায়াং কন্ ততষ্টাপ্। ঝিঁঝিঁ।

ঝী (দেশজ) কন্যা, তনয়া।

"ঘর বড় এত বড় আইবড় ঝী।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঝীপুত (দেশজ) দুহিতাপুত্র।

ঝীবুকা (দেশজ) ভৃঙ্গারক কীট, পোকা।

ঝুঁকনি (দেশজ) বিড়াল ও অন্যান্ত প্রাণী লাফাইবার সময় যে গতি অবলম্বন করে।

ঝুঁকি (দেশজ) ১ প্রাণিদিগের লাফাইবার গতি। ২ বিপদ, দায়, ভার। ৩ টলা, হেলাদোলা, টলমল।

ঝুঁজকাবেলা (দেশজ) প্রাতঃকাল।

ঝুঁজি (দেশজ) খারাপ ধান্ত।

ঝুঁট (দেশজ) ১ মিথ্যা, অলীক। ২ উচ্ছিষ্ট।

ঝুঁটমুট (হিন্দী) মিথ্যা।

ঝুঁটা (দেশজ) উচ্ছিষ্ট, আহারাবশিষ্ট।

ঝুঁটাঝুঁটি (দেশজ) পরস্পরের চুল ধরিয়া টানা। ঝুটামুটি।

ঝুঁটী (দেশজ) শিখা, টিকী।

ঝুঁটীবুলবুলী (দেশজ) এক প্রকার বুলবুলী পক্ষী। (Lanius jocosus)

ঝুড়ন (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাঁটিয়া দেওন।

ঝুড়ী (দেশজ) বংশ বা বেত্রাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

ঝুঞ্ঝনু (ঝুন্ ঝুনু) রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার একটী পরগণা ও একটী নগর। অক্ষা° ২৮° ৬´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ২৪´ ৪৫´´ পূঃ। এই নগর দিল্লী হইতে ১২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং বিকানীরের ১৩০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। নগরের অধিবাসী-সংখ্যা ১২,২৬৪ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ৭৫৬৮, মুসলমান ৪৫২৯ এবং জৈন ১৮৪। একটী পর্ব্বতের পূর্ব্বপাদদেশে এই নগর অবস্থিত। ঐ পর্ব্বত বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। শেখাবতীর রাজাদিগের রাজত্বকালে এখানে পঞ্চজন সর্দ্দারের প্রত্যেকের এক একটী দুর্গ ছিল। এখানে কাঠের উপর সুন্দর খোদাই হয়।

ঝুঝারসিংহ, (ঝঝার) জনৈক বুন্দেলা রাজা। ইহার পিতা বীরসিংহদেব সলিমের প্ররোচনায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল-ফজলের প্রাণনাশ করেন। ঝঝারের পুত্রের নাম বিক্রমজিৎ।

ঝুঝুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাঁসি ও মথুরার পথস্থিত একটী

নগর। অক্ষা° ২৮° ... উঃ, দ্রাঘি° ৭৬° ৪৩′ পূঃ। এই নগর দিল্লীর ৩৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রগণ এই নগর জর্জ্জ টমাস নামক জনৈক বীরকে দান করে; তদনুসারে ইহা কিছুকাল তাঁহার রাজধানী ছিল। এখানে একজন নবাব বাস করেন।

ঝুড়ীঘাস (দেশজ) একপ্রকার ঘাস। (Andropogon laxum)

ঝুণ্ট (পুং) ঝুণ্ট-অচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ কাণ্ডহীনবৃক্ষ। ২ স্তম্ব। ৩ গুল্ম।

ঝুন (দেশজ) পাকা নারিকেল।

ঝুপ্ (দেশজ) ১ হঠাৎ বা শীঘ্র পতন। ২ অবগাহন।

ঝুপড়ী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রগৃহ, কুটীর, কুঁড়েঘর। ২ বংশ বা বেত্রাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। ৩ গুচ্ছ।

"মাথায় পিঙ্গল জটা, সন্ন্যাসী জনায় ঘটা,
ঝুপড়ী বান্ধিয়া একপাশে।" (কবিকঙ্কণ)

ঝুম্প (দেশজ) একপ্রকার লতা। (Impatiens Jhumpi, *Buch.*)

ঝুপুৎ (দেশজ) অবগাহনার্থ নামিয়া পড়া।

ঝুম্, (দেশজ) ১ মৌন হওয়া, নিস্তব্ধ ভাবে থাকা। ২ আবদার, ঘোট।

ঝুম্কা, (দেশজ) বর্ণাভরণবিশেষ।

ঝুম্‌ঝুম (দেশজ) অলঙ্কারাদির অব্যক্ত শব্দ।

ঝুম্‌ঝুমী (দেশজ) বালক-বালিকাদিগের খেলনাবিশেষ।

ঝুম্‌রা (দেশজ) ১ লোমশ। ২ বন্ধুর।

ঝুমরি (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, ইহা প্রায় শৃঙ্গাররসে প্রযোজ্য।

"প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদুঃ।
একৈব ঝুমরিলোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা॥
অতো লক্ষণমেতস্যা নোদাহারি বিশেষতঃ।
ইদং হি শালিগং সূত্রং প্রসিদ্ধং নৃপরঞ্জনং॥" (সঙ্গীতদা°)

এই রাগিণীতে বর্ণাদি নিয়ম নাই, মধুর অথচ মৃদু ও প্রিয় হইবে।

ঝুমুর, ছোটনাগপুর ও তৎসান্নিহিত প্রদেশের নীচজাতীয়-দিগের একপ্রকার নৃত্যগীত। সচরাচর দুই বা ততোধিক স্ত্রীলোক খোল বা মাদল বাজনার সহিত গান করিতে করিতে নানারূপ অঙ্গভঙ্গীসহ নাচ করে। ঝুমুর-নাচ অনেকাংশে অশ্লীল হইলেও ইহার কতকগুলি গান অতি গম্ভীর ভাবপূর্ণ। [কবি শব্দ দেখ।]

ঝুর (দেশজ) গলিয়া পড়া।

ঝুর, রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৬° ৩২′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৩° ১৩′ পূঃ। এই নগর যোধপুরের ১৮ মাইল উত্তর-উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝুরণ (দেশজ) স্খলন। চুয়ান।

ঝুরা (দেশজ) ১ ঘোট। ২ গুঁড়া। একগ্রাস, টুক্‌রা।

ঝুরাঝারা (দেশজ) খণ্ড, টুক্‌রা, অংশ।

ঝুরী (দেশজ) একপ্রকার মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য।

ঝুর্‌ঝুর্ (দেশজ) অল্প অল্প, মন্দ মন্দ।

ঝুল্ (হিন্দী) ১ হস্তী ও অশ্বাদির পৃষ্ঠের আস্তরণ।

২ ঘরের কালি, মাকড়সার জাল বা তদ্রূপ কোন প্রকার সূক্ষ্ম দ্রব্যের উপর ধূম লাগিয়া কালি পড়ে। ক্রমে কালির ভারে সূক্ষ্ম জাল ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়ে, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ ঐ নাম হইয়াছে।

ঝুলন (দেশজ) শ্রীকৃষ্ণের উৎসববিশেষ। এই উৎসব শ্রাবণ-মাসের শুক্লাএকাদশী হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমার দিন শেষ হয়। ইহা বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান উৎসব। এই উৎসবে শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণ ও পূজাদি হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত নাম হিন্দোল। এই উৎসব কতদিন চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। [বিশেষ বিবরণ হিন্দোল দেখ।]

ঝুলনী (দেশজ) দোলনী।

ঝুলা (হিন্দী) পঞ্জাবপ্রদেশে ইরাবতী ও অন্যান্য পার্ব্বতীয় নদীর উপরিস্থ ঝুলানসেতু। এই সকল ঝুলার নির্ম্মাণ-প্রণালী অতি সহজ, উভয় তীরস্থ পর্ব্বতে দৃঢ়বদ্ধ এক বা দুই গাছি শক্ত দড়ি নদীর এপার ওপার বাঁধা থাকে। ঐ দড়িতে একটী ঝুড়ি অর্থাৎ একটী লোক বসিবার মত একটী চুপড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। উহাতেই আরোহী বসিলে অন্য এক ব্যক্তি টানিয়া এপার ওপার করে।

ঝুলা (দেশজ) দোলা।

ঝুলাঝুলি (দেশজ) পরস্পর পরস্পরের ব্যগ্রতাভাব।

ঝুলি (দেশজ) বস্ত্রখণ্ডরচিত আধারবিশেষ, ভিক্ষার থলি।

ঝুলী (দেশজ) থলি।

ঝুস্‌ড়ুম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গুজরাটের ভাদের নদী-তীরবর্ত্তী একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৫′ উঃ, দ্রাঘি° ৭১° ১৫′ পূঃ। এই সহর রাজকোট হইতে ৩০ মাইল দূরে পূর্ব্বদক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

ঝুসি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আলাহাবাদ জেলার আলাহাবাদ নগরের সন্নিকট গঙ্গার পরপারে অবস্থিত একটী সহর। অক্ষা° ২৫° ২৬′ ৫৮″ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° পূঃ। আলাহাবাদের উপকণ্ঠস্থিত দারাগঞ্জ ও ঝুসির মধ্যে গঙ্গার খেয়াঘাট আছে; গ্রীষ্মকালে নদী অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইলে তথায় নৌসেতু প্রস্তুত হয়। এই নগর অতি প্রাচীন। হিন্দুপুরাণাদিবর্ণিত কেশিনগর বা প্রতিষ্ঠান এই স্থানে ছিল। অকবরের সময়ে আলাহাবাদ,

ঝুসি ও জলালাবাদ এই তিনটী নগর আলাহাবাদ সুবার সহর ছিল। এই সহরে সরকারী ত্রিকোণমৈতিক জরিপের একটী আড্ডা এবং প্রথম শ্রেণীর থানা ও ডাকঘর আছে।

ঝুলি (পুং) ক্রমুক ভেদ। (স্ত্রী) দুষ্ট দৈবপ্রকৃতি। (মেদিনী)

ঝেঁকোইন্দুর (দেশজ) একপ্রকার ইন্দুর। (Mus Jencus)

ঝেঁটন (দেশজ) পরিষ্কার করণ।

ঝেঁটা (দেশজ) সম্মার্জ্জনী।

ঝেঁটুয়ানিয়া (দেশজ) যে ঝাঁট দেয়।

ঝেঁটানী (দেশজ) আবর্জ্জনা, ময়লা।

ঝেঁতলা (দেশজ) মাদুর ইত্যাদি।

ঝোঁক (দেশজ) হেলিয়া পড়ন।

ঝোঁকা (দেশজ) হেলিয়া পড়া।

ঝোঁকি (দেশজ) দায়ী।

ঝোঁটন (দেশজ) যাহার ঝোঁট বা জটা আছে।

ঝোড় (পুং) ১ গুল্ম। ২ সুপারিগাছ। ২ জঙ্গল। (ভূরিপ্রয়োগ)

ঝোড়ন (দেশজ) গাছের ছাট।

ঝোড়া (দেশজ) বংশ বা বেত্রনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

ঝোড়া (ঝোড়িয়া শব্দ) ছোটনাগপুরের এক জাতি। অনেকে অনুমান করেন, ইহারা গোঁড়জাতির একটী শাখামাত্র। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহারা কৈবর্ত্ত। বাঙ্গালা হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। লোহারডাগা জেলার বীরু ও কেশলপুর পরগণার ইহাদিগের উপাধি বেহারা। ঝোড়া মালিকগণ আপনাদিকে গঙ্গাবংশী-রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। বীরু পরগণার ঝোড়া বেহারাগণ ছোটনাগপুরের রাজাকে বর্ষে বর্ষে হীরক প্রদান করিত এবং তাহার বিনিময়ে অনেক গ্রাম উপভোগ করিত। অধীনস্থ করদ-মহলসকলে ঝোড়াগণ স্বর্ণরেণু বাহির করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। এই বৃত্তি অতি কষ্টকর এবং কঠোর পরিশ্রমেও উদরান্নের সংস্থান হয় না। ঝোড় অর্থাৎ ক্ষুদ্র নদী এবং নির্ঝরাদির বালুকা ধৌত করিয়াই স্বর্ণরেণু বাহির করা হয়। সম্ভবতঃ এই ঝোড় বা ঝোড় শব্দ হইতেই এই জাতির নাম ঝোড়িয়া বা ঝোড়া হইয়াছে।

লোহারডাগার ঝোড়াগণ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কাশুপ, রুক্মাত্রের ও নাগ। স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু ঐ নিষেধ সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয় না। ইহারা হিন্দু-মতাবলম্বী এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রাদ্ধ, শান্তি ও বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। ঝোড়াগণ মৃতের অগ্নিসংকার করে; তবে কুষ্ঠরোগী বা শিশু মরিলে পুতিয়া ফেলে। অনেকেরই মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত, কিন্তু স্বর্ণরেণুজীবিগণ প্রাপ্ত বয়সে সন্তানগণের বিবাহ দেয়।

ঝোড়ান (দেশজ) বৃক্ষাদি ছাটন।

ঝোপ (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রবৃক্ষের বন। ২ গুল্ম।

ঝোপড়া (দেশজ) কুঁড়েঘর। ২ ছাউনি।

ঝোর (দেশজ) জল-প্রণালী, জল যাইবার পথ।

ঝোরণ (দেশজ) স্খলন।

ঝোরণা (দেশজ) নর্দ্দমা।

ঝোরা (দেশজ) নর্দ্দমা, প্রণালী, মুহরী।

ঝোল (দেশজ) জুষ, ব্যঞ্জনের রস।

"পুত্রমাংস জননী রান্ধিল ঝোলে-ঝালে।" (শ্রীধর্ম্মম° ৩১০৫২)

ঝোলা (দেশজ) ১ থলি। ২ পাতলা।

ঝোলাগুড় (দেশজ) মাতগুড় বা পাতলা গুড়।

ঝোলান (দেশজ) ঝুলাইয়া দেওন।

ঝোলানি (দেশজ) পাতলা।

ঝোলি (দেশজ) থলি।

ঞ

ঞ ব্যঞ্জনবর্ণের দশম অক্ষর, দ্বিতীয়বর্গের পঞ্চম।

ইহার উচ্চারণস্থান তালু ও অনুনাসিক। ইহার উৎপত্তিস্থান নাসিকানুগত তালু। এই বর্ণ অর্দ্ধমাত্রা কালদ্বারা উচ্চারিত হয়।

ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরীণ প্রযত্ন জিহ্বার মধ্যভাগ দ্বারা তালুর মধ্যভাগ স্পর্শ।

বাহ্য প্রযত্ন—ঘোষ, সংবার ও নাদ। ইহা অল্পপ্রাণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত।

মাতৃকান্যাসে বামহস্তের অঙ্গুল্যগ্রে ন্যাস করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখন-প্রকার এইরূপ আছে, প্রথম বামে ও দক্ষিণে কুণ্ডলী করিবে, পরে ঋজু একটী মাত্রা টানিয়া নিম্নদিকের বামভাগ কুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে সূর্য্য, ইন্দু ও বরুণ সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। তন্ত্রমতে ইহার পর্য্যায় বা বাচক শব্দ—ঞকার, বোধনী, বিশ্বা, কুণ্ডলী, মঘদ, বিয়ৎ, কৌমারী, নাগবিজ্ঞানী, সব্যাঙ্গুলনখ, বক, শর্ব্বেশ, চূর্ণিতা, বুদ্ধি, স্বর্ণাত্মা, ঘর্ঘরধ্বনি, ধর্ম্মৈকপাদ, সুমুখ, বিরজা, চন্দ্রেশ্বরী, গায়ন, পুষ্পধন্বা, রাগাত্মা ও বরাক্ষিণী। (বর্ণাভিধানতন্ত্র)। ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্টলাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

"চতুর্ভুজাং ধূম্রবর্ণাং কৃষ্ণাম্বরবিভূষিতাম্।
নানালঙ্কারসংযুক্তাং জটামুকুটরাজিতাম্॥
ঈষদ্ধাস্যমুখীং নিত্যাং বরদাং ভক্তবৎসলাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ব্রহ্মরূপাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহার মন্ত্র দশবার জপ করিবে।

কামধেনুতন্ত্রমতে ঞকারের স্বরূপ—সদা ঈশ্বরসংযুক্ত, রক্তবিদ্যুল্লতাকার, পরমকুণ্ডলী, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণাত্মক, ত্রিশক্তিসমন্বিত ও ত্রিবিন্দুযুক্ত। (কামধেনুতন্ত্র)

কার্য্যের সর্ব্বপ্রথমে এই অক্ষরের বিন্যাস করিলে ভয় ও মৃত্যু হয়।

"ভয়মরণকরৌ ঝঞৌ।" (বৃত্তর° টী°)

ঞ (পুং) ১ গায়ন। ২ ঘর্ঘরধ্বনি। (একাক্ষরকোষ) ৩ বলীবর্দ্দ। ৪ শুক্র। ৫ বামমতি। (মেদিনী)। গণপাঠে ধাতুর যদি ঞ অনুবন্ধ (ঙিং) যায়, তাহা হইলে ধাতু উভয়পদী বলিয়া জানিবে।

ঞকার (পুং) ঞ স্বরূপে কারঃ। ঞ স্বরূপবর্ণ।

"ঞকারো বোধনী বিশ্বা।" (বর্ণাভিধা°)

"ঞকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার॥"

ঞি (পুং) ১ প্রত্যয়বিশেষ, এই প্রত্যয় প্রেরণার্থে হয় এবং ইহার ইকার থাকে। ২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ, এই অনুবন্ধ বর্ত্তমান ক্ত প্রত্যয়বোধক। (বোপদেব)

ঞ্যন্ত (পুং) ঞি প্রত্যয়বিশেষো অন্তে যস্ত বহুব্রী। ঞি প্রত্যয়ান্ত, এই প্রত্যয় ধাতু ও শব্দের উত্তর হয়। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিচ্ছেদবিশেষ, যথা—ঞ্যন্তপাদ।

ট

ট ব্যঞ্জনবর্ণের একাদশ অক্ষর, ট বর্গের প্রথম। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন মূর্দ্ধস্থান দ্বারা জিহ্বার মধ্যভাগ স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস ও অঘোষ। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণস্ফিক্তি (দক্ষিণ নিতম্বে) ইহার ন্যাস করিতে হয়। বর্ণমালায় ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। প্রথমে ঊর্দ্ধাধক্রমে একটী রেখা টানিবে, পরে নিম্নদিকে কুণ্ডলী করিয়া দিবে, পরে একটী মাত্রা কোণগত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। এই অক্ষরে কুবের, যম ও বায়ু নিত্য অবস্থিত আছেন।

তন্ত্রমতে ইহার পর্য্যায় বা বাচক শব্দ ২৭টী যথা—টঙ্কার, কপালী, সোমেশ, খেচরী, ধ্বনি,মুকুন্দ, বিনদা, পৃথ্বী, বৈষ্ণবী, বারুণী, দক্ষাঙ্গক, অর্দ্ধচন্দ্র, জরা, ভূতি, পুনর্ভব, বৃহস্পতি, ধনুঃ, চিত্রা, প্রমোদা, বিমলা, কটি, রাজা, গিরি মহাধনুঃ, প্রাণাত্মা, সুমুখ, মরুৎ। (তন্ত্র) কামধেনুতন্ত্রমতে টকারের স্বরূপ—ইহা স্বয়ং পরম কুণ্ডলী, কোটিবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণযুক্ত, ত্রিগুণোপেত, ত্রিশক্তিসমন্বিত ও ত্রিবিন্দুযুক্ত।

"টকারং চঞ্চলাপাঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী।
কোটিবিদ্যুল্লতাকারং পঞ্চদেবময়ং সদা॥
পঞ্চপ্রাণযুতং বর্ণং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা॥" (কামধেনুতন্ত্র)

ইহার ধ্যান করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান যথা—

"মালতী পুষ্পবর্ণাভাং পূর্ণচন্দ্রনিভেক্ষণাম্।
দশবাহুসমাযুক্তাং সর্ব্বালঙ্কারসংযুতাম্॥
পরমোক্ষপ্রদাং নিত্যাং সদা স্মেরমুখীং পরাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে অচিরেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে।

কাব্যের সর্ব্বপ্রথমে ইহার বিন্যাস করিলে খেদ হয়।

"টঠৌ খেদ দুঃখে।" (বৃত্তর° টী°)

ট (ক্লী) টল্-ড। ১ করঙ্ক, নারিকেলের মালা। (বিশ্ব) (পুং) ২ বামন। ৩ পাদ, চতুর্থাংশ। ৪ নিঃস্বন, শব্দ। (মেদিনী)

টক্ (দেশজ) অম্ল, খাট্টা।

টকতন্ত্রী (স্ত্রী) আর্য্যদিগের একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। (সঙ্গীতদা°)

টকার (পুং) টস্বরূপে কারঃ। ট, টস্বরূপ অক্ষর।

টকুয়া (দেশজ) অম্ল, খাট্টা।

টক্রু (দেশজ) টাকুর, সূত্রপাক দেওয়ার যন্ত্রবিশেষ।

টক্‌টক্ (দেশজ) ১ গাঢ়বর্ণ। ২ শব্দবিশেষ।

টক্‌টকিয়া (দেশজ) গাঢ়বর্ণ।

টক্ক (পুং) টক্-কক্ পৃষোদরাদিত্বাৎ উপধালোপশ্চ। দেশবিশেষ।

টক্কদেশ (পুং) টক্কঃ টক্ক ইতি নাম্না খ্যাতঃ দেশঃ কর্ম্মধা°। পঞ্জাবস্থ চন্দ্রভাগা ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন জনপদ-বিশেষ। রাজতরঙ্গিণীতে টক্কদেশ গুর্জ্জররাজ্যের একাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে। টক্ক জাতি এক সময় প্রবলপরাক্রান্ত ও সমগ্র পঞ্জাবের একছত্র অধিপতি ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং টক্করাজ্যের এবং ইহার অধিপতি মিহিরকুলের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় টক্করাজ্য বিপাশার পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার ভূমি উর্ব্বরা; স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহাদি এখানে পাওয়া যাইত। জলবায়ু উষ্ণ এবং ঝটিকার প্রাদুর্ভাব অধিক। অধিবাসিগণ কার্য্যতৎপর ও বীরপ্রকৃতি এবং রক্তবর্ণ কৌশেয় পরিধান করিত। টক্কের রাজধানী শাকলের ১৪।১৫ লি অর্থাৎ প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। হিউএন্‌সিয়ঙ্গের বিবরণে জানা যায়, তৎকালে টক্কে বৌদ্ধধর্ম্মের তাদৃশ প্রভাব ছিল না। ১০টী মাত্র সঙ্ঘারাম ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ অতিশয় আতিথেয় ছিল এবং বহুসংখ্যক অতিথিশালায় আগন্তুকদিগের এবং দীন-হীনদিগের শুশ্রূষা করিত।

টক্কদেশীয় (পুং) টক্কদেশে ভবঃ ইতি ছ। বাস্তুকশাক, চলিত কথায় বেতোশাক। (ত্রিকা°) (ত্রি) টক্কদেশোৎপন্ন।

টক্কর (পুং) আঘাত করা, গুতা মারা।

টক্কারিকা, চন্দেল্লরাজ ভোজবর্ম্মার অজয়গড়স্থ শিলালিপিতে উল্লিখিত একটী প্রাচীন নগর। ঐ লিপি মতে—এই নগর কায়স্থ-নিবাসভূত ছত্রিশটী নগরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এবং বাস্তব্য কায়স্থগণের আদিপুরুষ বাস্তর বাসস্থান ছিল।

টগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রয়োদশ ভেদাত্মক গণবিশেষ, ইহার আকার ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় ছন্দোগ্রন্থে এই প্রকার লিখিত আছে, যথা—

(ISSS) ১ শিব, (IISS) ২ শশী, (SISS) ৩ দিনপতি, (SSIS) ৪ সুরপতি, (IIIS) ৫ শেষ, (ISSI) ৬ অহি, (SSSI) ৭ সরোজ, (IISI) ৮ ধাতা, (SSII) ৯ কলি, (IISII) ১০ চন্দ্র, (SIII) ১১ ধ্রুব, (IIII) ১২ ধর্ম্ম, (IIIII) ১৩ শালিকর।

টগর (পুং) টঃ টঙ্কণঃ ক্ষারবিশেষঃ গরইব। ১ টঙ্কণক্ষার, সোহাগা। ২ কেলীবিলাসবিষয়।

(ক্লী) কেকরাক্ষ, টেরা। (মেদিনী) (তগর শব্দজ) পুষ্পবিশেষ। (Tabernæmontana coronaria) [তগর দেখ।]

টগ্‌রা (দেশজ) চালাক, সেয়ানা।

টগরিয়া (দেশজ) ১ বহুভাষী, বাচাল।

টঙ্ক (পুং) টক-ঘঞ্। ১ কোপ। ২ কোষ। ৩ খড়্গা। ৪ গ্রাবদারণ, পাষাণভেদক অস্ত্রবিশেষ। (ক্লী) ৫ জঙ্ঘা। (মেদিনী) ৬ পরিমাণবিশেষ, ২৪ রতি বা চারিমাষায় এক টঙ্ক হয়। (বৈদ্যক) (পুং ক্লীং) ৭ নীলকাপিত্থ। ৮ খনিত্র। ৯ দর্প। (হেম°) ১০ পরশু। ১১ খড়্গাগ্র। (শব্দার্থচি°)

"ব্যাপ্যতাং চৈব টঙ্কৈশ্চ খনিত্রৈশ্চপুরী ক্রমম্॥" (হরিব° ৯২অঃ)

"শীতং কষায়ং মধুরং টঙ্কং মারুতকৃৎ গুরুঃ॥" (সুশ্রুত সূত্র° ৪৬)

১২ পর্ব্বতের পার্শ্বভাগ। ১৩ পর্ব্বতের উন্নতপ্রদেশ। ১৪ বিদীর্ণ প্রস্তরভাগ। ১৫ রাগবিশেষ, শ্রী, কনাড়া ও ভৈরব যোগে উৎপন্ন। ইহা সম্পূর্ণ শ্রেণীভুক্ত। স্বরগ্রাম—

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। (সঙ্গীতর°)

টঙ্ক (তোঙ্ক), ১ রাজপুতনার অন্তর্গত হরবতী ও তোঙ্ক এজেন্সীর শাসনাধীন একটী দেশীয় মুসলমান রাজ্য। রাজপুতনার মধ্যে এই একটী মাত্র রাজ্য মুসলমান রাজাকর্তৃক শাসিত হয়। এই রাজ্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন ৬টী বিভাগ লইয়া সংগঠিত; যথা—টঙ্ক, আলিগড়-রামপুর, নিম্বের, পিরবা, চাপরা এবং সিরোঞ্জ। সমগ্ররাজ্যের পরিমাণফল ২৫০৯ বর্গমাইল। অধিবাসীর সংখ্যা (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) ৩৭৯,৩৩০। রাজস্ব আদায় ১২ লক্ষ টাকা।

টঙ্কের অধিপতিগণ বোনার সম্প্রদায়ের পাঠান। সম্রাট্ মহম্মদ শাহ গাজির রাজত্বকালে তালখাঁ নামে জনৈক পাঠান নিজ বাসভূমি কেশর ত্যাগ করিয়া রোহিলখণ্ডের সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করেন। ইঁহার পুত্র হেয়াতখাঁ মোরাদাবাদে কিয়ৎ পরিমাণে ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে হেঁয়াতের পুত্র টঙ্করাজ্যের স্থাপয়িতা বিখ্যাত আমীরখাঁ জন্মগ্রহণ করেন।

আমীর প্রথমতঃ অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। বলসঞ্চয় হইলে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যশোবন্তরাও হোলকরের সেনানায়ক হইয়া সিন্ধিয়া, পেশোবা ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে হোল্‌কর আমীরকে টঙ্করাজ্য দান করিলেন। ইহার পর আমীরখাঁ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত জয়পুর ও যোধপুর রাজদ্বয়কে একবার একপক্ষ পরে অপরপক্ষ অবলম্বন করিয়া উভয় রাজ্যেরই ধ্বংসসাধন করিলেন। তাঁহার দুর্দ্দান্ত সৈন্যগণ উভয় রাজ্যই লুণ্ঠন করিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ৪০ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া নাগপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ২৫ সহস্র পিণ্ডারী তাঁহার দলভুক্ত হইল। ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহাকে এই ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলে তাঁহার সেনাদল রাজপুতানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস পিণ্ডারিদিগের দমনবাসনায় আমীরকে হোল্‌কর-প্রদত্তরাজ্যে স্থাপিত করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে সৈন্যদল বিদায় দিতে আদেশ করিলেন। প্রতিবাদ করা বিফল ভাবিয়া আমীর সম্মত হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ যুদ্ধসামগ্রী ইংরাজগবর্মেণ্ট ক্রয় করিয়া লইলেন। আলিগড়, রামপুরবিভাগ ও রামপুরদুর্গ তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমীরের মৃত্যু হয়।

আমীরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র উজীর মহম্মদখাঁ এবং তাঁহার পর উজীর মহম্মদের পুত্র মহম্মদ আলিখাঁ টঙ্কের নবাব হন। ইনি জনৈক সামন্ত রাজার পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় অত্যাচারে প্রশ্রয় দানহেতু ইংরাজকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার পুত্র বর্ত্তমান মহম্মদ ইব্রাহিম আলিখাঁ নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম নবাব-সার মহম্মদ ইব্রাহিম-আলি-খাঁ-বাহাদুর সৈলতজঙ্গ, জি, সি, এস্, আই। নবাবকে কর দিতে হয় না। ইঁহার মানস্বরূপ ১৭টী তোপধ্বনি হয়। ইনি ৫৩টী কামান, ১১৫ জন গোলন্দাজ সৈন্য, ৫৩৬ অশ্বারোহী ও ২৮৮৬ জন পদাতিক রক্ষা করেন।

২ রাজপুতানার অন্তর্গত উক্ত তোঙ্করাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৬° ১০´৪২´´ উ°, দ্রাঘি° ৭৫°৫০´৬´´ পূঃ। বনাস নদীর দক্ষিণকূলে একমাইল দূরে, জয়পুর ও বুন্দীনগরের প্রায় মধ্যপথে অবস্থিত। নগরের আয়তন বৃহৎ এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। এখানে মৃত্তিকানির্ম্মিত একটী দুর্গ আছে।

টঙ্কক (পুং) টঙ্কাতে টক বন্ধ সংজ্ঞায়াং কন্। রজতমুদ্রা, তঙ্কা, চলিত কথায় টাকা। (অমরটী°)

টঙ্ককপতি (পুং) টঙ্ককস্য পতিঃ ৬তৎ। রূপকাধ্যক্ষ, টাঁকশালের অধিপতি (সারসু°)

টঙ্ককশালা (স্ত্রী) টঙ্ককস্য শালা ৬তৎ। মুদ্রাগৃহ, টাঁকশাল।

টঙ্কটাক (পুং) টঙ্কইব টীকতে টীক-ক। শিব। (ত্রিকা°)

টঙ্কণ (পুং) টক-ল্যু পৃষোদরাদিত্বাৎ পত্বং। ক্ষারবিশেষ, সোহাগা। পর্য্যায়—পাচনক, মালতীরজঃ, লোহশ্লেষণ, রসশোধন, টঙ্কণক্ষার, রঙ্গক্ষার, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রসঘ্ন, সুভগ, রঙ্গদ, বর্তুল, কনক, ক্ষার, মলিন, ধাতুবল্লভ,

মালতীতীরসম্ভব, দ্রাবী, দ্রাবক, লোহশুদ্ধিকারক, স্বর্ণপাচক। (রত্নমালা)। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, স্থাবরাদি বিষ, কাশ ও শ্বাসনাশক। (রাজনি°) অগ্নি ও বাতপিত্তনাশক, রুক্ষ। (ভাবপ্র°) ইহার শোধনাদির বিষয় বৈদ্যকগ্রন্থে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—অম্লদ্বারা ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া সকল কার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

"অম্লেন ভাবিতং চূর্ণং সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ।" (বৈদ্যক)

প্রথমে টঙ্কণ কাঞ্জিক অম্লে নিক্ষেপ করিবে, পরে অম্ল হইতে তুলিয়া একদিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে, তাহার পর নরমূত্র গোমূত্রের সহিত মিলিত করিয়া একদিন রাখিয়া দিবে, পরে তাহাকে জম্বীরের রসে ফেলিয়া ও তাহা হইতে তুলিয়া নারিকেলপাত্রে মরিচচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া শীতল জলদ্বারা প্রক্ষালন করিবে। টঙ্কণ এই প্রকার হইলে বিশুদ্ধ হয় এবং ইহা সর্ব্বরোগে নিয়োগ করিতে পারা যায়।

ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফনাশক, রেচন ও লঘু। (রসচ°) (ভাবে ল্যুট্) ২ ধাতুর যোজনভেদ, টাঁকা দেওয়া, পাইন দিয়া ঝালা। ৩ অশ্বভেদ।

"টঙ্কণখরমথরখণ্ডিতহরিতালপাংশুলেন।" (কাদম্বরী)

৪ দেশবিশেষ।

"কঙ্কট-টঙ্কণ-বনবাসি-শিবিক-কর্ণিকার কোঙ্কণাভীরাঃ।" (বৃহৎসংহিতা ১৪।১২)

টঙ্কণাদিবটী, বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী যথা—সোহাগার খই, শুঁঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মাদারের রসে মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা শীঘ্র অগ্নিদীপ্তিকর।

টঙ্কপতি (পুং) টঙ্কস্য পতিঃ ৬তৎ। টাঁকশালের কর্ত্তা।

টঙ্কপাণি, উড়িষ্যার একটী গ্রাম। এই গ্রামে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ ৪৫টী পুণ্যক্ষেত্রের মধ্যে একটী এবং কুণ্ডলেশ্বরের নিকটে পুরীর পথে অবস্থিত। কাহারও মতে তীর্থযাত্রীগণের ক্ষেত্রপরিক্রমণকালে এই স্থানও দর্শন করা কর্ত্তব্য।

টঙ্কবৎ (পুং) টঙ্ক অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। পর্ব্বতভেদ।

"টঙ্কবন্তংশিখরিণং বন্দে প্রস্রবণং গিরিম্।"(রামা° ৩।৫৫।৪৪)

টঙ্কবিজ্ঞান (ক্লী) টঙ্কস্য বিজ্ঞানং ৬তৎ। নানাদেশীয় ও নানাকালীন টঙ্কপরিজ্ঞানার্থ বিদ্যা। [মুদ্রা দেখ।]

টঙ্কবিশোধন (ক্লী) টঙ্কস্য বিশোধনং ৬তৎ। মুদ্রার বিশুদ্ধি সম্পাদন, খাদমিশ্রিত টাকা খাঁটী করা।

টঙ্কশালা (স্ত্রী) টঙ্কস্য শালা ৬তৎ। টাঁকশাল। [টাঁকশাল দেখ।]

টঙ্কা (স্ত্রী) টঙ্ক্-অচ্-টাপ্। ১ জঙ্ঘা। (মেদি°) ২ তারাদেবী।

"টঙ্কারকারিণী টীকা টঙ্কা টঙ্কারিণী তথা।" (তারাসহস্রনাম)

৩ রাগিণীবিশেষ, ইহা সম্পূর্ণা, ত্রিষড়্জ ও আদিমূর্চ্ছনাযুক্তা।

"শয্যা সুষুপ্তং নলিনীদলানাং বিয়োগিনী বীক্ষ্য বিষণ্ণচিত্তম্।
সুবর্ণবর্ণা গৃহমাগতা সা কান্তং ভজন্তী কিলটঙ্কসংজ্ঞা।"(হনুমা°)

সুবর্ণবর্ণা বিয়োগবিধুরা রাগিণী গৃহে আগমন করিয়া নলিনীদলশয্যাতে নিদ্রিত কান্তকে বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া ভজনা করিলে টঙ্কসংজ্ঞা হয়।

স্বরগ্রাম—"স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, স।" (হনুমা° স° সাপ°)

টঙ্কানক (পুং) টঙ্কং ক্রোধং আনয়তি উদ্দীপয়তি, টঙ্ক-অন্ণিচ্-খুল্। ব্রহ্মদারুবৃক্ষ, চলিতকথায় বামণগাছা। (শব্দচ°)

টঙ্কার (পুং) টং চিত্ত-বিকৃতিং করোতি কৃ-কর্ম্মণ্যণ্। ১ বিস্ময়। ২ শিঞ্জিনীধ্বনি। ৩ ধনুকের ছিলার শব্দ। (মেদিনী)

টঙ্কারনৃত্যৎকল্লোলা টীকনীয়া মহাতটা।" (কাশীখ° ২৯।৬৯)

(কৃ-ঘঞ্ টং ইত্যব্যক্তশব্দস্য কারঃ করণং যত্র) ৪ ধ্বনিমাত্র।

"শৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবাঃ শিবাঃ।" (ভাগ° ৩।১৩।৯)

টঙ্কারকারিণী (স্ত্রী) টঙ্কারস্য কারিণী,কৃ-ণিনি-ঙীপ্। তারাদেবী।

"টঙ্কারকারিণী টীকা টঙ্কা টঙ্কারিণী তথা।" (তারাসহস্রনাম)

টঙ্কারী (স্ত্রী) টঙ্কং ঋচ্ছতি ঋ-কর্ম্মণ্যণ্ ততঃ ঙীষ্। বৃক্ষভেদ, চলিত কথায় টেকারী। ইহার ফলের গুণ—বাতশ্লেষ্ম, শোথ ও উদরব্যথানাশক, তিক্ত, দীপন, লঘু। (রাজনি°)

টঙ্কিত (ত্রি) টঙ্ক ক্ত। ১ উল্লিখিত। ২ বদ্ধ, যাহা টাঁকা হইয়াছে। ৩ শব্দিত, যে ধনুকের ছিলার ধ্বনি হইয়াছে।

"নাকৃষ্টং ন চ টঙ্কিতং ন নমিতং নোত্থাপিতং স্থানতঃ।" (উদ্ভট)

টঙ্গ (পুং ক্লী) টঙ্ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। খনিত্র, খনমাত্র। ২ পরশু, টাঙ্গী। ৩ জঙ্ঘা। (মেদিনী) ৪ টঙ্গন, সোহাগা। (শব্দচ°) ৫ পরিমাণবিশেষ, চারি মাষায় এক টঙ্গ হয়। (বৈদ্যক)

টঙ্গণ (পুং ক্লী টঙ্কণ-পৃষোদ° সাধুঃ। টঙ্কণ, সোহাগা।

টঙ্গিনী (স্ত্রী) টক-ণিনি পৃষোদ° সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, আকনাদি।

টটাটিটী (দেশজ) সামান্যরূপ, তুচ্ছ।

টট্টনী (স্ত্রী) টট্টেতি শব্দং নয়তি নী-ড গৌরা° ঙীষ্। জ্যোঠী, জেঠী, টিকটিকী। [জ্যোঠী দেখ।]

টট্টরী (স্ত্রী) টট্টেতি শব্দং বাতি রা-ক গৌরাদি° ঙীষ্। ১ পটহবাদ্য, ঢাকের বাদ্য। ২ লম্বাবাক্য। ৩ মিথ্যাবাক্য। (মেদিনী)

টট্টা (বা ঠট্টা), ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার ঝিরক উপবিভাগের একটী তালুক। পরিমাণফল ১৩২৩ বর্গমাইল। অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

২ সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলায় অন্তর্গত উক্ত টট্টা তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৪৪´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮° পূঃ।

অধিবাসীগণ নগর টটো বলে। এই নগর সিন্ধুনদীর ৭ মাইল পশ্চিমে করাচি নগরের ৫০ মাইল পূর্ব্বে এবং হিরকনগরের ৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মাকলী পর্ব্বতের একপ্রান্তে অবস্থিত।

পূর্ব্বে নগরের চারিদিক্ সিন্ধুনদের জলে প্লাবিত হইত। এখনও বন্যার পর অনেক ঝিল খাল প্রভৃতিতে জল রহিয়া যায়, ক্রমে তাহা পচিয়া বায়ু দূষিত করিয়া জ্বর প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে। এই সকল কারণে টট্টার জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত।

সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলওয়ের জঙ্গশাহী ষ্টেসন হইতে টট্টা ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার মধ্যবর্ত্তী পথ সুন্দর বাঁধান ও সুগম। এখানে একজন মুখ্তিয়ারকার ও তপ্পাদারের আফিস এবং থানা আছে। এতদ্ভিন্ন গবর্মেণ্ট-বিদ্যালয়, ডাকঘর, দাতব্য-ঔষধালয় এবং একটী জেলখানা আছে। সন্নিহিত মাকলী পর্ব্বতে প্রসিদ্ধ গোরস্থান, তাহার অনতিদূরে ফৌজদারী আদালত এবং ডেপুটিকালেক্টরের বাঙ্গলা আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে টট্টা বহুজনপূর্ণ বাণিজ্য-শিল্পাদিযুক্ত এক বৃহৎ নগর ছিল। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এক ভীষণ মহামারীতে ইহার প্রায় ৮০ সহস্র অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ নাদিরশাহের টট্টা-প্রবেশকালে তথায় ৪০ সহস্র তন্তুবায়, ২০ সহস্র অন্যান্য শিল্পজীবী এবং ৬০ সহস্র অপর অধিবাসী বাস করিত। কিন্তু ভারতীয় নৌসেনাদলের কাপ্তেন জে উড অনুমান করেন, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে টট্টার অধিবাসী ১০ সহস্রের অধিক ছিল না। টট্টার বর্ত্তমান বাণিজ্য ও শিল্প পূর্ব্বের তুলনায় নাম মাত্র। সম্প্রতি অল্পপরিমাণে লুঙ্গী পট্ট, কার্পাস-বস্ত্র এবং ছিট প্রস্তুত হয়, কিন্তু মাঞ্চেষ্টারের প্রতিযোগিতায় তাহারও দুর্দ্দশা উপস্থিত। আমদানীর মধ্যে শস্য, ঘৃত, চিনি ও রেসম এবং রপ্তানীর মধ্যে কার্পাস, রেসম-বস্ত্র, শস্য এবং চর্ম্ম প্রধান।

টট্টা নগরে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ইহার দুর্গ ও জমামসজিদ উল্লেখযোগ্য। এই নগর অতি প্রাচীন। ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ এই নগর লুণ্ঠন করে। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে অকবর সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণকালে এই নগর উৎসন্ন করেন।

সম্রাট্ শাহজহান জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে পলায়নকালে টট্টার মসজিদে উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহার কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ তিনি প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় জমামসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অধিবাসীগণ চাঁদা তুলিয়া এবং গবর্মেণ্টের সাহায্যে মেরামত করিয়া ঐ মসজিদ আজও সুন্দর রাখিয়াছে। টট্টার নিকটে মাকলীপর্ব্বতে বহুবিস্তীর্ণ ও বহু প্রাচীন বিখ্যাত গোরস্থান আছে।

টট্টর (পুং) টট্টু ইত্যব্যক্তশব্দং রাতি রা-ক। ভেরীর শব্দ।

টড, (কর্ণেল জেমস্ টড) বহুকাল রাজপুতনায় (উদয়পুরে) ইংরাজরেসিডেণ্টরূপে বাস করেন। রাজপুতনায় অবস্থান-কালে ইনি রাজপুতজাতির বীরত্বে ও মহত্ত্বে মোহিত হইয়া এই জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহুপরিশ্রমের পর বিখ্যাত "রাজস্থানের ইতিবৃত্ত" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। রাজপুতনায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কর্ণেল টড রাজপুতদিগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সভ্যতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বিদিত হইয়া উহাদিগের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। তিনি রাজপুতদিগেরও প্রিয় ও পূজ্য ছিলেন; নরপতিগণ তাঁহাকে পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

টনক (দেশজ) স্মৃতিস্থান, জ্ঞানের আসন। যথা, "কপালে টনক নড়ে, হাত হইতে হাতা পড়ে।"

টনটনানি (দেশজ) আলাবিশেষ, বেদনা।

টপ্ (দেশজ) ফোঁটা ফোঁটা জলপতনের শব্দ।

টপাটপ্ (দেশজ) ১ বিলম্ব না করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র। ২ বিন্দু বিন্দু পড়া।

টপ্‌কানি (দেশজ) লাফাইয়া পড়া।

টপ্‌খেয়াল (দেশজ) খেয়াল এবং টপ্পা এই উভয়বিধ গীতের প্রণালী অবলম্বন করিয়া মিশ্রপ্রণালীতে যে গীত করা যায়।

টপ্পা (হিন্দী) ১ পরগণা অপেক্ষা ক্ষুদ্র দেশ বা বিভাগ; ইহাতে এক বা ততোধিক গ্রাম থাকে। ২ একপ্রকার সঙ্গীত।

টম্‌টম্, দুই চাকার খোলা ঘোড়ার গাড়ীবিশেষ।

টলন (ক্লী) টল-ভাবে ল্যুট্। বিক্লব, বিচলিত হওন, টলা, স্খলন।

টলা (দেশজ) বিচলিত হওয়া।

টলিত (ত্রি) টল-ক্ত। বিচলিত, যে টলিয়াছে।

টলেমি, একজন বিখ্যাত গ্রীক-জ্যোতির্ব্বিদ্ গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিক পণ্ডিত। ইহার প্রকৃত নাম ক্লডিয়াস্ টলেমিয়াস্। ইনি ১৩৯ খৃষ্টাব্দে মিসরে প্রাদুর্ভূত হন এবং সম্ভবতঃ ১৬১ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবনীসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই, কিন্তু তাঁহার রচিত জ্যোতিষ, ভূগোলবিদ্যাবিষয়ক বহুসংখ্যক পুস্তক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সমগ্র য়ুরোপে ও আরব প্রভৃতি স্থানে অভ্রান্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। ইনি ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধে যে মত প্রচার করেন তাহা অদ্যাপি টলেমীর

মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার মতে, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রসমন্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল ২৪ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর চারিদিকে আবর্ত্তন করিতেছে। টলেমী গ্রহগণের গতিসম্বন্ধে এক নূতন মত এবং চন্দ্রের স্ফুটান্তরসংস্কার (Evection) আবিষ্কার করেন। তাঁহার মতের বিশেষত্ব কিছু নাই, ইহাতে জ্যোতিষ্কগণের প্রত্যক্ষ যেরূপ গতিবিধি দৃষ্ট হয়, তাহাই বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুপদার্থ মৃত্তিকা সর্ব্বপ্রথমে অবস্থিত। মৃত্তিকার উপর অপেক্ষাকৃত লঘুতর পদার্থ জল, তৎপরে বায়ুরাশির স্তর এবং বায়ুরাশির পরে তেজোরাশি অবস্থিত। তেজ বা অগ্নির পর ইথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থ অনন্তস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। এই ইথরের মধ্যে বা বাহিরে বহুসংখ্যক স্বচ্ছ স্তর-মণ্ডল পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বহুদূর উপর্য্যুপরি অবস্থান করিতেছে। এই সকল স্তরে প্রত্যেকে এক একটী জ্যোতিষ্ক অবস্থিত, উহা স্তরের আবর্ত্তনের সহিত পৃথিবীর চারিদিকে আবর্ত্তন করে। এই সকল স্তরের মধ্যে চন্দ্রমণ্ডলের অবস্থান-স্তরে পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, তৎপরে বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি এবং নক্ষত্রগণের স্তরমণ্ডল যথাক্রমে দূরবর্ত্তী। টলেমীর পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদগণ ক্রান্তিপাতগতি ব্যাখ্যার নিমিত্ত ঘূর্ণমান নবম মণ্ডল এবং দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য দশম মণ্ডলের কল্পনা করেন। এই দশম মণ্ডলই ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে একবার আবর্ত্তন করে এবং নিজ গতি দ্বারা অন্যান্য মণ্ডলের গতি উৎপাদন করে। ইহাকে প্রাইমাম মোবিলি (Primum mobile) অর্থাৎ গতির আদিকারণ কহে। কিন্তু টলেমী-মতাবলম্বী জ্যোতির্ব্বিদগণ এই সকলের মণ্ডলের কল্পনা করিয়াও প্রত্যক্ষ ঘটনাসকলের সূক্ষ্ম ও বিশদ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সূর্য্যের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য পৃথিবীকে সূর্য্যাশ্রিত মণ্ডলের কেন্দ্র হইতে একপার্শ্বে অবস্থিত বলিতেন। সূর্য্য অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিলে ইহার গতি বৃদ্ধি এবং দূরে থাকিলে গতির হ্রাস হইবে। গ্রহগণের বক্র এবং বিপরীতে গতি বুঝাইতে বলা হইত ইহারা নিজ নিজ স্তরে একটী স্থির বিন্দুর চতুর্দ্দিকে বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে এবং এইরূপ অবস্থায় নিজ আশ্রয়-স্তরমণ্ডলের গতি দ্বারা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত হয়। স্তরস্থ বৃত্তের ভিতরের অর্দ্ধাংশে অবস্থানকালে গ্রহের গতি একদিকে এবং বাহিরের অর্দ্ধাংশে অবস্থানকালে বিপরীত দিকে হইয়া থাকে। এইরূপে নানারূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য নিয়ম কল্পনা দ্বারা জ্যোতিষবিষয়ক তত্ত্বসকল ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। অবশেষে কোপার্নিকাস ঐ সমস্ত ভ্রান্তমতের উচ্ছেদ করিয়া জগৎসংক্রান্ত বিশুদ্ধ মত আবিষ্কার করিলেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যে, টলেমীর মত অভ্রান্ত বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল, তাহা এখন ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।

ফলিত-জ্যোতিষ-সম্বন্ধেও টলেমীর গ্রন্থ বহুসমাদরে সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছিল।

জ্যোতিষের ন্যায় টলেমী-প্রণীত ভূগোলশাস্ত্র খৃষ্টীয় ১০শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূগোল বলিয়া পরিচিত ছিল। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূগোললেখকদিগের মতের উৎকর্ষসাধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া তৎকালপরিচিত পৃথিবীখণ্ডের বিবরণ ২২টী মানচিত্রসহ লিপিবদ্ধ করেন। টলেমীর জ্ঞাত ভূভাগ পশ্চিমে কেনারিদ্বীপ হইতে পূর্ব্বে ভারতবর্ষের পূর্ব্বস্থ শ্যাম, মলয় ও চীন পর্য্যন্ত এবং উত্তরে নরওয়ে হইতে দক্ষিণে নিরক্ষরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিনি নিজ ভূগোল ৮ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া পশ্চিম হইতে যথাক্রমে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানের অক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর দেওয়া হইয়াছে। টলেমী কেনারিদ্বীপ হইতে দ্রাঘিমান্তর গণনা করেন এবং নিরক্ষরেখাকে আরও ১০° অংশ দক্ষিণে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত দ্রাঘিমান্তর ও অক্ষান্তরও অনেকস্থলে ঠিক নাই। তিনি নিজ বর্ণিত ভূভাগকে ১৮০° অর্থাৎ গোলার্দ্ধ ধরিয়াছেন, বস্তুতঃ উহা ১২০°র অধিক নহে।

টলেমী (সোটার), প্রিয়দর্শির অনুশাসনপত্রে ইনি তুরময় নামে বর্ণিত। ইহার উপাধি সোটার অর্থাৎ পুরুরক্ষক। সাধারণে ইহাকে লেগাসের পুত্র বলিত, কিন্তু মাকিদনীয়েরা ইহাকে ফিলিপের পুত্র ও মিণ্ডার পৌত্র জানিত, বাস্তবিক ইহার মাতার যখন পুত্র হইয়াছিল, তখন ফিলিপ তাঁহাকে লেগাসের করে সমর্পণ করেন।

টলেমী প্রথমে মহাবীর আলেকসান্দরের একজন সেনাপতি ছিলেন, এই কার্য্যে তিনি অনেক সুখ্যাতিলাভ করেন। মহাবীর আলেকসান্দরের মৃত্যুর পর ইজিপ্টরাজ্য টলেমির হস্তগত হয়; তৎকালে ইজিপ্ট গ্রীকসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকিলেও টলেমী স্বাধীন করিয়া লইলেন। আলেকসান্দর ক্লিওমেনেস্‌কে ইজিপ্টের ছত্রপতি নিযুক্ত করেন। টলেমী তাঁহাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন। তাঁহার বিস্তর অর্থ ছিল, সেই অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া, টলেমী ক্রমে সিরিয়া ও আরবের কিয়দংশ অধিকার করিলেন।

৩২১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পারদিকাস্ ইজিপ্ট আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর

টলেমী সিলো-সিরিয়া, ফিনিকীয়া, জুদিয়া ও সাইপ্রাস্দ্বীপ অধিকার করিয়া বসিলেন। আলেক্সান্দ্রিয়ানগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। এখানে তিনি পোতবাহীদিগের সুবিধার জন্ত বন্দরের উপর একটী বৃহৎ আলোকগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। য়ুরোপের যাবতীয় বাণিজ্যদ্রব্য এইখান দিয়া এসিয়ার নানাস্থানে রপ্তানী হইতে লাগিল।

টলেমী তৎপরে নীলনদ হইতে একটী সুবৃহৎ খাল খনন করিয়া ভূমধ্যস্থ সাগরের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ খাল দৈর্ঘ্যে ৩৮ মাইল, বিস্তার ১০০ ফিট্ ও ৩০ ফিট্ গভীর।

টলেমীর সময়ে আলেক্সান্দ্রিয়ার সুখসমৃদ্ধির খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে পালেস্তাইনের য়িহুদিগণ উত্ত্যক্ত হইয়া আলেক্সান্দ্রিয়ানগরে গিয়া বাস করিয়াছিল। টলেমি গ্রীক ও মিসরদেশবাসীদিগকে এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে য়িহুদিগণ আলেকসান্দ্রিয়ানগরে আইসিস্ ও জুপিটার দেবের মন্দির স্থাপন করিয়াছিল।

২৮৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে টলেমী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, রাজ্যের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও বিজ্ঞান-প্রিয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এন্টিপেটারের কন্যা ইয়ুরিডিসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে অনেক পুত্রসন্তান জন্মিলেও আপন কনিষ্ঠ পুত্র টলেমী ফিলাডেলফাস্‌কে রাজ্য দিয়া যান।

২ উপাধি—ফিলাডেলফাস্ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয়। ইনি ২৮৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই আপনার দুই সহোদরের প্রাণবিনাশ করেন, সেই জন্য ইনি ফিলাডেলফাস্ অর্থাৎ ভ্রাতৃপ্রিয় এই বিদ্রূপাত্মক উপাধি প্রাপ্ত হন। পিতার জীবনকালেই ইনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। কাহারও মতে, ২৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনি বাণিজ্য ও বিদ্যার প্রকৃত উৎসাহদাতা ছিলেন। ইনিও দিওনিসিয়াস্‌কে ভারতপরিদর্শন করিতে পাঠান। ভূমধ্যস্থ ও লোহিতসাগরে টলেমীর শত শত নৌকা ভাসিত। হরমোস্‌বন্দরে বিপদ্‌পাত হওয়ায় বেরেনিসে বন্দরস্থাপনের জন্ত একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এখানে ভারতীয় বাণিজ্যপোত সকল নিরাপদে থাকিত। এই নূতন পথে ক্রমেই বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। আলেক্সান্দ্রিয়নগরীও সেই সঙ্গে সমধিক শ্রীসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ হইল। তাঁহার প্রধান গ্রন্থাধ্যক্ষ দিমিত্রিয়াস্ ফিলরেওসের অনুরোধে তিনি অরীস্তিয়া নামক এক য়িহুদী পণ্ডিতকে জেরুজিলামে প্রেরণ করেন এবং তথাকার প্রধান যাজককে একখানি বাইবেলের পুথি ও ১২ জন দোভাষী পাঠাইতে অনুরোধ করেন। ইঁহারই সময়ে হিব্রুবাইবেল্ গ্রীকভাষায় অনুবাদিত হয়।

টলেমী ফিলাডেলফাস্ বর্ত্তমান সুয়েজখালের নিকটবর্ত্তী আর্‌সেনো হইতে নীলনদের পেলুসিয়াক্ শাখা পর্য্যন্ত একটী খাল কাটাইয়াছিলেন। ২৪৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

টলেমী ইউয়ারগেতিস্, টলেমী ফিলাডেলফাসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ইনি সিরিয়া ও সাইরেনিয়ার অনেক স্থান আপন রাজ্যভুক্ত করেন। ইঁহার দিগ্বিজয়কালে শত্রুগণ সুবিধা পাইয়া ইজিপ্ট আক্রমণ করে, কিন্তু ইঁহার আগমনে অতি শীঘ্রই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয়। অন্তিয়োকের পত্নী ইঁহার ভগিনী। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে ইনি তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য অন্তিয়োকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইঁহার সুশাসনগুণে ইনি ইউয়ারগেতিস্ অর্থাৎ পরোপকারী এই উপাধি প্রাপ্ত হন। ২২১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পুত্রের বিষপ্রয়োগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, ইঁহার পুত্রের নাম টলেমী ফিলোপিতৃস্ অর্থাৎ পিতৃহন্তা। এই দুর্বৃত্ত পিতামাতা ও অপরাপর আত্মীয়বর্গকে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করে। য়িহুদি জাতি তাঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল, ২০৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রেনেল্ সাহেবের মতে উপরোক্ত টলেমী রাজগণের রাজত্বকালে মিসরবাসীগণ পাটলীপুত্র অবধি অভিযান করিয়াছিল।

টল্‌টল্ (দেশজ) চঞ্চল, নড় নড়।

টল্‌দা (দেশজ) লতাবিশেষ। (Babusa talda)

টল্‌মল্ (দেশজ) নড়া, কাঁপা।

টল্‌মলিয়া (দেশজ) ইতস্ততঃ নড়া।

টল্‌বা (দেশজ) অস্থির।

টবর্গ (পুং) ব্যাকরণের সংজ্ঞান্তর্গত তৃতীয় বর্গ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, এই কয়টী বর্ণ লইয়া টবর্গ।

টবর, (হিন্দী টাবর) ১ পুষ্করিণী, জলাশয়। ২ কুটীর। ৩ জাতি কুটুম্ব পরিবার।

> "আপন টবর নিয়া, বসিল অনেক মিঞা।
> কেহ নিকা, কেহ করে বিয়া॥" (কবিক°).

টহল (দেশজ) ভিক্ষার জন্ত গান করিয়া পরিভ্রমণ।

টহলদার, যে গান করিয়া বেড়ায়।

টহলন (দেশজ) ১ গান করিতে করিতে পর্য্যটন। ২ অশ্বাদির শ্রম-নিবারণের জন্ত শনৈঃশনৈঃ পাদবিহরণ।

টহলা (দেশজ) এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ।

টহলানিয়া (দেশজ) গোলমাল করা।

টহলিয়া (দেশজ) টহলদার।

টা (স্ত্রী) টলতি প্রলয়ে ভূকম্পামো বা টল-ডঃ টাপ্। পৃথিবী।

টাউরাণ (দেশজ) শীতে কম্পমান।

টাঁকিন (দেশজ) ১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওন। ২ সেলাই করণ। ৩ কোন বিষয়ের ভবিষ্যৎ বলা।

টাঁকনিয়া (দেশজ) ১ দ্রব্যের প্রতি দাম লিখিয়া দেওয়া। ২ সেলাই করিয়া দেওয়া।

টাঁকশাল (সংস্কৃত টঙ্কশালা শব্দের অপভ্রংশ) মুদ্রা প্রস্তুতের কারখানা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদির মুদ্রা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু-রাজগণের নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত মুদ্রার আকার, পরিমাণ, বিশুদ্ধতা প্রভৃতি অতি বিসদৃশ। ঐ সকল মুদ্রাদৃষ্টে সহজেই প্রতীত হয় যে, তাৎকালিক নরপতিগণ নিজ নিজ রাজকীয় টঙ্কশালায় আপনার রাজ্যের নিমিত্ত মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। আলেক্‌সাণ্ডারের সময় হইতে ইংরাজাধিকারের সময় পর্য্যন্ত যে কত বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা ভারতের নানাস্থানে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায়না। মূল্য, পরিমাণ, আকার ও গঠনের পারিপাট্য প্রভৃতি প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন। [মুদ্রা দেখ।]

রাজগণ ব্যতীত অপর কাহারও মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার ছিল না। রাজকীয় টঙ্কশালায় শিল্পিগণ হস্তদ্বারা এক একটী করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিত। বলা বাহুল্য প্রাচীন হিন্দুরাজগণের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের স্বর্ণ রৌপ্যাদি অতি বিশুদ্ধ হইলেও উহাদের গঠন হস্তদ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া ততদূর সুন্দর নহে। সম্ভবতঃ মুদ্রার সৌন্দর্য্যসাধনে তাঁহাদিগের তাদৃশ যত্ন না থাকাই তাহার কারণ হইবে।

আলেক্‌সান্দারের আগমনের পর পঞ্জাব ও আফগানিস্থানে তাঁহার স্থাপিত নগর সকলের শাসনকর্ত্তাগণ গ্রীক-অক্ষরে মুদ্রা অঙ্কিত করিতেন। পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাগণ গ্রীক ও দেশীয় উভয় ভাষাই ব্যবহার করেন।

মোগল সম্রাট্‌গণ মুদ্রার সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষবিধানে সম্যক্ যত্ন করেন। ভারতবর্ষ-বিলুণ্ঠিত সুবর্ণরাশি দিল্লী ও আগরার রাজকীয় টঙ্কশালায় মুসলমান-মুদ্রায় পরিণত হইয়া দেশে দেশে প্রচলিত হইল। বলা বাহুল্য মোগল সম্রাট্‌দিগের সময়েই ভারতবর্ষের বহুবিস্তৃত স্থানে দিল্লীস্থ টঙ্কশালায় মুদ্রা প্রচলিত হয়।

সম্রাট্ অকবরের সময়ে মোগল-সাম্রাজ্যের ৪২টী নগরে টাঁকশাল ছিল। ঐ সমস্ত টাঁকশালে যে যে স্থানে যে যে প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম, দিল্লী, বাঙ্গালা, গুজরাটস্থ আহ্মদাবাদ ও কাবুল এই চারি স্থানের টাঁকশালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ত্রিবিধ প্রকার ধাতুরই মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

২য়, আলাহাবাদ, আগরা, উজ্জয়িনী, সুরাট, দিল্লী, পাটনা, কাশ্মীর, লাহোর, মুলতান ও তাণ্ডা এই দশ স্থানের টাঁকশালে কেবল রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

৩য়, আজমীর, অযোধ্যা, আটক, অলবার, বদাউন, বারাণসী, ভাকর, বহিরা, পাটন, জৌনপুর, জালন্ধর, হরিদ্বার, হিসার, ফিরজা, কল্পী, গোয়ালিয়র, গোরক্ষপুর, কলানুর, লক্ষ্ণৌ, মাণ্ডু, নাগর, সরহিন্দ, শিয়ালকোট, সরোঞ্জ, শাহরাণপুর, সারঙ্গপুর, সম্বল, কনৌজ ও রন্তসুড়র (রণস্তম্ভপুর) এই বিংশতি নগরের টাঁকশালে কেবল তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

এই সকল টাঁকশালে যে সকল কর্ম্মচারী, শিল্পী ও মজুর প্রভৃতি থাকিত, তাহাদের নাম ও কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

১ দারোগা। ইনি টাঁকশালার কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ এবং প্রত্যেকের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং ন্যায়পর ব্যক্তিই এই পদে নিযুক্ত হইতেন।

২। শিরাফী বা শরাফ—স্বর্ণপরীক্ষক, ইনি স্বর্ণরৌপ্যাদির বিশুদ্ধতা-পরীক্ষা করিয়া দিতেন। ইহার উপর মুদ্রার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করিত, সুতরাং সুনিপুণ ও ন্যায়পর ব্যক্তিই এই পদের যোগ্য।

৩ আমিন। দারোগার সহকারী।

৪ মুশরিফ। দৈনন্দিন ব্যয়ের হিসাবরক্ষক।

৫ মহাজন। ইনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ক্রয় করিয়া টাঁকশালে যোগাইতেন।

৬ কোষাধ্যক্ষ। ইনি আয়ব্যয় ও লাভের হিসাব রাখিতেন।

৫ম ব্যতীত উপরোক্ত সকল কর্ম্মচারীই আহদী অর্থাৎ ১ম শ্রেণীর কর্ম্মচারী মধ্যে গণ্য হইতেন।

৭ ওজন-সরকার। এই ব্যক্তি সমস্ত মুদ্রা সুন্দররূপে ওজন করিত।

৮ ধাতু গলাইবার লোক। এই ব্যক্তি মিশ্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

৯ মিশ্র স্বর্ণ-রৌপ্যাদির চাক্তি প্রস্তুত করিবার লোক। এ ব্যক্তি স্বর্ণাদির চাক্তি প্রস্তুত করিয়া শরাফকে দেখাইত। শরাফ বা স্বর্ণপরীক্ষক উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ সকল বিশোধন করিবার অনুমতি দিতেন। মিশ্রিত সোরা ও ইষ্টকচূর্ণ মধ্যে ঐ সকল চাক্তি ঘুঁটের আগুনে বহুবার পোড়াইয়া শুদ্ধ করা হইত।

১০ বিশুদ্ধ ধাতু গলাইবার লোক। এ ব্যক্তি উপরোক্ত বিশোধিত চাক্তি সকল গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

১১ জরাব। এই ব্যক্তি প্রস্তুত বাট কাটিয়া মুদ্রার আকার ও পরিমাণানুযায়ী খণ্ড প্রস্তুত করিত।

১২ খোদকার। এই ব্যক্তি ইস্পাতের উপর চিত্র ও অক্ষরাদি খোদিত করিয়া মুদ্রার জন্ম ছাঁচ প্রস্তুত করিত। অকবরের সময়ে দিল্লীনিবাসী মৌলনা আলি-আহম্মদ নামে একজন অতি সুদক্ষ খোদকার ইস্পাতের ছাঁচ প্রস্তুত করিত।

১৩ সিক্কাচি। এই ব্যক্তি গোলাকার ধাতুখণ্ড লইয়া দুইটী ছাঁচের মধ্যে ধরিত, এবং অপর একব্যক্তি (পাট্‌কুচি) হাতুড়ির আঘাতে ঐ ধাতুখণ্ডে মুদ্রাঙ্কিত করিত।

১৪ সব্বাক। বিশুদ্ধ রৌপ্যের খোল প্রস্তুত করিত।

১৫ কুর্শকুব। এই ব্যক্তি বিশুদ্ধ রৌপ্যের পাত্তা পোড়াইয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিতে থাকিত। যতক্ষণ উহাতে সীসার গন্ধ মাত্র থাকে, ততক্ষণ এইরূপ পুনঃপুনঃ করা হইত।

১৬ কস্‌নিগীর। এই ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশুদ্ধ কি না পরীক্ষা করিত এবং বিশুদ্ধ না হইলে ইচ্ছানুযায়ী বিশুদ্ধ করিয়া লইত।

১৭ নিয়ারিয়া। এই ব্যক্তি খাঁক অর্থাৎ স্বর্ণাদির ক্লেদ ধুইয়া উহা হইতে স্বর্ণ পৃথক্ করিয়া লইত।

স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিতে তাম্র, সীসা প্রভৃতি ধাতু এবং গন্ধক সোহাগা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত।

১৮ [illegible]বার কড়াল অর্থাৎ মিশ্রিত রূপার গাদ গলাইয়া রূপা বাহির করিয়া লইত।

১৯ পাইকার। নগরস্থ স্বর্ণকারদিগের নিকট হইতে খাঁক এবং ধূলা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্য পৃথক্ করিয়া লইত।

২০ নিকোইবালা। পুরাতন তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গালাইত।

২১ খক্‌শো। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য স্বর্ণরৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিয়া লইলে খক্‌শো টাঁকশালা ঝাঁটাইয়া ধূলা বাড়ী লইয়া যায় এবং উহা হইতে স্বর্ণরৌপ্যাদি বাহির করিত। ইহারাও এই উপায়ে বিস্তর উপার্জ্জন করিত।

সম্রাট্ অকবরের সময়ে মুদ্রাদি অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণরৌপ্যে নির্ম্মিত হইত। তিনি উৎকৃষ্ট শিল্পিগণ নিযুক্ত করিয়া উহাদের গঠনও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে মনোহর করেন।

অকবরের টাঁকশালে ২৬ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা, ৯ প্রকার রৌপ্যমুদ্রা ও ৪ প্রকার তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত। [মুদ্রা দেখ।] ঐ সকলের মধ্যে কতক গোল ও কতক চতুরস্র।

স্বর্ণরৌপ্যাদি হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইলে উহার যে মূল্য বৃদ্ধি হইত, তাহার কতকাংশ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বাবত খরচ হইত, অবশিষ্ট হইতে মহাজনকে কতক দিয়া সমুদায় রাজকোষে জমা হইত।

খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকাল পর্য্যন্ত য়ুরোপে মুদ্রার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। এ পর্য্যন্ত ধাতুর পাত কাটিয়া ছাঁটিয়া এবং হাতুড়ি দ্বারা দুইদিকে পিটিয়া ছাপ মারিয়া হস্তদ্বারাই মুদ্রা প্রস্তুত হইত। বলা বাহুল্য এরূপ প্রণালীতে মুদ্রা ঠিক গোল এবং উভয়দিকে ছাপ সমান হইত না। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাসী খোদকার স্ক্রু দ্বারা চাপ দিয়া ছাপ তুলিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের টাঁকশালে বাষ্পীয় কলে পরিচালিত প্রকাণ্ড হাতুড়ী দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত প্রথা উদ্ভাবন হইল। ইহাই এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত। এখন যে প্রণালীতে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

যে স্বর্ণ বা রৌপ্য হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহার থান টাঁকশালে আনীত হইলেই প্রথমে একজন সুদক্ষ স্বর্ণপরীক্ষক প্রত্যেক থান স্ব পরীক্ষা করিয়া উহাদের বিশুদ্ধতা যত্নপূর্ব্বক লিখিয়া রাখেন; ইহার পর স্বর্ণের থান শক্ত মুচিতে গলিতে দেওয়া হয়। মুচির স্বর্ণ প্রখর উত্তাপে গলিয়া গেলে উহাতে যথোপযুক্ত তাম্র মিশাইয়া স্বর্ণকে নির্দ্দিষ্ট মিশ্রিত অবস্থায় আনয়ন করা হয়। ২২ ভাগ বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও ২ ভাগ তাম্র মিশ্রিত করিয়া ইংলণ্ডীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে। রৌপ্যমুদ্রায় ২২২ ভাগ বিশুদ্ধ রৌপ্য ও ১৮ ভাগ তামার খাদ থাকে। যথোপযুক্ত মিশ্রণ হইলে স্বর্ণ বা রৌপ্যের আকার ও পরিমাণভেদে লোহার ছাঁচে ঢালিবার নানারূপ বাট প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সমুদায় বাট বাষ্পীয়কলে পরিচালিত ঘূর্ণ্যমান ইস্পাতের সুদৃঢ় জাঁতের মধ্য দিয়া বহুবার পেষিত হইলে অনেক পাতলা হইয়া যায়। এই সকল পাতা সর্ব্বত্র সমান পুরু করিবার জন্ম উহাদিগকে পোড়াইয়া আবার ইস্পাতের জাঁতে তার টানার ন্যায় টানিয়া লয়। অভিপ্রেত মুদ্রানুযায়ী পাতলা হইলে ঐ সমস্ত পাত একজন পরীক্ষকের নিকট আনীত হয়। এই ব্যক্তি প্রত্যেক পাত হইতে নমুনাস্বরূপ এক এক খণ্ড কাটিয়া লইয়া ওজন করিয়া দেখে। যদি কোনটার পরিমাণ ¼ গ্রেণের অপেক্ষা অধিক তারতম্য হয়, তবে সমস্ত পাতটাই পরিত্যক্ত হয়।

ঐ সকল পাত হইতে ছেনী দ্বারা গোল চাকি কাটিয়া লওয়া হয়। একটা বৃহৎ বাষ্পীয় চক্র দ্বারা পরিচালিত ছেনী দ্বারা প্রায়ই বালকেরা এই কার্য্য সম্পন্ন করে। এইরূপে একটী [illegible] প্রতি মিনিটে ৬০।৭০টী চাকি কাটিতে পারে।

বিস্তীর্ণ প্রদেশে এক প্রকার মুদ্রা-প্রচলনের কথা হইল। যাহা হউক, নবাধিকৃত ও করদ প্রদেশসমূহে নূতন নূতন মুদ্রা চলিতে লাগিল।

পুরাতন টাকা সমস্ত ভাঙ্গিয়া নূতন মুদ্রায় পরিণত করিবার জন্ত সাগর, আজমীর প্রভৃতি স্থানেও টাঁকশাল স্থাপিত হইয়াছিল।

সম্প্রতি সমগ্র ভারতবর্ষে সিক্কা, ফরক্কাবাদী, গোরক্ষপুরী, বাংলাশাহী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন টাকা উঠিয়া গিয়া সর্ব্বত্র ১৮০ গ্রেণ (ট্রয়) ওজনের টাকা প্রচলিত হইয়াছে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের টাঁকশাল উঠিয়া যায় এবং উহার কল প্রভৃতি সমস্ত বোম্বাই ও কলিকাতার টাঁকশালে আনীত হয়। ইহার পর কলিকাতা ও বোম্বাই টাঁকশালেই সমস্ত ভারতবর্ষের জন্ত মুদ্রা প্রস্তুত হইতে লাগিল, অন্যান্ত স্থানের টাঁকশাল নিষ্প্রয়োজনবোধে উঠাইয়া দেওয়া হইল। এখন বোম্বাই ও কলিকাতার টাঁকশালেই মুদ্রা প্রস্তুত হইতেছে। এই দুই স্থানের টাকা প্রভৃতি ঠিক একই প্রকার।

এতদ্ভিন্ন অনেক করদ ও মিত্র রাজার নিজ নিজ রাজধানীতে টাঁকশাল আছে। ঐ সকল টাঁকশালে স্থানীয় প্রদেশের জন্ত টাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

টাঁকা (দেশজ) ১ সীবন, সেলাই। ২ পূর্ব্বসূচনা করা, আগ বাড়াইয়া বলা।

টাক্ (দেশজ) মস্তকের কেশউঠা রোগবিশেষ [ইন্দ্রলুপ্ত দেখ।]

টাকপড়া (দেশজ) [ইন্দ্রলুপ্ত দেখ।]

টাকরা (দেশজ) জিহ্বা ও কণ্ঠের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

টাকা (দেশজ) ১ রৌপ্যমুদ্রা, টঙ্কা, তঙ্কা।

টাকাপাণা (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ। (Pistia stratiotes)

টাকাহার (দেশজ) এক প্রকার সুগন্ধি লতা।

টাকী, যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীতীরে কলিকাতা হইতে ৪৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানে একটী গবর্ণমেণ্ট হাই এণ্ট্রান্স (বোর্ডিং) স্কুল, একটী বালিকাবিদ্যালয় এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই স্থান স্বাস্থ্যকর। এখানে কোনরূপ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই। এখানে অনেক জমিদারের বাস, ইঁহারা রাজা বসন্তরায়ের বংশসম্ভূত। স্বর্গীয় ৺কালীনাথ রায় বারাসত হইতে একটী সুপ্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। টাকীতে অতি উত্তম গাড়ু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

টাকুয়া (দেশজ) টাকুর, সূত্র পাক দিবার যন্ত্রবিশেষ।

টাকুর (দেশজ) সূত্রপাক দিবার যন্ত্রবিশেষ।

টাকুরাই (দেশজ) অঙ্গগ্রহ, খেঁচা, টাকরিয়া।

টাঙ্ক (ক্লী) টঙ্কেন তদ্রসেন নিবৃত্তং। মদ্যবিশেষ, এই মদ্য টঙ্করূপ নীলকপিথের রসে প্রস্তুত হয়। মদ্য দ্বাদশ প্রকার—পানস, দ্রাক্ষ, মাধুক, খার্জ্জুর, তাল, ঐক্ষব, মাধ্বীক, টাঙ্ক, মাদ্বীক, ঐরেয় ও নারিকেলজ এই একাদশ প্রকার মদ্য। দ্বাদশ প্রকার মদ্যের নাম সুরা ও তাহা অতি গর্হিত। পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রকার মদ্য পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ইহার প্রায়শ্চিত্ত তিন দিন উপবাস।

"দ্রাক্ষেক্ষুটঙ্কখর্জ্জূরপনসাদেশ্চ যো রসঃ।
সদ্যোজাতস্তু পীত্বা তং ত্র্যহাচ্ছুধ্যেৎ দ্বিজোত্তমঃ॥" (পুলস্ত্য)

[মদ্য দেখ।]

টাঙ্কমাধ্বাক (ক্লী) মদ্যবিশেষ। এ মদ্য শতাবরী, টঙ্কমূলের রস এবং পদ্মমধু দ্বারা একত্র করিয়া প্রস্তুত হয়।

"শতাবরী টঙ্কমূলং লক্ষণং পদ্মমেব চ।
মধুনা সহ সন্ধানাৎ টঙ্কমাধ্বীকমীরিতং॥" (তন্ত্র)

টাঙ্কর (পুং) টঙ্কস্তেদং টাঙ্কং রাতি-রা-ক। স্বেচ্ছাচারী, পাষণ্ড, নাগবাট। (ত্রিকা°)

টাঙ্গ (দেশজ) ১ সোহাগা। ২ পা। ৩ দোকান।

টাঙ্গন (দেশজ) ১ ঝুলন। ২ পার্ব্বতীয় টাটুঘোড়া।

"পার্ব্বত্য টাঙ্গন তাজী বাছিয়া কিনিল বাজী
গজ কিনে পর্ব্বতের চূড়া।" (কবিক°)

টাঙ্গা (দেশজ) ঝুলা।

টাঙ্গাইল, বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার একটী সহর এবং আলিয়া মহকুমার সদর। এই নগর যমুনার একটী শাখা লহজঙ্গাতীরে অবস্থিত। টাঙ্গাইলে নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল লইয়া একটী মিউনিসিপালিটী আছে। অধিবাসিসংখ্যা (১৮৯১ খৃঃ অব্দে) ১৭৯৭৩। তন্মধ্যে হিন্দু ১২১৭৫ এবং মুসলমান ৫৭৯৭। এখানে দুইটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থানীয় লোকের সাহায্যে পরিচালিত হয় ও বিলাতী বস্ত্রাদির বাণিজ্য হইয়া থাকে।

টাঙ্গান (দেশজ) লম্বিতকরণ, ঝুলান।

টাঙ্গাপ্রদীপ (দেশজ) ঝুলান আলো, আকাশপ্রদীপ।

টাঙ্গী (দেশজ) কুঠার, পরশু।

টাট (দেশজ) তাম্রাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, পূজার নিমিত্ত তাম্রময় পাত্র।

টাটা, সিন্ধুপ্রদেশের নগরবিশেষ। ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে সোমীয় বংশোদ্ভব চতুর্দ্দশ রাজা জামমঙ্গল কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই নগর সিন্ধুনদের তীরে সমুদ্র হইতে ১৩০ ক্রোশ অন্তরে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। বর্ষাকালে ইহার নিকটস্থ সমুদয় প্রদেশ জলময় হয়; ইহা কেবল দ্বীপের ন্যায় ভাসমান থাকে।

ইহার পথ সমুদয় অতি অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার, কিন্তু ইহার গৃহগুলি উত্তম, ইহার চতুর্দ্দিকের ভূমি উর্ব্বরা। [টিট্টা দেখ।]

টাটান (দেশজ) ১ কন্ কন্ করা। ২ শুকান।

টাটানী (দেশজ) অত্যন্ত বেদনা।

টাটি (দেশজ) পর্দ্দা, বেড়া, মাদুর।

টাটী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্রপাত্র। ২ খস্‌খসের পর্দ্দা বা বেড়া দেওয়া।

টাটু (দেশজ) দেশীয় ছোটজাতীয় ঘোড়া।

টাটুয়া (দেশজ) সূর্য্যকিরণে শুকাইয়া যাওয়া।

টাট্‌কা (দেশজ) তাজা, নূতন, বাসী নয়।

টাণ্ডা (টাঁড়া) বাঙ্গালার মালদহ জেলার একটী প্রাচীন নগর। এই নগর গৌড়ের নিকট গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত ছিল, গৌড়নগর ধ্বংস হইলে কিছুদিন এখানে বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল। প্রাচীন নগর কোন্ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহা এখন স্পষ্ট জানা যায় না, সম্ভবতঃ ঐ স্থান পাগলা নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজিও ঐ স্থলে একটী গ্রাম টাণ্ডা বা টাঁড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন, গৌড়নগর জনশূন্য হইবার ১১ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার শেষ আফগান-নৃপতি সুলেমান শাহ-কর্‌রাণী ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে টাণ্ডা নগরে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন করেন। মোগল-সম্রাট্ অকবরের সময়ে টাণ্ডা নগর সুসমৃদ্ধ ও বাঙ্গালার নবাবদিগের বাসস্থান ছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী সুজাশাহ অরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুম্লার ভয়ে রাজমহল হইতে টাণ্ডায় পলায়ন করেন এবং পরে যুদ্ধে পরাজিত হন। ইহার পর মোগলগণ রাজমহল ও ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল।

টান্ (দেশজ) ১ আক্রা। ২ কর্কশ। ৩ আকর্ষণ।

টানন (দেশজ) আকর্ষণ।

টানসহ (দেশজ) আকর্ষণ সহ্য করিবার ক্ষমতা।

টানা (দেশজ) ১ রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বস্তুদ্বয়ের সংযোগকরণ। ২ বস্ত্রের দৈর্ঘ্য পরিমাণের সূত্র। ৩ বাঙ্গালার মুসলমান নবাবদিগের সময়কার একটী দুর্গ।

টানাজিনিয়া (দেশজ) এক প্রকার ঘাস। Poa punctata)

টানাটানি (দেশজ) ১ অভাব, অপ্রতুল। ২ পরস্পর আকর্ষণ।

টানান (দেশজ) ছাঁকা, চালা। ২ আকর্ষণ।

টান্‌টোন (দেশজ) ১ অপরিষ্কার, কর্কশ। ২ আকর্ষণ।

টাপর (দেশজ) ঈষৎ আঘাত, থাবড়, চাপড়।

টাপু (দেশজ) দ্বীপবিশেষ।

টাবানিম্বু (দেশজ) একপ্রকার নেবু। (Citrus acida)

টামটুম (দেশজ) ছোটকাজ।

টায়টায় (দেশজ) সংগৃহীত দ্রব্যের ন্যূনাতিরিক্ত না হওয়া।

টার (পুং) টাং পৃথ্বীং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্। ১ তুরঙ্গ, ঘোটক। ২ রঙ্গ। ৩ লঙ্গ।

টাল (দেশজ) ১ দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্ব করা। ২ ছলনা।

টালন (দেশজ) ১ ছলনা। ২। দীর্ঘসূত্রতা।

টালাটালি (দেশজ) পরস্পর বিলম্ব করা।

টালি (দেশজ) মেজে পাতিবার জন্য চতুষ্কোণাকৃতি ইষ্টক ব্যবহার করা হয়, টাইল।

টাল্‌মটাল (দেশজ) ১ বৃথা বিলম্ব করা। ২ ছলনা করা।

টাল্‌মটালী (দেশজ) বিলম্ব করা।

টি, সংযুক্ত পদবিশেষ। যেমন একটি, ছেলেটি ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষায় স্বল্পার্থে "টী" ব্যবহৃত হয়।

টিআ (দেশজ) তোতাপাখী।

টিকন (দেশজ) বহুকালস্থায়ী।

টিকর (দেশজ) উন্নত, আলি, জাঙ্গাল।

টিকরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Sylvia olivacea)

টিকা (দেশজ) ১ অঙ্গারাদি দ্বারা প্রস্তুত অগ্নিপ্রজ্বলন দ্রব্য। ২ বসন্তরোগ নিবারণের জন্য হস্তে ক্ষতকরণ। [টীকা দেখ।]

টিকাদার (দেশজ) যে টীকা দেয়।

টিকায়েৎরায়, লক্ষ্ণৌর নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার দেওয়ান (১৭৭৭-৯৭ খৃঃ অব্দ)। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। হিন্দীকবি সাগর, গিরিধর ও বেকবি টিকায়েতের বিশেষ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উক্ত তিন কবিই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

টিকারা (দেশজ) দুন্দুভিবাদ্যবিশেষ, ধামাল।

টিকারী, গয়াজেলার অন্তর্গত একটী সহর। অক্ষা° ২৪° ৫৬´ ৩৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৪° ৫২´ ৫৩´´ পূঃ। গয়ানগরীর ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মুরহর নদীতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১১৫৩১। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। প্রতি লোককে ৶০ হিসাবে টেক্স দিতে হয়।

এখানকার মাটির গড় উল্লেখযোগ্য। শত্রুর আক্রমণ হইতে নগর রক্ষা করিবার জন্য টিকারিরাজগণ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গপ্রাচীরের মুরচায় কামান রাখিবার স্থান ও চারিদিকে নালা কাটা আছে।

ইতিহাস।—এখানকার রাজবংশ নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। নাদিরশাহের আক্রমণের পর মোগল-শাসনের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ প্রাদুর্ভূত হন। প্রথমে তিনি একজন সামান্য জমিদার মাত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুন্দরসিংহ বঙ্গ-বেহারের সুবাদার আলীবর্দ্দী খাঁকে

মহারাষ্ট্রিদিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করায় এবং পাটনার বিদ্রোহ-দমনে সফলকাম হওয়ায় "রাজা" উপাধি লাভ করেন। রাজা সুন্দরসিংহ একজন সাহসী বীর ছিলেন, তিনি অল্লায়াসেই আপনার সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই ওকড়ী, মনবং, একিল, ভিলাবার, দখনাইর, আন্‌টিও পাহারা এবং অমরাথু ও আছের পরগণার অধিকাংশ আপনার অধিকারভুক্ত করিলেন। এ ছাড়া তিনি বেহারও রামগড়ের নানাস্থানে সম্পত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারই এক জমাদার হঠাৎ তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে। সুন্দরের তিন পুত্র বনিয়াদসিংহ, ফতেসিংহ ও নেহালসিংহ। কেহ কেহ বলেন, ঐ তিনজনেই সুন্দরের ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি কেবল জ্যেষ্ঠ বনিয়াদসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন।

বনিয়াদসিংহ শান্তিপ্রিয়। ইংরাজের সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাব ছিল। তিনি আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইংরাজদিগকে এক পত্র লেখেন, সেই পত্র নবাব মীরকাসিমের হাতে পড়ে। পত্র পাইয়া কাসিমআলী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বনিয়াদ ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে পাটনায় আনাইয়া তাঁহাদিগের প্রাণসংহার করেন। উক্ত ঘটনার কিছু পূর্ব্বে বনিয়াদের এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কাসিমআলী সেই শিশুকে বিনাশ করিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রাণী পুত্ররক্ষা করিবার জন্য তাহাকে এক ঘুঁটের চুবড়ীতে ভরিয়া বনিয়াদের প্রধান কর্ম্মচারী দলীপসিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। বক্সারের যুদ্ধ পর্য্যন্ত দলীপ রাজপুত্রকে অতি সাবধানে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই রাজকুমারের নাম মিত্রজিৎসিংহ। সেতাবরায়ের শাসনকালে মিত্রজিৎসিংহ আপনার সমস্ত সম্পত্তিই হারাইয়াছিলেন। শেষে ল সাহেব (Mr Law) বেহারের কালেক্টর হইয়া গেলে মিত্রজিৎ পূর্ব্ব সম্পত্তি এবং দিল্লীদরবার হইতে 'মহারাজ' উপাধি পাইলেন। ইংরাজসরকারও তাঁহাকে 'মহারাজ' বলিয়া স্বীকার করিলেন। খরকদি জেলার কোলহান নামক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে মিত্রজিৎ সসৈন্যে ইংরাজরাজকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি গয়া হইতে টিকারী পর্য্যন্ত জমনী নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু ও ধর্ম্মশালায় এক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে টিকারীরাজের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিতনারায়ণ ॥৴০ আনা এবং কনিষ্ঠ পুত্র মদনারায়ণ সিংহ।৴০ আনা সম্পত্তি পাইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১০ই নবেম্বর হিতনারায়ণ "মহারাজ" উপাধি এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইনি দেবদ্বিজভক্ত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। নিজ-সহধর্ম্মিণী মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারীর হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া পাটনায় গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করেন। এখানে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইন্দ্রজিৎকুমারীর সুশাসন গুণে রাজ্যের সমধিক উন্নতি ও প্রজাগণ পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিল। তিনি পতির অনুমতি লইয়া নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামকৃষ্ণসিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং নেহালসিংহের উত্তরাধিকারিগণের নিকট তাঁহাদের ভবিষ্যৎ দাবীদাওয়া সম্বন্ধে ছাড়পত্র লিখাইয়া লয়েন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণসিংহ উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইলেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মহারাজ' উপাধি ও বৃটীশ-গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ৩৫০০৲ টাকা মূল্যের খেলাত পাইলেন। পর বর্ষে তিনি আইন আদালতে আর কোন কার্য্যে উপস্থিত হইতে হইবে না, তাহারও ক্ষমতা লাভ করিলেন। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি কঙ্কাবাদের অন্তর্গত অযোধ্যানামক স্থানে একটী এবং গয়াজেলায় ধর্ম্মশালা নামক স্থানে আর একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

মদনারায়ণেরও পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দুই স্ত্রী রাণী অশ্বমেধকুমারী ও রাণী শোণিতকুমারী সম্পত্তি সমান অংশে ভাগ করিয়া লইলেন। শোণিতকুমারী আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতাপনারায়ণসিংহকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার দেখাদেখি অশ্বমেধকুমারী এক দত্তক লইলেন। প্রতাপ সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি দাবী করিয়া বসিলেন। অশ্বমেধকুমারীর দত্তকপুত্রও মাতৃসম্পত্তির অধিকার সাব্যস্ত করিলেন।

মহারাণী ইন্দ্রজিৎকুমারী রামেশ্বর, দ্বারকা প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বৃন্দাবনধামে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ইচ্ছাপত্র অনুসারে তাঁহার পুত্রবধূ মহারাণী রাজরূপকুমারী সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন।

ইন্দ্রজিৎকুমারী দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাটনা ও বৃন্দাবনে দুইটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণ করেন। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহার অধিকারভুক্ত কলিকাতা যাইবার পথস্থিত ভলুয়াচটী নিরাপদ্ রাখিয়াছিলেন।

বিধবা রাজরূপকুমারীরও কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা রাধাকিশোরী তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। মহারাণী রাজরূপকুমারী অতিশয় দানশীলা; তাঁহার যত্নে টিকারীরাজ্যের নানাস্থানে অতিথিশালা ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রতিবর্ষে ত্রিশহাজার টাকা দান করিতে হয়।

টিকারীরাজ্যের আয়—৪৬৮২৬০৲ টাকা, গবমেণ্ট রাজস্ব ১৩২৫০০৲।

টিকটিকি, সরীসৃপবিশেষ। এই জাতীয় বহুপ্রকার জীব বিদ্যমান আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সকলকেই বৃহত্তর কৃকলাস, গোধা এবং প্রকাণ্ডকায় কুম্ভীরাদির সহিত সমজাতীয় বলিয়া গণনা করেন। টিকটিকির আকার অনেক অংশেই কৃকলাসের মত, কিন্তু অবয়ব অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং কোমল ও স্থূল। ইহাদের বর্ণ ধূসর ও কৃষ্ণ। ইহারা অণ্ড হইতে জন্মে এবং গৃহের মধ্যে গরম স্থানে কিংবা বৃক্ষের কোটরাদিতে বাস করে। ইহারা অতি নিরীহ প্রকৃতি। সমগ্র পুরাতন মহাদ্বীপেই টিকটিকি দৃষ্ট হয়। ইহারা কীটপতঙ্গ ধরিয়া ভক্ষণ করে। সচরাচর প্রদীপের নিকট কীট-ভক্ষণ জন্য টিকটিকি থাকিতে দেখা যায়।

টিকটিকির পুচ্ছ অতি সহজেই খসিয়া পড়ে। সামান্য বস্ত্রাদির আঘাতেই ছিন্ন হইয়া যায় এবং নড়িতে থাকে, এদিকে টিকটিকি পলায়ন করে। যাহা হউক, পুচ্ছ খসিয়া গেলে উহা আবার গজাইয়া উঠে।

ইহারা মুখদ্বারা মধ্যে মধ্যে টিক্ টিক্ শব্দ করে, ঐ শব্দ হইতেই ইহাদের নাম টিকটিকি হইয়াছে। এদেশীয় লোকের বিশ্বাস যে, ঐ শব্দ দিগ্‌ভেদে যাত্রাদির শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে। সাধারণ লোকে আরও বিশ্বাস করে যে, জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহের পুত্রবধূ মুখরা খনা অনেক সময় শ্বশুরের গণনা খণ্ডন করিয়া সর্ব্বসমক্ষেই নিজের বিশুদ্ধ মত প্রকাশ করিত, ইহাতে বরাহ লজ্জিত হইয়া পুত্রবধূর জিহ্বা কাটিতে আদেশ দেন। খনার ঐ জিহ্বাই টিকটিকি হইয়া অদ্যাপি লোককে শুভাশুভ বিষয়ে সতর্ক করে।

একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু যাত্রাকালে বা কোন শুভকার্য্যারম্ভে টিকটিকির শব্দ শুনিলে আর সে কার্য্যে অগ্রসর হন না। শরীরের স্থানভেদে ইহার পতনেও ঐরূপ ফল সূচনা করে।

টিক্‌টিকী (দেশজ) গৃহগোধিকা, জেঠী। [জ্যেঠী দেখ।]

টিটকার (দেশজ) অবজ্ঞা, নিন্দা বা ভর্ৎসনাসূচক শব্দ।

টিটি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Parra jacana)

টিটিভ (পুং) টিটীত্যব্যক্তশব্দং ভণতি ভণ-ড। পক্ষিবিশেষ কোয়ষ্টিক, টিটিরপাখী।

টিটিভক (পুং) টিটিভ স্বার্থে কন্। টিটিভপক্ষী, টিটিরি।

টিটিল (স্ত্রী) সংখ্যাবিশেষ। ১০০ নাগবলে এক টিটিল।

টিট্টিভ (পুং স্ত্রী) টিট্টীত্যব্যক্তশব্দং ভণতি ভণ-ড। পক্ষিবিশেষ, টিটিরিপাখী, টিঠী। পর্য্যায়—টিঠিভক, টিট্টিভক। ইহার মাংস ভক্ষণ দ্বিজাতিগণের নিষিদ্ধ।

"অনির্দ্দিষ্টাংশ্চৈকশফাংষ্টিট্টিভঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৫।১১)

এই শ্লোকের মেধাতিথিভাষ্যে টিট্টিভ শব্দে শকুনি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"টিট্টিভঃ শকুনিরেব, টিটীতি যো বাশতো। প্রায়েণ শব্দানুকরণনিমিত্তং শকুনীনাং নামধেয়প্রতিলম্ভস্তদুক্তং নিরুক্তকারেণ কাক ইতি শব্দানুকৃতিস্তদিদং শকুনিষু বহুলং" (মনুভা° মেধাতি° ৫।১১) কাক শব্দের অনুকৃতিমাত্র, বাস্তবিক টিট্টিভ শব্দে কাক নহে। ২ ত্রয়োদশ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রশত্রু দানববিশেষ। নারায়ণ ময়ূররূপ পরিগ্রহ করিয়া ইহাকে বিনাশ করেন। (গরুড়পু° ৮৭ অঃ)

৩ বরুণের সভারক্ষক দানববিশেষ, ইনি মর্ত্যধর্ম্মরহিত।
(ভারত ২।৯।১৫)

টিট্টিভক (পুং) টিট্টিভ স্বার্থে কন্। টিট্টিভ।

টিণ্টিনিকা (স্ত্রী) ১ অম্বুশিরীষিকা, জোঁক। (ভাবপ্র°) ২ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ।

টিণ্ডিশ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় ঢাঁড়শ। পর্য্যায়—রোমশ ফল, তিন্দিশ, মুনিনির্ম্মিত, তিণ্ডিশ। ইহার গুণ—রোচক, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মা ও অশ্মরীনাশক, সুশীতল, বাতল, রুক্ষ ও মূত্রল। (ভাবপ্র°)

টিপ্ (দেশজ) ১ কপালচিহ্ন, ফোঁটা। ২ চিঠী, হুণ্ডী।

টিপনি (দেশজ) গূঢ়রূপে আঘাত করণ।

টিপাটিপি (দেশজ) পরস্পরে টিপা।

টিপিটিপি (দেশজ) নিঃশব্দে, আস্তে আস্তে।

টিপুশাহ, আর্কটের একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির। ইহার নামানুসারেই মহিসুরের শাসনকর্তা বিখ্যাত টিপুসুলতানের নামকরণ হয়। টিপুসুলতানের পিতা হায়দরআলি এই ব্যক্তিকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। আজিও টিপুশাহের কবরে অনেক ফকির আসিয়া থাকে। কর্ণাটী ভাষায় টিপু শব্দে ব্যাঘ্র বুঝায়।

টিপুসুলতান, মহিসুররাজ হায়দরআলির পুত্র। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ে খণ্ডেরাও মহারাষ্ট্রী সেনা সাহায্যে হায়দরআলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে সময়ে হায়দরআলি ১০০ শত অশ্বারোহীসহ গভীর নিশীথে শত্রুভয়ে পলায়ন করেন, সেই সময় টিপুর বয়স ৯ বৎসর মাত্র। হায়দরের পরিবারবর্গের সহিত টিপুও মহারাষ্ট্রকরে বন্দী হইয়াছিলেন। হায়দরের সহিত গোলযোগ মিটিলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। [হায়দর আলি দেখ।]

যখন টিপুর ১৭ বৎসর বয়স, হায়দরের সহিত ইংরাজদিগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে যুবক টিপু সাহেব সসৈন্যে মান্দ্রাজের চারিদিক্ লুণ্ঠন করিতেছিলেন।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা হায়দরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে টিপুসাহেব ৫০০০ পদাতিক ও ৬০০০ অশ্বারোহী লইয়া কর্ণেল বেলীর গতিরোধার্থ পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলেন। ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি কর্ণেল বেলীকে আক্রমণ করেন, তাঁহার আক্রমণে ভীত হইয়া ইংরাজসেনানায়ক হেক্টর মনরোর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপরে হায়দরআলি যখন মহম্মদআলিকে শাসন করিবার জন্য আর্কটাভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময়ে টিপু বন্দীবাস অবরোধ করেন। এ সময়ে টিপুর রণনৈপুণ্য ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে ইংরাজসেনানায়ক পর্য্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যে দিন ইংরাজসেনানায়ক আরণি অভিমুখে যাত্রা করেন, হায়দর টিপুকে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আরণিতে পাঠাইয়া দেন। আরণিতে হায়দরের প্রধান আড্ডা ছিল। ইংরাজসেনাপতি সার আয়ার কুটের সেই জন্যই আরণির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৭৮২ খৃঃ অব্দে ২রা জুন, ইংরাজসেনাপতি আরণির নিকট আসিয়া শিবির সংস্থাপন করেন। এ সময় টিপু সুবিধা পাইয়া বৃটীশসৈন্যের উপর প্রবলবেগে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজসৈন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল, সে দিনের যুদ্ধে টিপুই জয়লাভ করিলেন। সার্ আয়ার কুট্ মান্দ্রাজে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। ২০এ নবেম্বর, কর্ণেল হাম্বারষ্টন পোনানি অভিমুখে সৈন্য চালনা করেন। টিপু ফরাসী-সেনানায়ক লালির সহিত বৃটীশসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি সর্ব্বদাই রণক্ষেত্রে থাকিতেন।

৭ই ডিসেম্বর, বীরবর হায়দরআলি আপন শিবিরে প্রাণত্যাগ করেন; সে সময়ে চারিদিকে বিপদ্ ভাবিয়া পূর্ণিয়া ও কৃষ্ণরাও নামক মন্ত্রিদ্বয় তাঁহার মৃত্যুঘটনা গোপন রাখিলেন। হায়দরের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল করিম্ গোপনে পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া দুইজন সেনাপতির সাহায্যে পিতৃসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু বিজ্ঞ মন্ত্রি-দ্বয়ের কৌশলে অতি শীঘ্রই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল; মন্ত্রিদ্বয় যথাকালে বিশ্বস্ত অনুচর পাঠাইয়া টিপুকে পিতার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করেন। টিপু ১১ই তারিখে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হন; তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ২রা জানুয়ারী পিতৃশিবিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখনও সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারে নাই। টিপু সন্ধ্যাকালে সকল প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া এক সভা করিলেন। সভায় তিনি মলিনবেশে একখানি সামান্য গালিচার উপর বসিলেন। সকলে তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অবিলম্বে সকলে হায়দরের মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিল; অমাত্যগণ টিপুকে মস্নদে উপবেশন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু সুচতুর টিপু অতিশয় পিতৃশোক প্রকাশ করিয়া সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন। সুচতুর মন্ত্রিদ্বয়ের কৌশলে টিপু অবিলম্বে সুলতান হইলেন।

হায়দরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা মহিসুর-রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অভিসন্ধি আঁটিতে ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-রাজপুরুষগণের মতভেদের কারণ তাঁহারা সুযোগ ও সুবিধা হারাইলেন। টিপু সুলতান হইয়া প্রথমতঃ যুদ্ধাবগ্রহে মনোযোগ করেন নাই; তিনি কর্ণাটিক হইতে আপনার সমস্ত দলবল উঠাইয়া আনিলেন; পশ্চিমাংশে কেবল একদল ফরাসী সৈন্য রহিল। হেষ্টিংস সার্ আয়ার কুট্‌কে আবার মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু বৃদ্ধসেনাপতি রোগে ও পথকষ্টে জাহাজেই লীলাসংবরণ করিলেন। ফরাসী-সেনানায়ক বুসী ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং ১০ই এপ্রেল কুদ্দালুরে ফরাসীসেনার আধিপত্য গ্রহণ করিলেন। কার্য্যকালে টিপুর সহিত যোগ দিবার কথা ছিল, এ সময় ইংরাজদিগের অবস্থা বড়ই সঙ্কট-জনক। ইহার অল্প দিন পরেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে সন্ধিস্থাপিত হয়। বুসী যে সকল ফরাসীসেনা টিপুর কার্য্যে রাখিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি হওয়ায় তাহাদিগকে উঠাইয়া লইলেন।

এদিকে বোম্বাই গবর্মেণ্ট টিপুর বিরুদ্ধে জেনারল্ ম্যাথুকে পাঠাইয়াছিলেন। মহিসুরের অধিত্যকাস্থিত বেদনুর ইংরাজ-অধিকৃত হয়। টিপু ৯ই এপ্রেল তারিখে আসিয়া এই স্থান অবরোধ করেন। ইংরাজেরা ৫ মাস ধরিয়া এই স্থান রক্ষা

করিয়াছিল, কিন্তু শেষে রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া সন্ধিপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। টিপু পরাজিত ইংরাজসৈন্যগণকে মহিসুরদুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

বেদনুর হইতে টিপু প্রায় লক্ষ সৈন্য লইয়া মঙ্গলুর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে কর্ণেল ক্যাম্বেলের অধীনে ৭০০ ইংরাজ ও ২৮০০ দেশীয় সৈন্য দুর্গ রক্ষা করিতেছিল। ২রা আগষ্ট পর্য্যন্ত তাহারা টিপুর প্রবল আক্রমণ সহ্য করিয়াছিল। তৎপরে ৩০এ জানুয়ারী পর্য্যন্ত কোন যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে নাই; কিন্তু রসদের অভাবে তাহারা বাধ্য হইয়া তেলিচারী অভিমুখে প্রস্থান করিল।

এদিকে ইংরাজসেনানায়ক কর্ণেল ফুলারটন্ ১৩০০০ সৈন্য লইয়া দিন্দিগুল, পালঘাটচেরী ও কোয়ম্বাতুর অধিকার করেন, এখন তিনিও মহিসুর রাজধানী আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। আর একদল সৈন্য মহিসুরের উত্তর-পূর্ব্বাংশে কার্ণারাজ্যে উপস্থিত ছিল; টিপুর অত্যাচারে তাঁহার রাজ্যস্থিত হিন্দু অধিবাসিগণ সুলতানের বিরুদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা মহিসুরের পূর্ব্বতন রাজাকে বৃটীশ-সাহায্যে টিপুর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিল। এ সময় ইংরাজগণের অনেকটা সুবিধা হইলেও লর্ড ম্যাকার্টনি বড় লাটের উপদেশ না শুনিয়া টিপুর সহিত সন্ধি করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। মান্দ্রাজের মন্ত্রিসভা টিপুর নিকট দুইজন কমিশনারকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু টিপু তিন মাসকাল বৃথা তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিলেন; তৎপরে তিনি আপনার লোক দিয়া তাঁহাদিগকে মান্দ্রাজে ফিরাইয়া পাঠান।

বড়লাট সন্ধির পক্ষে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, যদি সন্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে মহিসুর-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া সন্ধি করিতে হইবে। কিন্তু লর্ড ম্যাকার্টনি আপন ইচ্ছামত টিপুর দূতের সহিত আবার কমিশনারদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। পথে সকলেই তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করিতে লাগিল; পদে পদে তাঁহারা লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। মঙ্গলুরে তাঁহাদের তাঁবুর সম্মুখে দুইটী ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইল। ইংরাজরাজপুরুষদ্বয় যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। তাঁহারা বহুকষ্টে গুপ্তভাবে একখানি ইংরাজজাহাজে উঠিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ১১ই মার্চ্চ টিপুর এক অমাত্য লিপিবদ্ধ করেন—"ইংরাজকমিশনারগণ অনাবৃত মস্তকে ও সন্ধিপত্র হস্তে দণ্ডায়মান; দুই ঘণ্টা ধরিয়া কতই খোসামদ ও মনোমুগ্ধকর কথা বলিয়া সন্ধিপত্রে সম্মতিদানে অনুরোধ করেন। পুণা ও হায়দরাবাদের উকীলেরাও এই সময় বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, অবশেষে সুলতান সম্মত হইয়াছিলেন।" এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, পরস্পর কেহ বিবাদ বিসম্বাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে পারিবেন না। সন্ধি অনুসারে ১৮০ জন ইংরাজ-রাজপুরুষ, ৯০০ ইংরাজ ও ১৬০০ দেশীয় সৈন্য মুক্তিলাভ করিল। তাহাদেরই মুখে টিপুর অত্যাচারের বিষয়, জেনারল ম্যাথু ও অপর ইংরাজসেনানীর হত্যাসংবাদ সকলেই জানিতে পারিল। সন্ধি হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী হইল না।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজেরা বঙ্গলুর ও মহারাষ্ট্র রাজ্য রক্ষার জন্য তিন দল পদাতি প্রেরণ করেন; কিন্তু নানাফড়্নবিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে টিপুসুলতানের দোষ বাহির হইয়া পড়ে এবং এই খানেই সন্ধিভঙ্গের সূত্রপাত হইল।

এদিকে নানাফড়নবিশ টিপুর নিকট চৌথ আদায় করিতে অগ্রসর হইলেন; ইনি স্থির করিলেন, যদি টিপু চৌথ-প্রদানে অসম্মত হন, তাহা হইলে নিশ্চয় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে জুলাইমাসে নানাফড়নবিশ ভীমানদীতীরে যাৎগির নামক স্থানে নিজামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া গোপনে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এ সংবাদ শীঘ্রই টিপুর কর্ণ-গোচর হইল। তিনি অবিলম্বে যুদ্ধসজ্জা করিয়া নিজামের নিকট বিজাপুর প্রদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন এবং নিজামরাজ্যে তাঁহার স্থাপিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণাদি চালাইতে আদেশ করেন। এই অসঙ্গত প্রস্তাবে নিজাম আপনাকে অসম্মানিত বোধ করিলেন, কিন্তু সে সময় তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি টিপুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, বরং নানাফড়নবিশের সহিত যে অভিসন্ধি আঁটিয়াছিলেন, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। টিপু দেখিলেন, ক্রমে সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, ক্রমে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

তিনি আপনার রাজ্যের পশ্চিমাংশবাসী হিন্দু ও খৃষ্টান-দিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কোড়-গের সহস্র সহস্র অধিবাসীকে ধরিয়া আনিয়া দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন; সকলেই ভীত ও চকিত হইল। কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে টিপু আপনার রাজ্যের উত্তরপ্রদেশসমূহের প্রতি মনোযোগ করিলেন। তাঁহার সেনাদল বহুদিন হইল, মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধ করে নাই; মহারাষ্ট্ররাজের সীমান্তস্থিত বহুসংখ্যক হিন্দু-প্রজা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং টিপুর সেনাদল সুবিধা বোধ করিল। এই সময়ে ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ বিসর্জ্জন সহস্রগুণে শ্রেয় বিবেচনা করিয়া প্রায় সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

তাহাতে নানাফড়নবিশ অতিশয় বিচলিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, নিজামের সাহায্য গ্রহণ বৃথা। টিপু যেরূপ বলসঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহার সৈন্যগণ ফরাসীসেনানায়কের যত্নে যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছে, তাঁহাকে আক্রমণ করা সহজ ব্যাপার নহে। নানাফড়নবিশ ইংরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মঙ্গলুর সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা মধ্যস্থ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কাজেই নানাফড়নবিশ সাহায্য-প্রার্থী হইয়া যাৎগিরের নিকট নিজাম ও বেরারের মাধোজি ভোন্‌স্‌লের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এখানে পরস্পরে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা ও মহিসুররাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার জন্য এক সন্ধি-পত্র স্থির হইল।

১৭৮৬ খৃঃ অব্দে টিপু কি ভাবিয়া তাঁহাদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। মহারাষ্ট্রগণ কতকগুলি রাজ্য ও আদনি ফিরিয়া পাইলেন। টিপুও ৪৫ লক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন; তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা নগদ এবং বাকি টাকা এক বৎসরমধ্যে শোধ হইবে। টিপু যে কেন হঠাৎ এইরূপ সন্ধিপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন, তৎকালীন কোন ইতিহাসে প্রকাশ নাই, টিপুও এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া যান নাই। কিন্তু ঐ সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হইল না; নিজামের সহিত আবার তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজাম ও টিপুসুলতানে যুদ্ধ চলিয়াছিল। ঐ বর্ষের শেষে গণ্টুর-সরকার সমর্পণ করিবার জন্য বড়লাট কাপ্তেন কেনাওয়েকে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমে একটু যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, কিন্তু নিজাম গণ্টুর সমর্পণে কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। মঙ্গলিপত্তনের সন্ধি অনুসারে হায়দর ও টিপু নিজামের যে সকল ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন, নিজাম তাহার পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। আবার তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি টিপুসুলতানকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একখানি কোরাণগ্রন্থ উপহার দিয়া তাঁহার নিকট একজন দূত পাঠাইয়া দিলেন; দূত আসিয়া টিপুর নিকট জানাইলেন, দিন দিন ইংরাজেরা যেরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আমাদের ধর্ম্ম ও মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এখন পরস্পর একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরক্ষার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করা উচিত। সুচতুর টিপুসুলতান বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হইয়া মিত্রতা স্থাপন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু নিজাম তাঁহার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি নীচঘরে কন্যা দান করিতে সম্মত হইলেন না। এখন আবার পরস্পরে ঘোর শত্রুতা বৃদ্ধি হইল; টিপুসুলতান মসলিপত্তনের সন্ধি নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া স্থির করিলেন, কারণ ঐ সন্ধিপত্রে টিপুর নাম ও ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নাই। এদিকে ইংলণ্ডের রাজপুরুষেরা স্থির করিলেন, ভারতে ইংরাজদিগের শক্তি চালনা সম্বন্ধে অপক্ষপাত থাকিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং টিপুও যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

মঙ্গলুরের সন্ধি অনুসারে ত্রিবাঙ্কুররাজ্য ইংরাজ-আশ্রিত বলিয়া স্বিরীকৃত হয়। ত্রিবাঙ্কুররাজ ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে কোরঙ্গনুর ও আয়াকোট নামে দুইটী নগর সম্প্রতি ক্রয় করেন। টিপু ঐ দুই নগর কোচীনরাজের হইয়া চাহিয়া বসিলেন, তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, যখন ঐ দুই নগর তাঁহার আশ্রিত কোচীনরাজের অধিকারভুক্ত, তখন ওলন্দাজেরা কিছুতেই বিক্রয় করিতে পারেন না। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ ত্রিবাঙ্কুররাজের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য মান্দ্রাজের ইংরাজ-অধ্যক্ষ হলাণ্ড্‌ সাহেবকে অনুমতি করেন; কিন্তু তিনি সে কথা না শুনিয়া ত্রিবাঙ্কুররাজের নিকট টাকা চাহিয়া বসিলেন।

ত্রিবাঙ্কুররাজ পর্ব্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী তাঁহার রাজ্যের উত্তরসীমাস্থ দুর্গসকল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এতদিন টিপু ত্রিবাঙ্কুর-জয়ের বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, এতদিন ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্য দুর্ভেদ্য ছিল, কোন দিক্ দিয়া সৈন্য-প্রবেশের পথ ছিল না। এখন সুবিধা পাইয়া টিপু সৈন্যচালনা করিলেন।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ২৮এ ডিসেম্বর তিনি ত্রিবাঙ্কুররাজ্য আক্রমণ করিলেন। মান্দ্রাজ-গবমেণ্ট তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ত্রিবাঙ্কুররাজ্য আক্রমণের সংবাদ পাইয়া নানাফড়নবিশ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। জুলাই মাসে নিজামের সহিতও ঐ সূত্রে এক সন্ধি হইল। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ মান্দ্রাজের ইংরাজসেনাপতি মেডোজ্‌কে সৈন্য-পরিচালনের ভার দিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে ২৬এ মে, ১৫০০০ সুদক্ষ সৈন্য লইয়া ইংরাজসেনাপতি ত্রিচিনপল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। ২১এ জুলাই, সৈন্যগণ কোয়ম্বাতুরে উপস্থিত হইয়া অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করিল। সেপ্টেম্বরের মধ্যে পালঘাটচেরী ও দিন্দিগুল ইংরাজের অধিকৃত হইল। এখন সেই বিপুলবাহিনী মহিসুরের সীমায় উপস্থিত। টিপুসুলতানও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; তিনি বিপুল বিক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিয়া ইংরাজসেনাধ্যক্ষ কর্ণেল ফ্লাইড্‌কে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজসেনানায়ক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। এখানে শত্রুসৈন্য টিপুর কিছু করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এদিকে মলবার উপকূলে

কর্ণেল হার্টলি টিপুর সেনাধ্যক্ষ হোসেন আলিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ বোম্বাইস্থ ইংরাজ-সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর অপর সেনাপতি বদর-উল্-জমান্ ও কুতুব-উদ্দীনকে পরাজয় করিয়া দারবার দুর্গ অধিকার করিয়াছে। এদিকে নিজাম স্বসৈন্যে কপালদুর্গ ও বাহাদুরবন্দ অধিকারে অগ্রসর হইয়াছেন; এইরূপে চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ টিপু কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। অচল অটল সাহসে নানা উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে লাগিলেন। বড়লাট কর্ণওয়ালিস্ দেখিলেন, টিপু সহজে বশীভূত হইবার নহে, তাঁহাকে পরাজয় করাও সহজ ব্যাপার নয়। এবার তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তিনি মহিসুরের গিরিসঙ্কট মোগলীঘাটে উত্তীর্ণ হইলেন, তথা হইতে কৌশলক্রমে বঙ্গলুর যাত্রা করিলেন। এখানে টিপুর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। ১৭৯১ খৃঃ অব্দে ২০এ মার্চ্চ রাত্রিকালে শত্রুগণ অকস্মাৎ দুর্গ আক্রমণ করিল। নিজামের প্রায় ১০ হাজার সৈন্য আসিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহিত যোগদান করিল। বড়লাট সেই মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি আবর্‌ক্রম্বী তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই বিষম বিপদের সময় টিপু যখন দেখিলেন যে, মহাশক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে আসিতেছে, তাহার প্রতিরোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। তখন তিনি আপনার সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া রাজধানী-রক্ষার্থ যত্নবান্ হইলেন। ১৩ই এপ্রেল অরিকেরা নামক স্থানে শত্রুদিগের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ হইল।

১২ই এপ্রেল রাত্রিকালে বড়লাট দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। ১৪ই দিবা দ্বিপ্রহরে ঘোরতর যুদ্ধের পর টিপু পরাজিত হইলেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের জয়লাভে বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। তাঁহার সৈন্যগণের রসদ ফুরাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বিপদ্ নিকটবর্ত্তী ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। এখন টিপু সুবিধা পাইয়া তাঁহার মালগাড়ী ও ভাণ্ডার লুট করিলেন।

তৎকালে বড়লাট বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন। যদি না এই সময়ে ইংরাজসেনানায়ক কাপ্তেন লিট্‌ল পরশুরামরাও-পরিচালিত মহারাষ্ট্র-সেনাদলের সহিত আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে হয় ত সে অভিযান হইতে তাঁহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হইত না। যাহা হউক, দ্বিতীয়বার যুদ্ধেও কিছুই ফল হইল না। এবার টিপুকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে পরশুরামরাও ও কাপ্তেন লিট্‌ল্ বহুসৈন্য লইয়া উত্তরপশ্চিম, নিজাম-স্বসৈন্য ও ইংরাজসৈন্য লইয়া উত্তরপূর্ব্ব এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহারাষ্ট্র-বীর হরিপন্থের সহিত মধ্যভাগ আক্রমণ করিলেন।

টিপুও মহোৎসাহে তাহার প্রতিরোধে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। তিনি আপন প্রধান প্রধান সেনানীবর্গকে রাজ্য ও সম্মান রক্ষার জন্য উত্তেজিত করিয়া উপস্থিত বীরব্রতে নিয়োগ করিলেন।

এদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ অসম সাহসে নন্দীদুর্গ, সুবর্ণদুর্গ, রায়কোট প্রভৃতি দুর্গসকল জয় করিলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে কর্ণওয়ালিস্ নিজাম ও মহারাষ্ট্রসৈন্য সহ মিলিত হইয়া ৫ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। ১৬ই, বোম্বাইয়ের ইংরাজসেনাপতি জেনারেল আবর্‌ক্রম্বী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই ভীমশক্তি প্রবলবেগে গিয়া টিপুকে আক্রমণ করিল। এতদিন পরে টিপু বিচলিত হইলেন, তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন, 'টিপু রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না,' এখন সেই কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। এ সময় টিপু আপনার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "আমি ইংরাজকে দেখিয়া ভীত নহি, কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাবিয়া ভীত হইয়াছি।"

২৪এ ফেব্রুয়ারী, সুলতান লেফ্‌টেনাণ্ট চামাস্‌ নামক এক বন্দী ইংরাজসেনানায়ককে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রথমে বড়লাট সন্ধি-প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। শেষে কোড়গের রাজার সুবিধা ভাবিয়া সম্মত হইলেন। কোড়গের রাজা জেনারল আবর্‌ক্রম্বীকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তিনি টিপুর প্রতি-জিঘাংসা বৃত্তিকেও অতিশয় ভয় করিতেন। যাহা হউক, এখন কোড়গরাজের জন্যই সন্ধি হইয়া গেল। ২৬এ তারিখে টিপু আপনার দুই পুত্রকে ইংরাজ-শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। ইংরাজপক্ষীয় সকলেই মহাসমাদরে সম্মানের সহিত সুলতানের পুত্রদ্বয়কে অভিনন্দন করিলেন। সন্ধিপত্রানুসারে টিপুর পুত্রদ্বয় ইংরাজ-শিবিরেই রহিলেন। ১৯এ মার্চ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইল। টিপু আপনার অর্দ্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। তন্মধ্যে মলবার, কোড়গ ও বারমহল ইংরাজদিগের অংশে পড়িল। নিজাম ও মহারাষ্ট্রগণ স্ব স্ব রাজ্যের নিকটবর্ত্তী অংশ গ্রহণ করিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধব্যয় হিসাবে টিপু ৩৩ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক নগদ ও অর্দ্ধেক এক বর্ষমধ্যে দিবার কথা রহিল।

তৎপরে চারি পাঁচ বর্ষ বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটিল

না। টিপু রাজ্যের উন্নতি ও প্রজাসুখসমৃদ্ধির জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি নানাদেশ হইতে বহু অর্থ-ব্যয়ে অসংখ্য পারস্য, সংস্কৃত এবং দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ভাষায় লিখিত বহুবিধ হস্তলিপি সংগ্রহ করেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের ও মহারাষ্ট্রের সেনানায়কগণ গুপ্তভাবে টিপুর সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। টিপুও পূর্ব্বোক্ত সন্ধিতে আপনাকে অতিশয় অপমানিত বোধ করেন। এতদিন তিনি সুযোগ খুঁজতে ছিলেন, এখন উক্ত সেনা-পতিগণের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

ইংরাজেরা এই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে লর্ড মর্ণিংটন্ গবর্ণরজেনারেল হইয়া আসি-লেন। টিপুসুলতানের গতিবিধির উপরই তাঁহার প্রথম লক্ষ্য পড়িল। তখন য়ুরোপে ইংরাজে ও ফরাসীতে ঘোর-তর যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। সুতরাং টিপু ভারতাগত ফরাসী সৈন্যদিগকেও সহজেই হস্তগত করিতে লাগিলেন। ফরাসী কর্ম্মচারিগণ টিপুর দেশীয় সৈন্যদিগকে, রীতিমত যুদ্ধ শিক্ষা দিতে লাগিল। টিপু তাঁহার নৌ-সেনাদলের সাহা-য্যার্থ মরিচ সহরে ফরাসী-শাসনকর্ত্তা জেনারেল মলার্-টিক্‌কে ৩০,০০০ সৈন্যের জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। হায়দরা-বাদে ফরাসী-সেনানায়ক মুসো রেমণ্ড ১৫০০০ সৈন্য লইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তিনিও কার্য্যকালে টিপুকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। এদিকে সিন্ধিয়ারাজ্যে ফরাসীবীর ডি বইন্ ৪০,০০০ সৈন্য ও ৪৫০টী কামান সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনিও যথাকালে জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্য ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অগ্রধাবণ করিতে উদ্যত।

লর্ড মর্ণিংটন্ ইংরাজদিগের বিপদ্ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মান্দ্রাজে প্রধান ইংরাজসেনাপতি লর্ড হারিসকে শ্রীরঙ্গপত্তন অভিমুখে অবিলম্বে সৈন্যচালনা করিতে আদেশ করিলেন।

তখন মান্দ্রাজে ৮০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। মান্দ্রাজের কোষাগারও তখন এক প্রকার শূন্য। সুতরাং মান্দ্রাজের কর্তৃপক্ষগণ এ সময়ে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কিন্তু বড়লাট তাহাদের যুক্তি না শুনিয়া অবিলম্বে সমরসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন। এদিকে তিনি হায়দরাবাদের মন্ত্রী মাসির উল্ মুল্‌ককে (মীর আলমকে) টিপুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন।

এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়ান্ ইজিপ্টে উপস্থিত। কখন ভারতে আসিয়া পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এ সময় অবিলম্বে কার্য্যোদ্ধার করা চাই স্থির করিয়া বড়লাট আপন ভ্রাতা কর্ণেল অর্থার ওয়েলস্‌লি (ভাবী ডিউক্ অব্ ওয়েলিংটন্‌কে) ৩৩ সংখ্যক পদাতিকদল ও ৩০০০ সিপাহী সৈন্য সঙ্গে দিয়া মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিলেন। অবশেষে তিনি টিপুর সহিত একটা মীমাংসা করিবার জন্য স্বয়ং মান্দ্রাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বেই কর্ণেল ডোভটন্ বড়লাটের পত্র লইয়া টিপুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। যাহাতে ফরাসীদিগের সহিত টিপু আর কোন সংস্রব না রাখেন, সেই কথা জানাইয়া পত্র লেখা হইয়াছিল।

টিপু কর্ণেলের সহিত দেখা করিলেন না। কেবল বলিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত পূর্ব্বে যে সন্ধি হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। তিনি ইংরাজগবর্মেণ্টের বরাবরই মিত্র। এ দিকে তিনি ফরাসীগবর্মেণ্টকে সৈন্য পাঠাইতে এবং আফগানরাজ জমান শাহকে ভারতে আসিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ফরাসীগণ ইজিপ্ট জয় করিয়া শীঘ্রই ভারতে পদার্পণ করিবেন, এ সম্বন্ধে টিপুর অনেকটা ভরসা ছিল। এমন কি নেপোলিয়নের সহিত তাঁহার পত্র লেখালেখিও চলিতেছিল। কৌশলক্রমে সেই পত্র তাঁহার শত্রুগণের হস্তগত হয়। ইংরাজেরা তুরুষ্কের সুলতানকে দিয়া পত্র লিখাইয়া টিপুকে সাবধান হইতে বলেন, কিন্তু টিপু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুয়ারী ২১০০০ ইংরাজ-সেনা ও ১০,০০০ নিজামসৈন্য বেল্লুর হইতে যাত্রা করিল। এদিকে পশ্চিম উপকূল হইতে জেনারল ষ্টুয়ার্ট ও হার্ট্লির অধীনে ৬০০০ সৈন্য অগ্রসর হইতেছিল। ১৫ই মার্চ জেনারল হারিস্ বঙ্গলুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। ১৬ই এপ্রেল, কোড়গরাজ্যের সীমায় সদাসির নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে টিপুর ২০০০ সৈন্য বিনষ্ট হয়।

এখন সুলতান আপনার নির্ব্বাচিত সৈন্য লইয়া প্রবল পরাক্রমে শত্রুর গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৭এ মার্চ মালবল্লী নামক স্থানে টিপুর সৈন্য পরাজিত হয়। এই পরাজয়ে টিপুও ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, পিতার নিদারুণ বাণী যেন জ্বলন্ত অক্ষরে তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইতে লাগিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার অনেক কর্ম্মচারী তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই সময় তিনি আরও হতাশ হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ইংরাজদিগের সহিত পুনরায় সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিলেন; প্রথমে তিনি অনেকটা সম্মতও হইয়া-ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, ইংরাজসেনাপতি হারিস্ সুসীলা নামক কাবেরী নদীর একটী অজানিত চড়া পার হই-

রাছেন, শীঘ্র শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিবেন, তখন সন্ধির কথা আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না। এদিকে লর্ড হারিস্ সৈন্যগণের রসদ ফুরাইয়া আসিয়াছে দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিলেন। ইংরাজগণ ভারতবর্ষে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ কখন করেন নাই। ৬ই এপ্রেল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তৃতীয় দিবস টিপু কি ভাবিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ইংরাজসেনাপতি হারিস্ দুই কোটী টাকা ও অর্দ্ধেক রাজ্য চাহিয়া বসিলেন। তাহার প্রত্যুত্তরে টিপু বলিয়াছিলেন, "এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা বীরের ন্যায় মৃত্যু বাঞ্ছনীয়। তিনি বীরের পুত্র, বীরের ন্যায় আপনার সম্মান রক্ষা করিতে জানেন।" সেই দিন তিনি আপনার প্রধান অমাত্য ও কর্ম্মচারিগণকে একত্র করিয়া বলিলেন,' "আজ আমরা নিজ নিজ জাতীয়সম্মান ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিব। যিনি এই মহাকার্য্যে ভীত হইবেন, তিনি যেন এখনই এস্থান পরিত্যাগ করেন।"

সুলতানের উৎসাহবাক্যে সকলেই প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ইংরাজেরা ভারতে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ দেখেন নাই বা শুনেন নাই। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে কত শত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ২রা মে দুর্গ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ৩রা, চারি হাজার সৈন্য গড়খাই উত্তীর্ণ হইয়া দুর্গের নিকট উঠিয়া দুর্গভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। টিপুসুলতান নিজে রণসাজে সাজিয়া দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু টিপুর প্রতি বিধাতা বাম, তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অধিকাংশ দুর্গবাসী সন্ধ্যার প্রাক্কালে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। দুর্গে প্রবেশ করিয়া শত্রুগণ দেখিল, বীর টিপুসুলতান আপন সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য রণশয্যায় চিরশয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যে সময় টিপু দুর্গরক্ষার্থ আপনি যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি পশ্চাদ্দিক্ হইতে গুপ্তভাবে তাঁহাকে বিনাশ করেন।

যাহাই হউক, ইংরাজসেনাপতি বীরমদে আজ দুর্ভেদ্য শ্রীরঙ্গপত্তন-দুর্গ অধিকার করিলেন। যথাকালে মহাসমারোহে মুসলমানপ্রথা অনুসারে টিপুসুলতানের মৃত দেহ সমাধিস্থ হইল। বীরনাদে ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান টিপুর সম্মান ও শ্রীরঙ্গপত্তনবিজয় ঘোষণা করিল। সেই সঙ্গে মহিসুর হইতে ক্ষণস্থায়ী মুসলমান-রাজত্বেরও শেষ হইল।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বড়লাট মর্ণিংটন্ ওয়েলেস্‌লি উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এই নামেই তিনি ভারতেতিহাসে বিখ্যাত। শ্রীরঙ্গপত্তন-দুর্গ জয় করিয়া ইংরাজেরা নগদ দুই কোটী টাকা, ৯২৯টী কামান, ৪২৪০০০ পিতল ও লৌহনির্ম্মিত গুলি গোলা এবং ৬৫০০ মণ বারুদ পাইয়াছিলেন।

লালবাঘ উদ্যানে হায়দরের সমাধিমন্দিরে টিপু সমাহিত হন। টিপু অতিশয় অত্যাচারী, চঞ্চল ও অস্থির প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহার অনেক সদ্গুণও ছিল। তিনি নিত্য নূতন ভালবাসিতেন। তিনি দেশীয় শিল্প ও পণ্ডিতের বিশেষ সমাদর করিতেন। তাঁহার প্রাসাদ হইতে বহুসংখ্যক সংস্কৃতগ্রন্থ, কোরাণের অনুবাদ ও হিন্দুস্থান বিশেষতঃ মোগলসাম্রাজ্যের ইতিহাসমূলক অনেক হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। এখন কলিকাতার পুস্তকাগারে সেই সমস্ত রক্ষিত আছে।

টিপু কেবল পুস্তকসংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। নিজে বিদ্বান্ ছিলেন, পারস্যভাষায় দুইখানি গ্রন্থও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহার একখানির নাম 'ফরমাণ-বনাম আলীরাজা' এবং অপর খানির নাম 'ফত-উল্ মজাহিদীন।' এছাড়া আপনার জীবনবৃত্তান্তমূলক অনেক ঘটনা নিজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

টিপুর পরিবারবর্গ প্রথমে বেলুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সুবিধা না হওয়ায় সকলেই কলিকাতায় আনীত হইলেন। এখন টিপুর পৌত্র ও পৌত্রীগণ সকলেই বৃটীশ গবর্মেণ্টের বৃত্তিভোগী। রসাপাগলা বা টালিগঞ্জ নামক স্থানে সকলেই বাস করিতেছেন।

টিমক (আরবী) ১ মস্তিষ্ক। ২ গর্ব্ব।

টিমকী (আরবী) গর্ব্বিত।

টিমৃটিম্ (দেশজ) ১ অল্প অল্প জ্বলা। ২ ক্ষীণ অবস্থা।

টিমৃটিমা (দেশজ) মিটি মিটি জ্বলা।

টিয়া (দেশজ) তোতাপাখী।

টিলিয়া (দেশজ) গুল্মবিশেষ।

টিল্‌কা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

টী (স্ত্রী) সংযুক্ত বর্ণ, ক্ষুদ্রতম বুঝায়।

টীকা (স্ত্রী) টীক্যতে গম্যতে বুধ্যতে বানয়া টীক-বধক্রর্থে ক-টাপ্ চ। ১ ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যাহা দ্বারা মূলবচনের অর্থ বোধগম্য হয়, গ্রন্থের অর্থ বিশদ করিবার নিমিত্ত আনুষব্যাখ্যা, বিবৃতি, ব্যাখ্যান।

"নত্বা ভগবতীং দুর্গাং টীকাং দুর্গার্থবুদ্ধয়ে॥" (দায়ভাগ)

টীকা (দেশজ) বসন্তরোগের আক্রমণ এড়াইবার জন্য সুস্থ শরীরে অস্ত্রদ্বারা বসন্তের বীজ প্রবেশ করাইয়া দেওয়াকে টীকা দেওয়া কহে। বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এদেশে টীকা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। মনুষ্য ও গোরুর বসন্তের ক্ষত হইতে পুঁজ বা রস লইয়াই টীকা দেওয়া হইত। ঐ পুঁজ বা রসকে বীজ

কহে। গোবীজের টীকাই যে নিরাপদ প্রাচীন আর্য্য ঋষিরাও তাহা অবগত ছিলেন। মনুষ্যের বীজদ্বারা টীকা দিলে বসন্ত ডাকিয়া আনা হয়, অনেক সময় ইহা দ্বারাই অনেকের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হইয়াছে। গোবীজের টীকায় সে ভয় নাই, ইহাতে সর্ব্বশরীরে গোবসন্তের রস মিশ্রিত হয় বটে, কিন্তু উহার প্রকোপ মনুষ্য-বসন্তের ন্যায় ভীষণ নহে। এমন কি ইহার বসন্ত-প্রতিবোধকতা শক্তি মনুষ্যবীজ হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে।

বসন্তের বীজ রক্তের সহিত মিশ্রিত করাই টীকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। ইহা নানা উপায়ে সাধিত হয়। শরীরের কোন স্থানে অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিয়া উহাতে বসন্তের রস লাগাইয়া দিলেই টীকা দেওয়া হইল। সচরাচর বাহু ও হস্তেই টীকা দেওয়া হয়। চর্ম্মচ্ছেদ করিবার জন্য সূচী বা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি অস্ত্রদ্বারা ক্ষত করিবার পরিবর্ত্তে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ৩।৪ বা ততোধিক স্থানে ফোস্কা করে, পরে ঐ ফোস্কা ভাঙ্গিয়া উহাতে বীজ লাগাইয়া দেয়। ফলে ইহাদ্বারা টীকা দেওয়ার ফল মন্দ হয় না, বরং অনেক সময় ভালই হইয়া থাকে।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দেশে মনুষ্যবীজ দ্বারা টীকা দেওয়া হইত, এইরূপ টীকাকে বাঙ্গালাটীকা এবং বর্ত্তমান প্রণালীতে গোবীজের টীকাকে ইংরাজীটীকা কহে। বাঙ্গালা-টীকা রীতিমত দেওয়া হইলে ক্ষতস্থান শীঘ্রই ফুলিয়া পাকিয়া উঠে এবং জ্বর ও শরীরের স্থানে স্থানে বসন্ত বাহির হয়। এইরূপ হইলেই টীকা উঠিয়াছে বলে। বাঙ্গালা-টীকা লইলে এদেশে যতদিন টীকা না শুকায়, ততদিন আপন পরিবারবর্গ সকলেই শুদ্ধাচারে থাকে, নিরামিষ ভক্ষণ করে, বস্ত্রাদি কাচিতে দেয় না, অর্থাৎ প্রকৃত বসন্ত হইলে যেরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়, তৎসমুদায়ই প্রতিপালন করে। [মসূরিকা দেখ।] বাস্তবিক বাঙ্গালাটীকা কৃত্রিম বসন্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। গোবীজের টীকা লইলে ঐ সকল কঠোর নিয়ম পালনের আবশ্যকতা থাকে না।

ইংরাজী টীকায় গোবসন্ত নামক স্বতন্ত্র ব্যাধি শরীরে সংক্রামিত হয়। মসূরিকার সহিত তুলনায় ইহার মারাত্মক শক্তি অতি সামান্য ও অল্প যন্ত্রণাদায়ক। সম্প্রতি এই টীকাই এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট মনুষ্য-বসন্তের বীজদ্বারা টীকা দেওয়ার প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন এবং সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে গোবীজের টীকা দিবার কেন্দ্রস্থান স্থাপিত করিয়াছেন। ঐ সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোককে শিক্ষিত করিয়া গ্রামে গ্রামে টীকা দিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। ইহার জন্য কাহাকে কিছু ব্যয় করিতে হয় না। কলিকাতায় সাধারণতঃ বলিষ্ঠ সুস্থকায় গাভী বা বৎসের বসন্ত হইতেই বীজ লইয়া প্রত্যক্ষভাবে টীকা দেওয়া হয়। অন্যান্য স্থানে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক রক্ষিত বীজ প্রেরিত হয়। বলা বাহুল্য, টীকা দেওয়ার প্রথা যত বিস্তৃত হইতেছে, বসন্তরোগে মৃতের সংখ্যা ততই হ্রাস হইতেছে।

ইংরাজীতে টীকা দেওয়াকে ভাক্সিনেশন (Vaccination) কহে। ইহার অর্থ ভাক্সিনিয়া অর্থাৎ গো বসন্তরোগ মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত করা। জেনার (Jennar) নামে একজন চিকিৎসক এই মহোপকারী বিষয় য়ুরোপে প্রথম উদ্ভাবন করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরীক্ষালব্ধ নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় সাধারণে প্রকাশ করেন।

গো-বসন্তরোগ মনুষ্য শরীরে সংক্রান্ত করিলে তাহার মসূরিকা হইবার ভয় থাকে না। ২ গাভীর শরীরস্থ বসন্ত ব্যতীত অন্য কারণে উৎপন্ন বসন্তের ন্যায় পরিদৃশ্যমান ফুস্কুড়ি হইতে টীকা দিলে তাহাতে বসন্ত-ভয় বিদূরিত হয় না। ৩ সুবিধা মত সকল সময়েই নিপুণ অস্ত্রবৈদ্যদ্বারা গোবীজের টীকা দেওয়া যাইতে পারে। ৪ একজনকে গোবীজের টীকা দিলে তাহার বীজ লইয়া অপরকে এবং ঐ তৃতীয় হইতে আবার অন্য লোককে, এইরূপে বহুসংখ্যক লোককে সংক্রামিত করা যাইতে পারে, অথচ শেষের ব্যক্তিও প্রথম যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবের গো- বসন্ত হইতে টীকা লয় তাহার ন্যায় ফল প্রাপ্ত হয়।

টীকা দিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে হইবে। নিকটে বসন্তের প্রাদুর্ভাব না থাকিলে শিশুদিগকে দুর্ব্বল অবস্থায় টীকা দেওয়া ব্যবস্থা নয়। পেটের পীড়া কিংবা চর্ম্মরোগ থাকিলে অথবা কর্ণমূল, গ্রীবা ও কুচ্কিতে উত্তাপ বোধ হইলেও টীকা দেওয়া উচিত নয়। সচরাচর দেখা যায়, এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুই অধিকমাত্রায় বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়। এই নিমিত্ত ছেলে সুস্থ ও সবল থাকিলে খুব অল্পবয়সেই টীকা দেওয়া উচিত। ডাঃ সিটন (Dr. Seaton) বলেন, বড় বড় নগরে স্থূলকায় সবল শিশুকে ১ মাস ১½ মাস বয়সেই টীকা দেওয়া উচিত। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল শিশুকে ২।৩ মাসে এবং নিতান্ত টীকা দিবার অনুপযুক্ত না হইলে সকল শিশুকেই ৩ মাসের সময় টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সুস্থ ও সবল শিশুর রীতিমত উত্থিত টীকা হইতে বীজ গ্রহণ করা উচিত। আসল বীজ একটু ঘন। অপক্ক টীকার পাতলা বীজ দ্বারা টীকা দেওয়া ভাল নহে। অধিক বয়স্ক বালকবালিকা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক শিশুর বীজই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ

শ্যামলবর্ণ, ঘন, চিক্কণ ও পরিষ্কার ত্বকবিশিষ্ট শিশুদেহেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বীজ লইয়া টীকা দেওয়াই প্রশস্ত। টীকা দেওয়া শিশু না পাওয়া গেলে অগত্যা রক্ষিত বীজ দ্বারা টীকা দিতে হয়। বলা বাহুল্য, ভাল বীজ না মিলিলে টীকা দেওয়া বন্ধ রাখা উচিত। একটী পরিপক্ব টীকার উপর তল্প কাটিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে ৫।৬ জনকে টীকা দিবার উপযুক্ত রস নির্গত হয় এবং ভবিষ্যতে ৫।৬ জনকে টীকা দিবার নিমিত্ত গজদন্তনির্ম্মিত শলাকা-মুখ সিক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিরূপে টীকা দেওয়া হয়, তাহাই এখন সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। বাহুর উপরিভাগই টীকা দিবার প্রশস্ত স্থান। এই স্থানের চর্ম্ম টান করিয়া ধরিয়া একটী পরিষ্কার সুতীক্ষ্ণ বীজম্রক্ষিত ছুরিকার মুখ দ্বারা ঈষৎ বক্রভাবে অল্প চিরিয়া দিবে। ইহার পর চর্ম্ম ছাড়িয়া দিলে বীজ ছেদিত স্থানে থাকিয়া যায়। ফলে চর্ম্মের মধ্যে বীজ প্রবেশ ও শোষিত করাই টীকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। এক স্থানে টীকা দিলে যদি না উঠে, এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য প্রত্যেক বাহুতে ½ ইঞ্চি অন্তর অন্তর অন্ততঃ তিন স্থানে টীকা দেওয়া কর্ত্তব্য। শলাকায় শুষ্কবীজ থাকিলে অগ্রে উহাদিগকে উষ্ণজলে বা বাষ্পে দ্রব করিয়া ছেদমুখে লাগাইয়া দিতে হয়। অনেক ডাক্তার সমান্তরভাবে কতকগুলি আঁচড় দেয়, কেহ কেহ ঢেরাকাটা করিয়া ত্বক্ ছেদন করে, আবার কেহ কেহ প্রায় দুয়ানি সমান স্থানে কতগুলি চোট দিয়া উহাতে বীজ মাখাইয়া দেয়। অনেকে আবার একদিকে কতকগুলি বিঁধ দিয়া পরে ঐ সকলকে ঢেরাকাটা করিয়া কাটিয়া দেয়। এই শেষোক্ত প্রকারে টীকা দেওয়াই ডাঃ সিটনের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ভাল টীকা দেওয়া হইলে ঐ স্থান ২।৩ দিনে ঈষৎ ফুলিয়া উঠে, ৩।৪ দিনে লাল ও শক্ত হয় এবং ৫।৬ দিনে মধ্যভাগ অবনত আনীল শ্বেতবর্ণ ফুস্কুড়ি হইয়া উঠে। ইহাতে পুঁজ জন্মে। অষ্টম দিবসে টীকা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। নবম ও দশম দিবসে ইহার চারিদিক্ রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, একাদশ দিবসে ফুস্কুড়ি আরও স্ফীত হইলে মধ্যভাগের অবনতি দূর হয়। চারিদিকের ফুলা স্থান ১ ইঞ্চ হইতে প্রায় ৩ ইঞ্চ পর্য্যন্ত ব্যাসযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার পর ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ দিবসে ব্রণ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয় এবং সচরাচর তাহার পর সপ্তাহমধ্যে শুকাইয়া খুস্কি উঠিয়া যায়। পঁচিশ দিন পর্য্যন্ত প্রায় ফুস্কুড় থাকে না। খোলা উঠিয়া ঐ স্থান গোল, আজীবন লোমশূন্য, চিক্কণ, ঈষৎ নিম্ন এবং বিন্দুময় বা সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত হইয়া থাকে।

টীকা উঠিলে প্রায়ই চর্ম্মে, রুক্ষতা, পাকযন্ত্রের বিশৃঙ্খলা, বগলের শিরা ফুলা প্রভৃতি উপদ্রব দেখা যায়। এই সকল উপসর্গ অধিক যন্ত্রণাদায়ক না হইলেও প্রায় ফাঁক যায় না। টীকার আনুসঙ্গিক উপসর্গের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অনেক সময় টীকা অযথা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কিংবা অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। যে টীকা রীতিমত উঠিয়া নিয়মিত রূপে শুকায়, তাহাই বসন্তনিবারক, ইহার অন্যথা হইলে সে টীকায় ফল হয় না।

প্রায়ই দেখা যায় যে অধিকাংশ স্থলে টীকা ঠিক নিয়ম মত উঠে না। ইহা নানা কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ টীকাদারগণ অনেক স্থলেই বিশেষ অভিজ্ঞ নহে এবং উপযুক্ত পরিমাণে বীজ প্রয়োগ করে না। দ্বিতীয়তঃ বীজের অনুপযোগিতা, তৃতীয়তঃ যত্ন ও সতর্কতার অভাব, ইহাতে অনেক সময় টীকা নিস্ফল না হইলেও অভিপ্রেত ফলোৎপাদন করে না; চতুর্থতঃ টীকা হইতে প্রত্যক্ষভাবে বীজদ্বারা সঙ্গে সঙ্গে টীকা না দিয়া বহু পুরাতন বীজ ব্যবহার।

ডাঃ সিটন সাহেব পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে পূর্ণরূপে টীকা দেওয়ার ফল অসম্পূর্ণ টীকার অপেক্ষা ৬০ গুণ বসন্তনিবারক এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট টীকাও একবারে টীকা না দেওয়া অপেক্ষা ৪৭ গুণ বসন্তনিবারক। আরও দেখা গিয়াছে যে, টীকা লইবার পরও যদি বসন্ত হয়, তাহা হইলে উহা তত মারাত্মক হয় না এবং আরোগ্য হইলে শরীরকে ও তত বিকৃত করিয়া ফেলে না।

একবার টীকা হইলে পর কত দিন ইহার শক্তি থাকে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। যাহা হউক, যখন দেখা যাইতেছে যে একবার বসন্তপ্রপীড়িত ব্যক্তি পুনরায় বসন্তরোগাক্রান্ত হইতেছে, তখন অন্ততঃ ৭ বর্ষ অন্তর টীকা লওয়া উচিত। টীকা দস্তুরমত না উঠিলে আরও শীঘ্র টীকা লইলে অনেকটা নিরাপদ্ থাকে। কোন কোন ডাক্তার ৩ বৎসর বা তদপেক্ষাও শীঘ্র শীঘ্র টীকা লইতে পরামর্শ দেন।

টীকার বীজ লইয়া অনেক বিপদ্ ঘটিতে পারে। যে শিশুর টীকা হইতে বীজ লওয়া হয়, উহার কুষ্ঠ, উপদংশ প্রভৃতি রোগের সংস্রব থাকিলে তত্তৎ রোগ সহস্র বালকমণ্ডলীতে ব্যাপ্ত হইতে পারে। এজন্য ঐ শিশুর পিতা মাতার কোন সংক্রামক ব্যাধি আছে কি না পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। আবার অনেক ডাক্তারের মত এই যে, টীকা দ্বারা ব্যাধি সংক্রামিত হয় না।

মনুষ্য ও গোরুর বসন্তরোগের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাঃ জেনার বলেন যে, তাহা বাস্তবিক

একই ব্যাধি। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, গোরুকে মনুষ্য-বীজের টীকা দেওয়ায় তাহার বসন্ত হইয়াছে এবং পরে তাহার বসন্তবীজ লইয়া টীকা দেওয়ায় প্রকৃত গোবীজের ন্যায় ফল হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্য ও গোরুর বসন্ত একই রোগ বলিয়া অনুমান হয়। অশ্বাদিও এই রোগে আক্রান্ত হয়। বেলুচিস্থানে উষ্ট্রের একরূপ বসন্ত হয়, সেই অবস্থায় যাহারা প্রতিপালন করে বা উহাদের দুগ্ধাদি পান করে, তাহারা প্রায়ই বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত হয় না।

পূর্ব্বকালে ভারতবাসীরা গোবীজ ও মনুষ্যবীজ সুবিধা মত যে কোন বীজ লইয়া টীকা দিতেন এ সম্বন্ধে ধন্বন্তরি বলিয়াছেন—

"ধেনুস্তন্যমসূরিকা নরাণাঞ্চ মসূরিকা।
তজ্জলং বাহুমূলাচ্চ শস্ত্রান্তেন গৃহীতবান্॥
বাহুমূলে চ শস্ত্রাণি রক্তোৎপত্তিকরাণি চ।
তজ্জলং রক্তমিলিতং স্ফোটকজ্বরসম্ভবম্॥"

ধন্বন্তরিকৃত শাক্তেয় গ্রন্থ।

ধেনুর স্তনমণ্ডলে অথবা মানবের বাহুমূলে যে মসূরিকা হয়, তাহার রস শস্ত্রের অগ্রভাগে গ্রহণ করিয়া বাহুমূলে প্রবেশ করাইবে। শস্ত্রদ্বারা বাহুমূলে রক্তোৎপত্তি হইবে, সেই রস রক্তের সহিত মিলিত হইয়া স্ফোটকজ্বর উৎপাদন করে।

টীকাকার (পুং) টীকাং করোতি কৃ-অণ্। টীকা প্রস্তুতকর্ত্তা, যিনি টীকা করেন।

টীপ (দেশজ) কপালে চিহ্ন বা ফোঁটা।

টুঁকি (দেশজ) আঘাত করা।

টুটী (দেশজ) গলদেশ, গ্রীবা।

টুক্ (দেশজ) অল্পাঘাত।

টুকনা (দেশজ) সামান্য ভিক্ষাপাত্র।

টুক্‌রা (দেশজ) খণ্ড, বস্তুর কর্ত্তিত অংশ।

টুক্‌রাটুকরা (দেশজ) খণ্ড খণ্ড।

টুক্‌রী (দেশজ) বংশাদি-রচিত পাত্র, ঝুড়ী।

টুকটুক্ (দেশজ) ১ অল্প শব্দ। ২ রক্তবর্ণ।

টুক্‌টুকিয়া (দেশজ) ১ উজ্জ্বল। ২ গাঢ় রক্তবর্ণ।

টুকি (দেশজ) আঘাত।

টুট (দেশজ) ১ ভঙ্গ। ২ কম, হ্রাস।

"শত্রুর সন্তাপ বাড়ে, টুটে পরাক্রম।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২১।০১)

টুটন (দেশজ) ছেঁড়া, ভাঙ্গা।

টুটান (দেশজ) অল্পকরণ, কমান।

"তপস্যা করেন গৌরী হরপদ আশে।
আহার টুটান দেবী দিবসে দিবসে॥" (কবিকঙ্কণ)

টুটী (দেশজ) ভেদ করা, বিদারণ করা, চূর্ণ করা।

"কিন্তু মায়াবল, আমি টুটী বাহুবলে।" (মাইকেল)

টুন্টুক (পুং) টুন্টু ইত্যব্যক্তশব্দং কায়তি কৈ-ক। ১ পক্ষি-বিশেষ, চলিত কথায় টুন্‌টুনি পাখী। (শব্দচ°) ২ শ্যোনাক-বৃক্ষ, সোনালু। ৩ কৃষ্ণখদিরবৃক্ষ। ৪ (ত্রি) অল্প। (মেদিনী) ৫ ক্রূর। (বিশ্ব) ৬ টঙ্কিনীবৃক্ষ। (শব্দচ°)

টুন্‌টুন্ (দেশজ) ঐরূপ শব্দভেদ।

টুন্‌টুনি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। [টুন্টুক দেখ।]

টুন্‌টুনী ১ এক তন্ত্র-বিশিষ্ট একপ্রকার যন্ত্র। ২ কাচনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। (যন্ত্রকোষ)

টুনাকা (স্ত্রী) তালমূলী বৃক্ষ। (শব্দচ°)

টুপী (দেশজ) তাজ, মস্তকাবরণবস্ত্র।

টুপাকুল (দেশজ) গোলাকার বড় বড় বদরীফল।

টুম্‌টাম্ (দেশজ) অল্প।

টেংরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। [টেঙ্গরা দেখ।]

টেঁক (দেশজ) ১ কোমর। ২ নদীর যেখান বাঁকিয়া গিয়াছে।

টেঁকন (দেশজ) আঁটা।

টেঁকশাল [টাঁকশাল দেখ।]

টেঁকা (দেশজ) ১ সেলাই করা। ২ মনে মনে স্থির করা।

টেঁকে টেঁকে (দেশজ) স্থির করিয়া।

টেঁটা (দেশজ) লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

টেঁপা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

টেঁপাগোজা (দেশজ) টিপিয়া গুজিয়া রাখা।

টেঁপাটেঁপা (দেশজ) হৃষ্টপুষ্ট।

টেঁপাল, টোঁপাল (দেশজ) হৃষ্টপুষ্ট।

টেকুয়া (দেশজ) ১ যাহার টাকা আছে। টাকু।

টেঙ্গ (দেশজ) ঠ্যাঙ্গ, পা।

টেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Macrones vittatus) ইহাদের গ্রীবা সর্ব্বদেহের মধ্যে স্থূলতম, ক্রমে পশ্চাদ্দিকে সূক্ষ্ম। মুখ বৃহৎ, শরীর মদ্গুরাদি মৎস্যের ন্যায় শল্কহীন এবং মুখে দীর্ঘ গুম্ফ থাকে। টেঙ্গরামাছের বর্ণ ঈষৎ পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ, অথবা রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভৃতি বহুপ্রকার হইয়া থাকে। বহু জাতীয় টেঙ্গরামাছ আছে। সকলেরই দুইপার্শ্বে ও পৃষ্ঠের পাখনার গোড়ায় এক একটি করিয়া তিনটী কাঁটা আছে, এই কাঁটা তিনটী ইহাদের অস্ত্রস্বরূপ। যদি ইহারা কোনরূপে ঐ কাঁটা দ্বারা বিঁধিতে পায়, তাহা হইলে মনুষ্যকেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয়। এই মৎস্যের আর একটী বিশেষত্ব যে, ইহারা শব্দ উৎপাদন করিতে পারে। কেহ নাড়িলে ইহারা রাগে একপ্রকার

গন্ গন্ শব্দ বাহির করে ও সুবিধা পাইলে কাঁটা বিঁধিয়া দেয়। ইহাদের আকার ও আয়তনে অনেক প্রভেদ আছে। কোন কোন জাতি ৪।৫ ইঞ্চ, আবার কোন কোন জাতি ৮।১০ ইঞ্চ বা ততোধিক বৃহৎ হয়। মান্দ্রাজের একপ্রকার টেঙ্গরামাছ কাল এবং ৪।৫টা রূপার ন্যায় ডোরাযুক্ত হয়। বাঙ্গালায় অনেক টেঙ্গরামাছ ঠিক রূপার ন্যায় উজ্জ্বল। এই মাছ সুখাদ্য এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। স্থানভেদে বৃহত্তর জাতীয় টেঙ্গরাকে আড় মাছ বলে।

টেঙ্গ্রী (দেশজ) চেঁচাড়ির চুবড়ী।

টেড়া (দেশজ) অসমান।

টেড়াদৃষ্টি (দেশজ) টেরা।

টেনা (দেশজ) কৌপীন।

টেপ (ইংরাজী) মাপিবার যন্ত্র।

টেপা (দেশজ) কোন স্থান চাপিয়া ধরা।

টের (দেশজ) জানা।

টেরক (ত্রি) কেকর-পৃষোদরাৎ সাধুঃ। বক্রচক্ষু, টেরা। পর্য্যায়—বলির কেকর, কেদর। (শব্দর°)

টেরচা (দেশজ) অসমান, ঈষৎ হেলান।

টেরা (দেশজ) যাহার চক্ষুতারা ঠিক মধ্যস্থলে না থাকে।

টেরাদৃষ্টি (দেশজ) অসমান দেখা।

টেরীপুঁঠী (দেশজ) একপ্রকার পুঁঠী।

টেরে (দেশজ) কোণে।

টেলিগ্রাফ, এই শব্দ (Tele ও Grapho) দুইটী গ্রীক শব্দ হইতে উৎপন্ন; ইহার মৌলিক অর্থ দূরলিপি। তাহা হইতে যে কোন যন্ত্রাদি দ্বারা বহুদূরে সঙ্কেতে সংবাদাদি জ্ঞাপন করা হয়, তাহাকে টেলিগ্রাফ বলা যায়। বহুপ্রাচীনকাল হইতেই অগ্নিদ্বারা সঙ্কেতাদি বহুদূরবর্ত্তী স্থানে বিজ্ঞাপিত হইত। তৎপরে নানাবিধ পতাকা, লণ্ঠন, নীল আলো, হাউই প্রভৃতি দৃশ্যমান চিহ্ন এবং বন্দুকধ্বনি, ভেরীধ্বনি, ঘড়ি ও ঢক্কাবাদ্য দূরস্থানে সঙ্কেত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য যে, যখন কোন চিহ্ন দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করা হইত, উহার অর্থ তাহার পূর্ব্ব হইতেই উভয়পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করা থাকিত। সুতরাং এই সমুদায় সঙ্কেত দ্বারা কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ব্যতীত অপর অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে না। সম্প্রতি তাড়িত দ্বারাই সর্ব্বত্র টেলিগ্রাফ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; ইহা দ্বারা যে কোন সংবাদ অতিশীঘ্র বহুদূর প্রদেশেও সুস্পষ্টরূপে প্রেরিত হইয়া থাকে। [ইহার বিবরণ তাড়িতবার্ত্তাবহ শব্দে দেখ।]

যদিও তাড়িতবার্ত্তাবহ দ্বারা যে কোন সংবাদপ্রেরণের উপায় অতি আধুনিক, কিন্তু সঙ্কেত দ্বারা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সংক্ষিপ্ত অভিপ্রায় দূরস্থানে ব্যক্ত করিবার প্রথা বহু প্রাচীন। খৃষ্টের প্রায় ৬ শতাব্দী পূর্ব্বে শত্রুর আগমন-জ্ঞাপনার্থ উচ্চস্থানে অগ্নির নিশান দিবার প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এস্কিলস্ বর্ণিত আগামেম্‌ননের বৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে, ট্রয়-নগরের ধ্বংসসংবাদ শ্রেণীবদ্ধ অনলমালা দ্বারা বহুদূরস্থ গ্রীসে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ইহাই টেলিগ্রাফ দ্বারা সংবাদ-প্রেরণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ঘটনা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। স্কট্‌লণ্ডে একতাড়া কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা ইংরাজদিগের আগমন আশঙ্কা, দুইটী দ্বারা তাহাদের প্রকৃত আগমন এবং চারিটী পাশাপাশি অগ্নি দ্বারা শত্রুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক বুঝাইত। রাত্রিকালেই এইরূপ আলোক বহুদূর হইতে দৃষ্ট হইত বটে, তথাপি ধূম দ্বারা দিবাভাগেও উহাদের সঙ্কেত বুঝিতে পারা যাইত। প্রজ্বলিত মশাল নানাদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কিংবা একবার লুকাইয়া আবার বাহির করিয়াও সঙ্কেত করা হইত। পরে সঙ্কেতের পরিবর্ত্তে মশালাদি দ্বারা অক্ষর-নির্দ্দেশ করিবার প্রথা উদ্ভাবিত হয়। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ডাক্তার রবার্ট হুক (Dr. Robert Hooke) উচ্চ স্তম্ভাদির উপর বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরের প্রতিকৃতি রাখিয়া দূর হইতে সংবাদ প্রদানের একটী উপায় উদ্ভাবন করেন। রাত্রিতে অক্ষরের পরিবর্ত্তে হুক আলোক দ্বারা সঙ্কেত-জ্ঞাপন করিবার উপায় করেন। ফলতঃ ঐ সকল অক্ষর সাধারণে বুঝিত না। ইহার প্রায় ২০ বর্ষ পরে আমণ্টন (M. Amonton) ফ্রান্সে হুকের অনুরূপ এক উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ঐ দুইটীর কোনটীই অধিক কার্য্যকারী হয় নাই। ১৭৯৩ বা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে চাপি (M. Chappe) যে টেলিগ্রাফ উদ্ভাবন করেন, তাহাই তৎকালে ফরাসীগবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক তথায় প্রচলিত হয়। ইহার আকার একটি বৃহৎ Tএর ন্যায়। তজ্জন্য ইহাকে কখন কখন টি টেলিগ্রাফ বলা হইয়া থাকে। একটা সোজাভাবে প্রোথিত উচ্চ কাষ্ঠের অগ্রভাগে, অপর একখণ্ড কড়ি সংলগ্ন হয়। এই কড়ির দুই প্রান্তে আবার দুই খণ্ড কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে। ঐ সকল খণ্ডই রজ্জু দ্বারা টানিয়া নানারূপ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়। এইরূপ প্রায় ২৫৫ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকার দ্বারা ২৫৫ প্রকার সঙ্কেত করা হইত। ঐ সকল সঙ্কেত দ্বারা অক্ষর অঙ্ক কিংবা এক একটি শব্দ বা বাক্য সকলই হইতে পারিত। শব্দ কিংবা বাক্যসকল পুস্তকে লেখা থাকিত, সঙ্কেতানুযায়ী সংখ্যা ধরিয়া বাহির করিয়া লইতে হইত। ফরাসীবিপ্লবের সময় এই টেলিগ্রাফ দ্বারা বহুস্থানে সংবাদ প্রেরিত হয়। দূরবীক্ষণ-সাহায্যে চিহ্নাদি দেখা হইত। কোন ষ্টেশনে

একরূপ চিহ্ন প্রদর্শন করিলে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তৎক্ষণাৎ ঐ চিহ্ন প্রদর্শিত হইত, এবং তাহা হইতে আবার অন্যস্থানে এইরূপে শীঘ্র অতি দূরস্থানে গিয়া পৌঁছিত।

চাপির পর এজওয়ার্থ সাহেব (Edgeworth) ইংলণ্ডে একরূপ টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। ইহাতে কতকগুলি সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত। প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক্ অর্থ পুস্তকে লেখা থাকিত, আবশ্যক মত খুঁজিয়া লইতে হইত।

গ্যাম্বল সাহেবের টেলিগ্রাফে একটা বৃহৎ কাঠের চৌকাঠে ছয়টী প্রকোষ্ঠে ছয়টী কপাট সংযুক্ত থাকিত। ঐ সমস্ত কপাট ইচ্ছামত খোলা ও বন্ধ করা যাইত। সুতরাং ইহাদের নানাভাবে বন্ধ ও খোলা অবস্থায় নানা সঙ্কেত দ্বারা অক্ষরাদি সূচিত হইত।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে লণ্ডন হইতে ডোবর পর্য্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়। এই টেলিগ্রাফ শেষোক্ত টেলিগ্রাফের ঈষৎ রূপান্তর মাত্র। কথিত আছে, ইহা দ্বারা ৭ মিনিটে ডোবর হইতে লণ্ডনে সংবাদ প্রেরিত হইত। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ টেলিগ্রাফই ব্যবহৃত হয়।

তাহার পর অনেকে নানারূপ পরিবর্ত্তন বা উৎকর্ষ-সাধন করিয়া নানা উপায় বাহির করিতে লাগিল। ফরাসীগণ এই সময়ে একটা খুঁটিতে দুই বা তিনটী বাহু দ্বারা টেলিগ্রাফ করিত।

পূর্ব্বোক্ত নানাপ্রকার সঙ্কেতের বহুপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া অসংখ্য প্রকার টেলিগ্রাফ ইংলণ্ড ও য়ুরোপে প্রচলিত হয়। এইরূপ সঙ্কেতাদি দূরস্থ জাহাজের সহিত সংবাদ আদান-প্রদানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনেক সময় ইহার আবশ্যকতা অতি অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। জাহাজে জাহাজে সঙ্কেত করিবার জন্ম প্রধানতঃ নানা বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন আকারের পতাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থলভাগের টেলিগ্রাফের ন্যায় উহাতেও সংখ্যাদি নির্ণয় করিত এবং উহাদের অর্থপুস্তক দেখিয়া লইতে হইত। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় নৌ-সেনা-বিভাগ হইতে এক পুস্তক বাহির হয়। ইহাতে প্রায় ৪০০ বাক্য সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ করিবার উপায় লিখিত হয়। কিন্তু যদি কোন সংবাদ ঐ ৪০০ সংখ্যার বাহিরে পড়িত, তখন ঐ টেলিগ্রাফ দ্বারা কার্য্য হইত না। ইহা দেখিয়া সর্ হোম্ পোপ্‌হাম (Sir Home Popham) পতাকা দ্বারা অক্ষর স্থির করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি নূতন সঙ্কেতের বিবরণ দিয়া কলিকাতায় একখানি পুস্তক প্রেরণ করেন। পরে ঐ পুস্তক লণ্ডনে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া ছাপা হয়।

যাহা হউক, এইরূপ টেলিগ্রাফ অনেক সময় সহজ ও সুবিধাজনক হইলেও অনেক সময় অস্পষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। বায়ুরাশি কুজ্ঝটিকাময় থাকিলে দূরস্থ সঙ্কেত দৃষ্ট হয় না। বহুদূরে শব্দাদিও শ্রুত হওয়া যায় না। রজ্জুদ্বারা দূরস্থিত স্থানের ঘণ্টা বাজাইয়া এবং জল বা বায়ুপূর্ণ নলসংযোগ রাখিয়া সঙ্কেত পরিচালিত হইত। কিন্তু এই প্রকার টেলিগ্রাফই অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অবশেষে তাড়িতের আবিষ্কার এবং ধাতুময় তারদ্বারা ইহা অতিশীঘ্র স্থানান্তরে পরিচালনব্যাপার আবিষ্কৃত হইলে টেলিগ্রাফের যুগপরিবর্ত্তন হইল। সম্প্রতি স্থলভাগে সর্ব্বত্র এই উপায়েই টেলিগ্রাফ চলিতেছে। [তাড়িতবার্ত্তাবহ দেখ।]

টেলিফোন (ইংরাজী) এই শব্দ গ্রীক টেলি=দূর ও ফনো=শ্রবণ করা এই দুই শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ দূর-শ্রবণ-যন্ত্র অর্থাৎ যদ্দ্বারা বহুদূরের শব্দ শ্রবণ করা যায়।

দুইটী বাঁশ, কাগজ কিংবা টিনের চোঙ্গা একদিক্ কাগজ চর্ম্ম বা ধাতুর পাত দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া মধ্যস্থলে এক-গাছি দীর্ঘসূত্র বা তার দিয়া সংযুক্ত কর। এইরূপ দুইটী চোঙ্গার একটীতে কথা কহিলে অপর চোঙ্গায় ঐ শব্দ অবিকল উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় চোঙ্গায় কাণ রাখিয়া তাহা শুনিতে হয়, ইহা একপ্রকার সরল টেলিফোন। ইহাতে অল্প-দূরে কথাবার্ত্তা কহিতে পারা যায় বটে, কিন্তু অধিক দূর হইলে শব্দ অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। আরও ইহার শব্দ নাকিসুরে হইয়া থাকে। নিম্নে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা যেরূপে বহুদূর হইতেও শব্দাদি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে।

একটী চুম্বকখণ্ডের উপর রেসমাদি অপরিচালক সূত্র-মণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ তারের দুইটী মুখ একদিকে দুইটী বন্ধনী স্ক্রুর সহিত সংযুক্ত থাকে। পরে ঐ তারজড়ান চুম্বক একটী নলের মধ্যে স্থাপিত হয় এবং উহার প্রান্তে একটী অতি পাতলা লোহার পাত চুম্বকের অতি নিকটে বদ্ধ থাকে। লোহার পাত কাঠের খোলের মধ্যে চারিদিকে আঁটা এবং উহার মধ্যস্থলে চুম্বকের অপরদিকে খোলা থাকে। এই প্রান্তের কাঠের খোলের আকার চুঙ্গীর ন্যায় হয়।

টেলিফোন দ্বারা কথোপকথন করিতে হইলে দুইটী এই-রূপ যন্ত্রের প্রয়োজন, একটী বলিবার ও অপরটী শুনিবার জন্য। প্রথমতঃ ঐ দুইটী নল রেসমমণ্ডিত তামার তার দ্বারা সংযুক্ত করিতে হইবে। একটী চুম্বকের উপর জড়ান তামার তারের এক প্রান্ত উক্ত বন্ধনী দ্বারা একখণ্ড দীর্ঘ তারের সহিত সংযুক্ত করিয়া অপরটীর একটী স্ক্রুর সহিত বদ্ধ করিতে হয়। অপর দুইটী স্ক্রু হয় অন্য তার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিতে হয়, কিংবা প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র তার দিয়া

পৃথিবীর সহিত সংযোগ করিয়া দিতে হয়। ইহার একটীর প্রশস্ত চুঙ্গীতে মুখ দিয়া কথা কহিলে অপর ব্যক্তি দ্বিতীয় নলের চুঙ্গী কাণে ধরিয়া দূর হইতে অবিকল শব্দ শুনিতে পাইবে। ইহাতে কণ্ঠস্বর অনেকাংশে ক্ষীণ এবং ঈষৎ নাকিসুরের মত হইয়া গেলেও বহুদূর হইতে পূর্ব্বপরিচিত স্বর চিনিতে পারা যায় এবং কথা বুঝিতে পারা যায়। সাগর-মধ্যস্থ তারদ্বারা প্রায় ৬০।৭০ মাইল এবং স্থলভাগের উপরস্থ তারদ্বারা প্রায় ২০০ মাইল পরস্পর দূরস্থিত দুই স্থানে এই উপায়ে কথোপকথন চলিতে পারে। বৈজ্ঞানিক এই আবিষ্ক্রিয়া অতীব আশ্চর্য্য ও বিস্ময়জনক।

কিরূপে দূরবর্ত্তী নলে প্রতিরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। শব্দ বায়ুরাশির কম্পন মাত্র। [শব্দ দেখ।] মুখ-নির্গত শব্দতরঙ্গ চুঙ্গীর মধ্যস্থ বায়ুরাশিকে কম্পিত করিলে ইহার ঘাত-প্রতিঘাতে তৎসংলগ্ন সূক্ষ্ম লোহার পাতও স্পন্দিত হইয়া থাকে। এইরূপ স্পন্দন লোহার পাতার একবার অগ্রে ও একবার পশ্চাতে গমন ব্যতীত কিছুই নহে। বলা বাহুল্য, ঐ স্পন্দন এত দ্রুত ও অল্পদূর ব্যাপী যে, আমরা সহজে দেখিতে পাই না। যাহা হউক, এইরূপ স্পন্দন জন্য নিকটস্থ চুম্বকদণ্ডের শক্তি একবার হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি হয় এবং চুম্বকের চতুর্দ্দিকস্থ তারকুণ্ডলীতে একবার একদিকে ও একবার বিপরীতদিকে তাড়িত-স্রোত উৎপন্ন করে। [চুম্বক দেখ।] এই তাড়িত-প্রবাহ তারদ্বারা দূরস্থ ষ্টেশনে নীত হয়, তথায় চুম্বকদণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ কুণ্ডলীমধ্যে প্রবাহিত হইয়া একবার চুম্বকের শক্তি হ্রাস ও একবার বৃদ্ধি করে। সুতরাং উহার নিকটস্থ লোহার সূক্ষ্মপাত একবার অধিক ও একবার অল্প জোরে আকৃষ্ট হইয়া স্পন্দিত হইতে থাকে এবং এই স্পন্দন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও প্রথম নলস্থ পাতার স্পন্দনের অবিকল অনুরূপ বলিয়া তথায় ক্ষীণতর, কিন্তু অনুরূপ শব্দ উৎপন্ন করে।

অনেক সময় সুবিধার জন্য চুম্বকের পরিবর্ত্তে লৌহদণ্ড স্থাপিত হয় এবং তাড়িতকোষের সহিত সংযোগ করিয়া উহাকে অস্থায়ী চুম্বকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়া থাকে।

কোন তারে অতি ক্ষীণ তাড়িতপ্রবাহ ধরিবার জন্য টেলিফোন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টেলিফোনের তারের তাড়িতপ্রবাহ সাধারণ তাড়িত-বার্ত্তাবহের তারস্থ প্রবাহ অপেক্ষা অনেক অল্প। কিন্তু তাহাতেই টেলিফোনে শ্রবণ-যোগ্য শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ তারের নিকটে টেলিফোনের তার থাকিলে উহাতে বিপরীত তাড়িতস্রোত উৎপন্ন হইয়া টক্ টক্ শব্দ উৎপন্ন করে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণরাজ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। সম্প্রতি টেলিফোনের অত্যন্ত বিস্তার হইতেছে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে সমস্ত ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ নিজ বাড়ীতে টেলিফোন যন্ত্র রাখিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা অতি সহজে শিক্ষা ব্যতীত যথেচ্ছ সংবাদ প্রেরণ করা যায়। বাড়ী বাড়ী টেলিফোন দ্বারা কথা কহিতে হইলে একবাড়ী হইতে প্রত্যেক বাড়ী পর্য্যন্ত তার রাখিতে হয় না। সকল বাড়ীর টেলিফোনের তার একটী সাধারণ টেলিফোন আফিসে সংযুক্ত থাকে। তথায় ইচ্ছামত যে কোন দুই বাড়ীর টেলিফোন দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইতে পারে। বৃহৎ বৃহৎ নগরে এইরূপেই টেলিফোনে তার সংযুক্ত থাকে।

টোঁকা (দেশজ) ১ কাটা। ২ সূচীদ্বারা সেলাই করা। ৩ প্রতি-কথার উত্তর। ৪ অল্পসঙ্কেত। ৫ পত্র বা বংশরচিত ছত্রবিশেষ।

"বিয়নি চালনী ঝাটা, ডোমগড়ে টোঁকাছাতা।
জীবিকার হেতু একচিতে॥" (কবিকঙ্কণ)

টোকর (দেশজ) ঠোক্কর, আঘাত।

টোকা (দেশজ) ১ বংশের চেয়াড়িনির্ম্মিত ছত্র বা মস্তকাবরণ। ২ পোকাখেকো। ৩ একজনের ঘাড়ে দোষ চাপান। ৪ প্রত্যুত্তর।

টোকাপানা (দেশজ) জলজ লতাভেদ। (Pistia stratiotes)

টোকানআলু (দেশজ) একজাতীয় আলু।

টোঙ্গর (দেশজ) ম্লেচ্ছের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষজনক শব্দ।

টোটা (দেশজ) ১ ভাঙ্গা। ২ হতাশ করা। ৩ খণ্ড, টুক্‌রা। ৪ সৈনিকপুরুষের থলিমধ্যে বারুদের মোড়ক থাকে, সেই মোড়কের মুখ দন্তে ছিঁড়িয়া বন্দুকে বারুদ ঢালিতে হয়, এই মোড়কের মুখকে টোটা বলে। [সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

টোটো (দেশজ) বৃথা ঘুরিয়া বেড়ান।

টোডরমল, সম্রাট্ অকবরের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজস্ব-সচিব ও অন্যতম সেনাপতি। অযোধ্যার অন্তর্গত লাহরপুর নামক স্থানে ১৫২৩ খৃঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। মসির-উল্-উমরা অনুসারে ইঁহার জন্মস্থান লাহোর। ইঁহার পিতার নাম ভগবতীদাস। টোডরমলের অতি অল্পবয়সেই তাঁহার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মাতা অতি কষ্টে তাঁহাকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। টোডরমল অতি অল্প বয়স হইতেই অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার মাতার মনোদুঃখ নিবারণ করিলেন। পিতৃবিয়োগের কিছুকাল পরে ইনি সম্রাটের অধীনে একটী কার্য্যপ্রার্থী হইলেন। সম্রাট্ ইঁহার গুণগ্রামে অতীব প্রীত হইয়া ইঁহাকে লিপিকরকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু তিনি কার্য্যদক্ষতায় শীঘ্র উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

৯৭২ হিজরায় যখন সম্রাট্ খানজমানের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, তখন টোডরমল সম্রাটের অধীনে সৈনিক-বিভাগে কার্য্য করিতেন। সম্রাটের রাজত্বের অষ্টাদশবর্ষে অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে গুজরাট অধিকৃত হইলে উক্ত স্থানের ভূমিপরিমাণ নির্দ্ধারণ ও আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত করিবার জন্য টোডরমল নিযুক্ত হইলেন। পরবৎসর পাটনা-বিজয়কালে তিনি অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ এবং সম্রাটের আদেশানুসারে মুনিমখাঁর সহিত বঙ্গদেশে গমন করেন। এই সময় বঙ্গদেশে দাউদখাঁ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দমন করিবার জন্যই মুনিমখাঁ ও টোডরমল বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। যুদ্ধে টোডরমল অসম সাহস ও বিক্রম প্রদর্শন করিয়া জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি খাঁআলম নিহত হন এবং মুনিমখাঁর অশ্ব অতিশয় ভীত হইয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করে। কিন্তু টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আশ্চর্য্য সাহসের সহিত বিপক্ষদিগকে পরাজিত করেন। ইহার পর তিনি বঙ্গ ও উড়িষ্যার রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়া সম্রাট্-দরবারে উপস্থিত হন। তিনি পুনরায় খাঁনজহানের সহকারিরূপে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দাউদকে পরাজিত করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা মার্চ, মোগলমারির যুদ্ধে ও টোডরমলের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দাউদ সম্রাট্ অকবরের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া হরিপুর নামক স্থানে সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া টোডরমল বর্দ্ধমান হইতে ছিতুআ পরগণায় গমন করিলেন। মুনিমখাঁ এইস্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। দাউদ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সম্রাট্-সৈন্য যাহাতে উড়িষ্যায় প্রবেশ করিতে না পারে, তদনুরূপ কার্য্য করিবেন, কিন্তু ইলিয়াসখাঁ লঙ্গা নামক জনৈক মুসলমান সম্রাট্‌সৈন্যদিগকে একটী সহজ পথ দেখাইয়াছিলেন। সেই পথে মুনিমখাঁ গন্তব্যস্থানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। টোডরমল তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ভদ্রকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাউদ কটকের নিকট সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। টোডরমল এই সংবাদ অবগত হইয়া মুনিমখাঁকে তাঁহার সহিত শীঘ্রই সম্মিলিত হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মুনিম্ উপস্থিত হইলে উভয় সৈন্য একত্র হইয়া কটকাভিমুখে অগ্রসর হইল। এই স্থানে দাউদের সহিত একটি সন্ধি হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে টোডরমল গুজরাটে দ্বিতীয় বার প্রেরিত হইলেন। যখন তিনি আহ্মদাবাদ নামক স্থানে উজীরখাঁর সহিত সম্রাটের কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন মুজাফ্‌ফর হুসেনের প্ররোচনায় মীরআলি গুলাবী বিদ্রোহী হইলেন। উজীরখাঁ টোডরমলকে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু টোডরমল এই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য না করিয়া আহ্মদাবাদের ১২ ক্রোশ দূরে ধোলকোয়া নামক স্থানে যাইয়া বিদ্রোহীর পরামর্শদাতা ও প্রধান সহায় মুজাফ্‌ফরকে পরাভূত করিলেন।

এই বৎসর সম্রাট্ টোডরমলকে উজীরের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে তিনি রাজা টোডরমল নামে সম্মানিত হইতে লাগিলেন।

মুজাফ্‌ফরের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বিদ্রোহিগণ বঙ্গ ও বেহার অধিকার করিয়াছে, এই সংবাদ অবগত হইয়া সম্রাট্ রাজা টোডরমল ও শাদিকখাঁকে ফতেপুরশিকরি হইতে বেহারে গমন করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। মুহিবআলি ও মহম্মদ মসুমখাঁ সহকারী নিযুক্ত হইলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ৩০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া টোডরমলের সহিত যোগদান করিলেন, কিন্তু ইহার মনে মনে বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত হইতেছিল। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া মসুমখাঁকে কোনরূপে স্ববশে রাখিলেন বটে, কিন্তু এই সংবাদ সম্রাটের গোচর করিলেন।

বঙ্গদেশের বিদ্রোহিগণ মুঙ্গেরের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা টোডরমল স্বীয় শিবিরে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকায় প্রকাশ্য ভাবে যুদ্ধ করিতে না পারিয়া মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। দুর্গ-অবরোধ-কালে হুমায়ুন ফরমিলি ও তরখানদিবানা নামক দুইজন সেনাপতি বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইলেন। বেশী দিন অবরোধ হওয়ায় দুর্গমধ্যে খাদ্যের অভাব হইতে লাগিল। টোডরমল ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া সাহসের সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই রাজার সাহায্যার্থ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদ্রোহিগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। মসুম-ই-কাবুলী, দক্ষিণ বেহার এবং আরববাহাদুর পাটনা অভিমুখে পলায়ন করিলেন। টোডরমল ও শাদিক-খাঁ মসুমের অনুসরণে বেহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মসুম একটী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উড়িষ্যার অভিমুখে পলায়ন করিল। এইরূপে টোডরমল দক্ষিণবেহার দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

৯৯০ হিজরায় টোডরমল দাওয়ান (দীবান) পদে উন্নীত হইলেন। এই বৎসর তিনি রাজস্বসম্বন্ধীয় নূতন নিয়মের উদ্ভাবন করেন। এই রাজস্বসম্বন্ধীয় নূতন নিয়ম হেতুই রাজা টোডরমল এত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

এ সময় টোডরমল মুদ্রা সম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি ৪ প্রকার মোহর প্রচলিত করেন। এই চারি প্রকার মোহরের মূল্যও চারি প্রকার ছিল; যথা—৪০০, ৩৬০, ৩৫৫ ও ৩৫০ দাম। এই সময় তিন প্রকার তঙ্কা প্রবর্ত্তিত হয়; মূল্য যথাক্রমে ৪০, ৩৯ ও ৩৮ দাম। পূর্ব্বে হিন্দুমুহুরিগণ রাজকীয় হিসাবাদি হিন্দি ভাষায় লিখিতেন। টোডরমল নিয়ম করিলেন যে, এখন অবধি সমস্ত রাজকার্য্যই পারস্তভাষায় লিখিতে হবে। তখন হইতেই বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত হিন্দুগণ পারস্তভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, টোডরমলের জন্য উর্দ্দু ভাষার অনেক উন্নতি সাধিত হয়।

জনৈক ক্ষত্রিয় বহুদিন হইতে টোডরমলকে অতিশয় ঘৃণা করিত; এমন কি তাঁহার জীবননাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল। ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে তাহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য একদিন রাত্রিকালে টোডরমলকে অস্ত্রাঘাত করে। সৌভাগ্যক্রমে সে আঘাতে রাজা টোডরমলের কোন গুরুতর অনিষ্ট হয় নাই। সেই নরাধম তৎক্ষণাৎ ধৃত ও নিহত হইল।

যুসুফজাইগণকে দমন করিবার জন্য রাজা বীরবল প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন নাই; বরং তিনি তাহাদিগের হস্তে নিহত হন। বীরবলের মৃত্যুর প্রতিহিংসা গ্রহণ ও যুসুফজাইদিগকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিবার জন্য টোডরমল প্রধান সেনাপতি মানসিংহের সহিত ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে অকৃবর যখন কাশ্মীরে গমন করেন, তখন লাহোর-রক্ষার ভার রাজা টোডরমলের হস্তেই অর্পণ করিয়া যান।

এ সময় রাজা টোডরমল বৃদ্ধ হইয়াছিলেন এবং রাজকীয় কার্য্যের গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। এই জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মচর্য্যায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাপন করিবার জন্য সম্রাট্ সমীপে প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ নিতান্ত অনিচ্ছায় সম্মতি দিয়াছিলেন। টোডরমল যখন হরিদ্বারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন সম্রাট্ তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। টোডরমলের প্রত্যাবর্ত্তনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইল। যাহা হউক, তিনি ৯৯৮ হিজরায় গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা টোডরমলের চরিত্র অতি মহৎ ও উদার ছিল। সম্রাট্ অকৃবরের শুভানুধ্যায়ীদিগের মধ্যে টোডরমল একজন প্রধান। ইঁহার কার্য্যদক্ষতা গুণে অকৃবরের রাজত্বে অনেক সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাটের প্রধান সভাসদ্দিগের মধ্যে আবুলফজল ও মানসিংহের ন্যায় রাজা টোডরমলের নামও সকলের নিকট পরিচিত। তিনি নিজগুণে চারিহাজারী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজস্ব-নিয়ম-স্থাপন সম্বন্ধে অসাধারণ নৈপুণ্যের ন্যায় তাঁহার সাহসও অসীম ছিল।

আবুলফজল টোডরমলের অতিশয় বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট টোডরমল সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট্ উত্তর করিতেন, 'টোডরমলের ন্যায় প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী ব্যক্তিকে তিনি দূরীভূত করিতে পারেন না।' শেষে আবুলফজলও রাজা টোডরমলের কার্য্যদক্ষতা, সত্যবাদিতা ও সাহসের যথেষ্ট প্রশংসা এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসী বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিয়াছেন।

রাজা টোডরমল প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতেন এবং পূজাদি না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। সম্রাটের সহিত পঞ্জাব-গমনকালে একদিন তাড়াতাড়িতে তাঁহার রক্ষিত দেবমূর্ত্তিগুলি হারাইয়া যায়। ইহাতে তিনি কয়েক দিবস সম্পূর্ণ উপবাস করিয়াছিলেন, কিছুই আহার অথবা পান করিতেন না। অবশেষে সম্রাট্ অতিকষ্টে তাঁহার মানসিক দুঃখের লাঘব করেন।

পূর্ব্বে হিন্দুগণ কোন কর না দিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তও কোনরূপ জনতা করিতে পারিতেন না। অকৃবর রাজা টোডরমলের পরামর্শানুসারে উক্ত কর এবং জিজিয়া কর উঠাইয়া দেন।

কর আদায়ের কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম না থাকায় প্রজা ও ভূম্যধিকারীদিগকে অতিশয় কষ্ট পাইতে হইত। রাজা টোডরমলের সাহায্যে অকৃবর কৃষিবিষয়ে নূতন নিয়ম করেন। প্রাচীন হিন্দুরীতি অনুসারে অকৃবরের রাজস্ব-নিয়ম গঠিত হইয়াছিল। প্রথমে ভূমির পরিমাণ-নির্ণয়, পরে প্রতি জমীতে যত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্যের একতৃতীয়াংশ রাজকর নির্দ্ধারিত হইল। প্রথম প্রথম প্রতিবৎসর জমীর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া উক্তরূপে কর আদায় করা হইত। কিন্তু ইহাতে প্রজাদিগের অতিশয় কষ্ট হইত; এইজন্য অবশেষে দশ বৎসরের জন্য প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। রাজা টোডরমল উদ্যোগী হইয়া এইরূপ নিয়ম স্থাপন করিলেন। ইহাতে প্রজাগণের অতিশয় সুবিধা হইয়াছিল। বঙ্গদেশের প্রায় সকল কৃষকের নিকটই রাজা টোডরমলের নাম পরিচিত। রাজস্বের বন্দোবস্তের

জন্যই তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ভ্রান্তিপ্রযুক্ত ইঁহাকে পঞ্জাবী বলিয়া থাকেন। কিন্তু অযোধ্যায় তাঁহার পূর্ব্বাস ছিল।

তিনি পারস্ত ভাষায় ভাগবতপুরাণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। নীতিসম্বন্ধেও তাঁহার অনেকগুলি কবিতা আছে।

রাজা টোডরমলের নাম কেহ কেহ 'তোদরমল' লিখিয়া থাকেন। কিন্তু টোডরানন্দ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 'টোডরমল্ল নাম দেখিতে পাওয়া যায়। টোডরমল এই বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত— ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও বৈদ্যক। ধর্ম্মশাস্ত্রখণ্ড আবার আচার, কাল ও ব্যবহারনির্ণয় এই তিন শাখায় বিভক্ত।

টোডরমল, সম্রাট্‌শাহজাহানের জনৈক সভাসদ্‌। তৎকালে ইনি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

টোড়ী, রাগিণীবিশেষ। [তোড়ী দেখ।]

টোণ (তূণশব্দের অপভ্রংশ) ১ ধনুকের ছিলা। ২ একপ্রকার দড়ি।

টোণা (দেশজ) দরিদ্রলোকের ব্যবহৃত আবরণ।

টোপ (দেশজ) ১ মৎস্যের আহার। ২ টুপী। ৩ গদীর উপরে উঠা টুক্‌রা বস্ত্রখণ্ড।

টোপতোলা (দেশজ) ১ গদীতে টোপ উঠান। ২ বাসনাদির উপর অলঙ্কার করা।

টোপবৎ (দেশজ) কুব্জ। (Convex)

টোপর (দেশজ) মুকুট, মস্তকাবরণবস্ত্র। ইহা বঙ্গদেশে বিবাহ প্রভৃতি প্রত্যেক মাঙ্গলিককার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রথমে সোলায় চুম্‌কী, জরী, অভ্র প্রভৃতি দিয়া সুদৃশ্য করিয়া প্রস্তুত হয়।

টোপা (দেশজ) ১ টুপীর আকার, মুকুটাকৃতি। ২ ক্ষুদ্র পিষ্টকাকার। ৩ বিন্দু বিন্দু পড়া।

টোপান (দেশজ) চোয়ান, অথবা বিন্দু বিন্দু নিঃসরণ।

টোপাবড়ি (দেশজ) ক্ষুদ্রাকার বড়ি।

টোপি (হিন্দী) টুপী।

টোল, ১ চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার স্থান। জীবনের উন্নতি করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক; যে সমাজের লোক যত শিক্ষিত, তাহারা ততই জগতের ও আত্মার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ। একমাত্র বিদ্যাশিক্ষাই সকল প্রকার উন্নতির মূল, প্রত্যেক সভ্যজাতীয় লোকদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা এক এক প্রকার নির্দ্ধারিত আছে; আমাদের দেশেও সেইরূপ বিদ্যাশিক্ষার স্থান টোল। কত দিন হইতে এই টোল-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতি সুকঠিন, কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, ইহা ব্রহ্মচর্য্যের অংশমাত্র। যে দিন হইতে আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্যপ্রথা চিরদিনের মত একেবারে অস্তমিত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই যে, এই টোল-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচর্য্যের অভাব বশতঃই আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নতির অভাব ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বকালে ত্রৈবর্ণিক বালকগণ কি প্রকারে গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতেন, এই বিষয় স্থির করিতে হইলে অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

ভারতে যখন হিন্দুধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ ছিল, চাতুর্ব্বর্ণিক বিভাগ যখন অব্যাহত ছিল, তখন গুরু ও বিদ্যার্থী কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেন, তাহাই দেখা যাউক।

ত্রৈবর্ণিক বালকগণ উপনয়নের পর গুরুগৃহে অবস্থান করিতেন। উপনয়নকাল ব্রাহ্মণের অষ্টম, ক্ষত্রিয়ের একাদশ ও বৈশ্যের দ্বাদশবৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল। যথাকালে বালকগণ উপনীত হইয়া পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিক্ষা লইয়া গুরুগৃহে গমন করিত। গুরুগৃহে সেই বালক কি শিক্ষালাভ করিত? কোন্ আদর্শে তাহার হৃদয় গঠিত হইত? তাহার বিষয় মনু বলিয়াছেন—

"উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ॥" (মনু ২।৬৯)

গুরু উপনয়নের পর শিষ্যকে সর্ব্বপ্রথমে শৌচ, আচার, অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যোপাসনা শিক্ষা করাইবেন।

বালকের হৃদয় নবনীতের ন্যায় সুকোমল, শৈশবকাল হইতে যে ভাবে পরিচালিত করা যাইবে, যৌবনকালে সেইরূপভাবে গঠিত হইবে এবং তদনুসারেই কার্য্যপ্রণালী জীবনের ভাবি-শুভাশুভ প্রসব করিবে। এই অবস্থাতেই বালকের শিক্ষাকার্য্য বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র কতকগুলি পুস্তক কণ্ঠস্থ করার নাম বিদ্যাশিক্ষা নহে। যে বিদ্যাশিক্ষা করিলে মনুষ্য দেবভাব ধারণ করে ও অশেষ গুণরাশির আধার হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা; গুরুগণ সেই শিক্ষাই ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা জানিতেন, ছাত্রদিগের অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করাইতে না পারিলে আন্তর ও বাহ্য বিষয়ের পূর্ণ প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়িতে পারে না ও বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্ফুরণ না হইলে তাহাতে জ্ঞানাত্মিকা বৃত্তি উৎপন্ন হয় না, এই জন্য জ্ঞানোপদেশের পূর্ব্বে মানসিক নির্ম্মলতা আবশ্যক। এই নির্ম্মলতা একমাত্র শৌচের অধীন। শৌচ ও দ্বিবিধ; বাহ্য ও আন্তর। মৃদাদি দ্বারা বাহ্যশৌচ, মানসিক মলশুদ্ধি আন্তর-

শৌচ; এই উভয়বিধ শৌচসম্পন্ন হইলে হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইয়া থাকে, এই জন্যই আর্য্য ঋষিগণ বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বেই শৌচশিক্ষা দিতেন। আর এখন শিক্ষার কি দুর্দ্দিন! শিক্ষক বা ছাত্র শৌচ কাহাকে বলে হয়ত তাহাই জানেন না এবং জানিবার আবশ্যকতাও বিবেচনা করেন না। শৌচশিক্ষা হইলে আর্য্যঋষিগণ আচার শিক্ষা দিতেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের কি ব্যবহার করিতে হইবে এবং এই অবস্থায় কোন্ কোন্ দ্রব্যের সেবা ও কোন্ কোন্ বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই সকল বিষয় শিক্ষার নাম আচারশিক্ষা।

ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তন-কাল পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত বিধি ও নিষেধ পালন করিবেন।

বিধি—প্রথমে ইন্দ্রিয়জয়, প্রতিদিন জল, পুষ্প, গোময়, কুশ, সমিধ্ আদি আহরণ, সদ্‌ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে মাধুকরী বৃত্তি অনুসারে ভিক্ষান্নসংগ্রহ, স্নান, দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ, দেবতাদিগের পূজা, সন্ধ্যাবন্দন, সায়ংপ্রাতর্হোম, বেদপাঠ, গুরুর নিকট সকপ্রকার বিনীতি, গুরুর প্রতি পিতৃবৎ ভক্তি, গুরুর প্রসন্নতাসাধন, গুরুজনের প্রতি সম্মান।

নিষেধ—মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ রসাল দ্রব্য, প্রাণিহিংসা, সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন, দিবাভাগে শয়ন, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার, বিষয়াভিলাষ, ক্রোধ, লোভ, স্ত্রীসঙ্গ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, অক্ষাদিক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ, পরের দোষোদ্ঘোষণ, মিথ্যাকথন, মন্দঅভিপ্রায়, স্ত্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন, পরের অনিষ্টাচরণ, ক্ষৌরকর্ম্ম, একবার দিবাভাগে ও একবার রাত্রিতে ভোজন। এই সকল বিধি ও নিষেধাত্মক ব্রতনিয়ম পালনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বেদাদিশাস্ত্র শিক্ষা করিবে। বালকের চিত্তক্ষেত্রকে বিদ্যাবীজ-বপনের উপযোগী করাইয়া এই সকল আচারের প্রধানতঃ প্রয়োজন।

পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যিনি যত শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেন, তিনিই তত প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ছাত্রের সংখ্যা অনুসারে তাঁহাদেরও এক একটী উপাধি হইত, ঐ উপাধি হইতেই তিনি কত শিষ্যকে অধ্যাপনা করান, তাহা স্পষ্টই জানা যাইত। এই জন্য কণ্বাদিঋষি কুলপতি শব্দে অভিহিত হইতেন।

"মুনীনাং দশসাহস্রং যোঽন্নদানাদিপোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিঃ স বৈ কুলপতিঃ স্মৃতঃ॥" (মনু)

যিনি দশ সহস্র মুনিকে অন্নাদি দ্বারা পালন করিয়া অধ্যাপনা করাইতেন, তিনি কুলপতি এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। তখন প্রত্যেক ঋষি সাধ্যানুসারে শিষ্য রাখিয়া অধ্যাপনা করাইতেন। যে দিন হইতে নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-প্রথা তিরোহিত হইল। কিন্তু শিক্ষার ভার পূর্ব্বমত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের হস্তেই ন্যস্ত রহিল, প্রকৃত শিক্ষা সেই দিন হইতেই বিদূরিত হইল। এবং উপনয়নের পর ত্রৈবর্ণিক বালক-গণ গুরুগৃহে যাইয়া অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গৃহে প্রতি-নিবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন, কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম রহিল না, অবনতিরও সূত্রপাত আরম্ভ হইল, এই সময় হইতে অদ্যা-বধি প্রায় এক নিয়ম রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে টোলপ্রণালী প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাতে গুরু সাধ্যা-নুসারে কএকজন ছাত্রকে আহারাদি প্রদান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় আচারাদি কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না। কিন্তু আজকাল বিজাতীয় শিক্ষার প্রাবল্যে ঐরূপ প্রথা লোপপ্রায়। পূর্ব্বে এমন গ্রাম ছিল না, যেখানে ২।৪টী টোল না ছিল। এখন ১০।১৫ গ্রাম অনুসন্ধান করিলে এক আধ-খানি টোল দেখা যায়, তাহাও বিকৃতভাবে পরিচালিত। বর্ত্তমান সময়ে টোলের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে এই প্রথা প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য গবর্মেণ্ট হইতে অধ্যা-পক ও ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। দেশে ধনী ও জ্ঞানিগণের মধ্যেও কেহ কেহ টোল করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে সংস্কৃতশিক্ষা প্রচলিত হয়, তৎসম্বন্ধে অনেকেই যত্নবান্ হইয়াছেন। মূলাযোড়, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বড় বড় কএকটী টোল সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী বিজাতীয় নিয়মানুসারে চালিত হইতেছে; পূর্ব্বের ন্যায় কিছুই নাই। আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল ও যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, বোধ হয় আর কোন সভ্যজাতির মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত নাই। বিনা অর্থ-সাহায্যে একজন বালক সর্ব্ব-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইতে পারে, এইরূপ প্রথা কোন জাতির মধ্যে নাই। আমাদের ধর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হওয়ায় এরূপ সুন্দর নিয়ম অবসানপ্রায়। ধীরে ধীরে জ্ঞানিগণের মধ্যে যেরূপ এই প্রণালীর আদর দেখা যাইতেছে, তাহাতে অচিরে ইহার উন্নতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

২ কুটীর। ৩ ধাতুর পাত্র বা অলঙ্কারাদিতে চোট লাগা।

টোলখাওয়া (দেশজ) টোল পড়া, যাহাতে টোল বা চোট লাগিয়াছে।

টোলমারা [টোলখাওয়া দেখ।]

টোলা (দেশজ) পল্লী, পাড়া। যথা, বেনেটোলা।

টৌড়ী, রাগিণীবিশেষ।

ট্যামট্যামী (দেশজ) ছোট তবলা বা বাদ্য।

ঠ

ঠ ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ অক্ষর। টবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। অর্দ্ধমাত্রা সময়ে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর-প্রযত্ন ও জিহ্বা-মধ্য দ্বারা মূর্দ্ধস্থান স্পর্শ। বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস, অঘোষ ও মহাপ্রাণ।

মাতৃকান্যাসে দক্ষিণ জানুতে ন্যাস করিতে হয়।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখন-প্রকার এইরূপ—একটি বেগুণের মত বর্ত্তুলাকার রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার উর্দ্ধভাগে একটি মাত্রাহীন শিখা টানিয়া দিবে। এই ঠকারে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

"বার্ত্তাকুবর্ত্তুলাকারো রেখাধিষ্ঠিতদেবতাঃ।
তিষ্ঠন্তি ক্রমতো নিত্যং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নয়ঃ প্রিয়ে॥
মাত্রাহীনস্তূর্দ্ধশিখষ্ঠকারঃ পরমেশ্বরি।"

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ইঁহার ধ্যান—

"ধ্যানমস্য প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে।
পূর্ণচন্দ্রপ্রভাং দেবীং বিকসৎপঙ্কজেক্ষণাম্॥
সুন্দরীং ষোড়শভুজাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥"

এই দেবী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভা ও প্রস্ফুটিত পদ্মের মত নয়নযুক্তা, সুন্দরী, ষোড়শহস্তা এবং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদায়িনী।

কামধেনুতন্ত্রে ইঁহার স্বরূপ এই প্রকার লিখিত আছে—ইহা মোক্ষরূপিণী কুণ্ডলী, পীতবিদ্যুল্লতাকার, ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তিযুক্ত।

ইহার ৩১টী বাচক শব্দ আছে, যথা—শূন্য, মঞ্জরী, বীজ, পর্ণিনী, লাঙ্গলী, ক্ষয়া, বনজ, নন্দন, জিহ্বা, সুনন্দ, বর্তক, সুধা, বর্ত্তুল, কুন্তল, বহ্নি, অমৃত, চন্দ্রমণ্ডল, দক্ষজা, অনুরুভাব, দেবভক্ষ, বৃহদ্ধনি, একপাদ, বিভূতি, ললাট, সর্ব্বমিত্রক, বৃষঘ্ন, নলিনী, বিষ্ণু, মহেশ, গ্রামণী, শশী। (নানাতন্ত্র) কাব্যের প্রথমে এই শব্দ প্রয়োগ করিলে দুঃখ হয়।

"টঠৌ খেদদুঃখে।" (বৃত্ত° র° টী°)

পদ্যের আদিতে এই শব্দ বিন্যাস করিলে শোভা হয়।

"ঠঃ শোভাং ডো বিশোভাং।" (বৃত্ত° র° টী°)

ঠ (পুং) ঠ পৃষো° সাধুঃ বা ঠন্নন্তে ঠী বাহুলকাৎ-ড। ১ শিব। ২ মহাধ্বনি। ৩ চন্দ্রমণ্ডল। (একাক্ষরকো°) ৪ মণ্ডল। ৫ শূন্য। ৬ লোকগোচর। (মেদিনী) শূন্যশব্দে বিন্দুরূপ বর্ণবিশেষ।

"তদধঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।" (কর্পূরস্তব)

ঠক (দেশজ) ঠগ, পরগ্লানিকারক, পরনিন্দুক, প্রতারক।

"ঠকের মধুর বাণী, একচিত্তে রামা শুনি,
ধান্য ঘরে করে নিরীক্ষণ॥" (কবিক°)

ঠকা (দেশজ) প্রতারিত।

ঠকাঠকি (দেশজ) ১ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ২ পরস্পরে অনিষ্ট বা প্রতারণা করিবার ইচ্ছা।

ঠকান (দেশজ) ১ প্রতারণ। ২ অপ্রতিভকরণ।

ঠকামি (দেশজ) ১ পরগ্লানি, পরনিন্দা। ২ প্রতারণা।

ঠকার (পুং) ঠ স্বরূপে কার। ঠ স্বরূপবর্ণ, ঠকার।

"ঠকারং চঞ্চলাপাঙ্গি।" (কামধেনুত°)

ঠক্কুর (পুং) ১ দেবপ্রতিমা। ২ ব্রাহ্মণদিগের উপাধিবিশেষ। ৩ দেবদ্বিজবৎ পূজনীয় ব্যক্তি।

"সুদামনামগোপালঃ শ্রীমান্ সুন্দরঠক্কুরঃ॥" (অনন্তসং)

ঠক্‌ঠক্ (দেশজ) ১ ইত্যাকার শব্দ। ২ কঠিন, শক্ত।

ঠক্‌ঠকিয়া (দেশজ) সেয়ানা, চালাক।

ঠক্‌ঠকী (দেশজ) সঙ্কটাবস্থা।

ঠগ (দেশজ) ১ শঠ, বঞ্চক, ডাকাইত। ২ বিখ্যাত দস্যু-সম্প্রদায়। বহু প্রাচীনকাল হইতেই ইহারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং আসাম হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সকল স্থানেরই পথসকল এই ভীষণ দস্যুসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছিল। অক্‌বরের রাজত্ব-কালে প্রায় ৫০০ ঠগ এতাবায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। দিল্লী ও আগরার পথে কোন অপরিচিত ব্যক্তি নিকটে না আসিতে পারে, সে জন্য পথিকদিগকে সতর্ক করা হইত। ঠগদিগের দলে হিন্দু মুসলমান উভয়ই থাকিত, তন্মধ্যে হিন্দুগণের উপাস্য দেবতা কালী।

ঠগদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে—ইহারা দিল্লীর নিকটস্থ প্রদেশবাসী মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী সপ্তজাতি হইতে উৎপন্ন। কালক্রমে ইহারা মুসলমানধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কালিকাদেবীর উপাসনা করে। ইহাদের প্রথম উৎপত্তি-বিষয়ে এইরূপ বংশ-পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে;—যে, কোন সময়ে এক দুর্দ্ধর্ষ অসুরের সহিত কালিকাদেবীর যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধে কালী অসুরকে খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু অসুর রক্তবীজ, সুতরাং তাহার ভূতল-পতিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে তুল্য বলশালী এক এক অসুর জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। কালী ঐ সকল অসুরকেও কাটিয়া ফেলিলেন, আবার ঐ সকলের রক্তবিন্দু হইতে অসংখ্য দানব উৎপন্ন হইতে লাগিল। শেষে কালী দেখিলেন, তিনি উহাদিগকে যতই কাটিবেন, ততই উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। তখন তিনি দুই বীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে উত্তরীয়-নির্ম্মিত ফাঁস প্রদান করিলেন। তাহারা ঐ ফাঁস সাহায্যে অসুরগণের গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। ইহাতে রক্তপাত না হওয়ায় আর অসুর জন্মিল না, ক্রমে সমস্ত অসুর বিনষ্ট হইল। কালিকাদেবী ঐ বীরদ্বয়ের উপর সাতিশয় প্রীত হইয়া তাহাদিগকে ঐ ফাঁস অর্পণ করিলেন এবং পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে উহা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের বর প্রদান করেন। ঐ বীরদ্বয়ই ঠগদিগের আদি-পুরুষ। প্রবাদানুযায়ী ঠগগণ বংশানুক্রমে নরহত্যাব্যবসায়ী হইয়া উঠে এবং মধ্যভারত হইতে দাক্ষিণাত্যের কতক-দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বাস করিত এবং নিরীহ প্রজার ন্যায় কৃষি প্রভৃতি জীবিকা অবলম্বন করিত। কিন্তু সর্ব্বদাই চারিদিকে ইহাদের চর থাকিত এবং কোথায় নিরাশ্রয় পথিক যাইতেছে, তাহার সন্ধান রাখিত। ঠগদিগের মধ্যে এক সাধারণ সঙ্কেত ছিল, তদ্দ্বারা ইহারা পরস্পরকে চিনিতে পারিত। অনেক সময় ইহারা দল বাঁধিয়া অল্লাধিক সংখ্যায় বহির্গত হইত এবং ছদ্মবেশে পথিকদিগের সহিত সুযোগ মত তাহাদের সর্ব্বনাশ করিত। প্রথমতঃ এই ঠগেরা এরূপ ভাবে পথিকগণের সহিত আলাপাদি করিত এবং সাধুতা ও বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিয়া উহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত যে, পথিকেরা কোনক্রমেই ইহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিত না। পরে সুযোগ উপস্থিত হইলেই ঠগ অতর্কিতভাবে ঐ হতভাগ্য পথিকের গলায় ফাঁস দিয়া মারিয়া ফেলিত। অনন্তর হত-পথিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া উহার মৃতদেহ গোপনে এমন স্থানে পুঁতিয়া ফেলিত যে, কেহই কোন সন্ধান পাইত না। যে সকল লোকহত্যা করিলে তাহাদের শীঘ্র খোঁজ লইবার সম্ভাবনা নাই কিংবা যাহাদের নিরুদ্দেশ পলায়ন বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা, এরূপ লোক সহজেই ঠগের ফাঁদে পড়িয়া প্রাণ হারাইত। অবকাশ-প্রাপ্ত সৈনিক কিংবা প্রভুর অর্থাদিবাহক ভৃত্য প্রায়ই ঠগের কবলে পড়িত। কিন্তু ঠগেরা স্ত্রীলোক, কবি, গঙ্গাজল-বাহক, ধোপা, কলু, ঝাড়ুয়াল, নট প্রভৃতি নীচজাতীয়কে অথবা মজুর, ফকির ও শিখকে কখন বধ করিত না। ইহাদের একরূপ সাঙ্কেতিক ভাষা ছিল, তাহা অপরে বুঝিত না। দলস্থ ঠগেরা উপ-যোগিতানুসারে কেহ নেতা হইত, কেহ পথিকদিগকে ভুলাইয়া অভিপ্রেত স্থানে লইয়া আসিত, কেহ গলায় ফাঁস দিয়া মারিত, কেহ বা চর থাকিত, কেহ কেহ গর্ত্ত খুঁড়িয়া শব পুঁতিত। দক্ষ ও সাহসী ঠগগণ লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাইত।

ঠগেরা সাধারণ দস্যুর মত কেবল দস্যু-বৃত্তি দ্বারাই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নহে। ইহারা রীতিমত সমাজসংগঠন করিয়া ভিন্নজাতি সহ একত্র বাস করিত এবং পুরুষানুক্রমিক নরহত্যা ও চৌর্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহাদের বিশ্বাস, তাহাতে ইহাদের পাপ নাই, বরং নরহত্যা-ব্যবসায়ই তাহাদের কুলধর্ম্ম। সুতরাং যে যত নিষ্ঠুরাচরণ দ্বারা নিরাশ্রয় পথিকদিগকে বধ করিতে পারিত, সেই তত প্রশংসনীয় এবং কালিকাদেবীর প্রিয়পাত্র বলিয়া গণ্য হইত। বাস্তবিক এই পাষণ্ড নারকীদিগের মনে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় বা অনুতাপ ছিল না। সুতরাং এ নির্দ্দয় ভীষণ নরহত্যা-ব্যাপারে ইহাদের প্রাণে সামান্য আঘাতও লাগিত না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই নরপিশাচগণও ঐরূপ বীভৎস ব্যাপারে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে আপনাদের উপাস্যদেবতা ভবানীর পূজা করিয়া তাঁহার প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ কামনা করিত। এমন পৈশাচিক ব্যাপারেও অর্থলোভে তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার এবং কালিকাদেবীর পূজা করিবার জন্য পুরোহিত ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। নিতান্ত দুষ্কর্ম্মী ব্যক্তিও নিজ-পরিবারবর্গের নিকট আপন দুষ্কর্ম্ম গোপন রাখে, তাহাদিগের কাহাকেও নিজের ন্যায় অসৎপথাবলম্বী করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু ঠগেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা বাল্যকাল হইতে পুত্র প্রভৃতিকে রীতিমত নরহত্যা শিক্ষা দিত। প্রথম প্রথম বালকগণ চররূপে সন্ধানে বেড়াইত। তাহার পর তাহাদিগকে হত পথিকদিগের শবদেহ দেখান হইত। তাহারা ঠগদিগের সঙ্গে বাহির হইত এবং পথিকদিগকে ভুলাইয়া এবং অন্যান্য সামান্য বিষয়ে সাহায্য করিত। অবশেষে যখন ইহারা উপযুক্ত হইয়া উঠিত, তখন সর্ব্বশেষ ইহাদের উচ্চাশয়ে চূড়ান্ত সীমা জীবিকার একমাত্র অবলম্বন ফাঁসি হস্তে প্রদত্ত হইত। এই ব্যাপারে দীক্ষিত করিবার সময় একটা উৎসব হইত এবং দীক্ষাগুরু কালীর পূজাদি করিয়া তাহার কপালে দীক্ষা-ফোঁটা দিয়া তাহাকে কালীর প্রসাদী একরূপ গুড় খাইতে দিত। প্রবাদ—ঐ প্রসাদী গুড়ের শক্তি অতি ভীষণ, ইহা খাইলেই সে একজন পাকা ঠগ হইত।

ঠগেরা এতই চতুরতা ও নৈপুণ্য সহকারে তাহাদের ব্যবসায় পরিচালন করিত যে, কখন ধৃত হইত না। ইহারা বিচারকদিগকে প্রভৃত উৎকোচ প্রদান করিয়া পলায়ন করিত। মধ্যভারতের অনেক স্থানে বিশেষতঃ পশ্চিমভারতে অধিকাংশ সর্দ্দার রাজকর্ম্মচারী, কেবল যে ইহাদের দৌরাত্ম্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন, তাহা নহে, তাঁহারা উহাদের চৌর্য্যলব্ধ ধনের অংশ পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতেন। অনেকে আয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া ইহাদিগকে নিজ-শাসনের মধ্যে রক্ষা করিতেন। ইহাদের সহিত এইমাত্র সর্ত্ত থাকিত যে, ইহারা ঐ প্রদেশের মধ্যে নরহত্যা করিতে পাইবে না। সুতরাং অন্য স্থান হইতে এই উপায়ে অর্থাদি আনয়ন করিলে কেহই অসন্তুষ্ট ছিল না। জমিদার, মহাজন, দোকানী, মুদী প্রভৃতি সকলেই অর্থলোভে ইহাদিগের পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং এরূপস্থলে ঠগদিগকে বাছিয়া বাহির করা একরূপ অসম্ভব। কেহ ইহাদিগকে অত্যাচারের ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না। সুতরাং ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূভাগে এই নৃশংস ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। অবশেষে ইংরাজদিগের শাসনে উহা নিবারিত হয়।

যেরূপে এই সকল হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইত, তাহাতে প্রতিবৎসর যে কত লোক ঠগের হস্তে নিহত হইত, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রায় ১০০০০ লোক প্রতিবৎসর ঠগের হাতে প্রাণ হারাইত। এই সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ও অভাবনীয় বোধ হইলেও যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ গবর্মেণ্টের কর্ণগোচর হয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে দোয়াবের নানাস্থানে কূপে ৩০টী শব পাওয়া যায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের সমকালে কাপ্তেন শ্লীমানের চেষ্টায় গবর্মেণ্ট জ্ঞাত হইলেন যে, ভারতবর্ষের কোন স্থানই একবারে ঠগবর্জ্জিত নহে। এই নৃশংস আচার দমন করিবার জন্য গবর্মেণ্ট এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। ঐ ঠগ-নিবারক-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ অপরাধীদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া ঠগদিগের সন্ধান লইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে ধৃত করিতে লাগিলেন। কি ইংরাজরাজ্যে, কি দেশীয় রাজাদিগের শাসনমধ্যে, সর্ব্বত্র এই বীভৎস ঠগ-অত্যাচার-নিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট যে ৯ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করেন, তন্মধ্যে হায়দরাবাদ, সাগর ও জব্বলপুরে প্রায় ২০০০ ঠগ ধৃত ও বিচারিত হয়। ইহাদের মধ্যে ১৪৬৭ জন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত, তন্মধ্যে ৩৮২ জনের বিচারে প্রাণদণ্ড, ৯০৯ জনের নির্ব্বাসন, ৭৭ জনের আজীবন কারাবাস, ৬৯২ জনের নির্দ্দিষ্টকাল কারাবাস, ২১ জনের মুক্তি, ১১ জন পলাতক, ৩১ জন বিচারকালেই গতাসু এবং অবশিষ্ট ২৫০ জন রাজার সাক্ষী বলিয়া গণ্য হয়।* ফাঁসিদার-ঠগের ফাঁসি-দণ্ডই হইত। উক্ত দণ্ডিত ঠগদিগের মধ্যে কেহ কেহ ২০০ শতাধিক নরহত্যা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে।

ঠগদিগকে ন্যায়োপার্জ্জিত বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে শিক্ষাদিবার জন্য জব্বলপুরের মধ্য জেলখানায় এক কার্য্যালয় স্থাপিত হইল এবং তথায় ঠগশিশু ও যুবগণ উর্ণা ও কার্পাসসূত্রের বস্ত্র বয়ন ও তাম্বু প্রস্তুত বিষয়ে শিক্ষিত হইতে লাগিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের আর কোথাও ঠগের নাম শুনা গেল না। লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ভারতবর্ষে সতীদাহের ন্যায় এই একটী ভীষণ ব্যাপারও দমিত হইল। ঠগনিবারক বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে পুলিস ও বিচারক উভয় ক্ষমতাই প্রদত্ত হইয়াছিল। কোন ঠগ অভিযুক্ত হইলে প্রকাশ্যভাবে তাহার বিচার হইত। বলা বাহুল্য, উক্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকুশলতা কঠোররূপে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও তৎপরতার জন্য শীঘ্রই বহু সংখ্যক ঠগ ধৃত হইতে লাগিল। নানাস্থানে ভূরি ভূরি শবদেহ বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপে ঐ বিভাগ অবিচলিত উৎসাহ, অদম্য সাহস এবং অবিশ্রান্ত অধ্যবসায় সাহায্যে কঠোর আইন দ্বারা শীঘ্রই ঠগ-নিবারণ করিয়া, পথিকদিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন। গৌরবের সহিত ঠগ-বিভাগ নিজ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া অবসর লইল।

ঠগাই (দেশজ) ঠকামি।

ঠগী, ঠগের অর্থাৎ শঠদস্যুর কার্য্য, ঠগবৃত্তি।

ঠটুয়া (দেশজ) কর্কশ, তীক্ষ্ণ, অপ্রীতিকর।

ঠট্‌ঠা (দেশজ) ঠাট্টা, তামাসা। ২ সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত বিখ্যাত নগর। [টট্টা দেখ।]

ঠট্‌ঠাবাজ (হিন্দী) ভাঁড়, পরিহাসকারী।

ঠট্‌ঠাবাজি (হিন্দী) তামাসা, পরিহাস।

ঠঠ (অব্য) অনুকরণ শব্দ। চলিত কথায় ঠন্ ঠন্ শব্দ।

"রামাভিষেকে মদবিহ্বলায়াঃ কক্ষাচ্চ্যুতো হেমঘটস্তরুণ্যাঃ।
সোপানমারুহ্য চকার শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ঢঃ॥"

(মহানাটক)

ঠঠঠ (অব্য) অব্যক্ত শব্দ, ঠন্ ঠন্ শব্দ।

ঠণ্ডা (হিন্দী) ঠাণ্ডা, শীতল।

---

* Asiatic Journal, 1836.

ঠণ্ডাই (হিন্দী) শীতলদ্রব্য, শান্তিকর দ্রব্য।

ঠণ্ডী (হিন্দী) ১ শীতল। ২ কফ, সর্দ্দি।

ঠন্‌মনিয়া (দেশজ) চঞ্চল।

ঠন (দেশজ) অবক্ত শব্দ, রিক্ততাবোধক শব্দ।

ঠমক (দেশজ) হেলিয়া দুলিয়া যাওয়া, ভঙ্গীক্রমে গমন করা।

ঠসা (দেশজ, উত্তরবঙ্গে) বধির, কালা।

ঠাওর (দেশজ) স্থির করা, মনোযোগপূর্ব্বক দেখা।

ঠাওরান (দেশজ) মনঃসংযোগপূর্ব্বক দেখা, চিন্তন, স্থিরকরা, বিবেচনা করা।

ঠাঁই (দেশজ) স্থান।

"ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা।" (বিদ্যাসুন্দর)

ঠাকরিকলায় (দেশজ) একপ্রকার কলাই। (Dolichos pilosus)

ঠাকুর (দেশজ) ১ দেবতা। ২ গুরু। ৩ ব্রাহ্মণ। ৪ পূজনীয় ব্যক্তি।

"কতকালে ঠাকুর বুঝিতে এলে ছলে।" (শ্রীধর্ম্মম' ১১০৩)

"ধর্ম্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।" (শ্রীধর্ম্মম' ২১)

ঠাকুরকোটা (দেশজ) দেবতার গৃহ, ঠাকুরঘর।

ঠাকুরঘর (দেশজ) দেবতার গৃহ।

ঠাকুরঝী (দেশজ) ১ শ্বশুরকন্যা, শ্যালিকা। ২ গুরুকন্যা।

ঠাকুরণ (দেশজ) ১ শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। ২ দেবী প্রতিমা।

ঠাকুরদাদা (দেশজ) পিতামহ, পিতার পিতা।

ঠাকুরদাদা (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা।

ঠাকুরদ্বার, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার অধীন একটী তহসীল। অক্ষা° ২৯° ১১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪´ পূঃ; মুরাদাবাদ হইতে ২৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই তহসীলের মধ্যবর্ত্তী বহুস্থানে বিস্তর ঢেরা বা স্তূপ পড়িয়া আছে।

ঠাকুরবংশ, কলিকাতার বিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত সম্ভ্রান্ত পীরালী গোষ্ঠি। ইঁহারা ইংরাজদরবারে বিশেষ সম্মানিত। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজরাজের নিকট পুরুষানুক্রমে 'মহারাজ' উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ভট্টনারায়ণবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই বংশে মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। [পীরালী দেখ।]

ঠাকুরবাটী (দেশজ) ১ দেবগৃহ, ঠাকুরবাড়ী। ২ গুরুগৃহ। ৬পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকেও ঠাকুরবাটী কহিয়া থাকে।

ঠাকুরবাপ (দেশজ) পিতামহ।

ঠাকুরমা (দেশজ) পিতামহী, পিতার মাতা।

ঠাকুরাণী (দেশজ) ১ দেবী, দেবপ্রতিমা। ২ গুরুপত্নী। ৩ শাশুড়ী। ৪ মান্যা স্ত্রী।

ঠাকুরাণী দিদি (দেশজ) পিতামহী।

ঠাকুরালি (দেশজ) ১ কর্তৃত্ব। ২ সম্মান।

ঠাকুরীবংশ, নেপালের একটী পরাক্রান্ত রাজবংশ।

লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের রাজত্বকালে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মা আবির্ভূত হন। ইনিই ঠাকুরীরাজবংশের প্রথম। আপন শৌর্য্যবীর্য্যগুণে ইনি বিস্তীর্ণ জনপদের অধীশ্বর হন। ইনি নামমাত্র লিচ্ছবিরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও স্বয়ং একজন পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। নেপালের পার্ব্বতীয়-বংশাবলীর মতে ৩০০০ কলিযুগাব্দে (অর্থাৎ ১০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) অংশুবর্ম্মা রাজ্যাভিষিক্ত হন এবং তাঁহারই পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে গিয়া তথায় নিজ সম্বৎ চালাইয়া আসেন। ফ্লিট্, হোর্ন্‌লি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, অংশুবর্ম্মা ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন *। কিন্তু উক্ত পার্ব্বতীয়-বংশাবলী ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না।

গোলমাঢ়িটোল-শিলালিপি অনুসারে অংশুবর্ম্মা ও লিচ্ছবিরাজ শিবদেব সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ঐ লিপি ৩১৬ সংখ্যক অনির্দ্দিষ্ট সম্বতে খোদিত হয়। উক্ত য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ অঙ্ক গুপ্ত-সংবৎ-জ্ঞাপক এবং তৎপরে অংশুবর্ম্মা প্রভৃতির লিপিতে যে অঙ্ক আছে, তাহা হর্ষসম্বৎ জ্ঞাপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

হর্ষবর্দ্ধনের সময় চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং নেপালদর্শন করিতেও যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, মহাজ্ঞানী অংশুবর্ম্মা তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পার্ব্বতীয়বংশাবলীতে লিখিত আছে, অংশুবর্ম্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য নেপালে আসিয়া সম্বৎ প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন। ফ্লিট্ প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ পার্ব্বতীয়বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া ঐ বিক্রমাদিত্যকে হর্ষ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যখন উক্ত বংশাবলীতে অংশুবর্ম্মা ৬৮ বর্ষ রাজত্ব করেন, তাঁহার পূর্ব্বে সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল এবং হর্ষের সমসাময়িক চীনপরিব্রাজক লিখিতেছেন, পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল, তখন হর্ষদেব কর্ত্তৃক নেপালের সম্বৎ-প্রচার সম্ভবপর নয়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এই

* Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III, p. 184, and Dr. Hoernle's Synchronistic Table in Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1889, pt. 1.

ফেব্রুয়ারী নেপালে গিয়াছিলেন *। নেপাল হইতে অংশুবর্ম্মার সময়কার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৯ ও ৪৫ অঙ্ক আছে। য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ ঐ অঙ্ক হর্ষ-সম্বৎজ্ঞাপক স্থির করিয়াছেন। ডাক্তার বূহ্‌লর ও ফ্লিট্ সাহেবের মতে ৬০৬-৭ † খৃষ্টাব্দে হর্ষসম্বৎ আরম্ভ হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে অংশুবর্ম্মা (৬০৬+৩৯) ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের লোক হইতেছেন, কিন্তু চীনপরিব্রাজকের বর্ণনা অনুসারে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল। এরূপ স্থলে অংশুবর্ম্মার শিলালিপিবর্ণিত অঙ্ক হর্ষসম্বৎজ্ঞাপক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

পূর্ব্বে অংশুবর্ম্মার সমসাময়িক শিবদেবের যে সংবৎ-অঙ্কিত শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, উহা শকসম্বৎজ্ঞাপক এবং অংশুবর্ম্মার শিলাফলকের অঙ্ক গুপ্তসম্বৎজ্ঞাপক ধরিয়া লইলে আর কোন গোল থাকে না। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য গুপ্তসম্বৎ প্রচার করেন। তিনি নেপালের লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। [গুপ্ত-রাজবংশ শব্দ দেখ।] বিবাহ করিতে গিয়া তিনিই যে নেপালে আপনার সম্বৎ প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১ম শিবদেবের শিলাফলক অনুসারে ৩১৬ (শক) সংবতে অর্থাৎ ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে অংশুবর্ম্মার পরাক্রম নেপালে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বেই (অর্থাৎ ৩১৯+৩৪= ৪৫৩ খৃষ্টাব্দের অনতিপরে) তিনি মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

অংশুবর্ম্মার পর তদ্বংশীয় কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করেন, সাময়িক শিলাফলক হইতে এখনও তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পার্ব্বতীয়বংশাবলীর মতে অংশুবর্ম্মার পর তৎপুত্র কৃতবর্ম্মা, তৎপরে যথাক্রমে ভীমার্জ্জুন, নন্দদেব, বীরদেব, চন্দ্রকেতুদেব, নরেন্দ্রদেব, বরদেব, শঙ্করদেব, বর্দ্ধমানদেব, গুণকামদেব, ভোজদেব, লক্ষ্মীকামদেব ও জয়কামদেব রাজত্ব করেন। শেষ রাজার পুত্র না হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুর পর নবাকোটের ঠাকুরীবংশীয় ভাস্করদেব সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বলদেব, পদ্মদেব, নাগার্জ্জুনদেব ও শঙ্করদেব রাজা হন। তাঁহার মৃত্যুর পর অংশুবর্ম্মার বংশীয় আর এক শাখাভুক্ত বামদেব সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পর পুত্রাদি ক্রমে বামদেব, হর্ষদেব, সদাশিবদেব, মানদেব, নরসিংহদেব, নন্দদেব, রুদ্রদেব, মিত্রদেব, অরিদেব, অভয়মল্ল ও আনন্দমল্ল রাজা হন। আনন্দমল্লের সময় কর্ণাটকবংশীয় নান্যদেব নেপাল-রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই খানেই ঠাকুরীবংশের রাজত্ব ফুরায়। এখনও নেপালের নানাস্থানে ঠাকুরীবংশের বাস আছে। তাঁহাদের অবস্থা হীন হইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে রাজবংশীয় বলিয়া সম্মানিত ও গৌরবান্বিত বোধ করেন।

ঠাকুরুণ (দেশজ) ১ শাশুড়ী। ২ দেবীপ্রতিমা।

ঠাট (দেশজ) ১ প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া অন্য ভাবে প্রকাশ করা, ছলনা করা। ২ ভাবভঙ্গী।

"আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥" (বিদ্যাসুন্দর)

৩ ছাঁচ। ৪ আকৃতি, পত্তন, কাঠাম। ৫ সৈন্যশ্রেণী।

"প্রবেশে অজয় তটে ভূপতির ঠাট।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ২।১৮১)

ঠাটর (দেশজ) ১ তামাসা। ২ ভঙ্গিমা।

ঠাট্টা (দেশজ) পরিহাস, বিদ্রূপ, উপহাস।

ঠাটঠমক (দেশজ) ১ অঙ্গভঙ্গিমা। ২ জাঁকজমক।

ঠাঠর, ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডবর্ণিত স্বর্গভূমির মধ্যভাগে কাশীর যোজনান্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। মুসলমান-রাজত্বকালে এখানে অনেক ধনী ঠঠেরা বা কাংস্যকার বাস করিত, তদনুসারে ইহার ঠাঠর নাম হয়। ভূমিহার জাতি এখানকার রাজা হইয়াছিল। গোপালসিংহ নামে একব্যক্তি মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া এখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কোটগড় তাঁহার নির্ম্মিত। তাঁহার পর গৌতমগোত্রীয় রাজপুতগণ এখানকার অধিকারী হন। এখন পূর্ব্বসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন কেবল কৃষকের বাস। (ব্রহ্মখ° ৫৭।২৩৭-২৪৬)

ঠাড় (দেশজ) খাড়া, সোজা।

ঠাড়া, কাশীর পশ্চিমে নন্দানদীর তীরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে হিন্দু-যবনে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। (ব্রহ্মখ° ৫৭।২৩।২৭)

ঠাড়েশ্বরী, এক প্রকার সন্ন্যাসী। ইহারা দিবারাত্র দণ্ডায়মান থাকেন। এই অবস্থায় আহারাদি সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করেন এবং সম্মুখে একটা কিছু অবলম্বন করিয়াই এইরূপ ভাবে নিদ্রা যান।

ঠাণ্ডা (দেশজ) ১ শীতল। ২ শান্ত, সুবোধ।

ঠাণ্ডাই (দেশজ) ১ শীতল দ্রব্য। ২ যাহাতে শরীর ঠাণ্ডা বোধ হয়।

ঠাণ্ডী (দেশজ) ১ কফ, সরদী। ২ বাতরোগ।

ঠাপ (দেশজ) অঙ্গের ফাঁকা স্থানে অপরের অঙ্গ দ্বারা আঘাত।

* Cunningham's Ancient Geography of India, P. 555.
† Buhler's Note on the Twenty-three inscriptions from Nepal, p. 45; and Flee't Inscriptions of the Gupta King.

ঠাম (দেশজ) ১ ভঙ্গী। ২ মনোহর, চারু, সুদৃশ্য।

ঠায় (দেশজ) স্থিরভাবে।

ঠার (দেশজ) সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইসারা।

ঠারণ (দেশজ) সঙ্কেত করণ।

ঠারাঠারি (দেশজ) পরস্পর চক্ষুদ্বারা ইসারা।

ঠারি (দেশজ) ১ দৃষ্টিনিক্ষেপ। ২ চক্ষুদ্বারা সঙ্কেত।

ঠাস্ (দেশজ) পরস্পর সংলগ্ন হওয়া, ঘন, ঘেঁসাঘেঁসি।

ঠাসন (দেশজ) ১ চাপিয়া ধরণ। ২ ঘন করণ।

ঠাসা (দেশজ) ১ চাপা, চাপিয়া ধরা।

ঠাসাঠাসি (দেশজ) চাপাচাপি, ঘেঁসাঘেঁসি।

ঠাহর (দেশজ) ১ বিবেচনা, ভাবিয়া দেখা।

ঠাহরণ (দেশজ) ১ বিবেচনা করিয়া দেখা। ২ সঙ্কল্প করণ।

ঠিক (দেশজ) ১ নিশ্চিত, স্থির, যথার্থ। ২ বশীকরণাদি প্রকরণ।

ঠিক্‌ঠাক্ (দেশজ) প্রকৃত, যথার্থ।

ঠিকজী (দেশজ) সংক্ষিপ্ত জন্মপত্রিকা, যাহাতে জন্মলগ্নাদি ঠিক করিয়া লিখিত থাকে।

ঠিকরণ (দেশজ) ১ সরিয়া পড়া। ২ বিচলিত হওয়া। ৩ স্থানভ্রষ্ট হওয়া।

ঠিকরা (দেশজ) ১ কোন দ্রব্য কোন দ্রব্যের উপর বেগে পড়িয়া ফিরিয়া আসে। লাফাইয়া উঠা। ২ এক প্রকার কলাই। (Dolichos pilosus) ৩ কলিকায় তামাক সাজিবার পূর্ব্বে গর্ত্তস্থানে যে খিচ দেওয়া যায়।

ঠিকরী (দেশজ) খোলা, খাবরা।

ঠিকা (দেশজ) ১ অস্থায়ী কর্ম্ম। ২ অল্প সময়ের জন্য অধিকৃত। যথা—ঠিকাজমি। ৩ দৈনন্দিন বেতনভোগী।

ঠিকানা (দেশজ) অবধারিত স্থান, বসতির নিদর্শন।

ঠিকিরী (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Phaseolus radiatus)

ঠিন্‌মিনা (দেশজ) রোগে বা দুর্ব্বলতায় কম্পমান বা চঞ্চল।

ঠিলি (দেশজ) ক্ষুদ্র কলসী, ছোট ঘট।

ঠুংরি, ১ সম্পূর্ণ রাগবিশেষ, মারু, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট ও লুম অথবা বারোঞা ও বেহাগযোগে উৎপন্ন। (সং-রত্না°) ২ তালবিশেষ। ইহা চারিমাত্রার তাল, দুই তাল ও দুই ফাঁক। বোল যথা—

	+	০	১	০
(১)	ধেধা,	কিটি,	নেধা,	কিটি : :
(২)	তাত্রাকি	মুন	ধা,	থুন্না : :
(৩)	ধাক,	ধিন্	ধেধা,	গেদিন্ : :
(৪)	ধাগে,	ধিন্‌ধিন্	ধাগে,	ধিন্‌ধিন্ : :

(সংরত্না°)

ঠুঁটা (দেশজ) ১ বিকলাঙ্গ। ২ যাহার হাত নাই।

ঠুকনি (দেশজ) ঘা, আঘাত।

ঠুকর (দেশজ) ঠোকর, আঘাত।

ঠুকি (দেশজ) আঘাত করা, ঘা মারা।

ঠুকঠুকনি (দেশজ) কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত।

ঠুন্‌ঠুন্ (দেশজ) ইত্যাকার শব্দ।

ঠুন্‌ঠুননি (দেশজ) ছোট ঘণ্টার ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ।

ঠুন্‌কা (দেশজ) ১ ভঙ্গপ্রবণ, যাহা অল্প আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায়। ২ স্ত্রীলোকের স্তনরোগবিশেষ।

ঠুলি (দেশজ) ১ গো অশ্বাদির চক্ষুর আবরণ। ২ চসমা।

ঠেঁঠা (দেশজ) ১ অবাধ্য। ২ কর্কশভাষী, কেইয়া, বেহায়া।
"বুড়ি বলে ঠেঁটা বেটী যানা আন্ বাটে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১।১৯৮)

ঠেঁঠামি (দেশজ) অবাধ্যতা।

ঠেঁটী (দেশজ) ১ খাট কাপড়। ২ অবাধ্য স্ত্রীলোক।

ঠেক (দেশজ) ১ তণ্ডুলাদির আধারবিশেষ। ২ অবলম্বন, আটক। ৩ প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত। ৪ স্পর্শ।

ঠেকনা (দেশজ) অবলম্বনদণ্ড, ঠেস।

ঠেকা (দেশজ) ১ অবলম্ব। ২ পড়া।
"অভাগী আপন দোষে ঠেকে গেল ফাঁদে।" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ১।২০৭)

ঠেকাঠেকি (দেশজ) পরস্পরে পরস্পরের কার্য্যে বাধা দেওয়া।

ঠেকান (দেশজ) ১ থামান। ২ প্রতিবন্ধকতাচরণ।

ঠেকানি (দেশজ) বাধা, প্রতিবন্ধ।

ঠেকার (দেশজ) অহঙ্কার, দম্ভ, বাচালতা।

ঠেকারিয়া (দেশজ) অহঙ্কারী, দাম্ভিক, বাচাল।

ঠেকারী (দেশজ) অহঙ্কারী, বাচাল।

ঠেকাল (দেশজ) কঠিন, বাধা-বিপত্তিময়।

ঠেকুয়া (দেশজ) অবলম্বন, ঠেস।

ঠেঙ্গ (দেশজ) পা।

ঠেঙ্গা (দেশজ) দণ্ড, লাঠি।

ঠেঙ্গাঠেঙ্গি (দেশজ) লাঠালাঠি।

ঠেঙ্গাড়িয়া (দেশজ) লেঠেল, যে লাঠি মারিয়া বেড়ায়।

ঠেঙ্গান (দেশজ) লাঠি মারা।

ঠেলন (দেশজ) ফেলন, অমান্যকরণ, দূরীকরণ।

ঠেলা (দেশজ) ১ ধাক্কা। ২ প্রতিবাদ।

ঠেলাঠেলি (দেশজ) ১ পরস্পরে ঠেলা। ২ ভিড়ে পরস্পরে ধাক্কা।

ঠেলান (দেশজ) ধাক্কা মারা।

ঠেশ (দেশজ) সংলগ্ন হওয়া, আঘাত লাগা, ধাক্কা লাগা।

ঠেস (দেশজ) ঠেশ্।

ঠেসাঠেসি (দেশজ) গায়গায় লাগা।
ঠেস্‌ঠাস্‌ (দেশজ) ১ অবলম্ব, ঠেকো।
ঠোঁট (দেশজ) ওষ্ঠ, চঞ্চু।
ঠোঁটকাটা (দেশজ) ১ ধূর্ত্ত, প্রগল্‌ভ, দুষ্ট। ২ বাচাল।
ঠোঁটঠোঁটে (দেশজ) মুখে মুখে।
ঠোকন (দেশজ) আঘাত করণ, ধাক্কা।
ঠোকর (দেশজ) আঘাত।
ঠোকরাণ (দেশজ) মুখদ্বারা অল্প অল্প স্পর্শ বা আঘাত করা।
ঠোকা (দেশজ) আঘাত।
ঠোকান (দেশজ) অপর দ্বারা মারা।
ঠোকানি (দেশজ) মারণ, আঘাত করা।
ঠোক্‌চাপরা (দেশজ) খুঁতখুঁতে, সহজে সন্তুষ্ট নয়।
ঠোনা (দেশজ) অঙ্গুলি দ্বারা গালে আঘাত করা।

"করিয়া মহাক্রোধ না মানে উপবোধ,
খুল্লনা মারিল ঠোনা।" (কবিকঙ্কণ)

ঠোস (দেশজ) ১ গলিত ধাতুর ফোঁটা। ২ ফোস্কা। ৩ ফুলিয়া উঠা।
ঠোসেঠাসে (দেশজ) সংক্ষেপে।
ঠৌর (দেশজ) নিশ্চয়তা।
ঠ্যাঙ্‌ (দেশজ) পাদ, চরণ, পা।
ঠ্যাটা (দেশজ) অত্যাচারী, দুষ্ট, বঞ্চক।

ড

ড ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ ও টবর্গের তৃতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন, জিহ্বামধ্য দ্বারা মূর্দ্ধস্থান স্পর্শ, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ ও অল্প প্রাণ। মাতৃকান্যাসে দক্ষিণপাদগুল্‌ফে ন্যাস করিতে হয়।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে ইহার লিখনপ্রণালী এই প্রকার লিখিত হইয়াছে,—উর্দ্ধাধঃক্রমে একটা রেখা টানিয়া মধ্যে আকুঞ্চিত করিয়া দিবে। এই অক্ষরে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও ভবানী নিত্য বিরাজিত আছেন। এই অক্ষর ব্রহ্মরূপিণী ও মহাশক্তি মাত্রা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"উর্দ্ধাধঃক্রমতোরেখা মধ্যে ত্বাকুঞ্চিতা তথা।
লক্ষ্মীবাণী ভবানী চ ক্রমশস্তত্র সংস্থিতা॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

বর্ণাভিধানতন্ত্রে ইহার বাচকশব্দ যথা,—স্মৃতি, দারুক, নন্দিরূপিণী, যোগিনী, প্রিয়, কৌমারী, শঙ্কর, ত্রাশ, ত্রিবক্র, নদক, ধ্বনি, দুরূহ, জটিলী, ভীমা, দ্বিজিহ্ব, পৃথিবী, সতী, কোরগিরি, ক্ষমা, কান্তি, নাভী, স্বাতী, লোচন।

ইহার স্বরূপ—সদা ত্রিগুণযুক্ত, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত, চতুর্জ্ঞানময়, আত্মতত্ত্বময় ও পীত বিদ্যুল্লতাকার। (কামধেনুতন্ত্র) ইহার ধ্যান—

"জবাসিন্দূরসঙ্কাশাং বরাভয়করাং পরাম্।
ত্রিনেত্রাং বরদাং নিত্যাং পরমোক্ষপ্রদায়িনীং॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার বর্ণ জবা ও সিন্দূর সদৃশী, অভয়প্রদায়িনী, ত্রিনেত্রা, বরদায়িনী, নিত্যা ও ব্রহ্মরূপিণী। ইহাকে ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে।

এই অক্ষর পদ্যের আদিতে বিন্যাস করিলে শোভা হয়।
"ডঃ শোভাং ঢো বিশোভাং" (বৃত্ত° র° টী°)

ড (পুং) ডয়তে উড্ডীয়তে ভক্তানাং হৃদয়াকাশে যঃ। ডী বাহুলকাৎ ড। ১ শিব। ২ শব্দ। ৩ ত্রাশ। (একাক্ষরকোষ) ৪ বাড়বাগ্নি। (স্ত্রী) ৫ ডাকিনী। (মেদিনী)

ডকার (পুং) ড কারপ্রত্যয়ঃ। ডস্বরূপ বর্ণ।

ডক্কারী (স্ত্রী) চণ্ডালের ঢক্কা।

ডগণ (পুং) ছন্দোগ্রন্থোক্ত পাঁচভাগে বিভক্ত গণবিশেষ। যথা—(ঃঃ গজ ১) (॥। রথ ২) (।ঃ। অশ্ব ৩) (ঃ॥ পদাতি ৪) (।।।। পত্তি ৫)

ডকৃদে, ভারতবর্ষীয় আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ।

ডগ্‌মগ (দেশজ) নিমগ্ন, আবিষ্ট।

"ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরায়ে জিজ্ঞাসা করে॥"
(বিদ্যাসুন্দর)

ডগর (দেশজ) ঢক্কা, ঢাক।

ডগা (দেশজ) বৃক্ষাগ্র, আগা, অগ্রভাগ, অপক্ব, কচি।

ডগাকড়ি (দেশজ) বৃহদাকার কড়ি।

ডগাল (দেশজ) ডগা বা প্রান্তভাগযুক্ত।

ডগি (দেশজ) প্রান্ত, কচি, অপক্ব।

ডগিরা (দেশজ) উচ্চ, বৃহৎ।

ডগিরাকলা (দেশজ) এক প্রকার বৃহদাকার কদলী, ইহা অব্যবহার্য্য।

ডগ্‌ডগিয়া (দেশজ) উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ।

ডঙ্কা (স্ত্রী) ডমিতাব্যক্তশব্দং কায়তি কৈ-ক-টাপ্। ১ দুন্দুভিধ্বনি, লোকদিগকে জানান দিবার জন্য বাদিত হয়। ২ টিকারা।

ডঙ্কোণি (দেশজ) ডানকোণি লতা। (Pladera decussata)

ডঙ্গর (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Ficus hirsuta)

ডঙ্গরখীরেণিয়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডঙ্গরী (স্ত্রী) ডং ভয়ং গিরতি নাশয়তি গৃ-অচ্ পৃষো° সাধুঃ, গৌরাং ঙীষ্। লতাফল, দীর্ঘকর্কটী। চলিত কথায় কাঁকড়ী। পর্য্যায়—ডাঙ্গরী, দীর্ঘের্ব্বারু, দঙ্গরী, ডঙ্গারী, নামগুণ্ডী, গজদন্তফলা। ইহার গুণ—শীতল, রুচিকারক, দাহ, পিত্ত, অস্রদোষ, অর্শ, জাড্য ও মূত্ররোধদোষনাশক, তর্পণ ও গৌল্য। (রাজনি°)

ডণ্ড (দেশজ) দণ্ড।

ডণ্ডা (দেশজ) ১ দণ্ড, লাঠী। ২ পাখীর দাঁড়। ৩ আলোকপাত্র। ৪ অবলম্বন-দণ্ড।

ডণ্ডী (দণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ) ১ দণ্ডী। ২ যাহার দণ্ড হইয়াছে।

ডম (পুং) ডং নীচযোনিত্বাৎ ভীতিং মাতি মা-ক। বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, চলিত কথায় ডোম। ব্রহ্মবৈবর্তমতে চাণ্ডালীর গর্ভে লেটের ঔরসে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। (ব্রহ্মবৈ° পু°) [ডোম দেখ।]

ডমর (ক্লী) মৃ ভাবে অপ্ মরঃ পলায়নং ডেন ত্রাসেন মরঃ পলায়নং ৩য়া-তৎ। ১ ভীতিদ্বারা পলায়ন, ভয় পাইয়া পলায়ন। পর্য্যায়—শৃগালিকা, বিদ্রব, ডিম্ব। (হারাবলী) (পুং) ডেন ভয়েন মরো মৃতিরিব যত্র বহুব্রী। ২ পরচক্রাদিভয়। ৩ অস্ত্রকলহ, দাঙ্গা, মারামারি। পর্য্যায়—বিপ্লব, ডিম্ব, বিম্ব, ডামর। (ভরত)

"তল্লক্ষণোঽস্থকেতুঃ স তু রূক্ষঃ ক্ষুদ্রাবহঃ প্রোক্তঃ।
স্নিগ্ধস্তাদৃক্ প্রাচ্যাং শাস্ত্রাখ্যো ডমরমরকায়ঃ॥" (গর্গ)

ডমরিন্ (পুং) ডমর-ণিনি। ছোট ডমর।

ডমরু (পুং) ডমিত্যব্যক্তশব্দং ঋচ্ছতি ডম-ঋ-কু (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বাদ্যবিশেষ, কপালিযোগিবাদ্য। (ভরত) চলিত কথায় ডুগ্‌ডুগি। আর্য্যদিগের একটী প্রাচীন ও ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্র। সাপুড়িয়ারা ইহা বাজাইয়া সাপখেলায় ভল্লুক ও বানর-ক্রীড়কেরাও ইহা ব্যবহার করে। এই যন্ত্র মহাদেবের অতিশয় প্রিয়। যোগীরা এই যন্ত্র বাজাইয়া যে কোন আশ্রমে অবস্থান করিবে।

"বাদয়ন্ ডমরুং যোগী
যত্র কুত্রাশ্রমে স্থিতঃ।" (যোগসার)

মহাদেবের হস্তে এই যন্ত্র সর্ব্বদা রহিয়াছে।

"ত্রিশূলডমরুকরং।" (শিবধ্যান।)

এই গ্রাম্যযন্ত্রের দুই মুখ চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত ও ইহার মধ্যভাগ সঙ্কীর্ণ। তথায় দুইটী রজ্জুতে দুইটী সীসক-গুড়িকা আবদ্ধ থাকে। মধ্যস্থল ধরিয়া নাড়িলেই এই যন্ত্র বাজিতে থাকে। (যন্ত্রকো°)

২ বিস্ময়, চমৎকার। (ত্রিকা°)

ডমরুকা (স্ত্রী) ডমরু-কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ।

ডমরুমধ্য (স্ত্রী) ডমরু ইব মধ্যো যস্য বহুব্রী। যোজক। যে সঙ্কীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহৎ ভূভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে।

ডমসার, পূর্ব্ববঙ্গের একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ১৯।৫২)

ডম্ফ, এক প্রকার প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র। একটী বৃহৎ চক্রাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের একদিকে চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেই সমধিক ব্যবহৃত হয়। (যন্ত্রকো°)

ডম্বর (পুং) ডপ-অরন্। ১ সমূহ, আড়ম্বর। ২ আয়োজন।

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরঃ।" (চাণক্য)

৩ ধাতৃদত্ত কুমারানুচরভেদ।

"ডম্বরাডম্বরৌ চৈব দদৌ ধাতা মহাত্মনে।" (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

৪ বিস্তার। ৫ বিলাস।

ডয়ন (ক্লী) ডীয়তে আকাশমার্গে গম্যতে অনেন ডি করণে ল্যুট্। ১ কর্ণীরথ, পাল্কী, ডুলি। ডী ভাবে ল্যুট্। ২ নভোগতি, আকাশে উড্ডয়ন, ওড়া।

ডর (হিন্দী) ভয়, ত্রাস, শঙ্কা।

"নিবেদন নাহি করি ডরে।" (কবিকঙ্কণ)

ডরকরঞ্জ (দেশজ) ডহরকরঞ্জ। (Galedupa arborea)

ডরাণ (দেশজ) ভয় পাওয়ান।

ডরাণিয়া (দেশজ) ভীত, আশঙ্কিত।

ডলন (দেশজ) ১ কোন কিছু দ্বারা ঘর্ষণ। ২ রুটী বেলিবার যন্ত্র।

ডলনা (দেশজ) বেলিবার কাষ্ঠ বা পাষাণময় যন্ত্র।

ডলা (দেশজ) ১ ঘষা। ২ বেলা।

ডলান (দেশজ) ১ ঘষান। ২ বেলান।

ডল্লক (স্ত্রী) ১ বংশাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। চলিত কথায় ডালা। ব্রতাদিতে ডল্লকে ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া উপবীত ও বস্ত্র দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়।

"ত্রিশতঞ্চ ষষ্ট্যধিকং ডল্লকং বস্ত্রসংযুতং।
সভোজ্যং সোপবীতঞ্চ সোপহারং মনোহরং॥" (ব্রহ্মবৈ° পু°)

২ কাশ্মীরের এক রাজা।

"অলুণ্ঠয়ৎ প্রজা নিত্যং ডল্লকো নাম দৈশিকঃ।"
(রাজতর° ৭।১৪৯)

ডল্লনাচার্য্য, নিবন্ধসংগ্রহ"নামধেয় সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইঁহার পিতার নাম ভরত।

ডবিত্থ (পুং) ১ কাষ্ঠময় মৃগ। "ডিত্থঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী ডবিত্থস্তন্ময়ো মৃগঃ।" (মুগ্ধবো°) ২ দ্রব্যবাচি সংজ্ঞাভেদ।

"দ্রব্যশব্দাঃ একব্যক্তিবাচিনো হরিহরাডিত্থডবিত্থাদয়ঃ।"
(সাহিত্যদর্পণ)

ডহর (দেশজ) ১ গভীর, অতিশয় নিম্নস্থান। ২ নৌকার খোল।

ডহরকরঞ্জ (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Galedupa arborea)

ডহালা (স্ত্রী) ডাহলভূমি, চেদিরাজ্যের অপর নাম।
[ডাহল দেখ।]

ডহু (পুং) দহতি তাপয়তি সর্ব্বশরীরং দহ-কু (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সাধুঃ। বৃক্ষবিশেষ, ডেও, মাদার। হিন্দী ডহার। পর্য্যায়—লকুচ, লিকুচ। (অমর) ইহার গুণ—গুরু, ত্রিদোষ ও শুক্রপুষ্টিকারক। (রাজনি°)। [লকুচ, ডেথ]

ডহুয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, লকুচ, ডেও।

ডহূ (পুং) পুষো° সাধু। ডহু, ডেও।

ডা (স্ত্রী) ডী-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ডাকিনী। (মেদিনী)

ডা (আরবী) হুসেনের মৃত্যুস্মরণার্থ মুসলমানদিগের উৎসববিশেষ।

ডাইন (দেশজ) ১ দক্ষিণ। ২ ডাকিনী, ডাইনী।

ডাইন্‌কোনা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, ডানকোণা।

ডাইন্‌পনা (দেশজ) ডাকিনীর কার্য্য। কুহক।

ডাইন্‌হাত (দেশজ) দক্ষিণহস্ত।

ডাইনী (দেশজ) ডাকিনী, কুহকিনী, মায়াবিনী।

ডাঁট (দেশজ) অপক্ব, কঠিন।

ডাঁটন (দেশজ) কোন ব্যক্তিকে ভীত, চকিত বা দণ্ডিত করণ।

ডাঁটা (দেশজ) ১ দণ্ড। ২ শাখা। ৩ ভীত। ৪ দণ্ডিত।

ডাঁটাল (দেশজ) দণ্ড বা শাখাযুক্ত।

ডাঁটি (দেশজ) ক্ষুদ্র দণ্ড।

ডাঁড় (দেশজ) ১ নৌকাবাহন-দণ্ড। ২ পক্ষিগণের বসিবার দণ্ড।

ডাঁড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ, দ্রোণকাক। [কাক দেখ।]

ডাঁড়া (দেশজ) ১ মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠের শিরদাঁড়া। [মেরুদণ্ড দেখ।] ২ রীতি, চরিত্র, ধারা। ৩ দণ্ডায়মান, দাঁড়া।

ডাঁড়ান (দেশজ) উঠা, দণ্ডায়মান, দাঁড়ান।

ডাঁড়াশ (দেশজ) বৃহদাকার কিন্তু নিরীহ সর্পবিশেষ। (Coluber boæformis, *Shaw.*)

ডাঁড়িকা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus barbigar, *Buch,*)

ডাঁড়ী (দেশজ) ১ যে নৌকার ডাঁড় বহে। ২ ছেদ।

ডাঁড়ুকা (দেশজ) বেড়ী, হাতকড়ি, জিঞ্জির।

ডাঁপ (দেশজ) রেল, বাঁশের খুঁটি।

ডাঁশ (দেশজ) মশকবিশেষ, দংশমক্ষিকা। [মশক দেখ।]

ডাঁশা (দেশজ) ১ পরিবর্ত্তন, (পরিপক্বের ভাব। ২ চক্রবাড়।

ডাঁশাল (দেশজ) পাকার মত হওয়া।

ডাক্ (দেশজ) ১ ডাহুক পক্ষিবিশেষ। ২ আহ্বান, ৩ শব্দ, চীৎকার। ৪ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম্য আনদ্ধ যন্ত্র। (যন্ত্রকো°)

ডাকখরচ (দেশজ) ডাকে যাইবার মাসুল, পোষ্টেজ।

ডাকঘর (দেশজ) যেখান হইতে চিঠিপত্র রওনা ও বিলি হয়। (Post-office)

ডাকঘর বা ডাকবিভাগের কাণ্ড নিতান্ত আধুনিক নয়। বহুদিন হইতেই রাজন্যবর্গ আপনাদের রাজকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য ডাকপিয়াদা নিযুক্ত করিতেন। তাহারা সংবাদজ্ঞাপক পত্রাদি লইয়া দ্রুতবেগে একস্থান হইতে অন্যস্থানে তথা হইতে আবার আর একজন সেই পত্রাদি লইয়া দ্রুতবেগে অন্যস্থানে এইরূপে বহুদূর দেশান্তরে অল্প সময়মধ্যে সংবাদ প্রেরিত হইত। এমন কি ভারতবর্ষে ও আমেরিকার মেক্সিকোবাসী প্রাচীন অজতেক জাতির * মধ্যেও এইরূপে সংবাদ আদান-প্রদানের নিয়ম প্রচলিত ছিল। রোমসাম্রাজ্যের সমৃদ্ধিকালে তথায়ও বহুতর ডাক-বিভাগ ছিল, তাহাকে (Cursus publicus) বলা হইত †।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে ফ্রান্সে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দে ফরাসীরাজ ১৪শ লুইর সময়ে তাহার অনেক উন্নতি সাধিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী-বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের লোকসাধারণের মধ্যেও ডাকপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া-রাজের আনুকূল্যে ফ্রান্স (Franz von Thun) ও টাক্সিস্ (Taxis) সার্ব্বজনিক ডাকবিভাগ স্থাপন করেন। প্রথমে তাঁহারা ব্রুসেল্‌স্ ও ভিয়ানার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য কএকটি ডাকঘর স্থাপন করেন, ক্রমে তাঁহাদিগের যত্নে বহু দূরস্থিত নেপল্‌স্ ও ভিনিশ পর্য্যন্ত ডাকবিভাগ স্থাপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে শেরশাহের যত্নে ঘোড়ার ডাক এবং দিল্লীশ্বর অকবরের যত্নে মোগলসাম্রাজ্যের সর্ব্বস্থানে অল্পসময়ের মধ্যে সংবাদ যাওয়া আসার জন্য ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়। খাফিখাঁ নামক মুসলমান-ইতিহাসে লিখিত আছে; "বাদশাহ অকবর যে নূতন নিয়ম প্রচলন করেন, তন্মধ্যে 'ডাক-মেবড়া' একটী উল্লেখযোগ্য। তাহাদের সকল স্থানেই আড্ডা ছিল।" ‡ আবুল-ফজলের আইন্-ই-অকবরীতে লিখিত আছে; 'মেবড়াগণ মেবাটের অধিবাসী, তাহারা দ্রুতগামী বলিয়া বিখ্যাত। তাহারা বহুদূর হইতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদাদি আনিয়া দিত। তাহারা উত্তম গুপ্তচর বলিয়াও গণ্য।'

ইংলণ্ডরাজ ১ম চার্লসের সময় গ্রেটবৃটনে ডাকবিভাগ স্থাপিত হয়, কিন্তু গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল। মহামতি পিটের মন্ত্রিত্বকালে ডাকের অত্যাবশ্যকতা ইংরাজ-সাধারণে উপলব্ধি করেন। এই সময় হইতে ডাকের উন্নতি আরম্ভ হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডাক প্রচলিত হয়।

ডাক হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়িগণের সমধিক উপকার সাধিত হইলেও পূর্ব্বে বণিকগণ ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান ঊনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ডাকবিভাগের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ডাকবিভাগ দ্বারা কেবল রাজা ও রাজপুরুষগণের সুবিধা ছিল। এখন কি রাজা, কি প্রজা সকলেরই সমান উপকার সাধিত হইয়াছে। এই ডাক হওয়ায় বাণিজ্যাদিরও কিরূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে রাউল্যাণ্ড-হিল ইংরাজদিগকে যে কোন দূরের চিঠি হউক না কেন একহারে অর্থাৎ ১ কাঁচ্চা ওজনের পত্রাদিতে এক পেনি খরচা দিতে সম্মত করাইলেন। য়ুরোপের অপরাপর দেশেও অতি অল্প দিনমধ্যেই সকলে

* Prescott's Conquest of Mexico, Vol. I. ch. II.

† A. T. Hadley's Cyclopædia of Political Science &c., art 'Post-office,'

‡ Khafi-khan, I. p. 243.

রাউলাণ্ড-হিলের পক্ষ অবলম্বন করিল। ভারতের ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা বড়লাট ডালহৌসি এখানে সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বজনিক ডাকবিভাগ স্থাপন করেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়া হইতে সর্ব্বপ্রথম পোষ্টকার্ড প্রচলিত হয়। পরে তাহাও অতি অল্প দিনমধ্যেই জগতের সকল সুসভ্য দেশেই অবলম্বিত হইল।

পূর্ব্বে দেশভেদে ডাকখরচার হারও কমবেশ ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ডাক-সম্মিলন (International postal union) হইল। তদনুসারে বিদেশে চিঠি পাঠাইতে হইলে আর খরচার হার লইয়া গোলযোগ থাকিল না।

এখন সকল সুসভ্য দেশের প্রধান প্রধান নগরে ও গ্রামাদিতে ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। ডাক হইতে সকল লোকে সমান সুবিধা ভোগ করিলেও ডাকবিভাগ দেশের রাজার অধীন।

ডাকচৌকিয়া (দেশজ) যে ডাক বা পত্রাদি লইয়া যায়।

ডাকচৌকী (দেশজ) যেখানে ডাক বদল হয়।

ডাকডোক (দেশজ) শব্দ, স্বর।

ডাকন্ (দেশজ) আহ্বান করা, ডাকা, হাঁকা, চেঁচান।

ডাকপত্র (দেশজ) ডাকের চিঠি, ডাকঘর হইতে যে পত্র আসে।

ডাকপুরুষ, এই ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ কতকগুলি বচন বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। লোকে ঐ গুলিকে ডাকপুরুষের বচন বা ডাকের বচন বলিয়া অতিশয় মান্য করে। ঐ সকল বচন প্রায় খনার বচনের মত এবং রন্ধন, ভোজন, বাসস্থাননির্ণয়, সুগৃহিনী ও কুগৃহিণীর লক্ষণ, শিশুর শুশ্রূষা, নানাবিধ সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতি হইতে সংক্ষেপে লগ্ননির্ণয়, বিবাহগণনা, যাত্রাদি বিষয়ক উপদেশ, বর্ষাগণনা প্রভৃতি চলিত ভাষায় বর্ণিত আছে। ঐ সকল বচন দেখিয়া বোধ হয়, উহা সাধারণ গৃহস্থ ও কৃষকদিগের জন্য রচিত হইয়াছিল। ডাকপুরুষ নিজেও ততদূর পণ্ডিত ছিলেন না, তাহা তাঁহার বচন দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তিনি কৃষিজীবী এবং জাতিতে গোয়ালা ছিলেন। যথা—

"আয় ব্যয় করে শাশুড়ীকে পুছে।
সর্ব্বকাল স্বামীকে পূজে।
তাহাকে ধর্ম্ম আপুনি বুঝে॥
রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রান্ধে।
খড় কাঠা বর্ষাকে বান্ধে॥
ফুট ভাষে ডাকগোয়ালে।
এ গৃহিণীতে ঘর না টলে॥"

"গৃহিনী হইয়া রূপে বুলে।
স্বামীর পীড়ি পায়ে ঠেলে॥
ঘর নাশে অল্প কালে।
ফুট ভাষে ডাক গোয়ালে॥" ইত্যাদি।

এই সকল বচন দ্বারা ডাকের বহুদর্শী অভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ বিষয়জ্ঞান, লোকচরিত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি, জ্যোতিষজ্ঞান প্রভৃতি স্পষ্ট প্রতীত হয়, কিন্তু ঐ সকল বচনের অনেক স্থল অস্পষ্ট, অনেক স্থল আবার ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচিত বলিয়া বোধ হয়।

ডাকবাঙ্গলা (দেশজ) এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে রাজপুরুষ বা ভ্রমণকারিগণের সুবিধার্থ ও বিশ্রামার্থ গৃহ।

ডাকাবালা (হিন্দী) ডাকপেয়াদা, যে ডাকঘরের পত্রাদি বিলি করে।

ডাকা (দেশজ) ১ আহ্বান করা। ২ ডাকাইত, দস্যু, সাহসী চোর।

ডাকাইত (দেশজ) প্রকাশ্য চোর, দস্যু। [দস্যু দেখ।]

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া প্রকাশ্য ভাবে লুণ্ঠনাদি করে এবং গৃহস্থদিগকে নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান করে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ডাকাইতের অতিশয় প্রভাব ছিল, আজকাল ইংরাজদিগের প্রভাবে ইহারা অনেকটা দমিত হইয়াছে। ইহারা অত্যন্ত কালীভক্ত। কোন স্থলে ডাকাইতি করিতে যাইলে কালীপূজা না করিয়া বহির্গত হয় না, আবার ডাকাইতী করিয়া আসিয়া পুনবায় কালীপূজা দেয়। ইহাদিগের মধ্যে একজন দলপতি থাকে। তাহার কথানুসারে আর আর সকলে চলে, লুণ্ঠনজাত দ্রব্য সকলে ভাগ করিয়া লয়।

"হেন মোর হিয়ার পুতলী চাও খেতে।
দিবসে ডাকাত তুমি অন্য কেহ রেতে॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ৪।১১৯)

ডাকাইতী (দেশজ) দস্যুবৃত্তি, ডাকাইতের কার্য্য।

ডাকাবুকা (দেশজ) সাহসী, নির্ভীক।

ডাকিনী (স্ত্রী) ডায় ভয়দানায় অকতি রূপাতি ডায়-অক-ইনি, বা ডাকানাং সমূহঃ ইতি ডাক-ইনি (খলাদিভ্য ইনির্ব্বক্তব্যঃ। পা° ৪।২।৫১ বার্ত্তিক) ১ কালীর গণবিশেষ।

"সার্দ্ধঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ত্রিকোটিভিঃ।" (ব্রহ্মপু°)

২ পিশাচীবিশেষ, দর্শনমাত্রই জীবের অহিত করে। ৩ স্ত্রীবিশেষ, ইহারা ডাইন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগের অসুখ হইলে ডাইনী খাইয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল, এখন সে অন্ধ বিশ্বাস অনেকটা দূর হইয়াছে। ৪ শিব ও পার্ব্বতীর অনুচর। ইহাকে সংহারশক্তির অংশবিশেষ বলা যায়। মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্যের ও তাহার মন্ত্রের উপাস্য দেবতা।

"ডাকিনী-শাকিনী-ভূত-প্রেতবেতালরাক্ষসাঃ।" (কাশীখ° ৩০ অঃ)
ভোটদেশবাসিগণ এখনও ডাকিনীর উপাসনা করিয়া থাকে।

ডাকু (হিন্দী) ডাকাইত, দস্যু।

ডাকুয়া (দেশজ) যে ডাকিয়া বেড়ায়, পেয়াদা।

ডাগর (দেশজ) বৃহৎ, বড়, প্রকাণ্ড।

ডাঙ্কৃতি (স্ত্রী) ডংডাং শব্দ, ঘণ্টাকাঁশরের শব্দ।

ডাঙ্গ (দেশজ) কোন দ্রব্য ঝুলাইয়া রাখিবার অবলম্বন।

ডাঙ্গরী (স্ত্রী) ডঙ্গরী পৃষো° সাধুঃ। দীর্ঘকর্কটী, চলিত কথায় কাঁকড়ী। (রাজনি°)

ডাঙ্গশ (দেশজ) অঙ্কুশ।

ডাঙ্গা (দেশজ) ১ নির্জ্জলস্থল। ২ উচ্চস্থান।

ডাঙ্গাগ্রাম, দ্বারবঙ্গের অন্তর্গত করমশোণির ৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটী গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ৪৭।১৬৩)

ডাঙ্গাগড়্গড়্ (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডাঙ্গাঘেচু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ডাঙ্গাপথ (দেশজ) স্থলপথ।

ডাড় (দেশজ) ১ দণ্ড। ২ করাতের মত খাঁজ কাটা।

ডাড়কাক (দেশজ) কাকবিশেষ।

ডাড়া (দেশজ) কীটের তীক্ষ্ণ পদ।

ডাড়্কা (দেশজ) শৃঙ্খল, জিঞ্জির, বেড়ী।
"হাতে হাত কড়ি দিল গলায় জিঞ্জির।
চরণে ডাড়্কা দিয়া তোলে মহাবীর।" (কবিকঙ্কণ)

ডাণ্ডা (দেশজ) দণ্ড।

ডানা (দেশজ) পক্ষ, পাখা।

ডানকোণা, ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। ইহাদের আকার ২ ইঞ্চি হইতে ৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা অনেকাংশে পুঁটি মাছের মত, আঁইষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষের সমস্ত ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার প্রথম ভাগে পুঁটিমাছের ন্যায় ইহাদের চক্ষু হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত একটি উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ রেখা দেখা যায় এবং চক্ষুর চারিদিক্ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়ে। ইহাকেই লোকে মাছের সিঁদুর কাজল পরা বলে। পুষ্করিণী, খাল, বিল প্রভৃতির অল্প জলে ইহাদিগকে দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ডাব (দেশজ) নেওয়াপাতি, অপক্ব ও জলপূর্ণ নারিকেল। যে নারিকেলের মধ্যে অল্প অল্প শাঁস হইয়াছে।

ডাবর (দেশজ) পাত্রবিশেষ।
"সুপক্ক সঝোল মাংস রূপার ডাবরে।
ঢালিয়া সোণার থাল ঢাকিল উপরে॥" (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ৪।২০৬)

ডাবরী (দেশজ) জলপাত্রভেদ।

ডাবা (দেশজ) ১ পাত্রভেদ। ২ বাদন। ৩ হুঁকাবিশেষ।

ডাবু (দেশজ) জলপাত্র।

ডামর (পুং) মহাদেবকথিত তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ, এই তন্ত্রের সংখ্যা, ইহাদিগের নাম ও শ্লোকসংখ্যা বারাহীতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, ১ যোগডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৩৫৩৩। ২ শিবডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১০০৭। ৩ দুর্গাডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ১১৫০৩। ৪ সারস্বতডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৯৯০৬। ৫ ব্রহ্মডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭১০৫। ৬ গন্ধর্ব্বডামর—ইহার শ্লোকসংখ্যা ৬০০৬০। (বারাহীত°) [তন্ত্র দেখ।] ২ চমৎকার। ৩ গর্ব্ব, আটোপ।
"রতিগলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডিশিখণ্ডকডামরে॥"
(গীতগোবিন্দ ১২ ২২)

৪ কীটচক্রবিশেষ।
"পঞ্চমো গিরিকোটশ্চ ষষ্ঠঃ কোটশ্চ ডামরঃ।" (সময়ামৃত)
৫ ক্ষেত্রপালবিশেষ। "টঙ্কপাণিস্তথা চান্য স্থানবন্ধুশ্চ ডামরঃ।"
(প্রয়োগসার)

ডামরু (হিন্দী) ১ গঁদ, আটা। ২ মশাল।

ডামাডোল (দেশজ) গোলমাল, দাঙ্গা, বিবাদ।

ডায়মণ্ডহারবার, ১ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার একটি উপবিভাগ। পরিমাণফল ৪১৭ বর্গমাইল। [হাজিপুর দেখ।] এই উপবিভাগে ডায়মণ্ডহারবার, দেবীপুর, বাঁকিপুর, কল্পী ও মথুরাপুর এই ৫টি থানা আছে। ৩টি দেওয়ানি ও ৩টি ফৌজদারী আদালতে বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়। বিখ্যাত সাগরদ্বীপ এই উপবিভাগের অন্তর্গত। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ঝটিকাবর্ত্তে ইহার বহুসংখ্যক অধিবাসী প্রাণত্যাগ করে এবং সমূহ ক্ষতি হয়। প্রায় ৫৬২৫ জন অধিবাসীর মধ্যে কেবল মাত্র ১৪৮৮ জন মাত্র রক্ষা পায়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে অনেক লোক মারা পড়ে। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত রেলপথ হওয়ায় ইহার দুরবস্থা অনেক দূর হইয়াছে।

২ বাঙ্গালার অন্তর্গত ২৪ পরগণা জেলার উক্ত ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের প্রধান স্থান এবং একটি বিখ্যাত পোতাশ্রয়। এই স্থানের নামানুসারেই উপবিভাগের নাম হইয়াছে। ডায়মণ্ডহারবার শব্দের অর্থ (ডায়মণ্ড=হীরক হারবার—পোতাশ্রয়) উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয়। ভাগীরথীর বাম কূলে এই স্থান অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ১১´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৮° ১৩´ ৩৭´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জাহাজসকল নঙ্গর করিয়া থাকিত। এখন এখানে একটি টেলিগ্রাফ আফিস ও একটি কুত-ঘর আছে। যে সক

জাহাজ নদী দিয়া প্রতিদিন গমনাগমন করে, বন্দরাধ্যক্ষ তাহাদের প্রত্যেকের বিবরণ বোঝাই ইত্যাদির বিষয় কলিকাতার টেলিগ্রাফ করিয়া প্রেরণ করেন। কলিকাতার টেলিগ্রাফ-গেজেটে উহা প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, এখন ক্রমেই বেশ নগর হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীন চিহ্নের মধ্যে একটী গোরস্থান বিদ্যমান আছে। এখন রেলপথে ডায়মণ্ডহারবার কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল মাত্র। এই রেলপথ কলিকাতা ও সাউথ ইষ্টারণ ষ্টেট-রেলপথের সোণারপুর ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়াছে। ইহা স্থলপথে কলিকাতা হইতে ৩০ মাইল এবং নদী দিয়া জলপথে ৪১ মাইল।

৩ ডায়মণ্ডহারবার উপবিভাগের একটী ২৩ মাইল দীর্ঘ খাল, ঠাকুরপুর হইতে খোলাখালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ডাল (দেশজ, দলশব্দের অপভ্রংশ) শাখা, বৃক্ষাঙ্গ।

ডাল্‌বচু (দেশজ) এক জাতীয়। (Sagitharia Cordifolia)

ডালচিনি (দারুচিনি শব্দজ) [দারুচিনি দেখ।]

ডালনা (দেশজ) এক প্রকার ব্যঞ্জন, মাছ মাথ ঝোল।

ডালহৌসি, প্রকৃত নাম জেম্‌স অণ্ড্রু ব্রোণ রাম্‌সে, দশম আর্ল এবং প্রথম মার্‌কুইস্‌ অব্‌ ডালহৌসি (James Endrew Brown Ramsay tenth Earl and first Marquis of Dalhousie)। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ২২এ এপ্রেল জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি হাডিঙ্গটনসায়ারে কালস্‌টাউনের ব্রৌণের উত্তরাধিকারিণীর তৃতীয় পুত্র। প্রথমে হরোর বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইষ্ট-চার্চ্চ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩২ খৃঃ অব্দে এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। অগ্রজ দুই সহোদরের মৃত্যু হওয়ায় ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ইনি লর্ড রামসে (Lord Ramsay) নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইনি গ্রেটবৃটনের মন্ত্রিসভায় কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন; পরে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারল (বড়লাট) নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ১২ই জানুয়ারী কার্য্যের ভার গ্রহণ ও ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ২৯এ ফেব্রুয়ারি কার্য্য-পরিত্যাগ করেন।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দের শেষে ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে ডালহৌসি আসিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। যখন তিনি এ দেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন ভারতরাজ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল না। সমস্ত প্রদেশই একরূপ শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ মূলতানে একখানি মেঘের উদয় হইল। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে সবনমলের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র মূলরাজ মূলতানের দেওয়ান মনোনীত হইলেন। তিনি ৩০ লক্ষ টাকা ও নিয়মিত কর প্রদান করিবেন. এই নিয়মে লাহোর দরবার তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। মূলরাজ অতিশয় সাহসী ছিলেন; তিনি অধীনতা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া গোপনে স্বাধীন হইবার সুযোগ খুঁজিতে ছিলেন। এই সময় লাহোরদরবারে অতিশয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত। প্রধান প্রধান সামন্তগণের মধ্যে প্রকৃত একতা আদৌ ছিল না। তিনি প্রতিশ্রুত ৩০ লক্ষ টাকা অথবা নিয়মিত কর কিছুই লাহোরে পাঠাইলেন না। ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী লালসিংহ মূলরাজকে লাহোরে আহ্বান করিলেন এবং যদি মূলরাজ সহজে না আইসে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আনিবার জন্য একদল সৈন্যও পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে মূলরাজও অলস ছিলেন না, তিনি বিপদের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। লাহোর হইতে সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইলে মূলরাজের সহিত একটী যুদ্ধ হইল।

যুদ্ধে মূলরাজ বিজয়লাভ করিলেন। পরিশেষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষে একটী সন্ধি করাইয়া দিলেন। সন্ধির নিয়ম মূলরাজের পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়ায় তিনি মূলতানের দেওয়ানী পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা, রেসিডেণ্টের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, যেন তাঁহার দেওয়ানী পরিত্যাগ সাধারণের নিকট প্রকাশ করা না হয়। রেসিডেণ্ট লরেন্স সাহেব এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন, এই মর্ম্মে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ৬ই মার্চ্চ, স্যর ফ্রেডারিক কারি (Sir Frederic Currie) সাহেব রেসিডেণ্ট হইয়া লাহোরে আসিলেন। মূলরাজের পদত্যাগ গোপন রাখিবার জন্য লরেন্স সাহেব তাঁহাকে বলিলেন। কিন্তু লরেন্সের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। নূতন রেসিডেণ্ট মন্ত্রিসভায় মূলরাজের পদত্যাগের কথা উত্থাপিত করিলেন এবং মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হইল।

খাঁসিংহকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া মূলতানে পাঠান হইল। তাঁহার সহিত অগ্‌নিউ (Agnew) এবং অণ্ডারসন্‌ (Anderson) নামক দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারী গমন করিলেন। ৮ই এপ্রেল, ইহারা সসৈন্যে মূলতান দুর্গের নিকট এড়-গায় আসিয়া উপনীত হইলেন। মূলরাজ তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নূতন দেওয়ানকে দুর্গ অর্পণ করিতে স্বীকার করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে খাঁসিংহ ও পূর্ব্বকথিত দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারী দুইদল গুরখাসৈন্যের সহিত দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যখন ইহারা দুর্গপরিখার

সেতুর উপর দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন মূলরাজের জনৈক সৈন্য হঠাৎ অগ্রসর হইয়া অগনিউ সাহেবকে বর্শাঘাতে অশ্ব হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তরবারি দ্বারা তাঁহাকে দুইটী গুরুতর আঘাত করিল, কিন্তু সাহেবকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বেই এই আঘাতকারী সৈন্য পরিখামধ্যে পড়িয়া গেল। মূলরাজ এই ব্যাপারে কোনরূপ হস্তার্পণ না করিয়া নিজ আবাস আমখাস অভিমুখে স্বীয় অশ্বকে ধাবিত করিলেন। ইহার পর মূলরাজের কএকজন সৈন্য অণ্ডারসনকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহাকে মৃতের ন্যায় ফেলিয়া রাখিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেল। অগনিউ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া লাহোরে রেসিডেণ্ট সাহেবকে সমস্ত সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন এবং মূলরাজকে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ও দোষীদিগকে আবদ্ধ করিতে লিখিলেন। মূলরাজ উত্তর দিলেন, তিনি এই পত্রানুসারে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম।

মূলরাজের প্রথম উদ্দেশ্য যাহাই হউক না, তিনি এখন প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ১৯এ তারিখে ইংরাজদিগের যানবাহনাদি মূলরাজ কাড়িয়া লইলেন। ইংরাজপক্ষ পলায়নের কোন উপায় না দেখিয়া এড়গা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদের মনে এই ভরসা ছিল যে, ৩।৪ দিবসমধ্যে লাহোর হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু তাহাদের এ আশা মুকুলেই শুকাইল। লাহোরের গোলন্দাজগণ যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইল। ২০এ, সন্ধ্যাকালে খাঁসিংহ, ৮।১০ জন সৈন্য, জন কএক মুন্সী ও ইংরাজদিগের কএকজন ভৃত্য ও কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিল। তাঁহারা জীবনের অন্য কোন আশা নাই দেখিয়া মূলরাজের নিকট বশ্যতাস্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মূলরাজ তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তাহারা রক্তপাত ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট ছিল না। যখন খাঁসিংহ প্রভৃতি চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন মূলতানের সৈন্যগণ ঘোর রবে তাহাদিগের উপর পতিত হইল এবং খাসিংহকে বন্দী ও ইংরাজকর্ম্মচারীদ্বয়কে নিহত করিল। মূলরাজ সৈন্যদিগকে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

রেসিডেণ্ট সাহেব দুই দিবস পরে বিদ্রোহ সংবাদ পাইলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, মূলরাজ এ বিদ্রোহে লিপ্ত নহেন। এইজন্য তিনি কএক জন সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ২২এ তারিখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, এ যুদ্ধ তত সহজে মিটিবে না। লাহোর দরবারের সৈন্যগণ ইংরাজদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, এই সংবাদে রেসিডেণ্ট কারি সাহেব মূলতানে ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে শিখসর্দ্দারগণ মূলরাজকে কিছুতেই দমন করিতে পারিবেন না, এই ধারণায় লাহোর-দরবার ইংরাজসৈন্য পাঠাইবার জন্য রেসিডেণ্টকে বার বার অনুরোধ করিলে কারি সাহেব ইংরাজসৈন্য পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি সিমলায় প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। বৃটীশ শাসিত ভারতের সুনাম রক্ষা ও রাজনৈতিক স্বার্থসাধনোদ্দেশে লাহোর দরবারের সৈন্যের অভাবেও যাহাতে ইংরাজসৈন্য মূলতান দুর্গ ও নগর অধিকার করিতে পারে, এরূপ একদল সৈন্য অবিলম্বে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু গাফ্ তখন সৈন্য পাঠাইলেন না। মন্ত্রিসভাস্থিত গবর্ণরজেনারল সাহেবেরও প্রধান সেনাপতির সহিত একমত হইল। সুতরাং যুদ্ধযাত্রার বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এদিকে অগ্‌নিস্ সাহেব সুস্থ হইয়া লাহোরে বিদ্রোহ সংবাদ এবং লেপ্টেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্ সাহেবকেও সত্বর সাহায্যার্থ আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। এডওয়ার্ডস সাহেব সেই পত্র পাইয়া অধীনস্থ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মূলতানের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি লিইআ নামক স্থানে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে একখানি পত্র পাইয়া তাঁহার মনে শিখদিগের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মূলরাজ চন্দ্রভাগানদী পার হইয়া লিহআ দিকে আসিতেছেন। এডওয়ার্ডস সাহেব তখন সিন্ধুনদের অপরপারে গিরং দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে সেনাপতি কর্টলাণ্ড কতকগুলি মুসলমান-সৈন্যের সহিত আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে ইংরাজদিগের সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বহবলপুরের নবাব শতদ্রু পার হইয়া মূলতান আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া দেরা-গাজিখাঁ অবরোধ করিল। মূলরাজ জলালখাঁর উপর এই প্রদেশের শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। জলালের প্রধান শত্রু খোবরখাঁ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া জলালকে আক্রমণ করিল। জলাল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। দেরাগাজিখাঁ ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। ইহার পর কিনেরি নামক স্থানে একটী যুদ্ধ হয়; সে যুদ্ধেও ইংরাজপক্ষ বিজয় লাভ করে। কিনেরি যুদ্ধের পর অনেক

শিখসর্দ্দার ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিল; মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এডওয়ার্ডস পুনঃ পুনঃ বিজয় লাভ করায় অতিশয় উৎসাহের সহিত মূলতান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। শুদ্ধসাম গ্রামের নিকট উভয়পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ইংরাজপক্ষে সৈন্যসংখ্যা অতিশয় অধিক ছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরে মূলরাজ যুদ্ধস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল। ইংরাজগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়া মূলতান দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইল। দুর্গ অবিলম্বে অবরোধ করা উচিত, এই মর্ম্মে এড্ওয়ার্ডস সাহেব লাহোরে রেসিডেণ্ট সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। ডালহৌসি ও গাফসাহেব তখনও দুর্গ অবরোধ করা উচিত নয় এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পত্র পাইবার পূর্ব্বেই রেসিডেণ্ট সাহেব দুর্গ অবরোধ করিতে মূলতানে সংবাদ দিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ বন্দোবস্তও করিয়াছিলেন। কাজেই বড়লাট ডালহৌসি রেসিডেণ্টের ক্ষমতা ও আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দৃঢ়তর উৎসাহের সহিত মূলতান-দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য ২৪এ জুলাই সেনাপতি লুইস সাহেব অভিযান করিলেন। বহবলপুর হইতে লেক সাহেবের অধীনে ৫৭০০ পদাতি ও ১৯০০ অশ্বারোহী এবং রাজা সেরসিংহের অধীনে ৯০৯ পদাতি ও ৩৩৮২ অশ্বারোহী শিখসৈন্য অগ্রসর হইল। কর্টল্যাণ্ড, এডওয়ার্ডস, লেক ও সেরসিংহের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য মূলতান অবরোধ করিল। মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুটনেশ্বরী ও তাঁহার মিত্র মহারাজ দলীপসিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু এই সময় এক নূতন ব্যাপারে সমস্ত স্রোত ফিরাইয়া দিল। ইংরাজ ও দলীপসিংহের পক্ষীয় শিখদিগের মধ্যে বিদ্রোহ লক্ষণ দেখা গেল। হাজরাদেশে সেরসিংহের পিতা ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। মূলরাজের মনে নূতন আশা অঙ্কুরিত হইল।

৭ই সেপ্টেম্বর রীতিমত দুর্গ আক্রমণ করা হইল। সেরসিংহ এ পর্য্যন্ত তলম্বা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর মূলতানে অগ্রসর হইয়া তাঁহার জয়ঢক্কা খালসাদিগের নামে বাজাইতে আদেশ করিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া ইংরাজসেনাপতিগণ পরামর্শ করিয়া টিব্বি নামক স্থানে পিছাইয়া আসিলেন এবং প্রধান সেনাপতি যে সৈন্য পাঠান, তাহাদের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেরসিংহ মূলরাজের সহিত যোগ দিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন; কিন্তু মূলরাজ সেরসিংহকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি শপথ করিলেও মূলরাজের সন্দেহ সমূলে দূর হইল না। অবশেষে সেরসিংহ বলিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদিগকে কিছু অগ্রিম বেতন দিলে তিনি হাজারাদেশে যাইয়া তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হইবেন। মূলরাজ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিল না, সেরসিংহ অন্য প্রদেশে এক নূতন শিখযুদ্ধ প্রজ্বলিত করিলেন।

ইংরাজগণ অবরোধ পরিত্যাগ করিলে মূলরাজ নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ইংরাজগণ পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে ও অধিকতর বলে দুর্গ আক্রমণ করিবে। এই জন্য তিনি দুর্গসংস্কার করিলেন এবং সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র ইহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া তিনি কাবুলে দোস্তমহম্মদ ও কন্দাহারে সর্দ্দারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

ইংরাজগণ এদিকে দুর্গ জয় করিবার জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয়, তজ্জন্য তাহারা বিবিধ উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। ক্রমে বোম্বাই ও বঙ্গদেশ হইতে কএকদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অধিক সময় নষ্ট না করিয়া ইংরাজ-সেনাপতি ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় দুর্গ আক্রমণের আদেশ দিলেন। অল্প আয়াসেই দুর্গের কয়েকস্থান ভগ্ন হইলে মূলরাজ অতিশয় ভীত হইয়া আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাকে বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু ইহাতে মূলরাজ স্বীকৃত না হইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে কি হইবে? বাহিরে শত্রু অসীম, তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প। শত্রুগণ দিন দিনই বিজয় লাভ করিতেছে, তিনি তাহাদিগকে দূর করিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহার সাহস ক্ষয় পাইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরাজগণ দুর্গ অধিকার করিল। লাহোরে মূলরাজের বিচার হইল, বিচারে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইলেন।

এদিকে ছত্রসিংহের বিদ্রোহানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। ২৪এ অক্টোবর পেশাবরের সমস্ত শিখসৈন্য বিদ্রোহী হইল। মেজর লরেন্স তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া প্রাণভয়ে কোহাটে পলায়ন করিলেন। কোহাট দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা সুলতান মহম্মদের শাসিত প্রদেশ। তিনি

পেশাবর বিভাগের কোন স্থানের বিনিময়ে মেজর লরেন্স তাঁহার স্ত্রী ও তদীয় সহকারী বাউরি সাহেবকে ছত্রসিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্রসিংহ বিদ্রোহী হইয়াছেন।

সেরসিংহ ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদে ডালহৌসির মনে অতিশয় ভয়সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, শিখগণ একত্র হইয়া পুনরায় ইংরাজবিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে বৃটীশগবর্মেণ্টের সমূহ বিপদ্। ইংরাজরাজ্য রক্ষা করিতে হইলে এখন হইতেই বিশিষ্টরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া তিনি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন এবং প্রধান সেনাপতি গাফসাহেবকে ফিরোজপুরে সৈন্যসমাবেশ করিতে পরামর্শ দিলেন। লর্ড গাফ আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্বয়ং যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং অবিলম্বে চন্দ্রভাগাভিমুখে একদল সৈন্য চালিত করিলেন। উক্ত নদীর বামতট প্রায় ১২ মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে সেরসিংহ অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থান হইতে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা হয়। যুদ্ধে সেরসিংহেরই জয় হয়; ইংরাজপক্ষে কর্ণেল হ্যাবলক ও কিউরটন নিহত হন। পরে স্যর জোসেফ থ্যাকওয়েল ও লর্ডগাফ উভয়ে মিলিয়া সেরসিংহের সৈন্য আক্রমণ করেন; কিন্তু তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষতি করিতে সমর্থ হন নাই।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১২ই জানুয়ারি লর্ডগাফ ডিঙ্গি নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন; এস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে নিকটেই শিখগণ অবস্থিতি করিতেছে। শত্রুদিগের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইবার জন্য তিনি রসুল নামক স্থানে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে কএকজন খালসা-গ্রামের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া ইংরাজগণের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। লর্ডগাফ তাহাদিগকে ভীত করিবার জন্য কএকটী তোপধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল না। শিখপক্ষ হইতে অসংখ্য গুলি তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। এতক্ষণে গাফ বুঝিতে পারিলেন যে, বিপক্ষগণ যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তিনিও সৈন্যদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। ইহার পরই সেই প্রসিদ্ধ চিলিনবালার যুদ্ধ। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দের ১৩ই জানুয়ারি দিনটী শিখদিগের চিরস্মরণীয়। এই যুদ্ধে সেরসিংহের সৈন্যগণ যেরূপ অসীম সাহস, অমিততেজ ও প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা অসাধারণ। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পরাজয় হয়। এই যুদ্ধের পর গাফের সৈন্য অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুদ্ধে ব্রুকস্, পেনিকুইক প্রভৃতি কএকজন সেনাপতিও প্রায় ২৪০০০ সৈন্য নিহত হয়। শিখগণ ইংরাজদিগের ৪টী কামান ও ৮টী পতাকা কাড়িয়া লয়। যুদ্ধ করিতে করিতে রাত্রি উপস্থিত হয়; রাত্রির শেষাংশে শিখগণ এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; এই জন্যই প্রায় অধিকাংশ ইংরাজ ঐতিহাসিক এই যুদ্ধের ফল অমীমাংসিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহার পর হইতেই সেরসিংহের অদৃষ্টে শনির দৃষ্টি পড়িল। ২১এ ফেব্রুয়ারি শিখসৈন্য গুজরাটে উপস্থিত হইল। লর্ডগাফ তথায় যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরাজের জয় হইল। এই যুদ্ধে শিখ ও আফগান একপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন বলিয়াই তাহারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বড়লাট ডালহৌসিও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহেই ইংরাজসৈন্য এরূপ আশ্চর্য্যরূপে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ২১এ ফেব্রুয়ারির যুদ্ধ ভারতে ইংরাজদিগের যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।" চিলিনবালা যুদ্ধের পর ডালহৌসি ভীত হইয়া সৈন্য পাঠাইবার জন্য ইংলণ্ডে সংবাদ দিয়াছিলেন, কিন্তু সে সৈন্য আসিবার পূর্ব্বেই গুজরাটের যুদ্ধে লর্ডগাফ তাঁহার প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেরসিংহ বিতস্তার অপরপারে পলায়ন করিলেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প হইতে সম্পূর্ণরূপেই বিরত হইলেন এবং পূর্ব্বে যে মেজর লরেন্সকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহা দ্বারা ইংরাজগবর্মেণ্টের নিকট বশ্যতা-স্বীকার করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অতঃপর পঞ্জাবশাসন সম্বন্ধে কি করা হইবে, ডালহৌসি পূর্ব্বেই তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র সময় অতিবাহিত হয় নাই। অবিলম্বে লাহোরে সংবাদ পাঠান হইল। মহারাজ রণজিৎসিংহ-পরিবারে শোকধ্বনি উঠিল। দলীপসিংহের সুখ চিরকালের জন্য ডুবিল। ডালহৌসি লাহোরদরবারে জানাইলেন, শিখরাজত্বের শেষ হইল। দলীপসিংহের বয়স তখন একাদশ বর্ষমাত্র। দরবারের সদস্যগণ ডালহৌসির প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। বিনাদোষে দলীপসিংহের প্রতি দণ্ড হইল, ইহা ডালহৌসিকে জানাইলেও কোন উপকার হইত কিনা সন্দেহ। যাহা হউক একখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল এবং ইহাতে মহারাজ দলীপসিংহ স্বাক্ষর

করিলেন (১৮১৯ খৃঃ অব্দ)। এই সন্ধিপত্রে নিম্নলিখিত ৫টী নিয়ম ছিল—

(১) মহারাজ দলীপসিংহ পঞ্জাবের স্বত্ব চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

(২) রাজসম্পত্তি বৃটীশগবর্ণমেণ্টের অধীন হইল।

(৩) কোহিনূর ইংলণ্ডের রাজ্ঞীর শিরোদেশে সুশোভিত হইল।

(৪) গবর্ণরজেনারাল যেস্থান মনোনীত করিবেন, সেই স্থানে দলীপ বাস করিবেন।

(৫) 'মহারাজ দলীপসিংহ বাহাদুর' এই আখ্যা তাঁহার যাবজ্জীবন থাকিবে, তিনি যথোচিত মান্যের সহিত ব্যবহৃত হইবেন এবং ৪ লক্ষের অন্যূন ও ৫ লক্ষের অনধিক টাকা ভাতা পাইবেন।

২৯এ মার্চ্চ লর্ড ডালহৌসি নিম্নলিখিত মর্ম্মে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন—

'ভারতগবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আর অধিক রাজ্য-বিজয়ের ইচ্ছা নাই এবং এতাবৎকাল সেই প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষিত হইয়াছিল। এখনও গবর্ণমেণ্টের রাজ্য-অধিকারে ইচ্ছা নাই, কিন্তু নিজের নিরাপদ এবং যাহাদের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়, তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য। এই উদ্দেশ্যে এবং অকারণ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য যে লোকদিগকে তাহাদের নিজ অধিপতি শাসন করিতে সমর্থ হয় নাই, কোন প্রকার শাস্তিই যাহাদিগকে উৎপীড়ন হইতে বিরত বা ভীত করিতে পারে না এবং কোন প্রকার মিত্রতাই যাহাদিগকে শান্তিতে রাখিতে পারে না, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিবার মনস্থ করিতে ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারাল বাধ্য হইয়াছেন। এই হেতু গবর্ণরজেনারাল প্রচার করিয়াছেন এবং ইহাদ্বারা ঘোষণা করিতেছেন যে, পঞ্জাবরাজত্ব শেষ হইল, মহারাজ দলীপসিংহের অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশ এখন হইতে ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইল।'

[পঞ্জাব, শিখ ও শিখযুদ্ধ দেখ।]

চিলিনবালাযুদ্ধের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে কোম্পানীর প্রায় সকল কর্ম্মচারীই স্যর চার্লস নেপিয়ারকে সেনাপতি করিয়া ভারতে পাঠাইতে ডিরেক্টরদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ডিরেক্টরগণ অনিচ্ছাসত্বে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ডালহৌসি সাহেব নেপিয়ারের ক্ষমতায় অতিশয় ঈর্ষাপরবশ ছিলেন। ভারতে আসিলে পর ডালহৌসি ও নেপিয়ার উভয়ের মধ্যে মনোবিকার জন্মিতে লাগিল, এবং এক বৎসর যাইতে না যাইতে এই মনোমালিন্য অতিশয় বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। পঞ্জাবে ইহাদের প্রকাশ্য বিবাদের সূত্রপাত হইল। খাদ্যক্রয় করিবার অতিরিক্ত ভাতাহেতু ডালহৌসি সিপাহীদের বেতন হ্রাস করিয়াছিলেন। ইহাতে পঞ্জাবের সিপাহীগণের মধ্যে ভাবী বিদ্রোহের সূচনা হইতেছিল। এই জন্য চার্লস নেপিয়ার গবর্ণরজেনারাল অথবা সুপ্রিম কৌন্সিলের অনুমতি না লইয়া গবর্ণমেণ্টের নিয়ম বন্ধ করিয়া দিলেন। ডালহৌসি তখন সমুদ্র বিহার করিতেছিলেন। ইহার পর বিদ্রোহাশঙ্কা করিয়া নেপিয়ার ৬৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতি-সৈন্যদিগকে কর্ম্মচ্যুত করেন। ডালহৌসি পত্রদ্বারা এই বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়টী এত সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া সেক্রেটরী দ্বারা সৈনিক বিভাগের অড্‌জুটাণ্ট জেনারালের নিকট নিয়মানুসারে পত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রখানি তীব্র তিরস্কার-পরিপূর্ণ। এই পত্রে নিম্নলিখিত ভাব অভিব্যক্ত ছিল,—সেনাপতি পঞ্জাবের কর্ম্মচারিদিগের উপর যে আদেশ করিয়াছেন, তাহাতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাকে জানান যাইতেছে যে, ভারতের সৈন্যদিগের ভাতা ও বেতন পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যে কোন অবস্থায়ই কেন হউক না, যদি তিনি কোন আদেশ প্রচার করেন, তাহাতে গবর্ণরজেনারাল কখনই সম্মতি দিবেন না। এই বিষয়ে আদেশ দিবার ক্ষমতা একমাত্র সুপ্রিম-গবর্ণমেণ্টেরই আছে, তিনি ইহাতে কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন না। এই পত্র পাইবার পর স্যর চার্লস্ নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ১৮৫১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন।

পঞ্জাবের গোলযোগ সম্যক্‌রূপে নিবারিত হইতে না হইতে অন্যদিকে আবার রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত ইংরাজদিগের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার একটী নিয়ম ছিল যে, বৃটীশ প্রজাগণ ব্রহ্মদেশের বন্দরে নিরাপদে বাণিজ্য করিতে পারিবে। ডালহৌসির রাজত্বকালে ১৮৫১ খৃঃ অব্দে রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তা ইংরাজ-বণিক্‌দিগের উপর অতিশয় অত্যাচার করিতেছেন এবং তাহাতে ব্যবসায়ের সমূহ অনিষ্ট হইতেছে; এই মর্ম্মে কতিপয় বণিক্ ও বাণিজ্য-জাহাজের অধ্যক্ষ কলিকাতায় এক আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্য নৌ-সেনাপতি ল্যাম্বার্ট একদল সৈন্যের সহিত রেঙ্গুণ যাইতে আদিষ্ট হইলেন। গবর্ণরজেনারাল তাঁহাকে বলিয়া দিলেন

যে, প্রথমে তিনি রেঙ্গুণের শাসনকর্ত্তার নিকট সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিবেন, যদি ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হয়, তবে তিনি চলিয়া আসিবেন। কিন্তু বিষয়টী যে সহজে নিষ্পন্ন হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকায় ডালহৌসি ল্যামবার্টের সহিত উভয় গবর্ণমেণ্টের মিত্রতারক্ষা হেতু রেঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য ব্রহ্মরাজের নিকট একখানি পত্রও দিলেন এবং সেনাপতিকে এই আদেশ করিলেন, 'যদি রেঙ্গুণে ক্ষতিপূরণ পাওয়া না যায়, তবে যেন এই পত্র ব্রহ্মরাজের নিকট পাঠান হয়।' নবেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি রেঙ্গুণে উপস্থিত হইলেন এবং ২৮এ তারিখে কলিকাতার কৌন্সিলে লিখিলেন যে, রেঙ্গুণের শাসন-কর্ত্তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে অভি-যোগ তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর, এই জন্য তিনি উক্ত শাসন-কর্ত্তার নিকট কোন বিষয় উল্লেখ না করিয়াই ব্রহ্ম-রাজের নিকট পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন। ডালহৌসি সেনাপতির কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন এবং বলিলেন, স্থানীয় শাসন-কর্ত্তার সহিত বাদানুবাদ না করিয়া ল্যাম্বার্ট বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু হঠাৎ যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। হয়ত ব্রহ্মরাজ পত্রের উত্তর না দিতে পারেন, অথবা ইংরাজদিগের প্রস্তাবে সম্মত না হইতে পারেন, এই জন্য গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যাহাতে এই অনিষ্ট সহ্য করিতে অথবা হঠাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে না হয়, তজ্জন্য মৌলমেনের যে দুই নদী দিয়া ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যতরী যাতায়াত করে, সেই দুই নদী অবরোধ করা আবশ্যক। ১৮৫২ অব্দের ১লা জানু-য়ারি আবা হইতে উত্তর আসিল যে, রেঙ্গুণে অন্য শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ অর্পণ করিতে তাঁহার উপর আদেশ আছে। নৌ-সেনাপতি এই সংবাদে অতিশয় উৎসাহিত হইয়া নূতন প্রতিনিধির নিকট সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে ফিসাবোর্ণ এবং অন্য ২ জন কর্ম্ম-চারীকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত ঘটল। তাঁহারা রেঙ্গুণে উপস্থিত হইয়া শাসন-কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; তাঁহাদিগকে বলা হইল, "শাসন-কর্ত্তা নিদ্রিত, এখন সাক্ষাৎ হইবে না।" ইংরাজগণ সম্ভবতঃ এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া কোনরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছিলেন এবং তজ্জন্যই বিশেষ অপমা-নিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্যই ল্যাম্বার্টের আদেশানুসারে ফিসাবোর্ণ আবা-রাজের একখানি জাহাজ আটক করিলেন। ইহাতে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ১০ই জানুয়ারি, প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণ আরম্ভ হইল। ল্যাম্বার্ট সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিলেন। ডালহৌসি তখন ব্রহ্মরাজের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন;—

(১) ব্রহ্মরাজ রেঙ্গুণের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তার কার্য্য অনুমোদন করিবেন না এবং বৃটীশ-কর্ম্মচারীদিগের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তজ্জন্য মন্ত্রী দ্বারা দুঃখ প্রকাশ করিবেন।

(২) দুই জন কাপ্তেনের প্রতি অত্যাচার ও ইংরাজ বণিক্-দিগের অর্থহানি হেতু আবারাজ ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

(৩) যান্দাবু-সন্ধি অনুসারে একজন এজেণ্ট রেঙ্গুণে অবস্থিত করিবেন এবং ব্রহ্মরাজের প্রজামাত্রেই তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করিবে।

(৪) রেঙ্গুণের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। উল্লিখিত নিয়মে সম্মতি প্রদান ও ১২ই এপ্রিলের পূর্ব্বে তদনুসারে কার্য্য না করিলে সমরানল প্রজ্বলিত হইবে।

এই পত্র আবায় পৌছিলে রাজা পত্রানুসারে কার্য্য না করায় উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। কলিকাতা হইতে সেনাপতি গড্উইন ২৮এ মার্চ্চ যাত্রা করিয়া ২রা এপ্রিল ইরাবতীনদীতে আসিয়া নৌ-সেনার প্রধান অধিপতি অষ্টিনের সহিত মিলিত হইলেন। মান্দ্রাজ হইতে আর একদল সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। গড্উইন অবিলম্বে মার্ত্তাবান্ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। ১১ই এপ্রিল ইংরাজসৈন্য রেঙ্গুণে অবতীর্ণ হইয়া অগ্র-সর হইতে লাগিল। তাহারা অল্পবিস্তর বাঁধা অতিক্রম করিয়া ১৭ই মে তারিখে পাগড়া অধিকার করিয়া লইল। পাগড়ার যুদ্ধে ব্রহ্মবাসিগণ যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল। যাহা হউক, পুনঃ পুনঃ বিজিত হইয়াও ব্রহ্মবাসিগণ ভীত না হইয়া ২৬এ মে মার্ত্তাবান্ পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অমিততেজে ইংরাজবাহিনী আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে যদিও তাহারা জয়লাভ করিতে পারে নাই, তথাপি সহজে যে তাহারা ইংরাজের বশীভূত হইবে না, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদিগকে ভীত করিবার জন্য রাজধানী আবা অথবা অমরপুর আক্রমণ করিবার কল্পনা হইল। কাপ্তেন টারলেটন্ প্রোম পার্য্যন্ত যাইয়া অধিবাসী-দিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া আসিলেন। ইহাতেও মগগণ ভীত হইল না দেখিয়া গবর্ণরজেনারল ডালহৌসি স্বয়ং

রেঙ্গুণে যাত্রা করিলেন এবং ২৭এ জুলাই তারিখে তথায় উপস্থিত হইলেন। দশ দিবস তথায় অবস্থিতিপূর্ব্বক অধিকতর সৈন্য-সংগ্রহ করিয়া বিপুলতর আয়োজনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে পরামর্শ দিলেন। ৯ই অক্টোবর ইংরাজ-চমূ পুনরায় প্রোম অভিমুখে উপনীত হইল। ব্রহ্মবাসিগণ এ স্থানে কোনরূপ বাঁধা দিল না। ইংরাজসৈন্য ক্রমেই জয়লাভ করিতে লাগিল। তাহারা পেগু অধিকার করিল। গড্‌উইন অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত মেজর হিলকে তথায় রাখিয়া নিজে রেঙ্গুণে আগমন করিলেন। ব্রহ্মেরা কিয়ৎদিবস পরেই পেগু পুনরধিকার করিয়া পাগড়া আক্রমণ করিল। হিল তাহাদের আক্রমণে বাঁধা দিতে অসমর্থ হইয়া গডউইনের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন। পথে ব্রহ্মসৈন্য কএকদিন তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মেরা পেগু হইতে প্রস্থান করিল। পেগু পুনরায় ইংরাজ-হস্তে পড়িল।

২০এ ডিসেম্বর, ডালহৌসি পেগু অধিকারের সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন ;—

"ব্রহ্মরাজের কর্ম্মচারীদিগের হস্তে বৃটীশ প্রজাগণের যে অপমান ও অনিষ্ট হইয়াছে, আবা-দরবার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল অস্ত্রবলে তাহা আদায় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তজ্জন্য উপকূলস্থ দুর্গ ও নগর আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং বহুস্থান হইতে ব্রহ্মসৈন্যগণ পলায়ন করিয়াছে ও পেগু প্রদেশ ইংরাজসৈন্যের অধিকারে পতিত হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেন্টের ন্যায্য ও উপযুক্ত দাবী আবা-রাজ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য তাঁহাকে যে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করেন নাই এবং তাঁহার রাজ্য-বিনাশ নিবারণ করিবার জন্য তিনি যথসময়ে বশীভূত হয়েন নাই। অতএব গতবিষয়ের ক্ষতিপূরণার্থ এবং ভবিষ্যৎ নিরাপদের জন্য মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অদ্যাবধি পেগু-প্রদেশ বৃটীশগবর্ণমেন্টের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই প্রদেশে ব্রহ্মসৈন্য আসিলে শীঘ্রই দূরীভূত হইবে, বিভিন্ন বিভাগ শাসন করিবার জন্য ইংরাজপক্ষ হইতে শীঘ্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারাল পেগু-অধিবাসীদিগকে বৃটীশগবর্ণমেন্টের বশ্যতা স্বীকার করিতে আদেশ প্রচার করিতেছেন। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হওয়ায় গবর্ণরজেনারাল ব্রহ্মদেশে আর অধিক বিজয় ইচ্ছা করেন না, এবং উভয় রাজ্যের শত্রুতা নাশ করিতে অভিলাষী আছেন। কিন্তু যদি ব্রহ্মরাজ বৃটীশগবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব মিত্রতায় সম্বদ্ধ না হন, কিংবা যদি ইংরাজাধিকৃত প্রদেশে অশান্তি উৎপাদন করেন, তবে গবর্ণরজেনারাল তাঁহার ক্ষমতা পুনরায় পরিচালন করিবেন, তাঁহার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং রাজা ও রাজবংশ নির্ব্বাসিত হইবে।

ইরাবতী নদীর মুখ ইংরাজসৈন্যকর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের অভাবহেতু ব্রহ্মরাজধানীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ রাজা অতিশয় অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভ্রাতা তৎপদ অধিকার করিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ৫ঠা এপ্রিল বৃটীশ ও ব্রহ্ম-কমিসনরগণ সন্ধির নিয়ম অবধারিত করিবার জন্য প্রোমনগরে মিলিত হইলেন। ডালহৌসির ঘোষণাপত্রানুসারেই ব্রহ্মরাজপ্রতিনিধিগণ সন্ধিতে স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত হইলেন; কেবলমাত্র পেগুর প্রান্তসীমা মিদ নামক স্থান নির্দ্দিষ্ট না করিয়া প্রোমের নিকট কিছু নিম্নে কোনস্থান নির্দ্ধারিত করিতে চাহিলেন। ডালহৌসির নিকট আবেদন প্রেরিত হইল; তিনি সম্মত হইলেন। এখন প্রতিনিধিগণ বলিলেন, যাহাতে প্রদেশ অর্পণের কথা লিখিত আছে, এরূপ সন্ধিপত্রে রাজা স্বাক্ষর করিতে পারেন না। ইহাতে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হইল এবং পুনরায় প্রচণ্ডতররূপে যুদ্ধ হইবে সকলেই এইরূপ অনুমান করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রহ্মরাজ পরোক্ষভাবে সমস্তই স্বীকার করিয়া ডালহৌসির নিকট এক পত্র লিখিলেন। ডালহৌসি এই পত্রকেই সন্ধিপত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দের ৩০ জুন সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা সন্ধিপত্র প্রচারিত হইল।

ডালহৌসি সার্ব্বভৌম-ক্ষমতার অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বৃটীশগবর্ণমেন্টকে ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা এবং ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ক্রমে ক্রমে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে সাতারা রাজ্য বৃটীশ-শাসনভুক্ত করিলেন। সাতারার রাজা অপুত্রক ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি শাস্ত্রানুসারে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়মানুসারে এই পোষ্যপুত্রই রাজ্যের অধিকারী, কিন্তু ডালহৌসি বলিলেন, সাতারা বৃটীশসাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য, সাতারার রাজা বৃটীশগবর্ণমেন্টের অনুমোদন ব্যতিরেকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে তাহা অগ্রাহ্য। বৃটীশগবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, এই জন্য এই বালক রাজ্যের অধিকারী হইতে পারে না। এই জন্যই সাতারার দেশীয় রাজত্বের শেষ হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে করৌলি-রাজের মৃত্যু হইল। এ রাজ্যটীও বিলুপ্ত করিতে ডালহৌসি ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু এবার ডিরেক্টরগণ তাঁহার প্রস্তাব রক্ষা করিলেন না। করৌলির রাজাও নিঃসন্তান অবস্থায় পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হন; কিন্তু ডালহৌসির অনুমতি না লইয়াই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সাতারার ন্যায় এরাজ্যটী ডালহৌসি গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু এটী মিত্ররাজ্য, অধীনরাজ্য নয় বলিয়া ডিরেক্টরগণ করৌলি-রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন না।

যাহা হউক, ডালহৌসি দেশীয়রাজ্যগ্রাসে নিবৃত্ত হইলেন না, তিনি অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবার ঝাঁসিরাজ্যে সুবিধা দেখা গেল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ঝাঁসির রাজা বাবা গঙ্গাধর রাও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ইনি মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু ডালহৌসি ঝাঁসিরাজ্য ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল এবং রাজনৈতিক নিয়মানুসারে উক্ত সাম্রাজ্যভুক্তই থাকিবে, এইরূপ স্থির করিয়া ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য ডিরেক্টরদিগের গোচর করিলেন,—

বৃটীশগবর্ণমেণ্টের করদ ও অধীন রাজ্য ঝাঁসির রাজা মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে একটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজ্যে পূর্ব্বে যে একটী ঘটনা হইয়াছিল, তদনুসারে আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এই পোষ্যপুত্রগ্রহণ সঙ্গত নহে,—ইহা দ্বারা পোষ্যপুত্রের রাজ্যশাসনের অধিকার জন্মিতে পারে না এবং এই রাজ্যের রাজার কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের সন্তানাদি না থাকায় রাজ্যটী বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইল। বিধবা রাণী যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া ডালহৌসির আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই ফলিল না; সাতারার ন্যায় ঝাঁসির নামও দেশীয় রাজশ্রেণী হইতে বিলুপ্ত হইল।

ডালহৌসির সংযোজন-নীতি কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিলে তিনি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। এবার তিনি মহারাষ্ট্রপ্রদেশের বৃহত্তর রাজ্যটী বিলুপ্ত করিলেন। নাগপুরের রাজা রঘুজি ভোন্‌স্‌লে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ১১ই ডিসেম্বর গতাসু হন। তাঁহার কোন পুত্রাদি কিংবা নিকট জ্ঞাতি ছিল না। তিনি কোন পোষ্যপুত্রও গ্রহণ করেন নাই। এই রাজ্যগ্রহণকালে ডালহৌসি এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন;—

'এই রাজ্যের (নাগপুরের) রাজা উত্তরাধিকারিবিহীন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করায় রাজ্যটী পুনরায় বৃটীশগবর্ণমেণ্টের হস্তে পতিত হইয়াছে; যে অধিকার হস্তগত হইয়াছে, তাহা আর হস্তান্তরিত করা উচিত নহে; কারণ দ্বিতীয়বার এ স্বত্ব-পরিত্যাগ ন্যায় ও বিচারানুসারে অবশ্যকর্ত্তব্য নহে এবং রাজনীতি অনুসারে এ স্বত্বপরিত্যাগ সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়।'

লর্ড ডালহৌসি যেন দেশীয় রাজগণের প্রভুত্ব গ্রাস করিতেই এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র উক্ত তিনটী রাজ্য বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে কতিপয় বিভাগ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট ও তঞ্জোররাজ্য বৃটীশ অধিকারভুক্ত করিলেন। অপেক্ষাকৃত উত্তরাঞ্চলে পেশবা বাজিরাও সিংহাসনচ্যুত হইয়া বার্ষিক ৮০,০০০০ টাকা বৃত্তি পাইতেছিলেন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নানাসাহেব উক্ত বৃত্তিপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু ডালহৌসি বৃত্তিও বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই সমস্ত অধিকারেও ডালহৌসির রাজ্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি অবশেষে অযোধ্যারাজ্য গ্রাস করিতে উৎসুক হইলেন। এবার তিনি এক নূতন চাল চালিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে সুজাউদ্দৌলা ক্লাইবের নিকট হইতে অযোধ্যার পুনরধিকার প্রাপ্ত হন। সেই অবধি তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজ-আশ্রয়ে উক্ত দেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। ইংরাজের সহিত মিত্রতা হেতু তাঁহাদিগকে কোনরূপ যুদ্ধাদি ব্যাপারে বিশেষ ব্যাপৃত হইতে হইত না। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাগণ ক্রমে ক্রমে অতিশয় অকর্ম্মণ্য ও প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিতেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণরজেনারালগণ ইঁহাদিগকে রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। অবশেষে লর্ড হার্ডিঞ্জ অযোধ্যায় গমন করিয়া তথনকার অযোধ্যার শাসনকর্ত্তাকে দুই বৎসরের মধ্যে স্বীয় রাজ্য সুবন্দোবস্ত করিতে বিশেষরূপে বলিয়া আসিয়াছিলেন। তখন ওয়াজিদ আলি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা। তিনি হার্ডিঞ্জের ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না এবং রাজ্যেরও কোনরূপ উন্নতি করিলেন না। লর্ড ডালহৌসি গবর্ণরজেনারাল হইয়া আসিলেন। তিনি নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলেই তৎকালীন রেসিডেণ্ট স্লিমান সাহেবকে রাজ্য পরিভ্রমণপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহাকে জানাইতে লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৮৫২ অব্দে স্লিমান ডালহৌসিকে লিখিলেন যে, রাজ্যে অত্যাচারহেতু নবাব ওয়াজিদ আলির বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে—অভিযোগের মাত্রা উহা অপেক্ষা অধিক। প্রজাসাধারণ সকলেই সাক্ষাৎভাবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক শাসিত হইতে ইচ্ছা করিতেছে—এ বিষয়ে রাজবংশীয়গণেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইচ্ছা দেখা যাইতেছে।

ডালহৌসির যদিও তখনই এই রাজ্যটীর অস্তিত্ব লোপ করিবার ইচ্ছা ছিল, তথাপি ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ ও পারস্য-রাজের সহিত শত্রুতার আশঙ্কায় তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন নাই। এই সময় ডালহৌসির ভারত-শাসনকাল ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি ডিরেক্টর-দিগকে লিখিলেন, যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি আরও কিছুদিন ভারতে থাকিয়া অযোধ্যা সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা সিদ্ধান্ত করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। ডিরেক্টরগণ আনন্দের সহিত তাঁহার এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং অযোধ্যাগ্রহণের পক্ষপাতী হইয়া কার্য্যের ভার সমস্তই ডালহৌসির উপর দিলেন। পূর্ব্বে অযোধ্যার সহিত যে যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা লোপ করিয়া অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হইল। ১৮০১ ও ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে অযোধ্যারাজের সহিত ইংরাজগবর্মেণ্টের দুইটী সন্ধি হয়। পূর্ব্বসন্ধি অনুসারে ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের পরামর্শ অনুসারে নবাব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন, এই সর্ত্তে অযোধ্যার অর্দ্ধাংশ বৃটীশ গবর্মেণ্ট প্রাপ্ত হন। যদি সুনিয়মে রাজ্য শাসিত না হয়, তবে ইংরাজ-কর্ম্মচারী উৎপীড়িত প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া সুবন্দোবস্ত করিবেন এবং ব্যয়াতিরিক্ত অর্থ অযোধ্যার রাজকোষে প্রেরিত হইবে, শেষোক্ত সন্ধির এই নিয়ম ছিল। সৈন্যরক্ষাহেতু বার্ষিক ১৬০০০০০৲ টাকা ইংরাজ-গবর্মেণ্টকে দিতে হইবে, এ কথাও উক্ত সন্ধিতে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ডিরেক্টরগণ এই অংশ অনুমোদন করেন নাই; কারণ সৈন্য রাখিবার খরচের জন্য নবাব তাঁহাদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলেন। এই অংশ ভিন্ন উক্ত সন্ধির অপর কোন অংশই ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ্য করেন নাই।

এইরূপ সন্ধিপত্র থাকিলেও বৃটীশ গবর্মেণ্ট অযোধ্যা-রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। ডালহৌসি রেসিডেণ্ট আউট্রামকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন;—'বাদানুবাদকালে হয়ত রাজা (অযোধ্যার নবাব) ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কথা উত্থাপিত করিবেন। রেসিডেণ্ট অবগত আছেন যে, উক্ত সন্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করেন নাই। রেসিডেণ্ট সাহেব আরও অবগত আছেন যে, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির সৈন্য সম্বন্ধীয় ধারা কার্য্যে পরিণত হইবে না, ইহা রাজাকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল; কিন্তু সন্ধিপত্র যে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে, তাহা তখন তাঁহাকে জানান হয় নাই। এই বিষয় গোপনে রাখিবার ফল এখন অতিশয় কষ্টজনক ও ব্যাকুলতাব্যঞ্জক বলিয়া অনুমিত হইবে। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তকে এই বিষয় লিখিত ছিল। অযোধ্যা সুশাসনের জন্য ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট কার্য্য করিতে পারেন, একথা উত্থাপিত হইলে রাজা জানিতে পারিবেন যে, সন্ধিপত্র ডিরেক্টরগণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধির কোন কোন নিয়ম রহিত করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্ণৌ দরবারকে জানান হইয়াছিল। ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে যে, তৎকালীন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য উক্ত সন্ধির যে যে নিয়মের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহা কেহ ব্যক্ত করেন নাই। অমনোযোগ হেতু কার্য্যের এরূপ অবহেলা হইয়াছে, এই জন্য মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্মেণ্টজেনারাল দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, রেসিডেণ্ট সাহেব ইহা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

ডালহৌসি ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের সন্ধিভঙ্গ করিতে কূটরাজ-নীতি ও ক্ষুদ্র জনোচিত উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। ১৮০১ খৃঃ অব্দের সন্ধিও এইরূপ কোন অন্যায় উপায়ে ভঙ্গ করা হইল। অযোধ্যা বৃটীশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। ওয়াজিদ আলিকে সম্মত করাইবার জন্য ডালহৌসি বিবিধ উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। নবাব কিছুতেই তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। লর্ড ডালহৌসি সাধারণ ঘোষণা দ্বারা অযোধ্যারাজ্য বিলুপ্ত করিলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন, অযোধ্যার প্রজাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যপালন হেতু এবং পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি এই কার্য্য সম্পাদন করিলাম।" এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, অযোধ্যা বৃটীশ-অধিকারভুক্ত করিবার জন্য কোন অধিবাসীই ডালহৌসির নিকট প্রার্থী হয় নাই। পক্ষান্তরে অনেকেই ইংরাজদিগকে অন্যায় আক্রমণকারী ও রাজ্যলিপ্সু রূপে লক্ষ্য করিতে লাগিল। এইরূপে ডালহৌসি অযোধ্যার নবাবদিগের রাজভক্তির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া পক্ষান্তরে মিথ্যা উপায়ে স্বীয় মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিলেন।

যাহা হউক, লর্ড ডালহৌসির সমস্ত কার্য্যই দোষাবহ নহে; কতকগুলি ভাল কার্য্যও তিনি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় ভারতের অনেক স্থলে লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইতেছিল এবং স্থানে স্থানে বাষ্পীয় যানও চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা, স্থানে স্থানে সেতু এবং ৪০০০ মাইল বৈদ্যুতিক তার বসান হইয়াছিল। এই সময় গঙ্গার খালকাটা ও পঞ্জাব খালের সংস্কার এবং ভারতের নানা স্থানে পয়ো-

প্রণালীর বন্দোবস্ত হয়। এই কার্য্যের জন্য তিনি পব্লিক্ওয়ার্কস্ বিভাগের নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। সাধারণের উপকারার্থ তিনি আর একটী কার্য্য করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের জন্য তিনি বিশেষ প্রশংসাভাজন। যাহাতে অল্প ব্যয়ে পত্র দ্বারা লোকে পরস্পরের সংবাদ অবগত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি ডাকের নূতন বন্দোবস্ত করেন। সিভিল সার্ভিস বিভাগ ও কারাপ্রথাসংস্কারও তাঁহার সময় হয়। শিক্ষাবিভাগের উন্নতি ডালহৌসির রাজত্বের অপর একটী সুফল। ব্যবস্থাপক বিভাগেরও তিনি অনেক সংস্কার করেন। হিন্দুবিধবার পুনরায় বিবাহ ও ধর্ম্মপরিত্যাগ হেতু কেহ সম্পত্তির অধিকারলাভে বঞ্চিত হইবে না, এই দুই বিষয়ে তিনি নূতন বিধি স্থাপন করেন।

এইরূপে ৮ বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়া লর্ড ডালহৌসি ৪৪ বৎসর বয়সে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই মার্চ্চ ভারত পরিত্যাগ করিলেন। রাজকার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম হেতু তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি স্বদেশে গমন করিয়া অধিক দিন শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অসুস্থতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ১৯এ ডিসেম্বর তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।

লর্ড ডালহৌসি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন ও তাঁহার দৃষ্টি সকল দিকেই পতিত হইত। তিনি কঠোর ভাবে ভারত শাসন করিয়াছেন। বোধ হয় যেন দেশীয় রাজ্য বিলুপ্ত করিতে পূর্ব্ব হইতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা সাক্ষাৎভাবে অধিকারভুক্ত করিবার জন্য তাঁহার উন্নত হৃদয় ঘৃণিত হীনতা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। তিনি অনেকগুলি সৎকার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে গুলি অসৎকার্য্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। একচ্ছত্ররাজশক্তির বিশেষ পক্ষপাতী হওয়ায় তাঁহার সুযশ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যাহা হউক, অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিকুশল বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু ভারতীয়গণের প্রতি তিনি বিশেষ অন্যায় করিয়াছেন এবং তিনিই পরবর্ত্তী সিপাহীবিদ্রোহের মূল কারণ, ইহার কিছুই অত্যুক্তি নহে। ডিরেক্টরদিগের নাম করিয়া অযোধ্যা অধিকারকালে তিনি যে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠার প্রতি সন্দেহ হয়।

তাঁহার সময় কোম্পানীর শাসননীতির একটী প্রধান পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ২০এ আগষ্ট তারিখে পার্লামেণ্টসভায় স্থিরীকৃত হইল যে, যতদিন পার্লামেণ্ট কোন নূতন আদেশ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্য ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধিস্বরূপ কোম্পানীর শাসনাধীনেই থাকিবে। অল্পদিন পরেই কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে ইহা অনুমান করিয়া কোম্পানীর স্বত্বাধিকারিগণ ডিরেক্টরদিগের সংখ্যা কমাইয়া ২৪ জন স্থানে ১২ জন করিলেন। এই ১২ জনের ৬ জন রাজ্ঞী মনোনীত করিবেন, অপর ৬ জন অধিকারিগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে। এই সঙ্গে আর একটী নিয়মও হইল, পূর্ব্বে ডিরেক্টরগণ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ভারতের আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও সিভিল সার্ভাণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন; এখন অবধি সাধারণের প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা উক্তপদে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে, এইরূপ নিয়ম হইল। ডালহৌসির সময়েই লেফ্‌টেনাণ্টগবর্ণরের পদ সৃষ্টি হয়।

ডালা (দেশজ) ১ বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। [ডল্লক দেখ।] ২ নিক্ষেপ।

ডালিম (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফলবিশেষ, দালিম ফল। [দাড়িম্ব দেখ।]

ডালি (দেশজ) ১ উপহার, ভেট, উপঢৌকন। ২ ডালা।

ডাহল (পুং) ত্রিপুরদেশ। (ত্রিকাণ্ড° ২।১।১০)

ডাহির দেশপতি, সিন্ধুপ্রদেশের একজন হিন্দু রাজা। সমগ্র সিন্ধুদেশ, মুলতান ও সিন্ধুকূলবর্ত্তী বহুদূর পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ইঁহার রাজত্বের পূর্ব্ব হইতে আরবগণ সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিত এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। ডাহিরের রাজত্বকালে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত দেবলবন্দরে আরবদিগের একটী জাহাজ লুণ্ঠিত হয়। আরবগণ ইঁহার ক্ষতিপূরণের দাবী করিলে ডাহির বলিলেন, দেবল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত নহে, সুতরাং তাহার জন্য তিনি দায়ী নহেন। তাহাতে আরবগণ প্রথমে একদল সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু তাহারা পরাজিত ও নিহত হয়। তৎপরে ৭১১ খৃষ্টাব্দে বসেরার শাসনকর্ত্তা নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ বেন কাসিমকে প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে ডাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বেন্-কাসিম আসিয়া প্রথমেই দেবল আক্রমণ ও অধিকার করেন।

ইহার পর মহম্মদ-কাসিম-পরিচালিত বিজয়ী আরবসেনা নিরূণ (বর্ত্তমান হায়দরবাদ) প্রভৃতি নগর জয় করিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ডাহির নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়সিংহকে বহুসংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পারস্য হইতে আরও ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া

মহম্মদ কাসিমের সহিত যোগ দেওয়ায় জয়সিংহ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বেন্‌-কাসিম রাজধানী আরোর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ডাহির ইহার পর একবার প্রাণপণে সমস্ত সৈন্যদল লইয়া বেন্‌-কাসিমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তাঁহার পক্ষে তৎকালে ৫০,০০০ সৈন্য যুদ্ধ করিতেছিল। বেন্‌-কাসিম এক সুদৃঢ়স্থানে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক দিন যুদ্ধ হইল। অবশেষে একদিন ডাহির স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে বিপক্ষের তীরে বিদ্ধ হইলেন। তাঁহার হস্তীও ঐ সময়ে এক জ্বলন্ত অনল-গোলায় আহত হইয়া বেগে নিকটস্থ নদীতে অবগাহন করিল। এই অতর্কিত বিপদে সমস্ত সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার উৎসাহিত করিতে ও সুশৃঙ্খলে আনিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া হত হইলেন। মিহরাণ নদী দদাহাওর মধ্যবর্ত্তী রাবর দুর্গের নিকট এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরাজিত সৈন্যগণ পলাইয়া রাবরদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাহিরের পুত্র জয়সিংহ ও বিধবারাণী রাণীবাই দুর্গরক্ষায় প্রাণপণে যত্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ডাহিরের বিশ্বস্ত মন্ত্রী জয়সিংহকে ঐ দুর্গ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

রাবরের দুর্গ বেন্‌-কাসিমের অধিকৃত হইল। দুর্গবাসী রাজপুত-সৈন্যগণ জীবন আশা বিসর্জ্জন দিয়া শত্রুমধ্যে ভীষণ বেগে ধাবিত হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। রাণী কয়েকটী সন্ততিসহ অনলে দেহত্যাগ করিলেন। বিজয়ী মুসলমান-সেনা দুর্গের অস্ত্রধারী পুরুষমাত্রকেই নিহত করিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বন্দী করিল। ইহার পর মহম্মদ কাসিম ব্রাহ্মণাবাদ জয় করেন। জয়সিংহ পূর্ব্বেই ইহার রক্ষণভার ১৬ জন সেনাপতির হস্তে দিয়া হালিসরে গমন করিয়াছিলেন।

ডাহিরের দুই কন্যা মাতার সহিত দেহত্যাগ করে নাই। ইহারা মহম্মদ কাশিমের হস্তে বন্দিনী হয়। মহম্মদ ইহাদের অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য-দর্শনে ইহাদিগকে খলিফাকে উপহার দিবার মনস্থ করেন। উভয়ে খলিফের তাৎকালিক রাজধানী দামস্কাস্‌ নগরে খলিফ ওয়ালিদের সমক্ষে আনীত হইলেন। উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা করুণ স্বরে খলিফাকে বলিল, "ধর্ম্মাবতার আমরা আপনার যোগ্যা নহি, মহম্মদ কাসিম ইতিপূর্ব্বেই আমাদের ধর্ম্মনাশ করিয়াছে।" খলিফ এই কথায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই একেবারে মহম্মদ কাসিমকে চর্ম্মের থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল, এবং যথাসময়ে বেন্‌-কাসিমের শব চর্ম্মভস্ত্রামধ্যে খলিফ-সমক্ষে আনীত হইল। রাজকুমারী পিতৃশত্রুর মৃতদেহ-দর্শনে উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "এত দিনে আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইল। আমি মিথ্যা কথা বলিয়া আমার কুলোচ্ছেদকারী এই দুর্ব্বৃত্তের প্রাণ নাশ করাইয়াছি।" এইরূপে ডাহিরের কন্যাদ্বয় পিতৃনিধনের প্রতিহিংসা সাধন করেন।

ডাহুক (পুং) দাত্যূহ পক্ষী, ডাকপাখী। (জটাধর) Gallinulla phœnicura) ইহাদের উপরিভাগ হরিতাভ কৃষ্ণবর্ণ; কণ্ঠ, কপোল ও বক্ষঃস্থল শ্বেতবর্ণ, পুচ্ছ ও বস্তির নিম্নভাগ গাঢ় ধূসরবর্ণ, চঞ্চু হরিতাভ পীতবর্ণ এবং প্রান্তভাগে ঈষৎ পাটলবর্ণ, চক্ষুর পাতা ঘোর লোহিতবর্ণ এবং পদদ্বয় হরিতবর্ণ, ইহাদের দৈর্ঘ্য সচরাচর ১২½ ইঞ্চ হইয়া থাকে।

ইহারা নদী, হ্রদ, সরোবর, খাল, ঝিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে কিছুদূরে ক্ষুদ্র গুল্মাবৃত জঙ্গলে বাস করিতে ভাল বাসে। সময় সময় গ্রামের নিকট উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রাদিতেও ইহাদিগকে দলে দলে চরিতে দেখা যায়। কেহ নিকটে গেলে তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতবেগে পুচ্ছ উত্তোলিত করিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করে। ইহারা অতি সহজে নিবিড় গুল্মাদির ভিতর পলায়ন করিতে পারে, তজ্জন্য ইহাদিগকে ধরা সহজ নহে। ইহারা শস্য এবং কীটপতঙ্গাদি দ্বারা জীবন ধারণ করে। ইহাদের স্বর তীক্ষ্ণ। অনেকে শিকার করিবার জন্য ডাকপাখী পুষিয়া থাকে। রাত্রিকালে উচ্চস্থানে রাখিয়া দিলে পোষা ডাকপাখীর স্বর শুনিয়া নিকটস্থ জঙ্গল হইতে অন্যান্য ডাকপাখী আসিয়া থাকে এবং ফাঁদে পড়ে। ইহাদিগের মাংস সুস্বাদ। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মলয় প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে। ডাহুক জাতীয় অনেক প্রকার পক্ষী অনেকাংশে জল-মুরগী প্রভৃতি জলচর পক্ষীর সমান।

ডি (পারসী ডিহ্‌) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিগ, মধ্যভারতে, রাজপুতানার অন্তর্গত ভরতপুর রাজ্যের একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ২৮´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ২২´ পূঃ। এখানে একটী দুর্গ আছে। এই নগর চতুর্দ্দিকে জলাভূমি-পরিবেষ্টিত, সুতরাং বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই শত্রুর পক্ষে দুর্গম থাকে। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ইহার দুর্গ অতি দুর্জ্জয় বলিয়া বিখ্যাত ছিল, এখনও মথুরার ২৪ মাইল পশ্চিমে তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। ঐ দুর্গে ভগ্নরাজ-প্রাসাদ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহার গঠনপ্রণালী অতি দৃঢ় ও

সুন্দর, এবং সমগ্র স্তম্ভ প্রাচীরাদি মনোহর ও সূক্ষ্ম খোদ-কার্য্যে চিত্রবিচিত্রিত। এই নগর বহুপ্রাচীন, অনেক পুরাণাদিতে ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে নজাফ খাঁ এই নগর জাটদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ নগর পুনর্ব্বার ভরতপুরের রাজার অধিকারে আইসে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ই নবেম্বর ইংরাজ-সেনা হোলকরের অনুসরণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলে অনেক সৈন্য ডিগের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। জেনারাল ফ্রেজার (General Fraser) পরিচালিত ইংরাজসৈন্য ডিগ অবরোধ করে। ক্রমাগত মাসাধিককাল অবরোধের পর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ডিসেম্বর এখানকার দুর্গ ও নগর ইংরাজের অধিকৃত হয়। ডিগনগরের বনবন অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্যের নিমিত্ত বিখ্যাত। বুদনসিংহ এখানকার দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ভরতপুর-দুর্গ অধিকৃত হইলে ডিগের সুদৃঢ় নগরপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। [ভরতপুর দেখ।]

ডিগ্‌বাজী (দেশজ) সম্মুখে মুখ দিয়া মাথা ঘুরিয়া উল্‌টাইয়া পড়া।

ডিগ্‌বাজীকর (দেশজ) যে ডিগ্‌বাজী খায়।

ডিগ্‌রী (ইংরাজী Decree) আদালতের রায় বা নিষ্পত্তি।

ডিঙ্গন (দেশজ) উল্লজ্ঘন, উৎপ্লবন।

ডিঙ্গর (পুং) ডঙ্গর পৃষো° সাধুঃ। ১ ডঙ্গর। ২ ধূর্ত্ত, শঠ, ডেগরা। ৩ ক্ষেপ, ৪ বন। ৫ সেবক, দাস। (শব্দর°)

ডিঙ্গরামি (দেশজ) নীচতা, অপকৃষ্টতা।

ডিঙ্গা (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোণী। যথা—

"কোষের যতেক দ্রব্য ডিঙ্গায় তুলিল।"

ডিঙ্গাচকা (দেশজ) এক প্রকার চক্রবাক। (Anus acuta)

ডিঙ্গাচালক (দেশজ) পোতবাহী।

ডিঙ্গান (দেশজ) উল্লম্ফন।

ডিঙ্গি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশে খয়েরপুর রাজ্যের একটী দুর্গ। অক্ষা° ২৬° ৫২´ উঃ, দ্রাঘি° ৬৮°৪০´ পূঃ। এখানে প্রচুর জল পাওয়া যায়।

ডিঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্র নৌকা।

ডিডকা (স্ত্রী) যৌবনকালজাত রোগভেদ। যৌবনকালে মুখে যে ব্রণ জন্মে।

"যৌবনে ডিডকাস্বেব বিশেষাচ্ছর্দ্দনং হিতম্‌।" (সুশ্রু°)

এই রোগে বমন বিশেষ উপকারী। ধন্যা, বচ, লোধ্র, ও কুষ্ঠ অথবা রোধ্র, বচ, সৈন্ধব ও সর্ষপ একত্র করিয়া প্রলেপ দিলে ইহা আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত)

ডিডিমা (পুং) প্রত্যুদ শ্রেণীস্থ পক্ষী। (সুশ্রুত) [প্রত্যুদ দেখ।]

ডিণ্ডিম (পুং) ডিণ্ডীতি শব্দং মাতি মা-ক। বাদ্যভেদ, আর্য্যদিগের প্রাচীন আনদ্ধ বাদ্যবিশেষ, ঢোল, কাড়া।

"আর্য্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।" (বীরচ°)

২ কৃষ্ণপাকফল, পানী আমলা। (শব্দচ°)

ডিণ্ডিমেশ্বরতীর্থ (পুং) শিবপুরাণোক্ত তীর্থবিশেষ।

ডিণ্ডির (পুং) হিণ্ডির পৃষো° সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা। (হেম°)

ডিণ্ডিরমোদক (স্ত্রী) ডিণ্ডির ইব মোদকঃ, মোদি ণ্বুল্‌। গৃঞ্জন। [গৃঞ্জন দেখ।]

ডিণ্ডিশ (পুং) ডিণ্ডিক পৃষো° সাধু°। ডিণ্ডিশবৃক্ষ, চলিত কথায় ঢাঁড়শ। ইহার গুণ—রুচিকারক, ভেদক ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক, শীতল, বাতল, রুক্ষ, মূত্রল ও অশ্মরীনাশক। (ভাবপ্র°)

ডিণ্ডির (পুং) হিণ্ডির পৃষো° সাধুঃ। সমুদ্রের ফেনা।

ডিত্থ (পুং) ১ কাষ্ঠময় হস্তী।

"ডিত্থঃ কাষ্ঠময়ো হস্তী ডবিত্থস্তন্ময়ো মৃগঃ।" (সুপদ্মব্যা°)

২ একব্যক্তিমাত্রবোধক সংজ্ঞাশব্দবিশেষ। (সাহিত্যদ°)

৩ বিশেষ লক্ষণযুক্ত পুরুষ।

"শ্যামরূপো যুবা বিদ্বান্‌ সুন্দরঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ডিত্থ ইত্যাভিধীয়তে।" (কলাপব্যা° টীকা)

শ্যামবর্ণ, যুবা, বিদ্বান্‌, সুন্দর, প্রিয়দর্শন ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলে ডিত্থ এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ডিম (পুং) ডিম-ক। দৃশ্যকাব্যরূপনাটকভেদ। এই দৃশ্য-কাব্যে মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ উদ্ভ্রান্তাদিবেষ্টিত উপরাগ বাহুল্যরূপে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে রৌদ্র রস অঙ্গী (অর্থাৎ প্রধান), অঙ্ক ৪টী, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের প্রয়োগ করিবে না। ইহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষঃ বা মহোরগ নায়ক হইবে। ভূত, প্রেত ও পিশাচাদি অত্যন্ত উদ্ধত হইবে। বৃত্তিসকল কৌশিকীহীন (নাটক-প্রসিদ্ধ রচনাবিশেষের নাম কৈশিকী) ও সন্ধিসকল বিমর্ষ-রহিত হইবে। শান্ত, হাস্য ও শৃঙ্গার এই ৩টী রস ইহাতে বর্জ্জনীয়। অন্য ৩টী রস প্রদীপ্ত হওয়া আবশ্যক। (সাহিত্যদ°) [নাটক দেখ।]

ডিম (দেশজ) অণ্ড, ডিম্ব। [অণ্ড দেখ।]

ডিম্ব (পুং) ডিব-ঘঞ্‌। ১ ভয়। ২ কলল। ৩ ফুস্‌ফুস্‌। ৪ ডমর। ৫ ভয়ধ্বনি। ৬ অণ্ড। ৭ প্লীহা। ৮ বিপ্লব। (মেদিনী)

ডিম্বজ (পুং) ডিম্বাৎ জায়তে ডিম্ব-জন্‌-ড। অণ্ডজ, ডিম্ব হইতে যাহারা জন্মে।

ডিম্বসাঁচ (দেশজ) ডিম্বের ছাঁচ। অণ্ডমধ্যস্থ শীতাংশ।

ডিম্বাহব (স্ত্রী) ডিম্বং ভয়ধ্বনিযুক্তং আহবং কর্ম্মধা°। সামান্য যুদ্ধ, যে যুদ্ধে রাজা নাই।

"ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যাত্তা পার্থিবেন চ।" (মনু ৫।৯৫)

ডিম্বাহবে মৃত হইলে এক দিনমাত্র অশৌচ হয়।

ডিম্বিকা (স্ত্রী) ডিব-ণ্বুল্‌-টাপ্‌। ১ কামুকী। ২ জলবিম্ব। ৩ শোণাকবৃক্ষ। (শব্দর°)

ডিম্ভ (পুং) ডিভ অচ্‌। ১ শিশু।

"শুভারম্ভেহদন্তে মহিতমতিডিম্ভেঙ্গিতশতম্‌।" (রসিকর°)

২ মূর্খ। দ্বিরূপকোষে ইহার রূপান্তর ডিম্ব।

ডিম্ভক (পুং) ডিম্ভ স্বার্থে কন্‌। ১ বালক। ২ শাম্বদেশাধিপতি ব্রহ্মদত্তের পুত্র। হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে—

শাম্বনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক পরম দয়ালু নরপতি ছিলেন। তাঁহার পরম রূপবতী ও অসামান্যগুণশালিনী দুই ভার্য্যা ছিল। যজ্ঞদত্ত পুত্রের নিমিত্ত মহিষীদ্বয়ের সহিত একাগ্রচিত্তে দশবৎসরকাল মহাদেবের আরাধনা করেন।

মহাদেব ইঁহাদের আরাধনায় অত্যন্ত প্রীত হইলেন। একদা রজনীযোগে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া কহিলেন, 'রাজন্‌! তোমার আরাধনায় নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, এখন বর প্রার্থনা কর।' রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, 'ভগবন্‌! দুই মহিষীর গর্ভে যেন দুইটী পুত্র লাভ হয়, এই আমার প্রার্থনা। ভগবান্‌ 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। নরপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কালক্রমে রাজমহিষীদ্বয় শঙ্করপ্রসাদলব্ধ দুই মহাবীর্য্য পুত্র প্রসব করিলেন। নৃপতিতনয়দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হংস ও কনিষ্ঠের নাম ডিম্ভক।

ক্রমে হংস ও ডিম্ভকের তপশ্চরণের অভিলাষ জন্মিল। তাঁহারা যাঁহার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই শঙ্করের আরাধনার নিমিত্ত হিমালয়প্রস্থে গমন করিয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের বীর্য্য ও অস্ত্রবল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহাদেব ইঁহাদের তপস্যায় প্রীত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও বর লইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, 'ভগবন্‌! যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব ও দানবগণের মধ্যে কেহই পরাস্ত করিতে না পারে, ইহাই আমাদের প্রথম প্রার্থনা, দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, যেন রুদ্রাস্ত্রসমুদয় আমাদের সংগ্রহ হয়। অন্যান্য যত অস্ত্র ও কবচ প্রভৃতি আছে, তাহা যেন আমাদের সমস্তই অধিকৃত হয় এবং আমরা যখন যুদ্ধযাত্রা করিব, তৎকালে দুইটী মহাভূত যেন আমাদের সহায়তা করেন।' মহাদেব তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং ভূতপ্রধান কুণ্ডোদর ও বিরূপাক্ষকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, 'বৎস বিরূপাক্ষ! বৎস কুণ্ডোদর! তোমরা ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যখন এই বীরদ্বয় যুদ্ধযাত্রা করিবে, তখন তোমরা ইঁহাদের সহায়তা করিও।'

এইরূপে ইঁহারা মহাদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া দেবদানব প্রভৃতির অজেয় হইয়া উঠিলেন।

একদা হংস ও ডিম্ভক অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন। ক্রমে বহুসংখ্যক মৃগ, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতিকে নিহত করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে পিপাসা দূর করিবার নিমিত্ত পুষ্কর সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া সেই সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক পদ্মের মৃণাল ও পত্র ভক্ষণ করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। সেই সরোবরতীরে ব্রাহ্মণগণ মধ্যাহ্নকালোচিত বেদগান করিতেছিলেন। ইঁহারা তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, 'আপনারা এই যজ্ঞ সমাপন করিয়া আমাদের আলয়ে গমন করিবেন, আমার পিতা রাজসূয়যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়াছি, ত্রিভুবনে আমাদিগকে পরাজিত করে এমন বীর কেহই নাই, আমরা মহাদেবের নিকট সমুদয় অস্ত্রলাভ করিয়াছি, আপনারা জানিবেন, কোন শত্রুই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না।

মুনিগণ কহিলেন, 'রাজন্‌! যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সশিষ্য আপনার আলয়ে গমন করিব, কিন্তু এখন আমরা এই স্থানেই অবস্থান করিলাম। অনন্তর সেই বীরদ্বয় পুষ্করহ্রদের উত্তর তীরে গমন করিলেন, সেখানে ভগবান্‌ দুর্ব্বাসা বাস করিতেছেন, ও শিষ্যগণ সমবেত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তখন বীরদ্বয় ভগবান্‌ দুর্ব্বাসাকে ধ্যানস্থ দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই কাষায় বস্ত্রধারী বর্ণশ্রেষ্ঠ মহাভূতটী কে? গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই বা কোন্‌ আশ্রম? গৃহস্থই তো ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গৃহস্থই সর্ব্বজীবের মাতা ও জীবন। যে মূঢ় সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত অন্যাশ্রম আশ্রয় করে, সে ত উন্মত্ত, বিকৃতরূপ ও মহামূর্খ। আমার বোধ হইতেছে, এই ভণ্ড তপস্বী কেবল ধ্যানচ্ছলে লোককে বঞ্চনাই করিয়া থাকে। ইঁহারা যেরূপ ঘোর মূঢ় বিজ্ঞানে আচ্ছন্ন, তাহাতে সহজে না হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। কোন্‌ মহামূর্খই বা এই দুর্ম্মতিগণের উপদেষ্টা, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। এই বিষয় চিন্তা করিয়া উভয়েই সহসা সেই অতীন্দ্রিয় দুর্ব্বাসা সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, 'ব্রাহ্মণ! আমি দেখিতেছি, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই, তুমি

এ কি কার্য্য করিতেছ? তুমি যাহা আশ্রয় করিয়াছ, ইহাই বা কোন্ আশ্রম? তুমি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এ কোন পথ সাধন করিতেছ? স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ঘোরতর দম্ভই এরূপ অনুষ্ঠানের মূল কারণ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, তুমিই সমস্ত লোক নাশ করিবে, তুমি সকলকেই নরকে পাতিত করিবে। তুমি স্বয়ং নষ্ট হইয়াছ, পরকেও নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কেহ কি তোমার শাসনকর্ত্তা নাই, এখনও বলিতেছি, সাবধান হও, এই সকল পরিত্যাগ করিয়া সত্বর গৃহী হও, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে, স্বর্গই মানবগণের পরম সুখাস্পদ।'

দুর্ব্বাসা এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি এরূপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ের প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। যেন ত্রিলোক ভস্মাৎ হইল। তিনি সেই রোষারুণনেত্রে নৃপতিদ্বয়কে কহিলেন, 'তোমরা শীঘ্র নিপাত হও, শীঘ্র নিপাত হও এবং এখনিই এই স্থান হইতে দূর হও, বিলম্ব করিও না। আমি সমস্ত নরপতিকে দগ্ধ করিতে পারি, কিন্তু আমরা যতিধর্ম্মাবলম্বী, আমরা কাহারও অনিষ্ট করিব না, সেই ভূতনাথ ভগবান্ তোমাদিগকে ইহার ফল প্রদান করিবেন।' এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তখন বীরদ্বয় তাঁহাকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মহর্ষির হস্তধারণ করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ক্রূরবুদ্ধিতে তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য যতিগণ পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হংস ও ডিম্ভক উভয়ে কালপ্রেরিত হইয়া মহাক্রোধভরে মহর্ষির শিক্য, কমণ্ডলু, দারুময়ছিদল, দণ্ড ও পাত্রসমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। অনন্তর দুর্ব্বাসা অত্যন্ত অবমানিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, 'সত্বরই আমি ইহার প্রতিবিধান করিব।'

অনন্তর হংস ও ডিম্ভক রাজসূয়যজ্ঞের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের অতিশয় ঔদ্ধত্য জানিতে পারিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন।

পথিমধ্যে উভয় দলে অতিশয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ হংসের সহিত ও সাত্যকি ডিম্ভকের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ হংসকে অতি দূরে লইয়া চলিলেন। হংস রথ হইতে অবতরণ করিয়া কালীয়হ্রদে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এদিকে ডিম্ভক হংস শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যমুনার জলে প্রবেশপূর্ব্বক নিজ জিহ্বা উৎপাটন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং এই আত্মহত্যাপাপে ঘোরনরকে গমন করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ২৯৫-৩২০)

ডিম্ভচক্র (ক্লী) ডিম্ভ ইব চক্রম্। মনুষ্যের শুভাশুভনির্ণায়ক চক্রবিশেষ।

ডিম্ভজ (ত্রি) ডিম্ব হইতে যাঁহারা জন্ম-গ্রহণ করে।

ডিম্ভা (স্ত্রী) ডিম্ভ-টাপ্। অতি শিশু।

ডিল্লী, মোগলসাম্রাজ্যের রাজধানী। বর্ত্তমান দিল্লী। [দিল্লী দেখ।]

"ভঙ্গ্যালো গৌড়মর্দ্দী ভ্রমরবরনৃপঃ ধ্বস্তডিল্লীন্দ্রবর্গাঃ।"

(গোপীনাথপুর-শিলাফলক)

ডিহি (পারস্য ডিহ্) কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটী ক্ষুদ্র পরগণা।

ডিহিদার (পারসী) ডিহির শাসনকর্ত্তা।

ডিহিবন্দী (দেশজ) ডিহির রাজস্ব-নির্দ্ধারণ।

ডীতর (ত্রি) ডী-ক্বিপ্ তত স্তরপ্। নভোগতিযুক্ত তর।

"তস্মাদিমা অস্যা অরা ডাতরা"। (শতপথব্রা° ৪।৪।৩।৫)

ডীন (ক্লী) ডী ভাবে ক্ত। ১ পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। [খগ-গতি দেখ।] ২ আগমশাস্ত্রবিশেষ।

"ডামরং ডমরং ডীনং শ্রুতং কালীবিলাসকম্।" (মুণ্ডমালাত°)

ডীনডীনক (ক্লী) ডীনেন সহ ডীনকং নিন্দিতং পতনম্। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

ডীনাবডীনক (ক্লী) ডীনেন সহ অবডীনকম্। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ। একের গতিতে অন্যের গতিমিশ্রণ।

ডুকরণ (দেশজ) চিৎকার করিয়া ক্রন্দন।

ডুগ্ ডুগী (দেশজ) সাপুড়িয়া বা বাজিকরদিগের বাদ্যযন্ত্র।

ডুঙ্গী (দেশজ) ক্ষুদ্রনৌকাবিশেষ।

ডুডুম (দেশজ) ১ অশ্বতর। ২ বৃক্ষ।

ডুণ্ডুভ (পুং) ডুণ্ডুঃ সন্ ভাতি ভা-ক। সর্পবিশেষ, ঢোঁড়াসাপ। পর্য্যায়—রাজিল, ডুণ্ডুভ, নাগভৃৎ, ডুণ্ডু।

"মহাদর্পে সর্পে গিয়া ধরিছে সালুর।
বিড়ালে ডুণ্ডুভ দিয়া খেদিছে ইন্দুর॥" (শ্রীধর্ম্মম° ১৯৪)

ডুণ্ডুল (পুং) ডুণ্ডুরিতি শব্দং লাতি লা-ক। ক্ষুদ্রপেচক, ছোট পেঁচা। পর্য্যায়—ক্ষুদ্রোলূক, শাকুনেয়, পিঙ্গল, বৃক্ষাশ্রয়ী, বৃহদ্রাবী, বিশালাক্ষ, ভয়ঙ্কর। (রাজনি°)

ডুপ্লে (প্রকৃত নাম ফ্রান্সিস্ জোসেফ ডুপ্লে) ভারতবর্ষীয় ফরাসী-অধিকারে বিখ্যাত শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতি। ইনি ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টরের পুত্র।

অল্প বয়সেই ডুপ্লে ভারতীয় ফরাসী অধিকারের প্রধান সহর পুঁদিচেরির মন্ত্রিসভায় প্রধান সদস্যের পদ প্রাপ্ত হন। দশ বৎসর এই পদে কার্য্য করিবার পর ১৭৩০ খৃঃ অব্দে চন্দন-

নগরের কুটীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। অতিশয় দক্ষতা-সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করায় তিনি শীঘ্রই কেম্পানীর অধ্যক্ষদিগের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে তাঁহারা তাঁহাকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পুঁদিচেরিতে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে এতদিন পর্য্যন্ত ফরাসী ইষ্টইণ্ডিয়া কেম্পানীর বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন এবং তদ্বিষয়ে যথেষ্ট কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন, কিন্তু এই নূতন পদপ্রাপ্তির পর তাঁহার মন অন্য দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি স্বভাবতঃই অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অহঙ্কারী, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। পুঁদিচেরির শাসনকর্ত্তা হইয়া প্রাচ্যভূমে ফরাসী-অধিকার ও ফরাসী-প্রভাব বদ্ধমূল করিবার জন্য কল্পনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই দেশের অনেক স্থলে বৃটীশ ও ওলন্দাজদিগের বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বাণিজ্যব্যাপারে ইহারা যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধিও সম্পাদন করিয়াছিল। ডুপ্লে দেখিলেন যে, বাণিজ্যবিষয়ে ইহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তিনি কখনই স্বীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেন না। সুতরাং তিনি উপায়ান্তর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অভ্রান্ত বুদ্ধিবলে ও নৈপুণ্যগুণে শীঘ্রই দেশীয় লোকদিগের রীতি-নীতি অবগত ও দেশীয় রাজ্যের রাজনীতির অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিবার উপায় দেখিতে পাইলেন।

এই কালে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার অধীন সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে স্বীয় স্বীয় অধিকৃত প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন এবং নবাবেরাও সুবাদারদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেছিল। বাস্তবিক তৎকালে মোগলসাম্রাজ্য সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তা কোন বলবান্ সুবাদারের আশ্রয় ও সাহায্যে আপনার স্বাধীনতা প্রচার করিতেছিলেন। ফরাসী-গবর্ণর ডুপ্লেও এই সময়ে চিরপোষিতা নিজ আশা ফলবতী করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সৌভাগ্যক্রমে এই বিষয়ে তাঁহার পরমসহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। স্ত্রীর সাহায্যে ডুপ্লে স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিবার সহজ ও উত্তম সুযোগ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার স্ত্রী ভারতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন এবং ভারতেই প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছিলেন, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষা অবগত থাকায় তিনি আপন স্বামী ও অধিবাসিবর্গের মনোভাব প্রকাশ ও পরামর্শের পথ সুগম করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর সহায়তায় ডুপ্লে ফরাসীরাজ্য জয় ও ক্ষমতাবৃদ্ধি করিবার উপায় গোপনে পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন।

১৭৪৪ খৃঃ অব্দে য়ুরোপে ফরাসী ও ইংরাজদিগের মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও উভয় কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। লাবোর্ডোনে ফরাসী রণপোতের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তিনিও ভারতবর্ষে ফরাসীক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন ডুপ্লের সহিত একযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবেন। কিন্তু পুঁদিচেরিতে পৌছিয়া তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন। পুঁদিচেরিতে উপনীত হইলে, গবর্ণর ডুপ্লে তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অভ্যর্থনা করিলেন না। তিনি যে লাবোর্ডোনের প্রতি ঈর্ষা-পরবশ হইয়াছেন, প্রথমেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ করিলেন। ডুপ্লে আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, যদি তাঁহার কখনও বিপদ্ হয়, তবে লাবোর্ডোনে তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন। তিনি দেখিলেন যে, যুদ্ধাদি তাঁহার অধিকারসীমায় সজ্ঘটিত হইবে না; পক্ষান্তরে লাবোর্ডোনকে অনুকূল পরামর্শ এবং সৈন্য ও নিজ চেষ্টাদি দ্বারা সাহায্য করিতে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন। লাবোর্ডোনের ক্ষমতায় তিনি অতিশয় দ্বেষপরতন্ত্র হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমে তাঁহার সহিত শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন। এই শত্রুভাবই লাবোর্ডোনের ও ডুপ্লের সর্ব্বনাশ করিল এবং এই প্রতিকূল কার্য্য হেতুই ভারতে ফরাসী-ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল।

যাহা হউক, লাবোর্ডোনের পূর্ব্বসিদ্ধান্তানুসারে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মান্দ্রাজদুর্গ আক্রমণ করিয়া ২০এ তারিখে অধিকার করিলেন। ৪৪ লক্ষ টাকা প্রদান করিলে ৩ মাস পরে ফরাসীসৈন্য মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবে এই নিয়মে মান্দ্রাজদুর্গবাসী ইংরাজগণ লাবোর্ডোনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু ডুপ্লে এ সন্ধিতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মান্দ্রাজ তাঁহার শাসিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং একমাত্র তিনিই এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে সমর্থ। এই সময় আর্কটের নবাব তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে ফরাসীদিগের মান্দ্রাজ আক্রমণ করিবার কোন ক্ষমতা নাই, এই মর্ম্মে ডুপ্লের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন। ডুপ্লে নবাবকে বলিলেন যে, এই নগর তাঁহার হস্তে অর্পিত হইলেই তিনি নবাবকে প্রত্যর্পণ করিবেন। নবাবকে ইহা জানাইয়া ডুপ্লে লাবোর্ডোনকে লিখিলেন যে, তিনি যেন মান্দ্রাজ-দুর্গস্থিত ব্যক্তিবর্গের সহিত সন্ধির কোন নিয়মে মত প্রদান

করেন ; কারণ বিষয়টী পুঁদিচেরির শাসনকর্ত্তার বিচার্য্য। কিন্তু এই পত্র আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গ প্রত্যর্পণের কথা স্থির হইয়াছিল। লাবোর্ডোনের যথেষ্ট আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ছিল, যে নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ করা অতি হীন মনোবৃত্তির পরিচয় বলিয়া তিনি মনে করিলেন। ডুপ্লের যে নগর সমর্পণের নিয়ম স্থির করিতে ক্ষমতা আছে, এ কথা তিনি স্বীকার করিতে পারিলেন না—পক্ষান্তরে ইহা যে ডুপ্লের নিতান্ত দাম্ভিকতা ও তাঁহাদের পরস্পরের কার্য্যের প্রতিকূল এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন। ডুপ্লে ইহাতে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং লাবোর্ডোনেকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি পুঁদিচেরি নগরে এক ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন এবং অর্থগ্রহণে মান্দ্রাজ নগর পরিত্যাগ করিলে যে, ফরাসীস্বার্থের হানি হইবে এই মর্ম্মে পুঁদিচেরির ফরাসী অধিবাসী দ্বারা এক আবেদন-পত্র উপস্থিত করাইলেন। তাঁহার সম্মতি অনুসারে প্রত্যেক কার্য্য সুসম্পন্ন না হইলে তিনি মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিবেন না, লাবোর্ডোনে তাঁহার এই দৃঢ় সঙ্কল্প ডুপ্লেকে জানাইলেন। এদিকে ডুপ্লে তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে যতদিন পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হইতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত যাহাতে মান্দ্রাজ ইংরাজদিগের প্রত্যর্পণ করা না হয়, তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময় ফ্রান্স হইতে আরও কএকখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ডুপ্লে লাবোর্ডোনে একমত হইয়া কার্য্য করিলে তাঁহারা এখন ইংরাজদিগের সমস্ত স্থানই অধিকার করিতে পারিতেন। ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃই ইহারা এতকালে ঘোর বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন।

কিছু পরে ডুপ্লে লাবোর্ডোনের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। লাবোর্ডোনে ডুপ্লের বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে আর্কটের নবাব আনয়ারউদ্দীন্ এতদিন পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ তাঁহার হস্তে প্রত্যর্পিত হইল না দেখিয়া ১০০০০ সৈন্যের সহিত তৎপুত্র মহাফেজ খাঁকে বলপূর্ব্বক উক্ত নগর অধিকার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ডুপ্লে কূটনীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব করিতে ডুপ্লের নিকট হইতে যে দুই জন দূত আসিয়াছিল, মহাফেজ খাঁ তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। ডুপ্লে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। ফরাসী বন্দুকে অনেক মোগলসৈন্য প্রাণ হারাইল, অবশিষ্ট প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মহাফেজ তাঁহার সৈন্য একত্র করিয়া মৈলাপুর নামক স্থানে শিবির সংস্থাপিত করিতে আদেশ দিলেন। এস্থানে তিনি সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক্ হইতে ফরাসী-সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন।

ডুপ্লে এখন একটী ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মান্দ্রাজ সম্বন্ধে লাবোর্ডোনের কোন প্রতিজ্ঞাই অক্ষুন্ন রাখিলেন না। ১৭৪৬ খৃঃ অব্দের ৩০এ অক্টোবর তারিখে তিনি ইংরাজদিগকে অবগত করাইলেন যে, তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিই ফরাসীগবর্মেণ্টের কোষভুক্ত হইল এবং তাহারা হয় যুদ্ধবন্দীস্বরূপ থাকিবে, নয় পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইবে। ইহার পরে কেহ কেহ পলায়নপূর্ব্বক সেণ্টডেভিড-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট লোককে ধৃত করিয়া পুঁদিচেরিতে পাঠান হইল। মান্দ্রাজের ইংরাজ-শাসনকর্ত্তা এই সঙ্গে বন্দী হইলেন।

এখন ডুপ্লে ইংরাজদিগকে উপকূল-প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া সেণ্টডেভিডদুর্গ হস্তগত করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। ডুপ্লে মান্দ্রাজ অধিকার করিয়া তথায় পরাডিস নামক একজন সুইজারলণ্ডবাসীকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ডুপ্লের আদেশানুসারে ডেভিডদুর্গ আক্রমণার্থ ৩০০ য়ুরোপীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যখন তিনি পুঁদিচেরি অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন মহাফেজ খাঁ ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ডুপ্লের নিকট সংবাদ আসিলে তিনি পুঁদিচেরি হইতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পরাডিসকে নিরাপদে পুঁদিচেরিতে লইয়া গেল। ডিসেম্বর মাসে বেরির অধীনে সেণ্টডেভিডদুর্গ অধিকার জন্য কতকগুলি সৈন্য অগ্রসর হইল। ৯ই ডিসেম্বর তারিখে যখন তাহারা দুর্গের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান অধিকার করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তখন মহাফেজ খাঁ এবং মহম্মদ আলি হঠাৎ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করায় ফরাসী-সৈন্য ভীত হইয়া পলায়ন করিল। এই সামরিক সজ্জা বৃথা হওয়ায় আকস্মিক আক্রমণে দুর্গ অধিকার করিবার জন্য ডুপ্লে গোপনে ৫০০ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবারও ডুপ্লের আশা ফলবতী হইল না। ডুপ্লে ইহাতে কিছুমাত্র ভীত বা হতাশ হইলেন না। তিনি এখন বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার আদেশে ফরাসী-সৈন্য মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী নবাব-শাসিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে লাগিল। তিনি উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতায় তাঁহার বিশেষ কোন উপকার

নাই, ইহা অবগত হইলেই নবাব ইংরাজদিগের সহিত আর সংস্রব রাখিবেন না। অতি অল্প সময়েই নবাবের সহিত ফরাসীদিগের সন্ধি হইয়া গেল। সেণ্টডেভিডদুর্গ হইতে পুনরাহত নবাবসৈন্যের সহিত মহাফেজখাঁ পুঁদিচেরিতে প্রেরিত হইলেন। ডুপ্লে নবাবপুত্রকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আবার ডেভিডদুর্গ অধিকার করিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। ১৭৪৭ খৃঃ অব্দের ১৯এ ফেব্রুয়ারি, নবাবসৈন্য ও ফরাসীসৈন্যের সেনাপতি হইয়া পরাডিস অগ্রসর হইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় ইংরাজদিগের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশ হইতে একখানি রণপোত আসিয়া উপস্থিত হইল। ফরাসীসৈন্য নিস্ফল হইয়া প্রস্থান করিল। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে এইরূপ জনরব শুনা গেল যে, ডুপ্লে শীঘ্রই ডেভিড-দুর্গ পুনরাক্রমণ করিবেন। এই সময় ইংরাজ শিবিরে এক বিষম ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ডুপ্লে স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ত্ততা সহকারে ইংরাজপক্ষীয় দেশীয় সৈন্যদিগের ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতে প্রলোভিত করিয়াছেন। ইংরাজগবর্ণর এ বিষয়ে যথোচিত সতর্ক হইলেন। ডুপ্লে বারবার পরাজিত হইয়া পুনরায় দুর্গ আক্রমণ করিতে সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু এবারও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ২৯এ জুলাই ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি রণপোত আসিয়া সেণ্টডেভিড-দুর্গের নিকট নঙ্গর করিল। ইংরাজদিগের দল বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া নবাব পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এখন ইংরাজগণ সাহসী হইয়া মিলিত সৈন্য লইয়া পুঁদিচেরি অবরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ইংরাজসৈন্য অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া ডেভিডদুর্গে ফিরিয়া আসিল। ইংরাজদিগের পরাজয়ে ডুপ্লে চারিদিকে ফরাসী-প্রভাব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তিনি দেশীয় রাজন্য-বর্গের এমন কি মোগলসম্রাটেরও নিকট ইংরাজদিগের ভীরুতাবিষয়ক লিপি প্রেরণ করিলেন। ইহাতেই তিনি ক্ষান্ত রহিলেন না। মান্দ্রাজ যাহাতে হঠাৎ তাঁহার হস্তচ্যুত না হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে সন্ধি হওয়ায় এ দেশেও সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজেরা মান্দ্রাজে ফিরিয়া যাইলেন।

যুদ্ধকালে ডুপ্লে দেখিলেন যে, অতি অল্পসংখ্যক য়ুরোপীয় সৈন্য বহুসংখ্যক দেশীয় সৈন্যকে সহজেই পরাজিত করিতে পারে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যাধিকারের আশা বাড়িয়া উঠিল। দেশীয় রাজগণ তখন পরস্পর শত্রুতাচরণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ইহার এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফরাসী ক্ষমতা বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৪১ খৃঃ অব্দে চাঁদসাহেব ত্রিচিনপল্লির বিধবা-রাণীকে ছলনা করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন। রঘুজী ভোন্‌স্লে চাঁদ-সাহেবকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিলেন। চাঁদসাহেব তাঁহার স্ত্রীপুত্রদিগকে গোপনে ডুপ্লের আশ্রয়ে রাখিয়া রঘুজীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলে রঘুজী কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া তিনি সাতারায় প্রেরিত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইংরাজ ও ফরাসী-যুদ্ধকালে আর্কটের নবাব আনওয়ারুদ্দীন্ স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য কখন ইংরাজপক্ষ ও কখন ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতেছিলেন। ডুপ্লে এখন এই নবাবকে শাস্তি দিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। সুযোগও উপস্থিত হইল। যখন চাঁদসাহেবের স্ত্রী পুঁদিচেরিতে ছিলেন, তখন ডুপ্লের স্ত্রীর সহিত তাঁহার অতিশয় মিত্রতা জন্মিয়াছিল। তিনি ডুপ্লের স্ত্রীর নিকট তাঁহার স্বামীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ডুপ্লে তাঁহার স্ত্রীর নিকট এই বিষয় শুনিয়া ভাবিলেন যে, চাঁদ-সাহেব আনওয়ারের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রজাসাধারণ আনওয়ার অপেক্ষা তাঁহারই বশীভূত। চাঁদসাহেব মুক্তি পাইলে সকলেই তাঁহাকে নবাবরূপে স্বীকার করিবে এবং ফরাসীসৈন্যসাহায্যে তিনি সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। এই সঙ্গে ফরাসী-ক্ষমতাও বদ্ধমূল হইবে। এই কল্পনা করিয়া তিনি চাঁদসাহেবের স্ত্রী দ্বারা গোপনে ৭ লক্ষ টাকা রঘুজীর নিকট প্রেরণ করিলেন; চাঁদসাহেব মুক্তিলাভ করিয়া পুঁদিচেরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় নিজাম-উল-মুল্কের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সিংহাসন লইয়া অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার দৌহিত্র মজফরজঙ্গ সিংহাসন দাবী করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্য পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু চাঁদসাহেব আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং ফরাসীসৈন্য তাঁহার পৃষ্ঠ সমর্থন করিতেছে, একথাও তাঁহাকে বলিলেন। মজফর ইহাতে সাহসী হইয়া চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া আনওয়ারের সহিত একটী যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। যুদ্ধে আনওয়ার নিহত ও তৎ-পুত্র মহাফেজ বন্দী হইলে মজফর ও চাঁদসাহেব যথাক্রমে সুবাদার ও নবাব উপাধিগ্রহণ করিয়া আর্কটে প্রবেশ করিলেন, ইহার পর তাঁহারা পুঁদিচেরিতে আসিলে স্বীয় অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য ডুপ্লে তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। চাঁদসাহেবও পুঁদিচেরির নিকটবর্ত্তী ৮১ খানি গ্রাম ফরাসীদিগকে দান করেন। অল্পদিন পরেই ডুপ্লে চাঁদসাহেব ও মজফরকে ত্রিচিনপল্লি অবরোধ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই স্থানে আনওয়ারের পুত্র মহম্মদআলি

আশ্রয় লইয়া ছিলেন। চাঁদসাহেব প্রথমেই ত্রিচিনপল্লি না যাইয়া তঞ্জোরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে নাজিরজঙ্গ (মজফরের প্রতিদ্বন্দ্বী) আসিয়া আর্কট অধিকার করিলেন। তাঁহারা এবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না, ডুপ্লেই প্রথমে তাঁহাদিগকে নাজিরজঙ্গের আক্রমণের সংবাদ দিলেন। তাঁহারা পুঁদিচেরির অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ফরাসীগণ চাঁদসাহেবের ও মজফরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে দেখিয়া ইংরাজগণ মহম্মদআলি ও নাজিরজঙ্গের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। নাজিরজঙ্গ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মজফরকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন দেখিয়া ডুপ্লে মজফর ও চাঁদকে সাহায্য করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য পাঠাইলেন। কিন্তু ডুপ্লের সহিত সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগের তত মনের মিল ছিল না। কোন অপ্রকাশ্য কারণে ফরাসীসৈন্য যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিল। মজফর আত্মসমর্পণ করিলে নাজিরজঙ্গ তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন, চাঁদসাহেব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অন্যত্র যাইয়া আশ্রয় লইলেন।

ফরাসীসৈন্য বিনাযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করায় ডুপ্লে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তিনি কৌশলে স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নবান্ হইলেন। এবং চর নিযুক্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, নাজিরজঙ্গের সৈন্য-গণ বিদ্রোহভাবপরিশূন্য নহে। নাজিরজঙ্গের সহিত সন্ধি করিবেন এই প্রস্তাব করিয়া তিনি কএকজন দূত প্রেরণ করিলেন। যাহাতে নাজিরজঙ্গের অধীন সামন্তগণ বিদ্রোহী হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে ডুপ্লে তাঁহার প্রেরিত দূতদিগকে গোপনে পরামর্শ দিলেন। তাহারাও তদনুরূপ কার্য্য করিয়া ফিরিয়া আসিল।

নাজিরজঙ্গের আদেশে ফরাসীদিগের একটী বাণিজ্যকুঠী লুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ডুপ্লে ১৭৫০ খৃঃ অব্দে মসলিপত্তন অধিকার করিবার নিমিত্ত জলপথে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেই স্থান অধিকার করিয়া লইল। মহম্মদআলি ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। এই সময় ফরাসীদিগের বিখ্যাত সেনাপতি বুসি চাঁদসাহেবের সহিত মিলিত হইয়া গিঞ্জিদুর্গ হস্তগত করিলেন।

নাজিরজঙ্গ ফরাসীদিগের কৃতকার্য্যতায় অতিশয় ভীত হইয়া ডুপ্লের সহিত সন্ধি করিবার জন্য পুঁদিচেরিতে দুইজন দূত পাঠাইলেন। ডুপ্লে নিম্নলিখিত প্রস্তাবে সন্ধি করিতে চাহিলেন,——মজফরজঙ্গ বিমুক্ত, চাঁদসাহেব কর্ণাটের নবাব উপাধি প্রাপ্ত এবং মসলিপত্তন ও তদধীন প্রদেশসমূহ ফরাসীদিগকে প্রদত্ত হউক।' নাজিরজঙ্গ উক্ত নিয়মে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ডুপ্লে যে তাঁহার প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, নাজিরজঙ্গ তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না। ডুপ্লেও টৌসে (Touche)-কে নাজিরজঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধে ফরাসীসৈন্য বিজয়লাভ করিল; নাজিরজঙ্গ মৃত্যুমুখে পতিত এবং মজফর সুবাদার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মজফর মসলিপত্তন ও তাহার অধীন প্রদেশসমূহ ফরাসীদিগের এবং ২০ লক্ষ টাকা ডুপ্লেকে প্রদান করিলেন। এই সময় আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। মজফর ডুপ্লেকে বলিলেন, নাজিরজঙ্গের অধীন যে ৩ জন পাঠানসর্দ্দার ডুপ্লের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহারা দাবী করিতেছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের অধিকৃত প্রদেশের জন্য কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাউক এবং নাজির-জঙ্গের ধনরত্ন তাহাদিগের মধ্যে বিতরিত হউক। ডুপ্লে এই বিষয়ের মধ্যস্থ হইলেন এবং অনেক বাদানুবাদের পর উভয় পক্ষের মধ্যে একটী সন্ধি করিয়া দিলেন।

ইহার পর ডুপ্লে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ ভূভাগের মোগল-প্রতিনিধি বলিয়া আপনাকে অভিহিত করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এই প্রদেশের সমস্ত কর তাঁহার হস্ত দিয়া মোগলসম্রাটের নিকট প্রেরিত হইত এবং পুঁদিচেরিতে যে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তদ্ভিন্ন অন্য কোন মুদ্রা কর্ণাটপ্রদেশে চলিত না। ১৭৫১ খৃঃ অব্দে মজফরজঙ্গ নিহত হইলে ডুপ্লে সলাবৎজঙ্গকে সুবাদার স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগি-লেন। এই সময় মহম্মদ আলি ত্রিচিনপল্লিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ডুপ্লে তাঁহাকে দূরীভূত করিবার জন্য কতকগুলি ফরাসীসৈন্য লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে চাঁদসাহেবকে পরামর্শ দিলেন। ইংরাজগণ এতদিন পর্য্যন্ত কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই। ফরাসীদিগের প্রভাবে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহারা মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এখন অবধি ডুপ্লে সৈন্য প্রায় প্রতি যুদ্ধেই পরাজিত হইতে লাগিল। চাঁদসাহেব অবশেষে প্রাণ হারাইলেন। চাঁদ-সাহেবের মৃত্যুর পর ডুপ্লে স্বয়ংই কর্ণাটের নবাব উপাধি গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিবস পরে তিনি রাজা সাহেবকে নবাবোচিত মান্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুরতজা আলি ৮০০০০০ টাকা প্রদান করায় শীঘ্রই ডুপ্লের নিকট নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৫২ খৃঃ অব্দে ইংরাজসৈন্য ফরাসী-দিগের গিঞ্জিদুর্গ আক্রমণ করিয়া পরাজিত হওয়ায় পলায়ন করিল ইহাতে ডুপ্লের মনে যথেষ্ট আশার উদয় হইল;

কিন্তু বাহার নামক স্থানে ফরাসীসৈন্য বিশেষরূপে পরাজিত হওয়ায় ডুপ্লের আশালতা শুকাইয়া গেল। যাহা হউক, ডুপ্লে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত হইলেন না। তিনি দেখিলেন যে, সহজে এ যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবে না; তজ্জন্য তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার দুর্ভেদ্য কৌশলে মহারাষ্ট্র ও মহিসুর-সৈন্য ইংরাজ-পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ফরাসীদিগের সহিত মিলিত হইল। পুঁদিচেরিতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। এই যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী কখন ফরাসী কখন বা ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১৭৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ যুদ্ধ চলিল।

এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীপ্রভাব বর্দ্ধিত ও অধিকার বিস্তৃত হইতেছিল বটে, কিন্তু অতিরিক্ত অর্থব্যয় জন্য কোম্পানী বিশেষ কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। এই জন্য কর্তৃপক্ষগণ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে ডুপ্লেকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছিলেন। যদিও ডুপ্লের অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল, তথাপি তিনি কর্তৃপক্ষের আদেশে ভীত হইয়া ১৭৫৪ খৃঃ অব্দের প্রথমেই মান্দ্রাজে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্ট ও সন্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া নিয়মাদি স্থির করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ সন্ধি হইল না। উভয়পক্ষীয় প্রতিনিধিগণ কিছুদিন বাদানুবাদের পর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ফরাসী-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ ডুপ্লের প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা শান্তির ইচ্ছা করিতেছিলেন। তাঁহারা ডুপ্লেকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া গডেহোকে (M. Godeheu) পুঁদিচেরির গবর্ণর করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ইনি ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ২রা আগষ্ট ভারতে উপস্থিত হইয়া ডুপ্লের নিকট হইতে শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ইহার পর দুইমাস ডুপ্লে পুঁদিচেরি নগরে ছিলেন। এই দুইমাস তিনি আপনাকে কর্ণাটের নবাব বিবেচনা করিয়া বিবিধ চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

যাহা হউক, তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাগত হইলে যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করিলেন না। এ দেশে থাকিতে ফরাসীরাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। ফরাসীগবর্মেণ্ট তাঁহাকে কিছুই বৃত্তি প্রদান করিলেন না; কেবলমাত্র তাঁহার উত্তমর্ণদিগের হস্ত হইতে আশ্রয়লিপি (Letter of protection) প্রচার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহার অর্থ প্রাপ্ত হইবার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু এ বিষয় সিদ্ধান্ত হইবার পূর্ব্বেই সর্ব্বস্বান্ত ও নিরাশ হইয়া এই বৎসরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ডুপ্লে প্রতিভাশালী অতিশয় সুদক্ষ রাজনীতিকুশল শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অহঙ্কারী ও পরাক্রমপ্রিয় ছিলেন। চরিত্রের প্রকৃত উন্নতির প্রতি তিনি উপযুক্ত মনোযোগ প্রদান করিতেন না। তিনি ফরাসী অধিকার বিস্তৃত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বন করিতে পারিতেন। ভারতে ফরাসী অধিকারের সহিত ডুপ্লের নাম চিরসম্বদ্ধ।

ডুব (দেশজ) ১ নিমগ্ন। ২ জলে অবগাহন।

ডুবড়িয়া (দেশজ) যে ডুব দিয়া বেড়ায়।

ডুবন (দেশজ) নিমজ্জন, অবগাহন, বুড়ন, ডোবা।

ডুবরী (দেশজ) নিমজ্জক, যাহারা জলে অধিক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে।

ডুবা (দেশজ) নিমগ্ন হওয়া।

ডুবান (দেশজ) নিমগ্ন করান।

ডুবারু (দেশজ) ১ জলচর পক্ষিবিশেষ। (Dol-chick) ২ এক জাতীয় হাঁস। (Auus fulica)

ডুবিত (দেশজ) নিমজ্জিত।

ডুবু (দেশজ) ডুবারুপাখী।

ডুবুডুবু (দেশজ) প্রায় ডুবিয়া যাওয়া।

ডুমা (দেশজ) টুকরা, চিলতা, ক্ষুদ্র খণ্ড।

ডুমুর (দেশজ) সংস্কৃত উড়ুম্বর শব্দের অপভ্রংশ। একপ্রকার বৃক্ষ ও তাহার ফল। এই বৃক্ষ ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র জন্মিয়া থাকে। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আসামস্থ পর্ব্বতসমূহে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০০ ফিট্ ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত এই বৃক্ষ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষে নানাজাতীয় ডুমুর আছে। ঐ সকল বৃক্ষের ও ফলের সৌসাদৃশ্য থাকিলেও আকারগত অনেক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কোন কোন জাতীয় ডুমুরের পাতা ও ফল অতি বৃহৎ এবং বৃক্ষ অনেকাংশে লতার ন্যায় আবার কোন কোন জাতীয় ডুমুরবৃক্ষ অশ্বত্থাদি বৃক্ষের ন্যায় সুদীর্ঘ ও শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ হইলেই তাহার পত্র ও ফল ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইয়া আইসে।

এই বৃক্ষের পুষ্প দৃষ্ট হয় না, একবারে কোষ হইতে থোপা থোপা ফল বহির্গত হয়। বৃক্ষের স্কন্ধদেশ এবং শাখাপ্রশাখার সন্ধিস্থানসকল হইতেই অধিকাংশ ফল ধরিয়া থাকে। এদেশে সাধারণ লোকেরা বলিয়া থাকে, ডুমুরের ফুল দেখিলে রাজা হয়, বাস্তবিকই ডুমুরের ফুল দেখা যায় না।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা ডুমুরগাছকে অশ্বত্থ, পাকুড়, বটবৃক্ষাদির সমজাতীয় বলিয়া গণ্য করেন। সকলেরই ত্বক্‌চ্ছেদ করিলে দুগ্ধের ন্যায় আঠা নির্গত হইয়া থাকে, ঐ আঠা হইতে রবরের ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হয়। ডুমুরের আঠা অনেক সময় এ দেশে বেদনার উপর প্রলেপস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নিম্নে কয়েকপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় ডুমুরের বিষয় লিখিত হইল।

যজ্ঞ-ডুমুর (Ficus glomerata) সাধারণতঃ হোমকার্য্যে ইহার শাখা ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম যজ্ঞডুমুর হইয়াছে। হিমালয়প্রদেশ, রাজপুতানা, মধ্যভারত, বাঙ্গালা, দাক্ষিণাত্য, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। চাঁদায় ইহার ক্ষীর অর্থাৎ আঠা হইতে একরূপ রবার প্রস্তুত হয়।

এই বৃক্ষ হইতে অনেক সময় লাক্ষা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যাধগণ ইহার ক্ষীর হইতে পক্ষী ধরিবার আঠা প্রস্তুত করে।

লোহারডাগায় যজ্ঞডুমুরের ছাল সিদ্ধ করিয়া কাল রং প্রস্তুত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়। যজ্ঞ-ডুমুরের পত্র, মূল, ত্বক্‌ ও ফল সমস্তই দেশীয় বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তাঁহারা ইহার ছালের জল বিরেচক ঔষধরূপে প্রয়োগ করেন এবং ক্ষতাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহার করেন। ব্যাঘ্র ও বিড়াল দংশনেও ইহা বিষঘ্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহার শিকড় আমাশয়রোগে উপকারক এবং অনেক ডাক্তারের মতে শিকড়ের রস অতি তেজস্কর ও বলকারী ঔষধ, দীর্ঘকাল ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে। পিত্তাধিক্যে ইহার শুষ্ক পত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হয়। আট্‌কিন্‌সন্‌ সাহেব (Atkinson) লিখিয়াছেন—ইহার পত্রস্থ বসন্তের ন্যায় পদার্থগুলি দুগ্ধে ভিজাইয়া মধুর সহিত প্রদত্ত হইলে মসূরিকা জন্য শরীরে দাগ হয় না। বহুবিধ রজো-রোগ, মূত্ররোগ, মেহঘটিতরোগ ও কাশরোগে ইহা নানারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্শ ও উদরাময়রোগে যজ্ঞডুমুরের ক্ষীর প্রদত্ত হয়। ঐ ক্ষীর তিলতৈলের সহিত মিশাইয়া ঘায়ের উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সদ্য ডুমুরের রস অনেক ধাতুঘটিত ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়।

দেবকার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এদেশের অনেকে এই ডুমুর খায় না। ইহার আকার সাধারণ ডুমুর অপেক্ষা কিছু বড়, কিন্তু তত সুখাদ্য নহে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত এই ফল জন্মিয়া থাকে। ইতরলোকে কাঁচা অবস্থায় ইহার ফল তরকারীর সহিত ভক্ষণ করে। পাকিলে সমস্ত ফল পাকটে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। অজন্মা ও দুর্দ্দিনের সময় অনেকে ইহা খাইয়া থাকে।

ছাগমেষাদি এই ফল খাইতে অতিশয় ভালবাসে। ইহার পত্রাদি হস্তী প্রভৃতির খাদ্য।

ইহার কাষ্ঠ অন্তঃসারশূন্য, লঘু, ভঙ্গুর ও মোটা দানা-বিশিষ্ট, জলের নীচে থাকিলে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। তজ্জন্য অনেক স্থানেই ইহা কূপের চৌদিকে দেওয়া হয় এবং ইহার ভেলা ও জল সেঁচিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে।

কাক-ডুমুর (Ficus hispida) ইহার গাছ যজ্ঞ ডুমুরের গাছ অপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুদ্র এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, মলয়, সিংহল, চীন, আন্দামান দ্বীপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষে হিমালয়প্রদেশে এই বৃক্ষ ৩৫০০ ফিট্‌ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে জন্মিয়া থাকে।

ইহার ছাল হইতে একরূপ দড়ি প্রস্তুত হয়।

ইহার ফল, বীজ ও ছাল বমনকারক এবং বিরেচক। ইহার শুষ্ক ফলচূর্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া বোম্বাই ও কোঙ্কণ-প্রদেশে বিদারিকা প্রভৃতিতে প্রলেপ দেয়। দুগ্ধবতী গাভীকে দুগ্ধ শুকাইবার জন্যও ইহা খাওয়াইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয়মতে ইহা দুগ্ধকর ও গর্ভস্থ ভ্রূণের হিতকর। [কাকোডুম্বর দেখ।]

ইহার পত্রাদি পশুদিগের খাদ্য। কাষ্ঠে জ্বালানীব্যতীত কিছুই হয় না। ইহার বীজ পাখীয়া লইয়া অট্টালিকা প্রাচীরাদিতে ফেলে, তাহাতে অট্টালিকা প্রভৃতিতে বৃক্ষ উৎপন্ন করে। ঐ সকল বৃক্ষ অট্টালিকার বড় অনিষ্টকারী।

ডুমুর (Ficus Roxburghii) এই বৃক্ষ হিমালয় প্রদেশ হইতে ভোটান, আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সকল স্থানে জন্মে। ৬০০০ ফিট্‌ উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ইহা দেখা যায়। বৃক্ষ সাধারণতঃ বৃহৎ। ইহার ফল কাঁচা অবস্থায় তরকারীর সহিত ব্যবহৃত হয়। পাকিলে কোমল, রক্তবর্ণ এবং একটু সুগন্ধ ও সুমিষ্ট হয়। অনেকে পাকাডুমুরও খাইয়া থাকে। গাছের গোড়ায় এবং শাখার গায়ে থোপা থোপা ডুমুর ধরে। শতদ্রুতীরে ডুমুরের ছালে একরূপ মোটা দড়ি প্রস্তুত হয়। ইহার কাষ্ঠ কার্য্যকর নহে। পাতায় পশ্বাদির খাদ্য হয়।

ভুঁই ডুমুর (Ficus heterophylla) এই জাতীয় ডুমুর গাছ একরূপ লতানে গুল্ম। ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের অপেক্ষাকৃত উষ্ণতর প্রদেশে, চট্টগ্রাম, তেনাসেরিম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে নদীতীরে জন্মিয়া থাকে। স্থানভেদে ইহার আবার জাতিভেদ আছে। ইহার পত্র ও মূল নানাবিধ ঔষধে প্রযুক্ত হয়। ইহার শিকড়ের ছাল অতিশয় তিক্ত গুণসম্পন্ন। উহার চূর্ণ

ধনিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া, কাশ, কফ প্রভৃতি হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হয়। চট্টগ্রাম প্রদেশে ইহার ফল ভক্ষণ করে।

ডুমুরদহ, বাঙ্গালার অন্তর্গত হুগলী জেলার একটী সহর। এই সহর ভাগীরথীর তীরে নয়াসরাইয়ের উপরেই অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২´ ১৩´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৮´ ৫°´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থান ডাকাইতির জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোকে এই স্থান দিয়া যাইতে ভয় করিত। সূর্য্যাস্তের পর কোন পথিকই নিকট দিয়া যাইত না, এমন কি দিবা-ভাগেও কেহ এখানকার ঘাটে নৌকাদি বাঁধিত না। এখানকার প্রসিদ্ধ ডাকাইত বিশ্বনাথ বাবুর নাম তৎকালে কাহারও অবিদিত ছিল না। এই দুর্ব্বৃত্ত পথশ্রান্ত পথিক-দিগকে রাত্রিসমাগমে অতি সৌজন্য ও আতিথেয়তা সহকারে আশ্রয় প্রদান করিত এবং নিদ্রাবস্থায় উহাদিগকে নদীতে ভাসাইয়া দিত। চতুর্দ্দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান এই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইত। ইহার গতিবিধি অপরিজ্ঞাত থাকায় বিশ্বনাথ বহুকাল পর্য্যন্ত পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়া ডাকাইতি করিতে থাকে। পরে ইহার জনৈক অনুচর সন্ধান বলিয়া ধরাইয়া দেয়। বলা বাহুল্য, সমধর্ম্মাবলম্বী দস্যুদিগের মনে ভীতিসঞ্চারের জন্য বিশ্বনাথকে যে স্থানে ধরা হয়, সেই স্থানে তাহার ফাঁসি হইল। বিশ্বনাথ কখনও দরিদ্রকে উৎপীড়ন করিত না, বরং অনেক দীন দুঃখী তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইত।

ডুমার, ব্রহ্মখণ্ড-বর্ণিত ভোজদেশের অন্তর্গত সিদ্ধাশ্রমের দক্ষিণাংশে অবস্থিত নগর। (বর্ত্তমান ডুম্‌রাওন্‌ বলিয়া অনু-মিত হয়।) ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডের মতে, এখানে ভূমিহারক জাতীয় প্রবল পরাক্রান্ত উদয়বন্ত সিংহের রাজত্ব। তাঁহার বংশীয় বিক্রমসিংহ এখানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন। (ভ° ব্রহ্ম° ৩১ অঃ)

ডুম্‌রাওন্‌, শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন সহর। এখানে ডুম্‌রাওনের রাজবংশ বাস করেন। ডুম্‌রাওনের রাজগণ পন্বরনামক রাজপুতকুলোদ্ভব। তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ উজ্জয়িনীনগরে বাস করিতেন, তথা হইতে মধ্য-ভারতে ছড়াইয়া পড়েন। মহারাজ সিদ্ধোলসিংহ সর্ব্বপ্রথম বেহারে আসিয়া বাস করেন। তিনি আপন পুত্র ভোজ-সিংহকে সোপার্জ্জিত রাজত্ব দান করিয়া যান। ভোজসিংহের নামানুসারে তাঁহার অধিকৃত জনপদ ভোজপুর নামে বিখ্যাত হয়। কালচক্রে এই রাজবংশ নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে প্রধানবংশ আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের রাজধানী ডুম্‌রাওনে বাস করিতে লাগিলেন, একশাখা বক্সারে ও অপর শাখা জগদীশপুরে গিয়া বাস করিল।

এই বংশে রাজা নারায়ণমল্ল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের নিকট রাজা উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে বীরবরসাহি, রুদ্রপ্রতাপ-সাহি, মান্ধাতাসাহি, হোরিলসাহি, ছত্রধারী সিংহ ও বিক্রমজিৎ সিংহ রাজ্যশাসন করিয়া মোগল বাদশাহগণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আলমগীর, ফরখশিয়ার, মহম্মদশাহ ও শাহ-আলমের নিকট উক্ত রাজগণ অনেক জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে বক্সারে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জয়-প্রকাশসিংহ ইংরাজসেনানায়ক হেক্‌টর মন্‌রোর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

সেই জন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই মার্চ্চ জয়প্রকাশ বড়লাট মার্ক্‌-ইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংসের নিকট মহারাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করেন।

জয়প্রকাশের পর তাঁহার পৌত্র জানকীপ্রসাদ সিংহ অতি-অল্প বয়সে রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় মহেশ্বরবক্স সিংহ বাহাদুর ডুম্‌রাওন্‌ রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিলেন। ইনি নেপাল-যুদ্ধকালে ও সিপাহীবিদ্রোহের সময় বৃটীশ গবর্মেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জগদীশপুরে ইহার জ্ঞাতি কুমারসিংহ বিদ্রোহী হইলে মহারাজ মহেশ্বরবক্সের যত্নে অতি অল্প কালমধ্যেই বিদ্রোহিগণ পরাজিত ও শাসিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহাকে 'মহারাজ' উপাধি এবং তাঁহার বর্ত্তমানেই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার রাধাপ্রসাদসিংহকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

মহারাজ রাধাপ্রসাদের যত্নেও ডুম্‌রাওনরাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ডুম্বুর, বঙ্গদেশের চন্দ্রদ্বীপ-ভূভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

একদিন মহাদেব উমার সহিত ব্যোমমার্গে ইন্দ্রপুরে গমন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ চন্দ্রদ্বীপে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। এখানে তিনি ভক্তগণের নৃত্যদর্শনে বিমোহিত হই-লেন, তাঁহার হস্ত হইতে ডমরু পতিত হইল, পড়িয়াই তাহা হইতে অপূর্ব্ব শব্দ হইতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ তদ্দৃষ্টে বেদবিধিক্রমে ডম্বরুর পূজা করিতে লাগিলেন। তখন শিব-ডম্বরু সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়া গেল, "এখানকার লোকেরা সকলেই ধার্ম্মিক, বিদ্বান, জ্ঞানী, ধনী ও নিরোগী হইবে।" যেখানে ডম্বরু পড়িয়াছিল, সেই স্থানই কালক্রমে ডুম্বরু বা ডুম্বুর নামে খ্যাত হয়; (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৩ অঃ)

ডুম্বুর (পুং) ডুমুর। [ডুমুর দেখ।]

ডুম্বুরপর্ণী (স্ত্রী) দন্তীবৃক্ষ।

ডুরিয়া (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ কুক্কুরপালক।

ডুরা (দেশজ) ১ দড়ি। ২ পাকওয়াজ, তবলা ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্রের পার্শ্বে যে চামড়ার বন্ধনী থাকে, তাহাকে ডুরী কহে।

ডুরীপড়া (দেশজ) দড় পড়া, গাঁটপড়া।

ডুরীহার, একপ্রকার শৈবযোগী। ইহারা ডুরী অর্থাৎ কার্পাস-সূত্রের ও পট্টসূত্রের বস্ত্র পরিধান করে, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ডুরীহার বলে।

ডুলি (স্ত্রী) দুলি পৃষো° সাধু। ১ দুলি, কমঠী, কচ্ছপত্নী। ২ যানবিশেষ। ইহাতে স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত করে।

ডুলিকা (স্ত্রী) ডুলিরিব কায়তি কৈ-ক। খঞ্জনাকার পক্ষিবিশেষ।

ডুলী (স্ত্রী) ডুল-ঙীষ্। চিল্লীশাক।

ডেউয়া (দেশজ) ডেও, মাদর।

ডেউয়া-পিপীড়া (দেশজ) কৃষ্ণকায় বড় জাতীয় পিপীলিকা।

ডেঁতে (দেশজ) ১ দণ্ডিত।

ডেঁপ (দেশজ) রসগ্রাহী, বৃক্ষমূল।

ডেকরা (দেশজ) ডঙ্গর, দুষ্ট, বদমাইস।

ডেকরামি (দেশজ) ডেকরার কার্য্য।

ডেকরা (দেশজ) যে স্ত্রীলোক দুষ্টামি বা বদমাইসী করে, নিষ্ঠুর স্ত্রী।

ডেগ (পারসী) তাম্র বা লৌহনির্ম্মিত স্থালীপাত্র।

ডেগরা (দেশজ) ১ ধূর্ত্ত, শঠ। ২ উচ্ছৃঙ্খল।

ডেঙ্গর (দেশজ) মৎকুণ, উকুণ।

ডেঙ্গুয়া (দেশজ) ১ একপ্রকার গুল্ম। ২ যে পুরুষের স্ত্রী নাই।

ডেঙ্গুয়াশাক (দেশজ) একপ্রকার গুল্ম।

ডেড় (দেশজ) অর্দ্ধাধিক এক, সার্দ্ধেক।

ডেড়া (দেশজ) অভাব, দারিদ্রতা।

ডেনা (দেশজ) পক্ষ, ডানা, পাখা।

ডেন্মার্ক, য়ুরোপের উত্তরাংশবর্ত্তী একটী দেশ। অক্ষা° ৫৩° ২৩´ হইতে ৫৭° ৪৪´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮° ৫´ হইতে ১২´ ৪৫´ পূঃ। ইহার উত্তরে স্কাকারাক উপসাগর, পূর্ব্বে কাটিগাট ও সাউণ্ড প্রণালী ও বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে জর্ম্মণির কতকাংশ এবং পশ্চিমে জর্ম্মণসাগর বা দিনেমারদিগের ভাষায় পশ্চিম মহাসমুদ্র।

জিলণ্ড, ফিউনন, লালাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপ, জট্‌লাণ্ড উপদ্বীপ ও বাল্টিকসাগরস্থ বর্ণহোলম্ দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য সংগঠিত। পূর্ব্বে শ্লেস্‌বিগ হোল্‌ষ্টিন ও লৌয়েনবার্গ নামক দুইটী প্রদেশও ডেন্মার্কের অন্তর্গত ছিল, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণির সহিত যুদ্ধে ডেন্মার্ক ঐ দুই প্রদেশ হারাইয়াছে। বর্ত্তমান রাজ্যের পরিমাণফল ১৪৭৮৯ বর্গমাইল; অধিবাসীর প্রায় অর্দ্ধেক কৃষিজীবী। প্রায় একচতুর্থাংশ শিল্প ও বাণিজ্য-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

ইহার জট্‌লণ্ড উপদ্বীপ য়ুরোপখণ্ডের সহিত সংলগ্ন এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরদক্ষিণে প্রায় ৩০০ মাইল, বিস্তার পূর্ব্বপশ্চিমে নানাস্থানে নানারূপ; কোন স্থানে ৩০ মাইল মাত্র, কোথাও বা ১০০ মাইল। ইহার উপকূল-ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০০ মাইল, কিন্তু এই সুদীর্ঘ উপকূলের অধিকাংশ স্থানেই জল নিতান্ত অগভীর এবং অসংখ্য চড়া, ক্ষুদ্র দ্বীপ ও বালুকাবাঁধ থাকায় বাণিজ্যের অসুবিধাজনক।

দ্বীপসকলের মধ্যে জিলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাজধানী কোপেনহেগেন এই দ্বীপে অবস্থিত। এই দ্বীপের ভূমি নিম্ন এবং প্রায় সমতল, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কয়েক ফিট্ উচ্চ। স্থানে স্থানে দুই একটী বিরল পাহাড় আছে, উহাদের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৫০০ ফিটের অধিক নহে। জিলণ্ড ও জট্‌লণ্ডের মধ্যে ফিউনন্ দ্বীপ অবস্থিত। লালাণ্ড, সোংলাণ্ড, ফলষ্টার, মোয়েন প্রভৃতি ক্ষুদ্র দ্বীপ ফিউনন ও জিলণ্ডের দক্ষিণে অব-স্থিত। ইহাদের প্রকৃতি ও সন্নিহিত সাগরের অল্প গভীরতা দৃষ্টে অনুমান হয়, বহুপূর্ব্বে ঐ সমস্ত দ্বীপ পূর্ব্বে সুইডেন ও পশ্চিমে জটলণ্ড পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া এক বৃহৎ ভূখণ্ড ছিল; কালক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত হইয়াছে।

ডেন্মার্কে খাড়ী অর্থাৎ দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট সাগরশাখা বিস্তর। উত্তরভাগে লিম-ফোর্ড খাড়ি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পশ্চিম প্রান্তস্থ অপ্রশস্ত যোজক ভাঙ্গিয়া গিয়া ইহা জর্ম্মণ-সাগরের সহিত সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। ডেন্মার্কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ অনেক আছে, কিন্তু উচ্চ পর্ব্বত ও বৃহৎ নদী নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, অনতি উচ্চ পাহাড় এবং অনেক কৃত্রিম খাল আছে।

সমুদ্র-সন্নিহিত বলিয়া ডেন্মার্কে শীতগ্রীষ্মের প্রকোপ তাদৃশ অধিক নহে। বায়ু অনেক সময় সরস ও মনোরম। বড়দিনের পূর্ব্বে এবং ফাল্গুন গত হইলে শীতের প্রখরতা প্রায় থাকে না। কখন কখন গ্রীষ্মকালে অসাধারণরূপে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এখানকার জলবায়ুর অবস্থা অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল, বৃষ্টি ও কুজ্ঝটিকা প্রায় ঘটিয়া থাকে। রাজধানী কোপেনহেগেনর তাপাংশ শীতকালে ৩২·৭, বসন্তকালে ৪৩·৫, গ্রীষ্মকালে ৬৩·৫ এবং শরৎকালে ৪৯·৩ ফা°।

ভূমি উর্ব্বরা এবং গোধূম, যব, রাই প্রভৃতি নানাবিধ শস্য উৎপন্ন করে। কেবলমাত্র জিলণ্ড দ্বীপে ফলশাকাদি উৎপন্ন

হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ২০০০০ হইতে ২৫০০০ অশ্ব বিদেশে প্রেরিত হয়। প্রধানতঃ দুগ্ধের জন্যই লোকে গোমেষাদি প্রতিপালন করে। খাড়ী ও নদীসকলে মৎস্য প্রচুর। অনেক স্থানে মাছ ধরিবার আড্ডা আছে, ঐ সকল স্থান হইতে বিস্তর আয় হয়। শুক্তিও বিস্তর উত্তোলিত হয়; কিন্তু উহা রাজার একচেটিয়া। জটলণ্ডের উত্তরভাগে বহুসংখ্যক কড মৎস্য পাওয়া যায়। ইহা হইতে কডলিভার অয়েল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তিমিও পাওয়া যায়। ডেন্মার্কে আকরিক বিরল। বর্ণহোলম্ দ্বীপে পাথরিয়া কয়লা অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। কাষ্ঠও স্বচ্ছল নহে।

এখানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নীত হইতেছে। শস্য, মাখন, পনির, লবণাক্ত মাংস, মদ্য, ছাগ, মেষ, অশ্বগবাদি পশু, চর্ম্ম, চর্ব্বি, লোম এবং নানাবিধ মৎস্য, কড, তিমি প্রভৃতির তৈলাদি বিদেশে প্রেরিত হয়। আমদানীর মধ্যে কার্পাস ও রেসমবস্ত্র, লৌহ, নানাবিধ কলকব্জা, মদ্য, ফল, চা, তামাক, কাফি, কড়িকাঠ ইত্যাদি প্রধান।

ডেন্মার্কের সৈন্যসংখ্যা ৫০, ৫২২ জন, প্রয়োজনমত ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে। ৩৭টী যুদ্ধ-জাহাজ ও তাহাতে ২২৭টী কামান এবং ১১৭০ জন সৈন্য কর্ম্মচারী আছে।

ডেন্মার্কের রেলপথের পরিমাণ প্রায় ১২০৮ মাইল এবং টেলিগ্রাফ-তার ৬৮৮৯ মাইল।

রাজ্যের আয় ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে ৩,২১,০০০০৲।

ডেন্মার্কে বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত অতিশয় উত্তম। এই স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশেষ বিখ্যাত। ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে বালকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে প্রত্যেক অভিভাবকই বাধ্য। ডেন্মার্কের সকল বিদ্যালয়ই রাজার অধীন।

ডেন্মার্কের রাজাদিগকে লুথার-সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু প্রজাগণ ইচ্ছানুসারে যে কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে। ১৫৩৬ খৃঃ অব্দে লুথারের সংস্কার ডেন্মার্কে প্রবেশ করে। এই রাজ্যে ৯ জন বিশপ আছেন। বিশপদিগকে রাজা স্বয়ং মনোনীত করেন। তাঁহাদের শাসন-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা নাই।

ডেন্মার্কের ভিন্ন ভিন্ন সহরে ও নগরে অনেকগুলি বিচারালয় আছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ বিচারালয় কোপেনহেগন নগরে অবস্থিত। কোর্ট অব কনসিলিয়েসন্ (Court of Conciliation) নামক আদালতে সর্ব্বপ্রথম অভিযোগ উপস্থিত করিতে হয়। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এই রাজ্যে বংশানুক্রমিক রাজ-নিয়োগ প্রচলিত ছিল না। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে তৃতীয় ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে রাজাশাসন-ক্ষমতা বংশানুগত হয়। সেই অবধি রাজা নিজ ইচ্ছানুসারে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অনেকে অসন্তুষ্ট হওয়ায় ১৮৩১ খৃঃ অব্দে জটলণ্ড ও দ্বীপগুলি শাসন করিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী সভা গঠিত করিলেন। ইহাতে কার্য্যের অতিশয় বিশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা ৭ম ফ্রেডারিক কর্তৃক ডেন্মার্কের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী বদ্ধমূল হইল। প্রজাদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় এবং এই প্রতিনিধিগণ মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ করেন। এই জাতীয় সভা দুই ভাগে বিভক্ত; —Folksthing and Landsthing। এই দুই সভা কতকাংশে বৃটীশ পার্লামেণ্টের House of Commons এর সমতুল্য।

ডেন্মার্কে রাজার দেহ অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাজ্যের কোনরূপ বিশৃঙ্খলার জন্য মন্ত্রিগণই দায়ী।

রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণকে রাজা কাউণ্ট এবং ব্যারণ এই দুই প্রকার উপাধি দিয়া থাকেন; কিন্তু উপাধিহীন প্রাচীন বংশীয় লোকগণই সাধারণের নিকট অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হন। উপনিবেশ শাসন করিবার জন্য রাজার অধীনে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়। রাজার একটী মন্ত্রিসভা আছে। এই সভা রাজা, তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারী ও ৮ জন সভ্য-দ্বারা গঠিত।

দিনেমারগণ অতিশয় বলিষ্ঠ। ইহাদের আকৃতি খর্ব্ব নহে। ইহাদের দেহের বর্ণ পরিষ্কার, চক্ষু নীলবর্ণ এবং কেশ পাতলা। ইহারা সহজে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হয় না; কেহ ইহাদের সত্ত্ব অধিকার করিলেও সহজে তাহাকে বাধা দেয় না। কিন্তু ইহারা অতিশয় সাহসী এবং স্বদেশের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে ইহারা অণুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে। ডেন্মার্কের সকল শ্রেণীর লোকই অতি যত্নের সহিত মৃতের কবর রক্ষা করে। ইহারা ফুল অতিশয় ভালবাসে। ইহাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান প্রশংসার্হ।

সিম্রি (Cymri)-গণই ডেন্মার্কের আদিম নিবাসী। তৎপরে অডিনের অধীনে গথগণ আসিয়া এই স্থানে বাস করে। এই কালে ডেন্মার্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং অধিবাসিগণ জলদস্যুতা করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। অধিবাসিগণ বিনডার (Bœnder) এবং ট্রেল (Trælle) এই দুই শ্রেণীতে পরিচিত হইত। শেষোক্তগণ ভূমিকর্ষণ, শিকার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। এই কালে স্ত্রীলোকগণ পুরুষের সমকক্ষ বিবেচিত হইত। রোম-সাম্রাজ্যের

অবনতিকালে ইহারা ইংলণ্ড প্রভৃতিদেশে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। ৮২৬ খৃঃ অব্দে ডেন্মার্কের রাজা হারাল্ড ক্লাক (Harold Klak) জর্ম্মণিদেশ হইতে অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই সময় উক্ত রাজা অন্সগেরিয়াস্ কর্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। কিন্তু প্রজাগণ খৃষ্টধর্ম্মকে অতিশয় ঘৃণা করিত। ১০৪১ খৃঃ অব্দে এসট্রিডসন রাজা হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হেতু ডেন্মার্ক ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তৃতীয় ভলডেমারের রাজত্বকালে দিনেমারদিগের জাতীয় বিধিব্যবস্থা সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইল। ১৩৭৬ খৃঃ অব্দে ভলডেমারের কন্যা মারগারেট সমস্ত স্কন্দনাভিয়ার রাজ্ঞী হইলেন; কিন্তু ১৪১২ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্য কএকটী পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপরে ক্রিষ্টফার ডেন্মার্ক শাসন করিতে লাগিলেন। ১৪৪৮ অব্দে ১ম খৃষ্টিয়ান ডেন্মার্কের এবং ২৫০৩ অব্দে ১ম ফ্রেডারিক নির্ব্বাচনানুসারে ডেন্মার্ক ও নরওয়ে এই যুক্ত রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে ৪র্থ খৃষ্টিয়ান রাজা হইয়া ডেন্মার্ককে অতিশয় ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিলেন। কিন্তু উচ্চবংশীয়গণ প্রতিকূল আচরণ করায় ডেন্মার্ক শীঘ্রই নিজ অধিকার হারাইল। ১৬৬০খৃঃ অব্দে Arve-Envold's Regiering's Akt অনুসারে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর প্রায় এক শতাব্দী কৃষকগণ অতিশয় অধীনতা সহ্য করিতে লাগিল। ৭ম খৃষ্টিয়ানের সময় ডেন্মার্কের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইঁহার রাজত্বকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদত্ত ও গবর্মেন্টের অব্যাহত ব্যবসা রহিত হয়। নেপোলিয়ানের সহিত মিলিত হইয়া য়ুরোপীয় অপরাপর রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে সর্ব্বদা যুদ্ধ করায় ডেন্মার্ক প্রায় দেউলিয়া পড়িয়াছিল। ১৮০৭খৃঃ অব্দে নেল্‌সন দিনেমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের পর ভিয়েনা সন্ধি অনুসারে ডেন্মার্ক রাজ্য হইতে নরওয়ে সুইডেনের সহিত সংযোজিত হইল। বহুপূর্ব্ব হইতেই রাজ্য লইয়া জর্ম্মণবাসীদিগের সহিত দিনেমারদিগের শত্রুভাব ছিল। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে এই শত্রুভাব প্রকাশ্যযুদ্ধের অবতারণা করিল। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে দিনেমারগণ জয়লাভ করিলে উভয় রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ডেন্মার্কের প্রজাগণ রাজার নিকট হইতে যথেষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এখন সুখে বাস করিতেছে। কিন্তু ডেন্মার্কের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি হইতে এখনও অসন্তোষভাব দূরীভূত হয় নাই। ডেন্মার্কের বর্ত্তমান রাজার নাম ৯ম খৃষ্টিয়ান্।

ডেবরা (দেশজ) স্ফীত, উন্নত।

ডেবরি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

ডেরা (দেশজ) কিছুদিনের জন্য কোন স্থানে বাস করা, আড্ডা।

ডেলা (দেশজ) মাটির চাপ, ভাঙ্গা ইট।

ডেলাভাঙ্গামুগুর (দেশজ) মাটির চাপ বা খোওয়া ভাঙ্গিবার মুগুর। (Harrow)

ডেহরিয়া, কাশী প্রদেশের পূর্ব্বভাগে কর্ম্মনাশানদীকূলে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডের মতে এখানে পূর্ব্বকালে তাড়কারাক্ষসী বাস করিত। রামচন্দ্র তাহাকে বিনাশ করিলে তাহার অস্থিগুলি কালক্রমে মাটি হইয়া যায়। (ভ° ব্রহ্ম° ৫৭ অঃ)

ডেহুয়া (দেশজ) ডেও, মাদার।

ডোকরা (দেশজ) লক্ষীছাড়া, ইহা প্রায় ইতর লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ডোকরান (দেশজ) ১ ভয় পাইয়া অস্ফুট স্বরে রোদন করা। ২ দুগ্ধপোষ্য বালকের উচ্চহাস্য।

ডোক্‌লা (দেশজ) উদরম্ভরি, পেটুক।

ডোগ (দেশজ) একপ্রকার মাছ।

ডোঙ্গা (দেশজ) তালবৃক্ষ বা কলার বাগদো-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র তরি।

ডোড়িকা (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ, হিন্দী করেরুআ। [ডোরী দেখ।

ডোড়া (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—জীবন্তী, শাকশ্রেষ্ঠা, সুখালুকা, বহুবল্লী, দীর্ঘপত্রা, সূক্ষ্মপত্রা, জীবনী। ইহার গুণ— কটু, তিক্ত, উষ্ণ, দীপন, কফ, বাত, কণ্ঠাময় রক্তপিত্ত ও দাহনাশক এবং রুচিকর। (রাজনি°)

ডোম, ভারতবর্ষের নীচশ্রেণীর জাতিবিশেষ। এই জাতি বহু স্থানে বিস্তৃত ও নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। বেহারের মগহিয়া ডোমগণ বলিয়া থাকে যে, একদিন মহাদেব এবং পার্ব্বতী সমস্ত জাতিকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপচ ভকত সকলের শেষে নিমন্ত্রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, অন্যান্য জাতীয় লোকদিগের আহার শেষ হইয়াছে। তাহার অতিশয় ক্ষুধা পাইয়াছিল, সে সকলের ভুক্তাবশিষ্ট একত্র করিয়া ভোজন করিল। উপস্থিত সকলেই তাহার এই কার্য্যের অতিশয় নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইল। বেহারের যে কোন ভিক্ষোপজীবী ডোমকে তাহার জাতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সে ঝুটা-খাই অর্থাৎ উচ্ছিষ্টভক্ষক। কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে ডোমদিগের নিকট তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই প্রবাদটী সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

ইহারা বলে বাগ্দী জাতির নেটশ্রেণীর পুরুষের ঔরসে ও চণ্ডাল জাতীয় স্ত্রীর গর্ভে কালুবীরের জন্ম হয়। [ডম দেখ।]

সেই কালুবীর এই সমস্ত ডোমশ্রেণীর আদিপুরুষ। কালুবীরের প্রাণবীর, মনবীর, বাণবীর ও শাণবীর এই চারিপুত্র হইতে আঙ্কুরিয়া, বিশভলিয়া, বাজুনিয়া এবং মগহিয়া এই চারি শ্রেণীর ডোম উৎপন্ন হইয়াছে। ধাকালদেশিয়া কিংবা তপসপুরিয়া ডোমগণও কালুবীরকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া থাকে। ইহারা অপরের মৃতদেহ স্থানান্তর করে ও চিতা কাটে। এই ডোমগণের এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহাদেব কালুবীরের এক পুত্রকে গঙ্গা হইতে জল আনিতে পাঠাইলেন। এই ব্যক্তি গঙ্গাতটে আসিয়া দেখিল যে, কতজন লোক একটী মৃতদেহ দগ্ধ করিবার জন্য তথায় আনয়ন করিয়াছে। তখন সে মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট অর্থ লইয়া মাটি কাটিয়া একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া দিল। ফিরিয়া আসিলে মহাদেব তাহাকে অভিশাপ দিলেন যে, সে এবং তাহার বংশধরগণ চিরকাল মৃতদেহ সৎকারাদি করিয়া কালযাপন করিবে। ডোমদিগের স্ত্রীলোকগণ ধাত্রীর কার্য্য করায় তাহারা 'দাই' নামে উক্ত হইয়া থাকে, এই শ্রেণীর পুরুষগণ মজুরি করে। এক শ্রেণীর ডোম বাঁশ কাটিয়া চুপরি, ঝাকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদিগকে বাঁশফোর বলে। ছপর প্রস্তুত করে বলিয়া এই শ্রেণীর কোন কোন ডোম ছপরিয়া নামে খ্যাত।

ডোমদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের গোত্রই অধিক প্রচলিত। সাধারণতঃ ডোমদিগের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। বেহারের মগহিয়া ডোমদিগের মধ্যে বিবাহের জন্য গোত্রের নিয়ম অতিশয় প্রবল। (১) পিতা, (২) পিতামহী, (৩) প্রপিতামহী, (৪) বৃদ্ধা প্রপিতামহী, (৫) মাতা, (৬) মাতামহী এবং (৭) প্রমাতামহী—ইহারা যে শ্রেণীভুক্ত সে শ্রেণীতে মগহিয়া ডোমগণ বিবাহ করিতে পারে না। বঙ্গদেশের ডোমগণের মধ্যে কেবলমাত্র এক মূলের স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ নিয়ম-বিরুদ্ধ। বাঁকুড়ায় অধস্তন ৩ পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না, কিন্তু ভৈয়াদি থাকিলে ৫ পুরুষের মধ্যেও বিবাহ হইতে পারে না। ২৪ পরগণাবাসী কোন ডোম সপিণ্ড স্ত্রী গ্রহণ করে না।

অন্যজাতীয় কোন লোক ইচ্ছা করিলে পঞ্চায়তকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও নিকটবর্ত্তী ডোমদিগকে একটী ভোজ দিয়া ডোমজাতিভুক্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ডোমশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক পঞ্চায়তের নিকট হইতে একপ্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

মধ্য ও পূর্ব্ববঙ্গের ডোমগণ অতি অল্প বয়সেই তাহাদের কন্যার বিবাহ দেয়। ১০ বৎসরের অধিকবয়স্কা কোন কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিলে সমাজে কন্যার পিতার নিন্দা হয়। ইহাদের মধ্যে কন্যার পণ ৫৲ টাকা হইতে ১০৲ টাকা। ঢাকাজেলার ডোমগণ বিবাহকালে আত্মীয়স্বজনাদিকে আমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে বরের পিতা পুত্রকে কোলে লইয়া মরোচের মধ্যস্থলে উপবেশন করে এবং কন্যার পিতা ও কন্যাকে লইয়া বরের সম্মুখে উপবিষ্ট হয়। কন্যার পিতা ৭ পুরুষের এবং বরের পিতা ৩পুরুষের নাম উচ্চারণ করে। তৎপরে তাহারা ঈশ্বরকে এই ব্যাপারে সাক্ষী করে এবং বরের পিতা কন্যার পিতাকে তাহার কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করে। কন্যার পিতা সম্মতিসূচক উত্তর দিলে বর কন্যার কপালে সিন্দূর দেয়। এইরূপে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২৭ পরগণার ডোমগণ বিবাহকালে বিবাহসভার মধ্যস্থলে একপাত্র গঙ্গাজল রাখে। এই পাত্রের উপর বর ও কন্যা উভয়ের হস্ত স্থাপিত করে। ধর্ম্মপণ্ডিত মন্ত্রাদি পড়িলে অবশেষে বর ও কন্যা পরস্পরের পুষ্পমালা বদল হয়। বিবাহের পূর্ব্বে দুর্গা, মহাদেব, গণেশ প্রভৃতি দেবতা অর্চ্চিত হইয়া থাকে।

ডোমদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিধবার সহিত তাহার স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ বেহারের ডোমগণ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করে। বস্ত্র ও সিন্দূরদানই সাঙ্গা অথবা বিধবা-বিবাহের অঙ্গ। মুর্শিদাবাদের ডোমদিগের মধ্যে পতিপত্নীপরিত্যাগ-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এই পরিত্যাগ পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে হওয়া আবশ্যক। পঞ্চায়ত 'যাও' বলিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। উত্তর ভাগলপুরে স্বামী কতকগুলি খড় লইয়া সকলের সাক্ষাতে দ্বিখণ্ড করিলে বিবাহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। মুঙ্গেরে ২য় স্বামী সকলকে ভোজন করাইবার জন্য পঞ্চায়তকে একটী শূকর দেয়। যদি কেহ কোন স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করে, তবে পূর্ব্বস্বামীকে ৯টী টাকা দিলেই সে সমাজ হইতে মুক্তি পায়।

ডোমদিগের পঞ্চায়তগণের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে; যথা,—সরদার, প্রধান, মণ্ডল, মরার, গোরৈত, কবিরাজ। এক ব্যক্তির সন্তানগণই উত্তরাধিকারক্রমে পঞ্চায়ত নাম লাভ করে। প্রতি পঞ্চায়তের অধীনে এক এক জন ছড়িদার থাকে।

ডোমদিগের ধর্ম্মের শৃঙ্খলা নাই। বিভিন্ন প্রদেশীয় ডোমদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর সামঞ্জস্য দেখা যায় না। ইহাদিগের

কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিত না থাকায় ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভাগিনেয়গণই সচরাচর পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যদি ভাগিনেয় অথবা ভাগিনেয়-সম্পর্কীয় কোন লোক না থাকে, তবে পরিবারের কর্ত্তা মন্ত্রাদি পাঠ করে। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলায় দেঘরিয়া এবং অন্যান্য জেলায় ধর্ম্মপণ্ডিত নামে অভিহিত ডোমগণ দ্বারা পুরোহিতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। ইহাদের পদ পুরুষানুক্রমিক। অঙ্গুলিতে তাম্রঅঙ্গুরী দ্বারা ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। সাঁওতাল পরগণায় নাপিতগণ পৌরোহিত্য করে।

বাঁকুড়া ও পশ্চিমবঙ্গের ডোমগণ অনেকাংশে বৈষ্ণব। কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণ ব্যতীত ধর্ম্মরাজও ইহাদিগের প্রধান উপাস্য। ইহারা ভাত এবং বাজুনিয়াগণ দুর্গাপূজাকালে ঢাকপূজা করিয়া থাকে। মধ্যবঙ্গের ডোমগণ একান্ত কালীভক্ত। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ডোম শোভন-ভকতকে গুরুরূপে পূজা করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার মহারাজ হরিশ্চন্দ্র হইতে তাহাদিগের উৎপত্তির উল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে হরিশ্চন্দী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহাদিগের মতে, হরিশ্চন্দ্র যথাসর্ব্বস্ব বিশ্বামিত্রকে দান করিয়া পরে এক ডোমের নিকট দাসত্ব স্বীকার করেন। ডোমের সদয় ব্যবহারে হরিশ্চন্দ্র অতিশয় প্রীত হইয়া সমস্ত জাতিকে তাঁহার নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন; তদবধি ডোমগণ ঐ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গে শ্রাবণিয়া পূজা ডোমদিগের প্রধান উৎসব। এই উৎসব শ্রাবণমাসে সম্পন্ন হয়। তৎকালে একটী শূকর বলি দিয়া একটী পাত্রে উহার শোণিত ও অপর একটী পাত্রে দুগ্ধ এবং তিন পাত্র সুরা নারায়ণকে উৎসর্গ করা হয়। ভাদ্র কৃষ্ণনিশিতেও ঐরূপ একদিন একপাত্র দুগ্ধ, চারিপাত্র সুরা, একটী নারিকেল, এবং গাঁজা-কলিকা হরিরামকে উৎসর্গ করিয়া পরে শূকরবলি দিয়া উৎসব করে। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সর্ব্বত্র একটী প্রথা ছিল। সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণসময়ে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ বহির্দ্বারে কয়েকটী তাম্রমুদ্রা রাখিত, উহা ডোমদিগের প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি গ্রহাচার্য্যগণ উহা লইয়া থাকে। রিশ্‌লি সাহেব অনুমান করেন, এই প্রথাদ্বারা প্রতীত হয় যে, ডোমগণ পূর্ব্বে অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতোপাসক অনার্য্য জাতিদিগের পুরোহিত ছিল।

বেহারের ডোমগণ বাঙ্গালার ডোমদিগের অপেক্ষা হিন্দুয়ানিতে অনেক পশ্চাৎপদ। ইহারা মহাদেব, কালী, গঙ্গা, প্রভৃতির সময় সময় পূজা করিলেও শ্যামসিংহ, রক্তমালা, গোহিল, গোরৈয়া, বন্দী, লোকেশ্বর, দিহবার প্রভৃতি ইহাদের অগণ্য দেবতা আছে। ইহাদের মধ্যে শ্যামসিংহকে অনেকে ইহাদের আদিপুরুষ বলিয়া অনুমান করেন। শ্যামসিংহই ইহাদের প্রধান দেবতা, দারভঙ্গের দেওধা নামক স্থানে ইঁহার এক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যান্য দেবতাসকলের বিবরণ এবং আকারপ্রকার ডোমদিগের ধর্ম্মজ্ঞানের ন্যায় অস্পষ্ট। বিবাহ, উৎসব কিংবা মারীভয় উপস্থিত হইলে ডোমগণ মৃত্তিকা দ্বারা পিণ্ডাকৃতি কতকগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শূকরবলি দিয়া তাহাদিগের উপাসনা করে। গ্রামের প্রান্তভাগে একটী গৃহে কিংবা তরুতলে ঐ সমস্ত পূজাদি সম্পন্ন হয়। বলা বাহুল্য, ঐ সকল ঠাকুরের সংখ্যা ও উৎপত্তি-বিবরণ অসংখ্য। কোন ব্যক্তি নিজ কার্য্য, মৃত্যু বা অপর কারণে বিখ্যাত হইলে ডোমগণ তাহাকেই ঠাকুর বলিয়া উপাসনা করে। শ্যামসিংহ ও সম্ভবতঃ এইরূপেই উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। গয়ার নিকটস্থ মগাহয়া ডোমগণ বিখ্যাত ডাকাইত। কেহ ডাকাইতি করিতে বাহির হইলে তাহার মঙ্গলার্থ সন্সারিমাই দেবীর পূজা করিত। অনেকে অনুমান করেন, এই দেবী কালীরই নামভেদমাত্র, আবার অনেকে বলেন, ইহা পৃথিবী। এই দেবীর উপাসনার জন্য প্রতিমূর্ত্তির প্রয়োজন হয় না। গৃহমধ্যে সার্দ্ধ বিঘত পরিমিত স্থানে গোময়জলে একটী মণ্ডলী করিয়া উপাসক ঐ মণ্ডলীর সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করে এবং দক্ষিণ হস্তে ডোমদিগের বিখ্যাত কাটারি লইয়া তদ্দ্বারা বামবাহুতে একস্থানে কর্ত্তন করে। পরে অঙ্গুলী দ্বারা ঐ রক্ত ৪।৫ ফোঁটা লইয়া মণ্ডলীর মধ্যে চিহ্নিত করিয়া দেয় এবং মৃদুস্বরে দেবীর নিকট প্রার্থনা করে যেন ঐ রাত্রি খুব অন্ধকারময় হয়, যেন তাহার চৌর্য্যলব্ধ ধন প্রচুর হয় এবং যেন সে কিংবা তাহার অনুচরবর্গের কেহ ধরা না পড়ে।

অনেকের বিশ্বাস ডোমগণ মৃতদেহের অগ্নিসৎকার বা গোর কিছুই করে না, তাহারা নিশিযোগে মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্নিহিত নদীতে ভাসাইয়া দেয়। যাহা হউক, এই ভীষণ ধারণা নিতান্ত অমূলক, সম্ভবতঃ ডোমদিগকে পূর্ব্বে রাত্রিযোগেই মৃতসৎকার করিতে বাধ্য করায় ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ঢাকাপ্রদেশে ডোমগণ মৃতদেহ নদীতে ভাসাইয়া দেয়; সম্ভ্রান্ত হইলে তাহার দেহ সমাহিত করা হয়। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থানেই দাহ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। মৃতের সংকার সম্পন্ন হইলে সকলে স্নান করিয়া, ক্রমান্বয়ে লৌহ, প্রস্তর ও শুষ্ক-গোময় স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হয়, এবং মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে অন্ন ও মদ্য উৎসর্গ

করে। ৯ দিন পর্য্যন্ত কেহ মৎস্য বা মাংস খায়না। ১০ম দিবসে শূকরমাংস-ভোজন ও মদ্যাদি পান করিয়া উৎসব করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বেহারপ্রদেশে ডোমগণ সচরাচর মৃতের অগ্নিসৎকার করে; কচিৎ পুতিয়া ফেলা হয়। তবে ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মরিলে কিংবা ৩ বৎসরের অনধিকবর্ষবয়স্ক হইলে পুতিয়া ফেলে। তথায় স্থানে স্থানে ১১শ ১২শ বা ১৩শ দিবসে মৃতের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়।

সকল হিন্দুই ডোমদিগকে অতিশয় ঘৃণা ও ভয়ের সহিত নিরীক্ষণ করেন। ইহাদের আচার-ব্যবহার, খাদ্য প্রভৃতি এতই জঘন্য যে, হিন্দুগণ ইহাদের ছায়া স্পর্শ করিলেও আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করেন। আবার ডোমদিগের কার্য্য যেরূপ নৃশংস, তদ্দ্বারা সকলেরই বিশ্বাস, ইহারা দয়া-মায়া-লেশশূন্য। ইহাদের পানদোষ ও চরিত্রদোষ অতিশয় প্রবল। ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলে, ভবিষ্যতের জন্য কিছুই সঞ্চিত রাখে না। এইরূপ প্রবাদ যে, ঢাকার কোন নবাব জল্লাদের কার্য্য করিবার জন্য একজন ডোমকে তথায় আনাইয়াছিলেন। ঢাকার ডোমগণ সকলেই এই ব্যক্তির সন্তান। ফাঁসি-দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রায় প্রতি জেলায় একজন ডোম নিযুক্ত আছে। যখন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়, তখন সেই ডোম দোহাই মহারাণী বা দোহাই জজসাহেব বলিয়া চীৎকার করে। ইহারা মনে ভাবে যে, এইরূপ করিলেই বুঝি পাপ হইতে মুক্তি হয়।

ডোমগণ শ্মশানঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে। ডোমগণের সাহায্য ব্যতিরেকে কাশীতে মৃতদেহ-সৎকারের বিশেষ অসুবিধা হয়। ইহারা প্রথমে চিতা সজ্জিত করিয়া দেয়, অগ্নি, খড় প্রভৃতিও ইহারা আনয়ন করে। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য মৃতব্যক্তির আত্মীয়দিগের নিকট হইতে অবস্থানুসারে কিছু অর্থ লয়। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের দাহঘাটে অনেক ডোম নিযুক্ত আছে।

সকল ডোমই শ্মশানঘাটের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে না; কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কার্য্য যে তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় ইহা সকলেই স্বীকার করে। খাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। ইহারা শূকর, অশ্ব, কুক্কুট, হংস, মূষিক প্রভৃতির মাংসভক্ষণ করে। কোন কোন দেশের ডোমদিগের মধ্যে গোমাংসও চলিত আছে।

ডোমেরা ধোবার স্পৃষ্ট দ্রব্য খায় না। এই সম্বন্ধে একটী গল্প শুনা যায়। একদিন ডোমদিগের আদিপুরুষ সুপত ভকত অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া দূরদেশ হইতে গৃহাভিমুখে আসিতেছিল। পথিমধ্যে সে গর্দ্দভপৃষ্ঠে কতকগুলি কাপড় বোঝাই করিয়া জনৈক ধোবাকে যাইতে দেখিল, এবং তাহার নিকট কিছু খাদ্য ও একটু জল চাহিল। ধোবা তাহাকে কিছুই দিল না; পক্ষান্তরে তাহাকে কটু কথা বলায় সে প্রহারপূর্ব্বক ধোবাকে তাড়াইয়া দিয়া তাহার গর্দ্দভটীকে মারিয়া এবং সেই স্থানেই তাহার মাংস রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিল। ক্ষুধা নিবৃত্ত হইলে গর্দ্দভহত্যার জন্য তাহার মনে অতিশয় অনুতাপ হইল। ধোবাই এই পাপ-কার্য্যের মূল দেখিয়া ধোপাজাতিকে অতিশয় ঘৃণার্হ বিবেচনা করিতে লাগিল। সেই অবধি কোন ডোমই ধোপার বাড়ীতে অথবা ধোপার স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। বীরভূমবাসী অঙ্কুরিয়া এবং বিশভেলিয়া ডোমগণ ঘোড়া ধরে না বা কুকুর মারে না। ইহারা কাঠের বাঁট লাগান দা ব্যবহার করে না। এই দেশবাসী ডোমগণ কুকুরহত্যা করে না বটে, কিন্তু প্রায় সকল সহরের ডোমগণ কুকুর হত্যা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে।

ঝাঁকা, চুপড়ি, দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ডোমদিগের জাতিগত ব্যবসায়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের বাইয়তি স্বত্ব নাই; ইহারা প্রায়ই স্থানপরিবর্ত্তন করে। মানভূম জেলার দক্ষিণাংশে শিবোত্তরগুলি ডোমদিগের অধিকারভুক্ত। বাজুনিয়া ডোমগণ বিবাহকালে বাদ্যাদি করে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ স্বজাতীয়দিগের বিবাহকালে গানবাদ্য করিয়া থাকে। কাহারও মতে চৌর্য্যবৃত্তিই চম্পারণের মগহিয়া ডোমদিগের ব্যবসায়। এই শ্রেণীর ডোম অধিকদিন এক-স্থানে থাকে না। ইহারা কোন পল্লিগ্রামে রাস্তার নিকট সিরকি বাঁধে এবং তথায় চৌর্য্যবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। মগহিয়া ডোমদিগের প্রত্যেকেই চোর নহে। গয়াবাসী মগহিয়াগণ বাঁশ ও কৃষিকার্য্য দ্বারা কালযাপন করে।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডোমগণ বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তিনি বলেন, ডোমগণ ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব স্বীকার করে না, ধর্ম্ম-পুরোহিতশ্রেণীর ডোমগণ কর্ত্তৃক তাহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হয়। বুদ্ধদেবের একটী নাম ধর্ম্মরাজ। সর্ব্বপ্রথমে কালুডোম ধর্ম্মরাজের পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঘনরামের পুস্তকে লিখিত আছে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল মহামদকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহামদ রঞ্জাকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। ধর্ম্মরাজ রঞ্জাকে বিশেষ ভালবাসিতেন, মহামদ তাহার ভাগিনেয়

রঞ্জার পুত্র লাউসেনকে বিবিধ উপায়ে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজের প্রিয়পাত্র হওয়ায় লাউসেনের কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। মহামদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি লাউসেনকে যুদ্ধার্থ কামরূপ এবং উড়িষ্যায় পাঠাইলেন। ধর্ম্মরাজের অনুগ্রহে লাউসেন প্রতিকার্য্যেই কৃতকার্য্য হইলেন। মহামদ অবশেষে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বীয় ভাগিনেয়কে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্য ও শূকরমাংস-ভক্ষণের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাউসেনের প্রিয় সেনাপতি কালুডোমকে ধর্ম্মরাজের পুরোহিত করা হইল। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সাধারণ লোকের সুবিধার জন্য বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম-রাজপূজার সৃষ্টি ধর্ম্মপালের সময়েই হয়। সেই পূজা এখনও প্রচলিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধগণের ন্যায় ডোমগণও পক্ক দ্রব্য দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করে না। ডোমগণ প্রায়ই শূকরের মাংসদ্বারা ধর্ম্মরাজের উপাসনা করে। ধ্যানের মন্ত্র শুনিলে ধর্ম্মরাজকে বুদ্ধদেব বলিয়াই প্রতীত হয়। মন্ত্রটী এই ;—

"যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণং নাস্তি কায়নিনাদম্।
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্মম্ব যস্য (?)
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্ব্বলোকৈকনাথম্
তত্ত্বং তং চ নিরঞ্জনং মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥"

এই মন্ত্রটী সম্যক্ আলোচনা করিলে বুদ্ধদেবের রূপই মনোমধ্যে উদিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন যে, শূকর-বলি ও ধ্যানহেতু ধর্ম্মরাজপূজা বৌদ্ধধর্ম্মানুগত নহে বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে এ সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়। ভোট-দেশীয় তারানাথের পুস্তকে লিখিত আছে, রামপালের রাজত্বকালে বিরূপ আবির্ভূত হন। তিনি ধর্ম্মপালনামেও খ্যাত ছিলেন। ধর্ম্মপালের শিষ্যের নাম কাল-বিরূপ, কাল-বিরূপের প্রধান শিষ্যের নাম বিরূপহেরুক। ইনি ত্রিপুরার রাজা ছিলেন। ইনি আচার্য্য কালবিরূপের নিকট দীক্ষিত হন; পরে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য ভবিষ্যবাণী অনুসারে ডোমজাতিয়া পদ্মাবতী নাম্নী কোন রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করেন। ইহাতে প্রজাগণ তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। রাজা ডোমনীর সহিত বনে যাইয়া ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সিদ্ধ হইয়া ডোমরাজা বা ডোমাচার্য্য নামে পরিচিত হইলেন। পরে একদা ত্রিপুরা রাজ্যে অতিশয় বিপৎপাত উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি ধর্ম্মনামক বৌদ্ধ-তান্ত্রিকমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্য হইল। ডোমাচার্য্যের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া রাঢ় দেশের রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে অনেকেই তাঁহাকে মান্য করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্ম-উপাসনাও বৃদ্ধি পাইল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষকালে ধর্ম্ম উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মরাজের অর্চ্চনা বৌদ্ধ-উপাসনার তান্ত্রিক আকৃতি। এই উপাসনা-প্রণালী হাড়ি, ডোম, পোদ প্রভৃতি অন্ত্যজদিগের মধ্যে আবদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাবস্থায় বুদ্ধ এবং বোধি-সত্ত্বদিগের উপাসনা পরিত্যক্ত এবং দিক্‌পাল, ধর্ম্মপাল প্রভৃতির পূজা প্রচলিত হইয়াছিল।*

অনেকের মতে ডোমগণ ভারতের আদিম নিবাসী অনার্য্য-জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের আকৃতি দেখিলেও কতকটা তাহাই বোধ হয়। মগহিয়া ডোমগণের আকৃতি ক্ষুদ্র, বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ দীর্ঘ এবং চক্ষু অনার্য্যবৎ। পূর্ব্ববঙ্গের ডোম-দিগের চুল কাল এবং লম্বা; কিন্তু তাহাদিগের গাত্রবর্ণ অপেক্ষাকৃত কটা। কেহ কেহ বলেন, ডোমগণ দ্রাবিড় শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ সকলে একমত নহেন। যাহা হউক, বহু শতাব্দী হইতে ডোমগণ অতিশয় হীন ও ঘৃণিত কার্য্য করিয়া কালযাপন করিতেছে। ইহাদের আচার-ব্যবহার আজকাল ক্রমেই উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতেছে।

এই জাতি অস্পৃশ্য, ভ্রমবশতঃ যদি ইহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে স্নান করিয়া ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। স্পৃষ্ট্বা প্রমাদতঃ স্নাত্বা গায়ত্র্যষ্টশতং জপেৎ।"

(মৎস্যসূক্ত° ৩৯ পটল)

ডোমচালুয়া (দেশজ) ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট এক প্রকার নিকৃষ্ট চাউল।

ডোমচিল (দেশজ) এক প্রকার চিল।

ডোমনগড়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত গোরখ্‌পুর জেলার একটী প্রাচীন দুর্গ। এই দুর্গ গোরখ্‌পুর নগরের প্রায় ১½ মাইল উত্তরপশ্চিমে রোহিন ও রাপ্তি নদীদ্বয়ের সঙ্গমের সন্নিকটে অবস্থিত। এই দুর্গের অবস্থান স্বভাবতঃ দুর্গম। ইহার উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে রোহিন নদী, দক্ষিণে রাপ্তিনদী, উত্তরপূর্ব্ব, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে কুরাহুয়া নালা। বর্ষাকালে ইহার প্রায় চতুর্দ্দিকই স্বাভাবিক পরিখাপরিবৃত থাকে। এখনও সহজে ইহাকে সুদৃঢ় দুর্গে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্বে একটী দুর্জ্জয় দুর্গমধ্যে পরিগণিত ছিল সন্দেহ নাই। এখন দুর্গের ভগ্নাবশেষমাত্র আছে। ভগ্নস্তূপের উপর ইংরাজদিগের একটী

* Journal of the Asiatic Society of Bengal. for 1895, p. 6৪.

আবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। গোরখ্‌পুর হইতে ইংরাজগণ মধ্যে মধ্যে বায়ুপরিবর্ত্তনার্থ তথায় গিয়া বাস করেন।

কথিত আছে, ডোমকাট্টার রাজগণ কর্ত্তৃক এই দুর্গ স্থাপিত হয়, তদনুসারেই ইহার নাম ডোমনগর হইয়াছে। সকলের বিশ্বাস এই জাতি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহারা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ডোমরাজদিগকে কাটিয়া রাজ্য লাভ করেন। ডোমকাট্টার নামদ্বারাও ঐরূপ অনুমান হয়। সাধারণ লোকেরও বিশ্বাস যে, ডোমনগর অর্থাৎ ডোমদিগের দুর্গ ডোমরাজগণ দ্বারাই নির্ম্মিত। আবার অনেকের অনুমান ডোম-জাতির অধিপতিগণ ঐ দুর্গ স্থাপন করেন, বাস্তবিক তাঁহারা ডোম ছিলেন না এবং ডোমগণও এখানে রাজত্ব করেন নাই। যাহা হউক, ডোমনগড়ের প্রতাপ অনেক সময় এরূপ হইয়াছিল যে, প্রায় বর্ত্তমান সমস্ত গোরখ্‌পুর এবং রাপ্তিনদীতীরে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার রাজ্য বিস্তৃত হয়। অনেকে অনুমান করেন, ঐ প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণ ডোম ছিল, অদ্যাপি ডোমনগড়, ডোমরি, ডোমদাব, ডোমকৈবা, ডোমুরা, ডোমহাট, ডোমরিয়া, ডোমা, ডোমাঠ ইত্যাদি অনেক স্থানের নাম প্রাচীন ডোম-অধিবাসিদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রাচীন ডোমনগড়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে যে দুই একখান গোটা ইষ্টক পাওয়া যায়, উহাদের আকার সমচতুরস্র এবং অতি বৃহৎ ও পুরু। *

* Cunningham's Archæological Survey of India, Vol. XXII. p. 65-67.

ডোমনা (যাবনিক) গ্রাম্য সঙ্গীতবিশেষ।

ডোমনী (দেশজ) ডোমদিগের স্ত্রী।

ডোম্বর, কর্ণাটক প্রদেশের জাতিবিশেষ। [কোলাতি দেখ।]

ডোর (ক্লী) দোধ-রা-ড পৃষো° সাধুঃ। হস্ত প্রভৃতির বন্ধন-সূত্র, অনন্ত প্রভৃতি ব্রতে ইহা ধারণ করিতে হয়। ইহা হিন্দু স্ত্রীলোকেরা বাম করে ও পুরুষেরা দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া থাকে। [ব্রত দেখ।

ডোরক (ক্লী) ডোর স্বার্থে কন্‌। ডোর, হস্ত প্রভৃতির বন্ধনসূত্র।
"চতুর্দ্দশগ্রন্থিযুক্তং কুঙ্কুমাক্তং সুডোরকম্‌॥" (অনন্তব্রতকথা)

ডোরড়া (স্ত্রী) ডোরমিব ডয়তে ডী-ড গৌরাঃ ঙীষ্‌। বৃহতী।

ডোরা (দেশজ) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অঙ্কন, নানাবর্ণে চিহ্নিত।

ডোরাও (দেশজ) ১ ডোরা কাটা। ২ ফলবিশেষ।

ডোরিয়া (দেশজ) ডোরা কাটা।

ডোল (দেশজ) ধান্যাদি রক্ষণপাত্র, ইহা নল বা বাঁশে নির্ম্মিত হয়।

ডোলী (দেশজ) ক্ষুদ্রশিবিকা, যানবিশেষ।

ডোবা (দেশজ) ১ জলে নিমগ্ন হওয়া। ২ ক্ষুদ্র জলাশয়।

ডোবান (দেশজ) নিমজ্জিত করণ।

ডৌণ্ডুভ (দেশজ) ডুণ্ডুভ পক্ষী।

ডৌল (দেশজ) প্রকার, রকম, রূপ, ঢপ, মূর্ত্তি।

ড্যাপল (দেশজ) ডেও, মাদার।

ড্রেক, কলিকাতার একজন ইংরাজশাসনকর্ত্তা। যে সময় (১৭৫৬ খৃঃ অব্দে) সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময় ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক, কলিকাতার শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন।

ঢ
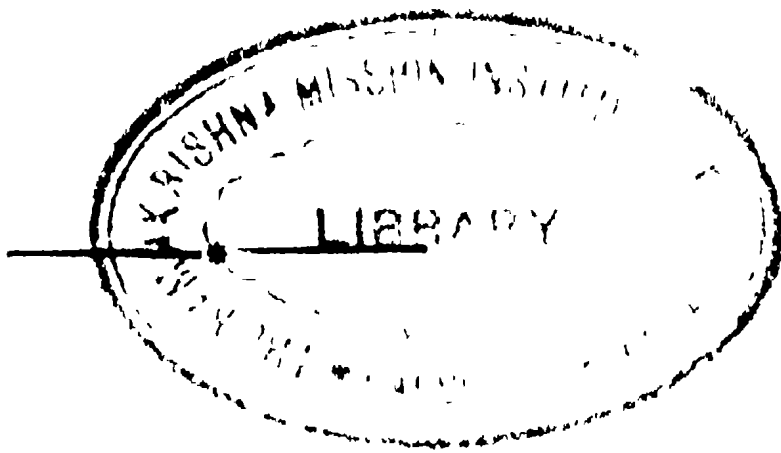
ঢ, ঢকার ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্দ্দশ, এবং টবর্গের চতুর্থবর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, উচ্চারণকাল অর্দ্ধমাত্রা। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রযত্ন, জিহ্বা মধ্যদ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ, ঘোষ, মহাপ্রাণ।

মাতৃকান্যাসে ইহার দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়।

ইহার লিখনপ্রণালী বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, বাম ও দক্ষিণ দিকে উর্দ্ধ ও অধঃক্রমে একটী রেখা টানিবে, তাহার পর নিম্নে একটী কুণ্ডলী করিয়া দিবে, এই বর্ণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজিত আছেন।

"উর্দ্ধাধঃক্রমতো রেখা বামদক্ষিণতো গতা।
ততঃ সা কুণ্ডলীরূপা বিষ্ণ্বীশব্রহ্মরূপিণী ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

বর্ণাভিধানে ইহার বাচক শব্দ ঢক্কা, নির্ণয়, শূর, যক্ষেশ, ধনদেশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর, তোয়, ঈশ্বরী, ত্রিশিখী, নব, দক্ষপাদাঙ্গুলীমূল, সিদ্ধিদণ্ড, বিনায়ক, প্রহাস, ত্রিবেরা, ঋদ্ধি, নিগুর্ণ, নিধন, ধ্বনি, বিঘ্নেশ, পালিনী, তক্ষধারিণী, ক্রোড়পুচ্ছক, এলাপুর, স্বগাত্মা, বিশাখা, শ্রী, মন, রতি। (নানাতন্ত্র।) এই অক্ষরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বরূপ, পরমারাধ্যা, পরাকুণ্ডলী, পঞ্চদেবাত্মক, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণ ও আত্মাদি সকল তত্ত্বসংযুক্ত এবং বিদ্যুল্লতাকার। (কামধেনুত°) ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ধ্যান—

"রক্তোৎপলনিভাং রম্যাং রক্তপঙ্কজলোচনাম।
অষ্টাদশভুজাং ভীমাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্ ॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বর্ণ রক্তোৎপলসদৃশ, লোচন রক্তপদ্মতুল্য, ইনি অষ্টাদশভুজা, ভয়ঙ্করী ও পরমমোক্ষপ্রদায়িনী। মাত্রাবৃত্তে এই অক্ষর প্রথম বিন্যাস করিলে বিশোভা হয়। [ড দেখ।]

ঢ (পুং) ঢৌকতে শ্রবণেন্দ্রিয়ং ঢৌক-ড। ১ ঢক্কা। ২ কুক্কুর। ৩ কুক্কুর-লাঙ্গুল। ৪ নির্গুণ। ৫ ধ্বনি।

ঢক্ (দেশজ) ধাক্কা, ঠেলা।

ঢক (দেশজ) ১ পরিমাণ। ২ দ্রব্য।

ঢক্ঢক্ (দেশজ) শ্লথরূপে স্থাপিত বস্তুর অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

ঢকার (পুং) ঢ-স্বরূপে কারপ্রত্যয়ঃ। ঢস্বরূপবর্ণ।

"ঢকারং প্রণমাম্যহং।" (কামধেনুত°)

ঢক্ক (পুং) দেশবিশেষ, চলিত কথায় ঢাকা। (ভূরিপ্র°)

ঢক্কা (স্ত্রী) ঢক্ ইতি গম্ভীরশব্দেন কায়তি কৈ-ক টাপ্ চ। বাদ্যবিশেষ, চলিত কথায় ঢাক। পর্য্যায়—যশঃপটহ, বিজয়মর্দ্দল। ইহা অতি প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র, দক্ষিণমুখে দুইটী দণ্ডদ্বারা বাদিত হয়। ইহার উপর পক্ষীর পালকাদি দেওয়া থাকে। (যন্ত্রকো°)

ঢক্কানাদচলজ্জলা (স্ত্রী) ঢক্কায়া নাদ ইব চলৎ জলং যস্যাঃ বহুব্রী। গঙ্গা। (কাশীখ°)

ঢক্কারবা (স্ত্রী) ঢক্কায়া রব ইব রবো যস্যাঃ বহুব্রী। তারিণীদেবী।

ঢক্কারী (স্ত্রী) ঢক্ ইতি শব্দং করোতি কৃ-অণ্ গৌরা° ঙীষ্। তারিণী।

"ঢক্কারবা চ ঢক্কারী ঢক্কারবরবা ঢকা।" (তারাসহস্রনামস্তো°)

ঢগণ (পুং) মাত্রাবৃত্তে ত্রৈমাসিক প্রস্তারবিশেষ।

ইহা তিনপ্রকার,—(।।) ১ ধ্বজা, (।।) ২ তাল, (।।।) ৩ তাণ্ডব।

ঢঙ্গ (দেশজ) ১ খল, শঠ, ছদ্ম, ছল। ২ বেশ।

ঢণ্টা (স্ত্রী) বাক্যভেদ।

"ঢণ্টা বাক্যস্বরূপা চ ঢকারাক্ষররূপিণী।" (রুদ্রযা°)

ঢনা (দেশজ) কৃশ, দুর্ব্বল, শুষ্ক, ম্লান।

ঢপ (দেশজ) ১ মূর্ত্তি, ধারা, প্রকার, চলন। ২ কীর্ত্তনাঙ্গ গানবিশেষ। মধুসূদন কান নামে এক ব্যক্তি কীর্ত্তনাঙ্গে নূতন সুর মিলাইয়া এবং পূর্ব্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ঢপ প্রচলন করেন। [কৃষ্ণকীর্ত্তন দেখ।]

ঢল (দেশজ) ১ পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত জল। ২ নিম্নস্থল।

ঢলাঢলি (দেশজ) যাহা প্রকাশ বা দেখান উচিত নয়, তাহাই করা, কেলেঙ্কারী।

ঢলান (দেশজ) ঢলাঢলি করা।

ঢলানী (দেশজ) ১ বেশ্যা। ২ যে স্ত্রী কেলেঙ্কারী করে।

ঢল্‌ক (দেশজ) আল্‌গা, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা বড় হওয়া।

ঢল্‌কন (দেশজ) আল্‌গা হওয়া।

ঢল্‌ঢল (দেশজ) ১ আল্‌গা। ২ সুন্দর বা সুশ্রী দেখান।

ঢল্‌ঢলিয়া (দেশজ) আলগা।

ঢসন (দেশজ) নিঃসরণ, ভগ্ন হওন, গলন, পতন, ভাঙ্গিয়া পড়ন।

ঢসা (দেশজ) ভাঙ্গিয়া পড়া।

ঢাক (দেশজ) ঢক্কা, পটহ, বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র।

ঢাকঢেকী (দেশজ) ১ আচ্ছাদন, আবৃতকরণ। ২ লুকান।

ঢাকন (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

ঢাকনা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢাকনী (দেশজ) ১ আবরণ।

ঢাকা, ১ কমিসনরের অধীন পূর্ব্ববঙ্গের একটী বিভাগ। অক্ষা° ২১° ৪৮´ হইতে ২৫° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ২০´ হইতে ৯১° ১৮´ পূঃ। ইহার উত্তরে গারোপাহাড়, পূর্ব্বে শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে খুলনা, যশোর, পাবনা, বগুড়া এবং রঙ্গপুর জেলা। পরিমাণফল ১৫০০০ বর্গমাইল।

ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ এই চারিটী জেলা উক্ত বিভাগের অন্তর্গত।

২ পূর্ব্ববঙ্গের একটী জেলা। অক্ষা° ২৩° ৬´ ৩০´ হইতে ২৪° ২০´ ১২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪৭´ ৫০´´ হইতে ৯১° ১´ ১০ পূঃ। ইহার উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পূর্ব্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং পশ্চিমের অন্যাংশে পাবনাজেলা অবস্থিত। ইহার প্রায় সব দিকেই নদীদ্বারা সীমাবদ্ধ; পূর্ব্বে মেঘনা, দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মা এবং পশ্চিমে যমুনানদী নামক ব্রহ্মপুত্রনদের প্রধান শাখা অবস্থিত। পরিমাণফল ২৭৯৭ বর্গমাইল। ঢাকানগর ইহার সদর।

ঢাকা জেলার ভূমি সমতল; ধলেশ্বরী এই সমতলের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। এই দুই ভাগের প্রকৃতি অনেকাংশে বিভিন্ন। উত্তরভাগ আবার লক্ষ্মিয়ানদী কর্ত্তৃক দুইভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের পশ্চিমদিকের বৃহত্তর অংশে ঢাকা নগর অবস্থিত। ইহার ভূমি বন্যাজলের অপেক্ষা উচ্চ, মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর, স্থানে স্থানে কর্দ্দম ও তদুপরি গলিত উদ্ভিজ্জস্তরও দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মিয়া-নদীর উভয়তীর উচ্চ এবং গভীর জঙ্গলপূর্ণ, স্থানে স্থানে নদীতীরের দৃশ্য অতি মনোরম। ঢাকা হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে মধুপুর জঙ্গলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড অর্থাৎ টিলা দেখা যায়, ঐ সকল টিলার উচ্চতা কোথাও ৩০।৪০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে এবং প্রায়ই তৃণগুল্ম বা জঙ্গলাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। এই ভূমিখণ্ডের অধিকাংশই অনুর্ব্বর এবং বন্যশ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময়। সম্প্রতি এই বিভাগে কৃষিবিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। নগরের সন্নিকটে ঝিল ও খালসকলের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি, ধান্য, সর্ষপ, তিল প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী। ঢাকার পূর্ব্বভাগ ধলেশ্বরী ও লক্ষ্মিয়া নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত ভূমি পঙ্কলময় এবং উর্ব্বরা। পূর্ব্বো-ত্তরখণ্ড লক্ষ্মিয়া ও মেঘনানদীর মধ্যবর্ত্তী এবং অধিকাংশ পঙ্কলময়, সুতরাং পশ্চিমস্থ খণ্ড অপেক্ষা ইহার কৃষিকার্য্যের অবস্থা অনেক উন্নত। ইহার অনেক স্থান বন্যায় প্লাবিত হয়। ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণস্থ বিভাগই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। এই বিস্তীর্ণ সমতল ভূভাগ বর্ষাকালে ২ ফিট্ হইতে ১৪ ফিট্ পর্য্যন্ত বন্যার জলে আবৃত হইয়া পড়ে। এই সময় ঐ স্থান একটী প্রশস্ত হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহার মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম উচ্চ ডাঙ্গার গ্রামসকল নির্ম্মিত। বর্ষাকালে সমস্ত ভূভাগ হরিতবর্ণ ধান্যক্ষেত্রে শোভিত হয়। অধিবাসিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাদ্বারা ঐ সকল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। সম্প্রতি ইহাতে স্থানে স্থানে শণ পাট প্রভৃতির চাষ হইতেছে।

এই জেলার নদীর সংখ্যা বিস্তর, বৎসরের সকল সময়েই জলপথে অধিকাংশস্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী ব্যতীত আরিয়লখাঁ, কীর্ত্তিনাশা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, লক্ষ্মিয়া, বেঁদীখালী ও গাজী-খালী নামক ৭টী নদীতেও বৃহৎ নৌকাদি গতায়াত করিতে পারে। ইহাদের অধিকাংশই হয় গঙ্গা, নয় ব্রহ্মপুত্রের শাখা কিংবা প্রাচীন পরিত্যক্ত নদীগর্ভ। আজিও জেলার দক্ষিণখণ্ডে নদীসকলের গর্ভ প্রায়ই বন্যার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদীসকলের মধ্যে ইছামতী, বাঁশী, তুরাগ, টুঙ্গী, বালু ও ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন স্রোত প্রধান। ঐ নদীতেই জোয়ারের প্রভাব লক্ষিত হয়। ঢাকার নিকটস্থ বুড়ীগঙ্গায় জোয়ার ২ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। অনেক স্থানে নদী সরিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জলা উৎপন্ন হইয়াছে। এক নদী হইতে অন্য নদীতে যাইবার নিমিত্ত অনেক খাল খনন করা হইয়াছে। জেলার সমস্ত নদীই উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে প্রবাহিত হইয়া প্রান্তভাগে গঙ্গা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলের নিকট উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

কতিপয় জলজ ও জাঙ্গল ঔদ্ভিজ্জ ব্যতীত এখানে বিশেষ কোন ফলপুষ্পাদি উৎপন্ন হয় না। জঙ্গলসকলেরও কাষ্ঠাদি হইতে আয় অল্প। পশুচারণের ভূমি অধিক নাই। নদী-সকল হইতে প্রতিবৎসর বিস্তর মৎস্য ধৃত হয়।

ঢাকা বহুকাল পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের রাজধানী থাকায় অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে মুসলমানঅধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সমস্ত অধিবাসীর শতকরা প্রায় ৫৯ জন মুসলমান এবং ৪০ জন মাত্র হিন্দু। অবশিষ্ট খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

ঢাকা জেলার জলবায়ু ও কৃষি প্রভৃতির উৎকর্ষনিবন্ধন এবং পাটের ব্যবসা খুলিয়া অবধি ইহার লোকসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ-সম্প্রদায়ভুক্ত; সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগের সংখ্যা অপে-ক্ষাকৃত অনেক অল্প। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য,

বাড়ৃই অর্থাৎ সূত্রধর, বারুই, বোঁণয়া, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, কুম্ভকার, জেলে, কর্ম্মকার, কৈবর্ত্ত, যুগী, চাষা, শুঁড়ী ইত্যাদি প্রধান। চণ্ডাল এবং কোচজাতিও হিন্দুধর্ম্ম স্বীকার করে; ইহাদের সংখ্যাও অল্প নহে। জাতিভ্রষ্ট অনেক হিন্দু বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম নহে। অধিকাংশ নীচজাতি পূর্ব্বে মুসলমান বা খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সকলে আপনাদিগকে নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া পরিচয় দেয়। ঢাকার খৃষ্টানসম্প্রদায়ের উৎপত্তি বিভিন্ন প্রকার, তাহারা পর্ত্তুগীজ, আমেরীয়, গ্রীক, য়ুরোপীয় অথবা দেশীয় খৃষ্টানদিগের বংশধর। ফিরিঙ্গী অর্থাৎ পর্ত্তুগীজ খৃষ্টান এ দেশীয়দিগের মিশ্রণে উৎপন্ন। খৃষ্টানগণ জেলার অনেক স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং কৃষি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা গোয়া-নগরস্থ প্রধান পাদরি সাহেবকে প্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করে।

নিম্নলিখিত ৭টী নগরে পঞ্চসহস্রাধিক লোক বাস করে। যথা ১ ঢাকা, ২ নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ, ৩ মাণিকগঞ্জ, ৪ চরজজিরা, ৫ শোণগড়, ৬ কামার গাঁ এবং ৭ নরিসা। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটীতে মিউনিসিপালিটি আছে। ঢাকা নগরে জেলার সদর, লক্ষ্মিয়ানদীর পরস্পর বিপরীত তীরে অবস্থিত, নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা। সহরবাস অধিবাসীদিগের অভিপ্রেত নহে। শিল্পাদির বিশেষ কোন কারখানা নাই। উপরোক্ত নগর কয়টী ব্যতীত নিম্নলিখিত স্থানগুলিও উল্লেখযোগ্য। যথা সুবর্ণগ্রাম, ইহাই পূর্ব্ব বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম মুসলমানরাজধানী; ফিরিঙ্গীবাজার পর্ত্তুগীজদিগের আদি উপনিবেশ; বিক্রমপুর, সাভার ও দুর-দুরিয়া। শেষোক্ত দুইটীতে কতিপয় ভগ্ন প্রাসাদাদি দৃষ্ট হয়, লোকে উহাদিগকে ভূঁইয়া ও পাল রাজাদিগের কীর্ত্তি কহে। তদ্ভিন্ন জেলার নানাস্থানে প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান রাজা-দিগের অনেক কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

সম্প্রতি কৃষিকার্য্যের অনেক উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধিত হওয়ায় এবং কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকগণের অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে। তিল, সর্ষপ, কসুমফুল, শণ, পাট প্রভৃতির চাষ করিয়া অনেক কৃষক নিজ অবস্থার সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে। বলা বাহুল্য, নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী কর্ম্মচারী বা করগ্রাহী তালুকদার-দিগের এ উন্নতিতে বিশেষ কোন সংস্রব নাই।

কৃষি। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানেও তণ্ডুলই লোকের প্রধান খাদ্য। চারি প্রকার ধান্য প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ আমন বা হৈমন্তিক, ২ আউশ বা আশু ধান্য, ৩ বোরোধান্য, এবং ৪ উড়ি ধান্য অর্থাৎ জলা প্রভৃতিতে স্বভাবজাতঃ ধান্য। তন্মধ্যে হৈমন্তিক বা আমনধান্যই প্রধান। ঢাকায় যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে ঐ জেলায় পর্য্যাপ্ত হয় না, অন্যস্থান হইতে চাউলের আমদানী করিতে হয়। অন্যান্য খন্দের মধ্যে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, নানাবিধ কলায়, তিল সর্ষপাদি, তুলা, শণ, পাট, কুসুমফুল, ইক্ষু, পাণ, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি প্রধান। সম্প্রতি তুলার চাষ অনেক পরি-মাণে কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বে এখানকার তুলা অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহা হইতে ভুবনবিখ্যাত ঢাকাই শাড়ী প্রস্তুত হইত। এখন তিল, সর্ষপ, শণ, পাট, কুসুমফুল প্রভৃতিই অন্যস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। ধান্য-ক্ষেত্র অধিকাংশই বন্যাজলে প্লাবিত হয়, সুতরাং তাহাতে সারের আবশ্যকতা করে না, অন্য খন্দের ক্ষেত্রে প্রচুর সার দেওয়া হইয়া থাকে। সমস্ত জেলার প্রায় ½ অংশে কর্ষণ হয়। উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিয়া লইলে আবার দ্বিতীয় একটা ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি; বন্যা প্রভৃতি দৈব-দুর্ব্বি-পাক বড় অধিক নহে। প্রায়ই দৈবদুর্ঘটনায় একবারে শস্যহানি হয় না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক বন্যা এবং তৎপরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬৫ ও ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টিতে শস্য মহার্ঘ হইয়া উঠে। সম্প্রতি আজি কয়েক বৎসর হইতে বিক্রমপুরে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যাই-তেছে। সম্প্রতি রেলপথ ও জলপথে অন্যান্য জেলার সহিত সংযোগ হওয়ায় অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অনেক পরিণামে অপনীত হইতেছে। ঢাকা জেলায় বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ নদী থাকায় সম্বৎসরই প্রায় সকল স্থানে জলপথে গমনাগমনের সুবিধা আছে। কোন স্থানই বৃহৎ নদী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। সুতরাং যাতা-য়াত ও বাণিজ্যাদি অধিকাংশ জলপথেই সম্পন্ন হয়।

রাস্তাসকলের মধ্যে ঢাকা নগরের ভিতর দিয়া ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত পাকারাস্তাই প্রধান। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত আরও দুইটী রাস্তা আছে; তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জের রাস্তা দিয়া অনেক বাণিজ্য হইয়া থাকে। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পর্যন্ত রেলপথ খুলিয়াছে। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে ঢাকার কার্পাস-বস্ত্র, শঙ্খ ও স্বর্ণরৌপ্য-নির্ম্মিত বহুবিধ পদার্থ, মৃত্তিকার বাসন এবং কাপড়ের উপর চিকণকার্য্য প্রধান। পূর্ব্বে ঢাকার কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত অতিসূক্ষ্ম নানাপ্রকার মলমল্ বা মস্‌লিন সর্ব্বত্র বিখ্যাত

ছিল, অত্যাপি য়ুরোপে বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট কলদ্বারাও সেরূপ আশ্চর্য্য মলমল্ প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু এখন কাটুতি না থাকায় ঢাকার সে গৌরব দিন দিন হ্রাস হইতেছে। যাহারা ঐ সকল বস্ত্রের জন্য সূতা কাটিত এবং যে সকল তন্তুবায় ঐ ভুবনবিখ্যাত মলমল্‌সকল বয়ন করিত, তাহারা কেহই নাই। যে কার্পাস হইতে উহার সূতা হইত, অনেকে বলেন তাহাও লোপ পাইয়াছে। কথিত আছে, মলমলের জন্য চরকাকাটা অর্দ্ধছটাকমাত্র সূতার মূল্য ৫০৲ টাকা বড় বেশী ছিল না। এখনও দুই এক জন তন্তুবায় দুই চারিজন সৌখিন ব্যক্তির কৌতূহল নিবারণার্থ বরাতমত দুই চারিখানি মলমল্ বুনিয়া থাকে। তন্তুবায়গণ অধিকাংশই নানাবিধ দেশীয় বস্ত্র বুনিয়া থাকে। ইহারা অনেকেই মহাজনদিগের নিকট ঋণগ্রস্ত, সমস্ত বস্ত্রাদি মহাজনগণই লইয়া বিক্রয় করে। স্বর্ণ ও রৌপ্যাদির অলঙ্কার নির্ম্মাতাগণ এবং শঙ্খবণিকগণের অবস্থা এরূপ নহে, তাহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্ম্মশালায় কর্ম্ম করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য যথা ইচ্ছা বিক্রয় করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন এখানে নানাবিধ বাত্যযন্ত্র, খোদকারী, স্বর্ণরৌপ্যের ফিতা, হস্তিদন্তের নানারূপ দ্রব্য, চিত্র, ফুলতোলা সাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঢাকা একটী বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র। জলপথ দিয়াই ইহার অধিকাংশ বাণিজ্যসম্পন্ন হয়, সম্প্রতি রেলপথেও অনেক বাণিজ্য চলিতেছে। য়ুরোপীয়, য়িহুদী, মুসলমান, মাড়বারী প্রভৃতি নানাজাতীয় ও দেশীয় বণিকগণ এখানে বিস্তীর্ণ বস্ত্রের কারবার করিত, সম্প্রতি এই ব্যবসা অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। নারায়ণগঞ্জ ও সন্নিহিত মদনগঞ্জ বৰ্দ্ধিষ্ণু নগর। এখানে বিস্তর বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জে প্রতিবৎসর ক্রমাগত তিন সপ্তাহ ধরিয়া একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলায় ভারতবর্ষীয় নানাস্থান, এমন কি দিল্লী, অমৃতসর, আরাকান প্রভৃতি দূরদেশ হইতেও বণিকগণের সমাগম হইয়া থাকে।

এই জেলায় শিক্ষা-বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ঢাকা সহর ব্যতীত অন্যান্য অনেক স্থানেও ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদপত্র দেশীয় জনগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। পাঠশালাসমূহে গবর্মেণ্টের সাহায্য প্রদত্ত হইবার প্রথা প্রচলিত হওয়া অবধি ছাত্রসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইংরাজী বিদ্যালয়ও অনেক স্থাপিত হইয়াছে। ঢাকানগরে একটী কলেজ আছে। বালিকাগণ নানাস্থানে বালিকা-বিদ্যালয়ে পাঠ করে। মুসলমানদিগের জন্য ঢাকায় মাদ্রাসা আছে।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই জেলা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ এই চারিটী উপবিভাগে এবং ঐ সমস্ত উপবিভাগ আবার মোটে ১০টী থানায় বিভক্ত।

জলবায়ু। চতুর্দ্দিক প্রশস্ত নদীবেষ্টিত থাকায় গ্রীষ্মকালে ঢাকার জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। বৈশাখের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এখানে বৃষ্টিপাত হয়। এই সময়ে চতুর্দ্দিক জলময় হইয়াউঠে। এই বর্ষাকালের শেষভাগ এখানে বড়ই অপ্রীতিকর। বার্ষিক গড়ে বৃষ্টিপাত প্রায় ৭৪ ইঞ্চ। গড়ে বার্ষিক তাপাংশ প্রায় ৭৮°৮° ফা°। ঢাকায় ভূমিকম্প বড় বিরল নহে। ১৭৮২ ও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল।

রোগসকলের মধ্যে জ্বর, কোরণ্ড, গলগণ্ড আমাশয়, অতিসার, বাত, চক্ষুউঠা প্রভৃতি সাধারণ। ওলাউঠা ও বসন্ত সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া অনেকের প্রাণনাশ করে। পল্লীগ্রামবাসীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কাহারও যত্ন নাই। নবাব আবদুলগণি ঢাকানগরের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে অর্থসাহায্য ও স্বাস্থ্যসমিতি সংগঠন এবং পরিষ্কৃত জলপ্রাপ্তির সুবন্দোবস্ত করিয়া ঢাকাবাসীর অনেক উপকার করিয়াছেন। দাতব্য-চিকিৎসালয়ের মধ্যে একটী পাগলাগারদ, মিটফোর্ড হাঁসপাতাল, আবদুলগণি-প্রতিষ্ঠিত একটী সদাব্রত ও ৯টী অপর হাঁসপাতাল আছে।

ইতিহাস। এখন বাঙ্গালা বলিলে যেমন রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বাগ্‌ড়ি প্রভৃতি স্থান বুঝায়, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এখন যাহাকে ঢাকাবিভাগ বলা হয়, তাহারই অধিকাংশ পূর্ব্বকালে বঙ্গনামে বিখ্যাত ছিল। এখন সচরাচর লোকে যাহাকে পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া থাকে, মহাভারত ও পৌরাণিক সময় হইতে গৌরের সেনরাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত তাহাকেই কেবল বঙ্গ বলিত। বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুর নামে খ্যাত হইত; সেনরাজ বিশ্বরূপের তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হয়।*

ঢাকা নাম কতদিন হইতে প্রচারিত, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, তিনি ডবাক ও সমতট জয় করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার দাক্ষিণাংশ সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বকালে সমতটনামে খ্যাত ছিল। উভয় নাম পাশাপাশি থাকায় এখনকার ঢাকাকেই পূর্ব্বোক্ত ডবাক বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রবাদ আছে, আদিশূরাদির বহুপূর্ব্বে এখানে বিক্রমাদিত্য

* Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1895.

নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুরের নামকরণ হয়।

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—

'এখানে ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া মহাকালী অবস্থান করেন, সেই জন্য দেশীয় লোকেরা এই স্থানকে ঢক্কা (ঢাকা) বলিয়া থাকে। ইহার অপর নাম জাঙ্গির পত্তন' (১) (জাহাঙ্গীরাবাদ)।

ঢাকা জেলার প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারময়। মহাভারতের সময় এখানে ক্ষত্রিয় বীরগণ রাজত্ব করিতেন। [বঙ্গ দেখ] বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে গৌড়ের অপরাংশে বৌদ্ধধর্ম্মের সূচনা হইলেও এখানে যে কোন সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ বালাদিত্য পূর্ব্বসমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিয়া কাশ্মীরীদিগের বসবাসের জন্য এখানে কালম্বা নামে একটী জনপদ স্থাপন করেন (২)।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে গৌররাজ্য পালবংশীয়রাজগণের অধিকৃত হইলে এখানেও তাঁহাদের বংশীয় কেহ কেহ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, যখন (১০ম শতাব্দে) মহারাজ রাজেন্দ্রচোল বঙ্গরাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এখানে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। [গৌড়শব্দ দেখ।]

পাশ্চাত্যবৈদিক-কুলপঞ্জিকার মতে ১০০১ শকে মহারাজ শ্যামলবর্ম্মা (পুব) বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। উৎকলের বিখ্যাত ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরে ভট্ট ভবদেবের এক প্রশস্তি আছে, তাহাতে বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ইনি খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। সেনবংশীয় রাজগণের সময়ে দক্ষিণ-রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এই তিন স্থানেই তাঁহাদের রাজধানী ছিল। [সেনরাজবংশ দেখ।] মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৯ খৃঃ অব্দে কৌশলক্রমে নদীয়া অধিকার করিলে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন গৌড়রাজ্য ছাড়িয়া বিক্রমপুরে পলাইয়া আসেন। তখন এখানে লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র বিশ্বরূপসেন শাসনকর্ত্তাস্বরূপ ছিলেন। এখন তিনিও যবনদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার সময় সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও সমতট স্বাধীন ছিল, মুসলমানেরা জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার পর সদাসেন (?) কিছুকাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন, এ সময় সুবর্ণগ্রামে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল। তৎপর প্রবল পরাক্রান্ত সেনরাজ দনৌজামাধব বা দনুজমর্দ্দন বহুদিন রাজত্ব করেন। তৎকালে দিল্লীসম্রাট্ বল্‌বন্ তুগ্রিলখাঁকে শাসন করিবার জন্য গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হন। মহারাজ দনৌজামাধব জলপথে সম্রাটের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই জন্যই লক্ষ্মণাবতীর সুবাদার তাঁহার উপর বিরক্ত হন, এবং বল্‌বন্ প্রত্যাগমন করিলে সুবাদারগণ দনৌজের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। রাজা দনৌজ বাধ্য হইয়া সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করেন এবং চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময় বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধিকাংশ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়। [সুবর্ণগ্রাম দেখ।] বর্ত্তমান ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ লইয়া চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপিত হয়। দনৌজামাধবের বংশধরগণ বহুকাল চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করেন। [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।] প্রায় ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলা মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইলেও অনতিপরে বৈদ্যবংশীয় বল্লাল নামে একব্যক্তি প্রবল হইয়া বিক্রমপুরের অধিকাংশ অধিকার করেন এবং কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার শিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শকে অর্থাৎ ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে 'বল্লালচরিত' রচনা করেন। তাঁহার সময়ে রাজবাটী ও সরোবর প্রস্তুত হয়, তাহা এখনও বল্লালবাড়ী ও বল্লালদীঘী নামে খ্যাত। প্রবাদ এইরূপ, তিনি বাবা আদম্ নামে এক মুসলমান ফকিরের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। যুদ্ধযাত্রাকালে তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিয়া যান যে, যদি যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গী পায়রা উড়িয়া আসিবে, তাহা হইলেই তোমরাও সকলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু যুদ্ধে বল্লালেরই জয় হইল। তিনি যেমন এক সরোবরে নামিয়া আপনার রক্তাক্তকলেবর পরিষ্কার করিতে যাইবেন, সেই অবকাশে তাঁহার পায়রাটীও উড়িয়া যায়। এদিকে পায়রাকে দেখিয়া রাজপরিবারবর্গ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। বল্লাল ফিরিয়া আসিয়া সেই ঘটনাদৃষ্টে অতিশয় শোকাতুর হইয়া সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করেন। তাঁহার বিপুলরাজ্য ভোগ করিবার জন্য আর কেহ রহিল

---

(১) "বৃদ্ধগঙ্গাতটে বেদবর্ষসাহস্রব্যত্যয়ে।
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈর্জাঙ্গিরং পত্তনং মহৎ।
তত্র দেবী মহাকালী ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া সদা।
গাস্যন্তি পত্তনং ঢক্কাসংজ্ঞকং দেশবাসিনঃ॥"
(ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯ অঃ।)

(২) "যত্রাদ্যাপি জয়স্তম্ভাঃ সন্তি তে পূর্ব্ববারিধৌ।
প্রভাবাঙ্কেন বঙ্গালাং জিত্বা যেন যথাস্থিত।
কাশ্মীরিকনিবাসায় কালম্বাখ্যা জনাশ্রয়ঃ॥"
(রাজতরঙ্গিণী ৩।৪৮২।)

না। ঢাকা জেলা পুনরায় যবনকবলিত হইল। কাহারও মতে তখনও ভাবাল ও শাভার প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-জমিদারগণ স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

[ভাবাল দেখ।]

১৩৩০ খৃঃ অব্দে মহম্মদ তোগলক পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত করেন, এই সময়ে বঙ্গরাজ্য লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁ ও সোণারগাঁ এই তিন বিভাগে বিভক্ত হয়। ঢাকা শেষোক্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে সোণারগাঁর শাসনকর্ত্তা তাতার বহরামখাঁর মৃত্যু হইলে ফকর-উদ্দীন্ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া মুবারকশাহ নামে ১০ বৎসরের অধিক কাল উক্ত প্রদেশ শাসন করিলেন। ১৩৫১ খৃঃ অব্দে সামসুদ্দীন্ ইলিয়াস শাহ এবং তাঁহার পুত্র সেকন্দরশাহের অপরিহত চেষ্টায় সমগ্র বঙ্গদেশ একরাজ্যভুক্ত এবং ঢাকার নিকটবর্ত্তী সোণারগাঁয় রাজধানী স্থাপিত হইল। সেকেন্দরের পুত্র আজম শাহ দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগ করিলেন। রাজাখাঁর আধিপত্যকালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকানের রাজগণ কর্ত্তৃক কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। ১৪৪৫ খৃঃ অব্দে মহম্মদ শাহ পুনরায় সমগ্র বঙ্গ আপনার শাসনাধীন করিলেন। এই বংশের রাজত্বকালে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশগুলি জালালাবাদ ও ফতয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৫৩৮ খৃঃ অব্দে সেরশাহ বঙ্গদেশ শাসন করেন। ইঁহার উত্তরাধিকারিগণ মোগলদিগের নিকট পরাজিত হন। ইঁহারা সম্রাট্ অকবর কর্ত্তৃক মধ্যবঙ্গ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যা ও ঢাকায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৬০৫ খৃঃ অব্দে ইঁহাদের একজন সর্দ্দার ওসমানখাঁ কর্ত্তৃক নিম্ন বঙ্গ লুণ্ঠিত হইল। তিনি উক্ত প্রদেশ ১৬১২ অব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। এই বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। এই সময় ইসলাম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই যুদ্ধের পর তিনি রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। এই সময় হইতে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ হেতু ঢাকা কএকবার উৎপীড়িত হইয়াছিল। এইকালে আসামবাসী ও মগগণ যথাক্রমে ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ ভূভাগ লুণ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে সুলতান মহম্মদ সুজা ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মীরজুম্লা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলে আবার ঢাকায় রাজধানী করা হইল। মীরজুম্লার শাসনকালেই ঢাকায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মগ এবং আরাকানদিগকে বাঁধা দিবার জন্য তিনি লক্ষ্মিয়া ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গমে কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে হাজিগঞ্জ ও ইদরক্‌পুরের দুর্গই সমধিক বিখ্যাত। ইঁহার সময়ে ঢাকার নিকটে অনেকগুলি রাস্তা ও সেতু নির্ম্মিত হয়। সায়েস্তাখাঁর রাজত্বকালে এই নগরে স্থাপত্যবিদ্যা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি অনেকগুলি মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার সময় ইষ্টকালয়-নির্ম্মাণের এক নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়, তাহাকে সায়েস্তাখানি বলে। এই পদ্ধতির দুই একটী গৃহ এখনও ঢাকানগরীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সায়েস্তাখাঁ ঢাকা সহর ও উপকণ্ঠ উত্তরদিকে টুঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের আদেশে তিনি কিছুদিনের জন্য ইংরাজবণিক্‌দিগের ঢাকাস্থিত এজেন্টগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়া বঙ্গদেশের রাজস্ব বর্দ্ধিত করিবার জন্য মুর্শিদকুলিখাঁকে বঙ্গদেশের দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। এই কালে কুমার আজিম উশান সম্রাটের আদেশে বঙ্গদেশের নিজামতে নিযুক্ত ছিলেন। মুর্শিদ ঢাকায় আসিয়া সম্রাট্‌পৌত্রের অনেক জায়গীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। আজিম-উশান ইহাতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া মুর্শিদের প্রাণনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। মুর্শিদ অসম সাহসে ষড়যন্ত্রকারীদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ সমস্ত অবগত হইয়া পৌত্রকে বেহারে পাঠাইয়া দিলেন এবং মুর্শিদকুলিখাঁকে নাজিম করিলেন। ফরুখসিয়ারের শাসনসময়ে তিনি প্রকৃত নাজিম হইলেন। এইরূপে ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে রাজধানী উঠিয়া গেল। পূর্ব্ব প্রদেশ শাসনের ভার একজন নায়েব অর্থাৎ অধীন নাজিমের উপর অর্পিত হইল। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে মীর্জা লতীফ্‌উল্লা ত্রিপুরারাজ্য ঢাকা নিজামতের অন্তর্গত করিলেন। পরবর্ত্তী অধিকাংশ নায়েবই অধীন কর্ম্মচারীর প্রতি ভার দিয়া মুর্শিদাবাদে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে অনেক কর্ম্মচারী ঢাকা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া সম্পত্তিপন্ন হইয়া উঠিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঢাকাবাসিগণ এইরূপ অত্যাচার সহ্য করিল। এই সময় ইংরাজকোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানি পাইলেন, হজুরী এবং নিজামত এই দুই বিভাগে ঢাকাশাসনের বন্দোবস্ত হইল। রাজস্বসম্বন্ধীয় প্রথম বিভাগের কার্য্য মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নির্ব্বাহ করিতেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী অভিযোগাদি দ্বিতীয়

বিভাগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে উভয় বিভাগ পরিদর্শন করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দ হইতে এই কর্ম্মচারী কালেক্টর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই বৎসরেই একটী দেওয়ানী আদালত এবং ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে এদেশে কৌন্সিল স্থাপিত হয়। নায়েবগণ রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতে বিচার করিতেন। উক্ত কৌন্সিলে ইহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে কৌন্সিল উঠিয়া গেল এবং রাজকীয় কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার জন্য মাজিষ্টর, কালেক্টর, জজ প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন।

পূর্ব্বতন জায়গীরদারগণ ঢাকা-বিভাগের ⅓ অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। প্রধান জায়গীরটীকে নবারা বলিত। মগ ও আসামবাসিগণের আক্রমণ হইতে উপকূলপ্রদেশ রক্ষা করিবার জন্য নবারার আয় ব্যয়িত হইত। নবারা আবার কতকগুলি তালুকে বিভক্ত ছিল। নাবিক প্রভৃতি বেতনের পরিবর্ত্তে এই তালুকের উপস্বত্ব ভোগ করিত। এইরূপ নবাব প্রধানসেনাপতি প্রভৃতির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সরকার আলি আহসাম প্রভৃতি প্রদেশ অবধারিত হইয়াছিল।

নবাবগণ ঢাকা হইতে নিম্নলিখিত আবওয়াব আদায় করিতেন—

(১) পাট্টা বদলাইবার সময় জমীদারদিগের নিকট হইতে এক প্রকার কর।

(২) ইদ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মুসলমান-পর্ব্ব-সময়ে নবাবের নিকট যে সমস্ত উপহার পাঠান হইত, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ এক প্রকার কর।

(৩) বিভাগীয় রাজস্বের উপর শতকরা কর।

(৪) ঢাকা হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে নায়েব কর্ত্তৃক গৃহীত জমির উপর এক প্রকার স্থায়ী কর।

(৫) মহারাষ্ট্রীয় চৌথ।

নিম্নলিখিত বিষয়ে সায়ের আদায় হইত।

(১) নৌকাপস্তং, (যে সমস্ত জলযান ঢাকাবন্দরে আসিত বা তথা হইতে অন্যত্র যাইত, তাহাদের উপরও এই কর আদায় হইত)। (২) বাজারে বিক্রীত দ্রব্য। (৩) ঘাস বিক্রয়। (৪) যাহারা বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য বাঁশ, খড় প্রভৃতি আনিত। (৫) যাহারা যুদ্ধসজ্জা প্রস্তুত করিত। (৬) সিন্দূর প্রস্তুত। (৭) পাণবিক্রয়। (৮) শাকসবজি বিক্রয়। (৯) কাগজ বিক্রয়। (১০) নগরে যাহারা ব্যবসা করিত। ১১ দোকানদার প্রভৃতি। ১২ বানর, ভল্লুক, সর্প-ক্রীড়া প্রভৃতি কার্য্যে যাহারা নিযুক্ত থাকিত। (১৩) গায়ক। ১৪ কাষ্ঠবিক্রয়। ১৫ ওজনপরিদর্শনকারী কর্ম্মচারিগণও শতকরা ॥০ হিঃ কর আদায় করিতেন।

মোগল-সম্রাট্‌দিগের অধীনে ঢাকার রাজস্ব আদায় করিতে মোট রাজস্বের শতকরা দশ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। কোম্পানী দেওয়ানি গ্রহণ করিলে ঢাকার রাজস্ব কিছু কমিয়া গেল। শ্রীহট্ট প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশ ঢাকা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল। কিন্তু ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর ঢাকা কালেক্টরীর সহিত মিশিল। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে ১২৫০০০০৲ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। বৃটিশ গবর্মেণ্ট সায়ের কর উঠাইয়া দিয়া মদ, অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন।

ঢাকায় ৭০৩৫ সংখ্যক জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। ১৮০টী জমিদারী পরে উক্ত বন্দোবস্তের অধীন হয়। শেষোক্তের মধ্যে ৫১ খানি লাখেরাজ এবং ১২৮ খানি চর। এই জেলায় ১৩৫০ খানের জমিদারীস্বত্ব গবর্মেণ্ট বিক্রয় করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে কর না দিলে গবর্মেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তভুক্ত জমিদারীগুলিকে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতেন। ১২ই জানুয়ারী, ২৮এ মার্চ্চ, ২৮এ জুন এবং ২৮এ সেপ্টেম্বর এই কএকটী দিবস ঢাকা, কালেক্টরীতে কর আমানত করিবার অবধারিত দিন। ঢাকা জরিপের সময় কতকগুলি লাখেরাজ জমি প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গবর্মেণ্ট প্রথমে এইগুলিকে আত্মসাৎ করিলেন। কিন্তু বহুকাল গবর্মেণ্টের কোন স্বত্ব না থাকায় অথবা অন্য জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া গবর্মেণ্ট এগুলিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

ইংরাজদিগের ন্যায় ফরাসী ও ওলন্দাজগণ ঢাকায় বাণিজ্য-কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন; কিন্তু উহাও যথাক্রমে ১৭৭৮ ও ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হয়। মুসলমান-দিগের শাসনকালে ঢাকার বস্ত্রব্যবসায় ও সাধারণ বাণিজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকার মস্‌লিনের প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজশাসনে ঢাকার ব্যবসায় ঢাকা পড়িতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টর মহামস্বে ঢাকার তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইতেছে। ইংরাজবণিক্‌সমিতি ঢাকা অধিকার করিয়া তথায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ক্রমে আয় কম হওয়ায় ১৮১৭ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের কুঠী উঠাইয়া দিলেন।

ইংরাজরাজত্বকালে ঢাকায় তত অধিক রাজকীয় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই; তবে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের ঢাকার সিপাহীদিগের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। ৭৩ নং দেশীয় পদাতিক সৈন্য দুই দলে ঢাকা সহরে অবস্থিতি করিত। মীরাটের

সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে এই সংবাদ আসিলে ঢাকার সিপাহীদিগের মধ্যেও অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃটীশগবর্মেণ্ট ভাবী অমঙ্গল বুঝিতে পারিয়া সহররক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্য পাঠাইলেন। য়ুরোপীয় ও য়ুরেসীয়গণও নগররক্ষার্থ সখের সৈন্যদিগের মধ্যে আপনাদিগের নাম লেখাইলেন। ২৬এ নবেম্বর পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। ঐ দিবসে সংবাদ আসিল যে, চট্টগ্রামের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া গবমেণ্ট ঢাকার সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে মনন করিলেন। পরদিন প্রাতে ৫ টার সময় সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে য়ুরোপীয়গণ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে ধনাগারের প্রহরীকে নিরস্ত্র করা হইল। পরে নৌসেনাগণ লালবাগ অভিমুখে গমন করিল। কার্য্যের প্রথম অবস্থা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল যে, সিপাহীগণ সহজেই গবর্মেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইবে। কিন্তু লালবাগে উপস্থিত হইয়া ইংরাজগণ দেখিল যে সিপাহীগণ বাঁধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং উভয়পক্ষে একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাঁধিল। সিপাহীগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ইহাদের মধ্যে কএকজন ধরা পড়িয়া ফাঁসিদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

১৫৫৮ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল করগ্রহণের সুবিধার জন্য বাজুহা এবং সোণারগাঁ এই দুই বিভাগে ঢাকাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ঢাকাসহর প্রথম বিভাগের অন্তগত এবং পূর্ব্বদিকে বারবকাবাদ হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগলসম্রাট্গণ মহল এবং সায়ের এই দুই শ্রেণীর রাজস্ব আদায় করিতেন। ভূমির কর আদায় করিবার জন্য বাজুহা ৩২ এবং সোণারগাঁ ৫২ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক বিভাগ হইতে যথাক্রমে ৯৮৭৯২০৲ এবং ২৫৮২৮০৲ টাকা আদায় হইত। ১৭২২ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশ ১৩শ চাকলায় পরিবর্ত্তিত হয়। সোণারগাঁ, বাকরগঞ্জ, বাজুহা বিভাগের কতকাংশ, ত্রিপুরা, সুন্দরবন এবং নোয়াখালির ফেণীনদী পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা আবার ২৩৬ পরগণায় ও কতকগুলি জমিদারীতে বিভক্ত হইল। এই প্রদেশ হইতে ১৯২৮২৯০৲ টাকা কর ধার্য্য হইয়াছিল *।

৩ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর উপবিভাগ। পরিমাণফল ১২৬০ বর্গমাইল। ইহাতে ৪টী থানা আছে; যথা লালবাগ, সাভার, কাপাসিয়া ও নবাবগঞ্জ।

৪ বাঙ্গালার অন্তর্গত ঢাকা জেলার সদর নগর। এই নগরই জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঢাকাবিভাগের কমিশনার সাহেব এখানে বাস করেন। এই নগর বুড়ীগঙ্গার উত্তর-তীরে অবস্থিত এবং বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন প্রদেশ নগরসমূহের মধ্যে ইহা লোকসংখ্যায় ৫ম। অক্ষা° ২৩° ৪৩´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০° ২৬´ ২৫″ পূঃ। ঢাকা মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানের পরিমাণ প্রায় ৮ বর্গমাইল। অধিবাসিসংখ্যা ৮২৩২১। তন্মধ্যে হিন্দু ৪১৫৬৬, মুসলমান ৪০১৮৩, খৃষ্টান ৪৬৭, জৈন ১৩, এবং বৌদ্ধ ৭৬ জন।

নগর নদীর উত্তরকূলে প্রায় ৪ মাইল পর্য্যন্ত দীর্ঘ, এবং নদীকূল হইতে উত্তরদিকে প্রায় ১$\frac{1}{8}$ মাইল বিস্তৃত। দোলাই-খাড়ীর এক শাখা ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নগরের প্রধান রাস্তা দুইটী, একটী পশ্চিমে লালবাগ প্রাসাদ হইতে পূর্ব্বে দোলাইখাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত এবং অপরটী নদী হইতে উত্তরদিকে প্রাচীন কেল্লা পর্য্যন্ত। দুইটী রাজবর্ত্ম প্রশস্ত এবং উভয়পার্শ্বে সুন্দর হর্ম্যাবলি ও বিপণিশ্রেণীদ্বারা সুশোভিত। অবশিষ্ট রাস্তাগুলির অধিকাংশ অপ্রশস্ত ও কুটিল। নগরের পশ্চিম-প্রান্তে চক অর্থাৎ হাট অবস্থিত। য়ুরোপীয়গণ নগরের মধ্যভাগে নদীতীরে প্রায় $\frac{1}{2}$ মাইল পর্য্যন্ত স্থানে বাস করেন। আর্ম্মেণীয় ও গ্রীক পল্লীতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। দেশীয়দিগের পল্লী অতি-সঙ্কীর্ণ। বিশেষতঃ তন্তুবায় ও শঙ্খবণিক্‌দিগের পল্লীতে অনেকের বাস্তবাটীর সম্মুখভাগ ৬।৭ হাতের অধিক নহে। কিন্তু দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ বাড়ীসকলের মধ্যস্থান খোলা, দুই প্রান্তে মাত্র গৃহ থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ঢাকানগর বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদিগের রাজধানী ছিল। কিন্তু এখন ইহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির অধিক পরিচয় বিদ্যমান নাই। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময় প্রতিষ্ঠিত ঢাকার দুর্গ বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানরাজগণের কেবলমাত্র দুইটী চিহ্ন বিদ্যমান আছে— সুলতান মহম্মদ সুজা-নির্ম্মিত কাট্‌রা এবং লালবাগ প্রাসাদ। এই দুইটীও এখন ভগ্নাবশেষমাত্র, ইহার খোদিত প্রস্তরময় অংশসকল নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ইংরাজ ও ফরাসীদিগের কুঠীসকলও নদী-গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বহুকাল হইতে ঢাকার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসকল মগ

* ঢাকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে এই গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য— Dr. Taylor's Topography of Dacca, D'Oyley's Antiquities of Dacca, Hunter's Statistical Account of Bengal vol. V.

ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইতেছিল। উহাদিগের আক্রমণ হইতে এই প্রদেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ১৬১০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজধানী ঢাকানগরে স্থাপিত হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলিখাঁ ঢাকা হইতে নিজ প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া লইলেন। তদবধি ঢাকার অবনতি আরম্ভ হয়। কথিত আছে, ইহার সমৃদ্ধির সময় ঢাকানগর বহুজনাকীর্ণ এবং নদীতীর হইতে উত্তরদিকে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনও টুঙ্গী গ্রামে অরণ্যের মধ্যে বহুসংখ্যক অট্টালিকা ও মস্‌জিদ্‌ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঢাকানগরের মল্‌মল্‌ বহু সমাদরে য়ুরোপখণ্ডে বিক্রীত হইত। তখন এখানকার হিন্দু তন্তুবায়গণ বংশপরম্পরাক্রমে ঢাকাই-মল্‌মলের প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। সূক্ষ্মতায়, বয়নপারিপাট্যে এবং চিক্কণতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কেহই ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। ঢাকার কার্পাসও তৎকালে সূক্ষ্মসূত্র উৎপাদন করিতে ভূতলে অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও দেশীয় সওদাগরগণ প্রতিবৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার ঢাকাই মস্‌লিন ক্রয় করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাঞ্চেষ্টার তন্তুবায়দিগের অপেক্ষাকৃত সুলভ মলমলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঢাকার মল্‌মলের কাট্‌তি কমিতে লাগিল; অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী উঠিয়া গেল। ইহাই ঢাকার অবনতির দ্বিতীয় কারণ। তদবধি আর ইহার উন্নতির কোন আশা রহিল না। এতদিন বস্ত্রব্যবসায়ই ঢাকার প্রধান আয়ের উপায় ছিল। এখন সে ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় অধিবাসিগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িল। বহুসংখ্যক অধিবাসী স্থানত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অদ্যাপি তন্তুবায়গণের দুরবস্থা এবং বহুসংখ্যক পরিত্যক্ত গৃহাদি ইহার বিষম ফল ঘোষণা করিতেছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসিসংখ্যা ২ লক্ষের অনূন বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু ২৮৬২ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যা কেবলমাত্র ৬১২১২ জন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহার অধিবাসিসংখ্যা ৭৯,০৭৬ জন মাত্র ছিল। রেল-বিস্তার এবং বাণিজ্যের সমূহ বিস্তার হওয়ায় দিন দিন ইহার লোকসংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা যে কখনও পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারিবে, এরূপ আশা দুরাশামাত্র। সম্প্রতি ঢাকার মস্‌লিনের কিয়ৎপরিমাণে আদর হইতেছে। কয়েক জন তন্তুবায় ধনকুবেরদিগের উৎসাহে অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম মস্‌লিন প্রস্তুত করিতেছে।

ঢাকানগরের অবস্থান বাণিজ্য পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক। গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা এই তিনটী বৃহৎ নদী হইতে ইহা অধিক দূর নহে। মদনগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ ঢাকারই বন্দর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার বাণিজ্য পাটনা ব্যতীত বাঙ্গালার অন্যান্য সকল মধ্যবর্ত্তী নগর অপেক্ষা অধিক। তণ্ডুল, পাট, তিল, সর্ষপাদি, চর্ম্ম এবং বস্ত্রাদি প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। ঢাকার মাঝিগণ বাঙ্গালায় মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাঝি বলিয়া বিখ্যাত।

ঢাকা নগরের জলবায়ু অতিশয় কদর্য্য ছিল। বর্ষাকালে চতুর্দ্দিক্‌ জলময় হইয়া যাওয়ায় অনেক রোগ উৎপন্ন হইত। সংপ্রতি বিশুদ্ধ জলপ্রাপ্তির সুবিধা হওয়ায় ঢাকা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মিটফোর্ড হাঁসপাতাল স্থাপিত হইল। এখানে বিস্তর রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইত।

(দেশজ) ৫ চাপা। লুকান। ৬ আচ্ছাদন।

ঢাকাদক্ষিণ, শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণার মধ্যেই স্বনামখ্যাত 'ঢাকাদক্ষিণ' গ্রাম। ইহা শ্রীহট্টের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ও গুপ্তবৃন্দাবননামে খ্যাত।

এই গ্রাম শ্রীহট্ট সহর হইতে সাত ক্রোশ দূরে দক্ষিণপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। সহর হইতে ঢাকাদক্ষিণ পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা আছে। নৌকাযোগেও যাওয়া যায়। ঢাকাদক্ষিণ একটী সমৃদ্ধিশালী বৃহৎ গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি বহুসহস্র লোকের বসবাস।

এই ঢাকাদক্ষিণ শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথমিশ্রের জন্মস্থান ও তাঁহার পিত্রালয়। উপেন্দ্রমিশ্রের বাসভবনই এখন বৈষ্ণবতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর অনেক বৈষ্ণব এ তীর্থদর্শনে সমাগত হইয়া থাকেন।

চারিশত বর্ষের প্রাচীন চৈতন্যোদয়াবলী এবং পরবর্ত্তী মনঃসন্তোষিণী গ্রন্থে এই তীর্থের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে—

ঢাকাদক্ষিণে উপেন্দ্রমিশ্রের পুত্র জগন্নাথমিশ্রের বাস। জগন্নাথ নবদ্বীপে অধ্যয়ন করেন, নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দুহিতা শচীদেবীর সহ তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহের পর তিনি নবদ্বীপেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে পরে তিনি সপরিবারে পিতৃদর্শনে আগমন করেন, এখানে শচীর গর্ভ হয়, এই গর্ভের সন্তানই শ্রীচৈতন্যদেব। গর্ভাবস্থায় শচীকে লইয়া জগন্নাথ পুনর্ব্বার নবদ্বীপে গমন করেন, বিদায়ের পূর্ব্বে শচীকে তাঁহার শাশুড়ী অনুরোধ

করেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে তাহাকে যেন একটীবার ঢাকা-দক্ষিণে পাঠাইয়া দেন।

যথাকালে শাশুড়ীর অনুরোধ শচীদেবী পুত্রকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীহট্টে আসিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসের পর ১৪৩১ শকেই তিনি শ্রীহট্টস্থ ঢাকাদক্ষিণে আগমন করেন।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধা স্বীয় পৌত্রের কাছে নানা কথাবার্ত্তার সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক সুখ-দুঃখের কথাও বলিয়াছিলেন। তাহাতে চৈতন্য তাঁহাকে দুইটী মূর্ত্তি দেন, একটী শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি অপরটী তাঁহার। এই মূর্ত্তি দুইটী প্রদান করিয়াই তিনি চলিয়া যান, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই দুইটী মূর্ত্তির প্রভাবে সে গ্রাম হরিভক্ত হইল—বিরুদ্ধবাদী কেহই রহিল না এবং এই মূর্ত্তি দুইটীর প্রভাবেই মিশ্রবংশের পারিবারিক অভাব দূরীভূত হইল। আজিও মিশ্রবংশের অন্য কোন জীবিকা নাই, এই মূর্ত্তি-পূজাই তাঁহাদের জীবিকা। উৎসবাদি উপলক্ষে এখানে যে আয় হয়, তাহা হইতেই একটী বংশ (১৮ ঘর ব্রাহ্মণ) প্রতি-পালিত হয়, এই জন্যই মনঃসন্তোষিণী গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

"গুপ্ত বৃন্দাবন অতি মনোরম স্থানে।

* * * * * *

অতি গুপ্ত বিহার করেন আত্মারাম।

নিরন্তর পূর্ণ করেন যার যেই কাম॥" (ম° স°)

এই উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী, যেখানে পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদ্বয় বিরাজিত, তাহা এখন 'ঠাকুরবাড়ী' নামে প্রসিদ্ধ। এই 'ঠাকুরবাড়ীর' সম্মুখে ডাকঘর, বাজার প্রভৃতি আছে। রথযাত্রা এবং ঝুলনোৎসবই অধিক জাকজমকের সহিত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ঢাকাদক্ষিণে প্রসিদ্ধ 'গোপেশ্বর শিব' আছেন, ঠাকুরবাড়ী হইতে তাহা প্রায় দুই ক্রোশ দূরে। কৈলাস নামক এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর শিবালয়। চৈতন্যদেব এই শিবদর্শনে গিয়াছিলেন বলিয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কৈলাসের পার্শ্বেই অমৃতকুণ্ড।

ঢাকাঘোড়া (দেশজ) পর্দ্দা, বেড়া।

ঢাকাঢোকা (দেশজ) ১ আচ্ছাদিত। ২ লুক্কায়িত।

ঢাকী (দেশজ) ঢাকবাদ্যকারী, যে ঢাক বাজায়।

ঢাকুনী (দেশজ) আবরণী, আচ্ছাদনী, পর্দ্দা।

ঢাণ্ডা (দেশজ) সমারোহ, জনতা।

ঢাপা (দেশজ) ১ গোপন। ২ আচ্ছাদন।

ঢামরা (স্ত্রী) হংসী। (শব্দার্থচি°)

ঢামাল (দেশজ) ১ জনতা। ২ গোলমাল।

ঢাল (পুং) ঢৌক-অচ্। পৃষো° সাধুঃ। চর্ম্মনির্ম্মিতফলক।

ঢালা (দেশজ) ১ নিক্ষেপ করা, ফেলা। ২ খালি করা।

ঢালাই (দেশজ) গড়নবিশেষ, যাহাতে জোড়া থাকে না, কেবল পিটিয়া গড়া হয়।

ঢালা উবরা (দেশজ) আশেপাশে ফেলা।

ঢালি [ঢালী দেখ।]

ঢালী (ত্রি) ঢালমস্যাস্তীতি ঢাল-ইনি। ঢালবিশিষ্ট, ঢাল ধারী, চর্ম্মী।

"ঢালিপক্ষজয়করী ঢক্কারবর্ণরূপিণী।" (অন্নপূর্ণাস্তো°)

ঢালু (দেশজ) নিম্ন, গড়ানিয়া।

ঢপন (দেশজ) কিলমারা, ঘুষামারা।

ঢিপি (দেশজ) উচ্চস্থান।

ঢিপী (দেশজ) উচ্চস্থান, স্তূপ, ঢিবী, রাশি।

ঢিপ্‌ল্যা (দেশজ) লুটি।

ঢিবি (দেশজ) [ঢিপী দেখ।]

ঢিমা (দেশজ) মৃদু, নম্র, ক্ষীণ, কৃশ।

ঢিল (দেশজ) ক্ষুদ্র মাটির চাপ, ইষ্টকখণ্ড।

ঢিলা (দেশজ) ১ শিথিল, আল্গা। ২ অলস।

ঢিলমিলিয়া (দেশজ) শিথিল, কোমল।

ঢীলা (দেশজ) [ঢিলা দেখ।]

ঢীলামি (দেশজ) শৈথিল্য।

ঢু (দেশজ) মস্তকদ্বারা আঘাত।

ঢুড় (দেশজ) অন্বেষণ, অনুসন্ধান।

ঢুকন (দেশজ) প্রবেশন, অন্তর্গত-করণ।

ঢুণ্টন (ক্লী) ঢুণ্ট-ল্যুট্। অন্বেষণ, খোঁজন, ঢোঁড়ন।

ঢুণ্টি (পুং) ঢুণ্টত্যসৌ ঢুণ্ট-ইন্। গণেশ, ইনি সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন, কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

"অন্বেষণে ঢুণ্টিরয়ং প্রথিতোঽস্তিধাতুঃ
সর্ব্বার্থঢুণ্টিততয়া তব ঢুণ্টিনামা।
কাশীপ্রবেশমপি কো লভতেঽত্র দেহী
তোষং বিনা তব বিনায়ক ঢুণ্টিরাজ॥" (কাশীখ°)

ঢুণ্টি এই ধাতু জগতে অন্বেষণার্থক রূপেই প্রথিত আছে, সমস্ত বিষয়ই তোমার অন্বেষিত (জ্ঞাত), এই জন্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। তোমার সন্তোষ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই কাশীতে প্রবেশ করিতে পারে না, তুমি আমার অন্নদক্ষিণে ঢুণ্টিরাজরূপে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তগণকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে সমস্ত অভিলষিত পদার্থ প্রদান করিতেছ, এই জন্যই তোমার নাম ঢুণ্টি। মঙ্গলবারযুক্ত চতুর্থী তিথিতে

যে সকল লোক বিবিধ প্রকার গন্ধমাল্যাদি দ্বারা ঢুণ্টিরাজের পূজা করে, তাহারা শিবের অনুচর হইয়া কাশীতে অবস্থান করে। প্রতি চতুর্থীতে যাহারা পূজা করে, তাহারাও এ জগতের অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে।

মাঘমাসে শুক্লা চতুর্থীতে নক্তব্রত করিয়া যে সকল ব্যক্তি ঢুণ্টিগণেশের পূজা করে, শুক্লতিল দ্বারা লাড়ু প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করে এবং যাহারা তিলদ্বারা হোম করে, তাহারা সকল প্রকার বাধারহিত হইয়া অচিরে সিদ্ধি লাভ করে। (কাশীখ° ৫৭ অ:) [কাশী দেখ।]

২ জাতকপদ্ধতি নামক জ্যোতির্গ্রন্থকার। ৩ মাংসাদিনির্ণয়নামক সংস্কৃতগ্রন্থ-রচয়িতা।

৪ একজন সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী রাজা, ইঁহারই উৎসাহে বিশ্বনাথভট্ট বিখ্যাত "ঢুণ্টিপ্রতাপ" নামে একখানি বৃহৎ স্মৃতিনিবন্ধ প্রকাশ করেন।

ঢুণ্টিরাজ, ১ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্, পার্থপুরবাসী নৃসিংহের পুত্র। ইনি অনেকগুলি জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়—খণ্ডভঙ্গাধ্যায়, কুণ্ডকল্পলতা, গ্রহফলোৎপত্তি, গ্রহলাঘবোদাহরণ, জাতককৌস্তভ, জাতকাভরণ, তাজিকভূষণ, তাজিকাভরণ, পঞ্চাঙ্গফল, রাজযোগাধ্যায়, শিষ্টাধ্যায়, অনন্তরচিত সুধারসের সুধারসসারিণী নামে টীকা, সুধারসকরণচতুষ্ক প্রভৃতি।

ইঁহার পুত্র গণেশ গণিতমঞ্জরী রচনা করেন।

২ বৌধায়নীয় চাতুর্মাস্য প্রয়োগরচয়িতা।

৩ কাবেরী-স্তোত্র-প্রণেতা।

ঢুণ্টিরাজ লল্ল, একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি মৃতপত্নীকাধান, স্বর্গদ্বারেষ্টিসত্রপ্রয়োগ এবং বৌধায়নীয়হোত্রসামান্য রচনা করেন।

ঢুণ্টিরাজ ব্যাসযজ্বন্, একজন মহারাষ্ট্র পণ্ডিত। ইনি ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে শাহজীর প্রীত্যর্থ শাহজিবিলাস নামে একখানি সঙ্গীতপুস্তক ও পরে মুদ্রারাক্ষসটীকা রচনা করেন।

ঢুণ্ঢুভ (পুং) ডুণ্ডুভ, ঢোঁড়া সাপ।

ঢুপ্ (দেশজ) ১ খালি। ২ খালি পাত্রের শব্দ।

ঢুল্‌ঢুল্ (দেশজ) ১ নিদ্রাবেশ, চক্ষু যেন বুজিয়া আসার ভাব। ২ ঝিমান।

ঢুলা (দেশজ) নিদ্রাবেশে নড়া বা মাথা দোলান।

ঢুষ্ (দেশজ) ১ গুঁতা মারা। ২ ঢু দেওয়া।

ঢুষণ (দেশজ) ১ ঢু দেওয়া। ২ গুঁতা মারণ।

ঢুষণা (দেশজ) ১ কর্ম্মঠ হইয়াও যে কিছু করে না। ২ অপব্যয়কারী।

ঢুষাঢুষি (দেশজ) পরস্পর গুঁতা মারা, ঢু দেওয়া।

ঢেউ (দেশজ) ১ তরঙ্গ, হিল্লোল। ২ খেয়াল।

ঢেওন (দেশজ) জল দিয়া ভাসাইয়া দেওন।

ঢেঁকি (দেশজ) তণ্ডুলাদি প্রস্তুত করণের যন্ত্রবিশেষ।

ঢেঁকিশালা (দেশজ) ঢেঁকিগৃহ, ঢেঁকিঘর।

"পরিবারে দিবা খুঞা উড়িতে খোসলা।
শয়ন করিতে তারে দিবা ঢেঁকিশালা॥" (কবিক° চণ্ডী)

ঢেঁটা (দেশজ) শঠ, দুষ্ট, খল।

ঢেঁট্‌রা (দেশজ) ঢক্কাবাদনপূর্ব্বক ঘোষণা করা, কোন একটী বিষয় সাধারণ্যে জানাইতে হইলে একজন লোক ঢোল বাজাইতে বাজাইতে গমন করে, আর তাহার পিছনে আর একজন লোক সেই বিষয় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে বলিতে গমন করিয়া থাকে।

ঢেঁড়রিয়া (দেশজ) যে ঢেঁড়া দেয়।

ঢেঁড়স (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহার ফলকে দেশভেদে রামঝিঙ্গা বলে।

ঢেঁড়া (দেশজ) ঘোষণা, প্রচার।

ঢেঁড়ী (দেশজ) ১ অহিফেন বৃক্ষের ফুল। ২ কর্ণাভরণবিশেষ। ৩ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেঁপ (দেশজ) পদ্মের বীজকোষ।

ঢেঁশা (দেশজ) ১ আঘাত, ধাক্কা, বিদ্রূপ। ২ দোষসূচক দৃষ্টান্ত।

ঢেক (দেশজ) ছাপাইয়া উঠা।

ঢেক চালুয়া (দেশজ) যে চাল ভাল রাঁধা হয় নাই।

ঢেকা (দেশজ) ১ ধাক্কা মারণ। ২ নির্গত করণ। ৩ ঠেলন।

ঢেকাঢোকা (দেশজ) আবরণ, আচ্ছাদন।

ঢেকুর (দেশজ) হিক্কা।

ঢেঙ্গা (দেশজ) লম্বা, আয়ত।

ঢেমন (দেশজ) লম্পট, নায়কনায়িকার সংঘটনকারক, কোটনা।

ঢেমনা (দেশজ) উপপতি, প্রণয়ী, ভালবাসার লোক।

ঢেমনী (দেশজ) উপপত্নী।

ঢেমসা (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

ঢেম্নী (দেশজ) উপপত্নী।

ঢের (দেশজ) বহু, অনেক।

ঢেরা (দেশজ) ১ পাট কাটিবার যন্ত্র। ২ নিরক্ষর লোকদিগের দস্তখতের ঢেরাকার চিহ্ন।

ঢেরি (দেশজ) রাশি, গুচ্ছ, সমূহ।

ঢেলা (দেশজ) মাটির চাপ, ইষ্টকখণ্ড।

ঢোলপুর, রাজপুতানার উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী দেশীয়

রাজ্য অক্ষা° ২৬°২২″ এবং ২৬°৫৭′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ১৬′ ও ৭৮°১৯′ পূঃ। এই রাজ্যটী উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৭২ মাইল দীর্ঘ এবং গড়পড়তা ১৬ মাইল প্রস্থ। ইহার উত্তরসীমায় আগ্রা, দক্ষিণে চম্বল নদী এবং পশ্চিমে করৌলি ও ভরতপুর। প্রধান সহর ঢোলপুর। এই রাজ্যে একজন বৃটীশ গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি কর্ম্মচারী (Political agent) বাস করেন।

চম্বলনদী এই রাজ্যের দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বে ১০০ মাইল প্রবাহিত। গ্রীষ্মকালে ইহার বিস্তৃত ৩০০ গজ, বর্ষাকালে ইহা প্রায় ১০০০ গজ বিস্তৃত হয়। চম্বলনদীর সমতলের আকস্মিক পরিবর্ত্তন হেতু নদীর উপর দিয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করা যায় না, এই নদী পার হইয়া গোয়ালিয়রে যাইবার অনেকগুলি ঘাট আছে। রাজঘাটটীই সমধিক প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের উত্তরাংশে বাণগঙ্গা (অথবা উতনর্গা) নদী। ঢোলপুরে পার্ব্বতী ও মোর্ক নামে ইহার ডুইটী শাখানদীও আছে। গ্রীষ্মকালে এই তিনটী নদী অধিকাংশ স্থলেই শুকাইয়া যায়। ঢোলপুরের নদীগুলি সাধারণতঃ দেশের সমতল অপেক্ষা অতিশয় নিম্ন এবং ইহাদের তট স্থানে স্থানে লম্বা গর্ত্তে পরিপূর্ণ।

ঢোলপুরের আড় দিকে একটী রক্তবর্ণ বালুকা পাথরের ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। অধিবাসিগণ এই পাহাড় হইতে প্রস্তর লইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে। বাহিরে ফেলিয়া রাখিলে এই পাথরগুলি শক্ত হয় এবং পাত করিলেও নষ্ট হয় না। চম্বলের রেলওয়ে-সেতু এই প্রস্তর-নির্ম্মিত। নদীর তটে অনেক গর্ত্তে কাঁকর পাওয়া যায়। ঢোলপুর সহরের ২১ মাইলের মধ্যে চূণের পাথর দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী ভূমি অনুর্ব্বর। উত্তর এবং উত্তরপশ্চিম ভাগের দোমাটিতে (বালুকা ও কর্দ্দমমিশ্রিত মৃত্তিকায়) যথেষ্ট ফসল জন্মে। রাজাখেরা পরগণার নিকটস্থ কৃষ্ণমৃত্তিকা হৈমন্তিক শস্যের পক্ষে অনুকূল। বাজরা, জোয়ার, যব, গোধূম ঢোলপুরের প্রধান উৎপন্ন শস্য। তুলা ও ধান্য জন্মে। কূপ ও পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া জমিতে দেওয়া হয়। সচরাচর কূপাদির ২৫ ফুট নীচে জল থাকে।

ঢোলপুরের রাজাই এই রাজ্যের সমগ্র ভূখণ্ডের একমাত্র অধিকারী। জমিদার অথবা মাতব্বরগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করেন। গ্রাম-স্থাপয়িতার বংশধরগণই জমিদার শ্রেণীভুক্ত। যতদিন পর্য্যন্ত জমিদারগণ রাজার সহিত যে নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অব্যাহত রাখেন, ততদিন তাঁহারা জমির অধিকার ভোগ করিতে পারেন। পতিত জমি পুষ্করিণী প্রভৃতি রাজার সাক্ষাৎ অধিকারান্তর্গত।

১৮৭৬খৃঃ অব্দে এই রাজ্যে একবার জরিপ হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈন ধর্ম্মের অনেক লোক ঢোলপুরে বাস করে। ব্রাহ্মণ ও চামারের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাজপুত, গুর্জ্জর, কচ্ছী, মীনা, জাট, বণিয়া, আহীর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক এই প্রদেশে দেখা যায়। বারী ও গির্দ্দ তালুকের গুজ্জরীগণ গৃহপালিত পশু চুরি করে। মীনাগণ কৃষিজীবী। বৈষ্ণবধর্ম্মই ঢোলপুরে সমধিক প্রবল। চৌনী, বারী, পুরণী এবং রাজাখেরা এই চারিটী প্রধান সহর। এই রাজ্যে হিন্দি, পার্শি, ইংরাজী প্রভৃতি শিখাইবার জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে।

ঢোলপুররাজ্যের মধ্য দিয়া আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। ঢোলপুর হইতে রাজাখেরি দিয়া আগ্রা, ঢোলপুর হইতে বারী এবং ঢোলপুর হইতে কোলারী ও বসেরি পর্য্যন্ত ৩টী ভাল রাস্তা আছে। সিন্ধিয়া ষ্টেট রেলওয়ের রাস্তাও এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

রাজস্বকার্য্যের সুবিধার জন্য রাজ্যটী ৫টী তহসীলে বিভক্ত। যথা (১) গির্দ্দ ঢোলপুর, (২) বারী, (৩) বসেরী, (৪) কোলারি (৫) রাজাখেরা। উক্ত তহসীলগুলিতে যথাক্রমে ৫, ৭, ২, ৩ ও ২টী তালুক আছে। সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবার জন্য ৫৫ খানি গ্রাম জায়গীর এবং ৪৪ খানি গ্রাম দেবোত্তর অর্পিত হয়। জায়গীরদারগণ অত্যাচার করিলে রাজা তাহার বিচার করেন। প্রজাদিগের জীবন-মৃত্যুর ক্ষমতা রাজার হাতে। রাজকার্য্যের পরামর্শের জন্য কৌন্সিলে ৩ জন সভ্য থাকেন। নাজিম পুলিস ও বিচারবিভাগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা, কিন্তু কৌন্সিলের অনুমতি গ্রহণ না করিয়া তিনি কাহাকেও ৩ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন না। এই রাজ্যে কতকগুলি থানা, ফাঁড় এবং প্রতি গ্রামে একজন করিয়া চৌকিদার আছে। বন-বিভাগের বন্দোবস্ত তহসীলদার করিয়া থাকেন। ঢোলপুরের কারাপ্রথা বৃটীশসাম্রাজ্যের তুল্য।

দেশের জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যজনক। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে অতিশয় উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ২৭ হইতে ৩০ ইঞ্চ। এই রাজ্যে ৩টী দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

১০০৪ খৃঃ অব্দে তোমরবংশোদ্ভূত রাজা ঢোলন-দেব-তলবার চম্বল ও বাণগঙ্গা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ শাসন

করিতেন। প্রবাদ, তাঁহার নামানুসারে ঢোলপুরের রাজা বাবরকে কিছুদিন বাঁধা দিয়াছিলেন। অকবরের সময় ঢোল-পুর মোগলসাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে ঢোলপুরের ৩ মাইল পূর্ব্বে রঙ্কচবুত্র নামক স্থানে সাম্রাজ্য লইয়া অরঙ্গজেব মুরাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আজম ও মুয়াজমের মধ্যে ঢোলপুরে একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। নবীন সম্রাট মুয়াজমকে বিপদাপন্ন দেখিয়া রাজা কল্যাণসিংহ ঢোলপুর অধিকার করিয়া বসিলেন।

ঢোলপুরের শাসন-কর্ত্তাগণ জাটবংশীয়। ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ প্রাচীনকালে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী গোহদ নামক একটী গ্রামের জমিদার ছিলেন। প্রাচীন বর্ণনানুসারে ঢোল-পুর কনোজরাজ্যের অংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। সম্রাট্ অকবর ঢোলপুরকে আগ্রারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঢোলপুরের শাসন-কর্ত্তাগণ অতিশয় পরিশ্রমী ও যুদ্ধকুশল হওয়ায় ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। পেশবা বাজিরাওয়ের সময় ইঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে গোহদরাজ উপাধি-ভূষিত হইলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পানি-পথের ভীষণক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধঃপতনের পর গোহদ-রাজ গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া নিজ স্বাধীনতা-প্রচার ও রাণা উপাধি ধারণ করিলেন। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে গোহদের মহারাণা লকিন্দর সিংহের সহিত ইংরাজদিগের এই সর্ত্তে একটী সন্ধি হইল যে, বৃটিশগবর্মেণ্ট মহারাণাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সৈন্য সাহায্য করিবেন এবং জয়-পরাজয়ের ফলভাগী হইবেন। ইংরাজদিগের সহায়তায় মহারাণার রাজ্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু মহারাণা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই, এই অপরাধে ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহার সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিলেন। সুবিধা পাইয়া সিন্ধিয়া গোয়ালি-য়র ও গোহদ অধিকার এবং মহারাণাকে বন্দী করিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি শাসন-কর্ত্তা অম্বজি ইঙ্গলিয়া গোহদ, গোয়ালিয়র ও অন্যান্য কএকটী স্থান বৃটীশগবর্মেণ্টকে প্রদান করেন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গব-র্মেণ্ট মহারাণা লকিন্দরের পুত্র কিরাতসিংহকে গোহদ ও তাঁহার অধীন জনপদগুলি ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বৃটীশগবর্মেণ্টকে মহারাণা কিরাতসিংহের নিকট হইতে গোহদ প্রদেশ গ্রহণ করিয়া সিন্ধিয়াকে অর্পণ করিতে হইল। মহারাণার ক্ষতিপূরণার্থ বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহাকে ঢোলপুর, বর এবং রজকির পরগণা প্রদান করিলেন। এই-রূপে কিরাতসিংহ ঢোলপুরের মহারাণা হইলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে কিরাতসিংহের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র ভগবন্তসিংহ মহারাণা উপাধি পাইলেন। ইনি সিপাহীবিদ্রোহকালে বৃটীশ গবর্মেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ ভগবন্তসিংহ বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট হইতে 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' উপাধি পাইলেন। পাতিয়ালার মহারাজের ভগিনীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলস্বরূপ নেহালসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে মহারাণা ভগবন্তসিংহের মৃত্যুর পর নেহালসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। ইনি আগ্রায় প্রিন্স অব্ ওয়েলসের অভ্যর্থনা-সভায় ও দিল্লীদর-বারে উপস্থিত ছিলেন। ঢোলপুরের মহারাণাদিগের সম্মা-নার্থ ১৫টী তোপ হইবার নিয়ম আছে। এইরাজ্যে ৬০০ অশ্বারোহী, ৩৬৫০ পদাতি, ১০০ গোলন্দাজ সৈন্য ও ৩২টী কামান আছে।

ঢোলপুররাজ্যে শ্বেত ও রক্তবর্ণ বালুকাপ্রস্তরের থাম, খিলান, বক্র ও অন্যান্য আকারের বাতায়ন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এ গুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম। কারুকার্য্যের তারতম্যানুসারে ইহাদের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঢোলপুরে পিত্তলের এক প্রকার হুকা প্রস্তুত হয়। এই অঞ্চলে এই হুকাকে কল্লি কহে। এই হুকাগুলি বিবিধরূপে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত। এই রাজ্যের কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলনা ও অন্যান্য দ্রব্যগুলিও অতিশয় সুন্দর। এই স্থানের বার্ণিস করা দ্রব্য বিশেষ বিখ্যাত।

২ মধ্যভারতের অন্তর্গত ঢোলপুররাজ্যের রাজধানী। অক্ষা° ২৬০° ৪২' উঃ, দ্রাঘি° ৭৭° ৫৬' পূঃ। আগ্রা হইতে বোম্বাই পর্যান্ত গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোডে আগ্রার ৩৪ মাইল দক্ষিণে এবং গোয়ালিয়রের ৩৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট চর্ম্মণ্বতী নদীর উপর নৌসেতু আছে। ঐ নৌসেতু ১লা নবেম্বর হইতে ১৫ই জুন পর্যান্ত থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট সময় খেয়া নৌকা দ্বারা যাতায়াত সম্পন্ন হয়। আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র পর্যান্ত সিন্ধিয়া ষ্টেটরেলওয়ে ঢোলপুর দিয়া গিয়াছে। এই রেলপথ ঢোলপুর হইতে ৫ মাইল দূরে সেতু দিয়া চর্ম্মণ্বতী নদী পার হইয়াছে।

কথিত আছে, রাজা ঢোলনদেব বর্ত্তমান নগরের দক্ষিণে প্রাচীন ঢোলপুর নগর স্থাপন করেন। সম্রাট্ বাবর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ঢোলপুর অধিকার করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তৎ-পুত্র হুমায়ুন চর্ম্মণ্বতী নদীর গর্ভশায়ী হইবার আশঙ্কায় নদীতীর হইতে নগরকে আরও উত্তরে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট অকবর এখানে একটী উচ্চ ও সুরক্ষিত সরাই নির্ম্মাণ করেন। নগরের নূতন অংশ এবং রাজপ্রাসাদ রাণা কিরাতসিংহকর্ত্তৃক

নির্ম্মিত। কার্ত্তিকমাসে ১৫ দিন ধরিয়া এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে, ঐ মেলায় বহুসংখ্যক অশ্ব, গবাদি এবং দিল্লী, আগ্রা, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত নানাবিধ পণ্যজাতও বিক্রয় হইয়া থাকে। ঢোলপুরের ৩ মাইল দক্ষিণে মুচুকুন্দহ্রদের নিকটও প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র মাসে দুইটী মেলা হয়, ঐ সময়ে বহুসংখ্যক লোক আসিয়া তথায় স্নানদানাদি করিয়া থাকে। এই হ্রদ প্রায় ১২৫ বিঘা বিস্তৃত এবং অতিশয় গভীর। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পাহাড় সকল হইতে বৃষ্টিজল আসিয়া ঐ খাতে সঞ্চিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে অন্যূন ১১৪টী দেবালয় আছে। ফাল্গুনমাসে ঢোলপুরের ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থ সন্পৌ নগরেও একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

ঢোলসমুদ্র, বাঙ্গালার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার একটী ঝিল বা জলা। ইহা ফরিদপুর সহরের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই ঝিলের পরিসর বৃদ্ধি হইয়া নগরের গৃহসন্নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। শীতকালে উহা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া অবশেষে গ্রীষ্মকালে এক বা দুই মাইলে পরিণত হয়।

ঢোঁ (দেশজ) ১ ভার বহন। ২ আসিয়া বৃথা চলিয়া যাওয়া।

ঢোঁওন (দেশজ) ১ ভার বহন। ২ গাড়ী হাঁকান।

ঢোঁড়ন (দেশজ) অন্বেষণ, খুঁজন।

ঢোঁড়া (দেশজ) ১ খুঁজা, অন্বেষণ করা। ২ এক প্রকার সাপ।

ঢোক (দেশজ) ১ স্বর্ণাদির পরিমাণ করিবার দ্রব্যবিশেষ। ২ এক ঝলক, একবার কণ্ঠদেশে যতটা ধরে।

ঢোকন (দেশজ) প্রবেশ করণ।

ঢোকা (দেশজ) প্রবেশ করা।

ঢোকান (দেশজ) প্রবেশ করান।

ঢোঢ়্রমিশ্র, প্রাণকৃষ্ণমিশ্রের পুত্র। ইনি শ্রাদ্ধবিবেক রচনা করেন।

ঢোল (পুং) ঢক্কা তদাকারং লাতি লা-ক পৃষো° সাধুঃ। ১ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, রুদ্রযামলে এই বাদ্যের নাম পাওয়া যায়। এই বাদ্য একদিকে দণ্ডদ্বারা ও অপরদিকে হস্তদ্বারা বাদিত হয়। ইহা গলদেশে ঝুলাইয়া বাজানই প্রসিদ্ধ। (যন্ত্রকোষ) ২ রাগবিশেষ, ওড়ব, বরাটী ও রেখবযোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতর°)

ঢোলক (পুং) ঢোল স্বার্থে কন্। ঢোলের অনুকৃত যন্ত্রবিশেষ, ইহা কাষ্ঠকোষের উভয় মুখে চর্ম্মাচ্ছাদন করিয়া নির্ম্মিত হয়। বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে। ঐ চর্ম্মদ্বয় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। স্বরের উচ্চ, নীচ ও সমতা সাধন করিবার নিমিত্ত ঐ রজ্জুতে অঙ্গুরী বা কড়া দেওয়া থাকে। ইহা সভ্যযন্ত্র এবং যাত্রা, পাঁচালী ও ঐক্যতান বাদ্য প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (যন্ত্রকো°)

ঢোলকলমী (দেশজ) এক প্রকার শাক। (Ipomœa grandiflora)

ঢোলকী (দেশজ) ছোট ঢোল।

ঢোলন (দেশজ) নিদ্রাতে অভিভূত হওন, ঝিমন।

ঢোলা (দেশজ) ১ ঢিলা, নড়া। ২ ঝিমন।

ঢোলী (ত্রি) ঢোলঃ অস্ত্যস্য ইনি। যে ঢোল বাজায়।

ঢোষা (দেশজ) ১ গুঁতা মারা। ২ মোটা, স্থূলকায়।

ঢোষাণ (দেশজ) গুঁতা মারণ।

ঢৌকন (ক্লী) ঢৌক-ল্যুট্। ১ গমন। ২ উৎকোচ।

ণ

ণ ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চদশ ও টবর্গের পঞ্চমবর্ণ। এই বর্ণ অর্দ্ধমাত্রাকাল দ্বারা উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা। ইহার উচ্চারণ আভ্যন্তরিক প্রযত্ন, জিহ্বামধ্য দ্বারা মূর্দ্ধার স্পর্শ ও নাসিকাতে যত্নবিষয়ের প্রভেদ। বাহ্য প্রযত্ন, সংবার, নাদ, ঘোষ, অল্পপ্রাণ। মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ন্যাস করিতে হয়। তন্ত্রে ইহার লিখন-প্রণালী এই প্রকার লিখিত আছে। প্রথমে একটী রেখা কুণ্ডলী যুক্ত করিবে। পরে মধ্যস্থল হইতে ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া দিবে। পুনর্ব্বার বামদিক্ হইতে অধোগত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে টানিবে। এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন।

"কুণ্ডলীত্রগতা রেখা মধ্যতস্তত ঊর্দ্ধতঃ।
বামাদধোগতা সৈব পুনরূর্দ্ধং গতা প্রিয়ে॥
ব্রহ্মেশবিষ্ণুরূপা সা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা।" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বাচক শব্দ—নির্গুণ, রতি, জ্ঞান, জম্ভল, পক্ষিবাহন, জয়া, জম্ভ, নরকজিৎ, নিষ্কল, যোগিনীপ্রিয়, দ্বিমুখ, কোটবী, শ্রোত্র, সমৃদ্ধি, বোধনী, ত্রিনেত্র, মানুষী, ব্যোম, দক্ষপাদাঙ্গুলীমুখ, মাধব, শঙ্খিনী, বীর, নারায়ণ। (নানাতন্ত্র)

ইহার স্বরূপ—পরমকুণ্ডলী, পীতবিদ্যুল্লতাকার, পঞ্চদেবময়, পঞ্চপ্রাণময়, ত্রিগুণযুক্ত, আত্মা প্রভৃতি তত্ত্বযুক্ত ও মহামোহপ্রদ। (কামধেনুত°) ইহার ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। ইহার ধ্যান—

"দ্বিভুজাং বরদাং রম্যাং ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনীম্।
রাজীবলোচনাং নিত্যাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ।" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইনি দ্বিভুজা, বরদায়িনী, পদ্মলোচনা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদায়িনী। ইনি সর্ব্বদা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

মাত্রাবৃত্তে প্রথমে এই অক্ষর বিন্যাস করিলে মরণ হয়। (বৃত্তর° টী°)

ণ (পুং) ণ থ-ড পৃষো° সাধুঃ। ১ বিন্দুদেব, বুদ্ধবিশেষ। ২ ভূষণ। ৩ গুণবর্জ্জিত। ৪ পানীয় নিলয় (মেদিনী) ৫ নির্ণয়। ৬ জ্ঞান (একাক্ষরকো°)

"ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকার নির্ণয়।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয়॥"

ণকার (পুং) ণ-স্বরূপে কারপ্রত্যয়ঃ। ণ স্বরূপবর্ণ, ণকার।

ণত্ববিধান (ক্লী) ণত্বস্য বিধানং ৬তৎ। ণত্ববিষয়ক বিধান, পাণিনিতে ইহার বিধান এই প্রকার লিখিত আছে।

ঋ, ৠ, র ও ষ এই চারিবর্ণের পর দন্ত্য ন থাকিলে মূর্দ্ধণ্য হয়। যদি স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য, ব, হ ও অনুস্বার ব্যবধান থাকে, তাহা হইলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

পদের অন্তস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না এবং ন ভিন্ন তবর্গযুক্ত (ত, থ, দ, ধ,) এবং প ও ভ যুক্ত দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

যদি একপদে ঋ, ৠ, ষ থাকে, আর অন্যপদে দন্ত্য ন থাকে, তাহা হইলে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

যদি অন্য পদাস্থিত দন্ত্য ন বিভক্তিস্থানে জাত অথবা বিভক্তিযুক্ত হয় বা স্ত্রীলিঙ্গবিহিত ঈপ্রত্যয়ের সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়। কিন্তু যুবন্, ভগিনী, কামিনী, ভামিনী, যামিনী, যুনী প্রভৃতির দন্ত্য ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

ওষধিবাচক ও বৃক্ষবাচক শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়; কিন্তু হাতিরিকা, ঈরিকা, হবিদ্রা, তিমিরা, বিদারী ও কর্ম্মার এই কয় শব্দের পর বনশব্দ হইলে মূর্দ্ধণ্য হয় না।

শস্য পক্ক হইলে যে সকল উদ্ভিদের জীবন শেষ হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। ওষধিবাচক শব্দ দ্বিস্বর অথবা ত্রিস্বর না হইলে হয় না।

শর, ইক্ষু, প্লক্ষ, আম্র ও খদির এই কয় শব্দের পরস্থিত বন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, নির, অন্তর, অগ্রে এই কয়শব্দের পরস্থিত বনশব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়। অন্য পদস্থিত র প্রভৃতির পরবর্ত্তী পান শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

বয়স অর্থ বুঝাইলে ত্রি ও চতুর শব্দের পরবর্ত্তী হায়ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, পূর্ব্ব, অপর প্রভৃতি শব্দের পরবর্ত্তী অহ্ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

পর, পার, উত্তর, চান্দ্র ও নারা শব্দের পরবর্ত্তী অয়ন শব্দের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

অগ্র ও গ্রাম শব্দের পরবর্ত্তী নী শব্দের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

শূর্পের পরস্থিত নখের ন এবং প্র, দ্রু, খর ও বাধ্রী শব্দের পরস্থিত নসের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

গিরিনদী, স্বর্ণদী, গিরিনিতম্ব, গিরিনখ, গিরিনদ্ধ, চক্রনদী, চক্রনিতম্ব, তুর্য্যমান, মাষোর্ণ, আর্গয়ন এই সকল শব্দের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গের ও অন্তর্ শব্দের পর যদি নদ্, নম্, নশ্, নহ্ নী, নু, নুদ্, অন্, হন্ এই সকল ধাতু থাকে, তাহা হইলে উহাদের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

যদি হন্ ধাতুর ন ম ও ব যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

হন্ ধাতুর হ স্থানে ঘ হইলে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ ও অন্তর্ শব্দের পর নিংস্, নিক্ষ্, নিন্দ্ এই তিন ধাতুর ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর হিনু ও মীনার ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর লোটের আনি বিভক্তির ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

প্র প্রভৃতির পর গদ্, পড়্ দা, ধা, হন্, নদ্, পদ্, দান্, দো, সো, দে, ধে, মা, যা, দ্রা, প্সা, বপ্, বহ্, শম্, চি, দিহ্ এই সকল ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী নি উপসর্গের ন নিত্য মূর্দ্ধণ্য হয়।

ধাতুর পূর্ব্বে প্র, পরা, পরি, নির্ এই চারি উপসর্গ অথবা অন্তরশব্দ থাকিলে কৃৎপ্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধণ্য হয়।

যে সকল ধাতুর আদিতে ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে এবং অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

ণ্যন্ত ধাতুর উত্তর বিহিত কৃৎপ্রত্যয়ের ন বিকল্পে মূর্দ্ধণ্য হয়।

ভা, ভূ, পূ, কম, গম, প্যায়, বেপ, কম্প এই সকল ধাতু ণ্যন্ত করিলে তাহাদিগের উত্তর বিহিত কৃতে ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

কৃৎপ্রত্যয়ের ন ব্যঞ্জনবর্ণে মিলিত হইলে মূর্দ্ধণ্য হয় না।

নশ্ ধাতুর শ মূর্দ্ধণ্য হইলে ণ মূর্দ্ধণ্য হয়।

ক্ষুভ্নাদির ন মূর্দ্ধণ্য হয় না।

ণ্য (পুং) ব্রহ্মলোকস্থিত সরোবরবিশেষ।

"ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্যাং।" (ছান্দোগ্য উপ°)

ত

ত, ব্যঞ্জনবর্ণের ষোড়শবর্ণ। তবর্গের প্রথমবর্ণ। অর্দ্ধমাত্রাকালদ্বারা এই বর্ণ উচ্চারিত হয়। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তরিক প্রযত্ন দন্তমূলদ্বারা জিহ্বাগ্রের স্পর্শ।

বাহ্যপ্রযত্ন বিবার, শ্বাস ও অঘোষ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। মাতৃকান্যাসে বামনিতম্বে ন্যাস করিতে হয়।

তন্ত্রমতে, ইহার লিখন-প্রণালী এইরূপ—

প্রথমে একটী বিন্দু লিখিবে, তাহা হইতে মধ্যস্থলে কুণ্ডলী করিয়া বাম ও দক্ষিণ দিকে টানিয়া দিবে।

এই অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নিত্য বিরাজমান।

"আদৌ বিন্দুস্ততো মধ্যে কুণ্ডলীত্বমবাপ্য সা।
দক্ষাদ্বামগতা নিত্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপিণী॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

ইহার বাচক শব্দ—পূতনা, হরি, শুদ্ধি, শক্তি, শুক্তি, জটী, ধ্বজী, বামস্ফিচ্, (বামনিতম্ব), বামকটী, কামিনী, মধ্যকর্ণক, আষাঢ়ী, তণ্ডতুণ্ড কামিকা, পৃষ্ঠপুচ্ছক, রত্নক, শ্যামমুখী, বারাণী, মকর, অরুণা, সুগত, উর্দ্ধমুখ, উর্দ্ধপ্রান্ত, ক্রোষ্টুপুচ্ছক, গন্ধ, বিশ্ব, মরুৎ, ছত্র, অনুরাধা, সৌরক, জয়ন্তী, পুলক, ভ্রান্তি, অনঙ্গ, মদনাতুরা। (নানাতন্ত্র°)

ইহার স্বরূপ কামধেনুতন্ত্রে এই প্রকার লিখিত আছে। ইহা স্বয়ং পরমকুণ্ডলী এবং পঞ্চপ্রাণময় ও পঞ্চদেবাত্মক। এই বর্ণ ত্রিশক্তিযুক্ত এবং আত্মাদিতত্ত্বোপেত ত্রিবিন্দুযুক্ত ও পীতবিদ্যুতের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। (কামধেনুত°)

ইহার ধ্যান করিয়া এই বর্ণ দশবার জপ করিলে সাধক অচিরে অভীষ্ট লাভ করিতে পাবে। ধ্যান—

"চতুর্ভুজাং মহাশান্তাং মহামোক্ষপ্রদায়িনীম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং রক্তাম্বরধরাং পরাম্॥
নানালঙ্কারভূষাং বা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্।
এবং ধ্যাত্বা তকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারত°)

এই বর্ণাধিষ্ঠাত্রী দেবীর চারিটী হস্ত আছে। ইনি পরম

মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন ও সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, রক্তবস্ত্র-পরিধায়িনী ও নানাভূষণদ্বারা পরিশোভিতা—ইনি সাধক-দিগকে সকল সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন।

এই বর্ণ মাত্রাবৃত্তে প্রথমে প্রয়োগ করিলে ফল, ধন নষ্ট হয়। "তোব্যোমাস্তলঘুর্ধনাপহরণং" (বৃত্তর° টী°)

ত (পুং) তক-ড। ১ চৌর। ২ অমৃত। ৩ পুচ্ছ। ৪ ক্রোড়। ৫ ম্লেচ্ছ। (মেদিনী) ৬ গর্ভ। ৭ শঠ। (শব্দচ°) ৮ রত্ন। ৯ সুগতদেব, বুদ্ধ। ১০ গৌরববর্জ্জিত। ১১ ক্রোষ্টুপুচ্ছ। (একাক্ষরকো°) (ক্লী) (স্ত্রী) ১২ তরণ। ১৩ পুণ্য।

ত্রিবর্ণপ্রস্তাবে (ত বলিলে যখন তিনটী বর্ণ বুঝাইবে) আদি দুইটী গুরু ও অন্ত্যটী লঘু গণবিশেষ (ऽऽ।) অর্থাৎ প্রথম ২টী গুরু ও শেষটী লঘু হইবে। "সোঽন্ত্যগুরুঃ কথিতো-ঽন্ত্যলঘুস্তঃ।" (ছন্দোম°)

তংসু (পুং) তাস-উন্। পুরুবংশীয় নৃপভেদ। পৌরবরাজ মতি-নারের ঔরসে সরস্বতীর গর্ভে তংসু জন্মগ্রহণ করেন। রাজা মতিনারের আরও তিনটী পুত্র ছিল। কিন্তু তংসু নিজ বীর্য্য-বলে পুরুবংশ উজ্জ্বল ও পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। (ভারত অঃ ৯৪-৯৫)

তঅজ্জব্ (আরবী) তাজ্জব, আশ্চর্য্য।

তঅলক্ (আরবী) ১ সম্বন্ধ। ২ চিন্তা। ৩ বাণিজ্য। ৪ সম্পত্তি। ৫ তালুক।

তইনাৎ (আরবী) নিয়োগ, কার্য্য।

তউ (দেশজ) তাওয়া, পাকপাত্রভেদ।

তংখ্বা (পারসী) ১ বেতন। ২ হার।

তংখ্বাদার (পারসী) ১ বেতনভুক্। ২ যে বেতন বা হার নির্দ্দিষ্ট করে।

তক্ (হিন্দী) পর্য্যন্ত।

তক (ত্রি) তং গৌরববর্জ্জিতং যথা তথা কায়তি কৈ-ক। ১ নিন্দিত। "ইয়ত্তকঃ কুষুম্ভকস্তকং" (ঋক্ ১।১৯১।১৫) 'তকং কুৎসিতং' (সায়ণ) তক-অচ্। ২ সহনশীল। "তকাবয়ং প্লবামহে ইদং মধু" (কাত্যা° শ্রৌ° সূ° ১৩।৩।২১) ৩ স্খলিত। "শ্রুতং গায়ত্রং তকবানস্য" (ঋক্ ১।১২০।৬) 'তকবানস্য স্খলৎ গতেরন্ধস্য।' (সায়ণ)

তকৎ (অব্য) তক-বা-অতি। অতিশয় অল্প। "তকৎসু তে মনায়তি তকৎসু তে মনায়তি" (ঋক্ ১।১৩৩।৪) 'তকদিতি মনায়তি অত্যল্পমিদং।' (সায়ণ)

তকনকর, দাক্ষিণাত্য ও বরার প্রদেশবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি। ইহারা তৈলঙ্গ ভাষায় কথা কহে। প্রস্তর কাটিয়া জাঁতা নির্ম্মাণ করাই ইহাদের উপজীবিকা। তজ্জন্য ইহাদিগকে চাকি-করনে-ওয়ালা ও পাথরীও কহিয়া থাকে। ইহারা এক স্থানে অধিক দিন বাস করে না; নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা প্রস্তুত করিয়া বেড়ায়। সট্বাই নামে ইহাদের এক দেবতা আছে। তকনকরেরা তাহার মূর্ত্তি গড়াইয়া গলায় ধারণ করে। ঐ মূর্ত্তি হনুমানের মূর্ত্তির ন্যায়। ইহারা তৃণপত্রাদি-নির্ম্মিত কুটীরে বাস করে। বিবাহের বয়স নির্দ্দিষ্ট নাই। ইহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু মৃতদেহ গোর দেয়।

তকরা (স্ত্রী) তং নিন্দিতং করোতি কৃ-ট-ঙীপ্। কুৎসিত-কারিণী স্ত্রী। "তেভিনন্দিতকরীং" (তৈত্তি° স° ৩।৩।১০।১)

তকল্লবী (আরবী তকলীফ শব্দজ) বিরক্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, দায়গ্রস্ত।

তকাবী (আরবী) যে টাকা অগ্রিম দেওয়া যায়, দাদন।

তকার (পুং) ত স্বরূপে কার। ত স্বরূপ বর্ণ।

"এবং ধ্যাত্বা তকারস্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (কামধেনুত°)

তকারা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা মুসলমান জাতি-বিশেষ। প্রবাদ আছে, শোলপুরের ধুন্ধুফোড়া অর্থাৎ পাথরকাটা জাতি হইতে উৎপন্ন। তকারাগণ বলে, সম্রাট্ অরঙ্গজেব কর্তৃক তাহারা মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। আকৃতি ও পরিচ্ছদে ইহারা দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য মুসলমান-দিগের অনুরূপ। ইহারা পরস্পর হিন্দীভাষায় কথাবার্ত্তা কহে এবং অপরের সহিত মরাঠীভাষা ব্যবহার করে। পুরুষগণ মধ্যমাকৃতি, সুগঠিত ও কৃষ্ণবর্ণ, সকলেই মস্তক মুণ্ডন এবং দীর্ঘ বা হ্রস্ব শ্মশ্রু ধারণ করে। ইহাদের পরিধেয় ধুতি, জাকেট ও হিন্দী পাগড়ী। স্ত্রীলোকেরা মরাঠী কামিনী-গণের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। মোটের উপর ইহারা অপরিষ্কার। খনি হইতে প্রস্তর-উত্তোলন ও তাহা কাটিয়া জাঁতা, মূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাই ইহাদের উপজী-বিকা। ইহারা মিতব্যয়ী এবং পরিশ্রমী। কাজ না জুটিলে দরিদ্র তকারাগণ নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাঁতা কাটিয়া বেড়ায়। অপেক্ষাকৃত সম্রান্তগণ গৃহে বসিয়া আদেশ মত লোককে কাটা পাথর ইত্যাদি সরবরাহ করে। কার্য্যাভাবে অনেকেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকে কৃষি, মজুরিগিরি, চাকরি প্রভৃতি অন্যান্য উপজীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু শূকর-মাংস ভোজন করে এবং সট্বাই ও মরিয়াই ঠাকুরকে মান্য করে। সকলে রীতিমত নমাজও করে না। মুসলমান-ধর্ম্মাচরণের মধ্যে কেবল মাত্র সুন্নত্ দিয়াই ক্ষান্ত হয়। ইহাদের সমাজ-পতি বলিয়া কেহ নাই, তবে কাজিকে মান্য করে। তিনিই ইহাদের বিবাহাদি রেজেষ্টরী এবং সামাজিক বিবাদের মীমাংসা

করেন। ইহারা সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না। ক্রমেই ইহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে।

তকারি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পাথরকাটা এক জাতি। আহ্মদনগর জেলার জামখেড়, কর্জটনগর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। ইহারা সম্ভবতঃ তেলিঙ্গ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। ইহারা বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও কৃষ্ণবর্ণ, অপরের সহিত মরাঠী ভাষায় কথোপকথন করিলেও ইহারা পরস্পরে তৈলঙ্গী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। গো ও শূকর প্রভৃতি ভিন্ন অন্য মাংস ভক্ষণ এবং সুরাপান করিয়া থাকে। পুরুষগণ ধুতি, চাদর, পিরাণ, জুতা এবং মরাঠী পাগড়ী ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা মরাঠী স্ত্রীলোকের ন্যায় শাটী ও কোর্ত্তা পরে, কিন্তু কাচা দেয় না। ক্রিয়াকাণ্ড ও উৎসবাদির সময় সকলেই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিয়া থাকে। তকারিগণ সাধারণতঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিশ্রমী, মিতাচারী ও আতিথেয়, কিন্তু অনেকেরই গাঁইটকাটা অপবাদ আছে। স্ত্রীলোকেরা ঘুঁটে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ এবং গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করে। পুরুষগণ পাথর কাটিয়া জাঁতা নির্ম্মাণ করে, ইহাতেই তাহাদের প্রধানতঃ জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়। কেহ কেহ কৃষি ও মজুরিগিরিও করিয়া থাকে। ইহারা ভৈরবীদেবী ও খণ্ডোবার প্রতিমূর্ত্তি গৃহমধ্যে রাখিয়া প্রতি হিন্দু পর্ব্বদিনে পূজাদি করে। ঐ সময়ে এবং বিবাহাদি সময়েও ইহাদেরই মধ্যে একজন পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। বিবাহকালে কন্যাকর্ত্তা বা তৎপক্ষীয় অপর কোন প্রৌঢ় ব্যক্তি বর ও কন্যার বস্ত্রপ্রান্তে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান-সময়ে বেদ বা পুরাণাদি পাঠ করে না এবং অনেকাংশে কুণবীদিগের ন্যায় সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করায় না অথবা কোন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয় না।

তকিআ (পারসী) ১ বড় অর্দ্ধগোলাকার বালিস। ২ ঠেস। ৩ বিশ্বাস।

তকিৎ (আরবী) নিশ্চয়তা।

তকিল (ত্রি) তক-ইলচ্ (মিথিলাদয়শ্চ। উণ্ ১।৫৬) ১ ধূর্ত্ত। ২ ঔষধ। (উজ্জ্বলদত্ত)

তকিলা (স্ত্রী) তকিল-টাপ্। ঔষধ। (উজ্জ্বল)

তকু (ত্রি) তক গতৌ উন্। গতিশীল। "পুরুমেধশ্চিৎ তকবে" (ঋক্ ৯।৫৮।৫) 'তকবে তকতির্গতিকর্ম্মা ঔণাদিক উন্ প্রত্যয়ঃ সোমমধিগচ্ছতে'। (সায়ণ)

তক্ক, জাতিবিশেষ। তক্কজাতি রাবলপিণ্ডি বিভাগের অক্ষা° ৩৩° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৪৯´ ১৫" পূঃ মধ্যে শাহধেরি গ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। কানিংহাম বলেন, তক্ক জাতির নামানুসারেই তক্ষশিলাদেশের নামকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে সমগ্র সিন্ধুসাগর দোয়াব ইহাদিগের অধিকারে ছিল। পরে পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রদেশ হইতে গক্করগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মধ্যপ্রদেশে মদ্রদিগের সহিত একত্র বাস করিতে আরম্ভ করে। তক্কদিগের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ফিলস্ট্রেটস্ এবং ফাহিয়ান প্রায় একরূপই বলিয়াছেন। উভয়েরই বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তক্কগণ যে কোন বিদেশীকে তিন দিবস পর্য্যন্ত শুশ্রূষা করে। আলেকসান্দার যখন ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তক্ষশিলার রাজা তাঁহাকে তিন দিন অতিথিবৎ পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকও উক্তরূপ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, ৪০০ খৃঃ অব্দেও তক্কবংশীয় রাজগণ তক্ষশিলাপ্রদেশ শাসন করিতেন এবং আলেকসান্দারের ভারত আগমনের পূর্ব্বেই সিন্ধুসাগর দোয়াব তক্কদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়।

সিন্ধুনদীর তটবর্ত্তী আটকনগরে এখনও তক্কজাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীপাঠে জানা যায়, রাজা শঙ্করবর্ম্মা ৯০০ খৃঃ অব্দে তক্কদেশ কাশ্মীর রাজ্যভুক্ত করেন। এই কালে তক্কদেশ গুর্জ্জরের উত্তরপূর্ব্বকোণে অবস্থিত ছিল। এখনও এই প্রদেশে বিতস্তানদীর উভয় পার্শ্বে অনেক তক্কের বাস আছে। কাশ্মীরের ইতিহাস-লেখকগণ বলেন যে, প্রাচীনকালে অনেক তক্ক এই প্রদেশে বাস করিত; যাদবগণ তাহাদিগকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিয়াছে।

সিন্ধুপ্রদেশে যে ৩টী আদিম নিবাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তক্কজাতি তাহার একটী। কোন যুরোপীয় পণ্ডিত বলেন, তক্ষশিলা প্রদেশ হইতে তাড়িত হইলে তক্কদিগের মধ্যে কেহ কেহ সিন্ধুপ্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে আষাঢ় দুর্গ তক্করাজ ছাতের অধীনে ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শারঙ্গ তক্ক মজফ্ফর শাহ নামে গুজরাটে রাজত্ব করিতেন।

টডসাহেবের মতে তক্ষক তক্কবংশের আদিপুরুষ। ইনি নাগবংশ স্থাপন করেন এবং হিন্দুদিগের বিশ্বাস ইনি ইচ্ছামত মনুষ্যের আকার ধারণ করিতে পারিতেন। তক্কগণ নাগের উপাসনা করিত। তক্ষশিলার রাজার দুইটী প্রকাণ্ড সর্প-বিগ্রহ ছিল। কানিংহাম বলেন, কাশ্মীর উপত্যকা-প্রদেশে পূর্ব্বে তক্কজাতি বাস করিত। নাগরাজ নীল এই প্রদেশ রক্ষা করিতেন। অধিবাসিগণ একান্ত সর্পোপাসক

ছিল। বৌদ্ধরাজ কনিষ্ক সর্পপূজা উঠাইয়া দেন, কিন্তু তৃতীয় গোনর্দের সময় ইহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়।

জম্বু, রামনগর এবং কৃষ্ণবার প্রভৃতির পার্ব্বত্য প্রদেশে তক্কজাতি বাস করে। তক্কগণ অনার্য্যবংশসম্ভূত, রাজপুত অপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইহাদের সামাজিক-মর্য্যাদা জাটদিগের ন্যায়। ভটিসরদার মঙ্গলরাওয়ের পুত্রগণ সতিদা তক্কের সহিত একত্র আহার করায় জাটমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তক্কদিগের সামাজিক হীনতা দৃষ্টি করিলে ইহাদিগকে অনার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। ইহারা প্রাচীনতম তুরাণীয় বংশোৎপন্ন এবং সম্ভবতঃ তক্ষশিলা প্রদেশের আদিম অধিবাসী।

দিল্লী ও কর্ণাল জেলায় অনেক তক্ক বাস করে, ইহাদের প্রায় ⅓ অংশ ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

তকন্ (ক্লী) তক-কনিন্। অপত্য। (নিঘণ্টু)

তক্মন্ [বৈ] ১ চর্ম্মরোগভেদ, বসন্তরোগ। ২ শীতলা দেবী।

তক্মনাশন (ক্লী) বসন্তনাশকারী।

তক্ত (ক্লী) ১ তক্ষিত, ছিন্ন। ২ (পারসী) আসন।

তক্তপোস (দেশজ) শয্যাধার।

তক্ত্-ই-সুলেমান, ১ কাশ্মীরের একটী পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬২৫০ ফিট্ এবং চতুর্দ্দিকস্থ সমতল হইতে সহস্র ফিট্ উচ্চ। শ্রীনগরের অনতিদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪° ৪′ ৮″ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৩′ পূঃ। এই পর্ব্বতের চূড়া হইতে দৃষ্টি করিলে চতুর্দ্দিকে সুন্দর উপত্যকাপ্রদেশ এবং তৎপরে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী দৃষ্ট হয়। এই পর্ব্বতের চূড়াতেই জ্যেষ্ঠেশ্বর দেবের মন্দির অবস্থিত। ইহাই কাশ্মীরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। প্রবাদ আছে, অশোকের পুত্র জলোক ৩২০ পূঃ খৃঃ অব্দে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুগণ ঐ দেবকে শঙ্করাচার্য্য কহে। এখন ইহা একটী মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে।

২ পঞ্জাব ও আফগানস্থানের মধ্যবর্ত্তী সুলেমান পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শাখা। ইহার দুইটী চূড়া, তন্মধ্যে দক্ষিণদিকের চূড়াতে সলোমনের তক্ত আছে। ইহা অতি উচ্চ এবং দুরারোহ। চূড়া দুইটী যথাক্রমে ১১৩১৭ ও ১১০৭৬ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতচূড়া হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। উচ্চতম চূড়া হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে পর্ব্বতশীর্ষ বিস্তৃত হইয়া প্রায় অর্দ্ধবর্গমাইল বিস্তৃত মালভূমির আকার ধারণ করিয়াছে। পর্ব্বতের অনেকস্থান তরুলতাশূন্য এবং প্রস্তরময়। উল্লিখিত মালভূমি অর্থাৎ ময়দানে দুইটী পুষ্করিণী আছে। বর্ষাকালে উহা জলপূর্ণ হইয়া যায় এবং পরবর্ত্তী শীতকাল পর্য্যন্ত জল থাকে।

তক্ত্পুর, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বিলাসপুর জেলার বিলাসপুর তহসীলের একটী সহর। অক্ষা° ২২° ৮′ উঃ, দ্রাঘি° ৮১° ৫৪′ ৩০″ পূঃ। এই সহর বিলাসপুর নগর হইতে ২০ মাইল পশ্চিমে বিলাসপুর ও মণ্ডলের পথে অবস্থিত। রত্নপুরের রাজা তক্তসিংহ আনুমানিক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদ ও শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানেও বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে। সপ্তাহে একটী করিয়া হাট হয়। প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কৃত জল পাওয়া যায়।

তক্তা (পারসী) চেটাল কাষ্ঠখণ্ড।

তক্তারামা (দেশজ) ১ রাজকীয় পাল্কী। ২ বিবাহাদি সাধারণ উৎসবে ব্যবহৃত একপ্রকার দোলা।

তক্তী (দেশজ) ১ ছোট তক্তা। ২ শ্লেটের মত তক্তাখণ্ড, যাহার উপর বালকেরা লেখে। ৩ অলঙ্কারভেদ।

তক্য (ত্রি) তকং হাসং অর্হতি তক-যৎ (তকিশসিচয়তিজনিভ্যো যদ্বাচ্যঃ। পা ৬৪।৭৫ ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা যৎ। সহনীয়।

তক্র (ক্লী) তনক্তি সঙ্কোচয়তি দুগ্ধং তনচ-রক (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) দুগ্ধবিকার, চতুর্থাংশ জলযোগে মন্থনজাত দধিবিশেষ। মথিত দধি হইতে নবনীত গ্রহণ করিলে যে দ্রবভাগ অবশিষ্ট থাকে, ঘোল। পর্য্যায়—গোরসজ, ঘোল, কালসেয়, বিলোড়িত, দণ্ডাহত, অরিষ্ট, অম্ল, উদশ্বিৎ, মথিত, দ্রব। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—তক্র পাঁচ প্রকার—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা। তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলা যায়। সারবিহীন দধি জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহুপরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া মন্থনদ্বারা নবনীত উদ্ধৃত করিলে তাহাকে ছচ্ছিকা কহে। ইহাদিগের গুণ—বায়ু ও পিত্তনাশক। [ঘোল দেখ।]

মথিত কফ ও পিত্তনাশক। তক্র মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট, পশ্চাৎ কষায়। লঘু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, প্রীতিজনক ও বায়ুনাশক। গরল, শোথ, অতীসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম,অরুচি, বিষমজ্বর, তৃষ্ণা, বমনপ্রসেক, শূল, মেদ, শ্লেষ্মা, ও বায়ুরোগে হিতকর। তক্র লঘু বলিয়া ধারক। বিপাকে মধুর বলিয়া পিত্তপ্রকোপক নহে।

কিন্তু ইহার কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, বিকাশিত্ব এবং রুক্ষতাদ্বারা কফ নষ্ট হইয়া থাকে।

তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব অথবা তক্র সেবন করিয়া কোন রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের সুখাবহ, তদ্রূপ তক্রপানও মানবের সুখাবহ।

উদাশ্বৎ, কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক।

ছচ্ছিকা। শীতবীর্য্য, লঘু, কফকারক এবং পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ুনাশক। উহা লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপ্তিকারক।

যে তক্রের ঘৃত সম্যক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে তক্রের ঘৃত অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত গুরু, পুষ্টিকারক ও কফজনক। যে তক্র হইতে একেবারে ঘৃত উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফবর্দ্ধক।

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুণ্ঠী, সৈন্ধব ও অম্লরসযুক্ত তক্র প্রশস্ত।

পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত ও মধুর রসসমন্বিত ঘোল ব্যবহার্য্য।

কফপ্রশমনের নিমিত্ত ত্রিকটুযুক্ত ঘোল ভাল।

ঘোলে হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিলে সকল প্রকার বায়ু প্রশমিত হয়। এই ঘোল রুচিকারক, পুষ্টিকারক, বলজনক, বস্তিগতশূলনাশক, অর্শ ও অতীসাররোগে বিশেষ হিতকর।

গুড়মিশ্রিত ঘোল মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে উপকারী।

অপক্বতক্রের গুণ—কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত কফকে বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

পক্বতক্র—পীনস, শ্বাস ও কাসরোগে হিতকর।

শীতকালে মন্দাগ্নিতে, বায়ুরোগে এবং অরুচিতে স্রোতঃসকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়।

ক্ষতরোগে, দুর্ব্বল শরীরে মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্তপিত্ত রোগে ও গ্রীষ্মকালে তক্র সেব্য নহে। (ভাবপ্র° তক্রবর্গ)

তক্রকূর্চ্চিকা (স্ত্রী) তক্রজাতা তক্রযোগেন উষ্ণদুগ্ধাৎ জাতা কূর্চ্চিকা। ছানা, গরম দুগ্ধে অম্লসংযুক্ত হইলেই ছানা হয়, ইহা অতিশয় মলমূত্রাবরোধক, বায়ুবৃদ্ধিকর, রুক্ষ এবং অতিশয় গুরুপাক। (সুশ্রুত) এই ছানাতে নানাপ্রকার উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

তক্রপিণ্ড (পুং) তক্রেণ জাতঃ পিণ্ডঃ। তক্রদুষ্ট দুগ্ধপিণ্ড, ছানা।

"দধ্না তক্রেণ বা দুষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা।
দ্রব্যভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে॥"

দধি ও তক্র দ্বারা দুগ্ধ নষ্ট হইলে উত্তম বস্ত্রে বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে, পরে উহা হইতে দ্রবভাগ হ্রাস হইলে পিণ্ডবৎ পদার্থ থাকিবে, তাহাকে তক্রপিণ্ড বা ছানা বলা যায়।

তক্রভিদ্ (স্ত্রী) কৎবেল। (Feronia elephantum)

তক্রমাংস (ক্লী) তক্রযোগেন পচিতং মাংসং। তক্রসংযোগে পক্বমাংস, আখ্‌নী। তক্রমাংসের বিষয় ভাবপ্রকাশে এই প্রকার লিখিত আছে—পাকপাত্রে ঘৃত দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিয়া লইবে। পরে ছাগাদির মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ ঘৃতে ভাজিয়া যথোপযুক্ত জলদ্বারা মৃদু মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তদনন্তর জীরকাদিসংযুক্ত তক্রে সেই মাংসখণ্ড নিঃক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিলে তাহাকে তক্রমাংস বলা যায়। ইহার গুণ বায়ুনাশক, লঘু, রুচিজনক, বলকারক, কফনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক। এই তক্রমাংস সমস্ত আহারীয় দ্রব্যের পরিপাকজনক। (ভাবপ্র°)

তক্রবটক (পুং) পিষ্টকবিশেষ। [বটক দেখ।]

তক্রবামন (পুং) তক্রং বাময়তি বাম-ণিচ্-ল্যু। নাগরঙ্গ।

তক্রাট (পুং) তক্রায় তক্রোৎপাদনায় অটতি অট্-অচ্। মন্থানদণ্ড।

তক্রারিষ্ট (পুং) তক্রেণ প্রস্তুতঃ অরিষ্টঃ। অরিষ্ট ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—যমানী, আমলা, হরীতকী ও মরিচ প্রত্যেক ৩ পল; পঞ্চলবণ প্রত্যেক ১ পল, একত্র চূর্ণ করিয়া ৮ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া চারি দিন রাখিবে। ইহার নাম তক্রারিষ্ট। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শোথ, গুল্ম প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ প্রায় গ্রহণীরোগে ব্যবহার্য্য। (চক্রদত্ত)

তক্‌রর (আরবী) ১ বাদানুবাদ। ২ পুনরুক্তি।

"কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তক্‌রার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥" (বিদ্যাসুন্দর)

তক্‌রারী (আরবী) ১ বিরক্তিজনক। ২ কেজালিয়া। ৩ বাদানুবাদজনক, বিবাদী।

তক্‌লীফ্ (আরবী) ঝন্‌ঝাট্, দায়, ক্লেশ, বিপত্তি।

তক (ত্রি) তক গতৌ ব। গমনশীল। "তকো নেতা তদিদ্বপুরুপমা।" (ঋক্ ৮।৬৯।১৩) 'তকো গমনশীলঃ।' (সায়ণ)

তকন্ (ত্রি) তক গতৌ বণিপ্। ১ গতিশীল। "তকা ন ভূর্ণির্বনা সিষক্তি" (ঋক্ ১।৬৬.২) তক-সহনে বণিপ্। ২ চোর। "নিমৃচ উষসস্তক বীরিব" (ঋক্ ১।১৫১।৫) 'তকা স্তেনঃ তস্য বেতা গন্তা।' (সায়ণ)

তকবী (ত্রি) তকানাং চৌরাণাং বীঃ গতিঃ ঙতৎ। চোরদিগের গতিবিশেষ। "ভগমীট্টে তকবীয়ে।" (ঋক্ ১।১৩৪।৫) 'তকবীয়ে তস্করাণাং যজ্ঞবিঘাতিনাম্ অন্যত্র গমনায়।' (সায়ণ)

তক্বারা, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত দেরা-ইস্মাইলর্খা জেলার একটী সহর। ইহা কতকগুলি পল্লীসমষ্টিমাত্র এবং দেরা-ইস্মাইলর্খা নগরের ২৭ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৯´ উঃ, দ্রাঘি° ৭০° ৪০´ পূঃ। অধিবাসিগণ গন্দপুর ও জাটজাতীয় এবং সকলেই কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। পর্ব্বতের উপত্যকাপ্রদেশে ১২।১৪ ফিট্ গভীর কূপ খনন করিলেই জল পাওয়া যায়। এখানে রসদ সুলভ।

তক্বাল-বাল পেশাবর জেলার একটী গ্রাম। এই গ্রাম পেশাবর হইতে খাইবার, জামরুড প্রভৃতির রাস্তায়, বুর্জ-ই-হরিসিংএর ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি বহুপ্রাচীন বৌদ্ধ-স্তূপের ভগ্নাবশেষ আছে। উহাদের একটীকে স্থানীয় লোকে তক্বাল-বাল গ্রামের নামানুসারে তক্বাল-বাল-কা দেহড়ি কহে। এই সকল স্তূপ অতি বৃহৎ। তক্বাল-বাল-কা দেহড়িতে খনন করিতে করিতে দুইটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীমূর্ত্তির প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত মস্তক পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের একটী বুদ্ধদেবের ও একটী কোন রাজার বলিয়া অনুমিত হয়। স্ত্রীমুখটী অতি বিকটাকার।

তক্ষ (পুং) নৃপতিবিশেষ, রামানুজ ভরতের পুত্র।
"তক্ষঃ পুষ্কল ইত্যাস্তাং ভরতস্য মহীপতেঃ।" (ভাগ ৯।১১।১২)
২ বৃকের পুত্র। (ভাগ ৯।২৪।৪২

তক্ষক (পুং) তক্ষ-ণ্বুল্। ১ সর্পবিশেষ, অষ্ট নাগের মধ্যে একটী।
"অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মোঽথ তক্ষকঃ॥" (ভারত ১)

পুরাণমতে, অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক এই তিন জন প্রধান। কশ্যপের ঔরসে কদ্রুগর্ভে তক্ষকের জন্ম হয়। খাণ্ডবারণ্যে ইহার আবাস ছিল। শৃঙ্গী নামক ঋষিকুমারের শাপ সফল করিবার জন্য তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করিয়াছিল। তজ্জন্য রাজা জনমেজয় ইহার উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তক্ষক এই সর্পযজ্ঞের সংবাদ পাইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হয় এবং বাসুকি মহর্ষি আস্তিককে সর্পসত্র নিবারণ করিতে প্রেরণ করেন। রাজা জনমেজয় তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত জানিয়া ঋত্বিক্-দিগকে কহিলেন, ইন্দ্র যদি তক্ষককে পরিত্যাগ না করে, তবে তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত ভস্মসাৎ করুন।

হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন। সেই সময় তক্ষক সমেত ইন্দ্র যজ্ঞানলাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ইন্দ্র ভীত হইয়া তক্ষককে ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তক্ষকও ভয়বিহ্বল হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত পাবকশিখার সমীপবর্ত্তী হইল। এমন সময় আস্তীক মহারাজ জনমে-জয়ের নিকট সর্পযজ্ঞ নিবারিত হউক, এই ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করেন। (ভারত আদি প°)

[পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, আস্তীক দেখ।]

হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে, তক্ষক ইচ্ছানুসারে মানবদেহ ধারণ করিতে পারিত। কানিংহামপ্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, তকগণ তক্ষকের সন্তান। টডসাহেব বলেন, রাজা শালিবাহন তক্ষকবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নাগাগণও তক্ষকের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়।

য়ুরোপীয় পুরাবিদ্গণ বলেন, প্রাচীন হিন্দুগণ অনার্য্যদিগকে তক্ষক ও নাগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় তক্ষক কথাটা কেবলমাত্র একজনের প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই। খাণ্ডব-দাহকালে অর্জ্জুন এক তক্ষককে দগ্ধ করিয়াছিলেন। তক্ষক ও নাগবংশীয়গণ বৃক্ষ ও সর্পোপাসক ছিল। শকজাতীয় বিভিন্ন বংশ তক্ষক ও নাগবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইত।

কানিংহাম বলেন, সর্পোপাসক তক এবং হিন্দুদিগের বর্ণিত তক্ষকজাতি একই বংশ; পঞ্জাবে তকদিগের বাস ছিল। তিনি আরও বলেন, পঞ্জাববাসী তক অথবা তক্ষকদিগের সহিত দিল্লীর পাণ্ডবদিগের একটী মহাযুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয় এবং তক্ষকগণ জয়লাভ করে। ইহাই মহাভারতে তক্ষকদংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যুরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

টডসাহেবের মতে, তক্ষকবংশ তুরুষ্কজাতির শাখা। ইহারা প্রথমে উত্তরপশ্চিম অংশে বাস করিত। মহাভারতীয় যুদ্ধের পর হইতে ইহারা ক্রমাগত ভারতের নানা স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করে। ইহাদের জাতীয় নিদর্শন সর্প, এই হেতু ইহাদিগকে তক্ষকবংশ কহে। ৬০০ খৃঃ পূঃ অব্দে শেষনাগের অধীনে ইহারা প্রথম ভারত আক্রমণ করিয়াছিল।

মগধ পর্য্যন্ত ইহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। তক্ষকবংশীয় রাজগণ ১০ পুরুষ পর্য্যন্ত মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের এক শাখার নামানুসারেই নাগপুরের নামকরণ হইয়াছে। টডসাহেব বলেন, শেষনাগের আক্রমণ পার্শ্বনাথের আবির্ভাবের সমসাময়িক। কথিত আছে, এই বংশের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাহাদের বংশ অগ্নিকুল নামে পরিচিত।

তক্ষকবংশীয় অনেক রাজা ভারতের বহু প্রদেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। গুর্জ্জরেও তক্ষকবংশীয়গণ কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন।

ভাগলপুর জেলায় অনেকস্থলে তক্ষক একটী গ্রাম্যদেবতা।

"মসূরং নিম্বপত্রঞ্চ যোঽত্তি মেষগতে রবৌ।

অপিরোষান্বিতস্তস্য তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি॥" (লিখিত)

রবি মেষ রাশিতে গমন করিলে (অর্থাৎ বৈশাখ মাসে) যাহারা মসুর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ করে, তক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে কিছু করিতে পারে না। "তক্ষকঃ কিং করিষ্যতি" তক্ষক এই পদটী লক্ষণা, অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মসুর ও নিম্বপত্র ভক্ষণ সর্পবিষনাশক।

২ বিশ্বকর্ম্মা। (শব্দর°) ৩ ক্রমভেদ। (হেম°) ৪ সঙ্কর জাতিবিশেষ, ছুতার। সূচকের ঔরসে বিপ্রকন্যার গর্ভে জন্ম। [সূত্রধর দেখ। ৫ স্বনামখ্যাত প্রসেনজিৎ পুত্র।

(ভাগ° ৯।১২।৮)

(ত্রি) ৬ ছেদক।

তক্ষকীয় (ত্রি) তক্ষা অস্ত্যস্য নড়াদিত্বাৎ ছ কুক্ চ। তক্ষবিশিষ্ট।

তক্ষণ (ক্লী) তক্ষ তনুকরণে ভাবে ল্যুট্। কৃশকরণ, চাঁচা ছোলা, অস্ত্রদ্বারা কাষ্ঠকে সম ও মসৃণ করা, রেঁদা দেওয়া। কাষ্ঠ তক্ষণ করিলে বিশুদ্ধ হয়।

"প্রোক্ষণং সংহতানাঞ্চ তক্ষণং।" (মনু ৫।১১৫)

তক্ষণী (স্ত্রী) তক্ষ্যতেঽনয়া তক্ষ করণে ল্যুট্ টিত্বাৎ ঙীপ্। বাসী অস্ত্র, বাইস, ইহাদ্বারা কাষ্ঠ চাঁচা ছোলা প্রভৃতি হয়। [বাসী দেখ।]

তক্ষন্ (পুং) তক্ষ-কনিন্ (কনিন্ যুবৃষিতক্ষিরাজীতি। উণ্ ১।১৫৬) ত্বষ্টা, ছুতার। "আপ্তেন তক্ষা ভিষজেব তৎক্ষণম্।" (মাঘ ১২।২৫)

২ বিশ্বকর্ম্মা। (অমর) ৩ চিত্রানক্ষত্র। (ত্রি) ৪ তক্ষণ-কর্ত্তৃমাত্র। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উপধার লোপ করিয়া তক্ষ্ণী।

তক্ষশিল, তক্ষশিলার একজন রাজা। গ্রীক-ঐতিহাসিকগণ বলেন, আলেকসান্দার ৩২৭ খৃঃ অব্দে সিন্ধুনদের তট পর্য্যন্ত আসিলে এই রাজা অগ্রসর হইয়া আলেকসান্দারের সহিত যোগ দান করেন।

আলেক সান্দার যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন পঞ্জাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজগণ প্রায় সর্ব্বদাই পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই রাজাদিগের মধ্যে পুরু অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার প্রতি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তক্ষশিল আলেকসান্দারের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

তক্ষশিলা, দেশবিশেষ। ভরতপুত্র তক্ষের এই স্থানে রাজধানী ছিল। মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে। (ভারত ১।৩.২২) জনমেজয় এই স্থানে সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন। (ভারত স্বর্গারোহণ ৫ অঃ)

এই নগরের ভগ্নাবশেষ এখন ৬ বর্গমাইল ভূমির উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির ও স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে তক্ষবংশীয়গণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। এই বংশের নামানুসারেই তক্ষশিলার নাম হইয়াছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশীলা অমল্ল নামে পরিচিত ছিল।

তক্ষশিলার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এইস্থানে অনেক নদী ও নির্ঝর আছে। ফল ও পুষ্প প্রচুর পরিমাণে জন্মে। অধিবাসিগণ অতিশয় সাহসী ও সতেজ। পূর্ব্বে অনেক সঙ্ঘারাম ছিল, এখন কেবল তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। অতি অল্প বৌদ্ধ এই স্থানে বাস করে।

৩২৭ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেকসান্দার ভারত-আক্রমণকালে তক্ষশিলায় আগমন করিলে এখানকার রাজা তিন দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া রাখিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকগণ এই নগরে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই রাজ্যে তিন দিবস যথোচিত সমাদর পাইতেন। তিন দিবস পর্য্যন্ত অভ্যাগত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করিবার নিয়ম তক্ষশিলায় প্রচলিত ছিল।

চীন-পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তক্ষশিলাবাসিগণ ভারতের মধ্যপ্রদেশে যে ভাষা প্রচলিত সেই ভাষার কথা কহিত। ইহাদের মধ্যে আরীক অক্ষর প্রচলিত ছিল।

তক্ষশিলার দৃশ্য অতিশয় মনোহর। রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমাংশে নাগরাজ এলাপত্রের সরোবর। এই সরোবরের জল অতিশয় স্বচ্ছ, বিবিধ বর্ণের পদ্মফুলে সরোবরটী যেন চিত্রিত হইয়া আছে। এই সরোবরের দক্ষিণপূর্ব্বে অশোক-নির্ম্মিত গহ্বর। প্রবাদ এই গহ্বরের চারিদিকে ১০০ পদ পরিমিত ভূমি ভূকম্পে কখন কম্পিত হয় না। সহরের উত্তরাংশে অশোক একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্ব্ব দিবসে নাগরিকগণ এই স্তূপ পুষ্পাচ্ছাদিত ও আলোকিত করিত।

পুরাবিদ্‌গণের মতে, তক্ষবংশীয়গণ বিতস্তা নদীর তটে তক্ষশিলা রাজ্য স্থাপন করিয়া বহুদিন স্বাধীন ভাবে তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। আলেকসান্দারের সময়ও তক্ষশিলা স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজার সহিত আলেক-সান্দার মিত্রতা করিয়াছিলেন। মহারাজ অশোকের সময় তক্ষশিলা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মৌর্য্যবংশীয়গণ কিছুকাল তক্ষশিলার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।

যখন অশোক পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তখন তক্ষ-শিলানগরেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র কুণাল ও

এই স্থানে বাস করিতেন। কানিংহাম্ বলেন, খৃঃ পূঃ শতাব্দীর প্রারম্ভে তক্ষশিলা যুক্রেটাইডিসের রাজ্যভুক্ত ছিল। ১২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে অবারনামক শকগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া প্রায় এক শতাব্দীকাল ভোগ করিয়াছিল। পরে কুষাণ-কুলোদ্ভব কনিষ্ক আসবলে এই প্রদেশের রাজা হন। এই সময় তাঁহার প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তৃগণ তক্ষশিলা শাসন করিতেন। এই শাসনকর্ত্তাদিগের কতকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণলিপি শাহঢেরি নগরে পাওয়া গিয়াছে। রবার্টস্ সাহেব যে লিপি-খানি পাইয়াছেন, তাহাতে তক্ষশিলার নাম অঙ্কিত আছে।

গ্রীকগণের বর্ণনাপাঠে জানা যায়, তক্ষশিলা নগরের চারিদিকে গ্রীকসহরগুলির ন্যায় প্রাচীর এবং সহরমধ্যে কতকগুলি গলি ছিল। কার্টিয়াস নগরমধ্যে একটী সূর্য্যের মন্দির একটী উদ্যান ও একটী মনোহর সরোবরের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে নগরের বাহিরেও একটী প্রশস্ত বৃহৎ স্তম্ভ-বেষ্টিত মন্দির ছিল। গ্রীকদিগের পর বহু অব্দ পর্য্যন্ত তক্ষশিলার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া একান্ত দুর্ঘট। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে ফা-হিয়ান্ এই স্থানে আগমন করেন। তিনি তক্ষশিলাকে চৌ-শ-শি-লো বলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব এই স্থানে তাঁহার মস্তক কোন ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন, এই হেতু চীনভ্রমণকারী এই নগরের উক্ত আখ্যা দিয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধগণ তক্ষশিলাকে তক্ষশির বলিয়াই জানে। ৬৩০ খৃঃ অব্দে হিউএন্-সিয়াং এই নগরে আগমন করেন। এই সময়ে রাজবংশ বিলুপ্ত এবং তক্ষশিলা কাশ্মীরের অধীন হইয়াছিল। এইকালে বৌদ্ধমঠের অপ্রতুল ছিল না; কিন্তু অতি অল্পই মহাযানমতাবলম্বী বাস করিত।

এই নগরের অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্লিনি বলেন, প্রাচীন তক্ষশিলা হস্তিনানগর হইতে ৫৫ মাইল দূরবর্ত্তী। প্লিনির বর্ণনা অনুসারে এই নগরটী সিন্ধুনদী হইতে দুই দিনের পথ দূরে হারনদীর তটে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু চীনপরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জানা যায়, সিন্ধুনদী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে তিন দিন পদব্রজে গমন করিলে এই নগরে উপস্থিত হওয়া যায়। চীনদিগের লিপি অনুসারে কলকুসরৈর নিকটস্থ কোন স্থানে তক্ষশিলা নগর ছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। জেনারল কানিংহাম বলেন, শাহঢেরি প্রাচীন তক্ষশিলা। প্রাচীন লেখকগণ সকলেই তক্ষশিলাকে ধনাঢ্য সহর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

তক্ষশিলার প্রজাগণ মগধরাজ বিন্দুসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে বিন্দুসারের আদেশানুসারে সুসিম আসিয়া নগর অবরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি অকৃতকার্য্য হইলে অশোকের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইল। অশোক আসিলে তক্ষশিলাবাসিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিল। মহারাজ অশোকের শাসনকালে তক্ষশিলার আয় ৩৬ কোটী টাকা ছিল। শাহঢেরি নগরের ভগ্নাবশেষ ও স্তূপগুলি এখনও ইহার পূর্ব্ব গৌরব ও ধনশালিতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

তক্ষশিলার ভগ্নাবশেষ কতকগুলি অংশে বিভক্ত। অদ্যাপি এইগুলি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছে। দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্বে এগুলি বিস্তৃত। দক্ষিণ দিক্ হইতে ইহাদের নাম (১) বীর, (২) হাতিয়াল, (৩) শির-কপ্-কা-কোট, (৪) কাছকোট, (৫) বাবখানা, (৬) শির-সুখ-কা-কোট। এই নগরের স্তূপ, মঠ প্রভৃতি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই প্রদেশে প্রাচীন মুদ্রা ও পুরাকীর্ত্তি অধিকতর পাওয়া যায়। কচ্ছ-কোটের হস্রানদের নিকটবর্ত্তী স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। ষ্ট্রাবো এবং প্লিনি উভয়েই বলেন, চারিদিকে বিস্তৃত পাহাড়ের উপত্যকাপ্রদেশে তক্ষশিলা অবস্থিত। শাহঢেরি নগরের অবস্থিতি এবং ইহার ভগ্নাবশেষের সহিত প্রাচীন তক্ষশিলার অবস্থিতি ও তাহার হর্ম্যাদির সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। এই স্থান হইতে যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠেও এই স্থান তক্ষশিলা বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব তক্ষশিলার অনেক আত্মোৎসর্গের কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহার নিদর্শনও এই নগরে পাওয়া যায়। এই সমস্ত ও অন্যান্য কারণে শাহঢেরি নগরই প্রাচীন তক্ষশিলা বলিয়া অনুমিত হয়।

ইহা পঞ্জাববিভাগে রাবলপিণ্ডি জেলার ৩৩° ১৭´ উঃ, অক্ষা° এবং ৭২° ৪৯´ ১৫´´ পূঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

তক্ষশিলা নগরটী অতিশয় প্রাচীন। রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে। এই নগর গন্ধর্ব্বদিগের রাজধানী ছিল। ভরত এই রাজ্য জয় করেন। কেকয়ভূপতি যুধাজিৎ এই রাজ্য জয় করিবার জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে ভরত গন্ধর্ব্বদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। ভরত রাজ্য জয় করিয়া নিজ পুত্র তক্ষকে তথায় স্থাপন করিলেন। রামায়ণে তক্ষশিলা সিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে।

তক্ষশিলাদি (পুং) তক্ষশিলা আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিন্যুক্ত গণবিশেষ, সোহস্যাভিজনঃ এই অর্থে তক্ষশিলাদির উত্তর প্রথমান্ত ও ষষ্ঠ্যন্তের উত্তর যথাক্রমে অণ্ ও ঢঞ্ হয়, তক্ষশিলা

বৎসোদ্ধরণ, কৈর্ম্মেদুর, গ্রামণী, ছগল, ক্রোষ্টুকর্ণ, সিংহকর্ণ, সংকুচিত, কিন্নর, কাণ্ডধার, পর্ব্বত, অবসান, বর্ব্বর, কংস এইগুলি তক্ষশিলাদিগণ। (পা ৪।৩।৯৩)

তক্ষশিলাবতী (স্ত্রী) তক্ষশিলা বিদ্যতেহস্যাঃ তক্ষশিলা-মতুপ্ (মধ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৮৬) যাহাতে তক্ষশিলা আছে।

তক্‌সীর্ (আরবী) দোষ। এদেশে চলিত কথায় তস্‌কীর বলে।

তক্‌সীরদার্ (পারসী) দোষী।

তখন (দেশজ) সেইকাল, তৎক্ষণ।

তখনি (দেশজ) সেইকালে।

তখ্‌ত (পারসী) সিংহাসন, রাজাসন।

তখ্‌তা (পারসী) কাষ্ঠফলক, চওড়া কাষ্ঠখণ্ড।

তগণ (পুং) ছন্দোগ্রন্থপ্রসিদ্ধ ত্রিবর্ণাত্মক গণবিশেষ, এই তগণের আদি দুইটী বর্ণ গুরু ও শেষ বর্ণ লঘু (।। ।)।
"কথিতোহন্তলঘুস্তঃ" (ছন্দোম°)

তগর (পুং) তস্য ক্রোড়স্য গরঃ ৬তৎ। নদীসমীপজাতবৃক্ষ, তগরমূল। কাশ্মীরে তরবট্ ও কোকণদেশে পিণ্ডীতগর নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—কালানুশারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম, দীপন, তগরপাদিক, বিনম্র, কুঞ্চিত, হংত, নহুষ, দণ্ডহস্ত, বর্হণ, পিণ্ডীতগরক, পার্থিব, রাজহর্ষণ, কালানুসারক, ক্ষত্র, দীন। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, দৃষ্টিদোষ, বিষদোষ, ভূতোন্মাদ, ভয়নাশক ও পথ্য। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশের মতে তগর দুইপ্রকার, তন্মধ্যে প্রথমটীর নাম কালানুসার্য্যতগর। পর্য্যায়—কুটিল ও মধুর। দ্বিতীয়টীর নাম পিণ্ডতগর। পর্য্যায়—দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ। এই উভয়বিধ তগরই উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, লঘু এবং বিষ, অপস্মার শূল, অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক।

সাধারণতঃ যাহা নদীসমীপজ বৃক্ষ তাহাকে পাড়ুক বা তগরপাড়ুক (Patrocarpus Dalburjiodus) বলে। ইহা ব্রহ্মদেশে সিটাং নদীর পূর্ব্বাংশে শলুন এবং থাঙ্গাইন, উঙ্গানী ও হ্যাটারণ নদীর ধারেও অল্প অল্প পাওয়া যায়। অপর পিণ্ডীতগর (Taberi.eamontana Coronaria) কোঙ্কণাদি প্রদেশে বহুতর জন্মে। কেহ কেহ বলেন, যখন তগরের নামান্তর দণ্ডহস্ত, তাহা হইলে জলকচুরী-নামক নদীজ কচুজাতীয় কোঠরমধ্যাকুঞ্চিত নীলপুষ্প শাক তগরপাড়ুক। যে হেতু ইহার কাণ্ড দণ্ডাকৃতি এবং পত্র পাদুকাকৃতি। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত শাকের পুষ্প নীলবর্ণ ও কোঠরমধ্য। তজ্জন্য উহাকে নালবুক্ষা বলাই সঙ্গত।

২ তগরমূলজাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়না কাঁটাগাছ। ৪ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, টগরফুল, এই পুষ্প শুক্লবর্ণ ও ইহার অনেকগুলি দল আছে। পর্য্যায়—সিতপুষ্প, কালপর্ণ, কটুচ্ছদ। (শব্দর°)

এই পুষ্প নারায়ণপূজা প্রভৃতিতে প্রশস্ত।

"প্রিয়ঙ্গুচন্দনাভ্যাঞ্চ বিল্বেন তগরেণ চ।
পৃথগেবানুলিম্পেত কেশরেণ চ বুদ্ধিমান্॥" (ভারত ১৩।১০৪।৮৫)

তগর, টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাস্-বর্ণিত ভারতবর্ষের একটী প্রাচীন নগর। এই নগর প্রতিষ্ঠান-নগরের পূর্ব্বে দশ দিনের পথে অবস্থিত এবং বস্ত্র-প্রস্তুত-করণে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এখন ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক নির্দ্দেশ করা কঠিন। এই নগর এক সময়ে শিলাহার রাজাদিগের রাজধানী হইয়াছিল। পণ্ডিত ভগবানলালইন্দ্রজী বলেন, পুণা জেলার বর্ত্তমান জুন্নার নগরই প্রাচীন টলেমীবর্ণিত তগরনগর। ইহার কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি বলেন, জুনার নগরের প্রাচীন শিলালিপি ও মন্দির গুহাদির দ্বারাই বহু প্রাচীন বলিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয়। আবার ইহা বহু প্রাচীন কালেও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া বিখ্যাত এবং শিলার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী। এই শিলাবাড়ী নামসাদৃশ্যে শিলাহার রাজগণের সংস্রব অনুমিত হইতে পারে। শিলাহারগণও তগরনগরকে আপনাদিগের আদিম বাসস্থান বলিয়া বর্ণন করেন। আরও জুন্নার নগরে অবস্থান লেনাদ্রি, মানমাড় ও শিবনের এই তিনটী পর্ব্বত অর্থাৎ ত্রিগিরির মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং ত্রিগিরি শব্দের অপভ্রংশে তগর হওয়া অসম্ভব নহে। এই মতের বিপক্ষে এই আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, জুন্নারনগর পৈঠান (প্রতিষ্ঠান) নগরের ১০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত, কিন্তু টলেমী ও পেরিপ্লাস্-লেখক বলেন, তগরনগর পৈঠানের ১০ দিনের পথে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। আরও সম্প্রতি নিজামের রাজধানী হায়দরাবাদ নগরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একখানি তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে; ঐ ফলকে তগরনগরবাসী একজন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার কথা উল্লেখ আছে। ইহাতে আবার বর্ত্তমান হায়দরাবাদ প্রাচীন তগরনগর বলিয়া অনুমিত হয়। টলেমীর ভূগোল ও পেরিপ্লাসের নির্দ্দিষ্ট অবস্থানও হায়দরাবাদের নিকট পড়ে *।

তগরপাদিক (স্ত্রী) তগরস্য পাদো মূলমস্ত্যস্য ইতি ঠন্। তগর, গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

তগরপাদী (স্ত্রী) তগরঃ গন্ধদ্রব্যভেদঃ পাদে মূলেহস্যাঃ জাতিত্বাৎ ঙীষ্। তগরবৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

* Bombay Gazetteer, vol. xviii, part II, p. 211.

তগলুব্ (আরবী) তছরূপ, ঘাট্‌তি।

তগলুবী (আরবী) ছল, চাতুর্য্য।

তগাদা (আরবী) পাওনা আদায় করিবার উত্তেজনা করা, তাগাদা।

তগাবি (যাবনিক) জমির উন্নতি করিবার উদ্দেশে জমিদার বা গবমেণ্ট প্রজাদিগকে যে কর্জ্জ দেন।

তগীর (আরবী) পরিবর্ত্তন, বদল।

তঙ্ক (পুং) তক-অচ্। ১ পাষাণভেদনাস্ত্র, পাথরকাটা বাটালি। ২ দুঃখদ্বারা জীবনধারণ। ৩ প্রিয় বিরহজন্য সন্তাপ। ৪ ভয়। (ভরত) কর্ম্মণি ঘঞ্। ৫ পরিধেয় বসন। (রমানাথ)

তঙ্কন (ক্লী) তক ভাবে ল্যুট্। কষ্টদ্বারা জীবন-ধারণ।

তঙ্কা, মুদ্রাবিশেষ, টাকা। সংস্কৃত টঙ্ক শব্দ হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ, তুর্কিস্থান প্রভৃতি বহুস্থানে তঙ্কা প্রচলিত ছিল। এখনও তুর্কিস্থানে তঙ্কা বা তঙ্গানামক মুদ্রা প্রচলিত হইয়া থাকে। মুসলমানরাজাদিগের সময়ে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় তঙ্কাই ব্যবহৃত হইত। সম্প্রতি তঙ্কা ও টঙ্কার পরিবর্ত্তে টাকা প্রচলিত হইয়াছে। এখন টাকা যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এক সময়ে তঙ্কাশব্দও সেই অর্থে প্রচলিত ছিল।

বর্দ্ধমান প্রভৃতি রাজসরকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ও সৈনিক, অধ্যাপক, সভাপণ্ডিত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে যে বৃত্তি প্রদত্ত হয়, উহাকেও তঙ্কা বা তন্‌খা কহে।

তঙ্গণ (পুং) ১ ভোট দেশীয় অশ্ব। [ঘোটক দেখ।] ২ সকল প্রধান পুরাণবর্ণিত একটী প্রাচীন জনপদ, বর্ত্তমান আফগানস্থানের নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। [আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।]

তচ্ছীল (ত্রি) তৎ শীলং যস্য বহুব্রী। তৎস্বভাববিশিষ্ট, ফল অপেক্ষা না করিয়া যাহারা স্বভাব অনুসারে কার্য্য করে।

তজ্জ (ত্রি) ততো তস্মাৎ জায়তে জন-ড। তাহা হইতে জাত।

তজ্জলান্ (ত্রি) ততো জায়তে জন-ড, তস্মিন্ লীয়তে লী-ড· তেন তজ্জলেন অনিতি অন-ক্বিপ্। তাহা হইতে জাত, তাহাতেই লীন এবং তাহাতেই অবস্থিত পদার্থবিশেষ, অর্থাৎ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাতেই অবস্থিতি করিতেছে, পরে তাহাতেই লীন হইবে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" (ছান্দো°)

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রবিশন্তি অভিসংবিশন্তি।" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মাইতেছে, যাহাতে জীবন ধারণ করিতেছে এবং পরে যাহাতেই লীন হইবে, তাহাই ব্রহ্ম।

"যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে॥" (স্মৃতি)

আদি সর্গকালে যাহা হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, যুগক্ষয়ে যাহাতেই লীন হইবে, সেই ব্রহ্ম। [ব্রহ্ম দেখ।]

তজ্ঝা (স্ত্রী) তং নিন্দিতং জবতে জু-ক্বিপ্ গৌরা° ঙীষ্। হিঙ্গুপত্রীবৃক্ষ। (রাজনি°)

তঞ্চক (দেশজ) প্রবঞ্চক, প্রতারক।

তঞ্চকতা (দেশজ) প্রবঞ্চনা, শঠতা, ছল, চাতুরী।

তঞ্জাম (হিন্দী) চতুর্দ্দোলবিশেষ। ইহার আকার অনেকাংশে এদেশের বিবাহকালে ব্যবহৃত খোলা পাল্কীর মত। পশ্চিমভারতে রাজন্যবর্গ ও বিবাহাদি সময়ে অন্যান্য লোক তঞ্জামে চড়িয়া থাকেন। চারি বা ছয়জন লোকে স্কন্ধে করিয়া বহন করে।

তঞ্জোর, তঞ্জৌর, (তঞ্জাবুর) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ইংরাজশাসনাধীন একটা জেলা। অক্ষা° ৯° ৪৯´ হইতে ১১°২৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৫৮´ হইতে ৭৯°৫৪´ পূঃ। পরিমাণফল ৩৬৫৪ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে কোলরুণ নদী ত্রিচিনপল্লি ও দক্ষিণ আর্কট হইতে ইহাকে পৃথক্ করিতেছে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ পশ্চিমে মদুরা জেলা এবং পশ্চিমে মদুরা ও ত্রিচিনপল্লী জেলা অবস্থিত। এই জেলা দক্ষিণ কর্ণাটের একটী অংশ। তঞ্জোর নগর জেলার সদর। কাবেরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত।

তঞ্জোর জেলা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উপবনস্বরূপ। ইহার উত্তরভাগে বহুজনাকীর্ণ অগণ্য নারিকেলকুঞ্জশোভিত কাবেরী নদীর বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ প্রভূত পরিমাণে ধান্য প্রসব করে। বহুসংখ্যক পয়ঃপ্রণালী এই খণ্ডকে জালের ন্যায় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, অতি সহজে ও সুন্দররূপে এই সকল খালদ্বারা শস্যক্ষেত্রে জল সেচন করিতে পারা যায়।

তঞ্জোর নগরের দক্ষিণপশ্চিমাংশ কিয়ৎপরিমাণে উচ্চ, কিন্তু সমস্ত জেলার মধ্যে কোথাও পাহাড় নাই। উপকূল ভাগে বালুকাস্তূপ ও তৎপরেই সামান্য জঙ্গল আছে, কেবলমাত্র কালীমীর অন্তরীপ হইতে অদ্রমপত্তন অন্তরীপ পর্য্যন্ত একটী বহুবিস্তৃত লবণাক্ত জলাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে প্রস্তরাদি অধিক পাওয়া যায় না।

দক্ষিণাংশে উপকূল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে ভূমির দুই গজমাত্র নিম্নে একটা প্রস্তরস্তর বাহির হয়। এই প্রস্তর কিছু কোমল হইলেও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী। নগপত্তনের দক্ষিণে মৃত্তিকাগর্ভে সামুদ্রিক শুক্তি, শঙ্খ ও শম্বুকাদির বিস্তীর্ণ স্তর খোদিত হইয়াছে। এই সকল স্তরের উপরিভাগে বহু

কাল-সঞ্চিত পলিরাশি পতিত হইয়াছে। এইরূপ শুক্তি-স্তরের মধ্যে অনেকগুলি অতি প্রাচীন আবার অনেকগুলি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। মোটের উপর এই জেলার ভূমি অধিক উর্ব্বরা নহে, কেবলমাত্র জলসেচনের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্তের গুণেই প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপ ব্যতীত উচ্চভূমির মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ও সারবান্ কৃষ্ণবর্ণ কার্পাসোৎপাদনের উপযোগী, অথবা বালুকাময় লঘু মৃত্তিকা। কোন কোন স্থানে পীতবর্ণ ক্ষারমৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, ইহা অত্যন্ত অনুর্ব্বর।

জেলার উপকূলভাগ প্রায় ১৪০ মাইল। উপকূলভাগে এরূপ ভীষণ তরঙ্গাঘাত হয় যে, সহজে এখানে জাহাজাদি আসিতে পারে না।

তণ্ডুলই এখানকার অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্য। কৃত্রিম উপায়ে জলসেচন করিয়া কৃষকগণ প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপাদন করে। সুতরাং ব-দ্বীপে সমতল ভূমিতে এবং উচ্চ ভূমিতে কেবলমাত্র বৃহৎ সরোবরাদির নিম্নস্থানসকলেই অধিকাংশ ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। প্রধানতঃ কার ও পিশানম্ নামক দুই প্রকার ধান্যের চাষ হয়। কার ধান্য জ্যৈষ্ঠমাসে বপন করে এবং কার্ত্তিকমাসে কাটিয়া থাকে। পিশানম্ ধান্য আষাঢ়ে বপন করে এবং মাঘমাসে কাটিয়া লয়।

রবিশস্যের আবাদ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। চীনা, বাজরা, কঙ্গু ও কলায় বেশ জন্মে। জেলার পশ্চিম ভাগে উচ্চ ভূমিতে চীনা ও কলায় উৎপন্ন হয়। ব-দ্বীপে যেখানে জল-সেচনের সুবিধা নাই, এরূপ ভূমিতে কিংবা ধান্যক্ষেত্রে ধান্য কাটিবার পর ঐ সকল শস্যের চাষ করে।

তঞ্জোরে শাকসবজী সুলভ। গৃহসংযুক্ত উদ্যান এবং নদীতীর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে মুলা, পেঁয়াজ, গোলআলু এবং বহুবিধ শাকাদি উৎপন্ন হয়। ধনে, মহুরী প্রভৃতি বহুবিধ মসলাও পাওয়া যায়।

এই জেলার ব-দ্বীপভাগে বিস্তর কদলী, তাম্বূল, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি জন্মে। উচ্চ ভূমিতে শণ পাট ইত্যাদি হইয়া থাকে। গৃহসংলগ্ন পতিত ভূমে এবং নদীতীরেই সচরাচর তামাকের চাষ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব প্রান্তে কালীমীর অন্তরীপের নিকট বালুকাভূমিতেই বিস্তীর্ণ তামাকের চাষ হয়। এই তামাকের পাতা পুরু ও ঘ্রাণ অতি তীক্ষ্ণ, প্রধানতঃ নস্যরূপে কিংবা তাম্বুলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐস্থানে তামাকই প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। প্রতিবৎসর বহু পরিমাণে তামাক ত্রিবাঙ্কুর ও ষ্ট্রেটস্‌সেট্‌লমেন্টস্ প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। কার্পাসও অল্প পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ব্যতীত অপর সর্ব্বত্র আম ও নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ সহজেই জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপশ্চিমাংশে পাথরিয়া মাটি বলিয়া ভাল গাছ হয় না।

বয়ঃপ্রাপ্ত অধিবাসী পুরুষগণের প্রায় অর্দ্ধেক ভূ-সম্পত্তি-শূন্য এবং শ্রমজীবী, ইহাদের প্রায় ⅔ অংশ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ইহারা প্রধানতঃ পল্লার ও পরিয়াজাতিসম্ভূত এবং কোন না কোন ভূম্যধিকারীর ক্ষেত্রে চিরস্থায়িরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট নীচ শ্রেণীস্থ হিন্দু এবং মরবার প্রভৃতি কাবেরীনদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশ হইতে আগত।

ব-দ্বীপ ভাগে যে স্থানে নদীর বন্যাদ্বারা ভূমি প্লাবিত হয়, তথায় পলি পড়িয়াই উত্তম সারের কার্য্য করে, কিন্তু উচ্চ ভূমিতে এবং যে স্থানে খাল প্রভৃতি দ্বারা জলসেচন করিতে হয়, তথায় সারের প্রয়োজন। সচরাচর জমিতে গো-মেষাদির গোষ্ঠ করিয়া তাহাকে উর্ব্বরা করা হয়। তদ্ভিন্ন গোময়গলিত উদ্ভিজ্জ, ভস্ম ও আবর্জ্জনা প্রভৃতি সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

তঞ্জোর জেলায় স্বভাবতঃই জল অতি প্রচুর। তাহার উপর ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বেই বহুসংখ্যক খাল-খননাদি-দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের আরও সুবিধা হইয়াছে। উত্তর সীমায় প্রবাহিত কোলরুণ নদী অতি নিম্নগর্ভ বলিয়া ইহার জলে তত কাজ হয় না।

এই জেলা স্বভাবতঃই নদীপ্রচুর, তাহার উপর বহুসংখ্যক কৃত্রিম খাল-খননাদি দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের সম্যক্ সুবিধা হইয়াছে। ত্রিচিনপল্লীর ৮মাইল পূর্ব্বে কাবেরী নদী, তঞ্জোর জেলায় প্রবেশ করিয়া বহুসংখ্যক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া উত্তর ভাগে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই প্রদেশকে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ কহে, ইহাতে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয়। জেলার পশ্চিম ভাগে কোলরুণ ও কাবেরী নদী পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী। ঐ স্থানে কোলরুণের গর্ভ কাবেরী নদী অপেক্ষা প্রায় ৯।১০ ফিট্ নিম্ন। সুতরাং অতিঅল্পমাত্র সুযোগ পাইলেই কাবেরী নদীর সমস্ত জল কোলরুণ নদীতে আসিয়া পড়িতে পারে। এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে চোলবংশীয় জনৈক রাজা ঐ স্থানে শাখা কাবেরী নদীর তীরে এক সুবৃহৎ পাকা বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দেন, ইহার উপরেই তঞ্জোরের উর্ব্বরতা নির্ভর করে, তজ্জন্য ইহাকে তঞ্জোরের উর্ব্বরতারক্ষক বাঁধ কহে। এই বাঁধ খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর এত প্রাচীন না হইলেও যে ১২শ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত এবং দৈর্ঘ্যে ১০৮০ ফিট্, প্রস্থে ৪০ হইতে ৬০ ফিট্ এবং উচ্চতায় ১৫ হইতে ১৮ ফিট্। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে কোলরুণ শাখার উপর এক আনিকট প্রস্তুত হয়, তাহাতে কাবেরীর শাখায় জল অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কাবেরীর উপর আর এক আনিকট নির্ম্মিত হইয়াছে। কোলরুণের নিকট ৭৫০ গজ এবং কাবেরীর নিকট ৬৫০ গজ দীর্ঘ। এই শেষোক্ত দুইটী আনিকট দ্বারা তঞ্জোরে জলাগম সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা হইয়াছে। কোলরুণের উপর আনিকট হওয়ায় ইহার জল কমিয়া যায়, কাজেই পূর্ব্বে যে সকল স্থান ইহার জলে সিক্তিত হইত, এখন আর তত্তদুর জল উঠিল না। ইহার প্রতিকারার্থে পূর্ব্বে আনিকটের ৭০মাইল নিম্নে আর একটী আনিকট প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই সময়েই কোলরুণ হইতে দুইটী খাল কাটিয়া একটী আর্কট (অরুকত) ও অপরটী তঞ্জোর নগর পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে। উত্তরের খালকে উত্তর-রাজনবায়াখাল ও দক্ষিণের খালকে দক্ষিণরাজনবায়াখাল বহে। তদ্ভিন্ন আরও অনেক খাল খাত হইয়াছে। এবং ঐ সকল হইতে আবার শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া বহু বিস্তীর্ণ প্রদেশে জলসেচন হইতেছে। যাহা হউক, ক্রমশঃ উন্নতি চলিতেছে। বলা বাহুল্য, নদীদ্বারাই প্রায় ১/১০ অংশ শস্যক্ষেত্রে জল যোগান হয়। অতি অল্পমাত্র ভূমি পুষ্করিণী বা বৃষ্টিজলের উপর নির্ভর করে।

তঞ্জোরে বন্যা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাক নাই বলিলেই হয়। সমুদ্রকূলে বালুকার উচ্চ পাহাড় থাকায় ঝটিকাবর্ত্ত বিতাড়িত সাগরতরঙ্গ জেলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্বভাগের ভূমিও কূলের দিকে ঢালু থাকায় নদী বা বৃষ্টির জল সহজেই নিকাশ হইয়া যায়; সুতরাং জল জমিয়া দেশ প্লাবিত করিতে পারে না।

ব্যবসা-বাণিজ্য—তঞ্জোরের সর্ব্বত্র গতিবিধির বিশেষ সুবিধা আছে। দক্ষিণভারতীয় রেলপথের দুইটী শাখা ইহার মধ্য দিয়া গিয়াছে। একটী শাখা ত্রিচিনপল্লী হইতে উপকূল দিয়া নগপত্তন নগর এবং অপর শাখা তঞ্জোর নগর হইতে বহির্গত হইয়া মান্দ্রাজ অভিমুখে চলিয়াছে। জেলার মধ্যে প্রায় ১২৩৩ মাইল লম্বাচোড়া ও নদী খালাদির উপর সেতুসম্বলিত রাস্তা আছে। একটী ৩২ মাইল দীর্ঘ খাল দিয়া নৌকাদি যাতায়াত করে। ঐ সকল নৌকায় প্রধানতঃ বেদরন্যম্ নামক স্থানের উৎপন্ন লবণ বহন করে।

শিল্পের মধ্যে তঞ্জোরের নানাবিধ ধাতুর তার, পট্টবস্ত্র কার্পেট, কাষ্ঠনির্ম্মিত নানাবিধ বস্তু প্রধান। কার্পাসবস্ত্র, কার্পাসসূত্র, যুরোপ হইতে আনীত নানাবিধ ধাতু এবং ষ্ট্রেটস্‌-সেট্‌লমেণ্টস্ ও সিংহলদ্বীপ হইতে গুবাক্ প্রভৃতি আমদানী হয়। রপ্তানীদ্রব্যের মধ্যে তণ্ডুলই প্রধান।

তঞ্জোরে বৃষ্টিপাত করমণ্ডল-উপকূলের অন্যান্য স্থানের ন্যায় সকল বৎসর সমান নহে। জ্যৈষ্ঠ মাসে দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমবায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ভাদ্র পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। এই সময়ে বৃষ্টি অতি বিরল এবং কদাচ ক্রমাগত দুই ঘণ্টার অধিককাল ব্যাপী হয় না। আশ্বিন বা কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত উত্তরপূর্ব্ববায়ু বহে। এই সময়ে বৃষ্টি অপেক্ষাকৃত প্রচুর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। এই কালে গড়ে বার্ষিক বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ ইঞ্চি হইয়া থাকে। প্রায় সকল মাসেই বৃষ্টি হয়, তবে ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্তই অধিক। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত সময় গ্রীষ্মকাল। গড় তাপাংশ ফাল্গুনে প্রায় ৮২°, গ্রীষ্মকালে প্রায় ১০৪° এবং শীতকালে ৬৪° পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

ঝড় ঝাপট প্রভৃতি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ঝড়ের সময়ে নৌকাজাহাজাদি জেলার দক্ষিণস্থ পক্ষ উপসাগরে আশ্রয় লয়।

তঞ্জোরে কোন রোগই দেশব্যাপী হইয়া পড়ে না। পূর্ব্বে তঞ্জোরে গোদরোগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন তাহা কুম্ভঘোনম্ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় এই রোগ প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে। জ্বর, বসন্ত ও ওলাউঠা রোগই কতক পরিমাণে সংক্রামক হইয়া পড়ে। জেলায় প্রায় ৩০টী ঔষধালয় আছে, তাহা হইতে বহুসংখ্যক লোক বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়। জেলার মধ্যে ৫টী নগরে মিউনিসিপালিটী আছে।

অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দু। উহারা বেলিয়ার (মজুর), বেল্লনর (কৃষক) পরিয়া, ব্রাহ্মণ, শেম্বড়বন (ধীবর), ইদৈয়ার (মেষপালক), কম্মলর (কারিগর), কৈকলার (তন্তুবায়), সাতানি (মিশ্রজাতি), শানচ (তাড়িকর) ও শেঠি (বণিক্), অম্বত্তান্ (নাপিত), বেন্নান্ (ধোপা), কুশবন (কুম্ভকার), ক্ষত্রিয়, কণকন (লেখক) প্রভৃতি প্রধান। মুসলমানগণ শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, আরব, গহ্বর প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তদ্ভিন্ন খৃষ্টান ও জৈন এবং অল্পসংখ্যক অসভ্যজাতি বাস করে।

তঞ্জাপুরী-মাহাত্ম্যে তঞ্জাবুরের উৎপত্তির বিবরণ এইরূপ পাওয়া যায়। তঞ্জান্ নামক এক রাক্ষস তঞ্জাবুরে অতিশয় দৌরাত্ম্য করিত। অধিবাসিগণ একান্ত প্রপীড়িত হওয়ায় বিষ্ণু এই রাক্ষসকে বধ করেন। সে মৃত্যুকালে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাহার নামে যেন এই নগর প্রসিদ্ধ হয়। ভগবান্ বিষ্ণু 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া প্রস্থান

করিলেন। সেই রাক্ষসের নাম হইতেই সংস্কৃত নাম তঞ্জাপুর ও তামিল তঞ্জাবুর হইয়াছে।

বহুপূর্ব্ব হইতে ১৫০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত চোলরাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তঞ্জাবুর নগর ঠিক কোন সময় রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। চোলরাজগণ ত্রিশিরাপল্লীর নিকট ওরেয়ুরনামক স্থানে এবং ইহার ধ্বংস হইবার পর কুম্ভঘোণে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

তঞ্জাবুরে বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে খোদিত অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, রাজা কুলোত্তুঙ্গ এই অনুশাসন প্রদান করিয়াছেন। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, রাজা কুলোত্তুঙ্গ চোল কিংবা তাঁহার পিতা তঞ্জাবুরে রাজধানী উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০২৩ হইতে ১০৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে ঐ ঘটনা হইয়া থাকিবে।

ডাক্তার বুর্ণেল সাহেব চোলরাজবংশের যে, তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ চোল ১১২৮ খৃঃ অব্দে তঞ্জাবুর-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল হইতেই তঞ্জাবুরের চোলরাজবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইতে থাকে এবং চোলরাজলক্ষ্মী ক্রমে চঞ্চলা হয়েন।

তঞ্জাবুর-বৃহদ্বারি-চরিত নামক হস্তলিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চোলবংশীয় শেষরাজার নাম বীরশেখর। ইনি প্রভূত পরাক্রমশালী ছিলেন। ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী ইহার সময়ে তঞ্জাবুর রাজ্যভুক্ত হয়। মধুরাপুরীর সিংহাসনচ্যুত রাজা চন্দ্রশেখর বিজয়নগররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণরায় তাঁহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃস্থাপন করিবার জন্য কতিয়ান নাগ-নায়ক নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। এদিকে বীরশেখরও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মধুরাপুরীর নিকট উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধের পর তঞ্জাবুরের রাজা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। মধুরাপুরী, ত্রিশিরাপল্লী ও তঞ্জাবুর বিজয়নগরের অধীন হইল। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে অচ্যুতরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার শ্যালিকার সহিত সেবাপ্পানায়কের বিবাহ হয়। এই সম্বন্ধ হেতু উক্ত বর্ষে অচ্যুতরায় সেবাপ্পানায়ককে তঞ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। তাহা হইতে তঞ্জাবুরের নায়ক-রাজবংশের উৎপত্তি হয়। নায়ক-রাজগণ প্রথমতঃ বিজয়নগরের অধীনেই রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বিজাপুররাজ কর্ত্তৃক বিজয়নগরের রাজাদিগের ধ্বংস সাধিত হইলে সেই সময় ১৬৭২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত উক্ত রাজগণ স্বাধীনভাবে তঞ্জাবুর শাসন করিয়াছিলেন। এই রাজগণের সময়ে অরুণতোঙ্গা, পদুকোট্টৈ, কৈলাসিবাই প্রভৃতি কয়েকটী দুর্গ ও কতকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। নায়ক রাজাদিগের সময়ে ১৬১২ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ নগ-পত্তনে এবং ১৬২০ অব্দে দিনেমারেরা ট্রান্‌কুইবার নামক স্থানে আবাস স্থাপন করেন।

যখন নায়কবংশের চতুর্থ রাজা বিজয়রাঘব তঞ্জাবুর-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন মদুরার শোক্যনাথ নায়ক তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার ছল খুঁজিয়া রাজকন্যার কর প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিলে তিনি ১৬৬৭ খৃঃ অব্দে দলবায় বেঙ্কট-কৃষ্ণাপ্পা নায়ককে তঞ্জাবুর অধিকার করিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি গোবিন্দদীক্ষিত বাধা দিলেন; কিন্তু দলবায় তাঁহাকে পরাভূত করিয়া তঞ্জাবুর অধিকার করিলেন এবং শীঘ্রই রাজবাটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিজয়রাঘব ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সমস্ত অবগত হইয়া তাঁহার বীর পুত্রকে আজ্ঞা দিলেন, রাজবাটীর সমস্ত মহিলাকে একগৃহে রাখিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে বারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখ, সঙ্কেত পাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়া অসি হস্তে যুদ্ধার্থ বাহিরে আসিও। বিজয়রাঘব যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হইলেন। এদিকে পুত্র পিতার নিধনবার্ত্তা অবগত হইয়া অন্দরমহলে বারুদে অগ্নি প্রদান করিলেন। তঞ্জাবুর শ্মশানভূমে পরিণত হইল। রাজবাটীর দক্ষিণপশ্চিমকোণে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। এই অংশ এখনও সেইরূপ ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া অতীত দুর্ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

তঞ্জাবুর বিজিত হইলে শোক্যনাথনায়ক একস্তনপাল্লী এলাগিরিকে তথায় শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এলাগিরি প্রথমে শোক্যনাথের অধীনে শাসন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার সহিত মনান্তর ঘটায় স্বাধীন হইলেন। তঞ্জাবুরের রাজবাটী বারুদে উড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে ধাত্রী বিজয়রাঘবের একটী নাবালক পুত্রকে লইয়া নগ-পত্তনে পলাইয়া আইসে। এই বালকটী জনৈক শেটীর আলয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ৫।৭ বৎসর পর বিজয়রাঘব রায়ের অন্যতম রয়-সম (সেক্রেটরী) বেনকয়া নামক কোন নিয়োগী ব্রাহ্মণ বালকটীর সন্ধান পাইয়া স্বর্গীয় রাজার কয়েকজন আত্মীয়ের সাহায্যে উক্ত বালক ও ধাত্রীকে লইয়া বিজাপুরে গমন করিলেন। বিজাপুরের সুলতান সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া তঞ্জাবুরের নায়কদিগের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। এই সময় শিবাজির কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একোজি বিজা

পরের সেনানায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এলাগিরিকে দূর করিয়া দিয়া বিজয়রাঘবের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিজাপুর-সুলতান একোজিকে আদেশ দিলেন। একোজি জানিতে পারিলেন যে, শোক্যনাথের সহিত এলাগিরির বিরোধ ঘটিয়াছে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া আয়ামপটী নামক স্থানে এলাগিরিকে পরাজিত করিয়া সিংহমালদাসকে তঞ্জাবুরের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। বেনকন্না আশা করিয়াছিলেন যে, সিংহমাল রাজা হইলে তিনি মন্ত্রিত্ব পাইবেন। কিন্তু ধাত্রীর অনুরোধে শেটীই মন্ত্রী হইলেন। ইহাতে বেনকন্না নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া একোজিকে রাজ্য গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একোজি প্রথম প্রথম এ বিষয়ে আদৌ মন দেন নাই। কিন্তু বিজাপুর-সুলতানের মৃত্যুসংবাদ আসিলে তঞ্জাবুর গ্রহণ-মানসে সসৈন্যে উক্ত রাজ্য অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বেনকন্নাও রাজবাটীতে রটাইয়া দিলেন যে, সমূহ বিপদ্ উপস্থিত। রাজা এই ঘটনায় অতীব ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিনা রক্তপাতে তঞ্জাবুর একোজির হস্তে আসিল। এইরূপে তঞ্জাবুরে মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশ স্থাপিত হইল। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ১৬৭৪ খৃঃ অব্দে ঘটিয়া থাকিবে।

একোজির অন্যতম পুত্র তুকাজীর ৫ পুত্র। তুকাজীর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র বাবাসাহেব রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ১৭৩৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় স্ত্রী-সুজানাবাই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোহনজী ঘাটগে নামক একজন সচিব রূপনাম্নী কোন স্ত্রীলোকের পুত্রকে একোজীর ২য় পুত্র শরভোজীর উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করেন এবং কোন মুসলমান কেল্লাদারের সাহায্যে সুজানাবাইকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া রূপীর পুত্রের জন্য সিংহাসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রিগণ শীঘ্রই কোহনজীর ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া তুকাজীর ২য় পুত্র শয়াজীকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৭৪০ খৃঃ অব্দে তুকাজীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ কয়েকজন রাজামাত্যের সাহায্যে শয়াজিকে দূরীভূত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে অন্ধকদুর নবাবের সহিত প্রতাপসিংহের ২ বার যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধেই পরাভূত হইয়া প্রতাপসিংহ নবাবকে ৭ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিলেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে শয়াজী রাজ্য পুনরায় পাইবার জন্য সেণ্ট ডেভিড দুর্গের ইংরাজগবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রতাপসিংহ আসন্ন বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া গোপনে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন যে, যদি তাঁহাকে রাজপদে থাকিতে দেওয়া হয়, তবে তিনি দেবকোটনামক দুর্গ এবং উপস্থিত যুদ্ধের আয়োজন-ব্যয়স্বরূপ ৬ হাজার পেগোড়া ইংরাজদিগকে এবং শয়াজীর খরচের জন্য বার্ষিক ৪০০০ পেগোড়া অর্থাৎ ১৪০০০৲ টাকা দিবেন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবের ভয়ে তাঁহাকে ৫৮ লক্ষ টাকার এক খত লিখিয়া দেন। কিন্তু অল্পদিবস পরেই তিনি ৩০০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ পদাতিক সৈন্য মঙ্কোজীর অধিনায়কত্বে মহম্মদআলির সাহায্যার্থ চাঁদসাহেবের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। মহম্মদআলি জয়লাভ করিয়া তঞ্জাবুররাজকে পুরস্কারস্বরূপ বাকী ১০ বর্ষের পেশকাস্ ছাড়িয়া দিলেন এবং কোইলদি ও লঙ্গাচু নামে ২টী প্রদেশ দান করিলেন।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ মন্ত্রী শক্কোজীর কু-পরামর্শে সেনাপতি মঙ্কোজীকে কার্য্য হইতে অবসর দেন। মুরারিরাও উহা জানিতে পারিয়া কোইলদি অধিকার করিয়া তঞ্জাবুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া মঙ্কোজীর শরণ লইলেন। মঙ্কোজী মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে দূরে তাড়াইয়া দিলেন।

১৭৫৪ খৃঃ অব্দে ফরাসি-সেনানায়ক তঞ্জাবুর-রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কোলরুণের বাঁধ কাটিয়া দিলেন। প্রতাপসিংহ ইংরাজদিগের সাহায্যে কোলরুণ নদীর বাঁধ সংস্কার করিয়া লয়েন।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবকে যে ৫৬ লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ফরাসিগবর্ণরের হস্তে পড়ে। এই টাকা পাইবার জন্য ফরাসিগবর্ণর কাউণ্ট লালি কয়েকস্থান লুণ্ঠন করিয়া তঞ্জাবুর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় তাঁহার বারুদ ও রসদ ফুরাইয়া যায়। তিনি মানে মানে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। প্রতাপসিংহ তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আসিলেন।

মহম্মদআলি ইংরাজদিগের নিকট যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ অতিশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নবাব হইয়া ঋণ-পরিশোধের কোন সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে দেখিলেন যে, প্রতাপসিংহ কএকবৎসর পেশকাস্ দেন নাই। তিনি ভাবিলেন যে, তঞ্জাবুর খাস দখল করিতে পারিলে অনেক নগদ টাকা পাওয়া যাইতে পারে। এই অভিপ্রায়ে তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণরের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া রাজার বাকী পেশকাস্ আদায়ের সুবন্দোবস্তের জন্য কৌন্সিলের অন্যতম

সদস্ত জোসিয়াই-ডি-প্রেকে পাঠাইলেন। তিনি এই মীমাংসা করিলেন যে, রাজা প্রতিবৎসর নবাবকে ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন; বাকী পেশকাস (২২ লক্ষ টাকা) দুই বৎসরে ৫ বারে পরিশোধ করিতে হইবে। ১৭৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি হয়।

কাবেরীর উত্তরতীরে ত্রিশিরাপল্লীর নিকটে নেল্লুরনামক স্থানে একটী বাঁধ ছিল। রাজা প্রতাপসিংহের প্রার্থনায় ও ব্যয়ে ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্তা মহাজিজ উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কখন উক্ত শাসনকর্তা কখন বা রাজার ব্যয়ে এই বাঁধের সংস্কার হইত। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে উহার এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায়। নবাব উহার সংস্কার করিলেন না বা রাজাকেও উহা সংস্কৃত করিতে অনুমতি দিলেন না। এই কালে তুলজাজী তঞ্জাবুরের রাজা ছিলেন। তিনি ভীত হইয়া ইংরাজ-গবর্ণরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এই অবধি যখনই এই বাঁধের সংস্কার আবশ্যক হইত, তখনই রাজাকে ইংরাজদিগের সাহায্য লইতে হইত।

ইহার পর হায়দর আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলে রাজা তাঁহাকে বহু অর্থ প্রদান করেন। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার সহিত রাজার এক সন্ধি হয়। শিবগঙ্গার রাজা ৮ বৎসর পূর্ব্বে তঞ্জাবুরের যে সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, রাজা তুলজাজী ১৭৭১ খৃঃ অব্দে তাহা পুনরধিকার করেন। নবাব ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। দুই বৎসরের খাজনা বাকী পড়িয়াছিল। এই ছলে তঞ্জাবুর আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর তারিখে নবাবপুত্র তঞ্জাবুর দুর্গ অবরোধ করিলে ২৭এ তারিখে রাজা বাধ্য হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধিপত্রে এই নিয়ম অবধারিত হইল যে, ২ বৎসরের বাকী পেশকাস্ ৮ লক্ষ টাকা ও যুদ্ধব্যয়-স্বরূপ ৩২॥০ লক্ষ টাকা নবাবকে দিবেন এবং শিবগঙ্গায় রাজার নিকট হইতে যে সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; আর্ণি, ত্রিবাণুর, ইলাঙ্গাড়ু ও কৈলদী ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং উক্ত ৩২॥০ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য মায়াবরম্ ও কুম্ভঘোণম্ প্রদেশদ্বয় দুই বৎসরের জন্য নবাবের অধিকারে থাকিবে, রাজা নবাবের মিত্রের সহিত মিত্রতা ও শত্রুর সহিত শত্রুতা করিবেন। ১৭৭১—৭৩ খৃঃ অব্দের পেশকাস পুনরায় বাকী পড়ায় নবাব ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজগবর্ণরের নিকট তঞ্জাবুর রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন যে, পেশকাস্ হিসাবে দশলক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছে; রাজা হায়দারআলি ও মহারাষ্ট্রীদিগের সহিত নবাব ও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। ইংরাজগবর্ণরের আদেশে সেনাপতি স্মিথ সেপ্টেম্বর মাসে তঞ্জাবুরে আসিয়া রাজা তুলজাজীকে বন্দী করিলেন। নবাব তঞ্জাবুর খাস দখল লইলেন।

ডাইরেক্টরদিগের নিকট এই সংবাদ আসিলে তাঁহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ১৭৬২ খৃঃ অব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজগবমেণ্ট তুলজাজীকে সাহায্য করিতে বাধ্য। পেশকাস্ বাকী পড়িয়াছিল বলিয়া রাজাকে বন্দী করা মান্দ্রাজগবমেণ্টের অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। তাঁহারা পিগট সাহেবকে মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন এবং এই আদেশ দিলেন যে, তুলজাজীকে সিংহাসনে পুনরায় অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজা নবাবকে বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা পেশকাস্ দিবেন। মান্দ্রাজগবর্ণরের অনুমতিক্রমে নবাবের সাহায্যার্থ রাজা সময়ে সময়ে সৈন্য-সাহায্য করিবেন এবং রাজা ইংরাজদিগের মিত্র হইবেন। একদল ইংরাজসৈন্য তঞ্জাবুরে থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিবে; তাহার ব্যয় রাজা বহন করিবেন। ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন রাজা অন্য কাহারও সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না।

ডাইরেক্টরদিগের আদেশানুসারে পিগটসাহেব ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ১১ই এপ্রেল তারিখে তুলজাজীকে তঞ্জাবুর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ১১ই এপ্রেল তারিখে রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন এবং ইংরাজসৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে হায়দরআলি তঞ্জাবুরের দুর্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অধিকার করিয়া ৬ মাস নিজ শাসনে রাখিয়াছিলেন।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দে তুলজাজীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে শরভোজী নামক কোন এক আত্মীয় পুত্রকে দত্তক লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দত্তক শাস্ত্রসঙ্গত হয় নাই, ইহা ইংরাজদিগের নিকট প্রমাণ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। অমরসিংহ তুলজাজীর বিধবা স্ত্রীকে বার্ষিক ৩ হাজার ও শরভোজীকে ১১ হাজার পেগোডা দিবেন বলিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন।

মান্দ্রাজ বাসকালে তুলজাজীর বিধবাপত্নী লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের নিকট দত্তকগ্রহণ শাস্ত্র-সম্মত হইয়াছে কি না ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য এক আবেদন করিলেন। বারাণসী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের মতানুসারে দেখা গেল যে, দত্তক গ্রহণে কোন দোষ হয় নাই। ডাইরেক্টরগণ ইহা অবগত হইয়া শরভোজীকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে আদেশ করিলেন। মার্কুইস অব্ ওয়েলেসলি ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করেন।

রাজকার্য্যে শরভোজীর অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার অছি স্বরূপ কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন।

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ২৫এ অক্টোবর তারিখে যে সন্ধি হয়, তাহাতে অবধারিত হইয়াছিল যে, বৃটীশ গবর্মেণ্ট রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ তঞ্জাবুর শাসন করিবেন। রাজা দুর্গমধ্যে থাকিয়া একলক্ষ পেগোডা ও সমস্ত আয়ের ⅕ অংশ মাত্র পাইবেন। এই সন্ধি অনুসারে তঞ্জাবুর দুর্গ ভিন্ন সমস্ত প্রদেশ এক প্রকার বৃটীশসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়বংশীয় রাজগণ ১২২ বৎসর কাল এই রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শরভোজীর পর তাঁহার পুত্র ২য় শিবাজী পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। শিবাজী মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কুইস অব্ ডালহৌসি সে দত্তক স্বীকার না করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে তঞ্জাবুর রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ করিলেন। রাজপরিবারবর্গের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

এখন তঞ্জাবুরের সে পূর্ব্ব শ্রী আর নাই। দুর্গটী স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; রাজবাটীরও কোনরূপ সংস্কার হইতেছে না। রাণীদিগের নিজ ভূসম্পত্তি রিসিবরের হস্তে গিয়াছে। এই সম্পত্তির বার্ষিক আয় ১॥০ লক্ষ টাকা। তঞ্জাবুরের সরস্বতীমহল নামক পুস্তাকাগার যত্নের সহিত সুরক্ষিত। এই পুস্তকাগারে রাজা শরভোজী বহুসংখ্যক হস্তলিখিত-গ্রন্থ সংগ্রহ করেন।

তঞ্জাবুরে বৃহদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের পশ্চিমউত্তরকোণে সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। মূলমন্দিরের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড নন্দীর মূর্ত্তি আছে, তাহার সম্বন্ধে একটী প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। নন্দীর আকৃতি পূর্ব্বে ছোট ছিল, কোন সময়ে তাহার মনে হইল মহাদেব অপেক্ষা সে আয়তনে বৃহৎ হইবে। ইহা মনে ভাবিয়া সে প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। মহাদেবও নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। অর্চ্চক তাহা দেখিয়া সঙ্কটবোধে পরিশেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ করিবার জন্য নন্দীর পশ্চাতে একটী বৃহৎ লৌহময় প্রেক মারিয়া দিলেন। সেই অবধি নন্দী আর বাড়িতে পারে নাই; মহাদেবও তদবস্থায় আছেন। এ প্রবাদ সত্য বা মিথ্যা, যাহা হউক, কিন্তু এরূপ বৃহৎ মন্দির, লিঙ্গ ও নন্দী অন্যত্র দেখা যায় না।

হিন্দুরাজদিগের শাসনকালে তঞ্জাবুর সকল প্রকার শিল্প, বাদ্যযন্ত্র, স্বরবিদ্যা, কাব্যরচনা ও চিত্রবিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এখন উক্ত সকল প্রকার চর্চ্চা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু এখনও তঞ্জাবুরে যে চিত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় মনোরম। হাবভাবে কলিকাতার আর্টষ্টুডিওর চিত্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান উপবিভাগ। পরিমাণফল ৬৭২ বর্গমাইল। দক্ষিণভারতীয় রেলপথ এই উপবিভাগের উত্তরে প্রবেশ করিয়া তঞ্জোর নগর দিয়া পশ্চিমে বাহির হইয়া গিয়াছে।

৩ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত তঞ্জোর জেলার প্রধান নগর ও সদর। ইহার প্রকৃত নাম তঞ্জাবুর। অক্ষা ১০° ৪৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১০´ ২৪´´ পূঃ। ইহা দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথের একটী ষ্টেশন। অধিবাসীর সংখ্যা ৫৪৩৯০, তন্মধ্যে হিন্দু ৮৬৪০৪, মুসলমান ৩৪১৬, খৃষ্টান ৪৫৮৯ ও জৈন ১৮৭ জন।

এখানে জেলার জজ, কলেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বাস করেন। এই নগরে মিউনিসিপালিটি আছে।

এই নগর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুরাজবংশের রাজধানী এবং রাজনীতি ধর্ম্মনীতি বিদ্যানুশীলন প্রভৃতির কেন্দ্রস্থান ছিল। এই স্থান প্রাচীন হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তি এবং পুরাতন স্থপতিনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার মন্দির ভুবনবিখ্যাত। এই মন্দির ১৯০ ফিট্ উচ্চ। তদ্ভিন্ন ঐ মন্দিরেই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। উহাদের মধ্যে কোন কোনটীর গঠনপ্রণালী ও নির্ম্মাণ-পারিপাট্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি, বৃষমূর্ত্তি প্রভৃতিও বিস্ময়কর।

তঞ্জোরের ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া আছে। দুর্গের প্রাচীরাভ্যন্তরেই রাজপ্রাসাদ ও নগর স্থাপিত। রাজপ্রাসাদে প্রকাণ্ড হর্ম্ম্যাবলীর একটীতে রাজাদিগের পুস্তকালয় ছিল। এত সংস্কৃত গ্রন্থ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। মান্দ্রাজ সিভিলসার্ভিসের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার বার্ণেল ঐ সকল পুস্তকের এক তালিকা প্রস্তুত করেন।

তঞ্জোর নগর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের জন্য বিখ্যাত। ইহার রেসমী কার্পেট, সূক্ষ্ম খোদকারী তামার তার, নানাপ্রকার খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর। তঞ্জোর হইতে পূর্ব্বদিকে সমুদ্রকূলে নগপত্তন বন্দর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত।

তট (ত্রি) তট-অচ্। নদী প্রভৃতির কূল, তীর, জলাশয়ের জলভাগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্থলভাগ।

"কর্ত্তব্যমার্গো ভ্রাজেতে হ্রদস্থাস্ত তটাবুভৌ॥" (হরি° ৬৭৫৫)

(ক্লী) ২ উচ্চক্ষেত্র। (মেদিনী) ৩ (পুং) শিব, শিব সর্ব্বপ্রধান বলিয়া তাঁহার নাম তট।

"নমস্তটায় তট্যায় তটানাং পতয়ে নমঃ।" (ভারত ১২।২৮৪।৬৬)
(ত্রি) ৪ উচ্ছ্রিত।

তটগ (পুং) তড়াগ পৃষো° সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিরূপকো°)
(ত্রি) তট-গম-ড। তটগামী।

তটস্থ (ত্রি) তটে সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ সমীপস্থিত। ২ উদাসীন ব্যক্তি, নির্লিপ্ত, যাঁহারা সদসৎ কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না, অপক্ষপাতী।
"সমীরসঙ্গাদিব নীরভঙ্গ্যা ময়া তটস্থস্ত্বমুপক্রতোহসি।"
(নৈষধ ৩।৫৫)

৩ তীরস্থ, যাহারা তটে থাকে। ৪ ব্যস্ত। ৫ চমৎকৃত। ৬ উদাসীন, যাঁহারা কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না।

"তটস্থঃ শঙ্কতে" (জাগদীশ্যাদৌ ভূরিপ্র°)

৭ লক্ষণবিশেষ, প্রত্যেক বস্তুই দুই প্রকার লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতে পারে, এক স্বরূপলক্ষণ, অপর তটস্থলক্ষণ।

কোন কথার অর্থ বুঝাইতে গিয়া যে বিশেষণটী বলিলে বিশেষ কিছু মর্ম্ম না বুঝাইয়া কেবল সেই একরূপ অর্থই বুঝায় অর্থাৎ পূর্ব্বের কথা দ্বারাও যাহা বুঝিয়াছিলাম, পরের কথা দ্বারাও ঠিক তাহাই বুঝা যায়, তাহাকে স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ বলে। একটী উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে ;—কলস এবং কুম্ভ, এই স্থলে কুম্ভ কলসের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল, আবার কলসও কুম্ভের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইতে পারে, কারণ এখানে কুম্ভ শব্দ দ্বারা কলসের কিংবা কলস শব্দদ্বারা কুম্ভের বিশেষ কিছু মর্ম্মই বুঝা যায় না। কুম্ভ বলিলেও যেরূপ বুঝা যায়, কলস বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা-যায়। বিশেষ কিছুই প্রতীতি হয় না। আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক,—কেহ আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফাঁক পদার্থ-টী কিরূপ," তখন আপনি কহিলেন, "ফাঁকটা শূন্য পদার্থ", কিন্তু এই শূন্য কথা দ্বারা ফাঁকের কোন মর্ম্মই বুঝা গেল না। ফাঁক বলিলেও পূর্ব্বে যেরূপ প্রতীতি হইয়াছিল, শূন্য বলিলেও ঠিক সেইরূপ বুঝা গেল। অতএব শূন্য কথাটা ফাঁকের স্বরূপলক্ষণ বিশেষণ হইল। এই গেল স্বরূপলক্ষণের বিবরণ। আবার অন্য কোন বস্তুর সাহায্যে যদি অন্য কোন বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়, তবে তাদৃশ বাক্যকে তটস্থলক্ষণ বলে।

"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং। তথাচ স্বরূপং তটস্থং দ্বিধালক্ষণং স্যাৎ স্বরূপন্তু বোধো যতো লক্ষণাভ্যাং। স্বরূপে প্রবিষ্টাৎ স্বরূপেঽপ্রবিষ্টাৎ যথা কাকবস্তো গৃহাঃ খং বিলক্ষ॥" (বেদান্তসা°)

এই তটস্থলক্ষণও ঐ ফাঁক বা শূন্যের দৃষ্টান্তেই বুঝা যায়। তোমার নিকট কেহ ফাঁক বা শূন্যপদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিলে তুমি বলিলে এই গৃহভিত্তির অভ্যন্তরে থাকা ও যেখানে এই গৃহভিত্তির শেষ হইয়াছে, তাহাই ফাঁক বা শূন্য, এখন এই গৃহভিত্তির সাহায্যে শূন্য পদার্থ-টী পরিজ্ঞাত হইল। অতএব এই কথাটী তটস্থলক্ষণ হইল।

ব্রহ্মকেও এই স্বরূপ ও তটস্থ এই দুই প্রকার লক্ষণে বুঝান যাইতে পারে। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ইত্যাদি বলিলে তাহার স্বরূপলক্ষণ প্রকাশ করা হইল, কারণ ইহা দ্বারা তাহার বিশেষ কিছুই উপলব্ধি হয় না, সেই এক বস্তুমাত্রই বুঝায়। চিৎ বলিলেও যাহা বুঝায়, সৎ বলিলেও তাহাই বুঝায়, আবার ব্রহ্ম ইত্যাদি বলিলেও তাহাই বুঝায়। আর যখন বলা যায় যে, তিনি কর্ত্তা, তিনি হর্ত্তা ও বিধাতা, তখন কর্তৃত্ব, হর্তৃত্ব বিধাতৃত্বাদি গুণের সাহায্যে তাঁহাকে লক্ষ্য করা হইল, অতএব ইহা তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইল। কারণ কর্তৃত্বশক্তি ও পালয়িতৃত্বাদি শক্তি-গুলি প্রাকৃতপদার্থ, অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে বিকাশিত হয়। সুতরাং ইহা ব্রহ্মের কোন গুণ বা শক্তি নহে, উহা ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, অতিরিক্ত বা পৃথগ্‌ভূত কোন বস্তুর সাহায্য লইয়া কোন বস্তুর প্রকাশ করিতে হইলেই তটস্থলক্ষণ বিশেষণ হইয়া থাকে। [স্বরূপলক্ষণ দেখ।]

তটাক (পুং) তট-আকন্ বা তটং অকতি অক-অণ্। তড়াগ।

তটাঘাত (পুং) তটে আঘাতঃ ৭তৎ। বপ্রক্রীড়া, বৃষ প্রভৃতির শৃঙ্গদন্তাদি দ্বারা ভূমিখননরূপ ক্রীড়াবিশেষ।
"অভ্যস্যন্তি তটাঘাতং নির্জ্জিতৈরাবতা গজাঃ।" (কুমারস°)

তটিনী (স্ত্রী) তটমস্ত্যস্যাঃ তট-ইনি ততো ঙীপ্। নদী।

তটী (স্ত্রী) তট-অচ্ ততো-ঙীষ্। তীর, তট, প্রান্তভাগ।
"বিচিত্র কপাল তটী গলায় জালের কাটি,
করজোড়ে লোহার শিকলি।" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

তট্য (পুং) তটং উচ্ছ্রায়ং অর্হতি তট-যৎ। শিব। "নমস্তটায় তট্যায়" (ভারত ১২।২৮৪।৬৬)

তড়গ (পুং) তড়াগ পৃষো° সাধুঃ। তড়াগ। (দ্বিরূপকো°)

তড়তড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ, বৃষ্টিপতন-শব্দ।

তড়পথ (দেশজ) স্থলপথ।

তড়বড়ি (দেশজ) শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।
"ধাঁও ধাঁও ধমসা বাজে ডিগ ডিগ দগড়ি।
চৌদিকে চঞ্চল সৈন্য সাজে তড়বড়ি॥" (কবিক° ২।১৬৩)

তড়াক (পুং) তড্যন্তে আহন্যন্তে উর্ম্মিভিঃ তড়-আক (পিনা-কাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫।) তড়াগ।

তড়াকা (স্ত্রী) তড়াক স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ নদী ও সমুদ্রের তটভাগ, তাবে। ২ আঘাত। (সংক্ষিপ্তসা° উণা°)। ৩ প্রভা। (উজ্জ্বল)

তড়াগ (পুং) তড়-আগ (তড়াগাদয়শ্চ। ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ যন্ত্রকূটক। (মেদিনী) ২ জলাশয়বিশেষ। পর্য্যায়— পদ্মাকর, তড়াক, তটাক, তড়গ।

পঞ্চশত ধনুঃপরিমিত গভীর পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা এবং প্রশস্ত ভূমিভাগে অবস্থিত বহুদিনস্থায়ী যে জলাশয়, তাহাই তড়াগ।

২৪ অঙ্গুলিতে এক হস্ত, চারিহস্তে এক ধনুঃ হয়।

ইহার একশত ধনুঃপরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে পুষ্করিণী, আর পঞ্চশত ধনুঃপরিমিত স্থানে যে জলাশয় তাহাকে তড়াগ কহে *। ইহার জলের গুণ বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক, শিশির ও হিমকালে অতিশয় প্রশস্ত। (রাজব°) যে সকল ব্যক্তি যথাবিধি তড়াগোৎসর্গ করেন, তাঁহারা এককল্প ব্রহ্মালয়ে ও তৎপরে দিব্যযুগ স্বর্গে বাস করেন। [উৎসর্গবিধির বিশেষ বিবরণ পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা দেখ।]

কালবিশেষে তড়াগ জলের ফল।

বর্ষা ও শরৎকালে অবস্থিত জল অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ সদৃশ, হেমন্ত ও শিশির কালে বাজপেয়, বসন্তকালে অশ্বমেধ ও গ্রীষ্মকালে রাজসূয়যজ্ঞ সদৃশ ফলদায়ক।

"প্রাবৃট্‌কালে স্থিতং তোয়ং অগ্নিষ্টোমসমং স্মৃতম্।
শরৎকালে স্থিতং তোয়ং যদুক্তফলদায়কম্॥
বাজপেয়ফলসমং হেমন্তশিশিরস্থিতম্।
অশ্বমেধসমং প্রাহুর্বসন্তসময়স্থিতং॥
গ্রীষ্মেঽপি তু স্থিতং তোয়ং রাজসূয়ফলাধিকম্॥" পদ্মপুরাণ)

যাঁহারা তড়াগোৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই ফল লাভ করিয়া থাকেন। এক তড়াগোৎসর্গ করিলেই সকল যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়।

তড়ি (পুং) তড়-আঘাতে তড়-ইন্। ১ আঘাত। (ত্রি) ২ আঘাতকর্ত্তা।

তড়িৎ (স্ত্রী) তাড়য়ত্যভ্রং তড়-আঘাতে ইতি প্রত্যয়ঃ (তাড়েনি লুক্‌চ। উণ্ ১।১০০)। বিদ্যুৎ [বিশেষ বিবরণ বিদ্যুৎ শব্দে দেখ।]

তড়িৎপ্রভা (স্ত্রী) তড়িতঃ প্রভেব প্রভা যস্যাঃ বহুব্রী। কুমারানুচর মাতৃভেদ।

"কেশযন্ত্রী ক্রটিনামা ক্রোশনাঽথ তড়িৎপ্রভা।"
(ভারত শল্য ৪৭ অ°)

(ত্রি) বিদ্যুৎসদৃশ দীপ্তিযুক্ত। তড়িতঃ প্রভা ৬তৎ। বিদ্যুতের প্রভা, বিদ্যুতের আলোক।

তড়িত্বৎ (পুং) তড়িৎ বিদ্যুতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ, অপদান্তত্বাৎ তস্য ন দঃ। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। (অমর) (ত্রি) ৩ তড়িদ্বিশিষ্ট।

তড়িত্বতী (ত্রি) তড়িত্বৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তড়িদ্‌বিশিষ্ট, তড়িদ্যুক্ত।

"সমুদিতন্নিচয়েন তড়িত্বতীং লঘয়তা শরদম্বুদসংহতিম্।"
(কিরাত° ৫।৪)

তড়িদ্গর্ভ (পুং) তড়িতো গর্ভে যস্য বহুব্রী। মেঘ। "তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।" (শ্বেতাশ্ব° উ° ৪ অ°)

তড়িন্ময় (ত্রি) তড়িদাত্মকঃ, স্বরূপে তড়িৎ-ময়ট্। তড়িৎ-স্বরূপ, বিদ্যুতের সদৃশ।

"তড়িন্ময়ৈরুন্মিষিতৈর্বিলোচনৈঃ।" (কুমার ৫।২৫)

তণ্ড (পুং) তড়ি-অচ্। ১ ঋষিবিশেষ। (স্ত্রী) ভাবে অ। ২ আহতি।

তণ্ডক (পুং) তণ্ডাতে নৃত্যতি তণ্ড-ণ্বুল্। ১ খঞ্জনপক্ষী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ ফেন। ৩ সমাসবহুল বাক্য। (ক্লী) ৪ গৃহদারু-বিশেষ। ৫ তরুস্কন্ধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৬ মায়াবহুল। ৭ উপঘাতক। (ক্লী) ৮ পরিষ্কার। ৯ বহুরূপী।

তণ্ডি (পুং) সত্যযুগের একজন মহর্ষি। ইনি দশসহস্রবৎসর মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব ইঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আমার প্রসাদ-বলে এক পুত্র লাভ করিবে। ঐ পুত্র যশস্বী, তেজস্বী দিব্যজ্ঞানসমন্বিত, অমর ও বেদের সূত্রকর্ত্তা হইবে। মহাদেবের এই বরে তণ্ডির এক পুত্র হয়। এই তণ্ডিপুত্র যজুর্ব্বেদীয় তাণ্ডিন শাখার কল্পসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।
(ভারত অনু° ১৬।১৭ অ°)

তণ্ডু (পুং) মহাদেবের দ্বারপালভেদ, নন্দিকেশ্বর।

"নন্দী ভৃঙ্গরিটস্তণ্ডু নন্দিনৌ নন্দিকেশ্বরঃ।" (মল্লিনাথধৃতকো°)

তণ্ডুরীণ তণ্ডা অস্ত্যার্থে উরচ্ তত্র ভবঃ ছঃ। ১ কীট-মাত্র। (ত্রি) ২ বর্ব্বর (ক্লী) তণ্ডুলে ভব ছঃ লস্য রঃ। ৩ তণ্ডুলোদক।

তণ্ডুল (পুং ক্লী) তণ্ড্যাতে আহন্যতে তড়-উলচ্ (সানসিবর্ণ-সীতি। উণ্ ৪।১০৭) ১ নিস্তুষ ধান্য, চলিত কথায় চাউল, ধান ভানিয়া তুষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে।

"শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
নিস্তুষস্তণ্ডুলঃ প্রোক্তঃ স্বিন্নমন্নমুদাহৃতম্॥" (আ° ত°)

---

* "প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহুসংবৎসরোষিতঃ।
জলাশয়স্তড়াগঃ স্যাদিত্যাহুঃ শাস্ত্রকোবিদঃ॥" (শব্দার্থচি°)
"চতুর্বিংশাঙ্গুলো হস্তো ধনুস্তচ্চতুরুত্তরং।
শতধন্বন্তরঞ্চৈব তাবৎ পুষ্করিণী শুভা॥
এতৎপঞ্চগুণঃ প্রোক্তস্তড়াগ ইতি নির্ণয়ঃ॥" (বশিষ্ঠ)

ক্ষেত্রগত হইলে তাহাকে শস্য, তুষযুক্ত হইলে ধান্য ও তুষরহিত হইলে তাহাকে তণ্ডুল বলা যায়। ঐ তণ্ডুল সিদ্ধ করিলে অন্ন হয়। উত্তমরূপে শালিতণ্ডুলের অন্নদ্বারা চরু প্রস্তুত করিয়া সূর্য্যদেবকে নিবেদন করিলে তণ্ডুলসংখ্যক কাল সূর্য্যলোকে বাস হয়। সপ্তমীতিথিতে নিবেদন আরও অধিক ফলদায়ক। (তিথিতত্ত্ব)

ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য। প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্যও বটে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থলে ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি শস্য খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু তণ্ডুল যে ভক্ষদ্রব্য-রূপে চলে না, তাহা নহে। মোটের উপর ভারতের সকল স্থলেই ধান্য জন্মে এবং সকল স্থানের অধিবাসী অল্পবিস্তর চাউল ব্যবহার করে। চাউল অগ্নি-সাহায্যে জলে সিদ্ধ করিলে ভাত হয়। বাঙ্গালাদেশে ভাতই জীবনধারণের প্রধান উপায়। লোকে অন্যান্য উপকরণ সহযোগে ভাত খায়। অন্য দ্রব্য না পাইলে কিছুদিন ভাত খাইয়াও জীবন ধারণ করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, তণ্ডুলই প্রধানতঃ আমাদের জীবনী-শক্তি রক্ষা করে।

লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকা কর্ষণ করিয়া ধানের বীজ বপন করিলে ধান জন্মে। ধান পাকিলে ক্ষেত হইতে কাটিয়া লইতে হয়। পরে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে ১০০০০ প্রকার ধান্য, সুতরাং তত প্রকার চাউলও দেখা যায়। এই বিবিধ প্রকার চাউলের আকৃতি ও গঠন বর্ণন করা অসম্ভব। সূক্ষ্মদৃষ্টি অনুসারে ইহাদের আকৃতি পরস্পর বিভিন্ন; মোটামুটি কতকগুলিকে প্রায় একরূপই দেখায়।

তণ্ডুল সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, আতপ ও সিদ্ধ। ধান কেবলমাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল হয়, তাহাকে আতপ চাউল কহে। হিন্দুদিগের মতে এই প্রকার চাউলই পরিশুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ চাউল ভক্ষণ করা উচিত। সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ধান ভিজাইয়া রাখিয়া পরে তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। ধান সিদ্ধ হইলে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া ভানিলে যে চাউল পাওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধ চাউল কহে। দাক্ষিণাত্যে কোড়গরাজ্যে একরাত্রি ধান ভিজাইয়া রাখে। পর দিন প্রাতে আধঘণ্টামাত্র সিদ্ধ করা হয়, পরে সেই ধান ১৫ দিন ছায়ায় মেলিয়া দেয়; পরে ২ ঘণ্টামাত্র রৌদ্রে শুকাইয়া তাহা ভানা হয়। ভানিবারকালে প্রতি ধান ৪।৫ খণ্ড হইয়া যায়। এই চাউলকে কোড়গে ঐদু-নুগু-অক্কি কহে; ইহা ধনী লোকে ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণবিধবাদিগের সিদ্ধ চাউলের অন্ন ভক্ষণ করা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ। এদেশে আমন ভিন্ন অন্য কোন চাউলও ভদ্র বিধবাদিগের ভক্ষণ করা বিহিত নহে।

ধান্যভেদে চাউলও আমন, আউস, বোরো, প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। আমন ভিন্ন অন্য কোন চাউল দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা যায় না। বালামের চাউল আমন-শ্রেণীর অন্তর্গত।

ঢেঁকিতে ধান কুটিয়া চাউল বাহির করিতে হয়। প্রথমে তুষ (ধানের খোসা) বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাকে একপালটা কহে। দ্বিতীয় পালটার সময় কুঁড়ো বাহির হয়। কুলাদ্বারা তুষ কুঁড়ো ঝাড়িয়া ফেলিলে চাউল পাওয়া যায়। আতপ অপেক্ষা সিদ্ধ করিয়া ধান ভানিলে চাউল বেশী হয়। ঢেঁকি ভিন্ন আজকাল কলেও ধান ছাটাই হইয়া চাউল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চাউলে ভাত, পলান্ন, মুড়ী, পিষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হইলে চাল ভিজাইয়া পরে শুকাইয়া গুঁড়া করিতে হয়।

মুড়ীর চাউল প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভাতের চাউল প্রস্তুত প্রক্রিয়া হইতে অন্যরূপ।

এখন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে য়ুরোপ ও আমেরিকায় চাউল পাওয়া যাইত না। বহু পূর্ব্ব হইতেই চীনদেশে চাউলের উল্লেখ দেখা যায়। আমা-দের অথর্ব্ববেদে চাউলের বর্ণনা আছে। [আমন দেখ।] বাবিলন দেশেও চাউলের ব্যবহার বহুপূর্ব্বকালীন।

এক বৎসর গত হইলেই চাউলকে পুরাতন বলা যাইতে পারে। নূতন চাউল খাইতে কিছু ভাল লাগে, কিন্তু কিছু গুরু। পুরাতন তণ্ডুল অপেক্ষাকৃত অনেক উপকারী।

পুরাতন তণ্ডুল পীড়িত ও আশুরোগমুক্ত ব্যক্তিদিগের পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তণ্ডুলচূর্ণ আদা ও মরিচ প্রভৃতির সহিত জলে সিদ্ধ করিয়া যবাগূ প্রস্তুত হয়। এই যবাগূও রোগীর পথ্য। এদেশে দরিদ্র লোকগণ তাহাদের প্রাতঃকালীন ও বৈকালিক আহারের জন্য তণ্ডুল ভাজিয়া মুড়ী প্রস্তুত করে। ইহা পীড়িতদিগের পথ্যস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে। তণ্ডুল, দুগ্ধ ও মিষ্ট দ্বারা যে পায়স পাক করা হয়, তাহা অতিশয় সুখাদ্য। ডাক্তার পাউল সাহেব বলেন, মূত্রাশয় রোগে ও সর্দ্দি প্রভৃতি ব্যারামের সময় তণ্ডুল ব্যবস্থেয়; তপ্তজলজ ক্ষত ও দগ্ধস্থানে তণ্ডুল-প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে। ঈষৎ পক্ব ও পরিশেষে শোধিত তণ্ডুলকে নেপাল প্রভৃতি দেশে বকবা বলে। ইহা পীড়িত লোকদিগের পথ্যস্বরূপ। চাউলের রেচকগুণ অন্যান্য শস্যাপেক্ষা অল্প, এই জন্য ভাতের মণ্ড উদরাময়াদি রোগে

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সকল চাউলের গুণ একরূপ নহে। গম যত পুষ্টিকর, চাউল তত নহে। চাউলে যবক্ষার জানের অংশ অল্প। চালুনিজল বিশেষ স্নিগ্ধকারী। প্রদাহিক রোগে চালুনিজল ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। নেবুর রস ও শর্করামিশ্রিত চালুনিজল অতিশয় সুখাদ্য। অম্লরোগে এই কাথ ব্যবস্থেয়। তণ্ডুলের পুলটিস ও লেই যথেষ্ট উপকারজনক। ওলাউঠা ও উদরাময়রোগে চালের জল কষায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয়দিগের প্রধান খাদ্য তণ্ডুল। মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অশ্ব ও গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যের জন্যও চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের পিলিভিত চাউল বহুমূল্য। টানা প্রভৃতি দেশে একপ্রকার সুগন্ধ চাউল পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের চাউল তত ভাল নহে। বঙ্গদেশের চাউল অধিকতর শ্বেতবর্ণ এবং সুস্বাদবিশিষ্ট। এখানকার পাটনার চাউল সাহেবেরা বড় ভালবাসে। উচ্চ-প্রদেশজাত তণ্ডুল সাধারণতঃ স্বাদবিহীন। এই চাউল ভক্ষণে কোষ্ঠমান্দ্য জন্মে।

ভারতীয় চাউল হইতে বহুল পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হয়। গত ৩০০ বর্ষ হইতে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুতের উল্লেখ দেখা যায়। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই চাউল হইতে পচাই মদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে অনেকেই চাউলের গুঁড়া দিয়া বিবিধ প্রকার পিষ্টক প্রস্তুত করে। এই জন্য চাউলের গুঁড়ারও বাণিজ্য প্রচলিত আছে। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় ৫০০০০ টন চাউলের গুঁড়া রপ্তানি হয়। চাউল প্রথমতঃ জলে ভিজাইয়া জাঁতায় পিশিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করে; পরে তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া বিক্রয় করে, অথবা চাউল রৌদ্রে শুকাইয়া পরে জাঁতায় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া প্রস্তুত করা হয়। য়ুরোপীয়গণ ও দেশীয় খৃষ্টানগণ ওপার নামক তণ্ডুলচূর্ণের পিষ্টক যথেষ্ট-পরিমাণে আহার করিয়া থাকে।

১০০ ভাগ চাউলে নিম্নলিখিত দ্রব্য আছে;—

জল	...	..	১২'৮
অণ্ডলাল	...	..	৭'১
শ্বেতসার	...	...	৭৮'৩
তৈলাক্ত পদার্থ	...	...	'৬
কেত্র	...	...	'৪
জল	...	...	'৬

এক সের পরিষ্কার চাউল সিদ্ধ করিলে দুই সেরের অধিক ভারী হয়। চাউলে খনিজ পদার্থের অংশ অতি অল্প। ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলে তাহার সহিত খনিজ অংশের কতকও বাহির হইয়া যায়। এই জন্য যে পরিমাণ জল ভাতের সহিত শুষিয়া যাইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত জল না দিলেই ভাল হয়। ডাক্তার পেন বলেন, ১০০ ভাগ শুষ্ক চাউলে যবক্ষারজান ৭'৫৫, কার্ব্বোহাইড্রেটস্ ৯০'৭৫, চর্ব্বি ৮, এবং খনিজ পদার্থ '৯ অংশ আছে। চাউলের রাসায়নিক সংযোগ আলুর তুল্য।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ময়দা, জোয়ার, ভুট্টা প্রভৃতিই অধিক পরিমাণে খায় বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে চাউলও ব্যবহার করিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ ভাতই আহার করে। মান্দ্রাজের দক্ষিণ ও বোম্বাইএর পশ্চিমাংশে চাউলই প্রধান খাদ্য। যাহারা ভাত খায়, তাহাদের দাইল, শাকসব্জি প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত। যাহারা মাংস খায় না, তাহাদের পক্ষে দাইল প্রভৃতি আহারে তণ্ডুলের যবক্ষারের ন্যূন অংশ পরিপূরিত হয়।

বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন উপায়ে এই দেশে চাউলের আমদানি রপ্তানি হইয়া থাকে। অন্তর্বাণিজ্যের ঠিক হিসাব পাওয়া দুর্ঘট। তবে রেল, ষ্টীমার প্রভৃতিতে যে পরিমাণে চাউল চালান হয় ও যাহার রেজেষ্টরী থাকে, তাহার পরিমাণ একরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দিয়া নৌকা করিয়া এক স্থান হইতে অন্যত্র যে পরিমাণ চাউল নীত হয়, তাহার পরিমাণ পাওয়া যায় না। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে বঙ্গদেশে ৫৩৭৭৯৩ মণ আমদানি হইয়াছিল। বঙ্গদেশ উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যায় ৮২৯৩৯০ মণ এবং আসাম হইতে ৩৩৫৩২৪ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। কলিকাতা নগরীতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাউল আমদানি হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ১৩৯৬২৯৮২ মণ, আসাম হইতে ৫৩৩২৪, উত্তরপশ্চিম হইতে ২৮৪৩ এবং পঞ্জাব হইতে ৮৪ মণ চাউল আসিয়াছে। জলপথে বাকরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জ হইতে ১৬৭৩৩৬২ মণ, মেদিনীপুর হইতে ১৩৫৯৪৭৩, ঝালকাঠী হইতে ৬৪৮১০৫, দিনাজপুর হইতে ৪৩৯৬৬১, হুগলি হইতে ৩৩৬০৪৯, বরিশাল হইতে ৩০৩৭৬৩ এবং ১৬টী বন্দরের প্রত্যেক স্থান হইতে প্রায় ২ লক্ষ মণ চাউল কলিকাতায় আইসে। বর্দ্ধমান হইতেও কলিকাতায় রেলপথে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হয়।

নেপাল, সিকিম ও ভুটান হইতে ১০৩৮৯৮১ মণ বঙ্গদেশে আমদানি ও বঙ্গদেশ হইতে পূর্ব্বোক্তপ্রদেশে ৪৭৫২৬ মণ রপ্তানি হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ১৮৮৮খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম, ও বালেশ্বর হইতে ৫৮৩৮০৫ মণ চাউল রপ্তানি হয়।

ভারতবর্ষের বহির্ভাগেও বঙ্গদেশের চাউল যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। বাহ্য-দেশের মধ্যে, সিংহলেই বাঙ্গালার চাউলের কাট্‌তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সিংহলের পরেই গ্রেট-বৃটেন। যুরোপে ১ লক্ষ টনের অধিক চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত বর্ষে মরিচ দ্বীপে চাউলের আমদানি কিছু কম হইয়াছিল। জর্ম্মণ রাজ্যেও আমদানি পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় হয় নাই, কিন্তু ফ্রান্সে অনেক বাড়িয়াছিল।

এক বঙ্গদেশেই প্রায় ৪০০০ বিভিন্ন প্রকার চাউল পাওয়া যায়। কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) আউস (২) আমন—(ক) ছোটনা, (খ) বড়ান, (৩) বোরো (৪) রায়দা (৫) বেনাফুলি (৬) কামিনী, (৭) বাসমতী (৮) রাঁধুনী-পাগলা (৯) কাজলা (১০) লক্ষ্মীভোগ (১১) উড়ি প্রভৃতি। ৫ম হইতে ৮ম প্রকার চাউল অতি সুগন্ধযুক্ত। ভদ্রলোকগণ ছোটনা আমনের চাউল ব্যবহার করেন; পাটনা চাউল, যাহা রক্তবর্ণ, ছোট ও মোটা, গরিবলোকেরা সাধারণতঃ ভক্ষণ করে। মুসলমান-গণ পিলিভিত চাউল অধিক পছন্দ করে। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় কাঁকরযুক্ত, সুতরাং অস্বাস্থ্যকর।

বঙ্গদেশে প্রায় ৬৬ লক্ষ লোকের বাস এবং ৪২ লক্ষ প্রকার ধানের জমী। যে পরিমাণ চাউল আমদানি হয়, তাহা ধরিয়া রপ্তানি বাদ দিলে বেহারে প্রতি লোক প্রতিদিন গড়পড়তা ১৩ ছটাক এবং বঙ্গের অন্যান্য স্থানের প্রতি অধি-বাসী ১১ ছটাক চাউল ভক্ষণ করে।

ঢাকাবিভাগে নিম্নলিখিতরূপ চাউল দৃষ্ট হয়;—

রায়ন্দা, বাওয়া, খামা, রোয়া, সাল, ভেসলান, বৈরৈলা-যাইটা, সুর্য্যমণি, লোপ, বোরো।

ফরিদপুর জেলায় আমন, আউস, বোরো এবং রায়দা প্রধান খাদ্য। এখানে আশ্বিনি আমনের চাউলও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধারণ আমন খাইতে সকলের চেয়ে ভাল। যশোর জেলায়ও উক্ত সকল প্রকার তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। এখানে দিঘার চাউল যথেষ্ট মিলে। খুলনাজেলায় বিবিধ প্রকার বালাম জন্মে। বাকরগঞ্জ জেলার আমন মোটা ও চিকণ এই দুইভাগে বিভক্ত। বাকরগঞ্জের বালাম বিশেষ বিখ্যাত। নদীয়া জেলায় কার্ত্তিকমাসে ফলি চাউল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঙ্গপুরে কাটনিয়া আউস, সাধারণ আউস, জালি আউস, বোপা এবং ভুঁইয়া চাউল পাওয়া যায়। নিম্ন-বঙ্গের বোরো দুই প্রকার—কলাপন বোরো এবং ছাটা বোরো। ছোটনাগপুরে সুরুহান্, লহহান এবং ভেবান্ চাউল প্রধান। মালভুম জেলার চাউলের নাম পোড়া ধুমান এবং

আমন। উড়িষ্যায় নানা রকমের চাউল পাওয়া যায়;—সাতিকা, কুলিআ, আশ্বিনা, খৈরা, কলাসুর, রাহৈ, মন্তরা, ধজিআসিনা, নৃপতিভোগ, গোপালভোগ, বাসমতী, বজিরি, পিয়া, কসুন্দা, দালুয়া, লক্ষ্মীনারায়ণপ্রিয়, বামনবংশ, অন্তরখা, সায়বাফুল, দুধসর, নিয়ালি, দোকশালি, হাবসাতিয়া, বকরি, ইঙ্গিরি, চৌলি, হাকুয়া ইত্যাদি।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজ হইতে ২৫৭৭১৩৬ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। শতকরা ৭০ মণ সিংহলে, ১১ মণ বোম্বাই প্রদেশে, ৮ মণ গোয়ায় এবং ৪ মণ গ্রেটবৃটনে গিয়াছিল। সম্বা, (কদম, কলবন, চিনা, অদম), কার, (মুটা পেরম্), মনকট, মোকানম্, পুমপালৈ, পিসিনি, পুনৈসা, পেইরি, মিলাপি প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার চাউল, মান্দ্রাজ বিভাগে পাওয়া যায়। তঞ্জাবুরে কার এবং পিশানম্ চাউলই প্রধান খাদ্য। কোড়গের লোকেরা সচরাচর দোদাবট্ট চাউল ভক্ষণ করে। এস্থানের সন্নবট্ট এবং কেসারি উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই বিভাগে সৌরাষ্ট্রে মৃগনাভিগন্ধি তণ্ডুল পাওয়া যায়। এই চাউলের দানা সাধারণ চাউলের অর্দ্ধেক। এই চাউলের ভাত বরফ অপেক্ষাও অধিক শ্বেতবর্ণ দেখায়। হলুভা, পর্ভা, কুড়ৈ, তর্ণা, মহাড়, পতনি, আম্বিমোরি, কৌক-শালি, সংভাতা, বেদারশালি, হগকালশালি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার তণ্ডুল বোম্বাই বিভাগে ব্যবহৃত হয়।

মহা, বাসমতী, বাসফল, ঝিলমা, রালি, কপূরচীনা, গন্ধেশ্বর, বেঙ্গি, গজবেল, অঞ্জনবা, হংসী, খোনদার প্রভৃতি উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যার তণ্ডুল। পিলিভিত, উঁয়া, পুয়া, হাকুয়া প্রভৃতি নেপালের চাউল।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিস্তর চাউল পঞ্জাবেও আমদানি হয়। বাঙ্গালা হইতে প্রায় ৫০ হাজার মণ চাউল পঞ্জাবে যায়। পঞ্জাব হইতেও রাজপুতনা, করাচী, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে চাউল রপ্তানি হইয়া থাকে। চহোরা, বেগমি, ঝোলা, রতক, সুখচেন, মুস্কি, খস্থ, কলোনা প্রভৃতি তণ্ডুল এই প্রদেশে প্রচলিত। কাশ্মীরে শাদা ও লাল দুই রকম চাউল পাওয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশে প্রায় ১২০২৮০ মণ আমদানি এবং ৯৫২০২৪ মণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়। এই প্রদেশের টিরুয়া চাউল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। চন্দ্রী, রাধাবালাম, আম্রমোহর, কালিকা, মুড়, রামকেল, দুধরাম, কেল ভেজালি, লালবেলি, সাম্রিহানি, হকলুমি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার তণ্ডুল পাওয়া যায়। পেশাবরের চাউলে উত্তম পলান্ন প্রস্তুত হয়।

বঙ্গদেশের তণ্ডুল-বাণিজ্য বিশেষ বিখ্যাত। ১৮৮৯

হইতে ১৮৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টন চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে নিম্নব্রহ্ম হইতে প্রায় ১১ লক্ষ মণ চাউল অন্যত্র চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে আসাম হইতে ৫,৯১,১১৭মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছে। আসামের চা-বাগানে বঙ্গদেশের চাউল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা হইতে প্রায় ২৫০০০ মণ চাউল উক্ত বর্ষে আসামে গিয়াছিল। নাগা, মিস্‌মি, লুসাই, ত্রিপুরা প্রভৃতি হইতে আসামে চাউল আইসে, এবং আসামের চাউল ভূটান, তোয়াঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যায়। আসামে লাহি, বোর, আহু, বারো, অতিস, মুরালি, সাইল, আমন, কতরিয়া, বুরা, চুবৈ, অসরা প্রভৃতি তণ্ডুল প্রধান।

ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কোথায়ও সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে ২৬,৭৭৪,২৫১ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে চাউল থাকে ও লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, প্রতি ব্যক্তি গড়পড়তা ৵৩ সের চাউল খায়। কতক চাউল গৃহপালিত পশুদিগের খাদ্যার্থ ব্যবহৃত হয়, কতক অপ্রতিহতকারণবশতঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৭০০০ মণ চাউল রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন কোচিন, জাপান, ইটালি, স্পেন প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট চাউল জন্মে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ভারতীয় তণ্ডুল গ্রেটবৃটন, মাল্টা, ফ্রান্স, ইজিপ্ট, জর্ম্মণী প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশে প্রায় ১৩৯৭৭ হাণ্ড্রেডওয়েট, সিংহল, আরব, পারস্য প্রভৃতি এসিয়ার বিভিন্ন দেশে ৮৭২২ হাণ্ড্রেডওয়েট, মরিচসহর, রুনিও, ইষ্টকোষ্ট প্রভৃতি আফ্রিকার দেশে ২২৭০, আমেরিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রদেশে এবং কানাডায় ১৭৪৮ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ৫৮ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল রপ্তানি হইয়াছিল।

বিদেশে চাউল তিন প্রকার কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা খাদ্য, কলপ ও মদ্যের উপকরণ। ব্রহ্মদেশের চাউল অতিশয় মোটা এবং ইহার ভাত তত রুচিকর নহে। এই তণ্ডুল দ্বারা সাধারণতঃ কলপ ও মদ্য প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশ হইতে এক প্রকার উৎকৃষ্ট চাউল য়ুরোপে রপ্তানি হয়; এই চাউল য়ুরোপীয়গণ ভক্ষ্যার্থ গ্রহণ করে। কিন্তু অধিকাংশ চাউলই মদ্য প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে ২১৯,২৯২ হাণ্ড্রেডওয়েট চাউল হইতে মদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানি করিতে হইলে গবর্মেণ্টকে শুল্ক দিতে হয়। এই শুল্ক শতকরা ১৫৲ টাকা অবধারিত আছে। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ধান ও চাউল রপ্তানি হেতু ৭৫,৬৪,৯৮৫ টাকা শুল্ক আদায় হইয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের তণ্ডুল বিদেশে চলিয়া যাইত না। সুতরাং তখন সুলভ মূল্যে চাউল বিক্রীত হইত। এখন রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির আধিক্য প্রযুক্ত একস্থলের চাউল শীঘ্রই অন্যত্র নীত হয়। সুতরাং ইহার মূল্যও বাড়িয়া যাইতেছে। ভারতের চাউল য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চলিয়া যাওয়ায় ভারতের নানাস্থানে প্রায় অনবরতই অন্নকষ্ট হইতেছে। ভারতে অনেক দরিদ্রতম লোকের বাস। রপ্তানি হেতু চাউলের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অনেক গরিবকে দিনান্তর একবেলা আহার এবং স্থানে স্থানে উপবাসও করিতে হইতেছে। ইতিহাসে লিখিত আছে, সায়েস্তাখাঁর শাসনকালে বঙ্গদেশে টাকায় ৮৵ মণ করিয়া তণ্ডুল বিক্রীত হইত; কিন্তু এখন টাকায় ১২।১৩ সেরের অধিক মোটা চাউলও পাওয়া যায় না। এখন প্রতি বর্ষেই ভারতের কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষে ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে এবং অনেক লোক না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। বিদেশে চাউলের রপ্তানি বন্ধ না হইলে এ বিপৎপাতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া দুর্ঘট।

ভাবপ্রকাশ মতে, বিভিন্ন তণ্ডুলের বিভিন্ন গুণ। শালিধান্যের যে তণ্ডুল হয়, তাহার গুণ স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতাকারক, লঘুপাক ও রুচিকারক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ঈষৎ বায়ু ও কফবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং মূত্রবর্দ্ধক। দগ্ধভূমিজাত শালিধান্যের তণ্ডুল-গুণ—কষায়রস, লঘুপাক, মলমূত্রনিঃসারক, রুক্ষ এবং কফনাশক। ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ধান্য বপন করিলে যে ধান্য জন্মে তাহার তণ্ডুলের গুণ বায়ু ও পিত্তনাশক। গুরু, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, মলের অল্পতাকারক, মেধাজনক এবং বলবর্দ্ধক।

অকৃষ্ট ভূমিতে স্বভাবতঃ আপনা হইতে যে ধান্য উৎপন্ন হয়, তাহার তণ্ডুলের গুণ ঈষৎ তিক্তসংযুক্ত, মধুর, কষায়রস, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটু, বিপাক।

একবার তুলিয়া যাহা বপন করা যায়, তাহাকে বাপিতধান্য কহে। ইহার তণ্ডুল গুণ—মধুর, কষায়রস, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তঘ্ন, কফবর্দ্ধক, মলের অল্পতাকারক, গুরু এবং শীতবীর্য্য।

অবাপিতধান্যের অর্থাৎ বুনাধান্যের তণ্ডুল বাপিতধান্যের গুণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনযুক্ত।

রোপিতধান্যের তণ্ডুল নূতন অবস্থায় শুক্রবর্দ্ধক, এবং

পুরাতন হইলে লঘু। অতি রোপ্যারোপ্য তণ্ডুল, রোপ্যারোপ্য ধান্যের তণ্ডুল অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত ও লঘুপাক। শালিধান্য তণ্ডুলের মধ্যে রক্তশালি ধান্য তণ্ডুলই শ্রেষ্ঠ। এই তণ্ডুলকে দাউদখানী চাউল কহে। ইহার গুণ—বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রবর্দ্ধক, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিপাসা, জ্বর, বিষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনাশক। মহাশালি প্রভৃতি ধান্যের তণ্ডুল রক্তশালি তণ্ডুল অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত। ব্রীহিধান্যের তণ্ডুল মধুর বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী এবং মলবেরিক ও ষষ্টিকতণ্ডুলসদৃশ। এই ষষ্টিকধান্যের তণ্ডুল উদরস্থ হইলেই পরিপাক হয়। ইহাদিগকে ব্রীহিতণ্ডুলও কহে; ইহার গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য লঘু, মলবেরিক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক এবং শালিতণ্ডুলের ন্যায় গুণযুক্ত। এই ষষ্টিকধান্য তণ্ডুল অনেক প্রকার—তন্মধ্যে ষষ্টিকধান্য-তণ্ডুলই ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত। এই তণ্ডুল লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মধুর রস, মৃদুবীর্য্য, ধারক, বলকারক, জ্বরনাশক এবং রক্তশালি তণ্ডুলের ন্যায় গুণযুক্ত।

তৃণধান্যের তণ্ডুল—ঈষৎ উষ্ণ, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলমূত্ররোধক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক।

কঙ্গুধান্যের তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভগ্ন সন্ধানকারক, গুরু, রুক্ষ, কফনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং অতিশয় গুণকর। চীনাকধান্যের তণ্ডুলের গুণ কঙ্গু তণ্ডুলের সদৃশ।

শ্যামক ধান্য-তণ্ডুল শোষক, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, কফ এবং পিত্তনাশক। কোদ্রব-তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য, পিত্ত এবং কফনাশক। বনকোদ্রবধান্য তণ্ডুল উষ্ণবীর্য, ধারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক। নীবার-তণ্ডুল, (উড়ীধানের চাউল) শীতবীর্য্য, ধারক, পিত্তনাশক এবং কফ ও বায়ুজনক।

নূতন তণ্ডুল মধুর রস, গুরু এবং কফকারক। পুরাতন তণ্ডুল লঘু, হিতজনক। ধান্য এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলে পুরাতন হয়। এই ধান্যের তণ্ডুলকে পুরাতন তণ্ডুল বলা যায়। তণ্ডুল পুরাতন হইলে লঘু হয় বটে, কিন্তু বীর্য্য হ্রাস হয় না। বেশী পুরাতন হইলে ক্রমেই স্বীয় বীর্য্য হ্রাস হইতে থাকে। (ভাবপ্রকাশ)। [ধান্য দেখ।]

অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন অর্থাৎ পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তণ্ডুল খাইতে হয়। অগ্রহায়ণমাসে নবান্ন না করিতে পারিলে মাঘ বা ফাল্গুন মাসে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিয়া নূতন তণ্ডুল আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে দিয়া ভক্ষণ করিতে হয়। যিনি পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিতে না পারেন, তাঁহার অন্ততঃ দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া নূতন তণ্ডুল ভোজন বিধেয়। শুভদিনে চন্দ্র ও তারা-বিশুদ্ধিতে নব তণ্ডুল-ভক্ষণ শ্রেয়স্কর। [নবান্ন দেখ।] ভ্রষ্ট তণ্ডুলের গুণ, রুক্ষ, সুগন্ধি ও কফনাশক, পিত্তকারী। (রাজব°)

২ বিড়ঙ্গ। "পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ কৃমিঘ্নোজন্তুনাশনঃ। তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা॥" (ভাবপ্রকাশ) [বিড়ঙ্গ দেখ।]

৩ তণ্ডুলীয়শাক। ৪ হীরকের পরিমাণবিশেষ, ৮টী শ্বেত-সর্ষপে এক তণ্ডুল হয়।

"সিতসর্ষপাষ্টকং তণ্ডুলোভবেৎ।" (বৃহৎসংহিতা ৮০।১২)

তণ্ডুলপরীক্ষা (স্ত্রী) তণ্ডুলেন পরীক্ষা ৩তৎ। দিব্যবিশেষ, নয় প্রকার দিব্য মধ্যে ইহা এক প্রকার। চলিত কথায় চাউলপড়া। বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে—সন্দেহ হইলে বিচারক এই দিব্য প্রয়োগ করিবেন। ইহার বিধান—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক হইলে দেবতাস্নান-জলে একটী নূতন মৃণ্ময়পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। এই রূপে একরাত্রি রাখিবে, বিচারক পরদিন শুচি হইয়া যথানিয়মে আসন পরিগ্রহ করিবেন। পরে যাহাদের উপর সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে স্নান করাইয়া শুদ্ধাচারে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইবেন। পরে একখানা ভূর্জ্জপত্রের উপর অথবা ভূর্জ্জপত্রের অভাবে পিপ্পলপত্রের উপর এই মন্ত্র লিখিবেন।

"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপোহৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মোহপি জানাতি নরস্য বৃত্তং॥"

তৎপরে সেই পত্রিকা তাহাদের মস্তকস্থ করিয়া ঐ তণ্ডুল চর্ব্বণ করিতে দিবেন। সেই সময় যাহার গাত্রকম্প ও তালু শুষ্ক হইবে এবং চর্ব্বণ করিয়া ভূর্জ্জপত্রে বা পিপ্পলপত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে রক্ত দৃষ্ট হইবে, সেই দোষী, পরে বিচারক তাহাকে অপরাধানুসারে দণ্ড দিবেন। (বীরমিত্রোদয়)

তণ্ডুলা (স্ত্রী) তণ্ড-উলচ্ ততষ্টাপ্। ১ বিড়ঙ্গ। ২ মহাসমঙ্গা বৃক্ষ, হিন্দী কগহিয়া। (রাজনি°)

তণ্ডুলাম্বু (ক্লী) তণ্ডুলক্ষালিতং অম্বুঃ মধ্যলো°। তণ্ডুলোদক, চাউল ধোয়া জল, চেপুনীজল। পর্য্যায়—জোঠাম্বু, তণ্ডুলোদক, তণ্ডুলোত্থ। পল পরিমিত তণ্ডুল ৮ গুণ জলে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ইহা ভাবিত করিয়া গ্রহণ করিবে, এই প্রকার জল বিশেষ হিতকর। (বৈদ্যক)

তণ্ডুলিকাশ্রম (পুং ক্লী) তীর্থবিশেষ, যাহারা এই তীর্থে গমন করে, তাহারা ইহলোকে কষ্ট পায় না, অন্তিমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

"অনুমার্গাদপাবৃত্য গচ্ছেত্তণ্ডুলিকাশ্রমং।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥"
(ভারত বন° ৮২ অঃ)

তণ্ডুলী (স্ত্রী) তণ্ডুল-ঙীষ্। ১ যবতিক্তা লতা। ২ শশাণ্ডুলী কর্কটী। ৩ তণ্ডুলীয়শাক। (রাজনি°)

তণ্ডুলীক (পুং) তণ্ডুলীব কায়তি কৈ-কঃ। তণ্ডুলীয়শাক।

তণ্ডুলীয় (পুং) তণ্ডুলায় তণ্ডুলকণায় হিতঃ তণ্ডুল ছ। (বিভাষা-হবিঃপুপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৪) পত্রশাকবিশেষ, চলিত কথায় চাঁপানটে, ক্ষুদেনটে ও গোয়ালনটে কহে। হিন্দী চবরাহ ও অল্পমরষা। পর্য্যায়—অল্পমারিষ, তণ্ডুলীক, তণ্ডুল, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, তণ্ডুলীয়ক, গ্রন্থিল, বহুবীর্য্যা, মেঘনাদ, ঘনস্বন, সুশাক, পথ্যশাক, ক্ষুর্জথু, স্বমিতাহ্বয়, বীর, তণ্ডুলনামা। (Amaranthus polygonoides)। ইহার গুণ শিশির, মধুর, বিষ, পিত্ত, দাহ ও ভ্রমনাশক, রুচিকারক, দীপন ও পথ্য। ইহার পত্রের গুণ হিম, অর্শ, পিত্তরক্ত ও বিষকাশনাশক, গ্রাহক, মধুর, বিপাকে দাহ ও শোষনাশক এবং রুচিকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশের মতে চাঁপানটের পর্য্যায়—কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, বীর, বিষঘ্ন, অল্পমারিষ। ইহার গুণ—লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, রক্তদোষাপহারক, মলমূত্রনিঃসারক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

আরও এক প্রকার তণ্ডুলীয় দেখা যায়, তাহাকে পানীয়তণ্ডুলীয় কহে। এই জল তণ্ডুলীয়কণ্টক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"পানীয়ং তণ্ডুলীয়ঞ্চ কণ্টকং সমুদাহৃতং।" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ তিক্ত, রক্ত, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক ও লঘু। (ভাবপ্র°)

তণ্ডুলীয়ক (পুং) ১ তণ্ডুলীয়শাক, চাঁপানটেশাক। ২ বিড়ঙ্গ।

তণ্ডুলীয়কমূল (ক্লী) তণ্ডুলীয়কস্য মূলং ৬তৎ। তণ্ডুলীয় শাকের মূল, কাঁটানটের শিকড়। ইহার গুণ উষ্ণ, শ্লেষ্মানাশক, রজোরোধকর, রক্তপিত্ত ও প্রদরনাশক। (আত্রেয়সংহিতা)

তণ্ডুলীয়িকা (স্ত্রী) তণ্ডুলীয় স্বার্থে কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্ কাপি অতইৎং। বিড়ঙ্গ। (রাজনি°)

তণ্ডুলু (পুং) তণ্ডুল পুষ্যো° উত্তে সাধুঃ। বিড়ঙ্গ। (শব্দর°)

তণ্ডুলের (পুং) তণ্ডুল বাহুলকাৎ স্বার্থে ঢ্র্। তণ্ডুলীয় শাক।

তণ্ডুলেরক (পুং) তণ্ডুলের স্বার্থে কন্। তণ্ডুলীয় শাক।

তণ্ডুলোত্থ (ক্লী) তণ্ডুলাৎ উত্তিষ্ঠতি উৎ-স্থা-কঃ। তণ্ডুলাম্বু, চাউল ধোয়া জল, চেলনী জল। [তণ্ডুলাম্বু দেখ।]

তণ্ডুলোদক (ক্লী) তণ্ডুলস্য উদকং ৬তৎ। তণ্ডুলক্ষালিত জল, চেলনী জল। [তণ্ডুলাম্বু দেখ।]

তণ্ডুলৌঘ (পুং) তণ্ডুলানামোঘঃ ৬তৎ। ১ তণ্ডুলরাশি। ২ তণ্ডুলরাশির ন্যায় দৃশ্যমান বলিয়া বেড়বাঁশ।

তণ্ডেশ্বর (পুং) ৬২ জন শিবভক্তের মধ্যে এক প্রধান ভক্ত। [তণ্ডি দেখ।]

তৎ (অব্য) ১ হেতু। (অমর)

"তদঙ্গমগ্র্যং মঘবন্ মহাক্রতো।" (রঘু ৩।৪৬)

তৎ এই অব্যয় শব্দ হেত্বর্থে ব্যবহৃত হয়। (ত্রি) তন-ক্বিপ্। ২ বিস্তারক। (ক্লী) ৩ ব্রহ্মের নামবিশেষ।

"ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥" (গীতা ১৭।২৩)

ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নাম। এই ত্রিবিধ নাম দ্বারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপ ওঁকারপূর্ব্বক উদাহৃত হইয়া থাকে। (ত্রি) (সর্ব্বনাম) বুদ্ধিস্থ।

তৎ, পরামর্শবিশেষ। সেই, তিনি, বিশেষ্য শব্দের পরিবর্ত্তে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ।" (শব্দশ°)

যৎ ও তৎ শব্দের সহিত নিত্য সম্বন্ধ। যৎ শব্দ প্রয়োগ করিলেই তৎ শব্দের প্রয়োগ করিতেই হইবে। কিন্তু তৎ শব্দ যদি প্রসিদ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে যৎ শব্দের প্রয়োগ না করিলেও চলিতে পারে।

তত (ক্লী) তনোতি তন-তন্ (তনিমৃঙ্ভ্যাং কিচ্চ। উণ্ ৭।৮) ১ বীণাদিবাদ্য যন্ত্র, যে সকল বাদ্য-যন্ত্র তন্ত্র বা তার-সংযোগে বাদিত হয়।

"সততন্ত্রীঘনত্বহীনং ভিন্নকীকৃতা সড়জং।" (মাঘ ১১ স°)

'সততং বীণাদিবাদ্যসহিতং।' (মল্লিনাথ)

যেমন বীণা, সেতার, রবাব, সারঙ্গী, রঞ্জনী, তম্বুরা, কানুন, সুরশৃঙ্গার, এস্রার, একতারা ও গোপীযন্ত্র প্রভৃতি। (যন্ত্রকোষ) ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার ধনুঃযোগে বাদিত হয়, তাহাদিগকে ধনুঃযন্ত্র কহে যথা বেহালা, এস্রার ইত্যাদি। অপর প্রকার অঙ্গুলিত্র বা কোণযোগে বাদিত হয়, উহাদিগকে অঙ্গুলিত্রযন্ত্র কহে। (সঙ্গীতর°) (ত্রি) তন-ক্ত। ২ বিস্তারিত। ৩ ব্যাপ্ত। ৪ বায়ু। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ৫ বিস্তার, সন্তান। ৬ পিতা। ৭ পুত্র। "কারুরহং ততো ভিষক্" (ঋক্ ৯।১১২।৩) ততইত সন্তান নাম তন্তুতেস্বাৎ ততঃ পিতা তন্তুতেহসৌ ততঃ পুত্রো বা° (সায়ণ)

ততস্ত্র (ক্লী) সঙ্গীতশাস্ত্রে অনুমাত্রা।

ততদিন (দেশজ) সেই অবধি।

ততস্থষ্টি (পুং) ততং ধর্ম্মসন্ততিং স্নুদতি বষ্টি কামস্তে কামান্ স্নুদ-ড়ু বশ-ক্তিচ্। ধর্ম্মসন্ততিনোদক, ধর্ম্মসন্ততিকামুক। "অপাপশক্রস্ততস্থষ্টিমূহতি" (ঋক্ ৫।৩৪।৩) 'ততং ধর্ম্মসন্ততিং স্নুদতি বষ্টি কাময়তে কামান্ ততস্থষ্টি।' (সায়ণ)

ততপত্রী (স্ত্রী) ততং বিস্তৃতং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। (শব্দচ°)

ততম (ত্রি) তেষাং মধ্যে নির্দ্ধারিতো যোঽসৌ তদ্ ডতমচ্। (বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্। পা ৫।৩।৯৩) বহুর মধ্যে তিনি, অনেকের মধ্যে সেই।
"স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যদিদং।"
(ঐতরেয়োপনি° ৩।১২।১৩)

ততর (ত্রি) তয়োর্মধ্যে নির্দ্ধারিতো যোঽসৌ তদ্ ডতরচ্। (কিংযত্তদো নির্দ্ধারণে দ্বয়োরেকস্য ডতরচ। পা ৫।৩।৯২) দুই জনের মধ্যে তিনি।

ততস্ (অব্য) তদ্-তসিল্। তদ্ শব্দের উত্তর সকল বিভক্তিতে তসিল্ হয়। অনন্তর, তন্নিমিত্ত, সেই হেতু, তথায়, সেই স্থানে, তবে, তৎকর্তৃক। প্রথমাদির অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হইলে সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ততঃপ্রভৃতি (অব্য) সেই অবধি, তদবধি।

ততস্ততঃ (অব্য) ততঃততঃ বীপ্সায়াং দ্বিত্বং। তাহার পর তাহার পর। "ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা" (শকুন্ত° ১ অ°)

ততস্তরাং (অব্য) হেতুভূতয়োঃ দ্বয়োর্মধ্যে একস্যাতিশয়ে ততঃতরপ্। হেতুস্বরূপ দুইটীর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ।

ততস্তমাং (অব্য) হেতুভূতানাং বহূনাং মধ্যে একস্যাতিশয়ে ততঃ তমপ্। হেতুস্বরূপ বহুর মধ্যে একটীর উৎকর্ষ।

ততস্ত্য (ত্রি) ততস্তত্র ভবঃ ততঃ ত্যপ্। তত্র ভব, তত্রত্য, তদাগত, তজ্জাত, তৎসম্বন্ধি। "ততস্ত্যয়াং বিনিস্তমক্ষমা" (মাঘ)

ততামহ (পুং) ততস্য পিতুঃ পিতা পিতরি তত ডামহঃ। পিতামহ। "অস্মাকং তাবকানমবনতানাং ততামহ॥" (ভাগ° ৬।৯।৪১) কোন কোন পুস্তকে তত তত এইরূপ পাঠ দেখা যায়। সেইস্থলে তত তত ইহার অর্থও পিতামহ।

ততি (স্ত্রী) তন-ক্তিন্। ১ শ্রেণী। ২ সমূহ। ৩ বিস্তার। "বিশ্রব্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভিঃ মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে।" (শকুন্তলা)
(ত্রি) তৎ পরিমাণং যেষাং তৎ ডতি। তৎ পরিমাণ, ততগুলি। এই ততি শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

ততিথী (স্ত্রী) তাবতীনাং পূরণী তাবৎ ডট্ তিথুডাগমঃ ঙীপ বেদে অবশব্দলোপঃ। "তাবতের পূরণীভূত। "পরিমিদেশ ততিথীঃ সমাং" (শত° ব্রা° ১।৮।১।৫) 'তাবতিথীমিতি প্রাপ্তে ছান্দসোঽবশব্দলোপঃ।' (ভাষ্য°)

ততিধা (অব্য) ততঃ প্রকারে ততিধাচ্। তত প্রকার।
"তাবন্তেজস্ততিধা বাজিনানি" (অথর্ব্ববে° ১২।২।৩।২)

ততুরি (ত্রি) তুর্ব্ব হিংসায়াং কি দ্বিত্বং পৃষো° সাধুঃ। ১ হিংসক। "সত্তো হ্যয়া তিরন্তে ততুরিঃ" (ঋক্ ৬।৬৮।৭) 'ততুরিঃহিংসক°' (সায়ণ) ২ তারক। "দদথুর্মিত্রাবরুণং ততুরিং" (ঋক্ ৪।৩৯।২) 'ততুরিং তারকং' (সায়ণ)

ততৃপি [তাতৃপি দেখ।]

তৎকর (ত্রি) তৎ করোতি তৎ-কৃঞ-ট। তৎপদার্থকারক।

তৎকাল (পুং) স চাসৌ কালশ্চেতি কর্ম্মধা°। ১ বর্ত্তমানকাল। ২ সেই সময়, সেইকাল। (ত্রি) স কালো যস্য বহুব্রী। ৩ তৎকালবৃত্তি। "প্রতিনিধৌ তৎকালাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৪।১৫) 'সকালো যস্যাসৌ তৎকালঃ ভাবপ্রধানোনির্দ্দেশঃ প্রতিনিধেস্তৎকালত্বাৎ যতঃ প্রতিনিধেঃ স এব কালো যো মুখ্যদ্রব্যস্যাভাবঃ,(কর্ক)

তৎকালধী (ত্রি) তস্মিন্কালে কার্য্যকালে ধী উপস্থিতা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার সেই সময়ে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।

তৎকাললবণ (ক্লী) বিট্লবণ।

তৎকালসংক্রান্ত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সংক্রান্ত ৭ তৎ। সেই সময় যাহা ঘটিয়াছে।

তৎকালসম্ভূত (ত্রি) তস্মিন্ কালে সম্ভূতঃ ৭তৎ। সেই সময় যাহা উৎপন্ন হইয়াছে।

তৎকালে (দেশজ) সেই সময়ে।

তৎকালোচিত (দেশজ) সেই সময়ের উপযুক্ত।

তৎক্রিয় (ত্রি) বেতনং বিনা স্বভাবতঃ সা ক্রিয়া কর্ম্ম যস্য বহুব্রী। কর্ম্মকরণশীল, বেতন বিনাদুভারবহনাদি কর্ত্তা, কর্ম্মকার। (অমর)

তৎক্ষণ (পুং) স চাসৌ ক্ষণঃ কালঃ কর্ম্মধা। সদ্য, তখনই, সেইক্ষণে। "আপ্লেন তক্ষা ভিয়জেব তৎক্ষণঃ।" (মাঘ)

তৎক্ষণাৎ (দেশজ) তখনই, অবিলম্বে।

তৎক্ষণে (দেশজ) সেই সময়ে, তখনই।

তত্তুল্য (ত্রি) তাহার সমান, তৎসদৃশ, তৎসম।

তত্ত্ব (ক্লী) তনোতি সর্ব্বমিদং তন-ক্বিপ্ তুক্চ পৃষো° সাধুঃ। তস্য ভাবঃ তৎ-ত্ব। ১ যাথার্থ। ২ স্বরূপ। ৩ ব্রহ্ম। (অমর) ৪ অনারোপিত স্বরূপ পরমাত্মা। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" (শ্রুতি) এই সকল জগৎই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই ব্রহ্ম। ৫ বিলম্বিত বাদ্যাদি। ৬ চেতঃ। ৭ বস্তু। ৮ সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, কার্য্য দেখিয়া ইহার কারণ অনুমান করাই সঙ্গত। পূর্ব্বে বস্তু না থাকিলে কোন বস্তু উৎপন্ন হয় না। মনুষ্যের শৃঙ্গ থাকা যেমন অসম্ভব, অসৎ অর্থাৎ অবস্তু হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। কেননা প্রত্যেক বস্তুরই উপাদানকারণ আছে,

ইহা স্বতঃপ্রসিদ্ধ। যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট ও সূত্র হইতে পট ইত্যাদি। অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, এই জগতের মূল কোন তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্ব প্রথমতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ।

আদিকারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্যপরম্পরার উৎপত্তি হয় বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা আদিকারণকেই প্রকৃতি বলিয়াছেন। কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণপরম্পরা থাকে, তাহা হইলেও এক স্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবে। প্রকৃতি সেই আদিকারণের সংজ্ঞামাত্র। এই প্রকৃতি হইতে তত্ত্বসমুদয় আবির্ভূত হইয়াছে। প্রকৃতিতে উত্তম, মধ্যম ও অধম অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ এই তিনটী গুণ দেখা যায়। সুতরাং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তত্ত্ব সকলেও ঐ ঐ গুণসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই জন্যই জগৎ সুখ, দুঃখ ও মোহময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

তত্ত্ব পদার্থ গুণ হওয়া অসম্ভব, কারণ গুণ হইতে পদার্থ বা তত্ত্ব উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণদ্রব্য নহে, পদার্থ দ্রব্য।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহঙ্কার, মন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব।

এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্বই এই জগতের মূল কারণ। এই তত্ত্ব সমূহ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার যখন এই জগতের নাশ হইবে, তখন এই তত্ত্বসমূহও প্রকৃতিতেই লীন হইবে। আবার সৃষ্টির প্রথমে প্রকৃতি হইতে তত্ত্বসমূহ উৎপন্ন হইবে।

প্রকৃতি হইতে এই প্রকারে তত্ত্বসকল উৎপন্ন হয়। প্রথম প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব (বুদ্ধি), মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূততত্ত্ব, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, আবার সৃষ্টির বিলোপকালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহঙ্কারতত্ত্বে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইবে। সেই সময় প্রকৃতি ও পুরুষমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।* (সাংখ্যদ°)

পাতঞ্জলদর্শনের মতে তত্ত্ব ষড়্বিংশতি, সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি ও ঈশ্বর মায়াবাদী বৈদান্তিকদিগের মতে ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব তাহা ভিন্ন আর কিছুই তত্ত্ব নহে, কেবল মায়াকল্পিত। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সকলই ব্রহ্মময়, যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা সকলই ব্রহ্ম, এইজন্য একমাত্র ব্রহ্মই পরমার্থতত্ত্ব, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য তত্ত্বান্তর নাই।

মায়া পরব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু স্থলান্তরে তিনি নিত্য মুক্তস্বভাব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

বৈদান্তিকেরা একটী উপমা দিয়া এই দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধকথার সামঞ্জস্য করিয়া থাকেন। যেমন বৃক্ষশ্রেণীর অভ্যন্তর দিয়া উহার অন্তরালস্থ মহান্ আকাশ দর্শন করিলে সেই আকাশ খণ্ড খণ্ড দেখায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না। সেইরূপ ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেও বাস্তবিক অবচ্ছিন্ন হয় না। তিনি স্বভাবতঃ পূর্ণ ও মুক্ত স্বরূপ, সেইরূপই থাকেন।

বেদান্তের মতে পরব্রহ্ম নির্গুণ, নির্ব্বিকার ও চিন্ময়স্বরূপ। জগৎ যদি ভ্রম হইল, তাহা হইলে তিনি জগৎকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যাদি যে সকল উক্ত হইয়াছে, ইহা সত্য নহে, আরোপমাত্র। বাস্তবিক স্বরূপ নয়। জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়; অয়মাত্মা, অহংব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মই এক তত্ত্ব, তদতিরিক্ত অন্য কোন তত্ত্ব নাই। [বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্ম ও প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

চতুস্তত্ত্ব তেজঃ অপ পৃথিবী আত্মা। পঞ্চতত্ত্ব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। ষট্‌তত্ত্ব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, পরমাত্মা।

সপ্ত তত্ত্ব পঞ্চমহাভূত, জীব ও পরমাত্মা। নবতত্ত্ব পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্ষিতি। একাদশতত্ত্ব শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, মনঃ।

ত্রয়োদশ তত্ত্ব নভঃ, বায়ু, জ্যোতি, অপ্, ক্ষিতি, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, ঘ্রাণ, জিহ্বা, মন, জীবাত্মা, পরমাত্মা। ষোড়শতত্ত্ব পঞ্চভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ। সপ্তদশতত্ত্ব ষোড়শতত্ত্ব ও আত্মা।

শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মতে শূন্যই একমাত্র জগতেরতত্ত্ব ভাব অর্থাৎ যাহা আছে বলিয়া অনুভূত হয় তাহার ঐকান্তিক অভাব বা বিনাশ। সেই বিনাশ বস্তুমাত্রেরই স্বধর্ম্ম বা স্বভাব। শূন্যবাদিদিগের মনোভাব এই যে, বস্তুর আদিতে উৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্য বা অভাবই তত্ত্ব, শেষেও শূন্য বা অভাব। মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ স্থায়িত্ব দেখা যায়, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাও অভাব বা শূন্য বলিয়া গ্রাহ্য। সুতরাং

---

* "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থাপ্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ।" (সাংখ্যদ° ১।৬১)

"প্রকৃতের্মহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদ্‌গণশ্চষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চেভ্যঃ পঞ্চভূতানি।" (সাংখ্যকা°)

শূন্যতত্ত্ববাদীদিগের মতে, মৃত্যুর পর শূন্য ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। অতএব মরিলেই মুক্তি। শূন্যই তত্ত্ব শূন্যই সার, ইহা মূঢ়বুদ্ধি কুতার্কিকদিগের প্রলাপ; শূন্যবাদী নাস্তিকবুদ্ধি মোহবশতঃ ঐ রূপ জল্পনা করে। তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না।

চার্ব্বাকের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, এই চারিটী তত্ত্ব, ইহাই জগতের কারণ। এই চারিভূত হইতেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই চারিটী ভিন্ন অন্য কোন তত্ত্বান্তর নাই। (চার্ব্বাক)

কোন অর্হৎদিগের মতে জীব ও অজীব এই দুই তত্ত্ব, ইহাই জগতের আদিকারণ। অপর অর্হৎদিগের মতে জীব, আকাশ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদ্গল, অস্তিকায় এই ৫টী তত্ত্ব। এই ৫টী তত্ত্বই জগতের মূল।

অপর অর্হৎদিগের মতে জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জর, মোক্ষ এই ৭টী তত্ত্ব। [জৈন দেখ।]

দ্বৈতবাদী পূর্ণপ্রজ্ঞাচার্য্যদিগের মতে তত্ত্ব দুই প্রকার—স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। রামানুজদিগের মতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিতত্ত্ব।

পাশুপতশাস্ত্রবিৎ নকুলীশাচার্য্য শৈবাদিগের মতে পতি, পশু ও পাশ এই ত্রিবিধ তত্ত্ব।

জ্যোতিষে তত্ত্বের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—তত্ত্ব ৫ প্রকার—পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। ইহাদিগের গুণ—অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্, লোম এই ৫টী পৃথ্বীতত্ত্বের গুণ। শুক্র শোণিত, মজ্জা, মল, মূত্র, এই ৫টী জলতত্ত্বের গুণ। নিদ্রা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, আলস্য এই ৫টী তেজস্তত্ত্বের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচন ও প্রসারণ এই ৫টী বায়ুতত্ত্বের গুণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশতত্ত্বের গুণ।" আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির এবং অগ্নি হইতে জলের ও জল হইতে মহীর উৎপত্তি হইয়াছে। মহী জলেতে, জল রবিতে এবং রবি বায়ুতে লয় হয়। এই পঞ্চতত্ত্ব হইতে সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথ্বীতত্ত্বের ৫টী গুণ। জলের ৪টী গুণ। তেজের ৩টী গুণ। বায়ুর গুণ দুইটী। আকাশের এক গুণ। পৃথ্বী গন্ধতন্মাত্র। জল রসতন্মাত্র। অগ্নি রূপতন্মাত্র। বায়ু স্পর্শতন্মাত্র। আকাশ শব্দ তন্মাত্র। এই ৫টী পঞ্চতত্ত্বের গুণ।

তত্ত্বের প্রকৃতি। পৃথ্বীতত্ত্ব কঠিন, জল শীতল, অগ্নি উষ্ণ, বায়ু চর ও আকাশ স্থির।

তত্ত্বের স্থান। পৃথ্বীতত্ত্বের স্থান নাভির উপরদেশ, জলতত্ত্বের স্থান মস্তিষ্ক, অগ্নিতত্ত্বের স্থান পিত্ত, বায়ুতত্ত্বের স্থান নাভিদেশ এবং আকাশতত্ত্বের স্থান মস্তক।

তত্ত্বের দ্বার। পৃথ্বীতত্ত্বের দ্বার মুখ, জলতত্ত্বের দ্বার লিঙ্গ, অগ্নির নেত্রদ্বয়, বায়ুর উভয় নাসিকা এবং আকাশতত্ত্বের দ্বার কর্ণদ্বয়।

তত্ত্বদ্বারের ক্রিয়া। পৃথ্বীতত্ত্বদ্বারের ক্রিয়া ভোজন, জলদ্বারের ক্রিয়া বমন, অগ্নিদ্বারের সৃষ্টি, বায়ু-দ্বারের আঘ্রাণ এবং আকাশদ্বারের ক্রিয়া শব্দ।

তত্ত্বের গুণ। পৃথ্বীতত্ত্বের ভয়, জলের লোভ, অগ্নির লজ্জা, বায়ুর সন্তোষ এবং আকাশের দুঃখ।

এক এক তত্ত্ব মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের উদয়চক্র—

পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল।
জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু	অগ্নি।
অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ	বায়ু।
বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী	আকাশ।
আকাশ	বায়ু	অগ্নি	জল	পৃথ্বী।

প্রায় অনেকেই অবগত আছেন যে, শ্বাস-প্রশ্বাস অহরহ উভয় নাসিকার সমানরূপে বহন হয়, কিন্তু তাহা ভ্রমমাত্র। শ্বাস-প্রশ্বাস জোয়ার-ভাটার ন্যায় চন্দ্র-সূর্য্যের ও অন্যান্য গ্রহাদির আকর্ষণে এবং তিথিঅনুসারে যথানিয়মে ইড়া, পিঙ্গলা অর্থাৎ বাম কিংবা দক্ষিণ নাসাপুটমধ্যে প্রথমতঃ সূর্য্যোদয়কালে উদয় হয়। পরে এক এক নাসিকা আড়াই দণ্ড (ইংরাজি একঘণ্টা) কাল স্থিতি হইয়া উভয় নাসিকায় ২৪ বার সংক্রমণ হইয়া থাকে। ঐ আড়াই দণ্ডকাল যখন কোন নাসিকার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস বহন হয়, তৎকালে পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চতত্ত্বের উদয় হয়। পৃথ্বীতত্ত্ব উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) কাল অবস্থিতি করে; ঐরূপ জলতত্ত্ব ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট), অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল (ইংরাজি ১২ মিনিট), বায়ুতত্ত্ব ২০ পল (ইংরাজি ৮ মিনিট), আকাশতত্ত্ব ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) উদয় হইয়া স্থিতি থাকে।

প্রতি নাসাপুটে বায়ুবহনকালে পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ত্বের বিবরণ নিম্নলিখিত উপায়ে জানিতে পারা যায়। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা নিরূপণ, দ্বিতীয়ে শ্বাসের সন্ধান, তৃতীয়ে স্বরের চিহ্ন, চতুর্থে বায়ুর গতি, পঞ্চমে বর্ণ, ষষ্ঠে তত্ত্বের উপদেশস্থান, সপ্তমে সাধুর নিকট উপদেশ-গ্রহণ, অষ্টমে গতির লক্ষণ জানিতে হইবে। প্রাতঃকালে যত্নপূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা উভয় নাসাপুট ধারণ করিয়া তত্ত্বাদি জ্ঞাত হইবে।

পৃথ্বীতত্ত্বের লক্ষণ নাসিকারন্ধ্রের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া অন্য কোন পার্শ্বে না ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। ঐ শ্বাস দ্বাদশা-

স্থুল পর্য্যন্ত নির্গত হয়। তৎকালে গলায় মধুর রস উৎপত্তি হইবে। এই সময় কেবল মনে পীতবর্ণ বিষয় চিন্তা হইবে। কোন প্রকরণ করিলে পীতবর্ণ দর্শন হইবে। উত্তম দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিলে চতুষ্কোণ এবং পীতবর্ণ দৃষ্টি হইবে। জানুদেশে ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে ৫০ পল কাল এই অবস্থায় স্থিত থাকিবে। এইরূপ কার্য্য হইলে তাহাকে পৃথ্বীতত্ত্ব বলিয়া জানিতে হইবে। রবিগ্রহের আকর্ষণে বাম নাসিকায় পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয় এবং দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে যখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হয়, তখন বুধগ্রহ তাহার অধিপতি হন। পৃথ্বীতত্ত্বের নক্ষত্র ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৭ রেবতী, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৭ অনুরাধা, ২২ শ্রবণা, অভিজিৎ, ২১ উত্তরাষাঢ়া।

জলতত্ত্বের লক্ষণ। ইহার গতি অধোগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের নিম্নভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হইবে। শ্বাসের পরিমাণ ১৬ আঙ্গুল হইবে। তখন গলায় কষায় রস অনুভব হয়, দর্পণে নিশ্বাস ফেলিলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। মনে শ্বেতবর্ণ উদয় হইবে। কোন প্রকরণ করিলে শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। পাদান্তে ইহার স্থিতিও আড়াই দণ্ড মধ্যে ৪০ পল কাল। এই সকল কার্য্যই জলতত্ত্বের লক্ষণ জানিবে। দক্ষিণ নাসিকাবহনকালে শনিগ্রহ ইহার অধিপতি হয় এবং বাম নাসিকা বহনকালে চন্দ্র এই তত্ত্বের অধিপতি হয়। এই তত্ত্বের নক্ষত্রের নাম ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ৯ অশ্লেষা, ১৯ মূলা, ৬ আর্দ্রা, ৪ রোহিণী, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ, ২৪ শতভিষা। অগ্নিতত্ত্বের লক্ষণ—ইহার গতি ঊর্দ্ধগামী অর্থাৎ নাসিকাপুটের উপরিভাগে ঠেকিয়া শ্বাস বহন হয়। প্রশ্বাসের পরিমাণ ৪ আঙ্গুল। গলাতে তিক্ত রসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিশ্বাসত্যাগ করিলে ত্রিকোণাকার ও রক্তবর্ণ দৃষ্টি হইবে। আড়াই দণ্ড মধ্যে ৩০ পল ঐ ভাবে স্থিতি থাকবে এবং রক্তবর্ণ মনে উদয় হইবে ও কোন প্রকরণ করিলে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইবে; স্কন্ধদেশে ইহার স্থিতি, দক্ষিণ নাসিকা বহনকালে মঙ্গলগ্রহ ইহার অধিপতি এবং বাম নাসিকাবহনকালে শুক্রগ্রহ ইহার অধিপতি। এই তত্ত্বের যে যে নক্ষত্র তাহাদের নাম ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৮ পুষ্যা, ১০ মঘা, ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ, ১৫ স্বাতি। বায়ুতত্ত্বের লক্ষণ—শ্বাস তির্য্যক্‌গামী অর্থাৎ নাসাপুট মধ্যে তির্য্যক্‌রূপে পার্শ্বে ঠেকিয়া বহন হয়। ঐ বায়ুর পরিমাণ ৮ আঙ্গুল। ঐ সময় গলায় অম্লরসের উৎপত্তি হয়, দর্পণে শ্বাস নিক্ষেপ করিলে গোলাকৃতি ও শ্যামবর্ণ কিংবা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। নাভিমূলে ইহার স্থিতি। দক্ষিণনাসিকা-বহনকালে অধিপতি রাহু, বাম নাসিকা বহনকালে অধিপতি বৃহস্পতি। এই তত্ত্বে নক্ষত্রগণের নাম ১৬ বিশাখা, ১২ উত্তরফল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ৭ পুনর্ব্বসু, ১ অশ্বিনী, ৫ মৃগশিরা।

আকাশতত্ত্বের লক্ষণ। সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ নাসাপুটের সর্ব্বস্থান দিয়া বায়ু নির্গত হয়। সর্ব্বগামী এইজন্য পরিমাণ স্থির করা যায় না। গলায় কটুরসের উদ্ভব হয়। দর্পণে নিঃশ্বাস ফেলিলে বিন্দু বিন্দু নানা রকমের বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং মিশ্রিতবর্ণ মনে হয়। ইহার স্থিতি আড়াই দণ্ডকাল মধ্যে মস্তকে ১০ পল মাত্র। এই তত্ত্ব সর্ব্বকার্য্যে নিস্ফল। এজন্য এ তত্ত্ব বহন সময় কোন কার্য্যাদি করিতে নাই, করিলে সেই কর্ম্ম সিদ্ধি হয় না।

পৃথ্বীতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, জলতত্ত্বের বিষ্ণু, অগ্নিতত্ত্বের রুদ্র, বায়ুতত্ত্বের ঈশ্বর ও আকাশতত্ত্বের সদাশিব।

পৃথ্বী কিংবা জলতত্ত্ব-সময় প্রশ্ন হইলে কর্ম্মের শুভফল হয়। বহ্নিতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল। বায়ু কিংবা আকাশতত্ত্ব সময় প্রশ্ন হইলে হানি ও মৃত্যুকর ফল হয়।

অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে মারণাদি কার্য্য করিবে। জলতত্ত্ব-বহনকালে শান্তিকার্য্য, বায়ুতত্ত্বে উচ্চাটন, পৃথ্বীতত্ত্বে স্তম্ভনাদি কার্য্য, আকাশতত্ত্ব সময় কোন কার্য্য করিবে না। পৃথ্বীতত্ত্ব সময়ে স্থিরকার্য্য ও জলতত্ত্ব সময়ে চর-কার্য্য করিবে।

জলতত্ত্ব পশ্চিমদিকের অধিপতি, পৃথ্বীতত্ত্ব পূর্ব্বদিকের, অগ্নিতত্ত্ব দক্ষিণদিকের, বায়ুতত্ত্ব উত্তরদিকের, আকাশতত্ত্ব ঊর্দ্ধ-অধঃ মধ্যস্থলে এবং অগ্নি, ঈশান, বায়ু, নৈঋতদিকের অধিপতি।

পঞ্চতত্ত্বের উদয় ও স্থিতি জানিবার উপায়।—৬ ঘণ্টা হইতে ৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যখন বাম নাসিকার বায়ু বহন হইবে, তখন পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়া ৫০ পল (ইংরাজি ২০ মিনিট) পর্য্যন্ত স্থিতি। তৎপরে জলতত্ত্বের উদয় হইয়া ৪০ পল (ইংরাজি ১৬ মিনিট পর্য্যন্ত), তৎপরে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইয়া ৩০ পল (ইং ১২ মিনিট), তৎপরে বায়ুতত্ত্বের উদয় হইয়া ২০ পল (ইং ৮ মিনিট) তাহার পর আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়া ১০ পল (ইংরাজি ৪ মিনিট) পর্য্যন্ত স্থিতি হইবে। বামনাসাপুটে বায়ুর স্থিতি-সময় তত্ত্বের উদয় ও স্থিতির উদাহরণ।

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৬	২০	পৃথ্বী	বৃহস্পতি
৬	৩৬	জল	শুক্র
৬	৪৮	অগ্নি	বুধ
৬	৫৬	বায়ু	চন্দ্র
৭	০	আকাশ	০

দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুর স্থিতিকালে তত্ত্বের উদয়—

ঘণ্টা	মিনিট	তত্ত্ব	গ্রহ
৭	২০	পৃথ্বী	রবি
৭	৩৬	জল	শনি
৭	৪৮	অগ্নি	মঙ্গল
৭	৫৬	বায়ু	রাহু
৮	০	আকাশ	০

এই নিয়মে কোন্ সময় কোন্ তত্ত্বের উদয় হইবে তাহা জানিতে পারিবে।

তত্ত্বজ্ঞ (ত্রি) তত্ত্বং জানাতি তত্ত্ব-জ্ঞা-কঃ। তত্ত্বজ্ঞানী, যাহার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়াছে। এই জগতে সকল বস্তুই দুঃখময় ইহা জানিয়া যাঁহারা তত্ত্বকে (ব্রহ্ম) জানিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সমাধির আবশ্যক।

[জীবন্মুক্ত দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞান (ক্লী) তত্ত্বস্য ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানঃ ৬তৎ। ব্রহ্মজ্ঞান। নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ পদার্থের জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান, * ইহার স্বরূপ জানিতে পারিলে জীব অপবর্গ লাভ করিতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান না হয়, ততদিন অপবর্গ হইতে পারে না। (ন্যায়দর্শন)

সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। পুরুষ যখন নিরন্তর দুঃখে অভিভূত হইয়া প্রকৃতির তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবে, 'সুখ, দুঃখ ও মোহময়ী প্রকৃতির মায়ায় অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে, আমি পুরুষ নির্গুণ, নির্লেপ, সচ্চিদানন্দময়, প্রকৃতি, আমাকে এতদিন বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন হইতে সাবধান হওয়া আবশ্যক।' এইরূপ জ্ঞান হইলে পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক্ থাকিবার চেষ্টা করিবে। প্রকৃতি ও পুরুষের এই প্রকার ভেদজ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান। এইমতে প্রত্যেক পুরুষের (জীবাত্মার) কোনও এক সময়ে তত্ত্বজ্ঞান হইবেই হইবে। যতদিন না এই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষসঙ্গ হইতে বিরত হইবে না। প্রকৃতি পুরুষের এইজ্ঞান উৎপন্ন করাইয়া নিবৃত্ত হইবে। (সাংখ্যদ°)

বেদান্তমতে জীব অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত হইয়া বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারে না। রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে পরিদৃশ্যমান জগৎ অবলোকন করে। জগতে যাহা কিছু দেখা যায়, সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু অবিদ্যাভিভূত জীব জগতে ব্রহ্মকে অবলোকন না করিয়া ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি দেখিয়া থাকে, যতদিন না অবিদ্যা নাশ হইবে, ততদিন ব্রহ্মের স্বরূপ কিছুতেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না।

অবিদ্যা নাশ হইলেই আর জগৎ দেখিতে পাইবে না, তখন দেখিবে জগৎই ব্রহ্ম। পূর্ব্বে যাহা বিচিত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, তাহাই দেখিবে ইহা আর কিছুই নহে, কেবল ব্রহ্ম, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (শ্রুতি) সকলই ব্রহ্মময়। তখন আর "ত্বং অহং" তুমি আমি ভেদ থাকিবে না, সকলই অহংপদবাচ্য হইবে। এই প্রকার জ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান।

জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবামাত্র ব্রহ্ম হয়, আত্মজ্ঞ সংসার-দুঃখ অতিক্রম করে ইত্যাদি বহুতর শ্রুতিবাক্য প্রমাণে ও তদনুকূলযুক্তিতে স্থির হয় যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত জীবের দুঃখাতীত হইবার আর কোন উপায় নাই, ব্রহ্মই আমি, ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম তত্ত্বজ্ঞান, এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী মাত্র। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। তদ্ভিন্ন শ্রবণ শ্রবণ নহে। ইহার একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে।

মনে কর, তোমার বাটীতে গিয়া তোমার চাকরকে কহিলাম 'তামাক সাজ' সে তামাক সাজিল না, পরে আমি দুঃখিত হইয়া কহিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই। এখন দেখ, সত্য সত্যই কি তোমার চাকর, আমার কথা শুনে নাই, "তামাক সাজ" এ শব্দ কি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা মনে স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অর্থাৎ সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই।

অতএব উপর উপর শুনা শুনা নহে। শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্ত্বমসি বাক্যও শ্রবণ করে এবং তাহার অর্থও আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। অথচ অনেকে বেদান্ত অধ্যয়ন না করিয়াও তত্ত্বমসি এই বাক্য না শুনিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। শাস্ত্রে কথিত আছে, কপিল, বামদেব প্রভৃতি জন্ম হইতে তত্ত্বজ্ঞানী, সুতরাং শ্রবণের জন্য তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়, এই জন্য আচার্য্যদেব শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে

* "প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্কনির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" (গৌতমসূ° ১)

চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণ-ফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। তাহাতে তাহার কারণ-তার অভাব থাকে না। যেমন অগ্নিসংযোগ থাকিলেও মণি-মন্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহ-কার্য্য অবরুদ্ধ থাকে, তেমনি শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় হয়। কপিল প্রভৃতির তাহাই হইয়াছিল। তাহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এজন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য ইহজন্মে তাহাদের শ্রবণ-মননাদি করিতে হয় নাই। অতএব শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। তত্ত্বমসি মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভববোধ প্রভৃতি ঘটনা হয়, সে ঘটনা মনন দ্বারা নিবারিত হয়, মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম অন্য কিছু নহি এ অনুভব না হয়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অনুভব স্থিরতর হয়। অন্যথা হইলে তত্ত্বজ্ঞান হইবে না।

কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মূল কারণ, শ্রবণ ও মনন তাহার সহায়। আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরু-মরীচিকায় জল-ভ্রান্তি, সেই প্রকার ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান-অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে, সুতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে, রজ্জু সর্পের ন্যায় মিথ্যা এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, তখন আপনা-আপনি "অহং" অর্থাৎ আমি এই জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহংজ্ঞান-ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। তত্ত্বজ্ঞানই জীবের একমাত্র উদ্ধারের উপায়, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে, তাহাকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলা যাইতে পারে। এই তত্ত্বজ্ঞান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মনোবৃত্তির অতীত, সুতরাং গুণাতীত। এখন যাহা সুখ-দুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সে সুখ-দুঃখের অতীত। (বেদান্ত)

তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন (ক্লী) তত্ত্বজ্ঞানস্য অহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকারস্য অর্থঃ তস্য দর্শনং ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত আলোচন ও মোক্ষের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান-সাধন। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য নিখিল দুঃখ নিবৃত্তিরূপ ও পরম আনন্দপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহার আলোচনাই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন। [মোক্ষ দেখ।]

তত্ত্বজ্ঞানী (পুং) তত্ত্বস্য জ্ঞানমস্যাস্তি জ্ঞান-ইনি। ব্রহ্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]

তত্ত্বতঃ (অব্য) তত্ত্ব-তসিল্। পরমার্থতঃ, যথার্থরূপে, বস্তুতঃ।

তত্ত্বতা (স্ত্রী) তত্ত্ব ভাবে-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। যথার্থতা, পরমার্থতা।

তত্ত্বদর্শ (ত্রি) ১ যে তত্ত্ব দর্শন করিয়াছে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে। (পুং) ২ সাবর্ণি মন্বন্তরের ঋষিভেদ।

তত্ত্বদর্শিতা (স্ত্রী) তত্ত্বদর্শিনো ভাবঃ তত্ত্বদর্শিন্ তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। বিচক্ষণতা, তত্ত্বজ্ঞতা, দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা।

তত্ত্বদর্শিন্ (পুং) তত্ত্বং পশ্যতি তত্ত্ব-দৃশ-ণিনি। ১ জ্ঞানী, বিচক্ষণ, দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, তত্ত্ববিৎ। ২ রৈবত মনুর এক পুত্র।

তত্ত্বদীপন (ক্লী) তত্ত্বালোক, যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান উদ্দীপিত করে।

তত্ত্বনিরূপণ (ক্লী) তত্ত্বস্য নিরূপণং ৬-তৎ। স্বরূপনির্ণয়, যথার্থ স্থিরীকরণ, ব্রহ্মনিরূপণ।

তত্ত্বনির্ণয় (পুং) তত্ত্বস্য নির্ণয়ঃ ৬তৎ। স্বরূপাবধারণ, ঈশ্বর-নিরূপণ, ব্রহ্মনির্ণয়।

তত্ত্বন্যাস (পুং) তন্ত্রোক্ত বিষ্ণুপূজাঙ্গন্যাসবিশেষ। এই ন্যাসের বিষয় তন্ত্রসারে এই প্রকার লিখিত আছে, প্রথমতঃ পূজাবিধি অনুসারে পূজাদি করিয়া সিদ্ধিলাভের জন্য সাধক এই ন্যাস করিবে।

"নম পরায়েত্যুচ্চার্য্য ততস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ।" (গৌতমীয়ত°)

প্রথমে নমঃ পরায় এবং পরে তত্ত্বাত্মনে নমঃ এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, ভং নমঃ পরায় প্রাণ-তত্ত্বাত্মনে নমঃ এতদ্দ্বয়ং সর্ব্বগাত্রে।

ততোহৃদয়মধ্যে তত্ত্বত্রয়ঞ্চ বিন্যসেৎ।

বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ ফং নমঃ পরায় অহঙ্কার তত্ত্বাত্মনে নমঃ পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ এতত্ত্রয়ং হৃদ।

নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ মস্তকে।

ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে।

দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।

থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহ্যে।

তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।

ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ শ্রোত্রয়োঃ।

ঢং নমঃ পরায় ত্বক্ তত্ত্বাত্মনে নমঃ ত্বচি।

ডং নমঃ পরায় চক্ষুস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ চক্ষুষোঃ।

ঠং নমঃ জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমঃ জিহ্বায়াং।

টং নমঃ পরায় ঘ্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ ঘ্রাণয়োঃ।
এং নমঃ বাক্‌তত্ত্বাত্মনে নমঃ বাচি।
ঝং নমঃ পরায় পাণিতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ।
জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।
ছং নমঃ পরায় পায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ গুহ্যে।
চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে।
ঙং নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ মূর্দ্ধি।
ঘং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ মুখে।
গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
খং নমঃ পরায় অপ্তত্ত্বাত্মনে নমঃ লিঙ্গে।
কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ।

ইত্যচ্যুতাকৃতং তনুবিদবীত তত্ত্বন্যাসং ম পূর্ব্বক পরাক্ষর-নত্যাপেতং। ভূয়পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ নত্যন্তমুদ্ধরতু তত্ত্বমনুক্রমেণ॥

সকল বপুষি জীবং প্রাণমাযোজ্যমধ্যে
হৃসতুমতিমহঙ্কার তত্ত্বং মনশ্চ।
কমুখহৃদয়গুহ্যাঙ্‌ঘ্রিষ্বথোশব্দপূর্ব্বং
গুণগণমথকর্ণাদিস্থিতং শ্রোত্রপূর্ব্বং॥
বাগাদীন্দ্রিয়বর্গমাত্মনি নমেদাকাশপূর্ব্বং গণং।
মূর্দ্ধাস্যে হৃদয়ে শিরে চরণয়ো হৃৎপুণ্ডরীকং হৃদি।
শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।

হং নমঃ পরায় দ্বাদশ-কলাব্যাপ্ত-সূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা ব্যাপ্ত সোমমণ্ডল তত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি
রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ হৃদি।
ষং নমঃ পরায় পরমেষ্ঠি-তত্ত্বাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ মস্তকে।
যং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায় নমঃ মুখে।
লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায় নমঃ হৃদি।
বং নমঃ পরায় নিবৃত্তিতত্ত্বাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নমঃ লিঙ্গে।
লং নমঃ পরায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ পাদয়োঃ।
ক্ষং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ সর্ব্বগাত্রে।
এবং তত্ত্বানি বিন্যস্য প্রাণায়ামং সমাচরেৎ। (তন্ত্রসা°)

এই প্রকারে উক্ত মন্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। যথানিয়মে তত্ত্বন্যাস করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় এবং সেই ব্যক্তি বিষ্ণুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

তত্ত্বপ্রকাশ (পুং) তত্ত্বস্য প্রকাশঃ ৬তৎ। তত্ত্বদীপন।

তত্ত্ববোধিনী (স্ত্রী) যাহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

তত্ত্বভাব (পুং) প্রকৃতি, স্বভাব।

তত্ত্ববৎ (ত্রি) তত্ত্বং বিদ্যতেঽস্য তত্ত্ব-মতুপ্। তত্ত্ববিশিষ্ট।

তত্ত্বভাষী (ত্রি) তত্ত্বং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, স্পষ্টবাদী।

তত্ত্বমঙ্গলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কোচিন রাজ্যের চিত্তুর জেলার একটী সহর। অক্ষা° ১০°৪১´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৪৬´ পূঃ। এখানে একটী মুন্সেফী আদালত আছে।

তত্ত্বরায়র, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর জনৈক বিখ্যাত তামিল শৈব-সন্ন্যাসী। ইনি তামিলভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিয়া যান।

তত্ত্ববাদী (ত্রি) তত্ত্বং বদতি বদ-ণিনি। যথার্থবাদী।

তত্ত্ববেত্তা (পুং) তত্ত্বজ্ঞানী।

তত্ত্বরশ্মি (পুং) তন্ত্রোক্ত বধূবীজ, স্ত্রী-দেবতার বীজ।

"নাদবিন্দুসমাক্রান্তস্তত্ত্বরশ্মিসমন্বিতঃ।"

'তত্ত্বরশ্মিঃ বধূবীজং।' (তন্ত্রসার)

তত্ত্ববিদ্ (ত্রি) তত্ত্বং বেত্তি তত্ত্ববিদ্-ক্বিপ্। ১ তত্ত্বজ্ঞানী। পদার্থ সকলের যথার্থজ্ঞাতা। [তত্ত্বজ্ঞ দেখ।]

২ পরমেশ্বর। "তত্ত্বং তত্ত্ববিদেকাত্মা" (বিষ্ণুস°)

তত্ত্বসঞ্চয় (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তত্ত্বার্থসূত্র (ক্লী) জৈনধর্ম্মের মূলতত্ত্বপ্রকাশক সূত্রগ্রন্থবিশেষ, ইহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

তত্ত্বানুসন্ধান (ক্লী) তত্ত্বস্য অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার অন্বেষণ, তথ্যানুসন্ধান, স্বরূপনিরূপণের চেষ্টা, কিরূপ আছে ইত্যাদি বিষয়ের সংবাদ লওয়া।

তত্ত্বানুসন্ধায়িন্ (ত্রি) তত্ত্ব-অনু-সংধা ণিনি। যে তত্ত্বানুসন্ধান করে, তত্ত্বান্বেষী।

তত্ত্বাবধান (ক্লী) তত্ত্বস্য অবধানং ৬তৎ। কোন বিষয় প্রকৃতরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা এই বিষয়ের অবলোকন, অধ্যক্ষতা করা।

তত্ত্বাবধায়ক (পুং) তত্ত্বস্য অবধায়কঃ ৬তৎ। তত্ত্বাবধানকারী, যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে।

তত্ত্বাবধারক (পুং) তত্ত্বস্য অবধারকঃ ৬তৎ। যিনি কোন বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করেন, স্বরূপ-পরিজ্ঞাতা।

তত্ত্বাবধারণ (ক্লী) তত্ত্বস্য অবধারণং ৬তৎ। তত্ত্বনির্ণয়, স্বরূপ-জ্ঞান, যথার্থবোধ।

তত্ত্বাববোধ (ক্লী) তত্ত্বস্য অবরোধঃ ৬তৎ। তত্ত্বজ্ঞান। [তত্ত্বজ্ঞান দেখ।]

তৎপত্রী (স্ত্রী) তৎপত্রং যস্যাঃ বহুব্রী। হিঙ্গুপত্রী। (শব্দার্থচি°)

তৎপদ (ক্লী) তদিতি পদং কর্ম্মধা। বিষ্ণুর পরমপদ। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইত্যাদিবাক্যস্থ তৎসত্যং স আত্মেত্যাদি" (শ্রুতি) হে শ্বেতকেতো! তাহাই সত্য, সেই আত্মাই এক-মাত্র সত্য, এইজন্য সেই আত্মাকে তৎপদ বলিয়া জানিবে।

"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

তৎপদলক্ষ্যার্থ (পুং) তৎপদস্য লক্ষ্যোঽর্থঃ ৬তৎ। ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদি সমূহ যে উপাধি তাহার আধারস্বরূপ অনুপহিত চৈতন্য, চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম।

তৎপদবাচ্য (ত্রি) তৎপদস্য বাচ্যঃ ৬তৎ। ব্রহ্ম, শ্রুতি-প্রতিপাদ্য একমাত্র ব্রহ্মই তৎপদবাচ্য।

তৎপদবাচ্যার্থ (পুং) তৎপদবাচ্যস্য অর্থঃ ৬তৎ। ব্রহ্মের বাচ্যার্থে অজ্ঞানাদিসমূহ উপস্থিত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট চৈতন্য ও অনুপহিত চৈতন্য এই তিনটী তৎপদবাচ্যের অর্থ। "অজ্ঞানাদিসমষ্টিঃ এতদুপহিতসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্যং এতদনুপহিতচৈতন্যঞ্চৈতৎ ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ একত্বেনাব-ভাসমানং তৎপদবাচ্যার্থে ভবতি ব্যুৎপাদিতেঽর্থে।" (বেদান্তটী°)

তৎপদার্থ (পুং) তৎপদস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য অর্থঃ ৬তৎ। জগৎকারণ পরমাত্মা। "তৎ জগৎকারণং তত্ত্বং তৎপদার্থঃ স উচ্যতে।" (বেদান্তসা°) ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ। [ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপদাবিধ (ত্রি) তৎপদস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্থস্য অবিধা যত্র বহুব্রী। তৎপদবাচ্য, তৎপদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম।

"মায়োপাধির্জগদ্‌যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লক্ষণঃ।
পরোক্ষ শবলঃ সত্যাদ্যাত্মাকস্তৎপদাবিধ॥" (বেদান্তকা°)
[ব্রহ্ম দেখ।]

তৎপর (ত্রি) তৎ পরমং উত্তমং যস্য বহুব্রী। ৪ তদগত। ১ তদাসক্ত। (অমর) তস্মাৎপরং ৫তৎ। ৩ তাহা হইতে পর বস্তু, তৎপ্রধান। ৪ নিবিষ্ট, যত্নবান্। ৫ নিপুণ। ৬ সতর্ক, চতুর। (পুং) ৭ নিমেষ পরিমিত কালের ৩০ ভাগের একভাগ।

"অক্ষোনিমেষস্য পরামভাগঃ
স তৎপরস্তচ্ছতভাগ উক্তঃ" (সিদ্ধান্তশিরো°)

তৎপরতা (স্ত্রী) তৎপর-তল্ টাপ্। ১ সচেষ্টতা। ২ দক্ষতা। ৩ যত্ন, আগ্রহ, অভিনিবেশ। ৪ সতর্কতা।

তৎপরায়ণ (ত্রি) তদেব পরং অয়নং যস্য বহুব্রী। ১ তদাসক্ত, তদাশ্রিত। ২ তৎপ্রধান।

তৎপুরুষ (পুং) সমাসবিশেষ। এই সমাসে উত্তরপদের প্রাধান্য হয়, অর্থাৎ দুই পদে সমাস হইয়া পরে যে পদ থাকে তাহার লিঙ্গ প্রভৃতি হয়; প্রধানতঃ এই সমাস ৬ ভাগে বিভক্ত—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী তৎ-পুরুষ। দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্তের উত্তর দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ হয়। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।] সঃ প্রসিদ্ধঃ পুরুষ। ২ রুদ্র-ভেদ। (ধরণি) তস্য পুরুষঃ (৩ তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবিশেষ।

"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি" (তৈত্তি° আ° ১০।১।৫।৬)

তৎপূর্ব্ব (ত্রি) সএব পূর্ব্বঃ কর্ম্মধাঃ। সর্ব্বপ্রথম, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী।

তৎপ্রকার (ত্রি) সেইরূপ।

তৎফল (পুং) তনোতি তন-ক্বিপ্ তৎ ফলং যস্য বহুব্রী বা তৎ বিস্তৃতং ফলতি ফল অচ্। ১ কুবলয়, পদ্ম। ২ কুষ্ঠনামক ঔষধিবিশেষ। ৩ চৌরনাম সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। (ধরণি) (ক্লী) তস্য ফলং ৬তৎ। ৪ তাহার ফল।

তত্র (অব্য) তস্মিন্ তৎ-ত্রল্। তথায়, সেখানে, তদ্বিষয়ে। "কথং তত্র বিভাগঃ স্যাদিতি চেৎ সংশয়ো ভবেৎ॥"(মনু৯।১১২)

তত্রত্য (ত্রি) তত্র ভবঃ অব্যয়াৎ ত্যপ্। সেখানে যাহা ঘটে, সে স্থানে উৎপন্ন, তৎস্থানস্থ, সে স্থানসংক্রান্ত।

"মূর্চ্ছা মাপ্নোত্যুরুক্লেশ স্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈ র্মুহুঃ॥" (ভাগ° ৩।৩১.৬)

তত্রভবৎ (ত্রি) পূজ্যার্থে তত্র ভবান্ নিত্যস° বা সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। পূজ্য, মান্য, শ্লাঘ্য। নাটকে ইহার ভূরিপ্রয়োগ দেখা যায়। [অত্রভবান্ দেখ।]

তত্রস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। তত্রস্থিত, সেইখানে স্থিত।

তত্রাপি (অব্য) তথাপি, তথাচ, তবু।

তৎসংক্রান্ত (ত্রি) তস্য সংক্রান্ত ৬তৎ। তদ্ঘটিত, তদীয়।

তৎসদৃশ (ত্রি) তস্য সদৃশঃ ৬তৎ। তাহার তুল্য, তাহার মত, তথাবিধ।

তৎসমনন্তর (অব্য) তদনন্তর।

তৎস্থলাভিষিক্ত (ত্রি) তস্য স্থলে অভিষিক্ত ৬ ও ৭তৎ। তাহার স্থলে অভিষিক্ত, তৎপ্রতিনিধি।

তৎস্বরূপ (ত্রি) তস্য স্বরূপঃ ৬তৎ। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎপ্রতিনিধি।

তৎসাধুকারিন্ (ত্রি) তৎসাধু যথা তথা করোতি তৎ-সাধু-কৃ ণিনি। তাহার প্রতি সাধুকারী- তাহার প্রতি উত্তম ব্যবহার-কর্ত্তা।

তৎস্থ (ত্রি) তত্র তিষ্ঠতি তৎ-স্থা-ক। তথায় অবস্থিত।

তথা (অব্য) তেন প্রকারেণ তদ-থাল্ (প্রকার বচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩)। ১ সেই প্রকার। "যথা কামো ভবতি তথা ক্রতু র্ভবতি" (শতপথব্রা° ১৪।৭ ২।৭)

২ সাম্য। (অমর) ৩ অভ্যুপগম। ৪ পূর্ব্বপ্রতিবচন, পৃষ্ট প্রতিবাক্য। ৫ সমুচ্চয়। ৬ নিশ্চয়। ৭ সত্য। (মেদিনী)

তথাকর (অব্য) নিশ্চিতপ্রতিবচনে তথা-কৃ-ণমুল্ (যথা তথয়োরসূয়া প্রতিবচনে। পা ৩।৪।২৮) কোন প্রকারে করিয়া। "তথাকরমহং ভোক্ষ্যে" (সি° কৌ°)

তথাগত (পুং) তথা সত্যং গতং জ্ঞানং যস্য বহুব্রী বা যথা স-

পুনরাবৃত্তি ভবতি তথা তেন প্রকারেণ গতঃ। ১ গৌতম বুদ্ধ, সুগত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধের ন্যায় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম তথাগত। [বুদ্ধ দেখ।]

"যথাগতস্তে মুনয়ঃ শিবাং গতিং তথা গতিং সোঽপি গত তথাগতঃ॥" (সর্ব্বদ° বৌদ্ধাগম) (ত্রি) তথা তেন প্রকারেণ আগত ৩তৎ। সেইরূপে, সেই প্রকারে আগত। "নলং দৃষ্ট্বা তথাগতঃ" (ভার৹ ৩।৭৭।৫)

তথাগতগর্ভ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তথাগতগুণাজ্ঞানাচিন্ত্যবিষয়াবতারনির্দেশ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তথাগতগুপ্ত (পুং) একজন বৌদ্ধ রাজা।

তথাগতগুহ্যক (পুং) নেপালী বৌদ্ধগণের ৯ খানি প্রধান শাস্ত্রের মধ্যে একখানি;

তথাগতভদ্র, নাগার্জ্জুনের একজন প্রধান শিষ্য।

তথাগুণ (ত্রি) তদ্রূপ গুণসম্পন্ন।

তথাচ (অব্য) তথাচ চ, চ, ইতিদ্বন্দ্ব। তত্রাপি, তবুও, পূর্ব্বোক্ত কথনের সমর্থন ও দৃঢ়ীকরণ।

"তথাচ শ্রুতয়ো বহ্বো নিগীতা নিগমেষ্বপি।" (মনু ৯।১৯)

তথাতা (স্ত্রী) তথা ভাবে তল্ টাপ্। তথাত্ব, তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার।

তথাত্ব (ক্লী) তথা ভাবে ত্ব। তথাভূতত্ব, সেইপ্রকার।

"তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়াণাং উপঘাতে কথং স্মৃতিঃ॥" (ভাষাপ° ৪৭)

তথাপি (অব্য) তথাচ অপিচ দ্বন্দ্ব। তত্রাপি, তবুও, তাহা হইলেও।

"তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥" (উদ্ভট)

তথাভাবিন্ (ত্রি) তৎস্বভাবসম্পন্ন।

তথাভূত (ত্রি) তেন প্রকারেন ভূতঃ ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। সেই-প্রকারে সম্পন্ন। "স্মরস্তথাভূতময়ুগ্মনেত্রং" (কুমারস°)

তথামুখ (ত্রি) সেই দিকে মুখ ফেরান।

তথায় (দেশজ) সেইখানে, সেইস্থানে।

তথায়ত (দেশজ) সেই দিকে ফিরান।

তথারাজ (পুং) তথেতি রাজতে রাজ-টচ্। বুদ্ধ। (শব্দার্থচি°)

তথারূপ (ত্রি) সেইরূপ, তদনুরূপ।

তথারূপিন্ [তথারূপ দেখ।]

তথাবিধ (ত্রি) তথা বিধা যস্য বহুব্রী। তাদৃশ, সেইপ্রকার।

"তথাবিধ স্তাবদশেষ মন্ত্রসঃ" (কুমারস°)

তথাবিধেয় (ত্রি) সেইরূপ কর্ত্তব্য।

তথাব্রত (ত্রি) সেইরূপ ব্রতপরায়ণ।

তথাস্তু (অব্য) তাহাই হউক, সেইরূপ হউক।

তথাস্বর (ত্রি) সেইরূপ উচ্চারিত।

তথাহি (অব্য) তথাচ হি চ দ্বন্দ্বঃ। ১ নিদর্শন। ২ প্রসিদ্ধি। (শব্দার্থচি°) ৩ পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ দৃঢ়ীকরণ, সমর্থন।

তথৈব (অব্য) তথাচ এব চ দ্বন্দ্বঃ। তদ্বৎ, সেইপ্রকার, তৎ-সমুচ্চয়াবধারণ। (শব্দার্থচি°)

"যথা নদী নদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিং।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিং॥" (মনু)

তথৈবচ (অব্য) তথাচ এব চ চ চ দ্বন্দ্ব। ১ সেইরূপই, সেই প্রকারই। ২ রীতিপূর্ব্বক নয়, প্রকৃতপ্রস্তাবে নয়, মনো-যোগ ব্যতিরেকে।

তথ্য (ক্লী) তথা-সাধু তথা-যৎ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ১ সত্য, প্রকৃত, যথার্থ।

"তথ্যেনাপি ব্রুবন্দাপ্যো দণ্ডং কার্ষাপণাবরং॥" (মনু ৮।৩৭৪)

(ত্রি) তদ্যুক্ত।

তথ্যজ্ঞান (ক্লী) তথ্যস্য জ্ঞানং ৬তৎ। যথার্থজ্ঞান, প্রকৃতজ্ঞান। [তত্ত্বজ্ঞান দেখ।]

তথ্যভাষিন্ (ত্রি) তথ্যং ভাষতে ভাষ-ণিনি। যথার্থবাদী, সত্যবাদী, যে প্রকৃত কথা বলে।

তথ্যবাদিন্ (ত্রি) তথ্যং বদতি বদ-ণিনি। সত্যবাদী।

তথ্যবোধ (পুং) তথ্যস্য বোধঃ ৬তৎ। তথ্যজ্ঞান, যথার্থজ্ঞান। [জ্ঞান দেখ।]

তথ্যানুসন্ধান (ক্লী) তথ্যস্য অনুসন্ধানং ৬তৎ। প্রকৃত অবস্থার অনুসন্ধান, স্বরূপ-নিরূপণ চেষ্টা, যথার্থনির্ণয়-প্রয়াস, তত্ত্বান্বেষণ।

তদ্ (ত্রি) তন্-আদি ডিচ্চ। ১ বুদ্ধিস্থপরামর্শবিশেষ, তিনি সেই। এই সর্ব্বনাম তদ্ শব্দের প্রথমাদি বিভক্তির রূপানুসারে তিনি তাহাকে, তাহা দ্বারা, তাহা হইতে, তাহাতে ইত্যাদি বুঝাইবে। [তৎ দেখ।]

তদংশ (পুং) তস্য অংশঃ ৬তৎ। তাহার ভাগ।

তদতিরিক্ত (ত্রি) তস্য অতিরিক্তঃ ৬তৎ। তাহার অতিরিক্ত, তাহা অপেক্ষা অধিক, তদধিক, তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন, তদ্ব্যতিরিক্ত।

তদধিক (ত্রি) তদতিরিক্ত।

তদনন্তর (ক্লী) তস্য অনন্তরং ৬তৎ। তাহার পর, তৎপরে।

তদন্ত (ত্রি) এইরূপে সম্পন্ন বা শেষ হওয়া। (পুং ক্লী) অভিপ্রায়, মতলব, তদারক।

তদন্ন (ত্রি) তদেব অন্নং যস্য বহুব্রী। তাদৃশ জাগ্রদবস্থায় যেরূপ অন্নাদি ভোজনশীল স্বপ্নাবস্থায়ও সেই প্রকার।

"তদন্নায় তদপসে তং ভাগং" (ঋক্ ৮।৪৭।১৬)

'যদেব জাগরাবস্থায়াং ভোজ্যতেন প্রসিদ্ধং মধুপায়সাদি তদেব অন্নং যস্য সঃ। তাদৃশায় প্রত্যক্ষভোজনবৎ স্বপ্নেঽপি ভোক্তে' (সায়ণ) তস্য অন্নং ৬তৎ। তাহার অন্ন।

তদনন্যত্ব (ক্লী) তয়োরনন্যত্বং ৬তৎ। কার্য্য ও কারণের অভেদ, কার্য্য ও কারণ একই।

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্য." (বেদান্তদ°) বেদান্তদর্শনের মতে কার্য্য ও কারণ এক ; ইঁহারা বলেন শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ কার্য্যকারণের ভেদ না থাকাই প্রতীত হয়। আকাশাদি বহু পদার্থান্বিত জগৎ কার্য্য ও পরব্রহ্ম কারণ। জগৎ কার্য্য যে ব্রহ্ম, কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উপনিষদ্‌সকল এক-বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য-উপনিষদে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে—যেমন মৃত্তিকা জানিলে সমস্ত মৃন্ময় জানা হয়। মৃন্ময়ই সত্য, বাক্যসৃষ্টি বিকারসকল নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই ঘট শরাবাদির পারমার্থিক রূপ, ঘট, শরাব এই সকল কেবল নাম অর্থাৎ কথামাত্র। সুতরাং মৃত্তিকা জানিলে ঘট শরাবাদি সমস্ত মৃত্তিকা জানা হয়। ঘট শরাব এ সকল মৃত্তিকাই উহাদের রূপ, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য, তদ্বিকার সকল মিথ্যা বা নামমাত্র। মৃত্তিকার অন্য সংস্থান কাল্পনিক, মৃত্তিকার ও মৃত্তিকাকার্য্যের দৃষ্টান্তে কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কার্য্যভূত জগৎ নাই। এ সমুদায় ব্রহ্ম ; যদি এ সকল ব্রহ্ম বলিয়া অস্বীকার কর, তাহা হইলে শ্রুতিপ্রমাণোক্ত এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ বা সম্পন্ন হইবে না। যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি মহাকাশ হইতে ভিন্ন নহে, মৃগতৃষ্ণিকা যেমন উষর ভূমির অনতিরিক্ত ; সেইরূপ কারণ ও কার্য্য একই। (বেদান্তদ°) [হেতু ও ব্রহ্ম দেখ।)

তদনুরূপ (ত্রি) তস্য অনুরূপঃ ৬তৎ। তাহার মত, তদ্রূপ, তৎসদৃশ।

তদনুসার (পুং) তস্য অনুসারঃ ৬তৎ। সেই অনুসারে, তাহা যেরূপ সেই প্রকারে।

তদনুসারিন্ (ত্রি) তদনুসরতি অনু-সৃ-ণিনি। তদনুযায়ী, সেই অনুসারে যে চলে।

তদন্য (ত্রি) তস্মাদন্যঃ ৫তৎ। তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন।

তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ (পুং) তদন্যঃ বাধিতার্থস্য প্রসঙ্গঃ। প্রমাণবাধিত অর্থের প্রসঙ্গ রূপ তর্কভেদ। তর্ক পাঁচ প্রকার—আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, প্রমাণবাধিতার্থ প্রসঙ্গ। [বিশেষ বিবরণ তর্ক দেখ।]

তদপি (অব্য) তথাপি।

তদভিন্ন (ত্রি) তস্মাদভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ।

তদপস্ (অব্য) [বৈ] তৎপ্রসবকর্ম্মা।

"শশ্বত্তমং তদপা বহ্নিরস্থাৎ।" (ঋক্ ২।৩৮।১)

তদর্থ (ত্রি) ১ তৎপ্রয়োজনক, তদুদ্দেশ্যক। "অন্তেবাসী বার্থাং স্বদর্থেষু ধর্ম্মকৃত্যেষু।" (দায়ভাগ°) ২ তদভিধেয়। ৩তৎ-প্রয়োজন, সেই কারণ, তজ্জন্য, তন্নিমিত্ত।

তদর্পণ (ক্লী) তস্য তস্মিন্ নিক্ষিপ্তস্য অর্পণং ৬তৎ। তদ্বস্তুর প্রত্যর্পণ, তাহার বা তাহাতে ন্যস্ত বস্তুর প্রত্যর্পণ।

তদর্হ (ত্রি) তদ্যোগ্য।

তদবধি (ক্লী) সং অবধি র্যস্মিন্ তৎ বহুব্রী। সেই অবধি, সেই সময় বা ঘটনা হইতে, তদা প্রভৃতি।

তদবস্থ (ত্রি) সা অবস্থা যস্য বহুব্রী। যে সেই অবস্থায় আছে, যে সেইভাবে রহিয়াছে, যাহার পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তদ্ভাবাপন্ন।

তদা (অব্য) তস্মিন্ কালে তদ্-দা। (তদোদা চ। পা ৫।৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। "ন চ স্বং কুরুতে কর্ম্ম তদোৎক্রামতি মূর্ত্তিতঃ॥" (মনু ১।৫৫)

তদাত্মন্ (পুং) ১ তৎস্বরূপ। ২ তদ্ভিন্ন, তাহা হইতে অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদাত্ব (ক্লী) তদা ইত্যস্য ভাবঃ তদা-ত্ব। তৎকাল, বর্ত্তমান কাল। "তদাত্বে চাল্পিকাং পীড়াং তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ।°" (মনু ৭।১৬৯)

তদানীং (অব্য) তস্মিন্ কালে তদ্-দানীং। তদোদা চ। পা ৫।৩।১৯) তখন, সেই সময়ে। "নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং" (ঋক্ ১০।১২৯।১)

তদানীন্তন (ত্রি) তত্র ভব ইতি টুল্ তুট্ চ। তদাতন, তৎকালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে।

তদাপ্রভৃতি (ত্রি) তদা তৎকালঃ প্রভৃতিরাদির্যস্য বহুব্রী। সেই অবধি, তদবধি। "তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ" (কুমার) তদাশব্দ সকল স্থলেই প্রায় সপ্তমীর অর্থে ব্যবহৃত হয়, কচিৎ প্রথমার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তদামুখ (ত্রি) তদা মুখং যস্য বহুব্রী। প্রারব্ধ, আরম্ভ।

তদায়ুক্তক (পুং) তস্মিন্ আযুক্তঃ ৭তৎ। স্বার্থে কন্। রাজ-পারিষদবিশেষ।

তদিৎ (ত্রি) তদেতি ইণ ক্বিপ্ তুক্। তদ্বিষয়ক স্তোত্র।

তদিদর্থ (ত্রি) তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য বহুব্রী। তদ্বিষয়ক স্তোত্র, যাহাদের প্রয়োজন আছে। "বয়মু ত্বা তদিদর্থা ইন্দ্র" (ঋক্ ৮।২।১৬) 'যদ্বিষয়কং স্তোত্রং তদিৎ তদেবার্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তাদৃশাঃ' (সায়ণ)

তদীয় (ত্রি) ১ তৎসম্বন্ধীয়, তাহার। ২ তাহার অধিকৃত। ৩ তাহার সম্বাম্পদীভূত।

তদুপরি (ত্রি) তৎ উপরি। তাহার উপর, তাহার ঊর্দ্ধে।

তদেক (ত্রি) স এব একঃ প্রধানং যস্য বহুব্রী। তাহার সহিত এক, তৎস্বরূপ, তদভিন্ন।

তদেকাত্মন্ (ত্রি) স এব একঃ আত্মা আত্মস্বরূপঃ যস্য বহুব্রী। তাহার সহিত অভিন্ন, তাহার সহিত এক।

তদোকস্ (ত্রি) সেই স্থান। "তদোকসে পুরুশাকায় বৃষ্ণে" (ঋক্ ৩।৩৫।৭) 'তদ্বহিরোকোনিলয়ো যস্য তস্মৈ' (সায়ণ)

তদোজস্ (ত্রি) সর্ব্ববলস্বরূপ। "সহস্রশৃঙ্গে বৃষভস্তদোজা" (ঋক্ ৫।১।৮) 'যৎ প্রসিদ্ধবলং তেজোবাস্তি তদেবোজো যস্য তাদৃশঃ সর্ব্ববলস্বরূপ ইত্যর্থ।' (সায়ণ)

তদ্গত (ত্রি) তৎ গতঃ ২তৎ। তৎপর, তন্নিষ্ঠ, তদাসক্ত।

তদ্গুণ (ত্রি) তস্য গুণ ইব গুণোহস্য বহুব্রী। তত্তুল্য গুণযুক্ত, তদীয় গুণের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। ২ অর্থালঙ্কারবিশেষ, যেখানে নিজ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অপরের অত্যুৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ করা হয়, সেইখানে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। "তদ্গুণঃ স্বগুণত্যাগাদত্যুৎকৃষ্টগুণগ্রহঃ॥" (সাহিত্যদ° ১০ প°) উদাহরণ—"পদ্মরাগায়তে নাসামৌক্তিকং তেঽধরাত্বিষা" (সাহিত্যদ°)

তোমার নাসামৌক্তিক অধর কান্তিদ্বারা পদ্মরাগমণিসদৃশ হইয়াছে, এইস্থলে নাসামৌক্তিক নিজের গুণ পরিত্যাগ করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পদ্মরাগমণির গুণ গ্রহণ করায় তদ্গুণ অলঙ্কার হইল। (পুং) তস্য গুণঃ ৬তৎ। ৩ তাহার গুণ। ৪ প্রধান বিশেষণ, তদ্গুণসংবিজ্ঞান। "তদ্গুণসারত্বাৎ" (বেদান্তসূ°) 'তত্র প্রধানে গুণঃ বিশেষণং' (ভাষ্য)

তদ্গুণসংবিজ্ঞান (পুং) তত্র বহুব্রীহৌ গুণস্য গুণীভূতস্য বিশেষণস্য সংবিজ্ঞানং সম্যক্‌জ্ঞানং যত্র বহুব্রী। সমাসবিশেষ। বহুব্রীহি সমাস দুই প্রকার তদ্গুণসংবিজ্ঞান ও অতদ্গুণসংবিজ্ঞান। বহুব্রীহি সমাস করিলে সমস্যমান পদার্থ যেখানে সমাসবাচ্যে থাকে, তাহাকে তদ্গুণসংবিজ্ঞান বলা যায়। যথা "ত্রীণি লোচনানি যস্য স ত্রিলোচনঃ শিবঃ।" এখানে সমাসবাক্যে অর্থাৎ শিবে তিনটী লোচন রহিয়াছে বলিয়া ইহার নাম তদ্গুণসংবিজ্ঞান। [বিশেষ বিবরণ সমাস দেখ।]

তদ্দণ্ড (ত্রি) তৎদণ্ডং কর্ম্মধা। সেই দণ্ড, সেই সময়, সেইক্ষণ।

তদ্দিন (ক্লী) তৎ দিনং কর্ম্মধা। সেই দিন। "তদ্দিনং হি দুর্দ্দিনং যদেব হরিহরকথামৃতং" (পদাবলী)

তদ্দিনম্ (অব্য) ১ দিন মধ্য। ২ প্রতিদিন। (শব্দার্থচি°)

তদ্ধন (ত্রি) তদেব অব্যয়েনা হীনং ধনং যস্য বহুব্রী। ১ কৃপণ। (হেম°) কৃপণ লোকদিগের যতই কেন ধন হউক না, তাহারা তাহাতে পর্য্যাপ্ত বিবেচনা না করিয়া ব্যয় করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকে, এইজন্য পরে তাহারা 'তদ্ধন' এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (ক্লী) তৎ ধনং কর্ম্মধা। ২ সেই ধন। তস্য ধনং ৬তৎ। ৩ তাহার ধন।

তদ্ধর্ম্মন্ (ত্রি) স ধর্ম্ম যস্য বহুব্রী। তথাভূতধর্ম্মযুক্ত।

তদ্ধিত (ত্রি) তস্মৈ হিতঃ ৪তৎ।১ তাহার হিত, তাহার পক্ষে মঙ্গল, তদ্বিষয়ে উপযুক্ত। (পুং, ক্লী) ২ ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়বিশেষ, তদ্ধিত প্রত্যয় শব্দের উত্তর হয়।

"বিভক্ত্যাদি ত্রিকাদন্যঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতং মতং।
নামপ্রকৃতিকো নৈব মতিব্যাপ্ত্যাদিদোষতঃ॥"

"বিভক্তিধাত্বংশ কৃদ্ভ্যোঽন্যঃ প্রত্যয়ঃ তদ্ধিতঃ" (শব্দশক্তিপ্র°) বিভক্তি, ধাত্বংশ ও কৃৎ প্রত্যয় হইতে ভিন্ন যে প্রত্যয় তাহাই তদ্ধিত প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বিবিধ। প্রকৃত্যর্থভিন্নার্থক ও স্বার্থিক। যেস্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় তাহাই প্রকৃত্যর্থ-ভিন্নার্থক আর যে স্থলে প্রকৃতির অর্থ বিভিন্ন হয় না, প্রকৃতির অর্থানুরূপ থাকে, তাহাই স্বার্থিক।

তদ্বল (পুং) তস্মিন্ লক্ষ্যে এব বলং যস্য বহুব্রী। বাণবিশেষ। (হেম°)

তদ্ভাব (পুং) তস্য ভাব ৬তৎ। ১ তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম। যথা ঘটে ঘটত্ব, গোতে গোত্ব। তস্মিন্ ভাবঃ ৭তৎ। ২ তদ্বিষয়ক চিন্তন। "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" (গীতা)

তদ্ভাবাপন্ন (ত্রি) তদ্ভাবং আপন্নং ২তৎ। সেই ভাবপ্রাপ্ত, তাহার ভাবপ্রাপ্ত, যে সেই ভাবে রহিয়াছে, তাহার পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্ত বা ব্যতিক্রম ঘটে নাই, তদবস্থ।

তদ্ভিন্ন (ত্রি) তস্মাৎ ভিন্নঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্, তদন্য, তদ্ব্যতিরিক্ত।

তদ্রাজ (পুং) তস্য রাজা ৬তৎ। ১ তাহার নৃপতি। ২ তদ্রাজ এই অর্থবিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়বিশেষ। "তে তদ্রাজা ইত্যেবমাদয়ঃ প্রত্যয়াস্তদ্রাজসংজ্ঞকা ভবন্তি" (পা ৪।১।১৭৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যয়সকল তদ্রাজসংজ্ঞা হইবে।

তদ্রূপ (ত্রি) তৎ রূপং কর্ম্মধা। ১ তদ্বিধ, সেই প্রকার। তৎ রূপং যস্মিন্ বহুব্রী। সেইরূপে, সেই প্রকারে, তদনুসারে।

তদ্বৎ (অব্য) তেন তুল্যং বা তয়া তুল্যা সা-চেৎ ক্রিয়া ইত্যর্থে বতি। ১ তৎসদৃশ ক্রিয়াযুক্ত। তস্যেব তস্যৈব বা ইত্যর্থে বতি। ২ তত্তুল্য অর্থ, তৎসদৃশ। "তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতে নিরাশ্রয়ং লিঙ্গং।" (সাংখ্যকা°) (ত্রি) তদ্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। তদ্বিশিষ্ট, তত্তুল্য, তাহার ন্যায়। "দ্রব্যাণি তদ্বন্তি পৃথক্‌ত্বসংখ্যে" (ভাষাপ°) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তদ্বত্তা (স্ত্রী) তদ্বতো ভাবঃ তদ্বৎ-তল্-টাপ্। তদ্বিশিষ্ট। "পদার্থে তত্র তদ্বত্তা যোগ্যতা পরিকীর্ত্তিতা॥" (ভাষাপ° ৮২)

তদ্বশ (ত্রি) তৎকাম। "তস্মা এতং ভরত তদ্বশায়।" (ঋক্ ২।১৪।২) 'তদ্বশায় সোমকামায়' (সায়ণ)

তদ্বা [তদ্বৎ দেখ।]

তদ্বাচক (ত্রি) তদর্থক, তৎপ্রকাশক।

তদ্বিধ (ত্রি) সা-বিধা প্রকারো যস্য বহুব্রী। তৎপ্রকার, তথাবিধ, সেই প্রকার। "ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা॥" (মনু ২।১১২)

তদ্ব্যতিরিক্ত (ত্রি) তস্মাৎ ব্যতিরিক্তঃ ৫তৎ। তাহা হইতে অন্য, তাহা হইতে পৃথক্, তদ্ভিন্ন, তদন্য।

তন (পুং) ধন। "মিত্রো তনা ন রথ্যাত বরুণো॥" (ঋক্ ৮।২৫।২) 'তনাস্তু মুকুটকটকাদিনেতি তনানি ধনানি' (সায়ণ)

তনক (পুং) বেতনক।

তনবাল (পুং) জনপদবিশেষ ও তৎস্থানবাসী। (ভারত ভী°)

তনয় (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি কুলং তন-কয়ন্ (বলি মালতনিভ্যাঃ কয়ন্। উণ ৪।৯৯) ১ পুত্র। [পুত্র দেখ।] ২ জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান। (বৃহৎস°)

তনয়া (স্ত্রী) তনয়-টাপ্। ১ কন্যা। ২ চক্রকুল্যালতা, চাকুলে লতা। ৪ ঘৃতকুমারী। তনয়া শব্দ "প্রিয়াদিষু" প্রিয়াদির মধ্যে গণনা হেতু সমাস করিলে পূর্ব্বপদ পুংবৎ হয় না, অর্থাৎ পুংলিঙ্গের মত হয় না, যথা, তনয়া জাতা যস্য সঃ তনয়াজাতঃ তনয়জাতঃ এই প্রকার হইবে না।

তনয়িত্নু (পুং) তন-শব্দে তন-ইত্নু পৃষোদরা° সাধুঃ। ১ অশনি। "অগ্নিং পূর্ব্বা তনয়িত্নো রচিতাৎ" (ঋক্ ৪।৩।১) 'তনয়িত্নু রশনিঃ' (সায়ণ) ২ মেঘ। "অজ একাপাত্তনয়িত্নু রর্ণবঃ" (ঋক্ ১০।৬৬।১) 'তনয়িত্নুর্মেঘঃ' (সায়ণ)

তনস্ (পুং) তনোতি বংশং তন-অসুন্। পৌত্রাদি। "মা শেষসা মা তনসা" (ঋক্ ৫।৭০।৪) 'তনসা পৌত্রাদিনা' (সায়ণ)

তনা (স্ত্রী) তন-অচ্-টাপ্। ধন। (নিঘণ্টু)

তনাদি (পুং) ধাতুপাঠোক্ত ধাতুগণবিশেষ। এই তনাদি ধাতুর উত্তর সার্ব্বধাতুক (লট্, লঙ্, বিধিলিঙ্) বিভক্তিতে উ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

তনিকা (স্ত্রী) তন্যতে ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ বধ্যতে হনয়া করণে ইন্ সংজ্ঞায়াংকন্ কাপি অত ইত্বং। বন্ধনরজ্জু। (শব্দার্থচি°)

তনিমন্ (পুং) তনোর্ভাবঃ তনু-ইমনিচ্। ১ তনুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, কৃশতা। "বিরলাতপস্তনিমানমভজত" (কাদ°) তনয়তি তনুং করোতি তনু ণিচ্-ইমনিচ্। ২ যকৃৎ। "অথ পার্শ্বয়ো রথ তনিম্নো হপবৃক্কয়োঃ" (শত° ব্রা° ২।৮।৩।১৭) 'তনিম্নঃযকৃতঃ' (ভাষ্য)

তনিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়ো রতিশয়েন তনুঃ বা অয়মেষা মতিশয়েন তনুঃ তনু-ইষ্ঠন্। ক্ষুদ্র, দুই জনের মধ্যে অতিশয় কৃশ বা অনেকের মধ্যে অতিশয় তনু। "এতেষাং লোকানাং অন্তরিক্ষলোকস্তনিষ্ঠঃ" (শতপথব্রা° ৭।১।২।২০)

তনীয়স্ (ত্রি) বহূনাং মধ্যেঽয়মতিশয়েন। অল্প, অনেকের মধ্যে একজন, অতিশয় তনু। "পক্ষপুচ্ছানি তনীয়াংসীব" (শতপথ ব্রা° ৮।৭।২।১) স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

তনু (স্ত্রী) তন-উ (ভৃমৃশী তৃচরীতি। উণ্ ১।৭) ১ শরীর। ২ ত্বচ্। "তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ" (শকুন্তলা) (ত্রি) ৩ কৃশ। ৪ অল্প। ৫ বিরল। "নম্রলোমকেশদশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং" (মনু ৩।১০)

৬ যোগশাস্ত্রোক্ত অস্মিৎ প্রভৃতি ক্লেশ। "অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাং" (পাতঞ্জল সাধন° ৪।)

অবিদ্যাই সকলপ্রকার দুঃখের মূল, অনাত্মাতে আত্মাভিমানের নামই অবিদ্যা। এক অবিদ্যা হইতেই অস্মিতাদি চতুর্বিধ ক্লেশের উৎপত্তি হয়। এই অস্মিতাদি ক্লেশ চারি প্রকার—প্রসুপ্ত, তনু, বিচ্ছিন্ন ও উদার। যে ক্লেশ চিত্তভূমিতে অবস্থিত থাকিয়াও তাহার সহকারী উদ্বোধক ব্যতিরেকে স্বীয় কার্য্য করিতে পারে না, তাহাকে প্রসুপ্ত বলা যায়। যেমন বাল্যাবস্থায় বালকদিগের চিত্ত বাসনারূপে অবস্থিত হইয়াও সহকারী উদ্বোধকের অভাবহেতু তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। যে ক্লেশ স্ব স্ব প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা স্বকার্য্যশক্তি শিথিল হইলে বাসনারূপে চিত্তমধ্যে অবস্থিত থাকে, কিন্তু প্রভূত কার্য্যারম্ভক সামগ্রীর অভাবে স্বকার্য্য আরম্ভ করিতে অক্ষম হয়, তাহাকে তনু বলা যায়। যেমন যোগিগণের চিত্তে বাসনা থাকে বটে, কিন্তু সেই বাসনা উপযুক্ত সামগ্রীর অভাবে কোনরূপ কার্য্য দেখাইতে পারে না। যে ক্লেশ অন্য প্রবল ক্লেশের আক্রমণে পরাভূত থাকে, তাহাকে বিচ্ছিন্ন বলে। যে ক্লেশ সহকারীর সান্নিধানমাত্র স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে উদার বলে।

(স্ত্রী) ৭ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন স্থান। 'তনুনিধনধনেশাঃ কেন্দ্রকোণে ত্রিলাভে॥" (জাতকালঙ্কার)

তনুক (ত্রি) তনু-স্বার্থে কন্। শরীর। [তনু দেখ।]

তনুক্ষীর (পুং) তনু অল্পং ক্ষীরং নির্যাসো যস্য বহুব্রী। আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ।

তনুগৃহ (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত গৃহভেদ। [তনু দেখ।]

তনুচ্ছেদ (পুং) তনুং দেহং ছাদয়তি ছাদের্ঘঃ হ্রস্বশ্চ। (ছাদের্ঘেঽদ্ব্যুপসর্গস্য। পা ৬।৪।৯৬) কবচ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া। "মাতলিস্তস্য মাহেন্দ্রমামুমোচ তনুচ্ছদং॥" (রঘু ১২।৮৬)

তনুচ্ছায় (পুং) তন্বী ছায়া যস্য বহুব্রী। ১ বালবর্ব্বুরক বৃক্ষ। (রাজনি°)। (স্ত্রী ক্লী) ২ শরীরচ্ছায়া। (ত্রি) ৩ অল্প-ছায়াযুক্ত। (স্ত্রী) তন্বী ছায়া কর্ম্মধা। ৪ অল্পচ্ছায়া।

তনুজ (পুং) তনোর্দেহাৎ জায়তে জন-ড। ১ পুত্র। ২ জ্যোতিষোক্ত লগ্ন হইতে পঞ্চম স্থান।

তনুজা (স্ত্রী) তনুজ স্ত্রিয়াং টাপ্। কন্যা, দুহিতা।

তনুতা (স্ত্রী) তনু-ভাবে তল্ টাপ্। তনুত্ব, অল্পত্ব, কৃশতা।

তনুত্যজ্ (ত্রি) তনুং ত্যজতি ত্যজ-ক্বিপ্। যে তনু ত্যাগ করে, তনুত্যাগকারী। "যোগেনান্তে তনুত্যজাং" (রঘু ১।৮)

তনুত্যাগ (পুং) তনুনাং ত্যাগঃ ৬তৎ। দেহত্যাগ।

তনুত্র (ক্লী) তনুং ত্রায়তে ত্রা-ক। বর্ম্ম, সাঁজোয়া, যুদ্ধকালে আঘাত-নিবারণ জন্য যে লৌহময় আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা হইয়া থাকে।

তনুত্রবৎ (ত্রি) তনুত্রং বিদ্যতে অস্য তনুত্র-মতুপ্। তনুত্রধারী, বর্ম্মধারী।

তনুত্রাণ (ক্লী) তনুস্ত্রায়তেঽনেন ত্রৈ করণে ল্যুট্। বর্ম্ম।

তনুত্বচ্ (স্ত্রী) তন্বী ত্বক্ বল্কলং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ বৃক্ষ, গণ্ডরীগাছ। (ত্রি) ২ সূক্ষ্মত্বগ্‌যুক্ত।

তনুপত্র (পুং) তনূনি কৃশানি পত্রানি যস্য বহুব্রী। ১ ইঙ্গুদী বৃক্ষ। (ত্রি) ২ অল্প পত্রযুক্ত বৃক্ষমাত্র।

তনুভব (পুং) তনোর্ভবতি ভূ-অচ্ ৫তৎ। ১ পুত্র। "দৃশ্যতে তনুভবঃ শিশিরাংশোঃ" (বৃহৎস° ৭।১৮) (স্ত্রী) কন্যা।

তনুভস্ত্রা (স্ত্রী) তনোঃ শরীরস্য ভস্ত্রাইব। নাসিকা। (শব্দর°)

তনুভাব (পুং) পাতলা। "সন্তানৈস্তনুভাবনষ্টসলিলাঃ।"(শকু°)

তনুভূমি (স্ত্রী) বৌদ্ধশ্রাবকগণের জীবনের একাংশ।

তনুভৃৎ (ত্রি) তনুং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্। দেহধারী। "ছায়া ফলং তনুভৃতাং শুভমাদধাতি" (বৃহৎস° ৬৭।৯২)

তনুমধ্যা° [স্ত্রী) তনু কৃশং মধ্যং যস্যাঃ বহুব্রী। ১ কৃশমধ্যা। ২ ষড়ক্ষরযুক্ত গায়ত্রীজাতীয় ছন্দোবিশেষ, ইহার ১।২।৫।৬ বর্ণ গুরু। "মূর্ত্তিমুরশত্রোরত্যদ্ভুতরূপা আস্তাং মম চিত্তে নিত্যং তনুমধ্যা। (ছন্দোম°) (ত্রি) ৩ অল্প মধ্য।

তনুরস (পুং) তনোর্দেহস্য রস ইব। ঘর্ম্ম। (হারাবলী)

তনু(নূ)রুট (পুং) তনৌ তস্যাং বা রোহতি রুহ-ক্বিপ্। লোম।

তনুরুহ (ক্লী) তনৌ তস্যাং বা রোহতি রুহ-ক। লোম।

তনুল (ত্রি) তন উলচ্। বিস্তৃত।

তনুবাত (পুং) তনুঃ ক্ষীণঃ বাতঃ যত্র বহুব্রী। ১ নরকবিশেষ। (ত্রি) ২ অল্পবায়ুযুক্ত স্থান।

তনুবার (ক্লী) তনুং দেহং বৃণোতি বৃ-অণ্ উপপদস°। কবচ, সন্নাহ, সাঁজোয়া।

তনুবীজ (পুং) তনূনি কৃশানি বীজানি যস্য বহুব্রী। ১ রাজবদরবৃক্ষ, নারিকেলেকুল (রাজনি°) (ত্রি) ২ স্বল্পবীজযুক্ত।

তনুব্রণ (পুং) তনুঃ ক্ষুদ্রঃ ব্রণো যত্র বহুব্রী। বল্মীকরোগ।

তনুস্ (ক্লী) তনোতি তন-উসি। শরীর, দেহ।

তনুসঞ্চারিণী (স্ত্রী) তনু অল্পং যথা তথা সঞ্চরতি সম্ চর-ণিনি ঙীপ্। যুবতী স্ত্রী। (শব্দমালা)

তনুসর (পুং) তনোঃ সরতি তনু সৃ-অচ্ ৫তৎ। স্বেদ, ঘর্ম্ম।

তনু(নূ)হ্রদ (পুং) তনো হ্রদইব। পায়ু। (ত্রিকা°)

তনূ (পুং) তনোতি কুলং তন-ঊ। ১ পুত্র।
"তাবাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" (ঋক্ ৮।৮৬।১) 'তনোতি কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ' (সায়ণ) (স্ত্রী) তনু-ঊঙ্। ২ শরীর। ৩ প্রজাপতি। ৪ গো। [তনূনপাৎ দেখ।]

তনূকরণ (ক্লী) অতনুং তনুং করণং অভূততদ্ভাবে চ্বি। অল্পীকরণ। "সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ" (পাতঞ্জলসূ° ২।২)

তনূকৃ, অতনুং তনুং করোতি তনু অভূততদ্ভাবে চ্বি কৃঞোঽনুপ্রয়োগঃ। অল্পীকরণ, পূর্ব্বে যাহা তনু (অল্প) ছিল না তাহাকে তনু করা।

তনূকৃৎ (ত্রি) তনূ-কৃ-ক্বিপ্। পুত্ররূপশরীরকারী। "তনূকৃদ্বোধিপ্রমতিশ্চ" (ঋক্ ১।৩১।৯) 'তনূকৃৎ পুত্ররূপশরীরকারী' (সায়ণ)

তনূকৃত (ত্রি) তনূ-কৃ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ তষ্ট, অল্পীকৃত। (অমর)

তনূকৃথ (বৈ) পুত্রনিমিত্ত স্তুতি। "তা বাং বিশ্বকো হবতে তনূকৃথে" (ঋক্ ৮।৮৬।১) "তনূকৃথে তনোতি কুলমিতি তনূঃ পুত্রঃ তস্য বিক্ত্যপে। নিমিত্ত হবতে স্তুতিভিরাহ্বয়তি।"(রামায়ণ)

তনূজ (পুং) তন্বাঃ দেহাৎ জায়তে জন-ড। পুত্র।

তনূজনি (পুং) তন্বাঃ জনি ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূজন্মন্ (পুং) তন্বাঃ জন্ম ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূজা (স্ত্রী) তনূজ-টাপ্। কন্যা।

তনূজাঙ্গ (ক্লী) পক্ষ, পালক।

তনূতল (পুং) পরিমাণভেদ, এক ব্যাম।

তনূত্যজ্ (ত্রি) শরীরত্যক্তা। "যে যুধ্যন্তে প্রধানেষু শূরাসো যে তনূত্যজঃ" 'তনূত্যজঃ শরীরাণাং ত্যক্তারঃ।' (সায়ণ)

তনূদূষি (ত্রি) শরীরদূষণ বা নাশকারী।

তনূদেবতা (পুং) আত্মমূর্ত্তিভেদ।

তনূদেশ (পুং) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

তনূদ্ভব (পুং) তনোরুদ্ভবতি উদ্-ভূ-অচ্ ৫তৎ। পুত্র। (স্ত্রী) কন্যা।

তনূনং (ক্লী) তন্বা ঊনং। বায়ু।

তনূনপ (ক্লী) তন্বং ঊনং কৃশং পাতি পা-ক। ঘৃত, ঘৃত শরীরের পুষ্টিসাধন করে এইজন্য ইহার নাম তনূনপ।

তনূনপাৎ [দ] (পুং) তনূং ন পাতয়তি পত-ণিচ্ ক্বিপ্। (নভ্রান্নপাৎ। পা ৬।৩।৭৫) ইতি নিপাতনাৎ ন লোপঃ বা তনূনপং ঘৃতং অত্তি-অদ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। "তনূনপাদুচ্যতে গর্ভ আসুরো" (ঋক্ ৩।২৯।১১) 'সোহগ্নিস্তনূনপাদুচ্যতে। তনূঃ শরীরাণি ন পাতয়তি ন দহতীতি ব্যুৎপত্তেঃ' (সায়ণ) ২ প্রজাপতির পৌত্র।

"নরাশংস প্রতিশূরো মিমানস্তনূনপাৎ" (যজু ২০।৩৭)

'তনূনপাৎ তনোতি বিস্তারয়তি সৃষ্টিং তনুঃ প্রজাপতির্মরীচিঃ তস্য নপাৎ পৌত্রঃ কশ্যপাস্বঃ' (বেদদীপ) (ক্লী) ৩ ঘৃত। ৪ অগ্ন্যুদ্দেশ্যক প্রযাজভেদ। "তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানাৎ" (নিরুক্ত ৮।৬)

তনূনপ্ত্র (পুং) তনোতি তনূঃ পরমাত্মা তস্য নপ্তা পৌত্র ৬তৎ। বায়ু, তনূ পরমাত্মা, পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশ হইতে বায়ু, এইজন্য বায়ু পরমাত্মার পৌত্র। শ্রুতি ও বেদান্তদর্শনের মতে প্রথমে পরমাত্মা হইতে নিখিল জগতের উপাদান আকাশ উৎপন্ন এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রভৃতি সমুদ্ভূত হইয়াছে। "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুঃ" (শ্রুতি)

তনূপা (পুং) তনূং পাতি পা-ক্বিপ্। জঠরাগ্নি, জঠরাগ্নিদ্বারা ভুক্ত দ্রব্যসকল পরিপাক হয়, সারাংশসকল রক্ত-মাংসাদিরূপ শরীরে পরিণত হইয়া দেহকে পোষণ করে, এই জন্য জঠরাগ্নির নাম তনূপা।

"তনূপা অগ্ন্যসি" (শুক্লযজুঃ ৩।১৭) 'জঠরানলেন ভুক্তান্নে জীর্ণে রসবীর্য্যাদিপাকে সতি দেহপালনং ভবতি' (ভাষ্য°) ২ দেহপালকমাত্র। "উগ্রোহবিতা তনূপাঃ" (ঋক্ ৪।১৬।২০) 'তনূপাঃ শরীরাণাং পালকঃ ইন্দ্রঃ (সায়ণ)

তনূপান (ত্রি) শরীরপালক,, অঙ্গরক্ষ। "দেবপরাস্তনূপানাঃ (তৈত্তিরীয়স° ৫।৭।২।২)

তনূপাবন্ (ত্রি) তনূ বা জীবনরক্ষাকারী।

তনূপৃষ্ঠ (পুং) সোমযাগভেদ। [সোমযাগ দেখ।]

তনূবল (ক্লী) শরীর-বল।

তনূর (আরবী) উনান, চুলা।

তনূরুহ (ক্লী) তন্বাং রোহতি রুহ-ক। ১ লোম। ২ পক্ষীদিগের পক্ষ, পাখীর ডানা। ৩ পুত্র। ৪ গরুৎ। (হেম°)

তনূরুহাঙ্কুর (ত্রি) লোম। "নাভি সরোবর তথির উপর তনূরুহাঙ্কুরদাম" (কবিকঙ্কণচণ্ডী)

তনূর্জ (পুং] উত্তম মনুর পুত্র একজন নৃপ।

"ঔত্তমেয়ান্ মহারাজ দশ পুত্রান্ মনোরমান্।
ইষ উর্জ্জস্তনূর্জশ্চ মধুমাধব এব চ ॥" (হরিবং ৭ অ°)

তনূবশিন্ (পুং) অগ্নি।

তনূশুভ্র (ত্রি) শরীরভূষক।

তনূহবিস্ (ক্লী) বৈদিক তনূরূপ হবিঃ। বেদমন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত ঘৃতাদি হবনীয় বস্তু। "দ্বাদশাহান্তে তনূহবীংষি নির্ব্বপাত্" (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১০।৭) 'তনূহবীংষি অগ্নয়ে পবমানায়েত্যাদি' (কর্ক)

তনূহ্রদ [তনুহ্রদ দেখ।]

তন্খা (পারসী) ১ অনুসন্ধান। ২ আন্দাজ করা। ৩ বেতন। ৪ হার।

তন্খাদার (পারসী) বেতনভুক্।

তন্তি (স্ত্রী) তন কর্ম্মণি ক্তিচ্ বেদে ন দীর্ঘঃ ন লোপাভাবশ্চ। ১ দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জু। "বৎসানাং ন তন্তয়স্ত ইন্দ্র" (ঋক্ ৬।২৪।৪) 'তন্তির্নাম দীর্ঘপ্রসারিতা রজ্জুঃ' (সায়ণ) ২ গোমাতা।

তন্তিপাল (পুং) তন্তিং গোমাতরং পালয়তি পালি-অণ্। ১ গোমাতৃপালক। ২ সহদেব, বিরাটগৃহে সহদেব গুপ্তাবস্থান-কালে এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। "তেষাং গোসংখ্যাং আসন্ বৈ তন্তিপালেতি মাং বিদুঃ" (ভারত বিরাট ১০ অ°)

কোন কোন স্থলে তন্ত্রিপাল এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু নীলকণ্ঠ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন 'তন্ত্রিং বেণীভূততাং পালয়তি ইতি বিগ্রহেণ তন্ত্রিপালং বচনকরং।'

"তন্ত্রিপাল ইতি খ্যাত নাম্নাহং বিদিতস্তথা।" (ভারত ৪।৩৯ অ°)

তন্তু (পুং) তন্যতে বিস্তার্য্যতে তন-তুন্ (সিত নিগমীতি। উণ্ ১।৭০) ১ সূত্র। তস্মিন্নোত মিদং প্রোক্তং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু" (ভাগ° ৯।৯।৭) ২ গ্রাহ, হাঙ্গর। ৩ সন্তান, অপত্য। "তেষামুৎপন্নতন্তুনামপত্যং দায়মর্হতি ॥" (মনু ৯।২০৩) ৪ তাঁত (Fiber)। [তাঁত দেখ।]

তন্তুক (পুং) তন্তুরিব কায়তি কৈ-ক বা সংজ্ঞায়াং কন্। ১ সর্ষপ। (স্ত্রী) নাড়ী।

তন্তুকাষ্ঠ (ক্লী) তন্তুসমন্বিতং কাষ্ঠং মধ্যলো°। তন্তুযুক্ত কাষ্ঠ, তাঁতের কাঠ।

তন্তুকী (স্ত্রী) তন্তুক স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নাড়ী। (রাজনি°)

তন্তুকীট (পুং) তন্তুৎপাদকঃ কীট মধ্যলো°। কীটবিশেষ, কোষকার, গুটিপোকা।

তন্তুণ (পুং) তন বাহুলকাৎ তুনন্ নিপাতনাৎ ণত্বং দন্ত্যনকারান্ত ইত্যেকে। গ্রাহ, হাঙ্গর। (হেম°)

তন্তুনাগ (পুং) তন্তুর্নাগ ইব। গ্রাহ, হাঙ্গর।

তন্তুনাভ (পুং) তন্তুর্নাভৌ যস্য বহুব্রী, অচ্ সমাসান্তঃ। লূতা, মাকড়সা।

তন্তুনির্য্যাস (পুং) তন্তুবৎ নির্য্যাসো যস্য বহুব্রী। তালবৃক্ষ।

তন্তুপর্ব্বন্ (স্ত্রী) তন্তোঃ যজ্ঞোপবীতসূত্রস্য দানরূপং পর্ব্ব যত্র বহুব্রী। চান্দ্রশ্রাবণ-পৌর্ণমাসী, শ্রাবণমাসের পূর্ণিমা, এই তিথিতে ভগবান্ বামনদেবকে যজ্ঞোপবীত দান করিতে হয়।

"শিষ্য স্ত্রিজন্মদিবসে সংক্রান্তৌ বিষুবায়নে।
সন্তীর্থেঽর্কবিধুগ্রাসে তন্তুদামনপর্ব্বণোঃ।
মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্ব্বাণো মাসর্ক্ষাদীন্ন শোধয়েৎ।" (স্মৃতি)

'তন্তুপর্ব্ব পরমেশ্বরোপবীতদানতিথিঃ'—শ্রাবণী পূর্ণিমা। (রঘুনন্দন)

এই তিথিতে নক্ষত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ হইলেও যজ্ঞোপবীত দান অবশ্য কর্ত্তব্য। এই পূর্ণিমাতে মঙ্গলের জন্য হস্তে রক্ষা-সূত্র ধারণ করিতে হয়। ইহার বিষয় নির্ণয়সিন্ধুতে এই প্রকার লিখিত হইয়াছে। শ্রাবণী-পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগের তর্পণ করিবে। পরে অপরাহ্ণ সময়ে রক্ষা-পোটলিকা সিদ্ধার্থ ও অক্ষত দ্বারা অর্পিত করিয়া তাহাতে সুবর্ণসংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহার পর পুরোহিত এই মন্ত্রদ্বারা রক্ষাসূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন। মন্ত্র—

"যেন বদ্ধো বলিরাজা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
তেন ত্বামপি বধ্নামি রক্ষে মা চল মা চল।"

এই রক্ষাসূত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রত্যেকেরই যথাশক্তি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া ধারণ করিতে হয়। এই রক্ষাবন্ধ প্রতিপৎ ও দ্বিতীয়াযুক্ত হইলে করিবে না। [রক্ষা-বন্ধন দেখ।]

তন্তুভ (পুং) তন্তুরিব ভাতি ভা-ক। ১ সর্ষপ।

"মরীচং পিপ্পলং কোষং জীরকন্তন্তুভং তথা।
সংস্কারে চ সমক্তে চ মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ॥" (কালিকাপু°)

২ বৎস, বাছুর।

তন্তুমৎ (পুং) তন্তুঃ বিস্তৃতে হস্য তন্তু-মতুপ্। অগ্নি।

তন্তুমতী (ত্রি) তন্তুমৎ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মুরারির মাতা।

তন্তুর (ক্লী) তন্তুয়ন্ত্যস্য কুম্ভাদিত্বাৎ তন্তু-র। মৃণাল। (শব্দর°)

তন্তুল (ক্লী) তন্তু-র রস্য ল বা তন্তু-লচ্। মৃণাল। (হেম°)

তন্তুবান (ত্রি) বয়ন।

তন্তুবাপ (পুং) তন্তুন্ বপতি বপ অন্। ১ তন্তুবায়, তাঁতি। ২ তন্ত্র, তাঁত। (শব্দমালা)

তন্তুবায় (পুং) তন্তুন্ বয়তি বিস্তারয়তি বৈ-অণ্। ১ লূতা, মাকড়সা। ২ নবশাখা (শায়ক) র অন্তর্ভুক্ত জাতিবিশেষ, তন্তুবায়, তাঁতি। [নবশাখ দেখ]

বস্ত্রবয়নোপজীবীলোক মাত্রকেই তন্তুবায় বলে, সুতরাং যে সকল লোক এই ব্যবসায় মাত্র অবলম্বন করিয়াছে তাহারা সকলেই নবশাক অন্তর্ভুক্ত তন্তুবায় জাতিসমূহৰ নহে। নানা ভিন্ন জাতি এক ব্যবসা অবলম্বন করায় ঐ সাধারণ বৃত্তিবোধক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকলেই বলিয়া থাকে, উহারা শিবদাস বা ঘামদাসের বংশধর। এক দিন ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে করিতে মহাদেবের শরীর হইতে একবিন্দু ঘর্ম্ম পতিত হয়; ঐ ঘর্ম্মবিন্দু হইতে তৎক্ষণাৎ শিবদাস উৎপন্ন হইল। ঘর্ম্ম হইতে জন্ম বলিয়া ইহার নাম ঘামদাস। অতঃপর মহাদেব একটী কুশ গ্রহণ করিয়া উহা হইতে ঘামদাসের জন্য কুশবতী নামে কন্যা সৃষ্টি করিলেন। ঐ কুশবতী ঘামদাসের পত্নী হইল। শিবদাসের চারিপুত্র বলরাম, উদ্ধব, পুরন্দর ও মধুকর। এই চারিজন হইতে চারি সম্প্রদায়ের তন্তুবায় সৃষ্টি হইল। জাতিকৌমুদীর মতে মণিবন্ধ পুরুষ ও মণিকার স্ত্রী হইতে তন্তুবায় উৎপন্ন। পরশুরামের জাতিমালা মতে—

"তৈলিকাৎ মণিকন্যায়াং তন্ত্রবায়স্য সম্ভবঃ।"

তৈলিকের ঔরসে মণিকারকন্যার গর্ভে তন্ত্রবায়ের জন্ম হইয়াছে।

রুদ্রযামলোক্ত জাতিমালা মতে—

"মণিবন্ধাৎ খানিকার্য্যাং তন্তুবায়শ্চ জগ্নিবান্।
তন্তুন্ দত্বা মুনিশ্রেষ্ঠে তন্ত্রবায়মবাপ্তবান্॥
মণিবন্ধ্যাং তন্ত্রবায়াৎ গোপজীবস্য সম্ভবঃ।"

মণিবন্ধের ঔরসে ও খানিকারী-কন্যার গর্ভে তন্তুবায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মুনিবরকে তন্তু দিয়াছিল বলিয়া তন্ত্রবায় নাম প্রাপ্ত হয়। তন্তুবায়ের ঔরসে ও মণিবন্ধ-কন্যার গর্ভে গোপজীবের জন্ম।

মনুসংহিতার মতে—

"নৃপায়াং বৈশ্যসংসর্গাদায়োগব ইতি স্মৃতঃ।
তন্তুবায়ো ভবত্যেব বস্ত্রকাংস্যোপজীবিনঃ।
শীলকাঃ কেচিত্তবৈব জীবনং বস্ত্রনির্ম্মিতৌ॥"

ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে আয়োগব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্তুবায়ও এইরূপ। ইহাদের জীবিকা বস্ত্রনির্ম্মাণ। আবার অনেকের মতে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শাপভ্রষ্টা ঘৃতাচীর গর্ভে ৮ পুত্র জন্মে। বিশ্বকর্ম্মা ঐ অষ্ট পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পশাস্ত্র শিক্ষা দেন। তাহাদিগের হইতেই অষ্টজাতীয় শিল্পী উৎপন্ন হয়। তন্তুবায় ইহাদের একতম।

বাঙ্গালায় তন্তুবায়গণ নিম্নলিখিত সম্প্রদায়ে বিভক্ত যথা— আশ্বিনা বা আসন তাঁতি, ইহারা আবার বর্দ্ধমানী, বর্ণকুল, মহাকুল, মান্দারণ ও উত্তরকুল এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। বলরামী, বঙ্গ, বড়ভাগিয়া বা ঝাঁপানিয়া, বারেন্দ্র, ছোটভাগিয়া

বা কায়েত, তাঁতি কাতুর, কোরা, ক্ষীর, মধুকরী, মগন, মড়িয়ালী, নীর, পাত্র, পুরন্দরী, পূর্ব্বকুল, রাঢ়ী ও উত্তরী।

বেহারস্থ তন্তুবায়গণ বৈশ্বর, বনৌধিয়া, চামার, জৈশ্বর, কাহার, কনৌজিয়া, ত্রিহুতিয়া ও উত্তরা।

উড়িষ্যার তন্তুবায়গণ মাতিবংশতাঁতি, গালাতাঁতি ও হংসীতাঁতি এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

বাঙ্গালার তাঁতিদিগের উপাধি—বরাল, বসাক, ভড়, ভদ্র, বো, বিট্, চন্দ্র, ডগরী, দালাল, দাস, দত্ত, দে, গুঁই, প্রামাণিক, হংসী, যাচন্দার, কর, লু, মণ্ডল, মেধ, মুখিম, নন্দী, পাল, সাধু, সর্দ্দার, রক্ষিত ও শীল।

বেহারে উপাধি—দাস, মহাতো, মাঝি, মরাঠ ও মারিক।

বাঙ্গালার তাঁতিগণ অগস্ত্য ঋষি, অলদাসী, অলম্যান, অত্রিঋষি, বড়ঋষি, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মঋষি, গর্গঋষি, গৌতম, জনঋষি, কাশ্যপ, কুল্যঋষি মধুকুল্য, পরাশর, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণ ও ব্যাস এই কয়েকটী গোত্রে বিভক্ত। বেহারে ইহাদের চামরতানি, হিন্দুয়া, কাশ্যপ, প্রভৃতি গোত্র আছে।

পশ্চিমবঙ্গে আশ্বিনা তাঁতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা বলে, আশ্বিন তাঁতিগণই মূল জাতি; ইহা হইতেই অপরাপর তন্তুবায়গণ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নামানুসারে ৫টী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। আশ্বিন তাঁতিদিগের একটী বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাদের স্ত্রীলোকেরা নাসিকায় কখন মাকড়ী ধারণ করে না।

ঢাকার তাঁতিগণ বড়ভাগিয়া বা ঝাম্পানিয়া ও ছোট-ভাগিয়া বা কায়ন্তিয়া এই দুই দলে বিভক্ত। ঝম্পনে চড়িয়া বিবাহ করে বলিয়া প্রথম শাখাকে ঝাম্পানিয়া বলে। শেষোক্ত তাঁতিগণ পূর্ব্বে কায়স্থ ছিল, পরে বস্ত্রবয়নবৃত্তি অবলম্বন করায় জাতিচ্যুত হইয়াছে।

তন্মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ বড়ভাগিয়া শাখাই বহুবিস্তৃত। ইহাদের অনেকের উপাধি বসাক। পূর্ব্বে কোন সম্ভ্রান্ত তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়া কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাঁহাকে এই উপাধি অর্পণ করা হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানির কুঠিতে যে সকল তন্তুবায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের উপাধি বংশানুক্রমিক অদ্য পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। যথা—যাচনদার বা মূল্যনিরূপক, মুখিম পরিদর্শক, দালাল এবং সর্দ্দার অর্থাৎ এক দল কারিকরের সরদার।

ঢাকার মগ-বাজারে মগী শ্রেণী নামে এক দল জাতিভ্রষ্ট তন্তুবায় বাস করে। ইহারা পতিত হইলেও আচার-ব্যবহার শুদ্ধ তন্তুবায়গণের সমান।

ডাক্তার ওয়াইজ লিখিয়াছেন, ছোটভাগিয়া অর্থাৎ কায়েত তাঁতিগণ পূর্ব্বে সেকরা ছিল, পরে স্বব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত লাভজনক বস্ত্রবয়নব্যবসা আরম্ভ করে। এখন উহারাও বসাকদিগের সঙ্গে ভোজন করিতে পায়। বসাকগণ আবার তাহাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদা প্রত্যর্পণ করেন।

অপেক্ষাকৃত ধনী কায়েত তাঁতিগণ আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। এই তাঁতি ঢাকায় বাস করে। অনেকেই সেকরাগিরি, মহাজনী বা খোদক (নকাশি) বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

পূর্ব্ববঙ্গে বঙ্গতাঁতি নামে আর এক শ্রেণীর তাঁতির বাস আছে। ইহারা নাগরিক তাঁতিদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা বলে, তাহারাই ঐ দেশের আদিম তাঁতি এবং সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশে বস্ত্র দান করিয়া আসিতেছিল। যাহা হউক বসাক তাঁতিগণ ইহাদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। ঢাকার ২০ মাইল উত্তরে ধামরাই নগরে প্রায় ২৫০ ঘর বঙ্গতাঁতি বাস করে। ঢাকার তাঁতিগণ বিবাহকালে রক্ত পট্টবস্ত্র পরিধান করে। কিন্তু এই বঙ্গ তাঁতিগণ বিবাহকালে শুক্লবস্ত্র পরিয়া থাকে। ইহারা শাড়ী- উড়ানী, ডোরিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঢাকার ফুলতোলার জন্য প্রেরণ করে। পূর্ব্বে এই ধামরাই নগরেই সুবিখ্যাত সূক্ষ্মসূত্র প্রস্তুত হইত। স্ত্রীলোকগণ চরকার হস্ত দ্বারা ঐ সূক্ষ্মসূত্র প্রস্তুত করিত। উহাদের হস্তনির্ম্মিত সূক্ষ্ম সূত্রের প্রশংসা করিয়া একজন বলিয়াছেন যে, একজন কাটুনীর প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ৮৬ গজ সূত্র ওজনে এক রতি অপেক্ষাও কম হইয়াছিল। এখন এক রতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্মতম সূত্র ৭০ গজের অধিক হয় না। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, হয় স্ত্রীগণ পূর্ব্বের ন্যায় সূতা কাটিতে পারে না, কিংবা কার্পাস মোটা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উহাদের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বেহারের তাঁতিদিগকে তাঁতবা কহে। ইহারা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কনৌজিয়া ও ত্রিহুতিয়া।

বেহারের চামারতাঁতি ও কাহারতাঁতিগণ বোধ হয় কোন চামার ও কাহারজাতি হইতে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ কোন চামার ও কাহার বস্ত্রবয়ন-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমে তাঁতি হইয়া পড়িয়াছে। উড়িষ্যার মাতিবংশ তাঁতিগণ মোটা কাপড় বয়ন করে। ইহাদের অনেকেই সম্প্রতি বস্ত্রবয়ন-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করিতেছে। গালাতাঁতিগণ সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং হংসীতাঁতিগণ নানাবিধ রঞ্জিন-বস্ত্র প্রস্তুত করে।

ঢাকায় অনেক হিন্দুস্থানী বা মুঙ্গেরিয়া তাঁতি বাস করে। ইহাদের অনেকেই বাহিরে গোয়ালা, মুটিয়া, মজুর ও মালিগিরি এবং পাখাটানা ইত্যাদি কার্য্য করে। আবার গৃহে বস্ত্রবয়ন ও কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে, কনৌজিয়া ও ত্রিহুতিয়া। কনৌজিয়াগণই সংখ্যায় অধিক, সমাজে ইহারা অনেক উন্নত। ত্রিহুতিয়াগণ পাল্কীবাহক, গায়ক, বাদ্যকর, সহিস, মাঝি প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করায় সমাজে হেয়।

বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ইহাদের বিবাহাদি অন্যান্য নবশাখ জাতির ন্যায়। পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কেহ কেহ পণ গ্রহণ করিয়া কন্যার বিবাহ দেয়। কন্যাদান করাই সমাজে সর্ব্বত্র সম্মান-সূচক ও যশস্কর। সম্প্রতি অপর উচ্চ শ্রেণীস্থ হিন্দুর ন্যায় কন্যাকর্ত্তাকেও বরের বিদ্যা, বুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যানুসারে পণ দিয়া কন্যাদান করিতে হইতেছে।

বেহারে তাঁতিদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ ও পরিত্যক্তা-স্ত্রীর পুনর্ব্বার সাঙ্গা প্রচলিত আছে। স্ত্রী স্বজাতীয় কোন পুরুষের সহিত সহবাস করিলে ইহারা একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, কিন্তু ভিন্নজাতীয় পুরুষের সহিত রত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে। এই তাঁতিদিগের সমজাতীয়া কোন স্ত্রীলোক ইহাদের উপপত্নীরূপে থাকিলে এবং পরে তাহাদের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহারা প্রথমতঃ সমাজে গৃহীত হয় না। কিন্তু মুখ্যদিগকে একত্র করিয়া একটা ভোজ এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলে পুনরায় ঐ স্ত্রী এবং তাহার সন্তানগণকে সমাজে গ্রহণ করা হয়।

বাঙ্গালার তাঁতিগণ প্রায় সমস্তই বৈষ্ণব ও খড়দহবাসী গোস্বামীদিগের শিষ্য। ইহারা মুখে গুম্ফ রাখা সমাজ-নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করে। আজিও গোঁড়া এবং বৃদ্ধ তাঁতিগণ গোঁফ রাখে না; যাহা হউক সম্প্রতি অধিকাংশ যুবকই এ কুসংস্কার বড় মানে না। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁতিদিগের মধ্যে কেহ পঞ্চায়ত বা সমাজপতি নাই। সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিজ সমাজভুক্ত অন্যান্য নির্ধন তাঁতিদিগের উপর প্রভুত্ব করে এবং উহাদের মধ্যে কলহাদি মীমাংসা করিয়া দেয়। ব্যবসায়সংক্রান্ত বিষয়সকল বৃহৎ বৃহৎ দল ও দলপতিদিগের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই তন্তুবায়গণ ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহোৎসব করিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঢাকায় তন্তুবায়গণ এই সময় বিস্তর অর্থব্যয়ে মহা আড়ম্বর ও ঘটা করিয়া রাজপথে পর্ব্ব বাহির করে। পূর্ব্বে যখন ঢাকায় নবাব ছিলেন, তখন তাঁহার সৈন্যদল ও বাদ্যকরগণ এই ঘটায় যোগদান করিত। এখন ইহার জাঁকজমক অনেক কমিয়া গেলেও পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকার জন্মাষ্টমী উৎসবই সর্ব্বপ্রধান। এই উৎসব ঢাকায় দুই অংশে হইয়া থাকে। ঢাকার তন্তুবায়গণ বহুকাল হইতে তাঁতিবাজার ও নবাবপুর নামক নগরের দুইটী পল্লীতে বাস করিয়া আসিতেছে। এই দুই পল্লী হইতে নন্দোৎসবের দিন এক একটী পর্ব্ব বাহির হয় এবং সমস্ত সহর পরিভ্রমণ করে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ঐ দুই দল পরস্পর মুখোমুখী হইয়া পড়ে, সুতরাং উভয় দলে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট ভবিষ্যতে এইরূপ দাঙ্গার সম্ভাবনা নিবারণার্থ নিয়ম করিয়াছেন যে, একদিনেই দুই দল বাহির হইতে পারিবে না এবং পাল্যাক্রমে এক এক বৎসর এক এক দল পূর্ব্ব দিনে এবং অন্যদল পর দিনে পর্ব্ব বাহির করিবে। তাঁতিবাজারের তন্তুবায়গণ কৃষ্ণের মুরলীমোহন মূর্ত্তির পূজা করে। নবাবপুরের তন্তুবায়দিগের ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম। উৎসব বাহির হইবার সময় অগ্রভাগে একশ্রেণী হস্তী ও ভূতপূর্ব্ব নবাবপ্রদত্ত পাঞ্জা অর্থাৎ মহরমের সময় বাহিত করের প্রতিমূর্ত্তি গমন করে। তৎপরে চতুর্দ্দোলে বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি, যানাদির উপর বহুসংখ্যক মনুষ্য-পশ্বাদির নানারূপ হাস্যোদ্দীপক ও ব্যঙ্গব্যঞ্জক ছবি এবং নর্ত্তকী, কবি প্রভৃতি কৌতুকজনক গীত গাহিতে গাহিতে ও নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোকসকলকে প্রীত করিতে করিতে গমন করে। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে অসংখ্য লোক ঠাকুর দেখিতে যত না হউক ঠাকুরের পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব দেখিতে ঢাকা নগরে আসিয়া থাকে।

বঙ্গতাঁতিগণ মহাসমারোহে কামদেবের পূজা করে। বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ সাধারণতঃ এবং ঝাঁপানিয়া তাঁতিগণ একবারেই এই উৎসব করে না। কিন্তু ভাবাল, কামরূপ ও উহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি এই পূজা প্রচলিত। মদনচতুর্দ্দশী অর্থাৎ চৈত্রকৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর দিন ঐ উৎসব সমাহিত হয়। পূর্ব্বে এই উৎসব সাতদিন ধরিয়া হইত। বঙ্গতাঁতিগণ জন্মাষ্টমী করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্নরূপ। দুইটী বালককে বহুমূল্য বেশভূষায় কৃষ্ণ ও নন্দগোপ সাজাইয়া মহা-আড়ম্বরে গীতবাদ্যাদি সহ রাস্তায় ভ্রমণ করে। তন্তুবায়গণ সকলেই প্রথমতঃ কুলদেবতা বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে, ঐ সময় চর্কি, নাটাই, দাক্তি, মাকু, শানা প্রভৃতি তন্ত্রের যন্ত্রসকলেরও পূজা হয়। বিশ্বকর্ম্মাপূজায় প্রায় প্রতিমূর্ত্তি গঠিত হয় না; অন্যান্য শিল্পিদিগের ন্যায় যন্ত্রাদিতেই বিশ্বকর্ম্মার অধিষ্ঠান জ্ঞান করিয়া পূজা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গেও

তাঁতিগণ প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, অনেকেই শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সকল ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি প্রদান করে না।

বেহারে তাঁতবা বা তাঁতিগণের মধ্যে অতি অল্পই বৈষ্ণব দৃষ্ট হয়। অধিকাংশই শক্তি-উপাসক। কনৌজিয়া তাঁতিগণ মহামায়ারূপে দুর্গার উপাসনা করে। বাঙ্গালাবাসী বেহারী তাঁতবাগণ দুর্গাপূজা করে, কালীপূজার দিন ঠাকুরের সম্মুখে ছাগবলি দেয় এবং মধু কুমার নামক তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নামে একটী খাসি অর্থাৎ ছিন্নমুষ্ক ছাগ বলি দেয়। ত্রিহুতিয়া তাঁতিগণ অনেকে কালী, দুর্গা, মহাদেব প্রভৃতিব উপাসনা করে, কিন্তু অধিকাংশই বুদ্ধরাম নামক ত্রিহুতবাসী জনৈক মুচির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মানিয়া চলে। এই বুদ্ধরাম মুচির মত অনেকাংশই নানকশাহের ন্যায়। তাঁহার মতাবলম্বী তাঁতিগণ জাতিভেদ মানে না, কিন্তু ধর্ম্মাচরণের নানাবিধ বাহ্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বেহারের লোকে বন্দী, গোরৈয়া, ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি যে সকল ঠাকুর পূজা করে সে সমস্ত ভিন্ন তাঁতিগণ সৈসিয়ার, কানবর প্রভৃতি তাহাদেব পূর্ব্বপুরুষদিগের পূজা করে। শ্রাবণ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে ইহাদের উদ্দেশে মেষ বলি প্রদান করিয়া প্রেতপুরুষদিগকে প্রসন্ন করা হয়। এই কার্য্যে পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। পুরুষগণ স্বয়ং কার্য্য সমাধা করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ নবশাখের অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণই তন্তুবায়দিগেরও পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য তন্তুবায়দিগের যাজকতা করার জন্য তাঁহারা দুই চারিজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট হেয় হইলেও ব্রাহ্মণসমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের সমান মান্য লাভ করিয়া থাকেন।

বেহারের তাঁতবাগণের অনেক স্থানেই পুরোহিত নাই, আবার যেখানে আছে সেখানেও ইহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ অতি নীচ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত। অধিকাংশ স্থলে যেখানে তাঁতবাদিগের পুরোহিত নাই, ইহাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ সাজিয়া পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। অনেক সময় ভাগিনেয়ই পুরোহিত হয়। এইরূপ অনার্য্য-ক্রিয়া দ্বারা স্পষ্টই বোধ হয়, বেহারস্থ তাঁতিগণ নীচজাতীয় এবং নীচজাতি হইতে ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত শ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ করিয়া বেহারস্থ তাঁতিগণ ত্রয়োদশ দিবসে অশৌচান্ত করিয়া থাকে। যাহা হউক তথাপি হিন্দুসমাজে এবং কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ ইহাদের হস্তে জল গ্রহণ করেন না।

কোন তাঁতি উচ্চ কি নিম্নশ্রেণীস্থ তাহা তাহাদের ব্যবহৃত মণ্ডদ্বারাই জানিতে পারা যায়। উচ্চশ্রেণীস্থ তন্তুবায়গণ বস্ত্রবয়নের সময় খৈ-মণ্ড ব্যবহার করে, এবং অন্নমণ্ডকে উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র জ্ঞান করে ; কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ তন্তুবায়গণ অন্নমণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকে তজ্জন্য ইহাদিগকে মেড়োতাঁতি কহে। বাঙ্গালার তন্তুবায়গণ খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে অন্যান্য নবশাখ জাতির ন্যায়। ইহারা সমাজে মদ্য বা মাংস ভক্ষণ করে না। কিন্তু বেহারস্থ তাঁতবাগণের মদ্য-মাংস সেবনে কোন বাধা নাই। মদ্যপানের পূর্ব্বে ইহারা প্রথমে দুই চারি ফোঁটা ইষ্টদেবতা কালী বা মহাদেবের নামে ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট পান করে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বস্ত্রবয়নই তন্তুবায়গণের উপজীবিকা। এই ব্যবসা উহারা আবহমান কাল অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতী সস্তা কাপড়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উহাদিগের ঐ ব্যবসা বিলুপ্ত প্রায়। অধিকাংশ তন্তুবায় বাধ্য হইয়া বস্ত্রবয়ন পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে আশ্বিনা ও মাড়িয়ালীদিগের প্রায় ¾ অংশ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যাহারা এইরূপে বৃত্তিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছে ; কিন্তু যাহারা পুরুষানুক্রমিক বস্ত্রবয়নবৃত্তি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের উন্নতির কথা দূরে থাকুক, ক্রমশঃ দুর্দ্দশাই বৃদ্ধি হইতেছে, বস্ত্রবয়ন দ্বারা তাহাদের অন্নসংস্থান হয় মাত্র, সহজে কেহ সঞ্চয় করিতে পারে না। এবিষয়ে এ প্রদেশে একটী প্রবাদ আছে, সে প্রবাদটী এইরূপ।—মহাদেব শিবদাসকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বস্ত্রবয়ন করিতে আদেশ করিলে শিবদাস সূত্র, তন্তু প্রভৃতির অভাব জানাইল। মহাদেব এক অসুরকে বধ করিয়া তাহার চক্ষু হইতে কার্পাসের গুটি সৃষ্টি করিলেন। ঐ গুটি হইতে কার্পাসবীজ সৃষ্টি হইল। পরে ঐ বীজ হইতে কার্পাস বৃক্ষ এবং ক্রমে উহা হইতে তুলা উৎপন্ন হইল। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া চর্কা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। দুর্গা স্বয়ং সূতা কাটিয়া দিলেন, কিন্তু বলিলেন যে, প্রথম বস্ত্রখান তাঁহাকে দিতে হইবে। অনন্তর বিশ্বকর্ম্মা তন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে দেবতাগণ আসিয়া উহার পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গে অধিষ্ঠান করিলেন। মাকুতে পবন, শানায় অগ্নি ইত্যাদি। শিবদাস প্রথম বস্ত্রখানি বুনিয়া গৌরীকে প্রদান করিলে গৌরী পরম প্রীত হইয়া শিবদাসকে বর দিতে চাহিলে শিবদাস বলিল, যেন একখানি বস্ত্র বুনিয়া ছয়মাস খাইতে পাই

এই বর দাও। গৌরী তথাস্তু বলিলেন। এদিকে ইন্দ্রাদি দেবগণ দেখিলেন, শিবদাস বর লইয়া গেল যে, একখানি বস্ত্রে তাহার ছয়মাস চলিবে। সুতরাং এত লোকের বস্ত্র সঙ্কুলান হইবে না। যাহাতে সে অনেক বস্ত্র বয়ন করে, তাহার উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা সরস্বতীকে শিবদাসের পত্নী কুশাবতীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সরস্বতী কুশাবতীর কণ্ঠে গিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে শিবদাস বর লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলে কুশাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বর লইয়াছ?" শিবদাস আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিল। কুশাবতী সরস্বতীর প্ররোচনায় বলিল, "ও কি বর লইয়াছ একখানি কাপড় বুনিয়া ছয়মাস বসিয়া থাকিবে, তাহা হইলে ছেলেরা কাজকর্ম্ম শিখিবে কেমন করিয়া; প্রতিদিন কাপড় বুনিবে, তবে ত পুত্রগণ কর্ম্মিষ্ঠ হইবে। যাও এখনি বর ফিরাইয়া আন যে, রোজ কাপড় বুনিব আর রোজ খাইব।" শিবদাস স্ত্রীবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তৎক্ষণাৎ বর ফিরাইয়া আনিল। তদবধি সে প্রতিদিন বুনিতে লাগিল আর প্রতিদিন তাহা বেচিয়া খাইতে লাগিল। দেবতাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। এইরূপে বুদ্ধিমান তন্তুবায়দিগের সুবুদ্ধি আদিপুরুষ স্বীয় মহা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া আপনাকে এবং নিজ বংশধরদিগকে কর্ম্মকুশল ও পরিশ্রমী হইতে বাধ্য করিলেন। অদ্যাপি অজ্ঞ তন্তুবায়গণ আপনাদের দুরবস্থার জন্য এই উপাখ্যান বলিয়া তাহাদের আদিপুরুষকে দোষী করিয়া থাকে।

এই গল্পটীর মূলে কিছু সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, সাধারণ লোকের দৃঢ় বিশ্বাস, তন্তুবায়গণের বুদ্ধি তাহাদের উপাখ্যানবর্ণিত আদিপুরুষ হইতে অধিক পৃথক নহে। তাঁতির নির্ব্বুদ্ধি ও ভীরুতার অর্থ যেন পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর ইহারা নিরীহ, দুর্ব্বল, স্বতঃই ভীরু, উদ্যমশূন্য ও স্বল্পেই সন্তুষ্টচিত্ত, সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া কষ্টে দিনপাত করিতে পারিলে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। বলবানের অত্যাচার শান্তভাবে সহ্য করে, ক্ষমতা সত্ত্বেও কাহারও বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করে না। ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতা যত হউক না হউক, লোকের বিশ্বাস তাঁতি বলিলেই নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ বুঝিতে হইবে। এই বিশ্বাস এতই প্রবল যে, ইহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার এই প্রকার নানারূপ গল্প প্রচলিত হইয়াছে। কোন তাঁতি উলুবনে বন্যাভ্রমে সন্তরণ দিতেছে, ওদিকে কোন তাঁতি ভূপতিত পিষ্টককে জীর্ণ চন্দ্র-ভ্রমে চাহিয়া দেখিতেছে, কোন তাঁতি খৈ-বন্ধনে বদ্ধ আছে, আবার চাঞ্জী অর্থাৎ দলপতি আসিয়া মুখ হইতে খড়ের ঢাকা, চক্ষু বন্ধন ও কর্ণের তুলা খুলিয়া অগাধ বুদ্ধির একবারমাত্র বিকাশ করিয়া থাম কাটিয়া হাত বাহির করিবার সুযুক্তি প্রদান করিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার চক্ষে ঠুলি, মুখে খড় ও কর্ণে, তুলা ঢাকা দিতেছে, কি জানি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি বাহির হইয়া যায়। এদিকে কোন তন্তুবায় পয়স্বিনী গাভীকে একমাস কাল দোহন না করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধদিনে একবারেই তাহার এক মাসের দুগ্ধ দোহন করিতে গিয়া যখন পাইতেছে না তখন গাভী-পৃষ্ঠোপবিষ্ট দংশককে ক্ষীরচোর বোধে তাহাকে মারিতে গিয়া গাভীকে হত্যা করিতেছে এবং দংশক যেমন উড়িয়া তাহার ভ্রাতার কপালে বসিতেছে, অমনি ভ্রাতা হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিতেছে, ডাঁশ এখানে; তন্তুবায় ভ্রাতাকেও ধরাশায়ী করিতেছে। ওদিকে কোন তাঁতি লোভে কষ্ট পাইতেছে। কোন তাঁতি জাল হইতেছে। কোথাও তাঁতিগণ দলবলে ভেকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছে। এরূপে শত শত গল্প অতিরঞ্জিতভাবে ইহাদের গ্লানি করিয়া থাকে। এই সকল গল্প তন্তুবায়দিগের নির্ব্বুদ্ধিতা-পরিচায়ক হউক বা না হউক, রচয়িতাদিগের বিদ্বেষ-বুদ্ধি, পরনিন্দাপ্রিয়তা ও তন্তুবায়দিগের উপর বদ্ধমূল বিরাগ স্পষ্ট প্রকাশ করে।

যাহা হউক সম্প্রতি বহুসংখ্যক তন্তুবায়-যুবক প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া রাজকার্য্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন। ইঁহারা যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সর্ব্বকার্য্যকুশলতা, উদ্যমশীলতা প্রভৃতি দ্বারা অনেককে পরাস্ত করিতেছেন, তাহাতে আর কেহ তন্তুবায়গণের কুৎসাবাদ করিতে সাহস করিবে না। মুসলমান জোলাতাঁতিগণ নির্ব্বোধের আদর্শ। [জোলা দেখ।]

তন্তুবায়গণের মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্য আছে। উত্তরকুলসম্প্রদায় কেবলমাত্র কার্পাসসূত্রের বস্ত্র প্রস্তুত করে, মড়য়ালী তাঁতিগণ কেবল পট্ট বা তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করে, কখন সূত্র-বস্ত্র বয়ন করে না; আশ্বিনা তাঁতিগণ উভয় বস্ত্রই বুনিয়া থাকে।

ঢাকার তাঁতিগণ পূর্ব্বে জগদ্বিখ্যাত উৎকৃষ্ট কার্পাস-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত। এখন সেরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র আর হয় না। তাহাদের সৌভাগ্য-সময়ে যে সকল সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইত, ডাক্তার ওয়াইজ (Dr. Wise) তাহার ৫ প্রকারের একটী তালিকা দিয়াছেন, যথা—

১। মলমল—ইহার মধ্যে প্রথম প্রকার অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অব্রবান, তঞ্জেব, দেশীয় কার্পাস-সূত্রে নির্ম্মিত মলমল। ২য় প্রকার শাবনাম, খাসা, ঝুনা, (সরকার আলি) গঙ্গাজল ও তেরিন্দাম্। ৩য় প্রকার মসলিন সর্ব্বাপেক্ষা মোটা, ইহাদের

সাধারণ নাম বাফ্‌তা। ইহার হাম্মাম, দিম্‌তি, শণ, জঙ্গল-খাসা ও গলাবন্ধ এই কয়টী ভিন্ন নাম।

২। ডোরিয়া—অর্থাৎ ডোরা দেওয়া মলমল, যথা রাজ-কোট, ঢাকান, পাদশাহীদার, বুটিদার, কাগজী ও খেলাপাট।

৩। চারখানা—চৌকাকাটা মলমল, যথা নন্দনশাহী, আনারদাশ, কবুতরখোপী, শাকুট্টা, বাচ্ছাদার ও কুটিদার।

৪। জামদানি—অর্থাৎ ছোট বুটদার মলমল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব য়ুরোপীয় বণিকগণ ইহাকে নয়নসুখ বলিতেন। বুটার আকার, লতা, ফুল প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি ও উহাদের বর্ণভেদে জামদা-নির নামভেদ হয়, তন্মধ্যে শাহ, বর্ণাবুটি, চৌবল, মেল, তেড্‌চা ও ধুন্‌জাল সাধারণ।

৫। কাসদা বা চিকণ—মলমলকে লাল, নীল, হরিদ্রা বেগুনে প্রভৃতি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া উহার উপর মুগা, তসরের ফুলতোলা কাপড়। এই প্রকারের মধ্যে কটাওকাম, নৌবাড়ি, রিহুদী, আজিজুল্লা ও সমুদ্র লহর প্রধান।

তন্তুবায়দণ্ড (পুং) তন্তুবায়স্য দণ্ডঃ ৬তৎ। বেমা, তন্তুবায়-সাধনদণ্ড।

তন্তুবিগ্রহা (স্ত্রী) তন্তুভিঃ নির্ম্মিতো বিগ্রহো যস্যাঃ বহুব্রী। কদলী। (ত্রিকা°)

তন্তুশালা (স্ত্রী) তন্তুবপনার্থং যা শালা। তন্তুবপনগৃহ, তাঁতঘর।

তন্তুসন্তত (ত্রি) তন্তুভিঃ সন্ততঃ ব্যাপ্তং ৩তৎ। স্যূতবস্ত্র, সূত্র বিস্তৃত বস্ত্র, সিঙ্গান কাপড়। পর্য্যায়—উত, উত, স্যূত। (অমর)

তন্তুসন্ততি (স্ত্রী) তন্তূনাং সন্ততিঃ ৬তৎ। বয়ন।

তন্তুসার (পুং) তন্তুঃ এব সারো যত্র বহুব্রী। গুবাক বৃক্ষ, সুপারি গাছ। (ত্রিকা°)

তন্ত্র (ক্লী) তনোতি তন্যতে বা তন-ষ্ট্রন্ বা তন্ত্রি কুটুম্বধারণে ঘঞ্। ১ কুটুম্বকৃত্য, কুটুম্বদিগের ভরণাদি কার্য্য।

"সর্ব্বাপ্যুপায়ানর্থ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্ত্রং।"
(ভারত ১৩।৪৮।৬)

২ বেদের শাখাবিশেষ। ৩ সিদ্ধান্ত, মীমাংসা। ৪ দৃঢ় প্রমাণ। ৫ পরিচ্ছদ। ৬ ঔষধ। ৭ ঝাড়ন-মন্ত্র। ৮ প্রধান। ৯ কার্য্য। ১০ কারণ। ১১ উপায়। ১২ রাজ-সমভিব্যাহারী লোক। ১৩ সৈন্য। ১৪ অধিকার। ১৫ রাজ্য। ১৬ স্বরাষ্ট্রচিন্তা। ১৭ ইতিকর্ত্তব্যতা। ১৮ সূত্র। ১৯ তন্তুবায়। ২০ যে তন্তু দ্বারা তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করে, তাঁত। ২১ পদ, ব্যবসায়। ২২ সমূহ। ২৩ বস্ত্রবয়নের সামগ্রী। ২৪ আহ্লাদ। ২৫ রাজশাসন। ২৬ রাজ্যের সমৃদ্ধি-সম্পাদন। ২৭ গৃহ। ২৮ ধন। ২৯ অধীনতা, অন্যের উপর নির্ভর করা। ৩০ চর্ম্মনির্ম্মিত সূক্ষ্মরজ্জু। ৩১ দল, সম্প্রদায়। ৩২ উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি। ৩৩ কুল। ৩৪ শপথ। ৩৫ অধীন, আয়ত্ত। ৩৬ উভয়ার্থ প্রয়োজন। ৩৭ শিবোক্ত শাস্ত্র। ৩৭ বিধির অঙ্গে অঙ্গসমুদায়। "দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যাম-স্তন্ত্রস্য তন্ত্রাম্নায়ত্বাৎ।" (আশ্ব° শ্রৌ° ১।১।৩) 'তন্ত্রমঙ্গসংহতিঃ বিধ্যন্ত ইত্যর্থঃ স চাবস্থানাদিসংস্থাজপাস্তঃ প্রধানস্য তন্ত্রণাৎ তন্ত্রমিত্যুচ্যতে।' (কর্ক)

৩৮ শিবোক্ত শাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্র প্রধানতঃ আগম, যামল ও তন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বারাহীতন্ত্রের মতে—

"সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চ্চনম্।
সাধনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
ষট্‌কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥"

সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাগণের পূজা, সকলের সাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্মসাধন ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সপ্ত প্রকার লক্ষণ থাকিলে তাহাকে আগম বলা যায়।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ।
দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তির্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্।
সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্।
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনম্॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্।
রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্মস্তথৈব চ॥
ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥"

সৃষ্টি, লয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবতাদিগের সংস্থান, তীর্থবর্ণন, আশ্রমধর্ম্ম, বিপ্রসংস্থান, ভূতাদির সংস্থান, যন্ত্রনির্ণয়, বিবুধ-গণের উৎপত্তি, তরু উৎপত্তি, কল্পবর্ণন, জ্যোতিষ-সংস্থান, পুরাণাখ্যান, কোষকথন, ব্রতকথা, শৌচাশৌচবর্ণন, স্ত্রী-পুরু-ষের লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহার ও আধ্যা-ত্মিক বিষয়ের বর্ণনা ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে তাহাকে তন্ত্র বলা যায়।

"সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ॥
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্।

সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্যোতিষের কথা, নিত্যকৃত্য, ক্রম, সূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম্ম, এই আটটী যামলের লক্ষণ।

বারাহীতন্ত্রের মতে সমস্ত তন্ত্রের শ্লোক মোটামোটী দেবলোকে, ব্রহ্মলোকে ও পাতালে ৯ লক্ষ এবং এই ভারতে এক লক্ষ মাত্র। ইহার মধ্যে—

"আগমং ত্রিবিধং প্রোক্তং চতুর্থমৈশ্বরং স্মৃতম্॥
কল্পশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্তঃ আগমো ডামরস্তথা।
যামলশ্চ তথা তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্॥"

আগম তিন প্রকার, চতুর্থ ঐশ্বর। কল্পও চারি প্রকার—আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র এই প্রকারভেদ দেখা যায়। মহাবিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে—

"চতুঃষষ্টিশ্চ তন্ত্রাণি যামলাদীনি পার্ব্বতি।
সফলানীহ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু॥
কল্পভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ।
পাষণ্ডমোহনায়ৈব বিফলানীহ সুন্দরি॥"

যামলাদি লইয়া ৬৪ খানি তন্ত্র বিষ্ণুক্রান্তা ভূমিতে ফলদায়ক। কল্পভেদে যে সকল তন্ত্র কথিত হইয়াছে, তাহা পাষণ্ড মোহনের জন্য, তাহাতে কোন ফল হয় না।

শ্রেষ্ঠতা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—

"কলিকল্মষদীনানাং দ্বিজাতীনাং সুরেশ্বরি।
মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাংভবেৎ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তিঃ গতিঃ প্রিয়ে॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদৌ ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।" ২ উঃ।

কলিদোষে দীন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির পবিত্র ও অপবিত্র বিচার থাকিবে না। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা তাহারা কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে? এইরূপ অবস্থায় স্মৃতিসংহিতাদি দ্বারাও মানবগণের ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। প্রিয়ে! আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, কলিযুগে আগমপথ ব্যতীত আর গতি নাই। শিবে! আমি বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বলিয়াছি, কলিযুগে সাধক তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন।

"কলাবাগমমুল্লঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে।
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

কলিকালে যে আগম (তন্ত্র) উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্যমার্গে গমন করে, সত্য সত্যই বলিতেছি—নিশ্চয়ই তাহার সদ্গতি হয় না।

"নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥
কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥"

এখন বৈদিক মন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ঐ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃতাতুল্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে অন্যান্য মন্ত্র সমুদায়ও প্রায় সেইরূপ।" বন্ধ্যাস্ত্রীর যেমন ফল হয় না, সেইরূপ অন্য মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিলে ফলসিদ্ধি হয় না, কেবল শ্রমমাত্র। কলিকালে অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্ব্বোধ তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কূপ খনন করে। কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র শীঘ্র ফলপ্রদ, জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি সকল কর্ম্মেই প্রশস্ত।

এই জন্যই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ তন্ত্রগ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

গুহ্যশাস্ত্র। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায় মধ্যেই তন্ত্র অতি গুহ্যতত্ত্ব (Mystic doctrine) বলিয়া গণ্য। প্রকৃত দীক্ষিত ও অভিষিক্ত ব্যতীত কাহারও নিকট এই শাস্ত্র প্রকাশ করিতে নাই। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে, ধন দিবে, স্ত্রী দিবে, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিবে, কিন্তু এই গুহ্যশাস্ত্র অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। *

আগমতত্ত্ববিলাসে এই কয়খানি তন্ত্রের উল্লেখ আছে—১ স্বতন্ত্রতন্ত্র, ২ ফেৎকারীতন্ত্র, ৩ উত্তরতন্ত্র, ৪ নীলতন্ত্র, ৫ বীরতন্ত্র, ৬ কুমারীতন্ত্র, ৭ কালীতন্ত্র, ৮ নারায়ণীতন্ত্র, ৯ তারিণীতন্ত্র, ১০ বালাতন্ত্র, ১১ সময়াচারতন্ত্র, ১২ ভৈরবতন্ত্র, ১৩ ভৈরবীতন্ত্র, ১৪ ত্রিপুরাতন্ত্র, ১৫ বামকেশ্বরতন্ত্র, ১৬ কুক্কুটেশ্বরতন্ত্র, ১৭ মাতৃকাতন্ত্র, ১৮ সনৎকুমারতন্ত্র, ১৯ বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্র, ২০ সম্মোহনতন্ত্র, ২১ গৌতমীয়তন্ত্র, ২২ বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্র, ২৩ ভূতভৈরবতন্ত্র, ২৪ চামুণ্ডাতন্ত্র, ২৫ পিঙ্গলাতন্ত্র, ২৬ বারাহীতন্ত্র, ২৭ মুণ্ডমালাতন্ত্র, ২৮ যোগিনীতন্ত্র, ২৯ মালিনীবিজয়তন্ত্র, ৩০ স্বচ্ছন্দভৈরবতন্ত্র, ৩১ মহাতন্ত্র, ৩২ শক্তিতন্ত্র, ৩৩ চিন্তামণিতন্ত্র, ৩৪ উন্মত্তভৈরবতন্ত্র, ৩৫ ত্রৈলোক্যসারতন্ত্র, ৩৬ বিশ্বসারতন্ত্র, ৩৭ তন্ত্রামৃত,

* কুলাচার্য্যপ্রসঙ্গে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

৩৮ মহাফেৎকারীতন্ত্র, ৩৯ বারবীরতন্ত্র, ৪০ তোড়লতন্ত্র, ৪১ মালিনীতন্ত্র, ৪২ ললিতাতন্ত্র, ৪৩ ত্রিশক্তিতন্ত্র, ৪৪ রাজরাজেশ্বরীতন্ত্র, ৪৫ মহামোহস্বরোত্তরতন্ত্র, ৪৬ গবাক্ষতন্ত্র, ৪৭ গান্ধর্ব্বতন্ত্র, ৪৮ ত্রৈলোক্যমোহনতন্ত্র, ৪৯ হংসপারমেশ্বর, ৫০ হংসমাহেশ্বর, ৫১ কামধেনুতন্ত্র, ৫২ বর্ণবিলাসতন্ত্র, ৫৩ মায়াতন্ত্র, ৫৪ মন্ত্ররাজ, ৫৫ কুব্জিকাতন্ত্র, ৫৬ বিজ্ঞানলতিকা, ৫৭ লিঙ্গাগম, ৫৮ কালোত্তর, ৫৯ ব্রহ্মজামল, ৬০ আদিজামল, ৬১ রুদ্রজামল, ৬২ বৃহজ্জামল, ৬৩ সিদ্ধজামল, ৬৪ কল্পসূত্র। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। যথা—১ মৎস্যসূক্ত, ২ কুলসূক্ত, ৩ কামরাজ, ৪ শিবাগম, ৫ উড্ডীশ, ৬ কুলোড্ডীশ, ৭ বীরভদ্রোড্ডীশ, ৮ ভূতডামর, ৯ ডামর, ১০ যক্ষডামর, ১১ কুলসর্ব্বস্ব, ১২ কালিকাকুলসর্ব্বস্ব, ১৩ কুলচূড়ামণি, ১৪ দিব্য, ১৫ কুলসার, ১৬ কুলার্ণব, ১৭ কুলামৃত, ১৮ কুলাবলী, ১৯ কালীকুলার্ণব, ২০ কুলপ্রকাশ, ২১ বাশিষ্ঠ, ২২ সিদ্ধসারস্বত, ২৩ যোগিনীহৃদয়, ২৪ কালীহৃদয়, ২৫ মাতৃকার্ণব, ২৬ যোগিনীজালকুরক, ২৭ লক্ষ্মীকুলার্ণব, ২৮ তারার্ণব, ২৯ চন্দ্রপীঠ, ৩০ মেরুতন্ত্র, ৩১ চতুঃশতী, ৩২ তত্ত্ববোধ, ৩৩ মহোগ্র, ৩৪ স্বচ্ছন্দসারসংগ্রহ, ৩৫ তারাপ্রদীপ, ৩৬ সঙ্কেতচন্দ্রোদয়, ৩৭ ষট্ত্রিংশতত্ত্বক, ৩৮ লক্ষ্যার্ণয়, ৩৯ ত্রিপুরার্ণব, ৪০ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ৪১ মন্ত্রদর্পণ, ৪২ বৈষ্ণবামৃত, ৪৩ মানসোল্লাস, ৪৪ পূজাপ্রদীপ, ৪৫ ভক্তিমঞ্জরী, ৪৬ ভুবনেশ্বরী, ৪৭ পারিজাত, ৪৮ প্রয়োগসার, ৪৯ কামরত্ন, ৫০ ক্রিয়াসার, ৫১ আগমদীপিকা, ৫২ ভাবচূড়ামণি, ৫৩ তন্ত্রচূড়ামণি, ৫৪ বৃহৎশ্রীক্রম, ৫৫ শ্রীক্রম, ৫৬ সিদ্ধান্তশেখর, ৫৭ গণেশবিমর্শিনী, ৫৮ মন্ত্রমুক্তাবলী, ৫৯ তত্ত্বকৌমুদী, ৬০ তন্ত্রকৌমুদী, ৬১ মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ, ৬২ রামার্চ্চনচন্দ্রিকা, ৬৩ শারদাতিলক, ৬৪ জ্ঞানার্ণব, ৬৫ সারসমুচ্চয়, ৬৬ কল্পদ্রুম, ৬৭ স্থানমালা, ৬৮ পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, ৬৯ আগমোত্তর, ৭০ তত্ত্বসাগর, ৭১ সারসংগ্রহ, ৭২ দেবপ্রকাশিনী, ৭৩ তন্ত্রার্ণব, ৭৪ ক্রমদীপিকা, ৭৫ তারারহস্য, ৭৬ শ্যামারহস্য, ৭৭ তন্ত্ররত্ন, ৭৮ তন্ত্রপ্রদীপ, ৭৯ তারাবিলাস, ৮০ বিশ্বমাতৃকা, ৮১ প্রপঞ্চসার, ৮২ তন্ত্রসার, ৮৩ রত্নাবলী এ ছাড়া মহাসিদ্ধসারস্বতে সিদ্ধীশ্বর, নিত্যাতন্ত্র, দেব্যাগম, নিবন্ধতন্ত্র, রাধাতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র, মহাকালতন্ত্র, যন্ত্রচিন্তামণি, কালীবিলাস ও মহাচীনতন্ত্রের উল্লেখ আছে।

উপরোক্ত তন্ত্র ব্যতীত আরও কতকগুলি তন্ত্র ও তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। যথা—আচারসারপ্রকরণ, আচারসারতন্ত্র, আগমচন্দ্রিকা, আগমসার, অন্নদাকল্প, ব্রহ্মজ্ঞানমহাতন্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র, ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র, চিন্তামণিতন্ত্র, দক্ষিণাকল্প, গৌরীকঞ্চুলিকাতন্ত্র, গায়ত্রীতন্ত্র, ব্রাহ্মণোল্লাস, গ্রহযামলতন্ত্র, ঈশানসংহিতা, জপরহস্য, জ্ঞানানন্দ-তরঙ্গিনী, জ্ঞানতন্ত্র, কৈবল্যতন্ত্র, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, কৌলিকার্চ্চনদীপিকা, ক্রমচন্দ্রিকা, কুমারীকবচোল্লাস, লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, নির্ব্বাণতন্ত্র, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্র, বরদাতন্ত্র, মাতৃকাভেদতন্ত্র, নিগমকল্পদ্রুম, নিগমতত্ত্বসার, নিরুক্ততন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র, পীঠনির্ণয়, পুরশ্চরণবিবেক, পুরশ্চরণরসোল্লাস, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, সরস্বতীতন্ত্র, শিবসংহিতা, শ্রীতত্ত্ববোধিনী, স্বরোদয়, শ্যামাকল্পলতা, শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকা, শ্যামাপ্রদীপ, তারাপ্রদীপ, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়, বর্ণভৈরব, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র, বীজচিন্তামণিতন্ত্র, যোগিনীহৃদয়দীপিকা, জামল প্রভৃতি।

বারাহীতন্ত্রে তন্ত্রসমূহের নাম ও শ্লোকসংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তন্ত্রের নাম	শ্লোকসংখ্যা।
মুক্তক	৬০৫০	যোগার্ণব	৮৩০৭
শারদা	১৬০২৫	মায়াতন্ত্র	১১০০০
প্রপঞ্চ (১ম)	১২৩০০	দক্ষিণামূর্ত্তি	৫৫৫০
প্রপঞ্চ (২য়)	৮০২৭০	কালিকা	১১০১৩
প্রপঞ্চ (৩য়)	৫৩১০	কামেশ্বরীতন্ত্র	৩০০০
কপিল	৬০৮০	তন্ত্ররাজ	৯০৯০
যোগ	১৩৩১১	হরগৌরীতন্ত্র (১ম)	২২০২০
কল্প	৫০৯০	হরগৌরীতন্ত্র (২য়)	১২০০০
কপিঞ্জল	২৮০১২০	তন্ত্রনির্ণয়	২৮
অমৃতশুদ্ধি	৫০০[illegible]	কুব্জিকাতন্ত্র (১ম)	১০০০৭
বীরাগম	৬৬০৬	কুব্জিকাতন্ত্র (২য়)	৬০০০
সিদ্ধসম্বরণ	৫০০৬	কুব্জিকাতন্ত্র (৩য়)	৩০০০
যোগডামর	২৩৫৩৩	কাত্যায়নীতন্ত্র	২৪২০০
শিবডামর	১১০০৭	প্রত্যঙ্গিরাতন্ত্র	৮৮০০
দুর্গাডামর	১১৫০৩	মহালক্ষ্মীতন্ত্র	৫৫০৫
সারস্বত	৯৯০৫	দেবীতন্ত্র	১২০০০
ব্রহ্মডামর	৭১০৫	ত্রিপুরার্ণব	৮৮০৩
গান্ধর্ব্বডামর	৬০০৬০	সরস্বতীতন্ত্র	২২০৫
আদিযামল	৩৫৩০০	আদ্যাতন্ত্র	২২৯১৫
ব্রহ্মযামল	২২১০০	যোগিনীতন্ত্র (১ম)	২২৫৩২
বিষ্ণুযামল	২৪৬২০	যোগিনীতন্ত্র (২)	৬৩০৩
রুদ্রযামল	৬৪৬৫	বারাহীতন্ত্র	[illegible]
গণেশযামল	১০৩২৩	গবাক্ষতন্ত্র	৬৫২৫
আদিত্যযামল	১২০০০	নারায়ণীতন্ত্র	৫০২০৩
নীলপতাকা	৫০০০	মৃড়ানীতন্ত্র (১ম)	৪৪৯০

তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।	তন্ত্রের নাম।	শ্লোকসংখ্যা।
বামকেশ্বর	২৫	মৃড়ানীতন্ত্র (২য়)	৩০০০
মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র	১৩২২০	মৃড়ানীতন্ত্র (৩য়)	৩৩০

বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে—এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ ও কপিলোক্ত অনেক উপতন্ত্র আছে। জৈমিনি, বসিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুলস্ত্য, ভার্গব, সিদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি মুনিগণ অনেক উপতন্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাহাদের আর সংখ্যা করা যায় না।

হিন্দুগণের তন্ত্র যেমন শিবোক্ত, বৌদ্ধদিগের তন্ত্র সেইরূপ বজ্রসত্ব বুদ্ধ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল বৌদ্ধতন্ত্রও সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও সংখ্যায় বিস্তর; তন্মধ্যে এই সকল তন্ত্রই প্রধান। ১ প্রমোদমহাযুগ, ২ পরমার্থসেবা, ৩ পিণ্ডী-ক্রম, ৪ সম্পুটোদ্ভব, ৫ হেবজ্র, ৬ বুদ্ধকপাল, ৭ সম্বরতন্ত্র বা সম্বরোদয়, ৮ বারাহীতন্ত্র বা বারাহীকল্প, ৯ যোগাম্বর, ১০ ডাকিনীজাল, ১১ শুক্লযমারি, ১২ কৃষ্ণযমারি, ১৩ পীতযমারি, ১৪ রক্তযমারি, ১৫ শ্যামযমারি, ১৬ ক্রিয়াসংগ্রহ, ১৭ ক্রিয়াকন্দ, ১৮ ক্রিয়াসাগর, ১৯ ক্রিয়াকল্পদ্রুম, ২০ ক্রিয়ার্ণব, ২১ অভি-ধানোত্তর, ২২ ক্রিয়াসমুচ্চয়, ২৩ সাধনমালা, ২৪ সাধনসমুচ্চয়, ২৫ সাধনসংগ্রহ, ২৬ সাধনরত্ন, ২৭ সাধনপরীক্ষা, ২৮ সাধন-কল্পলতা, ২৯ তত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধি, ৩০ জ্ঞানসিদ্ধি, ৩১ গুহ্যসিদ্ধি, ৩২ উত্থান, ৩৩ নাগার্জ্জুন, ৩৪ যোগপীঠ, ৩৫ পীঠাবতার, ৩৬ কালবীরতন্ত্র বা চণ্ডরোষণ, ৩৭ বজ্রবীর, ৩৮ বজ্রসত্ত্ব, ৩৯ মরীচি, ৪০ তারা, ৪১ বজ্রধাতু, ৪২ বিমলপ্রভা, ৪৩ মণি-কর্ণিকা, ৪৪ ত্রৈলোক্যবিজয়, ৪৫ সম্পুট, ৪৬ মর্ম্মকালিকা, ৪৭ কুরুকুল, ৪৮ ভূতডামর, ৪৯ কালচক্র, ৫০ যোগিনী, ৫১ যোগিনীসঞ্চার, ৫২ যোগিনীজাল, ৫৩ যোগাম্বরপীঠ, ৫৪ উড্ডামর, ৫৫ বসুন্ধরাসাধন, ৫৬ নৈরাত্ম, ৫৭ ডাকার্ণব, ৫৮ ক্রিয়াসার, ৫৯ যমান্তক, ৬০ মঞ্জুশ্রী, ৬১ তন্ত্রসমুচ্চয়, ৬২ ক্রিয়াবসন্ত, ৬৩ হয়গ্রীব, ৬৪ সঙ্কীর্ণ, ৬৫ নামসঙ্গীতি, ৬৬ অমৃতকর্ণিকানামসঙ্গীতি, ৬৭ গূঢ়োৎপাদনামসঙ্গীতি, ৬৮ মায়াজাল, ৬৯ জ্ঞানোদয়, ৭০ বসন্ততিলক, ৭১ নিষ্পন্নযোগাম্বর ও ৭২ মহাকালতন্ত্র। এতদ্ভিন্ন হিন্দুদিগের তান্ত্রিককবচের মত নেপালী বৌদ্ধদিগেরও অসংখ্য ধারণীসংগ্রহ আছে। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি অধিকাংশই চীন ও তিব্বতের ভাষায় অনুবা-দিত হইয়াছে। তিব্বতে তন্ত্র কগ্যুর্ নামে আখ্যাত, কগ্যুর্ ৮৭ ভাগে বিভক্ত। ইহার মধ্যে ২৬৪০ খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। তাহাতে প্রধানতঃ বৌদ্ধদিগের গুহ্য ক্রিয়াকাণ্ড, উপদেশ, স্তব, কবচ, মন্ত্র ও পূজাবিধি বর্ণিত হইয়াছে। শিবোক্ত তন্ত্রগুলি আবার শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবভেদে তিন প্রকার। তান্ত্রিকগণ স্বসম্প্রদায়ভুক্ত তন্ত্র অনুসারে চলিয়া থাকেন।

উৎপত্তি। কতদিন হইল তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা স্থির করা যায় না। প্রাচীন স্মৃতিসংহিতায় চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তন্ত্র গৃহীত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ নাই, ইত্যাদি কারণে তন্ত্রশাস্ত্রকে প্রাচীনতম আর্যশাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত মারণোচ্চাটন-বশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্ব্বসংহিতায় দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তন্ত্রের অপরাপর প্রধান লক্ষণগুলি পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে তন্ত্রকে আমরা অথর্ব্বসংহিতামূলক বলিতে পারি না। অথর্ব্ববেদীয় নৃসিংহতাপনীয়োপনিষদে আমরা সর্ব্বপ্রথম তন্ত্রের লক্ষণ দেখিতে পাই। এই উপনিষদে মন্ত্ররাজ-নরসিংহ-অনুষ্টুভ্ প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাস সূচিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যও যখন ঐ উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তখন উহা যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীরও পূর্ব্ব-বর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র সকল রচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে বহুসংখ্যক বৌদ্ধতন্ত্র তিব্বতীয় ভাষায় অনু-বাদিত হয়। এরূপ স্থলে মূল বৌদ্ধতন্ত্রগুলি খৃষ্টীয় ৭ম শতা-ব্দীর পূর্ব্বে এবং তাহার আদর্শ হিন্দুতন্ত্রগুলি বৌদ্ধতন্ত্রেরও পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে, দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শুনিয়া নন্দী শিবনিন্দাকারী দক্ষ ও তাহার সমর্থনকারী ব্রাহ্মণগণকে অভিসম্পাত করিলে ভৃগুও এইরূপ প্রতিশাপ দিয়াছিলেন—

"ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥
নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্॥
ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ।
সেতুং বিধারণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ॥"

যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রতধারণ করিবে এবং যাহারা তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে, তাহারা সৎশাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী ও পাষণ্ডী নামে খ্যাত হউক। শৌচাচারহীন ও মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরাই জটাভস্মধারী হইয়া শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক, যেখানে সুরাসবই দেববৎ আদরণীয়। তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদাস্বরূপ ব্রহ্ম, বেদ ও ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করিয়াছ, এই জন্য তোমাদিগকে পাষণ্ডাশ্রিত কহিলাম।

পদ্মপুরাণে পাষণ্ডোৎপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, লোক-

দিগকে ভ্রষ্ট করিবার জন্যই শিব নামের দোহাই দিয়াই পাষণ্ডীরা অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত ভাগবত ও পদ্মপুরাণে যে ভাবে পাষণ্ডীমত কথিত, তন্ত্রে তাহাই শিবোক্ত উপদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণববর্গের গ্রন্থপাঠে জানা যায়, চৈতন্যদেবও তান্ত্রিকদিগকে পাষণ্ডী নামে সম্বোধন করিয়াছেন। এরূপ হইলে ভাগবত ও পদ্মপুরাণ রচনাকালে যে তান্ত্রিক মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এক-প্রকার গ্রহণ করা যায়।

চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ও হিউএন্‌সিয়াং ভারতে আসিয়া এখানকার নানাসম্প্রদায়ের বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উভয়েই তান্ত্রিকগণের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে ভোটদেশে বৌদ্ধতন্ত্র অনুবাদিত হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে হিউএন্‌সিয়াং নানাপ্রকার বৌদ্ধশাস্ত্রের উল্লেখ করিলেও বিখ্যাত তন্ত্রশাস্ত্রের কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। যখন ৯ম শতাব্দে মূল গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে অবশ্যই মূল তান্ত্রিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তবে এই সময় সেরূপ প্রসিদ্ধি-লাভ করে নাই, অথবা সাধারণে বিশুদ্ধ মত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের অনেকের বিশ্বাস, অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যই তান্ত্রিক মত প্রচার করেন এবং তিনি মায়াবাদী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যকে আমরা তন্ত্রমত-প্রচারক বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। [শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

দক্ষিণাচার-তন্ত্ররাজে লিখিত আছে, গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর এই তিন দেশের লোকেরাই বিশুদ্ধ শাক্ত। কিন্তু আমরা গৌড়দেশকেই প্রধান শাক্ত বা তান্ত্রিকগণের জন্ম-ভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। তান্ত্রিকগণের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই সম্প্রদায়ভেদ থাকিলেও কার্য্যতঃ সকলেই শাক্ত। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণকেও আমরা এই হিসাবে শাক্ত বলিতে বাধ্য। [শাক্ত দেখ।]

বঙ্গে যেরূপ শাক্তের প্রাধান্য, ভারতের আর কোন স্থানে এরূপ নাই। যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম হীনপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়ে গৌড়ে তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এখন যে সকল শিবোক্ত তন্ত্র পাওয়া যায়, তাহার রচনাপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে এই গৌড়দেশে রচিত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা হয়। তন্ত্রে যেরূপ পৃথক্ বর্ণমালা গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ এই গৌড় বা বঙ্গদেশে প্রচলিত। বরদাতন্ত্র, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্রে যেরূপ বর্ণমালার লিখনপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও আমরা বাঙ্গালা অক্ষর ভিন্ন অপর কোন লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তন্ত্রোক্ত লিপি এখন কেবল বাঙ্গালাদেশেই প্রচলিত। এই লিপিকে হাজার বারশত বর্ষের অধিক প্রাচীন বলা যায় না। সুতরাং ঐরূপ লিপিমূলক তন্ত্রও যে তৎপরে রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোটদেশে অতিশের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বাঙ্গালী, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে তিব্বতে গিয়া তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহারও পূর্ব্বে যে, বঙ্গবাসী গিয়া ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা অসম্ভব নহে। সুতরাং বঙ্গ বা গৌড় হইতেই যে নেপাল, ভোট, চীন প্রভৃতি দূরদেশে তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধিক সম্ভবপর।

গুজরাতী ভাষায় লিখিত আগমপ্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—হিন্দুরাজগণের আধিপত্যকালে বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডভোই, পাবাগড়, আহ্মদাবাদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কালিকামূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দু রাজা ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (আগমপ্রকাশ ১২।) বাস্তবিক এখন যে মন্ত্রগুরুর প্রচলন আছে, তাহাও তান্ত্রিকদিগের প্রাধান্য-কালে প্রচলিত হয়। এরূপ মন্ত্রগুরুর নিয়ম পূর্ব্বকালে ছিল না। বাঙ্গালী তান্ত্রিকেরাই এ প্রথা প্রথম প্রচলন করেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ভারতের নানাস্থানে বা নানা সম্প্রদায় মধ্যে ঐরূপ মন্ত্রগুরুগ্রহণ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

সকল তন্ত্রই প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যোগিনী-তন্ত্রে কোচরাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা বিশুসিংহের পরিচয় আছে। বিশ্বসারতন্ত্রে নিত্যানন্দের জন্মকথা বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ তন্ত্র যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে মহানির্ব্বাণতন্ত্র সর্ব্বত্র বিশেষ সমাদৃত, কিন্তু অনেক স্থলে প্রবাদ প্রচলিত যে, মহাত্মা রামমোহন রায়ের গুরু এই তন্ত্রখানি রচনা করেন। শক্তিরত্নাকরে বৃহন্নির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিতান্ত আধুনিক প্রাণতোষিণী ব্যতীত কোন প্রাচীন বা আধুনিক তন্ত্রসংগ্রহে মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লেখ না থাকায়, ইহার আধুনিকত্বই প্রতিপন্ন হয়। আবার মেরুতন্ত্রে লণ্ডুজ, ইংরেজ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ভারতের ইংরাজাগমনের পর যে ঐ তন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রতিপাদ্য বিষয়। তন্ত্রে প্রাতঃস্মরণ, স্নানবিধি, ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ, ভূতশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, জপ, পুরশ্চরণ, করাঙ্গন্যাস, অন্তর্মাতৃকা, বহির্ম্মাতৃকা, চিত্রান্যাস, নামাদি-বিদ্যা, নিত্যাদিবিদ্যা, মূলবিদ্যা, তত্ত্বন্যাস, দ্বারপূজা, তর্পণ,

বর্ণবিন্যাসন্যাস, পাত্রনির্ণয়, নিত্যপূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, তীর্থসংস্কার, গুর্ব্বাদিপূজন, দীক্ষা, পূর্ণাভিষেক, প্রায়শ্চিত্ত, নিষপুষ্পপূজা, দমনকপূজা, বসন্তপূজা, শ্রীচক্রপূজা, দীক্ষাকাল, দীক্ষাভেদ, সর্ব্বতোভদ্রাদিচক্রনির্ণয়, যন্ত্রনিরূপণ, পুণ্যাহবাচন, নান্দীশ্রাদ্ধ, নবযোনি, কৌলশ্রাদ্ধ, মন্ত্রশোধন, মন্ত্রোদ্ধার, নামপারায়ণ, তত্ত্বপারায়ণ, পঞ্চাঙ্গন্যাস, মহাষোঢ়ান্যাস, মহান্যাস, সম্মোহনন্যাস, সৌভাগ্যবর্দ্ধনন্যাস, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বিবিধমুদ্রা, অবধূতাদি-নির্ণয় প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মনুটীকাকার কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন—

"বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিকীর্ত্তিতাঃ।"

বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই দুই শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং কুল্লুকভট্টের মতে তন্ত্রকেও শ্রুতি বলা যাইতে পারে। আদিযামলের মতে—

"আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতোপি গিরিজাননে।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে॥"

হে দুর্গে! শিবের বদন হইতে নির্গত হইয়া তোমার হৃদয়পদ্মে মগ্ন হইয়াছে, সেই জন্যই ইহাকে আগম বলে।

কুলার্ণবের মতে—

"কৃতে শ্রুত্যুক্ত আচারস্ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তং কলৌ আগমকেবলম্॥"

বিষ্ণুযামলে বর্ণিত আছে—

"আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধী।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥"

বুদ্ধিমান্ কলিকালে আগমোক্ত ব্যবস্থা অনুসারেই পূজা করিবে, অপর কোন নিয়মে পূজা করিলে দেবগণ প্রসন্ন হন না।

রুদ্রযামলের মতে—

"পঞ্চমন্ত্রৈর্ভবেদ্দীক্ষা হ্যাগমোক্ত শৃণু প্রিয়ে।
যাং কৃত্বা কলিকালে চ সর্ব্বাভীষ্টং লভেন্নরঃ॥"

আগমোক্ত পঞ্চমন্ত্র দ্বারা দীক্ষা লইবে, যাহা করিলে মানব কলিকালে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করে।

দীক্ষা। তন্ত্রমতে, সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে তান্ত্রিক কার্য্যে অধিকার নাই।

গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—

"দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বধর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ সন্ধ্যোপাসনকর্ম্মসু॥
তথাহদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রতন্ত্রার্চ্চনাদিষু।
নাধিকারোহস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্কৃতম্॥"

যেমন দ্বিজাতিগণের উপনয়ন না হইলে অধ্যয়ন এবং সন্ধ্যাপূজা প্রভৃতি স্বকর্ম্মে অধিকার হয় না, সেইরূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিগণের মন্ত্রতন্ত্র ও পূজাদি কর্ম্মে অধিকার জন্মে না। সেইজন্য শিবসংস্কৃত হওয়া আবশ্যক। উক্ত তন্ত্রের ৭ম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"দদাতি দিব্যতাবক্ষেৎ ক্ষিণুয়াৎ পাপসন্ততিঃ।
তেন দীক্ষেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রপারগৈঃ॥
যাং বিনা নৈব সিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি।"

দিব্যতা প্রদান করে এবং পাপসন্ততি নাশ করে বলিয়া তন্ত্রপারগ মুনিকর্ত্তৃক ইহা দীক্ষা নামে বিখ্যাত। যাহা ব্যতীত শত বর্ষ মন্ত্রপাঠ করিয়াও সিদ্ধি হয় না।

দীক্ষা লইতে হইলে সদ্‌গুরু চাই। দীক্ষাগুরুর লক্ষণ এইরূপ—

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ শুদ্ধাত্মঃ করণঃ সদা।
পঞ্চতত্ত্বার্চ্চকো যস্তু সদ্‌গুরুঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সিদ্ধোহসাবিতি চেৎ খ্যাতো বহুভিঃ শিষ্যপালকঃ।
চমৎকারী দৈবশক্ত্যা সদ্‌গুরুঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥
অশ্রুতং সম্মতং বাক্যং বাক্তি সাধু মনোহরম্।
তন্ত্রং মন্ত্রং সমং ব্যক্তি সএব সদ্‌গুরুশ্চ সঃ॥
সদা যঃ শিষ্যবোধেন হিতায় চ সমাকুলঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ সদ্‌গুরুর্গীয়তে বুধৈঃ॥
পরমার্থে সদা দৃষ্টিঃ পরমার্থং প্রকীর্ত্তিতম্।
গুরুপাদাম্বুজে ভক্তির্যস্যৈব সদ্‌গুরুঃ স্মৃতঃ॥" (কামাখ্যাতন্ত্র ৪র্থ)

শান্ত, দান্ত, কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পঞ্চতত্ত্বের পূজক, সিদ্ধ, খ্যাত, বহুশিষ্যপালনকারী, চমৎকারী, দৈবশক্তিসম্পন্ন, সাধু, মনোহর, অশ্রুত ও তন্ত্রসম্মত বাক্যবাদী, তন্ত্রমন্ত্র সমভাবে যাহার জানা আছে, শিষ্যবোধে যিনি সর্ব্বদাই হিত করিয়া থাকেন, নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, সর্ব্বদা পরমার্থে দৃষ্টি ও যিনি সর্ব্বদা পরমার্থতত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, গুরুর পাদপদ্মে যাহার অচলাভক্তি, তাহাকেই সদ্‌গুরু বলিয়া জানিবে। এইজন্য সকল প্রধান তন্ত্রে লিখিত আছে।

"অজ্ঞানং তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
নেত্রমুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অজ্ঞানরূপ তিমিররোগে যে অন্ধ হইয়াছে, জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি সেই অন্ধতা ঘুচাইয়া জ্ঞাননেত্র খুলিয়া দিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

যেমন গুরু শিষ্যও তদনুরূপ চাই। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে—

"শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদকুশলঃ পিতৃমাতৃহিতে রতঃ॥

ধর্ম্মবিদ্ধর্ম্মকর্ত্তা চ গুরুশুশ্রূষণে রতঃ।
সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ॥
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্থকর্ম্মকৃৎ।
বাঙ্মনঃকায়বসুভিগুর্ব্বুশুশ্রূষণে রতঃ॥
অনিত্যকর্ম্মসন্ত্যাগী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্যো জিতমোহবিমৎসরঃ॥
গুরুবদ্‌গুরুপুত্রেষু তৎকলত্রাদিষু ভক্তিমান্।
এবম্বিধো ভবেচ্ছিষ্যস্ত্বিতরো গুরুদুঃখদঃ॥
বর্ষৈকেণ ভবেদ্যোগ্যো বিপ্রঃ সর্ব্বগুণান্বিতঃ।
বর্ষদ্বয়ে তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ॥
চতুর্ভির্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা।
যদা শিষ্যো ভবেদ্যোগ্যঃ কৃপয়া সদ্‌গুরুস্তদা॥
কৃপয়া পরয়া সম্যগ্ দীক্ষায়া বিধিমাচরেৎ।" (৫ অঃ)

শিষ্য কুলীন, শুদ্ধান্তঃকরণ, পুরুষার্থপর, বেদপাঠে নিপুণ, পিতামাতার মঙ্গলে তৎপর, ধর্ম্মজ্ঞ, ধার্ম্মিক, গুরুসেবায় অনুরক্ত, সর্ব্বদা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃতমর্ম্মজ্ঞ, দৃঢ়কায় ও দৃঢ়চিত্ত, প্রাণীগণের সর্ব্বদা মঙ্গলকারী, পরলোকের মঙ্গলের জন্য কর্ম্মকারী, কায়মনোবাক্যে যাবজ্জীবন গুরুসেবায় নিরত, অনিত্য কর্ম্মত্যাগকারী, সর্ব্বদা তন্ত্রানুষ্ঠানে তৎপর, জিতেন্দ্রিয়, আলস্য জয়কারী, মোহ ও মৎসর যিনি জয় করিয়াছেন, গুরুপুত্র ও গুরুর পরিজনবর্গকে গুরুর মত ভক্তিকারী, এইরূপ শিষ্য হইবে; অন্যপ্রকার শিষ্য গুরুর দুঃখদায়ক। সর্ব্বগুণান্বিত ব্রাহ্মণ একবর্ষে, ক্ষত্রিয় দুইবর্ষে, বৈশ্য তিন ও শূদ্র চারিবর্ষে শিষ্য হইবার উপযুক্ত। শিষ্য উপযুক্ত হইলে সদ্‌গুরু কৃপাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ দীক্ষার বিধি পালন করাইবেন।

উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও সকলের নিকট দীক্ষা লইবার বিধি নাই। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াত্তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥"

পিতা, মাতামহ, সহোদর বা আপন অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ এবং শত্রুপক্ষীয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

কামাখ্যাতন্ত্রের মতে—

"অন্ধং খঞ্জং তথা রুগ্নং স্বল্পজ্ঞানযুতং পুনঃ।
সামান্যকৌলং বরদে বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা॥
উদাসীনং বিশেষেণ বর্জ্জয়েৎ সিদ্ধিকামুকঃ।
উদাসীনমুখাদ্দীক্ষা বন্ধ্যা নারী যথা প্রিয়ে॥
অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাদুদাসীনস্ত পামরঃ।
অভিষিক্তো ভবেদ্দেবি বিঘ্নস্তস্য পদে-পদে॥
সর্ব্বং হি বিফলং তস্য নরকং যাতি চান্তিমে।" (৮ অঃ)

অন্ধ, খঞ্জ, রুগ্ন, অল্পজ্ঞানী, সামান্য কৌল, বিশেষতঃ উদাসীনকে মতিমান্ সিদ্ধিকামুক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবে। বন্ধ্যা নারী যেমন, উদাসীনের নিকট দীক্ষাও তদ্রূপ। যদি অজ্ঞানে কিংবা মোহে উদাসীনের নিকট অভিষিক্ত হয়, তাহাহইলে তাহার পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। তাহার সকলই বিফল। অন্তিমে নরকে গমন করে।

গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রের মতে—

"যতের্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা॥"

যতি, পিতা, বনবাসী ও গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগীর নিকট দীক্ষা মঙ্গলজনক নহে।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে—

"ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥
সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ॥"

পতি পত্নীকে, পিতা কন্যা বা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষা দিবেন না। পতি সিদ্ধমন্ত্র হইলে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন, কারণ তাঁহার শক্তিত্বনিবন্ধন কন্যা বলিয়া গণ্য নহেন।

গণেশবিমর্ষিণীর মতে—

"প্রমাদাদ্বা তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষা সমাচরন্।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥"

প্রমাদবশতঃ বা অজ্ঞানতঃ যদি পিতার নিকট দীক্ষা লওয়া হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা লইতে হইবে।

কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবশ্চ শক্তিকে।
শৈবঃ শাক্তোপি সর্ব্বত্র দীক্ষা স্বামী ন সংশয়ঃ॥

বৈষ্ণবের বৈষ্ণব, শৈবের শৈব ও শাক্ত গ্রাহ্য। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে।

দেশভেদে আবার গুরুর তারতম্য আছে।

বৃহৎগৌতমীয়তন্ত্রের মতে—

"পাশ্চাত্যা গুরবো মুখ্যা দাক্ষিণাত্যাশ্চ মধ্যমাঃ।
গৌড়দেশোদ্ভবা ন্যূনা কামরূপোদ্ভবাস্তথা।
কলিঙ্গাদ্যাশ্চ যে প্রোক্তা অধমাস্তে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ॥"

পাশ্চাত্য বৈদিক গুরুই প্রধান, দাক্ষিণাত্য মধ্যম, গৌড় ও কামরূপীয় ব্রাহ্মণগণ তদপেক্ষা ন্যূন, কলিঙ্গাদি অধম।

বিদ্যাধরাচার্য্যধৃত যামল-বচনের মতে—

"মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্রং লাটকোঙ্কণসম্ভবাঃ (
অন্তর্ব্বেদি প্রতিষ্ঠানা অবন্ত্যাশ্চ গুরূত্তমাঃ॥

গৌড়া শাল্বোদ্ভবা সৌরা মাগধা কেরলাস্তথা।
কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ॥
কর্ণাট-নর্ম্মদা-রেবা-কচ্ছতীরোদ্ভবাস্তথ।
কলিঙ্গাশ্চ কম্বলাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ।"

মধ্যদেশে কুরুক্ষেত্র, লাট, কোঙ্কণ, অন্তর্বেদি, প্রতিষ্ঠান ও অবন্তি এই সকল স্থানের গুরু উত্তম বা শ্রেষ্ঠ; গৌড়, শাল্ব, সৌর, মগধ, কেরল, কোশল, দশার্ণ এই সপ্তস্থানবাসী গুরু মধ্যম; কর্ণাট, নর্ম্মদা, রেবা ও কচ্ছতীরবাসী, কলিঙ্গ, কম্বল ও কাম্বোজবাসী গুরু অধম।

তান্ত্রিকদীক্ষা বা মন্ত্রগুরু গ্রহণ স্ত্রীশূদ্র সকলেরই সমান অধিকার। গৌতমীয়তন্ত্রের প্রথমেই লিখিত আছে—

"সর্ব্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ।"

কঙ্কালমালিনীতন্ত্রের মতে—

"শূদ্রাণাং প্রণবং দেবি চতুর্দ্দশস্বরং প্রিয়ে।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং স্ত্রীণাঞ্চৈব বরাননে॥
মনৌ স্বাহা চ যা দেবি শূদ্রোচ্চার্য্যা ন সংশয়ঃ।
হোমকার্য্যে মহেশানি শূদ্রঃ স্বাহাং ন চোচ্চরেৎ।
মন্ত্রোপ্যন্যো নাস্তি শূদ্রে বিষবীজং বিনা প্রিয়ে॥"

হে দেবি! শূদ্রের ও স্ত্রীগণের প্রণব বা বীজমন্ত্র নাদবিন্দুসমাযুক্ত চতুর্দ্দশ স্বর। মনে মনেও শূদ্রের স্বাহা উচ্চারণ করিতে নাই। হোমকার্য্যেও শূদ্র স্বাহা উচ্চারণ করিবে না। বিষবীজ ব্যতীত শূদ্রের আর কোন মন্ত্র নাই।

নীলতন্ত্রের মতে দীক্ষাকাল এইরূপ—

"কৃষ্ণপক্ষস্য চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভেঽহনি।
পূর্ব্বভাদ্রপদাযুক্তে মিত্রতারাদিসংযুতে॥
অথবা হ্যনুরাধায়াং রেবত্যাং বা প্রশস্যতে।
জানীয়াচ্ছোভনং কালং চন্দ্রার্কগ্রহণং প্রতি॥
ইষে মাসি বিশেষেণ কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ।
মহাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে।
রোহিণী শ্রবণার্দ্রা চ ধনিষ্ঠা চোত্তরাত্রয়ং।
পুষ্যা শতভিষা চৈব দীক্ষানক্ষত্রমুচ্যতে।"

কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শুভ লগ্নে ও শুভদিনে, মিত্রতারাদিযুক্ত পূর্ব্বভাদ্রপদ, অনুরাধা বা রেবতীনক্ষত্রে, চন্দ্রগ্রহণকালে, আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে দীক্ষা প্রশস্ত। বিশেষতঃ *ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধির জন্য মহাষ্টমী অতি প্রশস্ত।* রোহিণী, শ্রবণা, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফাল্গুনী, পুষ্যা ও শতভিষা এই কয়টী দীক্ষানক্ষত্র বলিয়া গণ্য।

মতভেদে দীক্ষাগুরুরও ভেদ আছে। নীলতন্ত্রের মতে—

"বিষ্ণুর্বিষ্ণুমন্ত্রস্থানাং সৌরঃ সৌরবিদাং মতঃ।
গাণপত্যস্য দেবেশি! গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তকঃ।
শৈবঃ শাক্তশ্চ সর্ব্বত্র দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ॥"

বৈষ্ণবদিগের বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক গুরু, সৌরমতাবলম্বীগণের সৌর ও গাণপত্যগণের গণদীক্ষাপ্রবর্ত্তক গুরু হইবে। শৈব ও শাক্ত সর্ব্বত্রই দীক্ষাগুরু হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত পাঁচ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপাস্য বিভিন্ন দেবমূর্ত্তি ও অসংখ্য বীজ আছে, সেই সেই বীজ অনুসারেই ইষ্টদেবের ধ্যানপূজাদি হইয়া থাকে। [বীজ দেখ।]

তান্ত্রিকগণ উপাসনা ও বীজমন্ত্রভেদে নানা শাখায় ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও কোন কোন তন্ত্রে ব্রাহ্মণমাত্রই শাক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"সর্ব্বে শাক্তা দ্বিজাঃ প্রোক্তা ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
আদিদেবী চ গায়ত্রী উপাসকবিমোক্ষদা॥"

সকল দ্বিজই শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব নহে, কারণ উপাসকের মুক্তিদাত্রী আদি দেবী গায়ত্রী (সকলের আরাধ্যা)।

আচারভেদ। তান্ত্রিকগণ পাঁচ প্রকার আচারে বিভক্ত।

কুলার্ণবতন্ত্রের মতে—

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥"

সকল অপেক্ষা বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার মহৎ, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার হইতে দক্ষিণাচার শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা *কৌলাচার উত্তম। কৌলাচারের পর আর নাই।*

বেদাচার। প্রাণতোষিণীধৃত নিত্যাতন্ত্রের মতে—

"বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ॥
আনন্দনাথ শব্দান্তৈঃ পূজয়েদথ সাধকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈশ্চ পঞ্চভিঃ॥
প্রজপ্য বাগ্‌ভববীজং চিন্তয়েৎ পরমাকলাম্।"

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বেদাচার বলি, শোন। সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে *উঠিয়া গুরুর নামের শেষে আনন্দনাথ এই শব্দ বলিয়া* তাঁহাকে প্রণাম করিবে। সহস্রদলপদ্মে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচারে পূজা করিবে এবং বাগ্‌ভববীজ জপ করিয়া পরম কলাশক্তিকে চিন্তা করিবে।

বৈষ্ণবাচার—বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥

হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্।
রাত্রৌ মালাঞ্চ যন্ত্রঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন॥"

বেদাচারের বিধি অনুসারে সর্ব্বদা নিয়মতৎপর হইবে। মৈথুন বা তাহার কথাপ্রসঙ্গও কখন করিবে না, হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা ও মাংসভোজন পরিত্যাগ করিবে। রাত্রি-কালে কখন মালা বা যন্ত্র স্পর্শ করিবে না।

শৈবাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতম্।
তদ্বিশেষং মহাদেবি! কেবলং পশুঘাতনম্॥"

শৈব ও শাক্তের যেরূপ বেদাচার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাও তদ্রূপ। শৈবাচারের বিশেষ এই যে, ইহাতে কেবল পশুহত্যার ব্যবস্থা আছে।

দক্ষিণাচার—"বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥"

বেদাচার-ক্রমানুসারে আদ্যাশক্তির পূজা করিবে এবং রাত্রিকালে বিজয়া গ্রহণ করিয়া একমনে মন্ত্র জপ করিবে।

বামাচার—
"পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
বামাচারোভবেত্তত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্॥" (আচারভেদ ত°)

পঞ্চতত্ত্ব অথবা পঞ্চ মকার, খপুষ্প অর্থাৎ রজস্বলার রজঃ ও কুলস্ত্রীর পূজা করিবে। তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে নিজে বামা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিবে।

সিদ্ধান্তাচার—"শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎ-শুদ্ধং শোধনাদেব পার্ব্বতি।
এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণম্॥"

পার্ব্বতি। শুদ্ধ কি অশুদ্ধ সকল বস্তু শোধন করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তাচারের এই লক্ষণ।

সময়াচারতন্ত্রে সিদ্ধান্তাচারী সম্বন্ধে লিখিত আছে—
"দেবপূজারতোনিত্যং তথা বিষ্ণুপরো দিবা।
নক্তং দ্রব্যাদিকং সর্ব্বং যথালাভেন চোত্তমম্।
বিধিবৎ ক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব্বঞ্চ ফলং লভেৎ॥"

যে সর্ব্বদা দেবপূজায় নিরত, দিবায় বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া রাত্রিকালে যথাসাধ্য ও ভক্তিভাবে যথাবিধি মদ্যদান ও মদ্যপান করে, সে সকল ফল প্রাপ্ত হয়।

কৌলাচার—"দিক্কালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্বচিৎ শিষ্টঃ ক্বচিৎ ভ্রষ্টঃ ক্বচিৎ ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরা কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং মিত্রে-শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"(নিত্যাতন্ত্র)

দিক্‌কালের নিয়ম নাই, তিথ্যাদিরও নিয়ম নাই, দেবেশি! মন্ত্রসাধনেরও নিয়ম নাই। কখন শিষ্ট, কখন ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূতপিশাচতুল্য, এই প্রকার নানা বেশধারী কৌল মহীতলে বিচরণ করেন। প্রিয়ে। কর্দ্দম ও চন্দনে, মিত্র ও শত্রুতে ভেদ নাই, শ্মশান বা গৃহে, স্বর্ণ বা তৃণে যাহার ভেদজ্ঞান নাই, তাহাকেই কৌল বলা যায়।

যদিও নিত্যাতন্ত্রে ও কুলার্ণবে সাত প্রকার আচারের কথা লিখিত আছে, কিন্তু প্রধানতঃ দক্ষিণাচার ও বামাচার এই দুই প্রকার আচারই দেখা যায়। দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজে লিখিত আছে—

"দক্ষিণাচারতন্ত্রোক্তং কর্ম্ম তচ্ছুদ্ধবৈদিকম্।"

দক্ষিণাচার তন্ত্রে যেরূপ কর্ম্মপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে, তাহাই শুদ্ধ বৈদিক।

বাস্তবিক দক্ষিণচারীরা বেদোক্ত বিধিঅনুসারে অর্থাৎ পশুভাবে ভগবতীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বামা-চারীদের মত মদ্য-মাংস ব্যবহার বা শক্তিসাধনাদি করেন না। দক্ষিণাচারতন্ত্রের মতে রক্ত-মাংসাদিরহিত সাত্ত্বিক বলি দেওয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধেয়। দাক্ষিণাত্যে অনেক দক্ষিণাচারীর বাস আছে। কামাখ্যাতন্ত্রে (৪র্থ পটল) পশুভাবের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"পঞ্চতত্ত্বং ন গৃহ্লাতি তত্র নিন্দাং করোতি ন।
শিবেন গদিতং যত্তু তৎসত্যমিতি ভাবয়ন্॥
নিন্দায়াঃ পাতকং বেত্তি পাশবঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ
তস্যাচারং বদাম্যাশু শৃণু সংশয়নাশকম্।
হবিষ্যঃ ভক্ষয়েন্নিত্যং তাম্বূলং ন স্পৃশেদপি।
ঋতুস্নাতাং বিনা নারীং কামভাবে নহি স্পৃশেৎ
পরস্ত্রিয়ং কামভাবো দৃষ্টাং সঙ্গং সমুৎসৃজেৎ।
সন্ত্যজেন্মৎস্যমাংসানি পশবো নিত্যমেবচ।
গন্ধমাল্যানি বস্ত্রাণি চীরাণি প্রভজেন্ন চ।
দেবালয়ে সদা তিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ।
কন্যাপুত্রাদিবাৎসল্যং কুর্য্যান্নিত্যঃ সমাকুলঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রার্থয়েন্নৈব যস্তি তন্তু ন ত্যজেৎ।
সদাদানং সমাকুর্য্যাদ্ যদি সন্তি ধনানি চ।
কার্পণ্যদ্রোহান্ ক্ষিপেৎ সর্ব্বানহঙ্কারাদিকাংস্ততঃ।
বিশেষেণ মহাদেবি! ক্রোধং সংবর্জ্জয়েদপি।
কদাচিন্দীক্ষয়েন্নৈব পাশবঃ পরমেশ্বরি।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্যথা বচনং মম।
অজ্ঞানাদ্ যদি বা লোভান্মন্ত্রদানং করোতি চ।
সত্যং সত্যং মহাদেবি দেবীশাপং প্রজায়তে।

ইত্যাদি বহুধাচারা কচিদ্রুমঃ পশোর্মতিঃ।
তথাপি চ ন মোক্ষঃ স্যাৎ সিদ্ধিশ্চৈব কদাচন।
যদি চংক্রমণে শক্ত ঋত্বাধারে সদা নরঃ।
পশ্বাচারং সদা কুর্য্যাৎ কিন্তু সিদ্ধির্ন জায়তে।
জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণো হি কদাচন।
পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ শিবাজ্ঞয়া।"

যাহারা পঞ্চতত্ত্ব গ্রহণ করে না বা নিন্দাও করে না। শিবোক্ত কথাই সত্য বলিয়া ভাবে এবং পাপকার্য্য নিন্দনীয় বোধ করে, তাহারাই পশু বলিয়া খ্যাত। তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তাহাদের আচার বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রতিদিন হবিষ্য আহার করে, তাম্বূল স্পর্শ করে না, ঋতুস্নাতা নিজ ভার্য্যা ব্যতীত আর কাহাকেও কামভাবে দেখে না, পরস্ত্রীর কামভাব দেখিলে তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে, মৎস্য মাংস কখন গ্রহণ করে না, গন্ধমাল্য, বস্ত্র ও চীর কখন লয় না, সর্ব্বদা দেবালয়ে বাস করে, আহার করিতে গৃহে যায়, পুত্রকন্যাদিগকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখে, তাহারা ঐশ্বর্য্য চায় না বা যাহা আছে তাহাও ত্যাগ করে না; ধন থাকিলে সর্ব্বদাই দরিদ্রকে দান করিয়া থাকে, কখন কার্পণ্য, দ্রোহ ও অহঙ্কারাদি প্রকাশ করে না, বিশেষতঃ মহাদেবি! তাহার ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া থাকে। পরমেশ্বরি! এরূপ পশুদিগকে কখন দীক্ষা দিতে নাই। সত্য সত্যই বলিতেছি, আমার কথা কখন অন্যথা হইবে না। অজ্ঞানে বা ভ্রমক্রমে পশুকে মন্ত্রদান করিলে, সত্য সত্যই দেবীর শাপভাগী হইবে। এইরূপ বহুপ্রকার আচারীকে পশু বলে, ইহাদের কখন মোক্ষ বা সিদ্ধি হয় না। পশ্বাচার যতই কেন করুক না, কিছুতেই সিদ্ধি হইবে না। হে দেবি! শিবের আজ্ঞা এই জম্বুদ্বীপে ব্রাহ্মণ কখন পশু হইবে না।

এই বঙ্গদেশে তান্ত্রিক বলিলে প্রধানতঃ বামাচারীকেই বুঝায়। কাহারও মতে ইহারা অনেক বেদবিরুদ্ধ বিপরীত আচরণ করিয়া থাকেন বলিয়া বামাচারী নামে খ্যাত। এখনকার বঙ্গীয় তান্ত্রিকগণের মধ্যে বামাচার ও দক্ষিণাচার উভয়াচার মিশ্রিত দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত তান্ত্রিকেরা একথা স্বীকার করেন না।

বামকেশ্বর তন্ত্রে ৫১ পটলে লিখিত আছে—

"আচারো দ্বিবিধো দেবি বামদক্ষিণভেদতঃ।
জন্মমাত্রং দক্ষিণং হি অভিষেকেন বামকম্॥"

দেবি! বামাচার ও দক্ষিণাচারভেদে আচার দুই প্রকার। জন্মমাত্র দক্ষিণ এবং অভিষেক হইলে বামাচারী হয়।

ভাব। উক্ত সাতটী আচার নির্দ্দিষ্ট হইলেও তন্ত্রে প্রধানতঃ তিনটী ভাবের কথা বর্ণিত আছে। যথা পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। বামকেশ্বরতন্ত্রের মতে—

"জন্মমাত্রং পশুভাবং বর্ষষোড়শকাবধি।
ততশ্চ বীরভাবস্তু যাবৎ পঞ্চাশতো ভবেৎ।
দ্বিতীয়াংশে বীরভাব তৃতীয়ো দিব্যভাবকঃ।
এবং ভাবত্রয়েণৈব ভাবৈক্যং ভবেৎ প্রিয়ে।
ঐক্যজ্ঞানাৎ কুলাচারো যেন দেবময়ো ভবেৎ।
ভাবোহি মানসো ধর্ম্মো মনসৈব সদাভ্যসেৎ।"

জন্মমাত্র ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত পশুভাব, তৎপরে দ্বিতীয়াংশে পঞ্চাশবর্ষ পর্য্যন্ত বীরভাব, তৎপরে তৃতীয় দিব্যভাব। এই ভাবত্রয় দ্বারা ভাব-ঐক্য হয়। ঐক্যজ্ঞান হইতে কুলাচার, এই কুলাচার দ্বারাই (মানব) দেবময় হইয়া থাকে। ভাবই মানসধর্ম্ম, সর্ব্বদাই মনে মনে অভ্যাস করা উচিত।

কুব্জিকাতন্ত্রে ৭ম পটলে লিখিত আছে—

"ভাবশ্চ ত্রিবিধো দেবি দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ কুলসুন্দরি।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং পুরুষং শিবরূপিনম্।
অভেদে চিন্তয়েদ্ যস্তু সএব দেবতাত্মকঃ।
নিত্যস্নানং নিত্যদানং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ জপার্চ্চনম্।
নির্ম্মলং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ।
বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ।
মন্ত্রেচৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চ্চনং তথা।
বলিবস্তুং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্মিতে।
শক্রং মিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি।
অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
কদর্য্যঞ্চ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জ্জয়েৎ।
সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন।
কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।"

ভাব তিন প্রকার—দিব্য, বীর ও পশু। হে কুলসুন্দরি! এই বিশ্ব দেবতারূপ, সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ও পুরুষ শিব এইরূপ অভেদে যে চিন্তা করে, সে দেবতাত্মক বা দিব্য। সে নিত্যস্নান, নিত্যদান, ত্রিসন্ধ্যা জপপূজা, নির্ম্মল বসন পরিধান, বেদশাস্ত্র গুরু ও দেবতায় দৃঢ়জ্ঞান, মন্ত্র ও পিতৃদেবপূজায় অটল বিশ্বাস, বলিদান, শ্রাদ্ধ ও নিত্যকার্য্য, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, সকলের অন্ন পরিত্যাগ, সর্ব্বসিদ্ধির জন্য গুরুর অন্নভোজন, কদর্য্য ও নিষ্ঠুরতাচরণ ত্যাগ ও দিব্যভাবে সর্ব্বদা পরমেশ্বরীর পূজা করিবে। সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে; কখন মিথ্যা কথা বলিবে না।

পিচ্ছিলাতন্ত্রে ১০ম পটলে—

"দিব্যবীরোমহাভাবাবধমঃ পশুভাবকঃ।
বৈষ্ণবঃ পশুভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরি ॥
শক্তিমন্ত্রে বরারোহে পশুভাবো ভয়ানকঃ।
দিব্যৈর্বীরৈর্মহেশানি জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা ॥
দিব্যে বীরে ন ভেদোঽস্তি ভেদো বীরো মহোদ্ধতঃ।
দিব্যবীরৌ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বভাবোত্তমৌ মতৌ ॥
বিনা শক্তিং ন পূজাস্তি মৎস্যমাংসং বিনা প্রিয়ে।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনানৈব প্রপূজয়েৎ ॥
স্ত্রীভগং পূজনাধারঃ স্বর্ণরূপ্যাত্মকঃ কুশঃ।
অভাবে সর্ব্বদ্রব্যাণামনুকল্পঃ কলৌ যুগে।
অথবা পরমেশানি মানসং সর্ব্বমাচরেৎ ॥
স্নানন্তু মানসং প্রোক্তং বৈদিকো মানসঃ সদা।
যত্র ভুক্ত্বা মহাপূজা মানসং ভোজনন্তু তৎ ॥
স্বকীয়াং পরকীয়াং বা মানসন্তু রমেৎ স্ত্রিয়ং।
মানসং মদ্যমাংসাদি স্বীকুর্য্যাৎ সাধকোত্তমঃ ॥
স্বয়ম্ভূকুসুমং তদ্বন্মানসং সমুপাচরেৎ।
মানসং ভগরোমাদিমানসং ভগপূজনং।
সর্ব্বন্তু মানসং কুর্য্যাদ্বেন সিদ্ধ্যতি সাধকঃ।
ন কলৌ প্রকৃতাচারঃ সংশয়াত্মনি নৈব সঃ ॥
মানসেনৈব ভাবেন সর্ব্বসিদ্ধিমুপালভেৎ ॥"

দিব্য ও বীর এই দুই মহাভাব, পশুভাব অধম। বৈষ্ণব পশুভাবে পূজা করিবে। শক্তিমন্ত্রে পশুভাব ভীতিজনক। দিব্য ও বীরভাবে প্রভেদ নাই। বীরভাব অতি উদ্ধত। সর্ব্বভাবের শ্রেষ্ঠতম দিব্য ও বীরভাবের বিষয় বলিতেছি। শক্তি বা মদ্য, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন ব্যতীত পূজা করিতে নাই। স্ত্রীভগ পূজার আধার, স্বর্ণ ও রৌপ্যাত্মক কুশ। সর্ব্বদ্রব্যের অভাবে কলিযুগে অনুকল্প আছে অথবা মনে মনে সকল কর্ম্ম করিবে। মানসস্নান, সর্ব্বদা মানস বৈদিককাণ্ড, যেখানে মহাপূজাভোগ সেইখানেই মানসভোজন ও মনে মনে স্বকীয়া বা পরকীয়া নারীর রমণ করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ মনে মনে মদ্যমাংসাদি গ্রহণ করিবে এবং তদ্রূপ স্বয়ম্ভূকুসুমও উপাচার দিবে। মনে মনে ভগরোমাদি চিন্তা ও ভগপূজা এইরূপ মনে মনে সকল কার্য্য করিবে। কলিকালে নিশ্চয়ই প্রকৃত আচার নাই। এই প্রকার মানসভাব দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়।

পশুভাবের লক্ষণ ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

"দুর্গাপূজাং বিষ্ণুপূজাং শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ।
অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশুরুত্তমঃ স্মৃতঃ ॥
কেবলং শিবপূজাঞ্চ যঃ করোতি চ সাধকঃ।
পশূনাং মধ্যতঃ শ্রীমান্ শিবয়া সহ চোত্তমঃ ॥
কেবলং বৈষ্ণবো ধীরঃ পশূনাং মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
ভূতানাং দেবতানাঞ্চ সেবাং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বদা ॥
পশূনামধমাঃ প্রোক্তা নরকাস্তা ন সংশয়ঃ।
ত্বং সেবাং মম সেবাঞ্চ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসেবনম্।
কৃত্বাস্তসর্ব্বভূতানাং নায়িকানাং মহাপ্রভো।
যক্ষিণীনাং ভূতিনীনাং ততঃ সেবাং শুভপ্রদাং ॥
যঃ পশু ব্রহ্মকৃষ্ণাদি সেবাঞ্চ কুরুতে সদা।
তথা শ্রীতারকব্রহ্মসেবাং যে বা নরোত্তমাঃ ॥
তেষামসাধ্যাভূতাদিদেবতা সর্ব্বকামদা।
বর্জ্জয়েৎ পশুমার্গেণ বিষ্ণুসেবাপরোজনঃ ॥"

যে নিত্যই দুর্গাপূজা, বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা অবশ্য করিয়া থাকে, সেই পশু উত্তম। পশুদিগের মধ্যে যে শক্তিসহ শিবপূজা করে অথবা যে ব্যক্তি ধীর ও কেবল বৈষ্ণব, তাহাকে মধ্যম এবং পশুদিগের মধ্যে যাহারা ভূতাদি উপদেবতার সর্ব্বদা সেবা করে, তাহারা অধম ও নিশ্চয় নরকস্থ। যে পশু তোমার, আমার ও ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতির সেবা করিয়া পরে সর্ব্বভূত, নায়িকা, যক্ষিণী, ভূতিনী প্রভৃতির সেবা করে, তাহাও শুভপ্রদ জানিবে। আবার যে পশু ব্রহ্ম কৃষ্ণাদি ও তারকব্রহ্মের সেবা করে, ভূতাদি দেবতার সেবা তাহাদের পক্ষে কামহারী, সুতরাং সাধনযোগ্য নহে। বৈষ্ণব পশুমার্গে ভূতাদির সেবা পরিত্যাগ করিবে।

রুদ্রযামলের মতে—

"পশুভাবস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমেকামবাপ্নুয়াৎ।
যদি পূর্ব্বাপরস্থাঞ্চ মহাকৌলিকদেবতাম্ ॥
কুলমার্গস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতং।
যদি বিদ্যাঃ প্রসীদন্তি বীরভাবং তদা লভেৎ ॥
বীরভাবপ্রসাদেন দিব্যভাবমবাপ্নুয়াৎ।
দিব্যভাবং বীরভাবং যে গৃহ্ণন্তি নরোত্তমাঃ।
বাঞ্ছাকল্পদ্রুমলতাপতয়স্তে ন সংশয়ঃ ॥"

যদি পূর্ব্বাপর পশুভাবে থাকিয়া মহাকৌলিক দেবতার মন্ত্রগ্রহণকারী কেবল সিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে কুলমার্গস্থ মন্ত্রগ্রহণকারী নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিবে। মহাবিদ্যা প্রসন্ন হইলে বীরভাব প্রাপ্ত হয়। বীরভাবের প্রসাদে দিব্যভাব লাভ করে। যে নরবর দিব্য ও বীরভাব গ্রহণ করে, সে নিঃসন্দেহে বাঞ্ছাকল্পতরুলতার অধিপতি অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

অভিষেক। তান্ত্রিক কার্য্যাদির প্রকৃত সাধন করিতে

হইলে পূর্ব্বে অভিষিক্ত হওয়া চাই, অভিষেক না হইলে চক্রপূজায় বা সাধনে অধিকার জন্মে না। নিরুত্তরতন্ত্রে (১০ম পটলে) লিখিত আছে—

"অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী।
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ ॥...
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥"

বীর ও কুলস্ত্রী উভয়েই অভিষিক্ত হইবে, এইরূপ বীর ও শক্তিকে চক্রে নিযুক্ত করিবে। যে অভিষিক্ত হয় নাই, এরূপ পুরুষ বা কুলস্ত্রীকে চক্রে বসিতে দিবে না। বসিলে, সত্য সত্য বলিতেছি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে।

অভিষেক সাধারণতঃ পট্টাভিষেক বা পূর্ণাভিষেক নামে খ্যাত। যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া গুরুর উপদেশ, সঙ্কেত এবং তান্ত্রিক পরিভাষা বুঝিয়া তদনুসারের সকল প্রকার তান্ত্রিককার্য্য করিতে সমর্থ, শত শতবার পঞ্চমকারের সেবা করিয়াও যিনি বিচলিত হন না, তাহাকে পূর্ণাভিষিক্ত বলা যায়। এইরূপ পূর্ণাভিষিক্ত আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইলে, সেই ক্রিয়ার নাম পট্টাভিষেক। কুলার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে—

"গুরূপদিষ্টমার্গেণ বোধং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
পাশমুক্তক্ষণাক্লিষ্ট্য পরানন্দময়ো ভবেৎ ॥
বোধবিদ্বা শিবঃ সাক্ষান্ন পুনর্জন্মতাং ব্রজেৎ।
এষা তীব্রতরা দীক্ষা ভববন্ধবিমোচনী ॥
সঞ্জীবমীনযুক্তেন সুরয়া পূরিতেন চ।
অয়ং সিদ্ধাভিষেকস্ত আচার্য্যস্যাস্ত পার্ব্বতি ॥
পূর্ণাভিষেকহীনা যে মৃতাশ্চ কুলনায়িকে।
সিদ্ধা পূর্ণাভিষেকেন শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
তেন মুক্তিং ব্রজন্তীতি শাম্ভবী বাক্যমব্রবীৎ ॥"

দীক্ষিত বিচক্ষণ ব্যক্তি গুরুর উপদিষ্টমার্গে বিচরণ করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিলে ভববন্ধন মুক্ত ও ক্লেশ পরিশূন্য হইয়া পরানন্দময় হয়। সেই বোধবিৎ সাক্ষাৎ শিব, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। মৎস্যমদ্যাদিযুক্ত এই কঠোর দীক্ষায় জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। হে কুলনায়িকে! যাহাদের পূর্ণাভিষেক হয় নাই, তাহাদিগকে মৃত বলিয়া জানিবে। পূর্ণাভিষেক দ্বারা সিদ্ধ শিবসাযুজ্য লাভ করে। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, এই পূর্ণাভিষেক দ্বারা নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ হয়।

পূর্ণাভিষেকের বিধান মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বিধানমেতৎ পরমং গুপ্তমাসীদ্যুগত্রয়ে।
গুপ্তভাবেন কুর্ব্বন্তো নরামোক্ষং যযুঃ পুরা ॥
প্রবলে কলিকালে তু প্রকাশে কুলবর্ত্মনঃ।
নক্তং বা দিবসে কুর্য্যাৎ স প্রকাশাভিষেচনম্ ॥
নাভিষেকং বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাৎ।
পূর্ণাভিষিক্তঃ কৌলঃ স্যাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ ॥
তত্রাভিষেকপূর্ব্বাহ্নে সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।
যথাশক্ত্যুপচারেণ বিঘ্নেশঃ পূজয়েদ্‌গুরুঃ ॥
গুরুশ্চেন্নাধিকারীস্যাৎ শুভপূর্ণাভিষেচনে।
তদাভিষিক্ত কৌলেন তৎসর্ব্বং সাধয়েৎ প্রিয়ে ॥
খান্তার্ণং বিন্দুসংযুক্তং বীজমন্ত্র প্রকীর্ত্তিতম্।
গণকোঽস্য ঋষিচ্ছন্দো নীবৃদ্বিঘ্নস্থ দেবতা ॥
কর্ত্তব্যকর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগিতা।
ষড়্‌দীর্ঘযুক্তমূলেন ষড়ঙ্গানি সমাচরেৎ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যায়েদ্‌গণপতিং শিবে।
সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতর জঠরং হস্তপদ্মৈর্দ্দধানং ॥
খড়্গাপাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বারুণীপূর্ণকুম্ভং।
বালেন্দুদ্দীপ্তমৌলীং করিপতিবদনং বীজপূরার্দ্রগণ্ডং ॥
ভোগীন্দ্রা বদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং ॥
ধ্যাত্বৈবং মানসৈ বিষ্ট্বা পীঠশক্তিঃ প্রপূজয়েৎ ॥
তীব্রা চ জ্বালিনী নন্দা ভোগদা কামরূপিণী।
উগ্রা তেজস্বতী সত্যা মধ্যে বিঘ্নবিনাশিনী ॥
পূর্ব্বাদিতোঽর্চ্চয়িত্বৈতাঃ পূজয়েৎ কমলাসনং।
পুনর্ধ্যাত্বা গণেশানং পঞ্চভিস্তোপচারকৈঃ ॥
অভ্যর্চ্চ্য চ চতুর্দ্দিক্ষু গণেশং গণনায়কং।
গণনাথং গণক্রীড়ং যজেৎ কৌলিনিসত্তমঃ ॥
একদন্তং বক্রতুণ্ডং লম্বোদরগজাননৌ।
মহোদরঞ্চ বিকটং ধূম্রাভং বিঘ্ননাশনং ॥
ততো ব্রাহ্মীমুখাঃ শক্তীর্দ্দিক্‌পালাংশ্চ প্রপূজয়েৎ।
তেষামস্ত্রানি সংপূজ্য বিঘ্নরাজং বিসর্জ্জয়েৎ ॥
এবং সংপূজ্য বিঘ্নেশমধিবাসনমাচরেৎ।
ভোজয়েচ্চ পঞ্চতত্ত্বৈ র্ব্রহ্মজ্ঞান্ কুলসাধকান্ ॥
ততঃ পরদিনে স্নাতঃ কৃতনিত্যোদিতক্রিয়ঃ।
আজন্মকৃতপাপানাং ক্ষয়ার্থং তিলকাঞ্চনম্ ॥
উৎসৃজেৎ কৌলতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যৈকৈকমপি প্রিয়ে।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা দিনেশায় ব্রহ্মবিষ্ণুনবগ্রহান্ ॥
অর্চ্চয়িত্বা মাতৃগণান্ বসুধারাং প্রকল্পয়েৎ।
কর্ম্মণোভ্যুদয়ার্থায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ॥
ততো দ্বা গুরোঃ পার্শ্বং প্রণম্য প্রার্থয়েদিদং।
এহি নাম কুলাচার নলিনীকুলবল্লভ ॥
ত্বৎপাদাম্ভোরুহচ্ছায়াং দেহি মূর্দ্ধ্নি কৃপানিধে।

আজ্ঞাং দেহি মহাভাগ শুভপূর্ণাভিষেচনে ॥
নির্ব্বিঘ্নং কর্ম্মণঃ সিদ্ধিমুপৈমি ত্বৎ প্রসাদতঃ।
শিবশক্ত্যাজ্ঞয়া বৎস কুরু পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
মনোরথময়ী সিদ্ধির্জায়তাং শিবশাসনাৎ।
ইত্থমাজ্ঞাং গুরোঃ প্রাপ্য সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে ॥
আয়ুর্লক্ষ্মী বলারোগ্যাবাপ্ত্যৈ সঙ্কল্পমাচরেৎ।
ত তস্য কৃতসঙ্কল্পো বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ ॥
কারণৈঃ শুদ্ধিসহিতৈরভ্যর্চ্চ্য বৃণুয়াদ্ গুরুং।
গুরুর্মনোহরে গেহে গৈরিকাদিবিচিত্রিতে ॥
চিত্রধ্বজপতাকাভিঃ ফলপুষ্পেণ শোভিতে।
কিঙ্কিণীজালমালাভিশ্চন্দ্রাতপবিভূষিতে ॥
ঘৃতপ্রদীপাবলিভিস্তমোলেশবিবর্জ্জিতে।
কর্পূরসহিতৈর্ধূপৈর্গন্ধধূপৈঃ সুবাসিতে ॥
ব্যজনৈশ্চামরৈর্বর্হৈর্দর্পণাদ্যৈরলঙ্কৃতে।
সার্দ্ধহস্তমিতাং বেদীমুচ্চৈকৈশ্চতুরঙ্গুলাং ॥
রচয়েন্মৃণ্ময়ীং তত্র চূর্ণৈরক্ষতসম্ভবৈঃ।
পীতরক্তাসিতশ্বেতশ্যামলৈঃ সুমনোহরৈঃ।
মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্রং বিদধ্যাৎ শ্রীগুরুস্ততঃ ॥
স্ব স্ব কল্পোক্তবিধিনা কুর্য্যাদর্চ্চা বিধিক্রিয়াং।
কৃত্বা পূর্ব্বোক্তবিধিনা পঞ্চতত্ত্বানি শোধয়েৎ ॥
সংশোধ্য পঞ্চতত্ত্বানি পূর্ব্বকল্পিত মণ্ডলে।
স্বর্ণং বা রাজতং তাম্রং মৃণ্ময়ং ঘটমেব বা ॥
ক্ষালিতং চন্দ্রবীজেন দধ্যক্ষতবিচর্চ্চিতম।
স্থাপয়েদ্ধ্রুক্ষবীজেন সিন্দূরেণাঙ্কয়েৎ প্রিয়া ॥
ক্ষকারাদ্যৈরকারান্তৈর্বর্ণৈর্বিন্দুবিভূষিতৈঃ।
মূলমন্ত্রপ্রজাপেন পূরয়েৎ কারণেন তং ॥
অথবা তীর্থতোয়েন শুদ্ধেন পাথসাপিবা ॥
নবরত্নং সুবর্ণং বা ঘটমধ্যে বিনিঃক্ষিপেৎ।
পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থবকুলাম্রসমুদ্ভবং ॥
পল্লবং তন্মুখে দদ্যাদ্বাগ্ভবেন কৃপানিধিঃ।
সরাবং সাত্ত্বিকঞ্চাপি ফলাক্ষতসমন্বিতং ॥
রমাং মায়াং সমুচ্চার্য্য স্থাপয়েৎ পল্লবোপরি।
বস্ত্রীয়াদ্বস্ত্রযুগ্মেন গ্রীবাং তস্য বরাননে ॥
শক্তৌ রক্তং শিবে বিষ্ণৌ শ্বেতবাসঃ প্রকীর্ত্তিতং।
স্থাং স্থীং মায়াং রমাং স্মৃত্বা স্থিরীকৃত্য ঘটান্তরে ॥
নিঃক্ষিপ্য পঞ্চতত্ত্বানি নবপাত্রাণি বিন্যসেৎ।
রাজতং শক্তিপাত্রং স্যাদ্গুরুপাত্রং হিরণ্ময়ম্ ॥
শ্রীপাত্রন্তু মহাশঙ্খং তাম্রান্যন্যানি কল্পয়েৎ।
পাষাণদারুলৌহানাং পাত্রাণি পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
শক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ পাত্রং মহাদেব্যা প্রপূজনে।
পাত্রাণাং স্থাপনং কৃত্বা গুরুন্ দেবীং প্রতর্পয়েৎ ॥
ততস্তমৃতসংপূর্ণঘটমভ্যর্চ্চয়েৎ সুধীঃ।
দর্শয়িত্বা ধূপদীপৌ সর্ব্বভূতবলিং হরেৎ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ধ্যাত্বা বাহ্য মহেশ্বরীম্।
স্বশক্ত্যা পূজয়েদিষ্টাং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
হোমন্তু কৃত্বা নিষ্পাদ্য কুমারীশক্তিসাধনং।
পুষ্পচন্দনবাসোভিরর্চ্চয়েৎ স গুরুঃ শিবে ॥
অনুগৃহ্নন্তু কৌলা মে শিষ্যং প্রতিকুলব্রতাঃ।
পূর্ণাভিষেকসংস্কারে ভবদ্ভিরনুমন্যতাম্ ॥
এবং পৃচ্ছতি চক্রেশে তে ব্রূয়ুর্গুরুমাদরাৎ।
মহামায়াপ্রসাদেন প্রভাবাৎ পরমাত্মনঃ ॥
শিষ্যো ভবতি পূর্ণস্তে পরতত্ত্বপরায়ণঃ।
শিষ্যেণ চ গুরুর্দ্দেবীমর্চ্চয়িত্বার্চ্চিতে ঘটে ॥
কামং মায়াং রমাং জপ্ত্বা চালয়েদ্ঘটমুত্তমম্।
উত্তিষ্ঠ ব্রহ্ম কলসমুত্তরাভিমুখং গুরুঃ ॥
মন্ত্রৈরেতৈর্বক্ষ্যমাণৈরভিষিঞ্চেৎ কৃপান্বিতঃ।
শুভপূর্ণাভিষেকস্য সদাশিব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ দেবতাত্মা প্রণবং বীজমীরিতং।
শুভপূর্ণাভিষৈকার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে এই পূর্ণাভিষেকের বিধান সাতিশয় গুপ্ত ছিল। তখন গুপ্তভাবে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ মোক্ষলাভ করিয়াছে। পরে যখন কলির প্রভাব বৃদ্ধি হইবে, তখন কুলাচারী মানবগণ রাত্রিকালে বা দিবসে প্রকাশ্যভাবে অভিষেক করিবে। অভিষেক ব্যতিরেকে কেবল মদ্যসেবন করিলেই কৌল হয় না, যাঁহার পূর্ণাভিষেক হইয়াছে, তিনিই কুলার্চ্চক চক্রাধীশ্বর ও কৌল হইতে পারেন। অভিষেকের পূর্ব্ব দিন গুরু সর্ব্ববিঘ্ন শান্তির উদ্দেশে যথাশক্তি উপচার দ্বারা বিঘ্নরাজের পূজা করিবেন। যদি গুরু শুভ পূর্ণাভিষেকে অধিকারী না হন, তাহা হইলে পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত কৌল দ্বারা উক্ত সংস্কার সাধন করিবে।

থ এই বর্ণের অন্তিম বর্ণে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া (গঁ) গণপতির বীজ হইবে। এই গণপতি মন্ত্রের ঋষি গণক, ছন্দঃ নীবৃৎ, দেবতা বিঘ্ন, কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে *। ছয়টী দীর্ঘস্বর যুক্ত মূল

* ঋষ্যাদিন্যাস যথা—অস্য গণপতিবীজমন্ত্রস্য গণকঋষিঃ নীবৃচ্ছন্দো বিঘ্নো দেবতা কর্ত্তব্যস্য পূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে নীবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বিঘ্নায় দেবতায়ৈ নমঃ। কর্ত্তব্যস্য শুভপূর্ণাভিষেককর্ম্মণো বিঘ্নশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ।

মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে*। অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া † গণপতির ধ্যান করিতে হইবে।

যিনি সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি নয়নত্রয়বিশিষ্ট, যাঁহার জঠর স্থূলতর, যিনি বাহুচতুষ্টয় দ্বারা শঙ্খ, পাশ, অঙ্কুশ ও বর ধারণ করিয়া আছেন, যিনি বিশাল শুণ্ডদ্বারা বারুণীপূর্ণ কুম্ভ ধারণ করিতেছেন, নূতন শশিকলা দ্বারা যাঁহার মৌলি শোভমান হইতেছে, যাঁহার বদন গজরাজের বদন সদৃশ, যাঁহার গণ্ডদ্বয় সর্ব্বদা মদস্রাবে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছে; যাঁহার শরীর সর্পরাজ দ্বারা বিভূষিত, যিনি রক্তবস্ত্র ও রক্ত অঙ্গরাগ ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ দেব গণপতিকে ভজনা কর।

এইরূপ ধ্যানপূর্ব্বক মানস উপচার দ্বারা পূজা করিয়া (প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণ করিয়া নমঃ এইপদ অন্তে দিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা) পীঠশক্তিদিগের পূজা করিবে। তীব্রা, জ্বালিনী, নন্দা, ভোগদা, কামরূপিণী, উগ্রা, তেজস্বতী ও সত্যা, এই অষ্ট পীঠশক্তির পূর্ব্বাদিক্রমে পূজা করিয়া মধ্যদেশে বিঘ্নবিনাশিনীর পূজা করিবে ‡। (পরে প্রণব পাঠপূর্ব্বক নমঃ পদান্ত নাম উচ্চারণ করিয়া) কমলাসনের পূজা করিতে হইবে। কৌলিকশ্রেষ্ঠ পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া মন্ত্রশোধিত পঞ্চতত্ত্বরূপ উপচার দ্বারা গণেশের পূজা করিবে। পরে তাঁহার চতুর্দ্দিক্, গণেশ, গণনায়ক, গণনাথ, গণক্রীড়, একদন্ত, রক্ততুণ্ড, লম্বোদর, গজানন, মহোদর, বিকট, ধূম্রাভ, বিঘ্ননাশন ইঁহাদের পূজা করিতে হইবে।

অনন্তর ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টশক্তি এবং ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিয়া দিক্পালদিগের অস্ত্রসমুদায়ের পূজা পূর্ব্বক (বিঘ্নরাজ ক্ষমস্ব এই বাক্য দ্বারা) বিঘ্নরাজের বিসর্জ্জন করিবে।

এইরূপে বিঘ্নরাজের পূজা করিয়া অধিবাস করিবে এবং পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞ কুলসাধকদিগকে ভোজন করাইবে।

অনন্তর পরদিনে স্নানপূর্ব্বক নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া জন্মাবধি কৃত সমুদয় পাপপুঞ্জের ক্ষয়ের নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে।** প্রিয়ে! তৎপরে কৌলদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত একটী ভোজ্য উৎসর্গ করিবে††। পরে সূর্য্যকে অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, নবগ্রহ, মাতৃগণ, ইঁহাদের পূজা করিয়া বসুধারা দিবে। পরে কর্ম্মের অভ্যুদয় কামনায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবে।

অনন্তর গুরুর নিকট গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিবে যে, নাথ! আপনি কৌলিকরূপ পদ্মবনের বল্লভ। কৃপানিধে! এখন আমার মস্তকে ভবদীয় চরণ-কমলের ছায়া প্রদান করুন। মহাভাগ! আমার শুভপূর্ণাভিষেক বিষয়ে আপনি আজ্ঞা প্রদান করুন। আমি আপনার প্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব।

বৎস! শিবশক্তির আজ্ঞানুসারে পূর্ণাভিষেকে অভি-

---

* অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি ষড়ঙ্গন্যাস যথা—গামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। গৈম্ অনামিকাভ্যাং হুম্। গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। হৃদয়াদি ষড়ঙ্গন্যাস যথা—গাং হৃদয়ায় নমঃ। গীং শিরসে স্বাহা। গূং শিখায়ৈ বষট্। গৈং কবচায় হুম্। গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট। গঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

† গঁ এই বীজমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতে হইবে।

‡ পূর্ব্বদিকে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ। অগ্নিকোণে, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ। দক্ষিণদিকে, ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। নৈর্ঋতকোণে, ওঁ ভোগদায়ৈ নমঃ। পশ্চিমদিকে, ওঁ কামরূপিণ্যৈ নমঃ। বায়ুকোণে, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ। উত্তরদিকে, ওঁ তেজস্বত্যৈ নমঃ। ঈশানকোণে, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ। মধ্যে, ওঁ বিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ।

** এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কমলাসনায় নমঃ।

†† এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণনায়কায় নমঃ ইত্যাদি।

‡ ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে জম্বুদ্বীপান্তর্গতভারতবর্ষৈকদেশাস্থিতামুকগ্রামবাসী অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা আজন্মকৃতাশেষদুষ্কৃত পুঞ্জক্ষয়কামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় ভারতবর্ষৈকদেশস্থিতামুকগ্রামবাসিনে অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় দাতুং কাঞ্চনসহিতান্ তিলানহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিবে।

ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদান্তর্গতামুক শাখাধ্যায়ী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৌলপরিতৃপ্তিকামঃ অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতামুকশাখাধ্যায়িনে শ্রীমতে অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় কৌলায় দাতুং ভোজ্যমহং সমুৎসৃজে। এই বাক্য পাঠ করিয়া ভোজ্য উৎসর্গ করিবে।

যিক্ত হব। মহেশ্বরের আজ্ঞানুসারে তোমার অভিপ্রেত সিদ্ধি হউক। শিষ্য গুরুর নিকট এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সর্বোপদ্রব শান্তির নিমিত্ত এবং আয়ুঃ, লক্ষ্মী, বল ও আরোগ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সংকল্প করিবে *।

এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, ভূষণ ও শুদ্ধি সহিত কারণ দ্বারা গুরুর অর্চনা করিয়া বরণ করিবে †।

গুরু গৈরিকাদি দ্বারা চিত্রিত মনোহর গৃহে উপবেশন করিবেন। ঐ গৃহ মনোহর ধ্বজ পতাকা দ্বারা ও ফল পল্লবাদি দ্বারা সুশোভিত থাকিবে। কিঙ্কিনী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহের মালায় বিভূষিত বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা ঐ গৃহ অলঙ্কৃত হইবে। সে স্থলে এরূপ ঘৃতপ্রদীপশ্রেণী জ্বালিয়া দিতে হইবে, যে সেখানে অন্ধকারের লেশমাত্র থাকিবে না। কর্পূর সহিত শালনির্যাস নির্মিত ধূপ দ্বারা সেই স্থান সুবাসিত হইবে। টানাপাখা, তালবৃন্ত, চামর, ময়ূরপুচ্ছ ও দর্পণাদি দ্বারা সেই গৃহ সুসজ্জিত থাকিবে।

গুরু এই গৃহের অভ্যন্তরে চারি অঙ্গুলি উচ্চ সার্দ্ধ হস্ত-পরিমিত মৃণ্ময়ী বেদী রচনা করিবেন। অনন্তর পীত, রক্ত, কৃষ্ণ, শ্বেত, শ্যামল, এই পঞ্চবর্ণের অক্ষত চূর্ণ দ্বারা সুমনোহর সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিবেন। পরে স্ব স্ব কল্পোক্ত বিধানানুসারে মানসপূজা অবধি সমুদায় কার্য্য সমাপন করিয়া মন্ত্র দ্বারা পঞ্চতত্ত্ব শোধন করিবেন।

পঞ্চতত্ত্ব শোধনের পর পূর্ব্বকল্পিত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলের উপরি, সুবর্ণনির্ম্মিত, রজতনির্ম্মিত, তাম্রনির্ম্মিত, অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘট আনয়নপূর্ব্বক ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা ঐ ঘট প্রক্ষালিত করিবে। তাহাতে দধি ও অক্ষত বিলেপনপূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণ করিয়া তাহা ঐ মণ্ডলে স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ এই বীজ পাঠ করিয়া সিন্দূর দ্বারা উহা অঙ্কিত করিবে। অনন্তর চন্দ্রবিন্দুবিভূষিত ক্ষ অবধি অ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণের সহিত মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিয়া কারণদ্বারা ঐ ঘট পূর্ণ করিবে অথবা তীর্থজল দ্বারা কিংবা বিশুদ্ধ সলিল দ্বারা ঘট পূর্ণ করিয়া পশ্চাৎ নবরত্ন বা সুবর্ণ ঐঁ ঘট মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর কৃপানিধি গুরু ঐঁ এই বীজ উচ্চারণ-পূর্ব্বক কলস মুখে কাঁঠাল, উডুম্বর, অশ্বত্থ, বকুল ও আম্র, এই পঞ্চপল্লব স্থাপন করিবে। পরে শ্রীঁ হ্রাঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আতপ তণ্ডুল ও ফলসমন্বিত সুবর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় বা মৃন্ময় শরাব পল্লবোপরি স্থাপন করিবে। বরাননে! বস্ত্রযুগল দ্বারা ঐ ঘটের গ্রীবাবন্ধন করিবে। শিবে! শাক্তমন্ত্রে রক্তবস্ত্র ও বিষ্ণুমন্ত্রে শ্বেতবস্ত্রই প্রশস্ত। পরে স্থাং স্থীং হ্রীং শ্রীঁ স্থিরীভব, এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্থিরীকৃত অন্য ঘটে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপন করিয়া নবপাত্র বিন্যাস করিবে।

শ্রীপাত্র রজতনির্ম্মিত, গুরুপাত্র সুবর্ণনির্ম্মিত, শ্রীপাত্র-মহাশঙ্খবিরচিত ও অন্য সমুদায় পাত্র তাম্রনির্ম্মিত করিতে হইবে। মহাদেবীর পূজাকালে পাষাণনির্ম্মিত পাত্র, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত পাত্র ও লৌহনির্ম্মিত পাত্র পরিত্যাগ করিয়া শক্ত্যনুসারে অন্য পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত পাত্র ব্যবহার করিবে। পরে পাত্র সংস্থাপন করিয়া গুরুগণের ভগবতীর (ও আনন্দ ভৈরবাদির) তর্পণ করিবে। অনন্তর জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃত-পূর্ণ ঘটের অর্চনা করিবে। পরে ধূপ দীপ প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া সর্ব্বভূত বলি প্রদান করিবে। অনন্তর পীঠদেবতাদিগের পূজা করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। পরে প্রাণায়াম করিয়া মহেশ্বরী ধ্যান ও আবাহনপূর্ব্বক স্বশক্তি অনুসারে সেই অভীষ্ট দেবতার পূজা করিবে, কোন মতে বিত্তশাঠ্য করিবে না। শিবে। সদ্গুরু, হোম পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পুষ্প চন্দন ও বস্ত্র দ্বারা কুমারীদিগকে ও শাক্তসাধকদিগকে অর্চ্চিত করিবেন। হে কুলব্রত কৌলগণ! আপনারা আমার শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। এই পূর্ণাভিষেক সংস্কারে আপনারা অনুমতি প্রদান করুন।

চক্রেশ্বর এইরূপ প্রশ্ন করিলে কৌলগণ সমাদরপূর্ব্বক বলিবেন যে, মহামায়ার প্রসাদে এবং পরমাত্মার প্রভাবে আপনকার শিষ্য পরমতত্ত্বপরায়ণ ও পূর্ণ হউন।

অনন্তর গুরু, শিষ্যদ্বারা দেবী ভগবতীর পূজা করিয়া

* ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্রে অমুক গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুকবেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকা-খণ্ডান্তর্গতামুকপ্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা নিঃশেষোপদ্রবশান্তিকামঃ আয়ুর্লক্ষ্মীবলারোগ্যকামশ্চ শুভ-পূর্ণাভিষেচনমহং করিষ্যে। এই বাক্য পাঠ করিয়া সংকল্প করিবে।

† ওঁ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকবারে অমুকনক্ষত্র অমুক-গোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ অমুক বেদী অমুকশাখাধ্যায়ী কুমারিকা খণ্ডান্তর্গতামুক প্রদেশীয়ামুকগ্রামবাসী শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক গোত্রং অমুক প্রবরম্ অমুক বেদীনম্ অমুক শাখা-ধ্যায়িনং কুমারিকাখণ্ডান্তর্গতামুক প্রদেশীয়ামুক গ্রামনিবা-সিনং শ্রীমন্মমুকানন্দনাথং গুরুত্বেন ভবন্তং বস্ত্রালঙ্কারাদি-ভিরহং বৃণে। এইরূপ সংকল্প পাঠ করিয়া গুরুকে বরণ করিবে।

অর্চ্চিত ঘটের উপরি ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ এই মন্ত্র জপ করিয়া সেই নির্ম্মল ঘট চালনা করিবেন। (এবং এই মন্ত্র পাঠ করিবেন যে) হে ব্রহ্মকলস তুমি সিদ্ধিদাতা ও দেবতা-স্বরূপ তুমি উত্থান কর। আমার শিষ্য তোমার জল ও পল্লবদ্বারা সিক্ত হইয়া ব্রহ্মনিরত হউক।

গুরু এই মন্ত্রদ্বারা কলস সঞ্চালিত করিয়া কৃপাযুক্ত হৃদয়ে উত্তরাভিমুখে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিবেন এবং এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যে, শুভপূর্ণাভিষেকে ঋষি সদাশিব, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, বীজ প্রণব, শুভ পূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগ কীর্ত্তন করিতে হইবে।*

তৎপরে এই অভিষেক মন্ত্র পাঠ করিবে—

"গুরবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
দুর্গা লক্ষ্মী ভবানীস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মাতরঃ॥
ষোড়শী তারিণী নিত্যা স্বাহা মহিষমর্দ্দিনী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥
জয়দুর্গা বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণী চ সরস্বতী।
এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বগলা বরদা শিবা॥
নারসিংহী চ বারাহী বৈষ্ণবী বনমালিনী।
ইন্দ্রাণী বারুণী রৌদ্রী ত্বাভিষিঞ্চন্তু শক্তয়ঃ॥
ভৈরবী ভদ্রকালী চ তুষ্টিঃ পুষ্টিরুমা ক্ষমা।
শ্রদ্ধা কান্তির্দয়া শান্তিরভিষিঞ্চন্তু তে সদা॥
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহানীলসরস্বতী।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ অভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো ভার্গবরামস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥
অসিতাঙ্গরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধোন্মত্তভয়ঙ্করঃ।
কপালী ভীষণশ্চত্বামভিষিঞ্চন্তু বারিণা॥
কালী কপালিনী কুল্লা কুরুকুল্লা বিরোধিনী।
বিপ্রচিত্তামহোগ্রাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
ইন্দ্রোগ্নিঃ শমনোরক্ষো বরুণঃ পবনস্তথা।
ধনদশ্চ মহেশানঃ সিঞ্চন্তুমাং দিগীশ্বরাঃ॥
রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ শিতঃ শনিঃ।
রাহুঃ কেতুঃ সনক্ষত্রা অভিষিঞ্চন্তু তে গ্রহাঃ।
নক্ষত্রং করণং যোগো বারাঃ পক্ষৌদিনানি চ॥
ঋতুর্মাসোহায়নস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু সর্ব্বদা॥
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলান্তকাঃ।
সমুদ্রাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু মন্ত্রপূতেন বারিণা॥
গঙ্গা সূর্য্যসুতা রেবা চন্দ্রভাগা সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী কুন্তী শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
অনন্তাদ্যা মহানাগাঃ সুপর্ণাদ্যা পতত্রিণঃ।
তরবঃ কল্পবৃক্ষাদ্যাঃ সিঞ্চন্তু ত্বাং দিগীশ্বরাঃ॥
পাতালভূতলব্যোমচারিণঃ ক্ষেমচারিণঃ।
পূর্ণাভিষেকসন্তুষ্টা অভিষিঞ্চন্তু পাথসা॥
দৌর্ভাগ্যং দুর্যশোরোগা দৌর্মনস্যং তথা শুচঃ।
বিনশ্যন্ত্বভিষেকেণ কালীবীজেন তাড়িতাঃ॥
ভূতঃ প্রেতঃ পিশাচাশ্চ গ্রহা যে রিষ্টকারিণঃ।
বিদ্রুতাস্তে বিনশ্যন্তু রমাবীজেন তাড়িতাঃ॥
অভিচারকৃতা দোষা বৈরিমন্ত্রোদ্ভবাশ্চ যে।
মনোবাক্‌কায়জাদোষাঃ বিনশ্যন্ত্বভিষেচনাৎ॥
নশ্যন্তু বিপদঃ সর্ব্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেণ পূর্ণেন পূর্ণা সন্তু মনোরথাঃ॥
ইত্যেকাধিকবিংশত্যা মন্ত্রৈঃ সংসিক্তসাধকম্।
পশোর্মুখাল্লব্ধমন্ত্রং পুনঃ সংশ্রাবয়েদ্‌গুরুঃ॥
পূর্ব্বোক্ত নাম্না সংবোধ্য জ্ঞাপয়ন্ শক্তিসাধকান্।
দণ্ডাদানন্দনাথান্তমাখ্যানং কৌলিকো গুরুঃ॥
শ্রুতমন্ত্রগুরোর্যন্ত্রে সংপূজ্য নিজ দেবতাম্।
পঞ্চতত্ত্বোপচারেণ গুরুমভ্যর্চ্চয়েত্ততঃ॥
গোভূহিরণ্যবাসাংসি নানালঙ্করণানি চ।
গুরবে দক্ষিণাং দত্বা যজেৎ কৌলান্ শিবাত্মকান্॥
কৃতকৌলার্চ্চনো ধীরঃ শাস্ত্রোহিতবিনয়ান্বিতঃ।
শ্রীগুরোশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা ভক্ত্যা নত্বেদমর্থয়েৎ॥
শ্রীনাথ জগতাং নাথ মন্নাথ করুণানিধেঃ।
পরামৃতপ্রদানেন পূরয়াস্মন্মনোরথম্।
আজ্ঞাং মে দীয়তাং কৌলাঃ প্রত্যক্ষশিবরূপিণঃ।
সচ্ছিষ্যায় বিনীতায় দদামি পরমামৃতম্॥
চক্রেশ পরমেশান কৌলপঙ্কজভাস্কর।
কৃতার্থং কুরু সৎশিষ্যং দেহ্যস্মৈ কুলামৃতম্॥
আজ্ঞামাদায় কৌলৌঘং পরমামৃতপূরিতম্।
সশুদ্ধিকং পানপাত্রং শিষ্যহস্তে সমর্পয়েৎ॥
হৃত্বাকুর্য্যা গুরুর্দ্দেবীং ধ্রুবসংলগ্নভস্মনা।
স্বস্ত শিষ্যস্ত কৌলানাং কূর্চ্চে চ তিলকং ন্যসেৎ॥
ততঃ প্রসাদতত্ত্বানি কৌলেভ্যঃ পরিবেশয়ন্।

* মন্ত্র যথা—এষাং শুভপূর্ণাভিষেকমন্ত্রাণাং সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ আদ্যাকালী দেবতা ওঁ বীজং শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি সদাশিবায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে আদ্যায়ৈ কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে ওঁ বীজায় নমঃ। শুভপূর্ণাভিষেকার্থে বিনিয়োগঃ। এইরূপ ঋষিন্যাস করিতে হইবে।

চক্রানুষ্ঠানবিধিনা বিদধ্যাৎ পানভোজনম্ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি শুভপূর্ণাভিষেচনম্।
ব্রহ্মজ্ঞানৈকজননং শিবত্বফলসাধনম্ ॥
নবরাত্রং সপ্তরাত্রং পঞ্চরাত্রং ত্রিরাত্রকম্।
অথবাপ্যেকরাত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনম্ ॥
সংস্কারেঽস্মিন্ কুলেশানি পঞ্চকল্পাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
নবরাত্রে বিধাতব্যং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলম্ ॥
নবনাভং সপ্তরাত্রে পঞ্চাব্জং পঞ্চরাত্রকে।
ত্রিরাত্রে চৈকরাত্রে চ পদ্মমষ্টদলং প্রিয়ে ॥
মণ্ডলে সর্ব্বতোভদ্রে নবনাভেঽপি সাধকৈঃ।
স্থাপনীয়া নব ঘটাঃ পঞ্চাব্জে পঞ্চসংখ্যকাঃ ॥
নলিনে হষ্টদলে দেবি ঘটস্ত্বেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অঙ্গাবরণদেবাংশ্চ কেশরাদিষু পূজয়েৎ ॥
পূর্ণাভিষেকসিদ্ধানাং কৌলানাং নির্ম্মলাত্মনাম্।
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ দ্রাণাৎ দ্রব্যশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥"

গুরুগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তোমাকে অভিষিক্ত করুন। দুর্গা, লক্ষ্মী, ভবানী, এই মাতৃগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ষোড়শী, তারিণী, নিত্যা, স্বাহা, মহিষমর্দ্দিনী ইঁহারা মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। জয়দুর্গা, বিশালাক্ষী, ব্রহ্মাণী সরস্বতী, বগলা, বরদা, শিবা, ইঁহারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। নারসিংহী, বারাহী, বৈষ্ণবী, বনমালিনী, ইন্দ্রাণী, বারুণী, রৌদ্রী, এই সমুদায় শক্তি তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ভৈরবী, ভদ্রকালী, তুষ্টি, পুষ্টি, উমা, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, কান্তি, দয়া, শান্তি, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহানীলসরস্বতী, উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। অসিতাঙ্গ, রুরু, চক্র, ক্রোধোন্মত্ত ভয়ঙ্কর, কপালী, ভীষণ, ইঁহারা সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্রচণ্ডা, মহোগ্রা, ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। ইন্দ্র, অগ্নি, পিতৃপতি, নৈর্ঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশান এই অষ্টদিক্‌পাল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু কেতু এই গ্রহগণ ও নক্ষত্রগণ তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ বব প্রভৃতি করণগণ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি যোগগণ, রবি প্রভৃতি বারগণ, শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ, দিনগণ বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতু, বৈশাখ প্রভৃতি দ্বাদশ মাস, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন ইঁহারা সর্ব্বদা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। লবণ-সমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, ঘৃতসমুদ্র, দধিসমুদ্র, দুগ্ধসমুদ্র ও জলসমুদ্র এই সমুদায় সমুদ্র মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। গঙ্গা, যমুনা, রেবা, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সরযূ, গণ্ডকী, কুন্তী, শ্বেতগঙ্গা, কৌশিকী, ইঁহারা মন্ত্রপূতঃ সলিল দ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করুন। অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম প্রভৃতি মহানাগগণ, গরুড় প্রভৃতি পক্ষিগণ, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষগণ ও পর্ব্বতগণ, তোমাকে অভিষিক্ত করুন। পাতালচারী, ভূতলচারী ও ব্যোমচারী জীবগণ তোমার মঙ্গল করুন এবং তাঁহারা পূর্ণাভিষেক দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে সলিল দ্বারা অভিষিক্ত করুন। পূর্ণাভিষেক দ্বারা এবং পর ব্রহ্মের তেজোদ্বারা তোমার দুর্ভাগ্য, অযশ, রোগ, দৌর্ম্মনস্য ও শোক সমুদায় বিধ্বস্ত হউক।

অলক্ষ্মী, কালকর্ণী, ডাকিনীগণ, যোগিনীগণ, ইঁহারা অভিষেক দ্বারা ও কালীবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হউক। ভূতগণ, প্রেতগণ, পিশাচগণ, গ্রহগণ আর আর সমুদায় অনিষ্টকারিগণ রমাবীজ দ্বারা তাড়িত হইয়া পলায়ন করুক এবং নষ্ট হউক। অভিচারজনিত দোষ, বৈরমন্ত্রসমুৎপন্ন দোষ, মানসিক দোষ, বাচনিক দোষ, কায়িক দোষ, এই সমুদায় তোমার অভিষেক দ্বারা ধ্বস্ত হউক। তোমার সমুদায় বিপদ দূর হউক। তোমার সমুদায় সম্পদ স্থিরতর হউক। এই পূর্ণ অভিষেক দ্বারা তোমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হউক।

এই একবিংশতি মন্ত্র দ্বারা সাধক অভিষিক্ত হইবে। যদি শিষ্য পশুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু তাহাকে পুনর্ব্বার সেই মন্ত্র শ্রবণ করাইবেন। অনন্তর কৌলিক গুরু শক্তি সাধকদিগকে জানাইয়া পূর্ব্বনাম গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া আনন্দনাথান্ত নাম প্রদান করিবেন। শিষ্য গুরুর মুখে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া পঞ্চতত্ত্বোপচার দ্বারা মন্ত্র মধ্যে নিজ অভীষ্ট দেবতার পূজা করিয়া গুরুপূজা করিবে।

অনন্তর গুরুকে গাভী, ভূমি, সুবর্ণ, বস্ত্র, পেয়দ্রব্য, অলঙ্কার এই সমুদায় দক্ষিণাপ্রদান করিয়া সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ কৌলদিগের পূজা করিবে। পরে জ্ঞানী ব্যক্তি কৌলদিগের অর্চ্চনাপূর্ব্বক শান্ত ও অতি বিনীত হইয়া ভক্তি সহকারে শ্রীগুরুর চরণস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিবে যে, শ্রীনাথ আপনি জগতের নাথ, আমার নাথ ও করুণানিধি। আপনি পরমামৃত প্রদানপূর্ব্বক আমার মনোরথ পূর্ণ করুন। (গুরু কৌলদিগকে বলিবেন যে,) কৌলগণ! আপনারা প্রত্যক্ষ শিবরূপী। আপনারা আজ্ঞা দিউন,

আমি এই বিনয়সম্পন্ন সংশিষ্যকে পরমামৃত প্রদান করি। (কৌলগণ কহিবেন), চক্রেশ্বর! আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আপনি কৌলরূপ পদ্মবনের ভাস্করস্বরূপ। আপনি এই সংশিষ্যকে চরিতার্থ করুন। ইহাকে কুলামৃত দিউন।

পরে গুরু কৌলদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া শুদ্ধি সহিত পরমামৃত-পূরিত পানপাত্র শিষ্য-হস্তে সমর্পণ করিবেন। পরে গুরু, দেবী ভগবতীকে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া স্রব-সংলগ্ন ভস্ম দ্বারা স্বশিষ্যের ও কৌলদিগের ললাটে তিলক করিয়া দিবেন। অনন্তর প্রসাদতত্ত্ব সমুদায় কৌলদিগকে পরিবেশন করিয়া চক্রানুষ্ঠানের বিধানানুসারে পান ও ভোজন করিবে। এই আমি তোমার নিকট শুভ-পূর্ণাভিষেক কহিলাম। ইহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও শিবত্বলাভ হয়।

নবরাত্রি, সপ্তরাত্রি, পঞ্চরাত্রি, ত্রিরাত্রি অথবা একরাত্রি পূর্ণাভিষেক করিবে। কুলেশ্বরি! এই সংস্কারে পাঁচটী কল্প আছে। যদি নবরাত্রি অভিষেক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল রচনা করিতে হইবে। প্রিয়ে! সপ্তরাত্রি অভিষেক-স্থলে নবনাভমণ্ডল, পঞ্চরাত্রি অভিষেক-স্থলে পঞ্চাব্জমণ্ডল, ত্রিরাত্রি ও একরাত্রি অভিষেক-স্থলে অষ্টদলপদ্ম রচনা করিতে হইবে। সাধকগণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে এবং নবনাভমণ্ডলে নয়টী ঘট এবং পঞ্চাব্জমণ্ডলে পাঁচটী ঘট স্থাপন করিবে। অষ্টদলপদ্ম স্থলে একটী মাত্র ঘট স্থাপন করিতে হইবে। এই পদ্মের কেশরাদিতে অঙ্গদেবতা ও আবরণ-দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। যাঁহারা পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত কৌল, যাঁহারা নির্ম্মলহৃদয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন বা ঘ্রাণ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি হইয়া থাকে।

সাধক ও সাধিকা। তান্ত্রিক সাধক ও সাধিকার লক্ষণও তন্ত্রে বর্ণিত আছে। নিরুত্তর তন্ত্রের (১১শ পটলে) মতে—

"আত্মনো জ্ঞানমাত্রেণ তত্ত্বজ্ঞান ভবেৎ প্রিয়ে।
তত্ত্বজ্ঞানী ভবেদ্‌যোগী স যোগী ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥
নিরালম্বশ্চ সালম্বো ভক্তশ্চ পরমেশ্বরি।
ভক্তোপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্॥
শক্তিমাত্রং যজেদ্‌যোগী ভক্তো যোগপরায়ণঃ।
অভিষেকেন দেবেশি ভৈরবো জায়তে ভুবি॥
অবধূতো ভবেদ্বীরো দিব্যশ্চ কুলসুন্দরি।
শ্মশানাগমনিষ্ঠশ্চ কুলযোষিৎপরায়ণঃ॥
কুলশাস্ত্রার্থসংবক্তা বলিদানরতঃ সদা।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারো নির্লোভো নির্ভয়ঃ শুচিঃ॥
গুরুদেবরতঃ শান্তো ঘৃণালজ্জাবিবর্জ্জিতঃ।
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গো রক্তকৌপীনভূষণঃ॥
উদারচিত্তঃ সর্ব্বত্র বৈষ্ণবাচারতৎপরঃ।
কুলাচাররতো বীরঃ পণ্ডিতঃ কুলবন্দনা॥
কুলসঙ্কেতসংবেত্তা কুলশাস্ত্রবিশারদঃ।
মহাবলো মহাবুদ্ধিঃ মহাসাহসিকঃ শুচিঃ॥
নিত্যকর্ম্মণি নিষ্ঠাতো দম্ভহিংসাবিবর্জ্জিতঃ।
পরনিন্দাসহিষ্ণুঃ স্যাদুপকাররতঃ সদা।
বীরমাসনমাসীনঃ পিতৃভূমিগতঃ শুচিঃ॥
সর্ব্বদানন্দহৃদয়ঃ কুমারীপূজনে রতঃ।
এবং যদি ভবেদ্বীর স্তদৈব হীনজাং যজেৎ॥
দিব্যোঽপি বীরভাবেন সাধয়েৎ কুলসাধনম্।
কুলজ সর্ব্বজাতীনাং পূজনীয়ং কুলার্চ্চনে॥
শ্মশানে নির্জ্জনে রম্যে ত্রিপান্তে শূন্যমণ্ডলে।
গ্রামে পাতালকে বাপি সাধয়েৎ কুলসাধনম্॥"

প্রিয়ে! আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞানী যোগী হইতে পারে; সেই যোগী তিন প্রকার— নিরালম্ব, সালম্ব ও ভক্ত। ভক্তও বীরভাবে কুলসাধন করিবে। যোগপরায়ণ ভক্তযোগী শক্তিমাত্র পূজা করিবে। দেবেশি! অভিষেক দ্বারা এ সংসারে ভৈরব এবং দিব্য ও বীরাচারী অবধূত হইয়া থাকে। শ্মশানাগমে নিষ্ঠাবান্, কুলস্ত্রীপরায়ণ, কুলশাস্ত্রার্থ যে ভাল বলিতে পারে, নিত্য বলিদানে রত, দ্বন্দ্বহীন, অহঙ্কারহীন, নির্লোভ, নির্ভয়, শুদ্ধ, গুরু ও দেবতার প্রতি অনুরক্ত, শান্ত, ঘৃণালজ্জারহিত, অঙ্গে রক্তচন্দনলিপ্ত, রক্তবর্ণের কৌপীনধারী, উদারচিত্ত, সকল সময়ে বৈষ্ণবাচারতৎপর, কুলাচাররত, বীরাচারী, কুলমার্গে পণ্ডিত, কুলসঙ্কেতবেত্তা, কুলশাস্ত্রবিশারদ, মহাধনবান্, বুদ্ধিমান্, অতি সাহসী, শুদ্ধাচারী, নিত্যকর্ম্মনিষ্ঠ, দম্ভ ও হিংসাবর্জ্জিত, পরনিন্দাসহিষ্ণু, সর্ব্বদা পরোপকারে নিরত, বীরাসনে সমাসীন, পিতৃভূমিগত, সর্ব্বদাই আনন্দিত, কুমারীপূজনে রত। এইরূপ হইলে বীর তান্ত্রিকসাধনে হীনজা যজন করিবে। দিব্যও বীরভাবে কুলসাধন করিবে। কুলপূজায় সকল জাতির কুলস্ত্রীই পুজনীয়া। শ্মশানে, নির্জ্জন বা রমণীয় স্থানে, ত্রিমাত্রাপথে ও শূন্যমণ্ডলে, গ্রাম বা সুড়ঙ্গের মধ্যে কুলপূজা করিবে।

সাধিকার লক্ষণ—

"নির্লোভা কামনাহীনা নির্লজ্জা দম্ভবর্জ্জিতা।
শিবসমাগতা সাধ্বী স্বেচ্ছয়া বিপরীতগা॥
চতুর্বর্ণোদ্ভবা রম্যা প্রশস্তা কুলপূজনে।
চতুর্বর্ণোদ্ভবানাঞ্চ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে।
বর্ণসঙ্করতো জাতা হীনজা পরিকীর্ত্তিতা।

লজ্জা লাঞ্ছিতভালা যা সা সাক্ষাদ্ভুবনেশ্বরী ॥
নানাজাত্যুদ্ভবানাঞ্চ সা দীক্ষা কুলপূজনে।
ব্রাহ্মণো হীনজাং দেবীং মনসা বা প্রপূজয়েৎ ॥
অজ্ঞাত্বা কৌলিকীং দেবীং পশুবৎ পরিপূজয়েৎ।
পশুবৎ পূজয়েদ্বীরো দীক্ষিতাং বাপ্যদীক্ষিতাম্।
শক্তিমাত্রং যজেদ্বীরঃ প্রাপ্তযোগমনাঃ স্মরেৎ ॥
হীনজাতে তু সংযুক্তা দীক্ষিতাশ্চৈব সর্ব্বদা।
শাঙ্করী শক্তিকা বাপি বৈষ্ণবী বাপ্যবৈষ্ণবী।
সর্ব্বদা সাধনে যোগ্যা সাধকানাং কুলার্চ্চনে ॥" (নিরু° ১১প°)

যে রমণীর লোভ নাই, কামনা নাই, লজ্জা নাই, দম্ভ নাই, যে সাধ্বী শিব* সঙ্গ করিয়াছে, স্ব-ইচ্ছায় বিপরীত রমণ করে, এইরূপ চারিবর্ণজাতা রমণীই কুলপূজায় প্রশস্ত। চারি বর্ণের কুলস্ত্রীরই পুরশ্চরণের বিধান আছে। বর্ণশঙ্কর হইতে জাতা নারী হীনজা বলিয়া খ্যাত। যাহার মুখমণ্ডলে লজ্জার আভা, সে সাক্ষাৎ ভুবনেশ্বরী। এরূপ নানাজাতীয়া রমণীই কুলপূজায় দীক্ষিত করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ হীনজাতীয়া দেবীকে মনে মনে পূজা করিবে। কৌলিকীদেবী না জানা থাকিলে পশুবৎ অর্চ্চনা করিবে। বীরাচারী দীক্ষিতা বা অদীক্ষিতাকে পশুবৎ পূজা করিবে অথবা প্রাপ্তযোগমনা হইয়া শক্তিমাত্র স্মরণ করিবে। হীনজামাত্রেই সর্ব্বদা দীক্ষিতা। শৈবা বা শাক্তরমণী, বৈষ্ণবা অথবা অবৈষ্ণবী সাধকগণের কুলসাধনে যোগ্য বলিয়া জানিবে।

সঙ্কেত। তান্ত্রিক উপাসকমাত্রেরই সঙ্কেত জানা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে কুলপূজায় তাহার আদৌ অধিকার নাই। অথবা চক্রমধ্যে সে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। নিরুত্তরতন্ত্রে—

"ক্রমসঙ্কেতকঞ্চৈব পূজাসঙ্কেতমেব চ।
মন্ত্রসঙ্কেতকঞ্চৈব যন্ত্রসঙ্কেতকস্তথা ॥
লিখনং মন্ত্রযন্ত্রাণাং সঙ্কেতং গুরুমার্গতঃ।
সঙ্কেতজ্ঞং বিনা বীরং যদি চক্রে নিয়োজয়েৎ ॥
নিষ্ফলং পূজনং দেবি দুঃখং তস্য পদে পদে।
সঙ্কেতহীনো যো বীরো নাভিষেকী গুরুঃ ক্রমাৎ ॥
কুলভ্রষ্ট স পাপিষ্ঠস্তং ত্যজেদ্বীরচক্রকে।" (নিরু° ১০ প°)

ক্রমসঙ্কেত, পূজাসঙ্কেত, মন্ত্রসঙ্কেত, যন্ত্রসঙ্কেত, গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র ও যন্ত্র লিখিবার সঙ্কেত, এই সকল সঙ্কেত যাহার জানা নাই, তাহাকে চক্রে নিযুক্ত করিলে পূজা নিষ্ফল ও পদে পদে তাহার দুঃখ হইয়া থাকে। যে বীর সঙ্কেত জানে না অথবা যে গুরু-ক্রমানুসারে অভিষিক্ত নহে, সে কুলভ্রষ্ট, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে বীরচক্রে পরিত্যাগ করিবে।

ক্রমসঙ্কেত।

খপুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডোদ্ভব, গোলোদ্ভব, বজ্রপুষ্প, উল্লাস, প্রৌঢ় ইত্যাদি।

তন্ত্রে ঐ সকল তান্ত্রিক শব্দের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। আবার অনেক সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ অভিষিক্ত গুরুর নিকট ভিন্ন আর কোন প্রকারে জানা যায় না।

স্বয়ম্ভুকুসুম প্রথম ঋতুমতীর রজঃ। যথা—

"হরসম্পর্কহীনায়ালতায়াঃ কামমন্দিরে।
জাতং কুসুমমাদৌ যন্মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ ॥
স্বয়ম্ভুকুসুমং দেবি রক্তচন্দনসংজ্ঞিতম্।
তথা ত্রিশূলপুষ্পঞ্চ বজ্রপুষ্পং বরাননে ॥
অনুকল্পং লোহিতাক্ষচন্দনং হরবল্লভং।" (মুণ্ডমালাতন্ত্র ২ প°)

হর অর্থাৎ পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতিরেকে লতা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের যোনি হইতে যে কুসুম অর্থাৎ রজঃ হয়, তাহাকেই স্বয়ম্ভুকুসুম বা রক্তচন্দন বলা যায়। ইহার অভাবে ত্রিশূলপুষ্প ও বজ্রপুষ্প (চণ্ডালীর রজঃ) মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। ইহার অনুকল্প শিবপ্রিয় লোহিতাক্ষ চন্দন।

কুণ্ডোদ্ভব অর্থাৎ সধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

"জীবদ্ভর্ত্তৃকনারীণাং পঞ্চমং কারয়েৎ প্রিয়ে।
তস্য ভগস্থ যদ্দ্রব্যং তৎকুণ্ডোদ্ভবমুচ্যতে ॥"
(সময়াচারতন্ত্র ২য় প°)

গোলোদ্ভব অর্থাৎ বিধবা স্ত্রীলোকের রজঃ। যথা—

"মৃতভর্ত্তৃকনারীণাং পঞ্চমঞ্চৈব কারয়েৎ।
তস্যা ভগস্থ যদ্দ্রব্যং তদ্গোলোদ্ভবমুচ্যতে।"

কুলার্ণবের মতে—

"তত্ত্বত্রয়ং স্যাদারম্ভঃ কথিতং কুলনায়িকে।
কথিতস্তরুণোল্লাসে হ্রূপং মুখমম্বিকে ॥
যৌবনং মনসঃ সম্যগুল্লাসঃ কথিতঃ প্রিয়ে।
স্খলনং দৃঙ্ মনোবাচাং প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে ॥"

তত্ত্বত্রয়কে আরম্ভ, অরুণ মুখকে তরুণ উল্লাস, যৌবনকে মনের মহোল্লাস, দৃষ্টি মন ও কথায় স্খলনের নাম প্রৌঢ় ইত্যাদি।

পূজা-সঙ্কেত। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে—

"দ্রব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং দ্রব্যসংহতিঃ।
হাটকং রাজতং তাম্রং মারকতমৃদাদিনা ॥
উপচারবিধানে তদ্দ্রব্যমাহুর্মনীষিণঃ।
আসনে পঞ্চপুষ্পাণি স্বাগতে ষট্চতুঃপলম্ ॥

---

* "অষ্টোত্তরশতং দেবি তদ্যোগং হ্যরতো জপেৎ।
প্রণম্য মনসা দেবীং চুম্বনং মনসা স্মরেৎ।
সুন্দরীং মাগবীং দৃষ্ট্বা এবং সঞ্চিন্তয়েন্নরঃ।
সএব কালকাপুত্রঃ সদাশিব ইহাপরঃ ॥ (নিরু° ১১ প°)

জলং শ্যামাকদূর্ব্বা চ বিষ্ণুক্রান্তাতিরীরিতম্ ।
পাদ্যে চার্ঘ্যে জলং তাবদ্গন্ধপুষ্পাক্ষতং জবা ।
দূর্ব্বাস্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্রঃ শ্বেতসর্ষপাঃ ।
জাতীফললবঙ্গক-কক্কোলাশ্চ ষট্পলম্ ।
প্রোক্তমাচমনং কাংস্যে মধুপর্কঃ ঘৃতং মধুঃ ॥
দধ্না সহ পলৈকন্তু শুদ্ধং বাড়ি তথাচ মে ।
পরিমার্গন্তু পঞ্চাশৎ পলং স্নানার্থসম্ভবঃ ॥
নির্ম্মলেনোদকেনাথ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণতা ।
মলিনং গর্হিতং সর্ব্বং ত্যজেৎ পূজাবিধৌ হরেঃ ॥
বিতস্তিমাত্রাদধিকঃ বাসোযুগ্মস্তু নূতনম্ ।
স্বর্ণাদ্যাভরণান্যেবং মুক্তারত্নযুতানি চ ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধফলাবধি ।
নানাবিধানি পুষ্পানি পঞ্চাশদধিকানি চ ॥
কাংস্যাদিনির্ম্মিতে পাত্রে ধূপো গুগ্গুলুকর্ষভাক্ ।
সপ্তবর্ত্ত্যাস্তু সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ ॥
যাবত্তৃপ্তং ভবেৎ পুংসস্তাবদস্যাজ্জনার্দ্দনে ।
নৈবেদ্যং বিবিধং বস্ত্তভক্ষ্যাদিকচতুর্বিধম্ ॥
কর্পূরাদিযুতা বর্ত্তি সা চ কার্পাসনির্ম্মিতা ।
সপ্তবর্ত্ত্যাস্তু সংযুক্তো দীপস্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ ।
শিলাপিষ্টং চন্দনায়াং সপ্তধা বস্তয়েন্নরঃ ।
কার্য্যং তাম্রাদিপাত্রে তৎ প্রীতয়ে হরিমেধসঃ ।
দূর্ব্বাক্ষতপ্রমাণঞ্চ বিজ্ঞেয়ন্তু শতাধিকম্ ।
উত্তমোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তে বিভবে মতি সর্ব্বদা ।
এষামভাবে সর্ব্বেষাং যথাশক্ত্যাতু পূজয়েৎ ।
অনুকল্পং বিবর্জ্জেচ্চ দ্রব্যাণাং বিভবে সতি ॥"

দ্রব্যের যত সংখ্যা, পাত্রের তত সংখ্যা বুঝিতে হইবে। উপচারে দ্রব্য বলিলে সুবর্ণ, রজত, তাম্র ও কাংস্য এই চারিটী। পঞ্চবিধ পুষ্পে আসন, ষট্ পুষ্পে স্বাগত, চারি পল জলে পাদ্য, শ্যামাক (বিষ্ণুক্রান্তা) অপরাজিতা, গন্ধপুষ্প, আতপতণ্ডুল, দূর্ব্বা, তিল, কুশাগ্র, শ্বেতসর্ষপ, জায়ফল, লবঙ্গ ও কক্কোল এই সকলে অর্ঘ্য, ষট্পল পরিমিত জলে আচমন, কাংস্যপাত্রে ঘৃত, মধু ও দধি দিয়া মধুপর্ক, একপল বিশুদ্ধ জলে আচমন, ৫০ পল বিশুদ্ধ জলে স্নান, বিতস্তিমাত্রার অধিক দুইখানি নূতন কাপড়ে বসন, মুক্তা ও রত্নাদিযুক্ত স্বর্ণাদি দ্বারা আভরণ, চন্দন, অগুরু ও কর্পূরে গন্ধ, ৫০ প্রকারের অধিক ফুলে পুষ্প, কাংস্যাদি পাত্রে ধূনা ও গুগ্গুলু দ্বারা ধূপ, সপ্তবর্ত্তীযুক্ত দীপ দ্বারা দীপ। একটী পুরুষে যে পরিমাণ দ্রব্যভক্ষণ করিতে পারে, তাহা দ্বারা নৈবেদ্য। (এই নৈবেদ্যে দ্বিবিধ প্রকার বস্তু দিতে হয়, খাদ্য-বস্তু ৪ প্রকারের কম না হয়)। কার্পাসাদি সূত্র দ্বারা ৪ আঙ্গুল পরিমিত ৭টী বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কর্পূর সংযুক্ত করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া দিলে দীপ, ৭ বার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলে বন্দনা বুঝিতে হইবে। (বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত তাম্রাদিপাত্রে এই সকল কার্য্য করিবে)।

দূর্ব্বাক্ষত বলিলে একশতের অধিক দূর্ব্বা ও অক্ষত লইতে হয়। ধনশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহাই উত্তম বিধি। এই বিধি অনুসারে যে পূজা করে, সেই ব্যক্তি সকল ভোগান্বিত হইয়া অন্তকালে হরির পুরে গমন করে। বিত্তহীন ব্যক্তির পক্ষে যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে পারে। এই অনুকল্প ধনবানের পক্ষে নহে। ধনবান্ ব্যক্তি এইরূপ অনুকল্প করিলে তাহা নিষ্ফল।

মন্ত্রসঙ্কেত অর্থাৎ বীজ। যেমন ভুবনেশ্বরী বীজ।

"নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়ো বামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।"

নকুলীশ শব্দে 'হ' অগ্নি শব্দে 'র', বামনেত্র শব্দে 'ঈ', এবং অর্দ্ধচন্দ্র শব্দে 'ঁ', এই সমুদায়ে হ্রীঁ এই মন্ত্রটী উদ্ধার হইল।

কালীবীজ যথা—

",বর্গান্তং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম্ ।"

বর্গান্ত শব্দে 'ক্' বহ্নি শব্দে 'র্' রতি শব্দে 'ঈ' এবং বিন্দু 'ঁ' ইহাতে ক্রীঁ এই মন্ত্র উদ্ধার হইল। এই সাঙ্কেতিক পদসমূহকে মন্ত্র-সঙ্কেত বলা যায়। [বীজ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এইরূপে কিরূপ চক্র থাকিলে তাহাকে কোন্ যন্ত্র বলে, তাহা কি প্রকারে আঁকিতে হয়, এই সকল সঙ্কেত জানাকে যন্ত্রসঙ্কেত বলা যায়। [যন্ত্র শব্দ দেখ।]

বীরাচারপূজা। তন্ত্রে বীরাচারপূজা একটী প্রধান অঙ্গ। কুকলাস-দীপিকায় তৃতীয় পটলে লিখিত আছে—

"আদৌ দীপনী দেবেশি বক্তব্যা বীরপূজিতে ।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥
সর্ব্বেষামেব দেবানাং দীপনীয়া প্রকীর্ত্তিতা ।
অনায়ত্তং বিনা বিদ্যা ন সিদ্ধ্যতি কদাচন ॥
বিনাপূজাং বিনাধ্যানং বিনাচারং মহেশ্বরি ।
সাধকো জ্ঞানমাত্রেণ ভবেন্মুক্তো মহানঘঃ ॥
তৎকুলে নৈব দারিদ্র্যং তদেগাত্রে নাস্ত্যপণ্ডিতঃ ।
প্রাণং দেয়াৎ ধনং দেয়াৎ কুলং দেয়াৎ শিরোঽপি চ ॥
এনাং বিদ্যাং মহেশানি ন দদ্যাৎ [illegible]
কালী বীজত্রয়ং কূর্চ্চযুগলং [illegible] ॥
লজ্জাবীজদ্বয়ং দেবি দক্ষিণে কালিকে তথা ।
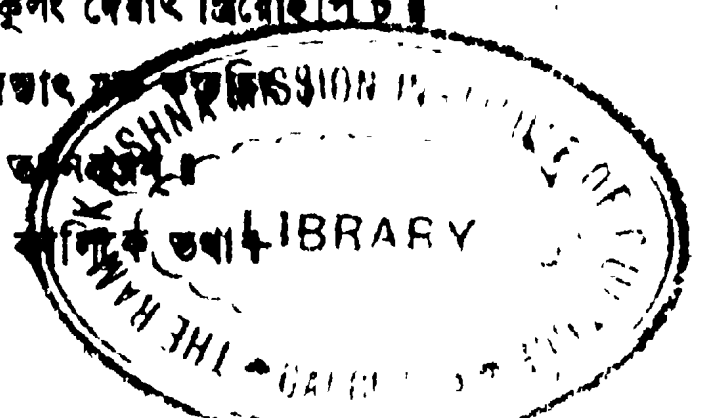
পুনস্তাশ্চেব বীজানি বহ্নিকান্তাবধির্ম্মনুঃ।
ভৈরবোঽস্ত ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্‌চ্ছন্দ উদাহৃতম্।
দক্ষিণা কালিকা প্রোক্তা দেবতা তন্ত্রগোপিতা ॥
বীজশক্তিঞ্চ দেবেশি কূর্চ্চং লজ্জাং ক্রমাৎ প্রিয়ে।
অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ মায়য়া পরিকীর্ত্তিতৌ ॥
করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী দিগম্বরীম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥
সদ্যঃ কৃত্ত শিরঃ খড়্গবামোর্দ্ধাধঃকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্ ॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং করকঙ্কালকান্বিতাম্।
কণ্ঠাবশক্তালীগলক্রুধিরচর্চ্চিতাম্ ॥
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্ ॥
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন মদ্যৈ র্মাংসৈশ্চ ভক্তিতঃ ॥
রক্তপুষ্পৈ রক্তপদ্মৈ রক্তাম্বরসমন্বিতৈঃ।
সংপূজ্য যত্নতো মন্ত্রী পরিবারান্ সমর্চ্চয়েৎ ॥
পীঠপূজা ততো দেবি আধারশক্তিপূর্ব্বকম্।
প্রকৃতি কমঠঞ্চৈব শেষং পৃথ্বীং তথৈব চ ॥
সুধাম্বুধিং মণিদ্বীপং চিন্তামণিগৃহং তথা।
শ্মশানং পারিজাতঞ্চ তন্মূলে মণিবেদিকাম্ ॥
তস্যোপরি মণেঃ পীঠং ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু মুনীন্ দেবান্ শিবাংশ্চ নরমুণ্ডকান্ ॥
ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদীংশ্চৈব ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ।
কেশরেষু চ পূর্ব্বাদিদিক্ষিচ্ছা জ্ঞানাক্রিয়া তথা ॥
কামিনী কামদা চৈব রতিঃ প্রীতিস্তথৈব চ।
প্রিয়া নন্দা মহেশানি মধ্যে চৈব মনোন্মনী ॥
কালীং কপালিনীং কুল্লাং কুরুকুল্লাং বিরোধিনীম্।
বিপ্রচিত্তাং মহেশানি বহিঃ ষট্‌কোণকে বুধঃ ॥
উগ্রামুগ্রপ্রভাং দীপ্তাং ন্যসেৎ পত্রত্রিকোণকে।
মাত্রাং মুদ্রাং মিতাঞ্চৈব ন্যসেচ্চান্যত্রিকোণকে ॥
সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ।
তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ ॥
দিগাম্বরাহসন্মুখ্যাঃ স্ব স্ব বাহনভূষিতাঃ।
এবং ধ্যাত্বা প্রযত্নেন পূজয়েদষ্টপত্রকে ॥
ব্রাহ্মীং নারায়ণীঞ্চৈব তথা মাহেশ্বরীং প্রিয়ে।
অপরাজিতাঞ্চ কৌমারীং বারাহীমর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥
নারসিংহীং প্রপূজ্যৈব ততো দক্ষিণতো যজেৎ।
মহাকালং যজেৎ দেবি বিপরীতরতান্তরে ॥
দিগম্বরং মুক্তকেশং চণ্ডবেশং প্রযত্নতঃ।
এবং সংপূজ্য যত্নেন যজেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥
বিনা মদ্যং বিনা মাংসং যদি দেবীং প্রপূজয়েৎ।
দেবতা শাপমাপ্নোতি মৃতো নরক মশ্নুতে ॥"

বীরাচার পূজাতে প্রথমে দীপনী আবশ্যক। যাহা জানিলে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। এইজন্য সকল দেবতার দীপনী কথিত হইয়াছে, এই বিদ্যা আয়ত্ত না হইলে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধক পূজা, ধ্যান ও আচার ব্যতীত একমাত্র জ্ঞান দ্বারা মুক্ত হয় এবং যাহারা মুক্ত হয়, তাহাদের কুলে কেহ দরিদ্র ও অপণ্ডিত থাকে না। প্রাণ, ধন, কুল, এমন কি স্ত্রীও দান করিতে পার, কিন্তু, এই মন্ত্র যাহাকে তাহাকে দান করিবে না। কালীর বীজদ্বয়, তাহার পর কূর্চ্চবীজদ্বয় ও লজ্জাবীজদ্বয়, দেবী দক্ষিণকালিকা, পুনর্ব্বার এই সকল বীজ হইবে। ইহার ঋষি ভৈরব, ছন্দ উষ্ণিক্, দক্ষিণাকালিকা দেবী।

ইহার বীজ কূর্চ্চ ও লজ্জাশক্তি, অঙ্গন্যাস ও করন্যাস মায়া-বীজ দ্বারা করিয়া দেবীর ধ্যান করিতে হইবে।

করাল-বদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, চতুর্ভুজা, ইত্যাদি রূপে কালীর ধ্যান করিয়া মদ্য, মাংস, রক্তপুষ্প ও রক্তপদ্ম দ্বারা এবং রক্ত বস্ত্রান্বিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিতে হয়।

তাহার পর পরিবারপূজা, তৎপরে পীঠ পূজা করিতে হয়। প্রকৃতি, কমঠ, শেষ, পৃথ্বী, সুধাম্বুধি, মণিদ্বীপ, চিন্তা, মণিগৃহ শ্মশান, পারিজাত, এই সকলের মূলে মণিবেদিকা প্রস্তুত করিবে। তাহার মধ্যে সাধকশ্রেষ্ঠ মণিপীঠ ন্যস্ত করিবে। চারিদিকে মুনি, দেবতা, শিব, নরমুণ্ড, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ওঁ হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ এই বলিয়া স্থাপন ন্যস্ত করিবে।

পরে কালী, কপালিনী, কুল্লা, কুরুকুল্লা, বিরোধিনী, বিপ্র-চিত্তা, এই সকলকে সাধক, বাহিঃ ষট্‌কোণে ন্যস্ত করিবে।

উগ্র, উগ্রপ্রভা ও দীপ্তা পত্রত্রিকোণে এবং মাত্রা, মুদ্রা ও মিতা অন্য ত্রিকোণে ন্যস্ত করিবে।

পরে "সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ধ্যান করিয়া অষ্টপত্রে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে।

পরে সাধক ব্রাহ্মী, নারায়ণী, মাহেশ্বরী, অপরাজিতা, কৌমারী ও বারাহীকে পূজা করিবে। পরে নারসিংহীকে পূজা করিয়া তাহার পর দক্ষিণে যাগ করিবে। বিপরীত রতান্তরে মহাকাল যাগ করিবে। সাধক অনন্যচিত্ত হইয়া চণ্ডবেশ, মুক্তকেশ ও দিগম্বরকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। মদ্য ও মাংস ব্যতীত যদি দেবীকে পূজা করা হয়, তাহা হইলে দেবতা

সকল পাপগ্রস্ত হন এবং পূজাকারিব্যক্তি অন্তে নরকে গমন করে।

"বিনা পরস্ত্রিয়া দেবি জপেৎ যতি তু সাধকঃ।
শতকোটিজপেনৈব তস্য সিদ্ধি র্ন জায়তে॥
স্ত্রিয়ো গতি স্ত্রিয়ো প্রাণাঃ স্ত্রিয়ঃ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
নারীণাং স্মরণে কালী স্মারিতা স্যান্নসংশয়ঃ॥
কণ্ঠে কণ্ঠং মুখে বক্ত্রং বক্ষোজং চোরসি প্রিয়ে।
তস্যৈ কুলরসং দেবি পায়য়িত্বা যথোচিতম্॥
স্বয়ং পীত্বা জপেন্মন্ত্রং সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।"

সাধক পরস্ত্রী ব্যতীত যদি জপ করে, তাহা হইলে শত কোটি জপ দ্বারাও সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ইহাতে স্ত্রীই একমাত্র গতি, স্ত্রীই একমাত্র প্রাণ, স্ত্রীই একমাত্র সিদ্ধি, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। নারীর স্মরণে কালীকে স্মরণ করা হয়। কণ্ঠে কণ্ঠ, মুখে মুখ, উরুস্থলে বক্ষোজ, এই প্রকারে তাহাকে কুলরস পান করাইয়া স্বয়ং পান করিয়া যথোচিত জপ করিবে। এই প্রকার জপ করিলে সিদ্ধি হয়, অন্যথা হইলে সিদ্ধি হইবে না।

ইহাতে অনধিকারী।

"এতস্য চ প্রয়োগেন গ্লানির্যস্য প্রজায়তে।
কালিকামন্ত্রবর্গেষু নাধিকারী স উচ্যতে॥

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে যাহার গ্লানি উপস্থিত হয়, সে বীরাচার পূজার অনধিকারী।

পুরশ্চরণ—

"লক্ষমাত্রজপেনৈব পুরশ্চরণমুচ্যতে।
ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিলক্ষং স্যাৎ বৈশ্যানাঞ্চ ত্রিলক্ষকম্॥
শূদ্রানাঞ্চ চতুর্লক্ষং পুরশ্চরণমুচ্যতে।
লক্ষমাত্রং জপেদ্দেবি হবিষ্যাশী দিবাশুচিঃ॥
রাত্রৌ নিশীথে তাবচ্চ পীত্বা কুলরসং প্রিয়ে।
কুলনারীগণোপেতো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
এবমুক্তবিধানেন দশাংশং হোমমাচরেৎ।
তদ্দশাংশং তর্পণঞ্চ তদ্দশাংশাভিষেচনম্॥
তদ্দশাংশং বিপ্রভোজ্যং কীর্তিতং পরমেশ্বরি।
পুষ্পিণীমকরন্দেন হোমতর্পণমাচরেৎ॥
এবং প্রয়োগমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
বাক্‌সিদ্ধিং লভতে দেবি কবিত্বং নির্ম্মলং প্রিয়ে॥
ধনেনাপি কুবেরস্যাৎ বিদ্যয়া স্যাৎ বৃহস্পতিঃ।
আকল্পজীবনো ভূত্বা অন্তে মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥

লক্ষমাত্র জপই ইহার পুরশ্চরণ, কিন্তু বৈশ্যদিগের দ্বিলক্ষ ও শূদ্রদিগের চারিলক্ষ জপ পুরশ্চরণ। শুচিপূর্ব্বক হবিষ্যাশী হইয়া নিশীথরাত্রে কুলরস পান করিয়া এবং কুলনারীযুক্ত হইয়া অনন্যচিত্তে এই মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে জপকার্য্য সমাধা করিয়া উক্ত বিধানানুসারে দশাংশ হোম, দশাংশ তর্পণ ও দশাংশ অভিষেক করিতে হইবে, পরে দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পুষ্পিণীমকরন্দদ্বারা হোম ও তর্পণ করিবে। এইরূপ প্রয়োগ করিতে পারিলেই সিদ্ধ হয়, ইহার অন্যথা হইলে হয় না। বাক্‌সিদ্ধি হইলে নির্ম্মল কবিত্বশক্তি লাভ হয়, অর্থে কুবের সদৃশ, বিদ্যাতে বৃহস্পতি তুল্য এবং জীবন কল্পান্ত স্থায়ী হয়। অন্তে মুক্তিলাভ করে।

"প্রয়োগারম্ভকালে চ সুরা দুগ্ধময়ী ভবেৎ।
লোহিতং বা ভবেদ্দেবি মাংসং পুষ্পময়ং ভবেৎ॥
সুরাপাত্রং ভবেৎ শূন্যং মাংসপাত্রং বিশেষতঃ।
কলাকলাম্বয়ৈব পুষ্পং পুষ্পান্তরং ভবেৎ॥
নবনীতং মাংসতুল্যং মাংসং পুষ্পং ভবেৎ প্রিয়ে।
এবং জ্ঞাত্বা সাধকেন্দ্রো জায়তে চ ক্রমেণ তু॥

ইহার প্রয়োগারম্ভকালে সুরাই দুগ্ধতুল্য ও মাংস পুষ্পস্বরূপ হয়। সুরা ও মাংসপাত্র পরে শূন্য হইবে। তাহাতে অবশিষ্ট যেন কিছু না থাকে। ইহাতে নবনীত মাংসতুল্য, সাধকশ্রেষ্ঠ এই প্রকার জানিয়া কার্য্য করিবে।

"সৌবর্ণং রাজতঞ্চৈব তথা মৌক্তিকমেব চ।
বিদ্রুমং পদ্মরাগঞ্চ তথৈব বরবর্ণিনি॥
প্রোক্তং মালাচতুষ্কঞ্চ সমভাগেন মালিকাং।
প্রথয়েৎ পট্টসূত্রেণ পুষ্পিণী গৃহবর্ত্তিনী॥
লোহিতেন বরারোহে সর্পাকারাং সুশোভনাম্।
স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন মকরন্দেন পার্ব্বতি।
তারং মায়া কূর্চ্চযুগ্মং মালে মালে পদং তথা।
বহ্নি কান্তাং সমুচ্চার্য্য শতং জপ্তাভিমন্ত্রয়েৎ॥
স্নাপয়েৎ পীঠমধ্যেতু শূন্যাগারে বরাননে।
ততস্তাঃ মালিকাং দেবি গৃহীত্বা যত্নতঃ সুধীঃ॥
জ্ঞাত্বা সিদ্ধিন্তু নিকটে মহোৎসবমথাচরেৎ।
ষোড়শাব্দাং সুযুবতীং সমানীয় প্রযত্নতঃ॥
তাম্বুবর্ত্তাং স্বয়ং গন্ধৈঃ স্নাপয়েৎ শুদ্ধবারিণা।
দিব্যালঙ্কারশোভাভির্দিব্যপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ॥
পূজয়িত্বা চ মিষ্টান্নৈর্ভোজয়েত্তাং বরাননাম্।
আসবং পায়য়েৎ যত্নাৎ নিশ্চয়ং তন্ময়ং পিবেৎ॥
ততো মন্ত্রী রময়েত্তাং রতিমিচ্ছতি সা যদা।
তস্যা হস্তে ততো মালাং দত্ত্বা তাং যাচয়েদ্বুধঃ॥
নীত্বা মালাং তয়া দত্তাং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ।
তয়া জপেদর্দ্ধরাত্রৌ সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা॥"

সুবর্ণ, রৌপ্য, মৌক্তিক, বিদ্রুম ও পদ্মরাগ, ইহাদিগের মালা পট্টসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিয়া তাহা দ্বারা গৃহবর্ত্তিনী পুষ্পিণী স্ত্রীকে গ্রথিত করিবে। পরে পঞ্চগব্য ও মকরন্দ দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর বহ্নিকান্তা (স্বাহা) উচ্চারণ করিয়া অভিমন্ত্রণ করিতে হইবে এবং পীঠমধ্যে মালিকা স্নান করাইবে। এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি নিকটে জানিয়া মহোৎসব করিবে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীকে যত্ন-পূর্ব্বক আনিয়া শুদ্ধবারি ও গন্ধ দ্বারা স্বয়ং স্নান করাইবে। পরে দিব্যালঙ্কার, সুগন্ধ পুষ্প ও মিষ্টান্নাদি দ্বারা পূজা করিয়া তন্ময় হইয়া তাহাকে আসব পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে। সেই সময়ে যদি ঐ ষোড়শী রতি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তাহাকে রমণ করিবে এবং তাহার হস্তে মালা দিবে, পরে ঐ মালা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। পরে অর্দ্ধরাত্রি সময় জপ করিলে নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নো চেৎ কলামধ্যে বিশেদ্বুধঃ।
পর্য্যঙ্কস্য চতুঃপার্শ্বে পট্টসূত্রং মনোরমম্॥
বদ্ধা দ্বাবিংশতিং গ্রন্থিং রমাপুটিতমূলকৈঃ।
নিবিষ্টৈব স্বরক্ষার্থং পাঞ্চালীং সৈন্ধবীং তথা॥
বক্ষ্যমাণক্রমেণৈব বস্ত্রোপরি নিধাপয়েৎ।
ষোড়শাব্দাং পরলতাং গণিকাঞ্চ বিশেষতঃ॥
সমানীয় প্রযত্নেন দিব্যপুষ্পৈর্নিবেদয়েৎ।
ভোজয়েৎ মিষ্টভোজ্যানি ক্ষৌমকং পরিধাপয়েৎ॥
লেপয়েৎ দিব্যগন্ধেন ভূষণৈ র্ভূষয়েৎ স্বয়ম্।
রময়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সাধকঃ সিদ্ধিহেতবে॥
জপস্যার্দ্ধজপেনৈব সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
বিনা মদ্যং মহেশানি ন সিদ্ধ্যতি কদাচন॥
তস্মাদাদৌ প্রযত্নেন পীত্বা তাং পায়য়েদ্বুধঃ।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, অর্থাৎ সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে এই প্রকার করিলে সিদ্ধি হইবে।

সাধক কলামধ্যে নিবেশিত হইবে, পরে পর্য্যঙ্কের চতুঃ-পার্শ্বে মনোরম পট্টসূত্রে দ্বাবিংশতি গ্রন্থি রমাপুটিত মূলক দ্বারা বদ্ধ করিয়া নিজের রক্ষার নিমিত্ত বক্ষ্যমান নিয়মানুসারে পাঞ্চালী ও সৈন্ধবী বস্ত্রের উপর স্থাপিত করিবে। পরে সাধক যত্নসহকারে ষোড়শী পরলতা বা গণিকা আনিয়া তাহাকে দিব্যপুষ্প নিবেদন করিবে, এবং মিষ্ট ভোজ্য ভক্ষণ ও ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান এবং দিব্য গন্ধ ও ভূষণ দ্বারা ভূষিতা করাইবে। সাধক সিদ্ধির নিমিত্ত পরাভক্তি দ্বারা তাহাকে রমণ করিবে। এই প্রকার করিয়া জপের অর্দ্ধভাগ জপ করিলেই সিদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে মদ্য বিনা কখনই সিদ্ধি হইতে পারে না। সেইজন্য পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক স্বয়ং মদ্যপান করিয়া এবং তাহাকে পান করাইয়া জপ করিবে।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ চরুহোমং প্রকল্পয়েৎ।
নিশীথে নির্ভয়ো দেবি শ্মশানে প্রান্তরে তথা॥
গন্ধৈঃ স্নানাদিকং কৃত্বা পাদশৌচাদিপূর্ব্বকং।
ঘটমারোপয়েত্তত্র সৌবর্ণং রাজতং তথা॥
তাম্রং বা তন্মহেশানি বিত্তবানুক্রমেণ তু।
কল্পয়িত্বা নিশাভাগে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥
উপাচারৈ র্যথাশক্তি বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
দেবীপূজাং বিধায়ৈব পিষ্টকং পবিদাপয়েৎ॥
চরৌ নিধায় যত্নেন চতুঃপিষ্টকবর্ত্তুলম্।
ততশ্চরুং পাচয়েত্তু কুণ্ডমধ্যে তু পূজয়েৎ॥
রক্তাং ঘনাং বলাকাঞ্চ নীলাং কালীং কলাবতীং।
দ্বারেষু পূজয়েন্মন্ত্রী লোকপালান্ প্রযত্নতঃ॥
গ্রহান্ সংপূজয়েন্মন্ত্রী চতুষ্কোণক্রমেণ তু।
হবির্দ্ধারাং হুনেন্মন্ত্রী যথাশক্ত্যা ততশ্চরুং॥
শ্রাবয়েৎ মূলমন্ত্রেণ মধুনা সিদ্ধিহেতবে।
হুত্বা সংচ্ছাদয়েন্মন্ত্রী ততো দক্ষিণকালিকাং॥
ধূপদীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
পিষ্টবর্ত্তুলসংখ্যাতং সুবর্ণাদি প্রজায়তে॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে।
তথা হোমো দ্বিতীয়েন রৌপ্যং বাপি সুরেশ্বরি।
তৃতীয়েন ভবেত্তাম্রং লৌহং তুর্য্যেণ চ স্মৃতং।
এষামন্যতমাং জ্ঞাত্বা সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং॥
সিদ্ধায়াং কালিকায়াঞ্চ নেত্রং তত্ত্বমুচ্যতে।
গুরুমূলামিদং সর্ব্বং তস্মাদাদৌ সমর্চ্চয়েৎ॥
তস্য প্রসাদমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে সাধক চরুহোম করিবে। সাধক শ্মশান বা প্রান্তরে নিশীথ সময়ে নির্ভয় হইয়া স্নানাদি করিবে। অনন্তর পাদশৌচাদিপূর্ব্বক বিত্তবানুসারে সুবর্ণ, রজত, বা তাম্রময় ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। দেবী-পূজার উপচার বিষয়ে কৃপণতা করিবে না। এই প্রকারে যথাশক্তি দেবী পূজা করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তুলাকার চতুঃপিষ্টক যত্নপূর্ব্বক চরুতে রাখিয়া চরুপাক করিবে এবং কুণ্ড মধ্যে পূজা করিবে। সাধক রক্তা, ঘনা, বলাকা, নীলা, কালী, কলাবতী এবং দ্বার সমূহে লোকপালদিগকে পূজা করিবে। পরে চতুষ্কোণক্রমে গ্রহ-দিগকে পূজা এবং যথাশক্তি হবির্দ্ধারা প্রক্ষেপ করিবে। মূল-

মদ্য ও মধুদ্বারা হোম, এবং ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। পরে পিষ্ট বর্ত্তুল সংখ্যানুসারে সুবর্ণাদি উৎপন্ন হয়। এক প্রয়োগ দ্বারা যদি সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে হোম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দ্বারা রৌপ্য, তৃতীয় তাম্র, চতুর্থ দ্বারা লৌহ হয়, ইহাদের অন্যতম হইলে উত্তম সিদ্ধি সাধন করিবে।

এই প্রকারে কালিকাসিদ্ধ হইলে ইন্দ্রত্ব দুর্ল্লভ নহে।

এই সকল সিদ্ধি সকলই গুরুমূলক, গুরু ব্যতীত কোন প্রকারে সিদ্ধি হইতে পারে না, এইজন্য সর্ব্বপ্রথম গুরুর অর্চ্চনা করিবে এবং গুরু সাধকের প্রতি প্রসন্ন হইলেই সিদ্ধি হয়। ইহার অন্যথা হয় না।

"তত্রাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
অমাবাস্যা দিনে চৈব নিশীথে গত সাধ্বসঃ॥
শ্মশানে প্রান্তরে বাপি গত্বা দেবীং প্রপূজয়েৎ।
মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ ধূপদীপৈ মনোরমৈঃ॥
নৈবেদ্যৈঃ সামিষান্নৈশ্চ তথৈব বরবর্ণিনি।
দ্রব্যৈর্লোহিতবস্ত্রেণ স্বর্ণাভরণভূষিতৈঃ॥
জপেন্মূলং ক্রোধরুদ্ধঃ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ।
প্রাণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবনিশং গিরিসম্ভবে॥
নিশায়ামুত্তমং যাবন্নিশাশেষং মহেশ্বরি।
যদি ভীতির্ভবেত্তস্য তদা দৃঢ়তরো ভবেৎ॥
দন্তাদন্তিবিধানৈব মনসেব মনুস্মরেৎ।
অবশ্যং শ্রূয়তে শব্দঃ শিখা চ দৃশ্যতে স্থলে॥
যদি তত্র ভবেদ্দেবি শব্দো গুণগুণাভবেৎ।
ততঃ পরলতাসক্তঃ পুনঃকার্য্যং তথৈব চ॥
তদা ভবতি চার্ব্বাঙ্গ দেববাণী সুশোভনা।
সিদ্ধিমাবশ্যকং জ্ঞাত্বা মহোৎসবমথাচরেৎ॥"

ইহাতেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে প্রদক্ষিণ আচরণ করিবে। সাধক অমাবস্যার দিন নিশীথরাত্রে ভয়রহিত হইয়া শশ্মান অথবা প্রান্তরে গমন করিয়া দেবীকে পূজা করিবে। মদ্য, মাংস, ধূপ, দীপ ও মনোরম উপচার, সামিষান্ন, রক্তবস্ত্র ও স্বর্ণাভরণাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর মূলমন্ত্র জপ এবং দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতে প্রদক্ষিণ করিবে।

যে পর্য্যন্ত নিশাশেষ না হয়, সেই পর্য্যন্তই জপাদি উত্তম। যদি সাধকের মনে সেই সময় ভয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় অতিশয় দৃঢ়তর হইবে এবং দন্তাদন্তি হইয়া মনে মনে স্মরণ করিবে। সেই সময় অবশ্যই শব্দ শ্রুত হইবে, এবং সেইস্থলে শিখা দৃষ্ট হইবে, যদি সেইখানে গুন্‌-গুন্‌ শব্দ হয়, তাহা হইলে, পরলতাতে আসক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্য আরম্ভ করিবে এবং তাহার পর সুশোভনা দৈববাণী যদি হয়, তাহা হইলে সিদ্ধি উপস্থিত জানিয়া মহোৎসব করিবে।

"তথাপি প্রত্যয়ো নোচেৎ ভগযাগমথাচরেৎ।
কামিনীং যুবতীং যত্নাৎ পুষ্পিতাঞ্চ বিশেষতঃ॥
তামানীয় প্রযত্নেন স্বঞ্চ ভূষণমাচরেৎ।
তাম্বুলৈঃ স্বয়ং গন্ধৈর্ভূষণৈর্ব্বসনৈস্তথা॥
মিষ্টান্নৈর্ভোজয়িত্বা চ ভক্ত্যা পরময়া শিবে।
তাং বিবস্ত্রাং বিধায়ৈব স্থাপয়েদূর্দ্ধতল্পগে॥
ততঃ পূজাং বিধায়ৈব নানাসম্ভারসংযুতৈঃ।
তত্রৈব রময়েৎ যন্ত্রং রক্তচন্দনযাবকৈঃ॥
ভগনাসাং ভগপ্রাণাং ভগদেহাং ভগস্তনীং।
পূজয়েদষ্টপত্রেষু মধ্যে দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
রক্তগন্ধৈ রক্তমাল্যৈ রক্তবস্ত্রৈ মনোরমৈঃ॥
পূজয়েদ্ভক্তিতো মন্ত্রী দেবীদর্শনকাম্যয়া।
এতস্মিন্ সময়ে দেবি রতিমিচ্ছতি সা যদা॥
লতাস্তু রময়েদ্দেবি যাবদ্ধোমং করোতি ন।
পুষ্পিণী মকরন্দেন ততো হোমং সমাচরেৎ॥
ওঁ নমস্তে ভগমালায়ৈ ভগরূপধরে শুভে।
ভগরূপে মহাভাগে ভোগমোক্ষৈকদায়িনি॥
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন মম সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
অবশ্যং কথয়েৎ কান্তা নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরং।
প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাৎ তস্মাৎ যত্নেন গোপয়েৎ॥"

ইহাতে সিদ্ধি না হইলে সাধক ভগযাগ করিবে। যুবতী পুষ্পিণী কামিনীকে যত্নপূর্ব্বক আনিয়া তাহাকে সাধক স্বয়ং গন্ধাদি দ্বারা ভূষিত করাইবে। তাহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া বিবস্ত্রা করিয়া, ঊর্দ্ধতল্পে স্থাপন করিবে। পরে রক্তচন্দন ও অলক্তক দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। অনন্তর নানা উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ভগযাগে ভগই নাশা, ভগই প্রাণ, ভগই দেহ, ভগই স্তন, অষ্টপত্র মধ্যে দেবীকে পূজা করিবে। পূজা করিবার সময় রক্তগন্ধ, রক্তবস্ত্র, রক্তমাল্য প্রভৃতি প্রদান করিবে। দেবীর দর্শন কামনা করিয়া এই প্রকারে পূজা করিবে। এই সময়ে তিনি রতি প্রার্থনা করিলে যে পর্য্যন্ত হোম না হয়, সে পর্য্যন্ত লতাতে রত থাকিবে। পরে পুষ্পিণী মকরন্দ দ্বারা হোম করিবে। ওঁ ভগমালায়ৈ নমঃ, তুমি ভগরূপধারিণী, তুমি মহাভাগা, তুমিই একমাত্র মোক্ষদায়িনী, ইত্যাদি রূপে প্রণাম করিবে। তোমার অনুগ্রহে আমার সিদ্ধি হউক, এই প্রকার আচরণ করিলে সিদ্ধি হয়।

ইহা অতিশয় গুহ্যতম। কেহ ইহা প্রকাশ করিলে কার্য্য-হানি হয়। এইজন্য ইহা সর্ব্বতোভাবে গোপন করিবে।

"অত্রাশক্তো মহেশানি কলাবতীং সমাচরেৎ।
কুঙ্কুমং চন্দনং চন্দ্রং একীকৃত্য তু পেষয়েৎ॥
জপেৎ সহস্রং দেবেশি দেবীঞ্চৈব প্রপূজয়েৎ।
কামিনী পূজয়েৎ ভক্ত্যা তস্যা মূর্দ্ধনি কারয়েৎ॥
তিলকং বস্ত্রমাত্রেণ স্বয়ং শিরসি ধারয়েৎ।
রমা বাগ্ভবানী চ সর্ব্বসম্মোহিনী তথা॥
ত্রেযুতা পরমেশানি বহ্নিকান্তাবধির্ম্মনুঃ।
অনেন শতজপেন তিলকং মূর্দ্ধ্নি কারয়েৎ॥
কলাঞ্চ পূজয়েত্তস্যান্ নানাভরণভূষিতাম্।
পায়য়েৎ সা স্বয়ং যত্নাৎ স্বয়ং পীত্বা চ যত্নতঃ॥
জায়তে দেববাণী চ ততো দেবী ন সংশয়ঃ।
এবং ভূত্বা বরারোহে ততো যত্নং সমাচরেৎ॥
অথবা দেবদেবেশি নগ্নীভূয় বিচক্ষণঃ।
নগ্নাং পরস্ত্রীং পশ্যন্ জপেৎ মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
যামোত্তরং সমারভ্য যামদ্বয়মতন্দ্রিতঃ।
মৎস্যমাংসোপচারৈশ্চ পূজয়েদিষ্টদেবতাম্॥
রক্ষার্থখড়্গপাণিস্তু স্বপার্শ্বেঽপি নিযোজয়েৎ।
গণনাথং ক্ষেত্রপালং বটুকং যোগিনীং তথা॥
বলিভিঃ সামিষান্নৈশ্চ যজেৎ পরমসুন্দরি।
ঘৃতপ্রদীপং প্রজ্বাল্য ততো দেবীং সমর্চ্চয়েৎ॥
ততঃ সহস্রং জপতো দেবতাদর্শনং ভবেৎ॥
অথবা নিয়মীভূত্বা ভূতলিপ্যাদিসংপুটম্।
জপেৎ প্রতিদিনং দেবি সহস্রং সিদ্ধিহেতবে॥"

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে সাধক অশক্ত হইলে কলাবতী আচরণ করিবে। কুঙ্কুম, চন্দন ও চন্দ্র (কর্পূর) একত্র করিয়া পেষিত করিবে এবং সহস্র জপ করিয়া দেবী পূজা করিবে। অনন্তর কামিনীপূজা করিবে। ত্রেযুতা ইত্যাদি মন্ত্র শতবার জপ করিয়া তাহার মস্তকে তিলকধারণ করাইবে এবং নিজেও ধারণ করিবে ও যত্নপূর্ব্বক নানাভরণ ভূষিত কলা পূজা করিবে। পরে যত্নপূর্ব্বক পান করিয়া তাহাকে পান করাইবে এবং সেই সময়ে দৈববাণী হইবে, তখন আরও যত্নসহকারে জপাদি আচরণ করিবে। অথবা তখন সাধক নগ্ন হইয়া এবং তাহাকে নগ্না করিয়া তাহাকে দেখিতে দেখিতে অনন্যচিত্ত হইয়া জপ করিবে।

যামোত্তরে আরম্ভ করিয়া যামদ্বয় অতন্দ্রিতভাবে মৎস্য ও মাংস প্রভৃতি উপচার দ্বারা ইষ্টদেবীকে পূজা করিবে। আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত খড়্গধারী হইবে এবং পার্শ্বে রক্ষা করিবে। অনন্তর গণনাথ, ক্ষেত্রপাল, বটুক ও যোগিনী, ইহাদিগকে সামিষান্ন দ্বারা যাগ করিবে এবং ঘৃতপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। এই প্রকারে সহস্র জপ করিলে দেবতার দর্শন হয়। অথবা নিয়মী হইয়া ভূতলিপ্যাদি সংপুট প্রতিদিন সহস্র করিয়া জপ করিবে। তাহা হইলেও সিদ্ধি হয়।

"দিবারাত্রৌ সংস্মরণং হবিষ্যাশনমেব চ।
কুমারীং পূজয়েৎ যত্নাৎ নানাভরণসংযুতাম্॥
মাসে পূর্ণে বরারোহে নিশীথে গতসাধ্বসঃ।
মহাপূজাং প্রকুর্ব্বীত লতামণ্ডলমধ্যগঃ॥
মদ্যৈ মাংসৈশ্চ বিবিধৈরন্নৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা সর্ব্বদা তিমিরালয়ে॥
সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা।
সাক্ষাদায়াতি সা দেবী সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
সাক্ষাৎ যাতি বরারোহে ভবেদিন্দুসমোনরঃ।
অঞ্জনং পাদুকাসিদ্ধিঃ খড়্গসিদ্ধির্বরাননে॥
অজরামরতা দেবী কামিনী সিদ্ধিহেতবে।
তথা মধুমতী সিদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥
দেবচেটী শতশতং তস্য বশ্যা ভবন্তি হি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে স যত্র গন্তুমিচ্ছতি॥
তত্রৈব চেটিকা সর্ব্বা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
রম্ভা বা ঘৃতাচী বা যদি জপতি সাধকঃ॥
তদৈব যাতি সা দেবী নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ইচ্ছামৃত্যুর্ভবেদ্দেবি কিমন্যৎ কথয়ামি তে॥"

অথবা সাধক হবিষ্যাশী হইয়া দিবারাত্র ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবে এবং নানাভরণভূষিতা কুমারী পূজা করিবে। এই প্রকারে এক মাস করিয়া মাসের পূর্ণ দিনে নিশীথ সময়ে নির্ভয়ে লতামণ্ডল মধ্যগত হইয়া মহাপূজা করিবে। মদ্য-মাংস প্রভৃতি বিবিধ উপচার দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া সহস্র জপ করিবে, তাহাতে নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। সিদ্ধিলাভ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। এই প্রকারে পাদুকা সিদ্ধি, খড়্গসিদ্ধি, মধুমতী প্রভৃতি সিদ্ধি নিশ্চয় হইবে। যাহার সিদ্ধি লাভ হয়, তাহার শত শত দেবতা, চেটী প্রভৃতি বশীভূত হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, সেইস্থলে চেটিকা সকল লইয়া যাইবে। সাধক যদি রম্ভা, ঘৃতাচী প্রভৃতিকে জপ করে, তাহা হইলে স্বয়ং তাহারা উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের ইচ্ছামৃত্যু হইবে।

"অথবা গণিকাং গত্বা পূজয়েৎ ভক্তিভাবতঃ।
তয়া সহ জপেন্মন্ত্রং পিবেদনিশমাসবং॥

নিবেদ্য পরয়া ভক্ত্যা পায়য়েত্তাং প্রযত্নতঃ।
এবং জ্ঞাত্বা বিধানন্তু মাসমেকং বরাননে॥
প্রত্যহং হোময়েদ্বিদ্বান্ নিত্যং স্যাদ্বিপ্রভোজনম্।
মাসপূর্ণে সাধকেন্দ্রো নিশীথে চ লতাযুতঃ॥
সাক্ষাৎ পূজাক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
মহাতিমিরমধ্যস্থো জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
তৎক্ষণাৎ জায়তে সিদ্ধি সত্যং দেবি বদামি তে।"

অথবা সাধক গণিকাতে গত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবে। তাহার সহিত সহস্র মন্ত্র জপ করিবে, ও অতিশয় ভক্তিসহকারে আসব নিবেদন করিয়া তাহাকে পান করাইয়া স্বয়ং পান করিবে। এই প্রকারে একমাস কাল অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন হোম করিতে হইবে ও ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। মাস পূর্ণ হইলে সাধক নিশীথ রাত্রে লতাযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পূজাক্রমদ্বারা পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে এবং মহাতিমির মধ্যস্থিত হইয়া অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি হইবে।

"অথবাপি বরারোহে প্রয়োগবিধিমাচরেৎ।
নরমুণ্ডং সমানীয় মার্জ্জারস্যাপি পার্ব্বতি॥
গোমুণ্ডং সাদ্রমানীয় ভূমৌ নিঃক্ষিপ্য যত্নতঃ।
ততঃ পীঠং সমারোপ্য দেবীং ধ্যাত্বা তু সাধকঃ॥
পূজয়েদর্দ্ধরাত্রাদৌ আসবাদিসমন্বিতঃ।
জপেত্তু পরয়া ভক্ত্যা সহস্রাবধিসাধকঃ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥"

অথবা সাধক প্রয়োগ-বিধি অনুষ্ঠান করিবে। সাধক নরমুণ্ড ও মার্জ্জারের মুণ্ড আনিবে এবং গোমুণ্ড যত্নপূর্ব্বক আনিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে। তাহাতে পীঠ আরোপণ করিয়া দেবীকে ধ্যান ও অর্দ্ধরাত্র সময়ে পূজা করিবে এবং আসবাদি যুক্ত হইবে। অত্যন্ত ভক্তিসহকারে এক সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন এবং সাধকও সিদ্ধিলাভ করিবে।

"অথবা বনিতাং রম্যাং গত্বা দেবেশি যত্নতঃ।
পীত্বা তদধরং সম্যক্ কর্পূরেণ তু পূরয়েৎ॥
তদ্‌যোনৌ কুঙ্কুমঞ্চৈব তৎকর্ণে ক্ষৌদ্রমেব চ।
ততো ভুক্ত্বা তু তাং কান্তাং জপমন্ত্রং পরমেশ্বরি॥
তৎ কুঙ্কুমঞ্চ তৎক্ষৌদ্রমেকীকৃত্য প্রযত্নতঃ
তদেব তিলকং কৃত্বা নিশীথে গতসাধ্বসঃ॥
সহস্রন্তু জপেৎ মন্ত্রী ততঃ সাক্ষাৎ ভবেত্তদা।"

অথবা সাধক রম্যা বনিতাতে রত হইয়া তাহার অধর পান করিয়া পরে কর্পূর পূরণ করিবে। যোনিতে কুঙ্কুম ও কর্ণে ক্ষৌদ্র প্রদান করিবে। পরে যত্নসহকারে সেই কুঙ্কুমাদি একীকৃত করিয়া তাহার দ্বারা তিলক করিবে। তিলক করিয়া নিশীথ রাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্র বার মন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে দেবী সাক্ষাৎ হইবেন।

"অথবাপি শরীরোত্থরুধিরেণ বরাননে।
যন্ত্রং নির্ম্মায় যত্নেন তত্র দেবীং সমর্চ্চয়েৎ॥
মদ্যমাংসোপচারৈশ্চ অর্কপুষ্পৈ র্বরাননে।
সহস্রজপমাত্রেণ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা॥"

অথবা সাধক শরীর হইতে উত্থিত রুধির দ্বারা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া মদ্য ও মাংস উপচার এবং অর্ক-পুষ্প দ্বারা দেবী পূজা করিবে, তাহার পর অনন্যচিত্ত হইয়া সহস্র জপ করিবে, তাহা হইলে সাধক সিদ্ধ হইবে।

"অথবা পরমেশানি গঙ্গাতীরে বসেৎ সুধী।
উপবাসদ্বয়ং কৃত্বা কুর্য্যাৎ স্নানমতন্দ্রিতঃ।
ততো দেবীং সমভ্যর্চ্চ ধূপদীপৈ র্মনোরমৈঃ।
হবিষ্যান্নৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ॥
ভুক্ত্বা পীত্বা স্ত্রিয়া সার্দ্ধং নিশীথে গতসাধ্বসঃ।
জপেৎ সহস্রং দেবেশি ততঃ সিদ্ধির্ব্বরাননে॥"

অথবা সাধক গঙ্গাতীরে বাস করিয়া দুইটী উপবাস করিবে, পরে অতন্দ্রিতভাবে স্নান করিবে, ধূপ, দীপ ও হবিষ্যান্ন, নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে এবং নিজেও হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে।

ভোজন ও পান করিয়া স্ত্রীর সহিত নিশীথরাত্রে নির্ভয় হইয়া সহস্র জপ করিবে। তাহাতে সাধক সিদ্ধি হইবে।

"অথবা বটমূলস্থো দিগ্‌বাসামুক্তকেশবান্।
লতাভির্ব্বেষ্টিতোভূত্বা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।"

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহা হইলে সাধক নগ্ন ও আমুক্ত কেশ হইয়া বটবৃক্ষমূলে লতা দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অনন্যচিত্তে মন্ত্রজপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হইবে।

"এতেনাপি প্রয়োগেন যদি সাক্ষান্নজায়তে।
ততো দেবি! প্রবক্ষ্যামি উপায়ং পরমাদ্ভুতম্॥
একেনৈব প্রয়োগেণ যদি সাক্ষান্নজায়তে॥
দ্বিতীয়ং বাপি কুর্ব্বীত তৃতীয়ং বাথবা প্রিয়ে॥
তৃতীয়েন নচেৎ সিদ্ধি স্তত্রোপায়ং বদামি তে।
বস্ত্রে শুক্লে তথা রক্তে পীতে বা নীলবাসসি॥
পুত্তলীং রচয়েদ্দেব্যাঃ সর্ব্বাবয়বসুন্দরীম্।
পূজয়েৎ ক্রোধরূপেণ রক্তবস্ত্রৈ র্মনোহরৈঃ॥

তত্র দেবীং জপেৎ যন্ত্রে সমভ্যর্চ্চ্য সহস্রকম্।
রক্তচন্দনবীজেন তত্র কল্পিতমালয়া ॥
ততঃ শাল্মলীকাষ্ঠেন নিম্বকাষ্ঠেন বা প্রিয়ে।
বহ্নিং প্রজ্বাল্য যত্নেন তত্র বহ্নিং প্রপূজয়েৎ ॥
ততঃ পুত্তলিকা ভালে লিখেৎ মন্ত্রং বরাননে।
সিন্দূরপুত্তলীং দেবি ততো বহ্নৌ তু তাপয়েৎ ॥
তাড়য়েৎ মূলমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ রক্ষয়েৎ।
ক্ষালয়েৎ শুদ্ধদুগ্ধেন অথবা দধিবারিণা ॥
ততো হুংকারং প্রজপেৎ সহস্রং পরমেশ্বরি।
ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

পূর্ব্বে যে সকল উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাতে দেবীর সাক্ষাৎ না হইলে সাধকদিগের চিত্তের নিমিত্ত পরমাদ্ভুত উপায় বর্ণিত হইতেছে। যদি একটী প্রয়োগ দ্বারা সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় জানিতে হইবে।

প্রথমে শুক্ল, রক্ত, নীল ও পীত বস্ত্রে সকল অবয়বসম্পন্না একটী পুত্তলিকা রচনা করিবে। মনোহর রক্ত বস্ত্রদ্বারা ক্রোধরূপে ঐ মূর্ত্তিকে পূজা করিতে হইবে। তাহার পর যন্ত্রে রক্তচন্দনলিপিত বীজমন্ত্র দ্বারা অভ্যর্চ্চনা করিয়া সহস্র জপ করিতে হইবে। তাহার পর শাল্মলীকাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠ দ্বারা বহ্নি প্রজ্বলিত করিবে এবং পূজা করিতে হইবে। অনন্তর পুত্তলিকার কপালে মন্ত্র লিখিবে এবং সিন্দূর পুত্তলী বহ্নিতে তাপিত করিবে। মূলমন্ত্র দ্বারা তাড়ন ও রক্ষা করিবে। পরে দুগ্ধ অথবা দধি বা বারি দ্বারা ক্ষালিত করিবে। পরে সহস্র হুঙ্কার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেবী সাক্ষাৎ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

"অথবা তাড়য়েৎ দেবি! নারসিংহেন পার্ব্বতিঃ।
হবিষ্যাশী দিবা ভূত্বা ব্রহ্মচারিসমোনরঃ ॥
রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যো লতামণ্ডলমধ্যগঃ।
নারসিংহেন দেবেশি পুটিতন্তু মনুং জপেৎ ॥
ততো লক্ষজপেনৈব সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা।
অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥"

অথবা নারসিংহ মন্ত্রদ্বারা দেবীকে তাড়িত করিবে, দিবাতে হবিষ্যাশী হইয়া ব্রহ্মচারীর সমান হইবে। রাত্রিতে তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া লতামণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া নারসিংহমন্ত্র পুটিত করিয়া জপ করিবে, এইরূপ লক্ষ জপ করিলে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া থাকেন। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

"অথবাপি বরারোহে লৌকালৌহেন পার্ব্বতি।
শূলং নির্ম্মায় যত্নেন পটে দেবীন্তু কল্পয়েৎ ॥
তাং পূজয়েৎ প্রযত্নেন রক্তচন্দনপুষ্পকৈঃ।
পূজয়িত্বা প্রযত্নেন তত্রাঙ্গে পীঠদেবতাঃ ॥
আবাহ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ।
শূলং সংপূজয়েত্তত্রাভীক্ষ্ণং পরমদুর্লভম্ ॥
ওঁ মহাশূল নমস্তভ্যং সর্ব্বদৈত্যান্তকারিণে।
অস্ত্রদ্বয়ং সমুচ্চার্য্য ততঃ শূলেন বক্ষসি ॥
উদ্যমে নৈব সা কালী আয়াতি চ ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং জায়তে সাক্ষাৎ মমৈব বচনং যথা ॥"

পূর্ব্বলিখিত উপায়ে যদি দেবী সাক্ষাৎ না হন, তাহা হইলে লৌকালৌহ দ্বারা শূল নির্ম্মাণ করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক দেবী কল্পিত করিবে। রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প দ্বারা ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে এবং পীঠ-দেবতা সকলকেও পূজা করিবে। পরে বিধিপূর্ব্বক অনন্যচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। অনন্তর শূল পূজা করিবে। "ওঁ মহাশূল" এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিবে, এই প্রকার প্রয়োগে কালী নিশ্চয় সাক্ষাৎ হইবেন।

"অথবা কালিকাবীজং শতং সংলিখ্য যত্নতঃ।
পূর্ব্বপত্রে কুঙ্কুমেন মন্ত্রং স্বর্ণশলাকয়া ॥
বিলিখ্য ভাব দেবেশি তত্র কান্তাং সমানয়েৎ।
তদ্‌গাত্রে পূজয়েদ্দেবীঃ নানাভরণসংযুতাম্ ॥
নিশীথে তু জপেন্মন্ত্রমেকান্তে কান্তয়া সহ।
জপেন্মন্ত্রং সহস্রন্তু ততঃ সাক্ষাৎ ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরম্।
অপ্রকাশ্যমিদং দেবি গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ ॥"

পূর্ব্বোপায়ে সাক্ষাৎ না হইলে কুঙ্কুম ও স্বর্ণশলাকাদ্বারা শত কালিকাবীজ লিখিবে। লিখিয়া তাহাতে কান্তা আনয়ন করিবে এবং তাহার গাত্রে দেবীকে পূজা করিবে। নির্জ্জনে নিশীথরাত্রে কান্তার সহিত অনন্যচিত্ত হইয়া সহস্র মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয় দেবী সাক্ষাৎ হইবেন। ইহা অতিশয় গুহ্যতম ও অপ্রকাশ্য, মাতৃজারবৎ এই মন্ত্র গোপনীয়।

"শ্মশানকালিকায়াস্তু কলায়ামুপবেশনম্।
কলাস্থানে মহেশানি কুমারীযাগ উচ্যতে ॥
অষ্টবর্ষাত্তু যা বালা দ্বাদশাব্দো মহেশ্বরি।
স্থাপয়েত্তু চতুঃপার্শ্বে মিষ্টভোজনভোজিতাঃ ॥
পূজয়েৎ শরয়া ভক্ত্যা স্বয়ং ভুঞ্জীত সাধকঃ।
পায়য়েৎ আসবং যত্নাৎ স্বয়ঞ্চাপি পিবেত্ততঃ ॥
সকারঞ্চ মকারঞ্চ লকারেণ সমন্বিতম্।
জপেদষ্টোত্তরশতং তাসাং কর্ণে পৃথক্ পৃথক্ ॥
তমভ্যর্চ্চ প্রযত্নেন কৃত্বা বক্ষসি সাধকঃ।
অজস্রাসবযুতং দেবি জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥

এতস্মিন্ সময়ে দেবী রতিমিচ্ছতি সা যদা।
তদা তাং রময়েৎ মন্ত্রী পীড়া ন জায়তে যথা॥
শনৈরধরপানঞ্চ শনৈর্বক্ষোজমর্দ্দনম্।
শনৈশ্চ দনিবেশঞ্চ শনৈরালিঙ্গনং প্রিয়ে।
যদাত্র জায়তে পীড়া তদা সিদ্ধিবিনাশিনী।
এবং প্রয়োগেতু কালী সাক্ষাৎ ভবতি নান্যথা॥
ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যাৎগুহ্যতরং পরং।
ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
তদাসিদ্ধবিলম্বেন নিষ্ফলং নৈব জায়তে।
অবিশ্বাসো নকর্ত্তব্যং আলস্যঃ নৈব পার্ব্বতি।
সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং সারমুদ্ধৃত্য পার্ব্বতি।
দুগ্ধমধ্যে যথা সর্পি কাষ্ঠ মধ্যে যথা নলঃ!
তথা সমুদ্ধৃতঃ সারো দেবি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
স্বয়ং সিদ্ধাহি তে মন্ত্রাঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
ইতি তে কথিতং দেবি গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।"

এই তন্ত্রশাস্ত্র অতিশয় গুহ্যতম, বিশেষ গুরূপদেশ ভিন্ন ইহার কোন প্রকার প্রক্রিয়াই হইতে পারে না। এই-জন্য ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত লেখা দুঃসাধ্য।

এই বীরাচারপূজা ও সিদ্ধি প্রক্রিয়া আরও কত আছে, তাহা সংখ্যা হয় না, এবং এই প্রক্রিয়া করিলেও কাহার কাহারও সিদ্ধি বিলম্বে হয়। কোন কোন লোকের হয়ত এই জন্মে সিদ্ধি হয় না। ইহার কারণ কেহ ভক্তিহীন, কেহ ক্রিয়াহীন, কেহ বিধিহীন, এই নিমিত্ত সিদ্ধির বিলম্ব হইয়া থাকে। সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই আশু সিদ্ধিলাভ হয়।

ইহার গুহ্যতম বৃত্তান্ত যে কি, তাহা সদ্‌গুরু ভিন্ন অন্য কেহ অবগত নহেন। এই জন্য ইহা পাঠ করিলেই আপাততঃ মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বার্থ নিরূপণ গুরূপদেশ ভিন্ন কিছুতেই সাধ্যায়ত্ত নহে।

পঞ্চমকার। তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।

"মকার পঞ্চকং দেবি দেবানামপি দুর্ল্লভঃ।
মদ্যৈ র্মাংসৈস্তথা মৎস্যৈ র্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি॥
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাসাধু রর্চ্চয়েৎ জগদম্বিকা।
অন্যথা চ মহানিন্দা গীয়তে পণ্ডিতৈঃ সুরৈঃ॥
কায়েন মনসা বাচা তস্মাত্তম্বো পরোভবেৎ।
কালিকা তারিণী দীক্ষাঃ গৃহীত্বা মদ্যসেবনম্॥
ন করোতি নরোযস্তু স কলৌ পতিতো ভবেৎ।
বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জপহোমবহিষ্কৃতঃ॥
অব্রাহ্মণ সএবোক্তঃ সএব হস্তিমূর্খকঃ।
শূনীমূত্রসমং তস্য তর্পণং যৎ পিতৃষ্বপি।
কালীতারামনুপ্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন॥
শূদ্রত্বং তচ্ছরীরেণ প্রাপ্নুয়াৎ স ন চান্যথা।
যা সুরা সর্ব্বকার্য্যেষু কথিতা ভুবি মুক্তিদা॥
তস্যা নাম ভবেদ্দেবি তীর্থপানং সুদুর্ল্লভম্।
শূদ্রাণাং ভক্ষযোগ্যানাং যন্মাংসং দেহনিশ্মিতম্॥
বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরুত্তমা।
ভোক্ষ্য যোগ্যাশ্চ কথিতা যে যে মৎস্যা বরাননে॥
তে রহস্তে ময়া প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।
পৃথুকা তণ্ডুলা ভ্রষ্টা গোধূমচণকাদয়ঃ॥
তস্য নাম ভবেদ্দেবি মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী।
ভগলিঙ্গস্য যোগেন মৈথুন যদ্ভবেৎ প্রিয়ে॥
তস্যনাম ভবেদ্দেবি পঞ্চম পরিকীর্ত্তিতং।
প্রথমন্তু ভবেৎ মদ্যং মাংসঞ্চৈব দ্বিতীয়কম্॥
মৎস্যঞ্চৈব তৃতীয়ং স্যাৎ মুদ্রাঞ্চৈব চতুর্থিকা।
পঞ্চমং পঞ্চমং বিদ্যাৎ পঞ্চৈতে নামতঃ স্মৃতাঃ॥"

পঞ্চমকার তন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। পঞ্চমকার ব্যতীত তান্ত্রিকের কোন কার্য্যেই অধিকার নাই। পঞ্চমকার দেবতাদিগেরও দুর্লভ, মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা জগদম্বিকাকে পূজা করিতে হয়। ইহা না করিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না এবং তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা নিন্দা করিয়া থাকেন। কালী বা তারামন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে মদ্য সেবন না করে, সেই ব্যক্তি কলিতে পতিত হয়, তান্ত্রিক জপ, হোম প্রভৃতি কার্য্যে অনধিকারী হয় এবং সেই ব্যক্তি অব্রাহ্মণ ও হস্তিমূর্খ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই ব্যক্তির পিতৃদিগের তর্পণ কুকুরের মূত্রতুল্য। যে ব্যক্তি কালী ও তারামন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বীরাচার করে না, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সকল কার্য্যে উক্ত এবং পৃথিবীতে একমাত্র মুক্তিদায়িনীই সুরা, এই সুরার নামই তীর্থ ও পান।

বৈদিক প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল মাংস ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, সেই মাংসই বিশুদ্ধ মাংস। রহস্যে যে সকল মীন ভোক্ষ্যযোগ্য কথিত হইয়াছে, তাহারা সিদ্ধিপ্রদায়ক মৎস্য। পৃথুক, তণ্ডুল-ভ্রষ্ট, গোধূম, চণকাদি ইহার নাম মুদ্রা, এই মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী। ভগ-লিঙ্গযোগে মৈথুন হয়। সেই মৈথুনই পঞ্চম। মকারের প্রথম মদ্য, দ্বিতীয় মাংস, তৃতীয় মৎস্য, চতুর্থ মুদ্রা, পঞ্চম মৈথুন, এই ৫ দ্রব্যই পঞ্চমকার।

পঞ্চমকারের অর্থ।

"মায়ামলাদি শমনাৎ মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ।
অষ্টদুঃখাদিবিরহান্মংস্যেতি পরিকীর্ত্তিতম্।

মাঙ্গল্যজননাদ্দেবি সম্বিদানন্দদানতঃ।
সর্ব্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে।
পঞ্চমং দেবি সর্ব্বেষু মম প্রাণপ্রিয়ং ভবেৎ।
পঞ্চমেন বিনা দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
যদি পঞ্চমকারেষু ভ্রান্তিশ্চেৎ কুরুতে প্রিয়ে।
তস্য সিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ।
আনন্দং পরমং ব্রহ্ম মকারাস্তস্য সূচকাঃ।"

যাহা হইতে মায়াদি-মলাদি প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্ট প্রকার দুঃখের অভাব হয়, তাহার নাম মৎস্য। মাঙ্গল্য-জনন, সম্বিদ্‌দিগের আনন্দদান হেতু এবং সকল দেবতার প্রিয়, এইজন্য ইহার নাম মাংস। পঞ্চমকার সকল কার্য্যে আমার প্রাণতুল্য প্রিয়। পঞ্চমকার ব্যতীত চণ্ডীমন্ত্র জপ কেমন করিয়া হইতে পারে। এইজন্য তাহার সিদ্ধিও অসম্ভব। আনন্দই পরম ব্রহ্ম, পঞ্চমকার তাহার সূচক।

"সুমনং সেবিতত্বাচ্চ রাজত্বাৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে।
আনন্দজননাদ্দেবি সুরেতি প্রতিকীর্ত্তিতা॥
মুদং কুর্ব্বন্তি দেবানাং মনাংসি দ্রাবয়ন্তি চ।
তস্মান্মুদ্রা ইতি খ্যাতা দর্শিতা ব্যাকুলেশ্বরী॥"

উত্তম লোকসকল ইহা সেবন করে এবং রাজত্ব ও আনন্দ-জনন-হেতু, এইজন্য ইহার নাম সুরা। ইহাতে দেবতাদিগের আনন্দ ও মন দ্রবীভূত হয় এবং ইহা দর্শিত হইলে পরমেশ্বরী ব্যাকুলা হন, এইজন্য ইহার নাম মুদ্রা।

পঞ্চমকারের ফল মহানির্ব্বাণতন্ত্রে একাদশ পটলে এইরূপ লিখিত আছে—

"অষ্টৈশ্বর্য্যং পরং মোক্ষং মদ্যপানেন শৈলজে।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ॥
মৎস্যভক্ষণমাত্রেণ কালী প্রত্যক্ষতামিয়াৎ।
মুদ্রাসেবনমাত্রেন ভূপরো বিষ্ণুরূপধৃক্॥
মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো নসংশয়ঃ।"

মদ্যপান করিলে অষ্টৈশ্বর্য্য ও পরামোক্ষ এবং মাংস ভক্ষণমাত্রেই সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব লাভ হয়। মৎস্য ভক্ষণ সময়ই কালী দর্শন হয়। মুদ্রা সেবনমাত্রই বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হয়। মৈথুন দ্বারা আমার (শিব) তুল্য হয়। ইহাতে সংশয় নাই।

পঞ্চমকার দানফল।—

"দ্রব্যং মধুঃ তথা মৎস্যং মাংসং মুদ্রা চ মৈথুনম্।
মকারপঞ্চসংযুক্তং পূজয়েৎ ভৈরবেশ্বরম্॥
কন্যাকোটিপ্রদানস্য হেমভারশতানি চ।
কলমাপ্নোতি দেবেশি কৌলিকে বিন্দুদানতঃ॥
পৃথিবী হেমসংপূর্ণা দত্ত্বা যৎফলমাপ্নুয়াৎ।
তৎপুণ্যং কৌলিকে দত্ত্বা তৃতীয়ং প্রথমাযুতম্॥
দ্বিতীয়ং প্রথমাযুক্তং যো দদ্যাৎ কুলযোগিনে।
তৃপ্যন্তি মাতরঃ সর্ব্বাঃ যোগিন্যো ভৈরবাদয়ঃ॥
অশ্বমেধাদিকং পুণ্যমন্নদানাস্মৃতং যাণাম্।
তৎফলং লভতে দেবি কৌলিকে দত্তমুদ্রয়া॥
গবাং কোটিপ্রদানেন যৎপুণ্যং লভতে নরঃ।
তৎপুণ্যং লভতে দেবি পঞ্চমস্য প্রদানতঃ॥
পঞ্চমেন বিনা দ্রব্যং যঃ কুর্য্যাৎ সাধকাধমঃ।
তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
চাণ্ডালী চর্ম্মকারী চ মাতঙ্গী মাংসকারিণী।
মদ্যকর্ত্রী চ রজকী ক্ষৌরকী ধনবল্লভা॥
অষ্টৈতাঃ কুলযোগিন্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।"

মধু, মৎস্য, মাংস, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার দ্বারা ভৈরবেশ্বরকে পূজা করিবে। কোটি কন্যা প্রদান করিলে এবং ভূমি ও এক ভার সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, কৌলিক-কার্য্যে ইহার বিন্দুমাত্র দান করিলেও সেই ফল হয়। সুবর্ণসংযুক্ত পৃথিবী দান করিলে যে ফল হয়, প্রথমযুক্ত তৃতীয় দ্রব্য অথবা প্রথমযুক্ত দ্বিতীয় দ্রব্য দান করিলেও সেই ফল হয়। মাতৃসকল, যোগিনীসকল ও ভৈরবাদি ইহাতে তৃপ্ত হন। কোটি গোদান করিলে যে পুণ্য হয়, পঞ্চমকার প্রদান করিলে মনুষ্য সেই পুণ্য লাভ করে। যে সাধকাধম পঞ্চমকার ভিন্ন দ্রব্য কল্পিত করে, তাহার সকলই নিষ্ফল, ইহা অতিশয় সত্য।

চাণ্ডালী, চর্ম্মকারী, মাতঙ্গী, মৎস্যকারিণী, মদ্যকর্ত্রী, রজকী, ক্ষৌরকী, ধনবল্লভা এই ৮টী স্ত্রী কুলযোগিনী, ইহারাই সকল সিদ্ধিপ্রদায়িনী।

পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, কিন্তু পঞ্চমকার শোধন করিতে হয়।

"সংশোধনমনাচর্য্য স্ত্রীষু মদ্যেষু সাধকঃ।
আচর্য্যঃ সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি সুন্দরী॥"

যে সাধক পঞ্চমকার শোধন শোধ না করিয়া মদ্যাদি ব্যবহার করে, তাহার কার্য্যহানি হয়, তৎপ্রতি দেবী ক্রুদ্ধা হন ও সেই ব্যক্তি কখনই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

পঞ্চতত্ত্ব।—তান্ত্রিক প্রত্যেক কার্য্য যেমন পঞ্চমকারসাধ্য, সেইরূপ সকল কার্য্যেই পঞ্চতত্ত্বের আবশ্যক।

"পূজয়েৎ বহুযত্নেন পঞ্চতত্ত্বেন কৌলিকঃ।
এবং কৃত্বা লভেৎ সিদ্ধিং নান্যস্য দৃষ্টিগোচরে॥
শৈবে শাক্তে গাণপত্যে সৌরে চান্দ্রে সুলোচনে।
তত্ত্বজ্ঞানমিদং প্রোক্তং বৈষ্ণবে শৃণু যত্নতঃ॥

গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং মনস্তত্ত্বং সুরেশ্বরি।
দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে॥"

কৌলিক অতিশয় যত্নসহকারে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা করিবে। এই প্রকার করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব এই সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে এই পঞ্চতত্ত্ব জানিতে হইবে। গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব।

মাংসাদি শোধন—

"বক্ষ্যেহহং পরমেশানি মাংসাদেঃ শোধনং প্রিয়ে।
পূর্ব্ববৎ মণ্ডলং কৃত্বা পূজয়েৎ মণ্ডলোপরি॥
আধারশক্তিং কূর্ম্মঞ্চ অনন্তং পৃথিবীং তথা॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ মাংসং মৎস্যং মুদ্রাঞ্চ পার্ব্বতি॥
হুঁ বীজেন সংমন্ত্র্য ফট্‌কারৈঃ প্রোক্ষণঞ্চরেৎ।
বারুণেন চ ধেম্বাদিং দর্শয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥
ততো মায়াং বধূঞ্চৈব শ্রীবীজং ক্রমশো জপেৎ।
শুদ্ধিমন্ত্রং পঠেদ্ভক্ত্যা মূলমন্ত্রং সমুচ্চরন্।
পবিত্রং কুরু দেবেশি মাংসং মৎস্যং কুলেশ্বরি॥
মুদ্রাং শস্যোদ্ভবাং দিব্যাং পূজার্থং কুলনায়িকে॥
ততো হুঁফট্ বারুণঞ্চ তস্যোপরি জপেৎ প্রিয়ে।
মূলমন্ত্রঞ্চ তন্মধ্যে দশধা জপনঞ্চরেৎ॥

মাংসাদির শোধন করিতে হইলে পূর্ব্বের ন্যায় মণ্ডল করিয়া মণ্ডলোপরি আধারশক্তি, কূর্ম্ম, অনন্ত ও পৃথিবীপূজা করিবে এবং সেই মণ্ডলের মধ্যে, মৎস্য, মাংস ও মুদ্রা স্থাপন করিবে। পরে হুঁ এই বীজ মন্ত্র সংমন্ত্রিত করিয়া ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে এবং ধেম্বাদি মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। তাহার পর মায়াবীজ, বধূবীজ ও শ্রীবীজ ক্রমশঃ জপ করিবে। পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ব্বক "পবিত্রং কুরু দেবেশি" এই শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করিবে এবং হুঁ ফট্ এই মন্ত্র তাহার উপর ও মূলমন্ত্র তাহার মধ্যে জপ করিবে। এই প্রকারে মৎস্য, মুদ্রা ও মাংস শোধিত হয়।

মদ্যাদি শোধন।

আপনার বামদিকে ষট্‌কোণান্তর্গত ত্রিকোণবিন্দু লিখিয়া বৃত্তচতুরস্র বিধানপূর্ব্বক সামান্যার্ঘ্যোদক দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া তাহাতে "আধারশক্তিভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হইবে।

"নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধারপাত্র প্রক্ষালিত করিয়া মণ্ডলোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া "ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা কলস প্রক্ষালিত করিবে। রক্তবস্ত্র ও মাল্যাদিভূষিত করিয়া আধারোপরি দেবী এই বিবেচনা করিয়া সংস্থাপিত করিবে। তাহার পর "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা আধার পূজা করিয়া "অং অর্কমণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে কলস, "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পর ফট্ এই মন্ত্রে দর্ভ দ্বারা সন্তাড়িত করিয়া "হুঁ" এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠিত করিবে। পরে মূলমন্ত্র বীক্ষণ করিবে। তাহার পর অভ্যুক্ষণ করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার গন্ধগ্রহণ করিবে। "ওঁ" এ মন্ত্রে কুম্ভে পুষ্প প্রদান করিবে। "হেসৌঃ" এই মন্ত্রে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। "হেসৌঃ হেসৌঃ নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ক্রীঁঃ ক্রীং পরমস্বামিনি পরমাকাশশূন্যবাহিনি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি ভক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা' এই মন্ত্রে ঘট ধরিয়া দশবার জপ করিবে। "ঐং হ্রীং ক্রীং আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে সুধাদেব্যৈ ধীমহে। তন্নোঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রচোদয়াৎ" এই মন্ত্র পাত্রের উপরি জপ করিতে হইবে, ইহাতে শাপবিমোচন হয়।

অন্যশাপবিমোচনমন্ত্র—

"অন্যচ্চ শৃণু দেবেশি যথা পানাদিকল্পনি।
দোষো ন জায়তে দেবি তান্ বৈ মন্ত্রান্ শৃণুষ মে॥
একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহম্॥
সূর্য্যমণ্ডলসংভূতে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্।

এই পূর্ব্বোক্ত তিনটী মন্ত্র দ্বারা সুরাকে অভিমন্ত্রিত করিয়া কালিকাকে প্রদান করিবে। তাহার পর নিজে ভোজন করিবে। এই মন্ত্র দেবীর ঘট ধরিয়া তিনবার জপ করিতে হইবে। "ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপ-বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্র তিনবার পড়িলে ব্রহ্মশাপ বিমোচিত হয়।

শুক্রশাপ বিমোচন—

"ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ শুক্রে শাপাদ্বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ এই মন্ত্র দশবার জপ করিতে হইবে, এইরূপে শুক্রের শাপ বিমোচিত হয়।

কৃষ্ণশাপ-বিমোচন—

"ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ কৃষ্ণশাপং বিমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্রাবয় স্বাহা," এই মন্ত্র দশবার জপ করিলে কৃষ্ণশাপ বিমোচিত হয়।

দ্রব্যশুদ্ধি—

"ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষং সদ্ধোতা বেদিসদতিথিদুরোণসৎ। নৃসদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।" এই মন্ত্র দ্রব্যের উপর তিনবার পড়িতে

হইবে। তাহার পর দ্রব্য মধ্যে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীকে এই মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিতে হইবে।

পূর্ব্বে পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইল, অনেকের মনে ধারণা হইতে পারে যে, পঞ্চমকার সেবন পুণ্যপ্রদ, কিন্তু শোধন ও সাধন ভিন্ন মদ্যপান নিষেধ। এইজন্য কুলার্ণবতন্ত্রে পঞ্চমকারের বিষয় নিম্নলিখিতরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"বহবঃ কৌলিকং ধর্ম্মং মিথ্যাজ্ঞানবিড়ম্বকাঃ।
স্ববুদ্ধ্যা কল্পয়ন্তীত্থং পারম্পর্য্যবিমোহিতাঃ॥
মদ্যপানেন মনুজা যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতাঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যাগতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তি হি॥
স্ত্রীসংভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ॥
বৃথাপানন্তু দেবেশি সুরাপানং তদুচ্যতে।
যন্মহাপাতকং দেবি বেদাদিষু নিরূপিতম্॥
অনাঘ্রেয়মনালোচ্যমস্পৃশ্যঞ্চাপ্যপেয়কং।
মদ্যং মাংসং পশূনাঞ্চ কৌলিকানাং মহাফলম্॥
অমেধ্যানি দ্বিজাতীনাং মদ্যান্যেকাদশৈব তু।
দ্বাদশাথাং মহামদ্যং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্॥
সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপাত্মা মলমুচ্যতে।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণ রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ॥
আজানুভ্যাং ভবেৎ মগ্নো জলে চোপবসেদহঃ॥
ঊর্দ্ধং নাভেস্ত্রিরাত্রন্তু মদ্যস্য স্পর্শনে বিধিঃ॥
সুরাপানেঽজ্ঞানকৃতে জ্বলন্তীং তাং বিনিক্ষিপেৎ।
মুখে তয়া বিনিক্ষিপ্তে ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
মৎস্যমাংসাদিদোষস্য প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ।
অবিধানেন যোহন্যাৎ আত্মার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে॥
নিবসেন্নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারস্তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে॥
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদিতাষ্টৌ চ ঘাতকাঃ॥
ধনেন চ ক্রেতা হন্তি খাদিতা চোপভোগতঃ।
ঘাতকো ঘাতবন্ধাভ্যামিত্যেষ ত্রিবিধোবধঃ॥
মাংসসন্দর্শনং কৃত্বা সূর্য্যদর্শনমাচরেৎ।
তস্মাদবিধিনা মাংসং মদ্যঞ্চ নাচরেৎ ক্বচিৎ॥
বিধিবৎ সেব্যতে দেবি পরমার্থং প্রসীদতি।" (কুলার্ণবতন্ত্র)

অনেক লোক মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা বিড়ম্বিত হইয়া মদ্যাদিপান করিলে পুণ্য হয়, এই প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের ভ্রম মাত্র। মদ্যপান করিলেই যদি সিদ্ধিলাভ হইত, তাহা হইলে মদ্যপপামর সকলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারিত। মাংসভক্ষণ মাত্রেই যদি পুণ্য হয়, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই পুণ্যশালী হইতে পারে। স্ত্রীসম্ভোগ করিলে যদি মোক্ষলাভ হয়, তাহা হইলে এই মোক্ষ সকলেরই অনায়াসলভ্য, কিন্তু বৃথা যে মদ্যপান তাহাকে সুরাপান বলে। বেদাদিতে সুরাপানের যে সকল দোষ উল্লেখ আছে, সেই সকল প্রকার মহাপাপ বৃথা পান করিলে হইবে। এই সুরা অস্পৃশ্য, অনাঘ্রেয় এবং অপেয়। কৌলিক কার্য্যেই কেবল ফলপ্রদ।

সকল প্রকার মদ্যই দ্বিজাতিদিগের অপেয়। অন্নের মলই সুরা, সেইজন্য দ্বিজাতিগণ ইহা সেবন করিবে না। যদি কোনক্রমে সুরা অবলোকন করেন, তাহা হইলে সূর্য্য দর্শন করিবে। দৈবাৎ যদি সুরা আঘ্রাণ করেন, তাহা হইলে প্রাণায়ামমন্ত্রত্রয় আচরণ করিতে হইবে। আজানু পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া একদিন উপবাস করিলে সুরা আঘ্রাণ জন্য পাপ নাশ হয়। যদি দৈবাৎ স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে নাভি পর্য্যন্ত জলে তিনদিন উপবাস করিয়া বাস করিলে সুরাস্পর্শজন্য পাপ দূর হয়। অজ্ঞানকৃত সুরাপান করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া স্বয়ং তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত সুরাপান জন্য পাপমুক্ত হয়। মৎস্য ও মাংসাদি দোষের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপ। অবিধানে নিজের প্রীতির নিমিত্ত যাহারা মৎস্য ও মাংসাদি হনন করে, তাহারা হতপশুর রোম-সংখ্যানুসারে ঘোর নরকে বাস করে এবং পরে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। এই পশুহত্যায় ঘাতক, অনুমন্তা, বিশসিতা, নিহন্তা, ক্রয়ী, বিক্রয়ী, সংস্কর্ত্তা উপহর্ত্তা ও খাদক এই ৮ জনই পাপভাগী হয়। এইজন্য মাংস অবলোকন করিলে সূর্য্য দর্শন করিতে হয়। কিন্তু বিধিবৎ অর্থাৎ সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে পঞ্চমকার সেবন করিলে পরমার্থতত্ত্ব লাভ হয়। অন্যথা সকলই নিষ্ফল ও বিশেষ পাপজনক। এইজন্য তান্ত্রিক কোন কার্য্য নিজের ইচ্ছানুসারে করিবে না।

শুদ্ধ শক্তির ফল—

"সাধিতা চ জগদ্ধাত্রী যদ্‌যদ্বদতি পার্ব্বতি।
তৎসর্ব্বং সত্যতাং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"

নারী শোধিতা হইলে জগদ্ধাত্রী তুল্যা হয় এবং সেই নারী যাহা বলে, তাহা সকলই সত্য হয়। ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

শক্তিশোধন।—

"ইদানীং কথয়িষ্যামি নারীণাং শোধনং প্রিয়ে।
অগ্রে বা দক্ষিণে বাপি সংস্থাপ্য মণ্ডলোপরি॥
ভালে চ মণ্ডলং কুর্য্যাৎ ত্রৈপুরং সিন্দূরেণ চ।
নয়নে কজ্জলং দদ্যাৎ মূলমন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ॥
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্দ্রব্যৈর্ভাবয়েৎ শাক্তমন্ত্রতঃ।
তাম্বূলং বদনে দদ্যাদিষ্টমূর্ত্তিং বিভাব্য চ॥
ততঃ ষড়ঙ্গমন্ত্রৈশ্চ ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
মাতৃকার্ণং ততোন্যস্য ঋষ্যাদিন্যাসমাচরেৎ॥
মূলেন ব্যাপক কৃত্বা মূর্দ্ধ্নি মূলং শতং জপেৎ।
হৃদয়ে কামবীজঞ্চ বধূবীজঞ্চ সংজপেৎ॥
নাভৌ শ্রী গুহ্যদেশে চ সর্ব্ববীজঞ্চ পার্ব্বতি।
মৌলৌ চ বাগ্‌ভবং কামং কুণ্ডলীং কুলকুণ্ডলীম্॥
শক্তিবীজং জপেন্মন্ত্রী সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
বামে মায়াং শ্রাবয়েচ্চ কর্ণে চৈব মহেশ্বরী॥
এবং ক্রমেণ দেবেশি নারী শুদ্ধিঃ প্রজায়তে।"

নারীশুদ্ধি করিতে হইলে, নারীকে আনয়ন করিয়া অগ্রে বা দক্ষিণে মণ্ডপের উপরিদেশে স্থাপিত করিবে। কপালে সিন্দূব দ্বারা ত্রৈপুবমণ্ডল করিবে। নয়নে কজ্জল প্রদান করিবে। পরে সাধক মূলমন্ত্র জপ করিবে। অন্য বিবিধ দ্রব্য দ্বারা শাক্তমন্ত্রে তাহাকে সম্ভাষণা করিবে। বদনে তাম্বূল প্রদান করিবে ও ইষ্টমন্ত্র ভাবনা করিয়া ষড়ঙ্গ-মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হইবে। পরে মাতৃকান্যাস করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। মূল দ্বারা ব্যাপক করিয়া মস্তকে শত মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। হৃদয়ে কামবীজ ও বধূবীজ, নাভিতে শ্রীবীজ, গুহ্যদেশে সর্ব্ববীজ, মৌলিতে কামবীজ এবং কুণ্ডলীতে কুলকুণ্ডলী শক্তিবীজ জপ করিবে। বামে মায়া ও কর্ণে মহেশ্বরী শ্রবণ করাইবে, উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলে নারী শুদ্ধি হয়।

"সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অষ্টাদশভুজং দেবং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্॥
অমৃতার্ণবমধ্যস্থং ব্রহ্মপদ্মোপরিস্থিতম্।
বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥
কপালখট্টাঙ্গধরং ঘণ্টাডমরুবাদিনম্॥
পাশাঙ্কুশধরং দেবং গদামুষলধারণম্।
খড়্গাখেটকপট্টীশমুদ্গরং শূলদণ্ডধৃক্।
বিচিত্রং খেটকং মুণ্ডং বরদাভয়পাণিনম্॥
লোহিতং দেবদেবেশং ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া "হসক্ষমলবরযুং আনন্দভৈরবায় বষট্" এই মন্ত্র দ্বারা আনন্দভৈরবকে তিনবার পূজা করিবে। পরে আনন্দভৈরবীকে ধ্যান করিতে হইবে।

"ভাবয়েচ্চ সুধাং দেবীং চন্দ্রকোট্যাযুতপ্রভাং।
হিমকুন্দেন্দুধবলাং পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্॥
অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তাং সর্ব্বানন্দকরোদ্যতাম্।
প্রহসন্তীং বিশালাক্ষীং দেবদেবস্য সম্মুখীম্"

এইরূপে আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিয়া "হসক্ষ মলবরয়ীং সুধাদেব্যৈ বষট্" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দ্রব্য মধ্যে শক্তিচক্র লিখিবে এবং ক্রমানুসারে "হং লং ক্ষং" মধ্যে লিখিতে হইবে।

এইরূপ করিয়া শিব ও শক্তির যোগ হয়, এইজন্য দ্রব্য-মধ্যে অমৃতত্ব চিন্তা করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতী করিবে, "বং" এই বরুণবীজ ও মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিয়া দেবতা-স্বরূপ সেই দ্রব্য চিন্তা করিবে। এইরূপে দ্রব্যশুদ্ধি হয়।

"এতত্তু কারণং দেবি সুরসঙ্ঘনিষেবিতম্।
অতএব তস্যানাম সুরেতি ভুবনত্রয়ে॥
অস্যাঃ গন্ধঃ কেশবস্তু তেন গন্ধেন কৌলিকঃ।
পূজয়েচ্চ পরাং দেবীং কালিকাং দক্ষিণাং শিবাম্॥"

দেবসমূহ ইহা সেবন করেন, এইজন্য ত্রিভুবনে ইহার নাম সুরা এবং এই সুরার গন্ধই কেশব, সেই গন্ধ দ্বারা কৌলিক-পরা কালিকা দেবীকে পূজা করিবে।

মাংসশোধন। "ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগোন ভীমঃ কুচরোগ বিষ্ঠা যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমে ধিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা।" এই মন্ত্র দ্বারা মাংস শোধিত হয়।

মৎস্যশুদ্ধি—"ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং। ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্য বোজাগৃবাং সঃ সমি-ন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং" এই মন্ত্র দ্বারা মৎস্যশুদ্ধি করিবে।

মুদ্রাশুদ্ধি।—"ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংসতু আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে।
গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরস্বতী।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা মুদ্রাশুদ্ধি করিবে। পূর্ব্বে যে সকল বিধান কথিত হইল, তাহাতে পঞ্চমকার শোধিত হয়। কিন্তু পঞ্চমকার শোধিত করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর দরকার। সিদ্ধগুরু ভিন্ন ইহা যে কোন সাধক ইচ্ছানুসারে করিতে পারিবেন না এবং যদি করেন, তাহা হইলে তাহার ফল-লাভ হইবে না।

চক্রানুষ্ঠান। সিদ্ধতান্ত্রিকেরা চক্রানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহা অতি গুহ্য ব্যাপার। নিশীথমাত্রে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

বীরচক্র।—"বীরচক্রং প্রবক্ষ্যামি যেন সিদ্ধ্যন্তি সাধকাঃ।
অনয়া পূজয়া দেব দেহসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
শক্তো যোন সমগ্রাদি যৎপ্রশস্তং নিবেদয়েৎ।
ভূচরাণাং খেচরাণাং উত্তমাংসৈঃ সুসাধয়॥
মুদ্রা সর্ব্বাণি ধান্যানি যুক্তানি পরমেশ্বরি।
শ্বেতপীতঞ্চ পুষ্পাণি রক্তাণি চ বিশেষতঃ॥
অষ্টবীরঞ্চ ষড়্‌বীরং নববীরং তথা প্রিয়ে।
কল্পয়েৎ বীরপঙ্‌ক্তিশ্চ যথালব্ধাশ্চ সুন্দরী॥
বীরেভ্যো দক্ষিণাং দদ্যাৎ আচার্য্যায় বিশেষতঃ।
অসংখ্যপাতকঞ্চৈব ব্রহ্মহত্যাদিপাতকম্॥
নাশয়েৎ তৎক্ষণাদ্দেবি বীরচক্রপ্রভাবতঃ।
দক্ষিণাবিধিহীনঞ্চ তচ্চক্রং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

বীরচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, যে বীরচক্রপূজা-প্রভাবে সাধকসকল অচিরে সিদ্ধ হয়। ইহাতে সমর্থ হইলে সমস্ত না দিয়া কেবল প্রশস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে।

ভূচর ও খেচর প্রভৃতি মাংসই উত্তম সিদ্ধিপ্রদ। সকলপ্রকার ধান্যই মুদ্রা, শ্বেত, পীত ও রক্তপুষ্প, আনয়ন করিবে। ষড়্‌বীর, অষ্টবীর বা নববীর ইহার মধ্যে যাহা লাভ হয়, তাহা কল্পনা করিবে। এইরূপ কল্পনা করিলে বীরচক্র হয়। আচার্য্যকে দক্ষিণা দিয়া পরে বীরকে দক্ষিণা দিবে। অসংখ্য পাতক ও ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বীরচক্র-প্রভাবানুসারে তৎক্ষণাৎ দূর হয়। যদি বিধি ও দক্ষিণা হীন চক্র হয়, তাহা হইলে সে চক্র নিষ্ফল।

রাজচক্র।—"চতুর্বর্ণাকুমার্য্যশ্চ স্বরূপা সুমনোহরা।
যামিনী যোগিনীচৈব রজকী শ্বপচী তথা॥
কৈবর্ত্তকসমুৎপন্না পঞ্চশক্তিরুদাহৃতা।
এতা প্রশস্তা সকলা সাধকেন নিযোজিতা॥
অর্পয়েৎ মধুমদ্যঞ্চ শুদ্ধিচ্ছাগলসম্ভবা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থং রাজচক্রং বিধীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবলোকে মহীয়তে।"

অতিশয় রূপবতী সুমনোহরা চতুর্বর্ণা কুমারী এইরূপ যামিনী, যোগিনী, রজকী, চাণ্ডালী ও কৈবর্ত্তী ইহারাই পঞ্চশক্তি, এই পঞ্চকন্যা সাধক কর্তৃক নিযোজিতা হইলে প্রশস্তা হয়। পরে মধু, মদ্য ও মাংস অর্পণ করিবে, এইরূপে রাজচক্র হয়। এই রাজচক্রপ্রভাবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ এবং দেবলোকে ষষ্টি সহস্র বর্ষ বাস হয়।

দেবচক্র।—"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি যৎসুরৈঃ ক্রিয়তে সদা।
শক্তয়স্তত্র বক্ষ্যামি দিব্যরূপা মনোরমা॥
রাজবেশ্যা নাগরী চ গুপ্তবেশ্যা তথা প্রিয়ে।
দেববেশ্যা ব্রহ্মবেশ্যা গুপ্তা চ কৌলজা।
রাজসেবাপরা রাজবেশ্যা গুপ্তা চ কৌলজা।
দেববেশ্যা নৃত্যকারা ব্রহ্মবেশ্যা চ তীর্থগা॥
নাগরী কন্যচিৎ কন্যা রম্ভাকামরজস্বলা।
পঞ্চৈতা শক্তয়া দেবি দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ॥"

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে, দেবতাসকল সর্ব্বদা যে দেবচক্রের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই দেবচক্রে রাজবেশ্যা, নাগরী, গুপ্তবেশ্যা, দেববেশ্যা ও ব্রহ্মবেশ্যা এই পঞ্চবেশ্যাই পঞ্চশক্তি। রাজসেবাপরায়ণা রাজবেশ্যা, কৌলজা গুপ্তবেশ্যা, নৃত্যকারিণী দেববেশ্যা, তীর্থগামিনী ব্রহ্মবেশ্যা এবং যে কোন রজস্বলা কন্যা নাগরী এই পঞ্চ বেশ্যা, ইহাদিগকে দেবচক্রে নিয়োজিত করিবে।

"রাজচক্রে রাজদং স্যাৎ মহাচক্রে সমৃদ্ধিদম্।
দেবচক্রে চ সৌভাগ্যং বীরচক্রঞ্চ মোক্ষদম্॥"

রাজচক্রানুষ্ঠান করিলে রাজ্যলাভ, মহাচক্রে সমৃদ্ধি, দেবচক্রে সৌভাগ্য ও বীরচক্রে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। (রুদ্রযামল)।

"পঞ্চচক্রে প্রশস্তায়াস্তাঃ শৃণুষ্ব বরাননে।
চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপূজয়েৎ॥
রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্।
বীরচক্রং চতুর্থঞ্চ পশুচক্রঞ্চ পঞ্চমম্॥"

পঞ্চচক্রে যাহা যাহা প্রশস্ত তাহার বিষয় কথিত হইতেছে। চক্র পঞ্চবিধ, তাহাতে শক্তি পূজা করিবে। রাজচক্র, মহাচক্র দেবচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই ৫টী চক্র।

"পঞ্চচক্রে যজেদ্দিব্যো বীরশ্চ কুলসুন্দরি।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ পঞ্চচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বীরচক্রেণ পূজয়েৎ।
যোগিভিঃ পূজ্যতে দেবি সর্ব্বচক্রেষু কামিনী॥
মাতা চ ভগিনী চৈব দুহিতা চ স্নুষা তথা।
গুরুপত্নী চ পঞ্চৈতা রাজচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
গৌরী বাপ্যথবা সাধ্বী সুরা শস্তা কুলেশ্বরি।
শুদ্ধিশ্চাগোদ্ভবা শস্তা তৃতীয়া বেদসম্ভবা॥
মুদ্রা গোধূমজা শস্তা স্বয়ম্ভূকুসুমস্তথা।
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং অনুকল্পং নিয়োজয়েৎ॥"

বীর পঞ্চচক্রে যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থও পঞ্চচক্রে পূজা করিতে পারে। যোগিগণ সকল চক্রেই কামিনীপূজা করিতে পারেন। মাতা, ভগিনী, দুহিতা, স্নুষা (পুত্রবধূ), গুরুপত্নী, এই পাঁচজনকে রাজচক্রে পূজা করিতে হয়। গৌরী, সাধ্বী, সুরা, মুদ্রা, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডগোলোদ্ভবদ্রব্য এই সকল দ্রব্য অনুকল্পে প্রয়োগ করিতে হইবে।

"রক্তচন্দনং তথাশ্বেতমনুকল্পঞ্চ চন্দনম্।
বস্ত্রালঙ্কারভূষাদ্যৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনম্॥
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দেবতাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং নানাবস্ত্রসমন্বিতম্॥
আসবং শুদ্ধিসংযুক্তং তাভ্যো দদ্যাৎ পুনঃপুনঃ।
প্রণমেৎ প্রজপেন্মন্ত্রং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সহস্রকম্॥
অঙ্গং নৈব স্পৃশেত্তাসাং স্পৃশেচ্চ নরকং ব্রজেৎ।
মধুমত্তা সদা তাস্তু ন শপন্তি সুসম্পদঃ॥
তত্তদৈব ভবেৎ সর্ব্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।"

রক্তচন্দন ও অনুকল্পে শ্বেতচন্দন, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিবে এবং পরমভক্তিসহকারে দেবতাকে নিবেদন করিবে। নানাবিধ ভক্ষ্য-দ্রব্য, চিত্র-বিচিত্র বস্ত্র প্রভৃতি এবং আসব শুদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে, প্রণাম করিয়া তাহাদিগের দিকে অবলোকন-পূর্ব্বক সহস্র জপ করিবে, তাহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবে না, যদি অঙ্গস্পর্শ করে, তাহা হইলে রৌরব নরকে গমন হয়। সেই মধুমত্তাগণ তাহাকে শাপ প্রদান করে না এবং তাহারা ষষ্টি সহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে।

"মাতা ভগ্নী স্নুষা কন্যা বীরপত্নী কুলেশ্বরী।
মহাশক্তি যজেদেতাঃ পঞ্চশক্তিঃ পুনঃপুনঃ॥
দ্রব্যদানে তু সংপূজ্যা ন শক্তৌ লিঙ্গযোজনম্।
যোজয়েৎ সিদ্ধিহানিং স্যাৎ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
মহাব্যাধির্ভবেদ্দেবি ধনহানিঃ প্রজায়তে।
সদৈব দুঃখমাপ্নোতি সর্ব্বং তস্য বিনশ্যতি॥
আদ্যঞ্চ গৌড়িকং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কুক্কুটোদ্ভবং।
তৃতীয়ং রোহিতং প্রোক্তং চতুর্থং মাসসম্ভবম্।
করবীরোদ্ভবং পুষ্পং চন্দনং রক্তচন্দনম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা শিবলোকে মহীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি তত্র দেবীং প্রপূজয়েৎ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং অমায়াঞ্চ কুজেহহনি।
রাজচক্রে মহাচক্রে ভক্ত্যা শক্তিঃ প্রপূজয়েৎ।
শুক্লপক্ষে গুরোর্বারে চতুর্থ-সপ্তমী তিথৌ॥
মহাচক্রে যজেৎ ভক্ত্যা সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।"

মাতা, ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্যা ও বীরপত্নী ইহারা কুলেশ্বরী ও পঞ্চ মহাশক্তি, চক্রে বার বার ইহাদের পূজা করিতে হয়। দ্রব্য দিয়া ইহাদের পূজা করিবে, এই শক্তিতে কখন লিঙ্গ যোজন করিবে না। যোজন করিলে সিদ্ধিহানি, রৌরব নামক নরকে বাস, মহাব্যাধি, ধনহানি, সর্ব্বদা দুঃখভোগ ও তাহার সকলই বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম গৌড়ী, দ্বিতীয় কুক্কুটোদ্ভব, তৃতীয় রোহিত, চতুর্থ মাসজাত, করবীর পুষ্প, চন্দন ও রক্তচন্দন এই সকল দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিলে শিবলোকে গমন করে। তথায় ভক্ত ষাটহাজার বর্ষ দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা অথবা মঙ্গলবারে রাজচক্র নামক মহাচক্রে ভক্তিপূর্ব্বক পঞ্চ-শক্তির পূজা করিবে। সকল কামনা ও অর্থসিদ্ধির জন্য শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে চতুর্থী বা সপ্তমী তিথিতে মহাচক্রে ভক্তিপূর্ব্বক যাগ করিবে।

মাতা, ভগিনী প্রভৃতি যে পঞ্চমহাশক্তির কথা লিখিত হইল, ঐ পাঁচটী শব্দ পারিভাষিক বলিয়া জানিবে। নিরুত্তর-তন্ত্রে ১০ম পটলে লিখিত আছে—

"ভূমীন্দ্রকন্যকা মাতা দুহিতা রজকীসুতা।
শ্বপচী চ স্বসা জ্ঞেয়া কাপালী চ স্নুষা স্মৃতা॥
যোগিনী নিজশক্তিঃ স্যাৎ পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

মাতা বলিলে রাজকন্যা, দুহিতা বলিলে রজকীর কন্যা, স্বসা বলিলে চণ্ডালী, স্নুষা বলিলে কাপালী এবং নিজ শক্তিই যোগিনী—এই পাঁচজন পঞ্চ কন্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

"দেবচক্রং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব বরবর্ণিনি।
বিদগ্ধা সর্ব্বজাতীনাং পঞ্চকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
গৌড়িকং ফলজং রম্যং দ্বিতীয়ং পক্ষিসম্ভবম্।
তৃতীয়ং শালমৎস্যঞ্চ চতুর্থং ধান্যসম্ভবম্॥
সুগন্ধি গন্ধপুষ্পঞ্চ দেবচক্রে নিয়োজয়েৎ।
দেবচক্রে যজেৎ শক্তিং দেবলোকে মহীয়তে॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দেবকন্যাঃ প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চকন্যাং যজেচ্চক্রে নাতিরিক্তাং কদাচন॥
লোভাদ্বা কামতো বাপি ছলাদ্বা বরবর্ণিনি।
যদি স্যাৎ সঙ্গমস্তাসাং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
পিতৃভূমিং সমাগম্য বীরচক্রে প্রপূজয়েৎ॥
দিব্যবীরান্বিতো মন্ত্রী যজেৎ শক্তিঃ বলিপ্রদীম্।"

দেবচক্রের বিষয় কথিত হইতেছে—

সর্ব্বজাতিদিগের বিদগ্ধা ৫টী কন্যা, ফলজ রম্য গৌড়িক, দ্বিতীয় পক্ষিসম্ভব, তৃতীয় শালিমৎস্য, চতুর্থ ধান্যসম্ভব ও সুগন্ধি গন্ধপুষ্প ইহা দ্বারা দেবচক্রে শক্তিপূজা করিতে হইবে। দেবচক্রে শক্তি যাগ করিলে দেবলোকে গতি হয়। পঞ্চকন্যা চক্রে যাগ করিবে, কখনই ইহার অতিরিক্ত যাগ করিবে না। লোভহেতু অথবা ছল বা কামানুসারে ইহাদের সহিত যদি সঙ্গম হয়, তাহা হইলে রৌরব নামক

নরকে গতি হয়। উভয়পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে পিতৃভূমি গমন করিয়া বীরচক্রে পূজা করিবে।

"সিদ্ধমন্ত্রী ভবেৎ বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।
অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী॥
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ।
নাভিষিক্তো বসেচ্চক্রে নাভিষিক্তা চ কৌলিকী।
বসেচ্চ রৌরবং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
এবং ক্রমং বিনা দেবি বীরচক্রে বসেৎ যদি।
সিদ্ধিহানিং সিদ্ধিহানিং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
সর্ব্বমদ্যং সর্ব্বশুদ্ধিং সর্ব্বমীনং কুলেশ্বরি।
সর্ব্বমুদ্রাং সর্ব্বপুষ্পং স্বয়ম্ভুকুসুমন্তথা॥
কুণ্ডগোলোদ্ভবং দ্রব্যং নানারসসমন্বিতম্।
প্রদদ্যাৎ সাধকো শ্রেষ্ঠো বীরচক্রে পুনঃপুনঃ॥
স্বশক্তিং পূজয়েত্তত্র তদুচ্ছিষ্টং পিবেৎ প্রিয়ে।
চব্যঞ্চ জ্যেষ্ঠতোগ্রাহ্যং কনিষ্ঠায় নিবেদয়েৎ॥
একাসনে ন ভুঞ্জীত ভোজনং নৈকভাজনে।
পরস্পরমুখস্পর্শং নকর্ত্তব্যং কদাচন।
এবং ক্রমেণ দেবেশি বীরচক্রং সমাচরেৎ।
আনীয় হীনজাং দেবীং শক্তিমন্ত্রেণ শোধয়েৎ।
সংশোধ্য হীনজাং পূজ্যাং বীরশক্তিং নিবেদয়েৎ।
মধুসক্তায় বীরায় যো দদ্যাৎ হীনজাং সুতাম্।
বক্তুকোটিসহস্রেণ তস্য পুণ্যং ন পদ্যতে।
বীরায় শক্তিদানন্তু বীরচক্রে বিধীয়তে।
চক্রভিন্নে চরেৎ দানং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
ঘাতয়েদ্‌গোপয়েদ্বাপি ন নিন্দেয় নিরীক্ষয়েৎ।
কামং ক্রোধঞ্চ মাৎসর্য্যং বিকারং লোভমেব চ।
কুৎসা নিন্দা দুরালাপং গোপয়েদষ্টকং প্রিয়ে।
মন্ত্রং মুদ্রামক্ষমালাং যোনিঞ্চ বীরসঙ্গমম্।
মণ্ডলঞ্চ ঘটং পীঠং সিদ্ধিদ্রব্যানি গোপয়েৎ।
পণ্ডিতং বীরসন্তানং ক্ষেত্রং দেবীঞ্চ যোগিনীং॥
কুলাচারং গুরুদূতীং মনসাপি ন নিন্দয়েৎ।
মাতৃযোনিং পশুক্রীড়াং নগ্নাং স্ত্রীমুন্নতস্তনীং॥
কাস্তেন ক্ষোভিতাং কান্তাং কামতো নাবলোকয়েৎ।
দেবীং গুরুং সুধাং বিদ্যাং শ্রেষ্ঠাং শক্তিং ক্রিয়াত্মজাম্॥
যোগিনীং ভৈরবীতত্ত্বং অষ্টতত্ত্ব প্রপূজয়েৎ।
বিমাতা দুহিতা ভগ্নী স্নুষা পত্নী চ পঞ্চমী॥
পশুচক্রে যজেদ্ধীমান্ পশুবত্তোষণং চরেৎ।
গন্ধপুষ্পঞ্চ মাল্যঞ্চ বস্ত্রাভাভরণানি চ।
সিন্দূরাগুরুকস্তূরীং নানাপুষ্পাণি সুন্দরি।
ভক্ষ্যং নানাবিধং দ্রব্যং ফলং নানাবিধং প্রিয়ে॥
এতদ্দ্রব্যগণং যস্তু ভক্ত্যা তাভ্যো নিবেদয়েৎ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ক্ষিতৌ রাজা ভবেদ্ধ্রুবম্॥
বীরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধি র্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
অমাবস্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
শ্মশানেন গতে নার্চ্চেৎ সূচিতং ন প্রকাশিতম্।"

মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বীর হয়, মদ্য পান করিলে বীর হয় না। যথাবিধি অভিষিক্ত হইলে বীর ও যথাবিধি অভিষিক্তা হইলে কৌলিকী হয়। বীরচক্রে এই প্রকার বীর ও শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে।

বীর ও কৌলিকী অভিষিক্ত না হইয়া চক্রে বসিয়া যাগ করিবে না, এবং করিলে রৌরব নামক নরকে গমন করে। এই ক্রম ব্যতীত বীরচক্রে কথনই বসিবে না। এই ক্রমভিন্ন বীরচক্রে বসিলে পদে পদে তাহার সিদ্ধিহানি হয়, রৌরব নরকে গমন করে। সকল প্রকার মদ্য, সকল রকম মৎস্য, সর্ব্ব মুদ্রা, সর্ব্ব পুষ্প, স্বয়ম্ভুকুসুম, কুণ্ডগোলো-দ্ভব দ্রব্য, সাধক বীরচক্রে পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে এবং স্বশক্তি পূজা করিবে। ভক্ষ্যদ্রব্য জ্যেষ্ঠাদি ক্রমে কনিষ্ঠকে নিবেদন করিবে। পরস্পর স্পর্শ করিবে না। একাসনে ও একপাত্রে ভোজন করিবে না। হীনজা দেবীকে আনিয়া শক্তি মন্ত্র দ্বারা শোধিত করিবে। বীর হীনজা পূজা ও শোধিত করিয়া শক্তি নিবেদন করিবে। মধুসক্ত বীরকে যে হীনজা কন্যা প্রদান করে, কোটি মুখ দ্বারা তাহার পুণ্য বলিয়া শেষ করা যায় না।

বীরচক্র আচরণ করিবার জন্য বীরকে শক্তিদান করিতে হইবে। বীরচক্র ভিন্ন যদি শক্তিদান করা হয়, তাহা হইলে দাতা রৌরব নরকে গমন করে। এই সকল কার্য্য অতিশয় গোপনে করিবে অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, বিকার, লোভ, কুৎসা, নিন্দা, দুরালাপ, এই ৮টী গুপ্ত রাথিবে।

মন্ত্র, মুদ্রা, অক্ষমালা, যোনি, বীরসঙ্গম, মণ্ডল, ঘট, পীঠ ও সিদ্ধিদ্রব্য এই সকলকে গোপন করিবে। পণ্ডিত, বীর সন্তান, ক্ষেত্র, দেবী, যোগিনী, কুলাচার, গুরুদূতী ইহা-দিগকে মনেও নিন্দা করিবে না।

মাতৃযোনি, পশুক্রীড়া, নগ্নাস্ত্রী, উন্নতস্তনী, কান্ত ক্ষোভিতা কান্তা, ইহাদিগকে কামভাবে অবলোকন করিবে না। দেবী, গুরু, সুধা, বিদ্যা, শ্রেষ্ঠাশক্তি, যোগিনী, ভৈরবীতত্ত্ব ও অষ্টতত্ত্ব পূজা করিবে।

পশুচক্র—মাতা, দুহিতা, ভগ্নী, স্নুষা ও পত্নী এই পঞ্চশক্তি সমন্বিতা হইয়া পশুচক্রে যাগ করিবে। ইহাতে পশুবৎ

তুষ্টি আচরণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প, মাল্য, বস্ত্রাদি আভরণ, সিন্দুর, অগুরু, কস্তুরী, নানাবিধ পুষ্প ও নানাবিধ ফল এই সকল দ্রব্য ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিবেদন করিবে। এই প্রকার পশুচক্রে যাগ করিলে যাট্ হাজার বৎসর পৃথিবীতে রাজা হয়, বীরচক্রে মন্ত্রসিদ্ধি নিশ্চয় হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। উভয় পক্ষের অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশীতে শ্মশানে গমন করিয়া এইরূপ আচরণ করিবে। কখন কাহাকেও প্রকাশ করিবে না। (নিরুত্তরতন্ত্র)

"ন নিন্দেৎ ন হসেৎ বাপি চক্রমধ্যে মদাকুলান্।
এতচ্চক্রগতাং বার্ত্তাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ।
তেভ্যো ভোজনং কুর্ব্বীত নাহিতঞ্চ সমাচরেৎ।
ভক্ত্যা সংরক্ষয়েদেতান্ গোপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।"

চক্রমধ্যে মদিরাসক্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া হাস্য ও নিন্দা করিবে না। এই চক্রের বার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিবে না। তাহাদের নিকটে ভোজন করিবে, অহিত আচরণে বিরত থাকিবে। ভক্তিপূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যত্নপূর্ব্বক এই সকল বৃত্তান্ত গোপন করিয়া রাখিবে। (প্রাণতোষণী)

বীরসাধন—

"পুরশ্চরণসম্পন্নো বীরসিদ্ধিং সমাচরেৎ।
সম্যক্‌পরিশ্রমেণাপি নৈব সিদ্ধিং সমাশ্রিতা॥
জায়তে তত্র কর্ত্তব্যা সাধকৈ বীরসাধনা।
পুত্রদারধনস্নেহলোভমোহবিবর্জ্জিতঃ॥
মন্ত্রং বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পাতয়াম্যহম্।
প্রতিজ্ঞামীদৃশীং কৃত্বা বলিদ্রব্যাণি চিন্তয়েৎ॥
যস্য মন্ত্রস্য যদ্দ্রব্যং তত্তদ্দ্রব্যঞ্চ সাধকৈঃ।
শবলক্ষণং দেবেশি শৃণু পর্ব্বতনন্দিনি॥
সর্ব্বেষাং জীবহীনানাং জন্তূনাং বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণো গোময়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েৎ বীরসাধনম্॥
মহাশবাঃ প্রশস্তাঃ স্যুঃ প্রধানে বীরসাধনে।
ব্রাহ্মণস্ত স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা সাধয়েদ্বীরসাধনম্॥
ক্ষুদ্রাঃ প্রয়োগকর্ত্তণাং প্রশস্তাং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
ঊর্দ্ধং দ্বিবর্ষাৎ যদি বা পঞ্চধা তরুণং যদি॥
সপ্তমাষ্টমমাসীয়ং গর্ভজং যদি বা শবম্।
চাণ্ডালং চাভিভূতঞ্চ শীঘ্রং সিদ্ধিফলপ্রদম্॥
যষ্টিপ্রভৃতিভির্বিদ্ধং অস্ত্রং বা বিজনে মৃতম্।
শবমানীয় কর্ত্তব্যং না হরেৎ স্বেচ্ছয়া মৃতম্॥
স্ত্রীরমণপতিতঞ্চাস্পৃশ্যং বর্জ্জ্যং হি তৎশবম্।
কুষ্ঠাদিরোগসংযুক্তং বৃদ্ধভিন্নং শবং হরেৎ॥
ন দুর্ভিক্ষং মৃতং বাপি ন পর্য্যুষিতমেব বা।
স্ত্রীজনসদৃশং রূপং সর্ব্বদা পরিবর্জ্জয়েৎ।
শূন্যাগারে নদীতীরে বিল্বমূলে চতুষ্পথে।
শ্মশানে বা বিশেষেণ নীত্বা চোদ্ভূত্য ভূষয়েৎ।
শূন্যাগারে অরণ্যে বা নীত্বা চৈব বিভূষয়েৎ॥
সংস্থাপ্য কুশশয্যায়াং পূরুষং দিব্যরূপিণম্।
আনীয় স্থাপয়েদাদৌ স্নাসজালং সমাচরেৎ॥
পীঠমন্ত্রং সমালিখ্য গন্ধপুষ্পাদিভিস্ততঃ।
অভ্যর্চ্চ চাসনং দত্ত্বা রক্ষাং মন্ত্রেণ কারয়েৎ॥
ততঃ শবান্তে বিধিবৎ দেবতাপায়নং চরেৎ।
ভুবনেশী ফড়স্ত্রাস্ত্যঃ কথিতা মানবোত্তমাঃ॥
ততঃ শবং ক্ষালয়িত্বা স্থাপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।
যদি যত্নেন ন স্থিতৈৎ ভৈরবাচ্চ ভয়ং ভবেৎ॥
এলাল৺ঙ্গকর্পূরজাতিখদিরসার্দ্রকৈঃ।
তাম্বূলং তন্মুখে দদ্যাৎ শবং কুর্য্যাদধোমুখম্॥
স্থাপয়িত্বা চ তৎপৃষ্ঠে চন্দনেন বিলেপয়েৎ।
বাহুমূলাদিকট্যন্তং চতুরস্রং বিধায় চ॥
মধ্যে পদ্মং চতুর্দ্বারং দলাষ্টকসমন্বিতম্।
ততশ্চৈলেয়মজিনং কম্বলান্বিতং ন্যসেৎ॥
পূজাদ্রব্যং সন্নিধৌ চ দূরে চোত্তরসাধকম্।
সংস্থাপ্য শবমভ্যর্চ্চ্য তত্র চারোহণং ভবেৎ॥
কুশান্ পদতলে দত্ত্বা শবকেশান্ প্রসার্য্য চ।
দৃঢ়ং নিবধ্য ঝুটিকাং তত্র দেবস্বরূপিণম্॥
তস্য দেহং সুসংপূজ্য পঠেদুত্থায় সম্মুখে॥
ওঁ ভীম ভীরুভয়াভাবভবলোচনভাবুকঃ॥
ত্রাহি মাং দেবদেবেশ শবানামধিপাধিপ।
ইতি পাদতলে তস্য ত্রিকোণযন্ত্রমালিখেৎ॥"

সাধক পুরশ্চরণ সিদ্ধ হইয়া বীরসিদ্ধি বা শবসাধনা করিবে। সম্যক্ পরিশ্রম ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, সাধক ইহা স্থির করিয়া বীরসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। বীরসাধন করিতে হইলে পুত্র, দারা ও ধনাদির প্রতি স্নেহ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে এবং বলিদ্রব্যসকল আহরণ করিবে। যে যে মন্ত্রের যে যে দ্রব্য প্রয়োজন, সাধক সেই সেই দ্রব্য আহরণ করিবে।

এই বীরসাধনের প্রধান উপকরণ শব, সেই শবের বিষয় প্রথম কথিত হইতেছে। সকল জীবহীন জন্তুর শবই বীরসাধনে উপযুক্ত, কিন্তু শবের মধ্যে কতকগুলি শবসাধনে প্রশস্ত, ব্রাহ্মণ গোময় ত্যাগ করিয়া শবসাধন করিবে। প্রধান বীরসাধনে মহাশবই একমাত্র

প্রশস্ত। এই বীরসাধনে স্ত্রীত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। প্রয়োগকর্ত্তৃদিগের পক্ষে ক্ষুদ্রই প্রশস্ত ও সকল সিদ্ধির নিমিত্ত জানিবে। দুই বর্ষের উপর পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত অথবা তরুণ এবং সপ্তম বা অষ্টম মাসীর গর্ভস্থ চাণ্ডালের শবই প্রশস্ত। এইরূপ শবদ্বারা আরাধনা করিলে আশু ফল লাভ হয়।

যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা অর্থাৎ যে চণ্ডাল যষ্টি, শূল, খড়্গ বা বজ্রের আঘাতে কিংবা সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অথবা অভিভূত জলমগ্ন বা সম্মুখযুদ্ধে পলায়ন পরাঙ্মুখ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, সে যদি সুন্দরকান্তিবিশিষ্ট, শৌর্য্যবান্ ও তরুণবয়স্ক হয়, তাহা হইলে শবসাধনার্থ তাহার শব আনয়ন করিবে*।

স্ত্রীরমণ দ্বারা পতিত ও কুষ্ঠাদি মহাপাতক রোগগ্রস্ত শবকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির শব ও বৃদ্ধ লোকের শব গ্রহণ করিবে না। দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তির শব অথবা বাসি মড়াও শবসাধনের অনুপযুক্ত। স্ত্রীজনসদৃশ রূপবিশিষ্ট ব্যক্তির শবও বর্জ্জনীয়।

নানাপ্রকার সাধনের মধ্যে শবসাধন বীরাচারীদিগের একটী প্রধান সাধন, এইজন্য ইহার স্থান বিশেষ আবশ্যক। শূন্য গৃহে, নদীতীরে, পর্ব্বতে, নির্জনস্থানে, বিল্বরক্ষ-মূলে বা শ্মশানে অথবা তাহার সমীপবর্ত্তী বনস্থলে সাধনা করিতে হয়। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় মঙ্গলবারে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে শবসাধনার উপযুক্ত সময়। শ্মশানাদি স্থলে শব আনিয়া কুশ-শয্যাতে সংস্থাপন করাইয়া ন্যাস করিতে আরম্ভ করিবে এবং পীঠমন্ত্র লিখিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। পরে আসন প্রদান করিয়া মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিবে। তাহার পর শবের মুখে বিধিপূর্ব্বক দেবতাদিগের আপ্যায়ন (তুষ্টি) আবরণ করিবে। ভুবনেশী ও অস্ত্রে ফট্ এই প্রয়োগ করিবে। তাহার পর শব প্রক্ষালিত করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্থাপিত করিবে এবং কোনক্রমে ভীত হইবে না, যত্নেও যদি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে এলা, লবঙ্গ, কর্পূর, জাতী, খদির ও আর্দ্রক দ্বারা শবকে অধোমুখী করিবে এবং তাহার মুখে তাম্বূল প্রদান করিবে। তৎপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া চন্দন বিলেপিত করিবে, পরে মূল আদি করিয়া কটীদেশ পর্য্যন্ত চতুরস্র মণ্ডল করিয়া মধ্যে চতুর্দ্বারযুক্ত অষ্টদল পদ্ম প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহার পর চৈলের, অজিন, কম্বলান্তরিত করিয়া ন্যাস করিবে এবং সন্নিকটে পূজাদ্রব্যসকল রাখিয়া দিবে। কিছু দূরে একজন উত্তর সাধক রাখিতে হইবে। শবকে সংস্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিতে হইবে এবং তাহাতে আরোহণ করিবে। কিছু কুশ তাহার পদতলে প্রদান করিবে। শবকেশ প্রসারিত করিয়া তাহাতে ঝুটী বান্ধিয়া দিবে। তাহার দেহ দেবস্বরূপ বিবেচনা করিয়া পূজা করিবে, পরে উত্থিত হইয়া "ভীম-ভীরু-ভয়াভাব" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তাহার পদতলে ত্রিকোণযন্ত্র লিখিবে।

"ভেনোত্থাতুং ন শক্নোতি শবশ্চ নিশ্চলো ভবেৎ।
উপবিশ্য পুনস্তত্র বাহূ নিঃসার্য্যপাদয়োঃ॥
হস্তয়োঃ কুশমাস্তীর্য্য পাদৌ তত্র নিধাপয়েৎ।
ওষ্ঠৌ তু সংপুটীকৃত্বা স্থিরচিত্তং স্থিরেন্দ্রিয়ঃ॥
সদা দেবীং হৃদিধ্যাত্বা মৌনীজপমথাচরেৎ।
চলাসনাৎ ভয়ং নাস্তি ভয়ে জাতে ভয়েত্তু তম্॥
যৎপ্রার্থয়সি দেবেশি দাতব্যং কুঞ্জরাদিকম্।
দিনান্তরে চ দাস্যামি স্বনাম কথয়স্ব মে॥
ইত্যুক্ত্বা সংস্কৃতেনৈব নির্ভয়স্তু পুনর্জপেৎ।
ততশ্চেন্মধুরং বক্তি বক্তব্যং নীলয়ানবৈ॥
ততঃ সত্যং কারয়িত্বা বরন্তু প্রার্থয়েন্নরঃ।
যদি সত্যং ন কুর্য্যাচ্চ বরং বা ন প্রযচ্ছতি॥
তদা পুনর্জপেদ্ধীমান্ একাগ্রযতমানসঃ।
সত্যে কৃতে বরং লব্ধা সংত্যজেত্তু জপাদিকম্॥
ফলং জাতমিদং জ্ঞাত্বা ঝুটিকাং মোচয়েত্ততঃ।
শবং প্রক্ষাল্য সংস্থাপ্য মোচয়েৎ পাদবন্ধনম্॥
পাদচক্রং মোচয়িত্বা পূজাদ্রব্যং জলে ক্ষিপেৎ।
শবং জলে চ গর্ত্তে বা নিঃক্ষিপ্য স্নানমাচরেৎ॥
ততশ্চ স্বগৃহং গত্বা বলিং দত্বা দিনান্তরে।
পূজয়িত্বা ততো দেবীং যাচিতোহহং বলিপ্রিয়ম্॥
তেন গৃহ্নন্তু সর্ব্বে চ ময়া দত্তমিদং বলিম্।
পরেহহ্নি নিত্যমাচার্য্যাঃ পঞ্চগব্যং পিবেত্ততঃ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র পঞ্চবিংশতিসংখ্যকান্।
সপ্তপঞ্চবিহীনং বা ক্রমাচ্চৈব দশাবধি॥
ততঃ স্নাত্বাচ ভুক্ত্বাচ নিবসেদুত্তমে স্থলে।
যদি ন স্যাৎ বিপ্রভোজ্যং তদা নিধনিতাং ব্রজেৎ॥
তেন চেন্নিধনং নস্যাৎ তদা দেবী প্রকুপ্যতি।
ত্রিরাত্রং বা ষড়্রাত্রং বা নবরাত্রক গোপয়েৎ॥
স্ত্রীশয্যা যদি গচ্ছেত্তু তদা ব্যাধিং বিনির্দ্দিশেৎ।
গীতং শ্রুত্বা চ বধিরো নিশ্চক্ষু নৃত্যদর্শনাৎ॥

* "যষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং পয়োমৃতম্।
বজ্রবিদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালঞ্চাভিভূতকম্।
তরুণং সুন্দরং শূরং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলম্।
পলায়নবিমুক্তঞ্চ সম্মুখে রণবর্ত্তিনম্।" (তন্ত্রসারধৃত ভাবচূড়ামণি)

যদি বক্তি দিব্য বাক্য তদাস্তু মুক্তাং ত্রজেৎ।
পঞ্চদশ দিনং যাবৎ দেহে দেবস্ত সংস্থিতিঃ॥
না স্বীকুর্য্যাৎ গন্ধেপুষ্পে বহির্যাতি যদা ভবেৎ।
তদা বস্ত্রং পরিত্যজ্য গৃহ্নীয়াদ্বসনান্তরম্॥
গোব্রাহ্মণবিনিন্দাঞ্চ ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন।
দেবগোব্রাহ্মণাদীংশ্চ সংস্পৃশেৎ প্রত্যহং শুচিঃ॥
প্রাতর্নিত্যক্রিয়ান্তে চ বিল্বতোয়োদকং পিবেৎ।
ততঃ স্নাত্বা চ গঙ্গায়াং পাপ্তে ষোড়শবাসরে॥
স্বাহান্তং মন্ত্রমুচ্চার্য্য তর্পণান্তে নমঃ প্রদম্।
এবং শতত্রয়াদূর্দ্ধং দেবং বৈ তর্পয়েজ্জলে॥
স্নানতর্পণশূন্যস্ত নস্যাদ্দেবস্ত তর্পণম্।
ইত্যানেন বিধানেন সিদ্ধং প্রাপ্নোতি সাধকঃ॥
ইতি ভুক্ত্বা বরান ভোগান্ অন্তে যাতি হরেঃ পদম্।"

পদতলে ত্রিকোণ যন্ত্র লিখিবার পর উত্থান করিতে শক্ত হইবে এবং শবও নিশ্চল হইবে। পুনর্ব্বার তাহাতে উপবেশন করিয়া পাদ দ্বারা বাহুদ্বয় নিঃসারিত করিবে, এবং তাহাতে কুশ বিছাইয়া পাদদ্বয় স্থাপিত করিবে। ওষ্ঠদ্বয় সংপুট করিয়া স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইবে। এইরূপে অনন্যচিত্তে হৃদয়ে দেবীকে ধ্যান করিয়া জপ করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলে যদি আসন চঞ্চল হয়, তাহা হইলে ভয় করিবে না। ভয় হইলে তাহাকে পূজা করিবে, এই সময় তাহাকে কহিবে, হে দেবেশি! তুমি যাহা প্রার্থনা কর, দিনান্তরে আমি তাহা প্রদান করিব। আপনার নাম প্রকাশ করুন। সংস্কৃতে তাহাকে এই কথা বলিয়া নির্ভয় হইয়া পুনর্ব্বার জপ করিবে। তাহার পর যদি সে মধুর বাক্য না বলে, তাহাকে সত্য করাইয়া সাধক বর প্রার্থনা করিবে। যদি তিনি সত্য না করেন, বা বর না দেন, তাহা হইলে সাধক পুনরায় অনন্যচিত্তে জপ করিতে আরম্ভ করিবে। পুনরায় এই প্রকার হইলে যখন তিনি সত্য করিবেন এবং বর দিবেন, তাহার পর সেই বর প্রাপ্ত হইয়া সাধক জপ পরিত্যাগ করিবে। তাহার পর ফল হইয়াছে ইহা জানিয়া ঝুটিকা মোচন করিবে। পরে শবকে প্রক্ষালিত করিয়া সংস্থাপনপূর্ব্বক পাদ বন্ধন মোচন করাইবে এবং পাদচক্র মোচন করাইয়া পূজাদ্রব্য জলে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর শব জলে বা গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া স্নান করিয়া গৃহে গমন করিবে।

দিনান্তরে সাধক দেবীকে পূজা করিয়া বলি প্রদান করিবে এবং প্রার্থনা করিবে, হে দেবি! আমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই বলি গ্রহণ করুন, এবং তাহার পরদিন পঞ্চগব্য পান করিয়া পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহার পর স্নান ও ভোজন করিয়া উত্তম স্থলে বাস করিবে। সাধক যদি ব্রাহ্মণ ভোজন না করায়, তাহা হইলে সে নির্ধন হয় এবং যদি নিধনও না হয়, তাহা হইলে দেবী তাহার প্রতি কুপিতা হন। ৩ দিন, ৬ দিন, ৯ দিন, পর্য্যন্ত ইহা গোপন করিবে। সাধক যদি স্ত্রীশয্যা গমন করে, তাহা হইলে তাহার ব্যাধি হয় এবং গীত শ্রবণ করিলে বধির, নৃত্য দর্শন করিলে চক্ষুহীন, দিবাভাগে কথা কহিলে বোবা হয়, এই প্রকারে পঞ্চদশ দিন অতিক্রম করিবে। যেহেতু এই পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেহে দেবতার সংস্থান থাকে এবং ঐ ১৫ দিনের মধ্যে গন্ধ বস্ত্র স্বীকার করিবে না। যে সময়ে বাহিরে গমন করিবে, সেই সময় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র গ্রহণ করিবে। গোব্রাহ্মণ ইঁহাদিগের কখনও নিন্দা করিবে না এবং দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে প্রতিদিন স্পর্শ করিবে। প্রাতঃকালে নিত্য ক্রিয়ার পর বিল্বজলোদক পান করিবে। তাহার পর ১৬ দিনের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া স্বাহান্ত মূল উচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে এবং তর্পণান্তে নমঃ পদ প্রয়োগ করিবে

এই প্রকারে তিন শতের উদ্ধজলে দেবতর্পণ করিবে। স্নান করিয়া এইরূপ তর্পণ না করিলে, দেবতর্পণ হইবে না। সাধক এইরূপ আচরণ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। এই প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিলে ইহসংসারে বিবিধ ভোগ করিয়া অন্তে স্বর্গে গমন করে। (নীলতন্ত্র)

তন্ত্রমতে সৃষ্টিতত্ত্ব—

"নিরাকারং নিগুর্ণঞ্চ স্তুতিনিন্দাবিবর্জ্জিতম্।
সুনিত্যং সর্ব্বকর্ত্তারং বর্ণাতীতং সুনিশ্চলম্॥
সংজ্ঞাবিরহিতং শান্তং কিমাকারং প্রতিষ্ঠিতং।
তস্মাৎ সৃষ্টিদেবেশ কিমাকারেণ জায়তে॥
শঙ্কর উবাচ।
শৃণু দেবি পরং তত্ত্বং বর্ণাতীতাঞ্চ বৈখরীং।
গুণাশ্রয়াং গুণাতীতাং স্তুতিনিন্দাদিবর্জ্জিতাম্॥
আকাররহিতাং নিত্যাং রোগশোকাদিবর্জ্জিতাম্।
পূজাযোগঞ্চ দেবেশি স্বয়মুৎপত্তিকারণম্॥
যেন রূপেণ ব্রহ্মাণ্ডা জায়ন্তে শৃণু তৎ শিবে।
আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ॥
রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।
পঞ্চভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডা ভবেয়ুঃ পর্ব্বতাত্মজে॥
ব্রহ্মাণ্ডস্থাপনার্থায় কূর্ম্মপৃষ্ঠে হুনস্তকঃ।
তন্মূর্দ্ধি বায়ুরাকারা ব্রহ্মাণ্ডা বহব স্থিতাঃ॥

কারণ্য বারিমধ্যেতু কূর্ম্মশ্চরতি নিত্যশঃ।
অহমেব ত্রিশূলেন পালয়ামি পুনঃপুনঃ॥"

হে দেবেশ! নিরাকার, নির্গুণ, স্তুতিনিন্দাবিবর্জ্জিত, বর্ণাতীত, সুনিশ্চল, সংজ্ঞাবিরহিত ইহা কি আকারে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহার উৎপত্তিই বা কোথা হইতে এবং কি আকারেই বা জন্মে, ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্ন পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে পার্ব্বতি! শ্রেষ্ঠতত্ত্ব আমি বর্ণন করিতেছি, এবং যেরূপে এ ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

গুণালয়া, গুণাতীতা, স্তুতি ও নিন্দাবিবর্জ্জিতা, আকাররহিতা, নিত্যা, রোগ ও শোকাদিবর্জ্জিতা শক্তি স্বয়ংই উৎপত্তির কারণ, তাহার পর যেরূপে ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। প্রথম আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রবি, রবি হইতে জল, জল হইতে মহী উৎপন্ন হয়, এই ৫টী পঞ্চভূত, এই পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। কূর্ম্মপৃষ্ঠে ব্রহ্মাণ্ড সংস্থাপিত আছে এবং অনন্তের মস্তকে বালুকাকার অনেক ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। কারণ বারিমধ্যে কূর্ম্ম বিচরণ করে, আমি ত্রিশূল দ্বারা পুনঃপুনঃ পালন করি।

"শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
কথং বা লভতে জন্ম কথং মৃত্যুর্ভবেৎ প্রভো।
তৎ প্রকারং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
শ্রীশঙ্কর উবাচ।
ইহ যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে।
জীবস্তৃণজলোকেব দেহাদ্দেহান্তরং ব্রজেৎ॥
সংপ্রাপ্য চোত্তমং দেহং দেহং ত্যজতি পূর্ব্বকম্।
ইতি শ্রুত্বা চ সা চণ্ডী পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্॥
শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
প্রাপ্তক্যোত্তরদেহস্ত পিণ্ডদানাদিকং কথম্।
শিব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মায়াদেহং তবৈবহি।
মায়াদেহং পরেশানি বায়ুরূপেণ চান্যথা॥
বায়ুরূপো যতো দেহ আকাশস্থোনিরাশ্রয়ঃ।
ততশ্চ পিণ্ডদানেন বায়ুঃ স্থিরতরো ভবেৎ॥
প্রথমে মস্তকং দেবি জায়তে চ ক্রমাবধি।
ততো যমপুরং গত্বা ধর্ম্মাধর্ম্মাদিকঞ্চ যৎ॥
তদ্ভুক্ত্বা চাপরে কিঞ্চিৎ যদা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।
তদাজ্ঞয়া তদা জীবঃ প্রযয়ৌ ব্রহ্মশাসনম্॥
তস্মাৎ কর্ম্মানুসারেণ যদিস্যাদ্দুর্লভাং তনুম্।
মহাবিদ্যাং ভাগ্যবশাৎ যদি প্রাপ্নোতি সদ্গুরুম্॥
তত্ত্বজ্ঞানং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ।
তদৈব পরমং মোক্ষং যাস্যত্যুক্তং তিষ্ঠতি॥
ব্রাহ্মণস্য মহামোক্ষং সাযুজ্যং ক্ষত্রিয়স্য চ।
সারূপ্যকোকজাতস্য শূদ্রস্য সংলোকিকম্॥
মহাবিদ্যাপ্রসাদেন পুনরাগমনং নহি।
বৃহৎব্রহ্মাণ্ড নাশে তু সর্ব্বমোক্ষং যদা শিব॥
তদা সর্ব্বস্য নির্ব্বাণং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
বৃহৎব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে তু কিং পুনঃ পরমেশ্বর।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥
শিব উবাচ।
ব্রহ্মাণ্ডস্য বাহ্যদেশে ব্রহ্মাণ্ডা বহবঃ স্থিতাঃ।
অনন্তস্য প্রমাণন্তু কিং বক্তুং শক্যতে ময়া॥
স এব নিম্মিতং সর্ব্বং সৈব সর্ব্বং মহেশ্বরি।"

মনুষ্য কেমন করিয়াই বা জন্মলাভ করে এবং কি প্রকারেই বা তাহাদের মৃত্যু হয়, এই বিষয় আমার শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। হে শিব! আপনি ইহার প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করুন। মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, হে শিবে! মনুষ্য সকল ইহজগতে যে সকল কর্ম্ম করে, অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য অনুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্মানুসারে পরলোকে স্বর্গ, নরকাদি ভোগ করিয়া থাকে। জলৌকা (জোঁক) যেমন তৃণ হইতে তৃণান্তরে গমন করে, সেই প্রকার জীবও দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে। জলৌকা একটী তৃণ আশ্রয় না করিলে পূর্ব্ব তৃণ পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ জীবও একটী দেহ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না। পার্ব্বতী মহাদেবের এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি জীব অপর আর একটী দেহ গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে না, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তির পিণ্ডাদি গ্রহণ কি প্রকারে হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এ সংশয় অপনোদন করুন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব কহিলেন, হে শিবে! মরণের সময় মায়াদেহ হয়, মায়ারূপ দেহ ইহা বায়ুস্বরূপ, এই মায়াদেহ আকাশস্থিত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত পিণ্ডদান না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপ নিরাশ্রয়।

তাহার পর মৃতব্যক্তির পিণ্ডদান হইলে সেই বায়ু স্থির হয়, তৎপরে ক্রমে মস্তক জন্মে, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অবয়ব সকল হয়, তাহার পর যমপুরে গমন করিয়া পাপ ও পুণ্য যাহা কিছু থাকে তাহা ভোগ করে, পাপ ও পুণ্য থাকিলে

স্বর্গ ও নরক ভোগ হয়। সেই সকল ভোগ হইলে যে সময় আর কোন কর্ম্ম থাকে না, সেই সময় জীব যমের আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মশাসনে গমন করে। তাহার পর কর্ম্মানুসারে উত্তমা প্রভৃতি তনুলাভ করে।

কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে সৎগুরু, মহাবিদ্যা বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, তাহা হইলে সেই জীব যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মাণ্ড থাকে, ততদিন যোগ্য মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ মহামোক্ষ, ক্ষত্রিয় সাযুজ্য, বৈশ্য সারূপ্য ও শূদ্র সালোক লাভ করিয়া থাকে। মহাবিদ্যার প্রভাবে আর পুনরাগমন হয় না। হে শিবে! যে সময় এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড নাশ হইবে, তখন সকল জীবই মুক্তিলাভ করিবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ড অনেক অবস্থিত, এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। এই অনন্তের প্রমাণ বলিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়?

"প্রকৃত্যা জায়তে পুংসাং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্ বুদ্বুদং দেবি যথাতোয়ে বিলীয়তে॥
প্রকৃত্যা জায়তে সর্ব্বং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্ বুদ্বুদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে॥
তস্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জায়তে নান্যথা ক্বচিৎ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবো দেবি প্রকৃত্যা জায়তে ক্রমম্॥
তথা প্রলয়কালেতু প্রকৃত্যা লুপ্যতে পুনঃ॥" (নির্ব্বাণতন্ত্র)

প্রকৃতি হইতেই সমস্ত পুরুষ জন্মগ্রহণ করে, প্রকৃতি হইতেই জগতের উৎপত্তি, যেমন জল হইতে বুদ্বুদ হয়, আবার জলেই বিলীন হয়, সেই প্রকার প্রকৃতি হইতেই সমস্ত জন্মে, আবার প্রকৃতিতেই লয় হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রকৃতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আবার প্রকৃতিতেই লীন হইবেন। যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতিতেই বিলুপ্ত হইবে।

তান্ত্রিকতত্ত্ব—

"স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥
নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডো ন জড়ঃ স্মৃতঃ।
তথাপি কল্পবল্লীবৎ স্ত্রীশব্দেন চ যুজ্যতে॥
সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।"

সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে স্ত্রীরূপেই হউক, পুংরূপেই হউক অথবা নিষ্কল ব্রহ্ম ভাবেই হউক স্মরণ করিবে। বাস্তবিক তিনি স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, ষণ্ডও নহেন অথবা জড়ও নহেন। তথাপি কল্পলতা যেমন স্ত্রীবাচক, তাঁহাতে তদ্রূপ স্ত্রী শব্দই প্রয়োগ করিবে। তাঁহার রূপ নাই, সাধকগণের মঙ্গলের জন্য রূপধারিণী।

প্রপঞ্চসারে লিখিত হইয়াছে—

"তামেতাং কুণ্ডলীত্যেকে সন্তোহৃৎস্বয়নাং বিদুঃ।
সা রৌতি সততং দেবী ভৃঙ্গীসঙ্গীতকধ্বনিম্॥"

সেই মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী যোগীন্দ্রগণের হৃদয় আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনিই জীবের মূলাধারে নিরত ভ্রমরসঙ্গীতবৎ গুন্ গুন ধ্বনি করিতেছেন।

সারদাতিলকে কথিত আছে—

যোগিনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যন্তী নৃত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্ব্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতিঃ॥
শঙ্খাবর্ত্তক্রমাদ্দেবী সর্পমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
কুণ্ডলীভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী॥
সর্ব্ববেদময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী শিবা।
সর্ব্বতত্ত্বময়ী সাক্ষাৎ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরা বিভুঃ।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥"

তিনি যোগিগণের হৃদয়সরোজে স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজানন্দে নৃত্য করিতেছেন। সর্ব্বভূতের আধারে বিদ্যুতের আকারে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, তিনি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে সকলকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই দেবী কুণ্ডলীভূত সর্পগণের অঙ্গশ্রীধারিণী, সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, সর্ব্বতত্ত্বময়ী, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতরা, ত্রিলোকজননী ও শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী।

কুলার্ণবে বর্ণিত হইয়াছে—

"যঃ শিবঃ সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মো নিষ্কলশ্চোন্মনাব্যয়ঃ।
ব্যোমাকারোহ্যজোনন্তঃ স কথং পূজ্যতে প্রিয়ে॥
অতএব গুরুঃ সাক্ষাদ্গুরুরূপঃ সমাশ্রিতঃ।
ভক্ত্যা সংপূজয়েদ্দেবি। ভুক্তিং মুক্তিং প্রযচ্ছতি॥
শিবোহমাকৃতির্দ্দেবি! নরদৃগ্‌গোচরো নহি।
তস্মাৎ শ্রীগুরুরূপেণ শিষ্যান্ রক্ষামি সর্ব্বদা॥
মনুষ্যচর্ম্মণা নদ্ধঃ সাক্ষাৎ পরশিবঃ স্বয়ং।
স্বশিষ্যানুগ্রহার্থায় গূঢ়ং পর্য্যটতি ক্ষিতৌ॥
সদ্ভক্তরক্ষণার্থায় নিরহঙ্কারমাকৃতিঃ।
শিবঃ কৃপানিধির্লোকে সংসারীবচেষ্টিতঃ।"

যে শিব অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বগ, নিষ্কল, উন্মনা, অব্যয়, ব্যোমাকার, অজ, অনন্ত, তাঁহাকে কিরূপে পূজা করা যাইবে? এইজন্য পরমগুরু স্বয়ং শিব মানব গুরুরূপকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবি! সাধক সেই পরমগুরুকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে তিনি ভোগ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। দেবি! যদিও আমি স্থূলরূপ গ্রহণ করিয়া এই শিবমূর্ত্তিতে আছি, কিন্তু এ তেজোময় মূর্ত্তি মনুষ্যের নয়নগোচর হইবার

যোগ্য নহে, সেইজন্য নরলোকে গুরুরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক আমি শিষ্যকুলকে সর্ব্বদা রক্ষা করি। মনুষ্যচর্ম্ম আবৃত হইয়া সাক্ষাৎ পরম শিব সশিষ্যবর্গকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গূঢ়রূপে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন।

এইজন্যই তান্ত্রিক গুরুর এত আদর, এত যত্ন এবং সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজার বিধান লক্ষিত হয়।

তন্ত্রমতে কন্যা-পুরুষের জন্মবৃত্তান্ত—

"কথং বা জায়তে পুত্রঃ শুক্রস্য কুত্র বা স্থিতিঃ।
পদ্মমধ্যে গতে শুক্রে সন্তানস্তেন জায়তে॥
পুরুষস্য চ যচ্ছুক্রং শুক্রং বা চাধিকং ভবেৎ।
তদা কন্যা ভবেদ্দেবি বিপরীতাৎ পুমান্ ভবেৎ॥
উভয়োস্তুল্যশুক্রেন ক্লীবং ভবতি নিশ্চিতম্।"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র)

স্ত্রী ও পুরুষ সংযোগে পুত্রকন্যাদির উৎপত্তি হয়। স্ত্রী পুরুষ সংযোগে শুক্র পদ্মমধ্যে অবস্থিত থাকে, এইমতে পুরুষের শুক্রাধিক্য হইলে কন্যা, স্ত্রীর রজো অধিক হইলে পুত্র, এবং শুক্র ও রজঃ তুল্য হইলে ক্লীব হয়।

এই মত আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির সহিত বিরোধ দেখা যায়।

বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে;—

প্রথমে মেরুপর্ব্বত, এখানে সকল দেবতার বাস, ইহার মধ্যদেশে মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত। এই সুমেরুর ঊর্দ্ধদেশে সত্যলোক ও অধোভাগে রসাতল। এইরূপে মেরুমধ্যে চতুর্দ্দশ লোক ও সপ্ত পাতাল আছে। উহার ঊর্দ্ধ ব্রহ্মপদ্ম। সেই চতুর্দ্দশদল পদ্মের নিম্নমুখে বীজকোষে মনোহর বলয়াকারে সপ্ত সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষিতিচক্র অবস্থিত। এই ক্ষিতিচক্রের মধ্যদেশে চতুষ্কোণ ও মনোহর জম্বুদ্বীপ, ইহার চারিদিকে নীলাচল, মন্দর, চন্দ্রশেখর, হিমালয়, সুবেল, মলয় ও ভস্মাচল অবস্থিত। এই সকল পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে তৃণগুল্মলতাকীর্ণ নানাবিধ পর্ব্বত বাহির হইয়াছে।

ঐ পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে ষড়্পত্র ও চতুর্দ্বারভূষিত ভৌম নামক পদ্ম, পদ্মমধ্যে রাজকোষে মনোহর সিন্দুরবর্ণ ভুবর্লোক। এখানে লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত বিষ্ণু বাস করেন। ইহারই অপর নাম বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের দক্ষিণে গোলোক, এখানে রাধিকাদেবী ও দ্বিভুজমুরলীধর কৃষ্ণ অবস্থান করেন। ইহার মধ্যে ও বাহিরে জ্যোতির্ম্মণ্ডল, এখানে ইন্দ্রাদি দেবতাদিগকে দেখা যায়।

বীজকোষের বাহিরে জলমণ্ডল। তথায় গঙ্গাদি নদী সকল প্রকাশিত। এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দশপত্র নীলবর্ণ ব্যোমরূপ ও জলযুক্ত দুর্ল্লভ মহাপদ্ম আছে, ইহারই অপর নাম স্বর্লোক। এখানেই রুদ্রালয়, ভদ্রকালী প্রভৃতি বাস করেন। এই পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে দ্বাদশপত্রশোভিত শোনবর্ণ পদ্মসুন্দর আছে, ইহাই মহর্লোক। এখানে ঈশ্বরের বামভাগে মহাবিদ্যা অবস্থান করেন। এই মহর্লোকের মাহাত্ম্য গোলোক অপেক্ষা শতগুণ। তাহার ঊর্দ্ধে ষোড়শপত্রযুক্ত মোহান্ধকারনাশক নির্ম্মল পদ্ম অবস্থিত, তাহাই যমলোক। এখানে বামে গৌরী, দক্ষিণে সদাশিব বিরাজমান। এই পদ্মের ঊর্দ্ধে পত্রদ্বয়সমন্বিত জ্ঞানপদ্ম অবস্থিত, ইহাই তপোলোক। এখানে শিবের বামভাগে সদানন্দরূপিণী সিদ্ধকালী অবস্থান করেন।

"তপোলোকং গোলোকস্য চতুর্লক্ষগুণং শিবে।
ব্রহ্মলোকেষু যে দেবা বৈকুণ্ঠে যে সুরাদয়ঃ॥
তপসাপি ন লভন্তে তপোলোকমতঃ শিবে।
তপোলোকসমা নাস্তি লোকমধ্যে সুলোচনে॥
সালোক্যং মহর্লোকং স্যাৎ সারূপ্যং জনলোককে।
সাযুজ্যং তপোলোকেষু নির্ব্বাণং হি তদূর্দ্ধগে॥
অতো ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তপোলোকার্থিনঃ সদা।
তস্য লোকস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥

তপোলোক গোলোক অপেক্ষা চারিলক্ষ গুণ প্রধান। ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠস্থিত দেবগণও তপস্যা দ্বারা এই তপোলোক প্রাপ্ত হন না। এই তপোলোকের মত আর কোন লোক নাই। মহর্লোকে সালোক্য, জনলোকে সারূপ্য এবং এই তপোলোকে সাযুজ্য লাভ হয়। ইহার পরই নির্ব্বাণ। ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই এই তপোলোক প্রার্থনা করেন। এই লোকের মাহাত্ম্য বলিতে সমর্থ নহি।

"কিমাকারস্তু ব্রহ্মাণ্ডং তন্মে ব্রূহি মহেশ্বর।
সৃষ্টিপ্রকারং তন্মধ্যে কিমাকারং হিতত্ত্ববিৎ॥"
শঙ্কর উবাচ।
জম্বোরাকারং ব্রহ্মাণ্ডং নানাবিগ্রহং পার্ব্বতি।
ব্রহ্মাণ্ডং বিগ্রহং প্রোক্তং স্থূলক্ষুদ্রাদিকং হি তৎ।
মেরুঃ পর্ব্বতস্তন্মধ্যে তথা সপ্তকুলাচলাঃ॥
মূলাদিমস্তকান্তং বৈ সুমেরু র্নাম পর্ব্বতঃ।
স্থিতং মেরোরধোভাগে দ্বাঙ্গুল্যাশ্চোর্দ্ধদেশতঃ॥
ভূর্লোকাদি মহেশানি সপ্তস্বর্গং ক্রমেণ হি।
দ্বাঙ্গুল্যাঃ সপ্তপাতালাস্তিষ্ঠন্তি পরমেশ্বরি॥
সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী॥
মায়য়াচ্ছাদিতাত্মানং চনকাকাররূপিণী॥
হস্তপাদাদিরহিতা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী।
মায়াবল্কলসংত্যজ্যা দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী॥

শিবশক্তিবিভাগেন জায়তে সৃষ্টিকল্পনা।
প্রথমে জায়তে পুত্রো ব্রহ্মসংজ্ঞো হি পার্ব্বতি ॥"

ব্রহ্মাণ্ডের আকার কিরূপ এবং সৃষ্টি বা কি প্রকারে হয়, পার্ব্বতী মহাদেবকে এই প্রশ্ন করিলে মহাদেব পার্ব্বতীর এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, হে পার্ব্বতি! নানা বিগ্রহবিশিষ্ট দেহের আকারই ব্রহ্মাণ্ড এবং স্থূল-সূক্ষ্মাদি বিগ্রহই ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া অভিহিত। তাহার মধ্যে মেরুপর্ব্বত ও সপ্তকুলাচল (মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, এই ৭টী কুলপর্ব্বত) মূল আদি করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত সুমেরু পর্ব্বত। মেরুর ঊর্দ্ধদেশে ভূর্লোকাদি সপ্তস্বর্গ, অধোভাগে সপ্ত পাতাল অবস্থিত। সত্যলোকে আকাররহিতা মহাজ্যোতিঃ-স্বরূপিণী মহাশক্তি মায়া দ্বারা আপ্নাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই মহাশক্তি চনকাকাররূপিণী, এবং হস্ত-পদাদিরহিতা ও চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিস্বরূপিণী। এই মহাশক্তি মায়া-রূপবন্ধন ত্যাগ করিয়া উন্মুখী হইয়া আপনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করেন। সেই সময় শিব ও শক্তি বিভাগে প্রথমে সৃষ্টি কল্পনা হয়। সেই সময় প্রথম পুত্র হয়, তাঁহার নাম ব্রহ্মা।

"শৃণু পুত্র মহাবীর বিবাহং কুরু যত্নতঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা ততো ব্রহ্মা উবাচ সাদরং প্রিয়ে ॥
ত্বাং বিনা জননী নাস্তি শক্তিং মে দেহি সুন্দরীম্।
তচ্ছ্রুত্বা জগতাং মাতা স্বদেহান্মোহিনীং দদৌ ॥
দ্বিতীয়া সা মহাবিদ্যা সাবিত্রী পরমা কলা।
অস্যাঃ সঙ্গং সমাসাদ্য বেদবিস্তারণং কুরু ॥
অনায়াসং সৃষ্টিকর্ত্তা ভবত্বং মহীমণ্ডলে ॥"

এইরূপে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে মহাশক্তি তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবীর! তুমি বিবাহ কর। ব্রহ্মা শক্তির এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আপনি ব্যতীত আমার আর কেহ জননী নাই, আমি বিবাহ করিব না। আপনি আমাকে শক্তি প্রদান করুন। মহাশক্তি ব্রহ্মার এই কথায় নিজ শরীর হইতে মোহিনীশক্তি উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন। এই শক্তি দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা ও পরমা কলা, ইহার নাম সাবিত্রী, তুমি ইহার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া বেদবিস্তার কর, এবং এই মহীমণ্ডলে তুমি অনায়াসে সৃষ্টিকর্ত্তা হইবে।

"দ্বিতীয়ে জায়তে পুত্রো বিষ্ণুঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।
শৃণু পুত্র মহাবীর! বিবাহং কুরু যত্নতঃ ॥
তব দর্শনমাত্রেণ নিষ্কামী জায়তে পুমান্।
কথং করোমি হে মাতঃ মোহিনীং দেহি মে শিবে ॥
দেহাচ্ছক্তিং নির্গত্য দদৌ তস্মৈ চ কালিকা।
শ্রীবৈষ্ণবীং মহাবিদ্যাং শ্রীবিদ্যাং পরমেশ্বরীম্ ॥
তামাশ্রিত্য মহাবিষ্ণুঃ পালয়ত্যখিলং জগৎ।
তৃতীয়ে জায়তে পুত্রো মহাযোগী সদাশিবঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা সা মহাকালী তুষ্টিযুক্তাভবন্ মুদা।
শৃণু পুত্র মহাযোগিন্ মদ্বাক্যং হৃদয়ে কুরু ॥
ত্বাং বিনা পুরুষো কোবা মাং বিনা কাপি মোহিনী।
অতত্বং পরমানন্দ বিবাহং কুরু মে শিব ॥
শিব উবাচ।
যদুক্তং ময়ি হে মাতস্ত্বাং বিনা নাস্তি মোহিনী ॥
সত্যমেতজ্জগন্মাতঃ মাং বিনা পুরুষো ন চ।
অস্মিন্ দেহে সংস্থিতে চ ন করোমি বিবাহকম্ ॥
কুরু দেহান্তরং মাতঃ করুণা যদি বর্ত্ততে।
তৎক্ষণে সা মহাকালী দদৌ ভুবনসুন্দরীম্ ॥
তামাশ্রিত্য মহাযোগী সংহরত্যখিলং জগৎ।
শম্ভোরষ্টবিভাগশ্চ শক্তিশ্চাষ্টবিধা ভবেৎ ॥
কালীকান্তা মহাবিদ্যা হ্যনেন পরমেশ্বরি।
ইতি তে কথিতং কান্তে যথা ব্রহ্মনিরূপণম্ ॥
গোপনীয়ং প্রযত্নেন বিশ্বোৎপত্তির্যথা প্রিয়ে।"

তাহার পর দ্বিতীয় পুত্র জন্মে, ইহার নাম বিষ্ণু, এবং ইনি অতিশয় সত্ত্বগুণপ্রধান। এই বিষ্ণু জন্মিলে মহামায়া তাঁহাকে কহিলেন, হে পুত্র! তুমি বিবাহ কর, যেহেতু তোমার দর্শনমাত্রেই লোকসকল নিষ্কামী হইবে। বিষ্ণু কহিলেন, হে মাতঃ! কেমন করিয়া আমি বিবাহ করিব, অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মোহিনী প্রদান করুন, তখন মহাকালী নিজ দেহ হইতে শক্তি নির্গত করাইয়া তাঁহাকে দিলেন ও বলিলেন, এই শক্তির নাম বৈষ্ণবী ও শ্রীবিদ্যা। তুমি এই শক্তি আশ্রয় করিয়া জগৎ পালন কর। বিষ্ণু তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর তৃতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল, এই পুত্র মহাযোগী ও ইহার নাম সদাশিব। এই পুত্রকে দেখিয়া মহাকালী অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, হে পুত্র! আমি যাহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর, তুমি ভিন্ন আর পুরুষ নাই, আমি ভিন্ন আর স্ত্রী নাই, এইজন্য তুমি আমাকে বিবাহ কর। মহাদেব এই কথা শুনিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! তুমি ব্যতীত অন্য স্ত্রী অথবা আমা ব্যতীত অন্য পুরুষ নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তোমার এই দেহ থাকিতে বিবাহ করিতে পারিব না। যদি আমার প্রতি করুণা থাকে, তাহা হইলে আপনি ঐ মূর্ত্তি পরিহার করিয়া অন্যমূর্ত্তি গ্রহণ করুন। মহাশক্তি এই কথা শুনিয়াই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভুবনসুন্দরীরূপ ধারণ করিলেন। ভুবনসুন্দরী ও মহাশক্তি একই, মহাযোগী শিব এই

ভুবনসুন্দরীকে আশ্রয় করিয়া অখিল জগৎকে সংহার করেন। শিবের ৮টী বিভাগ, মহাশক্তি কালী, তাঁহারাও অষ্টভাগে বিভক্ত। হে পার্ব্বতি! ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবে। ইহা অতিশয় গোপনীয়।

"শ্রীচণ্ডিকোবাচ।
তৎপ্রসাদাচ্ছ্রুতং নাথ পরং ব্রহ্মনিরূপণম্।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্ষিতৌ সৃষ্টির্যথা ভবেৎ॥
শ্রীশিব উবাচ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যথা সৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥
সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্রেণ সংপুটা॥
চনকাকৃতিবিস্তারা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিকা॥
অনাদিরূপসংযুক্তা তদংশা জীবসংজ্ঞকাঃ॥
জলদগ্নে যথা দেবী স্ফুরন্তি বিস্ফুলিঙ্গকাঃ॥
তস্যাশ্চ্যুতং পরং ব্রহ্ম যদা ভূমৌ পতত্যপি।
তদৈব সহসা দেবি শক্ত্যাযুক্তো ভবত্যপি॥
স্থাবরাদিষু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে॥
চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাপ্নোতি সোঽব্যয়ঃ॥
ততো লভেৎ পরেশানি মনুষ্যাং দুর্লভাং তনুম্।
যতো মানুষদেহস্থ ধর্ম্মাধর্ম্মাধিপশ্চ সঃ॥
ততোঽপি লভতে জন্ম পুনর্মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ কর্ম্মপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ॥
চতুরশীতিসহস্রেষু নানাযোনিষু শৈলজে॥"

হে দেবদেব, তোমার প্রসাদে আমি পরব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলাম, এখন এই ক্ষিতিতলে কি প্রকারে সৃষ্টি হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! সত্যলোকে মহাকালী মহারুদ্র দ্বারা সংপুটিতা হন, এই মহাকালী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি রূপবিশিষ্টা, অনাদি রূপসংযুক্তা এবং চনকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা। জীবসকল এই মহাকালীর অংশমাত্র। যে প্রকার অনলাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গসকল স্ফুরিত হয়, কিন্তু ঐ বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নিভিন্ন নহে, সেইরূপ জীবসকলও মহাকালী ভিন্ন নহে, তবে তাহার অংশমাত্র। মহাকালী হইতে পরব্রহ্ম যে সময় চ্যুত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হন, হে দেবি! সেই সময়ই তিনি শক্তিযুক্ত হন। স্থাবরাদি কীট ও পশুপক্ষি প্রভৃতি চতুরশীতিলক্ষ জন্মপরিগ্রহ করিয়া তাহার পর দুর্লভ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়; এই মনুষ্যদেহই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আকর। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা মানুষ একবার জন্মপরিগ্রহ করে, আবার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে মানবসকল কর্ম্মপাশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া নানাপ্রকার যোনিতে ভ্রমণ করে।

তন্ত্রমতে তত্ত্বজ্ঞান—

পঞ্চভূত, এক একটী ভূতের পাঁচ পাঁচ করিয়া ২৫টী গুণ। অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক্‌, লোম এই ৫টী পৃথিবীর গুণ। শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই ৫টী জলের গুণ। নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও আলস্য এই ৫টী তেজের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচ ও প্রসব এই ৫টী বায়ুর গুণ॥ কাম, ক্রোধ, মোহ, লজ্জা ও লোভ এই ৫টী আকাশের গুণ। সমুদায়ে পঞ্চভূতের এই ২৫টী গুণ। এই পঞ্চভূত মহী জলে, জল রবিতে, রবি বায়ুতে ও বায়ু আকাশে বিলীন হয়।

এই পঞ্চতত্ত্বের পরও তত্ত্ব আছে, স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ ও শ্রবণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন সাধক ইন্দ্রিয়। এই ব্রহ্মাণ্ড-লক্ষণ দেহ মধ্যে ব্যবস্থিত আছে এবং সপ্তধাতু আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা, ইহাও শরীর মধ্যে অবস্থিত; শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ, মাংস, অস্থি ও ত্বক এই সপ্তধাতু।

শরীরই আত্মা, অন্তরাত্মা মনঃ, পরমাত্মা শূন্যময়, এই পরমাত্মাতেই মন বিলীন হয়।

রক্তধাতু মাতা, শুক্রধাতু পিতা ও শূন্যধাতু প্রাণ, ইহাতেই গর্ভপিণ্ড উৎপত্তি হয়।

অব্যক্ত হইতে প্রাণ জন্মে, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে বাক্য উৎপত্তি এবং মন বাক্যের সহিত বিলীন হয়। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও মন ইহারা কোথায় অবস্থান করে? তালুমূলে চন্দ্র, নাভিমূলে দিবাকর, সূর্য্যের অগ্রে বায়ু ও চন্দ্রের অগ্রে মন এবং সূর্য্যাগ্রে চিত্ত ও চন্দ্রাগ্রে জীবন অবস্থিত। কোন্ স্থানে শক্তি-শিব অবস্থান করেন? কালই বা কোথায় অবস্থিত এবং জরাই বা কেন হয়?

পাতালে শক্তি অবস্থিতা, ব্রহ্মাণ্ডে শিব বাস করেন, অন্তরীক্ষে কালের অবস্থিতি, এই কাল হইতেই জরার উৎপত্তি হয়। কে আহার আকাঙ্ক্ষা করে, কেই বা পান-ভোজন করে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিই বা কার হয় এবং কেইবা প্রতিবুদ্ধ হয়?

প্রাণ আহার আকাঙ্ক্ষা করে, হুতাশন পান ও ভোজন করে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে বায়ুই প্রতিবুদ্ধ হয়।

কে কর্ম্ম করে, কেই বা পাতকে লিপ্ত হয়, এবং পাপ-আচরণ করে, পাপ হইতেই বা কে মুক্ত হয়? মন পাপ কার্য্য করে, মনই পাপে লিপ্ত হয়। মনই তন্মনা হইয়া পুণ্য ও পাপ সাধন করে। জীব কি-প্রকারে শিব হয়? ভ্রান্তিযুক্ত হইলে তাহাকে জীব বলা যায়, ভ্রান্তিমুক্ত হইলে শিব হয়। তামস ব্যক্তিসকল এই তীর্থ এইরূপে ভ্রমণ করিয়া থাকে। অজ্ঞানান্ধ হইয়া আত্মতীর্থ অবগত হয় না। আত্মতীর্থ না জানিলে কি প্রকারে মোক্ষ হয়?

বেদও বেদ নয়, অর্থাৎ ৪ বেদকে বেদ বলা যায় না, সনাতন ব্রহ্মই বেদ। চারিবেদ ও সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগীরা সার গ্রহণ করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা তক্র পান করিয়া থাকে। তপঃ তপস্যা নহে, ব্রহ্মচর্য্যই তপস্যা, যে ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে উর্দ্ধরেতা হয়, সেই তপস্বী।

হোম প্রভৃতিও হোম নহে, ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণ সমর্পণ করার নামই হোম, মোক্ষ লাভ করিতে হইলে পাপ পুণ্য দুই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান না জন্মে, ততদিন বর্ণবিভাগ থাকে, জ্ঞান জন্মিলেই আর বর্ণাদি বিভাগ থাকে না। চঞ্চলচিত্তে শক্তি অবস্থান করে, স্থিরচিত্তে শিব বাস করেন, স্থিরচিত্ত হইতে পারিলে দেহধারী হইলেও সিদ্ধি হয়।

(জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র)

শূদ্র-লিখিত পটলাদি-পাঠ নিষেধ।—

"বিপ্রো বা ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা নগনন্দিনি।
পতত্যন্নরকে ঘোরে শূদ্রস্য লিখনাৎ প্রিয়ে॥
তস্মাত্তু শূদ্রলিখিতং পটলং ন জপেৎ সুধীঃ।
শূদ্রেণ লিখিতং দেবি পটলং যস্তু পঠ্যতে॥
যং যং নরকমাপ্নোতি তং তং প্রাপ্নোতি মানবঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, যদি শূদ্রলিখিত পটলাদি পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার ঘোর নরকে গমন হয়। এইজন্য শূদ্রলিখিত স্তব-কবচ প্রভৃতি পাঠ করিবে না।

তন্ত্রের এইরূপ নানা কথা জানিবার আছে। বাস্তবিক এখন ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহা সমস্তই তান্ত্রিক। [মন্ত্র, বীজ, তন্ত্র, গায়ত্রী, ন্যাস, মুদ্রা, দুর্গা, তারা, প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হিন্দুতন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বে যেরূপ লিখিত হইল, বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও ঐরূপ বিবরণ বর্ণিত দেখা যায়। হিন্দুতন্ত্রোক্ত শিব-দুর্গা প্রভৃতি নামগুলিই যেন বজ্রসত্ব, বজ্রডাকিনী প্রভৃতি নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। বৌদ্ধতন্ত্রেও চণ্ডী, তারা, বারাহী প্রভৃতি মহাবিদ্যা, যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত আছে। শিবোক্ত তন্ত্রে যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত দেবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রেও হেরুকাদি দেবদেবীর মূর্ত্তিও তদ্রূপ বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধতন্ত্রমতে বজ্রডাক ও বজ্রডাকিনীর পূজাই প্রধান। হিন্দুতান্ত্রিকগণ যেমন দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে ন্যাস করেন, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বামাবর্ত্ত বিধানে সেইরূপ ন্যাস করিয়া থাকেন।

"বামাবর্ত্তবিবর্ত্তেন পুষ্প্যন্যাসপ্রদক্ষিণম্।
যোহি জানাতি তত্ত্বজ্ঞস্তেনেদং চক্রদর্শনং॥"

(অভিধানোত্তরহৃদয় ৩ পটল)

বৌদ্ধতান্ত্রিকেরাও বলিয়া থাকেন, সাধনের কোন নিয়ম নাই, যখন ইচ্ছা যে অবস্থায় হউক, সাধন করিবে।

"ন তিথিং ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে।
শুচিনা বাপ্যশুচির্বা ন শৌচয়োদকক্রিয়া॥
কালবেলাবিনির্মুক্ত শৌচাচারবিবর্জ্জয়েৎ।
তন্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগজ্ঞঃ সর্ব্বসত্ত্বার্থতৎপরঃ॥
গিরিগহ্বরকুঞ্জেষু নদীতীরেষু সঙ্গমে।
মহোদধিতটে রম্যে একবৃক্ষে শিবালয়ে॥
মাতৃগৃহে শ্মশানে বা উদ্যানে বিবিধোত্তমে।
বিহারচৈত্যালয়েন গৃহে বাথ চতুষ্পথে॥
সাধয়েৎ সাধকো যোগং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।"

(অভিধানোত্তর)

বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও মালামন্ত্র, মাতৃকা, কবচ, হৃদয়াদি অতি গুহ্য বলিয়া জানেন। বৌদ্ধতন্ত্রেও ঐ সকল গুহ্যবিষয় অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার নিষেধ আছে।

"আচারযোগিনীতন্ত্রাঃ যোগতন্ত্রাশ্চ বিস্তরাঃ।
ক্রিয়াভেদক্রমেণৈব সর্ব্বতন্ত্রেষ্বভিজ্ঞয়া॥
আগমৈঃ সিদ্ধিশাস্ত্রাণি স্বতন্ত্রৈর্জাতকৈ স্তথা।
অনুত্তরপদা বাচ প্রজ্ঞাপারমিতাদয়ং॥
বাহুশাস্ত্রপরিজ্ঞানমাচারবিবিধোত্তমম্।
যোগভাবনয়া যুক্তং নৈষ্ঠিকং পদবিন্যসেৎ॥
সর্ব্বাহারবিহারস্তু নির্ব্বিশঙ্কেন চেতসা।
শতাক্ষরেণ সর্ব্বেষাং মন্ত্রাণাং দৃঢ়ভাবনা॥
মালামন্ত্রং যোগনিত্যং সর্ব্বকামার্থসাধনং।
উত্তমে বাপি চোত্তরং যোগিনীজালসম্বরং।
মন্ত্রোদ্ধারঞ্চ কবচো হৃদয়ে হৃদয়েন তু।
লিপিমণ্ডলবিন্যাসং বীরযোগিনীতন্ত্রবং।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং উত্তমো মাতৃকোত্তমং।
গুহ্যাদ্গুহ্যতরং রম্যং সর্ব্বজ্ঞানসমুচ্চয়ং।
আলয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং মাতৃকাখ্যজপাত্তবা।
এতত্তত্ত্ব কথয়ন্ সিদ্ধিহানি র্ভবিষ্যতি।
ভাবনৈষাঞ্চ পরমাকাশসিদ্ধিরনুত্তমা।
ভাবয়েৎ জন্মজন্মানি বজ্রসত্ত্বমাপ্নুয়াৎ।
অপ্রকাশ্যমিদং সর্ব্বং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ॥"

(অভিধানোত্তর ৪ প°)

বুদ্ধমত প্রতিপাদ্য বৌদ্ধশাস্ত্রে পঞ্চমকারের নিন্দা ও গ্রহণে নিষেধ আছে। কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ তাহার অন্যথা করিয়া থাকেন। পঞ্চমকারের সেবা বৌদ্ধতন্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। যে মত্ত, মাংস গ্রহণ বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, বৌদ্ধতন্ত্রে তাহার সুখ্যাতি দৃষ্ট হয়।

"নিত্যং মহামাংসভোজী মদিরাশ্রবঘূর্ণিতম্।"

"......মহামাংসং পীত্বা মদ্যং প্রিয়া সহ।

স্বচ্ছচিত্তো মৃতাধারে ভাবয়েদ্বীরনায়কম্।"

(অভিধান° ৪ প°)

বৌদ্ধতন্ত্রে পশু ও বীর এই দুই ভাবের উল্লেখ আছে। যিনি প্রকৃত সিদ্ধ তান্ত্রিক বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনিই বীরনায়ক বলিয়া অভিহিত। বৌদ্ধতান্ত্রিকগণও এই জগৎ বামোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন। বৌদ্ধতন্ত্রে চক্রপূজা, বীরযাগ, ভগপূজা প্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে। এখনকার সাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ প্রায় জাতিভেদ স্বীকার করেন না, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বিশেষরূপে চতুর্বর্ণ বিচার করিয়া থাকেন। (ক্রিয়াসংগ্রহ-পঞ্জিকা ১ম অ দ্রষ্টব্য)

তান্ত্রিক ব্যাপার যেমন ভারতীয় হিন্দুগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, সেইরূপ বৌদ্ধতান্ত্রিক ব্যাপার তিব্বত ও চীনের বহুসংখ্যক বৌদ্ধগণের মধ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পদ্মকর্প নামে তিব্বতের একজন লামা (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে) বলিয়াছেন, 'যে প্রকৃত তন্ত্রতত্ত্ব অবগত নহে সে মোক্ষমার্গে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সন্দেহ নাই। ভগবান্ বজ্রসত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট মার্গের বহুদূরে সে বিচরণ করে *।'

তন্ত্রক (ক্লী) তন্ত্রাৎ সূত্রবাপাৎ অচিরাপহৃতং তন্ত্র-কন্ (তন্ত্রাদচিরাপহৃতে। পা ৫।২।৭০) নূতন বস্ত্র।

"বসানস্তন্ত্রকনিভে সর্ব্বাঙ্গীনে তরুত্বচৌ।" (ভট্টি)

তন্ত্রকাষ্ঠ (ক্লী) তন্ত্রস্থং কাষ্ঠং। তন্ত্রস্থিত কাষ্ঠভেদ, তন্ত্রবায়ের তুরী।

তন্ত্রণ (ক্লী) শাসন, শৃঙ্খলাস্থাপন। অধীন করণ।

তন্ত্রতা (স্ত্রী) তন্ত্রস্য ভাবঃ তন্ত্র-তল্ টাপ্। অনেকোদ্দেশে সকৃৎ প্রবৃত্তি, বহুবিধ কার্য্যের উদ্দেশে একটী কার্য্য করা, এবং তাহাতেই বহুবিধ কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

যেমন শাস্ত্রানুসারে স্নান না করিয়া কোন কার্য্যই করিতে নাই, কিন্তু একজন পূজা, তর্পণ ও হোম করিবে।

"অস্নাত্বা নাচরেৎ কর্ম্ম জপহোমাদি কিঞ্চন॥" (দক্ষ)

এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের পর স্নান আবশ্যক হইয়া উঠে। তজ্জন্য তন্ত্রতা স্বীকার করিয়া সকলকর্ম্মোদ্দেশে একবার স্নান করিলে সর্ব্বকর্ম্মাঙ্গ স্নান সিদ্ধ হইবে। প্রত্যেক কার্য্যের পর স্নান করিতে হইবে না।

একজন বহুতর ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়াছে, কিন্তু এই ব্রহ্মহত্যা পাপনাশের জন্য এক একটী প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সর্ব্বোদ্দেশে একটী প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহাতে তন্ত্রতানুসারে সকল ব্রহ্মহত্যা জন্য পাপ নাশ হইবে। (স্মৃতি) *

তন্ত্রধারক (পুং) তন্ত্রং তন্ত্রজ্ঞাপকপদ্ধতিগ্রন্থং ধারয়তি ধারি ণ্বুল্। পুস্তকধারক। পূজাপ্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্যে যিনি পুস্তক ধরেন, যাজ্ঞিক বিশেষ পারদর্শী হইলেও তন্ত্রধারক ব্যতীত কোন পূজা যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে না। পূজাদিতে একজন পূজা করিতে বসিবে, অপর একজন তন্ত্র (পুস্তক) ধরিয়া বলিয়া দিবে।

"একস্তত্র নিযুক্তস্তাদপরস্তন্ত্রধারকঃ।" (স্মৃতি)

তন্ত্রযুক্তি (স্ত্রী) ত্রায়তে শরীরমনেন তন্ত্রং চিকিৎসিতং তস্য যুক্তয়ঃ ৬তৎ। সুশ্রুতোক্ত ৩২ প্রকার যুক্তিভেদ। অধিকরণ, যোগ, পদার্থ, হেত্বর্থ, উদ্দেশ, নির্দ্দেশ, উপদেশ, অপদেশ, প্রদেশ, অতিদেশ, অপবর্গ, বাক্যশেষ, অর্থাপত্তি, বিপর্য্যয়, প্রসঙ্গ, একান্ত, অনেকান্ত, পূর্ব্বপক্ষ, নির্ণয়, অনুমত, বিধান, অনাগতাবেক্ষণ, অতিক্রান্তাবেক্ষণ, সংশয়, ব্যাখ্যান, স্বসংজ্ঞা-নির্ব্বচন, নিদর্শন, নিয়োগ, বিকল্প, সমুচ্চয়, উহ্য এই ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি।

এই ৩২ প্রকার তন্ত্রযুক্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি, ইহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, এই যুক্তি দ্বারা বাক্য ও অর্থ যোজিত হয়। যে স্থলে অসম্বদ্ধ বাক্য থাকে, সেই অসম্বদ্ধ বাক্যকে সম্বদ্ধ করিয়া গ্রহণ করা হয়। অসদ্বাদি প্রযুক্ত বাক্যের প্রতিষেধ ও স্ববাক্য সিদ্ধি এই তন্ত্রযুক্তি দ্বারা হয়।

"অসদ্বাদি প্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম্। *

স্ববাক্যসিদ্ধিরপিচ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ॥" (সুশ্রুত ৬৫ অঃ)

যে সকল স্থলের অর্থ পরিস্ফুট নাই এবং যে সকল স্থল জটিল, সেই সকল স্থল, এই তন্ত্রযুক্তি দ্বারা পরিস্ফুট ও বিশদ হয়।

* E Schlagintsweit's Buddhism in Tibet, p. 49.

* তথা নানাব্রহ্মবধসঙ্গে সর্ব্বোদ্দেশেন সকৃৎ প্রায়শ্চিত্তে কৃতে ব্রহ্মবধজন্য পাপনাশঃ। তন্ত্রতায়া হেতুস্তু। অদৃষ্টার্থৈকজাতীয় কর্ম্মণঃ কালদেশকর্ত্রাদীনাং প্রয়োগানুবন্ধবৈধহেতুভূমানামভেদে উদ্দেশ্যবিশেষাগ্রহ ইতি। এবং স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পৈত্রে চ কর্ম্মণি। পবিত্রাণাং তথা জপ্যে দানে চ বিধিদর্শিতঃ। (বিষ্ণু)

ইতি ক্রিয়ামনানাং কর্ম্মসংস্কারাদ্বারৈব তদধিকারস্থানেকর্ম্মার্থৈকে মব নতু প্রতিকর্ম্মকর্ত্তব্যং।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

১ অধিকরণ। এই শব্দের অর্থ অধ্যায় বা অধিকার। যথা দীর্ঘজীবিতীয় অধ্যায়।

২ যোগ। এই শব্দের অর্থ অন্বয়। যথা বায়ু, পিত্ত ও কফ যথাক্রমে শীতল, উষ্ণ ও সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরূপ স্থলে বায়ু শীতল, পিত্ত উষ্ণ এবং কফ সৌম্যগুণবিশিষ্ট, এইরূপ অন্বয় বুঝিতে হইবে।

৩ হেত্বর্থ। এক অর্থ অন্যের সাধক হইলে তাহাকে হেত্বর্থ কহে। যথা পিত্ত ও রক্তের চিকিৎসার তুল্যতা আছে, এই বাক্য দ্বারা ইহাও বুঝাইতেছে, যে পিত্তের প্রকোপ হইলে রক্তেরও প্রকোপ সম্ভাবনা করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়।

৪ পদার্থ। পদার্থ শব্দের অর্থ অভিধেয়ার্থ, লক্ষ্যার্থ বা ব্যঙ্গার্থ নহে। যথা শ্বাসে ও অধোগত রক্তপিত্তে বিরেচন দিতে নাই। এস্থলে বিরেচন শব্দে ত্রিবৃৎ প্রভৃতি বিরেচন-বর্গোক্ত যোগ বুঝিতে হইবে। কিন্তু এরণ্ডতৈল বুঝিতে হইবে না। কারণ বিরেচনবর্গে এরণ্ডতৈলের উল্লেখ নাই।

৫ প্রদেশ। যাহা হইয়াছে, তাহা হইবে, এরূপ সম্ভাবনাকে প্রদেশ কহে। যথা চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা চরকোক্ত বিধিতে প্রশমিত হইয়াছিল, এই জন্য অপরেরও রাজযক্ষ্মা এই বিধিতে প্রশমিত হইবে।

৬ উদ্দেশ। সংক্ষেপ কথনকে উদ্দেশ বলা যায়। যথা স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ুনাশ করে, ইহাই এইস্থলে সংক্ষেপে হইতেছে, এইজন্য ইহার নাম উদ্দেশ।

৭ নির্দ্দেশ। উদাহরণ দিয়া বিস্তারপূর্ব্বক কথনকে নির্দ্দেশ কহে।

৮ বাক্যশেষ। বাক্যের মধ্যে কোন কথা অসমাপ্ত থাকিলে তাহাকে বাক্যশেষ কহে। যথা বাহ্য বায়ুর সহিত আভ্যন্তর বায়ুর তুল্যতা আছে, এস্থলে বাহ্য বায়ু ও আভ্যন্তর বায়ু এক নহে, এই বাক্যটী অসমাপ্ত আছে।

৯ প্রয়োজন। [বিমানস্থান দেখ।]

১০ উপদেশ। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশকে উপদেশ কহে।

১১ অপদেশ। কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কার্য্য করাকে অপদেশ কহে। যথা জলপান করিলে শরীরে জল সঞ্চয় হয়, এইজন্য জলোদরের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু জলপান না করিলে জলোদর বৃদ্ধি হইতে পারে না।

১২ অতিদেশ। প্রকৃত অর্থের অতিরিক্ত নির্দ্দেশকে অতিদেশ কহে। যথা হিক্কাশ্বাসী তৃষ্ণার্ত্ত হইলে দশমূল বা দেবদারুর কাথ বা মদিরা পান করিবে, যেহেতু সন্নিপাত-জ্বরে রোগীর শ্বাস ও [illegible] আধিক্য থাকে। অতএব সন্নিপাত-জ্বরে দশমূল ও মদিরা সংযুক্ত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। এস্থলে সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের অন্তর্গত বাক্যকেই অতিরিক্ত নির্দ্দেশ বলা যায়।

১৩ অর্থাপত্তি। প্রকৃত অর্থের সহিত বিপরীত অর্থের বোধকে অর্থাপত্তি কহে। যথা প্রদর ও শুক্রশৈথিল্যের চিকিৎসা একই, অতএব যাহা প্রদরে অপথ্য তাহাও শুক্র-শৈথিল্যে অপথ্য জানিতে হইবে।

১৪ নির্ণয়। প্রশ্নের উত্তরের নামই নির্ণয়।

১৫ প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গক্রমে অর্থান্তর-নির্দ্দেশ।

১৬ একান্ত। নির্দ্দেশ করাকে একান্ত কহে। যথা উষ্মা বিনা জ্বর নাই, এস্থলে যদি বলা হইত যে কোন কোন জ্বরে উষ্মা থাকে না, তবে একান্ত নির্দ্দেশ হইত না।

১৭ অনেকান্ত। অনেকান্ত শব্দের অর্থ হইতেও পারে, কখন বা না হইতেও পারে।

১৮ অপবর্গ। যাহা নিয়মের বহির্ভূত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ম নির্দ্দেশ করাকে অপবর্গ কহে। যথা দাড়িম্ব ও আমলকী ভিন্ন সকল প্রকার অম্লই পিত্তকর।

১৯ বিপর্য্যয়। বিপরীত অর্থের গ্রহণকে বিপর্য্যয় কহে। যথা স্বাদু, অম্ল ও লবণ বায়ু নাশ করে, অতএব কটু, তিক্ত ও কষায় বায়ু প্রকোপ করে।

২০ পূর্ব্বপক্ষ। এই শব্দের অর্থ প্রশ্ন।

২১ বিধান। ইহার অর্থ পর্য্যায়ক্রমে নির্দ্দেশ। যথা উদর-রোগ ৮ প্রকার নির্দ্দেশ করিয়া পরে পর্য্যায়ক্রমে ৮ প্রকারের চিকিৎসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

২২ অনুমত। পরমতের প্রতিষেধ না করাকে অনুমত কহে। যথা কাহার কাহার মতে বস্তিচিকিৎসার একমাত্র উপকরণ।

২৩ ব্যাখ্যান। এই শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা।

২৪ সংশয়। এই শব্দের অর্থ এই কি না, এইরূপ সন্দেহ।

২৫ অতীতাবেক্ষণ। পূর্ব্বোক্তের পুনরুল্লেখকে অতীতা-বেক্ষণ কহে। যথা সূত্রস্থানের বিধি শোণিতীয় অধ্যায়ে রক্তপিত্ত রোগের কএকটী গূঢ়-তত্ত্ব আছে।

২৬ অনাগতাবেক্ষণ। বক্ষ্যমাণের বর্ত্তমান উল্লেখকে অনা-গতাবেক্ষণ কহে। যথা অন্ন-পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বমন-বিরেচনের বিষয় কল্পস্থানে দেখ।

২৭ স্বসংজ্ঞা। যে সংজ্ঞা অন্য কোন শাস্ত্রে ব্যবহার হয় না, তাহাকে স্বসংজ্ঞা কহে। যথা চতুষ্পাদ শব্দের অর্থ আয়ুর্ব্বেদে বৈদ্য, রোগী, পরিচারক ও ঔষধ।

২৮ উহ্য। যাহা বাক্যের মধ্যে না থাকিলেও বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহাকে উহ্য কহে। যথা দোষ দোষান্তর দ্বারা আবৃত

থাকিলে রোগ-নির্ণয় করা কঠিন হয়, এস্থলে অবশ্য এই কথা উহ্য রহিল যে, কেবল বায়ুর লক্ষণ দেখিয়া বায়ুর চিকিৎসা করিলে কখন কখন ভ্রান্ত হইতে হয়।

২৯ সমুচ্চয়। সমুচ্চয় শব্দ ইত্যাদি বোধক। যথা দাড়িম্ব প্রভৃতি অম্লফল। এস্থলে আমলকী প্রভৃতিও অম্ল হেতু বুঝিতে হইবে।

৩০ নিদর্শন শব্দের অর্থ উপমা। যথা জলধারা মৃৎপিণ্ড যেরূপ প্রক্লিপ্ত হয়, মুগ ও মাষ দ্বারা ব্রণও সেইরূপ প্রক্লিপ্ত হয়।

৩১ নির্ব্বচন। নিশ্চয় করিয়া বলাকে নির্ব্বচন কহে। যথা কুষ্ঠনাশক দ্রব্যের মধ্যে খদির প্রধান।

৩২ সন্নিয়োগ। এই বাক্যের অর্থ শাসনবাক্য (বা হুকুম)। যথামাত্রা ভোজী হইবে।

৩৩ বিকল্পন' বা এই অর্থবোধক। যথা বহু বা অল্প বা অপ্রাপ্ত কালে বা কালাতিক্রমে ভোজন করার নাম বিষমাসন।

৩৪ প্রত্যুচ্চার। শিষ্যবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, মধ্যতা, নিকৃষ্টতা-ভেদে বা অন্যান্য কারণে একই অধ্যায় একটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দুই তিন বার বলাকে প্রত্যুচ্চার কহে।

৩৪ উদ্ধার। সূত্রের অনুবর্ত্তিকে উদ্ধার কহে। যথা কটু বলিলে মরিচাদি, তিক্ত বলিলে নিম্বাদি বুঝিতে হইবে।

৩৫ সম্ভব। এই শব্দের অর্থ উৎপত্তির কারণ। যথা দোষের প্রকোপ রোগের কারণ।

এই তন্ত্রযুক্তি প্রতিকার্য্যেই প্রয়োজনীয়। (সুশ্রুত ৬৫ অ°)

তন্ত্রবাপ (পুং) তন্ত্রং বপতি বপ-অণ্। ১ তন্তুবায়, তাঁতি। ২ লূতা, মাকড়সা।

তন্ত্রবায় (পুং) তন্ত্রং বয়তি বে-অণ্। তন্তুবায়, তাঁতি। ইহারা সঙ্কর জাতি। [তন্তুবায় দেখ।] মণিবন্ধের ঔরসে মণিকারীর গর্ভে তন্তুবায় জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, এই জাতির উৎপত্তি-বিষয়ে পরাশরের সহিত ভগবান্ মনুর মতভেদ দেখা যায়। মনুর মতে, ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে বৈশ্যের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ২ লূতা, মাকড়সা। আধারে ঘঞ্। ৩ তন্ত্র, তাঁত।

তন্ত্রসংস্থা (স্ত্রী) তন্ত্রস্য সংস্থা ৬তৎ। রাজ্যশাসনপ্রণালী।

তন্ত্রসংস্থিতি (স্ত্রী) তন্ত্রস্য সংস্থিতিঃ ৬তৎ। রাজ্যশাসন-প্রণালী।

তন্ত্রহোম (পুং) তন্ত্রেণ হোমঃ ৩তৎ। তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনুষ্ঠিত হোম। [হোম দেখ।]

তন্ত্রা (স্ত্রী) তন্ত্রি ভাবে অ টাপ্। অল্প নিদ্রা, তন্দ্রা। (দ্বিরূপকো°)

তন্ত্রায়িন্ (পুং) তন্ত্রে কালচক্রে এতি গচ্ছতি ণিনি। কালচক্রগামী সূর্য্যাদি। "তন্ত্রায়িনে নমো স্বাহা পৃথিবীভ্যাং" (শুক্লযজু° ৩৮।২১) তন্ত্রতে হননে তন্ত্রং ষট্‌ত্রিংশচ্চ্চ্যায় শলাকাযুক্তং যন্ত্রতেজং তদ্বৎ নভসি কালচক্রমপি তন্ত্রমুচ্যতে।" (বেদদীপ)

তন্ত্রি (স্ত্রী) তন্ত্র-ই (অবিতৃস্তৃ তন্ত্রিভ্যঃ। উণ্ ৩১৫৮) ১ তন্ত্রী। ২ তন্দ্রা।

তন্ত্রিকা (স্ত্রী) তন্ত্রী এব স্বার্থে কন্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। গুড়ূচী। [গুড়ূচী দেখ।]

তন্ত্রিজ [তন্দ্রি দেখ।]

তন্ত্রিত (ত্রি) তন্ত্রা তন্দ্রাজাতা অস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। আলস্যযুক্ত। "ধার্ম্মিকো নিত্যভক্তশ্চ পিতুর্নিত্যমতন্দ্রিতঃ॥" (ভারত ১২)

তন্ত্রিন্ [তন্ত্রিন্ দেখ।]

তন্ত্রিপাল [তন্তিপাল দেখ।]

তন্ত্রিপালক (পুং) জয়দ্রথ রাজা। (শব্দমালা)

তন্ত্রী (স্ত্রী) তন্ত্রয়তি যোজয়তি লোকান্ তন্ত্র-ঙীপ্। ১ বীণাগুণ। "নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ।" (রামা° ২।৩১।২৯) ২ গুড়ূচী। ৩ দেহশিরা। ৪ নাড়ী। ৫ নদীভেদ। ৬ যুবতীভেদ। ৭ রজ্জু।

'ন লঙ্ঘয়েৎ বৎস তন্ত্রীং ন ধাবেচ্চ বর্ষতি।" (মনু ৪।৩৮)

তন্ত্রীমুখ (পুং) হস্তের অবস্থানভেদ।

তন্ত্বগ্র (ক্লী) তন্তূনাং অগ্রং ৬তৎ। সূত্রের অগ্রভাগ।

তন্থী (অব্য) স্বীকার, অভ্যুপগম, পাণিনীয় উর্য্যাদিগণে ইহার পাঠান্তর তন্থী এইরূপ দেখা যায়।

তন্দ্র (ক্লী) তন্দ্র ঘঞ্। পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ। "তন্দ্রং ছন্দঃ" (যজু° ১৫।৫) 'পঙ্‌ক্তি বৈ তন্দ্রং ছন্দঃ ইতি শ্রুতেঃ' (বেদদীপ)

তন্দ্রয়ু (ত্রি) তন্দ্রাং আলস্যং যাতি যা-কু পৃষো° সাধুঃ। আলস্য-যুক্ত। "মোষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভবো বাজানাং" (ঋক্ ৮।৮১।৩০) 'তন্দ্রয়ুরালস্যযুক্তঃ।" (সায়ণ)

তন্দ্রবাপ (পুং) তন্ত্রবাপ পৃষো° সাধুঃ। তন্তুবায়, তাঁতি। [তন্তুবায় দেখ।]

তন্দ্রবায় (পুং) তন্ত্রবায় পৃষো° সাধুঃ। (তন্তুবায় দেখ।]

তন্দ্রা (স্ত্রী) তৎ দ্রাতীতি তৎ দ্রা-ক, বা তন্দ্র অবসাদে তন্দ্র-ঘঞ্-ততষ্টাপ্। ১ নিদ্রাবেশ, অল্পনিদ্রা। ২ আলস্য, অবসন্নতা। পর্য্যায় প্রমীলা, তন্ত্রী, তন্দ্রি, তন্দ্রিকা, বিষয়াজ্ঞান।

ইহার লক্ষণ, ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে অসংবিত্তি (জ্ঞানাভাব), জৃম্ভন, ক্লম ও শরীরের গুরুতা এবং নিদ্রাতুরের যে ইচ্ছা, তাহাও তন্দ্রা বলিয়া জানিবে।

"ইন্দ্রিয়ার্থে স সংবিত্তি গৌরবং জৃম্ভনং ক্লমঃ। নিদ্রার্ত্তস্যেব যস্যেহা তস্য তন্দ্রাং বিনির্দ্দিশেৎ॥" (নিদান)

তন্দ্রা উপস্থিত হইলে জৃম্ভন (হাই) উঠিতে থাকে, শরীরের গ্লানিবোধ হয় ও ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান থাকে না। ইহাই তন্দ্রার প্রকৃষ্ট লক্ষণ।

চরকসংহিতায় ইহার লক্ষণ এই প্রকার লিখিত আছে। মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু ও অন্নসেবন, চিন্তন, ভয়, শোক ও ব্যাধ্যানুষঙ্গ (রোগাক্রান্ত) হেতু কফ বায়ু প্রেরিত হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া হৃদয়স্থিত জ্ঞান সকলকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে তন্দ্রা উপস্থিত হয়। এই তন্দ্রা উপস্থিত হইলে হৃদয়ে ব্যাকুলীভাব, বাক্য, চেষ্টা ও ইন্দ্রিয় সকলের গুরুতা, মনঃ ও বুদ্ধির অপ্রসন্নতা জন্মে।* নিদ্রা ও তন্দ্রা এই দুটীর মধ্যে প্রভেদ এই, নিদ্রার জাগরিত হইলে ক্লান্তির বোধ হয়, আর তন্দ্রায় জাগরিত হইলে শ্রান্তি বোধ হইতে থাকে। কফনাশক বস্তু ও কটুতিক্ত ভক্ষণ অথবা ব্যায়াম ও রক্তমোক্ষণ করিলে তন্দ্রা বিনষ্ট হয়।

তন্দ্রা সুখের ভার্য্যা, নিদ্রার কন্যা ও প্রীতির ভগিনী। (শব্দার্থচি°)

তন্দ্রালু (ত্রি) তন্দ্রা-আলুচ্ (স্পৃহি গৃহিতী। পা ৩।২।১৫৮।) ঈষন্নিদ্রাযুক্ত, আলস্যযুক্ত। (জটাধর)

তন্দ্রি (স্ত্রী) তন্দি সৌত্রোধাতু ক্রিন্। বঙ্ক্রাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) অল্পনিদ্রা, আলস্য।

তন্দ্রিকা (স্ত্রী) তন্দ্রিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্ চ। তন্দ্রি, তন্দ্রা।

তন্দ্রিজ (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্র। (হরিব° ৬৫ অ°)

তন্দ্রিত [তন্দ্রিত দেখ।]

তন্দ্রিতা (স্ত্রী) তন্দ্রিনো ভাবঃ তন্দ্রি-তল্ টাপ্। নিদ্রালুতা, আলস্যতা।

তন্দ্রিপাল (পুং) যদুবংশীয় কনবক নৃপতির পুত্রভেদ। [তন্দ্রিজ দেখ।]

তন্দ্রী (স্ত্রী) তন্দ্রি ঙীষ্। তন্দ্রা, নিদ্রাবেশ, আলস্য, অত্যন্ত পরিশ্রমাদি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে ইন্দ্রিয়সমূহের অপ্রভুত্ব। [তন্দ্রা দেখ।]

তন্ন (অব্য) তৎ-ন। তাহা নহে।

তন্নতন্ন (দেশজ) তাহা নহে তাহা নহে, এ প্রকারে অনুসন্ধান, বিশেষরূপে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম।

তন্নি (স্ত্রী) তন্নয়তি নী বাহুলকাৎ ডি। চক্রকুল্যা, চাকুলিয়া, কোন কোন স্থলে তন্বি এইরূপ পাঠান্তর আছে।

তন্নিমিত্ত তদর্থ, তজ্জন্য, তাহার নিমিত্ত।

তন্নিবন্ধন (ক্লীং) তৎ নিবন্ধনং কর্ম্মধা। সেই কারণ, সেই-জন্য। তস্য নিবন্ধনং ৬-তৎ। সেই কারণযুক্ত।

তন্মতা (স্ত্রী) তস্য মতং ৬তৎ তন্মত-তল্ টাপ্। সেই মত।

তন্মধ্য (ক্লী) তস্য মধ্যং ৬তৎ। তাহার মধ্য।

তন্মধ্যস্থ (ত্রি) তন্মধ্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। তন্মধ্যবর্ত্তী, তাহার মধ্যস্থিত।

তন্ময় (ত্রি) তদাত্মকং তদ্-ময়ট্। তৎস্বরূপ, তন্মত, তদ্ভাবাপন্ন, তদাসক্ত চিত্ত। "তন্ময়ং বিদ্ধিমাং বিপ্র যুক্তোঽহং বৈ মর্ষাচতে। (হরিব° ১১৯ অঃ)

তন্মাত্র (ক্লী) তদেব এবার্থে মাত্রচ্ বা সা মাত্রা যস্য বহুব্রী। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অমিশ্র পঞ্চভূত ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহত্তত্ত্বের অপর পর্য্যায় বুদ্ধিতত্ত্ব।

সেই ত্রিগুণাত্মক মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিগুণান্বিত অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। সেই অহঙ্কারও তিন প্রকার—সাত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার।

রাজস অহঙ্কারের সহিত সাত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও তামস অহঙ্কার ও রাজস অহঙ্কারের যোগে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় এবং অল্প সাত্বিক সত্বপ্রযুক্ত তল্লিঙ্গ উৎপন্ন হয়। তল্লিঙ্গ অর্থাৎ অনুভূত স্বভাব বাহেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য মোহাদি লিঙ্গ।

শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র যোগিগ্রাহ্য, সেই সেই মাত্রা যাহাতে এই ব্যুৎপত্তিতে তন্মাত্র শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিজে অবয়বশূন্য অথচ সকল পদার্থের অবয়ব, তাহাকে তন্মাত্র কহে। সেই তন্মাত্র ৫টী এই—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র।

এই পঞ্চ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উত্তরোত্তর এক একটী তন্মাত্রের বৃদ্ধি ক্রমে উৎপন্ন হয়। যে যাহা হইতে জন্মে, সে তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, এই ন্যায়ানুসারে শব্দতন্মাত্র হইতে শব্দ গুণ আকাশ ও শব্দ-তন্মাত্রসংযুক্ত স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে শব্দস্পর্শগুণ বায়ু, শব্দ-স্পর্শ-তন্মাত্রযুক্ত রূপ-তন্মাত্র হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ গুণ তেজঃ।

শব্দস্পর্শরূপ-তন্মাত্রযুক্ত রস-তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ অপ্ এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস তন্মাত্র সহকারে গন্ধ তন্মাত্র হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গুণ পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে।

---

* "মধুর স্নিগ্ধগুর্ব্বন্নসেবনাৎ চিন্তনাত্ত্বয়াৎ।
শোকাদ্ব্যাধ্যনুষঙ্গাচ্চ বায়ুনোদীরিতঃ কফঃ।
যদাসৌ সমবাপ্যান্যু হৃদয়ং হৃদয়াশ্রয়াৎ।
সমাবৃণোতি জ্ঞানাদীন্ তদাতন্দ্রোপজায়তে।
হৃদয়ে ব্যাকুলীভাবো বাক্চেষ্টেন্দ্রিয়গৌরবম্।
মনোবুদ্ধ্যপ্রসাদশ্চ তন্দ্রাণাং লক্ষণং মতং।" (চরক)

শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি এই পঞ্চ তন্মাত্র স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে বিশিষ্ট ভাবাপন্ন হয়।

এই পঞ্চ তন্মাত্র সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই পঞ্চতন্মাত্রের সুখ, দুঃখ ও মোহ এই তিনটী ধর্ম্ম আছে বলিতে হইবে অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্রাদি ক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহাদি রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া অনুভবযোগ্য হয়। সুতরাং এস্থলে বুঝিতে হইবে, যে অবিশিষ্ট ভাবাপন্ন পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্মত্ব হেতু তাহা সুখ-দুঃখাদি রূপ দ্বারা বিশেষরূপে অনুভব করা যায় না। যেমন কোন প্রকার সুললিত শব্দ প্রবলবেগে হইলে তাহা শ্রবণ করিয়া সুখ ও বিকৃত শব্দ শ্রবণ করিয়া দুঃখ অনুভব করা যায়, এবং যদি ঐ সুললিত ও বিকৃত শব্দ অতি সূক্ষ্মভাবে হয়, তাহা হইলে শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহাতে সুখ বা দুঃখ কিছুই হয় না। মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টী ইন্দ্রিয়সমূহের ও ভূতের কারণত্ব হেতু ইহা-দিগকে দর্শনবিদ্গণ প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায় মনকে ইহার মধ্যে ধরিয়া ৮টী প্রকৃতি কথিত হইয়াছে।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥" (গীতা ৭।৪)

মূল প্রকৃতির কোন কারণ নাই, এইজন্য ইহাকে প্রকৃতি বলা দার্শনিকগণের অভিপ্রেত।

কিন্তু মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টীকে প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া জানিবে।

প্রকৃতি স্বয়ংই কারণ, ইহার পৃথক্ কারণ নাই। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র ইহারা সকল কার্য্য। (সাংখ্যদ°) [ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তন্মাত্রতা (স্ত্রী) তন্মাত্রস্য ভাবঃ তন্মাত্র-তল্-টাপ্। তন্মাত্রত্ব। [তন্মাত্র দেখ।]

তন্মাত্রিক (ত্রি) তন্মাত্রসম্বন্ধীয়।

তন্যতা [তন্যতু দেখ।]

তন্যতু (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি তন যতুচ্। (ঋতন্যঞ্জিবনীতি। উণ্ ৪।২) ১ বায়ু। ২ রাত্রি। ৩ বাদ্য-সঙ্গীতযন্ত্রবিশেষ। স্তন-শব্দে স্তন যতু চ সলোপশ্চ। ৪ গর্জ্জন। "ন বেপসা তন্যতেন্দ্রং" (ঋক্ ১।৮০।১২) 'তন্যতা ঘোরেণ গর্জ্জনশব্দেন।' (সায়ণ) ৫ অশনি। "হন্তোরিন্দ্র তন্যতুং" (ঋক্ ১।৫২।৬) 'তন্যতুং শব্দকা-রিণং বজ্রং' (সায়ণ) ৬ পর্য্যাপ্ত। 'আবিষ্কৃণোমি তন্যতু দৃষ্টিং' (বৃহ° উ°) 'তন্যতু পর্য্যাপ্ত।' (ভাষ্য)

তন্ম্য (ত্রি) তন ণ্যন্। অন্যাদেশঃ। "বিসৃত রজাংসি চিত্রা বিচরন্তি তন্যবঃ।" (ঋক্ ৫।৬৩।৫)

তন্বী (স্ত্রী) তনু-ঙীষ্। (বোতো গুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ১ কৃশাঙ্গী। ২ শালপর্ণী। ৩ শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রী। "শৈব্যাঞ্চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসাং সমাং।" (হরিবংশ ১৩৮ অঃ) ৪ ছন্দোবিশেষ, ইহার প্রত্যেক চরণে ২৪ করিয়া বর্ণ থাকে, এবং ১।৪।৫।১২।১৩।১৬।২৩।২৪ বর্ণ গুরু; পঞ্চম, দ্বাদশ ও চতুর্বিংশতিতে যতি। "ভূতমুনীনৈর্যতিরিহভতনাঃ সভৌ ভনয়শ্চ যদি ভবতি তন্বী।" (ছন্দোম°)

তপ (পুং) তপ-অচ্। ১ গ্রীষ্ম, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস। ২ তপস্যা। অশ্মকুট্টানিরশনা দশপঞ্চ তপাইমে।" (হরিবংশ ৪৬ অঃ)

তপ (স্ক) কর (ত্রি) তপঃ করোতি কৃ-ট। ১ যে তপস্যা-করে, তপস্যাকারী। (পুং) ২ তপস্বী মৎস্য, তপসেমাছ।

তপঃকৃশ (ত্রি) তপসা কৃশং ৩তৎ। ব্রতদ্বারা শীর্ণ দেহ।

তপঃক্লেশসহ (ত্রি) তপসঃ ক্লেশং সহতে সহ-অচ্। তপঃ-জনিত ক্লেশ যে সহ্য করে, ইন্দ্রিয়-সংযমাদি কারক তপস্বী।

তপঃপ্রভাব (পুং) তপসঃ প্রভাবঃ ৬তৎ। তপস্যার প্রভাব।

তপঃশীল (ত্রি) তপঃ এব শীলং স্বভাবো যস্য বহুব্রী। তপস্যা-পরায়ণ।

তপঃসাধ্য (পুং) তপসা সাধ্যঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা সাধনীয়।

তপঃসিদ্ধ (ত্রি) তপসা সিদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা সিদ্ধ, যিনি তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

তপতী (স্ত্রী) ১ সূর্য্যকন্যা। এই কন্যা সূর্য্যপত্নী ছায়ার গর্ভ-সম্ভূতা, ইনি অসামান্যা রূপবতী ছিলেন। কুরুবংশীয় ঋক্ষ-রাজপুত্র সম্বরণ অতিশয় সূর্য্যভক্ত ছিলেন, তাঁহার শুশ্রূষায় তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব তপতীকে সম্বরণের সহিত বিবাহ দেন। (ভারত ১।১৭১ অঃ) [সম্বরণ দেখ।] ২ নদীবিশেষ। এই নদী দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে সহ্যাদ্রি পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিমমুখে আরব্য সাগরে পতিত হইয়াছে, এই নদী কোঙ্কণ দেশের উত্তর সীমা। [তাপী দেখ।]

তপন (পুং) তপতীতি তপ কর্ত্তরি ল্যু। ১ সূর্য্য। ২ ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলাগাছ। ৩ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। ৪ গ্রীষ্মকাল। ৫ অগ্ন্যাদিতে দাহযুক্ত নরকবিশেষ, যে নরকে গমন করিলে শরীর কেবল দগ্ধ হইতে থাকে। ৬ ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ বৃক্ষ। ৭ সূর্য্যকান্ত মণি। ৭ সাহিত্যদর্পণোক্ত স্ত্রীদিগের যৌবনকালে সত্ত্বজাত অলঙ্কার-ভেদ।

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসাং অষ্টবিংশতিসংখ্যকাঃ।"
(সাহিত্যদ° ৩ প°)

স্ত্রীদিগের প্রিয়বিরহে কামাবেশজনিত চেষ্টা বিশেষের নাম তপন। "তপনং প্রিয়বিচ্ছেদে কামাবেশোত্থচেষ্টিতং।"
(সাহিত্যদ°)

৮ অগ্নিভেদ। (পুং) ৯ শিব। "যজ্ঞবাহায় দান্তায় তপ্যায় তপনায় চ॥" (ভারত শা° ২৮৬ অ:) (ক্লী) ১০ তাপ। (ধরণি)

তপনকর (পুং) তপনস্য করঃ ৬তৎ। সূর্য্যকিরণ, রশ্মি।

তপনচ্ছদ (পুং) তপনঃ অতিরক্তঃ ছদো যস্য বহুব্রী। আদিত্যপত্র বৃক্ষ, হুড়্ হুড়ে গাছ।

তপনতনয় (পুং) তপনস্য তনয়ঃ ৬তৎ। সূর্য্যপুত্র, যম, কর্ণ, শনি, সুগ্রীব প্রভৃতি।

তপনতনয়া (স্ত্রী) তপনতনয়-টাপ্। ১ শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। ২ সূর্য্যকন্যা যমুনা, তপতী প্রভৃতি।

তপনমণি (পুং) তপনঃ সূর্য্যঃ তৎ প্রিয়ো মণিঃ। সূর্য্যকান্তমণি।

তপনাংশু (পুং) তপনস্য অংশুঃ ৬তৎ। সূর্য্যকিরণ, রশ্মি।

তপনাত্মজ (পুং) যম, কর্ণ প্রভৃতি। (স্ত্রী) তপনস্য আত্মজা ৬তৎ। সূর্য্যকন্যা, গোদাবরী নদী, যমুনা।

তপনী (স্ত্রী) তপাত্তে পাপ মনয়া তপ-ল্যুট্-ঙীষ্। গোদাবরী নদী। (হেম°)

তপনীয় (ক্লী) তপ-অনীয়র্। ১ স্বর্ণ। ২ কনকধুস্তুর। (ত্রি) ৩ যাহা উত্তপ্ত করিবার উপযুক্ত, যাহা সন্তপ্ত করা উচিত বা আবশ্যক।

তপনীয়ক (ক্লী) তপনীয় স্বার্থে কন্। সুবর্ণ। (রাজনি°)

তপনেষ্ট (ক্লী) তপনস্য সূর্য্যস্য ইষ্টং ৬তৎ। তাম্র। (রাজনি°)

তপনোপল (পুং) তপন ইতি নাম্না খ্যাতঃ য উপলঃ। সূর্য্যকান্ত মণি।

তপন্তক (পুং) মহারাজ উদয়নের বিদূষক বসন্তকের পুত্র, নরবাহন দত্তের বন্ধু। (কথাস°)

তপশ্চরণ (ক্লী) তপসঃ চরণং। তপশ্চর্য্যা, তপস্যা, তপঃ সাধন।

তপশ্চর্য্যা (স্ত্রী) তপসঃ চর্য্যা ৬তৎ। ব্রতচর্য্যা, তপস্যা।

তপস্ (ক্লী) তপ-অসুন্। ১ যাহা দ্বারা মন নির্ম্মল হয়, তাদৃশ ব্রতনিয়মাদি বৈধ ক্লেশময় কর্ম্মবিশেষ, তপস্যা, মুনিব্রত। ২ আলোচনাত্মক ঈশ্বরজ্ঞানবিশেষ। ৩ ক্ষুৎপিপাসা, শীত ও উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। ৪ মৌনাদি ব্রত। ৫ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনঃ সমাধান (সংযম)। ৬ শাস্ত্রানুসারে শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের শোধন। ৭ কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণ, প্রাজাপত্যাদি প্রায়শ্চিত্ত। ৮ শাস্ত্রবিহিত তপ্তশিলারোহণাদি। ৯ বাণপ্রস্থাবলম্বীর অসাধারণ ধর্ম্ম।

তপঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক।

দেব, দ্বিজ ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অহিংসা এই কয়টী শারীরিক তপঃ।

হিত ও প্রিয়, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস (বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন) এই কয়টী বাচিক তপঃ।

মনঃ, প্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই কয়টী মানসিক তপঃ।

এই তপঃ আবার তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক।

যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক তপঃ। যাহারা মনুষ্যসমাজে সৎকার, সম্মান ও পূজাদি লাভের নিমিত্ত দম্ভভরে উক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, সেই পারত্রিক ফলশূন্য তপস্যাকে রাজস তপঃ এবং অতি দুরাগ্রহ দ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানাপ্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপস্যা করে, তাহাকে তামস তপঃ কহে।* (গীতা) পাতঞ্জলদর্শনে তপস্যাকে ক্রিয়াযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে—

"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ" (পাত° ২।১)

শাস্ত্রান্তরোপদিষ্ট চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি তপস্যা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, মনের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তনিরুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়।

তপস্যা দ্বারা লোকসকল অভীষ্ট ফললাভ করে। তপস্যা দ্বারা পাপ ক্ষীণ হয়। স্বর্গলোকে গমন ও যশঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহ ও পরলোকে মনুষ্যের যাহা কিছু অভিলষিত থাকে, তাহা সকলই এই এক তপস্যা দ্বারা লাভ হয়।

এ জগতে তপোসিদ্ধ লোকদিগের কিছুই অসাধ্য থাকে না। মনুর মতে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র জ্ঞানই তপঃ। ব্রাহ্মণগণ যাহাতে জ্ঞান উপার্জ্জিত হয়, কেবল তাহাই করিবেন। ক্ষত্রিয়দিগের রক্ষণই তপঃ, ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণকে বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবেন। এই রক্ষণই তাহাদিগের একমাত্র তপস্যা। বৈশ্যদিগের বার্ত্তাই (কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি) একমাত্র তপস্যা। শূদ্রদিগের পক্ষে প্রথম তিন বর্ণের সেবাই তপঃ।

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণম্।
বৈশ্যস্য তু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনম্॥" (মনু ১১।২৩৬)

* "দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥"

সত্যযুগে তপস্যাই প্রধান ছিল, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিতে দানই প্রধান। (মনু ১।৪৬)

ব্রাহ্মণদিগের বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নই পরম তপস্যা। (মনু ২।১৬৬) তপোসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তপস্যা দ্বারা ত্রিভুবন অবলোকন করিয়া থাকেন।

১০ মাঘ মাস।

"তপসেম্বা" (শুক্লযজুঃ ৭।৩০) "তপসে মাঘায়" (বেদদীপ)

১১ নিয়ম। ১২ ধর্ম্ম।

"বিনাপ্যস্মদলং ভূষ্ণুরিজ্যায়ৈ তপসঃ সুতঃ।" (মাঘ ২ স°)

১৩ জ্যোতির্ষোক্ত লগ্ন স্থান হইতে নবম স্থান। ১৪ তপোলোক, এই লোক জনলোকের উর্দ্ধে, এই লোক তেজোময়।

যাহারা বাসুদেবে অতিশয় ভক্তিপরায়ণ এবং সকল কর্ম্ম পরমগুরু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন, তপস্যা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পরিতোষ করিয়াছেন ও সকল অভিলাষ যাহাদের পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাঁহারাই এই লোকে বাস করেন এবং যাঁহারা শিলোঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, যাঁহারা গ্রীষ্মে অতি কঠোর পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা, বর্ষাকালে স্থণ্ডিলশায়ী, হেমন্ত ও শিশিরকালে সলিলে অবস্থান করিয়া তপশ্চর্য্যা করেন, তাহারাই এই লোকের অধিকারী।

যাহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত প্রভৃতি অতি কঠোর নিয়মসকল পালন করেন, সর্ব্বদা ঈশ্বরে ভক্তিমান্ থাকেন, তাহারা ব্রহ্মার আয়ুঃপরিমিতকাল অকুতোভয়ে এই লোকে বাস করেন। (পদ্মপু°)

১৪ অগ্নি।

তপস (পুং) তপ-অসচ্। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ৩ পক্ষী।

তপসোমূর্ত্তি (পুং) দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময়ে সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ)

তপস্তক্ষ (পুং) তপঃ তপস্যাং তক্ষতি তনূকরোতি তক্ষ-অন্। ইন্দ্র।

তপস্পতি (পুং) তপসাং পতিঃ ৬তৎ। হরি।

"দশবর্ষসহস্রাণি তপসাচ্চ'ৎস্তপস্পতিং" (ভাগবত ৪।২৪।১৪)

তপস্য (পুং) তপসি সাধুঃ যৎ। ১ ফাল্গুন মাস।

"তপাশ্চ তপস্যশ্চ শৈশিরাবৃতুঃ" (শুক্লযজু° ১৫।৫৭)

২ অর্জ্জুন, অর্জ্জুনের ফাল্গুন এক নাম ছিল এই জন্য তপস্যও অর্জ্জুনের নাম হইয়াছে। (স্ত্রী) ৩ কুন্দপুষ্প, কুঁদফুল।

তপশ্চরতি তপস্ ক্যঙ্ তপোভাবে যঞ্। ৪ তপশ্চরণ।

"সংকারমানপূজার্থং তপোদম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্।" (গীতা ১৭ অঃ)

"অধ্যাত্ম বুদ্ধিরন্তবৎ তপসো তারতর্ষত।" (ভারত ১৩।১০।১৩)

৫ তাপস মনুর দশ পুত্র মধ্যে একজন। (হরিব° ৭।২৪)

তপস্যা (স্ত্রী) তপশ্চরতি তপস্ ক্যঙ্ (কর্ম্মণো রোমন্থতপোভ্যাং বর্ত্তিচরোঃ। পা ৩।১।১৫) ততো অ, ততঃ টাপ্। তপঃ। পর্য্যায় ব্রতাদান, পরিচর্য্যা, নিয়মস্থিতি, ব্রহ্মচর্য্য। (মেদিনী) [তপস্ দেখ।]

তপস্যামৎস্য (পুং স্ত্রী) মৎস্যভেদ, তপ্‌সে মাছ, পর্য্যায় তপঃকর, চেষ্টক, চেষ্ট। (শব্দচ°)

তপস্বৎ (ত্রি) তপস্-মতুপ্ মস্য ব। তপস্বী।

"তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্" (ঋক্৬।৫।৪) 'তপস্বান্ তপস্বী' (সায়ণ)

তপস্বিতা (স্ত্রী) তপস্বিনো ভাবঃ তপস্বিন্ তল্-টাপ্। তপস্বিত্ব।

তপস্বিন্ (ত্রি) তপো বিদ্যতে ২স্য তপস্-বিনি (তপঃ সহস্রাভ্যাং বিনীনৌ। পা ৫।২।১০২) তপোযুক্ত। পর্য্যায়-তাপস, পারিকাঙ্ক্ষা, পারকাঙ্ক্ষী, তপোধন। (শব্দর°) চান্দ্রায়ণাদিব্রতধারী।

স্বাধ্যায়রূপতপ, সময়রূপতপ এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতারূপতপ, এই তিন প্রকার তপস্যাবিশিষ্টকে তপস্বী বলা যায়। বিধিপূর্ব্বক বেদাদি অধ্যয়ন-সময় যথাশাস্ত্র নিয়মাদি পালন ও মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা অর্থাৎ স্থিরত্ব সম্পাদন না করিলে তপস্বী হওয়া যায় না।

যাহার একাধারে বশিত্ব, নিয়মিত্ব ও বৈদিকত্ব এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে, তিনিই প্রকৃত তপস্বী। যিনি সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন, অনন্যমনা ও অনন্তকর্ম্মা হইয়া দেবতার আরাধনা করেন, তিনিও তপস্বিপদবাচ্য।

এ জগতে মানবগণ দুর্নিবার ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া এককালে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে জগৎ সমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া তপস্যাবিষয়ে যত্নশীল হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন।

প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিলে তাহাদের উপর অনুরাগ জন্মাইতে পারে, অতএব লোকানুকম্পায় উপেক্ষা প্রদর্শন করা তপস্বিগণের উচিত। শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যদি দুঃখভোগ করিতে হয়, তাহাতে তাহারা বিরত থাকেন না। তপস্বীরা অহিংসা, সত্যবাক্য, ভূতানুকম্পা, ক্ষমা ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

তাঁহারা অবহিতচিত্তে সমুদয় জীবের প্রতি সমান দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। পরের অনিষ্টচিন্তা, অসম্ভব স্পৃহা এবং ভবিষ্যৎ বা অতীত বিষয়ের অনুষ্ঠান হইতে সর্ব্বদা বিরত

থাকেন। দৃঢ়তর যত্নসহকারে তপস্যার ফল জ্ঞানার্জ্জনে অভিনিবিষ্ট হন। তাঁহাদিগের বেদবাক্যানুশীলনপ্রভাবে জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাঁহারা অবিচলিতচিত্তে হিংসা, অপবাদ, শঠতা, পরুষতা, ক্রূরতাপরিশূন্য ও পরিমিত সত্যবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাহার সংসারে বিরাগ জন্মিবে, তিনি নিজমুখে স্বীয় হিংসাদি তামসিক কার্য্যসকল প্রকাশ করেন। তপস্বিগণ সংসারভয়ে ভীত হইয়া রাজসিক ও তামসিক কার্য্য সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সংসার-যন্ত্রণা অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির হাত হইতে বিমুক্ত হন। তাঁহারা বীতস্পৃহ, পরিগ্রহপরিশূন্য, নির্জ্জনবিহারী, অল্পাহারনিরত ও জিতেন্দ্রিয়। যিনি তপস্যাপ্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারণ ও যোগাভ্যাসানুষ্ঠানে একান্ত অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীয় বশীকৃত চিত্তপ্রভাবে পরমগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা অগ্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিগৃহীত করিয়া পরিশেষে সেই ধীশক্তি প্রভাবে মনকে এবং মনঃ প্রভাবে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয়সমূহকে নিগৃহীত করেন। জিতেন্দ্রিয় হইয়া চিত্তকে বশীভূত করিলে ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হইয়া বুদ্ধিতত্ত্বে লীন হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের একতা সম্পাদিত হইলেই তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং তৎকালে মনে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়।

তপস্বিগণ বিশুদ্ধবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক্ক মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্কযবচূর্ণ, শক্তু ও ফল-মূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। তাঁহাদিগের দেশ-কালের গতি বিবেচনাপূর্ব্বক আহার-নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

তপস্যা-কার্য্য আরম্ভ হইলে তাহার ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় তপস্যার ফল ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইতে থাকে। জ্ঞানানুগত অজ্ঞান, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই লোককে অভিভূত করে। আর বুদ্ধি-বৃত্তির অনুগত জ্ঞানও অজ্ঞান দ্বারা উপহত হইয়া থাকে। লোকে যতকাল অবস্থাত্রয়াতীত পরমাত্মাকে ঐ তিন অবস্থাযুক্ত বলিয়া বোধ করে, ততকাল সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না। আর যখন তপস্যাপ্রভাবে পৃথক্ত্ব ও অপৃথক্ত্ব বিষয় বিদিত হইতে সমর্থ হয়, তখন তাহার স্পৃহা একেবারে দূরীভূত হইয়া যায় এবং সেইকালে তপস্বিগণ তপস্যা প্রভাবে জরা ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া শাশ্বত পরমব্রহ্মলাভে অধিকারী হন। [বিশেষ বিবরণ যোগিন্ দেখ।]

২ অনুকম্পার যোগ্য। ৩ দীন। ৪ তপস্যাসংস্থ, তপসে মাছ। ৫ ঘৃতকরঞ্জ-বৃক্ষ। ৬ নারদ। (শব্দর°) ৭ চতুর্থ মন্বন্তরে কশ্যপাদয় ঋষিভেদ। [তপসোমূর্ত্তি দেখ।] ৮ ভাগবতোক্ত দ্বাদশমন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ। [তপোমূর্ত্তি দেখ।]

তপস্বিনী (স্ত্রী) তপস্বিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ তপোযুক্তা, তপস্যাপরায়ণা। ২ জটামাংসী। ৩ কটুরোহিণী। ৪ মহাশ্রাবণিকা। ৫ দীনা, দুঃখিতা। ৬ পতিব্রতা।

"মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।"

(নৈষধ ১।১৩৫)

তপস্বিপত্র (পুং) তপস্বিপ্রিয়ং পত্রং যস্য বহুব্রী। দমনক বৃক্ষ। (রাজনি°)

তপাত্যয় (পুং) তপস্য গ্রীষ্মস্য অত্যয়ো যত্র বহুব্রী। ১ বর্ষাকাল। "তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতানবৈঃ" (কুমারস° ৫।২৩) তপস্য অত্যয়ঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপান্ত (পুং) তপস্য অন্তো যত্র বহুব্রী। ১ গ্রীষ্মকাল। তপস্য অন্তঃ ৬তৎ। ২ গ্রীষ্মাবসান।

তপিত (ত্রি) তপ দাহে-ক্ত। তপ্ত, উষ্ণ। (দ্বিরূপকো°)

তপিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্তৃ ন্ ইষ্ঠন তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয় তাপক। "তপিষ্ঠেন শোচিষা যঃ" (ঋক্ ৪।৫।৪) 'তপিষ্ঠেন শোচিসাতিশয়েন শত্রূণাং তাপকেন' (সায়ণ) ২ অতিশয়তপ্ত। "তপিষ্ঠ তপসা তপস্বান্" (ঋক্ ৬।৫।৪) 'হে তপিষ্ঠ তপ্ততম অগ্নে' (সায়ণ)

তপিষ্ণু (ত্রি) তপ ইষ্ণুচ্। তাপকারী, তপন।

তপীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন তপ্তা তপ্তৃ-ঈয়সুন্, তৃণোলোপঃ। ১ অতিশয়তাপকারী। ২ অতিশয় তপস্যাকারক। "তপস্তপীয়াং তপতাংসমাহিতঃ" (ভাগ° ২।৯।৮)।

তপু (ত্রি) তপ-উন্। ১ তাপক। "তপোষ্পবিত্রঃ বিততং দিবস্পতে" (ঋক্ ৯।৮৩।২) 'তপোঃ শত্রূণাং তাপকস্য' (সায়ণ) ২ তাপযুক্ত। ৩ তপ্ত, উষ্ণ। "তপুর্যস্ত" (ঋক্ ৭।১০৪।২) 'তপুস্তপ্তঃ' (সায়ণ)

তপুরগ্র (ত্রি) অগ্রভাগ উষ্ণতাযুক্ত।

তপুর্জম্ভ (ত্রি) উত্তপ্ত জম্ভ, অগ্নি।

তপুর্মূর্দ্ধন্ (পুং) যাহার মস্তক উত্তপ্ত, অগ্নি।

তপুর্বধ (ত্রি) উত্তপ্ত অস্ত্রযুক্ত।

তপুষি (ত্রি) তপ-উসিন্ বেদে নেকারস্য ইৎ। তাপক। "ব্রহ্মদ্বিষে তপুষিং হেতিমস্য" (ঋক্ ৩।৩০।৭) 'তপুষিং তাপকং' (সায়ণ)

তপুষা (স্ত্রী) তপুষি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ক্রোধ। (নিঘণ্টু)

তপুষ্পা (ত্রি) জ্বালা হইতে রক্ষা।

তপুস্ (পুং) তপতি তাপয়তি বা তপ-উসি। (অর্চ্চিস্ বর্ণীতি।

উণ্ ২।১১৮) ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ তাপযুক্ত। ৪ তপন। 'তপুর্জম্ভ যো অপ্রুক্' (ঋক্ ১।৩৬।১৬) 'হে তপুর্জম্ভ! তপ্যমান-রশ্মিযুক্ত' (সায়ণ) (স্ত্রী) ৫ তপনশীল। "তপুরগ্রাভিঋষ্টিভিঃ" (ঋক্ ১০।৮৭।২৩) 'তপুরগ্রাভিস্তপনশীলাগ্রাভিঃ' (সায়ণ)

তপোজ (ত্রি) তপসঃ তপস্যাতঃ অগ্নের্বা জায়তে জন-ড। ১ তপস্যাজাত। ২ অগ্নিজাত।

তপোজা (স্ত্রী) তপোজ-টাপ্। জল। "তপসো অগ্নের্জাতা তপোজাঃ অগ্নেৈর্ধূমো জায়তে ধূমাদভ্রমভ্রাদ্বৃষ্টিরগ্নের্বা এতা জায়ন্তে তস্মাদাহ তপোজাঃ" (শ্রুতি)

তপস্যার অগ্নি হইতে অপ্ উৎপন্ন হয়। প্রথমে অগ্নি হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র (মেঘ) ও অভ্র হইতে বৃষ্টি হয়, এই জন্য বৃষ্টি তপস্যাজাত বলিয়া ইহার নাম তপোজা হইয়াছে।

তপোদ (পুং) মগধের একটী তীর্থ।

তপোদান (ক্লী) তপ ইব দানং যত্র বহুব্রী। তীর্থভেদ, পুণ্য-তীর্থের মধ্যে তপোদান একটী প্রধান তীর্থ। (ভারত ১৩।৫২ অঃ) [তীর্থ দেখ।]

তপোধন (ত্রি) তপোধনং যস্য বহুব্রী। ১ তপোরত, তপস্বী, যাহাদের তপস্যা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের আসক্তি নাই। তপোধন সকল মনঃ, বাক্য, কায় প্রভৃতি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ পাপ করেন, সেই পাপ তপস্যা দ্বারা দগ্ধ হয়।

"যৎকিঞ্চিদেনঃ কুর্ব্বন্তি মনোবাঙ্মূর্ত্তিভির্জনাঃ।
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহন্ত্যাশু তপসৈব তপোধনাঃ॥" (মনু ১১।২৪২)

[তপস্বিন্ দেখ।]

(ক্লী) তপ এব ধনং কর্ম্মধা। ২ তপোরূপ ধন। (ত্রি) তপঃ ধনং মূল্যং যস্য। ৩ তপস্যাদ্বারালভ্য স্বর্গাদি। ৪ দমনক বৃক্ষ।

তপোধনা (স্ত্রী) তপোধন-টাপ্। মুণ্ডীরীবৃক্ষ। (মেদিনী)

তপোধর্ম্ম (পুং) তপঃ এব ধর্ম্মোযস্য বহুব্রী। ১ তপস্যাই যাহাদের ধর্ম্ম, তপস্বী। তপসোধর্ম্মঃ ৬তৎ। ২ তপস্যার ধর্ম্ম। ৩ গ্রীষ্মকালের ধর্ম্ম।

তপোধৃতি (পুং) তপসি ধৃতিঃ সন্তোষো যস্য বহুব্রী। ১ তপোরত, তপস্বিবিশেষ। ২ সপ্তর্ষিভেদ, দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

তপোনিষ্ঠ (ত্রি) তপসি নিষ্ঠা যস্য বহুব্রী। তপস্যাদিরত।

তপোনিধি (পুং) তপ এব নিধিঃ ধনং যস্য বহুব্রী। তপোধন, তপস্বী। "বিধেঃ সায়ন্তনস্যান্তে স দদর্শ তপোনিধিং।" (রঘু ১ সঃ)

তপোভৃৎ (ত্রি) তপোবিভর্ত্তি তপঃ ভৃ ক্বিপ্, তুক্চ। তপো-ধারক, যাহারা তপস্যা ধারণ করে।

"স্বর্গে তপোভৃতাং রাজন্ ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ।" (হরিবংশ ৬ অঃ)

তপোময় (ত্রি) তপঃ প্রচুরঃ তপঃ দ্রষ্টব্যপদার্থালোচনং তদাত্মকো বা তপস্-ময়ট্। ১ তপঃপ্রচুর। (পুং) ২ দ্রষ্টব্য পদার্থলোচনাত্মক পরমেশ্বর।

"ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ" (ভাগবত ২।৪।১৮)

তপোময়ী (স্ত্রী) তপোময়-ঙীপ্। তপঃপ্রচুরা, তপঃস্বরূপা। "প্রবিশ্য বদরীং পুণ্যাং মুনিজুষ্টাং তপোময়ীং।"(হরিবংশ ২৬৪অঃ)

তপোমূর্ত্তি (পুং) তপঃ আলোচনাভেদ এব মূর্ত্তি র্যস্য বা তপঃপ্রধানা মূর্ত্তি র্যস্য বহুব্রী। ১ পরমেশ্বর। ২ তপস্বী। ৩ সপ্তর্ষিভেদ, দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। (হরিবংশ ৭ অঃ) [তপসোমূর্ত্তি দেখ।]

তপোমূল (ত্রি) তপো মূলং যস্য বহুব্রী। ১ তপস্যাহেতু স্বর্গাদি। (পুং) ২ তামস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্য দেখ।]

তপোযুক্ত (ত্রি) তপসা যুক্তঃ ৩তৎ। তপস্যা দ্বারাযুক্ত।

তপোরতি (ত্রি) তপসি রতি র্যস্য বহুব্রী। ১ তপঃপরায়ণ। (পুং) ২ তামস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্য দেখ।]

তপোরবি (পুং) তপসা রবিরিব। ১ সূর্য্য সদৃশ তেজো-যুক্ত, তপস্ক। ২ দ্বাদশ মন্বন্তরে চতুর্থ সাবর্ণির সময় পুলহ-তনয় সপ্তর্ষিভেদ।

তপোরাশি (পুং) মহামুনি, মুনিশ্রেষ্ঠ।

তপোলোক (পুং) তপোনাম লোকঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। ঊর্দ্ধস্থিত লোকবিশেষ, এই তপোলোক ভূতল হইতে চারি-কোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত আছে।

"চতুঃকোটিপ্রমাণং তু তপোলোকোস্তি ভূতলাৎ।" (কাশীখ° ২৪।২০)

ভূ প্রভৃতি ৭টী লোক ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন হই-য়াছে। ব্রহ্মার পাদদ্বয় হইতে ভূলোক, নাভি হইতে ভুব-র্লোক, হৃদয় হইতে স্বর্লোক, বক্ষঃস্থল হইতে মহর্লোক, গ্রীবা হইতে জনলোক, স্তনদ্বয় হইতে তপোলোক ও মস্তক হইতে সত্যলোক উৎপন্ন হইয়াছে। (ভাগ° ২।৫।৩৮।৩৯) [বিশেষ বিবরণ সপ্তলোক দেখ।]

তপোবট (পুং) তপসো বট ইব। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ। (ত্রিকা°)

তপোবন (ক্লী) তপসো বনং ৬তৎ। ১ তাপস-সেব্য বন-বিশেষ, মুনিদিগের আশ্রমস্থান, যেস্থানে মুনিগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তপস্যা করেন। ২ তন্নামক তীর্থবিশেষ, বৃন্দা-বনস্থিত একটী বন। এইখানে গোপকন্যাগণ কাত্যায়নী-ব্রত করেন। ইহার নিকটেই চীরঘাট। (ভক্তমাল) [বৃন্দাবন দেখ।]

তপোবল (ক্লী) তপসঃ বলং ৬তৎ। তপস্যার বল, তপঃপ্রভাব।

তপোবৃদ্ধ (ত্রি) তপসা বৃদ্ধঃ ৩তৎ। তপস্যাদ্বারা বৃদ্ধ, তপোজ্যেষ্ঠ।

তপোহশন (পুং) ১ সপ্তর্ষিভেদ। [তপসোমূর্ত্তি দেখ।] ২ তাপস মনুর পুত্রভেদ। [তপস্ত দেখ।]

তপ্ত (ত্রি) তপ-ক্ত। ১ দগ্ধ। ২ তাপযুক্ত।

তপ্তকাঞ্চন (ক্লী) তপ্তং যৎ কাঞ্চনং কর্ম্মধা। অগ্নিসংযোগ দ্বারা বিমল কাঞ্চন।

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।" (দুর্গাধ্যান)

তপ্তকুম্ভ (পুং) তপ্তঃ কুম্ভো যত্র বহুব্রী। নরকভেদ। এই নরক অতিশয় ভয়ানক, ইহার চারিদিকে তপ্তকুম্ভ সকল পরিবৃত আছে। এই কুম্ভের মধ্যে লৌহচূর্ণ ও তৈলপূর্ণ রহিয়াছে, তাহাতে অগ্নিশিখা সকল প্রজ্বলিত হইতেছে। যমদূতগণ দুষ্কর্ম্মকারী লোকদিগের মস্তক অধোদিকে করিয়া এই কুম্ভমধ্যে নিঃক্ষিপ্ত করিতেছে। গৃধ্রগণ নেত্র, অস্থি প্রভৃতি উৎপাটিত করিয়া তাহাতে নিঃক্ষেপ করিতেছে। সেই কুম্ভমধ্যে শিরঃ, গাত্র, স্নায়ু, মাংস, ত্বক্ ও অস্থি প্রভৃতি দ্রবীভূত হইলে যমাকিঙ্করগণ দর্ব্বী (হাতা) দ্বারা ইহা ঘুটিয়া থাকে।

এই প্রকারে আবর্ত্তযুক্ত মহাতৈলে দুষ্কর্ম্মকারী লোকগণ উন্মাথিত হইয়া অশেষবিধ যন্ত্রণাভোগ করে। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ) [বিশেষ বিবরণ নরক দেখ।]

তপ্তকৃচ্ছ্র (পুং ক্লী) তপ্তেন জলদুগ্ধাদিনা আচরিতং কৃচ্ছ্রং যত্র বা তপ্তেন আচরিতং। দ্বাদশাহসাধ্য ব্রতবিশেষ। এই ব্রতে প্রথম তিন দিন তপ্তদুগ্ধ, দ্বিতীয় তিন দিন তপ্ত ঘৃত, তৃতীয় তিন দিন তপ্ত জল ও চতুর্থ তিন দিন তপ্ত বায়ু, সমাহিত চিত্ত হইয়া সেবন করিলে দ্বিজগণ পাপ হইতে বিমুক্ত হন। দুগ্ধ উত্তপ্ত হইলে তাহা হইতে যে উষ্ণবাষ্প উঠিতে থাকে, তাহাই তপ্ত বায়ু বলিয়া কথিত হইয়াছে। তপ্তবায়ু ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ দুগ্ধের উত্তপ্ত বাষ্প ভক্ষণ করিবে। দুগ্ধাদি ভক্ষণের পরিমাণ ষট্পল জল, ত্রিপল দুগ্ধ ও এক পল ঘৃত।

প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে এই ব্রত ৪ দিনেও হইতে পারে। প্রথম তিন দিন যথাক্রমে দুগ্ধ, ঘৃত ও জল পান করিবে, চতুর্থ দিবসে উপবাস। ইহাকে চতুরহসাধ্যতপ্তকৃচ্ছ্র কহে *। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

"তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ বিপ্রো জলক্ষীরঘৃতানিলান্।
প্রতিত্র্যহং পিবেদুষ্ণান্ সকৃৎস্নায়ী সমাহিতঃ॥" (মনু ১১।২১৫)

তপ্তপাষাণকুণ্ড (পুং) তপ্তানাং পাষাণানাং কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তবালুক (পুং) তপ্তা বালুকা যত্র বহুব্রী। ১ নরকবিশেষ। [নরক দেখ।] (ত্রি) ২ উত্তপ্ত বালুকাময়।

"সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্ত বালুকে" (ভাগবত ৩।৩০।২২)

তপ্তমাষ (পুং) তপ্তং মাষমিতং সুবর্ণাদিকং যত্র বহুব্রী। পরীক্ষাবিশেষ। একটী লৌহ বা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে বিংশতিপল তৈল ও ঘৃত স্থাপন করিয়া অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত করিতে হইবে। পরে তাহাতে এক মাষা সুবর্ণ নিক্ষেপ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তাহা উত্তোলন করিলে যদি অঙ্গুলি দগ্ধ বা বিস্ফোটাদি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে। (বৃহস্পতি)

ইহার আরও এক প্রকার বিধান এই—

সুবর্ণ, রাজত, তাম্র, লৌহ ও মৃণ্ময় পাত্র ধৌত করিয়া অগ্নিতে স্থাপন করিবে। তাহাতে গব্যঘৃত অথবা তৈল নিক্ষেপ করিবে। পরে প্রাড়্বিবাক (বিচারক) ধর্ম্মের আবাহন ও পূজাদি যথাবিধি করিয়া এই মন্ত্রদ্বারা অগ্নি শুদ্ধ করিবেক।

"ওঁং পরং পবিত্রমমৃতং ঘৃতত্বং যজ্ঞকর্ম্মসু।
দহ পাবক পাপং ত্বং হিমশীতশুচৌ ভব॥"

পরে যে ব্যক্তির পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে, তিনি শুদ্ধ, স্নাত, কৃতোপবাস ও আর্দ্র বস্ত্রযুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্র মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক

"ওঁং ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক।
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং কবে মম॥"

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া তপ্তমাষ উদ্ধার করিবে। যদি হস্ত দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশুদ্ধ জানিতে হইবে। (দিব্যতত্ত্ব) [দিব্য দেখ।]

তপ্তমুদ্রা (স্ত্রী) তপ্তা অগ্নিসন্তপ্তা মুদ্রা কর্ম্মধা। শরীরে ধারণোপযোগী অগ্নিসন্তপ্ত ভগবানের আয়ুধাদি চিহ্ন। [মুদ্রা দেখ।]

তপ্তরহস (ক্লী) তপ্তং রহঃ কর্ম্মধা অচ্ সমাসান্ত। ১ বহ্নি। ২ তপ্তবৎ নির্জ্জন স্থান, অন্যের অনধিগম্য স্থান।

তপ্তরাজতৈল (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈলবিশেষ।

প্রস্তুত-প্রণালী—সর্ষপ তৈল /৪ সের, নোড়, সজিনা, ধুতুরা, বাসক, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমূল, করঞ্জ, বেড়েলা, প্রত্যেকের রস /৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, কট্ফল, ধুতুরাবীজ, চই, জীরা, শুল্ফা, পুনর্ণবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈশলাঙ্গলা, শুকমূলা, কুড়, হরা-

---

* "তপ্তকৃচ্ছ্রং চরন্ ত্র্যহং কুর্ব্বন্ ত্র্যহং সায়ং পিবেচ্ছুচিঃ।
ষট্পলানি সুতপ্তস্য তোয়স্য সুসমাহিতঃ॥
প্রভাতে ত্রীণি দুগ্ধস্য সুতপ্তস্য পিবেৎ ত্র্যহম্।
পানং ঘৃতস্য তপ্তস্য মধ্যাহ্নে ত্রিদিনং পিবেৎ॥
বায়ুভক্ষস্ত্র্যহং চান্ত্যং নির্দহেৎ পাতকং দ্বিজঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)
"তপ্তক্ষীরঘৃতাম্বুনামেকৈকং প্রত্যহং পিবেৎ।
একরাত্রোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রস্য সাধনং॥"
এতচ্চতুরহসাধ্যং তপ্তকৃচ্ছ্রম্।" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

লতা, কৃষ্ণজীরা, সিঙ্গাড়া আকন্দমাটা, জয়পালমূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন, সজিনামূল, উৎপল, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণছাল প্রত্যেক দুই তোলা। এই প্রকারে এই তৈল প্রস্তুত হয়। শিরঃপীড়ায় এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ এবং নেত্রশূল, কর্ণশূল, ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত, বাতশ্লেষ্মা, গলগ্রহ, সকল প্রকার শোথ, জ্বর, প্লীহা, শ্লেষ্মারোগ এই সকল রোগ উপশান্ত হয়।

আর এক প্রকার—

কটুতৈল ৴৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কাথের নিমিত্ত ধুতুরা, (পূতিকা), ডহরকরঞ্জ, ঝাঁটী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরিষ, হিজল, ও সজিনা মিলিত দশমূল প্রত্যেক দুইসের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ মদনফল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, কট্‌ফল, বরুণছাল, মুথা, হিজল, বেলশুঁঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, সজিনাছাল, যমানী ও বঁইচিমূল, প্রত্যেক দুই তোলা। ইহা দ্বারা শিরঃশূল, নেত্রশূল, কর্ণশূল, জ্বর, দাহ, স্বেদ, কামলা, পাণ্ডু ও ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত নষ্ট হয়।

শিরঃশূলে এই ঔষধ বিশেষ ফলপ্রদ। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

তপ্তরূপক (ক্লী) তপ্তং বহ্নিশোধিতং রূপকং রূপ্যং কর্ম্মধা। বিশুদ্ধ রৌপ্য। (রাজনি°)

তপ্তশূর্ম্মিকুণ্ড (পুং) তপ্তা অগ্নিময়ী শূর্ম্মি লৌহপ্রতিমূর্ত্তি যত্র তথাবিধং কুণ্ডং যত্র বহুব্রী। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তশূর্ম্মী (পুং) তপ্তা শূর্ম্মী যত্র বহুব্রী। নরকবিশেষ। যদি পুরুষসকল অগম্যা স্ত্রীতে ও নারীসকল অগম্য পুরুষে উপরত হয়, তাহা হইলে এই নরকে গমন করিয়া থাকে।

এই নরকে পুরুষসকল তপ্তলৌহময়ী নারী আলিঙ্গন করিয়া ও নারীসকল তপ্ত লৌহময় পুরুষ আলিঙ্গন করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। *। [নরক দেখ।]

তপ্তসুরাকুণ্ড (ক্লী) তপ্তায়াঃ সুরায়া কুণ্ডমিব। নরকবিশেষ। [নরক দেখ।]

তপ্তান্ন (ক্লী) তপ্তং অন্নং কর্ম্মধা। তপ্তঅন্ন, গরম ভাত।

তপ্তায়নী (স্ত্রী) তপ্তেন অয্যতেঽত্র অয়-ল্যুট্‌-ঙীপ্। ভূমিভেদ, দরিদ্রগণ সন্তপ্ত হইয়া যে ভূমি প্রাপ্ত হয়, তাহাকে তপ্তায়নী-ভূমি কহে। "তপ্তায়নী মেঽসি" (শুক্লযজু° ৫।৯) 'তপ্তং পুরুষময়তি প্রাপ্নোতীতি তপ্তায়নী। যোহি দরিদ্রক্ষেত্ররহিতোঽহমিতি সন্তপ্যতে তং তাপোপশান্ত্যর্থং প্রাপ্নোষি যদ্বা তপ্তঃ সন্ নরো যস্যাং অয়তি সা তপ্তায়নী।' (বেদদীপ)

* "যস্তিহ বা অগম্যাং স্ত্রিয়ং পুরুষোঽগম্যং বা পুরুষং যোষিদভিগচ্ছতি তাবমুত্র কশয়া তাড়য়ন্তস্তিগ্ময়া শূর্ম্ম্যা লোহময্যা পুরুষমালিঙ্গয়ন্তি স্ত্রিয়ঞ্চ পুরুষরূপয়া শূর্ম্ম্যা।" (ভাগ° ৫।২৬।২০)

তপ্য (পুং) তপ-যৎ। ১ শিব। "যজ্ঞাবাহায় দাত্রায় তপ্যায় তপনায় চ।" (ভারত ১৩.২৮৬ অ°) (ত্রি) ২ তপনীয়।

তপ্যতু (ত্রি) তপ-যতুন্। তাপক সূর্য্যাদি। "সূর্য্যস্তপতি-তপ্যতুর্ব্বা" (ঋক্ ২।২৪।৯) 'তপ্যতুস্তাপকঃ সূর্য্য' (সায়ণ)

তফা (আরবী) উত্তম, উৎকৃষ্ট, চমৎকার, অদ্ভুত।

তফাৎ (আরবী) অন্তর, দূরত্ব, প্রভেদ।

তফ্‌রীক্ (আরবী) বিভাগ, অন্তর।

তফসীল (আরবী) জায়, তালিকা। বিশেষ দর্শন।

তবঈ (আরবী) ১ স্বাভাবিক। ২ চুম্বক, চূর্ণক।

তবক্ (আরবী) ১ স্তব। ২ থাক। ৩ অংশ। ৪ শ্রেণীভাগ।

তবকী (ত্রি) তবকযুক্ত।

তবল (আরবী) বাদ্যযন্ত্রভেদ।

তবলক্ (আরবী) তবলা।

তবলা (আরবী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম তল-মৃদঙ্গ, ইহা সভ্য যন্ত্র।

তব (পারসী) পাকসাধন লৌহপাত্রভেদ, তাওয়া।

তবাকা (আরবী) নির্ভর, আশা।

তবাজা (আরবী) ১ অবধান, দৈন্যভাব। ২ ভাণ। ৩ ফাঁকা শিষ্টাচার।

তবাস (আরবী) অনুসন্ধান।

তবাহি (আরবী) বিপদ, আপদ, ধ্বংস।

তবিঅৎ (আরবী) ১ অধীনতা। ২ ত্যাগস্বীকার। ৩ স্বভাব, প্রকৃতি। ৪ শরীর।

তবীকুর (দেশজ) লতাভেদ। (Unona dumosa)

তবীল (আরবী) তহবীল, জিম্মা, বিশ্বাস, নির্ভর।

তবু (দেশজ) তথাপি।

তম (ক্লী) তাম্যত্যনেন তম করণে সংজ্ঞায়াং ঘঞর্থে ঘ। ১ অন্ধকার। ২ পাদাগ্র। ৩ তমোগুণ। ৪ রাহু। (পুং) ৫ তমালবৃক্ষ।

তমক (পুং) তাম্যত্যত্র তম-বুন্। শ্বাসরোগভেদ, এই শ্বাসরোগে তৃষ্ণা, স্বেদ, বমথুপ্রায় (সর্ব্বদা গা বমি বমি করা) ও কণ্ঠ-ঘুর্ঘুরিকা হয়। দুর্দ্দিনে (মেঘাচ্ছন্নদিনে) ইহা অতিশয় বাড়িয়া উঠে। "তমকস্তাসঃসাধ্যঃ... তমকঃ কৃচ্ছ্র উচ্যতে। ...শ্বাসা ন সিধ্যন্তি তমকো দুর্ব্বলস্য চ।" [illegible]

তমকা (স্ত্রী) তমাল বৃক্ষ। ([illegible])

তমঙ্গ (পুং) মঞ্চস্থান

গঙ্গার পশ্চিম মোহানার নিকটস্থ তমলুকের অধিবাসী-দিগকে দমলিপ্ত বা তমলিপ্ত করে।

তমলুক অতিশয় সমৃদ্ধিশালী বলিয়া অনেক পুস্তকে বর্ণিত আছে। রত্নাকর নামে তমলুকে একটী সহর ছিল। এই নামের অস্তিত্ব ক্রমেই লোপ পাইতেছে। রত্নাকর নামেই প্রাচীন তমলুকের ধনশালিতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করে।

এই উপবিভাগের ভূ-পরিমাণ ৬২০ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ১৫২২ খানি গ্রাম আছে। ১৮৫১ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে তমলুক উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে। এখানে ৫১৫ একর জমি জায়গীর আছে।

২ উক্ত তমলুক উপবিভাগের সদর। অক্ষা° ২২° ১৭´ ৫০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ, মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব অংশে ও রূপনারায়ণ নদীর উপর অবস্থিত। তমলুক সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। এই স্থানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করে; হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তমলুক সহর মেদিনীপুর জেলার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র।

আধুনিক ইতিহাসে তমলুক বৌদ্ধদিগের একটী বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খৃঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান এই স্থান হইতে অর্ণব-যানে আরোহণ করিয়া সিংহলে গমন করিয়াছিলেন। ইহার ২৫০ বর্ষ পরে হিউএন্ সিয়াং তমলুকে আসিয়াছিলেন। তিনিও তমলুককে বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ-মঠ ও বৌদ্ধসন্ন্যাসী এবং মহারাজ অশোকনির্ম্মিত ২৫০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অবনতির পরও এই স্থান সামুদ্রিক বাণিজ্যের আগার বলিয়া বর্ণিত আছে। বহুসংখ্যক ধনাঢ্য বণিক ও জাহাজাধিকারী এই বন্দরে বাস করিত। নীল, তুঁত, পশম এবং বস্ত্র ও উদ্ভিজ্জের বহুমূল্য দ্রব্যাদি প্রাচীন তমলুক নগর হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে নগরের নীচেই সমুদ্র প্রবাহিত ছিল; সমুদ্র দূরে সরিয়া গেলেও ইহার বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ৬৩৫ খৃঃ অব্দে হিউএন্ সিয়াং এই নগরের নিম্নেই সমুদ্র দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সমুদ্র নগরের ৬০ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গার মোহানায় মৃত্তিকাস্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় তমলুক এখন গঙ্গার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছে। কৃষকগণ কূপ ও পুষ্করিণী খনন করিবার সময় ১০ হইতে ২০ ফিটের [illegible] সামুদ্রিক [illegible]।

প্রাচীন ময়ূরবংশের [illegible] পরিখা ও দুর্গ [illegible] দ্বারা বেষ্টিত করিয়া [illegible] করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান কৈবর্ত্তরাজগণের প্রাসাদের পশ্চিমাংসে উক্ত ময়ূরবংশের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার অন্য কোন চিহ্ন নাই। কৈবর্ত্তরাজ-প্রাসাদ রূপনারায়ণ নদীতটে ৩০ একর জমীর উপর অবস্থিত।

তমলুকের বর্গভীমা (কালী) দেবীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে। নিম্নের বর্ণনাটী তমলুকের অধিকাংশ অধিবাসী বিশ্বাস করে। ময়ূরবংশীয় রাজা গরুড়ধ্বজের আদেশে একজন ধীবর রাজার ভক্ষণার্থে প্রত্যহ শোলমাছ আনয়ন করিত। একদিন ধীবর দুরদৃষ্টবশতঃ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও শোলমাছ পাইল না। ইহাতে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। দরিদ্র ধীবর কোন উপায়ে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল। এই স্থানে ভীমাদেবী তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে যথাযথ সমস্ত প্রকাশ করিল। বর্গভীমা তাহাকে কতকগুলি মাছ ধরিয়া শুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। দেবী একটী কূপের উল্লেখ করিয়া ধীবরকে জানাইলেন যে, এই কূপের জল প্রক্ষেপ করিলে তাহার ইচ্ছামত মাছ জীবিত হইবে। ধীবর দেবীর অনুগ্রহে উক্ত উপায়ে প্রত্যহ রাজাকে মাছ যোগাইতে লাগিল। সকল সময়েই ধীবর মাছ আনিতেছে, ইহা দেখিয়া রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং কি উপায়ে মাছ আনিতে সমর্থ হইতেছে ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে প্রথমে এই গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে অসম্মত হইল। কিন্তু পরিশেষে রাজার ভয়ে সেই মৃতসঞ্জীবক কূপের কথা বলিল। ভীমাদেবী ধীবরের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ হইয়া তাহার বাটীতে বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু কূপের বিষয় প্রকাশ করায় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি ধীবরের গৃহ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন এবং প্রস্তরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপবেশনাবস্থায় কূপের মুখের নিকট রহিলেন। ধীবর রাজাকে কূপটী দেখাইয়া দিল। রাজা কূপের নিকট যাইতে পারিলেন না; তিনি সেই প্রস্তরমূর্ত্তির উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই মন্দিরই বর্ত্তমান বর্গভীমার মন্দির। কথিত আছে, এই কূপে কোন দ্রব্য নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা স্বর্ণে পরিণত হইত। দেবীর মন্দিরটী রূপনারায়ণ নদীর তটে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। [ব্রহ্মপুরাণ দেখ]

[illegible]

তমঙ্গক (পুং) ইন্দ্রকোষ, মঞ্চক, বারাণ্ডা।

তমত (ত্রি) তম কাঙ্ক্ষায়াং অতচ্। তৃষ্ণাপর, তৃষিত।

তমপ্রভ (পুং) তম ইব প্রভা অস্মিন্ বহুব্রী। নরকভেদ। [নরক দেখ।]

তমর (ক্লী) তমঃ রাতি রা-ক। বঙ্গ।

তমরসেরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মলবার বিভাগের একটী গিরিপথ। অক্ষা° ১১° ২৯′ ৩০″ ও ১১° ৩০′ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪′ ৩০″ ও ৭৬° ৫′ ১৫″ পূঃ। কালিকট হইতে মহিসুর পর্য্যন্ত রাস্তা পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উপর দিয়া তমরসেরি অভিমুখে গিয়াছে। কাফি প্রভৃতির রপ্তানির জন্য এই পথটী বিশেষরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

১৭৭৩ খৃঃ অব্দে কালিকটে যাত্রাকালে হাইদার আলি এবং মলবার আক্রমণ করিবার জন্য সুলতান টিপু এই পথটী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তমরাজ (পুং) তম ইব রাজতে রাজ-টচ্। শর্করাবিশেষ। পর্য্যায় শালক। ইহার গুণ জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তনাশক। (রাজব°)

তমলা, একটী নদী, বর্দ্ধমান জেলায় উথরা গ্রামের পশ্চিমে সেরগড় পরগণা হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বমুখে ভোটরা গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া দামোদরে পতিত হইয়াছে।

তমলুক, বঙ্গদেশে মেদিনীপুর জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২১° ৫৩′ ৩০″ ও ২২° ৩২′ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৩৯′ ৪৫″ ও ৮৮° ১৪′ পূঃ। এই স্থানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই উপবিভাগে তমলুক, পাঁচকুড়া, মসলন্দপুর, সুতাহাটা এবং নন্দিগ্রাম এই পাঁচস্থানে ৫টী পুলিশ থানা আছে। ১৮৮৪ সালে এই মহকুমায় ৪টী ফৌজদারী, ২টী দেওয়ানী আদালত এবং ১৪৭ জন পুলিসের কর্ম্মচারী ও ১৩৮০ জন চৌকিদার ছিল।

এখানে ১১ জন বিখ্যাত জমিদার আছেন। এই মহকুমার ভূমির আয় ১২৭৪১০ টাকা। তমলুক সহর ও কেলোমাল গ্রামটী প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে তমলুক হিজলির কলেক্টরের অধীনে লবণ-মহল ছিল।

পূর্ব্বকালে এখানে বৌদ্ধদিগের একটী বিখ্যাত সহর এবং পূর্ব্বাদেশীয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। বহুদিন হইল, তমলুক হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সকল নিদর্শনই বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তমলুকের কোন কোন হিন্দু পরিবার বৌদ্ধদিগের ন্যায় মৃতদেহ কবরিত করে। রাজপুতকুলোদ্ভব ময়ূরবংশ পূর্ব্বে তমলুকে রাজত্ব করিতেন। ময়ূরধ্বজ, তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ, গরুড়ধ্বজ এবং বিদ্যাধর রায়, তমলুকের এই প্রথম পাঁচজন রাজার সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তমলুকের অষ্টচত্বারিংশৎ রাজা কেশবরায় কর না দেওয়ায় ১৬৭৫ খৃঃ অব্দে মোগল সম্রাট্ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন এবং ১৬৫৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হরিরায় এই রাজ্যশাসন করেন। হরিরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ও পুত্রের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। ১৭০১ খৃঃ অব্দে হরিরায়ের ভ্রাতার বংশলোপ হইলে পুনরায় তমলুক রাজ্য একত্র হইয়া নারায়ণরায় ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্তগত হয়। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে মীর্জা দিদার-বেগ বলপূর্ব্বক সিংহাসন হস্তগত করিয়া ১৭৬৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিজ অধিকারে রাখিলেন। উক্ত খৃঃ অব্দে গবর্ণরের আদেশে তমলুক পুনরায় সিংহাসনচ্যুত রাজার স্ত্রী সন্তোষপ্রিয়া এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার অধিকারে আসিল। রাণী সন্তোষপ্রিয়ার দত্তক এবং কৃষ্ণপ্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র ছিল। ইহারা যথাক্রমে ।/০ এবং ॥/০ আনা অংশ পাইলেন। ১৭৯৫ অব্দে ॥/০ আনার অংশীদার আনন্দনারায়ণ রায় ।/০ আনা অংশীদার শিবনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে একটী দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। আনন্দনারায়ণ রায় অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই পত্নী লক্ষ্মীনারায়ণ রায় এবং রুদ্রনারায়ণ রায় নামে দুইটী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইলেন। কিন্তু দুই ভ্রাতার মধ্যে অনবরত বিবাদ-বিসম্বাদ হওয়ায় ক্রমে উভয়েরই সম্পত্তি নষ্ট হইল।

তমলুক পরগণায় কয়েকটী বাঁধ আছে; এইজন্য বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায় না। গঙ্গা ও রূপনারায়ণের নিকট তমলুক অবস্থিত। এইজন্য এই প্রদেশের উৎপন্ন-দ্রব্য সহজেই অন্যত্র চালান দেওয়া যাইতে পারে। চাউল, নারিকেল, তুঁত, এবং নানাবিধ শাকসব্জি এই পরগণার বাণিজ্যদ্রব্য। এই পরগণায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে।

তমলুকের অনেক অধিবাসী পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এখানকার লবণের ব্যবসায় যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই প্রদেশ ইংরাজগবর্মেণ্টের হস্তগত হইলে গবর্মেণ্ট লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আর তমলুকবাসিগণ লবণ প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহাতে অনেক দরিদ্রলোকের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে।

তমলুক গঙ্গার মোহানার নিকট অবস্থিত। ৪র্থ হইতে ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্যপোত এই স্থানে আগমন করিত।

তাঁহাদের আদিপুরুষ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অপর একটী উপাখ্যানে আমরা অবগত হই যে, ধনপতি নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বণিক্ রূপনারায়ণ নদী দিয়া যাইবার কালে তমলুক বন্দরে অবরোহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি কোন এক ব্যক্তিকে একটী স্বর্ণকলস লইয়া যাইতে দেখিলেন। কথা-প্রসঙ্গে, তাহার নিকট অবগত হইলেন যে, নিকটবর্ত্তী একটী ঝরণার জল পিত্তলকে স্বর্ণ করিতে পারে। সেই ব্যক্তি তাহাকে ঝরণাটী দেখাইয়া দিল, ধনপতি তমলুক-বাজারের সমস্ত পিত্তল ক্রয় করিয়া স্বর্ণে পরিণত করিলেন, এবং সিংহলের অধিবাসীদিগের নিকট তাহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান্ হইলেন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তমলুকে এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। এই মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য অতিশয় বিস্ময়জনক। মন্দিরটী ত্রিরাবৃত্ত প্রাচীরে বেষ্টিত, দেখিতে বিশেষ সুন্দর। প্রাচীরটী ৬০ ফিট্ উচ্চ, পত্তনের উপর ইহা ৯ ফিট্ প্রস্থ। এই মন্দিরের স্থানে স্থানে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে এত উচ্চে যে, কিরূপে এই প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডগুলি উত্তোলন করা হইয়াছে, তাহা ভাবিলে তমলুকবাসীদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুচক্র দৃষ্ট হয়। মন্দিরটী ৪ অংশে বিভক্ত, (১) বড় দেউল (এই স্থানে দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত), (২) জগমোহন, (৩) যজ্ঞমণ্ডপ, (৪) নাটমন্দির। মন্দিরের বহির্ভাগের দরজা হইতে সাধারণ রাস্তা পর্য্যন্ত কতকগুলি সিঁড়ি এবং সিঁড়ির উভয়পার্শ্বে ২টী স্তম্ভ আছে। মন্দিরের অধিকৃত স্থানের মধ্যে বাহিরের দিকে একটী কেলিকদম্ব বৃক্ষ দেখা যায়। প্রবাদ, এই বৃক্ষের অনুগ্রহ হইলে বন্ধ্যানারীও সন্তান লাভ করে। স্ত্রীগণ বৃক্ষের অনুগ্রহলাভার্থে তাহাদের চুলে দড়ি প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষশাখার সহিত ইট ঝুলাইয়া রাখে।

বর্গভীমাদেবীকে সকলেই অতিশয় ভয় করে। দেবীর রাগ অতিশয় প্রচণ্ড। ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীগণ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে যখন তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেবীর ভয়ে তথায় কোনরূপ অত্যাচার করিল না; পক্ষান্তরে দেবীকে অতিশয় ধূমধামের সহিত অর্চ্চনা করিল। মন্দিরের নিকটে রূপনারায়ণ নদী প্রশান্ত, কিন্তু কিয়দ্দূরেই ইহার বেগ অতিশয় তীব্র। অধিবাসিগণ বলে, রূপনারায়ণ নদী দেবীর ভয়ে ক্রোড় হইয়াই মন্দিরের নিকটে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়। অনেকবার নদী বর্দ্ধিত হইয়া মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছিল এবং একবার মন্দির হইতে নদীর ৫ গজ মাত্র ব্যবধান ছিল। জলের আঘাতে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় পুরোহিতগণ পলায়ন করিলেন। কিন্তু নদীর জল আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। মন্দির নিরাপদে রহিয়া গেল।

তমলুকে বিষ্ণুর একটী মন্দির আছে। প্রবাদ, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব তমলুকে আসিলে তমলুকের ময়ূরবংশীয় রাজা তাম্রধ্বজ সেই অশ্ব ধৃত করিলেন। সুতরাং অশ্বরক্ষক সৈন্যদিগের সেনাপতি অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে তাম্রধ্বজ জয়লাভ করিয়া কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে আবদ্ধ করিয়া আনিলেন। কৃষ্ণ স্বয়ং বিষ্ণু; এই জন্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে আবদ্ধ করায় তাম্রধ্বজের পিতা তাহাকে অতিশয় তিরস্কার এবং কৃষ্ণের বিস্তর অনুনয় করিলেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবেন এই আশায় একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিতে রাজা আদেশ দিলেন। এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের নাম বিষ্ণু ও নারায়ণ। প্রায় ৫০৬ শত বর্ষ গত হইল, স্থানীয় নদী এই মন্দিরটীকে আত্মসাৎ করিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহদ্বয়কে রক্ষা করা হইয়াছিল। এই বিগ্রহের জন্য গোপ-জাতীয় কোন স্ত্রীলোক একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছে। এই মন্দিরের আকৃতি ও নির্ম্মাণ-কৌশল বর্গভীমাদেবীর মন্দিরের সদৃশ।

তমলুক অতি প্রাচীন সহর। ইহার সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্ত। মহাভারতেও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ দেখা যায়। দশকুমারচরিত, বৃহৎকথা প্রভৃতি গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপাবলীর সহিত তাম্রলিপ্তের যথেষ্ট বাণিজ্য চলিত এবং সমুদ্র হইতে ৮ মাইল মাত্র দূরে এই সহর অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তর্হিত হইলে ইহা হিন্দুধর্ম্মের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

কেহ কেহ তমসা লিপ্তঃ অর্থাৎ পাপকলঙ্কিত, এই দুই কথা হইতে তাম্রলিপ্তের ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণ করেন। ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই স্থানে ধর্ম্মনিয়ম তাদৃশ প্রতিপালিত হইত না। যাহা হউক, তাম্রলিপ্তের উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ একটী আখ্যান প্রচলিত আছে—বিষ্ণু কল্কিঅবতারে দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত হইলে তাঁহার গাত্র হইতে তাম্রলিপ্তে ঘর্ম্ম পতিত হইল। স্বেদধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় এই স্থান পবিত্র ক্ষেত্রে পরিণত ও ইহার নাম তাম্রলিপ্ত হইল। সংস্কৃত গ্রন্থবিশেষে লিখিত আছে

যে, ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকস্থ তাম্রলিপ্ততীর্থে স্নান করিলে নরগণ সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। আরও কথিত আছে, যখন মহাদেব দক্ষকে বিনাশ করিলেন, তখন ব্রহ্মহত্যা পাপ-হেতু তাঁহার হস্ত হইতে দক্ষের ছিন্ন মস্তক পরিভ্রষ্ট হইল না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি দেবগণের শরণ লইলেন। দেবগণ তাঁহাকে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিতে পরামর্শ দিলেন। মহাদেব তাম্রলিপ্ত ব্যতীত অপর সমস্ত তীর্থেই গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তাহার হস্তে দক্ষের মস্তক ঘর্ম্মলিপ্ত অবস্থায় রহিয়া গেল। তখন তিনি হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এই কালে বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তাম্রলিপ্তে যাইতে বলিলেন। তদনুসারে মহাদেব তাম্রলিপ্তে যাইয়া বর্গভীমা ও বিষ্ণুনারায়ণের মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী জলাশয়ে স্নান করিলেন। স্নান করিবামাত্র দক্ষের মস্তক তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। এইজন্য এই স্থানকে কপাল-মোচন কহে এবং ইহা একটী প্রধান তীর্থক্ষেত্ররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কালক্রমে এই স্থানটী নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। এখনও বহুসংখ্যক যাত্রী পূর্ব্বে যে স্থানে বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত ছিল, সেই স্থানে বারুণী পর্ব্বোপলক্ষে স্নান করিয়া থাকে।

তাম্রলিপ্তের প্রাচীনতম রাজগণ ক্ষত্রিয় এবং ময়ূর-বংশ-সম্ভূত। এই রাজগণের প্রকৃত ঐতিহাসিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ময়ূরধ্বজপ্রমুখ পাঁচজন রাজার বিষয়ে অনেক আখ্যায়িকা শুনিতে পাওয়া যায়। ময়ূরবংশের শেষ রাজার নাম নিঃশঙ্কনারায়ণ। ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন। ইহার মৃত্যুর পর কালু ভুঁইয়া নামা জনৈক সরদার তাম্রলিপ্তের সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই কালুভুঁইয়া তাম্রলিপ্তের কৈবর্ত্তরাজবংশের আদিপুরুষ। পাশ্চাত্য-লেখকগণের বিশ্বাস কৈবর্ত্তগণ আদিম-নিবাসী ভুঁইয়াদিগের সন্ততি এবং ইহারা পরবর্ত্তিকালে হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে।

বৃটিশগবর্মেণ্টের অধীনে এই সহরে ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে একটী থানা, একটী দাতব্য ঔষধালয় ও একটী ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

[তাম্রলিপ্ত, মেদিনীপুর ও ময়নাগড় প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

তমস্ (ক্লী) তাম্যত্যনেন তম্-অসুন্ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) প্রকৃতির গুণবিশেষ।

তমস (পুং) তম-অসচ্। (অত্যবিচমিতমীতি। উণ্ ৩।১১৭) ১ কূপ। ২ অন্ধকার। (ক্লী) ৩ নগর।

তমসা (স্ত্রী) তমইব জলমস্ত্যস্যাঃ তমস্-অচ্-টাপ্। নদী-বিশেষ। ইহা একটী তীর্থ-স্থান, যাহার নাম স্মরণ করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়, তাহার নাম তমসা।

'যস্যাং স্মরণাৎ তাম্যতি পাপং সা তমসা।' (জয়মঙ্গল)

রামচন্দ্র বনগমন সময়ে এই তমসা নদী তীরে প্রথম রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুমন্ত্র রামচন্দ্রের সহিত এই নদীতীর পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছিলেন, পরদিন প্রভাতে এই নদীতীর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামা° ২।৪৫ অঃ)

বামনপুরাণের মতে—শোণ, নর্ম্মদা, সুরসা, মন্দাকিনী, তমসা, করতোয়া প্রভৃতি নদী অতিশয় বেগবতী, এবং এই সকল নদী বিন্ধ্যাচল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"মন্দাকিনী দশার্ণা চ চিত্রকূটাহি বেদিকা।
চিত্রোৎপলা বৈ তমসা করতোয়া পিশাচিকা॥"
"বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাশ্চ নদ্যপুণ্যজলাঃ শুভাঃ।"

(বামনপু° ১৬ অঃ)

এই নদীর জল অতিশয় পবিত্র, পাপবিনাশক এবং দৈব ও পৈত্র্যাদি কার্য্য করিলে আশুফলপ্রদ। এই নদী জগতের মাতৃস্বরূপা ও মহাসাগরের পত্নী। (বামনপু°)

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহার উৎপত্তি ঐ একরূপই দেখা যায়। (মার্ক° ৫৮।২২-২৫) ইহার বর্ত্তমান নাম তোন্স্।

তমস্যা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে গড়বাল রাজ্য ও দেরাদুন জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকট-বর্ত্তী যমুনোত্তরীর উত্তরাংশে অক্ষা° ৩১°৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮°৪০ পূঃ। সমুদ্রতট হইতে ১২৭৮৪ ফিট্ উচ্চ হইতে এই নদী উত্থিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ৩১ ফিটের অনধিক এবং জলও হাঁটুর অধিক নহে। ৩০ মাইল পর্য্যন্ত পশ্চিমবাহিনী; ইহার স্থানে স্থানে কতকগুলি নির্ঝর আছে। ৩০ মাইল পরেই ইহা রূপী নদীর সহিত মিশিয়াছে। এইস্থলে ইহার বিস্তৃতি ১২০ ফিট্। ১৯ মাইল পরে পাবর নদীর সহিত তমসার মিলন দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে উক্ত মিলিত নদী জোনসর, বয়ার এবং জুব্বল ও শিরমুর রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত হইয়াছে। এইখানে তমসা কতকগুলি উচ্চ-নীচ চূর্ণপ্রস্তরময় গহ্বরের মধ্য দিয়া প্রায় ঠিক দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ইহা শলবী নদীর সহিত মিলিয়াছে, পরে ৩০´৩০´ উঃ, অক্ষা° এবং ৭৭°৫৩´ পূঃ দ্রাঘি° মধ্যে যমুনায় পড়িয়াছে।

তমসার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল। যমুনার সহিত সঙ্গম-স্থলে তমসাকে যমুনাপেক্ষা বৃহত্তর দেখায়। সুতরাং ইহাকেই প্রধানরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

তমসার দৈর্ঘ্য ১৬ মাইল। ইহার উৎপত্তিস্থলের ২৬ মাইল দূরে বামতট দিয়া জব্বলপুর হইতে আলাহাবাদের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আলাহাবাদ হইতে মীর্জাপুরের রাস্তা দিয়া চলিতে হইলে তমসার মোহানার ১২ মাইল দূরে এই নদী পার হইতে হয়। এই নদীর উপর দিয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের সেতু আছে। গ্রীষ্মকালে এই নদীর স্থানে স্থানে নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। জলের বেগ অতি প্রচণ্ড, সময় সময় বান হয়, হঠাৎ জল ২৪।২৫ ফিট্ উচ্চ হইয়া উঠে। ইহার জল ৬৫ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে।

সতনি, বেহাবা, মোহন, বেলুন, মেওতি এবং অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্রনদী তমসার সহিত মিলিত হইয়াছে। দেরা-দুনে মহেশপুর এবং আলাহাবাদের রামনগরের নিকট এই নদী প্রবাহিত। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে এই নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এই নদী ও মুরলা সীতার সখীরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

তমসাকৃত (ত্রি) তমসাচ্ছন্ন।

তমস্সুক (আরবী) দলিল, অধমর্ণ রাজকীয় পত্রে যাহা লিখিয়া-দিয়া উত্তমর্ণের নিকট ঋণস্বরূপ অর্থাদি গ্রহণ করে, খত।

তমস্ক (ত্রি) তমস্-কন্। তমঃস্বরূপ।

তমস্কান্ত (পুং) তমসঃ কান্তঃ ৬তৎ। কস্কাদি বিসর্গস্য সঃ। তমঃসমূহ। "কপাতমস্কান্তমলীমসং নভঃ" (মাঘ)

তমস্ততি (স্ত্রী) তমসাং ততিঃ ৬তৎ। ১ অন্ধকারসমূহ। তমিস্র। (মেদিনী)

তমস্বৎ (ত্রি) তমস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। তমোযুক্ত।

তমস্বতী (স্ত্রী) তমস্বৎ-ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমস্বিন্ (ত্রি) তমোঽস্ত্যস্যেতি তমস্ বিনি সান্তত্বাৎ মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। ১ তমোযুক্ত।

তমস্বিনী (স্ত্রী) তমস্বিন্ ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমাক [তামাক দেখ।]

তমাচা [পারসী] চড়, থাবড়।

তমাম্ (আরবী) সম্পূর্ণ।

তমাল (পুং ক্লী) তমাতে কাঙ্ক্ষ্যতে তম কালন্ (তামবিশি বিড়ীতি। উণ্ ১।১১৭) ১ পত্রক, তেজপাত। (পুং) ২ বৃক্ষ-বিশেষ, তমাল গাছ। পর্য্যায়—কালস্কন্ধ, তাপিঞ্ছ, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল মহাবল। (Xanthocymus pictorius) এই বৃক্ষ দেখিতে অতিশয় মনোরম। ২০ হইতে ২৭।২৮ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ভারত-বর্ষে অনেক স্থানে এই বৃক্ষ জন্মে। তমালের ফুল বৃহৎ ও শাদা। বৈশাখ মাসে ফুল ফুটিয়া থাকে। তমাল ফলও অত্যন্ত সুন্দর এবং দেখিলেই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে। ইহার আয়তন কমলানেবুর ন্যায়; উপরিভাগ কুলের ন্যায় মসৃণ, উজ্জ্বল ও পীতবর্ণবিশিষ্ট। কিন্তু এই ফল তীব্র অম্লরসযুক্ত। ইহার বহিস্ত্বক্ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টক। কোমল অংশ (যে স্থানে বীজ জন্মে) অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু এই অংশ ভক্ষণ করিলেও কাহারও কাহারও প্রায় দুই দিবস পর্য্যন্ত দাঁত টকিয়া থাকে। এইরূপ তীব্র অম্লতা সত্ত্বেও তমাল ফলের একরূপ সুস্বাদ আছে। শ্রাবণ ভাদ্রমাসে এই ফল পাকে। এই কালে শৃগালেরা ঐ ফল বহু পরিমাণে ভক্ষণ করে। তমাল-ফলের আচার সুখাদ্য নহে।

বৈদ্যক-মতে ইহার গুণ—মধুর, বল্য, বৃষ্য, শৈত্য, গুরু, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ ও শ্রমনাশিকর। (রাজনি°)

এই বৃক্ষের সার গুরু ও কৃষ্ণবর্ণ এবং উপরিস্থ ত্বক মলি-নাভ। পত্র তেজঃপত্রাকৃতি। ইহার ছায়া অন্ধকারময় ও সচঞ্চল। ইহার পর্য্যায়গত নীলতাল, কালতাল ও নীলধ্বজ শব্দত্রয় দ্বারা ইহাকে নীলবর্ণের তালসদৃশ তরু বলিয়া ভ্রম জন্মে। ফলে ইহার সার তালতরুর সদৃশ এবং ফল তাল-ফলাকৃতি, তজ্জন্য নীলতালকে কালতাল কহে। তমালদল পর্য্যু-ষিত হয় না *। ৩ তিলকবৃক্ষ। ৪ খড়্গভেদ। ৫ বরুণবৃক্ষ। ৬ কৃষ্ণখদির। ৭ বংশত্বক্।

তমালক (ক্লী) তমালপত্রবৎ বর্ণেন কায়তি কৈ-ক। ১ সুনিষণ্ণ শাক। তমালমেব স্বার্থে কন্। ২ পত্রক, তেজ-পাত। ৩ স্থলপদ্ম। (পুং) ৪ তমালবৃক্ষ। [তমাল দেখ।]

তমালপত্রচন্দনগন্ধ (পুং) বুদ্ধভেদ।

তমালিকা (স্ত্রী) তমালাঃ সন্ত্যত্র তমাল-ঠন্। ১ তাম্রলিপ্ত প্রদেশ, তমলুক। ২ তাম্রবল্লী। ৩ ভূম্যামলকী (রাজনি°)

তমালিনী (স্ত্রী) তমালো তমালবর্ণো হস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্। ২ তমোলিপ্ত, তমলুক। (হেম°)

তমালী (স্ত্রী) তম-কালন্ গৌরা° ঙীষ্। ১ তাম্রবল্লী। ২ মঞ্জিষ্ঠা। ৩ বরুণবৃক্ষ।

তমি (পুং) তম্যতে গ্লায়তে হব তম-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ১ রাত্রি। ২ মোহ।

তমিন্ (ত্রি) তম-ঘিনুণ্ (শমিত্যষ্টাভ্যো ঘিনুণ্। পা° ৩।২।১৪১) অন্ধকারযুক্ত।

---

* "বিল্বপত্রঞ্চ মাধ্যঞ্চ তমালামলকীদলং।
কহ্লারং তুলসীচৈব পদ্মকং মুনিপুষ্পকং ॥
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকং ॥" (যোগিনীতন্ত্র)

তমিনাথ (পুং) তমীনাং নাথঃ ৬তৎ। নিশানাথ, চন্দ্র।

তমিষীচ (স্ত্রী) তমিং মোহং সিঞ্চতি সিচ-ইন্ সংজ্ঞায়াং ষত্বং পৃষো° দীর্ঘঃ। ১ অপ্সরোভেদ।

"যাঃ ক্লন্দাস্তমিষীচয়োঽক্ষকামা মনোমহঃ (অথর্ব্ব ২।২।৫)

(ত্রি) ২ বলবান্। মিমত্রসন্ তমিষীচীরভৈষুঃ" (ঋক্ ৮।৪৮।১১)

'তমিষীচী বলবত্যঃ' (সায়ণ)

তমিস্র (ক্লী) তমোঽস্ত্যত্র (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ বা তমিস্রা অস্ত্যাশ্রয়ত্বে- নাস্য অচ্। ১ অন্ধকার। ২ ক্রোধ। ৩ নরকবিশেষ।

"অমঙ্গলানাঞ্চ তমিস্রমুল্বণং বিপর্য্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ।"

(ভাগবত ৪।৭।৪৪)

তমিস্রপক্ষ (পুং) তমিস্রং অন্ধকারং তৎপ্রধানো পক্ষঃ মধ্যলো°। কৃষ্ণপক্ষ।

তমিস্রা (স্ত্রী) তমো বহুত্বমস্তি অস্যাং (জ্যোৎস্না তমিস্রেতি। পা ৫।২।১১৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ধকার রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ নিশা, তমোযুক্ত রাত্রিমাত্র। ২ দর্শরাত্রি। ৩ তমস্ততি, অন্ধকার রাশি।

"সূর্য্যাস্তপত্যা বরণায় দৃষ্টেঃ কল্পেত লোকস্য কথং তমিস্রা।"

(রঘু ৫।১৩)

তমী (স্ত্রী) তমি-ঙীষ্। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

তমুষ্টুহীয় (ক্লী) তমুষ্টুহি ইত্যাদিকর্চমধিকৃত্য প্রবৃত্তঃ ইং ছ। সূক্তভেদ।

তমেরু (ত্রি) তাম্যতি তম-এরু। গ্লানিযুক্ত।

"অতমেরু যজ্ঞো হতমেরু যজমানস্য প্রজা ভূয়াৎ।" (শুক্লযজুঃ ১।২৪) 'তমু গ্লানৌ তাম্যতীতি তমেরু ঔণাদিক এরু প্রত্যয়ঃ ন তমেরুঃ অতমেরু। তম্সাচ্ছাদনেন গ্লানিরহিতো ভবতু।'

(বেদদীপ°)

তমোগা (ত্রি) ১ অন্ধকারে গমনকারী। (পুং) ২ কৃষ্ণের নামান্তর।

তমোগু (পুং) রাহু।

তমোগুণ (পুং) তমসঃ গুণঃ ৬তৎ। প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, এই গুণের প্রাধান্য হইলে মনুষ্যসকল কাম-ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলে। [তমস্ দেখ।]

তমোঘ্ন (পুং) তমোঽন্ধকারং বা মোহং অজ্ঞানং হন্তি হন- টক্। ১ সূর্য্য। বহ্নি। ৩ চন্দ্র। ৪ বুদ্ধ। ৫ বিষ্ণু। ৬ শিব। ৭ জ্ঞান। ৮ দীপ। (ত্রি) ৯ তমোনাশক।

তমোজ্যোতিস্ (পুং) তমসি জ্যোতির্যস্য বহুব্রী। জ্যোতি- রিঙ্গণ, খদ্যোত।

তমোদর্শন (ক্লী) পৈত্তিক জ্বর।

তমোনুদ্ (ত্রি) তমোঽজ্ঞানং অন্ধকারং বা নুদতি নুদ-ক্বিপ্। ১ অগ্নি। ২ সূর্য্য। ৩ চন্দ্র। ৪ দীপ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক।

তমোনুদ (পুং) তমোনুদতি নুদ-ক (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ১ অগ্নি। ৩ চন্দ্র। ৩ ঈশ্বর, প্রকৃতিপ্রেরক।

"ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।

মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥" (মনু ১।৬)

'তমোনুদঃ প্রলয়াবস্থাধ্বংসকঃ।' (মেধাতিথি)

(ত্রি) ৪ অন্ধকারনাশক। ৫ অজ্ঞাননাশক।

তমোঽন্তকৃৎ (পুং) তমসোঽন্তং করোতি কৃ-ক্বিপ্। ১ যিনি সমস্ত অজ্ঞান বিনাশ করেন। ২ সকল অন্ধকারনাশক।

তমোঽন্ত (ক্লী) গ্রহণ-ভেদ, যে দশবিধ উপায়ে গ্রহণ হইতে পারে, তাহার একটী।

তমোঽপহ (পুং) তমোঽন্ধকারং অপহন্তি অপ-হন-ড (অপে ক্লেশতমসোঃ। পা ৩।২।৫০) ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। ৪ বোধ। (ত্রি) ৫ তমোনাশক প্রদীপাদি। ৬ মোহনাশক।

"তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেৎ" (বেদান্তকা°)

বুদ্ধিদ্বারা অজ্ঞান রাশিকে বিনষ্ট করিবে।

তমোভিদ্ (পুং) তমাস্তমিরং ভিনত্তি নাশয়তি ভিদ্-ক্বিপ্। ১ খদ্যোত। (ত্রি) তমোভেদক।

তমোভিদ (পুং) তমো ভিনত্তি ভিদ-ক। ১ খদ্যোত (ত্রি) ২ তমোভেদক।

তমোভূত (ত্রি) ১ অন্ধকারকৃত। ২ অজ্ঞ।

তমোমণি (পুং) তমসি অন্ধকারে মণিরিব। ১ খদ্যোত। ২ গোমেদক মণি। (রাজনি°)

তমোময় (পুং) তম আত্মকং তমঃ প্রচুরং বা তমস্ ময়ট্। ১ অন্ধকারাত্মক, অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ২ অজ্ঞানাবৃত। ৩ তমঃ- প্রচুর। (পুং) ৪ রাহু। "তমোময়ং সৈংহিকেয়াখ্যাং" (বৃহৎস° ৫।৩) রাহুর কোন প্রকার আকার নাই, উহা অন্ধকারময়।

তমোহরি (পুং) তমসোহরিঃ ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ অগ্নি। ৪ জ্ঞান।

তমোলিপ্তী (স্ত্রী) তমসা লিপ্যতে লিপ-ক্ত নিপাতনাৎ ঙীপ্। জনপদবিশেষ, তমলুকের নামান্তর। পর্য্যায় তাম্রলিপ্ত, বেলাকুল, তমালিকা, দামলিপ্ত, তমালিনী, স্তম্বপু, বিষ্ণুগৃহ। (হেম°) [তমলুক দেখ।]

তমোবিকার (পুং) তমসৈব বিকারো যস্য বহুব্রী। ১ রোগ। তমসো বিকার ৬তৎ। তমোগুণের বিকার, নিদ্রা ও আলস্য প্রভৃতি (তমস্ দেখ।) ৩ তমিস্রা, রাত্রি। (শব্দার্থচি°)

তমোবৃধ্ (ত্রি) তমসি বা তমসা বর্দ্ধতে বৃধ-ক্বিপ্। ১ ঘোর

অন্ধকারে আচ্ছন্না রজনীতে ভ্রমণশীল রাক্ষসাদি। ২ অজ্ঞান-বৃদ্ধ। "ভুর্পয়িৎং বৃষণা তমোবৃধঃ" (ঋক্ ৭।১৪০।১) 'তমোবৃধঃ তমসা আবরকেণ অন্ধকারেণ মায়ারূপেণ বর্দ্ধমানান্ তমসি রাত্রৌ বর্দ্ধমানান্ বা' (সায়ণ)

তমোহন্ (ত্রি) তমো হন্তি হন-ক্বিপ্। ১ অজ্ঞাননাশক। "জ্যোতীরিয়ং শুক্রবর্ণং তমোহনং" (ঋক্ ১।১০৪।১) ২ অন্ধকারনাশক সূর্য্য চন্দ্র। "তমোহা যদি পাপেন ত্রয়েণৈব হি বীক্ষিতঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

তমোহর (ত্রি) তমো হরতি হৃ-অচ্। ১ অজ্ঞাননাশক। ২ অন্ধকারনাশক। (পুং) ৩ চন্দ্র। ৪ সূর্য্য।

তম্পা (স্ত্রী) তম্বতি গচ্ছতি তম্ব-অচ্ পৃষো° সাধুঃ। সৌরভেয়ী গাভী।

তম্বা (স্ত্রী) তম্বতি তম্ব্-অচ্-টাপ্। গাভী।

তম্বিকা (স্ত্রী) তম্ব-ণ্বুল্-টাপ্ কাপি অত ইত্বং। গাভী। (হেম°)

তম্বী (আরবী) শাসন, তাড়ন, ধমকান, তাগাদা।

তম্বীর (পুং) তম্ব-ঈরন্। যোগভেদ। "বলী রাশুস্তগোহস্তর্ক গামী দীপ্তাংশকৈর্যুতঃ। দত্তেহস্তস্মৈ কার্য্যকরস্তম্বীরো লগ্নকার্য্যয়োঃ" (নীলকণ্ঠতা°) [যোগ দেখ।]

তম্বু (হিন্দী) তাবু।

তম্বুলী (দেশজ) পাণবিক্রেতা। [তাম্বুলী দেখ।]

তম্বোর, অযোধ্যার সীতাপুর জেলার বিসবান তহসীলের একটী পরগণা। ইহার উত্তরে খেরি জেলা এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে কুস্তি, বিসবান এবং লাহরপুর পরগণা। ভূ-পরিমাণ ১৯০ বর্গমাইল। এই পরগণায় বহু নদী প্রবাহিত। উত্তরে দহাবর নদী এবং পশ্চিমে ঘর্ঘরা, চৌকা ও কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী মধ্যদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পরগণার সর্ব্বত্রই তরাই এবং গাঞ্জর মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। এই মাটি অতিশয় আর্দ্র, ক্ষেত্রে জলসেচনের আবশ্যক হয় না। বর্ষাকালে পরগণার প্রায় সকল গ্রামই জল-প্লাবিত হইয়া পড়ে। চৌকা ও দহাবর নদী প্রায়ই প্রবাহপথ পরিবর্ত্তন করে। এই দুইটী নদী যে যে গ্রামে প্রবাহিত, প্রতিবর্ষেই সেই সেই গ্রামের কিয়দংশ গ্রাস করে।

তম্বোর পরগণার কুরমী ও মুরাও কৃষকগণ চাষকার্য্যে বিশেষ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ।

পরগণায় ১২৬ খানি গ্রাম আছে। ইহার মধ্যে ৮০ খানি তালুক। ইহার ৪৩ খানি গৌড় রাজপুতগণের অধিকারভুক্ত। ৮৬ খানি গ্রাম জমিদারী। ইহারও ৪০ খানির অধিকারী গৌড়রাজপুত।

তম্বোর পরগণায় সোরা প্রস্তুত হয়। একটী রাস্তা পরগণা ভেদ করিয়া সীতাপুর হইতে মল্লাপুর চলিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত সীতাপুর জেলায় বিসবান তহসীলের একটী সহর। মল্লাপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে এবং সীতাপুর সহরের ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ১০০ বৎসরের অধিক কাল গত হইল, তাম্বুলীগণ এই নগর প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদের নামানুসারে ইহার 'তম্বোর' নাম হইয়াছে।

আল্লাহাবাদ গ্রাম তম্বোর নগরের অন্তর্নিবিষ্ট। ইহা এখন কুরমী পঞ্চায়তের হস্তগত।

এই স্থানে একটী স্কুল, বাজার, মহাদেবের মন্দির ও এক মহাত্মার কবর আছে। তথাকার ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাণ-সরোবরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে পূর্ব্বে একটী দুর্গ ছিল।

তম্র (ত্রি) তাম্যত্যনেন তম করণে র। গ্লানিসাধন। "প্রতম্রা অবপদ্যমানাংসি" (ঋক্ ১০।৭৩।৫)

তয়ফা (আরবী) তয়ফ্ অর্থে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করা। পূর্ব্বে রজনীযোগে চৌকীদারের ন্যায় গায়কগায়িকারা বাটী বাটী ফিরিয়া গান করিত, সেইজন্য আধুনিক নৃত্যকারিণী স্ত্রীদিগকে তয়ফা বলা যায়। নর্ত্তক-সম্প্রদায়।

তর (পুং) তৄ ভাবে অপ্ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ১ তরণ, পার হওয়া। ২ কৃশানু, অগ্নি। ৩ বৃক্ষ। (ভূরিপ্র°) ৪ প্রত্যয়-বিশেষ, দুয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইলে গুণবাচক শব্দের পর তর প্রত্যয় হয়। ৫ পথ। ৬ গতি। ৭ সন্তরণ। ৮ পারাণি কড়ি।

"দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।" (মনু ৮।৪০৬)

তরকশ (পারসী) তূণীর।

তরকশী (পারসী) তূণীরযুক্ত।

তরকারী (হিন্দী) ১ ভক্ষ্য শাকসবজি। ২ ব্যঞ্জন। ৩ আনাজ, ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমূলাদি।

তরক্ষ (পুং) তরক্ষু পৃষোদরাত্নলোপঃ। [তরক্ষু দেখ।]

তরক্ষু (পুং) তরং বলং মার্গং বা ক্ষিণোতি ক্ষিণ্ ডু। ব্যাঘ্রবিশেষ, নেকড়িয়া বাঘ, পর্য্যায় তর্ক্ষু, মৃগাদন, তরক্ষুক। (শব্দার°)

ইহারা মাংসাশী হিংস্রজন্তু। ব্যাঘ্রের সদৃশ আকার ও সর্ব্বাঙ্গ রেখাদি দ্বারা চিত্রিত বলিয়া ইহাদিগকে হায়নাও বলে। (Hyæna striata)। ইহাদের আকার কুকুরের অপেক্ষা ঈষৎ বড়, গাত্রের চর্ম্ম পিঙ্গলবর্ণ লোমাবৃত এবং কপিশ, রেখাঙ্কিত, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে কেশরের ন্যায় দীর্ঘলোমা-বলিযুক্ত। ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘ এবং পুচ্ছ ক্ষুদ্র। উদরের ডোরাসকল সুস্পষ্ট, পৃষ্ঠের বর্ণ ঘোরাল থাকায়, তাহার বক্র ডোরাসকল স্পষ্ট লক্ষ্য হয় না।

তরলী (স্ত্রী) তরেণ তরণেন দীর্য্যতে খণ্ড্যতে যো খণ্ডনে ষঞর্থে-ক, গৌরা° ঙীষ্। কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, কণ্টকিবৃক্ষ। পর্য্যায়—তারলী, তীব্রা, খর্বুরা, রক্তবীজকা। ইহার গুণ তিক্ত, মধুর, গুরু, বল্য ও কফনাশক। (রাজনি°)

তরদ্দুদ্ (আরবী) ১ অসম্মতি, ইতস্ততঃ করা। ২ চিন্তাকৌশল।

তরবটী (স্ত্রী) পক্কান্নভেদ। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—ঘৃত ও দধি দ্বারা মর্দ্দিত ফেণিবাতাসা একত্র করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পরে ঘৃতে মন্দ মন্দ অগ্নিতে পাক করিয়া কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিলে তরবটী প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ বল্য, পুষ্টিকর, হৃদ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক; স্নিগ্ধ ও কফকারক। (শব্দার্থচি°)*

তরম্বেষস্ (পুং) শত্রু আক্রমণকারী ইন্দ্র।

তরন্ত (পুং) তরতীতি তৃ ঝচ্। (তৃভূবহিবসীতি। উণ্ ৩।১২৮) ১ সমুদ্র। ২ প্লব, ভেলা। ৩ ভেক। ৪ রাক্ষস।

তরন্তী (স্ত্রী) তরন্ত গৌরা° ঙীষ্। নৌকা।

তরন্তুক (ক্লী) কুরুক্ষেত্রস্থ স্থানভেদ। [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

তরপণ্য (ক্লী) তৃ ভাবে অপ্ তরস্তরণং তস্য পণ্যং। আতর, পারাণি কড়ি।

তরফ্ (আরবী) ১ পক্ষ, দিক্। ২ শেষসীমা, ধার। ৩ মহালের অন্তর্গত গোমাস্তাদিগের কর্তৃত্বাধীন স্থানকে তরফ কহে।

তরফ, চট্টগ্রাম বিভাগের একটী প্রধান জমি-বিভাগ। এই বিভাগ হইতে অধিক রাজস্ব আদায় হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্ট কৌন্সিল এই বিভাগের জমীদারদিগের স্বত্ব স্থির করেন। জমীদারদিগের অধিকৃত মহল জরিপ করিয়া বন্দোবস্ত করা হইল। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দের জরিপ অনুসারেই ১৭৯০ খৃঃ অব্দে তরফে দশশালা বন্দোবস্ত হয়, এবং পরে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই দশশালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। ১৭৬৪ অব্দে যে জমীগুলির বন্দোবস্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র সেই জমীগুলির মালিকানা স্বত্ব গবর্মেণ্ট ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তরফদারগণ উক্ত বন্দোবস্তের বহির্ভূত অনেকগুলি জমী আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রামে গবর্মেণ্ট পক্ষীয় বন্দোবস্তকারী রিকেটস্ সাহেব এই অধিকারকে চৌর্য্যাধিকার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

রিকটস্ সাহেব জরিপ করিয়া কতকগুলি জমী বাহির করিয়া তাহাদের উপর কর নির্দ্ধারিত করিলেন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে মহালগুলির সংখ্যা ৩৩৮১ ছিল, কিন্তু ১৮৪৮ অব্দের বন্দোবস্তের পর ইহার সংখ্যা ৩৩২০ এবং ১৮৭৫ অব্দে ৩৩৭৮ দৃষ্ট হয়। এই কালে ৪৪৩,১৩৭্ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে দেখা যায়। কিন্তু অনেকগুলি জমী নদীশিখস্থ হওয়ায় ও অন্যান্য কারণে রাজস্ব কিছু কমিয়া গিয়াছে।

তরফগুলির আয়তন ক্ষুদ্র। এগুলি এক থানায় অধীনে ভিন্ন ভিন্ন মৌজায় অথবা একই মৌজায় বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। তরফগুলির এরূপ অবস্থিতি ও আকৃতি সম্বন্ধে অনেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণা আছে। কেহ কেহ বলেন, হুমায়ুন ও সেরসাহের পুনঃপুনঃ আক্রমণ হেতু গৌড় অধিবাসিগণ শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রামের জঙ্গলময় প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। বঙ্গদেশের সুবাদার অথবা তাহার করদ জমীদারবর্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া ইহারা প্রথমে খুসবাস অবস্থায় থাকেন। এই খুসবাসগণ চট্টগ্রামে তরফদার নামে পরিচিত। গৌড় অধিবাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে চট্টগ্রামে আসিয়াছিল। এখানে ভূরি পরিমাণ জমী দেখিয়া ইহারা ইচ্ছামত এক এক স্থানে বাস করিতে লাগিল। প্রত্যেক অধিনায়ক তাঁহার বশীভূত লোকদিগের জন্য কতকগুলি জমী অধিকার করিলেন। অবশিষ্ট ভূ-ভাগ চট্টগ্রাম কৌন্সিলের ঘোষণা অনুসারে ১৬৬৫ হইতে ১৭৬০ খৃঃ অব্দের মধ্যে কতকগুলি বিদেশী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। প্রত্যেক অধিনায়কের অধীন জমীগুলি একত্র সন্নিবেশিত ছিল। জরিপকালে এগুলি যে অধিনায়কের অধীনে ছিল, গবর্মেণ্ট তাহার তরফ বলিয়া গণ্য করিলেন। অপর একটী কল্পনায় আমরা অবগত হই যে, এক ব্যক্তির অনেকগুলি উত্তরাধিকারী ছিল! সেই উত্তরাধিকারিগণ জমী বিভক্ত করিয়া লইলেন। কালক্রমে এক এক মহাজন অনেক মালিকের অংশ খরিদ করিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে এক এক মহাজনের অধিকৃত বিভাগগুলি তাহার নামে তরফ-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। তরফ-উৎপত্তি সম্বন্ধে তৃতীয় একটী মত প্রচলিত আছে। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বন্দোবস্তের কর্ম্মচারীবর্গ তাহাদের কার্য্যে পারদর্শিতা হেতু পুরস্কারস্বরূপ কতকগুলি ভিন্ন জমী পাইলেন। এই জমীগুলি তাহারা এক এক মহালের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এই মহালগুলিই শেষে তরফ নামে খ্যাত হইয়াছে। চট্টগ্রামে কানুনগো নামে কতকগুলি তরফ আছে। এই তরফগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচ্ছিন্ন।

কালেক্টরীর হিসাবে চট্টগ্রামে ৩৩৭৮ সংখ্যক তরফ দৃষ্ট

---

* "ঘৃতেন মর্দ্দিতাং দধ্না ফেণিকাামেলয়েত্ততঃ।
বিধায় বটিকাস্তস্তা ঘৃতে মন্দাগ্নিনা পচেৎ।
[illegible] কর্পূরেণ বিমিশ্রয়েৎ।
[illegible] তাঃ স্মৃতাঃ।" (শব্দার্থচিন্তামণি)

[illegible] ... সংখ্যা অধিক। [illegible] ... বাহার অধীনে ইহার সংখ্যা সর্বাধিক অল্প।

তরবালিকা (স্ত্রী) করপালিকা পৃষো° সাধুঃ। খড়্গভেদ, (বৈদ্য°) [খড়্গ দেখ।]

তরমান (পুং) তর শানচ্। যাহার দ্বারা পার হওয়া যায়, ১ নৌকা, তরি। (ত্রি) ২ নদী প্রভৃতি পার হইতেছে।

তরবুজ [তরমুজ দেখ।]

তরমুজ (স্ত্রী) তরং তরলং অম্বুবৎ জায়তেঽত্র জন বহুলবচনাৎ ড। ফলবিশেষ, এই ফলের মধ্যে জল থাকে। পর্য্যায়—কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ ও কলবর্ত্তুল। ইহার গুণ শীতল মলরোধক, মধুর রস, পাকে মধুর, গুরু, বিষ্টম্ভি, অভিষ্যন্দকারক এবং দৃষ্টিশক্তি, শুক্র ও পিত্তনাশক। পক্ব ফলের গুণ পিত্তবৃদ্ধিকারক, উষ্ণ, ক্ষার এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার পত্রের গুণ তিক্ত ও রক্তস্রাপক। (পথ্যাপথ্যবি°) জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা তিথিতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে মহাকালী তৃষ্ণাতুরা হইয়া পিতৃকাননে ভ্রমণ করেন, ইহা জানিয়া যে ব্রাহ্মণ তদুদ্দেশে তরমুজফল দান করেন, তাহাতে হরপ্রিয়া মহাকালী এই ফল ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হইয়া বরপ্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই ব্যক্তি চিরায়ুঃ হয়।* এইজন্য জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন অর্দ্ধরাত্রি সময়ে তরমুজ ফল মহাকালীকে উৎসর্গ করা উচিত।

(উত্তরকামাখ্যাতন্ত্র)

প্রাচীন মহাদ্বীপের প্রায় সর্ব্বদেশে এই তরমুজ পাওয়া যায়। উষ্ণপ্রধান দেশেই ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। হিন্দি ভাষায় ইহাকে তরবুজা, তরমুজ, খরবুজ প্রভৃতি, গুজরাটী ভাষায় তরবুচ, তুরবুচ ও কলিঙ্গ, মহারাষ্ট্রী ভাষায় তরবুজ ও কলিঙ্গদ; বঙ্গভাষায় তরবুজ ও তরমুজ এবং সংস্কৃতে ইহাকে তরবুর কহে। পারস্য ভাষায় ইহার নাম হিন্দপসন্দ° ও কচরেহন ও ইংরাজি নাম ওয়াটার-মেলন। (Citrullus Cucurbita)

তরমুজের পত্র গোলাকার ও মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ গভীর। ইহার ফল গোলাকার ও আয়তনে বৃহৎ। ইহার খোলা মসৃণ গাঢ় সবুজবর্ণ ও চিত্রিতবৎ। পক্বতরমুজের খাদ্যাংশ পীত, পাটল অথবা রক্তবর্ণ; আর কাঁচাগুলির মধ্যভাগ শ্বেত। আবার এখন তরমুজের বীজ একরূপ নহে;—লাল, কাল প্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট দেখা যায়। তরমুজ কুষ্মাণ্ড জাতীয়, কিন্তু ইহাতে জলের ভাগ অনেক অধিক।

ভারতের সকল স্থানেই তরমুজের চাষ হইয়া থাকে। উত্তরাংশে ইহা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ ও য়ুরোপীয়গণ এই ফল অতিশয় ভালবাসে। পৌষ ও মাঘ মাসে কৃষকগণ তরমুজের চাষ করে এবং গ্রীষ্মকালের প্রথমেই ইহা জন্মে। অকালে বৃষ্টি অথবা শিলা পতিত হইলে তরমুজের ফসল নষ্ট হইয়া যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কালিন্দ নামে একপ্রকার তরমুজ পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ইক্ষু-ক্ষেত্রে বপিত হয় এবং কার্ত্তিক মাসে পাকে। গ্রেট-বৃটনে তরমুজের চাষ অতিশয় অল্প; কিন্তু অধিবাসিদিগের নিকট অতিশয় প্রিয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার তরমুজ সাধারণ তরমুজ অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র। আফ্রিকার সর্ব্বত্রই তরমুজ পাওয়া যায়। চীনদেশেও তরমুজ জন্মে। চীনগণ যে তরমুজের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, সেই তরমুজই বহুল পরিমাণে ভক্ষণ করে। য়ুরোপীয়গণ স্পেনীয় ইম্পিরিয়াল ও কেরোলিনা তরমুজকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে বঙ্গদেশের প্রতি হাট বাজারে অসংখ্য তরমুজ বিক্রীত হয়।

লিনিয়াস্ বলেন, তরমুজ ইটালিদেশের দক্ষিণাংশ হইতে পৃথিবীর অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেরিঞ্জের মতে, ইহা ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার উৎপন্ন ফল। লিভিংষ্টোনের বর্ণনাপাঠে অবগত হওয়া যায়, যে আফ্রিকার বহু ভূ-ভাগ তরমুজ দ্বারা আবৃত হয় এবং অসভ্য অধিবাসিগণ ও বিবিধ বন্য জন্তু এই ফল ভক্ষণ করে। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে অতিশয় শীতলতাসম্পাদক শাকসব্জি যে সকল প্রদেশে পাওয়া যায় না, তথায় তরমুজাদি ফল বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অতি প্রাচীনকালাবধি আফ্রিকায় ও এসিয়ায় তরমুজের প্রচলন আছে। ইহা যে প্রথমে কোন্ দেশে জন্মিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ভারতীয় অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গ্রেটবৃটেনে ১৬ শতাব্দীর পূর্ব্বে তরমুজ পাওয়া যাইত না। কোন্ দেশ হইতে যে প্রথম এখানে তরমুজ আসিয়াছিল, তাহাও আজ পর্য্যন্ত কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। প্রাচীন ইজিপ্টবাসিদিগের চিত্র-দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, ইহারা তরমুজের চাষ করিত। য়ুরোপীয়গণ বলে, প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে ঐ দেশে তরমুজ ছিল না। [illegible] ... যে তরমুজের [illegible]

* "জ্যৈষ্ঠে মাসি মহেশানি। পৌর্ণমাস্যাং নিশার্দ্ধকে।
তৃষ্ণাতুরা মহাকালী ভ্রমতী পিতৃকাননে।
[illegible] ... তরমুজং।
[illegible] ...

[illegible] তরাইএর যে অংশ [illegible] নেপাল-রাজের [illegible], অযোধ্যার অন্তর্বর্তী তরাই-এর অংশ অযোধ্যার নবাব এবং মেচি ও তিস্তানদীর মধ্যবর্তী [illegible] অংশ সিকিমের রাজাকে প্রদত্ত হইল।

[illegible]দানদীর সমীপবর্ত্তী তরাইভূমি জঙ্গল পরিপূর্ণ। এ অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত উপযুক্ত আবাদ করা হয় নাই। শীতকালে কয়েকমাস এ প্রদেশের প্রান্তরে গৃহপালিত পশুগণ ঘাস খায়। কিন্তু এ স্থানে ব্যাঘ্রের প্রতাপ অতিশয় প্রবল। রক্ষকগণের একান্ত সতর্কতা সত্ত্বেও ব্যাঘ্র অসংখ্য গো, মহিষের প্রাণবধ করে। দিনের বেলায় বাঘে গৃহপালিত পশুদিগকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। স্থানীয় ব্যাঘ্রগুলি এত ভয়ানক যে, রাখালগণ ইহাদিগকে বাধা দিতে সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারে না। এই প্রদেশে অনেকগুলি ঝিল ও জলাভূমি আছে। এইগুলি আবার বিবিধ তৃণে আচ্ছাদিত। বামণিয়া তালই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহার মধ্যেই ব্যাঘ্রগণ লুকায়িত থাকে। যে জলাভূমিতে খাগড়া ও ঘাসের অংশ অধিক ও ঘন, সেই স্থানে গণ্ডার বাস করে। সিকিমের তরাইভূমে ধিমল, বোদো এবং কোচ দৃষ্ট হয়।

তরাই, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৮°৫০″৩০″ ও ২৯°২২″৩০″ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৬″ ও ৭৯°৪৭″ পূঃ। এই জেলার উত্তরে কুমায়ূন জেলা, পূর্ব্বে নেপাল ও পিলিভিত জেলা, দক্ষিণে বরেলি, মুরাদাবাদ ও রামপুর রাজ্য এবং পশ্চিমে বিজনৌর। জেলার প্রধান সহর কাশী-পুর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে জেলার কর্ত্তৃপক্ষীয় য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণ নৈনিতালে অবস্থিতি করেন। বৈশাখের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত নৈনিতাল তরাইএর প্রধান সহরে পরিণত হয়।

তরাই জেলা হিমালয়ের পাদদেশে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৯০ মাইল বিস্তৃত। ইহার বিস্তার গড়পড়তা ১২ মাইল। কুমায়ুনের জনশূন্য বনপ্রদেশে কতকগুলি নির্ঝর আছে। এই নির্ঝর-নিঃসৃত জল নানাদিক্ হইতে একত্র হইয়া বহুসংখ্যক নদীর আকারে তরাই জেলায় সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়াছে। তরাইএর দক্ষিণপূর্ব্বকোণে প্রতি মাইলে ১২ ফিট্ ঢালু। উক্ত নদীগুলির তটদেশ সাধারণতঃ [illegible] এবং নদীগর্ভস্থ প্রস্তরগুলিও জলময়। [illegible] [illegible] ঐ নদীগুলি [illegible] [illegible]

[illegible] নদী বর্ষাকাল পরেই শুকাইয়া যায়। [illegible] অতিশয় প্রবল। ঢুশি নদী কাশীপুর [illegible] কিচহা ও কুশিনদীর উৎপত্তি-স্থলের মধ্যে পহ, [illegible] এবং ববকা নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে। [illegible] নদীই শেষে রামগঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

হাতি, বাঘ, ভল্লুক, চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়ে[illegible] শূকর, বিবিধ প্রকার হরিণ প্রভৃতি বন্যজন্তু এই[illegible] পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালাবধি তরাই নেপালরাজ্যের পার্ব্ব[illegible] প্রদেশের অধীন ছিল। রোহিলাগণ পুনঃপুনঃ অধিব[illegible] দিগকে অতিশয় প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। স[illegible] অকবরের রাজত্বকালে এই প্রদেশের আয় ৯ লক্ষ টা[illegible] এবং ইহা ৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত ধরা হইত; এই জন্য তরাই[illegible] তখন নৌলক্ষিয়া ও চৌরাশিমাল বলিত। ১৭৪৪ খৃঃ অ[illegible] ইহার কর ৪ লক্ষ এবং রোহিলাদিগের সময়ে ২ লক্ষ টা[illegible] পরিণত হইয়াছিল। বনবাইক ও মেবাতিগণ চৌথ আ[illegible] করিতে আরম্ভ করায় এই স্থান দস্যু ও পলাতকদি[illegible] আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিল। অন্তর্কলহে পার্ব্বত্য-রাজ্যের অব[illegible] হইলে কাশীপুরের শাসনকর্ত্তা সুযোগ দেখিয়া বিদ্রো[illegible] হইলেন এবং অবশেষে অযোধ্যার নবাবকে তরাই প্র[illegible] সমর্পণ করিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে যখন রোহিলখণ্ড ইং[illegible] দিগের হস্তগত হয়। তখন নন্দরামের ভ্রাতুষ্পুত্র শিব[illegible] এই রাজ্যের ইজারাদার ছিলেন। তরাইএর আম্রকুঞ্জ, [illegible] প্রভৃতি দেখিলে প্রতীতি হয় যে, এই প্রদেশ এক[illegible] সমুন্নত ছিল। বৃটীশগবর্মেণ্টের অধীনে এই প্রদে[illegible] অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম গবর্মেণ্ট [illegible] স্থানের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। ১[illegible] খৃঃ অব্দ হইতে তরাই প্রদেশে বাঁধ ও জলসেচন-কা[illegible] সুন্দর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে [illegible] জেলার সৃষ্টি এবং ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ইহা কুমায়ুন বিভা[illegible] অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তরাই আশ্চর্য্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

থারু ও বুক্সাগণ এই প্রদেশে সর্ব্বদা বাস করে। [illegible] পর অধিবাসিগণ বিশেষ বিশেষ সময়ে তরাই [illegible] চলিয়া যায়। থারু ও বুক্সাগণ [illegible]

পুরুষানুক্রমে পণ্ডিত হইতে হয়। কিন্তু এই সন্তানরক্ষক দেবতা থারু ও বুকসাদিগের বসতি অধিকাংশই করিতে পারে না। ইহারা বলে যে অনবরত শূকর ও হরিণ মাংস ভক্ষণ হেতু তাহারা এই রোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পায়। জ্বর ও অন্যরোগ হেতু অনেক লোক এই স্থানে প্রাণত্যাগ করে। আবাদের বাহুলতা নিমিত্ত তরাইএর অধিবাসীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই প্রদেশে বাস করে। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বণিয়া, গোসাঞি, কায়স্থ, চামার, কুরমি, কাহার, মালি, লোধ, গদারিয়া, লোহার, অহার, তঙ্গী, আহীর, নাই, বর্হাই, জাট ও থোবীর সংখ্যাই অধিক।

এই জেলায় কাশীপুর ও যশপুর দুইটী প্রধান সহর। এই দুই স্থানেই লোকসংখ্যা অধিক।

তরাইএর জমী অতিশয় উর্ব্বরা; অল্প পরিশ্রমেই বহু ফসল জন্মে। এই স্থানের প্রধান শস্য ধান্য। যব, গম, বাজরা, ভুট্টা, কলাই, তিসি, সরিষা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, তরমুজ, আদা, হরিদ্রা, মরিচ, পাট প্রভৃতি অল্প বিস্তর উৎপন্ন হয়। এই প্রদেশের ভূমি ও বায়ু আর্দ্র, সুতরাং অনাবৃষ্টি হেতু উৎপন্ন দ্রব্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে একবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তরাই জেলার কোন কোন গ্রামবাসিদিগের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল।

রোহিলখণ্ডের জমীদারদিগের ও বঞ্জারাদিগের অনেক পশু তরাই প্রান্তরে বিচরণ করে।

শারদা নদী হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখে একটী রাস্তা আছে। এই রাস্তাটী পরগণার সকলদিকেই গিয়াছে। রাজপুর পরগণায় মধ্য দিয়া মুরাদাবাদ ও নৈনিতালের রাস্তা ২১ মাইল বিস্তৃত। বরেলি এবং নৈনিতালের রাস্তা ১৩ মাইল দীর্ঘ। মুরাদাবাদ এবং রাণীখেট রাস্তা রামনগর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলরাস্তা তরাই জেলার মধ্যে বরেলি, নৈনিতাল রাস্তার সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত।

তরাই জেলায় একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, তাঁহার সহকারী এবং রুদ্রপুরের তহসীলদার দেওয়ানী বিচার করেন। ইহাদের ফৌজদারী বিচার করিবারও ক্ষমতা আছে। কুমায়ুনের কমিসনরের নিকট ইহাদের বিচারের আপীল হইতে পারে। বাজপুর, গদারপুর এবং রুদ্রপুরে এক একজন দেশীয় বিশিষ্ট মাজিষ্ট্রেট থাকেন। এই জেলাটী কাশীপুর, বাজপুর, গদারপুর, রুদ্রপুর, কিলপুরি, নানকমাতা এবং বিলহরি এই কয়টী পরগণায় বিভক্ত। কাশীপুর ও নানকমাতা ব্যতীত অন্য পরগণার চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ; অন্য কোন ব্যবসা বাণিজ্য নাই। ক্রমে এই জমীর আধিক্য। এই জেলায় পতনভূমি জঙ্গলাই অধিক। পূর্ব্বে যেরূপ, থারু ও আহীরগণ এই প্রদেশে অতিশয় নিরক্ষর ছিল। তরাই জেলায় ৭টী পুলিশ ষ্টেশন ও অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। এস্থানের অনেক স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে।

তরাই, দার্জিলিঙ জেলার একটী উপবিভাগ। ক্ষেত্রফল ২৭১ বর্গমাইল। ইহার অধীনে ১৩১ খানি গ্রাম এবং তাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির বাস আছে। এই উপবিভাগের প্রধান সহর শিলিগুড়ি। এই স্থানটী হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ-ষ্টেট রেলওয়ে ও দার্জিলিঙ-হিমালয়-রেলওয়ে শেষ হইয়াছে। তরাই উপবিভাগে ৪৩টী চা-বাগান আছে।

তরাই প্রদেশ বৃটীশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে গবর্মেণ্ট এই প্রদেশের উত্তরাংশ দার্জিলিঙ ও দক্ষিণাংশ পূর্ণিয়া কালেক্টরীভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলবাসিগণ পূর্ণিয়ার কালেক্টরের অধীন হইতে একান্ত অমত প্রকাশ করায় সমগ্র তরাই দার্জিলিঙের এলাকাধীন করা হইল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার কালেক্টর তরাইএর নিম্নস্থানবাসী রাজবংশী ও মুসলমানদিগের সহিত তিন বৎসরের জন্য জমির কর নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তরাই হইতে নিম্নলিখিত প্রকারে রাজস্ব আদায় হইত;—(১) মেচ ও ধিমালদিগের নিকট হইতে দা-কর। (২) নিম্ন তরাইএর বাঙ্গালী অধিবাসিগণের নিকট জমির কর। (৩) তরাইএর নিকটবর্ত্তী বঙ্গদেশের ভূ-ভাগ হইতে আগত গৃহপালিত পশুর বিচরণ জন্য পশুপালকদিগের নিকট শুল্ক। (৪) বনে উৎপন্ন দ্রব্যের আয়। (৫) আবকারি আয়। (৬) বাজার শুল্ক। (৭) অর্থদণ্ড। (৮) গায়কদিগের উপর এক প্রকার কর। উক্ত প্রথম দুই প্রকার কর চৌধুরীগণ আদায় করিত। চৌধুরীগণ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী এবং সকলেই জোতদার। ইহাদের ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা ছিল। এই চৌধুরীগণ নিজ অধিকার মধ্যে নির্দ্ধারিত বেতন ও দস্তরি পাইত। ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইবার কালে এইরূপ আটজন চৌধুরী ছিল।

তরাই প্রদেশে ৫৪৪টী জোত ছিল এবং প্রায় ১৯৫০২ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। প্রতি বর্ষের শেষে জোতদারগণ চৌধুরীদিগের নিকট হইতে তাহাদের জোতের অধিকারস্বত্ব গ্রহণ করিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জোতদারদিগের একরূপ পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব ছিল।

বৃটিশ গবর্মেণ্টের প্রথম শাসন-সময়ে চৌধুরীগণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী ক্ষমতা হারাইলেন এবং তাঁহারা যত টাকা রাজস্ব আদায় করিবেন, তাহার শতকরা ১০৲ টাকা মজুরি পাইবেন, বোর্ড অব রেভিনিউ এইরূপ আদেশ দিলেন। জোতদারগণ তিন বৎসরের অধিকার-স্বত্ব পাইলেন এবং উক্ত সময়ের পর পুনরায় পাট্টা দেওয়া হইবে, এ নিয়মও পরোক্ষভাবে স্থিরীকৃত হইল। তরাইবাসিগণ অনাবাদী জঙ্গল-মহালে পাঁচ বৎসরের জন্য পাল-পাট্টা (নিষ্কর অধিকার) পাইল।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে তরাইএর আবাদী অংশ ১০ বর্ষের জন্য পুনরায় বন্দোবস্ত করা হইল। এই বন্দোবস্ত কেবলমাত্র জোতদারদিগের সহিত করা হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ৫৯৫টী জোতের উপর ৩০৭৩০৲ টাকা কর স্থির করিলেন। কর নির্দ্ধারিত হইবারকালে গবর্মেণ্ট জমীর জরিপ না করিয়া মোটামুটি হিসাবে কর আদায়ের আদেশ দিলেন। তখনও চৌধুরিগণ কর্তৃক রাজস্ব আদায় করিত। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তখনও জঙ্গল মহালের জন্য পালপাট্টা দিতেন। ১৮৬১ খৃঃ অব্দে গবর্মেণ্টের আদেশে এই নিয়ম ও ১৮৬৪ অব্দে চৌধুরী দ্বারা কর আদায়ের নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছে।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ৮৬০টী জোতের মিয়াদ ফুরাইল। গবর্মেণ্ট জরিপ করিয়া সেগুলি পুনরায় বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এ গুলির সরাসরি বন্দোবস্ত করা হইল। পরে জরিপ করিয়া ৭৩৯টী জোতের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট জমি অনুসারে ৴০ আনা হইতে ৸০ আনা পর্য্যন্ত প্রতি বিঘায় আদায় করিতে আদেশ করিলেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দের বন্দোবস্ত কালে তরাইএর সকল জোতের অধিকারকাল ফুরায় নাই। যখন ইহাদের সময় ফুরাইতে লাগিল, তখন নূতন নিয়মে ইহাদের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল। কেবলমাত্র ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ৭৬২৫ বিঘা জমী পুরাতন নিয়মে বন্দোবস্ত করা হইল।

পাল-পাট্টা অনুসারে ইজারাদারের ৬০০ বিঘা জমী আবাদ করিবার অধিকার ছিল। জরিপ কালে ইজারাদারদিগকে তাহাদের অধিকৃত জমী দেখাইয়া দিতে বলা হইল এবং জরিপান্তে ৬০০ বিঘার অধিক দেখা গেল। ৬০০ বিঘার অবশিষ্ট জমীকে গবর্মেণ্ট অতিরিক্ত বলিয়া লিখিয়া রাখিলেন। এই সময় ৪২৬৮৪ বিঘা ভূমি বন-বিভাগের জন্য রাখা হইয়াছিল।

তারণ (দেশজ) পারকরণ, উদ্ধার করণ, বাঁচান।

তরান্ধু (পুং) তরায় তরণায় অন্ধুরিব, অতিগভীরত্বাৎ। নৌকাবিশেষ, ভড়। পর্য্যায়—হোড়, বহন, বার্ব্বট, বহিত্র। (ত্রিকাণ্ড)

তরায়োন, বুন্দেলখণ্ডের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। কালীগঞ্জ চৌবে নামে খ্যাত। এই রাজ্যটী মধ্যভারতের এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীন। ভূ-পরিমাণ ১২ বর্গ মাইল। রাজস্ব ২০০৮০৲ টাকা। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কালিঞ্জরের রামকৃষ্ণ চৌবের রাজ্য ৫ ভাগে বিভক্ত হয়, তন্মধ্যে তরায়োন একটী। জায়গীরদার অর্থাৎ তরায়োনের রাজার ২৫০ জন পদাতিক সৈন্য আছে। এখানকার রাজগণ ব্রাহ্মণবংশীয় ও চৌবে উপাধিধারী। রাজধানীর নাম তরায়োনখাস।

তরালু (পুং) তরায় তরণায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি-অল উণ্। নৌকাবিশেষ। (হারাবলী)

তরাবগঞ্জ, অযোধ্যার অন্তর্গত গোণ্ডা জেলার একটী তহসীল। ইহার উত্তরদিকে গোণ্ডা ও উত্রৌলি তহসীল, পূর্ব্বদিকে বস্তি জেলা ও দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ঘর্ঘরা নদী। ভূমির পরিমাণ ৬৫৭ বর্গমাইল; ইহার ৩৭০১ বর্গমাইল ভূমি আবাদ হয়। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতির বাস আছে; হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নবাবগঞ্জ, দিগসর, মহাদেও, গুআরিং এই চারিটী পরগণা তরাবগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত। বার্ষিক আয় ৪০,৫৪১০৲ টাকা। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে এই তহসীলে একটী দেওয়ানি, ২টী ফৌজদারী আদালত, ৪টী থানা, ৯০ জন পুলিসের কর্ম্মচারী এবং ৮৪১ জন চৌকিদার ছিল।

তরাহ্‌বান, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বান্দা জেলার একটী প্রাচীন সহর। বান্দা নগরের ৪২ মাইল পূর্ব্বে পয়োষ্ণী নদীর নিকট অবস্থিত। এই সহরটী ক্রমেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে একটী জমকাল দুর্গ আছে, কিন্তু দুর্গটী এখন ধ্বংসপ্রায়। কথিত আছে, প্রায় ২৭০ বর্ষ পূর্ব্বে পন্নার রাজা বসন্তরায় এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গে এক মাইল দীর্ঘ একটী সুড়ঙ্গ ছিল। এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া যাতায়াত করা যাইত। এখন এই পথটী প্রায় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হইয়াছে। ৬টী হিন্দুমন্দির ও ৫টী মসজিদ্ সহরে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজা বসন্তরায়ের পর রহিমখাঁ নবাব উপাধি ও তরাহয়ান রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এখানে মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। পেশবা রঘুভাইএর পুত্র অমৃতরাও এখানে বাস করিতেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে বার্ষিক ৭০০০০০৲ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলে তিনি তরাহ্‌বানে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে তিনি একটী ক্ষুদ্র জায়গীরও পাইয়াছিলেন।

অমৃতরাওয়ের পুত্র বিনায়করায়ের মৃত্যু হইলে বৃটীশ গবর্মেণ্ট বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার দত্তক পুত্রদ্বয় নারায়ণরাও এবং মধুরাও বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহিত মিলিত হইলেন। নারায়ণরাও ১৮৬০ খৃঃ অব্দে বন্দী অবস্থায় হাজারিবাগে প্রাণত্যাগ করেন; মধুরাওকে ক্ষমা করিয়া বৃটীশ গবর্মেণ্ট ৩০০০৲ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন।

তরাহ্বানে একটী বিদ্যালয় ও একটী বাজার আছে। এই সহরের পথঘাট প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার জন্য এবং পুলিসের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ এক প্রকার গৃহকর আদায় করা হইয়া থাকে।

তরাস্ (দেশজ) ত্রাস, অকস্মাৎ ভয়।

তরি (স্ত্রী) তরত্যনয়া তৃ-ই (অচ্ ইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ১ নৌকা। ২ বস্ত্রাদিপেটক। ৩ বস্ত্রের দশা, দশী। (হেম)

তরিক (পুং) তরায় তরণায় হিতঃ তৃ-ঠন্। ১ প্লব, ভেলা। তরে তরণার্থং দেয়শুল্কগ্রহণে অধিকৃত ইতি ঠন্। ৩ পার-গমনের শুল্কগ্রহণকারী।

"তরিকঃ স্থলজং শুল্কং গৃহ্নন্ দাপ্যঃ পণান্ দশ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৬৩)

'তীর্থ্যত্যনেন তরোনাবাদিস্তজ্জন্যং শুল্কং তদ্গ্রহণে অধিকৃতস্তরিকঃ।' (মিতাক্ষরা)

তরিকা (স্ত্রী) তরিক-টাপ্। নৌকা। (শব্দর°)

তরিকিন্ (পুং) তরিক-ইনি। নাবিক, খেয়ার মাঝী, পাটনী।

তরিণী (স্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্চ। নৌকা। (হেম)

তরিত (ত্রি) উত্তীর্ণ, পারগত।

তরিতা (স্ত্রী) তরস্তরণং কৃত্যত্বেনাস্ত্যস্যাঃ তারকাদিত্বাৎ ইতচ্-টাপ্। ১ তর্জ্জনী। ২ গৃঞ্জন, গাঁজা।

"সাম্বদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসস্তাড়িকা তরিতা তথা॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

তরিত্র (ক্লী) তরত্যনেন তৄ-ইত্রন্। তরণসাধন নৌকাদি।

তরিয়া, দিনাজপুর জেলার বড়গাঁও পরগণার মধ্যে একটী খ্যাত গ্রাম।

তরিরথ (পুং) তরেঃ রথইব পরিচালনাৎ। অরিত্র, দাঁড়।

তরিবৎ (পারসী) ১ শিক্ষা, উপদেশ। ২ প্রতিপালন।

তরী (স্ত্রী) তরত্যনয়া তৃ-ঈ (অবিতৄস্তৃ-তন্ত্রিভ্য ঈঃ। উণ্ ৩।১৫৮) ১ নৌকা। ২ গদা। ৩ বস্ত্রপেটক। ৪ ধূম। ৫ দ্রোণী, জল-সেচনী। ৬ বস্ত্রের দশা। (মেদিনী)

তরীক্ (আরবী) ১ পথ। ২ ভাব। ৩ অবস্থা। ৪ নিয়ম।

তরীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন তরীতা ঈয়সুন্-তৃণোলোপঃ। অতি-শয় তারক। "সনতস্তরীযান্" (ঋক্ ৫।৪১।১২) 'তরীয়ান্ তরিতব্যঃ।' (সায়ণ)

তরীষ (পুং) তৄ ঈষণ্ (কৃতৄভ্যামীষণ্। উণ্ ৩।১৫৮)। ১ শুষ্ক-গোময়। ২ নৌকা। ৩ শোভনাকার ভেলা। ৪ ব্যবসায়। ৫ সমুদ্র। ৬ সমর্থ। ৭ স্বর্গ।

তরীষন্ (পুং) তৄ ছন্দসি ঈষন্ নকারস্ত নেত্বং। তরণ। "বিশ্বাআশাস্তরীষণি।" (ঋক্ ৫।১০।৬) 'তরীষণি তরণে।' (সায়ণ)

তরীষী (স্ত্রী) তরীষ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ইন্দ্রকন্যা। (মেদিনী)

তরু (পুং) তরতি সমুদ্রাদিকমনেনেতি তৃ-উ (ভৃমৃশীতৃচরীতি। উণ্ ১।৭) ১ বৃক্ষ। (ত্রি) ২ তারক। "ভূর্ভুবঃ স্ব স্তরুস্তারঃ" (বিষ্ণুস°) 'ভূর্ভুবঃ স্বস্তরুঃ লোকত্রয়তারকঃ।' (ভাষ্য) ৩ তরুবিকার। "সংজর্ভুরাণস্তরুভিঃ।" (ঋক্ ৫।৪৪।৫) 'তরুভিস্তরুবিকারৈঃ।' (সায়ণ)

তরুই (দেশজ) ফলবিশেষ, একপ্রকার ঝিঙ্গা।

তরুকূণি (পুং) তরৌ বৃক্ষে কূণয়তি কূণ-ইন্। পক্ষীবিশেষ। বাগ্গুদপক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)।

তরুক্ষ (ত্রি) তৃ-বাহুলকাৎ উক্ষন্। ১ গো-অশ্বাদির তারক। ২ গো-অশ্বাদির পালনে নিযুক্ত।

"বিপ্রস্তরুক্ষ আদদে" (ঋক্ ৮।৪৬।৩২) 'তরুক্ষে গবাশ্বা-দীনাং তারকে গবাদ্যধিকৃতে বা' (সায়ণ)

তরুখণ্ড (পুং) তরুণাং সমূহঃ (ভিক্ষাদিভ্যোহণ্। পা ৪।২।৩৮ ইতি সূত্রস্য কাশিকায়াং বৃক্ষাদিভ্যঃ খণ্ডঃ)। বৃক্ষসমূহ।

তরুজ (ত্রি) তরু-জন-ড। বৃক্ষজ, বৃক্ষোৎপন্ন।

তরুণ (ক্লী) তৃ-উনন্ (ত্রো রশ্চ লো বা। উণ্ ৩।৫৪) ১ কুব্জ-পুষ্প, সেঁওতিফুল। (পুং) ২ স্থূলজীরক। ৩ এরণ্ডবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ যাহার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে, যুবা। ৫ নব, নূতন, নবীন, অভিনব।

"তরুণং সর্ষপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি দধীনি।" (ছন্দো)

তরুণক (পুং) তরুণ-কন্। ১ তরুণ। ১ তরুণদধি।

তরুজীবন (ক্লী) তরোর্জীবনং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছের শিকড়।

তরুণজ্বর (পুং) তরুণশ্চাসৌ জ্বরশ্চেতি কর্ম্মধা। নবজ্বর, ৭ দিন পর্য্যন্ত জ্বরকে তরুণজ্বর বলা যায়।

"আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্মনীষিণঃ।" (চক্রদত্ত) [জ্বর দেখ।]

তরুণদধি (ক্লী) তরুণং তরুণলক্ষণোক্তং দধিঃ কর্ম্মধা। পঞ্চদিনা-তীত দধি, পাঁচদিনের দই, এই দধিভক্ষণ বিশেষ অহিতকর।

"দধি পঞ্চদিনাতীতং তরুণং দধি উচ্যতে।" (বৈদ্যক)
দধি পাঁচদিন অতীত হইলে তাহাকে তরুণদধি বলা যায়।

"শুষ্ক মাংসং স্ত্রিয়োবৃদ্ধাবালার্কস্তরুণং দধিঃ।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃপ্রাণহরাণি ষট্॥" (চাণক্য)

তরুণপ্রভসূরি, ইনি চন্দ্রকুলোদ্ভূত জিনকুশলের শিষ্য। জিনকুশলের নিকট হইতেই দীক্ষা ও আচার্য্যপদ পাইয়াছিলেন। জিনপদ্ম ও জিনলব্ধি ইহার নিকট সূরিমন্ত্র প্রাপ্ত হন।

তরুণপ্রভসূরি ১৪১১ সম্বতে শ্রাবকপ্রতিক্রমণসূত্রবিবরণ নামক পুস্তক রচনা করেন।

তরুণী (স্ত্রী) তরুণঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ। ১ যুবতী স্ত্রী। ১৬ বৎসর হইতে ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তরুণী কহা যায়।

"ততস্তু তরুণীজ্ঞেয়া দ্বাত্রিংশদ্বৎসরাবধি ॥" (ভাবপ্র°)

"তরুণীস্ত্রীতে উপগত হইলে শক্তি হ্রাস হয়। ইহার পর্য্যায়—যুবতী, তলুনী, যুবতি, যূনী, দিক্বরী, ধনিকা, ধনীকা। ২ ঘৃতকুমারী। ৩ দন্তীবৃক্ষ। ৪ চীড়া নামক গন্ধদ্রব্য। ৫ পুষ্পবিশেষ, সেঁওতী, পর্য্যায়—সেবতী, সহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, চারুকেশরা, ভৃঙ্গেষ্টা, রামতরণী, সুদলা, বহুপত্রিকা, ভৃঙ্গবল্লভা। ইহার গুণ শিশির, স্নিগ্ধ, পিত্ত, দাহ,জ্বর, মুখপাক, তৃষ্ণা ও বিচর্দ্দিনাশক এবং মধুর। (রাজনি°)

এক সহস্র অশোক পুষ্প দিয়া পূজা করিলে যে ফল হয়, ইহার একটী পুষ্প দিলে সেই ফললাভ হয়।

"চম্পকাৎ পুষ্পশতাদশোকং পুষ্পমুত্তমং।
অশোকাৎ পুষ্পসাহস্রাৎ সেবতী পুষ্পমুত্তমং॥" (নারসিংহপু°)

তরুণীকটাক্ষমাল (পুং) তরুণীনাং কটাক্ষাণাং মালা যত্র বহুব্রী। তিলকপুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

তরুতল (ক্লী) তরূণাং তলং ৬তৎ। ১ বৃক্ষমূল, গাছের তলা, বৃক্ষমূলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীস্থান, মধ্যাহ্নকালে মূলের চতুর্দ্দিকে যতদূর ছায়া পড়ে। ২ তরুস্বরূপ।

তরুণপীতিকা (স্ত্রী) মনঃশিলা।

তরুণাভাস (পুং) একপ্রকার পাণা।

তরুণাস্থি (ক্লী) কোমলাস্থিবিশেষ।

তরুতুলিকা (স্ত্রী) তরুস্থিতা তুলিকা চিত্রশলাকাইব বা তরৌ বৃক্ষে তোলয়তি দোলয়তি বা তুল-ণ্বুল টাপি অত ইত্বং পৃষো° সাধুঃ। বাতুলি, বাদুড়পক্ষী। এই পক্ষী বৃক্ষশাখায় তুলাদণ্ডের ন্যায় ঝুলিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে তরুদূলিকা পাঠ দেখা যায়।

তরুতুলিকা [তরুতুলিকা দেখ।]

তরুতৃ (ত্রি) তৄ-তৃচ্ (গ্রসিতস্কভিতস্তভিতোত্তভিতচত্তবিকস্তবিশস্তৃতরুতৃবরূতৃবরূত্রী ঘোৎ। পা ৭।২।৩৪) ইতি সূত্রেণ নিপাতনাৎ সিদ্ধং। তারক। "অস্তৃতরুতা বিপ্রেভিঃ" (ঋক্ ১।১২৭।৯) 'তরুতা তারয়িতা (সায়ণ)

তরুত্র (ত্রি) তৄ-বাহু° উত্র। তারক।
"তরুত্রো অভ্যস্তিষ্ঠঃ", (ঋক্ ৪।২৯।২) 'তরুত্রাস্তারকাঃ'(সায়ণ)

তরুদূলিকা [তরুতুলিকা দেখ।]

তরুনখ (পুং) তরোর্নখইব। কণ্টক, কাঁটা। (হারাবলী)

তরুপঙ্ক্তি (স্ত্রী) তরূণাং পঙ্ক্তিঃ ৬তৎ। বৃক্ষশ্রেণী।

তরুভুক্ (পুং) তরুং ভুঙ্ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°) বৃক্ষে ইহা জন্মিলে শীঘ্রই বৃক্ষ নষ্ট হইয়া যায়।

তরুমূল (ক্লী) তরূণাং মূলং ৬তৎ। বৃক্ষমূল, গাছতলা।

তরুমৃগ (পুং স্ত্রী) তরৌ তিষ্ঠন্ মৃগইব মধ্যলো°। শাখামৃগ, বানর। (শব্দচ°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তরুরাগ (ক্লী) তরূণাং রাগো রক্তিমাভা যস্মাৎ বহুব্রী। কিশলয়, নূতন পল্লব।

তরুরাজ (পুং) তরূণাং রাজা ৬তৎ অত্যুচ্চত্বাৎ সমাসে টচ্। ১ তালবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ পারিজাতপুষ্প বৃক্ষ, এই বৃক্ষ নরলোকে পূজিত দেবলোকের ভোগ্য, এইজন্য ইহা তরুরাজ।

"যদেতদা হৃতং স্বর্গাৎ তৎ ত্বদর্থং ময়া বিভো।
দেবোপভোগ্যমেতদ্ধি তরুরাজসমুদ্ভবং।" (হরিব° ১২৪।৫৫)

(ত্রি) তরুশ্রেষ্ঠ মাত্র।

তরুরুহা (স্ত্রী) তরৌ রোহতি রুহ ক টাপ্। ১ বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃক্ষারোহিমাত্র।

তরুবা, মধ্যপ্রদেশে চাঁদাজেলার একটী হ্রদ। সেগাঁওয়ের ১৪ মাইল পূর্ব্বে চিমুর পাহাড় হইতে এই হ্রদ উদ্ভূত হইয়াছে। হ্রদটী অতিশয় গভীর।

অনেক পুত্রাভিলাষিণী স্ত্রীলোক এই হ্রদের নিকট আসিয়া অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে। পীড়িত লোকগণও স্বাস্থ্যলাভের জন্য এই স্থানে আগমন করে।

মধ্যপ্রদেশীয়লোকের বিশ্বাস দেবতাদিগের ইচ্ছায় এই হ্রদ উৎপন্ন হইয়াছে।

এই হ্রদের একদিকে একটী কৃত্রিম বাঁধ আছে।—

প্রবাদ, বহুবর্ষ অতীত হইল, গোলীরা বর লইয়া মহাসমারোহে চিমুর পাহাড়ের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। এই পথ দিয়া যাইবারকালে বরযাত্রীর কতিপয় ব্যক্তি অতীব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহারা কোন স্থানে জল পাইল না। হঠাৎ জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা এই বৃদ্ধের নিকট তাহাদের জলকষ্টের বিবরণ বলিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, যে বর ও নবোঢ়া বধূ একত্র মৃত্তিকা খনন করিলে একটী ঝরণার উৎপত্তি হইবে এবং সেই ঝরণার জলে তাহারা পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিবে। বৃদ্ধের উপদেশানুসারে বর ও বধূ মৃত্তিকা খনন করিবামাত্র একটী উৎস উদ্ভূত হইয়া হ্রদে পরিণত হইল। এই হ্রদের তটে একটী তালবৃক্ষ জন্মিল। এই গাছটী প্রত্যহ দিনের বেলা নামাইত, কিন্তু সন্ধ্যাকালে

মাটির নীচে বসিয়া যাইত। এক দিন প্রত্যূষে জনৈক যাত্রী উক্ত বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়াছিল। সে হঠাৎ বৃক্ষের সহিত আকাশে উঠিল এবং তথায় সূর্য্যকিরণে দগ্ধ এবং বৃক্ষটীও তৎক্ষণাৎ ধূলিকণায় পরিণত হইল। বৃক্ষের পরিবর্ত্তে তথায় হ্রদের অধিষ্ঠাতৃদেবী তারোবা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখা গেল। এরূপও প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে যাত্রিগণ কার্য্যান্তে হ্রদে নৌকা রাখিয়া যাইত। কালক্রমে একজন অসৎ লোক নৌকাগুলি প্রত্যর্পণ না করিয়া তাহার সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু নৌকাগুলি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। সেই অবধি জলমধ্য হইতে আর নৌকা উঠে নাই।

এই হ্রদের মধ্যে ঢাকের ন্যায় শব্দ শুনা যায়। স্থানীয় বৃদ্ধেরা বলে যে ভাঁটার সময় এই হ্রদের মধ্যে স্বর্ণচূড়শোভিত একটী মন্দির দেখা যায়।

তরুরোহিণী (স্ত্রী) তরুষু রোহতি রুহ-ণিনি-ঙীপ্। বন্দাক, পরগাছা। (রাজনি°)।

তরুলতা (দেশজ) একপ্রকার সুন্দর লতাবিশেষ। (Ipomœa Quamosa)

তরুবল্লী (স্ত্রী) তরুষু বল্লীব। মালবদেশে প্রসিদ্ধ জতুকালতা। (রাজনি°)

তরুবিটপ (পুং) তরূণাং বিটপঃ ৬তৎ। বৃক্ষশাখা, গাছের ডাল।

তরুবিলাসিনী (স্ত্রী) তরোর্বিলাসিনীব। নবমল্লিকা।

তরুশ (ত্রি) তরুঃ অস্ত্যত্র তরু-শ। (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) তরুযুক্ত।

তরুশায়িন্ (ত্রি) তরৌ তরুকোটরে শাখায়াং বা শেতে শী-ণিনি। ১ পক্ষী। (হারাবলী) স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

তরুষ্ (স্ত্রী) তরুষ্যতি হিনস্ত্যত্র তরুষ আধারে ক্বিপ্। যুদ্ধ। "তনূরুচা তরুষি রুবেত্তে" (ঋক্ ৬।২৫।৪) 'তরুষি যুদ্ধে।' (সায়ণ)

তরুষ (ত্রি) তৃ-উষন। তারক। "অর্বঃ পরস্তাৎ তরস্ত তরুষঃ" (ঋক্ ৬।১৫।৩) 'তরুষস্তরীতা' (সায়ণ)

তরুষণ্ড (পুং) বৃক্ষশ্রেণী।

তরুস্ (ত্রি) তৃ-উসি। তারক। "রুদ্রাদয়শ্চ তরুষঃ (ঋক্ ৬।২।৩) 'তরুষস্তারকঃ।' (সায়ণ)

তরুসার (পুং) তরোঃ সারঃ ৬তৎ। ১ কর্পূর। (হারাবলী) ২ বৃক্ষসার মাত্র।

তরুস্থ (ত্রি) তরৌ তিষ্ঠতি তরু-স্থা-ক। বৃক্ষস্থিত।

তরুস্থা (স্ত্রী) তরুস্থ-টাপ্। বন্দাক, পরগাছা।

তরূট (পুং) তরোঃ উট ইব। উৎপলকন্দ, পদ্মমূল, পদ্মের গেঁড়ো, ইহার গুণ গুরু, বিষ্টম্ভি, শীতল। (রাজব°)

তরূণক [তরুণক দেখ।]

তরূষস্ (ত্রি) তৃ-উষস্। ১ তরণকুশল। ২ আপদুদ্ধারক। "ঘং ম ইন্দ্রবায়া তরূষসোগ্রং" (ঋক্ ১।১২৯।১০) 'তরূষসা তরণকুশলেন অস্মান্ আপদ্ভ্যঃ উত্তরীতুং শক্নুম।' (সায়ণ)

তরে (দেশজ) জন্য, নিমিত্ত।

"তুমি মর যার তরে, সে তোমায় চায়না।"

তরোতাজা (পারসী) সতেজ, (বৃক্ষাদির) সবুজবর্ণ যুক্ত।

তরোলি, মথুরা জেলার অন্তর্গত ছাতা তহসীলের একটী পল্লিগ্রাম। অক্ষা° ২৭° ৪০´ ৪৬´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭°৩৭´ ৪৫´´ পূঃ। কৃষিকার্য্যের জন্যই এই পল্লিটী উল্লেখযোগ্য। এই স্থানের রাধাগোবিন্দদেবের মন্দির বিশেষ খ্যাত। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের ত্রয়োদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উক্ত মন্দিরের নিকট একটী মেলা হইয়া থাকে। তরোলিতে হাট ও বাজার আছে।

তরৌচ, সিমলাপাহাড়ের অন্তর্গত ও পঞ্জাব্ গবর্মেণ্টের অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ৫৫´ ও ৩১° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৭´ ও ৭৭° ৫১´ পূঃ। এই রাজ্যের ক্ষেত্রফল ৬৭ বর্গমাইল। কতিপয় মুসলমান ব্যতীত এই প্রদেশের সকল অধিবাসীই হিন্দু। তরৌচ পূর্ব্বে সরমোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার কালে ঠাকুর করমসিংহ তরৌচের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত তিনি কোন কার্য্যই করিতেন পারিতেন না। তাঁহার ভ্রাতা ঝোবু সমগ্র রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে করমসিংহের মৃত্যুর পর ঝোবু এই মর্ম্মে এক সনন্দ পাইলেন যে, তাঁহার ও উত্তরাধিকারীগণের হস্তে তরৌচ রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইল। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ঠাকুর কেদারসিংহ তরৌচের রাজা ছিলেন। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া সদস্যগণ কর্ত্তৃক রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

এই রাজ্যের আয় প্রায় ৬০০০্ টাকা। রাজার অধীনে ৮০ জন সৈন্য থাকে।

তর্ক (পুং) তর্ক ভাবে অচ্। ১ আকাঙ্ক্ষা। ২ ব্যভিচারাশঙ্কা-নিবর্ত্তক উহভেদ, অর্থাৎ অবিজ্ঞাত অর্থবিষয়ে সযুক্তিক কারণদ্বারা তর্কবিশেষ, শাস্ত্রের অবিরোধী যে তর্ক সন্দিগ্ধ পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাশ করিয়া উত্তরপক্ষে ব্যবস্থাপনপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থের নিশ্চয়তা অবধারণ করার নাম তর্ক।

৩ ব্যাপ্যের আরোপ হেতু ব্যাপকের প্রসঞ্জন। ৪ আগমের অবিরোধী ন্যায়। ৫ আগমার্থ পরীক্ষা। ৬ মীমাংসারূপ বিচার। ৭ মানস জ্ঞানভেদ। ৮ নিজের বুদ্ধি অনুসারে তর্ক (বিচার) মাত্র।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
না প্রতিষ্ঠিততর্কেন গম্ভীরার্থস্য নিশ্চয়ঃ ॥" (বেদান্তপ্র°)

যে সকল ভাব অচিন্তনীয়, কিছুতেই যাহা চিন্তার বিষয় হইতে পারে না, সেই সকল বিষয় তর্ক দ্বারা কখন স্থির করিবে না, অপ্রতিষ্ঠিত তর্কদ্বারা কখনই গম্ভীরার্থের নিশ্চয় হইতে পারে না।

এইরূপ তর্ক করিলে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মে। তর্কে অপ্রতিষ্ঠা দোষ জন্মিলে তাহা নিরাকৃত হয়; সে তর্ক গ্রহণীয় নহে। তর্ক না করিয়া শাস্ত্রমীমাংসা করিবে না এইরূপ বিধি আছে; কিন্তু সে এরূপ কুতর্ক নহে, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ঐকমত্য করিয়া তর্ক করিবে। ঐরূপ তর্ক করিলেই যথার্থ জ্ঞান জন্মে। এইজন্য বেদান্তদর্শনে তর্কের বিষয় এই প্রকার লিখিত হইয়াছে—

"তর্কা প্রতিষ্ঠানাদিত্যাদি।" (বেদান্তসূত্র)

যে বস্তু শাস্ত্রগম্য, তর্কমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বস্তুর বিরুদ্ধে উত্থম করিতে নাই। কারণ পুরুষ শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত বুদ্ধিমাত্রের সাহায্যে যে সকল তর্কের উদ্ভাবন করেন, সেই সকল তর্কের প্রতিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না কল্পনার কোন অঙ্কুশ (নিয়ামক) নাই। যে যে পরিমাণ বুঝে, সে সেই পরিমাণই কল্পনা করে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এক পণ্ডিত অতি যত্নে এক তর্ক উদ্ভাবিত করেন, অন্য পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মিথ্যাত্ব (ভুল) দেখান। আবার তদপেক্ষা অধিক পণ্ডিত সে তর্ককেও মিথ্যা করেন। মানববুদ্ধি বিচিত্র, সেই কারণে প্রতিষ্ঠিত তর্ক অসম্ভব। যেহেতু মানববুদ্ধি অনবস্থিত, একপ্রকার নহে, সেই হেতু তৎপ্রভব তর্কও অনবস্থিত অর্থাৎ একরূপ নহে। এইজন্য তর্ক অপ্রতিষ্ঠাদোষ দূষিত অর্থাৎ স্থিরতর তর্ক হয় না। এই কারণে তর্ক অবিশ্বাস্য। তর্কের প্রতি বিশ্বাস করিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করা অন্যায্য। মনে কর খ্যাতনামা কপিলদেব সর্ব্বজ্ঞ, এই কারণ তাঁহার তর্ক প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলিলে বলিব, তাহাও অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ঐ কথাটীও তর্কে অন্যরূপ হইয়া যায়। কপিল সর্ব্বজ্ঞ, গৌতম অসর্ব্বজ্ঞ এই বিষয়ে প্রমাণ কি? কপিল, কণাদ, গৌতম ইহারা সকলেই খ্যাতনামা, সকলেই মহাত্মা ও সর্ব্ববিদিত অথচ তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মত-বৈপরীত্য দেখা যায়।

কপিলের মতে কণাদের ও গৌতমের আপত্তি এবং কণাদ গৌতমের মতে কপিলের আপত্তি দৃষ্ট হয়। যদি বল আমরা এমন একটী তর্কের অনুমান করিব অর্থাৎ অনুমান খাটাইয়া এমন একটী তর্ক বাছিয়া লইব, যাহার প্রতিষ্ঠাদোষ নাই।

এমন কিছু বলিতে পারা যায় না যে, একটীও অপ্রতিষ্ঠিত তর্ক নাই। একটী না একটী প্রতিষ্ঠিত তর্ক আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তবে এরূপ বলিতে পার যে কোন কোন তর্ককে অপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তর্কমাত্রের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করিতে গেলে ব্যবহার উচ্ছেদের আপত্তি হইতে পারে, সকল তর্কই যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে লোকের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ব্যবহার কি প্রকারে নির্ব্বাহ হয়।

আমরা দেখিতেছি প্রত্যেক লোক ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের প্রাপ্তি পরিহারের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টমান; সে চেষ্টা তর্কমূলক।

তর্কের অন্য নাম কল্পনা, তর্কের সত্তা না থাকিলে সে সকল ব্যবহার থাকিত না; এতদিন উচ্ছিন্ন হইত। শ্রুতির অর্থ সন্দেহ হইলে বাক্যবৃত্তি-নিরূপণ-রূপ তর্ক দ্বারা তাহার তাৎপর্য্যার্থনির্ণয় করেন। একথা ভগবান মনুও বলিয়াছেন—

"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতাঃ॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥" (মনু)

যাহারা ধর্ম্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ অনুমান (তর্ক) ও বিবিধশাস্ত্র উত্তমরূপে বিদিত হইবেন। যে পুরুষ বেদশাস্ত্রের অবিরোধ তর্ক অবলম্বন করিয়া ঋষিসেবিত ধর্ম্মবিধি অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য অবগত হন। অপ্রতিষ্ঠিত তর্কের শোভা দোষ নহে। যে তর্কে দোষ আছে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, নির্দ্দোষ তর্ক গ্রহণীয়। পূর্ব্বপুরুষ মূঢ় ছিলেন বলিয়া কি আমাকেও মূঢ় হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। এক তর্কের দোষ দেখিয়া সকল তর্কের দোষোদ্ঘোষণ অতিশয় অন্যায্য।

আরও দেখ সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার, নানাপ্রকার নহে। আমার একপ্রকার তোমার একপ্রকার এরূপ নহে, কারণ সম্যক্‌জ্ঞান বস্তুর অধীন, মনুষ্যের অধীন নহে। যেমন অগ্নি উষ্ণ। অগ্নি উষ্ণ এ জ্ঞান একরূপ অর্থাৎ সকল কালে ও সকল পুরুষে সমান, এইজন্য সম্যক্‌জ্ঞানে মতামত (তর্ক) থাকা অসম্ভব। তর্ক বুদ্ধিপ্রভব, তজ্জন্য তাহা নানাজনের নানাপ্রকার এবং বিরুদ্ধ তর্কজনিত জ্ঞান বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, কিন্তু সম্যক্‌জ্ঞান একই প্রকার। কোন সময়েও বিভিন্ন হয় না।

এক তার্কিক তর্ক বলে বলিবেন, ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান, আবার অন্য তার্কিক তাহার মত খণ্ডন করিয়া বলিলেন না, তাহা সম্যক্‌জ্ঞান নহে, ইহাই সম্যক্‌জ্ঞান। অতএব যাহা একরূপ নহে, তাহা অস্থির তর্কপ্রভব, তাদৃশজ্ঞান কিরূপে সম্যক্ হইতে পারে।

এইজন্ত তর্কদ্বারা ইহা মীমাংসিত হয় না। দুরূহ স্থলে তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনুসরণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, শাস্ত্র বুঝিতে হইলেও তর্কের আবশ্যক, কিন্তু সে তর্ক শাস্ত্রানুকূল তর্ক, শাস্ত্রের প্রতিকূল তর্কই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্র প্রভৃতি যে কোন বিষয় জ্ঞাত হইলে তর্কই একমাত্র বুঝিবার কারণ। তর্ক না করিলে কোন বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বার্থ অবগত হওয়া যায় না। এই তর্ক শাস্ত্রানুযায়ী হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে তাহাকে কুতর্কবাদ প্রভৃতি বলে। এই প্রকার কুতার্কিকের সহিত কোন প্রকার তর্ক করিবে না এবং করিলেও কোন ফল হইবে না। (বেদান্তদ°)।

গৌতমসূত্রে তর্কের বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে—'অবিজ্ঞাততত্ত্বে হর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ।' (গৌতমসূত্র ১।৪০)

ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত ব্যাপকের আরোপই তর্কপদার্থ অর্থাৎ ধূমাদির আরোপ করিয়া ব্যাপক। ব্যাপক বহ্ন্যাদির যে আরোপ হয়, তাহার নাম তর্ক।

আরোপ ইহার অর্থ অযথার্থ জ্ঞান। সূত্রে "কারণোপপত্তিতঃ" এই শব্দ দ্বারা ব্যাপ্যের আরোপপ্রযুক্ত এই অর্থ এবং উহ শব্দে ব্যাপকের আরোপ এই অর্থলাভ হইয়াছে।

তর্কদ্বারা কি ফল জন্মে? শিষ্য গৌতমদেবকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি ইহার উত্তরে কহিয়াছেন—

"অবিজ্ঞাততত্ত্বে হর্থে তত্ত্বজ্ঞানার্থং।"

অর্থাৎ কোন পদার্থের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইলে তর্ক করিবে, তর্ক করিলে সংশয়নিবৃত্তি হইয়া যথার্থ পক্ষের নির্ণয় হইবে।

এইজন্ত তর্ক এই পদার্থনির্ণয় বিশেষ প্রয়োজন। তর্ক না হইলে কদাচ একতরের নিশ্চয় হয় না। যেমন জলে উত্থিত বাষ্প দেখিয়া অনেকের এইটী বাষ্প কি ধূম এইরূপ সন্দেহ হইয়া থাকে। অনন্তর এটী যদি ধূম হয়, তাহা হইলে জলে অগ্নি থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ জলে অগ্নি থাকে না, তাহা হইলে বাষ্প কি প্রকারে সম্ভবে, অতএব এটী ধূম নহে। এই প্রকার আপত্তি যাহার উপস্থিত হয়, তাহার এই তর্ক দ্বারা এইটী ধূম নহে, এইটী বাষ্প, এইরূপ নিশ্চয়তা জন্মে এবং দূর হইতে একটী প্রকাণ্ড অর্থাৎ বৃক্ষের গুঁড়ি দেখিলে এইটী মনুষ্য কি না, এইরূপ সংশয় জন্মিয়া থাকে। পরে যদি এইটী মনুষ্য হইত, তবে ইহার হস্তপদাদি অবশ্যই থাকিত, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে এটী প্রকৃতই মনুষ্য নহে, এইরূপ স্থির হয়। সৌগত নামক বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকে, এই পরিদৃশ্যমান বিচিত্র পদার্থসকল বিজ্ঞানময় জ্ঞানস্বরূপ, অর্থাৎ নিদ্রাকালে যে সকল ব্যাঘ্র কি হস্তী, মনুষ্য প্রভৃতি দেখা যায়, তাহারা বস্তুতঃ ব্যাঘ্র, হস্তী ও মনুষ্য নহে, কেবল জ্ঞানরূপ। সেই প্রকার জাগ্রদবস্থায় পৃথিবী, জল, মনুষ্য প্রভৃতি যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ পদার্থ সকলও জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞানের অতিরিক্ত নহে।

ইহাতে নৈয়ায়িকেরা কহেন, নিদ্রাকালে যে পদার্থসকল অনুভূত হয়, নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঐ পদার্থসকল মিথ্যা অর্থাৎ মনঃকল্পিত মাত্র বোধ হয়। এজন্ত স্বাপ্নিকপদার্থ জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জাগ্রদবস্থায় যে নানাপ্রকার পদার্থ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, ইহারা কখন জ্ঞানময় নহে, জ্ঞান হইতে ভিন্ন। এরূপ উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা যে পদার্থসকল দেখিতেছি, ইহারা জ্ঞানস্বরূপ, কি জ্ঞানের অতিরিক্ত এই সংশয় অবশ্যই উপস্থিত হয়। পরে দৃশ্যমান চরাচর পৃথিবী, জল, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি পদার্থসকল যদি জ্ঞানস্বরূপ হয়, জ্ঞান হইতে ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া, জলকে জল বলিয়া, মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া প্রতিদিন আমরা একরূপ জানিতে পারিতাম না এবং পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া ও জলকে জল বলিয়া ইত্যাদিরূপে আমাদের যেরূপ জ্ঞান হইতেছে, সেই প্রকার সকলেরই জ্ঞান হইতেছে, বাস্তবিক বাহ্যপদার্থ স্বপ্নিক জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞানরূপ হইলে পৃথিবীকে পৃথিবী বলিয়া, জলকে জল বলিয়া ইত্যাদি একরূপে সকল ব্যক্তির অনুভবের বিষয় হইত না। যখন দেখিতেছি, স্বপ্নাবস্থায় একরূপ জ্ঞান সকলের কখন হয় না, এই প্রকার তর্ক উদিত হইলে দৃশ্যমান পদার্থ সমুদয় জ্ঞানস্বরূপ নহে, জ্ঞান হইতে পৃথক্ অবশ্যই এইরূপ অবধারণ জন্মে। ঐ সকল তর্ক উপস্থিত না হইলে অসংশয়রূপে কখন একতরের অবধারণ হইত না। এজন্ত তর্কপদার্থনির্ণয় অতি আবশ্যক। প্রাণিমাত্রেরই তর্ক জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষরূপ পরিচয় না থাকায় উহাকে তর্ক বলিয়া জানে না।

ন্যায়শাস্ত্রে তর্কপদার্থের বিস্তাররূপে প্রকাশ থাকায় ন্যায়শাস্ত্রকে তর্কশাস্ত্রও বলে। তর্ক করিতে হইলে প্রথম সংশয়, অনন্তর তর্ক, তৎপশ্চাৎ নির্ণয়, এই তিন অংশে পরিসমাপ্ত হয়।

উক্ত তর্কে যে কোন পদার্থ আপাদ্য বা আপাদক অর্থাৎ (ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব) হয় না। কারণ জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে পটবিশিষ্ট হইত, এই প্রকার আপত্তি কখন সম্ভবে না এবং এইটী যদি মনুষ্য হইত, তবে শৃঙ্গবিশিষ্ট হইত, এইরূপ আপত্তি কেহ করে না। এইজন্ত ব্যাপ্যের আরোপযুক্ত ব্যাপকের আরোপ বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্যাপক

পদার্থেরই আপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে ধূমের ব্যাপক পট নহে, মনুষ্যত্বের ব্যাপক শৃঙ্গ নহে, একারণে তাহাদের আপত্তি হইল না। ঐ আপত্তি পক্ষে আপাদ্যের অভাব নিশ্চয় থাকিলে এই জ্ঞান জন্মে। এজন্য জলাশয় যদি ধূমবিশিষ্ট হয়, তবে দ্রব্য হইত, এইরূপ আপত্তি হয় না। কারণ জলাশয়ে দ্রব্যত্বের অভাব নিশ্চয় নাই, কিন্তু দ্রব্যত্বের নিশ্চয় আছে। এই তর্ক আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও বাধিতার্থপ্রসঙ্গ এই ৫ প্রকার।

ইহাদিগের মধ্যে স্বতে স্ব অপেক্ষণীয় হইলে যে আপত্তি উপস্থিত হয়, ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় অর্থাৎ ঐ আপত্তিতে আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে অপেক্ষা করে এইজন্য ঐ আপত্তির নাম আত্মাশ্রয় হইয়াছে।

যাহার অভাবে যে বস্তু সম্ভব হয় না, তাহাকে অপেক্ষা কহে, অপেক্ষাও উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। যথা বৃক্ষ জন্মাইতে বীজ ও পুত্রাদির উৎপত্তিতে পিতা মাতা, বস্ত্রাদিজননে তুরী, তন্তু প্রভৃতির অপেক্ষা চাই এবং কোন পদার্থের সংস্থাপন আবশ্যক হইলে অধিকরণের অপেক্ষা করে, কোন পদার্থের জ্ঞপ্তি অর্থাৎ অভিব্যক্তি (জ্ঞান) আবশ্যক হইলে ইন্দ্রিয়াদি অপেক্ষিত হয়, এইজন্য উৎপত্তি, স্থিতি ও জ্ঞপ্তি এই তিন প্রকার অপেক্ষা হওয়ায় আত্মাশ্রয়ও তিন প্রকার, বস্তুতঃ যে আপত্তিতে স্বতে স্বজন্য আপাদক হয়, ঐ আপত্তি প্রথম আত্মাশ্রয়, যেমন একটী বৃক্ষ দেখিয়া এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষ হইতে জন্মিয়াছে কি না, এই সন্দেহ জন্মিলে এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষ জন্য হয়, তবে এই বৃক্ষের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ এই বৃক্ষটী জন্মাইবার পূর্ব্বেও এই বৃক্ষ থাকিত। কারণ যে বস্তু যে পদার্থ হইতে জন্মে, সে বস্তুর পূর্ব্বকালে সেই পদার্থ অবশ্যই থাকে। আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে আপনি কখন থাকে না। এজন্য এ বৃক্ষটী এই বৃক্ষ জন্য নহে। অপর যে আপত্তিতে স্বতে স্ববৃত্তিত্বটী আপাদক হয়, সেই আপত্তির নামও আত্মাশ্রয়। যে প্রকার এই পৃথিবীর উপরে পর্ব্বত প্রভৃতি স্থিত হইয়া থাকে, সেই প্রকার এই পৃথিবীর উপরিস্থিত হইয়া এই পৃথিবী আছে কি না? এই সংশয় জন্মিলে যদি এই পৃথিবী এই পৃথিবীর উপর স্থিত হইত, তবে এই পৃথিবী হইতে এই পৃথিবী ভিন্ন হইত, কারণ অধিকরণ হইতে আধেয় পৃথক্, ইহা সকল স্থানে দেখা যায়। অধিকরণ ও আধেয় এক ব্যক্তি কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই আপত্তিটী দ্বিতীয় আত্মাশ্রয়। যে আপত্তিতে স্বপ্রত্যক্ষে স্বমাত্র অপেক্ষণীয় হয় কিম্বা স্বতে স্বজ্ঞান স্বরূপটী আপাদক হয়, সেই আপত্তি তৃতীয় আত্মাশ্রয়। যথা এই ঘটের প্রত্যক্ষ যদি এই ঘট মাত্র হইতে উৎপন্ন হইত, তবে ঘটের উৎপত্তির পর সকল কালেই ইহার প্রত্যক্ষ হইত, যেহেতু এই ঘটের প্রত্যক্ষের কারণ এই ঘট মাত্র এবং এই ঘটটী সর্ব্বদাই আছে। কারণ থাকিলে কার্য্য না হইবে কেন, অথবা এই ঘটটী যদি এতদ্‌ঘটজ্ঞানরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞান সামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইত, কারণ যে জ্ঞানরূপ হয়, সে জ্ঞান সামগ্রী হইতে অবশ্যই জন্মে। সামগ্রী শব্দে যে যে কারণ থাকিলে কার্য্য হইয়া থাকে, সেই কারণ সমুদায়কে বুঝায়।

স্বতে স্বাপেক্ষটী অপেক্ষণীয় হইলে যে অনিষ্টের আপত্তি হয়, তাহাকে অন্যোন্যাশ্রয় কহে। ফলতঃ যে আপত্তিতে স্বজন্য জন্যত্ব স্ববৃত্তি বৃত্তিত্ব, স্বজ্ঞান, জ্ঞানময়ত্ব ইহার মধ্যে যে কোনটী আপাদক হয়, সেই অন্যোন্যাশ্রয়। যথা এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষজন্য জাত, ফল জন্য হইত, তবে এই বৃক্ষ জন্য ফলের অনধিকরণ কালের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন হইত না। অর্থাৎ এই বৃক্ষটী যদি এই বৃক্ষজাত ফল জন্য হইত তবে এই বৃক্ষজাত ফলটী এই বৃক্ষ জন্মিবার পূর্ব্বে অবশ্যই থাকিত, যেহেতু কারণ কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্যই থাকে। কিন্তু যেরূপ এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সেইরূপ এই বৃক্ষ জন্য ফলটীও এই বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না, সুতরাং এই বৃক্ষটী এই বৃক্ষজাতফলজন্য নহে। এরূপ এই ঘটটী যদি এই ঘটে স্থিত হয়, তবে এই ঘটটী এই ঘট হইতে ভিন্ন হইত এবং এই ঘটটী যদি এই ঘটজ্ঞানস্বরূপ হয়, তবে এই ঘটটী জ্ঞান সামগ্রী হইতে জন্য হইত এবং যে পদার্থটী স্বীকার করিলে সেইরূপ পদার্থের অসীম আপত্তি দ্বারা কল্পনাপ্রযুক্ত অনিষ্ট প্রসঙ্গ হয়, সেই অনবস্থাদোষ এবং উক্ত অনবস্থাদোষ ভয়ে কোন একটী পদার্থকে সীমা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যথা অবিভজ্য পরমাণুকে নিরবয়ব স্বীকার না করিয়া তাহাকে সাবয়ব স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে পরমাণু অবয়বেরও অবয়ব কল্পনা করিতে হয় এবং উক্ত অবয়বের পুনর্ব্বার অবয়ব কল্পনা আবশ্যক। এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনা করিলে সর্ষপ ও সুমেরুর সমান পরিমাণাপত্তি হইতে পারে। কারণ যে বস্তু যদপেক্ষায় অধিক সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত, সেই বস্তু তদপেক্ষা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট এবং যে দ্রব্য যে বস্তু অপেক্ষা অল্প সংখ্যক অবয়ব দ্বারা সংগঠিত সেই বস্তু তদপেক্ষা ক্ষুদ্র।

অতএব এই স্থলে যেরূপ পার্ব্বতীয় পরমাণুর অবয়ব অনন্ত, সেইরূপ সর্ষপীয় পরমাণুর অবয়বও অনন্ত, উভয়ের ন্যূনাধিক্য

স্থির করিবার কাহারও সাধ্য নাই। অতএব উত্তরই অনন্ত অবয়ববিশিষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং উভয়ের পরিমাণগত কোন বৈলক্ষণ্য না থাকায় উভয়েরই সমান পরিণামের আপত্তি হইতে পারে। এই অনবস্থাভয়ে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিতে হইবে এবং যেরূপ বিচারস্থলে অপরাধী কি নিরপরাধী ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য সাক্ষীর আবশ্যক করে, সেইরূপ সাক্ষিব্যক্তি সেই ঘটনাস্থলে ছিল কিনা, এইরূপ আপত্তিতে যদি সাক্ষীর সাক্ষী স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত সাক্ষী ব্যক্তিরও সাক্ষীর আবশ্যক হয়, এইরূপে অসংখ্য সাক্ষীর আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং কোন প্রকারেই বিচার নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, এস্থলেও এইরূপ অনবস্থাদোষ ভয়ে একটীমাত্র সাক্ষী প্রচলিত আছে, অথবা বস্তুমাত্রেই কোন শরীরী কর্ত্তৃক সৃষ্ট সুতরাং নিরাকার জগদীশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে না, এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিয়া যদি তাঁহারও শরীর কল্পনা কর, তবে জগদীশ্বরের শরীর সৃষ্টির জন্য স্বতন্ত্র কোন শরীরী জগদীশ্বর কল্পনা করিতে হয় এবং তাঁহার শরীর সৃষ্টিনির্ব্বাহার্থেও পুনর্ব্বার শরীরী স্বতন্ত্র পরমেশ্বরের কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্ত কোটী কোটী সাকার জগদীশ্বর কল্পনা করিলেও কোন প্রকারেই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্য দার্শনিকগণ একমাত্র জগৎস্রষ্টা স্বীকার করিয়াছেন, অথবা এই সসাগরা পৃথিবী শূন্যে স্বীয় শক্তিবলে আছে কি না, অন্য কোন সুবৃহৎ সাকার আধারের উপর আছে, এইরূপ সন্দেহাক্রান্ত হইয়া যদি পৃথিবীর কোন সাকার আধার স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে সেই আধারবস্তুর স্থিতির জন্য পুনর্ব্বার আর একটী সাকার-আধার কল্পনা করিতে হয়।

ঐরূপে তাহারও আধার কল্পনা করা হইবেক, কিন্তু পৃথিবী কাহার উপর অবস্থিত আছে, তাহা নির্ণীত হইবে না। এইরূপ অনবস্থাদোষে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবীর কোন সাকার আধারান্তর স্বীকার করেন নাই, পৃথিবী স্বীয় শক্তিবলে আকাশে নিয়তই বিদ্যমান আছে ইহাই স্বীকার করিয়াছেন।

আত্মাশ্রয় প্রভৃতি যে আপত্তি চতুষ্টয় উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আপত্তি সকলের নাম প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ।

এই প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ দুই প্রকার—ব্যাপ্তিনির্ণায়ক ও বিষয়পরিশোধক, অর্থাৎ যে তর্কদ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয়তা জন্মে সেই তর্কের নাম ব্যাপ্তিনির্ণায়ক, যথা ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলেই সেই ধূমদ্বারা বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। কিন্তু যে কাল পর্য্যন্ত ধূমে বহ্নির ব্যভিচার সন্দেহ থাকে, সেইকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না।

এজন্য তর্কদ্বারা ব্যভিচার সন্দেহ (বহ্নির অর্থাৎ অভাবাধিকরণে ধূমের বিদ্যমানতার অভাব) দূর করা আবশ্যক, যথা ধূম বহ্নি ব্যভিচারী কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে ধূম যদি বহ্নি-ব্যভিচারী হয়, তাহা হইলে বহ্নি হইতে জন্মাইত না। কারণ যে যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহার ব্যভিচারী হয় না এই নিয়ম আছে। এই আপত্তি করিলে ধূমে বহ্নি-ব্যভিচারের সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া বহ্নির ব্যাপ্তিনির্ণয় জন্মে। এইকারণে এই তর্ক ব্যাপ্তিনির্ণায়ক। যে তর্ক দ্বারা ব্যাপ্তি ভিন্ন বিষয়ের অবধারণ হয়, তাহার নাম বিষয়পরিশোধক, যথা পর্ব্বত যদি বহ্নির অভাববিশিষ্ট হয়, তবে ধূমের অভাববিশিষ্ট হইতে পারে। এই তর্কদ্বারা পর্ব্বতে বহ্নির সন্দেহ নষ্ট হইয়া বহ্নির রূপ বিষয়ের অবধারণ জন্মে, এজন্য এই তর্কের নাম বিষয় পরিশোধক। (গৌতমসূত্র°)

করণে ঘঞ্। ৯ ন্যায়শাস্ত্র। তর্ক ন্যায়শাস্ত্রের নামান্তরভেদ। এই ন্যায়শাস্ত্রে তর্কবিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম তর্কশাস্ত্র। ন্যায়শাস্ত্র চারিভাগে বিভক্ত।

"প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতিস্তথোপমিতি শাব্দজঃ।" (ভাষাপ°)

প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দজ। তাহার মধ্যে অনুমান খণ্ডেই তর্কের আধিক্যবশতঃ ইহাকেই তর্ক কহে, কিন্তু এই চারিখণ্ডেই তর্কপ্রণালী বিশেষরূপে অবলম্বিত হইয়াছে। নবদ্বীপে গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই তর্কশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশে তর্কশাস্ত্রের উন্নতি বিধান ইহাই একটী বিশেষ গৌরবের বিষয়। [ন্যায় দেখ।]

১০ মীমাংসাশাস্ত্র, তর্কদ্বারা শাস্ত্রমীমাংসা হয়, এইজন্য মীমাংসার নামও তর্কশাস্ত্র।

তর্কক (ত্রি) তর্কেণ আকাঙ্ক্ষয়া কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। ১। যাচক। তর্কয়তি তর্ক-ণ্বুল্। তর্ককারক।

তর্ককারিন্ (ত্রি) তর্কং করোতি কৃ-ণিনি। তর্ককারক, তার্কিক।

তর্কগ্রন্থ (পুং) তর্কাধিকৃতঃ গ্রন্থঃ মধ্যলো। তর্কপ্রধান গ্রন্থ।

তর্কজ্বালা (স্ত্রী) যাহাতে উদ্দীপনা আছে। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রভেদ।

তর্কণ (ক্লী) চিন্তন, বিচার।

তর্কণীয় (ত্রি) চিন্তনীয়, বিচার্য্য।

তর্কমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

তর্কবাগীশ (পুং) তর্কশাস্ত্র যে উত্তম বলিতে পারে, তর্কশাস্ত্রবেত্তা।

তর্কবিদ্যা (স্ত্রী) তর্করূপা যা বিদ্যা তর্কস্য বিদ্যা বা। ন্যায়-

বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা। গৌতম প্রণীত প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থরূপ বিদ্যা ও কণাদোক্ত ষট্‌পদার্থরূপ বিদ্যা, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা।

"আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যা মনুরক্তো নিরধিকাং।"(ভা° ১০।৩৭।১২)

তর্কশাস্ত্র (ক্লী) তর্করূপং শাস্ত্রং মধ্যলো°। ন্যায়শাস্ত্র।

তর্কাভাস (পুং) তর্কস্য আভাসঃ ৬তৎ। কুতর্ক, যাহাতে তর্কের সাদৃশ্য মাত্র আছে কিন্তু যথার্থতঃ তাহা কুতর্ক, অকিঞ্চিৎকর যুক্তি।

তর্কারী (স্ত্রী) তর্কং ঋচ্ছতি ঋ-অণ্ (কর্মণ্যণ্)। পা ৩।২।১) ঙীপ্ চ। জয়ন্তী বৃক্ষ, ধনচে গাছ। পর্য্যায় বৈজয়ন্তী, জয়ন্তী, বিজয়া, জয়া। (Sesbania Ægyptiaca or Æschynomene Sesban)

বঙ্গে সাধারণতঃ জয়ন্তীনামেই খ্যাত। বেহারে সন্নরি বা সেবরি, উৎকলে বর্জ-জন্তি, উত্তরপশ্চিমে, জৈন্ত, বোম্বাইএ জৈত বা জনজন্, মহারাষ্ট্রে সেবরি, গুজরাটে বায়সিংগাশি, দ্রাবিড়ে চম্পই বা করুমসেম্বাই ও তৈলঙ্গে সইমিণ্ডা বা সমিণ্ডা বলে।

ভারতের সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে, এমন কি হিমালয়ের চারিহাজার ফিট্ উর্দ্ধে এই বৃক্ষ দেখা যায়। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু বেশী। কৃষ্ণা ও বেধানদীর তটে যে সকল স্থান বন্যায় ডুবিয়া যায়, সেই সেই স্থানে এই গাছ এক একটা ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠ নরম। বেড়া অথবা অপর লতাদির আশ্রয় জন্য ইহাতে মাচা প্রস্তুত হয়। ইহার ছালে ভাল দড়ি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহার পাতা ও বীজ বড় উপকারী। পূয়সঞ্চয় নিবারণ জন্য ইহার পাতার পুলটিস হয়। আবার কোরণ্ড বা বাত রোগে স্ফীত স্থানে প্রয়োগ করিলে ক্রমে ফুলা কমিয়া থাকে। হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার বীজ তেজস্কর, রজোনিঃসারক ও সঙ্কোচক, উদরাময়নাশক, অধিক রজোস্রাবনিবারক ও প্লীহাবৃদ্ধিহ্রাসকারক। অনেক হিন্দু চুলকানি, পাঁচড়া প্রভৃতিতে ইহার মলম ব্যবহার করেন। এরূপ স্থলে ইহার ছালের নির্য্যাসও ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে বীজ বাটিয়া ময়দা মিশাইয়া খোসপাঁচড়ায় প্রলেপ দিয়া থাকে। মরাঠাদিগের বিশ্বাস, ইহার বীজ দর্শনমাত্রই বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ঢাকার অনেকে ইহার টাট্‌কা পাতা বাটিয়া ১ ছটাক পর্য্যন্ত খাইয়া কৃমিরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ স্বাদু, তিক্ত, কফ ও বাতনাশক। (বাভট ৬ অঃ)

২ গণিকারিকা, অগুরুনাছ (ভাবপ্র°) [গণিকারিকা দেখ।]

তর্কিত (ত্রি) তর্ক-ক্ত। ১ বিচারিত। ২ আলোচিত। ৩ সম্ভাবিত। ৪ অনুমিত।

তর্কিণ (পুং) চক্রমর্দ্দবৃক্ষ, চাকুন্দে গাছ। [চক্রমর্দ্দ দেখ।]

তর্কিল (পুং) তর্ক-ইলচ্। [তর্কিণ দেখ।]

তর্কিন্ (ত্রি) তর্কয়তি তর্ক-ণিনি। তর্ককারক, পণ্ডিতবিশেষ, মীমাংসক।

"ত্রৈবিদ্যোহৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তোধর্ম্মপাঠকঃ।" (মনু ১২।১১১)

তর্কু (স্ত্রী) কৃত-উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। সূত্রনির্ম্মাণযন্ত্র, টেঁকো। পর্য্যায়—কপালনালিকা, তর্কুটী, সূত্রলা। (হারাবলী)

তর্কুক (ক্লী) তর্কু স্বার্থে কন্। [তর্কু দেখ।]

তর্কুট (ক্লী) তর্কয়তি সূত্রোৎপাদকতয়া শোভতে তর্ক-উটন্। কর্ত্তন, কাটনাকাটা।

তর্কুটী (স্ত্রী) তর্কুট স্ত্রিয়াং গৌরা° ঙীষ্। তর্কু। [তর্কু দেখ।]

তর্কুপিণ্ড (পুং) তর্কুস্থিতঃ পিণ্ডঃ মধ্যলো°। টেকোর নিম্নস্থ মৃৎপিণ্ড, টেকোর বাঁটুল। পর্য্যায়—বর্ত্তিনী, তর্কপীঠী, বর্ত্তুলা। (হারাবলী)

তর্কুপীঠী (স্ত্রী) তর্কুস্থিতা পীঠী। তর্কুপিণ্ড। [তর্কুপিণ্ড দেখ।]

তর্কুলাসক (পুং) তর্কুং লাসয়তি লস-ণিচ্-ণ্বুল্। বল্লোল, তর্কুচালক যন্ত্র, চরকা।

তর্কুশাণ (পুং) তর্কোঃ শাণঃ ৬তৎ। সানক, টেকোর শাণ।

তর্ক্য (ত্রি) তর্কের যোগ্য, বিচার্য্য।

তর্ক্ষু (পুং) তরক্ষুঃ পৃষো° সাধুঃ। তরক্ষু, নেকড়েবাঘ।

তর্ক্ষ্য (পুং) তৃক্ষ বৎ বাহুলকাৎগুণঃ। যবক্ষার, সোরা।

তর্খান, প্রাচীন তুরুক ভাষার সম্ভ্রমসূচক উপাধিবিশেষ। উচ্চবংশোৎপন্ন ও যাহাদিগকে কোনরূপ বিশেষ কর দিতে হয় না, তর্খান বলিলে তাহাদিগকেই বুঝায়। প্রাচীন তুরুকভাষার লিখিত অনেক দলীলে তর্খ কথাটী দৃষ্ট হয়। ইহার অর্থ আশ্রয়লিপি ও সম্রান্তবংশজ্ঞাপক লিপি। তুরাণীয়দিগের অভিধানে ইহার অর্থ উচ্চপদবী। নরষখি ও তবরিগণ তর্খানের স্থলে তের্খন লিখিয়া থাকে। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য তাহারা এই কথাটী প্রয়োগ করে। চেঙ্গিজ খাঁকে বিনষ্ট করিবার জন্ প্রেষ্টার জন্ যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, বট ও কসলক তাহা অবগত হইয়া চেঙ্গিজকে বলিয়া দেন। তাঁহাদের পরামর্শে জীবন রক্ষা হওয়ায় চেঙ্গিজ উঁহাদের উভয়কে তর্খান উপাধি প্রদান করিলেন। ইঁহাদের সন্তানসন্ততিগণও তর্খান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। খোরাসান ও তুর্কিস্থানে ইঁহাদের বাস।

ভারতবর্ষে সিন্ধুদেশে তর্খানবংশ দেখা যায়। কথিত আছে, তৈমুর এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। তুকমিন

খাঁ যখন তৈমুরকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অর্ঘুন খাঁর প্রপৌত্র একুতৈমুর ভীমপরাক্রমে তাহার গতি রোধ করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। তৈমুর স্বচক্ষে একুতৈমুরের বীরত্ব সন্দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। তিনি একুতৈমুরের আত্মীয়বর্গকে তর্খান উপাধি দিলেন। সেই অবধি সিন্ধুদেশে তর্খানবংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরগণা প্রদেশেও তর্খানদিগের বাস আছে। ৭০৩ খৃঃ অব্দে এই স্থানের তর্খানগণ পারস্যের সম্রাট্‌কে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে খজরের খাকনদিগের কর্ম্মচারীবিশেষকে তর্খান কহে।

ভারতে তর্খান বংশীয়গণ এখন নসরপুর ও ঠটায় বাস করে।

১৫২১ খৃঃ অব্দ হইতে সিন্ধু দেশে অর্ঘুনবংশের আধিপত্য দৃষ্ট হয়। ১৫৫৪ খৃঃ অব্দে এই বংশীয় শাহ হুসেন অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হইলে তর্খানবংশ অর্ঘুনবংশের স্থানাধিকার করিল। কিন্তু কয়েক দিন মাত্র এই বংশীয়গণ সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইলেন। ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ অকবর মীর্জা জানি বেগকে পরাভূত করিয়া সিন্ধুদেশ মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

তর্জ্জন (ক্লী) তর্জ্জ ভাবে ল্যুট্। ১ ভর্ৎসন, তিরস্কার। ২ অবজ্ঞাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করণ। ৩ ভয়প্রদর্শন। ৪ আস্ফালন। ৫ ক্রোধ।

তর্জ্জনগর্জ্জন (দেশজ) ১ ক্রোধব্যঞ্জক উচ্চনাদ দ্বারা ভয়-প্রদর্শন। ২ ভর্ৎসনা করণ, তিরস্কার করণ, গালি দেওন।

তর্জ্জনী (স্ত্রী) তর্জ্জ্যতানয়া তর্জ্জ করণে ল্যুট্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অঙ্গুষ্ঠসমীপাঙ্গুলি। পর্য্যায় প্রদেশিনী।

"তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্ম্মধ্যং পিতৃতীর্থং প্রচক্ষতে।" (স্মৃতি)

তর্জ্জনীমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাভেদ। বামহস্তমুষ্টি করিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা তাহাতে প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়।

"বামমুষ্টিং বিধায়াথ তর্জ্জনীমধ্যমে ততঃ।
প্রসার্য্য তর্জ্জনীমুদ্রা নির্দ্দিষ্টা শূলপাণিনা।" (তন্ত্র°)

তর্জ্জিক (পুং) তর্জ্জ তর্জ্জনমস্ত্যত্র তর্জ্জ-ঠন্। দেশবিশেষ, তাজিকদেশ। (হেম°)

তর্জ্জিত (ত্রি) তর্জ্জ-ক্ত। ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, অপমানিত।

তর্ণ (পুং) তর্ণোতি তৃণাদিকং ভক্ষয়তি তৃণ-অচ্। বৎস, বাছুর।

তর্ণক (পুং) তর্ণ এব স্বার্থে কন্। ১ সদ্যোজাত বৎস, তুমলে বাছুর। ২ শিশু বালক। (হেম°)

"গোকর্ণতর্ণকাহরণঅর্ণোতুলপকণ্ঠকচ্ছেষু।" (অনর্ঘরা° ৫।২৩)

তর্ণি (পুং) তরত্যাকাশমভিতিং তৄ-নি। ১ সূর্য্য। ২ প্লব, ভেলা। (শব্দার্থ°)

তর্ত্তরীক (ক্লী) তীর্য্যতানেন তৄ-ঈক (কর্করীকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।২০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ নৌকা। কর্ত্তরি-ঈক। (ত্রি) ২ পারগ। (মেদিনী)

তর্ত্তব্য (ত্রি) তৄ-তব্য। তরণীয়।

তর্দূ (স্ত্রী) তরতি প্লবতে তৄ-উ দুকাগমশ্চ (মো দুকচ। উণ্ ১।৯১) দারুহস্তক, কাষ্ঠের হাতা, তাড়ু।

তর্ম্মন্ (পুং) তৃদ বা মনিন্। ১ চষাল-ছিদ্রাগ্রবেধ।

"দ্ব্যঙ্গুলং ত্র্যঙ্গুলং বা তর্ম্মাতিক্রান্তং যূপস্য।"(কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১।৩০)

'তর্ম্মাতিক্রান্তং চষালছিদ্রাগ্রবেধাদতিক্রান্তং' (কর্ক)। আধারে মনিন্। ২ তর্দন প্রদেশ। "তর্ম্মসমূত্তে পশ্চাত্তবতঃ" (শত° ব্রা°৩.২।১।২ 'তর্ম্মসমূত্তেইতি যথোক্তয়ো র্মাংসপ্রদেশয়োঃ সম্বন্ধী ভবতি তথা চ তর্দনপ্রদেশেষু পশ্চাৎভাগে' (ভাষ্য)।

তর্পণ (ক্লী) তৃপ-প্রীণনে ভাবে ল্যুট্। ১ তৃপ্তি, প্রীণন। ২ যজ্ঞকাষ্ঠ। তৃপ্যন্তি পিতরো যেন তৃপ-করণে ল্যুট্। ৩ জল-দান দ্বারা দেবর্ষি পিতৃ, মনুষ্য প্রভৃতির তৃপ্তিসম্পাদন। এই তর্পণ পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্গত মহাযজ্ঞভেদ।

তর্পণ দ্বিবিধ। প্রধান তর্পণ ও অঙ্গতর্পণ। শাতাতপ প্রধান তর্পণের কথা এইরূপ লিখিয়াছেন—

স্নাতক দ্বিজগণ শুচি হইয়া প্রত্যহ দেবগণ ঋষিগণও পিতৃগণের যথাক্রমে তর্পণ করিবে ও বিধবা স্ত্রী কুশতিলোদক দ্বারা ভর্ত্তার ও শ্বশুরাদির নামগোত্র উল্লেখ করিয়া প্রতিদিন তর্পণ করিবে।* তাঁহার মতে অঙ্গতর্পণ এইরূপ—

স্নান তিন প্রকার, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। তর্পণ তাহার অঙ্গ। প্রাত্যহিক প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সম্বন্ধীয় স্নান নিত্য। গ্রহণাদি নিমিত্ত স্নান নৈমিত্তিক। গঙ্গাদি তীর্থে যে স্নান তাহা কাম্যস্নান। চাণ্ডালাদিস্পর্শ, শ্মশ্রুকর্ম্ম-অশ্রুপাত, মৈথুন, ছর্দ্দন ও অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে যে স্নান করিতে হয়, তাহাকেও নৈমিত্তিক স্নান কহে। কিন্তু এইরূপ নৈমিত্তিক স্নানে তর্পণাদি জলক্রিয়া করিবে না। পূর্ব্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য স্নান করিলেই তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যে পুত্র নাস্তিকতা প্রযুক্ত প্রতিদিন পিতৃগণের তর্পণ না করে, পিতৃগণ জলার্থী হইয়া তাহার দেহ-রুধির পান করেন, অতএব অতি যত্নপূর্ব্বক প্রতিদিন তর্পণ করিবে। স্নান করিয়া তর্পণ করা উচিত, এই নিয়মানুসারে যদি কোন

* "তর্পণস্তু শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকো দ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্॥
তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দিন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন স্নান না করা হয়, তাহা হইলে কি সেই দিন তর্পণ নিষিদ্ধ? অথচ বচনান্তরে "তর্পণং প্রত্যহংকার্য্যং" ইত্যাদি বচন দ্বারা তর্পণের নিত্যতা রহিয়াছে।

"নাস্তিক্যভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥" (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)

তর্পণের নিত্যতা হেতু "শুচি হইয়া তর্পণ করিবে" এই বচনানুসারে প্রধান তর্পণ মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার পরেই কর্ত্তব্য। যে হেতু পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত পিতৃযজ্ঞরূপ তর্পণ মধ্যাহ্নকালে বিহিত হইয়াছে।

যদি প্রাতঃস্নান তর্পণ করিয়া মধ্যাহ্ন স্নান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলেও প্রধান তর্পণ করা বিধেয় কি না? ইহার উত্তরে শাস্ত্রীয়ভাবে লিখিয়াছেন, প্রাতঃ স্নানাঙ্গ তর্পণ করিলেই প্রসঙ্গাধীন পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত প্রধান তর্পণেরও সিদ্ধি হয়। মনু বলিয়াছেন, দ্বিজগণ স্নান করিয়া জল দ্বারা পিতৃগণকে যে তর্পণ করেন, সেই তর্পণ দ্বারাই সমস্ত পিতৃযজ্ঞক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হন।

"যদেব তর্পয়ত্যদ্ভিঃ পিতৄন্ স্নাত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
তেনৈব সর্ব্বমাপ্নোতি পিতৃযজ্ঞক্রিয়াফলম্॥" (মনু)

মনুর এই বচন দ্বারা রাত্রির শেষ চারি দণ্ড হইতে আগামী রাত্রির প্রথম চারি দণ্ডের মধ্যে স্নান করিবে, অর্থাৎ প্রাতঃ কি মধ্যাহ্ন স্নান ইত্যাদির অনুল্লেখ না থাকায় অরুণোদয় কালীন তর্পণ দ্বারাও পিতৃযজ্ঞ তর্পণ সিদ্ধি হয়। অরুণোদয় সময়ে স্নান করিলে সামবেদিগণের সন্ধ্যাঙ্গ, তর্পণের পর পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। পরে মধ্যাহ্ন স্নান করিলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঙ্গতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিতে হইবে। প্রাতঃস্নান না করিলে সূর্য্যোদয়ের পর যে স্নান হয়, তাহাকে অহঃস্নান বলে, সুতরাং পিতৃতর্পণ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পর হইবে।

প্রাতঃকালে স্নান ও তর্পণ করিয়া যদি অহঃস্নান না করা হয়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নকালে প্রধান তর্পণ করিতে হয় না।

কারণ অরুণোদয় তর্পণেই প্রধান তর্পণের সিদ্ধি হয়। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে ও অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগে স্নান করিলে কেবল তর্পণ করিতে হয়।

শরীর অসুস্থ হইলে যদি প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন স্নান না করা যায়, তাহা হইলে মধ্যাহ্নসন্ধ্যাঙ্গ তর্পণের পর প্রধান তর্পণ করিতে হয়। কোন কারণে যে ব্যক্তি একদা প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিয়া অহঃস্নান করেন, তাহার মধ্যাহ্নস্নানান্তর তর্পণ করিতে হইবে। সন্ধ্যাদি করিয়া যদি তীর্থাদিতে স্নান করা হয়, তাহা হইলেও স্নানের পর তর্পণ করিতে হইবে।

যে জলাশয়ের জল সকল প্রাণীর নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত হয় নাই ও অভোজ্য অর্থাৎ স্লেচ্ছাদি খানিত কূপ পুষ্করিণ্যাদির জল ও নিপানজ যে জল তাহার দ্বারা তর্পণ করিবে না। (কূপসমীপে পশ্বাদির পানার্থ রচিত জলাশয়ের নাম নিপান।)

"যন্ন সর্ব্বার্থ চোৎসৃষ্টং যচ্চাভোজ্যনিপানজম্।
তদ্বর্জ্যং সলিলং তাত সদৈব পিতৃকর্ম্মণি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বৃষ্টির জলে তর্পণ করিতে নাই, শূদ্রের ও মেঘাদি নিঃসৃত জল দ্বারা স্নান, আচমন, দান, দেব ও পিতৃতর্পণ করিবে না। যে অজ্ঞব্যক্তি বর্ষণ হইতে থাকিলে বৃষ্টিজল মিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহার নিশ্চয়ই ঘোর নরকে গমন হয়। ইষ্টকরচিত স্থানে পিতৃ তর্পণ করিবে না।

"নেষ্টকারচিতে স্থানে পিতৄং স্তর্পয়েৎ।" (শঙ্খ-লিখিত)

আর্দ্রবস্ত্র হইয়া তর্পণ করিলে জলে থাকিয়াই তর্পণ করিতে হয়। আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিলে তীরে বসিয়া তর্পণ করিবে। কিন্তু তীর্থে শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিলে জলে এক চরণ ও স্থলে এক চরণ করিয়া তর্পণ করিবে। জলে নামিয়া তর্পণ করিতে হইলে নাভিমাত্র জলে থাকিয়া করিবে। স্থলে তর্পণের একটু বিশেষ আছে, যদি কেহ উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহা হইলে তিল মিশ্রিত করিয়া লইবে। যদি তিলমিশ্রিত না করা হয়, তাহা হইলে বিচক্ষণ ব্যক্তি বামহস্ত দ্বারা তিল গ্রহণ করিবে।

তিলতর্পণ করিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা বাম কর হইতে তিল গ্রহণ ও পাত্রস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিবে।

যে ব্যক্তি তিল রোমসংস্থ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করেন, পিতৃগণ সেই তর্পণ দ্বারা তর্পিত না হইয়া তাহার রুধির ও মল দ্বারা তর্পিত হন।

"রোমসংস্থান্ তিলান্ কৃত্বা যস্তু সংতর্পয়েৎ পিতৄন্।
পিতরস্তর্পিতাস্তেন রুধিরেন মলেন চ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

বাম করে যেখানে রোম না থাকে, সেইখানেই তিল রাখিবে। কোন শুদ্ধ পাত্রে তিল রাখিয়া তর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে লোমের সহিত মিলিত হয় না। ব্যবহারেও এইরূপ দেখা যায়। তাম্রনির্ম্মিত তিলদানী বাম হস্তের মণিবন্ধে সংযুক্ত করিয়া দ্বিজগণ তর্পণ করিয়া থাকেন। তিল ভিন্ন শুদ্ধ জল দ্বারা তর্পণ হইতে পারে; কিন্তু তিলতর্পণ অধিক ফলদায়ক।

কুশ, রৌপ্য বা স্বর্ণাঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে ধারণ করিবে। এক হস্তে তর্পণ নিষিদ্ধ। যব ও তিলকে

দ্বারা দেবতর্পণ, তিল ও কুশমোটক দ্বারা পিতৃদিগের তর্পণ বিধেয়। তিলের অভাবে সুবর্ণ ও রজতযুক্ত করিয়া জল দিবে। তদভাবে দর্ভযুক্ত জলদ্বারা করিবে। এতদ্ব্যতীত অন্ত প্রকার করিবে না। তিল অভাবে পর পর প্রতিনিধি কথিত হইয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তিলযুক্ত তর্পণই প্রশস্ত। রবিবার, শুক্রবার, দ্বাদশী ও অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ভিন্ন অন্তশ্রাদ্ধদিন, সপ্তমী, জন্মতিথি ও সংক্রান্তিতে তিলতর্পণ করিবে না। কিন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণকাল, যুগাদি, প্রেতপক্ষ, (মহালয়া অমাবস্যার পূর্ব্ব প্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রেতপক্ষ) এবং গঙ্গাদি তীর্থে সকল দিনেই তিলতর্পণ করা যায়, দাহান্তে ও প্রেতোদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করিবে। এই সকল স্থলে কোন দিনেই তিলতর্পণ নিষিদ্ধ নহে।

সৌবর্ণ, তাম্র বা রৌপ্যময় অথবা খড়্গনির্ম্মিত পাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে।

সুবর্ণাদি পাত্র ব্যতীত অথবা তিল ও দর্ভ ভিন্ন তর্পণোদক পিতৃগণের তৃপ্তিকর হয় না। কিন্তু ইহা সমগ্র দ্রব্যের অভাবে বুঝিতে হইবে।

সৌবর্ণাদি পাত্রে সুবর্ণ দ্বারা উদক পিতৃতীর্থ স্পর্শ করিয়া দিতে হইবে।

জলদ্বারা তর্পণ করিলে পাত্র হইতে জলগ্রহণ করিয়া অন্ত শুদ্ধ পাত্রে অথবা জলপূর্ণ গর্ত্তে নিঃক্ষেপ করিবে, বহিঃশূন্ত স্থানে পরিত্যাগ করিবে না। তর্পণ জলপাত্র হইতে এক বিঘত উচ্চ করিয়া ফেলিতে হয়।

উপবীতী হইয়া দেবগণের, নিবীতী হইয়া মনুষ্যগণের ও প্রাচীনাবীতি হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। তর্পণ করিবার সময় বামহস্ত বহুতর কুশযুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ হস্ত কুশপত্রদ্বয় নির্ম্মিত পবিত্রযুক্ত করিবে। কিন্তু প্রত্যহ এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহিগণের কার্য্য করা অতীব কঠিন, এইজন্ত শাস্ত্রকারগণ একটী সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে রজত ও অনামিকাতে সুবর্ণ ধারণ করিবে, তাহা হইলে কুশাদি ধারণের কার্য্য হইবে।

"তর্জ্জন্তা রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যং অনামরা॥

কুশকার্য্যকরং যস্মাত্তুরস্তাঃ কুশাঃ কুশাঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সার্দ্ধবিদগণ সনকাদি দিব্যমনুষ্যের তর্পণ প্রত্যঙ্মুখ হইয়া করিবেন, সামগেতর উদঙ্মুখ হইয়া করিবেন। দেবগণ পূর্ব্ব, পিতৃগণ দক্ষিণ, মনুষ্যগণ প্রতীচী ও অসুরগণ উত্তর দিক্ ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং তর্পণাদি কার্য্যও উক্ত দিকে মুখ করিয়া করা কর্ত্তব্য। দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত তিনবার জলতর্পণ করিবে, ঋষিগণের একবার বিধেয়। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী ইহাদিগকে তিনবার করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তর্পণ করিবে। কিন্তু মাতার অনুরোধে মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহীকে একবার করিয়া তর্পণ করিতে হইবে।

এই দ্বাদশ ব্যক্তির মধ্যে যিনি জীবিত থাকেন, তাঁহাকে বাদ দিয়া তদূর্দ্ধ পুরুষকে গ্রহণ করিয়া পূরণ করিবে। সন্ন্যাসী এবং পতিত ব্যক্তির বিষয়ে এইরূপ বিধান জানিবে।

তদনন্তর বিমাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুলপ্রভৃতিকে তর্পণ করিবে। বান্ধবগণের তর্পণের পর সুহৃদগণের তর্পণ করিবে। সুহৃদ্ যদি অসবর্ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে তর্পণ করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণের অসবর্ণ হইলেও ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণ ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মকে জল না দেন, তাহাদের সম্বৎসরকৃত পুণ্য নাশ হয়।

"ব্রাহ্মণাস্তাস্ত যে বর্ণাদত্বা ভীষ্মায় নোজলম্।
সম্বৎসরকৃতং তেষাং পুণ্যং নশ্যতি সত্বরম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রথমে দেবতর্পণ পরে মনুষ্যতর্পণ, তৎপরে মরীচ্যাদি ঋষিতর্পণ, তৎপরে অগ্নিষাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ, অনন্তর চতুর্দ্দশ যমতর্পণ করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে। পরে রাম তর্পণ করিবে।

এই সকল তর্পণে অশক্ত হইলে শঙ্খমুনি লিখিত সংক্ষিপ্ত তর্পণ করিবে। এই সংক্ষিপ্ত তর্পণে সকল তর্পণ সিদ্ধ হইবে।

স্ত্রী ও শূদ্র তর্পণমন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে "নমঃ নমঃ" উচ্চারণ করিয়া জল দিবে। কিন্তু পিত্রাদির নাম উল্লেখপূর্ব্বক যে বাক্য করিতে হয়, তাহা স্ত্রী ও শূদ্র করিবে। অনুপনীত ও জীবৎপিতৃক ব্যক্তি প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্ত তর্পণ করিতে পারিবে না।

তর্পণ করিবার পূর্ব্বে স্নানবস্ত্র নিস্পীড়ন করিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, যিনি তর্পণের পূর্ব্বে স্নানবস্ত্র নিস্পীড়ন করেন, তাঁহার পিতৃগণ মহর্ষিগণের সহিত নিরাশ হইয়া গমন করেন।

তর্পণপ্রয়োগ।—

পূর্ব্বে যে সময় উক্ত হইয়াছে সেই সময়ানুসারে প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তীর্থ-আবাহন করিবে। পরে পূর্ব্ব মুখে উপবীতী হইয়া দেবতর্পণ করিবে। ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং, ব্রহ্মাদি প্রত্যেক দেবতাকে ত্রিপত্র সহিত দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। এইরূপে দেবতর্পণ করিয়া—

"ওঁ দেবা যক্ষা স্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জম্ভগা খগাঃ॥
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।"

এই মন্ত্র পড়িয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। পরে পশ্চিম মুখে নিবীতী হইয়া—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।

এই মন্ত্র দুইবার পড়িয়া প্রজাপতিতীর্থদ্বারা দুই অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে পূর্ব্বমুখে উপবীতী হইয়া 'ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং' ইহা বলিয়া মরীচি হইতে নারদ পর্য্যন্ত যথাক্রমে বলিয়া প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

তাহার পর দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া ওঁ অগ্নিষ্বাত্তা পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা, ওঁ সৌম্যাঃ, ওঁ হবিষ্মন্তঃ, ওঁ উষ্মপাঃ, ওঁ সুকালিনঃ, ওঁ বর্হিষদঃ, ওঁ আজ্যপাঃ।

ইহাদিগকে পিতৃতীর্থ দ্বারা সতিল এক এক অঞ্জলি জল দিবে। পরে

ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এই মন্ত্রটী তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন অঞ্জলি জল দিবে। যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

তাহার পর তর্পণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিলতর্পণ করিবে। কৃতাঞ্জলি হইয়া—

'ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্তপোঽঞ্জলিং।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের আবাহন করিবে। পরে 'বিষ্ণুরোং অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।"

এই বাক্যটী তিনবার করিয়া তিন অঞ্জলি জল পিতৃউদ্দেশে দিবে। এইরূপে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকেও সতিল তিনঅঞ্জলি জল দিতে হইবে।

"বিষ্ণুরোং অমুকগোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা।" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া সতিল তিন অঞ্জলি জল দিবে।

পরে পিতামহী ও প্রপিতামহীকেও এইরূপে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধ প্রমাতামহী, বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকেই এক এক অঞ্জলি জল দিবে।

পিতৃতর্পণ সমাপ্তি করিয়া ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মের তর্পণ করা বিধেয়। ভীষ্মাষ্টমী ভিন্ন ভীষ্মের তর্পণ করিতে হইবে না।

ভীষ্মতর্পণ—

'ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥'

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াং॥"

এই মন্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে নমস্কার করিবে। অনন্তর—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিং॥'

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তি মখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

এই মন্ত্র পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিয়া "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু।"

এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে—

"ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং॥"

এই মন্ত্রে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে।

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা পিতৃচরণোদ্দেশে নমস্কার করিবে।

প্রত্যহ তর্পণ করিতে অশক্ত হইলে—

"ওঁ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগতৃপ্যতু।"

এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দান করিয়া তর্পণ সম্পন্ন করিতে পারেন।

সংক্ষেপে তর্পণের মন্ত্রান্তর—

"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু সর্ব্বে পিতরো মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকং॥"

শূদ্র ও যজুর্ব্বেদিগণ তর্পণকালে "তৃপ্যতু" এই শব্দ প্রয়োগ করিবেন, যথা "ব্রহ্মা তৃপ্যতু" "সনকশ্চ সনন্দশ্চ" এই মন্ত্র উত্তরমুখী হইয়া পাঠ করিয়া দুই অঞ্জলি জল দিবেন।

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্তিহ॥"

এই মন্ত্র দ্বারা প্রথমে তীর্থ-আবাহন করিবে।

শূদ্রগণ ভীষ্মতর্পণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে। আর আর সকল সামবেদীদিগের সহিত সমান।

ঋগ্বেদীদিগের তর্পণ যজুর্ব্বেদীর তর্পণের সহিত সমান, কেবলমাত্র অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের তর্পণ তিনবার করিয়া করিতে হয়। জন্মাষ্টমী তিথিতে উদকমাত্র দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিলে শতবর্ষ গয়াশ্রাদ্ধের ফল হয়। (আহ্নিকতত্ত্ব)

তন্ত্রমতে তর্পণ ত্রিবিধ—আন্তর, মানস ও বাহ্য। সোম, অর্ক ও অনলের সংঘট্ট হইতে স্খলিত যে পরম অমৃত, সেই দিব্য অমৃত দ্বারা পরমদেবতাকে তর্পণ করিতে হয়। ইহার নাম আন্তর। আত্মাকে তন্ময় করিয়া অর্থাৎ যে দেবতার তর্পণ করিবে, সেই দেবতাস্বরূপ হইয়া তর্পণ করার নাম মানস তর্পণ। বিশুদ্ধ স্থানে উপবেশন করিয়া তর্পণ আরম্ভ করিবে। প্রথমে গুরুকে তর্পণ করিয়া পরে মূলদেবীকে তর্পণ করিবে। প্রথমে বীজত্রয় গ্রহণ করিয়া, তাহার পর বিদ্যা ও হুতভুগ্দয়িতা (স্বাহা) যুক্ত করিয়া মূলদেবীর নাম কথনের পর "তর্পয়ামি নমঃ" এই পদ প্রয়োগ করিবে।

কুলবারি দ্বারা দেবতা, অগ্নি ও ঋষিদিগকে তর্পণ করিবে। তর্পণের আদিতে "তৃপ্যন্তাং" এই পদ প্রয়োগ করিতে হয়।

এই প্রকারে বিষ্ণু, রুদ্র, প্রজাপতি, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও ভৈরবদিগকে তর্পণ করিবে। তর্পণের প্রথমে ত্রিপুর পূর্ব্ব এই পদ প্রয়োগ করিবে *।

তর্পণঘাট, দিনাজপুর জেলায় সন্তোষ পরগণার অধীন একটী পল্লিগ্রাম। পরগণার মধ্যে এই গ্রামটীই সমধিক খ্যাত। করতোয়া নদীতটে অবস্থিত। ইহার অনতিদূরে কতকগুলি বিল ও শালবন আছে। প্রতিবৎসর চৈত্র কিম্বা বৈশাখমাসে তর্পণঘাটে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মেলাস্থলে প্রায় ৪।৫ হাজার লোকের সমাগম হয়।

তর্পণী (স্ত্রী) তৃপ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ১ গুরুস্কন্ধ বৃক্ষ। ২ গঙ্গা।

"তর্পণী তীর্থতীর্থাচ ত্রিপথা ত্রিদশেশ্বরী।" (কাশীখ° ২৯।৩২)

(ত্রি) ৩ প্রীতিদায়িনী।

তর্পণীয় (ত্রি) তৃপ্তির যোগ্য।

তর্পণেচ্ছু (পুং) তর্পণং ইচ্ছতি ইষ উ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ভীষ্ম। (ত্রি) ২ তর্পণাকাঙ্ক্ষী, তর্পণ করিতে ইচ্ছুক।

তর্পয়িতব্য (ত্রি) তৃপ-ণিচ্-তব্য। তৃপ্তি বা প্রীণনযোগ্য।

তর্পিণী (স্ত্রী) তর্পয়তি প্রীণয়তি তৃপ্-ণিচ্ ণিনি, ততো ঙীপ্। পদ্মচারিণীলতা। (শব্দচ°)

তর্পিত (ত্রি) তৃপ-ণিচ্-ক্ত। প্রীণিত, সন্তোষিত।

তর্পিন্ (ত্রি) তৃপ-ণিচ্ ণিনি। তর্পক, প্রীণয়িতা।

তর্পিলী (স্ত্রী) তৃপ-ইল গৌরা° ঙীষ্। পঙ্কচারিণী। এই অর্থে তল্লিলী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়। তর্পিলী কপিলকাদি° রস্য ল, তল্লিলী। স্বার্থে কন্। তর্পিলিকা, তল্লিলিকা।

* তর্পণঞ্চ ত্রিধা প্রোক্তং সাম্প্রতং তচ্ছৃণুষ্ব মে।
সোমার্কানলসংঘট্টাৎ স্খলিতং যৎপরামৃতং।
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পরদেবতাং।
আন্তরং তর্পণং হ্যেতন্মানসং শৃণু সাম্প্রতং।
আত্মানং তন্ময়ং কৃত্বা সদা সন্তর্পিতাস্ববান্।
সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু সন্তুষ্ট স্থিরমানসঃ।
উপবিষ্টঃ শুচৌদেশে ততস্তর্পণমারভেৎ।
তর্পয়িত্বা গুরুনাদৌ মূলদেবীঞ্চ তর্পয়েৎ।
বীজত্রয়ং ততোবিদ্যা হুতভুগ্দয়িতা তথা।
ততো দেব্যাঃ স্বনামান্তে তর্পয়ামি নমঃ পদং।
দেবানগ্নীনৃষীংশ্চৈব তর্পয়েৎ কুলবারিণা।
তর্পণাদৌ প্রযুঞ্জীত তৃপ্যন্তাং যুদ্ধ চৈবহ।
তথৈব পরমেশানি বিষ্ণুং রুদ্রং প্রজাপতিং।
এবং ঋষন্প্রতর্প্যাথ পিতৃনপি চ ভৈরবান্।
তৃপ্যন্তাং সুন্দরীমাতা পিতা চৈব তৃপ্যতাং।
আদৌ ত্রিপুরপূর্ব্বঞ্চ তর্পণে বিনিযোজয়েৎ।" (গন্ধর্ব্বতন্ত্র)

তর্বট (পুং) তর্বতি ক্রতং গচ্ছতি তর্ব বাহুলকাৎ অটন্। ১ বৎসর। ২ চক্রমর্দ্দ, চাকুন্দে গাছ। (রাজনি°)

তর্মন্ (ক্লী) তরতি তৃ-মনিন্ (সর্ব্বধাতুভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) যূপাগ্র, যজ্ঞীয়কাষ্ঠের অগ্রভাগ।

তর্ষ্য (পুং) ঋষিভেদ। "বধীয়াং বাহুবৃক্তঃ শ্রুতবিত্তর্য্যঃ।" (ঋক্ ৫।৪৪।১২) 'শ্রুতশু বেত্তাচ তর্ষ্যশ্চ' (সায়ণ)

তর্ষ (পুং) তৃষ তৃষ্ণায়াং ভাবে ঘঞ্। ১ অভিলাষ। ২ তৃষ্ণা।

"লবণার্ণবপানেন তর্ষোৎকর্ষমিবোদ্বহন্।
যৎ প্রতাপো রিপুস্ত্রীণাং সনেত্রাংস্তোঽভজমুখং ॥"
(রাজত° ৩।৪৮২)

তীর্ষ্যত্যনেন তৃ-স (বৃতৃবদিহনীতি। উণ্ ৩।৬০) ৩ প্লব, ভেলক। ৪ সমুদ্র। ৫ সূর্য্য।

তর্ষণ (ক্লী) তৃষ ভাবে ল্যুট্। ১ পিপাসা। ২ অভিলাষ।
"নির্ব্বিণ্ণা নিতরাং ভূমন্ন সাদব্রিয়তর্ষণাৎ ॥" (ভাগ° ৯.৬.২১)

তর্ষিত (ত্রি) তর্ষোঽস্য জাতঃ। তর্ষ তারকা° ইতচ্। ১ তৃষিত, পিপাসিত। ২ জাতাভিলাষ, বাঞ্ছিত।
"অতিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ।" (রামা° ২।১০৪।১)

তর্ষুল (ত্রি) তৃষ-উলচ্। তৃষ্ণাযুক্ত।

তর্ষ্যাবৎ (ত্রি) তৃষাবৎ বেদে পৃষো° সাধুঃ। তৃষ্ণাযুক্ত, তৃষিত। "নিরুদ্ধ চিন্মহিষস্তর্ষ্যাবান্।" (ঋক্ ১০।২৮।১০) 'তর্ষ্যাবান্ তৃষাবান্' (সায়ণ)

তর্হন (ত্রি) অনিষ্ট করা, দমন।

তর্হি (অব্য) তদ্-হিল্। সেই সময়ে, তজ্জন্য, তবে।
"তদভাবে তদভাবাৎ শূন্যং তর্হি।" (সাংখ্য সূ° ১।৪৩)

তল (পুং ক্লী) তলতি তল অচ্। ১ অধোভাগ, তলা। ২ পাতাল। ৩ উপরিভাগ, পৃষ্ঠদেশ। ৪ মূলদেশ, মূলের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, মধ্যাহ্নকালে যতদূর ছায়া পড়ে; যথা তরুতল। ৫ টালি। ৬ পায়ের তেলো। ৭ মধ্যদেশ। ৮ স্বরূপ। (ক্লী) ৯ কানন। ১০ গর্ত্ত। ১১ জ্যাঘাতবারণ। ১২ গৃহের পরিচ্ছেদ, যথা একতল গৃহ। ১৩ কার্য্যবীজ। ১৪ চপেট, চাপড়। ১৫ তালবৃক্ষ। ১৬ খড়্গাদির মুষ্টি। ১৭ সব্য হস্ত দ্বারা তন্ত্রীবাদন। ১৮ গোধা। ১৯ ৎসরু। ২০ নরক বিশেষ। এইখানে ব্যাভিচারী হত্যাকারী প্রভৃতিরা বাস করিয়া থাকে। ২১ আধার। ২২ মহাদেব।
"তলস্তালঃ করস্থালী উর্দ্ধসংহননো মহান্।" (ভারত ১৭।১২৮)

তলওয়ার (হিন্দি) ইহার অর্থ তরবারি। সোজা প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য যে কাম্ভিয়া দ্বারা তন্ত্রাদি কর্ত্তিত হয়, তাহাকেও তলওয়ার কহে। [তরবার দেখ।]

তলওয়ার, মহিসুরের জাতিবিশেষ। পলিগারদিগের আধিপত্যকালে ইহারা বার্ষিক একটী ভেড়া ও একপাত্র ঘৃত কর-স্বরূপ প্রদান করিত।

তলক (ক্লী) তলেন গভীর গর্ত্তেন কায়তি কৈ-ক। ১ পুষ্করিণী। ২ ফলবিশেষ।

তলকর, ১ জমাবিশেষ। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই জমা সমধিক প্রচলিত। শুষ্ক জলাশয়ের জমীর স্বত্বকে তলকর কহে।

২ মুর্শিদাবাদ জেলার একটী বিলের নাম। এই জেলায় যতগুলি বিল আছে, তাহার মধ্যে এইটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। বহরমপুর হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমদিকে গেলেই এই বিলটী দেখা যায়।

তলকাড়ু, মহিসুর রাজ্যে মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক।

২ উক্ত তালুকের প্রাচীন নগর। পূর্ব্বকালে এই নগরটী তলকাড়ু, তকাড়ু এবং তালকাড়ু নামেও খ্যাত ছিল। মহিসুর জেলার নর্সাপুর তালুকে কাবেরী নদীর বাম তটে ১২° ১১´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৭৭° ৫´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। মহিসুর নগর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে ২৮ মাইল গেলে তলকাড়ে উপস্থিত হওয়া যায়।

এই নগরে কাবেরী নদীর এক পার্শ্বে কতকগুলি শৈবমন্দির দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরগুলির প্রায় সর্ব্বাংশ বালুকা ঢাকা পড়িয়াছে। অপর তটে যে মন্দিরটী আছে তাহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকাটী শুনা যায়। একদা এক ভিক্ষু মহাদেবকে অর্চ্চনা করিবার জন্য তলকাড়ে উপনীত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া তিনি বিষম গোলযোগে পড়িলেন। অসংখ্য শিবমন্দির দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে প্রত্যেক মন্দিরে পূজা করিতে হইলে যে উপকরণের আবশ্যক তাঁহার যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থে কিছুতেই তাহার সঙ্কুলান হয় না; অথচ সকল মন্দিরে পূজা না করিলেও নয়; কারণ যদি কোন মন্দিরে তিনি অর্চ্চনা না করেন, তবে সেই মন্দিরস্থিত বিগ্রহ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার সংগৃহীত অর্থে তিনি কতকগুলি কলাই ক্রয় করিলেন। ইহার এক একটী কলাই তিনি প্রতি মন্দিরে উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটী মন্দিরে উপাসনা বাকী থাকিতে তাঁহার কলাই ফুরাইয়া গেল। ভিক্ষু অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। যে মূর্ত্তির পূজা হইল না, যাহাতে অপর মূর্ত্তিগুলি তাঁহার উপর প্রাধান্য লাভ করিতে না পারেন, তজ্জন্য নদীর অপর পারে আপনাকে চালিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় অপর বিগ্রহগুলি বালুকা-সমাচ্ছন্ন হইল।

প্রাচীন তলকাড় নগরের অট্টালিকাগুলি বালুকাস্তূপে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়াছে। স্তূপ পর্ব্বতবৎ এই বালিরাশি প্রায় ২ মাইল দীর্ঘ। প্রতিবর্ষে ২০ ফিট্ করিয়া বালুকাস্তূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। উক্ত বালুকাস্তূপে ৩০টী মন্দির গ্রাস করিয়াছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে ২টীর উচ্চতম চূড়া এখনও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। কোন কোন পর্ব্বোপলক্ষে কীর্ত্তিনারায়ণের মন্দিরে বালুকারাশি কিয়ৎপরিমাণে অপসারিত করা হইয়া থাকে। এই নগরের প্রায় সকল অংশই বালুকাময়; বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে প্রতীতি হয় যে, শীঘ্রই অবশিষ্টাংশ বালুকাচ্ছাদিত হইবে। স্থানীয় লোকগণ বলেন যে, এই নগরের শেষ রাণী এই স্থান বালুকায় পরিণত হইবে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়া কাবেরীজলে পতিত হইয়া নিজ জীবন পরিত্যাগ করেন।

তলকাড়ের অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই হিন্দু। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তলকাড় নর্সাপুর তালুকের প্রধান সহর ছিল। সংস্কৃত ভাষায় তলকাড়কে দলবন কহে। দল-বনপুর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়।

তলকাড়ের প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যায় না। ২৮৮ খৃঃ অব্দ হইতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত অব্দে গঙ্গবংশীয় হারবর্ম্মা তলকাড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই বংশীয় অন্য এক রাজা তলকাড়ের প্রাচীরাদি সংস্কার করেন। ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজগণ তলকাড় শাসন করিতে থাকেন। চেরবংশীয়গণ কিছুদিন এই স্থান আপনাদিগের অধীনে রাখিয়াছিলেন। ১০ম শতাব্দীতে তলকাড়ে হয়সালবল্লালবংশের রাজধানী ছিল। ১৬শ শতাব্দীতে পুনরায় গঙ্গবংশীয়দিগের জয়পতাকা এই নগরে উড়িতে আরম্ভ করে। শিবসমুদ্রের পরাক্রমেই এই স্থান পুনরায় গাঙ্গেয়দিগের হস্তগত হয়। কিন্তু এই বংশীয় তিন জনের অধিক রাজা তলকাড়ে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। পরে ইহা বিজয়নগরের অনৈক করদ রাজার অধীনে আসিল। অবশেষে ১৬৩৪ খৃঃ অব্দে মহিসুরের হিন্দুরাজা যুদ্ধে জয়ী হইয়া তলকাড় অধিকার করিয়া লইলেন।

তলকাবেরী, কাবেরী নদীর উৎপত্তি-স্থল। কোরগ প্রদেশে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের ব্রহ্মগিরি অংশে অক্ষা° ১২°২৩´ ১০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫°৩৪´ ৮০ পূঃ। এইস্থানে একটী দেবমন্দির আছে। অনেক হিন্দুযাত্রী প্রতিবর্ষে এইস্থানে আগমন করে। কার্ত্তিক অথবা অগ্রহায়ণ মাসে তুলমাস-পর্ব্বোপলক্ষে বহুতর লোক এইস্থানে স্নান করিয়া থাকে। এই সময়ে কোড়গের প্রত্যেক পরিবার স্নানার্থ এক একজন প্রতিনিধি পাঠায়। প্রতিবর্ষে মন্দিরের জন্য গবর্মেণ্টের প্রায় ২০৫০৲ টাকা ব্যয় হয়।

তলকোট (পুং) বৃক্ষবিশেষ। "তলকোটস্য বীজেষু পচেদ্বৎ কারিকাং শুভাং।" (সুশ্রুত)

তলঘাট, মান্দ্রাজ বিভাগের সালেম জেলার দক্ষিণাংশ। পূর্ব্বকালে এই প্রদেশ কোঙ্গুদেশের অংশভুক্ত ছিল। কোঙ্গু-বংশীয় রট্ট এবং গঙ্গরাজগণ চের-রাজগণের পূর্ব্বে এই প্রদেশ শাসন করিতেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কোঙ্গুবংশীয় রাজগণ নন্দিদুর্গ পর্য্যন্ত ও ৮ম শতাব্দীতে তুঙ্গভদ্রানদীতীরস্থ হরিহর পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ৮৯৪ খৃঃ অব্দে ইহারা চোলবংশ কর্ত্তৃক আপনাদিগের অধিকার চ্যুত হয়। ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলরাজগণের অধীন অনেক সামন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। ইহাদিগের মধ্যে হয়শাল-বংশীয় কোন সামন্ত ১০৮০ খৃঃ অব্দে সালেম প্রদেশ অধিকার করিলেন। ১৩১০ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ মুসলমানদিগের হস্তে পড়িল। কিছুকাল পরে ইহা বিজয়নগর রাজ্যভুক্ত হইল। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এই প্রদেশে নায়কগণের আধিপত্য দেখা যায়। ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের অবরোধের পর ইহা বৃটীশরাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

তলতাল (পুং) তলেন করতলেন তাড্যতে তাড় কর্ম্মণি ঘঞ্ ডস্য লঃ। করতল দ্বারা বাদনীয় বাদ্যভেদ। "আস্ফোটয়ন্ ক্ষেলয়ংশ্চ তলতালঞ্চ বাদয়ন্।" (ভারত ৩।১৭৮ অ°)

তলত্র (ক্লী) তলং ত্রায়তে ত্রৈ-ক। চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা।

তলত্রাণ, (ক্লী) তলং করতলং ত্রায়তে ত্রৈ-করণে ল্যুট্। কর-তল রক্ষক, চর্ম্মময় গোধাবিশেষ, চর্ম্মনির্ম্মিত দস্তানা।

তলদাবাঁশ (দেশজ) এক প্রকার ফাঁপা অথচ সরু বাঁশ, ইহাতে ডালা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

তলপ্ (আরবী) ১ আহ্বান। ২ হুকুম। ৩ বেতন।

তলধ্বনি (পুং) তলস্য ধ্বনিং ৬তৎ। হস্ততলের শব্দ, হাততালি।

তলম্ব, পঞ্জাবে মুলতান জেলার সরাইসিধু তহসীলের একটী সহর। মুলতান সহরের ৫১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং চন্দ্রভাগা নদীর বামতটের ২ মাইল দূরে ৩০°৩১ উঃ অক্ষাংশে এবং ৭২° ১´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। সহরে মিউনিসিপালিটী আছে।

এইস্থানে অনেক প্রত্নতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এক মাইল দক্ষিণে একটী প্রাচীন দুর্গ ছিল। এইদুর্গের ইট দ্বারা তলম্বের অনেক সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুর্গের ইষ্টকগুলি প্রাচীন মুলতানের অট্টালিকার ইটের ন্যায়। অনেকের মতে আলেক্‌সান্দার এইস্থানে চন্দ্রভাগা উত্তীর্ণ হইয়া

ছিলেন এবং মল্লিদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রদেশ অধিকার করেন। এই প্রদেশ একবার মামুদের হস্তগত হয়। তৈমুর ভারতে আসিয়া তলম্ব লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগকে হত্যা করিলেন; কিন্তু দুর্গটী নষ্ট করেন নাই।

তলম্বে অনেক ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, মামুদ লঙ্গের সময় (১৫১০-১৫২৫ খৃঃ অব্দ) চন্দ্রভাগা নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এই স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখানকার বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ একটী নগরের ন্যায়; চারিদিকে উচ্চ দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। বহির্ভাগের কর্দ্দম-প্রাচীর ২০০ ফিট্ পুরু ও ২০ ফিট্ উচ্চ। এই প্রাচীরের উপর প্রায় সমান উচ্চের অপর একটী প্রাচীর দেখা যায়। পূর্ব্বে উভয়েরই সম্মুখভাগ বৃহৎ ইষ্টক দ্বারা সমাচ্ছাদিত ছিল।

বর্ত্তমান তলম্ব গ্রামে একটী পুলিশ, একটী ডাক-ঘর, একটী স্কুল ও একটী সরাই আছে। এগুলি একটী অট্টালিকার মধ্যে অবস্থিত।

সহরের প্রায় ½ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী ছাউনি-স্থান ও ২টী উত্তম কূপ আছে।

তলপরম্ব [তলিপরম্ব দেখ।] মান্দ্রাজ বিভাগে মলবার জেলার একটী সহর।

১ মলবার জেলার চেরকল তালুকের একটী সহর। কন্নূরের (কননোর) ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ১২° ২′ ৫০″ উঃ অক্ষা° ও ৭৫°২৪′ ১৬″ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই স্থানে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। এখানে সব-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারী ও একটী মন্দির আছে। মন্দিরের ছাদ পিত্তল-নির্ম্মিত। নিকটস্থ বালপাথরের পাহাড়ে বহুসংখ্যক গুহা কর্ত্তিত হইয়াছে। এগুলি দেখিতে অতিশয় মনোরম ও আশ্চর্য্যজনক।

তলপেট (দেশজ) উদরের নাভিকুণ্ডের নিম্নস্থ অংশ। উদরের অধোভাগ।

তলপেট্যাল (দেশজ) নিম্ন হইতে সাহায্যকারী ব্যক্তি।

তলপ্রহার (পুং) তলেন প্রহারঃ ৩তৎ। চপেটাঘাত, চাপড় মারা। "তল প্রহারমশনেঃ সদৃশং ভীমনিস্বনং।"

(রামা° ৬।৭৬ অঃ)

তলভেদ (পুং) তলস্য ভেদঃ ৬তৎ। তলা ফুটা হইয়া যাওয়া।

তলমীন (পুং) তলে জলান্তে স্থিতো মীনঃ। জলনিম্নস্থিত মৎস্য, চিঙ্গড়ী মাছ।

তলযুদ্ধ (স্ত্রী) তলস্য চপেটস্য আঘাতেন যুদ্ধং। চপেটাঘাত দ্বারা যুদ্ধাবশেষ, চড়াচড়ি।

তললোক (পুং) তলস্থো লোকঃ মধ্যলো°। পাতাল।

তলব (আরবী) [তলপ্ দেখ।]

তলব্ চিঠী (আরবী) আহ্বানপত্র, আদেশপত্র।

তলব (ত্রি) তলং হস্তাদি তলং বাতি নিহন্তি বা-ক। তল-বাদ্যকারক। "তাম্রাভানঙ্গার তলবং" (যজু° ৩০।২০)

'তলবং তল-বাদ্যবাদকং' (মহীধর)

তলবকার (পুং) ১ সামবেদের শাখাভেদ। ২ তলবকারোপনিষদ্।

তলবা, ভাগলপুর জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী। এই নদীটী পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ছিল। স্থানে স্থানে ইহার প্রাচীন গর্ভ দৃষ্ট হয়। এই গর্ভ ১৫ হইতে ২০ চেইন প্রশস্ত। দেখিলে বোধ হয় যে, এখন যে স্থান হইতে তিলজুগা নদীতে জল আইসে, পূর্ব্বে সেই স্থান হইতে জল নদীতে আসিত। বর্ষান্তে তলবা স্থানে স্থানে শুকাইয়া যায়। নদীগর্ভস্থ শুষ্ক স্থান চাষ করা হইয়া থাকে। এই স্থানে অল্পায়াসেই প্রচুর ফসল জন্মে। এই নদী নিঃশঙ্কপুরকুরা পরগণার পশ্চিম-দিকে প্রবাহিত। বর্ষাকালে সোনবর্ষা পর্য্যন্ত ২০০ মণ বোঝাই নৌকা এবং বৈজনাথপুর পর্য্যন্ত ৫০ মণ বোঝাই একতা যাতায়াত করিতে পারে। এই নদী পর্ব্বান ও লোরনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

তলবানা (আরবী) বাদী প্রতিবাদী বা সাক্ষিদিগের প্রতি শমন বা অন্য কোন আদেশ পাঠাইবার জন্য যে খরচ লাগে।

তলবার (হিন্দী) [তরবারি দেখ।]

তলবারণ (ক্লী) তলে বাহুতলে বারয়তি বারি ল্যুট্। ১ আঘাত-বারণার্থ হস্ততলবদ্ধ বর্ম্মভেদ, চামাটী। ২ খড়্গ। ৩ খাপ।

তলসান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগে ঝালাবারের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ৪টী পল্লিগ্রাম দ্বারা তলসান রাজ্য গঠিত। ইহার অংশীদার ২ জন:

ভূ-পরিমাণ ৪৩ বর্গ মাইল। রাজস্ব প্রায় ২২৯২০৲ টাকা। প্রায় ৯১৫৲ টাকা বৃটিশগবর্মেণ্টকে ও প্রায় ১৫০৲ টাকা জুনাগড়ের নবাবকে কর-স্বরূপ দিতে হয়।

বোম্বাই, বরোদা ও মধ্যভারতীয় রেলপথের বড়ধান-শাখার লখতর ষ্টেসনের ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে তলসান গ্রাম অবস্থিত। প্রতিকনাগের মন্দিরের জন্য এই গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। কাঠিয়াবাড়ে সর্পপূজার যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার মধ্যে ইহা একটী।

তলসারক (ক্লী) তলে সারো বলং যস্য বহুব্রী কপ্। ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু। পর্য্যায়—বক্রপট্ট, তলিকা। (হেম°) কোন কোন পণ্ডিতের মতে ঘোটকের আস্তোলনপাত্র।

তলহৃদয় (ক্লী) তলস্য হৃদয়মিব। পদতলের মধ্যভাগ, পায়ের চেটো।

তলস্থিত (ত্রি) তলে স্থিতঃ ৭তৎ। তলে অবস্থিত, যে তলে থাকে।

তলা (স্ত্রী) তল স্ত্রিয়াং টাপ্। গোধা, জ্যাঘাতবারণা, জ্যাঘাত নিবারণ জন্য বাম প্রকোষ্ঠের চর্ম্মময় আবরণ।

তলহারি, মধ্যপ্রদেশে রায়পুর জেলার অন্তর্গত রাজিমে জগপালের যে উৎকীর্ণ-লিপি পাওয়া গিয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রত্নদেবের রাজত্বকালে জগপাল এই স্থান জয় করেন। ৮৯৬ সম্বতের রত্নপুর শাসনে লিখিত আছে যে, তলহারি হইতে ব্রাহ্মণদের বার্ষিক কর আদায় করিতেন।

তলাগাঙ্গ, ১ পঞ্জাবের ঝিলম্ জেলার একটী তহসীল। ঝিলম্ জেলার সমস্ত পশ্চিমাংশ এই তহসীলের অন্তর্ভুক্ত। লবণ-শৈল দ্বারা তহসীলটী স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন। মুসলমান, হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান প্রভৃতি এই স্থানে বাস করে। মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গম, যব, বাজরা, জোয়ার, ভুট্টা, কলাই, তূলা এইগুলি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

রাজস্ব প্রায় ১১১৪৯০৲ টাকা। এখানে একটী দেওয়ানি ও একটী ফৌজদারী বিচারালয় এবং ২টী থানা আছে। এক-জন তালুকদার সকল প্রকার বিচার-কার্য্য করিয়া থাকেন।

২ ঝিলম্ জেলার অধীন তলাগাঙ্গ তহসীলের প্রধান সহর। ৩২° ৫৫′ ৩০″ উঃ অক্ষা° ও ৭২° ২৮″ পূঃ দ্রাঘিমায় এবং ঝিলম্ নগরের ৮০ মাইল উত্তর-পশ্চিমকোণে অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। সহরে মুসলমানের বাস অধিক।

১৬২৫ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে জনৈক অব্বন সরদার এই নগর স্থাপন করেন। তদবধি এই সহরেই স্থানীয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। শিখরাজত্বে এবং বৃটীশ-শাসনেও এই স্থান হইতে বিচারালয়াদি স্থানান্তরিত হয় নাই। এই নগরটী একটী মালভূমির উপর নির্ম্মিত। কতকগুলি গুহা দিয়া নগরের জল নিকাশ হয়।

তলাগাঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিবিধ শস্য জন্মে। এখান-কার ব্যবসায় বহু বিস্তৃত। এখানে এক প্রকার জুতা প্রস্তুত হয়। এই জুতায় সোণালী জরির কাজ থাকে। পঞ্জাবের স্ত্রীলোকেরা এই জুতা ব্যবহার করে। দূরবর্ত্তী প্রদেশে ইহা রপ্তানি হয়। এই স্থানের সূসির (পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ) দেশ-বিদেশে সমাদর দেখা যায়।

শিখ-আধিপত্যকালে করদার যে দুর্গে বাস করিতেন, সেটা কর্দ্দমনির্ম্মিত। এখন এই দুর্গের মধ্যেই পুলিশ ও তহসীলের কাছারী।

ইংরাজ-আধিপত্যের সময় হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত এই স্থানে একটী সেনাবাস ছিল। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ইহা উঠিয়া গিয়াছে।

এখানে একটী স্কুল ও একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলা (দেশজ) তলদেশ, নিম্নভাগ।

তলাও (হিন্দী) জলাশয়বিশেষ।

তলাগুর্চি (দেশজ) ১ বিক্ষিপ্ত বস্তুর সংগ্রহকরণ। ২ যোগান দেওন। ৩ আনুকূল্য। ৪ মন্দ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান।

তলাচী (স্ত্রী) তলমঞ্চতি অন্চ ক্বিপ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। নলনির্ম্মিত কট, বেত্র বা বংশনির্ম্মিত আস্তরণ, দরমা, চেটাই।

তলাজ, বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের ভবনগর রাজ্যের একটী নগর। নগরটী চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত এবং ভবনগর সহরের ৩১ মাইল দক্ষিণে ২১° ২১′ ১৫″ উঃ অক্ষাঃ ও ৭২° ৪′ ৩০″ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ইহার দৃশ্য একটী ক্ষুদ্র দুরারোহ সূচাগ্র পর্ব্বতবৎ। ইহা সমুদ্রের সমতল হইতে ৪০০ ফিট্ উচ্চ। নিকটস্থ পাহাড়ের উপর একটী হিন্দু-মন্দির ও একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর জল অতিশয় বিশুদ্ধ। পাহাড়ের স্থানে স্থানে গহ্বর আছে। পূর্ব্বে দস্যুগণ এই গুহাগুলিতে লুকাইয়া থাকিত। ১৮২৩ খৃঃ অব্দেও এই সকল গহ্বরে দস্যু দেখা যাইত।

তলাড়ু, তামিল ভাষায় লিখিত কতকগুলি পদ্য। ইহাতে দেবগণের শৈশবাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিবর্ষে নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বের দিনে মান্দ্রাজের দক্ষিণাংশবাসিগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি দোলায় রাখিয়া দোলাইতে দোলাইতে এই পদ্যগুলি গান করে। এই পদ্যের কতকগুলি অশ্লীল, আর কতকগুলি কেবল শব্দাড়ম্বরপরিপূর্ণ। ইহার একটীর নাম চক্কড়্। এই পদ্যটীর ভাষা বেশ মধুর। মান্দ্রাজ রমণীগণ শিশু সন্তানদিগকে নিদ্রিত করিবার কালেও তলাড়ু গাহিয়া থাকে। পদ্যগুলি পয়ার-লক্ষণাক্রান্ত।

তলাতল (ক্লী) নাস্তি তলং যস্যেতি অতলং তলাদপি অতলং। পাতালভেদ, সপ্তপাতালের একটী পাতালবিশেষ। এইখানে ময়দানব শিবকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বাস করেন। (ভাগ°)

[পাতাল দেখ।]

তলান (দেশজ) নিমগ্ন হওন, নিমজ্জন।

তলানি (দেশজ) অধোভাগ, নিম্নভাগ, জলাদির নিম্নে সঞ্চিত মল।

তলাভিঘাত (পুং) তলেন অভিঘাতঃ ৩তৎ। করতলদ্বারা প্রহার, চপেটাঘাত।

তলাশা (বৈ) বৃক্ষভেদ।

তলিকা (স্ত্রী) তলং বক্ষস্থলতলং বন্ধনস্থানত্বেনাস্ত্যস্যাঃ তল-ঠন্। তঙ্গসারক, ঘোটকের বক্ষস্থলবন্ধনরজ্জু।

তলিৎ (স্ত্রী) তড়িৎ ডস্য-লঃ। বিদ্যুৎ। (শব্দার্থচি°)

তলিত (ক্লী) তলং জাতমস্য তারকা° ইতচ্। ভৃষ্টমাংস, ভাজা মাংস। শুদ্ধ মাংস যেরূপে পাক্ত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। মাংস এই প্রকারে ঘৃতপক্ক হইলে পণ্ডিতগণ "তলিত" বলিয়া থাকে।

"শুদ্ধমাংস বিধানেন মাংসং সম্যক্ প্রসাধিতং।

পুনস্তদাজ্যে সম্ভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥" (ভাবপ্র°)

ইহার গুণ বল, মেধা অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্রবৃদ্ধিকারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক। (ভাবপ্র°)

তলিন্ (ত্রি) তলা অস্যাস্তি ইনি গোধাযুক্ত। "ততঃ কবচ-পাণী চ তলী খড়্গী শরাসনী।" (ভারত উদ্যো° ১৫৭ অ°)

তলিন (ক্লী) তলাতে শয়নার্থং গম্যতেঽত্র তল-ইনন্ (তলি পুলিভ্যাংচ। উণ্ ২।৫০)। ১ শয্যা। (ত্রি) ২ বিরল। ৩ স্তোক। ৪ স্বচ্ছ। ৫ দুর্ব্বল। (হেম°)

তলিম (ক্লী) তল বাহুলকাৎ ইমন্। ১ কুট্টিম, ছাতা। ২ শয্যা। ৩ খড়্গ। ৪ বিতানক, চাঁদোয়া। ৫ চন্দ্রহাস।

তলীড্য (বৈ) প্রত্যঙ্গভেদ।

তলুন (পুং) তরতি বেগেন গচ্ছতি তৃ উনন্ (ক্ষোরশ্চলোবা। উণ্ ৩।৫৪) রস্য লঃ। ১ বায়ু। ২ যুবা।

তলুনী (স্ত্রী) তলুন-ঙীষ্। তরুণী, যুবতী।

তলুয়া (দেশজ) ভাত রাখিবার জন্য বড় হাঁড়ী, তলোহাঁড়ী।

তলেক্ষণ (পুং) তলে অধোভাগে ঈক্ষণং যস্য বহুব্রী। শূকর। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

তলৈঙ্গ, পেগুর অধিবাসীদিগের সাধারণ নাম। মগগণ ইহা-দিগকে তলৈঙ্গ ও শ্যামবাসীগণ মিঙ-মোন বলিয়া থাকে। তলৈঙ্গদিগের অনেকে ইরাবতী নদীর বদ্বীপে বাস করে। পেগু, মার্তাবান, মৌলমেন এবং আমহার্ষ্টের অধিবাসীগণ মোন নামে খ্যাত। এই নামটী ইহাদের আপনাদিগের মধ্যে প্রচলিত।

পেগুর ভাষাকে মোন (অথবা তলৈঙ্গ) বলে। এই ভাষার অক্ষর ভারতীয় অক্ষরমূলক। পালি অক্ষরের সহিত ইহার বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাওয়া যায়। মগ ও শ্যামবাসীগণ এই ভাষা বুঝিতে পারেনা। তলৈঙ্গ শব্দ সম্ভবতঃ তৈলঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ।

তলেতলে (দেশজ) গোপনে গোপনে; ভিতরে ভিতরে, চুপে চুপে।

তলোদরী (স্ত্রী) তলং নিম্নমুদরং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ ঙীষ্। কৃশোদরী ভার্য্যা, স্ত্রী।

তলোদা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলার উত্তরপশ্চিম অংশে অবস্থিত একটী উপবিভাগ। ছিথলি ও কাথী নামক ২টী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য ইহার অধীন। এই প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অনেক মুসলমান ও অন্যান্য ধর্ম্মের লোক বাস করে।

স্থানীয় নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে সাতপুরা পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য অতিশয় মনোহর। এই পাহাড় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। পাহাড়ের সানুদেশে একটী বৃহৎ বনভূমি দৃষ্ট হয়। এই বন-প্রদেশে বিবিধ পশু বাস করে।

তলোদার মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ ও উদ্ভিজ্জাদির সার মিশ্রিত। যে স্থানে চাষ করা হয়, তথাকার জলবায়ু মন্দ নহে। সাত-পুরার পাদদেশের নিকটবর্ত্তী ও পশ্চিমস্থ পল্লিগ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়া রোগ অতি প্রবল। এখানে জ্বর ও প্লীহারোগ সচরাচর দেখা যায়। এপ্রেল ও মে মাস ব্যতীত য়ুরোপীয়গণ এই স্থানে নির্ভয়ে থাকিতে পারেনা।

ভূ-পরিমাণ ১১৭৭ বর্গমাইল। এই প্রদেশে বিবিধ প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান সহর। গ্রেট-ইণ্ডিয়ান্-পেনিনসুলা রেলওয়ের ভূষাবাল ষ্টেসনের ১০৪ মাইল পশ্চিমে এবং ধূলিয়ার ৬২ মাইল উত্তরপশ্চিমে ২১° ৩৪′ উঃ অক্ষা° এবং ৭৪° ১৮′ ৩০″ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটি আছে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, পারসী প্রভৃতি অধিবাসী দেখা যায়। হিন্দুর সংখ্যা অধিক। খান্দেশ জেলার মধ্যে তলোদার বৃক্ষের ব্যবসায় বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বাহাদুরি কাঠ এই স্থানে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। খোরাখাস, তৈল এবং শস্যের ব্যবসায়ও মন্দ নহে। খান্দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-শকট এই স্থানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার এক এক খানির মূল্য ৪০।৪৫৲ টাকা।

তলোদায় একটি ডাকঘর, স্কুল ও দাতব্য ঔষধালয় আছে।

তলোদা (স্ত্রী) তলে উদকং যস্যাঃ বহুব্রী; উদকশব্দস্য উদাদেশঃ। নদী। (ত্রিকা°)

তল্ক (ক্লী) তল বাহুলকাৎ কন্। বন। (ত্রিকা°)।

তল্‌তলিয়া (দেশজ) কোমল, অকঠিন।

তল্প (পুং ক্লী) তল্যতে শয়নার্থং গম্যতে তল-প (খষ্পশিল্প-শষ্পবাষ্পরূপপর্পতল্পাঃ। উণ্ ৩।২৮) ১ শয্যা। ২ অট্টালিকা। ৩ দারা, স্ত্রী।

"পিতৃব্যদারগমনে ভ্রাতৃভার্য্যাগমে তথা।
গুরুতল্পব্রতং কুর্য্যাৎ নান্যা নিষ্কৃতিরুচ্যতে॥" (সম্বর্ত্তস° ১৫৮)

তল্পক (পুং) তল্প-কন্। শয্যাসংস্কারকারক ভৃত্য।

তল্পকীট (পুং) তল্পে শয্যায়াং জাতঃ কীটঃ। কীটবিশেষ, ছার-পোকা। "এবমেবং তল্পকীটশ্চ তথা শূদ্রো ভবেৎ ধ্রুবং" (ব্রহ্মবৈ°)

তল্পগিরি (পুং) দাক্ষিণাত্যের তিরুপতির অদূরে বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত একটী পাহাড়।

তল্পজ (ত্রি) তল্প জন-ড। স্ত্রীর গর্ভজাত, ক্ষেত্রজ পুত্র।

"য তল্পজঃ প্রমীতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা।" (মনু ৯।১৬৭)

তল্পন (ক্লী) তল্প ইব আচরতি তল্প-ক্বিপ্ ল্যুট্। ১ করিপৃষ্ঠ। ২ পৃষ্ঠাস্থির মাংস, পিঠের ডাঁড়ার মাংস। কোন কোন স্থলে তল্পল এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

তল্পশীবন্ (ত্রি) শয্যাশায়ী, শয্যায় বিশ্রামী।

তল্পী (দেশজ) পুটলী, গাঁঠরী, বস্তা।

তল্পেশয় [তল্পশীবন্ দেখ।]

তল্প্য (পুং) তল্পে ভব তল্প-যৎ। ১ রুদ্রভেদ। "নমস্তল্প্যায় গেহ্যায়" (যজু° ১৬।৪৪) (ত্রি) তল্পে সাধু যৎ। ২ শয্যা সাধু।

"শতং তল্প্যা রাজপুত্রা আশাপালাঃ" (শতপথব্রা° ১৩।১।৬।২)

তল্ল (ক্লী) তস্মিন্ লীয়তে লী-ড। ১ বিল, গর্ত্ত। (ত্রি) ২ তাহাতে লীন। (পুং) ৩ জলাধার বিশেষ, পুষ্করিণী, ইহার হিন্দী নাম তলাও।

তল্লচেরি, মান্দ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত মলবার জেলায় কোত্তায়ম্ তালুকের একটী সহর ও বন্দর। ১১° ৪৪´ ৫৩´´ উঃ অক্ষা° এবং ৭৫° ৩১´ ৩৮´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ভিন্ন ধর্ম্মের লোক তল্লচেরিতে বাস করে। হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নগরকে তেল্লিচেরি ও তলসেম্বি বলা হইয়া থাকে।

তল্লচেরি মলবার জেলার একটী উপবিভাগ। এইস্থানে উত্তর-মলবার জেলায় আদালত, জেল, শুল্ক-কার্য্যালয়, গবর্মেণ্টের অন্যান্য কয়েক কার্য্যালয় এবং কতকগুলি বাণিজ্য-কার্য্যালয় আছে। সহরটী স্বাস্থ্যকর ও দেখিতে বেশ সুশ্রী। উহা বৃক্ষময় পাহাড়ের উপরিভাগে নির্ম্মিত। এই পাহাড় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপকণ্ঠ সমেত সহরের ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ-মাইল। এক সময়ে ইহার চারিদিকে একটী দৃঢ় কর্দ্দমনির্ম্মিত প্রাচীর শোভা পাইত। নগরের উত্তরাংশে তল্লচেরি দুর্গ। এটী এখনও দৃঢ়ভাবে রহিয়াছে। আজকাল ইহা কারাগাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। দুইটী সমচতুষ্কোণ আকার দক্ষিণপূর্ব্ব ও উত্তরপশ্চিমভাগে বপ্র আছে। দক্ষিণপূর্ব্ব বপ্রে একজন অশ্বারোহী যোদ্ধা দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকে আর একটী বপ্র দেখা যায়; ইহা দুর্গ হইতে ১৫০ গজ দূরে। একটী দৃঢ় প্রাচীর দুর্গের অব্যবহিত সীমা রক্ষা করিত। এই প্রাচীরের স্থানে স্থানে বন্দুক ছাড়িবার ছিদ্র ছিল।

কাফি, এলাচি ও চন্দনকাষ্ঠ এই প্রদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এখানকার রপ্তানি আমদানীর প্রায় দ্বিগুণ।

বার্ষিক বৃষ্টিপাত মোটের উপর ১২৪°৩৪ ইঞ্চ।

১৬৮৩ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী মরিচ ও এলাচির ব্যবসায় করিবার জন্য এই স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ১৭০৮ হইতে ১৭৬১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কএকবার কোম্পানী চেরাকল রাজা ও স্থানীয় অপরাপর জমিদারদিগের নিকট তেলিচেরি ও তাহার নিকটে অনেক জমী পান এবং উক্ত জমীদারী মধ্যে শুল্ক আদায় ও বিচারাদি° করিবার ক্ষমতাও তাহাদিগকে দেওয়া হয়। হায়দরআলি কোম্পানীর অধিকৃত কতকগুলি জমী অধিকার করিয়া লইলেন। ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে এই কুঠী রেসিডেন্সির আকার ধারণ করিল। ১৭৮০ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত দুই বৎসর কাল এই প্রদেশ হায়দর আলির সেনাপতি সরদার খাঁ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। বোম্বাই হইতে সৈন্য আসিয়া এই স্থান উদ্ধার করে। পরবর্ত্তী মহিসুরযুদ্ধে তল্লচেরি হইতে ইংরাজসৈন্য ঘাটপর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছিল। যুদ্ধান্তে এই স্থানে উত্তর মলবারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্যালয় ও প্রাদেশিক শাসনসভা স্থাপিত হইল।

তল্লজ (পুং) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লজতি লজ-অচ। প্রশস্ত-বাচক, শ্রেষ্ঠতাবোধক শব্দ। শব্দোত্তর প্রযুজ্যমান এই শব্দ অজহল্লিঙ্গ। যথা কুমারীতল্লজ।

তল্লহ (পুং) কুকুর।

তল্লাট (দেশজ) প্রদেশ, বহুদূরব্যাপক স্থান।

তল্লাস (আরবী) অনুসন্ধান, অন্বেষণ।

"অধর্ম্মে হইলি বীর, দিনে ভুঞ্জ তিন সাঁজ,
সতিনের না কর তল্লাস।" (কবিক°)

তল্লিকা (স্ত্রী) তস্মিন্ লীয়তে লী-ড সংজ্ঞায়াং কন্ কাপি অত ইত্বং। ১ কুঞ্চিকা, তালী। ২ চাবি।

তল্লী (স্ত্রী) তৎ প্রসিদ্ধং যথা তথা লসতি লস-ড স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ তরুণী, যুবতী। ২ নৌকা। ৩ বরুণপত্নী।

তল্ব (ক্লী) সুগন্ধিদ্রব্যের ঘর্ষণে উৎপন্ন সৌরভ।

তল্বকার (পুং) সামবেদের শাখা-ভেদ।

তব (ত্রি) যুষ্মদ্ ৬ একব°। তোমার।

তবক (ত্রি) তব-ক। তোমার, ত্বদীয়, তোমার সম্বন্ধীয়।

তবক (যাবনিক) তোমর, অস্ত্রাস্ত্র।
"মুকুটীর শব্দ যেন তবকের গুলি।
একবায়ে বাঘের ভাঙ্গিল মাথার খুলি।" (শ্রীধর্ম্ম°)

তবকী (যাবনিক) তবকধারী।

তবক্ষীর (ক্লী) তু-অচ্ তবং ক্ষীরমিতি কর্ম্মধা°। ক্ষীর জল, হিন্দী তোয়াক্ষীর, ইহার গুণ মধুর, শিশির, দাহ, পিত্ত, ক্ষয়, কাস, কফ, শ্বাস ও অস্রদোষনাশক। (রাজনি°)

তবক্ষীরী (স্ত্রী) তবক্ষীর ঙীষ্। গন্ধপত্রা, মালবে পলাশশটী। (রাজনি°)

তবর (ক্লী) নির্দ্দিষ্ট উচ্চ সংখ্যা।

তবরাজ (পুং) তু-অচ্ তবঃ পূর্ণঃ সন্ রাজতে রাজ-অচ্। যবাস-শর্করা, চলিত কথায় মেনা। (রাজনি°) [যবাসশর্করা দেখ।]

তবরাজোদ্ভবখণ্ড (পুং) তবরাজাত্তদ্ভবতি উৎ-ভূ-অচ্। তব-রাজোদ্ভবঃ যঃ খণ্ডঃ কর্ম্মধা°। যবাসশর্করাভব খণ্ড, মেনার খাঁড়। পর্য্যায়—সুধামোদকজ, খণ্ডজোদ্ভবজ, সিদ্ধমোদক, অমৃতসারজ, সিদ্ধখণ্ড। ইহার গুণ দাহ, তাপ, তৃষ্ণা, মোহ, মূর্চ্ছা ও শ্বাসনাশক, ইন্দ্রিয়ের তর্পণকারী, শীতল ও সদা মধুর রস। (রাজনি°)

তবর্গ (পুং) ত, থ, দ, ধ, ন, এই পাঁচটী তবর্গ।

তবর্গীয় (পুং) তবর্গে ভব বর্গাস্তত্বাৎ ছ। তবর্গভব বর্ণ, তবর্গের বর্ণ।

তবস্ (ক্লী) তু-অসুন্। ১ বৃদ্ধ। ২ মহৎ। ৩ বল। (নিঘণ্টু)
"অন্নাদচিত্তঃ তবসা জবস্তঃ। (ঋক্ ৩.৩০।৮) 'তবসা বলেন' (সায়ণ)

তবস্য (ক্লী) তবসে বলায় হিতং তবস্ যৎ। বলসাধন। "তস্মৈ তবস্য মনুদাতি" (ঋক্ ২।২০।৮) 'তবস্যং তবসে বলায় হিতং বলবর্দ্ধনং।' (সায়ণ)

তবস্বৎ (ত্রি) তবোহস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ সান্তত্বাৎ মত্বর্থে ন বিসর্গঃ। বলযুক্ত। "বীর উশতে তবস্বান্" (ঋক্ ১।৯৭।৪৩) 'তবস্বান্ বেগবান্' (সায়ণ)

তবাগা (ত্রি) তবসা বলেন গীয়তে গৈ কর্ম্মণি কিপ্ পৃষো° সাধুঃ। প্রবৃদ্ধ বলযুক্ত। "স্তুতিঃ স সুব স্থবিরং তবাগাং।" (ঋক্ ৪।১৮।১০) 'তবাগাং প্রবৃদ্ধবলং' (সায়ণ)

তবিপুলা (স্ত্রী) বিপুলা ছন্দোভেদ, চারিটী অক্ষরের তগণ হইলে এই ছন্দঃ হয়।
"তোহব্ধেস্তৎপূর্ব্বাক্তা তবেৎ।" (বৃত্তর°) "অব্ধেশ্চতুর্থা-ক্ষরাৎ পরং তগণশ্চেৎ তপূর্ব্বা তবিপুলা নামচ্ছন্দঃ।" (টীকা)

তবিয়স্ (ত্রি) অতি বলবান্, শক্তি ও সম্পদশালী।

তবিষ (পুং) তব-টিষচ্ (তবেণিদ্বা। উণ্ ১।৪৯)। ১ স্বর্গ। ২ সমুদ্র। ৩ ব্যবসায়। ৪ শক্তি। ৫ স্বর্গ। (ত্রি) ৬ বৃদ্ধ। ৭ মহৎ। ৮ বলবান্।
"ঘনো বৃত্রাণাং তবিষো বভূথ।" (ঋক্ ৮।৮৫।১৮) 'তবিষঃ প্রবৃদ্ধো বলবান্ বা' (সায়ণ)
কোনস্থলে তবীষ এই প্রকার পাঠ দেখা যায়, কিন্তু ইহা লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া বোধ হয়।

তবিষী (স্ত্রী) তবিষ সংজ্ঞায়াং ঙীষ্। ১ ভূমি। ২ নদী। ৩ দেবকন্যা। ৪ বল। "কৃষ্ণরজাংসি তবিষীং দধানঃ।" ঋক্ ১।৩৫।৪) 'তবিষীং বলং স্বকীয়ং প্রকাশরূপং' (সায়ণ)

তবিষীমৎ (ত্রি) তবিষী অস্ত্যস্ত মতুপ্। দীপ্তিমৎ, দীপ্তি-যুক্ত। "তমনুনং তবিষীমন্তমেষাং" (ঋক্ ৫।৫৮।১) 'তবিষীমন্তং দীপ্তিমন্তং' (সায়ণ)

তবিষীয়ু (ত্রি) তবিষীয়-উ। বল-আচরণকারী, বলপ্রয়োগ-কারী। "বৃষণস্তবিষীযবঃ" (ঋক্ ৮।৪ ১১) 'তবিষীযবঃ বলং আচরন্তঃ।' (সায়ণ)

তবিষীবৎ (ত্রি) বলবান্, সাহসী।

তবিষ্যা (স্ত্রী) বল, শক্তি।

তব্য, ১ বেদান্তভেদ। (ত্রি) তব-যৎ। [বৈ] শক্তিশালী।

তশলা (হিন্দী) ১ অর্গল, হুড়কা। ২ পিত্তলের রন্ধনপাত্র।

তষ্ট (ত্রি) তক্ষ-ক্ত। ১ তনুকৃত, যাহা চাঁচিয়া সূক্ষ্ম করা হইয়াছে। ২ দ্বিধাকৃত। ৩ তাড়িত। ৪ গুণিত।

তষ্টি (স্ত্রী) তক্ষ-ক্তিচ্। তক্ষণ।

তষ্টিদার, তষ্টিরাম (দেশজ) একশ্রেণীর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, ইহারা আত্মশ্রাদ্ধকালে উপস্থিত হইয়া করুণস্বরে মৃতব্যক্তির গুণানুকীর্ত্তন করে। ইহারা অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপযুক্ত বিদায় না পায় ততক্ষণ বসিয়া থাকে এবং শরীরকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয়।

তষ্টৃ (পুং) তক্ষ-তৃ পৃষোদরা° কলোপে সাধুঃ। ১ সূত্রধর, ছুতার। ২ বিশ্বকর্ম্মা। ৩ আদিত্যভেদ। (রমানাথ)।

তসর (পুং) তনোতীতি তন-সরন্ কিচ্চ।
(তনৃষিভ্যাং কসরন্। উণ্ ৩।৩৫)। ১ ত্রসর, সূত্রবেষ্টন।
"রসং পরিস্রুতা ন রোহিতং নগ্নহুর্ধীরস্তসরং ন বেম।"
(বাজসনেয় সং ১৯।৮৩]
২ গুটিপোকার সূতা, এইজন্য ঐ সূতা হইতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাকেও তসর কহে।

তসর, কৌষেয়-সূত্রবিশেষ; অপেক্ষাকৃত শক্ত, মোটা রেশম। বাঙ্গালার অন্তর্গত ছোটনাগপুর প্রদেশে, বালেশ্বর, ময়ুরভঞ্জ, কেঁওঝড়, প্রভৃতি স্থানে এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলে এবং বাঙ্গালার অন্তর্গত কতিপয় স্থানে শাল,

পিয়াল, হরিতকী, বিভীতকী, আমলকী, কুসুম, মৌল, বদরী প্রভৃতি বৃক্ষে তসর জন্মে। রেশমকীট-জাতীয় কীট উল্লিখিত বৃক্ষ সকলে তসর গুটি প্রস্তুত করে। বলা বাহুল্য তসর রেশমেরই প্রকার-ভেদ মাত্র। [রেশম দেখ।]

উপরে যে সকল স্থানের নাম লিখিত হইল। ঐ সকল প্রদেশের তসর জঙ্গলে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হয়, তবে ইহার চাষও বহু বিস্তৃত। তসরের চাষ রেশম চাষের মত নহে। রেশমের চাষে যেরূপ তুতপাতা খাওয়াইয়া রেশমকীটদিগকে পালন করা হয় এবং যত্নপূর্ব্বক কীটদিগকে গৃহ মধ্যে প্রতিপালন করিয়া গৃহেই গুটিকা উৎপাদন করা হয়, তসর চাষে ঐ সকল প্রদেশে সেরূপ করে না। চাইবাসা, হাজারিবাগ, লোহারডাগা প্রভৃতি স্থানে তসর উৎপাদনকারিগণের তসর-চাষ সেরূপ যত্নসাধ্য নহে। অরণ্য মধ্যে স্বভাবে উৎপন্ন তসর-কীটদিগকে পশু-পক্ষ্যাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তসর-চাষ। পূর্ব্ব হইতে কতকগুলি পরিপক্ক বীজ অর্থাৎ গুটি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং যথাসময়ে ঐ গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইলে উহাদিগকে ধরিয়া সন্নিহিত অরণ্যে ছাড়িয়া দেয়। এই সময়ে ইহাদের স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলন হয়। অবিলম্বেই স্ত্রী প্রজাপতিগণ বৃক্ষের পত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেপ্টা সর্ষপাকার অণ্ড প্রসব করে। ঐ সকল অণ্ড ঈষৎ আটাল, সুতরাং পত্রাদিতে দৃঢ় লগ্ন হইয়া যায়। এক একটা প্রজাপতি ৩।৪ দিন ধরিয়া ২০০ হইতে ২৫০ পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করে। একবার সমস্ত অণ্ড প্রসব করিলেই প্রজাপতিগণের জীবনের কার্য্য শেষ হইল। অণ্ড প্রসব করিবার ৩।৪ দিন পরেই ইহারা মরিয়া যায়। পুং-প্রজাপতিগণ শীঘ্র মরিয়া যায়। তখন কেবল অণ্ডগণই ভবিষ্যৎ তসর কীটবংশের বংশরক্ষক বলিয়া বর্ত্তমান থাকে।

ঐ সকল অণ্ড হইতে ১০।১২ দিন মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট নির্গত হয় এবং পত্রোপরি চঞ্চল ভাবে বিচরণ করিতে থাকে। এই সময় ঐ সকল কীট অতিশয় পেটুক হয়। অনবরত কোমল পত্র ভক্ষণ করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সময় ইহারা ৩।৪ বার খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার সময় ইহারা কিছুক্ষণ আহারবিহার পরিত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধভাবে থাকে। এইরূপে ১০।১৫ দিন পরে ঐ সকল কীট পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাদের আকার ৩।৪ ইঞ্চ হইতে ৫।৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই সকল কীট ধূসরবর্ণ এবং নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণে চিত্র-বিচিত্র। চক্ষু দুটী উজ্জ্বল এবং পদ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র।

ডিম্ব ফুটিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সকল কীটের অনেক শত্রু। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র অবস্থায় পিপীলিকা প্রভৃতি ইহাদের পরম শত্রু। চিল, কাক ও অন্যান্য বনচর পক্ষী, কাষ্ঠমার্জ্জার, সর্প প্রভৃতি প্রাণী সুবিধা পাইলেই ঐ সকল কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে। এজন্য এই সময়ে তসর-চাষীদিগকে অতি সন্তর্পণে ঐ সকল কীট রক্ষা করিতে হয়। রক্ষকগণ তীরধনু, প্রস্তর, বংশ প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল অধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দেয়; জঙ্গলা ভাষায় ইহাকে আড়া দেওয়া কহে।

যাহারা আড়া দেয়, তাহারা এই সময়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বনমধ্যে বাস করে। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ না করিলে কীট মরিয়া যায়। সুতরাং তাহারা অরণ্য মধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ২।৩ মাস কাল ব্রতপরায়ণ হইয়া শুদ্ধাচারে থাকে। মল-মূত্র ত্যাগ করিলেই স্নান করে, প্রত্যহ একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করে এবং তৃণশয্যায় শয়ন করে। যে পর্য্যন্ত গুটিগুলি পরিপক্ক না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্রাদির মুখাবলোকন করে না। ইহাদের আর এক বিশ্বাস আছে যে, আড়া দিয়া ব্যাঘ্র গমন করিলে গুটিপোকার উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং ব্যাঘ্র গমন করিলে রক্ষকগণ অধিক লাভের আশা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য সাঁওতাল, কোল, কুড়মি প্রভৃতি জাতীয়েরাই প্রধানতঃ তসর চাষ করে। অনেক ইংরাজ বণিক সম্প্রতি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

কীট সকল পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে গুটি নির্ম্মাণ জন্য ব্যগ্র হয়। তখন ইহারা বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় মুখ-নিঃসৃত লালা দ্বারা একটী বৃন্ত নির্ম্মাণ করে। এই লালাই পরে শুষ্ক হইয়া দৃঢ় তসরসূত্ররূপে পরিণত হয়। বৃন্ত নির্ম্মিত হইলে ঐ সকল কীট-মুখনিঃসৃত লালদ্বারা ক্রমান্বয় ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বোক্তরূপে একটী কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বন্দী হয়। এই সকল কোষ বা গুটির আকার ঈষৎ লম্বা গোল অর্থাৎ অণ্ডাকৃতি। কীটের জাতি অনুসারে উহারা ছোট বড় নানা প্রকার হইয়া থাকে। বৃহত্তম তসর গুটি ৩—৩½ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে।

গুটির মধ্যে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত কীট ক্রমাগত সূত্র বাহির করিয়া পরে ক্লান্ত হয় এবং গুটির মধ্যে নিদ্রা যাইতে থাকে। এই অবস্থায় ইহারা পানাহার সমস্ত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া মৃতবৎ নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় অবস্থান করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপে ২।৩ মাস থাকিলেও ইহাদের মৃত্যু হয় না। এই অবস্থায় কোষ কাটিয়া ইহাদিগকে বাহির করিলে পিঙ্গলবর্ণ অণ্ডাক্ত মাংসপিণ্ডবৎ কীট বহির্গত

হয়; কিন্তু অবিলম্বেই উহারা নড়িতে থাকে এবং সজীবতার প্রমাণ প্রদর্শন করে। কিন্তু এইরূপে অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিলে ইহারা অধিকক্ষণ জীবিত থাকে না, শীঘ্রই মরিয়া যায়। যথা সময়ে আপনা হইতে কাটিয়া ইহারা সুন্দর প্রজাপতি-রূপে বাহির হয়।

গুটি সকল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত হইলে রক্ষকগণ উহাদিগকে তুলিবার জন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে। উহারা অভিজ্ঞতা দ্বারা কখন গুটি পরিপক্ব ও ভাঙ্গিবার উপযুক্ত তাহা অনায়াসেই ঠিক করিতে পারে। এই সময়ে শুভ্র কোষমণ্ডিত তরুরাজিবহুল বনভূমি পর্য্যাপ্ত ফলশোভিত ফলোদ্যানের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। যখন কোষ কাটিয়া দুই একটী পোকা পলাইবার উপক্রম করে, তখন রক্ষকগণ গুটী সংগ্রহ করিয়া বাড়ী লইয়া আসে। কিন্তু কীট জীবিত থাকিলেই গুটি কাটিয়া পলায়ন করিবে, সেই ভয়ে ঐ সকল গুটি গরম জলে সিদ্ধ করিয়া অভ্যন্তরস্থ কীট মারিয়া ফেলে। একটা হাঁড়ীর ভিতর কিঞ্চিৎ জল ও ক্ষার দিয়া তন্মধ্যে গুটিসকল রাখিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করা হয়। যে গুটিগুলিকে সিদ্ধ করা হয় না, সেগুলি অ্যাও বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইগুটিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাকে মুদলগুটি কহে। এই গুটি অত্যন্ত কঠিন, এমন কি সজোরে টিপিলেও নত হয় না। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট গুটির নাম ডাবা, বগুই, জাড়ুই। যে সকল গুটি মুখ কাটিয়া বাহির হইয়া যায়, উহারা রাসকাটা, আমপেতে, বোড়র, ধুকে, ফুকি প্রভৃতি নামে আখ্যাত হয়। আর যে সকল গুটি পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই অকালে ভগ্ন হইয়া সিদ্ধ হয়, তাহারা অতি কোমল এবং সহজেই তোবড়া হইয়া যায়। ইহারা নিতান্ত অপদার্থ এবং অতি অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। কাটা গুটিগুলি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। কীটগুলি গুটির বোঁটার নিকট সূতা ঠেলিয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং উহা হইতে সূতা পাওয়া যায়। পিপীলিকা, মুষিকাদি কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে কোষ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। আষাঢ় শ্রাবণে আমপেতে, ভাদ্রে মুদল, আশ্বিনে মুগা, কার্ত্তিকে ডাবা, অগ্রহায়ণে বগুই, পৌষ ও মাঘে জাড়ুই গুটি উৎপন্ন হয়।

গুটি সমস্ত সংগ্রহ করা হইলে উহাদিগকে উৎকর্ষ অনুসারে বাছিয়া পৃথক্ করা হয়। পরে ঐ সমস্ত গুটি বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। চাঁইবাসা, সিংভূম, মানভূম প্রভৃতি জেলায় এবং ধলভূম, শিখরভূম, তুঙ্গভূম প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়িগণ জঙ্গলবাসিদিগের নিকট হইতে ঐ সকল গুটি ক্রয় করিয়া লয়। উহারা আবার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, সোণামুখী, মানকর, বাঁকুড়ার নিকটস্থ রাজগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে আগত ব্যবসায়ী বা তাহাদিগের পাইকারগণের নিকট বিক্রয় করে। এই দালাল ও পাইকারগণ অনেক সময় অধিক লাভের প্রত্যাশায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল গুটি সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়; কিন্তু অধিকাংশ গুটিই নিকটস্থ হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে। তসরগুটি সংগ্রহের সময় ঐ সকল হাটে পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। চাঁইবাসার অন্তর্গত হলুদপুকুর নামক হাটে এবং বওড়া গুড়া নামক স্থানে বিস্তর পরিমাণে এই সকল গুটির ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। বিক্রয় জন্ত হাটে গুটি আসিলে বিক্রেতা ঐ সমস্ত গুটি পৃথক্ পৃথক্ স্তূপে সজ্জিত করে। ক্রেতা এক এক স্তূপ হইতে যথেচ্ছা এক মুষ্টি গুটি লইয়া উহাদিগকে পরীক্ষা করে। ইহাকে চাখ বা চাখতি করা কহে, ঐ কয়েকটী গুটির চাখতিতে যেরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দাঁড়ায়, সমস্ত স্তূপ সেইরূপ ধরিয়া লওয়া হয়। পরে এক এক স্তূপের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এইরূপে তসরের ছোট বড় ইত্যাদি আকার, অক্ষুণ্ণতা, পুষ্টতা প্রভৃতির গুণানুসারে মূল্যের কমবেশী হইয়া থাকে। অনেক সময় এই অরণ্যবাসী তসরবিক্রেতাগণ ধূর্ত্ত দালাল ও পাইকের দ্বারা বিশেষরূপে প্রতারিত হইয়া থাকে।

সংখ্যা-গণনা দ্বারাই এই সকল গুটির মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। ওজনদ্বারা বিক্রয় করিবার রীতি নাই। পাইকার বা দালালগণ খুচরা কিনিবার সময় গণ্ডা, পণ দরে কিনিয়া থাকে। গণনার নিয়ম ৪টীতে গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় পণ এবং ১৬ পণে কাহন। অনেকে আবার ৫টীতে গণ্ডা ধরিয়া তদনুসারে পাকা পণ, পাকা কাহন ইত্যাদি ধরিয়া থাকে। বড় বড় হাটে যখন বহুসংখ্যক গুটির ক্রয়-বিক্রয় হয়, তখন আর সমস্ত গণিয়া উঠা সম্ভব হয় না। এই সময় কুত অর্থাৎ অনুমান দ্বারা এক এক স্তূপের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। কিন্তু অধিক সংখ্যা হইলেও অনেক সময় গণনা করাই শ্রেয়স্কর বিবেচিত হয়। সংখ্যা স্থির হইলে উহাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। তসর ভাল না জন্মিলে উৎকৃষ্ট প্রকার গুটির দর প্রতি কাহন ১২৲ হইতে ৭৲ টাকা পর্য্যন্ত, মধ্যম প্রকারের গুটির ৭৲ হইতে ৫৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের দর প্রতি কাহন ৫৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আর সুবৎসরে অর্থাৎ উত্তম গুটি জন্মিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুটির দর ৯৲ হইতে ৬৲ টাকা, মধ্যমের দর ৭৲ হইতে ৫৲ টাকা এবং নিকৃষ্ট প্রকারের ৫৲ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ও শীতঋতুতেই তসর-

গুটি জন্মে। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে যখন সূর্য্যের তেজ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, তখন তসরকীট কোষমধ্যে নিদ্রা যায়।

ক্রেতাগণ ঐ সমস্ত গুটি ক্রয় করিয়া বাঁকুড়া ও তাহার অন্তর্গত রাজগ্রাম, সোণামুখী, বিষ্ণুপুর, জয়পুর এবং বর্দ্ধমানে মানকর ও হুগলী জেলায় বদনগঞ্জ, শ্যামবাজার, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি নানাস্থানে প্রেরণ করে। ঐ সকল স্থানে গুটি হইতে তসরসূত্র তোলা হয়। ঐ সূত্র কতক পরিমাণে স্থানীয় তন্তুবায়গণ ক্রয় করিয়া সাদা ও নানাবর্ণে রঞ্জিত বিবিধ প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করে, অবশিষ্ট কলিকাতা ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরীতে রপ্তানী হয়।

মুর্শিদাবাদ ও তন্নিকটবর্ত্তী বহরমপুর এবং মালদহ প্রভৃতি স্থানেও কতক পরিমাণে তসর উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল স্থানের তসর অপেক্ষা রেশম-পাট অর্থাৎ রেশমেরই চাস অধিক।

গুটি হইতে সূত্র তুলিতে হইলে প্রথমতঃ উহাদিগকে ক্ষারজলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। ইহাতে কোষ কোমল হইয়া সহজে সূতা উঠিতে থাকে এবং সূতার মলাও কতক কাটিয়া গিয়া সূতা কতক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া পড়ে। অনন্তর সমস্ত গুটি শীতল ও পরিষ্কৃত জলে পুনঃ পুনঃ দৌত করিয়া ফেলিয়া উহাদের বুঁটি এবং উপরের অপরিষ্কার কতকাংশ ফেলিয়া দেওয়া হয়। পরে একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল রাখিয়া উহাতে ৪।৫ বা ততোধিক গুটি ভাসাইয়া দিয়া উহাদেরই সকলের ক্ষাই একত্র করিয়া একটী বাঁশের নাটাইয়ে গুটান হয়। সচরাচর স্ত্রীলোকেরাই এই সকল কার্য্য করিয়া থাকে। সূতা বাহির করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না। সমস্ত সূত্র বাহির হইলে পরে গুটীর মধ্য হইতে কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ মাংসপিণ্ডবৎ মৃত তসরকীট বাহির হইয়া পড়ে। নীচ জাতীয়েরা ইহাদিগকে তসরলাড় কহে এবং উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করে। তসরকাটনীগণ ঐ তসরলাড়ুগুলি রাখিয়া দেয় এবং ঐ সকল নীচলোককে বিক্রয় করে।

গুটির পুষ্টতা ও আকার অনুযায়ী উহা হইতে লব্ধ সূত্রের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উৎকৃষ্ট গুটি ১০।১২টী হইতেই ১ তোলা সূতা বাহির হয়। গুটি নিকৃষ্ট হইলে তদনুসারে গুটির সংখ্যা অধিক প্রয়োজন হয়। তসর সূতা অতি উত্তম হইলে টাকায় ৮।১০ তোলা পর্য্যন্ত দর হয়। নিকৃষ্ট হইলে দর ১২।১৩ তোলা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

গুটির বুঁটি এবং সুঁতা বাহির হইলে পর গুটির যে পোতা অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা ও ছিন্ন তসর সূত্রাদিও নষ্ট হয় না। ঐ সকল এবং কাটা গুটিগুলি হইতে এক প্রকার মোটা সূতা প্রস্তুত হয়। স্ত্রীলোকেরা উহাদিগকে কোমল করিয়া এড়ি রেশমের মত তুলার ন্যায় পিঞ্জিয়া লাতা করে এবং ঐ লাতা হইতে টাকুর দ্বারা সূতা কাটিয়া থাকে। ঐ সকল সূতায় ঘুনশী প্রভৃতি এবং একরূপ খুব শক্ত পুরু কাপড় প্রস্তুত হয়। স্থানভেদে এইরূপ কাপড়কে কেটিয়া, মট্‌কা ইত্যাদি বলিয়া থাকে। পবিত্র অথচ অত্যন্ত টেকসই বলিয়া অনেকে এই কাপড় দেবপূজাকালে ও ব্রতোপবাস প্রভৃতিতে ব্যবহার করে। তসরসূত্রের স্বাভাবিক বর্ণ গোধূমের ন্যায়। উহা আবার কুসুমফুল, হরিদ্রা প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ মনোরম বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট ধুতি, শাটী, উড়ানী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সাদা তসরের সূতায় দীর্ঘকালস্থায়ী অথচ সুন্দর চিক্কণ বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বিশুদ্ধ তসরের থানে এবং তসরের টানা ও সূতার পড়ান বা ভরণা দিয়া নানারূপ চর্কা গর্ভসূতি প্রস্তুত হয়। ঐ সকল কাপড়ে সুন্দর ও দীর্ঘকালস্থায়ী জামা প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট জামার তসরের থান প্রতি গজ ১৲ হইতে ১৷৷০ পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে সুন্দর সুন্দর তসরের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তসরের কাপড় টেকসই এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া সাধারণে বলিয়া থাকে—

পরে তসর খায় ঘি,
তার কড়ির ব্যয় কি?

উৎকৃষ্ট তসরের ধুতি, শাড়ী ইত্যাদি পাটের ধুতি, শাড়ী অপেক্ষা অধিক হীন নহে, অথচ দীর্ঘকালস্থায়ী।

তসর সূতা জলে সহজে পচিয়া যায় না, এবং সমান স্থূল কার্পাস সূত্র অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। এজন্য ইহাতে মাছ ধরিবার সুন্দর ডোর প্রস্তুত হয়। পল্লীগ্রামাদিতে যাহাদিগের মাছ ধরিবার বিশেষ সখ আছে, তাহারা সূতা আরও দৃঢ় করিবার জন্য কাঁচা অর্থাৎ সিদ্ধ না করিয়াই কেবল জলে ভিজাইয়া এক একটী গুটি হইতে সূতা তুলিয়া লয়। অনেকে জীবহত্যার ভয়েও কাঁচা গুটি হইতে সূতা তুলে। বলা বাহুল্য, এরূপ প্রণালীতে সূতা উৎকৃষ্ট হইলেও বস্ত্রাদির জন্য সূতার এত পরিশ্রম পোষায় না। [তসরকীটাদির বিস্তৃত বিবরণ এবং উহাদিগের প্রকৃতিতত্ত্ব প্রভৃতি রেশম শব্দে দ্রষ্টব্য।]

তসবী (আরবী) মুসলমানদিগের জপমালা। ইহাতে ৯৯টি বা তাহার অধিক গুটিকা থাকে।

তসবীর (আরবী) প্রতিমূর্ত্তি, ছবি।

তস্কর (পুং) তদ্ করোতি কৃ-অচ্ সুট্ দলোপশ্চ। ১ চোর, চোর। ২ পৃক্কশাক, পিড়িঙ্ শাক। ৩ মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। ৪ চোরনাম গন্ধদ্রব্য।

"কামিনীকায়কান্তারে কুচপর্ব্বতদুর্গমে।
মাসঞ্চ রমণঃ পান্থ! তত্রাস্তে স্মর তস্কর॥" (ভর্ত্তৃহরি)

৫ শ্রবণ, কর্ণ।

তস্করতা (স্ত্রী) তস্করস্য ভাবঃ তস্কর-তল্ স্ত্রিয়াং টাপ্। চৌর্য্য, চোরের ব্যবসা।

তস্করস্নায়ু (পুং) তস্করস্য স্নায়ুরিব নাড়িকা যস্যাঃ বহুব্রী। কাকনাসালতা। (রাজনি°)

তস্করী (স্ত্রী) তস্কর তদ্-কৃ চৌরাস্ত্যর্থে ট, টিত্বাৎ ঙীপ্। কোপনা নারী। (শব্দার্থকল্পত°)

তস্তুব (ক্লী) চৈত্র বিষয় ঔষধ।

তস্থিবন্ (ত্রি) স্থা-কসু। স্থিত।

"স পাটলায়াং গাবিতস্থিবাংসং।" (রঘু)

তস্থু (ত্রি) স্থা-কু দ্বিত্বঞ্চ। স্থাবর।

"দেহঞ্চ সর্ব্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা।" (ভাগ° ৭।৭।২৩)

তস্থুস্ (পুং) স্থা-কুসি দ্বিত্বঞ্চ। মানব। (নিঘণ্টু)

তস্য (পুং) তদ্ ৬ একব° সর্ব্ব°। তাহার।

তস্মিন্ (পুং) তদ্ ৭ একব° সর্ব্ব°। তাহাতে।

তহমম্ (আরবী) ১ নালিশ। ২ অপবাদ, মিথ্যা দোষারোপ।

তহবিল (আরবী) ধন, সঞ্চিতধন। ন্যস্তধন।

তহবিলদার (আরবী) ধনাধ্যক্ষ, যাহার নিকট তহবিল থাকে।

তহসীলদারী (আরবী) ধনাধ্যক্ষতা।

তহলীল, আরবদেশের স্ত্রীলোকের একপ্রকার কর্কশ শব্দ। জিহ্বা ও কণ্ঠের গতির একত্র সংযোগে এই শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দ উৎপাদন করিবার কালে মুখের উপর হস্ত অতিবেগে সঞ্চালিত করে। তহলীল শুনিলে আরব অথবা কুর্দগণ উত্তেজনায় জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে। অতিশয় তাড়াতাড়ি পুনঃ-পুনঃ লেল, লেল শব্দ উচ্চারণ করিলে যেরূপ শুনায়, তহলীল শুনিতেও তদ্রূপ।

কঙ্কেকন ও বুসহরের মধ্যবর্ত্তী আরববংশীয়া স্ত্রীলোকগণ কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে অভ্যর্থনাকালে এই শব্দ করে। ইহা তাহাদের আমোদ-জ্ঞাপক নিদর্শন। মৃতব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করিবার কালেও তাহারা এই শব্দ করিয়া থাকে।

তহসীল, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য এক একটী প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহার এক একভাগকে এক একটী তহসীল বলা যায়। একজন তহসীলদার তহসীলের প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করেন। তহসীলদারই তহসীলের কর্ত্তা।

তহসীলদারের প্রধান কার্য্য তহসীলের করসংগ্রহ। পঞ্জাবের তহসীলদারদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের ক্ষমতা আছে। ইহারা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন।

তহসীলদারের কার্য্যালয়কে সময় সময় তহসীল বলা হইয়া থাকে।

সব্-কলেক্টর অথবা তহসীলের ভারার্পিত কর্ম্মচারীকে তহসীলদার কহে।

গবর্মেণ্টের ন্যায় জমীদারদিগের অধীনে অনেক তহসীল থাকে। জমীদারীর পরগণা অনেকগুলি তহসীল ও ডিহিতে বিভক্ত।

তহসীলদার, কোন পরগণা কিম্বা তালুকের প্রধান কর-আদায়কারী। পারস্য তহসীলদার ও আরবী তহসীল কথা হইতে হিন্দি তহসীলদার শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। মুসলমান-দিগের রাজত্বকালে এই শব্দের সৃষ্টি হয়। পরে ইংরাজ গবর্মেণ্টও এই শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

তহসীলদার বলিলে পূর্ব্বে কলিকাতায় কোন বাণিজ্যা-লয়ের খাজাঞ্চীকে বুঝাইত। কিন্তু এই অর্থে তহসীলদার শব্দের প্রয়োগ আজকাল দেখা যায় না।

তহসীলদারী (আরবী) রাজস্বাদি সংগ্রাহকের পদ।

তা (দেশজ) ১ শাবক বাহির করিবার জন্য পক্ষী কর্ত্তৃক অণ্ডের উপরি উপবেশন, অণ্ডের উপর বসিয়া উষ্ণতাকরণ। ২ সম্পূর্ণ একখণ্ড কাগজ। ৩ তাহাই।

তাই (দেশজ) ১ তাহাই। ২ করতালি।

তাই (আরবী) ১ উত্তেজনা করা। ২ শাসন করা।

তাউই (দেশজ) ভ্রাতার শ্বশুর, স্থানভেদে তাবুই বলে।

তাওই (তাওচি নামেও খ্যাত) চীনদেশের এক প্রাচীন ধর্ম্মমত ও সম্প্রদায়। ৬০৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে লেওকাং নামে একজন দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই এই মত ও সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অদ্ভুত ও অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। তাঁহার কেশ অতিশয় শুভ্র ছিল, এই জন্য তিনি 'লাওচি' অর্থাৎ শুভ্রকেশ নামে বিখ্যাত।

প্রথমে লাওচি চুবংশীয় এক চীনসম্রাটের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার নানা শাস্ত্র পরিদর্শনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। চীনসম্রাট্ তাঁহাকে মান্দারিণপদ প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি তিব্বতে আসিয়া এক লামার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা

করেন। এই শিক্ষাবলেই তিনি তাওই বা তাওচি অর্থাৎ অমরপুত্র নামক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাওই গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান। তাওচি মত অনেকটা গ্রীকপণ্ডিত এপিকিউরসের মতের অনুযায়ী এবং কতকটা চার্ব্বাকের মত সদৃশ।

এই মতে উগ্রস্বভাবসুলভ দুরন্ত কামনা সকল পরিত্যাগ করিয়া দুর্দম ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করাই মানবের প্রধান ধর্ম্ম ও উদ্দেশ্য। আত্মা ও মনকে যেরূপে পার সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদাই সুখী রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কখন দুশ্চিন্তা অথবা শোকরূপ মূষিককে মনে স্থান দান করিবে না।

তাওচি প্রথমে যে মত প্রচার করেন, তাঁহার শিষ্যগণ তাহার অনেক পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহারা দেখিল, ভয়াবহ মৃত্যুকাল স্মৃতিপথারূঢ় হইলে মন অস্থির হইয়া উঠে, সুখ দূরে পলাইয়া যায়। এইজন্য তাহারা স্থির করিল, এমন এক অমৃতরস প্রস্তুত করা যাউক, যাহা পান করিলে অমরত্ব লাভ হইবে, রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তাহারা রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল। অমৃতরস পান করিয়া অমর হইব, এই আশায় শত শত লোক তাহাদের মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কি ধনী কি দরিদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই অভিনব নীতিশিক্ষায় ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এইরূপে অল্প-দিন মধ্যেই তাওচির দল অতিশয় প্রবল হইল। চীনের সর্ব্বত্রই ইন্দ্রজাল, প্রেতাধিষ্ঠান, ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির প্রসার হইতে লাগিল। অনেক চীনসম্রাট্ও তাওচিদিগের আপাত-মনোরম বাক্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া-ছিলেন। তাওচিরাও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য নানাস্থানে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা, হোম, বলি ইত্যাদি আরম্ভ করিল। এদেশের তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে যে চীনাচারক্রমের উল্লেখ আছে, তাওচিদিগের ক্রিয়াকাণ্ড অনেকটা তাহার অনুরূপ। এ দেশীয় লোকের বিশ্বাস তন্ত্রোক্ত চীনাচার চীনদেশ হইতে এ দেশে প্রচারিত হয়। বোধ হয়, চীনের তাওচিরা যে মত প্রচার করেন, তাহাই এ দেশে চীনাচার নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

তাওচিদিগের মধ্যে অনেক পিশাচসিদ্ধ দেখা যায়।

এখন তাওচিরা শূকর, পক্ষী ও মৎস্য দিয়া উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে। এখন অনেকে দৈবজ্ঞ নামে খ্যাত।

বহুকাল হইতে অনেক চীন পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাওচি ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া আসিতেছেন, তথাপি বহুসংখ্যক চীনবাসী কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাওচি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

তাওচিদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ চীনের কোন প্রধান মান্দারিন্ অপেক্ষা বহু সুখসম্পদ ভোগ করিয়া থাকেন। কিয়াংসী প্রদেশের প্রধান নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষের প্রাসাদ আছে, দেবতা বোধে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন অথবা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য বহু দূর দেশান্তর হইতে শত শত ব্যক্তি ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট গমন করিয়া থাকে।

তাওয়া (পারসী) লৌহাদিনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ।

তাওয়ান (দেশজ) ১ উত্তপ্তকরণ, তাপ দেওন। ২ কুপিত করণ।

তাঁইস্ (আরবী) [তাই দেখ।]

তাঁত (দেশজ) ১ বস্ত্রবপনযন্ত্র। ২ চর্ম্মসূত্র। ৩ বীণাদির তন্ত্রী।

তাঁতকাটা (দেশজ) তাঁত হইতে নূতন বাহির করা।

তাঁতগাড় (দেশজ) তাঁতের গহ্বর।

তাঁতা (দেশজ) ভাবী উন্নতিসূচক আয়োজন বিশেষ।

তাঁতি (দেশজ) জাতিবিশেষ, বস্ত্র বপন করা ইহাদিগের ব্যবসায়। [তন্তুবায় দেখ।]

তাঁতিপাড়া, বীরভূম জেলার হরিপুর পরগণার একটী পল্লি-গ্রাম। নগরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে বহুসংখ্যক তাঁতির বাস। ইহারা তসরের কাপড় ও সূতা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করে। এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিমদিকে প্রায় ৩০০।৪০০ গজ বিস্তৃত প্রস্তরের একটী সুবিখ্যাত বাঁধ এবং এক মাইল দক্ষিণে বক্রেশ্বর নামক কতকগুলি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে। [বক্রেশ্বর দেখ।]

তাঁতিপাড়া, মালদহ জেলার ভাটিয়া গোপালপুর পরগণার একটী পল্লিগ্রাম। গ্রামটী মহানন্দা নদীর অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে বহুসংখ্যক লোক বাস করে, এইজন্যই পরগণার মধ্যে গ্রামটী বিশেষ খ্যাত।

তাঁবা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাঁবে (আরবী) অধীনে।

তাঁবেদার (আরবী) সেবক, ভৃত্য, অধীনস্থ।

তাক্ (আরবী) ১ ভিত্তি প্রভৃতির উপরিভাগস্থ পুস্তকাদির আধার কাষ্ঠফলক বিশেষ। ২ লক্ষ্য, স্থিরদৃষ্টি।

"পক্ষ পসারিতে পাক, লুকিশ্চন্দ্র করে তাক,"

(শ্রীধর্ম্ম ৪।৪১)

তাকৎ (আরবী) শক্তি, ক্ষমতা।

তাকন (দেশজ) অবলোকন, দর্শন।

তাকরিলিপি, বামিয়ান হইতে যমুনা নদীর তট পর্য্যন্ত প্রদেশে যে যে অক্ষর প্রচলিত তাহার নাম তাকরি। নাগরী অক্ষর যে প্রকার, তাকরি অবিকল সেইরূপ নহে; ইহা নাগরীর রূপভেদ। সম্ভবতঃ তক্ষক বা তাকগণ এই অক্ষর সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করে; এইজন্যই তাহাদিগের নামানুসারে ইহার তাকরি নাম হইয়াছে। সিন্ধু নদীর পশ্চিমদিকে ও শতদ্রু নদীর পূর্ব্বভাগে এবং কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই অক্ষর প্রচলিত আছে। কাশ্মীর ও কাঙ্গড়ার উৎকীর্ণ লিপিতে ও মুদ্রায় এই অক্ষর দেখা যায়; কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থও তাকরি অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। মুজফরাবাদ ও সিমলার মধ্যে ২৬টী স্বতন্ত্র স্থানে এই অক্ষর দৃষ্ট হয়। ইহার কোন কোন স্থান তাকরি মুণ্ডে ও লুণ্ডে নামে পরিচিত।

এই লিপির বিশেষত্ব এই যে, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সহিত কখন সংযুক্ত হয় না, পৃথক্ করিয়া লিখিতে হয়। এই লিপির সংখ্যাবোধক অক্ষরগুলি ঠিক এখনকার প্রচলিত অক্ষরের ন্যায়। ইহা সহজে লেখা যায়। কেবল মাত্র 'অ' ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত করা হইয়া থাকে।

তাকারি, একটী গণ্ডগ্রাম। সাতারা তাসগাঁও পথের দক্ষিণে, পেঠ নামক স্থানের ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং করাড়ের ১৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। সাতারা রাস্তার প্রায় ১ মাইল উত্তরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট হয়, পাহাড়টী দক্ষিণপূর্ব্বমুখে বিস্তৃত। এই পাহাড়ে একটী অত্যাশ্চর্য্য রমণীয় গুহা আছে। এই গুহার জন্য তাকারি গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রায় ½ মাইল পাহাড়ের উপর উঠিয়া কিছুদূর গেলেই উক্ত গুহার নিকট যাওয়া যায়। গুহার পশ্চিমদিকস্থ পার্ব্বতীয় ভূমি প্রায় ২০ গজ পর্য্যন্ত অনেকটা সমতল। কমলভৈরবীর শ্বেতবর্ণ মন্দির দক্ষিণপূর্ব্বকোণে প্রতিষ্ঠিত। গুহাটীর ৪০ ফিট্ দৈর্ঘ্য ও ৩০ ফিট্ গভীরতা নৈসর্গিক কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী আয়তাকার সরোবর আছে। তাহার জল অতিশয় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যজনক। পূর্ব্বদিকে জল পর্য্যন্ত কতকগুলি সোপান নামিয়া আসিয়াছে। পুকুরটী দেখিতে অতি সুন্দর। পরিমাণ ১১´×১৩´। গহ্বরের পশ্চিমদিকে মহাদেবের মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরটী আধুনিক, পরিমাণ ২৫×১০ ফিট্। আয়তাকার, নলাকার ও অষ্টকোণাকার এই তিন প্রকার ৬ ফিট্ উচ্চ কএকটী স্তম্ভ দ্বারা মন্দিরের দালানটী সুরক্ষিত। ইহার ছাদ প্রস্তরময়। যে কুঠুরির মধ্যে শিবলিঙ্গ থাকে, তাহা সমচতুষ্কোণাকার। মন্দিরের উপরিভাগে একটী মুচ্ছাকার গাথনি ও চূড়ায় একটী কলস দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, বেলগামের অধীন চিকোড়ির নিকটবর্ত্তী চন্দ্রের রামরাও ভগবন্ত ১৭৩০ খৃঃ অব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে এই স্থানে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে। শুক্লপক্ষের রাত্রিকালে কমলভৈরবীর প্রতিমূর্ত্তির পাল্কী-যাত্রা হয়।

তাকাবী (আরবী) শক্তি, সামর্থ্য।

তাকিদ্ (আরবী) ১ স্বীকার। ২ তত্ত্বাবধান। ৩ নির্দ্ধারণ। ৪ বারম্বার চাহিয়া উত্তেজিত করা।

তাকিদে (দেশজ) অতি শীঘ্র, সত্বরে।

তাকে তাকে (দেশজ) পর পর, থাকে থাকে।

তাক্ষক (ত্রি) তক্ষকীয় সম্বন্ধীয়।

তাক্ষণ্য (পুং স্ত্রী) তক্ষ্ণোঽপত্যং তক্ষন্-ষ্ণ তক্ষ্ণোঽপত্যং। তক্ষের পুত্র।

তাক্ষশিল (ত্রি) তক্ষশিলোঽভিজনোঽস্য তক্ষশিল-অণ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যোঽণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩)। তক্ষশিলাজাত বা তক্ষশিলা হইতে আগত।

তাক্ষ্ণ (পুং স্ত্রী) তক্ষ্ণোঽপত্যং তক্ষন্-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২। তক্ষের অপত্য।

তাগ (দেশজ) স্থিরলক্ষ্য, স্থির-দৃষ্টি।

তাগা (দেশজ) ১ পীড়ার উপশম নিমিত্ত দেবোদ্দেশে ধৃত-হস্তবন্ধনসূত্র।

কোন কঠিন পীড়া হইলে তারকনাথ বা বৈদ্যনাথ প্রভৃতি দেবতার মানস করিয়া স্ত্রীলোক বামহস্তে ও পুরুষ দক্ষিণহস্তে যে যজ্ঞোপবীতসূত্র ধারণ করে, তাহাকে তাগা কহে। মহাদেবের মানস করিয়া ধারণ করিলে সোমবার করিতে হয়।

২ সর্পকর্ত্তৃক দংশিত হইলে তাহার বিষ শরীরে সঞ্চারিত হইতে না পারে, তদুদ্দেশে ক্ষতস্থানের ঊর্দ্ধভাগে দৃঢ় বন্ধ-রজ্জু।

"শুনলো শুনলো সহি, লোচনে দংশিল অহি,
কোন খানে দিব তাগা বন্ধ।" (কবিক°)

৩ ঊর্দ্ধবাহুতে ধারণযোগ্য অলঙ্কার বিশেষ।

তাগাড় (দেশজ) ১ চূণ-সুরকী প্রভৃতি একত্র মসলা। ২ যে গর্ত্তে চূণ-সুরকী প্রভৃতি মিশাইয়া গৃহনির্ম্মাণ মসলা প্রস্তুত হয়।

তাগাড়ী (দেশজ) রাজমিস্ত্রীর মসলা রাখিবার গামলা।

তাগাড়ী (আরবী) ১ বৃদ্ধীকরণ। ২ সাহায্যদান। ৩ প্রতিযোগিতা। ৪ অগ্রিম অর্থদান।

তাগাদা (আরবী) ১ অধমর্ণের নিকট প্রাপ্য অর্থের জন্য পীড়ন। ২ উত্তেজনা।

তাঙ্গা (দেশজ) এক প্রকার ঘাস।

তাচ্ছল্য (দেশজ) হেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অশ্রদ্ধা।

তাচ্ছীলিক (পুং) তচ্ছীলার্থে-বিহিতঃ ঠঞ্। তচ্ছীলার্থ বিহিত-প্রত্যয়।

তাচ্ছীল্য (ক্লী) তৎ শীলং যস্য তস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। নিয়তভৎ-স্বভাব, তচ্ছীলতা।

তাজ্ (পারসী) ১ শিরোভূষণ, টুপি। ২ একপ্রকার শিরস্ত্রাণ, মূলতঃ অগ্নি-উপাসকের শিরস্ত্রাণকে বুঝায়। মধ্যএসিয়ার অধিবাসিগণ এই টুপি ব্যবহার করে, ইহা দেখিতে বৃত্তাকার। ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের মধ্যে ইহার সমধিক প্রচলন আছে।

মুসলমানদিগের প্রবেশাবধি ভারতে এই টুপি দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যেও অনেকে তাজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে হিন্দুতাজ ও মুসলমানী তাজে কিছু পার্থক্য আছে।

বৃত্তাকার ব্যতীত দুইভাগে বিভক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকার তাজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের অনেক তাজে জরির কাজ থাকে।

তাজ, স্বনামপ্রসিদ্ধ তাজমহল সময় সময় তাজ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। [তাজ-মহল দেখ।]

তাজপরাকাঠি, বোম্বাই বিভাগে বোউড় ও গধার অঞ্চলবাসী এক জাতি। সামন্তের পুত্র মগাল থাছুর ইহাদের আদিপুরুষ।

তাজক (ক্লী) জ্যোতিষের গ্রন্থবিশেষ, ইহাতে বর্ষ, লগ্ন প্রভৃতির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

"ন শ্রাদ্ধভং কচন তাজকশাস্ত্রগীতং" (নীল° তা°)

[তাজিক দেখ।]

তাজক, ইরাণীয় জাতিবিশেষ। বোখারার খানেতে ও বদক্‌সানে ইহাদিগকে বেশী দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে খোকন, খিবা, চীনতাতার এবং আফগানস্থানে বাস করে।

তাজক শব্দের উৎপত্তি-নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন। উজ-বক, তাতারা, আফগান, ত্রুক ও তুর্কশাসিত প্রদেশে যাহারা স্থায়ী ভাবে বাস করে, তাজক সাধারণতঃ তাহাদের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সমস্ত প্রদেশে তুর্কি, পুস্ত, ব্রুই এবং বেলুচি ভাষা ব্যবহৃত, মোটের উপর পারস্যই প্রচলিত। আফগানিস্থান ও তুর্কিস্থানে যে সকল অধিবাসীর জাতিগত ভাষা পারস্য তাহারা তাজক ও পারসিবন উভয় নামেই পরিচিত। পারস্যদেশে তাজক ও ইলিয়ত এই দুইটী বিপরীত অর্থবোধক সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। তথায় সর্ব্বত্রই তাজক বলিলে সহরবাসীকে না বুঝাইয়া কৃষককে বুঝায়। বোখারার এই জাতি সর্ত, আফগানস্থানে দেহান্ এবং বেলুচি-স্থানে দেহবার নামে খ্যাত। কাবুল নদীর তটবর্ত্তী ইরাণীয়-দিগকে কাবুলি কহে। সিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই তাজক। ইহারা তৃণাচ্ছাদিত কুটীরে বাস, মৎস্য ও পক্ষী ধৃত করিয়া জীবন যাপন করে। তুর্ক আক্রমণের পূর্ব্বেই বদক্‌সানে তাজকগণ বাস করিত। এই স্থানের ইরাণীয়গণ পর্ব্বতে, উপত্যকায় ও উদ্যান-পরিবেষ্টিত পল্লিতে বাস করে। বদক্‌সানের তাজকগণ চিত্রলের লোকদিগের ন্যায় সুশ্রী নহে। ইহাদের পরিচ্ছদ উজবকাদির ন্যায়।

বোখারার তাজকগণ স্মরণাতীতকাল হইতে তথায় বাস করিতেছে। ইহারা পূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। হিজরার প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে ইহাদিগকে বলপূর্ব্বক ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। বোখারার তাজকগণ লম্বা ও সুশ্রী, ইহাদের চক্ষু ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা অতিশয় ভীরু, অর্থ-গৃধ্নু, মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক।

কেহ কেহ বলেন, তাজ কথা হইতে তাজক কথার উৎ-পত্তি হইয়াছে। তাজ শব্দের অর্থ অগ্নিপূজকের উষ্ণীষ। কিন্তু তাজকগণ উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করে না।

তাজকগণ কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়ে অধিকতর রূপে নিযুক্ত থাকে; সভ্যতা ও শিক্ষার আলোচনায় ইহারা বিরত নহে। ইহাদের যত্নেই মধ্যএসিয়ায় বোখারা, সভ্যতা ও উন্নতির কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। বহুকালাবধি ইহারা মানসিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট আছে এবং অসভ্য বিজেতৃগণ কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও তাহাদিগকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছে। মধ্যএসিয়ার অধিকাংশ মহৎ ব্যক্তিই তাজক-বংশসম্ভূত। বোখারা ও খিবার প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকলেই তাজক।

তাজক ও সর্ত্তদিগের দেহ-গত অনেক বৈষম্য লক্ষিত হয়। ভম্বেরি সাহেব বলেন, পারসিক ক্রীতদাসীর সহিত সর্ত্ত পুরুষের বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকায় সন্তানগণের আকৃতি খর্ব্ব হইয়াছে।

মধ্যএসিয়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কবিতা ও গল্প বলিতে ভালবাসে। এই স্থানের সাহিত্য বৈদেশিক অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। স্থানীয় মোল্লা ঈমানগণ অনেক ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু সমস্তগুলিই দুর্ব্বোধ—সাধারণ লোকে এ পুস্তকের মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিতে পারে না। তাজক-দিগের পুস্তক-লিখিত দৃষ্টান্তগুলি বিদেশীয় ছাঁচে ঢালা।

উজবক, তুর্ক ও খিরঘিজগণ অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয়। গানকালে ইহারা বৃদ্ধ রাগিণী ধরিয়া থাকে। উজবকদিগের

কবিতার মূলভাব আরব্য অথবা পারস্য হইতে সংগৃহীত। ইহাদের অপূর্ব্বত্ব একান্ত বিরল।

তাতারগণ বীরত্ব-গাথা রচনা ও তাহা গান করিতে অত্যন্ত ভালবাসে।

তাজগী (পারসী) টাট্‌কা, রসাল।

তাজৎ (ত্রি) তন্নস্ সঙ্কোচে অবিরুদ্ধির্নলোপৌ। তীব্র। (নিঘণ্টু)

তাজদ্ভঙ্গ (পুং) [বৈ] কোবিদার বৃক্ষ।

তাজপুর, দারভাঙ্গা জেলার একটী উপবিভাগ। ইহা পূর্ব্বে ত্রিহুতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী হইতে দারভাঙ্গা, মধুবনী ও তাজপুর এই তিনটী মহকুমা লইয়া দারভাঙ্গা জেলা গঠিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে এই স্থানে প্রথম মহকুমা স্থাপিত হয়। ২৫°২৮´১৫´´ ও ২৬° ২´উঃ অক্ষাংশে এবং ৮৫° ৩´৩´´ ৮৬° ৪´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৭৬৪ বর্গমাইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কোল প্রভৃতির বাস আছে। হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

তাজপুর মহকুমায় ৩টী থানা, একটী দেওয়ানি ও ২টী ফৌজদারী বিচারালয় আছে।

২ উক্ত তাজপুর মহকুমার প্রধান সহর; মুজাফরপুর হইতে ২৪ মাইল দূরে দলসিঙ্গসরাই রাস্তায় ২৫° ৫১´ ৩৩´´ উঃ অক্ষাংশ এবং ৮৫°৪৩´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এ স্থানে একটী স্কুল, দাতব্য ঔষধালয় ও বিচারালয় আছে। সহরের নীচে বলন নদী প্রবাহিত।

তাজপুর, পূর্ণিয়া জেলার একটী পরগণা, এই পরগণায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। তিল, সরিষা, পাট, আলু প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পরগণার কোন কোন স্থানে ৪½ হইতে ৭½ হাত নিরিখ চলিয়া থাকে; সাধারণতঃ ৪ হইতে ৫ হাতের নিরিখ অধিক রূপে প্রচলিত। প্রজাদিগকে প্রতি বিঘায় এক টাকা করিয়া কর দিতে হয়।

পরগণায় ৪৪টী জমীদারী আছে। পাইবস্তা ও খোদবস্তা জমীদারী ও করচী আছে। রাইয়তী জমার সংখ্যা ২৭। পরগণার কর প্রায় ৬৯৯৪২ টাকা।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলার একটী পরগণা। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্থিত। এই প্রদেশের মৃত্তিকা সমতল নহে; কিছু উঁচু নীচু, দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটু ঢালু, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০ ফিট্ উচ্চ। অল্প পরিশ্রমেই ক্ষেত্রের চাস-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে অনেক ঘাসের জমী ও জলাভূমি আছে। বর্ষাকালে পরগণায় সকল নদীর জল তীর ছাপাইয়া উপরে উঠে এবং গ্রামগুলিকে জলময় করিয়া ফেলে। ধান, ইক্ষু, তিল, সরিষা কলাই প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গ্রামের নিকটস্থ জমীতে প্রচুর পরিমাণে তামাকু জন্মে। পূর্ব্বে এ স্থানে অনেক নীলের জমী ছিল।

তাজপুর পরগণার সকল বিলেই মাছ পাওয়া যায়। ধীবরগণ মাছ ধরিয়া রাইগঞ্জ ও নিকটবর্ত্তী বাজারে বিক্রয় করে।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষকালে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের দ্বারা অল্প ব্যয়ে পরগণার মধ্যে কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত করান হইয়াছে।

এ স্থানের মাটী ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও বালুকামিশ্রিত কর্দ্দমবৎ। বিলের নিকটস্থ মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ উদ্ভিজ্জাদি মিশ্রিত।

জলবায়ু স্বাস্থ্যকর নহে। বর্ষার পরেই জ্বরের আধিপত্য আরম্ভ হয়। এইকালে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করে। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা অতিশয় গরম, কিন্তু রাত্রিকালে অপেক্ষাকৃত শীতল বোধ হইয়া থাকে। জ্বর অধিক কালস্থায়ী হইলে বাত জন্মে। অতীসার ও কুষ্ঠরোগের প্রকোপ নিতান্ত কম নহে।

তাজপুর, দিনাজপুর জেলায় বিজয়নগর পরগণার অধীন একটী পল্লিগ্রাম। এই স্থানে হাট ও বাজার আছে।

তাজপুর নিতান্ত আধুনিক নহে। মুসলমানদিগের সময়ে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়। তৎকালে তাজপুর একটী প্রধান সৈন্যাবাসরূপে দৃষ্ট হয়। পূর্ণিয়া ও দিনাজপুরের সীমান্ত প্রদেশে এই স্থানটী অবস্থিত ছিল। সরকার তাজপুর এখন এই স্থানের নাম রক্ষা করিতেছে। তাজপুরের পূর্ব্বাংশেই প্রথম মুসলমান-রাজধানী দেবকোট নগর। কয়লগণ বিদ্রোহী হইয়া তাজপুরে দিল্লীর সম্রাটের সৈন্যের সহিত কয়েকটী যুদ্ধ করে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে তাজপুরের জেলের সংস্কার করা হয়। এই স্থানে একটী জজ-আদালত ছিল; ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে তাহা উঠিয়া যায়। নগর হইতে তাজপুর পর্য্যন্ত একটী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

তাজবাওড়ি, অপর নাম তাজকারী, বোম্বাই বিভাগে বিজাপুর সহরের পশ্চিমকেন্দ্রে এবং নগরের মক্কাদ্বারের ১০০ গজ পূর্ব্বে বাণিজ্যকেন্দ্রের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণদিকে মৃগয়া-বন। তাজকূপের প্রবেশদ্বারে যে একটী প্রকাণ্ড খিলান আছে, তাহার দৃশ্য অতিশয় মনোহর।

১৬২০ খৃঃ অব্দে তাজরাণীর সম্মানার্থ ইব্রাহিম রোজার স্থপতি মালিক সন্দল এই বিখ্যাত বাপী নির্ম্মাণ করেন। ইহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে। মালিক সন্দল সুলতান মাক্ষুদের অন্যতম অমাত্য ছিলেন। সুলতান রমণী-সৌন্দর্য্যের অতিশয় সমাদর করিতেন। একদা

কুম্বাকে সুলতান দরবারে আনিবার জন্ত মালিক সম্বলের প্রতি আদেশ হইল। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মালিক অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে রাজার অনিষ্ট করিয়াছেন এই মর্ম্মে তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয় অভিযোগ উপস্থিত হইবে এবং কুম্বাকে সুলতান সমীপে আনয়ন করিতে বিষম বিপদে পতিত হইবেন। বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত তিনি পূর্ব্বেই তাহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কুম্বাকে আনিতে যাত্রা করিলেন। কুম্বাকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার বধদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি অবিলম্বে তাহার পূর্ব্বসংগৃহীত প্রমাণাবলী রাজসমীপে উপস্থিত করিলেন। সুলতান দেখিলেন, যে মালিকের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করা হইয়াছে। ইহাতে তিনি অতিশয় লজ্জিতও হইলেন। এখন সুলতান কহিলেন যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তাহাকে দেওয়া হইবে। মালিক বলিলেন যে তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তিনি একটী কীর্ত্তি স্থাপন করিতে চাহেন। মালিকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্ত সুলতান উপযুক্ত অর্থ দিতে আদেশ দিলেন এবং সেই অর্থে তাজবাপী নির্ম্মিত হইল। কূপটী ৫২ ফিট্ গভীর।

তাজমহল, আগ্রানগরে যমুনানদীতীরে অবস্থিত জগৎ বিখ্যাত সমাধি-মন্দির। স্থানীয় লোকের নিকট রোজা বা তাজ-কা রোজা নামে অভিহিত। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে এটীও একটী।

সম্রাট্ শাহজহান আপনার প্রিয়তমা পত্নী মুম্‌তাজ্-উ-মহলের স্মরণার্থ এই সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মুম্‌তাজের প্রকৃত নাম অর্জ্জমন্দ-বানু বেগম্ বা নবাব আলিয়া-বেগম্। শাহজহান্ এই বেগমকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। এক দিন বেগম স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার গর্ভস্থ শিশু কাঁদিতেছে। তিনি সম্রাট্‌কে ডাকিয়া কহিলেন,—'প্রিয়তম, আমি গর্ভস্থ শিশুর রোদন শুনিয়াছি। এরূপ রোদন কখন কেহ শুনে নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আমি আর বাঁচিব না। তবে আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আমার মৃত্যুর পর যেন আপনি আর কাহারও পাণিগ্রহণ না করেন। যেন আমার পুত্রগণকেই রাজ্যাধিকারী করেন। আর একটী নিবেদন, আপনি বলিয়াছিলেন, আমার গোরস্থানের উপর একটী হর্ম্ম্য প্রস্তুত করিয়া দিবেন। আপনার এ কথাটীও যেন পূর্ণ হয়।' বেগমের কথা মিথ্যা হইল না, প্রসব হইবার পরই তিনি ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। শাহজহানও প্রিয়তমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি পরে আর অপর কোন রমণীর পাণিগ্রহণও করেন নাই, অথবা পরে তাঁহার অপর কোন সন্তান হইবারও কথা শুনা যায় নাই।

প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুর পরই শাহজহান তাজমহলের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করাইলেন। সে সময় ভারতবর্ষে দেশীয় ও বিদেশীয় যে সকল প্রধান প্রধান শিল্পী ও স্থপতি উপস্থিত ছিলেন, প্রবাদ এইরূপ, তাঁহারা সকলেই এই মহাকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

যমুনাতীরে প্রসিদ্ধ আগ্রানগরে তাজমহল আরম্ভ হইল। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টাভার্ণিয়ার এই অনুপম অট্টালিকা আরম্ভ ও সম্পূর্ণ হইতে দেখিয়াছিলেন। তৎকালে বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা মালমসলা ও পরিশ্রম শত গুণ সুলভ হইলেও ৩১৭৪৮০২৬ টাকা ব্যয়ে ও ৩০ বর্ষ অনবরত পরিশ্রমের পর এই মহাকার্য্য সমাধা হইল।

১৮ ফিট্ উচ্চ ও ৩১৩ ফিট্ শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ঠিক চতুরস্র ভূখণ্ডের উপর তাজ প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রতি কোণে ১৩৩ ফিট্ উচ্চ এক একটী অতি সুন্দর ভাবতে অতুলনীয় মিনার দ্বারা সুশোভিত। ঐ শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত ভিত্তির মধ্যস্থলে ১৮৬ ফিট্ চতুরস্র বিখ্যাত সমাধি মন্দির অবস্থিত। ঠিক মধ্যভাগে ৫৮ ফিট্ বিস্তৃত ও ৮০ ফিট্ উচ্চ একটী প্রধান গুম্বজ আছে। এই গুম্বজের ভিতরেই খিলানের মাঝখানে শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের জালতি ব্যবহৃত। এমন সুন্দর ও শিল্পনৈপুণ্যময় জালতি বা যবনিকা জগতের আর কোথাও নাই। এই গুম্বজের ভিতর ঠিক মধ্যস্থলে মহারাণী মুম্‌তাজ-মহলের সমাধি এবং তাঁহারই পার্শ্বে সম্রাট্ শাহজহানের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই মহাগৃহের প্রতি কোণেই গুম্বজাকৃতি ২৬ ফিট্ ৮ ইঞ্চ আয়তন দ্বিতল গৃহ দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্য দিয়া গৃহান্তরে যাতায়াতের জন্য নানাপথ ও দালান দৃষ্ট হয়। সর্ব্ব-মধ্যবর্ত্তী গৃহের ভিতর আলোক যাইবার বন্দোবস্ত আছে। এই গৃহের প্রত্যেক খিলানের মাথায়, ভিতরে ও বাহিরে অতি উজ্জ্বল শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের জালতি দেওয়া আছে, তন্মধ্য দিয়া বেশ আলোক যাইতে পারে। অকবরের মৃত্যুর পর মোগলেরা কিরূপ শিল্পনৈপুণ্যের আদর করিত, তাহা এই গৃহটীর কারিকুরী দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। নানা প্রকার ও নানা বর্ণের মূল্যবান্ মণি-প্রস্তরাদির দ্বারা কত সুন্দর, কত মনোহর ও কত স্বাভাবিক শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাজের প্রত্যেক থাক, প্রত্যেক কোণ ও প্রত্যেক ভাস্করকার্য্যে অকীক চুণী বা লাল, সবুজ প্রভৃতি মূল্যবান্ পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার নিখুত ফুলের কাজ ও নানা রচনা দেখিলে আত্মহারা হইতে হয়। এমন কি একটী গোলাপফুলে তাহার প্রত্যেক পাপড়ীতে যত প্রকার বর্ণ যেরূপ আয়তন হইতে পারে, সেই সেই বর্ণের পাথর দিয়া যেন প্রকৃতির ছাঁচ হইতে খুদিয়া তোলা হইয়াছে। এমন অপূর্ব্ব মনোহর শিল্পনৈপুণ্য আর জগতে কোথাও কি আছে! তাজের যেখানে যাইবে, যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইখানেই এইরূপ মনোমুগ্ধকর ছবি তোমার নেত্রপথের পথিক হইবে। বহুদিন নহে ভারতবাসী যেরূপ অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্য্যে পাণ্ডিত্য [illegible]

তাজই তাহার তুলনা! চিত্রকরের তুলিতে, কবির কল্পনায় ও ভাবুকের ভাবনায় তাজমহলের প্রকৃত ছবি প্রকাশ করা যাইতে পারে না। যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, সেই গলিয়াছে, তাহারই মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে! সামান্য লেখনী দ্বারা সে ভাব, সে ছবি প্রকাশ করা অসম্ভব।

বহুকালের কথা নয়, প্রসিদ্ধ ঠগদমনকারী কর্ণেল স্লিমান সস্ত্রীক একবার এই অনুপম ভারতীয় কীর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনিত নিজেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি যখন আপনার প্রণয়িনীকে জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখিলে? স্লিম্যান-ভার্য্যা উত্তর করিয়াছিলেন, আমিও কাল মরিতে চাই, এমন যদি আর একটী আমার উপর প্রস্তুত হয়। বাস্তবিক যে রমণী একবার তাজ দেখিয়াছে; তাহারই মনে এই ভাব উদয় হইয়াছে!

তাজের দুই পাশে দুইটী ত্রিগুম্বজযুক্ত শ্বেত মর্ম্মরের মস্‌জিদ্ আছে। ডান ধারের মস্‌জিদ্‌কে সাধারণে জবাব বলিয়া থাকে, ইহাতে উপাসনাদি হয় না, কেবল সাক্ষী-গোপালের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। এই জবাবের চূড়ায় পিত্তলের গোলা, অর্দ্ধচন্দ্র ও কীলক দৃষ্ট হয়।
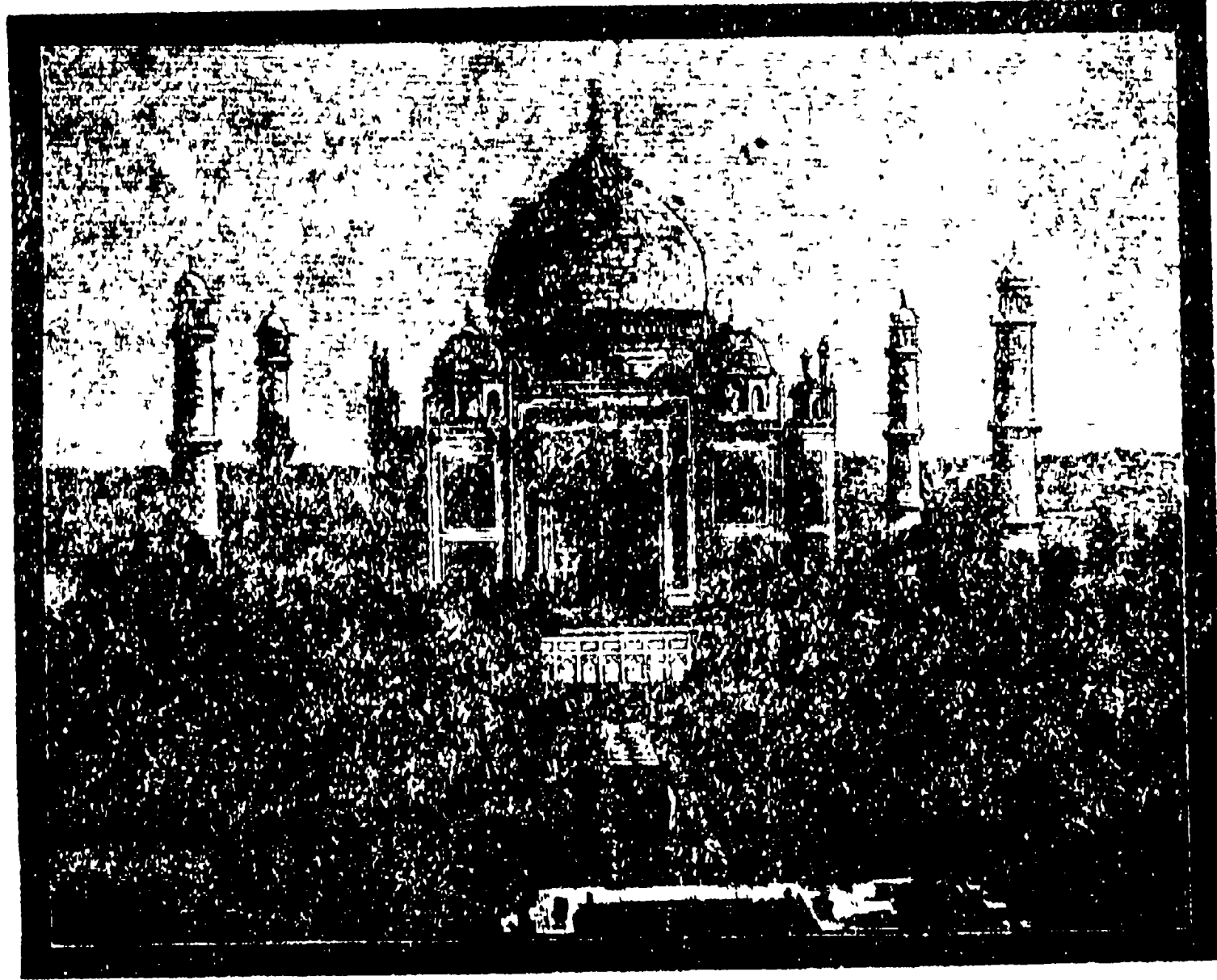
তাজমহল

তাজের কোন্ অংশ কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহাও এখানকার উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা জানা যায়। মস্‌জিদের সম্মুখে পশ্চিমদিকের খিলানে শাহজহানের রাজ্যস্থ বর্ষের ১০ম অঙ্ক ও ১০৪৬ হিজরা দেওয়া আছে। তাজ-মধ্যে প্রবেশ-পথের বামভাগে ১০৪৮ হিজরা এবং ফটকের সম্মুখে ১০৫৭ হিজরা (অর্থাৎ ১৬৪৮ খৃঃ অব্দ) অঙ্কিত আছে। এই শেষ অঙ্কই তাজ সম্পূর্ণ হইবার তারিখ। এইরূপ মুম্‌তাজমহলের গোরের উপর ১০৪০ হিজরা এবং শাহজহানের গোরের উপর ১০৭৬ হিজরা উৎকীর্ণ আছে। পূর্ব্বে যেখানে যেখানে তারিখ খোদা আছে, তাহার সমুদয় খিলানে তুঘ্‌রা অক্ষরে কোরাণের উপদেশপূর্ণ সুরা সকল লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ফটকের সম্মুখে 'পবিত্র ও সরল হৃদয়! চিরশান্তিময় স্বর্গীয় উদ্যানে এস!' ইত্যাদি বচনসমূহ লিখিত আছে।

তাজা (পারসী) নূতন, টাট্‌কা, সজীব, অভুক্ত।

তাজিক (ক্লী) জ্যোতির্গ্রন্থবিশেষ। যবনাচার্য্যকৃত জাতক-বিষয়ক গ্রন্থ; ইহা পারস্য ও আরবী ভাষায় লিখিত ছিল। রাজা সমরসিংহ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ইহা সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন।

সংস্কৃত তাজিক গ্রন্থে এই সকল বিষয় বর্ণিত দেখা যায়। প্রধান দ্বাদশ রাশির মধ্যে মেষাদি তিন তিন রাশি যথাক্রমে পিত্ত, বায়ু, সম ও কফ স্বভাব অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনুঃ ইহারা পিত্তস্বভাব, ও মকর, বৃষ, কন্যা এই তিন রাশি বায়ুস্বভাব, মিথুন, তুলা ও কুম্ভ এই তিন রাশি সমস্বভাব অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন এই সকল রাশির কফস্বভাব।

মেষ হইতে তিন তিন রাশি ক্রমে ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ, অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনু এই তিন রাশি ক্ষত্রিয় বর্ণ; বৃষ, কন্যা ও মকর এই তিন রাশি বৈশ্যবর্ণ; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ এই তিন রাশি শূদ্রবর্ণ এবং কর্কট, [illegible]

ইহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ। এইরূপে রাশির স্বরূপ ও বর্ণ জানিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা করিবে, এইজন্য প্রথমে রাশির স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে।

বৎসরের শুভাশুভ ফল পরিজ্ঞানার্থ বর্ষপ্রবেশ-সময় নির্ণয়।

জন্ম-সময়ে রবি যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করেন, পুনর্ব্বার রবি যে সময়ে সেই রাশির তত অংশাদিতে আগমন করেন, সেই সময়ই বর্ষপ্রবেশ-সময়।

রবিস্ফুট স্থির করিয়াও বর্ষপ্রবেশ সময় নির্ণয় করা যায়। পরে বর্ষপ্রবেশে তিথ্যানয়ন, বর্ষপ্রবেশে যোগানয়ন, বর্ষপ্রবেশে গ্রহস্ফুটানয়ন, চন্দ্রস্ফুটানয়ন, প্রাগ্নত ও পশ্চান্নত দণ্ডানয়ন। ৎগ্রহখণ্ডা, লগ্নকুণ্ডলী ও ভাবকুণ্ডলী, পঞ্চবর্গ, দ্রেক্কাণচক্র, উচ্চ-নীচ কথন, নবাংশচক্র, বলনিরূপণ, দ্বাদশ বর্গবিবরণ, ক্ষেত্রচক্র, হোরাচক্র, চতুর্থাংশচক্র, পঞ্চমাংশচক্র, ষষ্ঠাংশচক্র, সপ্তাংশচক্র, অষ্টমাংশচক্র, নবাংশচক্র, দশমাংশচক্র, একাদশাংশচক্র, দ্বাদশাংশচক্র, ভাবচিন্তা, বর্ষাধিপানয়ন, গ্রহের স্বরূপ, দৃষ্টি-প্রকরণ, দৃষ্টিসাধন, মৈত্রীভাব, নক্তযোগ, বর্ষপ্রবেশ, দশানিরূপণ, মাসপ্রবেশানয়ন, অন্তর্দ্দশানয়ন, বর্ষারিষ্ট, চিষ্টভঙ্গবিচার, ভাববিচার, ধনভাব, সহজভাব, চতুর্থভাব, পঞ্চমভাব, ষষ্ঠভাব, সপ্তমভাব, অষ্টমভাব, নবমভাব, দশমভাব, একাদশভাব, দ্বাদশভাব ও রবি প্রভৃতি দশার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

আর কতকগুলির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদের নাম সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয় না, আরবী বা পারসী হইতে গৃহীত। নিম্নে ইহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

হদ্দাবিবরণ, মুন্থানয়ন, ইক্কবালযোগ, ইন্থিহাযোগ, ইত্থশালযোগ, ঈসরাফযোগ, নক্তযোগ, যমযাযোগ, মনূর্ত্তযোগ, কম্বূলযোগ, গৈরিকম্বূলযোগ, খল্লাসরযোগ, রদ্দাযোগ, দুফালিকুত্থযোগ, দুত্থোত্থ দবীরযোগ, তম্বীরযোগ, কুত্থযোগ, ও দুরফযোগ, এই ১৬টী ষোড়শযোগ, সহমনাম, সহম ৫০ প্রকার, সহমসাধন, সংমদল, মুন্থাভাবফল।

তাজিয়া, মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ-করণ ও শোক-প্রকাশ। মহরমকালে মুসলমানগণ সামান্য উপকরণে হসেন ও হাসনের কবরের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বহিয়া লইয়া বেড়ায়, ভারতবর্ষে তাহাকেই তাজিয়া কহে।

পারস্যদেশে মহরমকালে অলৌকিক বর্ণনাযুক্ত অনেক নাটকাদি রচিত হয়। এইগুলি তথায় তাজিয়া নামে পরিচিত।

আমেরিকা মহাদেশেও তাজিয়া শব্দ প্রচলিত আছে। এ দেশ হইতে যে সমস্ত কুলি উক্ত মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে, তাহারা আমেরিকায় তাজিয়া শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। মহরমই এই কুলিদিগের প্রধান পর্ব্ব, হিন্দু কুলিগণও মহরমকে প্রধান পর্ব্ব বলিয়া গণ্য করে।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ত্রিনিদাদের কোন একটী সহরের মধ্য দিয়া তাজিয়া লইয়া যাইতে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। ইহাতে পরিশেষে একটী ভীষণতম ঘটনা ঘটে।

মহরমকালে অনেক মুসলমান তাজিয়া প্রস্তুত করে। অনেক ফকীর ও অন্যান্য লোক বিবিধ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তাজিয়ার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। অনেক মরাঠী সর্দারকে তাজিয়া প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। ইহারা ব্রাহ্মণ-বংশীয় নহে। ব্রাহ্মণ সর্দারগণ তাজিয়া নির্ম্মাণ করে না।

ভারতবর্ষে জুনাগড়াদি অঞ্চলে তাজিয়া লইয়া হিন্দু ও মুসলমানদিগের সহিত ঘোরতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধে।

[মহরম দেখ।]

তাজিয়াখানা, অপর নাম অস্থরখানা, মুসলমানদিগের মধ্যে শোকাগার।

তাজী (পারসী) ১ অশ্ববিশেষ, একজাতীয় ঘোটক। ২ জাতিবিশেষ।

তাটঙ্ক (পুং) তাড়্যতে তাড় দুষো° ডল্য টঃ তথাভূতোঽঙ্কঃ চিহ্নং যস্য বহুব্রী। কর্ণাভরণবিশেষ, কর্ণের অলঙ্কার।

তাটস্থ্য (ক্লী) তটস্থস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ ঔদাসীন্য। ২ নৈকট্য, নিকটবর্ত্তিতা।

তাড় (পুং) চুরাদি° তড় ভাবে অচ্। ১ তাড়ন, প্রহার। ২ গুণন। কর্ম্মণি অচ্। ৩ শব্দ। ৪ মুষ্টিপরিমিত তৃণাদি। ৫ পর্ব্বত। ৬ হস্তের অলঙ্কারবিশেষ। ৭ তালবৃক্ষ।

তাড়ক (ত্রি) তাড়-ণ্বুল্। তাড়নকারী, প্রহারকারী।

তাড়কজঙ্গল [তাড়কা দেখ।]

তাড়কা (স্ত্রী) রাক্ষসীভেদ, সুকেতু নামে কোন পরাক্রমশালী যক্ষ অনপত্যতা হেতু ব্রহ্মার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। ব্রহ্মা তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করেন। সুকেতু ব্রহ্মার এইবরে কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, এই কন্যা ব্রহ্মার বরে সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালিনী ছিল। জম্ভনন্দন সুন্দের সহিত ইহার বিবাহ হয়। মহামুনি অগস্ত্য কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া সুন্দকে বিনাশ করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী ক্রুদ্ধা হইয়া মারীচ নামক স্বীয় পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অগস্ত্যকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক ইহাদের দুই জনকে রাক্ষসত্ব প্রদান করেন। তাহাতে এই রাক্ষসী তাহার জনপদ নষ্ট করিয়া প্রাণিশূন্য অরণ্যে পরিণত করে। সেই অরণ্য

তাড়কারণ্য নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহাদের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত এবং যজ্ঞীয় বহ্নির ধূম আকাশে উদগত হইতে দেখিলেই সদলে উপস্থিত হইয়া তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিত। ইহাদের এইরূপ অত্যাচারে কেহই আর যজ্ঞাদি করিতে সমর্থ হইত না। এই রূপে তাড়কা এই অঞ্চলে অবস্থিতি করিত। পরে বিশ্বামিত্র ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য দশরথের শরণাপন্ন হইয়া রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া তপোবনে আগমন করেন। পথিমধ্যে বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন এবং মারীচকে বাণদ্বারা সুদূরে নিক্ষেপ করেন। (রামা° ১।২৫-২৬ স°)।

তাড়কাফল (ক্লী) তারকেব নক্ষত্রমিব ফলমস্য বহুব্রী। বৃহদেলা, এলাচি। (রত্নমা°)

তাড়কায়ন (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। "মহানৃষিশ্চ কপিল স্তথর্ষিস্তাড়কায়নঃ।" (ভারত আনু° ৪ অঃ)।

তাড়কারি (পুং) তাড়কায়াঃ অরিঃ ৬তৎ। তাড়কার শত্রু, রামচন্দ্র।

তাড়কেয় (পুং) তাড়কায়াঃ অপত্যং ঠক্। তাড়কার পুত্র, মারীচ। "মারীচঃ সুন্দপুত্রশ্চ তাড়কায়াং ব্যজায়ত॥" (হরিব° ৩ অঃ)

তাড়ঘ (পুং) তালং হন্তি হন-টক্ (পাণিঘতাড়ঘৌ শিল্পিনি। পা ৩।২।৫৫) তালবাদক শিল্পিভেদ। কশাঘাত বা বেত্রাঘাতকারী।

তাড়ঘাত (পুং) তাড়ং হন্তি হন-অণ্। যে হাতুড়ি প্রভৃতি দ্বারা পিটিয়া শিল্পকর্ম্ম করে।

তাড়ঙ্ক (পুং) তাড়ঃ অঙ্কঃ চিহ্নং যস্য বা তালং অঙ্ক্যতে লক্ষ্যতে অঙ্ক ঘঞ্ লস্য ড়ত্বং শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। কর্ণাভরণবিশেষ, কাণতড়্কা। পর্য্যায়—কর্ণদর্পণ, তাটঙ্ক, কর্ণিকা, তালপত্র, তাড়পত্র, কর্ণমুকুর।

"তাড়ঙ্কাঙ্গদমেখলাগুণরণন্মঞ্জীরতাং প্রাপিতাং" (মনসাধ্যান)

২ হস্তাভরণবিশেষ, তাড়।

তাড়ন (ক্লী) তাড়ি ভাবে ল্যুট্। ১ আঘাত, প্রহার, তর্জ্জন, ভর্ৎসন।

"লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ॥" (চাণক্য)।

২ দীক্ষাঙ্গবিষয়ে দীক্ষণীয় মন্ত্রসংস্কারবিশেষ।

"মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা।
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রোতাড়নং সমুদাহৃতং॥" (শারদাতি°)

মন্ত্রবর্ণ সকল চন্দনদ্বারা লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্র বায়ুবীজদ্বারা (যংবীজ) তাড়িত করিবে, তাহা হইলে তাড়ন হয়। ৪ গুণন। ৫ শাসন, দণ্ড।

তাড়না (স্ত্রী) তাড়ন-টাপ্। ১ প্রহার। ২ ভর্ৎসনা। ৩ শাসন। ৪ উৎপীড়ন।

তাড়নী (স্ত্রী) তাড়ন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অশ্বতাড়নযষ্টি, কশা, চাবুক। পর্য্যায়—চর্ম্মযষ্টি, কশা, ভীমা, চর্ম্মনালিকা। (শব্দমালা)

তাড়নীয় (ত্রি) তাড়-অনীয়র্। শাসনযোগ্য, দণ্ডনীয়।

তাড়পত্র (ক্লী) তালস্য পত্রমিব লস্য ড়। কর্ণভূষণবিশেষ। [তাড়ঙ্ক দেখ।]

তাড়পত্রি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বেলারি জেলার অধীন একটী সহর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই সহরটী স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানে রাম ও চিত্ররায়ের নামে উৎসর্গীকৃত দুইটী মন্দির আছে। মন্দির দুইটী বিচিত্রভাস্করকার্য্য সুশোভিত। ইহা দেখিতে বিশেষ রমণীয়।

তাড়য়িতৃ (ত্রি) তাড়ি-তৃচ্। তাড়নকারী, আঘাতকারী, শাসনকারী।

তাড়স (দেশজ) ব্যথার উত্তেজনা।

তাড়া (দেশজ) ১ ধমক, বাক্য দ্বারা ভয়প্রদর্শন। ২ যষ্টিগুচ্ছ, তালপত্রাদির গুচ্ছ। ৩ ত্বরণা।

তাড়াগ (ত্রি) তড়াগে ভবঃ অণ্। তড়াগজাত জল, তড়াগের জল। ইহার গুণ বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় ও কটুপাক। হেমন্তকালে তড়াগ-জল হিতকর। (সুশ্রুত)

তাড়াতাড়ি (দেশজ) শীঘ্র, ঝটিতি, ব্যস্তভাবে।

তাড়ান (দেশজ) বহিষ্কৃতকরণ, দূরকরণ।

তাড়ি (স্ত্রী) তাড়য়াত পটৈঃ শোভতে তড়-ণিচ্-ইন্। বৃক্ষবিশেষ। [তাড়ী দেখ।]

তাড়ি (দেশজ) মাদকশক্তিবিশিষ্ট তালের রস। প্রধানতঃ তালের রসকে তাড়ি বলা হইলেও ইক্ষু, খর্জ্জুর, নিম্ব, মৈরেয়, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গেঁজাযুক্ত রস পাওয়া যায়, যাহা পান করিলে নেসা হয়, তাহাকেও সচরাচর তাড়ি বলা হয়।

ভারতে তাড়ির ব্যবহার আজ নূতন নহে। কুলার্ণবতন্ত্রে তারিকা নামে তাড়ির উল্লেখ আছে। যথা—

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তূরম্।
আহফেনং খর্জ্জুরসম্ভারিকা তারিতা তথা॥"

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে ১৫শ পটলে ইক্ষুরস, বদরীরস, জম্বুরস, খর্জ্জুররস, নারিকেল ও দ্রাক্ষারসে মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতের বিধান আছে।

"ইক্ষুরসং সমাদায় পর্য্যুষিতং সুসংস্কৃতম্।
বাদরং জাম্ববঞ্চৈব রসং খার্জ্জুরমেব চ॥
নারিকেলোদ্ভবঞ্চৈব দ্রাক্ষারসমনুত্তমম্।" [মদ্য দেখ।]

কুলার্ণবতন্ত্রে ৫ম উল্লাসে লিখিত আছে—

"তালজা স্তম্ভনে শস্তা খার্জ্জুরী রিপুনাশিনী।
নারিকেলভবা শ্রীদা পানসী চ শুভপ্রদা॥
মধুজাখ্যা জ্ঞানকরী দারিদ্র্যরিপুনাশিনী।
মৈরেয়াখ্যা কুলেশানি সর্ব্বদা পাপহারিণী॥"

বাস্তবিক এখনও ভারতের নানাস্থানে নেশার জন্য তাল, খেজুর, নারিকেল, মৈরেয প্রভৃতির তাড়ি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাড়িতে মাদকতাশক্তি থাকিলেও তাড়ি ও মদ্য এই দুই শব্দে অনেক পার্থক্য আছে। স্বভাবতঃ বা কৃত্রিম উপায়ে তালাদি বৃক্ষ হইতে যে রস বাহির হয়, তাহা রৌদ্রে বা তাপে ফেনা উঠিয়া ফেনযুক্ত হইলে তাহাকে তাড়ি এবং ঐরূপ রস পচাইয়া চোঁয়াইয়া লইলে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে মদ্য বলা যায়।

ভারতে যে যে গাছ হইতে যেরূপ উপায়ে তাড়ি সংগ্রহ করা হয়, নিম্নে তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে।

তালগাছের উর্দ্ধভাগে যে কচি কচি পুষ্পিত শাখা বা মোচ বাহির হয়, তাহার মাথা প্রথমে ভাল করিয়া চাঁচিয়া দিয়া রস বাহির হইয়া পড়িবার স্থানে একটী আধার বা ভাণ্ড বাঁধিয়া দেয়। সচরাচর প্রাতিদিন প্রাতেই ভাণ্ড খালি করিয়া রস ঢালিয়া লওয়া হয়; আবার পূর্ব্ববৎ ভাল করিয়া চাঁচিয়া দেয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার মূল পর্য্যন্ত কাটা হয়, সে পর্য্যন্ত চাঁচা হইয়া থাকে। সচরাচর আশ্বিন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত তালগাছ কাটিয়া রস বাহির করা হইয়া থাকে। ভারতের সর্ব্বত্রই তালের রস বাহির করা হয়, তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্যেই কিছু অধিক। [তাল দেখ।]

সচরাচর তাড়িকরেরা রস লইয়া তাহাতে খানিকটা পুরাতন কাঞ্জি অথবা ফেনাযুক্ত তাড়ি মিশাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই রসের মাদকতাশক্তি অল্প সময় মধ্যেই বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

তালের রস বা তাড়ি সাধারণ লোকের নেশা করিবার সহজ উপায়। তাহাতে গবর্মেণ্টের আবকারী আয়ের হানি হয় দেখিয়া একবার বোম্বাই গবর্মেণ্ট সমস্ত তাল ও খেজুর গাছ নির্ম্মূল করিতে আদেশ করেন*। তাহাতে এক সুরাটে প্রায় লক্ষাধিক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু রক্তবীজের ঝাড় সহজে কি যায়। তাহার অল্পকাল পরেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার তাল বৃক্ষ দেখা গেল। যাহা হউক এখন আর ইংরাজরাজের তাল ও খেজুর বৃক্ষ নির্ম্মূল করিবার ইচ্ছা নাই, বরং ইহা হইতে যে তাড়ি প্রস্তুত করে, গবর্মেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু কর আদায় করিয়া থাকেন।

ভারতে ও সিংহলের রুটীওয়ালারা প্রায় সর্ব্বত্রই পাউরুটী করিবার জন্য এই তালের তাড়িই ব্যবহার করে। ইহাতে সির্কাও প্রস্তুত হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে—

"তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃন্মতম্।
অম্লীভূতং তদা তু স্যাৎ পিত্তকৃৎ বাতদোষহৃৎ॥"

তালের টাট্কা রস অত্যন্ত মাদক, উহা অম্লরস হইলে পিত্তজনক ও বায়ুদোষনাশক।

খেজুর।—দেশীখেজুর, পিণ্ডখেজুর প্রভৃতি নানাবিধ খেজুর গাছের উর্দ্ধদণ্ড কাটিয়া চাঁচিয়া ছুলিয়া যে রস বাহির হয়, তাহাতেও তাড়ি প্রস্তুত হয়। খেজুর রস সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব ও প্রাক্কালে বেশ সুমিষ্ট ও মাদকতারহিত থাকে, কিন্তু যতই বেলা হইতে থাকে, তাহাতে ফেনা উঠিয়া তাড়িতে পরিণত হয়। তখন ঐ ফেনিল খেজুর রস পান করিলে নেসা হইয়া থাকে।

মৈরেয়। (Caryota urens)—ইহার তাড়ি বঙ্গদেশে প্রচলিত নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশে ইহার বহুল প্রচার লক্ষিত হয়। যখন ঐ গাছ ১২ হইতে ২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত বড় হয়, তখন মান্দ্রাজীরা মৈরেয়গাছ চাঁচিয়া ছুলিয়া রস বাহির করে। গ্রীষ্মকালেই অধিক রস বাহির হয়, এমন কি এক একটী গাছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মণের অধিক রস পাওয়া যায়। গাছ কাটা হইলে এক মাস পর্য্যন্ত রস বাহির হয়। টাট্কা রস খাইতে অতি মধুর, কিন্তু অতি অল্পকাল রাখিলে তাহা ফেনাযুক্ত তীব্র মাদকতাশক্তিবিশিষ্ট তাড়িতে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ অনেকেই এই তাড়ি ব্যবহার করে। ইহা চুঁয়াইয়া লইলে মৈরেয় (Gin) প্রস্তুত হয়।

নারিকেল।—যেমন তালগাছের মোচ চাঁচিয়া তাহা হইতে রস বাহির করে, নারিকেল গাছের মাথী কাটিয়া চাঁচিয়া সেই রূপ রস বাহির হয়। আর্য্যাবর্ত্তে নারিকেল বৃক্ষ হইতে রস বাহির করিবার পদ্ধতি অধিক প্রচলিত না থাকিলেও দাক্ষিণাত্যে খুব প্রচলিত আছে। বোম্বাই প্রদেশের লোকেরা দুই প্রকারে নারিকেলগাছ রক্ষা করে, এক ফল পাইবার জন্য, অপর রসের জন্য। যে গাছে রস বাহির করা হয়, তৎকালে সে গাছে ফল হয় না। বোম্বাই অঞ্চলে সানারগণ নারিকেল রস বাহির করিয়া থাকে। ইহার জন্য প্রত্যেক বৃক্ষে বর্ষে ১৲ হইতে ৩৲ টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হয়। তাল বা খেজুর রস অপেক্ষা নারিকেল গাছের রস অতি শীঘ্রই ফেনাযুক্ত হইয়া তাড়িতে পরিণত হয়। এইজন্য যাহাদের গুড় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহারা টাট্কা রস লইয়া শীঘ্র জাল

* Bombay Gazetteer, Vol II, p. 39.

দিয়া লয়। নারিকেলের তাড়ি সাধারণতঃ নীরা নামে খ্যাত। ভারতবর্ষ ব্যতীত ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জেও নীরা ব্যবহৃত হয়। [নারিকেল দেখ।]

নিম।—কোন কোন নিমগাছের কাণ্ড দুই তিন স্থান হইতে রস বাহির হয়। কেহ কেহ রসকে নিমের তাড়ি বলে। রস বাহির হইবার অল্প পূর্ব্ব হইতেই যেখান হইতে রস হইবে, তথা হইতে একপ্রকার চুঁই চুঁই শব্দ শুনা যায়। শব্দ শুনিলেই অনেকে বুঝিতে পারে যে, গাছে রস হইয়াছে, শীঘ্র বাহির হইবে; তখন যে স্থান হইতে রস বাহির হইবার সম্ভাবনা, তথায় এক একটী পাত্র রাখিয়া দেয়। তাহাতে অতি অল্প পরিমাণে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়িতে থাকে। নিমগাছ হইতে যেমন স্বভাবতঃ রস বাহির হয়, সেই রূপ কৃত্রিম উপায়েও কোন কোনও স্থানে রস বাহির করা হয়। জলা, নালা, খাল বা বিলের নিকট যে নিমগাছ জন্মে, তাহা হইতেই কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে রস বাহির করিতে হইলে গাছের গুঁড়ীর প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটিয়া তাহার নীচে পাত্র রাখিয়া দেয়। স্বভাবতঃ যেমন স্বচ্ছ ও বর্ণহীন রস বাহির হয়, কৃত্রিম উপায়ে সেরূপ বা তাহার এক তৃতীয়াংশ রসও বাহির হয় না। মান্দ্রাজ প্রদেশে নিমের তাড়ি হইতে তেজস্কর সুরা প্রস্তুত করিয়া কেহ কেহ পান করে।

তাড়িত (ত্রি) তড়-ণিচ্-ক্ত। ১ আহত। ২ তিরস্কৃত। ৩ উৎপীড়িত। ৪ দূরীকৃত। ৫ দণ্ডিত। ৬ বিদ্ধ। (ক্লী) তড়িৎ তাবার্থে অণ্। বিদ্যুৎ। তাড়িতের উৎপত্তিবিষয় সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—সমুদ্র মধ্যে বাড়বাগ্নি রহিয়াছে, জলস্তরনিমগ্ন এই বাড়বাগ্নি হইতে ধূমরাশি উত্থিত হয় এবং ঐ ধূমরাশি আকাশে বায়ুকর্ত্তৃক নীত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হয়, পরে দ্যুমণি-কিরণ দ্বারা প্রদীপ্ত হইলে স্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হয়, তাহাই বিদ্যুৎ। অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ুর আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পার্থিবাংশের সহিত মিশ্রিত হয়, পরে অকস্মাৎ বৈদ্যুত তেজঃ নির্গত হয়, ইহা প্রায় অকাল-বর্ষণে হইয়া থাকে। ইহা তিন প্রকার পার্থিব, আপ্য ও তৈজস। যাহাতে পৃথিবীর অংশ অধিক থাকে, তাহাই পার্থিব, যাহাতে জলীয় অংশ অধিক থাকে তাহার নাম আপ্য ও যাহাতে তেজের ভাগ অধিক থাকে, তাহাকে তৈজস কহে।

☞ য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে তাড়িতের এইরূপ পরিচয় আছে।—অম্বর (Amber) নামক পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে উহা ক্ষুদ্র পালক, তৃণ প্রভৃতি আকর্ষণ করে। বহুকাল হইতে অম্বরের এই গুণ লোকে জানিত। অম্বরের গ্রীক নাম হইতে ইংরাজি electricity শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থে তৃণমণি নামক পদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। হয়ত তৃণমণি এবং অম্বর একই পদার্থ। ডাক্তার গিলবার্ট তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অন্যান্য পদার্থেরও অবস্থা ভেদে এইরূপ আকর্ষণশক্তির আবিষ্কার করেন।

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তাড়িতের সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির জ্ঞান সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত আমেরিক বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্ক্‌লিন ও ইংরাজ কাবেণ্ডিসের সময় হইতে তাড়িত-বিজ্ঞানের সৃষ্টি। পরে দ্রুতগতিতে তাড়িত-বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটিয়া সম্প্রতি উহা বিজ্ঞানের প্রায় শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানকালে মনুষ্যসমাজের স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে তাড়িতশক্তিই প্রধান অবলম্বন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সভ্যতম মনুষ্য জাতির ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজনীতি সমুদয়ই তাড়িতরাশির বিবিধ ক্রিয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলা যাইতে পারে।

য়ুরোপের ও আমেরিকার প্রধান প্রধান মনস্বী ব্যক্তির হস্তে তাড়িত সম্বন্ধে বিবিধ আবিষ্ক্রিয়ার সাধন ও তাড়িত-বিজ্ঞানের বিবিধ উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকলের উল্লেখ অসম্ভব। কিন্তু কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকে। ফ্রাঙ্কলিন্ ও কাবেণ্ডিসের পর আঁপেয়ার, মাইকেল ফারাদে, লর্ড কেনবিল (সর্ উইলিয়ম টমসন) ও ক্লার্ক মক্সবেল ও হার্ট-জের নাম তাড়িতবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে আঁপেয়ার ফরাসী, হার্টজ জর্ম্মন্ এবং আর সকলেই ইংরাজ। ইংলণ্ডের পক্ষে ইহা নিতান্ত শ্লাঘার বিষয়। লর্ড কেনবিল অদ্যাপি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকসমাজে মহিমা-ন্বিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বর্ত্তমান আছেন।

বর্ত্তমানকালে তাড়িতশক্তি বিবিধ বিধানে মনুষ্যের ও মনুষ্যসমাজের ভৃত্যভাবে উপকার সাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে। কত বিষয়ে কত উপায়ে তাড়িতশক্তির

---

* "সুজল-জলধিমধ্যে বাড়বোহগ্নিঃ স্থিতোহস্মাৎ
সলিলস্তরনিমগ্নাদুত্থিতা ধূমপালাঃ।
বিয়তি পবননীতাঃ সর্ব্বতস্তা স্রবন্তি
দ্যুমণিকিরণদীপ্তা বিদ্যুতস্তৎস্ফুলিঙ্গাঃ।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি)

'অকস্মাদ্বৈদ্যুতং তেজঃ পার্থিবাংশকমিশ্রিতম্।
বাত্যাবদ্ভ্রমদাঘাতে প্রতিকূলানুকূলয়োঃ।
যাদোত্তৎ পততি প্রায়ো হ্যকালপ্রাজ্যবর্ষণে।
যতঃ প্রাবৃষি বৈবেস্তে পাংসব প্রসরন্তি হি।
তৎ ত্রেধা পার্থিবং চাপ্যং তৈজসং তড়িদুত্থিতম্।
ততো দিব রজাইস্ক ভূমিহে রচ্যুতে।' (সিদ্ধান্ত-শিরোমণিটীকা)

ব্যবহারিক প্রয়োগ হইয়াছে তাহার সংখ্যা করাই দুষ্কর। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাড়িতশক্তির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা যাইবে। তাড়িতের ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্ত স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আবশ্যক। গ্রেহাম বেল, এডিসন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যে সকল সুন্দর কৌশল-সহকারে বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া তাড়িতশক্তিকে মনুষ্যের কার্য্যসাধনে নিয়োজিত করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সকলের আলোচনার স্থান হইবে না।

তাড়িত কোনরূপ জড় পদার্থ অথবা জড় পদার্থের কোনরূপ ধর্ম্মমাত্র, অথবা শক্তির কোনরূপ ভেদমাত্র, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয় নিরূপিত হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া বিবিধ বিতর্ক চলিতেছে। সম্প্রতি আমরা সে বিতণ্ডাক্ষেত্রে প্রবেশ করিব না। তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-মত প্রবন্ধের শেষে বলা যাইবে।

তাড়িত কাহাকে বলে ?—তাড়িত অর্থে আমরা কি বুঝি, প্রথমে বলা আবশ্যক। একটা কাচের দণ্ডকে রেশমী রুমালে ঘষিয়া ছোট ছোট কাগজের টুকরার নিকট ধরিলে দেখা যাইবে, কাগজের টুকরাগুলি লাফাইয়া কাচদণ্ডের নিকট উঠিতেছে। লাক্ষাদণ্ডকে ফ্লানেলে ঘষিয়া ধরিলে অথবা রবরের চিরুণী চুলে ঘষিয়া ধরিলেও ঠিক এইরূপ দেখা যায়। কাচের লাক্ষাদণ্ডের অথবা চিরুণীর ঐরূপ ঘর্ষণের ফলে কোনরূপ বিকৃতি দেখা যায় না; ঘষিবার পূর্ব্বে কাগজও দেখিতে যেমন ছিল, ঘর্ষণের পরও ঠিক সেইরূপই থাকে; অথচ তাহাতে একটা নূতন ক্ষমতা বা ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নবাবির্ভূত আকর্ষণশক্তিবিশিষ্ট কাচদণ্ড ও লাক্ষাদণ্ডকে তাড়িতধর্ম্মান্বিত বলা যায়। এই নূতন আবির্ভূত ধর্ম্মের নাম তাড়িত-ধর্ম্ম।

তাড়িত-বিকাশের উপায়। কাচে রেশমে ও লাক্ষায় পশম ঘর্ষণ করিলে অতি সহজে তাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকৃতিক যে কোন দুইটী দ্রব্য পরস্পর ঘর্ষণ করিলেই ন্যূনাধিক মাত্রায় তাড়িতের বিকাশ হইয়া থাকে অথবা ঘর্ষণেরও প্রয়োজন হয় না। ইতালি-নিবাসি বল্‌তা প্রথমে দেখাইয়াছিলেন, দুই খানি ধাতুদ্রব্য পরস্পর সংস্পর্শে থাকিলেই উভয়েই তাড়িতধর্ম্মের বিকাশ হয়। অবশ্য বিকাশের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান হয় না। সাধারণতঃ এই নিয়ম নির্দ্দেশ করা হইতে পারে যে দুইটা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রকৃতিসম্পন্ন দ্রব্য পরস্পর ছুয়াইয়া দিলে উভয়ই তাড়িতধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্পর্শই যেখানে তাড়িত-বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে দুইটী দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে যে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত।

স্পর্শ ও ঘর্ষণ ব্যতীত অন্য নানা কারণে তাড়িতের বিকাশ পরস্পর লক্ষিত হয়। আঘাতপ্রয়োগে ও তাপপ্রয়োগে তাড়িতের বিকাশ দেখা যায়। অনেক জীবশরীরে তাড়িতের বিকাশ হয়। তাহারা আত্মরক্ষার জন্ত সেই তাড়িতের ব্যবহার করে। জল বাষ্প হইবার সময় তাড়িতের বিকাশ হয়। এতদ্ভিন্ন তাড়িতের প্রবাহ উৎপাদনের যে সকল উপায় আছে, পরে তাহাদের উল্লেখ করিব।

তাড়িত-নিরূপণের উপায়।—তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে কিনা বুঝিবার জন্ত বিবিধ উপায় আছে। এক টুক্‌রা সোলা একগাছা সূতাতে লম্বিত করিয়া ধরিলেই সংক্ষেপে তাড়িত-নিরূপণের সুন্দর উপায় হয়। কোন তাড়িতাক্রান্ত পদার্থ উহার নিকটে আসিলেই সোলার টুক্‌রা উহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইবে। একটা কাচের বোতলের মুখ ছিপি দিয়া আঁটিয়া সেই ছিপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া একটা পিত্তলের দণ্ড পরাইয়া দাও। পিত্তল-দণ্ডের এক প্রান্ত বোতলের ভিতর আর এক প্রান্ত যেন বোতলের বাহিরে থাকে। যে প্রান্ত ভিতরে থাকিল, তাহাতে দুইখানা সূক্ষ্ম লঘু সোণার বা তামার পাত (রাংতা) আঁটিয়া দাও। এই যন্ত্রকে তাড়িৎ-নিরূপণ বা তাড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র বলা যাইতে পারে। কাচ বা গালা বা অন্য কোন পদার্থে তাড়িতের বিকাশ হইলে সেই পদার্থ বোতলের বাহিরস্থ পিত্তল প্রান্তের নিকট ধরিলেই অন্য প্রান্তস্থ পাত দুইখানি ছাড়াছাড়ি হইবে। দুইখানি পাতের পরস্পর বিকর্ষণ হইবে। এই বিকর্ষণের বিষয় পরে আরও বলা যাইবে।

তাড়িত দ্বিবিধ।—রেশমে কাচ ঘষিয়া সেই কাচ তড়িদ্বীক্ষণের নিকট ধরিলে পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, আবার ফ্লানেলে বা পশমে গালা ঘষিয়া সেই গালা তড়িদ্বীক্ষণের নিকট ধরিলেও পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি হয়, অর্থাৎ কাচ ও গালা উভয়েই তাড়িতধর্ম্মের বিকাশের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায় কাচ ও গালা উভয়কেই যদি একত্র করিয়া যন্ত্রের নিকট ধরা যায়, তাহা হইলে আর পাত দুইখানি তত ছাড়াছাড়ি হয় না। কাচ ও গালা উভয়ে যে তাড়িতের বিকাশ হইয়াছে, তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত। পৃথক্ ভাবে উভয়ে যে কাজ করে, একত্র থাকিলে পরস্পর সেই কাজের প্রতিকূলতা করে। সূতা দিয়া কাচখণ্ড ও লাক্ষাখণ্ড ঝুলাইয়া দিলে দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ হইতেছে। দুইখণ্ড কাচ রেশমে ঘষিয়া ঝুলাইলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ না হইয়া বিকর্ষণ দেখা যায়। আবার দুই টুক্‌রা গালা পশমে ঘষিয়া সূতায়

লম্বিত করিলে উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ দেখা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—

(১) কাচের তাড়িত কাচের তাড়িতকে বিকর্ষণ করে বা ঠেলিয়া দেয়।

(২) গালার তাড়িত গালার তাড়িতকে বিকর্ষণ করে বা ঠেলিয়া দেয়।

(৩) কাচের তাড়িত গালার তাড়িতকে আকর্ষণ করে বা টানিয়া লয়।

এই সকল দেখিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, কাচের তাড়িত ও গালার তাড়িত বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত। কাচের তাড়িতকে ধন-তাড়িত ও গালার তাড়িতকে ঋণ-তাড়িত বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে।

বীজগণিতের ধন-রাশির সহিত ঋণ-রাশির যে সম্বন্ধ, পাওনার সহিত দেনার যে সম্বন্ধ, প্রবেশের সহিত নির্গমের যে সম্বন্ধ, পূর্ব্বমুখে গতির সহিত পশ্চিমমুখে গতির যে সম্বন্ধ, ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। দান ও গ্রহণ এক সঙ্গে চলিলে যেমন দানও অধিক হয় না, গ্রহণও অধিক হয় না; অগ্রবর্ত্তী হইয়া পাছু হাঁটিলে যেমন অগ্রে বা পশ্চাতে কোন মুখেই অধিক দূর গতি হয় না; সেইরূপ ধন-তাড়িতে ঋণ-তাড়িত যোগ করিলে অর্থাৎ ধন-তাড়িতের নিকট ঋণ-তাড়িত আনিলে উভয়েরই স্বতন্ত্র ফল সম্যক্ পরিমাণে লক্ষিত হয় না।

আবার দশ টাকা দেনা বাড়িলেও যে ফল, দশ টাকা পাওনা থাকিলেও ঠিক্ সেই ফল; সেইরূপ ধনতাড়িত খানিকটা বাড়িলে যে ফল, ঋণ-তাড়িত সেই পরিমাণে কমিলেও ঠিক্ সেই ফল। কোন বস্তুতে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলে যাহা বুঝিতে হইবে, তাহা হইতে ঋণ-তাড়িতের তিরোভাব হইয়াছে বলিলেও ঠিক্ তাহাই বুঝিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে এই ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ নাই। এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধন-তাড়িত ক হইতে খ'য়ে গেল, অথবা ঋণ-তাড়িত খ হইতে ক'য়ে গেল, উভয় বাক্যই ঠিক সমানার্থবাচী।

আর এক কথা;—কাচের তাড়িতকে ঋণ না বলিয়া ধন বলিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। দুই রকম তাড়িতের মধ্যে এককে ধন ও অপরকে ঋণ বলিলেই চলিবে। কাচের তাড়িতকে ধন ও গালার তাড়িতকে ঋণ বলা প্রথা দাঁড়াইয়াছে মাত্র।

পরিচালক ও অপরিচালক পদার্থ।—তাড়িতাক্রান্ত কোন দ্রব্যকে শুষ্ক রেশমী সূতা দিয়া শুষ্ক বায়ু মধ্যে বহু দিন পর্য্যন্ত রাখা যায়, তাহার তাড়িতধর্ম্ম লুপ্ত হয় না। কিন্তু সূতা যদি ভিজা হয়, বা বায়ু আর্দ্র হয়, অথবা হাত দিয়া বা কোন ধাতু দ্রব্য দিয়া উহাকে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্র তাড়িতধর্ম্মের লোপ হয়। শুষ্ক সূতা ও বায়ু অপরিচালক এবং আর্দ্র সূতা, আর্দ্র বায়ু এবং মনুষ্যের শরীর ও ধাতুপদার্থ তাড়িতের পরিচালক। অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত অন্যত্র যাইতে পারে না; পরিচালক পদার্থ তাড়িতের গমনে বাধা দেয় না। কাচ, গালা প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থের গায়ে যেখানে ঘর্ষণ হয়, তাড়িত ঠিক সেই খানেই আবদ্ধ থাকে; ধাতুপদার্থের গায়ে এক স্থানে তাড়িতের বিকাশ হইলে উহা তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত ধাতুপদার্থ দ্বারা তাড়িতকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। ধাতুপদার্থ তাড়িত সঞ্চিত ও আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইলে উহাকে শুষ্ক বায়ু মধ্যে শুষ্ক রেশমী সূতা দ্বারা টানাইয়া বা কাচ প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ নির্ম্মিত দণ্ডের উপর বসাইয়া রাখিতে হয়। বায়ু অধিক আর্দ্র থাকিলে কাচাদির গায়ে জল ও ময়লা জম্মে; তখন তাহায় গা বাহিয়া তাড়িত অন্যত্র চলিয়া যায়। কাচ, গালা, রেশম, পশম, বায়ু, তুলা, শুষ্ক কাষ্ঠ, শোলা, কয়লা, গন্ধক, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য অপরিচালক। ধাতুপদার্থ মাত্রই সাধারণতঃ উত্তম পরিচালক। মনুষ্যের শরীর পরিচালক। কোন দ্রব্যে তাড়িত থাকিলে স্পর্শমাত্র সেই তাড়িত অন্যত্র চলিয়া যায়।

পরিচালকের ধর্ম্ম।—পরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরদেশে তাড়িতের ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না। সাধারণতঃ হাল্‌কা দ্রব্যের নিকট তাড়িত সঞ্চিত হইলে ঐ সকল দ্রব্য তাড়িতের অভিমুখে আকৃষ্ট হয়; স্থলবিশেষে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি তাড়িতের অন্যরূপ ক্রিয়াও দেখা যায়। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি প্রভৃতি তাড়িতে বিবিধ ক্রিয়া দেখিয়া তাড়িতের বিকাশ ও অস্তিত্ব বুঝা যায়। কিন্তু কোন ধাতুময় দ্রব্যের অভ্যন্তরে এইরূপ কোন ক্রিয়ারই প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ একটা টিনের বাক্সর বা লোহার খাঁচার ভিতর হাল্‌কা দ্রব্য বা তড়িদ্বীক্ষণযন্ত্র প্রভৃতি রাখিয়া দিলে বাক্সের বা খাঁচার বাহিরে প্রভূত পরিমাণে তাড়িতের সঞ্চয় থাকিলেও সেই সকল হাল্‌কা দ্রব্যের উপর বা তড়িদ্বীক্ষণ যন্ত্রের উপর উহার অণুমাত্র প্রভাব দেখা যায় না। মাইকেল ফারাডে একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স রাং তার মুড়িয়া যন্ত্রযোগে তাহাতে প্রভূত তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া স্বয়ং তড়িদ্বীক্ষণাদি লইয়া সেই বাক্সের ভিতরে প্রবেশ করেন। বাক্সের বাহির

হইতে সুদীর্ঘ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল; কিন্তু বাক্সের ভিতরে তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই।

গণিতশাস্ত্রানুসারে দেখাইতে পারা যায় যে, যে প্রদেশে তাড়িতের কোন ক্রিয়া নাই, সেখানে তাড়িতের অস্তিত্বও নাই। ধাতু দ্রব্যের ভিতর যেমন তাড়িতের ক্রিয়া ঘটে না, সেইরূপ উহার ভিতরে তাড়িতও সঞ্চিত থাকে না। নিরেট বা ফাঁপা যেমন হউক না, কোন ধাতুময় পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সমগ্র তাড়িত উহার পৃষ্ঠে বা গায়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহার অভ্যন্তরে একটুও থাকে না। কোন তাড়িতবিশিষ্ট দ্রব্য বাক্স বা খাঁচার মত ফাঁপা ধাতুময় দ্রব্যের ভিতর প্রবেশ করাইয়া স্পর্শ করিয়া দিবা মাত্র সমগ্র তাড়িত সেই বাক্সের বা খাঁচার বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সেই দ্রব্যটী বাহির করিয়া তাড়িতবীক্ষণদ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে কিছুমাত্র তাড়িত বর্ত্তমান নাই।

একটা খাঁচার ভিতর বা লোহার জালের ভিতর বাস করিলে বজ্রাঘাতের কোন আশঙ্কা থাকে না।

অপরিচালক পদার্থের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র তাড়িতক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হয় এবং উহার গাত্রে ও অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই তাড়িত সঞ্চিত রাখা যাইতে পারে।

পরিচালকের পৃষ্ঠদেশ ভিন্ন অন্যত্র তাড়িত থাকে না। আবার পিঠেও সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে থাকে না। একটা ঠিক্ বর্ত্তুলাকৃতি ভাঁটার গায়ে সব জায়গায় সমান ভাবে তাড়িত থাকে। কিন্তু ধাতুময় দ্রব্যের পিঠ উচু নীচু হইলে আর সব জায়গা সমান পরিমাণে থাকে না। পিঠের যে জায়গা যত উচু বা কুব্জ, সে জায়গায় তত অধিক জমে, যে জায়গা যত নীচু ও ন্যুব্জ সে জায়গায় তত কম জমে। ফলে উহার প্রান্তভাগ বা যেখানে যেখানে কোণা, খোঁচা বা শিরা বাহির হইয়া আছে, সমুদয় তাড়িত প্রায় সেই ভাগেই আসিয়া জমে, অন্যত্র বড় কিছু থাকে না।

পরিচালকের ভিতরে যে তাড়িতের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, ঠিক সেই ধর্ম্মের ফলে এরূপ ঘটে; তাহা গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। কোন নির্দ্দিষ্ট আকারের ধাতুময় দ্রব্যের পিঠের কোন অংশে কতখানি তাড়িত জমিলে ভিতরে সমগ্র তাড়িতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ পাইবে না, তাহা গণিতসাহায্যে গণনা চলে। গণিতপ্রয়োগ বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত।

পরিচালক ও অপরিচালকের প্রভেদ।—পরিচালকের ভিতরে তাড়িত বলপ্রয়োগ করে না; অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িতের বল প্রযুক্ত হয়। দুইখণ্ড তাড়িতযুক্ত পদার্থ বায়ুমধ্যে থাকিলে উভয়ের মধ্যে হয় টান নয় ঠেল দেখা যায়। দুইএর মধ্যে একটাকে খাঁচা বা বাক্সে পুরিলে আর টান বা ঠেল কিছুই সেই বাক্সের ধাতু ভেদ করিয়া যায় না। খাঁচা বা বাক্সটা যেন মাটি ছুঁইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে ভিতরের তাড়িত ও বাহিরের তাড়িত পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে থাকে। পরিচালক পদার্থ তাড়িতবল সঞ্চালনে অক্ষম, অপরিচালক তাহাতে পটু। উভয়ের এই প্রভেদ কতকটা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে। ইস্পাত, কাচ, মাটি, পাথর, রবর প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য টানিতে, ঠাসিতে ও বাঁকাইতে পারা যায়; কিন্তু জল, তেল, গুড়, কাদা প্রভৃতি তরলদ্রব্য ঐরূপে টানিতে, ঠাসিতে বা বাঁকাইতে পারা যায় না। কাচকে দুই হাতে ধরিয়া টানা যায়; কাচ সেই টানে যথেষ্ট বাধা দেয়। খানিকটা কাদা লইয়া টানিতে গেলে কাদা এত কম বাধা দেয় যে টানই পড়ে না। জল আবার ততোধিক। তাড়িতের পক্ষে অপরিচালক পদার্থ যেন কঠিন দ্রব্যের মত, আর পরিচালক পদার্থ যেন জলের মত বা কাদার মত। অপরিচালকের ভিতরে তাড়িতের টান পড়ে ও ঠেলও পড়ে; পরিচালকের ভিতরে টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না। কঠিন মাটির পিঠ উঁচু নীচু, বা বন্ধুর হইতে পারে, কিন্তু তরল জলের পিঠ সমতল হয়, উঁচু নীচু হয় না। জলের ভিতর যৎসামান্য চাপের ইতরবিশেষ হইলেই জল আপনা হইতে সরিয়া গিয়া চাপ সর্ব্বত্র সমান করিয়া লয়; কিন্তু কঠিন পদার্থের ভিতর বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন মাত্রায় চাপ দিলে কঠিন পদার্থ বাঁকিয়া বা নোয়াইয়া যায়; কিন্তু জলের মত বহিয়া ও গড়াইয়া যায় না। তেমনি অপরিচালকে পিঠে বা ভিতরে বিভিন্নস্থলে তাড়িতের বিভিন্ন মাত্রায় চাপ পড়িতে পারে, সেই চাপে তাড়িতকে এক জায়গা হইতে অন্যত্র ঠেলিয়া দিতে চায়। কিন্তু অপরিচালক ভেদ করিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না। পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের একটু ইতরবিশেষ হইলেই তৎক্ষণাৎ খানিকটা তাড়িত জলের মত অবাধে গড়াইয়া সরিয়া যায়, পরিচালক তাহাতে কিছুই বাধা দেয় না। কাজেই পরিচালকের ভিতরে তাড়িতের চাপের কোন ইতরবিশেষ থাকে না; সর্ব্বত্র সমান চাপ হওয়ায় টানও পড়ে না, ঠেলও পড়ে না।

জলের চাপের সহিত তাড়িতের যে গুণের তুলনা করা গেল, তাহাকে আমরা উদ্ভূতি (potential) এই শব্দে ব্যবহার করিব। কঠিন পদার্থের বিভিন্ন স্থলে চাপের ইতর-

বিশেষ থাকিতে পারে, তরল পদার্থের বিভিন্ন স্থানে চাপের বংসামান্য ইতরবিশেষ ঘটিলে তরল পদার্থ সরিয়া গিয়া চাপ সমান করিয়া লয়। অপরিচালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধৃতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পরিমাণে হইতে পারে। পরিচালকের ভিতর তাড়িতের উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান হইবে; একটু ইতরবিশেষ হইলেই তাড়িত খানিকটা সরিয়া গিয়া উদ্ধৃতি সমান করিয়া লইবে। পরিচালক ও অপরিচালক উভয়ের স্বভাব এক। উভয়ে তাড়িতের যে সকল ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই এই বিভিন্ন স্বভাব হইতে উৎপন্ন। পরিচালকের ভিতরে উদ্ধৃতি সর্ব্বত্র সমান থাকে; এই কারণে পরিচালকের ভিতরে বাহিঃস্থ তাড়িতের কোন টান বা ঠেল প্রকাশ করে না। এই কারণে পরিচালকের কোন স্থানে খানিকটা তাড়িত সঞ্চার করিলেই সমুদয় তাড়িতটা কেবল পিঠেরই উপর ছড়াইয়া পড়ে আবার এমন হইয়া ছড়াইয়া পড়ে, যাহাতে সমুদয় পরিচালক ব্যাপিয়া উহার উদ্ধৃতি সমান হয়, অর্থাৎ পরিচালকের ভিতরে কোন জায়গায় টান বা ঠেল না পায়। জল যেমন যেখানে চাপ অধিক সেখান হইতে যেখানে চাপ অল্প সেইখানে যাইতে চেষ্টা-করে, তাড়িত সেইরূপ যেখানে উদ্ধৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উদ্ধৃতি অল্প, সেইখান যাইতে চেষ্টা করে, মধ্যে যদি অপরিচালকের ব্যবধান থাকে, তবে ফলে চেষ্টা-মাত্রই দাঁড়ায়, তাড়িত এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারে না, মধ্যে একটা টান পড়ে মাত্র। আর যদি পরিচালকের ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে তাড়িত অক্লেশে গড়াইয়া যায়, উভয়ত্র উদ্ধৃতি সমান হইয়া পড়ে, টান পড়িতে পায় না।

পরিচালকের ও অপরিচালকের এই স্বাভাবিক প্রভেদ মনে রাখিলে তাড়িতঘটিত প্রায় সমুদায় ক্রিয়াই একরূপ বুঝা যায়। মনে কর একটা পিতলের ভাঁটায় ধন-তাড়িত সঞ্চিত করিয়া সূতা দিয়া ঝুলান গেল। তাহার চারি পার্শ্বে অপরিচালক বায়ু মাত্র বর্ত্তমান। নিকটে উদ্ধৃতি অধিক, যত দূরে যাইবে উদ্ধৃতি ততই কমিবে। আর একটা ছোট ভাঁটায় ধন-তাড়িত লইয়া নিকটে ধরিলে উহা ক্রমে দূরে যাইতে চাহিবে। কেননা এই ধন-তাড়িত যে দিকে গেলে উদ্ধৃতি কমে, সেই দিকেই যাইতে চায়। ধন-তাড়িতের সহিত ঋণ-তাড়িতের বিভেদ মনে করিলেই বুঝা যাইবে, যে সেই প্রদেশে ঋণ-তাড়িতযুক্ত একটা ছোট ভাঁটা রাখিলে সে ক্রমে দূর হইতে নিকটে আসিবে। ধন-তাড়িত যেখানে উদ্ধৃতি অধিক সেখান হইতে যেখানে কম সেই দিকে যায়, ঋণ-তাড়িত যেখানে কম সেখান হইতে যেখানে বেশী, সেই মুখে যায়। ধন-তাড়িত ধন-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, ঋণ-তাড়িতও ঋণ-তাড়িতকে যেন ঠেলিয়া দেয়, আর ধন-তাড়িত ঋণ-তাড়িতকে যেন টানিয়া লয়।

তাড়িতের পরিমাণ।—তড়িদ্বীক্ষণযন্ত্র তাড়িতের অস্তিত্ব-নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। তাড়িত কোন্ জাতীয় তাহাও সহজে স্থির করা যাইতে পারে। উপস্থিত তাড়িতে যখন যন্ত্রের পাত দুইখানা ছাড়াছাড়ি করিয়াছে, সেই সময় কাচের তাড়িত নিকটে আনিলে যদি সেই ছাড়াছাড়ি আরও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে উপস্থিত তাড়িত ধন-তাড়িত, আর যদি ছাড়াছাড়ি কমিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিবে যে উহা ঋণ-তাড়িত। ধন ও ঋণ উভয় পাশাপাশি করিয়া আনিয়া ধরিলে যদি পাত দুইখানির কিছুই ছাড়াছাড়ি না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, ধন ও ঋণ উভয়ের পরিমাণ সমান। কতটা ছাড়াছাড়ি হইল দেখিয়া তাড়িতের পরিমাণও স্থূলতঃ নির্ণীত হইতে পারে। সূক্ষ্মভাবে তাড়িত-পরিমাণের যে সকল প্রণালী আছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, যন্ত্রদ্বারা তাড়িতের জাতি ও পরিমাণ উভয়ই নির্ণীত হইতে পারে।

তাড়িতের অনশ্বরতা—এইরূপে যন্ত্রদ্বারা পরিমাণ ও পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাড়িতের ধ্বংস নাই। উহা এক স্থান হইতে বা এক আধার হইতে অন্য স্থানে বা আধারে যাইতে পারে, কিন্তু ইহার কণিকামাত্র ধ্বংস পায় না। সাধারণতঃ তাড়িত যে বহুক্ষণ একত্র আবদ্ধ রাখিতে পারা যায় না, তাহার কারণ পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থের আংশিক পরিচালকত্বমাত্র। তাড়িত বায়ুপথে ও ধূলিকণা জলকণা প্রভৃতি আশ্রয়ে আস্তে আস্তে পরিচালিত হইয়া এক দ্রব্যের পিঠ হইতে অন্য দ্রব্যের পিঠে যায়, কিন্তু ধ্বংস পায় না। লর্ড-কেলবিন কাচের ফাঁপা বর্ত্তুল বায়ুশূন্য করিয়া তাহার ভিতর বহু বৎসর ধরিয়া তাড়িতযুক্ত বস্তু আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; বহু বৎসরেও তাড়িতের পরিমাণ কমে নাই।

অর্থাৎ দশভাগ ধন-তাড়িতে পাঁচভাগ ধন-তাড়িত যোগ করিলে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ঠিক্ পোনের ভাগ ধন-তাড়িতই পাওয়া যায়। যোগের সময় পরিমাণ কমে না। আবার দশ ভাগ ঋণ-তাড়িতে পাঁচ ভাগ ঋণ-তাড়িতের যোগে সর্ব্বত্র পোনের ভাগ ঋণ-তাড়িত হয়। আবার দশ ভাগ ধনে আট ভাগ ঋণ যোগ করিলে দুই ভাগ ধন হয়। দশ ভাগ ধনে দশ ভাগ ঋণ যোগ করিলে ধন বা ঋণ কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। এস্থলেও ধনে ও ঋণে যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে, উহাদের ধ্বংস বা নাশ হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে।

তাড়িতের সংক্রমণ।—খানিকটা ধন-তাড়িতের নিকটে একটা পিতলের কোন জিনিষ সূতা দিয়া ধর। পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ধন-তাড়িতের নিকটে উচ্চৃতি বেশী, দূরে উচ্চৃতি কম; কাজেই এই ধাতুদ্রব্যের যে পার্শ্বটা ধন-তাড়িতের সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ সেখানে উচ্চৃতি অধিক ও যে পার্শ্ব পশ্চাতে ও দূরে স্থিত, সেখানে উচ্চৃতি কম। জিনিষটা সেখানে আনিবার পূর্ব্বে উহার পৃষ্ঠে কোনস্থানে তাড়িতের চিহ্নমাত্র ছিল না; কিন্তু যখন দেখিতে পাইবে, সম্মুখের ভাগে ঋণ-তাড়িত ও পশ্চাৎভাগে ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হইয়াছে অর্থাৎ পরিচালক ধাতুদ্রব্যের স্বভাবক্রমে খানিকটা ধন-তাড়িত যেখানে উচ্চৃতি অধিক ছিল সেখান হইতে যেখানে উচ্চৃত কম, সেখানে গিয়াছে, নিকট হইতে দূরে, সম্মুখ হইতে পশ্চাতে গিয়াছে। আর খানিকটা ঋণ-তাড়িত বিপরীত মুখে অর্থাৎ দূর হইতে নিকটে, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে গিয়াছে। মাপিলে দেখিতে পাইবে নূতন আবির্ভূত ধন-তাড়িতের পরিমাণ ঠিক ঋণ-তাড়িতের সমান। পূর্ব্বে যেন সেই ধাতুর ভিতরে শূন্য পরিমিত তাড়িত প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল; এখন সেই শূন্য পরিমিত তাড়িত খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্নমুখে সরিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারের নাম তাড়িতের সংক্রমণ।

বলা বাহুল্য পরিচালকের স্বভাবধর্ম্মে এইরূপ ঘটে। অপরিচালক পদার্থে এরূপ ঘটে না; কেননা উহার উভয় পার্শ্বে উচ্চৃতি সমান না হইলেও তাড়িতের গতি হইবে না। আর পরিচালকের উভয় পার্শ্বে উচ্চৃতি অসমান হইলেও খানিকটা ধন-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া পশ্চাৎ ভাগের উচ্চৃতি একটু বাড়াইয়া দেয়। খানিকটা ঋণ-তাড়িত আপনা হইতে সরিয়া গিয়া সম্মুখের উচ্চৃতি কমাইয়া দেয়। ফলে উহার বিভিন্ন অংশে উচ্চৃতি অসমান থাকিতে পায় না, এবং সর্ব্বত্র উচ্চৃতি সমান হইয়া পড়ে। তখন উহার ভিতরে আর তাড়িতের টান থাকে না বা তাড়িতের ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি থাকে না।

আবার এই সংক্রমণ-কালে যতখানি ধন ঠিক ততখানি ঋণের বিকাশ হওয়াতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই থাকে। তাড়িতের যেমন ধ্বংসও নাই, তেমনি সৃষ্টিও নাই। বোধ হয় জগতে সমগ্র তাড়িতের পরিমাণ চিরকালই শূন্য। এক জায়গা হইতে খানিকটা ধন-তাড়িত সরাইয়া একত্র সঞ্চিত করিলে অন্যত্র কোন না কোন স্থলে ঠিক ততখানি ঋণের আবির্ভাব ও বিকাশ হয়। যোগফল শূন্যই থাকে। মাইকেল ফারাডে এই মতের প্রতিষ্ঠাতা।

একটা টিনের বা অন্য ধাতুর বাক্স ভূমি হইতে তফাত করিয়া অর্থাৎ অপরিচালক দ্রব্যে পরিবৃত করিয়া তাহার ভিতরে একটা ধন-তাড়িতযুক্ত ভাঁটা ঝুলাইয়া দাও। বাক্সটার বাহিরের গায়ে ধন-তাড়িত ও ভিতরের গায়ে ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। উল্লিখিত সংক্রমণই ইহার হেতু। বাক্সের বহির্দ্দেশ ছুঁইলে সেখানকার ধন-তাড়িত তৎক্ষণাৎ শরীর মধ্য দিয়া চলিয়া যায়। অভ্যন্তরে ভাঁটার ধন ও বাক্সের ভিতর গায়ে ঋণ বর্ত্তমান থাকে। তড়িদ্বীক্ষণ দ্বারা বাহিরে কোথাও কোন তাড়িতক্রিয়া দেখা যায় না। ভিতরের ভাঁটাটা সহসা বাহির করিয়া লইলে ঋণ-তাড়িতও সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের অন্তঃপৃষ্ঠ হইতে বাহিরের পৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে ও তড়িদ্বীক্ষণে ধরা দেয়। আর ভাঁটাটা যদি বাহির করিবার পূর্ব্বে ভিতরে বাক্সের গাত্র স্পর্শ করিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে বাহির করার পর ভাঁটায় অথবা বাক্সে কোথাও কোন তাড়িতের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। প্রমাণ হইল যে, ভাঁটাতে যতখানি ধন ছিল, বাক্সের ভিতরে ঠিক ততখানি ঋণের আবির্ভাব হইয়াছিল; নতুবা উভয়ের যোগফল শূন্য হইত না।

যে কুঠারির ভিতর আমি বসিয়া আছি, উহাকে একটা বৃহৎ পরিচালক বাক্সের সদৃশ মনে করিতে পারি। কুঠারির ভিতর কোন স্থানে খানিকটা ধন-তাড়িত রাখিলে কুঠারির ভিতর গায়ে ঠিক ততখানি ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে অর্থাৎ চারি দিকের দেওয়াল, নীচের মেঝে ও উপরের ছাদ সর্ব্বত্রই একটু না একটু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে, সমুদয় একত্র করিলে ঠিক অভ্যন্তরস্থ ধন-তাড়িতের সহিত পরিমাণে সমান হইবে, একটু কম বা একটু বেশী হইবে না।

কুঠারির ভিতর না হইয়া খোলা ময়দানে যদি ধন-তাড়িতযুক্ত একটা ভাঁটা ঝুলান যায়; তাহা হইলে তাহার চতুর্দ্দিকে যেখানে যেখানে পরিচালকের পৃষ্ঠ আছে, সেই সেই স্থানে কিছু কিছু ঋণ-তাড়িতের বিকাশ ঘটিবে। নিম্নে ময়দানে জমির গায়ে খানিকটা দূরবর্ত্তী গাছ বা পাহাড়ের গায়ে কিঞ্চিৎ উপরিস্থ আকাশে একখণ্ড মেঘ থাকিলে তাহার গায়েও যৎকিঞ্চিৎ ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু যদি জগতের যেখানে যে কিছু ঋণ-তাড়িতের এইরূপ আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার সমষ্টি সেই সূত্রলম্বিত ভাঁটাটির পৃষ্ঠদেশবর্ত্তী ধন-তাড়িতের অপেক্ষা একটু অধিক বা অল্প হইবে না।

উপরে যে টিনের বাক্সের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ভিতর ধন-তাড়িত লইয়া গেলে বাহিরের গায়ে ধন ও ভিতরের গায়ে

ঋণ-তাড়িত আবির্ভূত হয়। কিন্তু বাক্সের ভিতরে যদি রেশম দিয়া কাচ ঘষা যায়, তাহা হইলে কাচে ধন-তাড়িতের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু বাক্সের বাহির পিঠে কোন তাড়িতেরই চিহ্ন পাওয়া যায় না। কাচে যেমন ধনের বিকাশ হয়, রেশমে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ঋণের বিকাশ হয়। কাচে যতখানি ধন জন্মে, রেশমে ঠিক ততখানি ঋণ উৎপন্ন হওয়াতেই বাহিরে কোন ফলই পাওয়া যায় না।

তাড়িতের প্রকৃতি।—পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাড়িত পদার্থ কি শক্তি বা ধর্ম্ম তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তাড়িতের স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে। তাড়িত যাহাই হউক না, জগতে উহার নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। শুদ্ধ ধন বা শুদ্ধ ঋণ-তাড়িত আমরা কোন উপায়েই সঞ্চয় করিতে পারি না। খানিকটা ধন-তাড়িত কোন স্থলে কোন উপায়ে সঞ্চিত হইলে ঠিক ততখানি ঋণ-তাড়িত সঙ্গে সঙ্গে কোন না কোন স্থলে আবির্ভূত হইবে। আবার খানিকটা ধনের কোন স্থানে লোপ হইলে ঠিক ততখানি ঋণের অন্য কোথাও লোপ হইবে। যোগফল সমানই থাকিবে। ধন-তাড়িত যেন সমপরিমাণ ঋণ-তাড়িত হইতে বিশ্লিষ্ট বা পৃথক্‌কৃত হয় মাত্র। জল যেমন চাপ দেয়, তাড়িত তেমনি উচ্চৃতির উৎপাদন করে। ধন-তাড়িতের যত নিকট যাইবে উচ্চৃতি তত অধিক, ঋণের যত নিকটে যাইবে উচ্চৃতি তত কম হইবে। ধন অধিক উচ্চৃতিযুক্ত স্থান হইতে দূরে যাইতে ও ঋণ তাহার বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। ধন যখন একমুখে চলিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে ঋণও বিপরীত মুখে চলিতেছে। অপরিচালক প্রদেশে উচ্চৃতির ইতরবিশেষ থাকিতে পারে, কেননা, অপরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িত সহজে যাইতে পারে না; পরিচালকের ভিতরে উচ্চৃতি সর্ব্বত্র সমান থাকে, কেন না সেখানে ধন ও ঋণ অবাধে চলিয়া সর্ব্বত্র উচ্চৃতি সমান করিয়া লয়। সর্ব্বত্রই উচ্চৃতি সমান করিবার কালে ধন-তাড়িতের গতি ঋণের দিকে, অথবা ঋণের গতি ধনের দিকে, ফল উভয়ের সম্মিলন বা যোগই অর্থাৎ খানিকটা ধন ও ঠিক ততখানি ঋণের তিরোভাব হয়।

তাড়িত-গ্রহণের ক্ষমতা।—সাধারণতঃ দুইটা ধাতু-দ্রব্য তাড়িতযুক্ত করিয়া পরস্পর ছুঁইয়া দিলে সমুদয় তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া লয়। মোটের উপর যেটা বড় সেইটার ভাগে বেশী পড়ে। দ্রব্যের আয়তন ও আকার দেখিয়া কাহার ভাগে কতটা পড়িবে, গণনা করিতে পারা যায়।

কোন দ্রব্যে খানিকটা ধন-তাড়িত দিলে অমনি উহার উচ্চৃতি পড়ে, তাড়িত যত বেশী দেওয়া যাইবে, উচ্চৃতি ততই বাড়িবে। আবার ছোট জিনিষে খানিকটা তাড়িত দিলে যতটা উচ্চৃতি পড়ে, একটা বড় জিনিষেও ততটুক দিলে উচ্চৃতি ততটা পড়ে না। একখানা থালায় ও একটা চোঙায় সমান জল ঢালিলে উচ্চতা ও যাহা চোঙায় যত হয়, থালায় ততটা হয় না, কতকটা সেইরূপ। আকৃতি ও পরিমাণ জানা থাকিলে কতটা তাড়িতে কতটা উচ্চৃতি বাড়ে, বলিতে পারা যায়। দুইটা দ্রব্য ছুঁইয়া দিলে যেটায় উচ্চৃতি অধিক, সেখান হইতে যেটায় কম সেইটায় খানিকটা ধন-তাড়িত চলিয়া যায়। ফলে সমগ্র তাড়িতটা উভয় দ্রব্যে বাঁটিয়া লওয়ার পর উভয়েরই উচ্চৃতি সমান হয়।

অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় পৃথিবীর আকার এত বড় যে অন্য দ্রব্য হইতে পৃথিবীতে তাড়িতের যাতায়াতে পৃথিবীর উচ্চৃতির ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই হয় না। কাজেই কোন তাড়িত-যুক্ত দ্রব্যের ভূমির সহিত স্পর্শ ঘটিলে প্রায় সমগ্র তাড়িতটা পৃথিবীতে চলিয়া যায়; পৃথিবীর ভাগে প্রায় সবটাই পড়ে। তথাপি পৃথিবীর উচ্চৃতির কিছুই ব্যতিক্রম হয় না। মহাসাগরে কত জল পড়িতেছে, আবার মহাসাগর হইতে কত জল উঠিতেছে, তথাপি উহার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি বুঝা যায় না, উহার পৃষ্ঠ সমানই থাকে, কতকটা সেইরূপ।

পৃথিবীর উচ্চৃতির সহজে হ্রাসবৃদ্ধি নাই বলিয়া অন্যান্য তাড়িতযুক্ত পদার্থের উচ্চৃতি পৃথিবীর সহিত মিলাইয়া পরিমাণ করা প্রথা আছে। পর্ব্বতের উচ্চতা মাপিতে হইলে উহা সাগরপৃষ্ঠ হইতে কত উঁচু, আর সমুদ্রের গভীরতা মাপিতে হইলে উহা কত নীচু তাহাই দেখা যায়, সেইরূপ কোন স্থানে তাড়িতের উচ্চৃতি স্থির করিতে হইলে উহা পৃথিবীর উচ্চৃতি হইতে কত বেশী বা কত কম তাহাই নিরূপণ করা হয়।

জল যেমন উচ্চ হইতে স্বতঃ নিম্নমুখে যায়, তাপ যেমন গরম জায়গা হইতে শীতল জায়গায় যায়, ধন-তাড়িতও তেমনি যেখানে উচ্চৃতি অধিক, সেখান হইতে যেখানে উচ্চৃতি কম, সেইখানে যাইতে চায়। সুতরাং কোন স্থলে তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে উচ্চৃতি যত কম হয়, ততই সুবিধা। জল যেমন উচ্চ স্থলে না রাখিয়া নিম্ন স্থলে রাখিলে সুবিধা হয়, পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না; কতকটা সেইরূপ। সেইজন্য এমন স্থলে ও এমন উপায়ে ধন-তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত, যেখানে উচ্চৃতি খুব অধিক না হয়। নতুবা তাড়িত বাহির হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবে।

লীডেন-জার।—একখানা টিনের চাদরে খানিকটা ধন-তাড়িত সঞ্চিত রাখ। আর একখানা টিনের চাদর ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া তাহার সম্মুখে সমান্তরাল করিয়া রাখ। এই থালার যে পিঠ প্রথম থালার সম্মুখীন সেই পিঠে ঋণ-তাড়িত সংক্রমণবশে আবির্ভূত হইবে। প্রথম থালায় যতটা ধন এ থালাতে ততটা ঋণ থাকিবে। ধন-তাড়িত একাকী থাকিলে উহার যথেষ্ট উচ্চৃতি হইত, নিকটে ঋণ থাকায় উহার উচ্চৃতি ততটা হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় চাদরখানা যত কাছে রাখিবে, উচ্চৃতি ততই কম হইবে। কাজেই এরূপ স্থলে প্রথম চাদরে অনেকটা ধন-তাড়িত সঞ্চয় করিলেও উহার উচ্চৃতি বড় উচ্চে উঠে না। তাড়িত সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দরকার হইলে এইরূপ উপায় অবলম্বিত হয়। একটা কাচের বোতলের ভিতরের গায়ে ও বাহিরের গায়ে রাঙতা মুড়িলে তাড়িত ধরিয়া রাখিবার সুন্দর যন্ত্র তৈয়ার হয়। এইরূপ যন্ত্রকে লীডেন-জার বলে। গোটা কত লীডেন-জার সারি সারি সাজাইয়া সবগুলার ভিতর-দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর ও সবগুলার বহির্দেশ ধাতুদ্বারা যোগ কর; এইরূপের যে ব্যাটারি তৈয়ারি হয়, উহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত বহুক্ষণ ধরিয়া যেন সঞ্চিত থাকিতে পারে। বাহিরের পিঠ ভূমিস্পর্শ করিয়া থাকে; ভিতরে যতটা ধন, বাহিরে ততটা ঋণ সঞ্চিত থাকিবে। ফল কথা, ধন তাহার সহচর ঋণের কাছে থাকিলে উভয় উভয়কে যেন বাঁধিয়া রাখে, অন্যত্র পলায়ন করিতে দেয় না। আর দূরে থাকিলে উভয়েই অন্যত্র পলায়নের চেষ্টাতে থাকে।

ধরিতে গেলে যে কোনখানে তাড়িত আছে, সেইখানেই একরূপ লীডেন-জারেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কোন দ্রব্যের পিঠে খানিকটা ধন-তাড়িত থাকিলেই আর কোন দ্রব্যের পিঠে, দেওয়ালের গায়ে অথবা ভূ-পৃষ্ঠে, তাহার সহবর্ত্তী ঋণ-তাড়িত থাকিবেই থাকিবে। আর, খানিকটা ধনের সম্মুখে খানিকটা ঋণ রাখিয়া মাঝে অপরিচালক ব্যবধান দিলেই লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। কথাটা এই যে, সেই ব্যবধান যত কম হয়, ধন ও ঋণ যত কাছাকাছি হয়, সেই লীডেন-জারের কার্য্যকারিতা, অর্থাৎ উভয় তাড়িতের স্থিতি-শীলতা, ততই অধিক হয়। আবার বায়বীয় ব্যবধান অপেক্ষা কাচাদি দ্রব্যের ব্যবধান সেই স্থিতিশীলতার অধিক অনুকূল।

তাড়িতের সঞ্চালন।—পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাড়িত যেখানে উচ্চৃতি অধিক সেখান হইতে যেখানে উচ্চৃতি অল্প সেই মুখে এবং উহার সহবর্ত্তী ঋণতাড়িত বিপরীত মুখে যাইতে চেষ্টা করে। মধ্যে অপরিচালক থাকিলে সহজে যাইয়া পরস্পর মিলিতে পারে না, পরিচালক থাকিলে তৎক্ষণাৎ যাইয়া মিলে। তাড়িতের এই সঞ্চালন বা গতায়াত সাধারণতঃ তিন প্রণালীতে ঘটে।

(১) মধ্যে পরিচালকের ব্যবধান থাকিলে উভয় তাড়িত তৎক্ষণাৎ সম্মিলিত হয়। একটা তামার বা পিতলের বা যে কোন ধাতুর দণ্ড, তার বা শিকল দিয়া ধন-তাড়িত ও ঋণ-তাড়িত পরস্পর স্পর্শ করিয়া দিলে, উভয়ই সেই ধাতু-দ্রব্য দ্বারা বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। সেই ধাতু মধ্যে ক্ষণিক প্রবাহের সঞ্চার হয়। প্রবাহের ফল উভয় তাড়িতের সম্মিলন। সম্মিলন ঘটিলে সর্ব্বত্র উচ্চৃতি সমান হইয়া যায়, প্রবাহ বন্ধ হয়। তাড়িতপ্রবাহের বিশেষ ধর্ম্মের বিষয় পরে বলা যাইবে। ফলে এইটা মনে রাখিতে হইবে, উচ্চৃতি সমীকরণের চেষ্টাতেই পরিচালক মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। যাহার ভিতর দিয়া প্রবাহ চলে, তাহা উত্তপ্ত হয়।

(২) ধন ও ঋণ-তাড়িতের মধ্যে কাচ, বায়ু প্রভৃতি অপরিচালক ব্যবধান থাকিলে উভয়ের সম্মিলন সহজে ঘটে না। ধনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে উচ্চৃতি অধিক ও ঋণের নিকটস্থ দেশে উচ্চৃতি কম থাকিয়া যায়। কিন্তু এই উচ্চৃতি-বৈষম্যের ফলে ধন নিরন্তর ঋণমুখে ও ঋণ ধনমুখে যাইতে চেষ্টা করে। যে দুই পৃষ্ঠে উভয় তাড়িত সঞ্চিত থাকে, তাহারা পরস্পর আকৃষ্ট হয়, এবং আটকাইয়া না রাখিলে অগ্রসর হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরকে স্পর্শ করে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যেন একটা টান পড়ে। এই উচ্চৃতির বৈষম্য ক্রমশঃ বাড়াইলে সেই টানটা শেষ পর্য্যন্ত এত বেশী হয়, যে মধ্যবর্ত্তী অপরিচালক তখন আর উভয় তাড়িতকে পৃথক্ রাখিতে পারে না। ইস্পাতের অথবা রবরের তার অনেকটা টান সহে, কিন্তু অধিক টানে শেষে ছিঁড়িয়া যায়। সেইরূপ মধ্যের পরিচালক যেন শেষ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া যায়। পরিচালককে ছিঁড়িয়া তাড়িত যেন আপনার রাস্তা করিয়া লয় এবং সেই রাস্তা দিয়া উভয় তাড়িতের সম্মিলন ঘটে। সম্মিলনের পর আর উচ্চৃতির বৈষম্য থাকে না, অপরিচালক মধ্যে টানও থাকে না।

এইরূপে অপরিচালককে ছিন্ন করিয়া উভয় তাড়িতের মিলন ঘটিতে বিবিধ উৎপাত ঘটে। অপরিচালক বায়বীয় দ্রব্য হইলে তাহা সহসা এত উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয়, যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় ও শব্দ উঠে। কাচের বা কাগজের বা কাঠের ও কঠিন পদার্থ মধ্যে থাকিলে তাহা ভাঙ্গিয়া বা কাটিয়া যায়। মধ্যে বায়ুর ন্যায় তরল পদার্থ থাকিলে উহা.

জলিয়া উঠে। কোন জীব-শরীর থাকিলে উহাতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ, তাহার আনুষঙ্গিক শব্দ ও আঘাত প্রভৃতি ব্যাপার এইরূপে ঘটিয়া থাকে।

বড় বড় তাড়িতযন্ত্রের সাহায্যে এই সকল ব্যাপার সুন্দররূপে দেখান যায়। আলোক, শব্দ প্রভৃতির উৎপাদনে বিবিধ কৌশলে নানাবিধ তামাসা দেখান যাইতে পারে। লীডেন-জারের ব্যাটারিতে প্রভূত পরিমাণ তাড়িত সঞ্চয় করিয়া সেই তাড়িতের এইরূপ সঞ্চালন দ্বারা নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পাদিত করা যাইতে পারে, অনেকগুলি লোককে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া হাত ধরাধরি দাঁড় করাইয়া একটা লীডেন-জারের তাড়িতের আঘাত দিলে সকলেরই শরীর কাঁপিয়া উঠে।

বড় বড় কাচের নলে অল্পমাত্রায় অম্লজান, অঙ্গারক প্রভৃতি বিবিধ বায়ু পুরিয়া তন্মধ্যে এইরূপে তাড়িত সঞ্চালন ঘটাইলে নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের আলোকের বিকাশ হয়। এই সকল আলোকের বিকাশ বড় মনোহর। বিচিত্র আকারের নল তৈয়ার করিয়া বিবিধ সুন্দর কৌতুক দেখান যাইতে পারে। এইরূপ নলকে গাইস্‌লারের (Geissler) নল বলে।

বজ্র বিদ্যুতের সহিত তাড়িতযন্ত্রে উৎপাদিত এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপারের সাদৃশ্য দেখিয়া বেঞ্জামিন্‌ ফ্রাঙ্কলিন্‌ উভয়ই যে এক কারণে উৎপন্ন এইরূপ অনুমান করেন। ঘুড়ী উড়াইয়া তিনি উহাতে মেঘস্থ তাড়িতের সংক্রমণ করান, ঐ তাড়িত ঘুড়ীতে সংলগ্ন আর্দ্রসূতা বাহিয়া চলিয়া আসিয়া তাঁহার আঙ্গুলে স্ফুলিঙ্গ দিতে থাকে। অন্যান্য পরীক্ষা দ্বারা তিনি মেঘের তাড়িত ও যন্ত্রের তাড়িত উভয়েরই একতা প্রমাণ করেন। বস্তুতঃ বিদ্যুৎ তাড়িতের বৃহৎ স্ফুলিঙ্গমাত্র ও বজ্রধ্বনি তদানুষঙ্গিক বায়ুর আকস্মিক উত্তাপ ও প্রসারণজনিত শব্দ মাত্র।

লর্ড কেলবিনের উদ্ভাবিত উদ্‌গতিমানযন্ত্রের সাহায্যে দেখা গিয়াছে, ভূপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমণ্ডলে প্রায় সর্ব্বদাই তাড়িতের কিছু না কিছু টান রহিয়াছে। বায়ু-বাহিত মেঘ প্রায় সর্ব্বদাই তাড়িতযুক্ত থাকে। জলের বাষ্পীভবন ও বায়ুর সহিত ঘর্ষণ বোধ হয় এই তাড়িত-বিকাশের কারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য জলকণা যখন জমাট বাঁধিয়া বৃহত্তর জলকণায় পরিণত হয় ও মেঘের সৃষ্টি করে, তখন সেই তাড়িতের পরিমাণ অল্প হইলেও তাহার উদ্‌গতি অত্যন্ত অধিক হইয়া দাঁড়ায়। ভূপৃষ্ঠে বা পার্শ্ববর্ত্তী মেঘে পূর্ব্বে তাড়িত না থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে বিপরীত তাড়িতের সংক্রমণ হয়। উদ্‌গতির বৈষম্য ও তাড়িতের টান অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়িলে মধ্যস্থ বায়ুরাশি ছিন্ন করিয়া প্রকাণ্ড তাড়িত স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে গর্জ্জনাদি ব্যাপার ঘটে।

(৩) সহবর্ত্তী বিপরীত তাড়িত যদি অত্যন্ত দূরে থাকে, তাহা হইলে তাড়িতের পক্ষে মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার সহিত সম্মিলন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ স্থলেও কোন একটা জিনিষের গায়ে যত ইচ্ছা তাড়িত সঞ্চিত রাখা যায় না। পৃষ্ঠদেশের যেখানে যেখানে উঁচু, কুজ, সূচ্যগ্র স্থান বর্ত্তমান, অধিকাংশ তাড়িত সেই সেই স্থানে আসিয়া জমে ও চারিপার্শ্বের তাড়িত তাহাকে ঠেলিয়া ধরে। এইরূপ ঠেলিয়া ধরায় তাড়িত সেই সেই স্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইতে চায়। বায়ুরও অপরিচালক অংশ নষ্ট হয়। বায়ুর কণাগুলি প্রত্যেক সেই সঞ্চিত তাড়িতের কিছু কিছু গ্রহণ করে এবং বিরুষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হইয়া যে দেশে উদ্‌গতি কম সেই দেশ দিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে বায়ু-মধ্যে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বায়ুপথে বায়ুকণা অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে তাড়িতটা বাহির হইতে থাকে।

কোন সূচ্যগ্র পদার্থে তাড়িত সঞ্চয় করিলে সেই তাড়িতকে আটকাইয়া রাখা কঠিন। সূচীর মুখে তাড়িত জমে এবং চারিদিকে ঠেলা পাইয়া সেস্থান হইতে বায়ুপথে বাহির হইয়া যায়। বায়ুতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহা কৌশলক্রমে প্রত্যক্ষ দেখান চলে। আবার সূচীর মুখের নিকট বায়ুমধ্যে নানাবিধ আলোকের বিকাশ হয়। অন্ধকার ঘরে তাড়িতযন্ত্র চালাইলে সূচীমুখে এইরূপ আলোকের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বজ্রপাতের আশঙ্কা-নিবারণার্থ গৃহপার্শ্বে সূক্ষ্মাগ্র ধাতুদণ্ড পুতিয়া রাখা প্রথা আছে। উপরে মেঘে তাড়িত সঞ্চয় হইলে নিম্নে ভূতলেও তাহার সহবর্ত্তী বিপরীত-তাড়িতের সংক্রমণ ঘটে। সেই তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ না থাকিয়া ধাতুদণ্ডের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ হইতে ক্রমশঃ বাহির হইয়া যায়। একবারে অধিক পরিমাণ তাড়িত ভূপৃষ্ঠে আবদ্ধ বা সঞ্চিত হইতে না পারায়, বজ্রপাতের অর্থাৎ সঞ্চিত তাড়িতের টানে বায়ুরাশির আকস্মিক ভেদজনিত স্ফুলিঙ্গ সম্ভবের আশঙ্কা থাকে না।

সম্প্রতি তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ সম্বন্ধে বিবিধ নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, এইরূপ ধাতুদণ্ড দ্বারা সম্যক্‌ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অল্প। বজ্রপাতের আশঙ্কা একেবারে ঘুচাইতে হইলে ঘর খানিকে লোহার বা তামার জালে না ঢাকিলে গত্যন্তর নাই।

তড়িদ্ধরযন্ত্র।—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তাড়িত উৎপাদন ও সঞ্চয় করিবার জন্য বিবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন হইয়াছে। অল্প মাত্রায় তাড়িতের প্রয়োজন হইলে তাহা সহজে পাওয়া যায়। একখানা রেকাবে খানিকটা গালা গলাইয়া ঢাল। আর একখানা রেকাবে কাচ বা অন্য অপরিচালক দণ্ডের হাতল লাগাইয়া ধর। প্রথম গালার থালার পিঠে ফ্লানেল বা বিড়ালের চামড়া দ্বারা দুই ঘষিলেই উহাতে খানিকটা ঋণ-তাড়িতের বিকাশ হইবে। দ্বিতীয় রেকাবখানা এই তাড়িতের সম্মুখে আন ও আঙ্গুল দিয়া একবার ছুঁইয়া দাও। এখন এই রেকাবে খানিকটা ধন-তাড়িত সংক্রমিত ও আবির্ভূত দেখিবে। বস্তুতঃ প্রথমের ঋণ ও দ্বিতীয়ের ধন উভয়ের মধ্যে খানিকটা বায়ুস্তর ও ব্যবধান থাকায় এক রকম লীডেন-জারের সৃষ্টি হইল। এখন হাতল ধরিয়া দ্বিতীয় রেকাব স্থানান্তরিত কর ও সঞ্চিত ধন-তাড়িতের যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার। এইরূপ যন্ত্রকে তাড়িদ্ধরযন্ত্র বলা যাইতে পারে। ইংরাজী নাম (Electro-phorus)

প্রচুর পরিমাণ তাড়িতোৎপাদনের জন্য বড় বড় নানা রকমের যন্ত্র আছে। এই সকল যন্ত্র সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীতে ঘর্ষণদ্বারা কাচের বা অন্য দ্রব্যের গায়ে তাড়িত জন্মান হয়। সেই তাড়িত আবার বড় বড় তাড়িতাধারে কোনক্রমে স্থানান্তরিত ও রক্ষিত করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে রামস্‌দেনের (Ramsden) যন্ত্র প্রসিদ্ধ। ইহাদের দোষ এই যে ইহাতে তাড়িত-শক্তির অত্যন্ত অপচয় ঘটে। যতটা মেহনত করা যায়, তাহার অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হয়। ততটা ফল পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র কতকটা তড়িদ্ধরযন্ত্রের অনুরূপ। মনে কর দুইটা বড় বড় দ্রব্য ক ও খ তাড়িতের আধারস্বরূপ বর্ত্তমান। আরম্ভে ক'য়ে কিঞ্চিৎ ধন ও খ'য়ে কিঞ্চিৎ ঋণ সঞ্চিত আছে। আর একটা তৃতীয় ক্ষুদ্র দ্রব্য গ লও। গ'কে ক'য়ের নিকট ধর ও একবার ভূমিস্পর্শ করাও। গ'তে খানিকটা ঋণের সংক্রমণ হইবে। গ'কে এখন সরাইয়া খ'কে ছুঁইয়া দাও; গয়ের সমস্ত ঋণটাই প্রায় খ'য়ে যাইবে। কেননা, গ ছোট, খ বড়, খ'য়ে ঋণের মাত্রা বাড়িয়া গেল। আবার খ'কে গ'য় সম্মুখে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করাও। এবার গ'য়ে ধন সংক্রান্ত হইবে। গ'কে ক'য়ের নিকট লইয়া ক'কে ছুঁইয়া দাও। প্রায় সমুদয় ধনটা ক'য়ে যাইবে। এবার ক'য়ে ধনের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এইরূপে মধ্যস্থলী গ'কে একবার ক'য়ের দিকে ও একবার গ'য়ের দিকে লইয়া গেলে এবং মাঝে মাঝে ভূমিস্পর্শের ব্যবস্থা করিলে ক'তে ক্রমশঃ ধন ও খ'তে ক্রমশঃ ঋণের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। উভয় তাড়িতের অল্প পরিমাণ লইয়া আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উভয়ের প্রচুর সঞ্চয় ঘটিবে।

এই শ্রেণীর যন্ত্রে শক্তির অধিক অপব্যয় হয় না, এবং ছোট খাটো একটা যন্ত্রে অল্প সময়ে এত তাড়িত সঞ্চয় হয় যে, তাহার টানে ক ও খ উভয়ের মধ্যেই বায়ুপথে কয়েক ইঞ্চি বা কয়েক ফুট্ লম্বা স্ফুলিঙ্গ অনায়াসে পাওয়া যায়।

হোলৎজ্ (Holtz), বস্ (Voss), বিম্‌হরস্ট্ (Wimhurst) প্রভৃতির নির্ম্মিত তাড়িতযন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আজকাল এই সকল যন্ত্রেরই আদর।

তাড়িতপ্রবাহ।—একটা তাড়িতযন্ত্রের তাড়িতাধারে খানিকটা তাড়িতের সঞ্চয় করিয়া একটা তাম্রের তার দিয়া ঐ তাড়িতাধার ভূমিস্পর্শ করিয়া দিলে তখনি সমস্ত তাড়িতটা ঐ তার লইয়া ভূমিতে চলিয়া যায়। ফলে তাড়িতাধারের উচ্চ্‌তি ভূমির উচ্চ্‌তির সমান হইয়া পড়ে, ইহারই নাম তাড়িতের প্রবাহ। এই প্রবাহ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। প্রবাহের ফলে তারটা একটু গরম। যদি প্রবাহ যদি স্থায়ী করিতে চাহ, তবে যন্ত্রের কাজ বন্ধ না রাখিয়া অবিশ্রামে তাড়িতের উৎপাদন কর। এক দিকে যেমন তাড়িত আধার হইতে বাহির হইয়া তার বাহিয়া চলিবে, অন্য দিকে তেমনি নূতন তাড়িত আধারে সঞ্চিত হইতে থাকিবে। এইরূপে যতক্ষণ ইচ্ছা তাড়িতের প্রবাহ তারমধ্যে চালান যাইতে পারে। তারটা ক্রমেই উত্তপ্ত হইয়া উঠিবে। তারের নিকটে যদি একটা চুম্বকের কাঁটা রাখা যায়, সেটা স্বস্থান হইতে একটু ঘুরিয়া যাইবে।

লীডেন-জারের উভয় পৃষ্ঠ ধাতুদণ্ড বা তারদ্বারা যোগ করিয়া দিলে দণ্ড ও তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চলে। ক্ষণমধ্যে সঞ্চিত তাড়িতটা বাহির হইয়া যায়। ধন-তাড়িত এক পিঠ হইতে এক মুখে যায়, ঋণ-তাড়িত অন্য পিঠ হইতে অন্যমুখে যায়। এস্থলেও তাড়িতপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। প্রবাহ স্থায়ী করিতে হইলে একপিঠ তাড়িত-যন্ত্রের সহিত অপর পিঠ ভূমির সহিত যোগ করিয়া অবিরত যন্ত্র চালাইতে হইবে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, পরিচালক পদার্থ উচ্চ্‌তি সমান করিবার চেষ্টায় এই প্রবাহের উৎপত্তি। যতক্ষণ জোর করিয়া বা নূতন তাড়িতের উৎপাদন করিয়া পরিচালক পদার্থের দুই অংশের উচ্চ্‌তি অসমান রাখা যায়, ততক্ষণই তাড়িতের স্রোত এক অংশ হইতে অন্যত্র চলিতে থাকিবে। উচ্চ্‌তি সমান হইলেই স্রোতের বন্ধ হইবে।

তাড়িত-যন্ত্রের দ্বারা তাড়িতের যে স্রোত জন্মে, তাহাতে বাহিত তাড়িতের পরিমাণ অধিক হয় না। তাড়িতের প্রবল স্রোত পাইবার অন্য উপায় আছে।

সাধারণতঃ তাড়িতের প্রবাহ বলিলে ধন-তাড়িতেরই প্রবাহ বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাড়িত ক হইতে খ মুখে বহিতেছে, বলিলেই ধন-তাড়িত ক হইতে খ মুখে ও সঙ্গে সঙ্গে ঋণ-তাড়িত খ হইতে ক মুখে বহিতেছে বুঝিতে হইবে।

তাড়িতযন্ত্র ব্যতীত তাড়িতস্রোত উৎপাদনের প্রধান উপায় তিনটী।

(১) একখণ্ড তামা ও একখণ্ড দস্তার দুই প্রান্ত একত্র করিয়া অপর দুই প্রান্ত ব্যাঙের গায়ে বা শল্কহীন মাছের গায়ে ধরিলে উহাদের নির্জীব দেহ লাফাইয়া উঠে, গালবানি (Galvani) এই ঘটনার আবিষ্কার করেন। দুই খানা বিভিন্ন ধাতুর স্পর্শমাত্র উভয়ের তাড়িতের আবির্ভাব হয়, একে ধন ও অন্যে ঋণ আবির্ভূত হয়। বলতা (Volta) এই ঘটনার আবিষ্কর্ত্তা। খানিকটা জলে একটু নুন বা কয়েক ফোঁটা দ্রাবক ঢালিয়া তাহাতে একখানা তামা ও একখানা দস্তা আংশিক ভাবে ডুবাও এবং একটা তার দ্বারা তামার সহিত দস্তার বাহিরে সংলগ্ন করিয়া দাও। বাহিরে তামা হইতে দস্তার অভিমুখে তার বাহিয়া তাড়িতের (অর্থাৎ ধন-তাড়িতের) স্রোত বহিবে। জলের ভিতর দস্তা হইতে তামার অভিমুখে স্রোত চলিবে। যতক্ষণ উভয় ধাতু জল-মধ্যে ডুবান থাকিবে, ততক্ষণ এই তাড়িতস্রোত বহিতে থাকিবে। নিমগ্ন দস্তাখানা ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইবে।

এইরূপে তাড়িতের কোষ (cell) তৈয়ার হয়। কোষের ভিতরে সাধারণতঃ গন্ধকদ্রাবক জলে মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। এই গন্ধকদ্রাবকে একখণ্ড দস্তা ও অন্য একখণ্ড ধাতু ডুবান থাকে। এই দ্বিতীয় ধাতু বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন। তামা, প্লাটিনম্, পারদ, এমন কি জমাট বাঁধা কয়লা পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয়। এই ধাতুদণ্ডকে তার দ্বারা দস্তার সহিত যোগ করিয়া দিলে সেই তার বাহিয়া তাড়িতের স্রোত বহে। দস্তা ক্রমশঃ গন্ধকদ্রাবকের সহিত রাসায়নিক মিশ্রণে মিলিয়া গিয়া ক্ষয় পায়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় অজনক বায়ু উদ্ভূত হইয়া তামা বা তদ্বিধ অন্য যে ধাতুকোষে থাকে, তাহার গায়ে জন্মে ও তাড়িতপ্রবাহকে ক্রমশঃ ক্ষীণ করে। এইজন্য সেই উদজন বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যক হয়। প্লাটিনম্ অথবা কয়লাকে এই নিমিত্ত একটা মাটির ভাণ্ডে করিয়া নাইট্রিক এসিডে (যবক্ষারদ্রাবকে) আর্দ্র করিয়া রাখা রীতি আছে। উক্ত দ্রাবক অজনক বায়ুকে পোড়াইয়া ফেলে।

তাড়িতপ্রবাহের জন্য বিবিধ কোষ প্রচলিত আছে। দানিয়েলের কোষে তামা ও দস্তা, গ্রোবের কোষে প্লাটিনম্ ও দস্তা, বুনসেনের কোষে কয়লা ও দস্তা ব্যবহৃত হয়। দানিয়েলের কোষ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। ক্ষীণপ্রবাহ উৎপাদনের জন্য উহার ব্যবহার হয়। অজনক পোড়াইবার জন্য নাইট্রিকের বদলে বাইক্রোমিক এসিড প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে।

বাহিরে তাড়িতস্রোতের প্রতিবন্ধক অধিক থাকিলে কতকগুলি কোষ সারি করিয়া সাজাইয়া একের তামা অপরের দস্তা এইরূপে ক্রমান্বয়ে সংলগ্ন করিয়া ব্যাটারি তৈয়ার হয়। বাহিরে প্রতিবন্ধক অধিক না থাকিলে একটা কোষে ও দশটা কোষে সমান ফল; কেননা কোষগুলার নিজেরই কতকটা প্রতিবন্ধক ক্ষমতা আছে। সংখ্যা বাড়াইলে প্রতিবন্ধকও বাড়িবে।

তাড়িতযন্ত্র হইতে তাড়িতস্রোত উৎপন্ন করিলে সে তাড়িতের পরিমাণ বড় অধিক হয় না, কিন্তু উহার উদ্বৃত্তি খুব বেশী হয়। কোষ হইতে যে প্রবাহ জন্মে, তাহার উদ্বৃত্তি উহার তুলনায় সামান্য, কিন্তু প্রবাহগত তাড়িতের পরিমাণ থাকে বেশী। যন্ত্রজাত প্রবাহকে উর্দ্ধ হইতে বেগে পতনশীল ক্ষীণ জলধারার সহিত ও কোষজাত প্রবাহকে প্রায় সমভূমে ধীরে প্রবহমান বিশাল নদী স্রোতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যন্ত্রের প্রবাহ যেন নায়াগ্রার জলপ্রপাত; কোষের প্রবাহ যেন ভাগীরথীর স্রোত।

(২) একটা তামার ও একটা লোহার তার মুখে মুখে জোড়া করিয়া একটা সন্ধিস্থলে যদি উত্তাপ দেওয়া যায়, ও অপর সন্ধিস্থল শীতল থাকে, তাহা হইলে উভয় তার বহিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে। কোষজ প্রবাহ রাসায়নিক শক্তিও এস্থলে প্রবাহ-তাপ হইতে জন্মে।

এই প্রবাহের উদ্বৃত্তি খুব সামান্য; তবে উভয় সন্ধির মধ্যে উষ্ণতার যৎসামান্য হ্রতরবিশেষ হইলেই একটু না একটু প্রবাহ দেখা যায়। তামা ও লোহার বদলে অন্য দুই ধাতু, বিশেষতঃ এণ্টিমণি (রসাঞ্জন) ও বিসমথের ব্যবহার চলিতে পারে। উভয় সন্ধিতে উষ্ণতার সামান্য তারতম্যে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে বলিয়া এই প্রবাহ উষ্ণতা আবিষ্কার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উষ্ণতা যেখানে এত কম যে সাধারণ পারদঘটিত তাপমান-যন্ত্রে উহা ধরা পড়ে না, সেখানেও এই উপায়ে উহা ধরা যাইতে পারে। তাদের

আলোক ও নক্ষত্রালোকের উত্তাপ আনিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল।

(৩) আজি কালি সচরাচর বিবিধ কার্য্যে অত্যুচ্চ উদ্ধৃতিযুক্ত অথচ পরিমাণেও প্রবল তাড়িতপ্রবাহের নিয়োগ হইয়া থাকে। যন্ত্রজ, কোষজ বা তাপজ প্রবাহে এ সকল কাজ চলে না। ডাইনামো নামক যন্ত্র দ্বারা এই সকল উগ্র প্রবল প্রবাহের উৎপাদন হয়। একটা চুম্বকের নিকট তামার তার ঘুরাইতে থাকিলে উহাতেই তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। ডাইনামোর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

তাড়িত-প্রবাহের বহনের নিয়ম।—তাড়িত-প্রবাহ অপরিচালক পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না; এই জন্য ইহাতে তাড়িত স্ফুলিঙ্গাদির ব্যাপার ভাল দেখান যায় না। ইহার উদ্ধৃতি যন্ত্রজ তাড়িতের তুলনায় বড় কম। তবে ইহা পরিচালক মাত্রের মধ্য দিয়া অনায়াসে যায়। সকল ধাতুর পরিচালকতা সমান নহে। যাহার পরিচালকতা কম, তাহার প্রবাহ প্রতিবন্ধের ক্ষমতা অধিক। ধাতুর মধ্যে রূপার পরিচালকতা সব চেয়ে অধিক; তার নীচে তামা। প্লাটিনম্, লোহা, সীসা প্রভৃতির পরিচালকতা কম, প্রতিবন্ধ অধিক। যাহার প্রতিবন্ধ অধিক, তাহার ভিতর দিয়া তাড়িতপ্রবাহ চলে, তবে শীঘ্র যাইতে পারে না। অধিক সময়ে অল্প পরিমাণ তাড়িত প্রবাহিত হয়। যাহার প্রতিবন্ধ কম, তাহার ভিতরে অল্প সময়ে অনেকটা তাড়িত চলে। আবার যে তারটা যত দীর্ঘ, তাহার প্রতিবন্ধ তত বেশী; যে যত স্থূল, তাহার প্রতিবন্ধক তত কম। তামার মোটা খাটো তারের বা স্থূল দণ্ডের প্রতিবন্ধ খুব সামান্য।

কোষ হইতে তাড়িতপ্রবাহ বাহির হইয়া পরিচালক রাস্তা ধরিয়া চলে। পথিমধ্যে দুই চারিটা রাস্তা পাইলে সব রাস্তায় কিছু কিছু চলে। যে রাস্তায় প্রতিবন্ধ অধিক, সে রাস্তায় প্রবাহ ক্ষীণ হয়; যে পথে কম, সে পথে প্রবল হয়। আবার রাস্তাগুলা যেখানে একত্র হয়, তাড়িতপ্রবাহও সেইখানে গিয়া মিলে। এ বিষয়ে নদীর সহিত তাড়িত-প্রবাহের বেশ সাদৃশ্য আছে।

প্রবাহের ধর্ম্ম।—প্রবাহের বিবিধ ধর্ম্মের মধ্যে তিনটা প্রধান এবং তিনটাই আমাদের অনেক কাজে লাগে—

(১) যে ধাতুর ভিতর প্রবাহ চলে, তাহা গরম হয়। কোষের ভিতর কতটা দস্তার ক্ষয় হইল দেখিয়া কতটা তাপ মোট জন্মিল তাহার হিসাব দেওয়া যাইতে পারে। প্রবাহের রাস্তার যেখানকার প্রতিবন্ধ অধিক, সেইখানে তাপও অধিক পরিমাণে উদ্ভূত হয়। প্লাটিনম্ ধাতুর পরিচালকতা কম; সরু প্লাটিনম্ তারে প্রবাহ চালাইলে উহা তাপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কাচের বর্ত্তুলের ভিতর প্লাটিনম্ বা কয়লার সূক্ষ্ম তার রাখিয়া সাধারণ তাড়িতপ্রদীপ তৈয়ার হয়। ঐ তার দিয়া প্রবাহ চালিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া আলো দেয়। কয়লার তার হইলে কাচের বর্ত্তুলটীকে বায়ুশূন্য করিতে হয়, নতুবা কয়লা পুড়িয়া যাইবে।

রাজপথ, বাড়ী প্রভৃতি আলোকিত করিতে হইলে দুই-একটা কোষে চলে না। বহুসংখ্যক কোষ সারি করিয়া সেই ব্যাটারি হইতে প্রবাহ লইতে হয়। বাহিরে যে তার থাকে, তাহার এক স্থান কাটিয়া দুই টুক্‌রা কয়লা দিতে হয়। দুই মুখের মাঝে সামান্য বায়ুর স্তর ব্যবধান থাকে। প্রবল প্রবাহ সেই বায়ুস্তর ভেদ করিয়া চলে। কয়লার টুক্‌রা ও মধ্যগত বায়ুস্তর উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত হইয়া ধপ্‌ধপে আলো দেয়।

আজিকালি এরূপ স্থলে ডাইনামো-জনিত প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। একটা ক্ষুদ্র ডাইনামো বহুসংখ্যককোষের কাজ করে।

(২) তাড়িত-প্রবাহের পথে খানিকটা জল রাখ। অর্থাৎ কোষের দুই প্রান্ত হইতে আগত তার দুইটার মুখ জলে ডুবাও। জলে দুই চারি ফোঁটা গন্ধকদ্রাবক মিশাও। প্রবাহ যত চলিবে, জল ততই বিশ্লিষ্ট হইবে। যে তারটা দস্তায় সংলগ্ন তাহার মুখে অজনক আর যেটা তামা বা প্লাটিনমে লগ্ন তাহাতে অম্লজন উদ্গত হইবে। জল ভিন্ন অন্যান্য পদার্থেও এইরূপে বিশ্লেষণ চলিতে পারে।

সাধারণতঃ দ্রাবক পদার্থ, ক্ষার পদার্থ ও দ্রাবক ও ক্ষারের সমবায়ে উৎপন্ন লাবণিক পদার্থ মাত্রই যদি তরল অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা উহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটিয়া থাকে। কোন কোন বায়বীয় ও কঠিন পদার্থেরও বিশ্লেষণ হয়, ইহা বিশেষ লক্ষিত হইয়াছে। লাবণিক পদার্থের এক ভাগ ধাতুময়, অন্যভাগ উপধাতুময় (Non-metallic), ধাতু ভাগ দস্তালগ্ন তারের মুখে, আর উপধাতু ভাগ তাম্রলগ্ন তারের মুখে সঞ্চিত হয়। অনেক মূল পদার্থ, যাহা অন্য রাসায়নিক উপায়ে যৌগিকের ভিতর হইতে বাহির করিতে পারা যায় নাই, তাহা এই উপায়ে বিশ্লেষিত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভে সর হম্‌ফ্রি ডেভী এইরূপে পটাসিয়ম্ (পলাশ), সোডিয়ম (সর্জ্জিক), কালসিয়ম্ (খটিক) প্রভৃতি কতিপয় নূতন ধাতুর আবিষ্কার করেন। সম্প্রতি ফরাসী মোয়াসাঁ সাহেব ফ্লুরিন্ (দীপক) নামক অত্যুগ্র বায়বীয় উপধাতু এই উপায়ে যৌগিক পদার্থ-মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন।

ধাতুজ দ্রব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ধাতুভাগকে পৃথক্ করিতে পারা যায় বলিয়া তাড়িতপ্রবাহ আজ কাল গিল্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। কোন পদার্থের গায়ে রূপা, সোণা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর একটা সূক্ষ্ম আবরণ দেওয়াকে গিল্টি করা বলে। এই সকল ধাতুঘটিত কোন লাবণিক পদার্থ জলে দ্রব করিয়া তন্মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ চালিত কর। যে দ্রব্যের গায়ে গিল্টি করিতে হইবে, তাহাকে দস্তালগ্ন তারে আটকাইয়া সেই দ্রবমধ্যে ডুবাও। অচিরে উহার গায়ে ধাতুময় সূক্ষ্ম আবরণ জমিবে। কোন দ্রব্যের উপর একটু স্থূল আবরণ জমাইয়া উহার ছাঁচ তোলা চলে।

(৩) যে তার দিয়া তাড়িত-প্রবাহ চলিতেছে, উহাকে একটা চুম্বকের কাঁটার উপরে সমান্তরাল ভাবে ধরিলে কাঁটাটা তখনি ঘুরিয়া তারের সহিত লম্বভাবে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে। চুম্বকের কাঁটা স্বভাবতঃ উত্তরদক্ষিণে থাকে। তারটাকে তাহার নিকটে উত্তরদক্ষিণে ধরিলে কাঁটা ঘুরিয়া যায়। পৃথিবীর চৌম্বক-বল কাঁটাকে উত্তরদক্ষিণে রাখিতে চায়; আর তাড়িতপ্রবাহ উহাকে লম্বভাবে অর্থাৎ পূর্ব্ব-পশ্চিমে রাখিতে চায়। ফলে কাঁটাটা মাঝামাঝি হেলিয়া রহে। তারবাহিত প্রবাহ যদি দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে চলে, আর কাঁটা তারের নীচে থাকে, তাহা হইলে কাঁটার উত্তরবর্ত্তী মুখ বামে বা পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া যায় ও দক্ষিণবর্ত্তী মুখ ডাহিনে পূর্ব্বমুখে যায়। একটা উল্টাইলে আর সমস্ত উল্টায়।

চুম্বক শলাকাকে তাড়িতপ্রবাহের এইরূপ ঘুরাইবার শক্তি থাকায় টেলিগ্রাফ বা তাড়িত-বার্ত্তাবহের সৃষ্টি। কলিকাতায় তাড়িতকোষ আছে, দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা আছে। কলিকাতার কোষ হইতে তার বাহির হইয়া দিল্লী চলিল, আবার সেখানে চুম্বকের কাঁটার নিকট হইতে ফিরিয়া কলিকাতার কোষে আসিল। প্রবাহ কলিকাতা হইতে তার-পথে দিল্লী গেল, সেখানে কাঁটা ঘুরাইয়া দিয়া আবার তারপথে কলিকাতার কোষে ফিরিয়া আসিল। ফিরিবার সময় তারপথে না আসিয়া ভূমিপথে আসিলেও চলে। ভূমিপথে পরিচালকতাও অধিক, খরচও কম। কাজেই কলিকাতায় বসিয়া ইচ্ছামত দিল্লীতে চুম্বকের কাঁটা ঘুরিয়া দেওয়া চলে। চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইলেই সঙ্কেত হইল। কাঁটাটা পাঁচরকমে ঘুরাইয়া পাঁচরকম সঙ্কেত প্রেরণের জন্য বিবিধ কৌশল প্রচলিত আছে। আজকাল এদেশে টেলিগ্রাফ ষ্টেশনে মোর্সের পদ্ধতিতে সঙ্কেত করা হয়। উহাতে চুম্বকময় একটা হাতুড়ী টক্ টক্ করিয়া নানাবিধ শব্দ করে, অথবা একখানা কাগজে আঁক কাটে। এই শব্দ শুনিয়া বা আঁক দেখিয়া সঙ্কেত নিরূপিত হয়। টেলিগ্রাফি এখন একটা প্রকাণ্ড ও স্বতন্ত্র বিদ্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সমুদয় উল্লেখের স্থানাভাব। [তাড়িতবার্ত্তা দেখ।]

তারযোগে প্রবাহ নিমেষ-মধ্যে বহুদূরে নীত হয়। প্রবাহ কতক্ষণে কতদূর চলে তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট হিসাব নাই। বস্তুতঃ তাড়িত-প্রবাহের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট বেগ নাই। আজ-কাল মহাসাগরের ভিতর দিয়া এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশে সঙ্কেত প্রেরিত হইতেছে। এই সকল তারের প্রতিবন্ধ এত বেশী যে, তাড়িত-প্রবাহ তন্মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। এত ক্ষীণ হয়, যে সহজে চুম্বকের কাঁটা নড়াইতে পারে না। এক ষ্টেশনে তার-কোষে লগ্ন করিবামাত্র তারে একটা তাড়িতের ধাক্কা পড়ে। সেই ধাক্কাটা আবার দূরস্থ অন্য ষ্টেশনে পৌছিতে একটু সময় লাগে। সেই ধাক্কাটা আসিয়া পৌছিলে সঙ্কেত পাওয়া যায়। এইরূপ স্থলে সঙ্কেত সুচারুরূপে পাইবার জন্য প্রথমে বড় কষ্ট হইয়াছিল। গ্লাসগোর অধ্যাপক সর উইলিয়ম টম্সনের প্রতিভা সকল বাধা বিঘ্ন পরাজয় করিয়া তাঁহার নাম জগ-দ্বিখ্যাত করে। এই টমসনই এক্ষণে লর্ড কেলবিন নামে পরিচিত।

তাড়িত-প্রবাহ মাপিবার উপায়।—প্রতি সেকেণ্ডে তার দিয়া কতটা তাড়িত চলিতেছে স্থির করিয়া প্রবাহের পরিমাণ হয়। দুই উপায়ে এই পরিমাণ সহজ। জল বা অন্য তরল পদার্থ কত সময়ে কতটা বিশ্লেষিত হইল দেখিয়া প্রবাহের প্রাবল্য বা ক্ষীণতা বুঝা যাইতে পারে। অথবা চুম্বকের কাঁটাকে কতটা ঘুরাইয়া দিল তাহা দেখিয়াও প্রবাহের পরিমাণ হয়। প্রবাহ যত প্রবল হইবে, চুম্বকপ্রতি তৎ-প্রযুক্ত বলও তত অধিক হইবে। প্রবাহ যদি নিতান্ত ক্ষীণ হয়, তবে তারটাকে এক পাকের বদলে কয়েক পাক কাঁটার চারিদিকে বেষ্টন করিতে হয়। যত পাক বেষ্টন দিবে, প্রবাহের বলও তত গুণ বাড়িবে। চুম্বকের কাঁটা বাক্সে ঝুলাইয়া বাক্সের গায়ে তার জড়াইলে তাড়িতের প্রবাহ-মাপক যন্ত্র তৈয়ার হয়। ইহার ইংরাজি নাম (Galvano-meter.)

তাড়িত-প্রবাহের চুম্বকত্ব।—তাড়িত-প্রবাহ চুম্বকের কাঁটা ঘুরাইয়া দেয়। বস্তুতঃ তাড়িতপ্রবাহ স্বয়ংই সর্ব্বাংশে চুম্বকধর্ম্মযুক্ত। একটা চুম্বকের চারিপার্শ্বস্থ প্রদেশে যে যে ব্যাপার ঘটে, তাড়িত-প্রবাহের পার্শ্বস্থ প্রদেশেও ঠিক সেই সেই ব্যাপার ঘটে। তারের একটা কুণ্ডলী তৈয়ার

করিয়া তাহাতে প্রবাহ চালাইবা মাত্র উহা ঠিক চুম্বকে পরিণত হয়। একটা বড় ইস্পাতের চুম্বকের পার্শ্বে লোহা রাখিলে উহা চুম্বকধর্ম্ম পায়, চুম্বকের কাঁটা রাখিলে উহা একটা নির্দ্দিষ্ট দিকে লম্বা হইয়া অবস্থান করে। ঐরূপ তাড়িত-প্রবাহের সমীপেও লোহা চুম্বকত্ব পায়; চুম্বক-শলাকা নির্দ্দিষ্ট মুখে অবস্থান করে। ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয় ইত্যাদি।

ইস্পাতকে প্রবল চুম্বকের নিকট অধিকক্ষণ রাখিলে বা চুম্বক দিয়া ঘষিলে ইস্পাত স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। তেমনি ইস্পাতের গায়ে তাড়িতবাহী তার জড়াইয়া রাখিলে উহা স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়। কাঁচা লোহার গায়ে জড়াইলে যতক্ষণ প্রবাহ থাকে, ততক্ষণই উহার চুম্বকত্ব থাকে। বস্তুতঃ স্থায়ী বা অস্থায়ী চুম্বক তৈয়ার করিবার জন্ম তাড়িতের প্রবাহই আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রবলপ্রবাহ সাহায্যে ক্ষমতাশালী চুম্বক সহজে প্রস্তুত হয়।

একটা কাঠের রুলের গায়ে খানিকটা তার পাক দিয়া সুন্দর আকারে জড়াও; পরে কাঠ খানা বাহির করিয়া লইলে যে জড়ানো তারটা থাকে, উহাকে ইংরাজিতে Sobnoid বলে। বাঙ্গালায় উহাকে কুণ্ডলী বলিব। তারের একটা দীর্ঘ কুণ্ডলীতে তাড়িত বহিলে উহা সর্ব্বাংশে চুম্বকের দণ্ডের বা শলাকার অনুরূপ হয়। উহার এক প্রান্ত আপনা হইতে উত্তরমুখে ও অপর প্রান্ত দক্ষিণমুখে থাকে। চুম্বকে চুম্বকে যেমন আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ঘটে, কুণ্ডলীতে চুম্বকে ও কুণ্ডলীতে কুণ্ডলীতে ঠিক সেইরূপ আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি ঘটিয়া থাকে, অথবা কুণ্ডলীতে দরকার কি। খানিকটা তার কেবল এক পাক মাত্র ঘুরাইয়া (কতকটা অঙ্গুরীর মত করিয়া) উহাতে তাড়িতস্রোত চালাইলে উহা চুম্বকধর্ম্মাক্রান্ত ইস্পাতের থালা বা রেকাবের মত কাজ করে। উহার একটা দিক্ বা পাশ উত্তরবর্ত্তী ও অন্য পাশ দক্ষিণবর্ত্তী হইতে চায়। আবার এইরূপ দুইটা অঙ্গুরী পরস্পর সম্মুখীন করিলে উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হয়। প্রবাহ যদি দুই-টাতেই একমুখে চলে, তবে আকর্ষণ ঘটে, বিপরীত মুখে চলিলে বিকর্ষণ ঘটে। ফরাসী পণ্ডিত আঁম্পেয়ার প্রথমে উচ্চ-গণিত প্রয়োগে এই আকর্ষণাদি ব্যাপার গণনা করেন। সম্প্রতি ফারাডে ও মক্সবেলের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে এই সকল গণনা আরও সহজে সম্পাদিত হয়।

তাড়িত এঞ্জিন।—চুম্বকের পাশের প্রদেশকে চৌম্বক প্রদেশ বলিব। ঐ প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহা চুম্বকত্ব পায়। চৌম্বক প্রদেশের প্রধান লক্ষণই এই যে সেখানে আর আর চুম্বককে যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা যায় না। সেই অপর চুম্বককে যে ভাবেই রাখ, ছাড়িবামাত্র উহা ঘুরিয়া একটা নির্দ্দিষ্টরূপ অবস্থান গ্রহণ করিবে। সেখান হইতে বলপূর্ব্বক সরাইলেও পুনশ্চ ঘুরিয়া সেই খানে আসিবে। তাড়িতপ্রবাহের চারিপাশেও চৌম্বক-প্রদেশ। সেখানেও চুম্বক বা অন্য তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে যে সে অবস্থানে রাখা চলে না। তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। কাজেই এই চৌম্বক প্রদেশে চুম্বক ও তাড়িতপ্রবাহ আপনা হইতে গতিহীন হয়। গতিটা প্রধানতঃ ঘূর্ণন-গতি। কৌশলক্রমে তাড়িতপ্রবাহের পুনঃ পুনঃ দিক্-পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া এই গতিকে স্থায়ী ঘূর্ণনে পরিণত করা চলে। প্রবল তাড়িতপ্রবাহ তারের কিয়দংশে প্রবাহিত থাকিয়া শক্তিশালী চৌম্বক-প্রদেশের সৃষ্টি করে। সেই প্রদেশে তারের অপর অংশ এরূপে সাজান থাকে, যে উহাতে প্রবাহ চলিবামাত্র উহা বেগে ঘুরিতে আরম্ভ করে। উহার সহিত বড় বড় চাকা সংলগ্ন করিয়া অবলীলাক্রমে ঘুরান চলে। সাধারণ বাষ্পীয় এঞ্জিনে যে সকল কাজ হয়, এইরূপ তাড়িত-এঞ্জিনেও তৎসমুদয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে। বাষ্পীয় এঞ্জিনের কাজ তাপ হইতে জন্মে, উহা কয়লা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। তাড়িত এঞ্জিনের কাজও তাড়িতশক্তি হইতে জন্মে, এবং উহা কোষের মধ্যে গন্ধকদ্রাবকে দস্তা পোড়াইয়া পাওয়া যায়। গন্ধকদ্রাবকের সহিত দস্তার সম্মিলন সাধারণ দাহনক্রিয়া হইতে মূলতঃ অভিন্ন নহে। কয়লা অপেক্ষা দস্তাতে ব্যয় বাহুল্য বলিয়া তাড়িত এঞ্জিন বাষ্পীয় এঞ্জিনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই।

তাড়িত-প্রবাহের সহিত চুম্বকের সম্বন্ধ।—চুম্বকের সহিত তাড়িত-প্রবাহের এই সাধর্ম্ম্য দেখিয়া উভয়ের প্রকৃতিগত অভিন্নতা সহজেই মনে আইসে। চুম্বক মধ্যে লোহার প্রত্যেক অণুর চারিদিকে তাড়িতপ্রবাহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনুমান করিলে উভয়ের এই সাদৃশ্য বেশ বুঝা যায়। বিবিধ যুক্তি এই অনুমানে সমর্থন করে। বস্তুতঃ লৌহমাত্রেরই (তাহাতে চুম্বকত্ব থাক আর নাই থাক) প্রত্যেক অণু তাড়িতের এক একটা ক্ষুদ্র আবর্ত্তস্বরূপ। লাটিম যেমন একটা অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরে, পৃথিবী যেমন আপন অক্ষ-রেখার উপর আবর্ত্তন করিতেছে, প্রত্যেক আণবিক তাড়িত-আবর্ত্ত সেইরূপ এক একটা অক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার চারিদিকে চিরকাল ঘুরিতেছে। সাধারণ লৌহপিণ্ডে এই অক্ষরেখাগুলি ইতস্ততঃ বিভিন্নদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে, চুম্বকে এই অক্ষরেখাগুলি প্রধানতঃ একই দিকে থাকে। আর

শুধু চুম্বকের অভ্যন্তরে কেন, চুম্বকের বাহিরে চৌম্বক প্রদেশেও এই আবর্ত্তসকল বর্ত্তমান। আমরা যাহাকে শূন্য বলিয়া থাকি, তাহা বস্তুতঃ শূন্য নহে। কোন একটা অদৃশ্য সামগ্রী সমগ্র শূন্যপ্রদেশ ব্যাপিয়া আছে। চুম্বকের চতুর্দ্দিকে এই অদৃশ্য সর্ব্বদেশব্যাপী পদার্থেও তাড়িতের ক্ষুদ্র আবর্ত্তগুলি বর্ত্তমান। সেখানে এখনও লোহা আনিলে সেই আবর্ত্তগুলি লোহাতে সংক্রান্ত হইয়া উহাতে চুম্বকত্বের উৎপত্তি করে অর্থাৎ সেই আবর্ত্তের বেগে লোহার আণবিক অক্ষরেখাগুলি নির্দ্দিষ্ট মুখে ঘুরিয়া যায়।

তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ।—উপরে বলিয়াছি, চৌম্বক-প্রদেশে তাড়িতপ্রবাহ যদৃচ্ছাক্রমে স্থাপন করা চলে না। সে আপনা হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে। সে আপনা হইতে যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে অবাধে যাইতে দাও। দেখিতে পাইবে প্রবাহ চলিতে চলিতে একটু ক্ষীণ হইল। যেন প্রবাহ যে মুখে চলিতেছিল, তাহার বিপরীত মুখে আর একটা প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বতন প্রবাহকে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিয়া দিল। প্রবাহ যেদিকে যাইতে চায়, উহাকে সেদিকে যাইতে দিও না; বলপূর্ব্বক উহার উল্টা মুখে ঠেলিয়া লইয়া চল। দেখিবে প্রবাহ আরও একটু প্রবল হইয়া উঠিল। যেন আর একটা নূতন প্রবাহের উৎপত্তি হইয়া পূর্ব্বতন প্রবাহকে বাড়াইয়া দিল। চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে কখন ক্ষীণ হয়, কখন প্রবল হয়; অথবা এ মুখে বা ও মুখে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি হইয়া বর্ত্তমান প্রবাহকে কমায় বা বাড়ায়। চৌম্বক প্রদেশে গতির বশে এই নূতন প্রবাহ-সৃষ্টির নাম তাড়িত-প্রবাহের সংক্রমণ। মাইকেল ফারাদে ইহার আবিষ্কর্ত্তা। যে তার অথবা পরিচালক দ্রব্য চৌম্বক প্রদেশে চলিয়া বেড়াইতেছে, উহাতে তাড়িত-প্রবাহ একবারে আদ্যন্তহীন হইলেও এই গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়। উহা যতক্ষণ চলে, প্রবাহ ঠিক্ ততক্ষণ থাকে; গতি বন্ধ হইলে প্রবাহও বন্ধ হয়। বলা বাহুল্য তারকে চুম্বকের কাছ দিয়া লইয়া গেলে যে ফল, চুম্বককে দূর হইতে তারের নিকটে আনিলেও ঠিক্ সেই ফল। আবার তাড়িত-প্রবাহ সকল বিষয়ে চুম্বকের সদৃশ; সুতরাং তারের নিকট একটা প্রবাহ সহসা উপস্থিত করিলেও ঠিক সেই ফল। গতির বশে নূতন প্রবাহের আবির্ভাব হয়; নবাবির্ভূত প্রবাহ এমন দিকে বহিতে থাকে, যাহাতে সেই গতিকেই আবার বাধা দেয়। এই হিসাবটী স্মরণ রাখিলে কোন্ মুখে প্রবাহ জন্মিবে সহজে বলা চলে। হঠাৎ ঘোড়া চলিলে আরোহী যেমন পশ্চাতে ঝোঁকে, আর হঠাৎ থামিলে আরোহী সম্মুখে ঝোঁকে কতকটা সেইরূপ। সহসা তাড়িত-প্রবাহ কোন তারে চালাইতে গেলে ভিতর হইতে যেন একটা বাধা পড়ে; সহসা প্রবাহমান স্রোতকে থামাইতে গেলে উহা থামিতে চাহে না, বরং ক্ষণকালের জন্য প্রবলতর হয়, সেও এই কারণে। চৌম্বক প্রদেশে একটা তারকে ঘুরাইলেই উহাতে প্রবাহের আবির্ভাব বা সংক্রমণ হইবে ইহাই সাধারণ নিয়ম। চৌম্বক-প্রদেশে কোন না কোন চুম্বকের অথবা তদনুরূপ তাড়িত-প্রবাহের প্রভাব বিদ্যমান। সেই প্রভাব সর্ব্বত্র সমান না হইতে পারে। কোথাও প্রভাব অধিক, কোথাও অল্প। অধিক প্রভাব হইতে অল্প প্রভাবের স্থানে, অথবা অল্প প্রভাব হইতে অধিক প্রভাবের স্থানে যে কোন পরিচালককে লইয়া যাওয়া যায় উহাতেই হয় এ মুখে নয় ও মুখে তাড়িত-প্রবাহ জন্মিবে। যতক্ষণ চলিবে প্রবাহের স্থিতি ততক্ষণ। যদি উভয়ত্র প্রভাব সমান হয়, তাহা হইলে প্রবাহ না জন্মিতেও পারে। পরিচালকটা যত বেগে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবে, উৎপন্ন প্রবাহও তত প্রবল ও পুষ্ট হইবে। বস্তুতঃ তামার তারকে কয়েক পাক জড়াইয়া অতিবেগে চৌম্বক প্রদেশে চালাইতে বা ঘুরাইতে থাকি খুব প্রবল তাড়িত-প্রবাহ পাওয়া যাইতে পারে। ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাড়িত-প্রবাহ এইরূপে উৎপাদন করিলে উগ্রতা ও উদ্ধৃতি বিষয়ে উহা তাড়িতযন্ত্রোৎপন্ন প্রবাহের তুলনীয় হয়।

বস্তুতঃ রুমকর্ফের কুণ্ডলী (Roomkorff's coil) নামক যে একরূপ যন্ত্র সচরাচর ব্যবহৃত হয়, উহাতে তাড়িত-প্রবাহের উদ্ধৃতি এত অধিক যে, সেই প্রবাহ অনায়াসে অপরিচালক বায়ুভেদ করিয়া যায়। দু ইঞ্চি, দশ ইঞ্চি দীর্ঘ তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ ছোট খাটো কুণ্ডলী দ্বারা অনায়াসে পাওয়া যায়। প্রকাণ্ডকোষ ব্যাটারিতে সিকি ইঞ্চি স্ফুলিঙ্গ মিলে না। বায়বীয় পদার্থে তাড়িতস্ফুলিঙ্গ চলিলে যে সকল ব্যাপার ঘটে, সে সমুদায়ই এই যন্ত্রের সাহায্যে সুচারুরূপে দেখান যাইতে পারে। গাইস্লরের নলের কথা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। উহার ভিতরে বিবিধ বায়বীয় পদার্থ অল্প মাত্রায় থাকে। তাহার মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ চলিলে বিবিধ বর্ণের বিচিত্র আলোকের বিকাশ হয়। ক্রুক্‌স্ সাহেব কাচের নলের ভিতর হইতে বায়ু প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাষিত করিয়া কুণ্ডলীদ্বারা তাড়িতপ্রবাহ চালাইয়া বিবিধ বিস্ময়কর ঘটনা দেখাইয়াছেন। ক্রুক্‌সের নলের ভিতরে বায়ু প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। গোটাকতক অণু এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি

করিয়া বেড়ায়। ইহারাই তাড়িত বহন করিয়া ইতস্ততঃ ছুটে। নলের ভিতর এক টুকরা খড়ী, একখণ্ড হীরক প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ রাখিলে এই সকল অণু উহাদের গায়ে ধাক্কা দিয়া বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের আলোক বিকাশ করে। ক্রুক্‌স্ নলের এই সকল ব্যাপার অতি সুন্দর ও মনোহর।

রুমকর্ফের কুণ্ডলীতে যে উগ্র তাড়িতপ্রবাহ জন্মে, তাহা একটানা অবিচ্ছেদ স্রোতে বহে না। থাকিয়া থাকিয়া ও থামিয়া থামিয়া বহে। মিনিটের মধ্যে বিশ ত্রিশ বার অথবা দু'শ চারি'শ বার করিয়া থামে ও বহে। এই বিচ্ছেদের সংখ্যা যদি কোনক্রমে দশক ও শতক ছাড়াইয়া লক্ষক ও নিযুতকে তোলা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহের উগ্রতা ও উৎকৃতি খুব উচ্চে উঠান যায়, তাহা হইলে ক্রুকস্ নলকে আর যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন রাখারও দরকার করে না। যন্ত্রের পার্শ্বে কোন স্থানে নলকে রাখিলেই উহার অন্তর্দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, মধ্যে মনুষ্যের শরীর ব্যবধান থাকিলে উগ্র তাড়িত প্রবাহ তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া যায় ও দূরস্থ নলকে প্রদীপ্ত করে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে যাহার শরীর ভেদ করিয়া যায়, সে কিছুই টের পায় না। সাধারণ রুমকর্ফের যন্ত্রের বা সাধারণ ডাক্তারি ব্যাটারির ধাক্কা মনুষ্যশরীর সহিতে পারে না; কিন্তু এই অত্যুগ্র তাড়িত-প্রবাহের ধাক্কা সেকেণ্ডে শতলক্ষবার প্রচণ্ড উগ্রতার সহিত দেহ ভেদ করিলেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তিন চারি বৎসর মাত্র হইল ইতালীয় যুবক নিচ্‌লা টেস্‌লা এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কৃত করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

ডাইনামো।—চৌম্বক প্রদেশে তামার তার বেগে ঘুরাইলে পুষ্ট ও উগ্র তাড়িতস্রোত জন্মে। পুষ্ট অর্থে পরিমাণে অধিক। উগ্র অর্থে উৎকৃতি বিষয়ে উচ্চ। ক্লার্ক, সাইমেনস্, গ্রাম, এডিসন প্রভৃতির প্রস্তুত বিবিধ ডাইনামো আজ-কাল বিবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। চৌম্বক প্রদেশ বিবিধ প্রকারে প্রস্তুত হয়। কোথাও বড় বড় প্রতাপশালী ইস্পাতের চুম্বক ব্যবহৃত হয়। কোথাও ব্যাটারি হইতে তাড়িতপ্রবাহ বৃহৎ লৌহপিণ্ডে জড়াইয়া ঐ লৌহকে পরাক্রান্ত চুম্বকে পরিণত করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মিতেছে তাহারই কিয়দংশ বা সমস্তটা লৌহপিণ্ডে বেষ্টন করিয়া চুম্বক তৈয়ার হয়। প্রবাহ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়; চুম্বকের প্রভাবও ততই বাড়ে। প্রবাহ ও চুম্বক উভয়েই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া পরস্পরকে আরও প্রবল করিয়া তোলে।

নগরের রাজপথ আলোকিত করিবার জন্য, ট্রেণ চালাইবার জন্য ও অন্যান্য বড় বড় কাজ সম্পাদনের জন্য তাড়িত-প্রবাহ বড় বড় ডাইনামো হইতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এই সকল ডাইনামোর তার বেগে ঘুরাইবার জন্য বাষ্পীয় এঞ্জিনের দরকার। ছোট ছোট ডাইনামো হাতে ঘুরান চলে।

ডাক্তারী ব্যাটারী ক্ষুদ্র ডাইনামো বিশেষ। যে ডাইনামোতে ইস্পাতের স্থায়ী চুম্বকের দ্বারা চৌম্বক প্রদেশ জন্মান হয়, উহাকে ডাইনামো না বলিয়া মাগ্নেটো যন্ত্র বলা হয়। ডাক্তারী ব্যাটারি ক্ষুদ্র মাগ্নেটো মাত্র। একটা ইস্পাতের চুম্বকের কাছে তার ঘুরাইয়া যে প্রবাহ জন্মে, তাহাই রোগীর শরীরে চালিত হয়। এই ব্যাটারীর প্রবাহ একটানা নহে; একবার এ মুখে, একবার ও মুখে চলে। প্রবাহকে একটানা ও অবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ডাইনামোবিশেষে বিশেষ বিশেষ কৌশল আছে।

এক পাক বা কয়েক পাক জড়ান তার চৌম্বক প্রদেশে ঘুরাইলে তাহাতেই রীতিমত প্রবাহ বা স্রোত জন্মে। খানিকটা ধাতুময় পিণ্ডকে চৌম্বক প্রদেশে সহসা ঠেলিয়া দিলে তাহাতে রীতিমত প্রবাহ জন্মে না। তাহার গা বাহিয়া খানিকটা তাড়িত ক্ষণিকের মত সরিয়া যায় মাত্র। তাহার গায়ে যেন তাড়িতের একটা ধাক্কা পড়ে। এই ধাক্কা উহার গাত্র ভেদ করিয়া যত প্রবেশ করে, ততই ক্ষীণ হইয়া যায়, আর উহার প্রবেশের বেগ অতি শীঘ্র শীঘ্র কমিয়া যায়। আর যদি একটা ধাক্কার বদলে পুনঃ পুনঃ সেকেণ্ডে হাজার বার কি লক্ষবার, একবার এ মুখে একবার ও মুখে ধাক্কা পড়ে, তাহা হইলে সেই ধাক্কাগুলা প্রবেশ লাভেই একরকম অসমর্থ হয়। কিয়দ্দূর মাত্র প্রবেশের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া যায় বা উত্তাপে পরিণত হয়।

তাড়িত-প্রবাহের আন্দোলন বা স্পন্দন।—ডাক্তারী ব্যাটারিতে অনেক ডাইনামোতে রুমকর্ফের যন্ত্রে বা টেসলার যন্ত্রে তাড়িতের একটানা স্রোত বহে না। স্রোতটা একবার এ মুখে একবার ও মুখে যায়। প্রকৃত পক্ষে প্রবাহটা যেন আন্দোলিত বা স্পান্দিত হইতে থাকে। এত দিন সকলের ধারণা ছিল তাড়িতের এক একটা স্ফুলিঙ্গ এক একটা ধাক্কা মাত্র। প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে খানিকটা ধন-তাড়িত একমুখে ও ঋণ-তাড়িত অন্যমুখে সহসা চলিয়া যায়। কিন্তু সম্প্রতি স্থির হইয়াছে, এই একটা স্ফুলিঙ্গ একটা মাত্র ধাক্কা নহে; ইহাও একটা আন্দোলন মাত্র। লীডেন-জারে বা তাড়িতযন্ত্রে ক হইতে খ মুখে এক পিঠ হইতে অন্য পিঠে খানিকটা ধন-তাড়িত সহসা বায়ু ভেদ করিয়া গেল; ফলে স্ফুলিঙ্গ জন্মিল; একটা ক্ষণিক আকস্মিক উগ্র প্রবাহ উৎপন্ন হইল। এইরূপ এতকাল বিশ্বাস ছিল। কিন্তু

বস্তুতঃ তাহা নহে। ধাক্কাটা একবার এদিক্ হইতে ওদিক্, আবার ওদিক্ হইতে এদিক্ এইরূপে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করে। প্রবাহ যায়, আবার ফিরিয়া আসে। একটা স্ফুলিঙ্গ ক্ষণিক ব্যাপার; উহার স্থিতিকাল সেকেণ্ডের লক্ষাধিক ভাগ মাত্র। কিন্তু সেই ক্ষণিকের মধ্যে আবার শত লক্ষ ধাক্কা এদিকে ওদিকে পড়িয়া যায়। বহুসংখ্যক বার তাড়িত-প্রবাহের ইতস্ততঃ স্পন্দন বা আন্দোলনের সমষ্টিফল একটা স্ফুলিঙ্গ। একটা স্ফুলিঙ্গের দর্পণগত প্রতিবিম্ব দর্পণের বেগে ঘূর্ণন দ্বারা বিস্ফারিত করিলে প্রতিবিম্বটা কাটাকাটা বোধ হয়। স্ফুলিঙ্গ মধ্যে তাড়িতের আন্দোলনই এইরূপ দেখাইবার কারণ।

তাড়িতের ঢেউ।—পরিচালকের বিভিন্ন অংশে তাড়িতের উদ্ধৃতি বিভিন্ন থাকিতে পারে না। পরিচালকের ইহাই স্বধর্ম্ম। এই স্বধর্ম্মের বশে পরিচালকে তাড়িতপ্রবাহ জন্মে। প্রবাহফলে পরিচালক গরম হয় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র দেশটা চৌম্বক-ধর্ম্মাক্রান্ত হয়। প্রবাহ কেবল পরিচালকের ভিতরেই যায় এমন নহে। তবে অপরিচালকের ভিতর প্রবাহ সহজে যায় না; যখন যায় তখন একটা উগ্র প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া অপরিচালককে ছিঁড়িয়া যায়। ধাক্কাটাও আবার এক মুখে হয় না। একটা ধাক্কা পড়িলেই সাধারণতঃ কিয়ৎক্ষণ তাহার ইতস্ততঃ আন্দোলন চলে। এই আন্দোলন থাকিলে স্ফুলিঙ্গের অন্তর্দ্ধান হয় ও সর্ব্বত্র উদ্ধৃতি সমান হয়। পরিচালক ও অপরিচালকে এই প্রভেদ। অবার প্রবাহ পরিচালকের ভিতর দিয়া যায়, সকল সময়ে ইহা বলা চলে না। পরিচালক প্রবাহের রাস্তাটা দেখাইয়া দেয় মাত্র। তাড়িতস্রোত উহার গা বাহিয়া চলে। শরীরের ভিতর প্রবেশের চেষ্টা করে এবং প্রবেশের পর তাপে পরিণত হয়। প্রবাহ যে রাস্তায় চলে, তাহার চারিপাশে চৌম্বক-প্রদেশ। চতুর্দ্দিকে একবারে বায়ুশূন্য হইলেও উহার চুম্বকত্ব যায় না। অনুমান হয়, শূন্য স্থানেও এমন পদার্থ বিদ্যমান, যাহাতে ঐ চুম্বকত্ব বর্ত্তমান থাকে। বস্তুতঃ আমরা যে স্থানকে শূন্য বলিয়া থাকি তাহা একবারে শূন্য নহে। আলোকবিজ্ঞানে বলে যে, শূন্যস্থান ও পদার্থবিশেষ একবারে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত। ঐ পদার্থকে ইংরাজীতে ঈথর বলে; বাঙ্গালায় আকাশ বলিব। এই আকাশ অর্থে শূন্য নহে; উহা শূন্যব্যাপী পদার্থবিশেষ। এই ঈথর বা আকাশ সূক্ষ্ম, অদৃশ্য ও অনুভবের অতীত হইলেও অত্যন্ত কঠিন স্থিতি-স্থাপক পদার্থ, বায়ুকণা ও লোষ্ট্রখণ্ড হইতে গ্রহনক্ষত্র পর্য্যন্ত ইহার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, অথচ আশ্চর্য্য যে কাঠিন্যবিষয়ে ইস্পাতও ইহার নিকট পরাজিত। এই আকাশ জড়পদার্থের অণু সকলের ইতস্ততঃ কম্পন ও আন্দোলন-জাত ধাক্কার ঢেউ বহন করে। ঢেউগুলি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে আকাশের ভিতর দিয়া চলে।

সম্ভবতঃ তাড়িতপ্রবাহ চতুঃপার্শ্বস্থ আকাশেই এই চৌম্বক-ধর্ম্ম দেয়। মাইকেল ফারাদে চুম্বকের সহিত আলোকের কতিপয় সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন। আলোক আকাশের স্পন্দনমাত্র। এই স্পন্দনের একটা নির্দিষ্ট দিক্ আছে। চৌম্বক প্রদেশে এই স্পন্দনের দিক্‌কে ঘুরাইয়া দিতে পারে। চৌম্বক-ধর্ম্ম যে আকাশেরই ধর্ম্ম, ইহা হইতে ও অন্যান্য কারণেও অনুমিত হয়।

চৌম্বক-ধর্ম্ম যদি আকাশেরই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে যে স্থলে তাড়িতপ্রবাহ এক টানে না বহিয়া ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে, সেখানে এই আকাশেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইবে। জড়-পদার্থের অণুর কম্পনে ঢেউ জন্মিয়া যেমন চারিদিকে আকাশে ব্যাপ্ত হয় ও আলোকের উৎপাদন করে, তাড়িতের আন্দোলনেও এইরূপ ঢেউ জন্মিয়া চারিদিকে আকাশে প্রসারিত হইবে। এই সকল ঢেউকে তাড়িতোর্ম্মি বা চৌম্বকোর্ম্মি বলিতে পারা যায়। বস্তুতঃ কোনস্থানে তাড়িতের একটা ঢেউ উৎপন্ন হইলে তার সঙ্গে চুম্বকত্বেরও ঢেউ জন্মিবে, উভয়ে সহবর্ত্তী ও সহচারী; কেননা যেখানে তাড়িতের প্রবাহ, উহার পার্শ্বেই চুম্বকত্বের আবির্ভাব ঘটে। তাড়িতের প্রবাহের তুলনা স্রোতের সহিত, চুম্বকের তুলনা আবর্ত্ত বা ঘূর্ণীর সহিত এবং এই প্রবাহের সহিত ঘূর্ণীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখা যায়।

যে আকাশে আলোক বহে, সেই আকাশেই তাড়িতের ঢেউ কেন বহন না করিবে, মনস্বী ক্লার্ক মক্সবেলের মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়। যদি উহাই হয় অর্থাৎ যদি একই আকাশ উভয় ঢেউ বহন করে, তাহা হইলে আলোকের ঢেউ ও তাড়িতের ঢেউ উভয়ই একই বেগে আকাশপথে ধাবিত হইবারই সম্ভাবনা। বিবিধ যুক্তিদ্বারা মক্সবেল নিজ মত সমর্থন করিয়াছিলেন।

তাড়িতের স্ফুলিঙ্গ যে কম্পন বা আন্দোলনমাত্র উহা কয়েক বৎসর হইল স্থির হইয়াছে। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে যে চতুঃপার্শে আকাশে তাড়িতের ঢেউ জন্মিতে পারে, মক্সবেল তাহা অনুমানমাত্র করিয়াছিলেন। সেই সকল ঊর্ম্মির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। জর্ম্মণ পণ্ডিত হার্টজ (Hertz) ১৮৮৭ সালের শেষভাগে আকাশবাহী তাড়িতোর্ম্মির অস্তিত্ব সকলকে প্রত্যক্ষ করান। তদবধি

তাড়িতোর্ম্মি এক রকম চর্ম্মচক্ষুর গোচর হইয়াছে। ঢেউগুলি কত লম্বা তাহার পরিমাণ হইয়াছে। সেকেণ্ডে কতগুলা করিয়া ঢেউ চলে উহার গণনা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে তাড়িতোর্ম্মিও ঠিক আলোকোর্ম্মির মত একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল বেগে আকাশ বাহিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়। দেখা গিয়াছে, তাড়িতোর্ম্মি সর্ব্বাংশেই আলোকোর্ম্মিরই অনুরূপ, সদৃশ ও সজাতীয়। মক্সবেলের অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে, এই আবিষ্কার বোধ হয় সকলেরই প্রধান।

ফলে তাড়িতের ঢেউ ও আলোকের ঢেউ সর্ব্বাংশে সমধর্ম্মা। আলোকের রশ্মি যেমন প্রতিফলিত, বক্রীকৃত বা বিবর্ত্তিত ও বিস্ফারিত হয়, তাড়িতের রশ্মিও ঠিক সেইরূপ আচরণ করে। আলোকের স্পন্দনের যেমন নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে, তাড়িতোর্ম্মির স্পন্দনেরও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট দিক্ আছে। তাড়িতের উর্ম্মিগুলির প্রকৃতি লইয়া বিবিধ গবেষণা অদ্যাপি চলিতেছে। আমাদের স্বদেশী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সম্প্রতি এই সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

উভয় উর্ম্মির মধ্যে অন্য বিভেদ নাই, বিভেদ কেবল দৈর্ঘ্য লইয়া। বর্ণভেদে আলোকোর্ম্মির মধ্যেও আবার ছোটবড় আছে। সাধারণতঃ চক্ষুর গোচর আলোকের ঢেউ অতি ক্ষুদ্র, এক ইঞ্চির লক্ষভাগ বা দশলক্ষ ভাগ হিসাবে উহাদের দৈর্ঘ্য মাপ হয়। তাড়িতের ঢেউগুলা খুব বড় বড়। দু হাত দশহাত হইতে দু মাইল দশমাইল দীর্ঘ ঢেউ আকাশপথে দেখা গিয়াছে। উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা ক্ষুদ্র ঘনান্দোলিত প্রবাহোৎপাদন দ্বারা এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত তাড়িতোর্ম্মির উৎপাদন হইয়াছে। অণুপ্রমাণ যন্ত্রের সৃষ্টি হইলে তাপাদির সাহায্য ব্যতীত আলোকসৃষ্টিও সম্ভবপর হইবে।

মক্সবেল ও হার্টজের গবেষণা ফলে আলোক তাড়িতেরই ছোট ছোট ঢেউমাত্র স্থির হইল, এবং আলোকবিকাশ তাড়িত-বিজ্ঞানেরই শাখা হইয়া গেল।

* তাড়িতের স্বরূপ।—তাড়িতের স্বরূপ এখন কতকটা বুঝা যাইতে পারে। আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, ধাতু পদার্থের ভিতর আকাশ যেন তরল; অপরিচালক মধ্যে ও শূন্যদেশে আকাশ যেন কঠিন। কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া ধাক্কা সঞ্চারিত হয়, তরলের ভিতর হয় না। কঠিনে টান পড়ে, তরলে টান পড়ে না। ইস্পাত বা কাঠের সহিত কাদা বা মোমের তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। উভয়ের বৈষম্যে আকাশে টান পড়ে। টানে আকাশ ডাহিনে সরিলে যদি ধন-তাড়িতের আবির্ভাব হয়, বামে সরিলে ঋণ-তাড়িতের আবির্ভাব হইবে। ডাহিনে একটু সরিলে সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বামেও একটু সরে। ধন-তাড়িতের সঙ্গে সঙ্গে ঋণ-তাড়িতেরও বিকাশ হয়। অপরিচালক মধ্যে টান থাকে, পরিচালকের মধ্যে টান নাই, তাই অপরিচালক হইতে পরিচালকে প্রবেশমাত্র একটা পরিবর্ত্তন অনুভূত হয়। সেইজন্য ধাতুময় পদার্থের গায়ে ভিন্ন অন্যত্র তাড়িতের বিকাশ বুঝা যায় না। ধাতুর ভিতর যৎসামান্য টানেই তরল আকাশে স্রোত জন্মে, যতক্ষণ টান থাকে, ততক্ষণ স্রোত থাকে। এই স্রোত তরল জলস্রোতের সহিত তুলনীয়। অপরিচালকের ভিতর কঠিন আকাশে অল্প টানে প্রবাহ জন্মে না, অধিক টানে আকাশ ছিঁড়িয়া যায়। অপরিচালকের টান ইস্পাতের টানের সহিত তুলনীয়। আকাশ ছিঁড়িয়া গেলে উত্তাপ, আলোক, স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতির বিকাশ হয়। কঠিন আকাশ স্থিতিস্থাপক পদার্থ; টানে ছিঁড়িবার পর দুলিতে বা স্পন্দিত হইতে থাকে। সেই স্পন্দন চতুর্দ্দিকে আকাশে উর্ম্মির উৎপাদন করিয়া আকাশ কর্ত্তৃক দশধা বিপুল বেগে প্রবাহিত হয়। অপরিচালক ভেদ করিয়া ধাক্কার পর ধাক্কা, উর্ম্মির পর উর্ম্মি সঞ্চারিত হয়; পরিচালক ভেদ করিতে পারে না। কেননা পরিচালক ধাক্কা সঞ্চালনে অক্ষম, ধাক্কা পাইলেই তরল আকাশ সরিয়া গড়াইয়া যায়। ধাক্কা উহার গায়ে লাগিয়া ফিরিয়া আইসে ও প্রতিফলিত হয়; যদি একটু প্রবেশ করে, তাহা কিয়দ্দূর যাইতে যাইতেই তরল পদার্থের ঘর্ষণে তাপে পরিণত হয়। তাড়িতের প্রবাহ চারিদিকের আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘূর্ণী বা আবর্ত্ত উৎপাদন করে, সেই প্রদেশ চৌম্বকপ্রদেশে পরিণত হয়। সেই প্রদেশে লোহা রাখিলে তাহার অণুগুলি বেষ্টন করিয়া আকাশের আবর্ত্ত ঘুরিতে থাকে। অণুগুলাও হয়ত নির্দ্দিষ্ট মুখ অক্ষরেখার উপরে ঘুরিতে থাকে। শুধু লোহা কেন অন্যান্য জড়-পদার্থের অণুতেও এই আবর্ত্তোৎপাদন ও এই ঘূর্ণমানত্ব হয়। ফারাডে দেখাইয়াছেন, পদার্থমাত্রই অল্পবিস্তর চুম্বকধর্ম্ম পাইতে পারে। তাড়িতের ঢেউগুলা বড় বড় হইলে সাধারণ অপরিচালক পদার্থ ভেদ করিয়া যায়; সাধারণ পরিচালকের গায়ে লাগিয়া প্রতিফলিত হয় ও ফিরিয়া আইসে। সেই জন্য এতদিন উহাদের অস্তিত্ব ধরিতে পারা যায় নাই। ছোট ছোট ঢেউগুলি পরিচালক ধাতু পদার্থের গায়ে পড়িয়া কতকটা প্রতিফলিত হয়, কতকটা বা ভিতরে ঢুকিয়া উত্তাপ জন্মায়; কাজেই তাপমিতি, তাপমানযন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা ধরা পড়ে, উহা-

এই মধ্যে আবার কতকগুলা ছোট ছোট ঢেউ চক্ষুর স্নায়বিক যন্ত্রে গৃহীত হইয়া দৃষ্টিবিধান করে। পরিচালকের ভিতর দিয়া তাড়িতের ঢেউ বা আলোকের ঢেউ যাইতে পারে না। ধাতুপদার্থ মাত্রই এইজন্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছতাহীন।

রন্টগেনের আবিষ্কৃত রশ্মি।—বর্ত্তমান বর্ষের (১৮৯৬) আরম্ভে অষ্ট্রিয়-অধ্যাপক রন্টগেন (Rontgen) এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। উপরে ক্রুক্‌স্ নলের কথা বলিয়াছি। উহার অভ্যন্তর প্রায় বায়ুশূন্য, বায়বীয় পদার্থের গোটাকতক অণু-তাড়িত বহন করিয়া ছুটাছুটি করে ও পদার্থবিশেষে প্রতিহত হইলে বিচিত্র আলোক জন্মায়। রন্টগেন দেখাইয়াছেন, ক্রুক্‌স্ নলের ভিতর হইতে একরকম রশ্মি নির্গত হয়, যাহা আলোকরশ্মি বা তাড়িতরশ্মি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতিক। কাঠ, কাল কাগজ প্রভৃতি অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া এই রশ্মি অবাধে বাহির হয়। ধাতুর মধ্যে আলুমিনিয়মকে সহজে ভেদ করে, সীসাকে ভেদ করিতে পারে না। কাচের ভিতর দিয়া সহজে যাইতে পারে না। নলের বাহিরে অদৃশ্য রশ্মিগুলি সরলরেখাক্রমে চলে। বাহিরে ফটোগ্রাফির জন্য তৈয়ারি কাগজ বা কাচ ধরিলে আমাদের চিরপরিচিত আলোকের দাগের মত দাগ পড়ে। বিশেষ বিশেষ পদার্থে পড়িলে উহাকে প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল করে। রাস্তায় যদি সীসা বা কাচের মত জিনিষ ধরা যায়, যাহাকে ঐ রশ্মি ভেদ করিতে পারে না, উহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যের ছায়া পড়ে। মনুষ্য-শরীরের অস্থিকঙ্কাল এই রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ, মাংসপেশী প্রভৃতি অংশ স্বচ্ছ। কাজেই রশ্মির পথে মানুষ দাঁড়াইলে উহার কঙ্কাল ভাগের ছায়া পড়ে এবং ফটোগ্রাফি দ্বারা বা আলোকজনন দ্বারা সেই কঙ্কালের ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়। হাড়ের ভিতর কোন স্থান ভাঙ্গিলে, কোথাও কোন ব্যাধি হইলে, কোথাও সীসার গুলি প্রবেশ করিলে, এই নূতন ফটোগ্রাফিতে উহা সহজে ধরা পড়ে।

ক্রুক্‌স্ নল ভিন্ন অন্য উপায়েও এই রশ্মি উৎপাদনের চেষ্টা কতক সফল হইয়াছে। এই রশ্মির আবিষ্কারে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী চকিত হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহ, প্রতি দিন, ইহার সম্বন্ধে নূতন তথ্য বাহির হইতেছে। বস্তুতঃ রন্টগেন একটা নূতন জগতের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাড়িত-রশ্মির সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে বোধ করি পদার্থ-বিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করিবে।

উপসংহার।—শতবৎসর পূর্ব্বে তাড়িত কৌতুকের সামগ্রী ছিল। সম্প্রতি মনুষ্যের সভ্যতা ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে রন্টগেনের রশ্মির আবিষ্কার হইল। ১৯৯৬ অব্দে বিজ্ঞানের অবস্থা কি হইবে তাহা কল্পনারও অগোচর।

তাড়িতবার্ত্তা, তারের খবর। (Electric telegraph) কিরূপ সঙ্কেতাদি দ্বারা পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করা হইত, তাহা টেলিগ্রাফ শব্দে কিছু কিছু লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ, ঐ সমস্ত সঙ্কেত সমূহ মধ্যে এবং সময়ে সময়ে স্থলভাগে প্রয়োজনীয় হইলেও তাড়িতের আবিষ্কারের পর ইহাই বিজ্ঞানবলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বার্ত্তাবহরূপে সর্ব্বত্র নিয়োজিত হইয়াছে। তাড়িত দ্বারা যেরূপ অতি সহজে বহুদূরবর্ত্তী প্রদেশেও অতি অল্প সময় মধ্যে অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ করা যায়, তাহা অতীব বিস্ময়কর। বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষে তাড়িতের এই উপযোগিতা এখন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত সভ্যদেশেই সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহারে লাগিতেছে এবং সন্ধি-বিগ্রহ, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রভূত উপকার সাধন করিতেছে। সভ্য-সমাজের দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য এই মহোপকারী ব্যাপার কিরূপে আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ তাহার স্থুল মর্ম্ম আমরা এস্থলে বর্ণনা করিতেছি।

তাড়িতের অত্যদ্ভুত দ্রুতগতির আবিষ্কারের পরই ইহা দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে সঙ্কেত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বিশপ্ ওয়াট্‌সন্ সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন। তিনি ৬০০ ফিট দীর্ঘ তার দিয়া একটা লীডেন-জার (Leyden-jar) তাড়িত মুক্ত করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে-স্কট্‌স্ ম্যাগাজিন (Scot's Magazine) নামক পত্রিকায় কিরূপে তাড়িত দ্বারা দূরবর্ত্তী স্থানে অক্ষর প্রেরণ করা যায়, তাহার এক সহজ উপায় বর্ণিত হয়। কিন্তু উহা কদাপি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জেনিভা নগরে ২৪টী অক্ষরের জন্য ২৪টী তারে প্রত্যেকে এক একটী পিথ-বল ইলেক্ট্রোস্কোপ (Pith-ball electroscope) সংযুক্ত করিয়া টেলিগ্রাফ প্রস্তুত হয়। ঐ বর্ষেই জর্ম্মণিতে রিউসর (Reusser) পিথ-বলের পরিবর্ত্তে সোণার দুইটী পাত ও উহাতে একবারে অক্ষর লিখিয়া তদ্দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। এই সমস্ত টেলিগ্রাফ ঘর্ষণ-জনিত তাড়িত (Frictional electricity) দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহাতে অনেক সময় কষ্টে সঙ্কেত জ্ঞাপিত হইত, কখন কখন বা পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হইত, কার্য্যে কিছুই হইত না। অবশেষে ভল্‌টা সাহেব প্রবাহ-তাড়িত (current electricity) আবিষ্কার করিলেন। এই তাড়িত সহজে এবং সুবিধামতে তারের মধ্য দিয়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইতে পারে এবং তাহাতে ইহার শক্তিরও অনুরূপ অপচয় হয় না।

কিরূপে প্রবাহতাড়িত দ্বারা সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে, তাহা লইয়া অনেক পরীক্ষা হইল। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মিউনিকবাসী সোমারিং সাহেব (Sommering) ৩৫টী পৃথক্ পৃথক তার দ্বারা ৩৫টী জলপাত্র সংযুক্ত করিয়া পাত্রস্থ জলের বিশ্লেষণ দ্বারা সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে আঁপেয়ার (Ampere) সাহেব জলপাত্রের পরিবর্ত্তে ২৫টী কোম্পাসের কাঁটার হেলন দ্বারা অক্ষর প্রকাশ করেন। পরে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ব্যারণ স্কিলিং (Baron Schilling) রুষরাজ্যে কেবল একটী মাত্র কোম্পাসের সূচীর পরিদোলন দ্বারা টেলিগ্রাফ প্রস্তুত করেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বেবর (Weber) ও গশ (Gauss) সাহেব দুইটী তার দ্বারা ৯০০০ ফিট্ দূরে একটী ক্ষুদ্র চুম্বক-শলাকা সংলগ্ন দর্পণের আন্দোলন দ্বারা সঙ্কেত পরিচালন করেন। এই যন্ত্র টমসন সাহেবের বর্ত্তমান দর্পণতাড়িতমান-যন্ত্রের (Mirror galvanometer) মত।

উঁহাদিগের প্রার্থনা ক্রমে মিউনিকবাসী অধ্যাপক ষ্টাইন হিল (Stein heil) সাহেব এই বিষয় লইয়া বহুতর পরীক্ষা করেন এবং তাড়িতবার্ত্তার বহু উন্নতি সাধন করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য অপর একটী তার না রাখিয়া একটী তারেরই দুই মুখ দুই ষ্টেশনে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া একটী তার দ্বারাই টেলিগ্রাফ করিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। এই সময় দুইটী কোম্পাসের কাঁটার হেলন-জনিত দুইটী মূল সঙ্কেতের সংমিশ্রণে সমুদায় বর্ণমালা প্রকাশ হইতে লাগিল। এই দুইটী কাঁটা একটী ধন ও অপরটী ঋণ-তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা একই দিকে হেলিয়া পড়িত। কখন কাঁটার গতি দেখিয়া কখন বা কাঁটাদ্বারা এক খণ্ড কাগজের উপর বিন্দু অঙ্কিত করিয়া অক্ষর সূচিত হইত। বিন্দু অক্ষরের জন্য কাঁটার অগ্রভাগ সূচী বা মসীপূর্ণ সূক্ষ্মনল থাকিত। ক্রমশঃ সরিয়া যাইত এবং দুই কাঁটাদ্বারা দুই শ্রেণী বিন্দু অঙ্কিত হইত। স্থায়ী চুম্বক উৎপন্ন তাড়িত দ্বারা এই সমুদায় তাড়িতবার্ত্তা সম্পন্ন হইত।

একটী লৌহদণ্ডের উপর অপরিচালক সূত্রাদি মণ্ডিত তামার তার জড়াইয়া ঐ কুণ্ডলী মধ্যে তাড়িতস্রোত প্রবাহিত করিলে ঐ লৌহ চুম্বকধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, আবার তাড়িত স্রোত বন্ধ হইলে লৌহের চুম্বকধর্ম্ম নষ্ট হয়। এইরূপ তাড়িতীয় চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়া একটী ঘণ্টায় আঘাত করিয়া সঙ্কেত করিবার প্রথা ক্রমে উদ্ভাবিত হইল। ইহাই মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের মূলসূত্র। হুইট্‌ষ্টোন সাহেব (Wheatstone) এই উপায়ে ঘণ্টা বাদিত করিয়া টেলিগ্রাফ করিবার পূর্ব্বে কেরাণীকে সতর্ক করিবার উপায় প্রচলিত করেন।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম তিন দেশে টেলিগ্রাফ ব্যবসা-রূপে সংস্থাপিত হয়। মিউনিকে ষ্টাইনহিল সাহেবের, আমেরিকায় মোর্স সাহেবের এবং ইংলণ্ডে হুইট্‌ষ্টোন ও কুক্ সাহেবের টেলিগ্রাফ প্রচলিত হইল। ইংলণ্ডে লণ্ডন-বার্মিংহাম ও গ্রেট ওয়েষ্টারণ রেলপথে সর্ব্ব প্রথম টেলিগ্রাফ স্থাপিত হয়। ঐ সমুদায় টেলিগ্রাফের তার অপরিচালক পদার্থে মণ্ডিত করিয়া মাটীর নীচে প্রোথিত হইত, কিন্তু ইহাতে ব্যয়-বাহুল্য হওয়ায় কাঠের খুঁটিতে তার ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার কথা হয়। একটী কাঁটার যন্ত্রে একটী তার ও দুইটী কাঁটার যন্ত্রে দুইটী তার দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হইয়া ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ইহার পর হুইট্‌ষ্টোন সাহেব টেলিগ্রাফের অনেক উন্নতিসাধন করেন।

তাড়িতকোষ।—সম্প্রতি যাবতীয় টেলিগ্রাফ প্রবাহ-তাড়িত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। চৌম্বকীয় তাড়িত টেলিগ্রাফে নিয়োজিত করিবার বিস্তর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু উহাতে বিস্তর অনর্থক ব্যয় ও অসুবিধা ঘটে বলিয়া বড় ব্যবহৃত হয় না।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের জন্য এখন নানা দেশে নানা প্রকার তাড়িতকোষ প্রচলিত। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ডানিয়েল সাহেবের তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইত। এখন অধিকাংশ স্থলে উহার পরিবর্ত্তে বাইক্রমেট তাড়িতকোষ অধিক উপযোগী বোধে প্রচলিত হইতেছে। এদেশে টেলিগ্রাফ আফিস সকলে মিনোটোর (Minotto's) তাড়িতকোষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তার।—টেলিগ্রাফের তার সচরাচর লৌহনির্ম্মিত ও দস্তায় মণ্ডিত হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও বিশেষ সুবিধার জন্য তামার তারও ব্যবহৃত হয়। কাঠ বা ধাতুময় খুঁটির উপর সংবদ্ধ চীনামাটীর অপরিচালক টুপি-সংলগ্ন করিয়া তার লইয়া যাওয়া হয়। ঐ সকল টুপি এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, বৃষ্টির সময়েও উহার কতকাংশ শুষ্ক থাকে, সুতরাং তার হইতে তাড়িতপ্রবাহ খুঁটিতে যাইতে পারে না। এইরূপে খুঁটির উপর শূন্যে ঝুলান তারই অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত, তবে স্থানবিশেষে যেখানে বাহিরে বিপদের আশঙ্কা অধিক তথায় ভূগর্ভ দিয়া তার নীত হয়। ভূগর্ভস্থ তার গুটাপার্চা, কুচুক, রবর প্রভৃতি অপরিচালক পদার্থ মণ্ডিত এবং কঠিন নলের মধ্যে স্থাপিত করা হইয়া থাকে। এইরূপ তারে তাড়িতের অপচয় অল্প হয় বটে, কিন্তু ইহা দ্রুত সঙ্কেতজ্ঞাপনের পক্ষে তত উপযোগী নহে।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের পূর্ব্ব পূর্ব্ব আবিষ্কর্ত্তাগণের বিশ্বাস ছিল যে, তাড়িতপ্রবাহ প্রত্যাবর্ত্তন জন্য একটী দ্বিতীয় তার না থাকিলে বার্ত্তাবহ কার্য্য হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ষ্টাইনহিল সাহেব একদা রেলপথের লৌহবর্ত্ম লাইনের তাড়িতবাহী তারের স্থানীয় হইতে পারে কিনা পরীক্ষা করিতে গিয়া আবিষ্কার করেন যে, পৃথিবীই তাড়িত প্রত্যাবর্ত্তন জন্য তারের কার্য্য করিতে পারে। তারের দুইমুখ দুই ষ্টেশনে ভূগর্ভে সংযোগ করিয়া দিলে, উহাদিগকে অপর একটী তার দ্বারা সংযোগ করার কার্য্য হয়। তাহা হইলেও তারে যেরূপ বাস্তবিক তাড়িতস্রোত ফিরিয়া আসে পৃথিবী দিয়া সেরূপ ফিরিয়া আসে না। পৃথিবী তারের উভয় মুখ হইতে দুই বিভিন্নপ্রকার তাড়িত শোষণ করিয়া লয়, সুতরাং তারের মধ্যে তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহত থাকে। ভূগর্ভে তার উত্তমরূপে প্রোথিত হওয়া প্রয়োজন। তারের এক প্রান্তে বৃহৎ তামার পাত সংলগ্ন করিয়া সচরাচর গভীর পুষ্করিণী বা কূপাদিতে প্রোথিত করা হয়। বড় বড় সহরে গ্যাস বা জলের কলের নলের সহিত তারের মুখ সংযোগ করিলে উত্তম ভূ-সংযোগ হয়। স্থানবিশেষে বজ্রাঘাত-নিবারক দণ্ডের সহিত সংযোগ করিলেও চলে। ফলতঃ তারের প্রান্ত যে ভূমিতে প্রোথিত হয়, তাহা যেন সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে, কখন শুষ্ক হইয়া না যায়।

তাড়িত-বার্ত্তাবহের মূল উপাদান তিনটী যথা—১ম দুই স্থানের মধ্যে ধাতুময় তারের সংযোগ ও তাড়িতপ্রবাহ-উৎপাদক একটী যন্ত্র। ২য়, এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ দান করিবার যন্ত্র। ৩য়, সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র। যে কৌশলে এই সকল ব্যাপার বিশেষতঃ শেষোক্ত দুই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা বহু প্রকার। তন্মধ্যে কাঁটার টেলিগ্রাফ, ডায়েল টেলিগ্রাফ, এবং প্রিন্টিং টেলিগ্রাফ বা মুদ্রণবার্ত্তা প্রধান।

কোম্পাসের কাঁটা বা সূচীর টেলিগ্রাফ প্রধানতঃ একটী তড়িৎপ্রবাহমানযন্ত্র (Galvanometer) ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটী অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তারকুণ্ডলী মধ্যে ঊর্দ্ধাধোভাবে একটী চুম্বকশলাকা লম্বিত ও এই চুম্বকশলাকার সহিত তারের একটী কাঁটা সংলগ্ন থাকে। এই শেষোক্ত কাঁটাই যন্ত্রের বাহিরে দৃষ্ট হয়। তার দিয়া বিভিন্ন প্রকার তাড়িতপ্রবাহ ঐ কুণ্ডলী মধ্যে প্রবাহিত করিলে চুম্বক-শলাকা দুই বিভিন্ন দিকে হেলিতে থাকে। তাহাতেই সঙ্কেত বুঝা যায়। প্রেরক ইচ্ছামত ধন বা ঋণ-তাড়িত প্রবাহ চালাইয়া ঐ কাঁটাকে ডাহিনে বা বামে হেলাইতে পারেন।

ডায়েল টেলিগ্রাফে একটী ডায়েল বা গোলাকৃতি কাগজে ২৪টী অক্ষর লেখা থাকে। কেন্দ্রস্থলে বদ্ধ একটী কাঁটা তাড়িতীয় চুম্বকের বলে দূরবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়। ঐ কাঁটা যে অক্ষরের দিকে নির্দ্দেশ করে, উহাই প্রেরিত অক্ষর ধরিতে হয়। এইরূপ টেলিগ্রাফে বিস্তর সময় নষ্ট হয় এবং যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল বলিয়া সহজেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। অব্যবসায়িগণ স্ব স্ব ব্যবহার জন্য এইরূপ টেলিগ্রাফ কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন; নতুবা সাধারণ কার্য্যে ইহা একটা বড় ব্যবহৃত হয় না।

মোর্সের টেলিগ্রাফ—এই টেলিগ্রাফ সম্প্রতি বহুল প্রচলিত। মোর্সের টেলিগ্রাফের প্রধান অঙ্গ একটী লৌহ-দণ্ড এবং তাড়িতপ্রবাহ গমনকালে ইহার অস্থায়ীরূপে চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্তি। নিম্নে ইহার কার্য্যপ্রণালী মোটামুটী লিখিত হইতেছে।

লৌহনির্ম্মিত একটী তাড়িতীয় চুম্বকের উপর অপরিচালক পদার্থমণ্ডিত তামার তার জড়ান থাকে। ঐ তারের এক প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত অপর প্রান্ত লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ঐ চুম্বকের উপরিভাগে একটী লৌহদণ্ড মধ্যস্থানে অবস্থানের উপর আন্দোলিত হইতে পারে, এরূপ ভাবে বদ্ধ থাকে। একটী ক্ষুদ্র স্প্রিংদ্বারা ঐ দণ্ড চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে। চুম্বক হইতে অপর-দিকে দণ্ডের শেষে একটী সূক্ষ্ম পেন্সিল বা সূচী বদ্ধ থাকে। ঐ সূচী বা পেন্সিলের অতি নিকট দিয়া, কিন্তু উহাকে স্পর্শ না করিয়া একটী কাগজের সরু ফিতা থাকে। এই যন্ত্রকে ইণ্ডিকেটর বা রিসিভার (Indicator or Receiver) অর্থাৎ সংবাদ-নির্দ্দেশ বা গ্রহণ করিবার যন্ত্র বলে।

লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ যেমন ঐ তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলী দিয়া গমন করে, অমনি ইহার লৌহ চুম্বকে পরিণত হয় এবং সম্মিলিত লৌহদণ্ডকে আকর্ষণ করে। দণ্ডের একপ্রান্ত আকৃষ্ট হইয়া নত হইলে অন্যপ্রান্ত উঠিয়া পড়ে এবং উহার পেন্সিল বা সূচী কাগজ সংলগ্ন হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত থাকে, ততক্ষণ সূচী বা পেন্সিল কাগজে সংযুক্ত থাকে এবং তাড়িত-প্রবাহ বন্ধ হইলেই স্প্রিংএর বলে উহার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতস্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত করিয়া সংবাদদাতা ইচ্ছামত অল্প বা অধিক কাল পেন্সিল বা সূচীর মুখ কাগজে সংলগ্ন রাখিতে পারেন। ঐ কাগজের ফিতা একটী চাকায় জড়ান থাকে এবং হস্ত বা ঘড়ির দ্বার কোন যন্ত্রদ্বারা সমানভাবে টানিয়া লওয়া হয়; সুতরাং পেন্সিল

[illegible] বিন্দু · বা রেখা— অঙ্কিত হয়। [illegible] পেন্সিল বা সূচীর পরিবর্ত্তে কালির [illegible] ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে চিহ্নও স্পষ্ট হয় এবং [illegible] ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা কার্য্য হয়। এই বিন্দু ও রেখার বিন্যাস দ্বারা সমস্ত অক্ষর বিন্যাস হইয়া থাকে। নিম্নে মোর্স সাহেবের টেলিগ্রাফের বর্ণমালা লিখিত হইল।

A · —	N — ·	
B — · · ·	O — — —	1 · — — — —
C — · — ·	P · — — ·	2 · · — — —
D — · ·	Q — — · —	3 · · · — —
E ·	R · — ·	4 · · · · —
F · · — ·	S · · ·	5 · · · · ·
G — — ·	T —	6 — · · · ·
H · · · ·	U · · —	7 — — · · ·
I · ·	V · · · —	8 — — — · ·
J · — — —	W · — —	9 — — — — ·
K — · —	X — · · —	0 — — — — —
L · — · ·	Y — · — —	Understood · · · — ·
M — —	Z — — · ·	

দুইটী অক্ষরের মধ্যে একটী ড্যাশ বা রেখা-পরিমিত স্থান ফাঁকা রাখা হয় এবং দুইটী শব্দের মধ্যে উহার প্রায় দ্বিগুণ স্থান ফাঁক রাখা হইয়া থাকে। এক কাঁটার যন্ত্রে | এই চিহ্ন কাঁটার বামদিকে এবং | চিহ্ন দক্ষিণদিকে হেলন বুঝায়। ফলতঃ ইহারা যথাক্রমে মোর্স সাহেবের বিন্দু ও রেখার সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইংরাজী বর্ণমালার ন্যায় ঐ সকল চিহ্নদ্বারা বাঙ্গালা অ, আ, ক, খ প্রভৃতিও সূচিত হইতে পারে।

সংবাদ প্রেরণ করিবার যন্ত্র অথবা মোর্স সাহেবের চাবি (Morse's key)।—এই যন্ত্র একটী ক্ষুদ্রকাঠের পিঁড়ি। উহার উপর ব অবস্থানে নিবদ্ধ চ চ ধাতুময় দণ্ড অবস্থিত। ইহার [illegible] সর্ব্বদা ব তারের সহিত সংলগ্ন থ[illegible] [illegible] অপর প্রান্ত ম [illegible]

[illegible] অপরিবর্ত্তিত [illegible] হাতল। [illegible] সংবাদগ্রহণের সময় ইহার যেরূপ অবস্থা থাকে, [illegible] প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর ষ্টেশন হইতে তাড়িতপ্রবাহ লাইনের ত তার দিয়া আসিয়া চ চ দণ্ডে প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে ন প্রান্ত দিয়া দ তারদ্বারা সংবাদনির্দ্দেশক যন্ত্রের তারকুণ্ডলী পরিভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে। নির্দ্দেশক যন্ত্র দিয়া গমনকালে তথায় সঙ্কেত জ্ঞাপিত হয়। সংবাদ-প্রেরণের সময় সংবাদদাতা হাতল টিপিয়া যন্ত্রের সহিত তাড়িতকোষের সংযোগ করিয়া দেন, অমনি অপর প্রান্ত থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাড়িতকোষ হইতে তাড়িত-প্রবাহ সুতরাং চ চ দণ্ড এবং ত তারের লাইন দিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গমন করে। এইরূপে সংবাদদাতা ইচ্ছামত হাতল অল্প বা অধিকক্ষণ টিপিয়া রাখিয়া তার দিয়া অল্প বা অধিক-ক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ প্রবাহিত রাখিতে পারেন এবং পর-বর্ত্তী ষ্টেশনে বিন্দু বা রেখা উৎপন্ন করিতে পারেন। দুইটী ষ্টেশন কিরূপে সংযুক্ত হয়, নিম্নে তাহার একটী মোটামুটি চিত্র প্রদত্ত হইল। চিত্রে দেখা যাইতেছে দুইটী ষ্টেশনের যন্ত্রাদি অবিকল অনুরূপ, বাস্তবিকও তাহাই। চ ও চ´ তাড়িতকোষদ্বয়, ক ও ক´ সংবাদ দান করিবার যন্ত্র বা চাবি (Key), ন ও ন´ সংবাদ গ্রহণ করিবার যন্ত্র বা নির্দ্দেশক, প ও প´ তাড়িতমান যন্ত্র এবং ত ও ত´ লাইনের তার। চ ও চ´ তাড়িতকোষদ্বয়ের এক এক প্রান্ত ছ ও ছ´ স্থানীয় সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে এবং অপরপ্রান্ত জ ও জ´ ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত চিত্রে দক্ষিণদিকের ষ্টেশন হইতে বামদিকের ষ্টেশনে সংবাদ আসিতেছে, এবং বামভাগের ষ্টেশনে ঐ সংবাদনির্দ্দেশক যন্ত্রে বিজ্ঞাপিত হইতেছে। চ তাড়িতকোষ হইতে তাড়িতস্রোত ক চাবির মধ্য [illegible] দিয়া লাইনের তারে প্রবেশ করিতেছে এবং [illegible]

সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং অবশেষে র্প দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। তাড়িতমানযন্ত্রদ্বারা তাড়িতপ্রবাহ যাইতেছে কিনা তাহাই জানা যায়। একই তারদ্বারা সংবাদ গ্রহণ ও প্রদান উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে।

টেলিগ্রাফ কার্য্যালয়ে আরও কয়েকটী যন্ত্র থাকে। নিম্নে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

রিলে (Relay)—এই যন্ত্রটী নির্দ্দেশক যন্ত্রেরই অনুরূপ, তবে উহা অপেক্ষা অনেকাংশে সূক্ষ্ম এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর তাড়িতপ্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। তারের তাড়িতপ্রবাহ স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তাহাতে আবার বহুদূর গমন করিতে হইলে নানাকারণে আরও ক্ষীণতর হইয়া যায়, সুতরাং নির্দ্দেশক যন্ত্রকে সম্যক্‌তেজে পরিচালিত করিতে পারে না এবং কাগজে পর্য্যাপ্ত ভাবে দাগ পড়ে না। এই কারণে প্রত্যেক ষ্টেশনে কেবলমাত্র স্থানীয় নির্দ্দেশক যন্ত্রে প্রেরিত সংবাদ মুদ্রনের জন্য একটী পৃথক্ তাড়িতকোষ থাকে। ঐ তাড়িতকোষের দুইটী মেরুর একটী সাক্ষাৎ ভাবে নির্দ্দেশক যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, অপরটী জ তার দ্বারা রিলে যন্ত্রের নএর সহিত সংলগ্ন। [নির্দ্দেশক-যন্ত্রের] তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর অপর প্রান্ত গ তার দ্বারা প র দিয়া ব ক দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। রিলে স্থিত দ তার-কুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংযুক্ত। এখন যেমন লাইনের তার দিয়া তাড়িত-স্রোত রিলে স্থিত তাড়িতীয় চুম্বকের দ তারকুণ্ডলীর মধ্য দিয়া ভূগর্ভে গমন করে, অমনি ঐ তাড়িতীয় চুম্বক ক দণ্ডকে আকর্ষণ করে এবং ইহার ব প্রান্ত ন এর সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং স্থানীয় তাড়িতকোষের দুই মেরু সংযুক্ত হওয়ায় উহার প্রবল তাড়িতপ্রবাহ অবাধে জ ন ক ব র গ পথে নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া গমন করে এবং উহাকে কার্য্যকারী করে। আবার যেমন লাইনের তারে তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়, অমনি র স্প্রিংএর জোরে ক উঠিয়া পড়ে, সুতরাং নির্দ্দেশক যন্ত্রে তাড়িতপ্রবাহ ছিন্ন হয়। এইরূপে প্রত্যেকবার যেমন রিলে দিয়া তাড়িতপ্রবাহ গমন করে, নির্দ্দেশক যন্ত্রেও অবিকল সেই-রূপভাবে প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ গমন করে এবং সুস্পষ্ট সঙ্কেত নির্দ্দেশ করে।
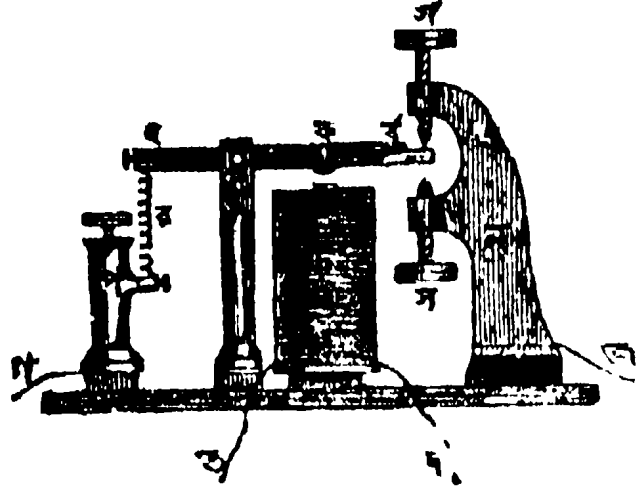
টেলিগ্রাফ-কার্য্যালয়ে কর্ম্মচারিগণ যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত অভ্রান্তরূপে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারী প্রতি মিনিটে সচরাচর ৩০।৪০টী শব্দ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে পারে। সুনিপুণ কর্ম্মচারী সংবাদ গ্রহণের সময় কাগজের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, কেবলমাত্র নির্দ্দেশক যন্ত্রের তাড়িতীয় চুম্বকের সহিত লৌহদণ্ডের আঘাতজনিত শব্দ দ্বারাই সঙ্কেত বুঝিতে পারে। এই উপায়ে আমেরিকায় একরূপ টেলিগ্রাফ উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহাতে রিলে যন্ত্রের ন্যায় একটী যন্ত্র থাকে। যখন তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ উহাতে প্রবেশ করে, তখনই ইহার তাড়িতীয় চুম্বক একটী ক্ষুদ্র হাতুড়িকে আকর্ষণ করে। ঐ হাতুড়ি চুম্বকে আঘাত করিয়া ঠুং শব্দ করিয়া উঠে। আবার প্রবাহ বন্ধ হইলে স্প্রিংএর জোরে হাতুড়ি উঠিয়া পড়ে। এইরূপে তাড়িত-স্রোত অল্প বা দীর্ঘকাল প্রবাহিত রাখিয়া শব্দের হ্রস্ব ও দীর্ঘতার তারতম্য করা যাইতে পারে। এই হ্রস্ব ও দীর্ঘ শব্দ যথাক্রমে মোর্সের বিন্দু ও রেখার অনুরূপ। সম্প্রতি অধিকাংশ স্থলেই এই প্রণালী সহজ ও সুবিধাজনক বোধে প্রচলিত হইয়াছে।

যে ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণ করা হয়, উহার কর্ম্মচারিগণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহার নাম তাড়িতীয় ঘণ্টা। ইহার গঠনপ্রণালী এইরূপ। একখণ্ড কাষ্ঠের তক্তায় একটী চুম্বক বদ্ধ থাকে। ঐ তাড়িতীয় চুম্বকের এক প্রান্তে স্প্রিং দ্বারা বদ্ধ একটী ধাতুর পাতা ও উহাতে একটী ক্ষুদ্র হাতুড়ি এবং ঐ হাতুড়ির পার্শ্বে একটী ঘণ্টা বদ্ধ থাকে। স্প্রিংএর বলে হাতুড়ি ঘণ্টা ও চুম্বক হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। তাড়িতীয় চুম্বকের তারকুণ্ডলীর একপ্রান্ত হাতুড়ির সহিত সংলগ্ন। লাইনের সহিত এই যন্ত্র যোগ করিয়া রাখিলে যেমন তাড়িতপ্রবাহ ঐ হাতুড়ী দিয়া তারকুণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্যদিকে বাহির হইয়া যায়, অমনি চুম্বকের শক্তিতে হাতুড়ি আকৃষ্ট হইয়া ঘণ্টায় আঘাত করে। কিন্তু ঐ হাতুড়ি আকৃষ্ট হইবামাত্র তাড়িতপ্রবাহ খণ্ডিত হইয়া যায়, সুতরাং হাতুড়ি আর আকৃষ্ট না হওয়ায় স্প্রিংএর জোরে সরিয়া যায়। কিন্তু সরিয়া পূর্ব্বাবস্থা পাইবামাত্র

আবার তাড়িতপ্রবাহ সংযুক্ত হয়, সুতরাং আবার হাতুড়ি আকৃষ্ট হয়। এইরূপ যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ চলিতে থাকে, ততক্ষণ ঘণ্টায় টুং টুং শব্দ হইতে থাকে। কেরাণী ঐ শব্দ শুনিয়া আসিয়া তাড়িতস্রোত ঐ যন্ত্র হইতে কৌশলে অপসৃত করিয়া একবারে নির্দ্দেশক-যন্ত্রে আসিতে দেয়।

অনেক সময় ঝঞ্ঝা, মেঘ প্রভৃতি দ্বারা তারস্থ স্বাভাবিক তাড়িত বিশ্লিষ্ট হইয়া সংবাদ পরিচালকের বিষম ব্যাঘাত উৎপন্ন করে, এমন কি ভয়াবহ উৎপাতও ঘটিয়া থাকে। এই দৈব উৎপাত নিরাকরণ জন্য তাড়িতপরিচালক একটী যন্ত্র তারের সহিত সংযুক্ত থাকে। লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ একেবারে টেলিগ্রাফের যন্ত্রসমূহে প্রবেশ না করিয়া প্রথমে এই যন্ত্র দিয়া গমন করে। ইহার গঠন-প্রণালী এইরূপ করাতের মত দুইটী তামার পাত লম্বভাবে পাশাপাশি এরূপে সজ্জিত থাকে যে, ইহাদের দাঁতগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী থাকে, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে না। ইহাদের একটী লাইনের তার ও অপরটী ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। মেঘাদির প্রণোদনশক্তি হেতু যেমন তাবে তাড়িত সঞ্চিত হয়, অমনি উহা করাতের সূচ্যগ্র দাঁত দিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, সুতরাং বিপদের আশঙ্কা নিরাকৃত হয়। দাঁত পরস্পর স্পর্শ না করায় তারের স্রোত তাড়িত ভূগর্ভে পলাইতে পারে না, সুতরাং বার্ত্তাবহের কিছু অনিষ্ট হয় না, কেবলমাত্র মেঘাদি কর্ত্তৃক উপচীয়মান তাড়িতই পলায়ন করে।

দুইটী প্রধান ষ্টেশনের মধ্যে এক বা ততোধিক ষ্টেশন থাকিলে উহাদের মধ্যে কিরূপে সংবাদ গমন করে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।
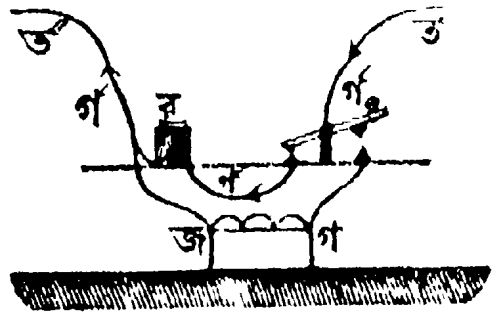
জ গ তাড়িতকোষ। ইহার এক মেরু গ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রের পিঁড়ির সহিত সংলগ্ন, অপর মেরু ত″ লাইনের তারের সহিত সংলগ্ন। ত′ লাইনের তার দিয়া তাড়িত প্রবাহ সংবাদ দান করিবার যন্ত্রে প্রবেশ করিতেছে, এবং তথা হইতে গ′ অভিমুখে নির্দ্দেশক যন্ত্রের মধ্য দিয়া ত″ লাইনের তারে যাইতেছে। এইরূপ গমনকালে তথায় নির্দ্দেশক যন্ত্রে সংবাদ সূচিত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে কালবিলম্ব হয় না। তাড়িতপ্রবাহ অব্যাহতভাবে সঙ্গে সঙ্গেই ঈপ্সিত ষ্টেশনে গমন করিয়া তথায় সংবাদ জ্ঞাপন করে। এইরূপে এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে সংবাদ প্রেরণের সময় মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশন সকলেও ঐ সংবাদ জ্ঞাপিত হয়।

দুই ষ্টেশন বহুদূরবর্ত্তী হইলে প্রবল তাড়িতকোষ ব্যবহার করিলেও প্রবাহ গমনকালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এজন্য দূরবর্ত্তী ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে একটী ষ্টেশন থাকা প্রয়োজন। এই মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনের যন্ত্রাদি কিরূপে বিন্যস্ত থাকে, তাহা লিখিত হইতেছে।
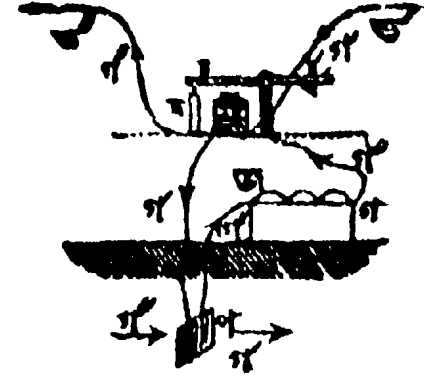
জ তাড়িতকোষ; ইহার এক মেরু গ, চ চ′ দণ্ডের সহিত সংলগ্ন। অপর মেরু জ ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। ম তাড়িতীয় চুম্বক; ইহার তারকুণ্ডলীর এক প্রান্ত লাইনের তার ও অপর প্রান্ত ভূগর্ভের সহিত সংলগ্ন। দ ধাতুময় দণ্ড অপরদিকে ত″ লাইনের তারের সহিত সংযুক্ত। চ চ′ দণ্ড সচরাচর স্প্রিংএর বলে দ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। ত′ লাইনের তার দিয়া তাড়িতপ্রবাহ ম তাড়িতীয় চুম্বকের কুণ্ডলী ভ্রমণ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কিন্তু ঐ সময়ে চ চ′ দণ্ডের চ প্রান্ত চুম্বকের বলে আকৃষ্ট হয় এবং চ দ সংযুক্ত হওয়ায় জ তাড়িতকোষ হইতে নূতন ও প্রবলতর তাড়িতপ্রবাহ চ চ′ দণ্ড ও দ দিয়া গ″ গ′ অভিমুখে ত″ লাইনের তারে প্রবাহিত হয়। আবার ত′ তার দিয়া তাড়িতস্রোত বন্ধ হইলেই দ ও চ পৃথক্ হইয়া যায়, সুতরাং ত″ তারেও তাড়িতপ্রবাহ বন্ধ হয়। এইরূপে ত′ তারে যতক্ষণ তাড়িতপ্রবাহ থাকে, ততক্ষণ ত″ তারেও মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনের তাড়িতকোষ হইতে প্রবল তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হয়, সুতরাং দূরগমনবশতঃ প্রবাহের ক্ষীণতা জন্য হানি হয় না।

এ পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যবহারে যে টেলিগ্রাফ প্রচলিত, তাহাই সংক্ষেপতঃ বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত বহুপ্রকার তাড়িতবার্ত্তাবহ দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে। বহুবিধ অদ্ভুত অদ্ভুত টেলিগ্রাফের মধ্যে আমরা নিম্নে কএকটীমাত্র উল্লেখ করিতেছি।

হিউ সাহেবের প্রিণ্টিং টেলিগ্রাফ (Hughe's Printing telegraph)। ইহা দ্বারা দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে একবারেই ইংরাজী বর্ণমালায় ছাপা সংবাদ প্রেরণ করিতে পারা যায়। বর্ণ

বাহুল্য ইহার যন্ত্রাদি অত্যন্ত কুটিল এবং সুনিপুণ কর্ম্মচারী ব্যতীত অপরে সহজে ব্যবহার করিতে পারে না।

ক্যাসেলি সাহেবের অটোগ্রাফিক্ টেলিগ্রাফ (Caselli's Autographic telegraph) ইহার দ্বারা চিত্রাদির প্রতিলিপি পর্য্যন্ত প্রেরণ করিতে পারা যায়।

কাউপার সাহেবের রাইটিং টেলিগ্রাফ (Cowper's Writing telegraph) এই অদ্ভুত যন্ত্র দ্বারা এক ষ্টেশনে সংবাদদাতা যেরূপ লিখিবেন, তৎক্ষণাৎ অপর ষ্টেশনে সেইরূপ লেখা হইবে।

বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সহকারে এই সকল অদ্ভুত যন্ত্র যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অভাবনীয় কার্য্যসাধন করিতেছে, তাহা দেখিলে ঐ সকল যন্ত্রের নির্ম্মাতাদিগকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জ্ঞান করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়।

এই সকল যন্ত্রের ব্যবহার তত অধিক নহে। ইহাদের যন্ত্রাদি অতি জটিল এবং অতি সাবধানতা ও নিপুণতা ব্যতীত সুশৃঙ্খলে থাকে না। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী বর্ণন করিতে বিরত হইলাম।

সামুদ্রিক তার।—সমুদ্র মধ্য দিয়া যে সমুদায় তার স্থাপিত হয়, তাহা অতি দৃঢ় এবং সমুদ্রজল হইতে সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নলিখিত উপায়ে উহা গঠিত হইয়া থাকে। ৫।৭টী বিশুদ্ধ তামার তার একত্র জড়াইয়া উহার উপর অপরিচালক কোন পদার্থ মণ্ডিত হয়। তাহার উপর গুটাপার্চা, কুচুক প্রভৃতি পদার্থ ৪।৫ পর্দ্দা লাগান হইয়া থাকে। অবশেষে উহার উপর লৌহের তার ও আল্‌কাতরা-মাখান শণ প্রভৃতি দ্বারা ঘন বেষ্টন করা হয়। এইরূপে মধ্যস্থ তামার তার সুরক্ষিত হইলে উহা পুনর্ব্বার ধুনা, তার্পিণ তৈল, আল্‌কাতরা, মোম, মসিনা তৈল প্রভৃতি পূর্ণ উত্তপ্ত কটাহে ডুবাইয়া লওয়া হয়।

পূর্ব্বে দুই ষ্টেশনের মধ্যে এক সময়েই সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য দুইটী তার ব্যবহৃত হইত, এখন একটী তার দ্বারাই ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তাড়িতপদার্থ (পুং) তাড়িতরূপঃ যঃ পদার্থঃ কর্ম্মধা°। পদার্থবিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ আবির্ভূত হয়।

তাড়িতপরিচালক (পুং) তাড়িতস্য পরিচালকঃ ৬তৎ। (The conductor of electricity) যে সকল বস্তু দ্বারা তাড়িত পদার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুতবেগে চালিত হয়।

তাড়িতবার্ত্তাবহ (পুং) তাড়িত এব বার্ত্তাবহঃ কর্ম্মধা°। (Electric telegraph) তড়িদ্বল দ্বারা শীঘ্র সংবাদ প্রেরণের যন্ত্র। যে যন্ত্রে বিদ্যুতের ন্যায় শীঘ্র সংবাদ আইসে। [তাড়িতবার্ত্তা দেখ।]

তাড়িতবিয়োজন (ক্লী) তাড়িতস্য বিয়োজনং ৬তৎ। (Electrical repulsion) যে তাড়িত পদার্থের গুণ দ্বারা লঘুবস্তু কাচ অথবা লাক্ষা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে তাড়িত-বিয়োজন কহে।

তাড়িতাকর্ষণ (ক্লী) তাড়িতস্য আকর্ষণং ৬তৎ। (Electrical attraction) যে তাড়িত পদার্থের গুণদ্বারা বস্তু কাচ অথবা লাক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই তাড়িতাকর্ষণ কহে।

তাড়িতাপরিচালক (পুং) তাড়িতস্য অপরিচালকঃ ৬তৎ। (Non-conductor of electricity) যে সকল বস্তুদ্বারা তাড়িত পদার্থের সঞ্চালন নিবারণ করা যায়।

তাড়িতালোক, তাড়িতের আলোক বা তাড়িত সাহায্যে যে আলো বাহির হয়, (Electric light)। [বিদ্যুৎ ও তাড়িত দেখ।]

তাড়ী (স্ত্রী) তাড়ি-ঙীষ্। পত্রপ্রধান বৃক্ষ, পত্রদ্রুম, তাড়িয়াৎ গাছ, পর্য্যায়—তাড়ি, তালী, তালি।

"গুবাকতালপত্রাণি শীর্ণতাড়ীদলানি চ॥" (রাজতর° ৩।৩।২৮)

২ আভরণবিশেষ। (দুর্গাসিংহ)

তাড়ুল (পুং) তাড়য়তি তড়-ণিচ্-উল্। তাড়য়িতা, তাড়ক।

তাড্য (ত্রি) তড়-ণিচ্-যৎ। তাড়নযোগ্য।

তাড্যমান (ত্রি) তড়-ণিচ্-শানচ্। ১ বাধ্যমান, পীড্যমান, আহন্যমান, তাড়নযুক্ত। (পুং) ২ পটহাদি বাদ্যভেদ, ঢক্কা। ৩ যাহাকে প্রহার, দণ্ড বা শাসন করা যাইতেছে।

তাণ্ড (ক্লী) তণ্ডিনা মুনিনা কৃতং অণ্। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডব (ক্লী) তণ্ডিনা মুনিনা কৃতং তাণ্ডি নৃত্যশাস্ত্রং তদস্ত্যস্তীতি বা তণ্ডুনা নন্দিনাপ্রোক্তং তণ্ডু-অণ্। ১ নৃত্য। ২ পুরুষের নৃত্য।

"পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে।" (শব্দার্থচি°)

পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব নৃত্য কহে, এই নৃত্য মহাদেবের অতিশয় প্রিয়, এইজন্য কেহ কেহ বলেন, এই নৃত্যের প্রবর্ত্তক নন্দী। তাণ্ডব মুনি নৃত্যপ্রণালী প্রথম শিক্ষা দেন, এই নিমিত্ত নৃত্যের নাম তাণ্ডব। ৩ উদ্ধতনৃত্য। ৪ শিবের নৃত্য। ৫ তৃণবিশেষ। (মেদিনী)।

তাণ্ডবতালিক (পুং) তাণ্ডবে শিবনৃত্যকালে যত্তালঃ স কার্য্যত্বেনাস্ত্যস্যেতি ঠন্। মহাদেবের দ্বাররক্ষক নন্দী। (ত্রিকা°)।

তাণ্ডবপ্রিয় (পুং) তাণ্ডবং প্রিয়ং যস্য বহুব্রী। ১ মহাদেব। (ত্রি) ২ নৃত্যপ্রিয়মাত্র।

তাণ্ডবিত (ত্রি) তাণ্ডব-কৃতৌ ক্রি কর্ম্মণি ক্ত। নর্ত্তিত।

তাণ্ডি (স্ত্রী) তাণ্ডেন মুনিনা কৃতং তাণ্ড-ইঞ্। নৃত্যশাস্ত্র।

তাণ্ডিন্ (পুং) তাণ্ড্যেন প্রোক্তং অধীয়তে ইতি ইনি যলোপঃ। তণ্ডিমুনিপুত্র তাণ্ডপ্রোক্ত শাখাধ্যায়ী, যাহারা যজুর্ব্বেদের তাণ্ডিনশাখা অধ্যয়ন করেন।

তাণ্ডিন (পুং) তাণ্ডিন্ অণ্ ইনো ন টিলোপঃ। মুনিভেদ, তণ্ডিমুনির পুত্র, ইনি যজুর্ব্বেদের কল্পসূত্র প্রণয়ন করেন। [তণ্ডি দেখ।]

তাণ্ড্য (পুং) তণ্ডিমুনেরপত্যং গর্গাদি° যঞ্। তণ্ডিমুনির অপত্য।

তাণ্ড্যী (স্ত্রী) তাণ্ড্য স্ত্রিয়াং ঙীষ্ যলোপঃ। তাণ্ডমুনির স্ত্রী অপত্য।

তাত (পুং) তনোতি বিস্তারয়তি গোত্রাদিকং তন-ক্ত, দীর্ঘশ্চ। (হৃতনিভ্যাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৯০)। অনুদাত্তোপদেশেতি নলোপঃ। ১ পিতা। ২ স্নেহাস্পদ অল্পবয়স্কের প্রতি সম্বোধনে ব্যবহৃত শব্দ, বৎস। ৩ অনুকম্পা। (ত্রি) ৪ পূজ্য, মান্য।

"তস্মান্মুচ্যে যথা তাত সংবিধাতুং তথার্হসি।" (রঘু ১।৭২)।

(দেশজ) ১ তপ্ত। ২ তাপ।

তাতগু (পুং) তাতস্য পিতুরিব গৌ বাচকশব্দো যত্র বহুব্রী। খুল্লতাত, পিতৃব্য, খুড়া। (ত্রি) জনকাহিত, জনকের হিতকারী।

তাতজনয়িত্রী (স্ত্রী) তাতশ্চ জনয়িত্রী চ। পিতা ও মাতা। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত।

তাততুল্য (ত্রি) তাতস্য পিতুস্তুল্যঃ সদৃশঃ। পিতার তুল্য, পর্য্যায়—পিতৃসম, মনোজবস, মনোজব, পিতৃসান্নিভ, পাতল। (মেদিনী)

তাতন (পুং) তাতং প্রশস্তং যথা তথা নৃত্যতি তাত নৃৎ-ড। খঞ্জন পক্ষী।

তাতল (পুং) তাপং লাতি-লা-ক পৃষো° পস্য তঃ। ১ রোগ। ২ পাক। ৩ লৌহকুট। ৪ মনোজব। (মেদিনী)। (ত্রি) ৫ তপ্তমাত্র।

তাতান (দেশজ) উত্তপ্তকরণ।

তাতার, মধ্যএসিয়ার উচ্চপ্রদেশবাসী বহুবিস্তৃত এক জাতি। ইহারা মোগলশাখাভুক্ত। ভারত, চীন ও পারস্যের উত্তরে, জাপানের পশ্চিমে, কাস্পিয়ানসাগর ও কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্বে এবং হিমানী মহাসাগরের দক্ষিণে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে, তাহার অধিবাসীগণ য়ুরোপীয়দিগের নিকট তাতার নামে পরিচিত। পূর্ব্বে কেবল মোগলজাতিই তাতার নামে খ্যাত ছিল, কিন্তু জঙ্গিস্খাঁর অভ্যুদয়ের পর মোগল-শাসনাধীন সকল জাতিই এক তাতার নামে পরিচিত হইয়া-ছিল। এই সময়ে মধ্যএসিয়াস্থ মোগলশাসনাধীন ভূভাগও তাতারী এবং তাহাদের ভাষাও তাতারী নামে খ্যাত হয়। এখন হিমালয়ের সীমান্তবর্ত্তী তিব্বতের ভোটগণ, য়র্কন্দ, খোতেন ও বোখারার তুর্কগণ এবং চীনের মাঞ্চুজাতি আপনাদিগকে তাতারবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

অনেকের মতে—তাতার জাতি তুর্ক, মোগল ও মাঞ্চু প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

কাশ্মীরের উত্তরে লদাক প্রদেশেও বিস্তর তাতারের বাস। এই তাতার-পরিবারের মধ্যে প্রতি ব্যক্তির দ্বিতীয় পুত্র লামা এবং তৃতীয় পুত্র টোপা-পদ প্রাপ্ত হয়, উভয়েই বিবাহ করিতে পারে না, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে যে কিম্ব্রী, কেল্ট ও গলজাতি য়ুরোপের উত্তর-ভাগ অধিকার করিয়াছিল, তাহারাও তাতার দেশ হইতেই গিয়াছিল। গথ, হূণ, সুইভিস্, ভান্দাল ও ফ্রাঙ্ক জাতিও এই তাতারবংশসম্ভূত।

তাতারী-ভাষা বলিলে সচরাচর দুই ভাব প্রকাশ পায়। এসিয়ার ভ্রমণশীল হূণ জাতিগণ যে ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা একটী, ইহা তুরাণীয় নামেও খ্যাত। আবার মধ্য-এসিয়ার যে ভাষার সহিত তুরুষ্ক ভাষার অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়, তাহাকেও তাতারী বলা হয়।

তাতি (পুং) তায়-ক্তিচ। ১ পুত্র। (জটাধর) তায় তাবে ক্তিন্। (স্ত্রী) ২ বৃদ্ধি। "তদত্র ভবতা নিস্পন্নাশিষাং কাম মারিষ্টতাতিঃ" (বীরচ°)

তাৎকালিক (ত্রি) তস্মিন কালে ভবঃ তৎকাল-ঠঞ্। (আপ-দাদপূর্ব্বপদাৎ কালান্তাৎ। পা ৪।৩।১১৬, অস্য স্বরস্য বাধি-কোক্তা ঠঞ্)। তৎকালভব, তৎকালীন, সেই সময়ে যাহা ঘটিয়াছে। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"ততঃপ্রাক্ষমশুচৌ তু কুর্য্যাদেকাদশে তথা।
কর্ত্তুস্তাৎকালিকী শুদ্ধিরশুদ্ধঃ পুনরেব সঃ॥ (শুদ্ধিতত্ত্বে শঙ্খ)

মহাগুরু নিপাতে দ্বাদশাহ অশৌচ হয়। কিন্তু একাদশ দিনে অশৌচ সত্ত্বেও শ্রাদ্ধাদিকার্য্য করিবে, সেই সময় অর্থাৎ শ্রাদ্ধকালীন কর্ত্তার তাৎকালিক শুদ্ধি হইয়া থাকে।

তাৎকাল্য (স্ত্রী) তৎকালতা।

তাত্ত্বিক (ত্রি) তত্ত্বসম্বন্ধীয়, যথার্থ।

তাৎপর্য্য (ক্লী) তৎপরস্য ভাবঃ তৎপর ষ্যঞ্। ১ বক্তার ইচ্ছা। ২ অভিপ্রায়। ৩ তৎপরতা।

"আকাঙ্ক্ষা বক্তুরিচ্ছাতু তাৎপর্য্যং পরিকীর্ত্তিতং।" (ভাষাপ°)

বক্তার ইচ্ছাই আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ

মিলেহ পর্য্যাপ্ত হইবে। "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই বাক্যটী বলিলে গঙ্গাতীরে ঘোষ এইরূপ বুঝায়, তাৎপর্য্যানুসারেই এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে। যদি তাৎপর্য্য স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে গঙ্গা-মধ্যে মৎস্যাদির বোধ হইতে পারে, গঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গাতীরে এইরূপ লক্ষণাশক্তি দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয়, কিন্তু "গঙ্গায়াং" এই পদে গঙ্গা মধ্যেও "ঘোষ" পদে মৎস্যাদি লক্ষণা হয় না, অর্থাৎ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" এই কথা বলিলে গঙ্গা-মধ্যে মৎস্যাদি এই অর্থ কিছুতেই হয় না, কারণ, বক্তার এই স্থানে অভিপ্রায় এরূপ নহে, গঙ্গাতীরে ঘোষ বাস করে, বক্তার ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়। এইরূপ অভিপ্রায়ের নামই তাৎপর্য্য। এইরূপ সকল স্থলে বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

তাৎপর্য্যক (ত্রি) ১ ভাবোদ্দীপক, অর্থবোধক। ২ তৎপর।

তাত্য (ত্রি) তদ্ চান্দসত্বাঃ দকারস্য আত্বং। তৎকালীন। "শ্বিত্রাত্যা পিতরা ব আসতুঃ" (ঋক্ ১।১৬১।১২) 'তাত্যা তৎকালীনৌ' (সায়ণ)

তাৎস্তোম্য (ক্লী) সেইরূপ স্তোম বা স্তুতি।

তাৎস্থ (ক্লী) তাহাতে স্থিত।

তাথাভাব্য (ত্রি) যে স্বরিতের পর উদাত্ত উচ্চারিত হয়।

তাদর্থিক (ত্রি) সেই মত।

তাদর্থ্য (ক্লী) তদর্থস্য ভাবঃ তদর্থ-ষ্যঞ্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪)। ১ তদুদ্দেশক, তন্নিমিত্ত। ২ তদর্থতা, তন্নিমিত্তার্থ।

তাদাত্ম্য (ক্লী) তদাত্মনোভাবঃ তদাত্মন্-ষ্যঞ্। ১ তৎস্বরূপ, অভেদ-সম্বন্ধ।

তাদীত্না (অব্য) তদানীং পৃষো° সাধুঃ। তদানীং, সেই সময়ে। "তাদীত্না শত্রুং ন কিলা বিবিৎসে" (ঋক্ ১।৩২।৪) "তাদীত্না তদানীমিত্যস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।' (সায়ণ)

তাদুরী (স্ত্রী) ভেকের নামভেদ।

তাদৃক্ষ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতে তদ্-দৃশ-ক্স, সর্ব্বনাম টেরাত্বং। তাহার মত, সেইরূপ। "ততঃ প্রভৃতি তাদৃক্ষ যোগ্যার্থপ্রাপ্তি-লালসঃ" (রাজত° ৪।২৪২)।

তাদৃগ্‌বিধ (ত্রি) তাদৃশী বিধা যস্য বহুব্রী। সেইপ্রকার, তাহার মত।

তাদৃশ্ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতেহসৌ তদ্-দৃশ-কিন্ (ত্যদাদিষু দৃশো হনালোচনে কঞ্চ। পা ৩।২।৬০) সর্ব্বনামটেরাত্বং। সেইরূপ, তাহার মত।

তাদৃশ (ত্রি) স ইব দৃশ্যতে তদ্-দৃশ্-কঞ্। তাহার মত, দেখিতে তদ্রূপ। "কচ্চিদ্বিধং প্রেম পতিষ্চ তাদৃশঃ।" (কুমারস° ৫ স°)।

তাদৃশী (স্ত্রী) তাদৃশ-ঙীষ্। তাহার তুল্যা, তৎসদৃশী। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" (উদ্ভট)

তাদ্ধর্ম্ম্য (ক্লী) একধর্ম্ম, একনিয়মতা।

তান (পুং) তন ঘঞ্। ১ বিস্তার, অবতান, সন্তান। ২ জ্ঞানের বিষয়। ৩ গানাঙ্গভেদ, স্বরাংশ রাগের স্থিতিপ্রবৃত্ত্যাদির হেতু বংশ্যাদি সাধ্য স্বরবিশেষ; অনুলোম, বিলোম গতিতে গমন ও মূর্চ্ছনাদি দ্বারা কোন রাগাদিকে সম্যক্ প্রকারে বিস্তার করার নাম তান। ইহা অশেষ মূর্চ্ছনা-সংশ্রিত, সপ্ত-স্বরোদ্ভূত এবং সংখ্যায় উনপঞ্চাশটী। ইহা হইতে আবার ৮৩০০ কূট তান উৎপন্ন হইয়াছে। (সঙ্গীতদামো°)।*

কিন্তু বাঙ্গালা সঙ্গীতরত্নাকরে লিখিত আছে, তান চারি প্রকার যথা—অরচক, সাতক, খাতক ও সুরাতক। যে তানে অনুলোমে বা বিলোমে এক সুর দুইবার প্রয়োগ হয়, তাহাকে অরচক কহে। যাহাতে অনুলোমে একবার ও বিলোমে একবার প্রযুক্ত হয় তাহাকে খাতক, তিনবার ব্যবহৃত হইলে সাতক ও চারিবার ব্যবহৃত হইলে সুরাতক কহে।

এক সুরে	১ তান।
দুই সুরে	২ তান।
তিন সুরে	৬ তান।
চারি সুরে	২৪ তান।
পাঁচ সুরে	১২০ তান।
ছয় সুরে	৭২০ তান।
সাত সুরে	৫০৪০ তান।
সমগ্র	৫৯১৩ তান। (সঙ্গীতরত্না°)

তানপূরা (দেশজ) সঙ্গীতের সংযোগী বীণাকার যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে একটী অলাবুনির্ম্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত দণ্ড ও ধ্বনি পট্টকাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়। তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। গীতবাদ্যের সময় স্বর বিরাম নিবারণ জন্য এই যন্ত্রের প্রয়োজন। ইহাতে দুইটী পিতলের ও দুইটী লৌহের তার থাকে। সুরবন্ধনক্রম—

পি	লৌ	লৌ	পি
স	স	স	প

তানপূরাতে যে চারিটী তার থাকে, তাহা এই রীতিতে সুরবদ্ধ হয়। (যন্ত্রকোষ)

তানব (ক্লী) তনোর্ভাবঃ তনু-অণ্ (ইগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বাৎ। পা

* "বিস্তার্য্যন্তে প্রয়োগা যে মূর্চ্ছনা শেষসংশ্রয়াঃ।
তানাস্তেহপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ।
তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যে কূটতানাঃ পৃথক্ পৃথক্।
তে স্যুঃ পঞ্চসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশৎ শতানি চ।" (সঙ্গীতদামোদর)

৪।১।১৩১) শরীরের তনুতা। "তানবং তনুতাগাত্রে দৌর্বল্য-ভ্রমণাদিবৎ।" (উজ্জ্বলনীলমণি)

তানব্য (পুং স্ত্রী) তনোরপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। তনুর অপত্য।

তানব্যায়নী (স্ত্রী) তনোরপত্যং স্ত্রী তনু লোহিতাদিত্বাৎ ষ্ফ, ষিত্বাৎ ঙীষ্। তনুর অপত্য স্ত্রী।

তানসেন, ভারতের একজন অদ্বিতীয় গায়ক। আবুল-ফজল লিখিয়াছেন, সহস্রবর্ষের মধ্যে এরূপ গায়ক আর দেখা যায় নাই। প্রথমে ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। বৃন্দাবনে গিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলা-রাজ রামচাঁদ তাঁহার সঙ্গীতগুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অতি সম্মানের সহিত আপন সভায় রাখেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি তানসেনের গানে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রায় কোটি তঙ্কা দান করিয়াছিলেন।

তানসেনের খ্যাতি অতি অল্পদিন মধ্যেই ভারত-বিখ্যাত হইয়াছিল। এই সময় ইব্রাহিম সুর অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে একবার আগ্রায় আনিতে পারেন নাই। অকবরও তানসেনের অপূর্ব্ব গীতশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দিল্লীতে আনিবার জন্য ব্যগ্র হন। তানসেনকে আগ্রায় আনিবার জন্য জলালুদ্দীন কূর্চী প্রেরিত হইলেন। রাজা রামচাঁদ অকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তানসেনকে বিদায় দিলেন। তানসেন যে দিন প্রথম দরবারে উপস্থিত হইয়া অকবরকে গান শুনান, সে দিন সম্রাট্ সঙ্গীতনায়ককে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

প্রবাদ এইরূপ, প্রথমে তানসেন দিল্লীশ্বরের সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না। তাঁহার নিকট দিয়া গেলেও গান গাহিতেন না। সম্রাট্ অনেক সময় গুপ্তভাবে তাঁহার গান শুনিতেন। শেষে এক দিন বাদশাহ আপন কন্যাকে তানসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন। রমণীর রূপে তানসেন মুগ্ধ হইলেন। তানসেনের গান শুনিয়া অকবরদুহিতাও মজিলেন। অকবর উভয়ের বিবাহ দিলেন। তখন হইতে তানসেন মুসলমান ও অকবরের সভাসদ হইলেন। পূর্ব্বে তিনি স্বরচিত যে সকল গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিপালক রামচন্দ্রের নামের স্তুতিপ্রকাশ অথবা ভণিতা থাকিত। (ঐ সকল গান সহজ-চক্ষে দেখিলেই বোধ হয়, যেন রঘুপতি রামচন্দ্রের মহিমাপ্রকাশক)। কিন্তু অকবরের আশ্রিত হইবার পর হইতে তাঁহার রচিত গানে অকবর অথবা 'তানসেনপতি অকবর' এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়।

তানসেন একজন সঙ্গীতসাধক। সাধকের ভাব তাঁহার হৃদয় হইতে কখন বিলুপ্ত হয় নাই। তিনি বৈদান্তিক ভাবে ব্রহ্মকে জগতের সহিত একাকার ভাবিতেন। তাঁহার একটি গান আছে।

"প্যারে! তুঁহি ব্রহ্ম তুঁহি বিষ্ণু তুঁহি শেষ তুঁহি মহেশ।
তুঁহি আদ তুঁহি নাদ তুঁহি অনাথ তুঁহি গণেশ॥
জলস্থল মরুত ব্যোম, তুঁহি অকার যম সোম,
তুঁহি উকার তুঁহি মকার নিরোঙ্কার তুঁহি ধনেশ।
তুঁহি বেদ, তুঁহি পুরাণ, তুঁহি হদীশ তুঁহি কোরাণ,
তুঁহি ধ্যান তুঁহি জ্ঞান তুঁহি ভুবনেশ।
তানসেন কহে ধ্যান তুঁহি দেন তুঁহি রমণ।
তুঁহি ধর পলধুন তুঁহি বরুণ তুঁহি দিনেশ॥"

মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর তিনি মিঞা তানসেন নামে খ্যাত হইলেন।

তানসেনের মৃত্যুসম্বন্ধেও এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান শুনা যায়। তানসেন অকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, এজন্য অনেকেই তাঁহার ঈর্ষা করিতেন। অনেক ওস্তাদ তাঁহার নিকট সঙ্গীতসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া সকলে স্থির করিল, দীপকরাগ গাহিলে গায়ক জ্বলিয়া যায়, সুতরাং তানসেনকে দীপকরাগ গাহিতে বলিলেই তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। একদিন অকবর সভাস্থ হইলে ওস্তাদগণ দীপকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। সম্রাট্ তাহাদিগকে দীপক গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারা সকলেই কহিল, 'দীপক জানি না, কেবল এক মিঞা তানসেন জানেন।' অকবর তানসেনকে দীপক গাহিতে আদেশ করিলেন। গায়কচূড়ামণি তানসেন সম্রাটের নিকট আসিয়া কহিলেন, "যদি আমাকে চা'ন, তবে দীপক গাহিতে আদেশ করিবেন না।" কিন্তু দীপক শুনিবার জন্য দিল্লীশ্বরের অতিশয় কৌতূহল জন্মিল। তিনি তানসেনের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তানসেন কি করেন! আপন কন্যাকে মল্লার গাহিতে বলিয়া নিজে দীপক ধরিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মল্লারের গুণে দীপকানল কতক প্রশমিত হইবে। তানসেনের কন্যা মল্লার গাহিতে লাগিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া তাহার সুর বিকৃত হইল।* তানসেনও দীপকরাগ গাহিতে গাহিতে আপনার দাহনে আপনি দগ্ধ হইলেন। কথিত আছে, তাঁহার স্বরপ্রভাব

* এই বিকৃত মল্লারই মিঞা-মল্লার নাম ধারণ করিয়াছে।

সভায় নির্ব্বাপিত দীপসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনপ্রদীপের সহিত সেই দীপাবলীও নির্ব্বাপিত হইল।

তানসেনের আদিলীলাক্ষেত্র গোয়ালিয়রে মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি হইল। এখনও দূরদেশ হইতে বহু গায়ক ও নর্ত্তকী তাঁহার গোরস্থান দর্শন করিতে গিয়া থাকে। তাঁহার গোরের উপর এখনও একটী বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস, ঐ গাছের পাতা চিবাইলে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও গীতশক্তির বৃদ্ধি হয়। এই জন্য অনেক নর্ত্তকী সেই গোরস্থানে গিয়া সেই পাতা চিবাইয়া আসে। [গোয়ালিয়র দেখ।]

তানসেন যে কেবল একজন অদ্বিতীয় গায়ক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগ-রাগিণী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। আশাবরী, যোগিয়া ও দরবারী-কানাড়া তাঁহারই উদ্ভাবিত। আইন্-ই-অকবরী ও পাদশা-নামায় যথাক্রমে তানতরঙ্গ ও বিলাস নামে তাঁহার দুই পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। উভয়েই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। প্রসিদ্ধ গায়ক সুরতসেন তাঁহারই বংশধর। তাঁহার বংশীয় প্যারসেন কানুনযন্ত্র সংস্কার করেন।

তানসেনের শিষ্যগণও প্রসিদ্ধ গায়ক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁর নাম বিখ্যাত।

তানূনপাত (ত্রি) তনূনপাৎ বা অগ্নিসম্বন্ধীয়।

তানূনপ্ত্র (ক্লী) তনূনপ্ত্রা দেবতা অস্য-অণ্। তনূনপ্ত্র-দেবতাক পৃষদাজ্য, বায়ুর উদ্দেশে দত্ত দধিমিশ্রিত ঘৃত।

"তানূনপ্ত্রমেতৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।১।২৪) 'এতদাজ্যং তানূনপ্ত্রসংজ্ঞং ভবতি' (কর্ক)

তানূর (পুং) তন-বাহুলকাৎ ঊরণ্। জলাবর্ত্ত, জলের ভ্রম, ঘূর্ণীজল।

তান্ত (ত্রি) তম-ক্ত। ১ গ্লান, পরিশুষ্ক। ২ ক্লান্ত, শ্রান্ত, ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, ক্ষীণ।

তান্তব (ক্লী) তন্তোর্বিকারঃ অণ্। ১ বস্ত্র। (ত্রি) তন্তুনির্ম্মিত, যে সকল দ্রব্যকে টানিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করা যায়।

তান্তবতা (স্ত্রী) তান্তব-তল্-টাপ্। কঠিন দ্রব্যের বিশেষ ধর্ম্ম। যে গুণ থাকাতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়া তন্তু অর্থাৎ তার প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তাহার নাম তান্তবতা। আঘাতসহ গুণের সহিত তান্তবতা গুণের কোন সম্পর্ক নাই।

যাহার পাতলা পাত হয়, তাহারই যে সরু তার হয়, এমন নহে। লৌহের তার যেমন সূক্ষ্ম হয়, পাত তেমন সূক্ষ্ম হয় না। রাং ও সীসাকে পিটিয়া উত্তম পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে টানিয়া তার প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। প্লাটিনম্, রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, দস্তা, রাং, সীসক ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীগুলি অপেক্ষা পরবর্ত্তীগুলিতে এই গুণ ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ প্লাটিনম্ অর্থাৎ সিতকাঞ্চন নামক ধাতুর তান্তবতা গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেহ কেহ ইহার এরূপ সূক্ষ্ম তার প্রস্তুত করিয়াছেন, যে তাহার ব্যাস এক ইঞ্চির এক লক্ষ ভাগের তিন ভাগ মাত্র।

তান্তুব্য (পুংস্ত্রী) তন্তোঃ সন্তানস্য অপত্যং গর্গা° যঞ্। তন্তুর অপত্য, সন্তানের অপত্য।

তান্তুব্যায়নী (স্ত্রী) তন্তোরপত্যং স্ত্রী ষ্ফ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। তন্তুর অপত্য স্ত্রী।

তান্তিয়াটোপী (তাঁতিয়া টোপী) সিপাহী-বিদ্রোহের নায়ক বিখ্যাত নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী ও পৃষ্ঠপোষক। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে নানাসাহেব যেরূপ খ্যাতিলাভ করেন, তান্তিয়াটোপী তাহার কোন অংশে ন্যূন নহেন। কানপুরের বিদ্রোহে তান্তিয়া যেরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালে সেনাপতি উইণ্ডহাম, কলিন্ প্রভৃতি অনেকেই ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন। ইহারই প্ররোচনায় গোয়ালিয়রের বৃত্তভোগী চমূ সিন্ধিয়ার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, এবং চর্খাড়ীরাজকে বিশেষরূপে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিল। ইংরাজসেনা আসিয়া রাজাকে সাহায্য দান না করিলে বোধ হয় সে যাত্রা চর্খাড়ীরাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। যে সময় ঝাঁসীর রাণী আপনার পাত্রমিত্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ও ইংরাজ-সেনানায়কের প্রবল আক্রমণে অতিশয় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তান্তিয়া সেই সময় সসৈন্য রাণীর সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাণীর সঙ্গে বৃটীশসৈন্যের যতবার যুদ্ধ হইয়াছিল, ইনি সকল সময়ই রাণীর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইংরাজ হস্তে কাল্পী পতিত হইবার পর গোপালপুরে গিয়া ইনি রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গোয়ালিয়র অধিকার করেন। এখানে তিনি প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। ইংরাজসৈন্য আসিয়া গোয়ালিয়র অধিকার করিলে এবং ঝাঁসির বীর রাণী শত্রুর গুলিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তান্তিয়া এক প্রকার নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন, তবে সঙ্গে বিস্তর সৈন্য ও অর্থবল থাকায় তিনি নানা সাহেবের নাম করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অগ্রসর হইলেন। বৃটীশ গবর্মেণ্টও তাহাতে অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। বড়লাটের আদেশ

ক্রমে সেনাপতি নেপিয়ার তান্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তান্তিয়া রাও সাহেবের সহিত চর্ম্মণ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপুতানায় প্রবেশ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, রাজপুত রাজন্যবর্গকে উত্তেজিত করিয়া ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবেন। রাজপুতনার দুই এক স্থানে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গেলেও তান্তিয়ার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয় নাই। জয়পুরে তিনি চর পাঠাইয়াছিলেন, এখানে বিশেষ সাহায্য পাইবারও সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ হইয়া পড়ায় নসিরাবাদ হইতে রবার্টসাহেব দুই হাজার সৈন্য সহ তান্তিয়ার গতিরোধার্থ উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া স্বদলে নর্ম্মদানদী পার হইবার অভিপ্রায়ে তোঙ্কের মধ্য দিয়া ধাবিত হইলেন। তখন চম্বল নদীর জল এত বাড়িয়াছিল যে, তাঁহার সৈন্যগণ নদীপার হইতে সাহসী হইল না। তজ্জন্য তিনি পশ্চিমাভিমুখে বুন্দীগিরি পার হইলেন। সে সময় রাজপুতানার নদী সকল উদ্বেলিত হইয়াছিল। তথনও রবার্ট সাহেব তান্তিয়ার অনুসরণে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। ভীলবাড়ার নিকট রবার্ট একবার তান্তিয়া সৈন্যের দেখা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহারা দৃষ্টিপথের বাহির হইয়াছিল। বনাস্ নদীতীরে আসিয়া রবার্ট তান্তিয়াকে আক্রমণ করিবার আয়োজন করেন। এখানে তান্তিয়াও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি সৈন্যগণকে সতর্ক করিয়া নিকট দেবালয়ে পূজা করিতে গমন করেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, শত্রুগণ অতি নিকটবর্ত্তী। অবিলম্বে তূর্য্যধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। পদাতিকগণ সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা তান্তিয়ার আদেশ গ্রাহ্য করিল না। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজগণ সকলে প্রস্তুত হইল। তৎপরদিন একটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাঁধিল। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তান্তিয়ার সৈন্যগণ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে তান্তিয়া চম্বলনদী পার হইয়া ঝালরাপাটন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

ঝালরাপাটন একটী সুবিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের রাজধানী। তান্তিয়া অবলীলাক্রমে এই রাজধানী অধিকার করিলেন এবং অধিবাসীদিগের নিকট করস্বরূপ ৬ লক্ষ টাকা আদায় লইলেন। এ ছাড়া রাজকোষ হইতে প্রায় চারি লক্ষ টাকার জিনিস ও ৩০টী কামান পাইয়াছিলেন। এখানে তিনি অতি অল্প সময় মধ্যে অনেক নূতন সৈন্য নিযুক্ত করিলেন।

এখন তান্তিয়া সৈন্যবলে ও অর্থবলে বিশেষ বলীয়ান্। ইন্দোরের উপর তাঁহার লক্ষ্য পড়িল। মহারাষ্ট্রীমাত্রেই নানা সাহেবকে পেশবা বলিয়া গণ্য করিতেন। তান্তিয়ার বিশ্বাস ছিল যে, ইন্দোর জয় করিতে পারিলে এবং নানার নাম ঘোষিত হইলে সমস্ত হোলকর-রাজ্যের লোক আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিবেক। কিন্তু তাঁহার সেনানীমধ্যে পরস্পর মিল না থাকায় তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। তান্তিয়াকে আক্রমণ করিবার জন্য লখার্ট, হোপ ও মেজর জেনারেল মাইকেল সসৈন্যে রাজগড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তান্তিয়া কৌশলী ও বুদ্ধিমান্ হইলেও সেরূপ সাহসী ছিলেন না, যুদ্ধের সময় তিনি প্রায়ই রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন না। এই দোষেই তাঁহার সৈন্যগণ কাপুরুষ বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এই দোষেই বিপুল সহায় থাকিলেও তিনি বারবার ইংরাজ হস্তে পরাজিত হইয়া আসিতেছিলেন। এই দোষে এবারও তিনি পরাজিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কিছুদিন তান্তিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার সৈন্যগণকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া এক দল রাও সাহেবের অধীনে উত্তরাভিমুখে ও অপর একদল তান্তিয়ার সহিত দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল।

তান্তিয়া নর্ম্মদা নদী পার হইয়া দাক্ষিণাপথে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া বোম্বাই গবর্মেণ্ট ভীত ও চকিত হইলেন। যাহাতে তান্তিয়া নর্ম্মদা নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তান্তিয়া অপর কোন দিকে সুবিধা না পাইয়া পশ্চিমমুখে আসিয়া কার্গুন নামক গ্রামে পৌঁছিলেন। এদিকে মেজর সাদারল্যাণ্ড তাঁহার গতিরোধার্থ ঝিলবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তান্তিয়া কালবিলম্ব না করিয়া নর্ম্মদা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ছোট উদয়পুর নামক স্থানে পৌঁছিবামাত্র ব্রিগেডিয়ার পার্কি স্বদলে আসিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে পরাস্ত করিলেন। তাহাতে তান্তিয়া ভগ্নহৃদয় হইয়া বংশবাড়ার নিবিড় জঙ্গলে ফিরিতে লাগিলেন। আবার যে তিনি বৃটীশসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিবেন, সে আশা আর বড় ছিল না। কিন্তু অকস্মাৎ আশার ক্ষীণালোক দেখা দিল। সংবাদ পাইলেন, কুমার ফিরোজশাহ অযোধ্যা হইতে আসিতেছেন, তাঁহার সহিত যোগ দিবেন। তিনি যে দারুণ জালে জড়িত হইয়াছেন, এখন সেই জাল ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য একবার শেষ মস্তক উত্তোলন করিলেন। প্রতাপগড়ের গিরিসঙ্কট ভেদ করিয়া তিনি মেজর রোককে সসৈন্যে পরাস্ত করিলেন। কর্ণেল বেন্‌সন মালব হইতে এই সংবাদ পাইয়া জীরাপুরে তান্তিয়ার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া ৬টী হস্তী কাড়িয়া লইলেন।

তান্তিয়া ইন্দ্রগড় নামক স্থানে আসিয়া ফিরোজশাহের সহিত মিলিত হইলেন। এ সময় উভয়পক্ষের দুর্দ্দশার এক-

শেষ হইয়াছিল। তবে উভয়দল একত্র হওয়ায় কতকটা আশার সঞ্চার হইল। তাঁহারা দ্রুতবেগে মালবের মধ্য দিয়া রাজপুতানার উত্তরাংশে ধাবিত হইলেন। এদিকে কর্ণেল হলমেস নসিরাবাদ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৬ ক্রোশপথ অতিক্রম করিয়া শীকার নামক স্থানে বিদ্রোহী-দিগকে আক্রমণ করিলেন। এই অকস্মাৎ আক্রমণে তান্তিয়া নিতান্ত বিচলিত হইলেন। তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া কতিপয় অনুচর সঙ্গে লইয়া চম্বল নদী পার হইয়া সিরোঞ্জের নিকটবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল-মধ্যে মানসিংহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মান-সিংহ সিন্ধিয়ার অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন, সিন্ধিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেই-জন্যই তিনি দস্যুবৃত্তি করিয়া জঙ্গল মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন। তান্তিয়ার সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতে আলাপ ছিল। এখন তিনি তান্তিয়ার সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়া সাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

এদিকে সেনাপতি নেপিয়ার মেজরমিডকে মানসিংহ ও তান্তিয়াকে ধৃত করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। (১৮৫৯ খৃঃ অব্দ) ৮ই মার্চ মিড্ সাহেব যে গ্রামে মানসিংহ অবস্থান করিতেছিল, সেই গ্রামের ঠাকুরকে পত্র দিয়া মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তিনি নিজে আসিয়া ধরা দেন, তাহা হইলে তাঁহার অনেক সুবিধা হইবে। শেষে মান-সিংহকে বলা হইল, তাঁহাকে বৃটীশশিবিরে রাখা হইবে, সিন্ধিয়া তাঁহার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবেন না, বরং তাঁহার সুখ-স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য ইংরাজ-সেনানায়ক বিশেষ চেষ্টা করি-বেন। মানসিংহ ইংরাজ-সেনানায়কের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তখনও তান্তিয়ার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। তিনি মানসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি এখানে থাকিবেন কি ফিরোজশাহের সহিত পুনরায় মিলিত হইবেন। মানসিংহ বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিন দিন মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। বৃটিশ-সেনানায়ক জানিতেন, মানসিংহ ব্যতীত আর কাহারও সাধ্য নাই যে তান্তিয়াকে ধরিয়া আনে। সুতরাং নানা লোভ দেখাইয়া মানসিংহের উপর এই ভার অর্পিত হইল। ৭ই এপ্রেল তারিখে সন্ধ্যার পর মানসিংহ আসিয়া তান্তিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, মিড্ সাহেব তাঁহার উপর সদয় হইয়াছেন। তখনও তান্তিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে এখানে থাকিবেন কি ফিরোজশাহের কাছে যাইবেন। 'আগামী কল্য ইহার ঠিক উত্তর দিব' বলিয়া মানসিংহ চলিয়া আসিলেন। সেই রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় মানসিংহ কতকগুলি সিপাহীর সহিত আসিয়া দেখিলেন, যে তান্তিয়া প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ সেই অবস্থায় তান্তিয়াকে বন্দী করিয়া মিড সাহেবের শিবিরে আনিলেন, পরে তান্তিয়াকে সিক্রিতে পাঠান হইল। বিচারে তান্তিয়া দোষী সাব্যস্ত হইলেন। বিচারকালে তান্তিয়া জবাব দিয়াছিলেন, "আপন প্রভুর আদেশে এতদিন যুদ্ধ করিয়াছি; আমি কখন ইংরাজ পুরুষ, রমণী বা বালকের প্রাণবধ করি নাই।" ১৮ই এপ্রেল ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ডের দিন স্থির হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এই কয়টী কথা বলিয়া-ছিলেন, "আমি নিজের জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহি, তবে আমার পরিবারবর্গ যেন কষ্ট না পায়।" [নানাসাহেব, সিপাহী-বিদ্রোহ, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতি শব্দে অপরাপর কথা দ্রষ্টব্য।]

তান্তিয়াভীল, (তাঁতিয়া) একজন বিখ্যাত ভীল-দস্যু। মধ্য-প্রদেশে নিমার জেলার অন্তর্গত খাটকেরির নিকটবর্ত্তী বিরদা নামে এক গ্রাম আছে, এই স্থানে হিন্দু ভীলদিগের মধ্যে কএক ঘর গোপের বাস। এই বংশে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কৃষজীব ভাওসিংহের ঔরসে তাঁতিয়া জন্মগ্রহণ করে।

তাহার বাল্যাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হয়। বিদ্যাশিক্ষার অসদ্ভাব হেতু জ্ঞান মার্জ্জিত হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার অনেক সৎগুণ, অসাধারণ বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা ছিল।

বাল্যকাল হইতেই তাঁতিয়া অস্ত্র-শস্ত্রের সহিত ক্রীড়া করিতে ভালবাসিত। তাহার শারীরিক সামর্থ্যও মন্দ ছিল না। একদিন একটা মহিষ ক্ষিপ্ত অবস্থায় গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু গ্রামস্থ সকলে তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারে নাই, কিন্তু তান্তিয়া অবলীলাক্রমে তাহার শৃঙ্গদ্বয় এরূপ জোর করিয়া নোয়াইয়া ধরে, যে ঐ মহিষ আর মস্তক তুলিতে পারে নাই এবং গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়।

সেই হইতেই তাঁতিয়ার পরাক্রম সকলে অবগত হইতে লাগিল। যে গ্রামে ভাওসিং বাস করিত, সেইখানে তাহার কোন সম্পত্তি ছিল না।

গ্রামের কিছুদূরে পোখার নামক এক গ্রামে তাহাদের কিছু জমী ছিল। শিব পেটেল নামক ঐ গ্রামের এক ব্যক্তির সহিত তাহারা একত্র চাস করিত। তাঁতিয়ার ৩০ বৎসর বয়ক্রমের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে শিব পেটেল তাহাকে ঐ জমী হইতে দূর করিয়া দেয়। সে শিব পেটেলের নামে আদালতে নালিস করে, কিন্তু অর্থাভাবে সে মোকদ্দমায় তাঁতিয়ার হার হইল।

তান্তিয়া মোকদ্দমায় হারিয়া শিব পেটেলকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দেয়। এই অন্যায় অত্যাচারে তাহার এক বৎসর কারাদণ্ড হয়।

এই তাহার প্রথম কারাগার দর্শন। নাগপুর সেণ্ট্রাল জেলে অতিকষ্টে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইল।

তান্তিয়া জেল হইতে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু এইস্থানে বাস করিতে করিতে কতকগুলি লোকের ষড়যন্ত্রে পুনরায় তাহার তিনমাস জেল হয়।

জেল হইতে খালাস পাইলে এবার আর ইংরেজ রাজত্বের মধ্যে বাস না করিয়া হোল্‌কর রাজত্বের ভিতরে সেওয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিল।

এই সময় পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ষড়যন্ত্রকারীদিগের ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া পুনর্ব্বার পতিত হইল। এই ষড়যন্ত্র ও জেলের কঠোর ব্যবহারই তান্তিয়ার ডাকাইত হইবার একটী প্রধান কারণ। তান্তিয়া ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক এক স্থান হইতে অন্যস্থানে, এক জঙ্গল হইতে অন্য জঙ্গলে পরিভ্রমণ করিয়া এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিল, এই সময় জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহাকে অল্প অল্প চুরি ও ডাকাইতি করিতে হইত।

খড়োজাগ্রামে বিজানিয়া নামে তাহার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল,—তান্তিয়া তাহার নিকট হইতে ষড়যন্ত্রের অনেক সন্ধান পাইত। তান্তিয়া পুনরায় হিম্মত পেটেল প্রভৃতি কএকটী লোকের ষড়যন্ত্রে পুলিশকর্ত্তৃক পুনরায় ধরা পড়িল।

তাহার সঙ্গে বিজানিয়া ও দৌলিয়া এই দুই জন ধৃত হয়। এই হাজতে তান্তিয়ার অনুচর ভীল কএদী ১০ জন ছিল, তাহারা হাজত ঘরে সিঁদ কাটিয়া বহির্গত হইয়া জেলের প্রহরীদিগকে বলিয়া প্রস্থান করিল।

তান্তিয়া স্বরকবলে জেল হইতে আসিয়া ৬ ঘণ্টা অনবরত চলিয়া ৩০ ক্রোশ আসিয়া সকলে নিরাপদ হইল এবং গলার লৌহনির্ম্মিত হাসলী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যে সকল লোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তান্তিয়া এইবার সময় পাইয়া তাহাদিগের প্রত্যেককেই উপযুক্ত শাস্তি দিতে লাগিল। এইরূপে তান্তিয়া কৃপণের ধন লুট করিয়া দরিদ্র-দিগকে দান করিত, যে অন্নাভাবে খাইতে পাইতেছে না, তান্তিয়া তাহাকে প্রভূত অর্থ-প্রদান করিত। যে কৃপণ, বা দুর্দ্দান্ত, তান্তিয়া তাহার পক্ষে যমস্বরূপ।

যে যে লোক তান্তিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং তাহাকে পুলিশে ধরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টিত ছিল, তান্তিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষরূপে দণ্ড প্রদান করিল। তাহাদের ঘর-দ্বার পোড়াইয়া দিল, অর্থ সকল লুট করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান করিল। পুলিশ ইহাকে ধরিবার জন্য কত চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পুলিশের সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইতে লাগিল। পুলিশ শত শত চেষ্টা-তেও যখন তান্তিয়াকে ধরিতে পারিল না, তখন অনন্যোপায় হইয়া হোলকর-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিল। হোলকর-রাজও বৃটীশ পুলিশের সহিত একমত হইয়া তাহার অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

তান্তিয়াকে ধরিবার জন্য পুলিশ যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, তান্তিয়াকে ধরা ততই তাহাদের পক্ষে কঠিন হইতে লাগিল। এখন ভীলগণই যে তান্তিয়ার দলভুক্ত তাহা নহে, কোরকু ও বুনজারাদিগের মধ্য হইতে অনেকেই আসিয়া তাহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল।

তান্তিয়াকে ধরিতে না পারার প্রধান কারণ, তান্তিয়া দরিদ্রের পিতা, বিপন্নের একমাত্র আশ্রয়দাতা। তান্তিয়া যে গ্রামে লুট করিত, সেই গ্রামের দরিদ্র প্রভৃতি লোক-দিগকে সর্ব্ব-সাক্ষাতে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিত।

বালক, ব্রাহ্মণ এবং স্ত্রীলোক তান্তিয়ার নিকট বিশেষ-রূপে দোষী হইলেও সে কোনরূপ অনিষ্ট করিত না।

যে সকল গুণে তান্তিয়া সেই প্রদেশীয় দরিদ্র প্রজামণ্ড-লীর নিকট বিশেষ সমাদৃত ছিল, ডাকাইত হইবার পরে তান্তিয়া তাহা শিক্ষা করে নাই। বাল্যকাল হইতেই তাহার এই গুণ সকল তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত ছিল।

তান্তিয়াকে ধরিবার নিমিত্ত গবর্মেণ্টের রাশি রাশি অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, হোলকর মহারাজের অনেক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সুদক্ষ পুলিশ কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তান্তিয়া এইরূপে কখন ইংরাজরাজত্বে, কখন বা হোলকর রাজ্যে এইরূপে দুষ্টদিগকে দমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে তান্তিয়ার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ দৌলিয়া ধৃত হইয়া চিরনির্ব্বাসিত হইল। তান্তিয়া অনেকগুলি ডাকাইতি করিয়া কি জানি কি ভাবিয়া কিছুদিন সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

তান্তিয়া ৫ বৎসরে যতগুলি ডাকাইতি করিয়াছে, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। তাহা দ্বারা যথাক্রমে বড় বড় ৪০০ শত প্রসিদ্ধ ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। কখন পুলিশের সম্মুখে, কখন বা পুলিশকে প্রতারিত করিয়া এই সকল ডাকাইতি ঘটে। তৎকালে তান্তিয়া কতকগুলি পুলিশ-কর্ম্মচারীর নাক কাটিয়া দিয়াছিল। এখন তান্তিয়ার বয়স ৪৫ বৎসর,

এইরূপ অসময়ে বহু পরিশ্রম, শারীরিক অনেক অত্যাচার প্রভৃতিতে তাহার শরীর কিছু দুর্ব্বল হইল এবং ক্রমাগত ১১ বৎসর পর্য্যন্ত পুলিশ, পল্টন, মালগুজার প্রভৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া সহস্র সহস্র গৃহ-দাহ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এখন দস্যুপতি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট ক্ষমা পাইবার উপায় সকল উদ্ভাবন করিতে লাগিল। এই নিমিত্ত পরিশেষে সে অনেকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। তাহার পক্ষ হইয়া গবমেণ্টকে দুইটী কথা বলিবার নিমিত্ত অনেককে অর্থপ্রদানও করা হইল।

পূর্ব্বে ইহার এতদূর সাহস ও পরাক্রম ছিল যে, যখন যে কোন দরিদ্র ব্যক্তির অন্নকষ্ট নিবারণের ইচ্ছা হইত, অথচ সহজে কোনস্থান হইতে দ্রব্যসংগ্রহের উপায় দেখিত না, তখন চলন্তি রেলগাড়ীতে অবলীলাক্রমে উঠিয়া পড়িত, জোর করিয়া মালগাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিত। এইরূপে মধ্যে মধ্যে জি, আই, পি, রেলগাড়ীতে উঠিয়া চাউল, গম প্রভৃতি বস্তা বস্তা আহারীয় দ্রব্য সকল নীচে ফেলিয়া দিত এবং পরে সেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সেই দ্রব্য দ্বারা দরিদ্রদিগের অভাব মোচন করিত। এখন তাহার সেই বল হ্রাস হইয়াছে, দৃষ্টিশক্তি কমিয়া গিয়াছে, সে তেজ সে উদ্যম আর কিছুই নাই।

তান্তিয়া মেজর ঈশ্বরীপ্রসাদ সি আই ই,র সহিত ইংরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত বন্ধুত্ব করিল। ঈশ্বরীপ্রসাদ একদিন তান্তিয়াকে নিমন্ত্রণ করেন। তান্তিয়া ইহার আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে ইহারই ষড়যন্ত্রে তান্তিয়া পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইল। তান্তিয়ার অনুচরবর্গ এই সংবাদে পুলিশের সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

তান্তিয়া ধৃত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের আর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। পুলিশ কর্ম্মচারী মাত্রই তাহাদিগের কষ্টের লাঘব হইল, ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ তান্তিয়াকে বিচারার্থ ইংরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি প্রকৃত তান্তিয়া কিনা। কিন্তু শেষে অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থির হইল, এ-ই প্রকৃত তান্তিয়াভীল।

এইবার তান্তিয়ার বিচার আরম্ভ হইল, তান্তিয়ার বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ উপস্থিত হইল। তান্তিয়ার বিচার দিন আদালত লোকে লোকারণ্য হইল। তান্তিয়াকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তান্তিয়া তাহার সকলই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। তান্তিয়ার ফাঁসির হুকুম হইল।

তান্তিয়া দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া জব্বলপুরের জেলের ভিতর নীত হইল। অনেক লোক তান্তিয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তান্তিয়া রাজদণ্ডে জন্মের মতন ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

তান্তুবায়ি (পুংস্ত্রী) তন্তুবায়স্য অপত্যং তন্তুবায়-ইঞ্। তন্তুবায়ের অপত্য।

তান্তুবায্য (পুং স্ত্রী) তন্তুবায়স্য অপত্যং তন্তুবায়-ণ্য (সেনান্তলক্ষণকারিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৫২) তন্তুবায়ের অপত্য।

তান্ত্র (ক্লী) ১ তন্ত্রবিশিষ্ট, তারযুক্ত। ২ তন্ত্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিক (ত্রি) তন্ত্রং সিদ্ধান্তমধীতে বেদ বা তন্ত্র-উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। ১ জ্ঞাতসিদ্ধান্ত। ২ শাস্ত্রাভিজ্ঞ। ৩ তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা। ৪ তন্ত্রসম্বন্ধীয় বা শাস্ত্রসম্বন্ধীয়। ৫ সন্নিপাত রোগবিশেষ, যে সন্নিপাতে অত্যন্ত তন্দ্রা, ততোধিক পিপাসা, অতীসার, অতিশয় শ্বাস, কাস, গাত্রবেদনা, শরীর অতিশয় উষ্ণ, গলদেশে শোথ, নাসিকার অগ্রভাগ শীতল, জিহ্বা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, ক্লান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও দাহ জন্মে, তাহাকে তান্ত্রিক সন্নিপাত বলে। * (বৈদ্যক)। ৬ তন্ত্রসম্বন্ধীয়।

তান্ত্রিকী (স্ত্রী) তান্ত্রিক-ঙীপ্। ১ তন্ত্রসম্বন্ধীয়া। শ্রুতিপ্রমাণকধর্ম্ম দুইপ্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক। [তন্ত্র দেখ।]

তান্দন (পুং) বায়ু, পবন।

তান্দুর (ক্লী) তন্দুরেণ পাকযন্ত্রভেদেন নির্বৃত্তং অণ্। তন্দুরপক্বমাংসভেদ, অঙ্গারপূর্ণগর্ত্তে অলম্ব অবলম্বিত সংস্কৃত মাংস আচ্ছাদন করিয়া তন্দুর যন্ত্রদ্বারা (পাকযন্ত্রভেদ) পাক করিলে তান্দুর মাংস হয়।

"অঙ্গারপূর্ণে গর্ত্তে যদলম্বমবলম্বিতং।
সংস্কৃতং পিহিতং মাংসং পক্বং তান্দুরমুচ্যতে॥" (শব্দার্থচি°)

এই মাংস রুচিকর, বল্য ও পথ্য। [মাংস দেখ।]

তাম্ব (পুং) তস্যাঃ প্রাণাধিষ্ঠিতত্বাৎ প্রাণবত্যা অয়ং অঞ্, সংজ্ঞাপূর্ব্বকবিধেরনিত্যত্বাৎ বেদে ন গুণঃ। ১ তনুজ, পুত্র। তনুনামকস্য ঋষেরপত্যং অঞ্। ২ ঋষিভেদ, তনুনামক ঋষির অপত্য। "সপ্তোর্দিদিষ্ট তাম্বঃ" (ঋক্ ১০।১৪।১৫) 'তাম্বঃ নামর্ষিঃ' (সায়ণ) তনু দশা পবিত্রবস্ত্রং তস্যেদং অণ্। ৩ দশাপবিত্র বস্ত্রসম্বন্ধী। স্বার্থে অণ্। ৪ দশাবস্ত্র।

---

* "অতিতন্দ্রাতরঃ শ্বাস কাসতাপোঽতিসারকঃ।
মুলকণ্ঠঃ সিতাগ্রাশা জিহ্বাকণ্ঠে চ কুজতি।
ক্লান্তিরস্না চেতি বিদ্যাৎ তান্ত্রিকে সন্নিপাতিকে।" (বৈদ্যক)

"গৃহ্ণাতিরিশ্মিবিরজ তাবা। (ঋক্ ১।৭৮) 'তাবা স্বকীয়েন বস্ত্রেণ'। (সায়ণ)

তাম্বরস (পুং) তম্বরের অপত্য।

তাপ (পুং) তপ-ঘঞ্। ক্লেশজনক উষ্ণাদিস্পর্শ জন্য সন্তাপ। ২ কৃচ্ছ্র। ৩ উষ্ণতা। ৪ যাতনা, মনঃপীড়া। ৫ জ্বর। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ। [দুঃখ দেখ।]

তাপ (Heat) প্রকৃতিকার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানে বিশেষ উপযোগী।

ইহা দ্বারা বাত্যা প্রভৃতি কত শত আশ্চর্য্য ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। ইহা না হইলে রসায়নশাস্ত্র বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা আলোচনা করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ পদার্থগণের সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্তি প্রভৃতি ক্রিয়ার তাপ একটী প্রধানতম সাধক।

অধিক কি, এমন কোন রাসায়নিক ক্রিয়াই নাই যাহাতে তাপের বিনিয়োগ উদ্ভব বা বিলয়ন হয় না। ইহার মূলতত্ত্ব ও যথাযোগ্য বিনিয়োগ প্রণালী অবগত হইতে পারিলে সংসারে কত শত অদ্ভুত ও মহোপকারক কার্য্য সংসাধন করিতে পারা যায়। বাষ্পীয়-শকট, বাষ্পীয়-যান ও তাপমান যন্ত্র প্রভৃতিই ইহার নিদর্শন। কি প্রাণিরাজ্যে, কি জড়রাজ্যে তাপের মহোপাদেয়তা সর্ব্বত্র বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

তাপ না থাকিলে প্রাণী বা উদ্ভিজ্জগণের জন্ম, পরিবর্দ্ধন বা পচন কিছুই হইত না। তাপবিশেষ উপকারী, কিন্তু তাহার লক্ষণ কি? তাপ অদৃশ্য। প্রদীপ জ্বলিতেছে, দেখিয়া কিছু বলা যায় না, যে সে উত্তপ্ত। ইহা ভারবিহীন; কোন বস্তুর শীতকালেও যতটুকু ভার, গ্রীষ্মকালেও ততটুকু ভার থাকে। তাপনিবন্ধন ভারের কিছুই বৈলক্ষণ্য হয় না। অথচ তাহার সত্তার উপলব্ধি হইতেছে। সে সত্তা স্পর্শগ্রাহ্য ও প্রক্রমানুমেয়। তাপ কোন বস্তুতে উপসংক্রামিত হয়, বস্তু তাহা শোষণ করে এবং তখন অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। তখন তাপের প্রক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। তখনই বিস্তারণ, তরলীকরণ, বাষ্পীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়।

তাপ সকল পদার্থেই বর্ত্তমান থাকে। তবে অল্প আর অধিক। তুষারপিণ্ড যে এত শীতল, ইহাতেও তাপ আছে। কারণ তাপমান-যন্ত্রদ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে, শীতপ্রধান দেশের তুষার গ্রীষ্মকালে যত শীতল থাকে, শীতকালে তাহা অপেক্ষা অধিক শীতল হইয়া যায়।

তাপের গতি সরলরেখায় এবং আলোকের ন্যায় ইহা বস্তুদ্বারে প্রতিফলিত বা সংক্রামিত হয়। কোন কোন বস্তু ইহাকে আত্মসাৎ বা শোষিত করে। কোন কোন বস্তুদ্বারা প্রতিফলিত হয়। কোন কোন বস্তুদ্বারা পরিচালিত, প্রসারিত ও বিকীরিত হয়। সকল স্থলে তাপ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও পরিমেয়। কোন কোন বস্তু তাপকে শোষিত করে, কিন্তু সে বস্তু উত্তপ্ত হয় না, কিম্বা হইয়াছে, এমন দেখা যায় না। এখানে তাপ গূঢ়, অনিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা অনুমিতি-গ্রাহ্য।

সুতরাং তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য (sensible) ও অনুমিতিগ্রাহ্য (latent)।

কিন্তু তাপের লক্ষণ কি? যাহা কোন বস্তুতে থাকিলে সেই বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, তাহার নাম তাপ।

এখানে জিজ্ঞাসা করিতে পার, যখন গূঢ়ভাবে কোন বস্তুতে থাকে, তখন কি সে তাপ তাপপদবাচ্য হইবে না? হইবে, কারণ সেখানে পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব লক্ষিত হইয়াছে এবং পরেও তাহার অস্তিত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং সে অবস্থায় দৃষ্ট না হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে, যে তাপ সেখানে বর্ত্তমান।

কোন এক বর্ত্তুল উপরে ফেলিয়া দিলাম, তাহা না পড়িয়া কোন এক ছাতে বা অন্য কোন উচ্চ ভূমিতে গিয়া রহিল, তাহার পতন সেই আধারসংযোগে নিবারিত হইল। তখন কি বলিব যে তাহার পতনশক্তি নষ্ট হইল না, কারণ সেই আধার শূন্য করিলে সেই বর্ত্তুল অমনি ভূমিতে পতিত হইয়া যাইবে। ক্ষণকালমাত্র সেই আধার ভূমি উক্ত বর্ত্তুলের পতনশক্তির প্রতিরোধ করিয়াছিল। তুল্য বল বিরোধিতা-নিবন্ধন সে শক্তি তখন প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই, সেইরূপ তাপও সময়ে গূঢ়ভাবে থাকে, বস্তু উষ্ণ হইয়াছে, এমন বোধ হয় না, অর্থাৎ তাপের কোন কার্য্যই সেখানে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অবস্থান্তরে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহা একে একে বাহুল্যরূপে বলা যাইতেছে।

তাপের প্রকৃতি (Nature of heat) কি?

অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এ বিষয়ে নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সকলের মধ্যে একটীও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু এটা স্থির, তাপ, আলোক এবং তাড়িত এ তিনই এক পদার্থ। একই প্রকৃতির রূপান্তর মাত্র।

এই তিনের উপাদানীভূত পদার্থ ইথর (Ether), ইহা অণুসকলের পরস্পর অবান্তর প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলিতেন, যাহার উষ্ণ স্পর্শ আছে, তাহার নাম তেজ। পূর্ব্বতন য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ

ইহাকে একপ্রকার অতি সূক্ষ্মপদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু নব্যেরা বলেন, তাপ স্বতন্ত্র পদার্থ নহে।

তাঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন, জড়াত্মক অণুসমূহের কম্পনই তাপ। তাঁহাদের মতে জড় পদার্থের পরমাণু সকল ইথর বা আকাশ নামক যে একপ্রকার বিশ্বব্যাপী সূক্ষ্ম পদার্থে পরিবেষ্টিত তাহারই আন্দোলনে জড়দ্রব্যের অণু-সকল আন্দোলিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয়।

যাহা হউক তাপের প্রকৃতি বিষয়ে এই দুইটী প্রধান-তম মত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শেষোক্তটীই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

১ম। তাপ একটী সূক্ষ্মতম অদৃশ্য তরল পদার্থ ইথর (Ether)। ইহা সকল স্থলে এবং সকল বস্তুর সহযোগে অবস্থান করিতে এবং প্রয়োজনবশতঃ আবার সেই সকল হইতে পৃথক্‌ভূত হইতে সমর্থ। এইরূপ সহযোগে এবং বিচ্ছেদে প্রসারণ, গলন প্রভৃতি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে।

২। তাপ অণু সকলের কম্পনজাত। যখন কোন বস্তুর অণুসকল কম্পিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে স্পর্শ করিলে সেই কম্পন আমাদের স্নায়ুতে আসিয়া আঘাত করে এবং তাহাতেই আমাদের উষ্ণ স্পর্শানুভব হয়। আরও সেই কম্পন যে শুদ্ধ অণুসকলেই অবস্থান করে, এমন নহে। সেই অণুসকলের অবান্তর প্রদেশস্থিত ইথরের মধ্যেও বর্ত্তমান থাকে। এই শেষোক্ত মতই এখন বিশেষ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ এই সংসারে যত কিছু পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, প্রকৃত ধরিতে গেলে সকলই অনবচ্ছিন্ন গতিশীল।

বস্তুতঃ প্রকৃত স্থিতি কাহারও নাই, স্থিতিশীল এরূপ কাহাকেও বলিতে পারা যায় নাই। তবে সেই গতি কোন কোন স্থলে প্রত্যক্ষ হয় এবং কোন কোন স্থলে বা অনুমিত হয়। সেই গতি আবার বলের অনুরূপ মাত্র। সেই বল আবার আত্মগত বা অন্যলভ্য হইতে পারে। যাহা হউক সেই গতি বা বল হইতে তাপ জন্মে। পদার্থে পদার্থে সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়। যে সকল অণুর সংযোগে সেই সেই পদার্থ জন্মিয়াছে, তাহাদের চলনে বা পরস্পর সংঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি। বস্তুতে আঘাত করিলে বস্তু উষ্ণ বোধ হয়, সুতরাং যত অধিক বলপ্রয়োগ করা যাইবে, তত অধিক তাপ জন্মিবে। বাষ্পীয় শকট বা বাষ্পীয়যানের বাষ্প ইহার নিদর্শনস্বরূপ। যখন সেই তাপ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন তাহাকে আবার কোনরূপ গতি সমুৎপাদনে প্রবৃত্ত করা যায়, তখন তাপ আবার তিরোহিত হয়।

তাপের উৎপত্তি-স্থান (Sources of heat)। এখন তাপের উৎপত্তি-স্থানের বিষয় বিবৃত হইতেছে। যতগুলি তাপপ্রভব পদার্থ আছে, তাহাদের মধ্যে সূর্য্য একটী প্রধান-তম। সূর্য্যের তাপ পৃথিবীতে পড়ে এবং তাপের সমুদায় কার্য্য সেখানে দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে অধিক তাপ অনুভূত হয়, সেই সময়ে উদ্ভিজ্জগণের পরিবর্দ্ধনাদি তাপের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। তাপ পৃথিবীতে পতিত হইয়া পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে, পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ উত্তপ্ত হয়। কিন্তু তাহা পৃথি-বীর অভ্যন্তরে হাত কএক মাত্র প্রবেশ করে বলিয়া অনেকে গ্রীষ্মকালে মাটির ভিতর ঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। রেল-গাড়ীর রাস্তায় রেলের যেখানে পরস্পর সংযোগ, সে স্থলে গ্রীষ্মকালে অধিক তাপের সময় পরিসরণ হইবে বলিয়া একটু একটু ফাঁক করিয়া রাখা হয়। এই সময়ে নানাবিধ ফল পরিপক্ব হয়। এই সময় তাপের আধিক্য হয় বলিয়া পরিশোষণ ক্রিয়ার বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। খাল, বিল, প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

সূর্য্যব্যতীত সংঘর্ষণ (friction), পেষণ, সংঘট্টন (percussion), রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি ইহারাও তাপপ্রভব। তাড়িত ও দহন ইহারা উক্ত রাসায়নিক ক্রিয়ার অন্যপরিণতি মাত্র। ঐ সকল হইতেও তাপের উৎপত্তি হয়।

সংঘর্ষণ। বস্তুতে বস্তুতে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। কাঠে কাঠে সংঘর্ষণ হইলে তাপের উৎপত্তি হয়। হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত উত্তপ্ত হয়। কাচের শিশির ছিপি বদ্ধ হইয়া গেলে রজ্জুদ্বারা শিশির গলায় ঘর্ষণ করিলে সে স্থান উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়, সুতরাং ছিপি খুলিয়া যায়। বরফে বরফে ঘর্ষণ করিলে বরফ গলিয়া যায়।

ডেভি সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, রেলের উপর কলের গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষিত হইয়া থাকে। পাছে ঘর্ষণে তাপ জন্মে; এইজন্যই কলের গাড়ীতে চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্যই কলের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযোগ্যরূপে বিনিযোজিত হইয়া থাকে।

সংঘট্টন। সংঘর্ষণ এবং পেষণ এই উভয়ের একত্র সংঘট্টন। চকমকির পাথরে চকমকি দিয়া অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। কর্ম্মকারেরা হাতুড়ি দিয়া লৌহ পিটিবার সময় লৌহ উত্তপ্ত হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়া। বস্তুতে বস্তুতে মিলিত হইলে যে নূতন প্রকার বস্তুর সৃষ্টি করে, তাহাকে রাসায়নিক ক্রিয়া বলা যায়। অনেক সময়ে ইহাতে অগ্ন্যুৎপাত হয়। যদিও সময়ে সময়ে ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয় না। চূণে জল দিলে, জলে

গন্ধক দ্রাবক দিলে তাপ উদ্গত হয়। জলে পটাশ দিলে জ্বলিয়া উঠে। প্রদীপ জ্বলা প্রভৃতিও রাসায়নিক ক্রিয়ার উদাহরণস্থল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাপ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ও গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তাপ প্রায়ই স্পর্শশক্তি দ্বারা অনুভূত হয়। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্পর্শবোধ আমাদের একপ্রকার তাপমানযন্ত্র। যখন আমরা কোন উষ্ণ বস্তু স্পর্শ করি, তখন আমাদের উষ্ণ-স্পর্শানুভব হয়, তেমনি যখন আমরা কোন এক তুষারপিণ্ডে হাত দিই, তখন আমাদের শীতল স্পর্শানুভব হয়। কিন্তু উহা কত শীত বা উষ্ণ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারি না। নির্দ্দেশ না করিতে পারিলেও তাপের বৈলক্ষণ্য ও হ্রাসবৃদ্ধি প্রভৃতি কিছুই স্থির করিতে পারি না। এইজন্যই তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা সামান্যতঃ যাহা কিছু স্থির করা যায়, তাহা প্রকৃত হইবার সম্ভব নাই। কেননা যদি কোন গৃহস্থের তিনটী পদার্থ থাকে, একটী ধাতুর, একটী কাষ্ঠের আর এক খানি বস্ত্র, এখন তাহাদের প্রত্যেক-কেই যদি ক্রমান্বয়ে স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের তিনটী বিভিন্ন প্রকার স্পর্শানুভব হয়। যদি গৃহস্থিত বায়ু উষ্ণ থাকে, তাহা হইলে বস্ত্রখানি উষ্ণ, কাষ্ঠ উষ্ণতর এবং ধাতুর পদার্থটী উষ্ণতম বোধ হয়, কিন্তু সেই বায়ু শীতল থাকিলে হবৈপরীত্য ঘটিবে অর্থাৎ ধাতব পদার্থ টী শীতলতম, কাষ্ঠ শীতলতর এবং বস্ত্রখানি শীতল বোধ হইবে। বস্তুতঃ আমাদের স্পর্শশক্তি বিলক্ষণ অনিশ্চিত।

কোন এক পথিক কোন এক পর্ব্বত হইতে নামিতেছেন, আর একজন সেই পর্ব্বতে উঠিতেছে. যিনি নামিতেছেন, তিনি যতই নামেন, ততই উষ্ণ বোধ করেন, আর যিনি উঠিতেছেন, তিনি কেবলই শীত অনুভব করিতেছেন, এ দুই জনের মধ্যে কেহই উষ্ণত্বের বা শীতলত্বের হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। এমন কি কখন কখন গ্রীষ্মকালেও এক এক দিন শীতানুভব হয়, এবং শীত-কালেও সময়ে সময়ে উষ্ণ বোধ হয়। এই সকল বৈলক্ষণ্য সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করিতে গেলে স্পর্শশক্তির উপর কোন-মতেই বিশ্বাস করা যায় না। কেহ কেহ তাপকে একটী সূক্ষ্ম তরল পদার্থ বলিয়া বর্ণন করেন, কিন্তু ইহাকে তরল পদার্থের ন্যায় সের হিসাবে ওজন করিতে পারা যায় না। ফলতঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাপকে কোনরূপেই মাপিতে পারা যায় না, কিন্তু আমরা পদার্থোপরি তাপের নানাবিধ প্রথমে পরিমাণ করিয়া তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হই। [তাপমান দেখ।]

উষ্ণতা ও শৈত্য।—উষ্ণতা ও শৈত্যে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। এক বস্তুর সহিত তুলনায় যাহাকে উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়, অন্য আর এক বস্তুর সহিত তুলনায় তাহা-কেই আবার শীতল বলিয়া জ্ঞান হয়। এক হস্ত অত্যুষ্ণ জলে ও অন্য হস্ত অত্যন্ত হিম জলে নিমগ্ন করিয়া পরে যদি উভয় হস্তই নাতি-শীতোষ্ণজলে নিমজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে যে হস্ত উষ্ণ জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা শৈত্যের, আর যে হস্ত হিমজলে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা উষ্ণতার অনুভব হয়।

তাপ নিবন্ধন জড় বস্তুর প্রসারণ। তাপ নিবন্ধন জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পরকে দূরীভূত করে। এই নিমিত্ত তাপসমাগমে দ্রব্যাদি প্রসারিত হয়। উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য অপেক্ষা তরল এবং তরল দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্য সকল অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃত হয়। তাদৃশ উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য দ্রব ও দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইয়া যায়, কঠিন দ্রব্য সকল উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়। এই নিমিত্ত রেলের রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে রেলগুলির মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখিতে হয়।

যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন শীতল লৌহদণ্ড যে ছিদ্র মধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু উত্তপ্ত হইলে আর তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। যে সকল কঠিন পদার্থ তাপসমাগমে বিশ্লিষ্ট না হয়, তাহাদিগকে উত্তপ্ত করিলে ক্রমে ক্রমে কোমল হইয়া আইসে, এবং অবশেষে তরল হইয়া যায়। কঠিন দ্রব্যের ন্যায় দ্রব দ্রব্য সকলও উত্তপ্ত হইলে প্রসারিত হয়।

এই নিমিত্ত জলপূর্ণ পাত্রে তাপ দিলে তাহা হইতে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। বায়বীয় বস্তু সকল তাপ পাইলে বিলক্ষণ প্রসারিত হয়। যদি কোন বায়ুপূর্ণ চর্ম্মথলের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাতে তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা অমনি স্ফীত হইয়া উঠে।

সমান তাপ প্রাপ্ত হইলেও সকল প্রকার কঠিন ও তরল দ্রব্য সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না, কিন্তু যাবতীয় বায়বীয় বস্তুই সমান তাপ প্রাপ্ত হইলে প্রায় সমান পরিমাণে বিস্তৃত হয়।

তাপের ফল। ইহার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঘন, তরল বা বাষ্পীয় সকল পদার্থ ই তাপে প্রসারিত ও শৈত্যে সঙ্কোচিত হয়। এই প্রসরণ ঘন পদার্থে অল্প, তরল পদার্থে অপেক্ষাকৃত অধিক ও বাষ্পীয় পদার্থে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষিত হয়। অর্থাৎ পদার্থের অণু সকল যত,

৩০ টঙ্কি চাপে ০°শ উষ্ণতায় বরফ দ্রব হয়। কিন্তু অধিক চাপ প্রযুক্ত হইলে সমধিক উষ্ণ না হইলে দ্রব হয় না।

দ্রবমাণ বস্তুতে যত তাপ প্রয়োগ করা যাউক না কেন, কিছুতেই তাহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না।

আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমাণ দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব্যের উষ্ণতা সমান। ০°শ, অথবা ৩২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে পর বরফে যে তাপ প্রয়োগ করা যায় তদ্দ্বারা উহার উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ঐ তাপের প্রভাবে বরফ দ্রব হইতে থাকে। দ্রবমাণ তুষার হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ০°শ, অথবা ৩২° ফা।

অতএব দৃষ্ট হইতেছে ০°শ বরফকে ০°শ জলে পরিণত করিলে কিয়ৎপরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়। এই অন্তর্হিত তেজকে জলের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন ও গূঢ় তেজ বলা যায়। ৮০°শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জলের সহিত ০°শ প্রমাণ উষ্ণ একসের জল মিশ্রিত করিলে ৪০°শ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়।

কিন্তু ৮০°শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের জলের সহিত ০°শ প্রমাণ উষ্ণ ১ সের তুষারচূর্ণমিশ্রিত করিলে ০°শ প্রমাণ উষ্ণ দুই সের জল হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হইতেছে, ০°শ প্রমাণ এক সের বরফ দ্রব হইয়া ০°শ প্রমাণ উষ্ণ এক সের জল হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা ৮০° অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অন্যান্য কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়েও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সকল দ্রব দ্রব্যের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ প্রচ্ছন্ন তেজের পরিমাণ সমান নহে।

০°শ পরিমাণে উষ্ণ হইলে যেরূপ বরফ গলিয়া জল হয়, তদ্রূপ ০°শ পরিমাণে শীতল হইলে জল জমিয়া বরফ হয়। বরফ দ্রব হইবার সময় যতখানি তেজ অন্তর্হিত হয়, জল জমিবার সময়ে ঠিক ততখানি তেজ বিনির্গত হয়।

ফলে যে উষ্ণতায় কোন বস্তু দ্রব হয়, ঠিক সেই উষ্ণতায় তদুৎপন্ন দ্রব দ্রব্য পুনরায় ঘনীভূত হয়। আর গলিবার সময় যে পরিমাণ তেজ অন্তর্হিত হয়, জমিবার সময়েও সেই পরিমাণ তেজ নির্গত হয়। এই নিমিত্ত শীতপ্রধানদেশে যখন দারুণ শীতের প্রভাবে জলাশয়াদির জল জমিয়া বরফ হইতে আরম্ভ হয়, তৎকালে সেই হিমময় জলের অন্তর্গত গূঢ়তেজ প্রকাশিত হইয়া দুরন্ত শীতের পরাক্রম কিছু খর্ব্ব করিয়া দেয়।

দ্রবীভূত হইলে দ্রব্যাদির আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১০০ ঘন ইঞ্চি গন্ধক দ্রব হইলে ১০৫ ঘন ইঞ্চি হয়। কিন্তু বরফ দ্রব হইলে সঙ্কুচিত এবং জল জমিলে প্রসারিত হয়। অন্যান্য তরল দ্রব্য জমিলে ভারি হয়, কিন্তু জল জমিয়া বরফ হইলে লঘু হয়, এই নিমিত্ত জলে ভাসে। জল জমিবার সময়ে বিস্তৃত হয়, তাহাতে শীতপ্রধান দেশীয় নদ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতির জল জমিয়া বরফ হইলে উপরিভাগে ভাসিতে থাকে এবং নিম্নে ৪°শ প্রমাণ উষ্ণজল থাকাতে মৎস্যাদি জলচর জীবগণ জলাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। জল জমিয়া যখন বরফ হয়, তখন উহার আয়তনের বৃদ্ধি সহকারে প্রসারণশক্তিরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। যদি কোন জলপূর্ণ লৌহময় বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া অতিশয় শীতল কোন পদার্থের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখা হয়, তাহা হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ জল বরফে পরিণত হয় এবং বরফ হইবার সময়ে উহার প্রসারণের বল এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, ঐ লৌহময় পাত্র বিদীর্ণ ও ভগ্ন হয়। শীতপ্রধান দেশে রাত্রিকালে শীতের প্রভাবে জলপ্রণালীর অন্তর্গত জল জমিয়া যাওয়ায় কখন কখন নল সকল বিদীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া যায়।

পর্ব্বতের উপর যে বৃষ্টির জল পতিত হয়, তাহার কিয়দংশ ছিদ্রাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে শীতদ্বারা যখন তাহা তুষাররূপে পরিণত হয়, তখন এই কারণে প্রস্তরখণ্ড সকল বিদারিত হয়।

কঠিন দ্রব্য উত্তপ্ত হইলে বাষ্প হয়। কাগজ, কাষ্ঠ প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন দ্রব্যকে যেরূপ দ্রব করিতে পারা যায় না; মেদ, নারিকেল, তৈল প্রভৃতি কতিপয় তরল দ্রব্যকেও সেইরূপ বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত করিতে পারা যায় না, উত্তাপনিবন্ধন ইহাদিগের উপাদান সকল পৃথগ্ভূত অথবা ভিন্ন প্রকারে সংযুক্ত হয়। কর্পূর, আয়দীন (অরুণক) প্রভৃতি কতিপয় কঠিন বস্তু দ্রব না হইয়া একবারে বাষ্প হয়। বাষ্পীয় দ্রব্য সকল সচরাচর বর্ণহীন ও স্বচ্ছ হইয়া থাকে। কেবল আয়দীন প্রভৃতি কএকটীর দ্রব্যের বাষ্পবর্ণবিশিষ্ট। বাষ্প ও বায়ুতে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। বাষ্পের বায়ব্যভাব নৈমিত্তিক, আর বায়ুর স্বাভাবিক।

যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ তরল, তাহাদিগের পরিণামে যে বায়ুবৎ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প বলা যায়। বায়বীয় বস্তুদিগের ন্যায় বাষ্প সকলও স্থিতিস্থাপক। উষ্ণতা ও চাপের তারতম্যানুসারে বায়বীয় দ্রব্য সকলের আয়তনাদির যেরূপ তারতম্য হয়, বাষ্পদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়া থাকে।

শতাংশিকের এক অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে বায়বীয় ও বাষ্পীয় বস্তুদিগের আয়তন $\frac{১}{২৭৩}$, বা .০০৩৬৬৫ পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ ১ ঘন ইঞ্চি কি ১ ঘন ফুট কোন

বায়ু কি বাষ্পের উষ্ণতা যদি ১°শ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে উহার আয়তন ২৭৩ বা ১°০০৩৬৬৫ ঘন ইঞ্চি বা ঘন ফুট প্রমাণ হয়। সুতরাং ২৭৩ অংশ পরিমাণে উষ্ণতার বৃদ্ধি হইলে আয়তন দ্বিগুণিত হয়।

যেরূপ সকল কঠিন দ্রব্যকে দ্রব করিতে সমান উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয় না, সেইরূপ সকল দ্রব দ্রব্যকে বাষ্প করিতে সমান উত্তাপ আবশ্যক হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন উষ্ণতায় বাষ্পাকার ধারণ করে। সুরাসার, জল, তার্পিণতৈল ও পারদ এই কএকটী দ্রব দ্রব্যকে ফুটাইতে হইলে তাহাদিগকে যথাক্রমে ফারেণহীটের ২৭৩°, ২১২°, ৩১৬° ও ৬৬০° অংশ পরিমাণে উষ্ণ করিতে হয়।

একজাতীয় কঠিন বস্তু সকল যেমন একরূপ উষ্ণতায় দ্রব হয়, একজাতীয় দ্রব বস্তুসকল সেইরূপ সমান পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে। যেরূপ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব সময়েই ০°শ বা ৩২০ ফা প্রমাণ উষ্ণ হইলে জল ফুটিতে থাকে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভূতলস্থ সকল পদার্থ বায়ুরাশির চাপে আক্রান্ত। এই চাপ অতিক্রম করিতে না পারিলে দ্রব দ্রব্য সকল কখনই ফুটে না। বাস্তবিক যখন কোন দ্রব দ্রব্যসম্ভূত বাষ্পের প্রসারণশক্তি বায়ুরাশির চাপের সমান হয়, তখনই উহা ফুটিতে থাকে।

যখন বায়ুরাশির চাপ ৩০ ইঞ্চি পারদের সমান হয়, কেবল সেই সময়ই ফারেণহীটের ২১২° অংশে জল ফুটিয়া উঠে। চাপের ন্যূনাধিক্য হইলে ফুটন-বিন্দুরও ন্যূনাধিক্য হয়।

পর্ব্বতের উপর বায়ুরাশির চাপ অপেক্ষাকৃত অল্প, এইজন্য তথায় অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে জলকে ফুটাইতে পারা যায়।

পরীক্ষাদ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যত উচ্চে উঠা যায়, ততই প্রতি ৫৩০ ফিটে ফারেণহীটের ১ অংশ করিয়া ফুটন-বিন্দুর হ্রাস হয়। পর্ব্বতাদির উচ্চতা-নিরূপণ করিবার এই একটী উপায়।

বায়ু-নিষ্কাশনযন্ত্রের আবরণপাত্রের ভিতর একটী জল-পূর্ণ পাত্র রাখিয়া বায়ু নিষ্কাশন করিলে পাত্রস্থিত জল এমন কি ৭০° ফা পরিমিত উষ্ণতায়ও টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে থাকে। ফলতঃ উষ্ণ হইলেই যে জল ফুটে, কি ফুটিলেই জল উষ্ণ হয়, এরূপ কোন নিয়ম নাই।

দ্রব দ্রব্য সকল ফুটিয়া উঠিলে তাহাদিগকে যত উত্তপ্ত করা যাউক না কেন কিছুতেই তাহাদের উষ্ণতার বৃদ্ধি হয় না। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রবমান কঠিন দ্রব্য ও তদুৎপন্ন দ্রব দ্রব্যের উষ্ণতা যেরূপ একবারে অভিন্ন, ফুটন্ত দ্রব্য ও তদুৎপন্ন বাষ্পের উষ্ণতাও ঠিক সেইরূপ সমান। বিশুদ্ধ জল ২১২° ফা পরিমাণে উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে এবং একবার ফুটিয়া উঠিলে উহাতে যত উত্তাপ দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা উহার উষ্ণতার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না, আবার ফুটন্ত জল হইতে যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহারও উষ্ণতা ঠিক ২১২° ফা। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে, কঠিন দ্রব্য দ্রব হইবার সময়ে যেরূপ কিয়ৎপরিমাণে তেজ অপ্রত্যক্ষ হয়, দ্রব দ্রব্য বাষ্প হইবার সময়েও সেইরূপ কিয়দংশ তেজ প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যে পরিমাণে তাপ দিলে ১ দণ্ডের মধ্যে তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, সেই পরিমাণে প্রায় আর সার্দ্ধ পাঁচদণ্ডকাল উত্তপ্ত না হইলে উহা বাষ্প হয় না অর্থাৎ হিমজলকে ৩২° ফারেণহীট হইতে ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ করিতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করিতে হয়, ২১২° ফা প্রমাণ উষ্ণ জলীয় বাষ্পে পরিণত করিতে তদপেক্ষা ৫.৪ গুণ অধিক পরিমাণ তাপ প্রয়োগ করার আবশ্যক। অতএব জলীয় বাষ্পের অপ্রত্যক্ষ গূঢ় তেজের পরিমাণ প্রায় ১৮০ × ৫.৪ = ৯৭২° ফা। ০°শ ১ সের জলের সহিত ১০০°শ ১ সের জল মিশ্রিত করিলে ৫০°শ প্রমাণ উষ্ণ ২ সের জল উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১০০°শ ১ সের জলীয় বাষ্পকে শীতলজলের মধ্যস্থিত কোন নলের মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া ১০০°শ ১ সের জল উৎপাদন করিলে এত তেজ বিনির্গত হয় যে, তদ্দ্বারা ৫.৪ সের জল ১°শ হইতে ১০০°শ পর্য্যন্ত উষ্ণ হয়। সুতরাং জলীয় বাষ্পের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ তেজের ১০০ × ৫.৪ = ৫৪০°শ ৯৭২ ফা।

আরও দেখা যাইতেছে জল বাষ্প হইলে যে তেজ অন্তর্হিত হয়, জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইতে পুনর্ব্বার সেই তেজ প্রকাশিত হয়।

যে সকল দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, উহা বরফে কি বাষ্পে পরিণত হইলে তৎসমুদয় বিমুক্ত হইয়া যায়। বরফ দ্রব কি জলীয় বাষ্প ঘন হইলে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহা এই কারণে বিশুদ্ধ। বৃষ্টির জলও এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ। সচরাচর বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করিতে হইলে জলাশয়াদির জল লইয়া তাহাকে উত্তাপ দ্বারা বাষ্প এবং সেই বাষ্পকে ঘনীভূত করিয়া পুনর্ব্বার জল করা যায়। এইরূপে যে জল বিশোধিত হয়, তাহাকে চোয়ান জল বলে।

দ্রব দ্রব্যের উপরিভাগ হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উত্থিত হইয়া থাকে। নদী, হ্রদ, সরোবরাদির পৃষ্ঠ দেশ হইতে নিয়তই বাষ্প উত্থিত হইতেছে, ইহা সকলেই অবগত আছেন।

চাপের ন্যূনাধিক্য হেতু বাষ্পনিঃসরণের ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। জলাদির উপর বাষ্পরাশির চাপ যত অল্প হয়, বাষ্প-নিঃসারণ তত অধিক হইয়া থাকে। বায়ুনিষ্কাশনযন্ত্রে কিঞ্চিৎ ইথর নামক তরলদ্রব্য স্থাপন করিয়া বায়ু নিষ্কাশন করিলে এরূপ প্রবলবেগে বাষ্প নিঃসরণ হইতে থাকে যে অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে। ফলতঃ বাষ্পপরিণামশীল দ্রব দ্রব্যমাত্রই নির্ব্বাতস্থলে স্থাপিত হইলে অমনি তৎক্ষণাৎ বাষ্পরূপে পরিণত হয়।

হউডিকলন, ইথর প্রভৃতি শীঘ্র বাষ্পপরিণামশীল বস্তু-সংস্পর্শে শরীর শীতল হয়, তাহার কারণ এই যে উহারা বাষ্প হইবার সময়ে শরীর হইতে তেজ গ্রহণ করে। বৃষ্টির পর বাতাস শীতল হয়, কেন না বৃষ্টিসম্ভূত জলকণা সকল ভূমি ও বায়ু হইতে তেজগ্রহণ করিয়া বাষ্প হয়। গ্রীষ্মকালে কুঁজাতে জল রাখিলে অপেক্ষাকৃত শীতল হয়; তাহার কারণ এই যে, কুঁজার ছিদ্র দিয়া জলকণা সকল বহির্ভাগে নির্গত হইয়া বাষ্পাকার ধারণ করিবার সময়ে অভ্যন্তরস্থ জল হইতে তেজ গ্রহণ করে। বাতাসে রাখিলে কুঁজার জল আরও শীতল হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের প্রাসাদে পাখা ও জলসিক্ত খস্‌খস্‌ দ্বারা যে শৈত্য-সুখানুভব হইয়া থাকে, জলবিন্দু সকল বাষ্প হইবার সময় তেজপরিগ্রহ করাই তাহার কারণ।

তাপ-সঞ্চালন। পরিচালন, পরিবাহন ও বিকীরণ এই তিন প্রকারে এক স্থানের তাপ স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে। সকলেই অবগত আছেন, কোন লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নির উপর ধরিলে ক্রমে ক্রমে অপর প্রান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

যে গুণ থাকায় জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল এইরূপে তাপ সঞ্চালন করে, তাহার নাম পরিচালকতা। আর যে ক্রিয়া দ্বারা এইরূপে কণা হইতে কণান্তরে তাপ-সঞ্চালিত হয়, তাহার নাম পরিচালন। যে সকল বস্তু তাপ-পরিচালন-ক্ষম, তাহাদিগকে তাপপরিচালক বলা যায়।

সকল দ্রব্যের পরিচালকতাগুণ সমান নহে, বাষ্প ও দ্রব দ্রব্যাপেক্ষা কঠিন বস্তু সকল সমধিক তেজপরিচালক এবং কঠিন বস্তুদিগের মধ্যে ধাতুদ্রব্য সকলের পরিচালকতা-শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণ, পিত্তল, রাঙ্গ, লৌহ, ইস্পাত, সীস, প্লাটিনম্ এ কয়টী দ্রব্য বিশেষ পরিচালক। কিন্তু ইহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্বটীর অপেক্ষা উত্তর-উত্তরটীর পরিচালকতাশক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধাতু দ্রব্য অপেক্ষা প্রস্তর ও কাচের পরিচালকতাশক্তি অনেক অল্প এবং অঙ্গার, কাষ্ঠ, বরফ, বালুকা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি তদপেক্ষাও অল্প। কোন দীর্ঘ লৌহদণ্ডের একপ্রান্ত অগ্নিসংযুক্ত হইলে অপর প্রান্ত এরূপ উত্তপ্ত হইয়া উঠে যে স্পর্শ করিতে পারা যায় না। কিন্তু কোন প্রজ্বলিত কাষ্ঠ-খণ্ডের যে ভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার ঠিক পার্শ্বে হাত দিলেও কিছুই হয় না। এইরূপ অঙ্গারের একভাগ অগ্নিময় হইয়া উঠিলেও অন্যভাগ দ্বারা উহা অনায়াসে হস্তে ধরিতে পারা যায়। কাচখণ্ডের এক ভাগ অগ্নিতে দ্রব হইয়া গেলেও অপরদিক কিছুমাত্র উত্তপ্ত হয় না।

তুলা, রেশম প্রভৃতি দ্রব্যের পরিচালকতা শক্তি এত অল্প যে, ইহাদিগকে অপরিচালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল বস্তুর পরিচালকতা-শক্তি অল্প, তদ্দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। কেন না তাহা হইলে শীতকালে শরীরস্থ তেজ বিনির্গত হইয়া বাহিরে যাইতে পারে না এবং গ্রীষ্মকালে বাহিরের তেজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। কম্বল দিয়া বরফ জড়াইয়া রাখিলে যে উহা শীঘ্র দ্রব হয় না, কম্বলের দুর্ব্বল পরিচালকতা তাহার কারণ।

তাপ-পরিবাহন। তরল ও বায়বীয় দ্রব্য সকলের ভিতর দিয়া তেজ পরিচালিত হয় না। এই কারণে কোন জলপূর্ণ পাত্রের ঊর্দ্ধদেশে তাপ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা নিম্নস্থ জল কিছুমাত্র [illegible] হয় না।

তবে [illegible]ন পাত্রে জল রাখিয়া তাহার নীচে জ্বাল দিলে সমুদয় জ[illegible] উষ্ণ হয়, তাহার অন্যবিধ কারণ আছে। তাপ সংযো[illegible] নিম্নস্থ জল প্রথমে উত্তপ্ত হয়, উত্তপ্ত হইলেই লঘু হয়, লঘু [illegible]লেই সুতরাং ঊর্দ্ধগামী হয়। এইরূপে নীচের লঘু জল উ[illegible] উত্থিত হইলে উপরিস্থ শীতল ও ভারি জল নীচে পতিত হয় এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হইয়া পুনরায় উপ[illegible]স্থিত হয়, এই প্রকার ঊর্দ্ধপ্রবাহ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা ক্রমে ক্রমে পাত্রের সমুদয় জল উষ্ণ হইয়া উঠে। তরল দ্রব্যের যে গুণ থাকাতে ঊর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ দ্বারা তাহাদের পরমাণুসমূহ তাপ প্রবাহিত করে, তাহার নাম পরিবাহকতা। এইরূপে তাপ সঞ্চালিত হওয়ার নাম পরিবাহন।

দ্রব দ্রব্য অপেক্ষা বায়বীয় দ্রব্যদিগের পরিবাহকতা-শক্তি সমধিক প্রবল। বায়ু অথবা বায়ুবৎ বস্তু পরিপূর্ণ কোন পাত্রের অধোভাগে জ্বাল দিলে পূর্ব্বোক্তরূপ ঊর্দ্ধ ও অধঃপ্রবাহ-নিবন্ধন উহার অভ্যন্তরস্থ বায়ু ক্ষণকালের মধ্যেই বিলক্ষণ উষ্ণ হইয়া উঠে, চুল্লী হইতে এই কারণে ধূমময় উষ্ণ বায়ু ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং চতুঃপার্শ্ব হইতে শীতল বায়ু আসিয়া উহার স্থান পূরণ করে, এই বায়ু আবার চুল্লীস্থ অগ্নিসংস্পর্শে উষ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং চতুর্দ্দিক্‌ হইতে পুনর্ব্বার বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। ফলতঃ কোন স্থানের

বায়ু কোন কারণে উষ্ণ হইলে ঊর্দ্ধগামী হইলেই চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। বাহিরের বায়ু সৌরকরসংস্পর্শে এই কারণে উষ্ণ হয়। গবাক্ষদ্বারা বাহিঃস্থ বায়ু উষ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইলে তাহার স্থানপূরণার্থ গৃহাদির মধ্য হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং ঐ উষ্ণ বায়ু ঊর্দ্ধদেশ দিয়া আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে ভিতর হইতে বাহিরে ও বাহির হইতে ভিতরে কিয়ৎক্ষণ বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হইলে অবশেষে বাহিরের ও ভিতরের বাতাস সমান উষ্ণ হইয়া উঠে। এই নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহের দ্বার ও গবাক্ষসকল বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। এই পরিবাহনই যাবতীয় বায়ুপ্রবাহের একটী প্রধান কারণ। বাণিজ্যবায়ু, মৌসুম বায়ু প্রভৃতি বায়ুপ্রবাহ সকল এই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

তাপ-বিকিরণ। যদি কোন ধাতুদ্রব্যের উপর কোন উত্তপ্ত অয়ঃপিণ্ড স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহার কিয়দংশ তাপ আধার দ্রব্য দ্বারা পরিচালিত হয়, আর কিয়দংশ চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুদ্বারা প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ কিরণরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ও পার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি দ্বারা পরিগৃহীত হয়, এই নিমিত্ত লৌহপিণ্ডটী ক্রমশঃ শীতল হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান উষ্ণ হয়। যে ক্রিয়া দ্বারা দ্রব্যাদির তেজ কিরণাকারে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাকে বিকীরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অগ্নি সম্মুখে দাঁড়াইলে তথা হইতে তৈজসকিরণ নির্গত হইয়া গাত্রোপরি পতিত ও তৎকর্ত্তৃক পরিশোষিত হওয়াতে উষ্ণতার উপলব্ধি হয়, সূর্য্যের তেজ কিরণরূপে আসিয়া পৃথিবীতে পতিত হয়। নতুবা পরিচালিত কি পরিবাহিত হইয়া আইসে এরূপ নহে।

সূর্য্যকিরণ বায়ুরাশির মধ্য দিয়া আসিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা বায়ুরাশির উষ্ণতার তাদৃশ বৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তেজ প্রতিফলিত, পরিচালিত ও পরিবাহিত হইয়া উহাকে উষ্ণ করে। এই নিমিত্ত বায়ুরাশির অধোদেশ মাত্র উষ্ণ, কিন্তু ঊর্দ্ধপ্রদেশ অতিশয় হিম। সকল বস্তুর বিকীরণশক্তি সমান নহে। ভুষা নামক যে বস্তুটী দ্বারা তেলকালি প্রস্তুত করা যায়, তাহার বিকীরণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই নিমিত্ত কোন দ্রব্যের উপরিভাগে ভুষা মাখাইয়া রাখিলে তাহার বিকীরণশক্তি সমধিক প্রবল হয়। পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে, যে দ্রব্য যে পরিমাণে তেজ পরিশোষণ করে, তাহার বিকীরণশক্তিও ঠিক সেই পরিমাণে প্রবল হয়। উজ্জ্বল ও মসৃণ ধাতুদ্রব্যের উপর তৈজস কিরণ পতিত হইতে না হইতে প্রতিফলিত হয়, এ কারণ তৎকর্ত্তৃক তেজ পরিশোষিত হয় না, সুতরাং উহার বিকীরণশক্তিও নিতান্ত অল্প হইয়া থাকে।

অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে দ্রব্যাদি হইতে তেজ বিকীর্ণ হয় না এরূপ নহে। উষ্ণই হউক আর অনুষ্ণই হউক যাবতীয় দ্রব্য নিয়ত তেজ বিকীরণ করিয়া থাকে। বরফ যে এত শীতল তথাপি ঘনীভূত পারদ কি অন্য কোন অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুর অনতিদূরে স্থাপিত হইলে উহা হইতে এত তেজ বিনির্গত হয় যে, হিমময় পারদাদির উষ্ণতা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, যে বস্তু যত তেজ বিকীরণ করে, যদি অন্যান্য দ্রব্য হইতে ঠিক সেই পরিমাণে তেজ বিকীর্ণ হইয়া আসিয়া সেই বস্তুর উপর পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার উষ্ণানুষ্ণতার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, ইহার অন্যথা হইলেই উষ্ণানুষ্ণতার তারতম্য হয়। উত্তপ্ত দ্রব্যসকল তেজ বিকীরণদ্বারা শীতল হয়, তাহার কারণ এই—চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দ্রব্যাদি হইতে তাহারা যে পরিমাণ তৈজস কিরণ প্রাপ্ত হয়, তাহাদের উপরিভাগ হইতে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ তেজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, উষ্ণ দ্রব্য-সংস্পর্শেই যে কেবল দ্রব্যসকল উষ্ণ হয়, এমত নহে। উষ্ণ দ্রব্য হইতে দূরে স্থাপিত হইলেও শীতল দ্রব্য সকল তদ্দ্বারা উষ্ণ হইয়া উঠে। উষ্ণ দ্রব্যের তেজ পরিচালন কি পরিবাহন করিলে দ্রব্য সকল যেরূপ উষ্ণ হয়, দূর হইতে তন্নিক্ষিপ্ত তৈজসকিরণ পরিশোষিত করিয়াও সেইরূপ উষ্ণ হইয়া থাকে। আবার শীতল দ্রব্যসংস্পর্শে উষ্ণ দ্রব্য সকল যেরূপ শীতল হয়, তেজঃ বিকীরণ নিবন্ধনও সেইরূপ হইয়া থাকে।

এই বিকীরণশক্তি শিশির উৎপত্তির প্রধান কারণ। রাত্রিকালে ভূতলস্থ বস্তু সকল তেজ বিকীর্ণ করিয়া বায়ুরাশি অপেক্ষা সমধিক শীতল হইলে চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর অন্তর্গত কিয়দংশ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে উহাদিগের উপরিভাগে বিন্যস্ত হয়। বাষ্পীয় বস্তুদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, দিবাভাগে সূর্য্যকিরণসংযোগে পৃথিবীপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হইলে তৎসংস্পৃষ্ট বায়ুতে যে পরিমাণ বাষ্প থাকিতে পারে, রাত্রিকালে তেজ বিকীরণ করিয়া ভূপৃষ্ঠ সমধিক শীতল হইলেও তদুপরিস্থ বায়ুতে সেই পরিমাণ বাষ্প থাকিবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। উষ্ণতার যতই হ্রাস হয়, বায়ুরাশিতে তত অল্প বাষ্প থাকিতে পারে অর্থাৎ তত অল্প বাষ্প দ্বারা বায়ুরাশি পরিষিক্ত হয়। সুতরাং দিবাভাগে বায়ুতে যে বাষ্প থাকে, রাত্রিতে সমধিক

শীতল হইলে যদি তদ্দ্বারা উহা পরিষিক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে শীতল দ্রব্য স্পর্শমাত্রেই উহার অন্তর্গত কিয়দংশ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুরূপে পরিণত হয়। বায়ুতে যত অধিক পরিমাণে বাষ্প থাকে, তত অল্প পরিমাণে শীতল হইলেই শিশির উৎপন্ন হয়। এতদ্দেশে গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে বায়ুরাশি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ শীতল হয় না, একারণ বায়ুস্থ বাষ্পও শিশিররূপে পরিণত হয় না।

যে সকল বস্তুর বিকীরণশক্তি সমধিক প্রবল, তাহারা রাত্রিকালে সমধিক শীতল হয়, একারণ সেই সকল বস্তুর উপর সমধিক শিশির সঞ্চিত হয়। ধাতুদ্রব্য সকলের বিকীরণ-শক্তি নিতান্ত অল্প, এই নিমিত্ত তাহাদের উপর তাদৃশ শিশির সঞ্চিত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা, কাচ, বালুকা, বৃক্ষপত্র, পশম প্রভৃতি দ্রব্য সমধিক বিকীরণশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের উপর প্রচুর পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া থাকে।

তাপের উৎপত্তিস্থান। জড় দ্রব্য সকলের পরস্পর সংঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয়। পূরাকালে আর্য্যগণ অরণিদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। অসভ্য লোকসকল কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকে। ঘষিলে দেশলাই জ্বলিয়া উঠে। চকমকির পাথর ও ইস্পাতের পরস্পর প্রতিঘাতেই ইস্পাতের রেণু সমুদয় অগ্নিময় হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। বরফ যে এত শীতল, তথাচ ঘর্ষণ করিলে উষ্ণ হয়।

সঙ্কোচন।—যেরূপ তাপ অপগত হইলে বস্তু সকল সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কুচিত হইলে তাপ সমুদ্ভূত হয়। আকুঞ্চিত হইলে আয়তনের যেরূপ হ্রাস হয়, উষ্ণতার তদনুরূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বারিঘটিত পেষণযন্ত্র দ্বারা কোন কঠিন বস্তুর উপর চাপ প্রয়োগ করিলে উহা আকুঞ্চিত ও উত্তপ্ত হয়। জল ও তৈল সঙ্কুচিত হইলে উষ্ণ হয়।

আঘাত।—আঘাত প্রাপ্ত হইলে জড় দ্রব্য সকল উষ্ণ হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নাইয়ের উপর একখণ্ড সীসক স্থাপিত করিয়া হাতুড়ি দিয়া তদুপরি আঘাত করিলে সীসকের পরমাণু সকল হাতুড়ির বেগ প্রাপ্ত হইয়া বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়। বেগগামী বন্দুকের গুলি কোন কঠিন বস্তুর উপরে পতিত হইলে কখন কখন অগ্নি উৎপন্ন হয়। পতনশীল বস্তু ভূতলে পতিত হইলে তাহার পরিদৃশ্যমান গতির তিরোভাবে অপরিদৃশ্যমান আণবিক গতি বা তাপ সমুদ্ভূত হয়। পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে ১ সের পরিমিত ভারী কোন দ্রব্য ১৩৯২ ফিট্ অথবা ১৩৯২ সের ভারীদ্রব্য ১ ফিট্ উচ্চ হইতে পতিত হইলে যে বেগ প্রাপ্ত হয়, তাহার তিরোভাবে এত তাপ জন্মে যে তদ্দ্বারা ১ সের জলের উষ্ণতা শতাংশিক তাপমানের ১ অংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

রাসায়নিক সংযোগ।—কাষ্ঠাদি হইতে যে অগ্নি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্গত দাহ্যপদার্থের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগই তাহার কারণ। দীপাদি হইতে যে আলোক নির্গত হয়, তাহাও তৈলাদির অঙ্গার ও অজনকের সহিত বায়ুস্থ অম্লজানের রাসায়নিক সংযোগ নিবন্ধন উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যে অগ্নিশিখা দেখিতে পাই, তাহা অত্যুষ্ণ বাষ্পমাত্র। বাষ্প বা বায়বীয় দ্রব্য সমধিক উত্তপ্ত হইলেই অগ্নিশিখারূপে প্রতীয়মান হয়।

তড়িৎ।—তড়িৎ হইতেও তাপ উৎপন্ন হয়। বজ্রাগ্নিও এই তাড়িতাগ্নির রূপান্তর মাত্র। [তাড়িত দেখ।]

জীবদেহ।—জীবশরীর তাপের আর একটী উৎপত্তি-স্থান। আমাদের শরীরের উষ্ণতা চতুঃপার্শ্বস্থ বায়ুর সমান নহে। কি আরবদেশীয় বালুকাময় মরুভূমি, কি হিমার্ণব-পরিধৌত সুমেরু সন্নিহিত প্রান্তর সকল স্থানেই মনুষ্যশরীরের উষ্ণতা ফারেণহাইটের ৯৮ অংশ।

ভূগর্ভ।—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম ও উৎস জলের উষ্ণতা দেখিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অগ্নিময় পদার্থে পরিপূর্ণ। সূর্য্যের উত্তাপে উপরিস্থ দুই তিন ফিট্ মাত্র মৃত্তিকা রাত্রি অপেক্ষা দিবাভাগে সমধিক উত্তপ্ত হয়। কিন্তু শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে তদপেক্ষা অধিক দূর নিম্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক ৬০, ৭০, কি ১০০ ফিট্ অপেক্ষা অধিক নিম্নে সৌরতেজের প্রভাব অনুভূত হয় না। ফরাসীদেশের রাজধানী পারি-নগরীর মানমন্দিরের ৫৯ ফিট্ নিম্নে একটী তাপমানযন্ত্র নিহিত আছে। শীত-গ্রীষ্ম দিবারাত্র কিছুতেই তাহার অন্তর্গত পারদের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় নাই। ভূপৃষ্ঠস্থ সকল স্থানেরই কিয়দ্দূর নিম্নে এমন একটী স্থান আছে, যেখানে দিবারাত্রি, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুতেই উষ্ণতার তারতম্য হয় না। ঐ স্থলটীর ঊর্দ্ধ ও অধো-ভাগে যথাক্রমে সৌরপার্থিব তেজের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে চিরসমোষ্ণস্থল বলা যায়। এই চিরসমোষ্ণ-স্থলের উষ্ণতা সর্ব্বত্র সমান নহে। মানচিত্রে সমোষ্ণরেখা দ্বারা যে উষ্ণতা বিজ্ঞাপিত হয়, তাহার নিম্নস্থ চিরসমোষ্ণ স্থলেও সেই উষ্ণতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ চিরসমোষ্ণস্থল হইতে যত নিম্নে যাওয়া যায়, ততই গড়পড়্তা প্রতি ৬০ ফিটে ১০ ফারেণ-হীট করিয়া উষ্ণতার বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই বোধ হয়, ভূপৃষ্ঠ হইতে কএক ক্রোশ নিম্নে তাপের এত প্রাদুর্ভাব যে তথায় নীত হইলে লৌহও দ্রবীভূত হইতে পারে।

সূর্য্য।—যে সকল তেজের কথা উল্লিখিত হইল, সৌর-তেজের সহিত তুলনা করিলে সে সমুদয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যই তাপের আদি কারণ। তাহা হইতেই আমরা তাপ ও আলোক প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু সূর্য্য তাপ ও আলোক কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি। তাপ ও আলোকঘটিত সকল ব্যাপারই তাঁহা হইতে সম্পাদিত হইতেছে। দীপশিখা ও ইন্ধনাগ্নিতে সূর্য্যই প্রকাশমান। দাবাগ্নি, বিদ্যুদগ্নি ও বজ্রাগ্নিতেও রবিই বিরাজমান। তিনিই সাগরকে জলীয় শরীর ও পবনকে বায়বীয় আকার প্রদান করিয়াছেন। তিনিই সমুদ্র জলকে বাষ্পরূপে পরিণত করিয়া মেঘ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই নব পল্লবে তরুদলকে সুশোভিত করিতেছেন। তিনিই কাননরাজি দ্বারা ধরণীকে বিভূষিত করিতেছেন। তিনিই ক্ষুদ্রতম বীজ হইতে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপাদন করিতেছেন। তিনিই তেজরূপে আবির্ভূত হইয়া পুনরায় তেজরূপে তিরোভূত হইতেছেন এবং তাঁহার আগমন ও অন্তর্ধানকালে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে।

অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ।—যে তাপ স্পর্শশক্তি কি তাপমান যন্ত্র কিছুতেই লক্ষিত হয় না, অথচ উহার সত্বা উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহার নাম গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ। তাপে অনেক পদার্থ গলিয়া যায়। দেখা যাইতেছে গলিবার সময় যতক্ষণ না গলন সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহাদের তাপক্রম স্থির ও সমভাবে থাকে। যদি তাপ লাগিতেছে, তাপমানে তাহার তাপ-বৃদ্ধির কোন লক্ষণই প্রত্যক্ষ হইতেছে না, ইহার কারণ কি? পদার্থ সকল গলিবার সময় কতক তাপ শোষণ করে, কিন্তু সে তাপ কোথায় যায়, কেনই বা লক্ষিত হয় না? সেই তাপ সেই পদার্থকে তরল অবস্থায় রাখিতে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়া যায়, যখন পদার্থ তরলীকৃত হয়, তখন আর সে তাপের সে কার্য্যে আবশ্যক হয় না, সুতরাং তাহার সত্বা তাপমানে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ইহার পূর্ব্বাবস্থায় তাপ অলক্ষিত থাকে, কিন্তু তাহা না থাকিলে অন্য আর কে সেই পদার্থকে তরলাবস্থায় রাখিতে পারিবে, এইরূপ অনুমানে তাহার সত্বার উপলব্ধি হয় বলিয়া তাহাকে অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। ইহা আরও স্পষ্ট করিতে পারা যায়। দেখা যাইতেছে, যদি অর্দ্ধসের বরফ যাহার তাপক্রম ৮০° আর অর্দ্ধসের জল যাহার তাপক্রম ০°, যদি এই দুইকে একত্র মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে সেই মিশ্রণের তাপক্রম ৪০° হয়। কিন্তু যদি অর্দ্ধসের চূর্ণিত বরফ যাহার তাপক্রম ০° আর অর্দ্ধসের জল যাহার তাপক্রম ৮০° এ উভয়কে মিশ্রিত করা যায় তাহা হইলে বরফ বিগলিত হয়। সেই মিশ্রণ হইতে ১ সের জল পাওয়া যায় আর তাহার তাপক্রম ০° থাকে। এখানে ০° তাপক্রমের অর্দ্ধসের বরফ সেই একই অর্থাৎ ০° এত তাপক্রমের কিছু বৃদ্ধি হয় নাই, তবে সেই ৮০° তাপ কোথায় গেল? সেই বরফকে তরল করিতে সেই পরিমাণ তাপ লাগিল। সে তাপ মিশ্রণের কোন তাপ বৃদ্ধি করিল না, প্রসারণ প্রভৃতি অন্য কোন কার্য্যে বিনিযুক্ত হইল না, কেবল সেই বরফকে তরলাবস্থায় অর্থাৎ সেই জলের অবস্থায় রাখিতেই পর্য্যবসিত হইল। সুতরাং বরফকে সমান পরিমাণের ও সমান তাপক্রমের জলে পরিণত করিতে গেলে যতটুকু পরিমাণ তাপে সেই এক পরিমাণের জলকে ৮০° তাপক্রমে লইয়া যাইবে, ততটুকু তাপের আবশ্যক। এই পরিমাণ তাপকে গূঢ় বা অনুমিতিগ্রাহ্য তাপ বলা যায়। বরফ গলিবার সময় এত অধিক তাপ লাগে বলিয়া তাহা জমিতে হইলে অনেক সময় লাগে, কারণ সেই পরিমাণের তাপ যতক্ষণ না বাহির হইয়া যায়, ততক্ষণ সে কখন জমিতে পারেনা।

আপেক্ষিক তাপ।—সমান তাপক্রমের কোন দুই বিভিন্ন পদার্থকে একরূপ পাত্রে ও সমান দূরে রাখিয়া এক সময়ে এক আগুনের সমান জ্বাল দেও, শেষে দেখিবে তাহাদের তাপক্রমের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, পারদ ও জলকে সেইরূপ অবস্থায় রাখ, দেখিবে, পারদ জল অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইবে।

পারদকে ০° তাপক্রম হইতে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপক্রমে উঠাইতে ততটুকু তাপে হইবে না। তাহা অপেক্ষা অধিক তাপ লাগিবে অর্থাৎ পারদ ও জলকে সমান তাপক্রমে উষ্ণ করিতে হইলে জলে অধিক তাপের আবশ্যক হইবে। সেইরূপ আবার যদি সমান পরিমাণের জল ও পারদকে ১০০° তাপক্রম হইতে শীতল করিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে পারদের সঙ্গে সমান শীতল হইতে জলের অপেক্ষাকৃত বেশী সময় লাগিবে। সেইরূপ জল যেমন পারদের সঙ্গে সমান উষ্ণ হইতে যত অধিক তাপ আবশ্যক করিবে এবং তাহার সঙ্গে সমান শীতল হইতে তেমনি তত অধিক তাপ আবার ত্যাগ করিবে।

যখন এক তাপক্রমের পদার্থ অপর তাপক্রমের পদার্থের সহিত মিশ্রিত করা যায়, উভয়ের পরিমাণ একই থাকুক; তখন তাহাদের তাপক্রমের অনেক ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে।

যদি ১০০° তাপক্রমের অর্দ্ধসের পরিমিত পারদকে ০°

তাপক্রমের অর্দ্ধ সের পরিমিত জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে উভয়ের সেই মিশ্রের তাপক্রম ন্যূনাধিক ৩° হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পারদের তাপক্রম ৯৭° কমিয়া জলের তাপক্রম ৩° মাত্র বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং সমান পরিমাণের জল ও পারদ, এ উভয়কে সমান তাপক্রমে আনিতে গেলে জলে পারদ অপেক্ষা ৩২ গুণ তাপ অধিক প্রয়োগ করিতে হয়।

এইরূপ যদি অন্যান্য পদার্থ লইয়া জলের সঙ্গে তুলনা করিয়া পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থেই তাপক্রমের এরূপ ইতরবিশেষ লক্ষিত হইবে। কোন পদার্থের তাপক্রমকে ০° হইতে ১°তে বর্দ্ধিত করিতে গেলে সে পদার্থ যতটুকু তাপ শোষণ করিবে, আর সমান অবস্থায় সমান ভাবের জলকে সেই তাপক্রমে আনিতে গেলে জল ততটুকু তাপ শোষণ করিবে, এই বিভিন্ন তাপের তুলনায় যে তাপটুকু দাঁড়াইবে, তাহাই সেই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অর্থাৎ সীসের আপেক্ষিক তাপ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সমান পরিমাণের জল ও সীস গ্রহণ কর, সেই সীসকে ০° হইতে ১° তাপক্রমে আনিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকু তাপে জলের কত তাপক্রম বৃদ্ধি করিবে। ততটুকুতে সেই পরিমাণ জলের ০°০৩১৪ তাপক্রম হইবে। সুতরাং সীসের আপেক্ষিক তাপ তুলনায় ০°০৩১৪ দাঁড়াইবে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অর্দ্ধসের পরিমিত জলের তাপক্রম ০° হইতে ১° পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের আবশ্যক হইবে, ততটুকুকে তাপাঙ্ক (Thermal unit) স্থির করিয়াছেন, তাহাই আপেক্ষিক তাপের মান।

ঘন ও তরল পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিবার জন্য ত্রিবিধ উপায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে—বরফগলন, মিশ্রণ ও শীতলীকরণ। এই শেষোক্তটী সময় দ্বারা জানিতে পারা যায়, অর্থাৎ কোন এক বিশেষ তাপক্রমে আসিয়া পদার্থসমূহের শীতল হইতে যাহার যে সময় লাগে, সেই সময়ের ইতর-বিশেষানুসারে বিভিন্ন পদার্থে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করা যাইতে পারে।

অর্দ্ধসের পরিমিত বরফকে গলাইতে গেলে ৮০ তাপাঙ্ক আবশ্যক হয়। যদি কোন পদার্থকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট তাপক্রমে মনে কর, ১০০° তাপক্রমে আনিয়া সহসা তুষারের মধ্যে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সে শীতল হইয়া ১০০° হইতে ০° তাপক্রমে আসিতে লাগিতে কতটুকু বরফ গলাইয়া জল করিয়া ফেলিয়াছে। সেই জলের ওজন ও সেই পদার্থের ওজন, শীতল হইতে হইতে যত তাপাংশ নামিয়া পড়িবে, তাহার সংখ্যা দেখিয়া পদার্থের আপেক্ষিক তাপ অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারা যায়। ইহা অতি সহজে জানিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লাপ্লাস্ তাপমিতি (Calorimeter) নামক এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই যন্ত্রে তিনটী ধাতব বাক্স ভিতর ভিতর বসান থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়টীর মধ্যবর্ত্তী স্থান বরফে পূর্ণ করা হয়। আর তৃতীয় বাক্সের মধ্যে যে পদার্থের আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে হইবে তাহাকে রাখা হয়। প্রত্যেক বাক্স ঢাকুনি দিয়া আঁটা থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্সের মধ্যবর্ত্তীস্থানে যে বরফ থাকে, তাহা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্সের মধ্যবর্ত্তী স্থানস্থিত বরফের সঙ্গে বাহ্য তাপের সংস্রব নিবারণ করে, তৃতীয় বাক্সস্থিত পদার্থের তাপই কেবল সেইস্থলে আসিতে পারে, অন্য কোন তাপের সেইস্থলে প্রবেশ সম্ভবে না, সুতরাং সেই তাপে বরফ গলিয়া যতটুকু জল হইবে, কৌশল করিয়া নল দ্বারা তাহা হইতে সে জলকে বাহির করিয়া ওজন করিলে তাহা হইতে আপেক্ষিক তাপ নিরূপণ করিতে পারা যাইবে।

তাপবিষয়ক প্রস্তাব একপ্রকার শেষ হইল। বিজ্ঞানের এই অংশ অতি বিস্তৃত। তাপ, তাড়িত ও আলোক ইহার দ্বারা দিন দিন কত নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার বর্ণনা দুঃসাধ্য। এই তাপ হইতেই কুজ্ঝটিকা, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, শিশির ও তুষার সম্ভূত হইতেছে।

তাপক (পুং) তাপয়তীতি তপ্-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ তাপকারক। ২ জ্বর। ৩ রজোগুণ; একমাত্র রজোগুণই তাপের প্রাতকারণ। তাপই (দুঃখ) রজোগুণের ধর্ম্ম। [দুঃখ ও রজোগুণ দেখ।]

তাপতী (স্ত্রী) সূর্য্যকন্যা তাপী। [তাপী দেখ।]

তাপত্য (পুংস্ত্রী) তপত্যাঃ সূর্য্যকন্যায়াঃ অপত্যং ক্ষত্রিয়ত্বাং ণ্য। তপতীর অপত্য কুরু। [তপতী ও তাপী দেখ।]

তাপত্রয় (ক্লী) তাপানাং ত্রয়ঃ ত্রিতং। ত্রিবিধ দুঃখ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ। [দুঃখ দেখ।]

তাপদুঃখ (ক্লী) তাপরূপং দুঃখং। দুঃখভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে এই দুঃখের বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে।

"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ।" (পাত° দ° ২।১৫)

কর্ম্মসকলের পুণ্যাপুণ্যত্বহেতু সুখ ও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মফলে উৎকৃষ্ট জাতি, চিরায়ুঃ ও বিষয়ভোগাদি ফল সুখপ্রদ হয় এবং পাপ কর্ম্মপ্রভাবে পরিতাপাদি দুঃখভোগরূপ ফল হইয়া থাকে। অতএব সুখ ও দুঃখভোগই কর্ম্মফলরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধারণ লোকের উক্ত দ্বিবিধ ফলভোগ হয়, কিন্তু যোগিগণ সুখদুঃখাদি

ভোগরূপ কর্ম্মফল সমস্তই দুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। ক্লেশাদি পরিজ্ঞানে যাহাদের বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা ভোগসাধন দ্রব্য সকলকে কেবলমাত্র বিষাক্ত সুস্বাদু অন্নের ন্যায় প্রতিকূল বিবেচনা করেন। যোগিগণ দুঃখলেশ মাত্রেই উদ্বিগ্ন হন। যেমন চক্ষুঃ কোমল স্পর্শ উর্ণাসূত্রের স্পর্শমাত্রেও মহতী পীড়া অনুভব করে, সেইরূপ অল্প দুঃখানুভবেও বিবেকীর মহৎ দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে। কারণ বিষয় সকল উপভোগ করিলেও পরিণামে সংস্কারবশতঃ দুঃখ পাইতে হয়। যে পরিমাণে লোক বিষয়ভোগ করে, তদপেক্ষাও ভোগলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু বিষয়ভোগ সময়ে কোন বিষয়ের অপ্রাপ্তিতে যে দুঃখ হয়, তাহা কেহ পরিহার করিতে পারে না; বরং দুঃখান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়ভোগে কিঞ্চিন্মাত্র সুখের সম্ভাবনা নাই। সুখসাধন সামগ্রী উপস্থিত হইলে তাহার বিরোধীর প্রতি দ্বেষ উপস্থিত হয় এবং সুখানুভবকালেও তাপরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সুখ এবং যখন অনভিমত ফল উপস্থিত হয়, তখন দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে পুনঃপুনঃ সুখ ও দুঃখের উৎপত্তি হয়। অতএব সকলই দুঃখময় বিবেচনা করিয়া বিবেকশালী মুনিগণ বিষয়ভোগাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সুখানুভবকালেও তাপদুঃখ উপস্থিত হয়, যেহেতু সুখসাধন সামগ্রীর উপস্থিতকালেও তৎপরিপন্থি বস্তুর প্রতি দ্বেষ থাকে, সুতরাং তাপদুঃখ, সংস্কারদুঃখ ও পরিণামদুঃখ এই ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বৈরূপ্য দেখা যায়। অতএব কোন প্রকার বিষয়ভোগই দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। [বিশেষ বিবরণ দুঃখ দেখ।]

তাপন (ক্লী) তপ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ তাপকরণ। (পুং) কর্ত্তরি ল্যু। ২ সূর্য্য। ৩ কামদেবের পঞ্চবাণের একটী বাণ। ৪ সূর্য্যকান্তমণি। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। ৬ আনন্দবৃক্ষ। (ত্রি) ৭ তাপক। (ক্লী) ৮ নরকবিশেষ। "অসিপত্রবনে চৈব তাপনে চৈকবিংশকঃ।" (যাজ্ঞ০ ৩।২২৪)

তাপনা, তাপনীয় (ক্লী) ১ উপনিষদ্ ভেদ। তাপনীয়স্য স্বর্ণস্য বিকার অণ্। ২ স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্ম্মিত। স্বর্ণস্য বিকারঃ অণ্। ৩ সুবর্ণ, নিষ্ক পরিমাণ স্বর্ণ। (ত্রি) ৪ তাপনযোগ্য।

তাপমান, যন্ত্রবিশেষ (Thermometer)। যে যন্ত্রদ্বারা উষ্ণতার পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহার নাম তাপমান-যন্ত্র। সচরাচর যে তাপমানযন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহা একটী পারদ-পূর্ণ কন্দসমন্বিত সূক্ষ্ম ও সমচ্ছিদ্রসম্পন্ন কাচনলী মাত্র। ইহার কন্দ ও নলের কিয়দংশ পারদপূর্ণ থাকে। উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রমে যন্ত্রের অন্তর্গত পারদের সঙ্কোচ ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। দ্রবমাণ তুষার বা তুষার হিমজলে নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক পর্য্যন্ত পারদ নামিয়া পড়ে, তাহার নাম দ্রবণাঙ্ক, আর ফুটন্ত জলে অথবা তন্নিঃসৃত বাষ্পমধ্যে নিমজ্জিত হইলে যে অঙ্ক পর্য্যন্ত পারদ উত্থিত হয়, তাহারই নাম ফুটনাঙ্ক।

এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থানকে কেহ বা ১৮০ কেহ বা ১০০ কেহ বা ৮০ সমান অংশে বিভাগ করিয়া উষ্ণতার অংশ চিহ্ন সকল অঙ্কিত করেন।
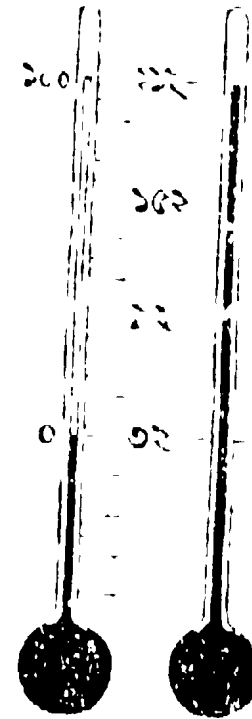
ইংলণ্ডদেশে প্রথম প্রকার তাপমান প্রচলিত। ফারেণহীট নামক একজন ওলন্দাজ পণ্ডিত ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, এই নিমিত্ত ইহাকে ফারেণহীটের তাপমান কহে। ফারেণহীটের দ্রবণাঙ্ক ৩২ ফুটনাঙ্ক ২১২ এবং দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১৮০ সমান অংশে বিভক্ত। দ্রবণাঙ্কের ৩২ অংশ নিম্নে ইহার শূন্য।

ফরাশীদেশে দ্বিতীয় প্রকার তাপমান প্রচলিত। ইহার দ্রবণাঙ্ক ০° এবং ফুটনাঙ্ক ১০০° এবং এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ১০০ সমান অংশে বিভক্ত। তৃতীয় প্রকার তাপমান জর্ম্মণীতে প্রচলিত। রিওমার নামক এক ব্যক্তি ইহার প্রথম প্রচার করেন। ইহার দ্রবণাঙ্ক ০° এবং ফুটনাঙ্ক ৮০° এবং এই দুই অঙ্কের অন্তর্গত স্থান ৮০ সমান অংশে বিভক্ত। অতএব দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণ উষ্ণতানিবন্ধন তুষার হিমজল ফুটিয়া উঠে, তাহারই ১৮০, ১০০ অথবা ৮০ ভাগের এক ভাগকে একক স্বরূপে ধরিয়া উষ্ণতার পরিমাণ প্রকাশিত হয়।

তুষার-হিমজল যত উষ্ণ হইলে ফুটিয়া উঠে, তাহারই তত উষ্ণ হইলে ফারেণহীট শতাংশক ও রিওমারের মানদণ্ডসমন্বিত যন্ত্রত্রয়ের অন্তর্গত পারদ যথাক্রমে ৩২, ০ ও ০ হইতে ২১২, ১০০ ও ৮০ চিহ্ন পর্য্যন্ত উত্থিত হয়।

উষ্ণতার অংশ সকল লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে তাহাদিগের সংখ্যার দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ এক একটী ক্ষুদ্র শূন্য দিতে হয় এবং শতাংশক ফারেণহীট কি রিওমার যে প্রণালীর অংশ তাহার নামের আদ্যক্ষর লিখিত হয়।

যথা—২৭°শ, ৮০° ফা, ১১° রি, অর্থাৎ শতাংশকের ২৭, ফারেণহীটের ৮০, রিওমারের ১১ অংশ। ০° শূন্যের নিম্নস্থ কোন অংশ লিখিতে হইলে ঋণ চিহ্ন দিতে হয়। যথা -১৫°শ অর্থাৎ শতাংশক তাপমানের শূন্যের ১৫ অংশ নিম্ন।

কিন্তু তাপমানের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে অগ্রে তাপের একটী বিশেষ গুণ বর্ণন করা অতি আবশ্যক।

সেই গুণের নাম প্রসারণ (Expansian), তাপের সংক্রমণে সকল বস্তুই প্রসারিত হয়। বস্তুগত পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইলে বস্তুর প্রসরণ প্রত্যক্ষীভূত হয়। ঘন, তরল, আর বাষ্পীয় এই তিন পদার্থই তাপের এই গুণ বিশেষের বশবর্ত্তী। তন্মধ্যে বাষ্প সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তরল, তাহা অপেক্ষা ন্যূন এবং সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বশবর্ত্তী। দুগ্ধ তরল পদার্থ। কোন এক কটাহে দুগ্ধ রাখিয়া অধিক উত্তাপ দিলে উথলিয়া উঠে।

কটাহ ঘনপদার্থ, সুতরাং উত্তাপ লাগিলে উহার প্রসরণ তত লক্ষিত হয় না। দুগ্ধ তরল, সুতরাং ইহারই প্রসরণ বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। কিম্বা একটা মসকের প্রায় দশ আনা অংশ বায়ুতে উত্তপ্ত করিলে মসকের সমুদয় বায়ুতে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব্বতোভাবে ফুলিয়া উঠিবে। কিন্তু এই প্রসরণ-নিয়ম সর্ব্বত্র-লব্ধ প্রসারণ নহে। জলের সম্বন্ধে ইহার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা পরে বিবৃত হইবে। যাহা হউক এই প্রসারণ গুণ অবলম্বন করিয়া তাপমানযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এই তাপমানযন্ত্র নানা পদার্থের হইতে পারে, তন্মধ্যে পারদ, বায়ু এবং সুরাসার (Alcohal) এই তিনটীই বিশেষ প্রশস্ত। কিন্তু এই তিনেরই নির্ম্মাণ বিধি একই রূপ। পারদের তাপমান সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাহারই বর্ণন করা যাউক। প্রথমে ইহা কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা বলা যাউক। একটী কাঁচের নল তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় একটী আপাদমস্তক ছিদ্র থাকে। উক্ত নলের একভাগ অনাবৃত মুখ এবং আর একভাগ একটু প্রসারিত হইয়া একটী গোলাকার বর্ত্তুলের আকার ধারণ করিয়াছে, এই নলের একমুখ খোলা, সুতরাং বাহ্যবায়ু নলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। নলের মধ্যেও বায়ু আছে, এখন নলের সেই বর্ত্তুলাকার ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে নলস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হইতে থাকে; উত্তপ্ত হইয়া প্রসারিত হয়। অধিক স্থান ব্যাপিতেছে বলিয়া নলের মধ্যে আর থাকিতে পারে না। উপরের মুখ খোলা আছে, সুতরাং উহা সেখান দিয়া বহির্গত হয়। এইরূপে নলের মধ্যে বায়ু শীতল না হইলে উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে একটী পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর। নলস্থিত বায়ু শীতল হইয়া সঙ্কোচিত হইলে নলমধ্যে শূন্য হইয়া পড়ে। তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্রস্থিত পারদের কতক অংশ শূন্যস্থল পূর্ণ করিতে করিতে ক্রমে বর্ত্তুলাকার ভাগে গিয়া পড়ে ও তাহার কতকটা পূর্ণ করে। পরে সেখান হইতে উক্ত নলকে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ উক্ত বর্ত্তু-লাকার ভাগ পরে নলের সমুদায় ভাগ অগ্নিতে উত্তপ্ত কর। পারদ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে, ক্রমে ফুটিয়া যখন বাষ্পাকারে পরিণত হয়, তখন সমুদয় নলকে ব্যাপিয়া ফেলে এবং অবশিষ্ট বায়ুকে নল হইতে বহির্গত করিয়া দেয়। উক্ত নলে এবং উহার বর্ত্তুলাকার ভাগে পারদবাষ্প ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তখন উক্ত নলের অনাবৃত ভাগকে আবার পারদপূর্ণ পাত্রে মজ্জিত কর; এখন উক্ত নলে বায়ু আর নাই; সমুদয়ই কেবল পারদবাষ্পে পূর্ণ, উক্ত বাষ্প ক্রমে শীতল ও সঙ্কোচিত হইয়া তরল পারদরূপে পরিণত হয় এবং নলের কতকভাগ শূন্য করিয়া ফেলে; তখন বাহ্যস্থিত বায়ুর পেষণে পাত্রস্থিত পারদ ক্রমে নলের মধ্যে উঠিতে থাকে, নল ও উহার বর্ত্তুলাকার ভাগ পারদে পূর্ণ হয়। পারদ সম্পূর্ণ শীতল হয় নাই; এমন অবস্থায় সাবধানে উক্ত অনাবৃত মুখকে তুলিয়া অগ্নিতে গলাইয়া রুদ্ধ কর, তাহা হইলে আর বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহার পর সেই নল সম্পূর্ণ শীতল হইলে দেখা যায়, যে বর্ত্তুলাকার ভাগ ও নলের কিয়দংশ মাত্র পারদপূর্ণ অপরাংশ শূন্য থাকে।

এখন উহা লইয়া একটী তুষারপূর্ণ পাত্রে ডুবাও। তুষার তখন প্রথমতঃ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তুষার নিতান্ত শীতল বলিয়া পারদ সঙ্কোচিত হইয়া নলের নিম্নদেশে পতিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় ১৫ মিনিটকাল রাখিলে যখন পারদ আর নামিয়া পড়ে না, তখন সেইখানে এক রেখা অঙ্কিত কর। যখনই কেন পারদকে দ্রবমাণ তুষারে বা তদ্বৎ অন্য কোন শীতল পদার্থে ডুবান যাউক না, সে ঐ রেখার নিম্নে কখনই আর নামিয়া পড়িবে না। তাহার পর উক্ত তাপমান নলকে লইয়া সমুদয় ভাগ ফুটন্ত জলপূর্ণ এক পাত্রে ডুবাইয়া ১৫ মিনিট কাল রাখিলে তখন পারদ নলের যতদূর উঠিবে, সেখানে, সেই চরমসীমায়, আর এক রেখা অঙ্কিত কর। জলে যতই জ্বাল দেওয়া যাউক না কেন, পারদ তাহার উপরে আর কখনই উঠিবে না। এখন দুইটী রেখা হইল। প্রথমটীতে দ্রবমাণ তুষারের সংসর্গে পারদ নামিয়া পড়িলে অবনতির চরমসীমা ব্যক্ত করে, আর দ্বিতীয়টী ফুটজলে নিক্ষেপ করিলে নলের মধ্যে পারদের ঊর্দ্ধগতির চরমসীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু এখানে বলা আবশ্যক, যে ফুটজলের তাপ সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। আর ভূবায়ুর পেষণ জন্য তাহার ইতরাবিশেষ হয়। যাহা হউক এখন মোটের উপর স্বীকার করিয়া লওয়া গেল যে সমভাবে থাকে। এখন জানা গেল যে, এই দুই রেখা দুইটী চরমসীমা ব্যক্ত করিয়া থাকে, প্রথমটী জলের ঘনীভাব বা তুষারাকার-বোধিকা, দ্বিতীয়টী বাষ্পীভাববোধিকা। এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী

ভাগকে একশত সমান ভাগে বিভক্ত করিলে শতবোধক তাপমান হইবে। প্রথম রেখায় এক শূন্য বিন্দু এবং দ্বিতীয় রেখায় ১০০ একশত অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। এই সব অঙ্ক নলের উপর, কখন বা নলের আধারে থাকে। নলের উপর অঙ্ক রাখিতে গেলে উক্ত নলকে মোম দিয়া সর্ব্বতোভাবে আবৃত কর। পরে তাহাতে প্রথম রেখা হইতে দ্বিতীয় রেখা অর্থাৎ শেষ রেখা পর্য্যন্ত সূচিকা দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে সমান ভাগে অঙ্ক দিয়া সমুদায় নলকে হাইড্রোফ্লুরিক (Hydrofluoric) অম্লে ডুবাইয়া রাখ। কিছুক্ষণ পরে তুলিয়া মোম পরিষ্কার করিলে দেখা যাইবে, যে (উক্ত অম্লের সম্বন্ধে কাচের এক বিশেষ গুণ থাকায় তাহার সহযোগে) কাচে উক্ত অঙ্কিত স্থান সকল ক্ষত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত নলের বর্ত্তুলাকার ভাগকে অধোদিকে রাখিয়া সোজা করিয়া ধরিলে শূন্যবিন্দু হইতে পর-পর স্থিত অঙ্ক সকল তাপের ক্রমিক বৃদ্ধি প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত রেখাবলীর মধ্যে কোন এক রেখার ঊর্দ্ধতন রেখা অপেক্ষাকৃত অধিকতর শৈত্য প্রকাশ করে

উক্ত শতাংশিক তাপমানযন্ত্র প্রথমে ব্যবহৃত হয়। এখন নিতান্ত সুবিধাজনক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রশস্ত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাতা জনৈক সুইডেনদেশীয় বৈজ্ঞানিক। তাঁহার নাম সেল্‌সিয়স (Celsius)। ইনি ১৭০১ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এতদ্ভিন্ন ফারেণহাইট্ (Fahrenheit) নামক এক জন প্রুসিয়া দেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এক তাপমান যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এই তাপমান যন্ত্র ইংলণ্ডে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা সেলসিয়সের তাপমান হইতে বিভিন্ন। ঘনীভাববোধিকা হইতে বাষ্পীভাববোধিকা রেখা পর্য্যন্ত তাপমান ১৮০ ভাগে বিভক্ত। তাঁহার যন্ত্রে বাষ্পীভাব বিন্দুতে ২১২ ও ঘনীভাব বিন্দুতে ৩২ অঙ্ক অঙ্কিত থাকে। শূন্যবিন্দু ঘনীভাব বিন্দু ৩২ অংশ নিম্নে; কারণ তাঁহার মতে লবণ ও তুষার একত্র হইলে নিম্নতম তাপক্রম উৎপাদন করে, সেইজন্য তিনি সেখানে শূন্য বিন্দু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উক্ত দুই তাপমান ভিন্ন আরও একটী তাপ-মান আছে। তাহার নাম রিউমার (Reaumer)। রিউমার নামক জনৈক রাসায়নিক এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন. ইহা উত্তর-জর্ম্মণিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বাষ্পীভাববোধিকা হইতে ঘনীভাববোধিকা রেখা ৮০ অংশে বিভক্ত। এই তিনপ্রকার তাপমানযন্ত্রের প্রয়োজন মতে দীর্ঘতার তারতম্য হইয়া থাকে এবং ঘনীভাব বিন্দু ইহার মধ্যস্থলে কখন ১০ ভেদে কখন বা ৫ ভেদে আবৃত হইয়া থাকে এবং তাপাংশ প্রকাশ করিতে গেলে ইহাদের পরস্পরের অঙ্কের উপরে এক বিন্দু থাকে। যেমন ইংলণ্ডে গ্রীষ্মকালে তাপক্রম ৩৫°।

ইহাবিশেষ নিশ্চয় করিতে গেলে অর্থাৎ ফারেণহাইট তাপমানের সহিত সেলসিয়স্ বা রিউমার তাপমানের তুলনা কিম্বা সেলসিয়স বা রিউমার তাপমানের সহিত ফারেণহাইটের তুলনা করিতে গেলে এইরূপ করিতে হয়।

ফারেণহাইট ফ, সেলসিয়স্ স, রিউমার র,

ঘনীভাব বিন্দু হইতে বাষ্পীভাব বিন্দু ফএ ১৮০, সএ ১০০° ও রএ ৮০ অংশে বিভক্ত। সুতরাং ১৮০° ফ = ১০০° স = ৮০° র প্রত্যেককে ২০ দিয়া ভাগ দিয়া ৯° ফ = ৫° স = ৪° র

সুতরাং ১° ফ $\frac{৫}{৯}$ স = $\frac{৪}{৯}$ র আর ১° স = $\frac{৯}{৫}$ ফ = $\frac{৪}{৫}$ র এবং ১° র = $\frac{৯}{৪}$ ফ = $\frac{৫}{৪}$ র

এখন ইহাদ্বারা এক তাপমানের তাপাংশের অঙ্ক দিলে অপর দুই তাপমানের তাপাংশের অংশ সহজেই উপলব্ধি হয়। তাহার তিনটা নিয়ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

কিন্তু জানা উচিত ফএর ৩২ = র ও সএর ০°, সুতরাং ফকে র ও সএ আনিতে হইলে পরে ৩২ যোগ করিয়া লইতে হইবে।

১ম নিয়ম। ফকে সএর বা রএর মতানুসারে করিতে হইলে অঙ্কপাত এইরূপ।

ফ = ৩২
—
স = ৯ × ৫
ফ = ৩২
—
র = ৯ × ৪

ফকে সএ আনিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ করিয়া সেই অবশিষ্ট অঙ্ককে $\frac{৫}{৯}$ দিয়া গুণ কর, যথা—

২১২° ফ = (২১২—৩২) $\frac{৫}{৯}$ = ১৮০ × $\frac{৫}{৯}$ = ১০০° স।

ফকে রএ লইয়া আসিতে গেলে ফএর অঙ্ক হইতে ৩২ বিয়োগ কর এবং অবশিষ্টকে $\frac{৪}{৯}$ দিয়া গুণ কর—

২১২°ফ = (২১২—৩২) $\frac{৪}{৯}$ = ১৮০ × $\frac{৪}{৯}$ = ৮০ র।

২য়। সকে ফ বা রএ আনিতে হইলে—

$$ফ = \frac{স}{৫} \times ৯ + ৩২,$$

$$র = \frac{স}{৫} \times ৪$$

৩। রকে স বা ফএ আনিতে হইলে—

$$স = \frac{র}{৪} \times ৫$$

$$ফ = \frac{র}{৪} \times ৯ + ৩২$$

রকে স এ লইয়া আসিতে গেলে $\frac{৫}{৪}$ দিয়া গুণ করিতে হয়। যথা ৮০° র = ৮০° × $\frac{৫}{৪}$ = ১০০° স। রকে ফ এ আনিতে গেলে $\frac{৯}{৪}$ দিয়া গুণ এবং সেই গুণ ফলে ৩২ যোগ কর।

যথা ৮০° র = ৮০ × $\frac{৯}{৪}$ = ১৮০ + ৩২ = ২১২ ফ।

পারদ ভিন্ন স্পিরিট এবং বায়ুরও তাপমান হইয়া থাকে। একটী স্পিরিটের তাপমান (Alcohol thermometer) অতি নিম্নতম তাপক্রম জানাইয়া দেয়। কারণ আলকোহল কখনই জমিয়া যায় না, কিন্তু পারদ ঘনীভাব বিন্দুর ৪০ অংশ নিম্নে জমিয়া যায়। সুতরাং তাহা অপেক্ষাও অল্পসংখ্যক তাপক্রম জানিতে গেলে আলকোহলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত প্রকার তাপমানে অধিকতর তাপক্রম জানিতে পারা যায় না। কারণ শতাংশিক তাপমানের ৭৮ অংশ চড়িলেই আলকোহল ফুটিয়া উঠে। তাপক্রমের অল্প অল্প ইতরবিশেষ বুঝিবার জন্য বায়ুর তাপমান ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করিতে গেলে তাপমানের বর্ত্তুলাকার ভাগ ও দণ্ডাকার ভাগের কতক অংশ বায়ুদ্বারা পূর্ণ করিয়া পরে নলের অপর অংশ কোন এক তরল পদার্থ দিয়া পূর্ণ করিতে হয়। নলের মুখ সেই তরল পদার্থে মজ্জিত থাকে। সেই তরল পদার্থের প্রসরণ ও সঙ্কোচনই তাপের হ্রাস ও বৃদ্ধির পর্য্যায়বোধক। যখন উক্তরূপ তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্যই বর্ত্তুলাকার ভাগ উপরদিক থাকে। বায়ুর তাপমানসকল নানা প্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের নির্ম্মাণবিধি অতি সূক্ষ্ম ও অনেক অতি দীর্ঘ, সেইজন্য ইহাদিগকে সচরাচর ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু ভাল করিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারিলে ইহা আর সকল প্রকার যন্ত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতমরূপে তাপক্রম জ্ঞাপন করে।

এতদ্ভিন্ন আর এক ভেদজ্ঞাপক তাপমানযন্ত্র আছে। কোন একস্থলের তাপক্রমের সহিত নিকটবর্ত্তী স্থলের তাপক্রমের কত অন্তর তাহা জানিবার নিমিত্ত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুইটী বর্ত্তুলাকার নলমুখ বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ এবং নিম্নদেশে আর একটী বক্র নলদ্বারা পরস্পর সংযত থাকে। উক্ত বক্রনল আবার কোন এক রঞ্জিত তরল পদার্থে পূর্ণ। আর এই নিম্নস্থিত বক্রনলে তরল পদার্থ দুই সমীপ এক সমতলে অবস্থান করে। এখন যদি একদিকের বর্ত্তুলাকার মুখ আর একদিকের বর্ত্তুলাকার মুখ অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে তন্মধ্যস্থিত বায়ুর বিস্তারে পেষণ অধিকতর হইবে, সুতরাং একের তরলপদার্থ সেই পেষণে নিম্নভাগে পতিত হইবে। আর সেইরূপ যদি দ্বিতীয় উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রথম নলে ঐ ক্রিয়া লক্ষিত হইবে। বস্তুতঃও এরূপ যন্ত্রদ্বারা তাপক্রমে অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ভেদ নির্ণীত হইতে পারে।

যদিও পারদ-তাপমান যন্ত্রকে বিশেষরূপে এবং যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, ততদূর উৎকৃষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়, তথাপি সময়ে সময়ে তাহার সংশোধন আবশ্যক।

১। শূন্যবিন্দু পরিবর্ত্তন। ঘনীভাববিন্দু মাসের মধ্যে শূন্য বিন্দু হইতে $\frac{১}{৩}$ অংশ উঠিয়া থাকে। সকল তাপমানেরই বিশেষতঃ আধুনিক-নির্ম্মিত তাপমান সকলের এইরূপ গতি। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্রে পারদ পূর্ণ করা হইলে বর্ত্তুলাকার ভাগ সহসা শীতল হয়য় সঙ্কোচিত হয়, কিন্তু সেখানেই সঙ্কোচের চরমসীমা পায় না, তখনও অল্প অল্প সঙ্কোচিত হইতে থাকে এবং সেইজন্য তাহার পারদ নলের দিকে উঠিয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্কোচনশক্তি ক্রমে কমিতে থাকে এবং সেইজন্যই আধুনিক-নির্ম্মিত তাপমানে ইহা লক্ষিত হয়, সুতরাং পূর্ব্বে তাপমানে যে পর্য্যন্ত তাপ নিরূপিত ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু উপরে উপরে উঠিতে থাকিবে। এই দোষ সংশোধন করিতে গেলে তাপমান যন্ত্র মধ্যে মধ্যে দ্রবমান তুষারে নিমগ্ন করিতে হয়। প্রত্যেকবারে তাপাংশ কত দাঁড়াইল, তাহা মনে করিয়া রাখিলে ক্রমে সেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পরীক্ষা দ্বারা পরস্পরের কত প্রভেদ তাহা লক্ষিত হয়। অর্থাৎ যদি শূন্য বিন্দু $\frac{২}{১০}$ তাপাংশ উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে তাপক্রমে ঐরূপ $\frac{২}{১০}$ বাদ দিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

২। ইহা ভিন্ন আবার সাময়িক পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। ইহার কারণ তাপমানযন্ত্র উত্তপ্ত হইয়া সহসা শীতল হইয়া যাওয়া। এজন্য কোন তাপমানযন্ত্রে বাষ্পীভাববিন্দু নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই ঘনীভাববিন্দু নির্দ্দিষ্ট করা উচিত অন্যথা হইলে গণনা নিশ্চয়ই পরিশুদ্ধ হইবে না।

অধুনা তাপমান যন্ত্রদ্বারা তাপনির্ণয় করিয়া ঝড় মেঘবৃষ্টি প্রভৃতি কত বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জ্বর হইলে ইহা দ্বারা দুঃসাধ্য বা সুসাধ্য তাহা নির্ণীত হইতেছে ও অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইতেছে। [তাপ দেখ।]

তাপয়িষ্ণু (ত্রি) তাপ-ইষ্ণুচ্। ১ তাপনীয়, জ্বলনীয়। ২ যন্ত্রণাদায়ক।

তাপশ্চিত (ক্লী) তপসি চীয়তে চি-ক্ত স্বার্থে অণ্। ১ যজ্ঞভেদ। [যজ্ঞ দেখ।] ২ যজ্ঞাগ্নিভেদ।

তাপস (ত্রি) তপঃ শীলমস্য তপস্-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২) ১ তপস্বী, তপশ্চরণশীল।

"তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাচরেৎ।" (মনু ৬।২৭)

(পুং) ২ দমনকবৃক্ষ। ৩ বকপক্ষী। ৪ ইক্ষুবিশেষ। (সুশ্রুত ১।৪৫)

(ক্লী) ৫ তমালপত্র। তেজপাত। (রাজনি°)। ৬ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী পৌরাণিক জনপদ। টলেমি *Tabassi* নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বর্ত্তমান অবস্থিতি খান্দেশের মধ্যে অনুমিত হয়।

তাপসক (পুং) তাপস অল্পার্থে কন্। সামান্য যোগী, যে ব্যক্তি অল্পদিন মাত্র তপস্যারত হইয়াছে।

তাপসজ (ক্লী) তাপসাৎ জায়তে জন-ড। তেজপাত।

তাপসতরু (পুং) তাপসপ্রিয় স্তরুঃ মধ্যপদলোপীকর্ম্মধা°। ইঙ্গুদীবৃক্ষ, তপস্বীরা এই বৃক্ষজাত তৈল ব্যবহার করিতেন বলিয়া ইহার নাম তাপসতরু বা তাপসদ্রুম।

তাপসদ্রুম (পুং) তাপসপ্রিয়ঃ দ্রুমঃ। ইঙ্গুদীবৃক্ষ।

"ইঙ্গুদোহঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

তাপসদ্রুমসন্নিভা (স্ত্রী) তাপসদ্রুমেণ সন্নিভা তুল্যা ৩তৎ। গর্ভদাত্রীক্ষুপ, গর্ভদাগাছ। (রাজনি°)

তাপসপত্রী (স্ত্রী) তাপসপ্রিয়ং পত্রং যস্যা বহুব্রী জাতত্বাৎ ঙীষ্। দমনকবৃক্ষ। (রাজনি°।

তাপসপ্রিয় (পুং) তাপসানাং প্রিয়ঃ ৬তৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, পিয়ালগাছ। ২ ইঙ্গুদীবৃক্ষ। "পীতপুষ্পোঽঙ্গারপুষ্পইঙ্গুদীতাপসপ্রিয়।" (বৈদ্যক রত্নমা°) (ত্রি) ৩ তাপস প্রিয়মাত্র।

তাপসপ্রিয়া (স্ত্রী) তাপসানাং প্রিয়া ৬তৎ। দ্রাক্ষা, কিস্মিস্। (রাজনি°) [দ্রাক্ষা দেখ।]

তাপসবৃক্ষ (পুং) [তাপসতরু দেখ।]

তাপসেষ্ট (তাপসপ্রিয় দেখ।]

তাপসেষ্টা (তাপসপ্রিয়া দেখ।]

তাপস্য (ক্লী) তাপসস্য ধর্ম্ম ষ্যঞ্। তাপসধর্ম, তপস্বীদিগের ধর্ম্ম। "স্ত্রীধর্ম্মযোগং তাপস্যং মোক্ষং সন্ন্যাসমেব চ। (মনু ১।১১৪) বাণপ্রস্থের হিতকর ধর্ম্মই তাপস্য, এই তাপস্যই মোক্ষের একমাত্র সাধন। পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ এই ধর্ম্ম অন্তিমে আশ্রয় করিতেন।

তাপস্বেদ (পুং) তাপেন স্বেদঃ ৩তৎ। স্বেদক্রিয়াবিশেষ, সেক দেওয়া। [স্বেদক্রিয়া দেখ।]

তাপহর (ত্রি) তাপং হরতি হৃ-ট। তাপনাশক, স্নিগ্ধকর।

তাপহরী (স্ত্রী) তাপহর স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ব্যঞ্জনবিশেষ, ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—হরিদ্রামিশ্রিত ঘৃতদ্বারা মাসকলায়ের বটী ও সুধৌত তণ্ডুল একত্র ভাজিয়া লইবে। অনন্তর ঐ উভয় দ্রব্য সিদ্ধ হইলে পরে তৎপরিমাণ জল দিয়া উহাদিগকে পাক করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে যথোপযুক্তমাত্রা সৈন্ধব, আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিবে। এইরূপে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহাকে তাহারা বা তাপহরী বলে। ইহার গুণ বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, শরীরের উপচয়কারক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, গুরু এবং ইহার উপাদান সামগ্রীতে যে যে গুণ আছে ইহাতেও সেই সেই গুণ অবস্থিত করে। (ভাবপ্র°)। (ত্রি) তাপহারিণী মাত্র।

তাপায়ন (পুং) বাজসনেয়ীশাখা-ভেদ।

তাপিক (ত্রি) তাপে তাপকালে ভবং ঠঞ্। গ্রীষ্মভব জলাদি।

তাপিচ্ছ (পুং) তাপিনং ছাদয়তি ছদ-ড পৃষো° সাধুঃ।

[তাপিঞ্জ দেখ।]

তাপিঞ্জ (পুং) তাপিনং ছদতি আচ্ছাদয়তি ছদ্-ড পৃষোদরা° সাধুঃ। ১ তমালবৃক্ষ।

"অক্ষোনিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিঞ্জ গুচ্ছাবলীং।"

(গীতগো° ১১।১১)

(ক্লী) ২ তাপিঞ্জপুষ্প।

তাপিঞ্জ (ক্লী) তাপিনং জয়তি জি-ড। ১ ধাতুমাক্ষিক। (পুং) ২ তমালবৃক্ষ। ৩ নিসিন্দে গাছ।

তাপিত (ত্রি) তপ-ণিচ্-ক্ত। তাপযুক্ত, দুঃখিত, যন্ত্রণাযুক্ত। "তারিণী স্মরিতে তার, তাপিত তনয় তোর," (শ্রীধর্ম্ম° ২।৬২)

তাপিন্ (ত্রি) তাপয়তি তাপ-ণিনি। ১ তাপক। তপ-ণিনি। ২ তাপযুক্ত। (পুং) ৩ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°)

তাপী (স্ত্রী) তাপয়তি তপ-ণিচ্ অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নদীভেদ, এই নদী পশ্চিমবাহিনী ও বিন্ধ্যাচল হইতে আবির্ভূতা হইয়াছে।

"তাপীপয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা ক্ষিপ্রা চ ঋষভা নদী।

বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ॥" (মাৎস্য ১১৩।২৭)

বিষ্ণুপুরাণের মতে এই নদী সহ্যপাদোদ্ভবা। (বিষ্ণুপু° ২।৩।১১)

এই নদীর জল স্বন, শীত, পিত্তঘ্ন, কফকর, বাতদোষহর, হৃদ্য, বল্য ও কুষ্ঠনাশক। (হারীত ৭ অ°)

স্কন্দপুরাণে তাপীখণ্ডে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। জগৎবিখ্যাত সোমবংশে সম্বরণ নামে এক রাজা ছিলেন। বরুণ অগস্ত্য মুনির শাপে সম্বরণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজা কঠোর তপঃসাধন করিয়া সূর্য্যকন্যা তাপীকে

ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। এই তাপী অশেষ পাপদহনী ও অতিশয় রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন। [তপতী দেখ।]

তাপীর নাম। তাপীর একবিংশতি নাম—সত্যা, সত্যোদ্ভবা, শ্যামা, কপিলা, কাপিলা, অম্বিকা, তাপনী, তপনা হার্দ্দা, নাসিকোদ্ভবা, সাবিত্রী, সাহস্রকরা সনকা, অমৃতস্যন্দনা, সুষুম্না, সুন্দরমণী, সর্পা, সর্পবিষাপহা, তিগ্মতিগ্মময়া (?), তারা, তাম্রা।

মাহাত্ম্য। যাহারা তাপীতে স্নান করে, তাহারা সকল পাতক হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাপী নাম উচ্চারণ করে, তাহাদেরও পাপ দূর হয়।

আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান-দানাদির ফল। দ্বাদশমাসের মধ্যে আষাঢ়মাসের সদৃশ মাস নাই, যেহেতু এই মাসে জগৎপতি শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত অনন্তশয্যায় শয়ন করেন এবং এই মাসে বিশ্বকর্ম্মা ভূতসকল সৃষ্টি করিয়াছেন।

"আষাঢ় সদৃশো মাসো ন মাঘো ন চ কার্ত্তিকঃ।
যত্র সৃষ্টানি ভূতানি ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণা ॥"
"যস্মিন্মাসে সুখীভূত্বা যোগনিদ্রাজগৎপতিঃ।
শেতে ভুজঙ্গশয়নে লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দ্দনঃ ॥"(তাপীখ° ৩।২১-২২)

আষাঢ়মাসে তাপীতে স্নান করিলে সকলপ্রকার পাপ বিমুক্ত হয়। প্রয়াগে গমন করিয়া মাঘমাসে দ্বাদশবার স্নান করিয়া যে পুণ্যলাভ করিয়া থাকে, আষাঢ়মাসে এই তাপীতে একবার স্নান করিলে তদপেক্ষা অধিক পুণ্যলাভ হয়।

যদি কোন লোক কপটতা করিয়া ইহাতে স্নান করে, তাহা হইলেও তাপীর মাহাত্ম্যানুসারে তাহার শতজন্মার্জ্জিত পাপ ধ্বংস হয়। যদি বালস্বভাবতঃ আষাঢ়মাসে তাপীতে ক্রীড়া করিয়া স্নান করে, তাহা হইলে তাহার দেবালয়, বাপী, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার পুণ্যলাভ হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য কামনা করিয়া ইহাতে স্নান করে, সে সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া অশ্বমেধ ফললাভ করে।

জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আষাঢ়মাসে যাহারা স্নান করে, তাহারা সকল পাপ মুক্ত হইয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

"জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি আষাঢ়ে ভানুজাজলং।
সেবেত মানবো যস্তু যাতি ব্রহ্ম সনাতনং ॥" (তাপীখ° ৩।৩০)

তাপীর মৃত্তিকা শরীরে লেপন করিয়া অন্যত্র স্নান করিলে জন্মান্তরকৃত পাতক নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়।

আষাঢ় মাসে তাপীতীরে যে দীপদান করে, সে সহস্র কোটি কুলকে উদ্ধার করিয়া থাকে।

"যো দীপদানং কুরুতে আষাঢ়ে তপতীতটে ॥"
কুলকোটীসহস্রাণি স তারয়তি মানবঃ ॥" (তাপী° ৩।৩১)

কুরুক্ষেত্রে প্রভৃত সুবর্ণদান করিলে যে পুণ্য হয়, এই তাপীতটে কেবল দীপদানে সেই পুণ্য হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্র, কাশী, নর্ম্মদা প্রভৃতি স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, আষাঢ়মাসে তপতীতে নিমেষার্দ্ধ স্নান করিলে সেই ফল পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রে তথা কাশ্যাং নর্ম্মদায়ান্তু যৎফলং।
তৎফলং নিমিষার্দ্ধেন তপত্যাষাঢ়সেবনাৎ ॥" (তাপীখ° ৩।৫০)

তাপী নদীর উভয় তীরে ১০৮টী মহালিঙ্গ বিদ্যমান, তাপীখণ্ডে তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তপনে তপনেশ, ধর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মেশ, গোকর্ণে সিদ্ধনাথ, পার্ব্বতীবনে মহেশ, চ্যবনক্ষেত্রে সুজাতীশ্বর, নিকুম্ভ মুনির ক্ষেত্রে পঞ্চশিখের লিঙ্গ, পুরুরবার ক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, বালক্ষেত্রে বাল, শ্রাবণক্ষেত্রে ককোলাসঙ্গমে ক্রীড়ালিঙ্গ, পাঞ্চালমুনির ক্ষেত্রে পুণ্ডরীকেশ্বর, জৈমিনিক্ষেত্রে হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, গাধিসুতক্ষেত্রে ভরতেশ, বৈরোচনক্ষেত্রে বিরোচনেশ্বর, কল্লোলকূট ও গাধীশ্বর বাল্মক্ষেত্রে অর্ব্বুদ, নলেশ্বর, ধুন্ধুমারেশ্বর, কর্কোটক, পদ্মকোষেশ্বর ও হয়গ্রীব মহালিঙ্গ, খদ্যোতনাথক্ষেত্রে কান্তবীর্য্যাখ্যলিঙ্গ, কুম্ভক্ষেত্রে শ্রীকণ্ঠ ও সুকণ্ঠ, ভৃগুক্ষেত্রে চন্দ্রচূড়, পাশুপতক্ষেত্রে উগ্র, তারকক্ষেত্রে তারেশ, শশিভূষণক্ষেত্রে হংস, বশিষ্ঠক্ষেত্রে মুচুকুন্দেশ্বর ও কুম্ভলক লিঙ্গ, বুধেশে বিমলেশ্বর, কুশমুনির ক্ষেত্রে কমল ও নীলকণ্ঠ, অরুন্ধতীবনে শান্তেশ, কুঞ্জর, বোচক, পুষ্কর, লক্ষেশ, দুর্ব্বারেশ্বর, জামদগ্ন্যেশ ও আশাপ্রদ্যোতনেশ্বর; পূর্ব্বে বামনেশ, সুন্দরে সুন্দরেশ, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ, নন্দনে মৃকণ্ডেশ, শরভঙ্গ মুনির ক্ষেত্রে উজ্জ্বলেশ্বর, সূর্য্যক্ষেত্রে মহালিঙ্গ, পরমুক্তিতে সুরেশ্বর লিঙ্গ ও অভয়াশক্তি, নান্দকক্ষেত্রে নন্দেশ, নারদক্ষেত্রে আলেশ্বর, ব্রহ্মক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, প্রকাশার উপর মতঙ্গক্ষেত্রে গঙ্গেশ্বর, অর্জ্জুনক্ষেত্রে অর্জ্জুনেশ, যৌধিষ্ঠিরক্ষেত্রে শ্রীকরেশ্বর, অম্বিকাক্ষেত্রে অম্বেশ, কৃষ্ণাশিবক্ষেত্রে, কল্মষাপহ, পঞ্চমুখক্ষেত্রে আমর্দ্দকেশ্বর, কপিলক্ষেত্রে সিংহেশ্বর ও ব্যাঘ্রেশ্বর, চতুর্ভুজক্ষেত্রে চতুর্ভুজেশ্বর, বৃহন্নদীতীরে মল্লেশ্বর ও ভূতেশ্বর, গৌতমক্ষেত্রে গৌতমেশ্বর, নারদক্ষেত্রে পলিতেশ, এইখানে রত্নসরিত্তীরে শ্রীকণ্ঠের ক্ষেত্রে রক্ষেশ্বর লিঙ্গ এবং ষোড়শী শক্তি; বরুণক্ষেত্রে প্রাচেতস ও বাসবেশ, ভীমকক্ষেত্রে ভীমেশ্বর, করঞ্জপাবনক্ষেত্রে করঞ্জেশ্বর, খঞ্জনমুনির ক্ষেত্রে খঞ্জনেশ্বর ও বঞ্জকেশ, কশ্যপের ক্ষেত্রে কশ্যপেশ, ভৈরবীক্ষেত্রে ভৈরব, মোক্ষেশ্বর, ভৈরবীশক্তি, ধূতপাপ ও কামপালেশ্বর, মন্ত্রিক্ষেত্রে মন্ত্রেশ্বর ও পরত্রীশ্বর, নীলাম্বরক্ষেত্রে কোটীশ্বর, অজপালীশ্বর ও একবীরা শক্তি, রাক্ষবক্ষেত্রে রুদ্র ও দণ্ডপাণি,

অম্বরীষের ক্ষেত্রে অম্বরীষেশ্বর, অশ্ব বা অশ্বিনীকুমারক্ষেত্রে মহাতীর্থ এবং কাতরীশ্বর লিঙ্গ, গঙ্গাক্ষেত্রে গুপ্তকেশ্বর বা গুপ্তেশ্বর, লোমশের ক্ষেত্রে লোকেশ্বর, তপতীনদীর উত্তর-বেদীতে বিশ্বেশ্বর ও কাপালিক লিঙ্গ, পুষ্পাকক্ষেত্রে সুরেশ্বর, নারদেশ, কামলেশ, সম্বরণেশ্বর ও তপতী স্থাপিত তপনেশ লিঙ্গ, কুরুক্ষেত্রে কৌরবনামক মহালিঙ্গ, সোমক্ষেত্রে সোমেশ, জনকেশ্বর ও মোক্ষেশ্বর; কুমুদাক্ষেত্রে অটবোশ্বর, রাঘবক্ষেত্রে রামেশ্বর, শতানীকক্ষেত্রে সিদ্ধেশ্বর, ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুরক্ষেত্রে দেবেশ্বর, পিণ্ডেশ্বর দর্ভাবতীপতি, প্রবংকারমুনির ক্ষেত্রে ও তপসীসঙ্গমে তিনটী নাগেশ্বর। মোট ১০৮ লিঙ্গস্থান আছে। শ্রাদ্ধকালে এই ১০৮ লিঙ্গের নাম পাঠ করিবে। পাঠ করিলে সত্যলোকে পিতৃসকল সুধারস দ্বারা পরিতৃপ্ত হন; অপুত্র পুত্র, নির্ধন ধন এবং মোক্ষার্থী মোক্ষ লাভ করে। তাপীনদীতে স্নান করিয়া পাঠ করিলে পৃথিবীর সকল তীর্থের ফললাভ হয়। এতদ্ভিন্ন তাপীখণ্ডে আর কএকটী প্রধান তীর্থের উল্লেখ আছে।

গোলানদী—এই নদী কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, ইহাতে স্নানাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

তাপীতটে গোলানদীর জলে স্নান করিলে কুষ্ঠরোগ নাশ হয় এবং তাহার সপ্তজন্মের মধ্যে কুষ্ঠ হয় না।

অক্ষমালাতীর্থ—তপতীর বিভব দেখিয়া মহাত্মা গৌতমের হস্ত হইতে অক্ষমালা পতিত হইয়াছিল, সেই অবধি এই স্থান অক্ষমালাতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একটী প্রধান তীর্থ। ইহাতে যে নর পিণ্ডদান ও স্নানাদি করে, তাহার নিরাময় পদ এবং পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। এই তীর্থে সঙ্গমেশ্বর নামে গুপ্ত ত্র্যম্বক লিঙ্গ আছেন, ইহার পূজাদি করিলে সকল প্রকার মনোরথ সিদ্ধি হয়।

গঙ্গতীর্থ—তপতীর উত্তরকূলে যেখানে গৌতমীর সহিত তাপীর সঙ্গম হইয়াছে, সেইস্থানে এই তীর্থ আছে, এই তীর্থ মনুষ্যদিগের সকল প্রকার পাপনাশক। যাহারা তাপীসাগর-সঙ্গমে সস্ত্রীক স্নান করিয়া জরৎকন্যাকে দেখে, তাহাদের কোন সময়ে বিয়োগ হয় না এবং যাহারা প্রসঙ্গক্রমে বা দৈবাৎ এইখানে আসিয়া স্নানাদি করে, তাহা হইলে, তাহারা নিরাপদ প্রাপ্ত হয় ও পিতৃদিগের তর্পণাদি করিলে তাহা অক্ষয় হয়। (স্কন্দপুরাণ তাপীখ°)।

এই ত তাপীর পৌরাণিক কথা। এখন এই নদী তপ্‌তী বা তাপ্‌তী নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইহা দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশের একটী প্রধান নদী।

মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় (অক্ষা° ২১°৪৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৮° ১৫´ পূঃ) ইহার উৎপত্তিস্থান। মুলতাই নগরে (অক্ষা° ২১° ৪৬ ২৯ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ১৮´ ৫৩´´ পূঃ) একটী পবিত্র তীর্থ আছে, অনেকে তাহা হইতে তাপ্‌তীনদীর উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন।

প্রথমে মুলতাই নগর হইতে প্রবলবেগে সুজলা সুফলা ভূমির উপর দিয়া আসিয়া সাতপুরা পাহাড়ের দুইটা শাখা ভেদ করিয়াছে, ইহার বামধারে বেরারস্থ চিকলদা পাহাড় ও ডানধারে কালাভিৎ গিরিমালা। প্রায় ১৫০ মাইল পর্য্যন্ত তাপ্‌তীর উপত্যকায় তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ চলিয়াছে। এইরূপে সাতপুরা পাহাড় হইতে নিম্নমুখে আসিয়া সুগভীর ও প্রায় ৭৫ হইতে ১০০ হাত বিস্তৃত স্রোতস্বতীর আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে আবার জল এত কম যে, গ্রীষ্মকালে অনায়াসে হাটিয়া পার হওয়া যায়। ইহাতে উভয়তট উচ্চ হইলেও তেমন চড়া নাই। কেবল বাঁকের মুখ ছাড়া সর্ব্বত্রই উভয় তীরভাগ ক্রমশঃ ঢালু ও নানাবিধ বৃক্ষতৃণগুল্মলতাকীর্ণ দেখা যায়।

তৎপরে তাপ্‌তী খান্দেশের উচ্চভূমিতে আসিয়াছে। এখানে পূর্ব্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০ হইতে ৭৫০ ফিট্ উচ্চ হইবে। তথা হইতে ক্রমে নিম্নমুখী হইয়া যে মালভূমি সুরাট জেলা হইতে খান্দেশকে পৃথক্ করিতেছে, তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানে তাপ্‌তীনদী হইতে অনেকগুলি শাখা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে বামধারে পূর্ণা, বাঘর, গিরণা, বোরি, পাঁজড়া ও শিবা এবং ডানধারে সুকি, অনের, অরুণাবতী, গোমই (গোতমী) ও বালহা প্রধান। খান্দেশের প্রথম ১৬ মাইল সমতল ও সুন্দর কৃষিক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষ ২০ মাইলের দুইধারে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গবেষ্টিত নিবিড় জঙ্গল স্পর্শ করিয়াছে, এ অংশে লোকালয় নাই, মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর অরণ্যবাসী ভীলজাতির কুটীর দৃষ্ট হয়।

এখানে তাপী পাষাণের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রবল স্রোতাকার ধারণ করিয়া অতি অল্প পরিসর স্থান দিয়া পতিত হইতেছে। এই সঙ্কীর্ণ পথের নাম 'হরণফাল' অর্থাৎ হরিণলম্ফ। ইহারই পর গুজরাটের বিস্তৃত প্রান্তর আরম্ভ। ঐ অংশে তাপ্তী কখন খুব চৌড়া আবার কোথাও খুব সঙ্কীর্ণ নানা গিরি, দরী ও নির্জ্জন বনরাজি ভেদ করিয়া প্রায় ৫০ মাইল আসিয়াছে। দাঙ্গ নামক জঙ্গল পার হইয়াই পশ্চিমমুখী হইয়া সুরাট জেলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এখানে রাজপিপ্‌লার পাহাড় ছাড়া আর কোন শৈল তাপ্‌তীর মুখে পতিত হয় নাই; এখান হইতে ৭০ মাইল গিয়া

তাপ্তী সাগরে মিলিয়াছে। ইহার মধ্যে কোথাও নাতি উর্ব্বর কোথায় বা সমধিক শস্যশালী কৃষিক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আম্‌রোলী হইতে সুরাট নগর পর্য্যন্ত তাপীর এক প্রকাণ্ড বাঁক আছে। আম্‌রোলী হইতে স্থলপথে সুরাট এক ক্রোশের অধিক হইবে না। কিন্তু জলপথে আসিতে হইলে প্রায় ৫।৬ ক্রোশ ঘুরিতে হয়। সুরাট হইতে দক্ষিণপশ্চিম-মুখী হইয়া প্রায় ৪ মাইল আসিয়াই খুব চৌড়া হইয়া দক্ষিণমুখে সাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

তাপ্তী দৈর্ঘ্যে ৪৫০ মাইল এবং প্রায় ত্রিশহাজার বর্গ-মাইল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইলেও সকল স্থানে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে না। এমন কি ইহার মোহানা হইতে ১৭ মাইল উপরে জোয়ার গেলে স্থানে স্থানে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। মোহানার নিকট বিস্তর বালি ও চড়া আছে, সেইজন্য পোতাদি সকল সময় নিরাপদ নহে। সুরাট বন্দরে যে সকল জাহাজ আসিয়া লাগে, তাহা এই নদী দিয়াই যায়।

আশ্বিন হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত এখানে নির্ব্বিঘ্নে জাহাজাদি নঙ্গর করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তৎপরে আর নিরাপদ নহে। মোহানার নিকটে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বৃক্ষশ্রেণীও দেখা যায়, কিন্তু স্রোতের সময় তাহার অনেক স্থান ডুবিয়া যায়।

সকল স্থানে সুবিধামত জোয়ার-ভাটা খেলে না। বরাচা হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত বেশ জোয়ারভাটা চলে।

এই নদীতে বড় পলি পড়ে, সেজন্য ইহার গতি পরিবর্ত্তন দেখা যায় এবং বাণের সময় কূল ভাসাইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম-নগরাদি প্লাবিত করে। পূর্ব্বে দশ বিশ বর্ষ অন্তর এক একবার ভয়ানক বন্যা হইত, তাহাতে সুরাট ও নিকটবর্ত্তী জনপদের কত প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে, কত দ্রব্যজাত নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এখন আর পূর্ব্বে-কার মত সেরূপ ভীষণতর বন্যা হয় না, তাই রক্ষা। কিন্তু পলি পড়ার কামাই নাই। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারগণ নানা কৌশল করিয়াও তন্নিবারণে কিছুমাত্র সমর্থ হন নাই।

তাপ্তীর মোহানায় সুবেলী নামে একটা বিধ্বস্ত বন্দর দেখা যায়। এক সময় য়ুরোপীয় বণিক্‌গণের বহুতর বাণিজ্য-পোত এখানে উপস্থিত হইত। ইংরাজ ও পর্ত্তুগীজে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সুবেলীকে আর বন্দর বলা যায় না, পলি পড়িয়া এখানে নদীর স্রোত বন্ধ হওয়ায় এই প্রাচীন বন্দর পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তাপ্তী নদীর উত্তরতীরে যেমন বিস্তর হিন্দুতীর্থ আছে, সেইরূপ প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্রেরও অভাব নাই। প্রসিদ্ধ অজন্তা (অজণ্ট)-গুহা তাপ্তীর দক্ষিণকূলে অব-স্থিত। ইহার তটে বাঘ নামক স্থানে ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বৌদ্ধদিগের খোদিত তিনটী গুহা দেখা যায়।

প্রতি দ্বাদশবর্ষ অন্তে তাপ্তীর তীরবর্ত্তী বোড়ন নামক গ্রামে মহামেলা হইয়া থাকে; তাহাতে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। সুরাটের দুই মাইল দূরে গুপ্তেশ্বর ও অশ্বিনীকুমার তাপ্তীর তীরে এখন সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। এখনও শত শত হিন্দু ঐ তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে তাপী-খণ্ডে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। এখনও অনেক লোক গুপ্তেশ্বরে শবদাহ করিতে আসে। অনেকের বিশ্বাস, এখানে তাপ্তীর সহিত গঙ্গা মিলিত হইয়াছেন।

"দশ কেদারযাত্রায়াং যৎপুণ্যক্ষ নৃণাং ভবেৎ।
তৎফলং শিবযোগেন শ্রীগুপ্তেশ্বরদর্শনাৎ॥
গুপ্তা যত্র গঙ্গা চ তপত্যা সহসঙ্গতা।
তস্য তীর্থস্য কো নাম মহিমা বর্ণ্যতে তব॥ ৮॥
ব্রহ্মহত্যাভিভূতোহং পুরা গঙ্গাগতোপি চ।
সুগুপ্তক্ষ তদা যাতি স্নাতুং গঙ্গা-সরিদ্বরা॥ ৯॥
কিং গঙ্গেতি প্রবদতা গচ্ছ মালাকরে ধৃতা।
ততো বৈ সা ভবৎ গুপ্তা দাহমত্রৈব সংস্থিতঃ॥ ১২॥
অস্য তীর্থসমং তীর্থং কুত্র কুত্র ন বিদ্যতে।
দাহং বিনাত্র পুরুষো যাতি খং বারিসেবনাৎ॥" ১৩॥

তাপ্তী নদীর মোহানার নিকট বারিতাপা নামক এক তীর্থ আছে ইহার বর্ত্তমান নাম বারিআব। কথিত আছে, এখানে তপতী তপস্যা ও তপতেশ লিঙ্গ স্থাপন করেন। তাহার পশ্চিমে কিছুদূরে একটী কুরুক্ষেত্র আছে।

তাপীখণ্ডের মতে—এই পুণ্যক্ষেত্রে তপতীর পুত্র কুরু কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই স্থান কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হয়। (তাপীখ° ৬৮ অঃ)

তাপীসাগরসঙ্গমও একটী বিখ্যাত তীর্থ। ইহার কিছুদূরে নাবিকদিগের সুবিধার জন্য একটী অত্যুচ্চ ইষ্টক-নির্ম্মিত আলোঘর আছে। সমুদ্রে প্রায় আট ক্রোশ দূর হইতে তাহার আলো দেখা যায়।

তাপীজ (পুং) তাপ্যা নদ্যাঃ সমীপে আকরভেদে জায়তে জন-ড। মাক্ষিকধাতু।

"এবঞ্চ মাক্ষিকং ধাতুং তাপীজমমৃতোপমং।" (সুশ্রুত)

[মাক্ষিক দেখ।]

তাপীসমুদ্ভব (ত্রি) ১ তাপীনদীর তীরে বা তাহার নিকটে

উৎপন্ন। (ক্লী) ২ অগ্নিপ্রস্তর অথবা খনিজ পদার্থভেদ। ৩ মণিভেদ।

তাপেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। (শিবপু°)

তাপ্য (ক্লী) তাপে হিতং তাপ-যৎ। ধাতুমাক্ষিক, হেমচন্দ্র এই শব্দ পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাপ্যক (ক্লী) তাপ্যমেব স্বার্থে কন্। ধাতুমাক্ষিক।

তাপ্যাখ্যসংজ্ঞক (ক্লী) তাপ্যাখ্যা সংজ্ঞা যস্য বহুব্রী, কপ্। ধাতুমাক্ষিক।

তাবুর (ক্লী) [বৈ] বিষঘ্ন ঔষধভেদ।

তাম (পুং) তাম্যত্যনেন তম করণে ঘঞ্। ১ ভীষণ। ২ দোষ। ৩ গ্লানিকরণ। ৪ গ্লানি।

তামর (ক্লী) তামং গ্লানিং রাতি রা-ক। ১ জল। ২ ঘৃত।

তামরস (ক্লী) তামরে জলে সস্তীতি সস্-ড। ১ পদ্ম। তামাতে হনেন রক্তেন তাত রসং কর্ম্মধা°। ২ স্বর্ণ। ৩ তাম্র। ৪ ধুস্তুর। ৫ সারস। ৬ ছন্দোভেদ। ইহা দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত। ইহার ৫।৮।১১।১২ বর্ণ গুরু।

"ইহ বদ তামরসং নজজাযঃ।"

"স্ফুটসুষমামকরন্দমনোজ্ঞং

ব্রজললনানয়নালিনিপীতং

তব মুখতামরসং মুরশত্রো

হৃদয়তড়াগবিকাশি মমাস্তু॥" (ছন্দোম°)

তামরসী (স্ত্রী) তামরস ঙীপ্। পদ্মিনী।

তামলকী (স্ত্রী) ভূম্যামলকী।

তামলিপ্ত (পুং) দেশভেদ, তমলুক। [তমলুক ও তাম্রলিপ্ত দেখ।]

তামলিপ্তক (পুং) তামলিপ্ত স্বার্থে কন। তমলুক দেখ।

তাম্লী (দেশজ) জাতিভেদ। [তাম্বুলী দেখ।]

তামস (পুং) তমস্তমোগুণঃ প্রধানত্বেনাস্ত্যস্তেতি অণ্। ১ সর্প। ২ খল। ৩ উলূক। ৪ চতুর্থ মনু, এই মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার হরি, ইন্দ্র ত্রিশিখ, দেবতা বৈধৃতিগণ, জ্যোতির্ধাম প্রভৃতি সপ্তর্ষি, নৃষণ্যাতি নরাদি মনুপুত্রগণ। (ভাগ° ৮।১।২৪ অ°)। (ত্রি) ৫ তমোগুণযুক্ত। ৬ তমঃপ্রধানগুণক, যাহার তমোগুণ প্রধান। তমোহধিকৃত্য প্রবৃত্তং অণ্। তমোগুণাধিকার দ্বারা প্রবৃত্ত শাস্ত্রবিশেষ, তামস শাস্ত্রের বিষয় পদ্মপুরাণে এই প্রকার লিখিত আছে।

"শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমং।

যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি॥" (পদ্মপু,)

প্রথম পাশুপত নামক শৈবশাস্ত্র, কণাদোক্ত মহৎ বৈশেষিক শাস্ত্র, গৌতমোক্ত ন্যায়শাস্ত্র, কপিলোক্ত সাংখ্য, জৈমিনিকথিত মীমাংসা, বৃহস্পতিকথিত চার্ব্বাকশাস্ত্র, বুদ্ধরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক বৌদ্ধশাস্ত্র, শঙ্করাচার্য্যকথিত মায়াবাদযুক্ত বেদান্তশাস্ত্র, এই সকল তামস শাস্ত্র। ইহা শ্রবণ করিলে জ্ঞানীদিগেরও পাতিত্য জন্মে। এই সকল তামস শাস্ত্রে বেদের প্রকৃত অর্থ তিরোহিত হইয়াছে এবং ইহাতে কর্ম্মমার্গ ত্যজ্য; জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠরূপ নির্গুণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জগতের নাশের নিমিত্ত কলিযুগে এই সকল শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে।

তামস তন্ত্রের বিষয় কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে। এই জগতে শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র আছে, তাহা সকলই তামস শাস্ত্র। কপাল, ভৈরব, যামল, বাম এই সকল তামস শাস্ত্র।

অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে ছয়খান করিয়া সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। তাহার মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এই ৬ খানি তামসপুরাণ। এই সকল তামসপুরাণে শিবের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ এই ৬ খান সাত্ত্বিকপুরাণ, এই সাত্ত্বিকপুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন, ব্রহ্ম এই ৬ খানি রাজসপুরাণ। এই রাজসপুরাণে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (মৎস্যপু°)

কণাদ, গৌতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনি, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, জমদগ্নি ইহারা কয়জন তামস মুনি। গৌতম, বার্হস্পত্য, সাম্বর্ত্ত, যম, শঙ্খ, ঔশনস এই কয়খানি তামস স্মৃতি।

মনুষ্যদিগের স্বভাবতই তিনপ্রকার শ্রদ্ধা আছে—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যাহারা ভূত ও প্রেতাদির উপর শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উপাসনা করে, তাহাদের তামসী শ্রদ্ধা জানিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত আহার, যজ্ঞ, তপ, দান প্রভৃতি যাবতীয় জগতের কার্য্যই ত্রিবিধ। অর্দ্ধপক্ব এবং বিরসতা প্রাপ্ত (যাহার প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।) পূতিময়, পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্টাদি অমেধ্য আহার তামস আহার এবং এই আহারই তামস লোকদিগের প্রিয়।

অতি দুরাগ্রহদ্বারা পরের উৎসাদনের নিমিত্ত আত্মার নানা প্রকার পীড়া জন্মাইয়া যে তপ করা হয়, তাহাই তামস তপ, এবং তামস প্রকৃতির লোকেরাই এই প্রকার তপস্যা করিয়া থাকে।

দেশ-কাল-পাত্রাদির বিচার না করিয়া যে কোন দেশে

যে কোন কালে বা যে কোন পাত্রে অসৎকার ও অবজ্ঞা সহকারে যে দান করা যায়, তাহার নাম তামস দান।

ভবিষ্যতের অশুভফল, শক্তিক্ষয়, অর্থক্ষয় ও পরিশ্রমাদির ক্ষয় এবং পরপীড়া ও আত্মসামর্থ্যাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া অজ্ঞান বা অবিবেক বশে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই তামসক্রিয়া।

যে ব্যক্তি অত্যন্ত অসমাহিত অর্থাৎ কোন কার্য্যেই বিশেষরূপ মনোযোগ করে না, যাহার বুদ্ধি অত্যন্ত অসংস্কৃত, নৈপুণ্য সহকারে বিচার করিতে না পারিয়া প্রকৃতিবশে যে কোন প্রবৃত্তি মনোমধ্যে উদিত হয়, তদনুসারে কার্য্য করিয়া ফেলে, জ্ঞান-পর্য্যালোচনা দ্বারা কিছুমাত্রও পরিমার্জ্জিত হয় নাই, সদুপদেশ দ্বারা যাহাদিগকে কোন প্রকারেই ঠাণ্ডা করা যায় না, অন্তঃসারবিহীন, মায়াবী, যাহারা অন্তঃকরণের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে অন্যরূপ ব্যবহার করে, এবং পরবৃত্তিচ্ছেদনতৎপর, চিন্তা প্রভৃতিতে অলস, সর্ব্বদা অবসন্নভাব আর দীর্ঘসূত্রী, এই প্রকার কর্ত্তার নাম তামসকর্ত্তা।

যে মন দ্বারা অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং অকর্ত্তব্য বিষয়কে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, এইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক মনকে তামস মন বলা যায়।

যে ধারণাবিশেষ দ্বারা সর্ব্বদাই মনোমধ্যে শোক, ভয়, স্বপ্ন, বিষাদ, মত্ততা প্রভৃতি উদ্রিক্ত হইয়া থাকে, সেই দুর্ম্মেধা ব্যক্তির ধারণাকে তামসধৃতি কহে।

নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদদ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা এখন ও পরিণামে আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না, তাহাকে তামসসুখ কহে। (গীতা)। পৌরোহিত্য, যাচন, দৈবল্য, (শূদ্রাদির প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদির নিত্যপূজা), গ্রামযাজন, বিষ্ণুসেবাপরাধ, বিষ্ণুনামাপরাধ, অসৎপরিগ্রহ, অভিচার, পশুজীবাদি হনন, পাতক, উপপাতক, অতিপাপ, মহাপাপ, অনুপাতক, লোভ, মোহ, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ এই সকল তামস কর্ম্ম। (পদ্মপু° উ° খ°)

তামস ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক তামস দ্রব্যদ্বারা তামস ভাব অবলম্বন করিয়া যে যজ্ঞ হয়, তাহার নাম তামস যজ্ঞ, এই প্রকার তামস যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা নরকে জন্ম হয়।

৭ তমসো রাহোরপত্যং অণ্। ৮ রাহুসুত, তামসকীল। ৯ শিবের অনুচর ভেদ।

তমোগুণ প্রকৃতির তিনটী গুণের মধ্যে একটী গুণ, যে গুণদ্বারা তমঃ অর্থাৎ গ্লানি উৎপাদন হয়, তাহাকে তমঃ অর্থাৎ আবরক গুণ কহে, সুতরাং তমোগুণ মোহের হেতু। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটীগুণ পরস্পর জড়িত, যখন একটী গুণের প্রাধান্য উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে সেই গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। তমঃ রজঃ ও সত্ত্ব ভিন্ন থাকিতে পারে না, তবে যখন সত্ত্ব ও রজকে পরাভব করিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে থাকে, তখনই তাহাকে তমঃ বলা যায়। কিন্তু পরাভূত ভাবে সত্ত্ব ও রজঃ তাহাতে থাকিবে। এইরূপ রজঃ ও সত্ত্ব সম্বন্ধে জানিতে হইবে। তমঃ তমোগুণ, এই গুণশব্দে বৈশেষিকোক্ত গুণপদার্থ নহে, ইহা দ্রব্যপদার্থ জানিতে হইবে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিলে অব্যক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গুণত্রয় সর্ব্বকার্য্যব্যাপী, অবিনাশী ও স্থির। যখন এই গুণত্রয় ক্ষুভিত হয়, তখন উহা পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারযুক্ত পুররূপে পরিণত হইয়া থাকে। ঐ পুরমধ্যে ইন্দ্রিয়গণ অবস্থান করিয়া জীবকে বিষয়বাসনায় আক্রান্ত করে। মন ঐ পুরমধ্যে থাকিয়া বিষয় সমুদয়কে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়, বুদ্ধি ঐ পুরের কর্ত্রী। লোকে ভ্রান্তিপ্রযুক্ত ঐ পুরকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, জীব ঐ পুরমধ্যে অবস্থান করিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে। যে স্থানে উহাদের মধ্যে একের আধিক্য হয়, তথায় অন্যের হীনতা লক্ষিত হয়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সত্ত্ব ও রজঃ হীন হইলে তমোগুণ প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আবার তমঃ হীন হইলে রজঃ ও রজঃ হীন হইলে সত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তমোগুণ অপ্রকাশাত্মক, উহাকে মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

এই তমোগুণের প্রাবল্যে মনুষ্যের অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। মোহ, অজ্ঞানতা, অত্যাগ, অনিশ্চয়তা, স্বপ্ন, স্তম্ভ, ভয়, লোভ, শোক, সৎকার্য্যদূষণ, অস্মৃতি, অফলতা, নাস্তিকতা, দুশ্চরিত্রতা, সদসদ্বিবেকরাহিত্য, ইন্দ্রিয়বর্গের অপরিস্ফুটতা, নিকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, অকার্য্যে কার্য্যজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান, অমিত্রতা, কার্য্যে অপ্রবৃত্তি, অশ্রদ্ধা, বৃথা চিন্তা, অসরলতা, কুবুদ্ধি, অক্ষমতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, অন্যের অপবাদ, অভিমান, মোহ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, মৎসরতা, নীচকর্ম্মে অনুরাগ, অসুখকর কার্য্যের অনুষ্ঠান, অপাত্রে দান, এই সকল তমোগুণের কার্য্য। যাহারা এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তামস প্রকৃতির লোক বলিয়া জানিতে হইবে। এই তামস প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জন্মান্তরে স্থাবর পদার্থ, রাক্ষস, সর্প, কৃমি, কীট

পক্ষী, বিবিধ চতুষ্পদ জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা সর্ব্বদা নিকৃষ্ট কার্য্য করে, তাহাদিগের তমোগুণের প্রাধান্যে তামস প্রকৃতি বলিতে হইবে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিনগুণ সর্ব্বদা প্রাণিগণের দেহে অবিচ্ছিন্নরূপে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং উহাদিগকে কখনই পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া থাকে; সত্ত্বগুণ সত্ত্বে ও তমোগুণ তমে, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমে কোন সময়ে তিরোহিত হয় না। ঐ গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া সাংসারিক সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কেবল জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যানুবন্ধন প্রাণিগণের দেহে ইহাদের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। স্থাবর সমুদায়ে তমোগুণের আধিক্য বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু উহারা রজঃ ও সত্ত্বগুণ একেবারে বিরহিত নহে। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থে এই তমঃ বিদ্যমান রহিয়াছে; ন্যূনাধিকাভাবে থাকায় কোন দ্রব্যের নাম সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামস হইয়াছে।

"অধ্যবসায়ো বুদ্ধি ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যং।

সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তং॥" (সাংখ্যকা°)

অধ্যবসায়, বুদ্ধি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিরাগ, ঐশ্বর্য্য এইগুলি সাত্ত্বিক, ইহার বিপরীত তামস। এই তমঃ বিষাদাত্মক।

"প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশ প্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।

অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥" (সাংখ্যকা° ১২)

বিষাদের নাম মোহ, বিষাদের প্রকাশক তমোগুণ, যখনই এই গুণের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই বিমূঢ়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। যখন তমোগুণ প্রকাশিত হয় তখন রজঃ ও সত্ত্বকে পরাভূত করিয়া নিজের বৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

সত্ত্বগুণ লঘু-প্রকাশক ও ইষ্ট; রজঃ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল এবং তমঃ গুরু-বরণক। গুণ সকল পরস্পর বিরোধী, কিন্তু পরস্পর বিরোধী হইলেও আপনারা সুন্দ ও উপসুন্দবৎ বিনষ্ট হয় না, যে প্রকার বর্ত্তি ও তৈল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পর অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া শরীরধারণরূপ কার্য্য করে। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী হইলেও একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের বৃত্তি অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রকাশ করিয়া থাকে। তমের ভেদ অষ্টবিধ।

"ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো মোহস্য চ দশবিধঃ।" (সাংখ্যকা° ৪৮)

তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা, ইহার ভেদ ৮ প্রকার—অব্যক্ত, মহদ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। এই ৮ প্রকার তমঃ অজ্ঞান।

"সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতং।" (মনু)

নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, আলোকের অভাবই তমঃ। প্রভাকরাদিগের মতে রূপ দর্শনাভাবই তমঃ। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি দেখ।]

তামসকীলক (পুং) তামসঃ রাহুসুতঃ কীলকইব। রাহুসুতকেতু ভেদ, তামসকীলক প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রাহুসুত কেতু সকল ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার। বর্ণ, স্থান ও আকারাদি দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্ণয় করিতে হয়। উহারা যদি সূর্য্যমণ্ডলগত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গল, চন্দ্রমণ্ডলগত হইলে শুভফল আর যদি চন্দ্রমণ্ডলে উহারা কাক, কবন্ধ, বা প্রহরণরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অমঙ্গলদায়ক। ঐ কেতু সকলের উদয়ে সকলই বিকৃত হয়। জল সকল মলিন ও আকাশ ধূলি-সমাচ্ছন্ন হয়। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, চারিদিকেই বানিষ্ট রাশি উপস্থিত হয়। ঐ রাহুসুতসকলের মধ্যে যদি শিখা ও কীলকাদিরূপবিশিষ্ট রাহুদর্শন হয়, তবে পূর্ব্ববৎ ফল হইবে। পূর্ব্বোক্ত কেতু সকল যে যে দেশে দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দেশের রাজগণের অমঙ্গল হয়। সূর্য্যমণ্ডলে দণ্ডাকৃতি কেতু সংস্থান দৃষ্ট হইলে নরপতির মৃত্যু, কবন্ধ সংস্থান দৃষ্ট হইলে ব্যাধিভয়, ধ্বাঙ্ক্ষাকার দৃষ্ট হইলে চৌরভয় এবং কীলকাকার দৃষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ হয়। (বৃহৎসংহিতা ৩ অঃ) [কেতু দেখ।]

তামসধ্যান (ক্লী) বটুক ভৈরবের ধ্যান ভেদ। বটুক ভৈরবের ধ্যান তিন প্রকার, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। (তন্ত্রসা°)

তামসসন্ন্যাসিন্ (ত্রি) যিনি ইহসুখ স্বার্থাদনে নিরপেক্ষ হইয়া মোক্ষকামনার অভিমান সহকারে বনে বিচরণপূর্ব্বক তপস্যা করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী।

তামসিক (ত্রি) তমসা তমোগুণেন নির্বৃত্তং তমস-ঠঞ্। তমোগুণের কার্য্য, তমোগুণের প্রাবল্য হেতু যাহা অনুষ্ঠিত হয়, গর্হিত, নিন্দিত, অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তামস।

[তামস দেখ।]

তামসী (স্ত্রী) তমোঽন্ধকারপ্রাধান্যেন অস্ত্যস্যাং তমস-অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ অন্ধকারবহুলা রাত্রি। ২ মহাকালী। ৩ জটামাংসী। ৪ তমোগুণযুক্তা। ৫ এক প্রকার মায়াবিদ্যা। মহাদেব নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া মেঘনাদকে এই বিদ্যা দান করেন। এই বিদ্যাপ্রভাবে মেঘনাদ অদৃশ্য হইয়া যুদ্ধ করিত। (রামা°)

তামা (দেশজ) তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তামাক, এক প্রকার উদ্ভিদ্। ইহার পাতা, ডাঁটা, ফুল সবই লোকে মৃদু নেশার জন্য নানাবিধ উপায়ে ব্যবহার করে। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য সর্ব্বত্র ইহাকে গুরু

করিয়া অগ্নিসংযোগে ইহার ধূমপান করে। এরূপ ধূমপানের জন্য ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হয়।

১ম চুরুট—তামাকুর পাতা হইতে ডাঁটা বাদ দিয়া বাছিয়া ফেলিয়া কুচিকাচ করিয়া তামাকু পাতাতেই জড়াইয়া সাধারণতঃ অঙ্গুলী প্রমাণ দীর্ঘ করিয়া লয়।

২য় কুচা—বা গুঁড়া তামাক পাইপে সাজিয়া খায়।

৩য় বিড়ি—কাগজ বা অন্যবৃক্ষের পত্রে তামাক কুচা চুরুটের মত জড়াইয়া লয়। ভারতে শেষোক্ত প্রকার বিড়ি ব্যতীত অন্য ত্রিবিধ উপায়ে তামাকু সেবন করিয়া থাকে।

১ম গুখা—তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া চূণ দিয়া মলিয়া গালে রাখিয়া দেয়।

২য় দোক্তা—তামাকুপাতা গুঁড়াইয়া তৎসঙ্গে দারুচিনি, লবঙ্গ, মৌরী, এলাচ প্রভৃতি মশলা মিশাইয়া পাণের সঙ্গে ব্যবহার করে, উড়িষ্যাবাসী স্ত্রী-পুরুষ ও বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকের মধ্যেই ইহার ব্যবহার বেশী।

৩য় গুড়ুক—তামাকুপাতায় গুড় মিশাইয়া কুটিয়া পচাইয়া পিণ্ডবৎ দ্রব্য প্রস্তুত করে। কলিকায় সাজিয়া অগ্নিসংযোগে হুকায় ইহার ধূমপান করে। বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ইহার ব্যবহার আছে।

বাঙ্গালীরা সচরাচর গুড়ুককেই "তামাক" ও তামাকু পাতাকে "দোক্তা" নামে অভিহিত করে। গুড়ুক বাঙ্গালীর এত প্রিয় সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার প্রশংসার্থ এদেশে একটী প্রবাদ চলিয়া গিয়াছে "গুড়ুকে গম্ভীরাঃ বুদ্ধিঃ।" এতদ্ভিন্ন কি ভারতে, কি পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই দোক্তা গুঁড়াইয়া বা পচাইয়া 'নস্য' রূপে ব্যবহার করে। নস্য নানাবিধ আছে।

তামাক যে কেবলই নেশার দ্রব্য তাহা নহে, ইহাতে অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

য়ুরোপীয় উদ্ভিদ্ তত্ত্বানুসারে তামাক নিকোটিয়ানা-(Nicotiana) শ্রেণীর অন্তর্গত। ফ্রান্সের নিসমেস নগর-নিবাসী জিন্ নিকো (Gean Nicot of Nismes) নামক এক ব্যক্তিই ফ্রান্সে সর্ব্বপ্রথমে তামাক আনয়ন করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই শ্রেণীর উদ্ভিদের নাম-করণ হইয়াছে। নিকোটিয়ানা শ্রেণীতে কয়েক প্রকার তামাক ভিন্ন আর কোন উদ্ভিদ্ গৃহীত হয় না। বন্য ও কৃষিগন্ধ সমুদায় তামাকের মধ্যে এপর্য্যন্ত ৫০ প্রকার তামাক গাছের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৫০ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে ৪৮ প্রকারের আদিস্থান আমেরিকা, অপর ২ প্রকারের মধ্যে একপ্রকার অষ্ট্রেলিয়ার ও একপ্রকার নব ক্যালিডোনিয়া দ্বীপে পাওয়া যায়। উক্ত ৪৮ প্রকার তামাক গাছের মধ্যে বিশেষতঃ এ দেশে নিকোটিয়ানা টাবাকাম্ (N. tabacum) ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা (N. rastica) এই দুই শ্রেণীর প্রচলন অধিক। দেশভেদে জমীভেদে

১। সাধারণ তামাক গাছ। ২। তুর্কী তামাক গাছ।

কৃষির প্রকৃতিভেদে ইহাদের আবার নানারূপ সামান্য বিভাগ দেখা যায়, অধিকাংশই ব্যবসায়ের স্থলের ও জন্মস্থানের নামে পরিচিত হয়। ভার্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড, কেণ্টাকি, লাটাকিয়া, হাভানা, মানিলা, সিরাজ প্রভৃতি এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত তামাক এক নিকোটিয়ানা টাবাকাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিখ্যাত তুর্কী তামাক নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা হইতে উৎপন্ন।

নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা বা তুর্কী তামাক সাধারণতঃ য়ুরোপীয়গণের মধ্যে, পূর্ব্বভারতীয় তামাক (Turkish or East Indian tobacco) নামে এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে বিলাতী বা কলিকাতার তামাক নামে খ্যাত। পঞ্জাবে কলাহারী তামাক বা কান্দাহারী ককর নামে খ্যাত।

নিকোটিয়ানা টাবাকাম্ বা সাধারণ তামাক আমেরিকা বা ভার্জিনিয়ার তামাক নামে খ্যাত।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে তামাকুর নাম।

বাঙ্গালায়	...	তামাক, তামাকু, দোক্তা।
উত্তরপশ্চিমে	...	তামাকু, তম্বাকু, বজ্জরভাঙ্গ্।
সিন্ধু, গুজরাট ও রাজপুতানায়		তামাকু।
বোম্বাই প্রদেশে	...	তম্বাখু।
উড়িষ্যায়	...	ধূমপত্র (ধূম্রপত্র)।
সংস্কৃত	..	কলঞ্জ।
ঐ (গঠিত)	...	ধূমপত্র, তাম্রকূট।

তামিল … পোগাই-ইলাই
তেলগু … পোগাকু, ধূম্রপত্রম্‌।
কাশ্মীরে … সবন্‌ পাণ্ডর।
কর্ণাটিকে … হোগেসপ্প্‌।
মলয়ে … পুকাইল, পোকালো, তামাকো।
ব্রহ্মদেশে … সে, সাক, সাকপিন।
সিংহলে … দিঙ্গাঙ্কহা, দিংকোলা।
পারস্যে … তম্বাকু।
আরবে … তুতন, বজ্জরভাঙ্গ।
তুরুস্কে … তুতন, দোখন্‌।
বালি ও যবদ্বীপে তামাকো।
চীনদেশে … সিয়াংতয়েন, তয়েনয়াই, তানপা।
জাপানে … টাবাকো।
ইতালীতে … টাবাকো।
লাটিন … টাবাকাম্‌।
রুষ, জর্ম্মণী, ডেনমার্ক ও ফ্রান্সে টাবাক।
হলণ্ডে … টোবাক।
পর্ত্তুগাল, স্পেন ও ইংলণ্ডে টোবাকো।
মেক্সিকোদেশে … কোয়াউইয়েট্‌।

তামাকের গাছ সোজা হয়। ইহার পাতা কাণ্ডালেখা, বৃন্তহীন, কোণাকার এবং ইহা একবারে গুঁড়ির গোড়া হইতে উঠে। গুঁড়ির গায়ে অতি ক্ষুদ্র কোমল লোমবৎ কাঁটা হয়। পাতায় আবরক পত্রগুলি সবুজ বর্ণ ও পঞ্চকোণী হয়। ইহার গাছ বড় কোমল।

এই বৃক্ষ প্রকৃত পক্ষে কোন দেশের স্বভাবজাত তাহা স্থির হয় নাই, তবে ইহা স্থির হইয়াছে যে, মধ্য বা দক্ষিণ আমেরিকার কোন না কোন স্থান হইতে ইহা পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, বিষুবরেখা ও সন্নিকটবর্ত্তী স্থানই ইহার আদি জন্মভূমি। এখন ইহা পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণ দেশে ও নাতিশীতোষ্ণ দেশে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে।

বিলাতী বা তুর্কী (Turkish) তামাক মেক্সিকো বা কালিফোর্ণিয়ার স্বভাবজাত বৃক্ষ। উদ্ভিদ্‌ তত্ত্বানুসারে ইহা ভার্জ্জিনিয়ার তামাক হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র। এই জাতীয় তামাকই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডে নীত হয় বলিয়া ইহাকে বিলাতী তামাক বলে। সার ওয়াল্‌টার রালে এই তামাক ভালবাসিতেন।

পঞ্জাবের বন-বিভাগের পরিদর্শক ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট (১৮৬৫ খৃঃ অঃ) উত্তরভারতে যে এই জাতীয় তামাকের চাষ আছে, তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি লাহোর, মুলতান, হুসিয়ারপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে অন্যবিধ তামাকের ন্যায় এই শ্রেণীর তামাকেরও বিস্তর চাষ দেখিয়াছিলেন। ইরাবতীপ্রদেশের উত্তরাংশে পাঙ্গি নামক স্থানে, চন্দ্রভাগায় অববাহিকায়, কৃষ্ণগঙ্গাতীরে, পাগান প্রদেশে এবং এমন কি লদাক প্রদেশে ১০৫০০ ফিট উর্দ্ধেও ইহার চাষ আছে। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে কোচবিহার, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, কাছাড়, মণিপুর, আসাম প্রভৃতি স্থানেও ইহার চাষ হয়। দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী জেলায় "লঙ্কা তামাকু" এই জাতীয় তামাক হইতে উৎপন্ন। অন্যবিধ তামাক অপেক্ষা ইহা কড়া বলিয়া তামাক ব্যবসায়ীরা গ্রাহকের রুচি অনুসারে অপরাপর তামাকের সহিত মিশাইয়া থাকে। অন্যবিধ তামাক অপেক্ষা ইহার গাছ দৃঢ় হয়, জন্মে বেশী, চাষ করিতেও পরিশ্রম অল্প প্রয়োজন অথচ ইহা মিশাইয়া যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহাতে অর্থাগম বেশী। পঞ্জাবে ইহার পাতা ভাঙ্গিয়া তাড়া বাঁধিয়া রাখে, বাঙ্গালাদেশের মত দাড়িতে বা খড়ে গাঁথিয়া রাখে না। ইহাতে অল্প পরিমাণে নস্য প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ইহা কেহই 'শুখা' করিয়া খায় না। ইহাকে গুড় মিশাইয়া গুড়ুক প্রস্তুত হয় না অথচ চুরুটের জন্য ইহার বেশী প্রচলন। এই তামাকের চুরুটে একটু মিষ্টতা আছে বলিয়া মিঃ ব্যাডেন পাউয়েল অনুমান করেন, ইহাতে অল্প পরিমাণে মধু আছে। ইহাকে উঃ পঃ প্রদেশে কান্দাহারী তামাকু, বিলাতী তামাকু, চিলাসী তামাকু ইত্যাদি বলে। এই সকল নাম হইতে অনুমান হয় যে, ইহা ভারতে ঐ সকল দেশ হইতে প্রথমে আনীত হইয়া থাকিবে।

আমেরিকা বা ভার্জ্জিনিয়ার তামাকই সচরাচর সর্ব্বদেশে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে তামাকের চাষ যথেষ্ট থাকিলেও আজকাল অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের বঙ্গপ্রদেশে এই জাতীয় তামাক অর্দ্ধ বন্যভাবে যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এ ভাবে এদেশে তুর্কী বা বিলাতী তামাক জন্মিতে কোথাও দেখা যায় না। ডাঃ ওয়াট বলেন, কলিকাতার নিকটস্থ ২৪ পরগণার মধ্যবর্ত্তী স্থানে গ্রামের মধ্যে, পথপার্শ্বে, বাঁশবাগানে, রৌদ্রশূন্য স্যাঁৎসেঁতে ও স্যাঁতসেঁতে স্থানে এই শ্রেণীর তামাক গাছ আপনা আপনি জন্মিতে দেখা যায়। অতি পুরাতন দেওয়ালের গায়ে এবং হুগলী ও গঙ্গার বালুময় চড়াতেও ইহা আপনা আপনি জন্মে। যে চড়ায় এই গাছ গজায়, সে স্থলে অন্য কোন স্বভাবজাত তৃণগুল্মাদি জন্মিতে পারে না, তবে এ গুলি চাষের তামাক গাছের ন্যায় পরিপুষ্ট হয় না, খর্ব্বকুটে হইয়া থাকে। ইহারা বর্ষার শেষে জন্মে, আর চৈত্র বৈশাখে ইহাদের ফুল হয়। ডাঃ ওয়াট যে জাতীয়

বন্যগাছকে তামাক গাছের বন্য অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহা যে কি তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। ডাক্তার ইহার বহুলতা সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে পল্লীগ্রামের লোকেরা এই জাতীয় গাছকে নিশ্চয়ই জানেন ও নিশ্চয়ই অন্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে বহু-চেষ্টায়ও আমরা তাহা যে কি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। কেহ বলেন যে, ডাক্তার যে গাছের কথা বলেন, তাহা "নিকোটিয়া টোবাকাম" নহে, তাহা উক্তজাতীয় "নিকোটিয়ানা প্লাম্বগিকোলিয়া"; কিন্তু ডাক্তার তাহাও অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

তামাকুর ইতিহাস।—১৪৯২ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয়গণের নিকট তামাকু প্রথম পরিচিত হয়। কলম্বস্ স্বদলে পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পঁহুছিয়া এই দ্রব্যটী লক্ষ্য করেন। তিনি কোন্ দ্বীপে ইহা প্রথমে দেখেন, তাহা লইয়া অনেকটা গোল আছে। কেহ বলেন, কিউবাতে তিনি নিজে দেখিয়াছিলেন, কেহ বলেন, তিনি যে সকল লোককে আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা গুয়ানাহানিদ্বীপে (সান্ সালভেডরে) উপস্থিত হইয়া এই বস্তুটী দর্শন করে। তাহারা সে দেশীয় লোককে এক তাড়া জলন্তপাতা হাতে ধরিয়া তজ্জাত ধূমের শ্বাস গ্রহণ করিতে দেখিয়াছিলেন। সে দেশীয়েরা এই গাছকে "কোহিবা" বলিত এবং জলন্ত তাড়াকে 'টোবাকো' বলিত। কলম্বসের দ্বিতীয় যাত্রায় (১৪৯৪—৯৬ খৃঃ অঃ) স্পেনদেশীয় সন্ন্যাসী রোমানো পানো সঙ্গে ছিলেন, তিনি বলেন সান্-ডোমিঙ্গো দ্বীপের লোকেরা "গুইয়োগা" বা "কোহেবা" নামক এক প্রকার গাছের পাতা পাকাইয়া 'টোবাকো' নামক নলে ধূমপান করিত। তাঁহার বিবরণে উক্ত দেশে নস্য-গ্রহণের বিষয়ও জানা যায়। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দের সান্-ডোমিঙ্গোর শাসনকর্ত্তার লিখিত গঞ্জালো ফার্ণাণ্ডেজ ডি ওভিডো নিজ পুস্তকে এই 'টোবাকো' নামক ধূমপানের নলের এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা দেখিতে ঠিক ইংরাজী Y নামক অক্ষরের ন্যায়। ইহাতে তামাক সাজিতে হয় না। আগুনের উপর তামাকের পাতা ফেলিয়া দেয়, তাহা হইতে ধূম উঠিতে থাকে, সেই ধূমের উপর ঐ নলের নীচের দিকটা ধরিয়া উপরের দুইটী মুখ দুই নাসা-ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া শ্বাসের সহিত ধূম টানিয়া পান করিতে থাকে। উক্ত গ্রন্থ হইতে ইহাও জানা যায় যে, সান ডোমিঙ্গোর লোকেরা ইহার ভেষজ-গুণের জন্য ইহাকে বড়ই আদর করিত। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয়েরা দক্ষিণ-আমেরিকার উপকূলের লোকদিগের মধ্যে তামাক-চর্ব্বণ প্রথা প্রথম দেখিতে পান। প্রথম প্রথম আমেরিকায় যে সকল ভ্রমণকারী গিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বিবরণেই আমেরিকায় ইহার ত্রিবিধ ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়; কিন্তু টাইডমান বলেন যে, দক্ষিণ-আমেরিকার লোকেরা তামাকের ধূমপান করিত না, কেবল নস্যগ্রহণ ও তামাকুচর্ব্বণ করিত এবং লাপ্লাটা, উরুগোয়া ও পারাগোয়া এই তিন দেশে তামাকুর কোন প্রকার ব্যবহারই ছিল না। উত্তর আমেরিকার পানামাযোজক হইতে কাণাড়া, কালিফর্ণিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সর্ব্বস্থলে ধূমপানের বহুল প্রচার ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই ধূমপানপ্রথা যে তদ্দেশে প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। উক্ত 'টোবাকো' নামক নলের গাত্রে অতি সূক্ষ্ম, সুদৃশ্য ও মনোহর কারুকার্য্য আছে তাহা অল্পদিনের উদ্ভাবনা নহে। মেক্সিকো দেশের অজতেক্ জাতির সমাধি মধ্যে এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্তূপরাশির মধ্যে ঐরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট নল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে এমন কতকগুলি জীবের আকৃতি আছে, সে সকল জীব উত্তর আমেরিকায় নাই।

আমেরিকার নানাস্থানে ইহার ভিন্ন নাম আছে। মেক্সিকো দেশে ইহার নাম পিতম্ (Petum) বা পেটন (Petun) এই শব্দ হইতেই এক শ্রেণীর তামাকুর নাম 'পিটুনিয়া' (Petunia) হইয়াছে। 'য়টুল্' নামও (Yeti) মেক্সিকোর কোন কোন অংশে শুনা যায়। পেরুতে ইহাকে 'সায়র' (Sayri) বলে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম তামাকু আনীত হয়। দ্বিতীয় ফিলিপের সময় ফ্রান্সিস্কো ফার্ণাণ্ডেজ মেক্সিকোর অপরাপর স্থান আবিষ্কার করিতে গিয়াছিলেন, তিনিই তামাকুর শুষ্কপাতা লইয়া আসেন। স্পেনে কয়েকবৎসর ধূমপান প্রচলিত হইলে তামাকুর বিশেষ আদর হয় নাই। শেষে পর্ত্তুগাল হইতেই ইহার বিশেষ প্রচার হয়। জিয়ানিকো (Gean Uicot) নামে একব্যক্তি এই সময়ে পর্ত্তুগীজ দরবারে ফরাসীদূতরূপে অবস্থিতি করিতেন। তিনি একজন ওলন্দাজের নিকট তামাকুর বীজ প্রাপ্ত হইয়া লিসবন্ নগরে নিজ উদ্যানে রোপণ করেন। তামাকুর ভেষজগুণে তিনি নিজ লোকজনের অনেক রোগ আরোগ্য হইতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও প্রলোভিত হইয়া ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজের নিকট প্রেরণ করেন। ফরাসী রাজ্ঞী ইহার গুণ শুনিয়া ইহার আদর করায় ইহার কৃষি অতি দ্রুত উন্নতি-লাভ করিল। ইহা এই সময়ে নানাবিধ পবিত্র নাম প্রাপ্ত হয়—"হার্ব্বা সাঙ্কটা" (পবিত্র গুল্ম), "হার্ব্বা প্যানিসিয়া,

"হার্ব্ব ডিগায়েইন" "হার্ব্ব ডি এল আম্বাসাডিউর" (দূতগুল্ম) ইত্যাদি। পর্ত্তুগাল হইতে কার্ডিনাল সান্টাক্রোশ ইটালীতে লইয়া যান, তথায় ইহা তন্নামে "আর্ব্বা সান্টাক্রোশ" নামে কথিত হয়। ইতালী হইতে ইহা ক্রমশঃ উত্তর য়ুরোপে বিস্তৃত হয়।

সার্ ওয়াল্টার র‍্যালে ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ভার্জ্জিনিয়ায় কাপ্তেন রাল্ফ্ লেন নামক এক ব্যক্তির অধীনে একটী উপনিবেশ স্থাপন করেন। সেখানে ঔপনিবেশিকেরা ইহার চাষ করেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন লেন ইহা ইংলণ্ডে প্রথম পাঠাইয়া দেন। তখন তামাকুর উপর ২ পেন্স শুল্ক দিতে হইত, কিন্তু ১৭ বৎসর পরে প্রথম জেম্‌স ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইহা বাড়াইয়া ৬ শিলিং ১০ পেন্স করেন।

কিছুদিন ধরিয়া য়ুরোপে ইহার প্রচার বেশ আদরের সহিত বাড়িতে থাকে, সকলেই ভাবিত যে ইহার ভেষজগুণ অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, মানসিক পীড়ার একপ্রকার অব্যর্থ মহৌষধ। শেষে কিছুদিন পরে সে ভুল ভাঙ্গিল, তখন সম্রাট্, রাজা ও পোপেরা ইহার ব্যবহার কমাইবার জন্য অতি নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হন। তুরস্কে ধূমপায়ীদিগের ওষ্ঠাধর-ছেদন ও নস্যগ্রাহকদিগের নাসাচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। কোন কোন স্থলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হইত। এত করিয়াও কিন্তু তামাকের ব্যবহার কমিল না। শেষে ইহা প্রায় প্রত্যেকের ব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী তামাকুর আমদানী-মাশুল বড়ই বাড়িয়া গিয়াছিল, শেষে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। আয়র্লণ্ডে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কতক-গুলি বাঁধাবাঁধি নিয়মে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে পরীক্ষারূপে তামাকের চাষ করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভারতে তামাক। য়ুরোপীয়গণের মতে অকবর বাদ-শাহের রাজত্বের শেষে পর্ত্তুগীজগণ কর্তৃক ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারতে আনীত হয়। অনেকে বলেন, আমেরিকা আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বে এশিয়ায় এবং ভারতে ধূমপান প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আজও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন ভ্রমণকারীরাও কেহ এবিষয়ে কিছু উল্লেখ করিয়া যান নাই। য়ুরোপীয়েরা বলেন যে, সংস্কৃত গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না এবং এশিয়ায় ও ভারতে সর্ব্বত্র ইহার বৈদেশিক নাম গৃহীত হওয়ায় আরও বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহা এদেশের কোথাও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ব্বে পরিচিত ছিল না। কিন্তু সিদ্ধান্তসারাবলী নামক বৈদ্যক গ্রন্থোক্ত "কলঞ্জ" শব্দের অর্থ "তামাকু" ইহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। "কলঞ্জসংবেষ্টন" অর্থে চুরুট বলিয়া অনুমিত হয়। [কলঞ্জ দেখ।] এতদ্ভিন্ন ইয়ুল ও বার্ণেলের দেশীয় শব্দের হাতদাসে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত আসাদ-বেগের বিবরণ হইতে তামাকুর কথা পাওয়া যায়।

আসাদবেগ লিখিতেছেন—"বিজাপুরে আমি তামাকু দেখিলাম। ভারতবর্ষে এরূপ আর দেখি নাই। আমি কিছু সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলাম এবং একটী জহরতের নলও তৈয়ার করাইয়া লইলাম। অকবর বাদশাহ আমার উপহার-গুলি পাইয়া সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি এত আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি কিরূপে সংগ্রহ করিলাম? এই সময়ে বাবকসের উপর ধূমপানের নল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহা কি এবং আমি কোথায় পাইলাম।

নবাব খাঁ-আজম উত্তর দিলেন, ইহার নাম তামাকু, ইহা মক্কা ও মদিনায় বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়। হাকিম সাহেব আপনার ঔষধের জন্য ইহা আনিয়াছেন। সম্রাট্ ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমাকে উহা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার চিকিৎসক তাঁহাকে উহা পান করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমার সঙ্গে কিছু বেশী তামাকু ছিল, আমি আমীর ওমরাহগণকে পাঠাইয়া দিলাম। সকলেই সেবন করিয়া আরও পাইবার ইচ্ছা করিলেন। এইরূপে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হইল। তারপর সওদাগরগণ ইহার ব্যবসায় আরম্ভ করিল। কিন্তু সম্রাট্ ইহার ব্যবহার অভ্যাস করিলেন না।"

ভারতেও ইহার কিছুদিন পরে য়ুরোপের মত ঘটনা ঘটে। অকবরের সময়ে তামাকু ব্যবহার প্রচলিত হয় বটে, কিন্তু জাহাঙ্গীর ইহার অনিষ্টকারিতা বুঝিয়া ইহার ব্যবহার রহিত করণার্থ আদেশ করেন যে, "তামাকু সেবনে যুবকগণের মনে ও স্বাস্থ্যে নানাদোষ ঘটিতেছে বলিয়া কেহ ইহা ব্যব-হার করিবে না।" ইরাণদেশে জাহাঙ্গীরের ভ্রাতা শাহ আব্বাসও এই সময়ে তামাক বর্জ্জনের আদেশ প্রচার করেন। জাহাঙ্গীর ধূমপানাপরাধীর জন্য "তশীর" (উল্টা গাধায় আরোহণ) দণ্ড বিধান করেন।

শিখ, ওহাবি এবং কয়েক শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মহানিকর বলিয়া তামাক ব্যবহার করেন না। মুসলমানেরা পূর্ব্বে ইহাকে যতটা ঘৃণা করিতেন, ততটা ঘৃণা ক্রমশঃ তাঁহাদের মধ্যে লোপ হইয়া যায়। এখন ভারতের সকল স্থানেই তামাক চাষের একটী প্রধান দ্রব্য হইয়া পড়িয়াছে।

পুরী তামাক এদেশে উৎকৃষ্ট। এ ছাড়া, টক, মিঠো ও সিদ্ধী এই তিনপ্রকার তামাক এদেশে জন্মে।

টক—অম্ল ও তিক্ত আস্বাদবিশিষ্ট। মিঠো—মিষ্ট আস্বাদ-বিশিষ্ট। সিদ্ধী—অতি নিকৃষ্ট।

মধ্যভারত। গোয়ালিয়রের মধ্যে ভিলশা নামক স্থানের তামাক অতি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে উহাহ ভ্যালশা নামে খ্যাত। রাজপুতানার অন্তর্গত অম্বর অঞ্চলেও এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহাকে অম্বুরী বলে।

বোম্বাই। এ প্রদেশে ১১১৪৬১ বিঘায় তামাক জন্মে, খেড়া ও খান্দেশ অঞ্চলেই তামাকুর চাষ বেশী। খেড়া ও বেলগাম্ জেলায় আবাদী শস্যরূপে চাষ হয়। গুজরাটে একপ্রকার উত্তম তামাক জন্মে, ইহা উঃ পঃ প্রদেশে রপ্তানী হয়।, পারস্যদেশীয় সিরাজী এবং আমেরিকার হাভানা, মেরিলাণ্ড প্রভৃতি তামাক এদেশে জন্মে।

বরোচ জেলায় ঐ সকলের আবাদ বেশী। এখানকার উৎপন্ন তামাক অধিকাংশ মরিচসহর ও বোরবোঁ দ্বীপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ। এ অঞ্চলে ২৬৩৫৮০ বিঘা জমিতে তামাক জন্মে, তন্মধ্যে কৃষ্ণা জেলায় বেশী উৎপন্ন হয়।

গোদাবরী জেলার লঙ্কা-তামাক ব্যতীত দিন্দিগুল ও ত্রিচীনপল্লীর তামাক ইংলণ্ডে অতি খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে অতি উত্তম চুরুট হয়।

এদেশে সাহেবেরা শেষোক্ত দুইপ্রকার তামাকের চুরুট বড় ভালবাসেন। দিন্দিগুল তামাকুর ব্যবহার বড় বেশী। মসলীপত্তনের তামাক নস্যের জন্য বিখ্যাত। এখানকার নস্য পৃথিবীময় প্রচলিত।

মান্দ্রাজেও হাভানা, মেরিলাণ্ড, ভার্জিনিয়া, মানিল্লা, সিরাজী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তামাকুর চাষ অতি উত্তম হইতেছে। এই সকল বিদেশী তামাক দ্বারা বর্ষে প্রায় এ জেলায় ৫৫ লক্ষ টাকা আয় হয়।

গোদাবরী মধ্যস্থ সীতানগরম্ নামক দ্বীপের লঙ্কা-তামাক সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আরাকান। সান্দোওয়ে নামক স্থানের উৎপন্ন তামাক উৎকৃষ্ট। লণ্ডনেও ইহার ৬ পেন্স কি ৮ পেন্স করিয়া পাউণ্ড বিক্রয় হয়। ইহার মধ্যে একশ্রেণী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা মার্ত্তাবান তামাক নামে খ্যাত; এই তামাক সেবনে ঠিক মেরিলাণ্ডের স্বাদ ও হাভানার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাতে গুড়ুক ও চুরুট উভয়ই অতি উত্তম হয়।

সিংহল। কাণ্ডী, জাফনা, দেগাম্বো, চিল্ল ও মটুরা নামক স্থানে তামাকের চাষ বেশী। জাফনার তামাক ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। এখানে তামাকের চাষ গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ছিল।

পারস্য। এ দেশের "সিরাজী" তামাকু অতি উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। ইহার মৃদুগন্ধ বড়ই সুখদ। ইহা ডাঁটা ও পাতার শির ফেলিয়া দিয়া থাকে। এদেশে আর এক প্রকার নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহা খোরাসান প্রদেশে বেশী জন্মে। বোধ হয় এই খোরাসানী তামাকের বীজ হইতে বাঙ্গালার 'খর্সান' তামাক উৎপন্ন হইয়াছে।

চীন। এ দেশে সম্ভবতঃ পশ্চিম হইতেই তামাক প্রথম আসে। কিন্তু এখন চীনের অনেক স্থানেই তামাকের চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এ দেশে তামাকু যাহা জন্মে, তন্মধ্যে নিকোটিয়ানা ফ্রুটিওকোসা ও নিকোটিয়ানা রাষ্টিকা প্রধান। এখান হইতে ব্রহ্মরাজ্যে চুরুটের জন্য তামাক রপ্তানি হয়। আজকাল "বার্ডস্ আই" নামে যে সূত্রবৎ ছেদিত তামাকের প্রচার কলিকাতা অঞ্চলে বেশী হইয়াছে, চীনে এ তামাকই সেইরূপ সূত্রাকারে ছেদিত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে পেউড়ী ও সেঁকো ঈষৎ পরিমাণে মিশ্রিত করে, কখন কখন ইহা অহিফেনের জলে ভিজাইয়া লয়।

জাপান। এ দেশীয় লোকেরা আপনাদিগের ব্যবহারের মত তামাকের চাষ করে। নাগাসিক, সিণ্ডে, সাসুমা প্রভৃতি স্থানে তামাক জন্মে। সাসুমার তামাকই উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধ বিশিষ্ট, কিন্তু বড় কড়া। জাপানীরা অতি উত্তমরূপে এবং কৌশলে তামাকের পাট করে। যাহারা কোন তামাক ব্যবহার করিতে পারেনা, তাহারাও জাপানী তামাক ব্যবহার করিতে কষ্টবোধ করে না।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। জগদ্বিখ্যাত মানিল্লা তামাক এই দ্বীপে উৎপন্ন হয়। এই তামাকের চুরুট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানকার গভর্মেণ্ট চুরুটের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। এক তামাকের ব্যবসায়ে এ দেশে যথেষ্ট লাভ ও এতদ্দেশীয় অনেকগুলি লোকের জীবিকার উপায় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের যে সমস্ত তামাকের কথা বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত এ দেশে সুরাটী, ভ্যালশা ও আরাকানী তামাকের অতি উৎকৃষ্ট আবাদ আছে। সুরাটী ও ভ্যালশা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানেই ভাল জন্মে। চন্দননগরের নিকটে সিঙ্গুরে আরাকানী তামাক অপেক্ষাকৃত উত্তম জন্মে। চুনারের তামাক গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানে জন্মে। বাঙ্গালার তামাকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভিল্সী, তৎপরে ভ্যালশা, দেশের সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। ভ্যালসা তামাকে যথেষ্ট সার ও ছাই দিতে

হয়। ভুরস্থট পরগণায় একজাতীয় নিকৃষ্ট তামাক জন্মে, তাহা "ভুরস্থটে" তামাক বলিয়া খ্যাত। ইহার গন্ধ বিশ্রী, স্বাদ মন্দ, কিন্তু গুণ এই বড় অল্প পোড়ে। এক কলিকা তামাকে আগুণ দিয়া বোধ হয় একটা লোক তিন ঘণ্টা খাইয়াও শেষ করিতে পারে না। এই তামাক একবার টানিয়া রাখিয়া দেয়, আবার টানিবার সময় কল্‌কের উপর থাবা মারিয়া ছাই ঝাড়িয়া টানিলেই চলে। কৃষকেরা ইহা বেশী ব্যবহার করে। "খর্সান" তামাকও গরীবের মধ্যে বেশী প্রচলিত।

তামাকের ব্যবহার।—বাঙ্গালায় গুড়ুক, নস্য, সুখা বা, দোক্তা এবং চুরুট সকল প্রকারেই তামাক ব্যবহৃত হয়। গুড়ুকের ব্যবহারই বেশী। তামাকের পাতা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গুড় ও জলের সহিত ঢেঁকিতে কুটিয়া পিণ্ডবৎ করিলেই সামান্যতঃ গুড়ুক প্রস্তুত হয়। তাবপর এই গুড়ুক সুমিষ্ট সুস্বাদ, সুগন্ধ করিবার জন্য ইহাতে কলা পচা, অন্যান্য মশলা ও আতর মিশাইয়া থাকে।

গুড়ুকের মধ্যে খাম্বিরা বা খামিরা বিশেষ বিখ্যাত। অতি উৎকৃষ্ট তামাকপাতার সহিত গুলকন্দ (মিছরি ও গোলাপফুলের পাপড়ীতে প্রস্তুত হয়), আপেলের মোরব্বা, পাড়ি (পাণের কুচা শুকনা), মুষ্কবাল (চন্দনের ন্যায় সুগন্ধ-বিশিষ্ট এক জাতীয় কাষ্ঠ), চন্দন, এলাচ, খেসবা (কেওড়া বা গগনফুলের আতর), কোকনদর (সুমিষ্টফলবিশেষ) ও গোঁদালের ফলের আটা মিশাইয়া পচাইয়া প্রস্তুত করে। আবার সস্তা খামিরা শুদ্ধ চন্দন, গুগ্‌গুল ও বেল মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। সস্তা খামিরা টাকায় ৭ সের পর্যান্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। আসল খামিরা কলসী করিয়া থাউকা দরে বিক্রয় হয়। পঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থলে খামিরা প্রস্তুত হয়। খামিরার সহিত আবার সাদা তামাক পাতা মিশাইয়া "দোরসা" তামাক প্রস্তুত হয়।

বিহার অঞ্চলে খামিরা প্রস্তুত করিতে জটামাংসী, ছাড়িলা, সুগন্ধওয়ালা ও সুগন্ধ কোকিল নামক গন্ধদ্রব্য মিশায়। লক্ষ্ণৌয়ে খামিরা শ্রেণীতে "বাদসাহী" তামাক পাওয়া যায়। ইহা অতি উপাদেয় বস্তু।

গুড়ুক অনেক স্থলেই ভাল হয়। পঞ্জাবের খামিরা, ও লক্ষ্ণৌয়ের বাদসাহী ভিন্ন, চুনার চণ্ডালগড়, গয়া প্রভৃতির তামাকও অতি উৎকৃষ্ট। বাঙ্গালাদেশে বিষ্ণুপুর, আনরপুর এই উভয় স্থানের গুড়ুক অতি উত্তম। কলিকাতার বাজারে বিষ্ণুপুর, আনরপুর, গয়া ও চণ্ডালগড়ের তামাকই বেশী বিক্রীত হয় ইহার সহিত গ্রাহকের রুচি অনুসারে খামিরা মিশাইয়াও বিক্রীত হয়। বিষ্ণুপুরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুড়ুক কলিকাতার বাজারে প্রতি সের ১৷৷০ টাকায় বিক্রীত হয়। দিল্লীতে গুড়ুককে 'পিয়ানী' বা "পিইনি" বলে। গুড়ুক খাইতে হইলে হুকা, গটকা প্রভৃতি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

নস্য বা নাস।—মছলীপত্তনের নস্য জগদ্বিখ্যাত ও জগদ্ব্যাপ্ত। এই নস্য বোতলে করিয়া বিক্রয় হয়। ইহা বেশ সরস ও সুগন্ধযুক্ত। এতদ্ভিন্ন কাশী, উড়িষ্যা ও পঞ্জাব অঞ্চলে চূর্ণনস্য প্রস্তুত হয়। কাশীর নস্য সুগন্ধযুক্ত ও বিখ্যাত, কিন্তু বড় কড়া। বাঙ্গালায় ভট্টাচার্য্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণের গুড়ুক ও নস্য উভয়ই প্রিয়। পঞ্জাবে দোক্তা ও বিহারে মতিহারী হইতে নস্য প্রস্তুত হয়। কর্ণাটক প্রদেশে গুড়ুক চলে না, নস্যই অধিক প্রচলিত। এদেশে হিন্দুগণ হুঁকা কি তাহা জানে না। মুসলমানের হুঁকায় হিন্দুর পক্ষে তামাকে ধূমপান জাতিনাশের কারণ বলিয়া গণ্য, কিন্তু নস্য সেবন অতি আদরণীয়। য়িহুদী, আম্মানি ও আরব বণিকেরা মসালপত্তনের নস্য লইয়া পৃথিবীর নানা-স্থানে যায়। মসালপত্তনের নস্যপ্রস্তুতপ্রণালী অতি সহজ। যতগুলি দোক্তার নস্য করিতে হইবে তাহার ডাঁটা ও শির বাছিয়া ফেলিয়া অর্দ্ধেকগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়াইয়া লইতে হয়। অপরার্দ্ধ তাহার লবণজলে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ করার পর যে জল অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে নূতন তামাক সিদ্ধ করা চলে। এইরূপ সিদ্ধ করিতে করিতে জল ক্রমশঃই তামাকের আরকে গাঢ় হইয়া আসিতে থাকে, শেষে যখন চিটাগুড়ের মত হয়, তখন তাহা সংগত করিয়া শীতল হইতে দেয়। তৎপরে তাহাতে ঈষৎ রাপি নামক মস্ত মিশাইয়া পূর্ব্বোক্ত দোক্তার গুঁড়া ঢালিয়া দেয়। ছয় দিন ইহা পচে। পরে তুলিয়া বোতলে পূরিয়া বিক্রয় করে।

চুরুট। ত্রিশিরাপল্লী, ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে চুরুটের কারখানা আছে। এই সকল স্থান হইতে স্বনামখ্যাত চুরুট বিদেশে রপ্তানী হয়। এতদ্ভিন্ন সকল স্থানেই দেশী চুরুট প্রস্তুত হয়। মানিল্লা, হাভানা, গঙ্কা ও যবদ্বীপের তামাকের চুরুটও বিদেশে রপ্তানী হয়।

বিড়ি। উড়িয়ারা ও হিন্দুস্থানীরা শালপাতা, বাদামপাতা প্রভৃতিতে তামাক-কুচি জড়াইয়া একপ্রকার সামান্য চুরুট করে, ইহাই বিড়িনামে অভিহিত হয়। দরিদ্র লোকে ইহাই ব্যবহার করে। উড়িষ্যায় ইহাকে পিকা বলে। ইহা ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রেরই অতিশয় প্রিয়।

সুখা বা দোক্তা।—পশ্চিমে সর্ব্বত্র সুখা, বিহারে খাইনী,

সুরতি ও বাঙ্গালায় দোক্তা নামে তামাকপাতা প্রস্তুত করিয়া চিবাইয়া খায়।

সুখা। তামাকপাতা চূণের সহিত মিলাইয়া হাতে টিপিয়া টিপিয়া ডেলা করিয়া গোল রাখিয়া দেয়। মুখের লালায় ভিজিয়া ইহার রস গালে যায় ও ঈষৎ নেশা হয়।

সুরাত।—তামাক, কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি মশলা দিয়া কুটিয়া মটর প্রমাণ বড়ি করিয়া রাখে, ইহা পানের সঙ্গে হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষে খায়। কাশীর সুরতি অতি উৎকৃষ্ট।

বাঙ্গালায় তামাকপাতা গুঁড়াইয়া তাহার সহিত ধনের চাউল, দারচিনি, এলাচ, মৌরী, লবঙ্গ ও চোঁয়া আরক মিশাইয়া পানে খাইবার দোক্তা প্রস্তুত করে। বাঙ্গালী স্ত্রীগণই ইহা বেশী ব্যবহার করে। উড়িয়ারা ও গরীব বাঙ্গালী স্ত্রীরা মশলা না দিয়াও তামাকপাতার কুচি পানের সঙ্গে খায়।

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা তামাকপাতা পোড়াইয়া তাহার ছাই ও খড়ের ছাই একত্র মিশাইয়া দন্তধাবন করে। প্রাচীনারা উপবাসের দিন "দোক্তাপোড়া" মুখে দিয়া উপবাস ক্লেশ কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে চেষ্টা করেন।

তামাকের চাষ। বাঙ্গালাদেশে উচ্চ জমীতে ধূলিবৎ মাটিতে তামাক ভাল জন্মে। বেগুনের চাষের ন্যায় ইহার চারাও জালের উপর বসাইতে হয়। চারা শক্ত হইলে জল ও সার দেওয়া আবশ্যক।

তামাকের পাতা হইতে একপ্রকার তৈলবৎ নির্য্যাস নির্গত হয়। ইহা বিষাক্ত। হুঁকার নলিচায় এই তৈল ও তামাকপাতা ব্যবহৃত হয়। দেশীয় বৈদ্যের মতে তামাক সংক্রামকবিষঘ্ন।

হুঁকার জলে বিষফোড়া প্রভৃতির বিষ ও ফুলা নষ্ট হয়। হুঁকার কাট হইতে যে তৈলবৎ স্নেহদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাতে নালী ঘা ও রাতকাণা রোগ ভাল হয়। কোষপ্রদাহ-রোগে নস্য চূর্ণ ও সুলতানী চাঁপাগাছের ছালের গুঁড়া একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়। ডাঃ লিথ বলেন, ধনুষ্টঙ্কারে শিরদাঁড়ার উপরে তামাকের পুলটিস্ দিলে উপকার হয়। অধিক নস্য ব্যবহারে অজীর্ণ, অধিক ধূমপানে (চুরুটের) শরীরযন্ত্রের দৌর্ব্বল্য, যকৃতের কার্য্যহ্রাস, পাকযন্ত্রের কার্য্য-হানি ইত্যাদি ঘটে; সময়ে সময়ে পক্ষাঘাতের ন্যায় আক্ষেপও হয়। তামাকসিদ্ধ জলে তাপ দিলে ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ কমে। তামাকের ডাঁটা শিশুর গুহ্যদেশে দিলে মৃদু বিরেচন হয়। একশিরায় তামাকপাতা বাঁধিয়া রাখিলে ফুলা ও ব্যথা কমে, কিন্তু গামাথা ঘুরে ও বমি হয়। ষ্ট্রীকনাইন বিষে তামাক ভিজান জল প্রতিষেধের কার্য্য করে। চুণে তামাকপাতার গুঁড়া মিশাইয়া প্লীহার উপর প্রলেপ দিলে উপকার হয়। দাঁতের মাড়ি ফুলিলে তামাক টিপিয়া রাখিলে উপকার দর্শে।

এতদ্ভিন্ন তামাকের সেবনে অনভ্যাস থাকিলে, ইহাতে উদ্গার, বমন, ভেদ ও কাশ হইতে থাকে, হঠাৎ পক্ষাঘাতও হইতে পারে। তামাকের চর্ব্বণে যতটা অনিষ্ট ঘটে, ধূমসেবনে তত নহে এবং নস্য গ্রহণে তদপেক্ষাও অল্প অনিষ্ট হয়। নস্য-গ্রহণে শ্লেষ্মাবৃদ্ধি, ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতানাশ, অগ্নিমান্দ্য ও স্বরের পরিবর্ত্তন ঘটে।

তামাকে দুইপ্রকার তৈল ও একপ্রকার ক্ষার আছে। এই তিন দ্রব্য হইতেই ঐ সকল ব্যাপার উৎপন্ন করে। এক প্রকার তৈল উদ্বায়ু। জলে তামাক সিদ্ধ করিলে জলের উপর এই তৈল ভাসে। ইহাতেই তামাকের গন্ধ ও প্রাতিদ্ধ (অল্প নেশাকর) গুণ থাকে। ইহা উত্তাপে বায়ুতে মিশিয়া যায়। ধূমপানকালে ধূমের সহিত ইহাই শরীরে গিয়া ইহার কর্ম্ম প্রকাশ করিতে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার তৈল তামাক পুড়িবার সময়ে চোঁয়াইতে থাকে। ইহার স্বাদ তিক্ত ও ইহা অতি বিষাক্ত। বিড়াল ইহার একবিন্দু তৈলে মারিয়া যায়। ভিনিগার বা সির্কায় এই তৈল শোধন করিয়া লইলে ইহার বিষ নষ্ট হয়।

তামাকের ক্ষার।—গন্ধকদ্রাবক অম্ল মিশাইয়া ঈষৎ অম্ল-জলে তামাক ভিজাইয়া তাহাতে কলিচূণ দিয়া চোঁয়া-ইলে একপ্রকার বর্ণহীন তৈলবৎ উদ্বায়ু ক্ষার পাওয়া যায়। ইহা জল অপেক্ষা গুরু। ইহাও অতি বিষাক্ত। একবিন্দুতে একটা কুকুর মরে। ইহার গন্ধ এত তীব্র যে, একটী ঘরে যদি ইহার একবিন্দু বায়ুতে মিশিয়া যায়, তবে সেখানে শ্বাসগ্রহণ কষ্টকর হয়। শুষ্ক তামাকপাতায় ঐ ক্ষার ২ হইতে ৮ ভাগ থাকে। সুখাসেবীরা দোক্তার সহিত চূর্ণ মিশাইয়া খায়, সুতরাং তাহাদের শরীরে এই দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা বড়ই বেশী হয়।

হুঁকায় জল থাকে বলিয়া হুঁকায় তামাকু সেবনে ঐ সকল বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে অল্প পরিমাণে প্রবেশ করে। ধূমের সহিত নলিচার মধ্য দিয়া আসিবার সময় উহার কতক নলিচায় ও কতক জলে থাকিয়া যায়। গড়গড়ার নল বড় বলিয়া তাহাতে উহা আরও অল্প আসে। চুরুট সেবনে এ সকল সুবিধা হয় না। নস্য প্রস্তুতকালে তামাকের ক্ষার ও তৈলভাগ অনেক নষ্ট হয় বলিয়া উহা ব্যবহারে চুরুট সেবনাপেক্ষা অল্প অনিষ্ট হয়।

পৃথিবীতে ৮০ কোটীরও অধিক লোকে তামাকসেবী।

গ্রাহী দ্রব্যের সেবনে শরীর মন কিয়ৎপরিমাণে উত্তেজিত ও অবসাদশূন্য হয় বলিয়াই সকল প্রকার গ্রাহী দ্রব্যের মধ্যে অল্পানিষ্টকর তামাকের এত প্রচলন হইয়াছে।

সম্প্রতি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, তামাকসেবীর ফুসফুস-যন্ত্র অতি শীঘ্র দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। [কীটভুক্ উদ্ভিদ দেখ।]

তামাচা (পারসী) চড়, চাপড়।

তামাম্ (আরবী) সমগ্র, সমস্ত সমুদায়।

তামামী (আরবী) শেষ, সমাপ্ত।

তামালেয় (ত্রি) তমাল সংখ্যাদি° ঠঞ্। তমালবৃক্ষের অদূর দেশাদি।

তামাসা (আরবী) ১ কৌতুক, রহস্য। ২ আমোদার্থ নাচ প্রভৃতি দৃশ্য।

তামিল, দাক্ষিণাপথের দক্ষিণপ্রান্তবাসী এক বিস্তীর্ণ জাতি ও তাহাদের ব্যবহৃত ভাষা।

তামিল শব্দের সংস্কৃত দ্রাবিড়। মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে দ্রাবিড় নামক জনপদ ও ইহার অধিবাসিগণ দ্রাবিড় নামে বর্ণিত হইয়াছে। দ্রাবিড় শব্দের মাগধী (পালি)-রূপ দামিলো *। তামিল ভাষায় 'দ' স্থানে 'ত' হয়, এইরূপে দমিলো 'তামিল' বা 'তমিব' রূপ ধারণ করিয়াছে। † পূর্ব্ব-নিয়মানুসারে দ্রাবিড় শব্দ পালি ভাষায় দামিলো এবং তাহা হইতে তামিব বা তামিল হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের শারীরক-ভাষ্যে দ্রমিল শব্দের উল্লেখ আছে। এই দ্রমিল শব্দ তামিল ব্যাকরণ অনুসারে 'তিরমিড়' রূপ হয়, কাহারও মতে এই তিরমিড় হইতেও তামিল শব্দ হইতে পারে।

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যপদার্থবিৎ প্লিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে এই তামিল দেশ তরাপনা (Tropina) এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ভূবৃত্তান্তমূলক পিটিঙ্গারের তালিকায় দামিরিক (Damirice) নামে উল্লেখ দেখা যায়।

নামকরণ। জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্যের মতে—

"ইতশ্চ বৃষভস্বামিসূনুর্দ্রাবিড় ইত্যভূৎ।
যন্নাম দ্রাবিড়ো দেশঃ পপ্রথে বহুশস্যভূঃ॥" (শত্রুঞ্জয় ৭।১)

এখানে আদিনাথ ঋষভদেবের দ্রাবিড় নামে এক পুত্র হইয়াছিল, যাহার নামে বহুশস্যশালী দ্রাবিড় দেশ খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারত, হরিবংশাদির মতে দ্রাবিড় নামক জাতির বাসহেতু এই জনপদ দ্রাবিড় বা দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রভৃতির মতে দ্রাবিড় জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ব্রাহ্মণের অদর্শনপ্রযুক্ত তাহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয়। (মনু ১০।৪৪)

"দ্রাবিড়াশ্চ কলিন্দাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যুশীনরাঃ।
বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।"

(ভারত অনুশাসন ৩৩।২৩)

আবার আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠের কামধেনু নন্দিনীকে লইয়া যান, সেই সময় নন্দিনীর প্রস্রাব হইতে দ্রাবিড়গণের উৎপত্তি হয়।

"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রাবাদ্দ্রাবিড়াঞ্ছকান্।"

(আদি ১।১৭৫।৩)

এদিকে জৈনদিগের শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ঋষভপুত্র দ্রাবিড়ের অপত্যগণই দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে।

(শত্রুঞ্জয় ৭।১)

জনপদের অবস্থান। মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠে প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল দেশ সাগরতীরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

"দ্বিজা তত্মুখোর্ম্মু দনং বিসৃজ্য গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ।
ততো বিপাপ্মা দ্রাবিড়েষু রাজন সমুদ্রমাসাদ্য চ লোকপুণ্যম্॥"

(বন ১১৮।৪)

"অচ্ছিত্তঃ পর্য্যযৌ ভূয়োঃ দক্ষিণং সলিলার্ণবম্।
তত্রাপি দ্রাবিড়ৈরান্ধ্রৈ রৌদ্রৈর্মাহিষিকৈরপি।" (অশ্ব° ৮৩।১১)

কলড্‌ওয়েল সাহেব দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণে লিখিয়াছেন— সমস্ত কর্ণাটিকের অথবা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাটের নিম্নে, পুলি-কাট হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং উত্তরে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত তামিল ভাষা প্রচলিত। ভাষার উপর নির্ভর করিলে দাক্ষিণাত্যের সমস্ত দক্ষিণাংশই দ্রাবিড় বা তামিল দেশ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এখন তামিল দেশের ভূপরিমাণ প্রায় ৬০০০০ বর্গ মাইল।

জাতিতত্ত্ব। পাশ্চাত্য পুরাবিদগণ তামিল, তৈলঙ্গ, কর্ণাড়ী, মলয়ালী, তুলু, তোড়া, কোটা, গোণ্ড ও কন্ধ এই কয় শ্রেণীকে দ্রাবিড়ীয় জাতি বা শাখাসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বজ্রসূচী উপনিষদে এই কয় জাতি দ্রাবিড় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"আন্ধ্রাঃ কর্ণাটকাশ্চৈব গুর্জ্জরা দ্রাবিড়াস্তথা।
মহারাষ্ট্রা ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে দ্রাবিড়াঃ স্মৃতাঃ॥"

(বজ্রসূচী ২৫৬)

আন্ধ্র, কর্ণাটক, গুর্জ্জর, দ্রাবিড় ও মহারাষ্ট্র এই পাঁচটী লইয়া পঞ্চদ্রাবিড়। [দ্রাবিড় দেখ।]

* মহাবংশ ২১ পরিচ্ছেদ।

† খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং দ্রাবিড় দেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানে চি-মো-লো (Chi mo-lo) নামে উল্লেখ করেন, ইহার এদেশী রূপ 'দিমল' বা 'দিমর'।

পুরাবিদ্‌গণ তামিলদিগকে আর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা ইঁহাদিগকে ভারতের প্রাচীনতম অনার্য্যজাতি-ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। রামচন্দ্র যে কপিসেনা লইয়া লঙ্কারাজ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল জাতি হইতে উৎপন্ন। তাহারা সে সময় অনেকটা অসভ্য ও তাহাদের ভাষা আর্য্যজাতির অবোধ্য ছিল বলিয়া বাল্মীকি তাহাদিগকে বানর নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিক তাহারা প্রকৃত বানর নহে।

খাঁটি তামিল শব্দ দৃষ্টে কল্‌ডওয়েল্ প্রভৃতি কোন কোন ভাষাবিদ্ স্থির করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে তামিলগণ কতকটা সভ্য হইয়াছিল। সে সময়েও তাহাদের রাজা ছিল, দুর্ভেদ্য গৃহে রাজগণ বাস করিত ও ছোট ছোট ভূভাগে রাজ্য করিত। উৎসবে বন্দী বা গায়কগণ গান করিত। তালপাতায় লেখনী দিয়া লিখিবার অক্ষর ছিল। তাহারা এক ঈশ্বর মানিত, তাহাকে 'কো' অর্থাৎ রাজা বলিত। তাঁহার সম্মানার্থ তাহারা কো-ইল্ অর্থাৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিত। টিন, সীসা ও দস্তা ছাড়া আর সকল ধাতুর বিষয়ও তাহারা জানিত। তাহারা শত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত গণিতে পারিত। ঔষধ, কুঞ্জ, গ্রাম, ছোট নগর, নৌকা, ছোট খাট সমুদ্রযানও ছিল। তবে তাহাদের কোন বড় সহর বা রাজধানী ছিলনা, অপর সকল গ্রহের নাম জানা থাকিলেও বুধ ও শনিগ্রহের নাম জানা ছিল না। তীর, ধনু, অসি ও পরশু এই গুলি তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র। যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যে তাহাদের বড় আমোদ হইত। তাহারা এক প্রকার কাপড় বুনিতে জানিত, রং করিতে পারিত, মৃন্ময় পাত্রও ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল না। দর্শনশাস্ত্রের দূরের কথা, ব্যাকরণেরও একটা নিয়ম করিতে পারে নাই। মহাত্মা অগস্ত্য হইতে ইহাদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার স্রোত বহিয়াছে।

এখন সে কাল গিয়াছে। আর্য্য-সংস্পর্শে আর্য্যভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টে সেই অনার্য্যভাব এককালে বিদূরিত হয় নাই। এখন যেখানে টাকা সেইখানে তামিল, যেখানে বড় ঘর পড়িতেছে সেই খানে তামিল উঠিতেছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বতন কুসংস্কার অনেকটা দূর হইয়াছে। সকলেই এখন গোঁড়া হিন্দু হইলেও সমাজে বাধাবিঘ্নে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর।

ধর্ম্ম। পূর্ব্বকালে তামিলেরা ভূতপ্রেতের পূজা করিত। এখনও দক্ষিণাঞ্চলে নীচলোকেরা ভূতপূজায় আসক্ত। তাহাদের মতে, যে মানুষের অপঘাতে বা অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, তাহারাই ভূত হইয়া মানুষের অনিষ্ট করে। এই ভূতেরা সকলেই অতিশয় শক্তিশালী, ক্রূর ও সুবিধা পাইলে ঘাড়ে চাপিয়া বসে; সকলে বলিদানের রক্ত ও তাণ্ডবনৃত্য ভালবাসে। ইহাদের মধ্যে কেহ ছাগ, কেহ শূকরছানা ও কেহ মুর্গীতে সন্তুষ্ট হয়। আবার কেহ সুরা না পাইলে সন্তুষ্ট হয় না। অনেক নিম্ন শ্রেণীর তামিলের বিশ্বাস ভূত হইতেই দুঃস্বপ্নাদি ঘটে। এক প্রকার ভূত আছে, তাহারা নিদ্রাকালে গলা চাপিয়া ধরে।

তামিল ছাত্র

কাহারও রোগ হইলে এখনও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে রোঝা আসে। তাহাদের মাথায় পাগড়ী, গলায় মালা, হাতে বালা ও ঊর্দ্ধবাহুতে তাগাবদ্ধ এবং সঙ্গে অনেকগুলি ঘণ্টাসংযুক্ত একখানি ধনুক থাকে। সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া লাফাইতে লাফাইতে মন্ত্র উচ্চারণ করে ও সেই ধনুক বাজাইতে থাকে। তাহাতে রোঝার দেহে ভূতাবেশ হয়। তখন সে রোগের ব্যবস্থা করে। ভূত-পূজা নীচ লোকের ধর্ম্ম হইলেও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ সকল প্রায় লোপ পাইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বহুকাল এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, জৈনগ্রন্থ শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের মতে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্রের নামানুসারে দ্রবিড় নাম হয় এবং তাঁহারই অপত্যগণ দ্রাবিড় নামে খ্যাত হইয়াছে। তামিল দেশে যে এক সময়ে জৈনগণ প্রবল ছিল তাহা ঐ দ্রাবিড়ের উপাখ্যান দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এ দেশে যখন আগমন করেন, সেই সময়েও তিনি নির্গ্রন্থ বা দিগম্বর জৈনের প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। জৈনদিগের সময়ে দ্রাবিড়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

এখনও দ্রাবিড়ের নানাস্থানে প্রভূত জৈনকীর্ত্তি প্রাচীন জৈন-সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখানকার প্রাচীন জৈনধর্ম্মাবলম্বিদিগকে নীচ অসভ্য বা ম্লেচ্ছজাতি বলিয়া গণ্য করা যায় না। কোন কোন ভাষাবিদ্ অনুমান করেন, সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্ট "অান্ধ্রদ্রাবিড়" শব্দে যে দ্রাবিড়ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সমকালীন জৈনগণের ব্যবহৃত তামিল ভাষা।

পাণ্ড্যরাজ সুন্দরপাণ্ড্য পরম শৈব ছিলেন। তাঁহারই সময়ে তামিল-ভূমে শৈবদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং জৈনধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত ঘটে। শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ে এখানকার জৈনধর্ম্ম এককালে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে।

তামিলদিগের মধ্যে বহুকাল শৈবধর্ম্মই প্রবল ছিল, এখন শিবোপাসকগণ স্মার্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানুজের যত্নে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। তামিলদিগের মধ্যে এখন দুইশ্রেণীর বৈষ্ণব দেখা যায়, একের নামে তেঙ্গল বা দক্ষিণবেদী এবং অপর শ্রেণীর নাম বড়গল বা উত্তরবেদী।

উত্তরভারতে যেমন এখন আর পূর্ব্ববৎ বেদের প্রচলন নাই, কিন্তু দ্রাবিড়ে এখনও সেরূপ ঘটে নাই। তামিলে এখনও বেদের যথেষ্ট আদর দেখা যায়। এমন কি দ্রাবিড়ের এমন কোন মন্দির নাই, যেখানে প্রত্যহ না বেদ পাঠ হয়। তামিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও সকল ধর্ম্মকর্ম্মে বেদপাঠই একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। ব্রাহ্মণগণ এখনও যথাসাধ্য শাস্ত্র মানিয়া চলেন। এখানে বর্ণবিচার প্রথাও শিথিল হয় নাই। এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রস্পর্শ করিলেও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এমনও অনেক ব্রাহ্মণগ্রাম আছে, যেখানে শূদ্রের প্রবেশ করিবারও অধিকার নাই।

মুসলমান-আধিপত্যকালে অতি অল্পসংখ্যক তামিলই ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ আবার অনেকে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ফ্রান্সিস্ জেভিয়রের যত্নে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এখন তামিলদিগের মধ্যে শতকরা প্রায় একজন করিয়া খৃষ্টান দেখা যায়।

ভাষা ও সাহিত্য। ভারতে যতগুলির বর্ণমালা আছে, তন্মধ্যে তামিল বর্ণমালা অসম্পূর্ণ। ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের মতে, তামিল বর্ণমালা বত্তেলুত্তু নামক এক প্রাচীন বর্ণমালা হইতেই উদ্ভাবিত এবং অতি প্রাচীনকালে ফিনিকীয় বণিক্‌দিগের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ আছে। [বর্ণমালা দেখ।]

ইহাতে অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, (দীর্ঘ) এ, ও, (দীর্ঘ) ও, ঐ এবং ঔ এই বারটী স্বর এবং ক, চ, ট, ত, প, ঘ, ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, স, য, র, ল, ব, ড়, ল, এই ১৮টী ব্যঞ্জন।

এই ভাষায় ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণের, চ, ছ, জ, ঝ এই চারিটীর, ট, ঠ, ড, ঢ এই চারিটীর, ত, থ, দ, ধ এই চারিটীর এবং প, ফ, ব, ভ এই চারিটী বর্ণের উচ্চারণ এক। অর্থাৎ ক থাকিলে তাহাতে ক, খ, গ, ঘ এই চারিটী বর্ণ। উচ্চারিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন শ, ষ, স, হ, ং, ঃ এই কয়টী বর্ণ একেবারেই নাই। সংস্কৃত ভাষায় যেমন বহুসংখ্যক যুক্তব্যঞ্জন হইয়া থাকে, তামিলভাষায় সেরূপ হয় না। কেবল ট্ট, ত্ত, ন্ন, ম্ম, ক্ক, চ্চ এইরূপ কএকটী এবং ট্‌ক, ট্‌প, ৎপ, ঘ্‌চ, ঘ্‌প, য্য, ল্ল, ব্ব, ন্ব এই কয়টী যুক্তব্যঞ্জন দেখা যায়। তিনটী ব্যঞ্জনের যোগ কেবল র্ত এবং র্ক। সংস্কৃতের ন্যায় সকল ব্যঞ্জন তামিলভাষায় না থাকায়, কোন সংস্কৃত শব্দ তামিল ভাষায় প্রয়োগ করিতে হইলে, তাহার রূপান্তর হয়; যেমন সংস্কৃত কৃষ্ণ তামিল কিরুট্টিনন্ বা কিট্টিনন্।

য়ুরোপীয় ভাষাবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন—তামিল ভাষা সংস্কৃতমূলক নহে। সংস্কৃতমূলক হইলে তামিলভাষায় এত অল্প বা অসম্পূর্ণ বর্ণমালা থাকিত না। কেহ কেহ প্রাকৃতমূলক দ্রাবিড়ী ভাষাকেই তামিল ধরিয়া সংস্কৃতমূলক বলিতে প্রস্তুত। আধুনিক তামিলভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও তামিলভাষায় লিখিত যে সকল প্রাচীনতম শিলালিপি বা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে মূল তামিলকে সংস্কৃতমূলক বলা সঙ্গত নহে।

তামিলভাষাও নিতান্ত অপ্রাচীন নহে। বোধ হয় রামচন্দ্রও এখানে বর্ত্তমান তামিলভাষার প্রাচীনস্বর শ্রবণ করিয়াছিলেন। বাইবেলের প্রাচীনভাগে হিরমের জাহাজে সলোমানের নিকট ময়ূর আনিবার প্রসঙ্গ আছে। বাইবেলের এই স্থানে ময়ূরের যে নাম * দেওয়া হইয়াছে, তাহা তামিলভাষামূলক। এতদ্ভিন্ন গ্রীকভাষায় ধান্য প্রভৃতি ভারতের বহু প্রয়োজনীয় শস্যাদির যে নাম লিখিত হইয়াছে এবং যাহা ভারত হইতেই য়ুরোপে প্রথম নীত হয়, তাহার অধিকাংশ নাম আমরা সংস্কৃত ভাষায় পাই না, কিন্তু তামিল ভাষায় দেখিতে পাই।

তামিলভাষা আবার দুই প্রকার। একটীর নাম শেন্দমির অর্থাৎ প্রাচীন তামিল এবং অপরটীর নাম কোড়ন্

* বাইবেলে ময়ূরের 'টুকি' নাম দেওয়া আছে, এই শব্দ তামিল 'টোকৈ' বা 'টুকৈ' হইতে গৃহীত।

দমির অর্থাৎ আধুনিক তামিল। উভয়ে এত ভিন্ন যে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিলেও চলে।

জৈনদিগের যত্নেই তামিলভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয়। আর্য্য ব্রাহ্মণগণ এই ভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিশাইয়া ফেলেন। দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন, মহর্ষি অগস্ত্যই বিন্ধ্যাদ্রি লঙ্ঘনপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত সভ্যতা ও সংস্কৃত সাহিত্য প্রচার করেন। দ্রাবিড় ও মলবারের লোকদিগের বিশ্বাস যে, অগস্ত্য এখনও জীবিত আছেন এবং মলয়াচলের অন্তর্বর্ত্তী অগস্ত্যাদ্রিতে এখনও তিনি বাস করেন। এখনও কুমারী অন্তরীপের নিকট অগস্ত্যেশ্বর নামে তিনি পূজিত হইয়া থাকেন। কোন কোন দ্রাবিড় পণ্ডিত বলেন যে সুন্দরপাণ্ড্যের সময়েই অগস্ত্য আসিয়া তামিল বর্ণমালা ও তামিল ব্যাকরণ প্রচার করেন। এরূপ স্থলে পাণ্ড্যরাজের সাময়িক অগস্ত্যকে আমরা পুরাণ-বর্ণিত অগস্ত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সম্ভবতঃ ইনি অগস্ত্য-নামধারী স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন। তামিলেরা আরও বলিয়া থাকে যে অগস্ত্যই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ণ, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এমন কি অনেক আধুনিক গ্রন্থও অগস্ত্যের নামে চালিয়া গিয়াছে।

জৈনদিগের যত্নে তামিল সাহিত্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হয়। শ্রাবণবেলগোলার শিলাফলক ও জৈনগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু বহুকাল দ্রাবিড় দেশে বাস করিয়াছিলেন; মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত এখানে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি ঘটনা প্রকৃত হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে, বহুপূর্ব্বকাল হইতেই জৈনগণ এখানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল প্রাচীনতম তামিল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ জৈন। অনেকে অনুমান করেন, তামিলভাষায় যে সকল প্রাচীন হস্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে জৈনগ্রন্থই সর্ব্বপ্রাচীন। কুমারিল ও শঙ্করাচার্য্য জৈনাচার্য্যদিগকে তর্কে পরাভূত করিয়াছিলেন এবং উক্ত উভয় মহাত্মার পর হইতেই দ্রাবিড়ে জৈনপ্রভাব হ্রাস হইতে থাকে। এরূপ স্থলে তামিল জৈন-সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতি তৎপূর্ব্বেই স্বীকার করিতে হয়।

তামিলভাষায় কবি তিরুবল্লুর রচিত কুরল্ গ্রন্থই সর্ব্বপ্রধান। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কবি নিম্নশ্রেণীর পারিয়া জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। বিখ্যাত বিদুষী ঔবেয়ার (আবিয়ার) তরুবল্লুবরের ভগিনী। এই স্ত্রীরত্নের কবিতাও দ্রাবিড়সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছে। কম্বনের তামিল রামায়ণে কবির যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। সুন্দর-পাণ্ড্য তামিলভাষায় কতকগুলি শিবস্তোত্র লিখিয়া গিয়াছেন; তামিল শৈবগণ তাহা তামিল বেদ বলিয়া গ্রহণ করেন। এইরূপ ৪০০০ কবিতাত্মক বিষ্ণুস্তোত্র আছে, বৈষ্ণবদিগের নিকট তাহাও বেদস্বরূপ।

তামিলভাষায় রচিত জৈনকাব্যের মধ্যে ১৫০০০ শ্লোকাত্মক 'চিন্তামণি' নামক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থের রচনা-প্রণালী, শব্দযোজনা ও বর্ণনামাধুর্য্য কম্বনের রামায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তামিস্র (পুং) তামিস্রা তমস্ততি রস্ত্যস্ত অণ্। ১ নরক-বিশেষ। এই নরক সর্ব্বদা অতিশয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যাহারা লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহারাই এই নরকে অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। (ভাগ° ৫।২৬ অ°) তামিস্রয়া সাধ্য অণ্। ২ দ্বেষ।

"ভেদস্তমসোঽষ্টবিধঃ মোহস্য চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিস্রো অষ্টাদশধা" (সাংখ্যকা°)। [মোহ দেখ।] ৩ অবিদ্যাবিশেষ, ভোগেচ্ছার ব্যাঘাত ঘটিলে যে ক্রোধ জন্মে, তাহারই নাম তামিস্র। (ভাগ° টীকা শ্রীধর)।

তামু (ত্রি) তম-উণ্। স্তোতা, স্তুতিকারক। (নিঘণ্ট্)

তাম্বুলা (স্ত্রী) তাম্বুলী পৃষো° সাধুঃ। পাণ, তাম্বুল। "মুক্তকাশ তাম্বল্যা রসানাঃ।" (গোপথব্রা° ২।১০।৭)

তাম্বূ (হিন্দী) বস্ত্রগৃহ, শিবির, কাণাৎ, তাঁবু।

তাম্বূল (ক্লী) তম-উলচ্ বুগাগমো দীর্ঘশ্চ (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য উরো লচৌ। উণ্ ৪।৯০) পর্ণ, পাণ।

তাম্বুলবল্লী, তাম্বুলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এই কয়েকটী তাম্বূলের নামান্তর।

স্বনামখ্যাত লতাবিশেষের পাতাকে তাম্বুল বা পাণ বলে (Piper Betle)। পাণ শব্দটী সংস্কৃত পর্ণ শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ 'পাতা'। পাণ ভারতের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, একান্ত উত্তরদেশে পাওয়া যায় না।

পাণের বিভিন্ন নাম—

হিন্দী	...	...	পাণ, তাম্বুলী।
বাঙ্গালা	...	...	পাণ।
বোম্বাই	...	...	পাণ, বিদলেদেলে।
মহারাষ্ট্রী	...	...	বিড়েচা-পাণ।
গুজরাটী	...	...	পাণ, নাগর-বেল।
তামিল	...	...	বেত্তিলাই।
তেলগু	...	...	তমালপাকু, নাগবল্লী।
কর্ণাড়ী	...	..	বিলেদেলে।

মলয়	...	...	বেত্তা, বেত্তিলা।
ব্রহ্ম	...	...	কুনিয়োই, কানিনেত্।
সিংহল	...	...	বলাত।
আরব	...	...	তান্বোল।
পারস্ত	...	...	বর্গে তাঁবোল, তাম্বোল।

পাণ উষ্ণদেশে সঁ্যাত সেঁতে স্থানে জন্মে। ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মে পাতার জন্য ইহার চাষ হয়। অনেকে অনুমান করেন যবদ্বীপে পাণের আদিবাস, সেখান হইতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

পাণের চাষ বড় কষ্টসাধ্য। ইহার ক্ষেত্রে তাপ ও রসের পরিমাণ বরাবর সমান থাকা আবশ্যক। কৃষককে সর্ব্বদা পরিদর্শন করিতে হয়। স্থানভেদে ইহার চাষের কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। মান্দ্রাজ কোইম্বাতুর জেলায় পাণের চাষ ভাল হয়, সেখানে জমী তৈয়ার করিয়া তাহাতে ২ ফিট চওড়া নালা কাটিয়া আল বাঁধিয়া দেয়। ভাদ্রমাসে এই আলের ধারে বকফুলের বীজ রোপণ করে ও আশ্বিনমাস পর্য্যন্ত বকফুলের চারায় জলটল দেয়। তারপর দুই বৎসরের পুরাতন পাণের গাছ তুলিয়া তাহার এক এক গাঁট লইয়া এক এক টুকরা প্রস্তুত করে। প্রতি বকের তলায় দুইখানি টুকরা রোপণ করিয়া দেয়। প্রথম ১৫ দিন একদিন অন্তর জল দেয়, তার পর প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া জল দেয়; এইরূপে তিন মাস চলে। তার পর মাঘমাসের প্রথমে গোময়, ছাই ইত্যাদি সার দিতে থাকে। সারের উপর নালা হইতে পাল তুলিয়া চাপা দেয়। তৎপরে পাণের লতাগুলি কলার ছোটা দিয়া বকফুলের গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দেয়। এক বৎসর কাল এইরূপে লতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষককে প্রায়ই বাঁধিয়া দিতে হয়। এক বৎসরের পর লতা আপনি জড়াইয়া উঠিতে পারে। আষাঢ় শ্রাবণে আবার সার দিতে হয়। প্রথম বৎসরের পর হইতেই প্রতিদিন গোড়ার পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। ১৬ মাস কাল এইরূপ পাতা ভাঙ্গা চলে।

খুব ভাল ক্ষেত্রে প্রতি বিঘায় প্রতি মাসে ৫ কোণি জন্মে (১০০টী পাতায় ১ কত্তুস (গোছা)। ২৫ কত্তুসে ১ পালাগি, ৮০ পালাগিতে ১ কোণি। প্রতি পালাগি, ৵০ আনা দরে বিক্রীত হয়। কাজেই প্রতি বিঘায় মাসে ১০ টাকার পাণ জন্মে এবং ষোল মাসে ১৬০৲ টাকার ফসল হয়। পাণের চাষেও যেমন পরিশ্রম, লাভও তেমনি বেশী, তবু লোকে ইহার চাষ তত অধিক করে না।

মধ্যভারত। মান্দ্রাজ অপেক্ষা এ প্রদেশে পাণের আদর বেশী, সুতরাং চাষেও লোকের একটু বেশী আগ্রহ আছে। এদেশে যাহারা পাণ চাষ করে, তাহারা 'বরে' (বারুই) নামে খ্যাত এবং পাণের ক্ষেত্রকে বরোজা (বরজ) বলে। কোথাও কোথাও "পাণ কাটাওা"ও বলে। পাণের লতা বড় কোমল হয়, অতি অল্পেই উত্তাপ আলোকে নষ্ট হইয়া বা দোষ ধরিয়া যায়। যদি ভাল করিয়া পরিদর্শন ও পাঠ করা যায়, তাহা হইলে লাভে দুই বৎসরের পরিশ্রম পোষায়। পাণের ক্ষেত্র বাঁশ ও দরমা দিয়া চতুর্দ্দিকে ঢাকিয়া দিতে হয়। এরূপে ঢাকিতে হয়, যে পাণের গায়ে রৌদ্র বা জোর বাতাস না লাগে। পাণের লতা ঢাকিবার জন্য ও জড়াইয়া উঠিবার জন্য বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট অরুণবৃক্ষ রোপণ করে। এদেশে পাণের বরজ খুব বৃহৎ হয় ও ক্ষেত্র চিরকাল থাকে এবং যতগুলি কৃষক আছে, সকলে কয়েকখানি বরজের জমি তদ্দেশ-প্রচলিত ভাগ করিয়া লয়। এদেশে বরজের ভিতর অতি সুশীতল বলিয়া গ্রীষ্মকালে ব্যাঘ্রাদি আসিয়া লুকাইয়া থাকে। এখানেও পাণের চাষ ২ বৎসর হয়। প্রথম বৎসরকে উটক ও দ্বিতীয় বৎসরকে করওয়া বলে। প্রথম বৎসরের ফসলেরই দর বেশী হয়। নিমার নামক স্থানে চাষের ঈষৎ প্রভেদ আছে। এ দেশে একবার চাষ করিলে ১০।১২ বৎসর চলে। এখানকার চাষ মান্দ্রাজের ন্যায় হয়। বকফুলের গাছের পরিবর্ত্তে এখানে 'সাওরা' বা জয়ন্তীগাছ লাগায়। ক্ষেত্রের চারিদিকে 'পাংরা' বা পালতে মাদারের খুঁটী দিয়া বেড়া দেয়। জয়ন্তীগাছ মরিয়া গেলে কুন্দর বা গুগ্‌গুলের গাছ লাগাইয়া দেয়। দশ বার বৎসর পরে ইহারা বরজ বদলাইয়া ফেলে। এখানকার চাষ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অল্প পরিশ্রমে ও সুবিধায় হয়।

বাঙ্গালা। বাঙ্গালায় যাহারা পাণের চাষ করে, তাহারা বারুই নামে খ্যাত। ইহারা তাম্লী বা তাম্বুলী জাতি হইতে পৃথক্ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ। পাণের ক্ষেত্রকে বাঙ্গালায় বরজ বলে। বরজ দেখিতে বেশ। এ দেশে বর্দ্ধমানে ও গঙ্গার ধারে পাণের চাষ বেশী হয়। উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী বাটুল গ্রামের পাণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া সেই দেশের চাষের প্রণালী লিখিত হইল। বাঙ্গালায় তিন প্রকার পাণ জন্মে, দেশী বা বাঙ্গালা, সাচি বা খাসা ও কর্পূরকাঠি। কর্পূরকাঠি পাণের আস্বাদ মিষ্ট ও কর্পূরগন্ধবিশিষ্ট, ইহার চাষ খুব অল্প, ইহার চাষ বেশী হইলেও জন্মে অল্প।

পাণের বরজ কোন পুকুর বা খালের নিকটবর্ত্তী উচ্চ জমীতে হওয়া আবশ্যক। মাটি এঁটেলা হইলেই ভাল হয়। বরজে আগাছা হইতে দিতে নাই, হইলে সমূলে তুলিয়া

ফেলিতে হয়। মাটি ১ কি ১॥০ ফুট গভীর করিয়া কোদ্‌লাইয়া চারিদিকে পগার কাটিয়া পাড় উঁচা করিয়া দিতে হয়। নূতন বরজে পুকুরের পাঁক দিতে হয়। জমীর ডেলা ভাঙ্গিয়া সারি দিয়া বাখারি বা পাকাটির গোঁজ পুঁতিয়া তাহার প্রত্যেকের গোড়ায় পাণের গাছের এক একখানি গাঁট পুঁতিয়া দেয়, গোঁজগুলি ৪।৫ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। বরজের চারিদিকে মাথায় পাকাটি, ধঞ্চে প্রভৃতি দিয়া টাটি বাঁধিয়া দেয়। টাটি শক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বাঁশের খোঁটা থাকে। গোঁজগুলির একসারি ১৮ ইঞ্চি ও একসারি ১৭ ইঞ্চি অন্তরে পুতে ও ১৮ ইঞ্চির সারির সাম্‌নাসাম্‌নি দুটী গোঁজের মাথা টানিয়া একত্র বাঁধিয়া দেয়। পাণের গাঁট ২৭ ইঞ্চি দূরের গোঁজের নীচে পুঁতিয়া দেয়। এক একটা গাঁট ১ হাত বা ১ ফুট্ লম্বা করিয়া কাটিতে হয়। ইহা বাঁকা করিয়া পুঁতিয়া খেজুরপাতা চাপা দিয়া রাখে। জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত রোপণকার্য্য চলিতে পারে। লতা গজাইলে গোঁজের গায়ে উলুখড় দিয়া বাঁধিয়া দেয়। পরে বরজের চালে পঁহুছিলে তাহা ঘুরাইয়া নিম্নমুখ করিয়া দেয়। পুকুরের পাঁক ও গাছ-গাছড়া পচা মাটি বেশ শুকাইয়া মধ্যে মধ্যে লতার গোড়ায় দিতে হয়। এইরূপে প্রতিবারে মাটি দিতে দিতে বরজ বিলক্ষণ উচা হইয়া পড়ে। বাঁটুল গ্রামের এক একটা পুরাতন বরজের ভূমি একতালা বাড়ীর ছাদের সমান উঁচা হইয়া পড়িয়াছে। গোময় গুঁড়া, পুকুরের পাঁকমাটির গুঁড়া, সর্ষপের খোল প্রভৃতি পাণের পক্ষে অতি উত্তম সার। রেড়ীর খোল চারা নষ্ট করে। ময়লা জল বরজে দিতে নাই। বরজে জল জমাও বড় অনিষ্টকর। পাণের লতায় এই কয়টি পীড়া বা দোষ হয়—

১। তুতেধরা—পাণের পাতার কাল কাল দাগ ধরে। এই দাগ ক্রমশঃ আয়তনে বাড়িতে থাকে ও পাতা নষ্ট করে।

২। বোঁট আঙ্গারী—পাতার বোঁটা কাল হইতে আরম্ভ হয়, শেষে পাতা ঝরিয়া যায়।

৩। নোনালাগা—ইহাতে পাতা ক্রমশঃ শুকাইয়া ল্যালনেলে হইয়া পড়ে।

৪। তসরি—পাতার ধারি লাল হইতে থাকে।

৫। চিংগাবারি—পাতার ধারি কোঁকড়াইয়া যায়।

এই রোগগুলি কেবল পাতায় ঘটে।

৬। আঙারী (অঙ্গারী)—ইহা সংক্রামক পীড়া, ইহা লতার গাঁটে ধরে এবং ক্রমে কাল হইয়া শুকাইয়া যায়। যে লতায় আঙারী ধরে, যদি সেই লতার জল অন্য লতায় লাগে, তবে তাহাতেও এই রোগ সঞ্চারিত হয়। এই রোগ হইলে তৎক্ষণাৎ সেই লতা ও তাহার মূলের কতকটা মাটি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

৮। গান্দি (গাঁদি)—লতায় গাঁদি লাগিলে গোড়া হইতে লাল হইয়া উঠে ও শেষে শুকাইয়া যায়।

এই সকল রোগে পেঁয়াজের রস মাটিতে মিশাইয়া সেই মাটি গাছের গোড়ায় দিলে উপকার হয়।

উড়িষ্যা। বাঙ্গালার ন্যায় চাষ হয়। এখানে পাণের লতা অতি দীর্ঘজীবী হয়। এক একটা লতায় ৫০।৬০ বৎসর পর্য্যন্ত পাতা ভাঙ্গা চলিতে পারে। কাজেই উড়িষ্যায় প্রতি বিঘায় প্রতি বৎসরে খরচ-খরচা বাদে ২০০্ হইতে ৩।০্ পর্য্যন্ত টাকা লাভ হয়।

বোম্বাই। পাণের চাষের তত আদর নাই। আহ্মদ-নগরে ৩ বৎসর না হইলে পাতা ভাঙ্গিবার মত হয় না। মান্দ্রাজের মত চাষ হয়। ৮ দিন অন্তর পাতা ভাঙ্গে।

পুণায় বরজকে পাণমালা বলে। কূপের জলে চাষ হয়। দারবাড়ের পাণ আবাদের বস্তু। ইহা খোলা জমীতে হয়, বরজ বাঁধিতে হয় না। ৩ বিঘায় প্রায় হাজার লতা বসান হয়। একটা আবাদ ৩ হইতে ৭ বৎসর কাল থাকে।

কাণাড়ার পাণ আমগাছের গোড়ায় বুনে। ৩ বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গে। থানা জেলায় ইহা নিতান্ত লোণা, পাথুরে ও জলা জমি ভিন্ন আর সকল জমিতে জন্মে। এখানে ১ ফুট্ বা দেড় ফুট গভীর খানা কাটিয়া রাখে, পৌষ মাসে ঐ গর্ত্ত জলে ভরিয়া দেয়। জল শুকাইলে ভিজা থাকিতে থাকিতে এক হাত লম্বা পাণের ডাঁটা কাটিয়া প্রতি গর্ত্তে চারিটী করিয়া পুতিয়া দেয় ও গজাইলে গোঁজের গায়ে বাঁধিয়া দেয়। প্রায় অর্দ্ধ পোয়া সর্ষপের খোল প্রতি গর্ত্তে দিতে হয়। একমাস পরে আবার প্রতি গর্ত্তে একপোয়া করিয়া সর্ষপের খোল দিলে ভাল হয়। লতা বাড়িলে তাহার বাঁধন খুলিয়া মাটীতে লতাইতে দেয়। আবার প্রতি গর্ত্তে একপোয়া খোল দেয় ও লতার মূলে পাঁশমাটি চাপা দেয়। তখন লতার প্রতি গাঁটে ডাল বাহির হইয়া বেশ বর্দ্ধিত হয়। আর একপ্রকার চাষে লতা মাটিতে ছাড়িয়া না দিয়া মাচায় তুলিয়া দেয়। এক বৎসর পরে পাতা ভাঙ্গিতে থাকে। কোলাবা জেলায় মাছের সার দেয় ও তালপাতা ঢাকা দেয়। পুণা, সাতারা ও ঘাটপর্ব্বতে উৎকৃষ্ট পাণ জন্মে।

উত্তরপশ্চিম। বুন্দেলখণ্ডে ভাল পাণ জন্মে। এখানে পাণের চাষ বড় নাই।

ব্রহ্মদেশ।—করেণ জাতি এখানে উচ্চ স্থানে বৃহৎ বন্য তরুর মূলে পান চাষ করে। ঐ সকল গাছের নিম্নদিকের

সমস্ত পাতা ডাল কাটিয়া ফেলা। পাণলতা গুঁড়ি বাহিয়া লতাইয়া উঠে ও চারিদিকে বড় বড় পাতা ছড়াইতে থাকে। তাহা দেখিতে বড় মনোহর। যুবকেরা পাণ গাছে উঠা বড় কৌশলে শিক্ষা করে। বোধ হইতেছে এই জাতির নাম হইতেই "কড়ি" পাণের নামকরণ হইয়াছে। "মঘাই" নামে একপ্রকার ও 'মিঠা' নামে আর একপ্রকার অতি সুস্বাদু পাণ আছে।

বৈদ্যক-মতে, ইহা বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বীর্য্য, কষায়, তিক্ত, কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক এবং কফ, মুখগত দুর্গন্ধমল, বায়ু ও শ্রান্তিনাশক।

ভোজনান্তে সুপারি, কর্পূর, কস্তূরী, লবঙ্গ, জাতীফল অথবা মুখের নির্ম্মলতাজনক কটু, তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ফলের সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত তাম্বূল চর্ব্বণ করিবে।

প্রাতঃকালে, নিদ্রাবসানে, স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে ও পরিশ্রমের পর, পণ্ডিতসভায় এবং রাজসভায় তাম্বূল চর্ব্বণ প্রশস্ত। (রাজবল্লভ)

মতান্তরে তাম্বূল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত রুচিকারক, সারক, ক্ষারসংযুক্ত, তিক্ত, কটুরস, কামোদ্দীপক, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বশীকরজনক, কফঘ্ন, মুখের দুর্গন্ধ ও মলনাশক, বাতঘ্ন, শ্রমাপহারক, মুখের নির্ম্মলতা ও সৌগন্ধজনক, কান্তিজনক, অঙ্গসৌষ্ঠবকারক, হনু ও দন্তগত মলনাশক, রসনেন্দ্রিয়ের শোধক, মুখস্রাব ও গলরোগবিনাশক।

নূতন তাম্বূল ঈষৎ কষায়সংযুক্ত, মধুর রস, গুরু ও কফকারক এবং প্রায়ই পত্রশাকসদৃশ। পত্রশাকে যে যে গুণ অবস্থিতি করে, নূতন তাম্বূলপত্রেও সেই সেই গুণ আছে। যে সকল তাম্বূল বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত কটুরস, সারক, পাচক, পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য এবং কফনাশক।

পুরাতন তাম্বূল কটুরসবিহীন, লঘু, কোমলতর ও পাণ্ডুরবর্ণ, ইহা অত্যন্ত গুণদায়ক; অন্যান্য তাম্বূল ইহা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট। পাণ, সুপারি, খদির ও চূর্ণ একত্র ভক্ষণ করিলে কফ, পিত্ত ও বায়ু নষ্ট হয়, মন প্রফুল্ল হয়, মুখ নির্ম্মল ও সুগন্ধি হয় এবং কান্তি ও অঙ্গের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে তাম্বূল ভক্ষণ করিতে হইলে সুপারি অধিক, মধ্যাহ্ন-সময়ে খদির অধিক এবং রাত্রে অধিক চূণ মিশাইয়া তাম্বূল ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

তাম্বূলের অগ্রভাগে পরমায়ু, মূলভাগে যশ এবং মধ্যদেশে লক্ষ্মী অবস্থিতি করেন, এইজন্য তাম্বূলের অগ্রভাগ মূলভাগ, এবং মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভক্ষণ করা উচিত। (রাজনির্ঘণ্ট)

তাম্বূলের মূলদেশ ভক্ষণে ব্যাধি, অগ্রভাগ ভক্ষণে পাপসঞ্চয়, চূর্ণ পর্ণ ভক্ষণ করিলে পরমায়ুর হ্রাস এবং তাম্বূলের শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি নষ্ট হয়। (রাজবল্লভ)

পাণ, সুপারি প্রভৃতি চর্ব্বণ করিলে প্রথমে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা বিষোপম, দ্বিতীয়বার চর্ব্বণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন হয় তাহা ভেদক ও দুর্জ্জর এবং তৃতীয়বার চর্ব্বণ দ্বারা যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা অমৃত তুল্য গুণদায়ক ও রসায়ন। অতএব তাম্বূলের তৃতীয়বার চর্ব্বিত রসই পান করিবার উপযুক্ত। অতিশয় তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না এবং বিরেচনের পর অথবা ক্ষুধা উপস্থিত হইলে তাম্বূল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত তাম্বূল ভক্ষণে শরীর, দৃষ্টি, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রবণেন্দ্রিয়, বর্ণ ও বলের হ্রাস হয় এবং শেষে পিত্ত ও বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দন্ত দুর্ব্বল এবং চক্ষুরোগ, বিষরোগ, মূর্চ্ছারোগ, মদাত্যয়, ক্ষয় ও রক্তপিত্ত ইহাদের মধ্যে কোন এক রোগে আক্রান্ত হইলে তাম্বূল ভক্ষণ কর্ত্তব্য নহে। (ভাবপ্রকাশ)

বিধবা, স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও তপস্বী ইহাদিগের তাম্বূল ভক্ষণ বিশেষ নিষিদ্ধ। তাম্বূল ইহাদের পক্ষে গোমাংস সদৃশ। (ব্রহ্মবৈ॰

গুবাক ব্যতীত তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না, যদি কেহ গুবাক ব্যতীত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে যত দিন পর্য্যন্ত গঙ্গা গমন না করেন, ততদিন চণ্ডাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

"বিনাপর্ণং মুখে দত্ত্বা গুবাকং ভক্ষয়েদ্যদি।
তাবদ্ভবতি চণ্ডালো যাবদ্গঙ্গাং ন গচ্ছতি ॥" (কর্ম্মলোচন)

আচমন করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিতগণ দেবতা ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া তাম্বূল ভক্ষণ করেন না।

কবিরাজ মহাশয়েরা পাণের ভেষজ গুণের বড় পক্ষপাতী। নানাবিধ ঔষধের অনুপানস্বরূপ পাণের রস ব্যবহৃত হয়।

সুশ্রুতের মতে—পাণ সুগন্ধ, বায়ুনিঃসারক, দাহক ও উত্তেজক। ইহা সেবনে নিঃশ্বাসে সুগন্ধ হয়, স্বর পরিষ্কার হয়, মুখের দোষ নষ্ট হয়।

পাণের বোঁটা শিশুদিগের গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিলে তাহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা নষ্ট হয়। পাণপাতা ভিজাইয়া রগে দিলে মাথাধরা উপশম হয়। গলগলা ফুলিলে পাণ বাঁধিয়া রাখিলে উপকার দর্শে। ঠুনকোরোগে স্তনে বাঁধিলে পাণে বিশেষ উপকার হয়। ঘায়ের উপর পাণ বাঁধিয়া রাখিলে ঘা দূষিত হয় না ও উপকার হয়। পাণের সহিত চূণ, সুপারি, খদির ও অন্যান্য মশলা মিশাইয়া খাওয়া ভারতের সকল জাতি মধ্যে প্রচলিত। ইহা অভ্যর্থনা-কালে অতি প্রিয় ও উপাদেয় উপহাররূপে আগন্তুককে

ভোট	জঙস্। নীলঠোকর।
পঞ্জাবী	নীল টুসিয়া।
আরবী	নোহস্।
পারসী, তুর্কী	মিস্।
ব্রহ্ম	কেয়ানি।
চীন	চিটুং, টুং, চিকিন।
দিনেমার	কোবার।
ফরাসী (ফ্রান্স)	কুংভার।
ওলন্দাজ (হলণ্ড), সুইডেন	কোপার।
জর্ম্মণী	কুপার।
ইটালী	রামে।
লাটিন	কিউপ্রাম।
পোলণ্ড	মিয়েজ।
পর্ত্তুগীজ, স্পেন	কেমবার।
রুষ	ক্রীন্সনরক্তেড্ মেড্।

ইহার উৎপত্তির বিষয় এই প্রকার লিখিত আছে। পূর্ব্বকালে গুড়াকেশ নামে একজন মহাসুর তাম্ররূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর আরাধনা করে। বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইলে ঐ অসুর বিষ্ণুর চক্রে মৃত্যু কামনা করে। বিষ্ণু ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বৈশাখমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে তাহাকে বিষ্ণু-চক্র দ্বারা নিহত করেন, ঐ অসুর বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। পরে তাহার মাংসে তাম্র, রক্তে সুবর্ণ, অস্থিতে রৌপ্যাদি এবং তৎসমুদায়ের মলাতে অন্যান্য ধাতু উৎপন্ন হয়।* (বরাহপু°)

মতান্তরে কার্ত্তিকেয়ের যে শুক্র পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাম্র ধাতু উৎপন্ন হইয়াছে।†

তাম্র ধাতু যে আকারে সাধারণতঃ বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, খনিতে ঠিক সে ভাবে পাওয়া যায় না। অন্যান্য ধাতুর ন্যায় খনিতেও ইহা অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে, ভারতের উপদ্বীপাংশেই তাম্রের আকর বেশী আছে। সিংহভূম জেলায় ও ধলভূম রাজ্যে তামার আধিক্যবশতঃ তথায় খনির কার্য্য করিবার জন্য কতবার কত বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই সফল হইতে পারে নাই। হাজারীবাগে বরাগণ্ডা নামক স্থানে তামার আকর দেখা গিয়াছে এবং সেখানে পূর্ব্বে যে খনন-কার্য্য চলিত, তাহার চিহ্নও পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেই সকল খনি চালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। রাজপুতানায় দেশীয় রাজ্যে অনেকগুলি তাম্র আকর আছে, ইংরাজাধি-কৃত আজমীরে সম্প্রতি একদল ইংরাজ বণিক খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এখন কিন্তু খনির কার্য্য বন্ধ। কুমাউন ও গাড়োবাল জেলায় তামার আকর থাকিলেও আজমীরের ন্যায় দুর্দ্দশা হইয়াছে। দার্জিলিঙ্গের মধ্যে পোংগড়ি নামক স্থানের আকরে একটী খনির কার্য্য চলিতেছে। পশ্চিম-দুয়ারে যে সমস্ত আকর আছে, নেপালীরা তাহা চালায়। মান্দ্রাজে কর্ণুল ও নেল্লুর জেলায় খনির কার্য্য চলিতেছে।

ভারতে তামার খনির কার্য্য সম্বন্ধে নূতন কিছু জানিবার নাই। পূর্ব্বকালে ভারতে দেশীয়েরাই অধিক পরিমাণে তাম্র উত্তোলনাদি করিত, কিন্তু তাহারাও ক্রমশঃ ইহা ত্যাগ করিতেছে। নেল্লুর, সিংহভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে তামার পুরাতন খনিগুলি পরিদর্শন করিলে বুঝা যায় যে, এককালে এই কার্য্যে যথেষ্ট লোক খাটিত। অনেকবার ভারতে তামার খনি চালাইবার জন্য ইংরাজ বণিকদল গঠিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই স্থায়ী হইতে পারে নাই। এ দেশের তামার আকরের কার্য্যে তাঁহারা কোনরূপে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এইজন্য ইংরাজেরাও অনুমান করেন যে, এ বিষয়ে দেশীয়েরা মনোযোগী না হইলে উন্নতি হইবে না।

ভারতে ইহা অকসাইড্, এক প্রকার সাল্‌ফিউরেট, এক প্রকার সাল্‌ফেট, কার্ব্বনেট, আর্সেনেট ও ফস্‌ফেট অবস্থায় পাওয়া যায়। শিখাবতী, রামগড় প্রভৃতি স্থানে সাল্‌-ফিউরেট তামার আকর আছে। আজমীরে কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ-আকরেও কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। নেল্লুর ও কর্ণুল সিলিকেট তামার আকর আছে, কিন্তু তাহা উত্তোলনাদি করিবার মত স্থানে নহে। নজিবাদ, নাগপুর, ধনপুর ও জয়পুররাজ্যেও তামার আকর আছে। কচ্ছে তামার আকরে কার্য্য চলিতেছে।

পঞ্জাব-প্রদর্শনীতে গড়গাঁও হইতে একখণ্ড পাইরাইটিস্ তামা প্রেরিত হইয়াছিল। হিসার জেলা হইতে অতি উত্তম তামা প্রেরিত হয়। কাঙ্ড়া জেলায় কুলুর নিকট মণিকর্ণ ও পিলাং হইতে পাইরাইটিস্ নামক তামা ও স্পিতি হইতে লালবর্ণের কার্ব্বনেট তামাও প্রেরিত হয়। কাশ্মীরে তামা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার ব্যবসা চলে না। কুমাউন,

* "ততৈব চক্রেণ বিপাটিতোঽসৌ প্রাপ্তোঽপি মুক্তিং ভাগবতপ্রধানঃ।
তাম্রন্তু তন্মাংসসমুদ্ভূতং সুবর্ণং অস্থীনি রূপ্যং বহুধাতবশ্চ।"

† "শুক্রং যৎকার্ত্তিকেয়স্য পতিতং ধরণীতলে।
তস্মাত্তাম্রং সমুৎপন্নমিদমাহুঃ পুরাবিদঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

গাড়োবাল, সিকিম, নেপাল প্রভৃতি স্থানে তামার খনি আছে, দেশীয়েরাই অত্যল্প পরিমাণে তাহার কার্য্য চালায়। কুমাউনে সিংহানা নামক স্থানে এবং পাপুলি, পিপ্পলপাণি, মার্বুগেটি, কেরাই, বেলারসিরা, রোই, টোমাকেটি, দোবিরি, এবং ধনপুরে তামার খনি আছে। বৈদ্যনাথের নিকট দেওঘরেও তামার আকর দেখা যায়। ২ ফিট খুঁড়িয়াই এখানে তামা পাওয়া যাইতে পারে। রাজমহলের বাঁশলী কুল্লানামক স্থানের কয়লা খনির লোক আনাইয়া একবার পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে শতকরা ৩০ ভাগ ভাল তামা ও ২৫ ভাগ জলে বিকৃত তামা অনায়াসে পাওয়া গিয়াছিল। নেপালের পার্ব্বত্য-প্রদেশে লৌহ ও তামার খনি যথেষ্ট আছে। এখানকার তামা এত ভাল যে, এক সময়ে বিলাতী আমদানী তামা অপেক্ষা এই তামার সহস্রগুণ আদর ছিল। সিংহভূমে মেদিনীপুরের পশ্চিমে ৮০ মাইলের অধিক স্থানে তামার আকর আছে। ১৩৯ পাউণ্ড ওজনের ৩ খানি পাত এই স্থান হইতে প্রস্তুত হয়, তাহা মুদ্রা প্রস্তুতের সম্পূর্ণ উপযোগী বটে। এ তামাও আমদানী তামা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে কালহস্তী, বেঙ্কটগিরি, নেলূর ও বঙ্গপাড়ুতে তামার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কর্ণুলের ২০ মাইল পূর্ব্বে গুনিগ্রামের ২ মাইল দূরে তামার আকর আছে। লাম্পেইদ্বীপের তামা বেশ ভাল। মার্গুই দ্বীপপুঞ্জের অনেকদ্বীপে ধূসরবর্ণের আকর দেখা যায়, ইহার মধ্যে শতকরা অর্দ্ধেক ভাল তামা এবং অর্দ্ধেক অঙ্গন, লোহা ও গন্ধক থাকে। অষ্টিরান্, সলবিন্ ও চেডুবাদ্বীপে সবুজ কার্ব্বনেট তামা পাওয়া যায়। আসামে শিবসাগরের ৩০ মাইল দূরে ভাল তামা আছে।

শানরাজ্যে, কোলেন, মাহমো ও সইগং নামক স্থানে উৎকৃষ্ট ম্যালকাইট তামা পাওয়া যায়।

সইগং নামক স্থানে পূর্ব্বে চীনেরা খনি চালাইত। তামো-উরা নদীতীরে মউন-জং, টুংখু প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত স্থানে তামার আকর আছে।

সুমাত্রা ও সিলিবিস্দ্বীপে তামার খনি চলিতেছে। তিমুর দ্বীপেও তামা আছে। জাপানদ্বীপপুঞ্জে প্রচুর তামা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায় না। জাপানীরা ইহা পরিষ্কার করিয়া এক ইঞ্চ মোটা এক ফুট লম্বা পাত তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। অপেক্ষাকৃত মন্দ তামা ইটের আকারে বিক্রীত হয়। এখানকার তামার আকরে খাদের সঙ্গে স্বর্ণও পাওয়া যায়। চীন হইতে ওলন্দাজেরা প্রতিবৎসর এই তামা দুই হাজার টন রপ্তানী করে। চীনে একপ্রকার নিকেল মিশ্রিত শাদা তামা পাওয়া যায়। ইহা কেবল চীনেই উঠে। ইহাতে থালা, রেকাব প্রভৃতির ঢাকন, বাতিদান ও পেয়ালা প্রস্তুত হয়। নূতন অবস্থায় ইহা প্রায় রূপার ন্যায় দেখায়।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও তামার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাশ্মীরে শানস্কর নদীতীরে অতি উৎকৃষ্ট তামা পাওয়া যায়, ইহাতে অল্প পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত থাকে।

তামার ইতিহাস। অতি পুরাকাল হইতে তামা মানুষের পরিচিত হইয়াছে, এমন কি লৌহ আবিষ্কারের পূর্ব্বে তামাতেই অস্ত্রাদি ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। আদিমজাতি যে লৌহের অগ্রে ইহার ব্যবহার করিত, তাহার কারণ বোধ হয় যে, অন্যান্য ধাতুকে খনি হইতে তুলিয়া ব্যবহারিক ধাতুরূপে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, কিন্তু ইহাকে তাহা করিতে হয় না, কারণ খনিতেই ইহা ব্যবহারিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত আঘাতসহ ও ইহাতে তার হইয়া থাকে।

রোমকেরা কাইপ্রাস্ (সাইপ্রাস্) দ্বীপ হইতে প্রথম প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে প্রথমে 'কাইপ্রিয়াম্' বলিত, ক্রমে তাহাই কিউপ্রাম্ (কুপ্রাম্ বা কপার) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

খনিতে তামা নানাবিধ অবস্থায় পাওয়া যায়—অক্সাইড, ক্লোরাইড, কার্ব্বনেট, ফস্ফেট, সাল্ফেট, আর্সেনেট, সিলিকেট, ভানাডেট, সাল্ফাইড ও ব্যবহারিক ধাতু। প্রকৃতির প্রায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব বস্তুতে অল্পবিস্তর তামা আছে। সমুদ্রজ উদ্ভিদে তামা পাওয়া যায় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যে সমুদ্রজলে তামা আছে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদেহেও তামা আছে। ময়দা, খড়, শুষ্ক ঘাস, মাংস, ডিম্ব, পনীর প্রভৃতি দ্রব্যে তামা আছে। জীবরক্তেও তামার সত্তা আছে, যকৃৎ ও মূত্রযন্ত্রে তামার সত্তা শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অনেক অধিক। উপরে যতপ্রকার তামার কথা বলা গেল। ইহা তাহার সকল প্রকার তামা হইতেই ব্যবহারিক ধাতু পাওয়া যায় না।

খনি মধ্যে আকর-তামার সঙ্গে ব্যবহারিক তামা সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, কোথাও পাতলা পাত, কোথাও ছোট ছোট খোঁচাখোঁচা টুকরা আর কোথায় বা বড় বড় চাপ (Solid blocks) অবস্থায় পাওয়া যায়। আমেরিকার সুপিরিয়র হ্রদের তীরের আকরে ব্যবহারিক ধাতুই বেশী পাওয়া যায়। এখানে এক একটা চাপ ৫০০ টন পর্য্যন্ত হয়। উত্তর আমেরিকায় তামার শতকরা ৩ অংশ রৌপ্য থাকে। এই রৌপ্য একখণ্ড তামার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া থাকে, কোথাও বা তামার সঙ্গে চূর্ণবৎ বা সূত্রবৎ অবস্থায় পাওয়া যায়।

আকর তামার নানা বর্ণচ্ছটায় দেখা যায়; এই সকল তামাই সাল্ফাইড অবস্থাপন্ন।

১। ধূসর তামা (Grey sulphide of copper) ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক স্থানে ইহা সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

২। বেগুণে তামা—(Purple copper) তামা ও ফেরিক সালফাইড (Cuprous and Ferric sulphides) বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া এই খনিজ উৎপন্ন হয়। ইহা ত্রিবিধ অর্থাৎ একপ্রকার শতকরা ৭০ ভাগ, একপ্রকারে শতকরা ৬০ ভাগ ও অপর প্রকারে ৫৬ ভাগ খাঁটি তামা থাকে। কর্ণওয়াল, সুইডেন ও উত্তর আমেরিকায় ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

৩। পাইরাইটিস্ বা পীত তামা (Copper pyrites or yellow copper) এই শ্রেণীর তামাই অধিক পাওয়া যায়। শতকরা ৩৪'৪ অংশ তামা থাকে। কর্ণওয়াল, ডিভনসায়ার, সুইডেন, কিউবাদ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কর্ণওয়ালের খনিতে বৎসরে ইহা একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইতে ৩০ হাজার টন উৎপন্ন হয়। ইহাতে ব্যবহারিক তামা প্রায় ১২ হাজার টন প্রস্তুত হয়।

৪। ফহল্ওর বা প্রকৃত ধূসর তামা (Fahl-ore or true grey copper) ইহাতে বহুধাতু মিশ্রিত থাকে, তন্মধ্যে প্রোটোসালফাইড-তামা (Protosulphide of copper), আর্সেনিক, রসাঞ্জন, দস্তা, লোহা, রূপা ও পারা-ই বেশী; শতকরা ৩০।৪৮ অংশ বিশুদ্ধ তামা থাকে। পারা শতকরা ২ হইতে ১৫ অংশ থাকে। রূপা যত কম থাকে, বিশুদ্ধ তামার পরিমাণ তত বেশী হয়। গন্ধক ও রসাঞ্জনযোগে ইহার আর একশ্রেণী উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'বুর্ণোনাইট' (Sulphantimonite of copper) বলে।

৫। আটাকামাইট—(Atacamite) পেরু ও চিলিদেশে পাওয়া যায়। ইহাকে Oxychloride of copper বলে।

৬। ক্রিসোকোল্লা—(Chrysocolla) উক্তদেশে তাম্রখনিতে পাওয়া যায়। ইহাকে Silicate of copper বলে। এই দুই ধাতু হইতেও তাম্র পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়।

তামার তাড়িত-পরিচালনশক্তি রূপার পরেই অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা অনেক অধিক, এই জন্য ইহার তারের সাহায্যে তাড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ হয়।

তাম্র প্রায় সকল প্রকার মৌলিকধাতুর সহিতই মিশিয়া থাকে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ঔষধাদিতে ব্যবহার হয়। নাইট্রোমিউরেটিক অ্যাসিড ও আমোনিয়া সংযোগে তামা দ্রব হয়। ক্লোরাইন গ্যাস সংযোগে তামায় জ্বালাইতে পারা যায়।

তামা হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য আরও কতকগুলি মিশ্রিত ধাতু প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে পিত্তল [পিত্তল দেখ।] মুন্জের ধাতু (Muntz's metal), প্রিন্সের ধাতু (Prince's metal), মোসেয়িক স্বর্ণ (Mosaic gold), মানহিম স্বর্ণ (Mannheim gold), নকল ব্রোঞ্জ (Immitation bronze). সিমিলর (Similor) টম্বাক (Tombac), কাঁসা (Bell-metal.)

তামার আণবিক গুরুত্ব ৩১·৭৫, আপেক্ষিক তাপ হইতে ১০০° মধ্যে ·০৯৫১৫ অবস্থাভেদে আপেক্ষিক গুরুত্বের বিভিন্নতা ঘটে। শুদ্ধ তামার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৯·০০০।

তামার স্বাদ কষা, ইহাতে গ্রাহিতাগুণ আছে। তামা অধিকক্ষণ হাতে থাকিলেও বমনোদ্রেক হয়। ইহা রৌপ্য অপেক্ষা কঠিন। ইহা অত্যন্ত ঘাতসহ, পিটিয়া ইহাকে এত পাতলা পাত করা যায় যে, বাতাসে উড়িয়া যাইতে পারে। ইহাকে তারও অতি সূক্ষ্ম হয়; ·০৭৮ ইঞ্চ মোটা তারে ৩০২·২৬ পাউণ্ড ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না। সঁ্যাতায় বা বায়ুতে থাকিলে ইহাতে মরচে পড়ে, ইহাকে তামার কলঙ্ক বলে। এই কলঙ্ক বিষাক্ত। তামায় টিন মিশাইয়া ইহাকে আরও ঘাতসহ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে ইহার ভঙ্গপ্রবণতা বাড়ে। শতকরা ৫ ভাগ টিন মিশাইলে ইহার বর্ণ রক্তাভ পীতবর্ণ, কঠিন, ঘন ও ধ্বনিকর হয়, মরচে ধরে না। এইজন্য টিন মিশাইলে তামার আরও বেশী কার্য্য হয়। ৫ ভাগের অধিক যত টিন মিশিবে তামার ভঙ্গপ্রবণতা ততই বাড়িবে।

১। Speculum metal—তামার সহিত ⅓ অংশ টিন মিশাইলে যে ধাতু হয়, তাহাতে আলোক প্রতিক্ষেপ করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হয়, এজন্য ইহাকে Speculum metal (স্পেকুলাম ধাতু) বলে। প্লিনি বলেন, এই ধাতুতে পূর্ব্বে দর্পণ প্রস্তুত হইত। আমাদের দেশেও কাংস্যখণ্ডে দর্পণ প্রস্তুত হইত ইহা দেখা যায়। অদ্যাপিও পূজা, বিবাহ প্রভৃতিতে কাংস্যধাতুফলক (মলিন হইলেও) দর্পণরূপে ব্যবহৃত হয়।

২। Muntz's metal—জাহাজ ও বড় বড় নৌকার তলা মুড়িবার জন্য এই ধাতু ব্যবহৃত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জি, এফ, মুন্জ সাহেবকে ইহার পেটেন্ট দেওয়া হয়। ৬০ ভাগ তামা ও ৪০ ভাগ দস্তায় এই ধাতু প্রস্তুত হয়। ইহা গলাইয়া ঢালিয়া চাদরের মত বড় বড় পাত প্রস্তুত করে। পাত প্রস্তুত হইলে গন্ধকদ্রাবক মাখাইয়া ধুইয়া ফেলে। ইহা দেখিতে হরিদ্রাবর্ণ, খালি তামার পাত অপেক্ষা এই ধাতুর পাতে উদ্দেশ্য ভালরূপে সাধিত হয়। তামা অপেক্ষা ইহা দ্বারা তলা মোড়াই করিতে খরচ কম পড়ে, কিন্তু যুদ্ধজাহাজের জন্য এখনও ইহা ব্যবহৃত হয় না।

৩। Prince's metal—৮০ ভাগ তামার সহিত দস্তা, টিন

ও সিসা মিশাইয়া এই ধাতু প্রস্তুত করে। ইহা দ্বারা ব্রেঞ্জ-ধাতুর ন্যায় রঙের কলাই করা চলে। ৮৫·৫ ভাগ তামা ও ১১·৫ ভাগ দস্তা মিশাইয়া লইলে এই ধাতুকে বাটালি কাটিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করা চলে। ইহা গাঢ় রক্তবর্ণ হয়।

৪। Mosaic gold—অতি শীতল স্থানে সমভাগে দস্তা ও তামা মিশাইয়া গলাইতে হয়। গলিত দ্রব্যকে খুব ঘুঁটিতে হয়, ঘুঁটিবার সময় আবার অল্প পরিমাণে দস্তা মিশাইতে হয় ও ঘুঁটিতে হয়, শেষে রং পরিবর্ত্তন হইতে হইতে দিব্য শ্বেতবর্ণ হয়। তৎপরে শীতল হইলে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে।

৫। Mannheim gold—এই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর ন্যায়, তবে উপাদানে ভাগের ঈষৎ তারতম্য আছে।

৬। Tombac—৮৪·৫ ভাগ তামা ও ১৫·৫ দস্তা মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার ন্যায় ঘাতসহ ধাতু নাই বলিলেও চলে; ইহার তারও খুব বড় সূক্ষ্ম ও ভাল হয়।

৭। Immitation bronze—এই ধাতুও প্রিন্সেস্ ধাতুর ন্যায়। ভাগ পরিমাণ ৪ ভাগ টিন, ৬৪ ভাগ তামা ও ৩২ ভাগ দস্তা। ইহা দিব্য পীতবর্ণ, ইহাতেই মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৮। কাঁসা—(Bell-metal or bronze) [কাংস্য দেখ।]

টম্বাক ধাতু পিটিয়া [illegible] ইঞ্চ পুরু পাত প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ সূক্ষ্ম পাতকে "দলকাচী ধাতু" (Dutch metal) বলে। ব্রোঞ্জরং ও ব্রোঞ্জচূর্ণ এই দলকাচী ধাতু, রজন ও জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রস্তুত হয়, কোন কোন স্থলে তৈল অথবা বসার সহিত মিশিয়া লয়।

তামা অতি পবিত্র ধাতু বলিয়া আমাদের দেশে দেব-পূজার সমস্ত বাসনাদি প্রস্তুত হয়, কোশা, কুশী, তাম্রকুণ্ড, ঘট, ঘটী, পুষ্পপাত্র, চন্দনের বাটী, জলশঙ্খ ইত্যাদি। তামার পুষ্পপাত্রে পশ্চিমাঞ্চলে নানাবিধ খোদিত কারুকার্য্য দেখা যায়। হিন্দুর বিশ্বাস, কলিকালে তাম্রপাত্রে ভোজন নিষেধ আছে, কিন্তু মুসলমানেরা বারবৎ তামার "বদনা" নামক নলবিশিষ্ট ঘটী নিত্য ব্যবহার করে। ডেকচি, শানক, বাটি প্রভৃতি বাসন রাং দিয়া কলাই করিয়া লয়। তামাকু রাখিবার জন্য তামার বড় বড় হাঁড়ী বা জালা ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্ব্বেদ, এলোপাথি, হোমিওপাথি, হাকিমী ও অব-যৌক্তিক চিকিৎসা প্রণালীতে নানাবিধ আকারে ঔষধার্থে তামা ব্যবহৃত হয়।

যে তামা জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল এবং যাহা আঘাতদ্বারা নষ্ট হয় না ও লৌহ বা সিসা মিশ্রিত না থাকে, সেই তাম্রই উত্তম, এবং মারণের উপযোগী।

যে তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত স্বচ্ছ বা শুক্লবর্ণ এবং আঘাত দিলে নষ্ট হয়, যাহাতে লৌহ ও সিস মিশ্রিত, সেই তাম্র দূষিত, এইরূপ তাম্র মারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

তাম্রের শোধনবিধি—তাম্রের অতি সূক্ষ্মপাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে উহা জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ রক্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র এবং কুলথ কলায়ের কাথ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটীতে তিন তিন বার করিয়া নিমগ্ন করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয়।

অশোধিত তাম্র বিষ অপেক্ষাও অনিষ্টকারী, কারণ বিষে একটী মাত্র দোষ পরিলক্ষিত হয়, আর অশোধিত তাম্রে ৮ প্রকার দোষ আছে। অশোধিত তাম্র সেবনে ভ্রম, বমি, বিরেচন, ঘর্ম্ম, উৎক্লেদ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি উৎপন্ন হয়। এই অষ্ট দোষযুক্ত তাম্রই একমাত্র বিষ।

তাম্রের মারণবিধি।—তাম্রের পত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া থলে ফেলিয়া উহার চারি অংশের এক অংশ পারদ মিশ্রিত করিবে। তাহার পর অম্লদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া থল হইতে উদ্ধৃত করিবে। পরে দ্বিগুণ গন্ধক অম্লদ্বারা পেষণ করিয়া ঐ তাম্র পত্রগুলি লেপিয়া গোলকাকৃত করিবে এবং মূরস (আদ্রক), তেঁতুল বা আমরুল বা পুনর্ণবা পেষণ করিয়া কল্ক করিবে। ঐ কল্কদ্বারা উক্ত গোলকের উপর দুই অঙ্গুলি পরিমাণ লেপ দিবে। তৎপরে ঐ গোলক একটি পাত্র মধ্যে স্থাপন ও বালুকাদ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করিয়া মুখে একখানা সরা দিয়া ঢাকা দিবে। অনন্তর মৃত্তিকা, লবণ ও জল একত্র করিয়া পাত্র ও সরার সন্ধিস্থান বন্ধ করিবে। পরে চুল্লীর উপর রাখিয়া চারি প্রহর অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। অগ্নির উত্তাপ ক্রমাগত বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। এইরূপে পাক সম্পন্ন করিয়া শীতল হইলে গোলকটিকে তুলিয়া ওলের রসদ্বারা এক প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া ওলের মধ্যে পুরিতে হইবে। তৎপরে সেই ওলের চতুর্দ্দিকে এক অঙ্গুল পুরু করিয়া মৃত্তিকা লেপিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে তাম্র মারিত হয়। এই মারিত তাম্র বমন, বিরেচন, ভ্রম, ক্লম, অরুচি, বিদাহ, স্বেদ ও উৎক্লেদ কখন জন্মায় না।

মারিত তাম্রের গুণ,—কষায়, মধুর, তিক্ত, অম্লরস, কটু বিপাক, সারক, পিত্তনাশক, কফাপহারক, শীতবীর্য্য, ব্রণ-রোপক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, কিঞ্চিৎ বৃংহণ এবং পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলনাশক।

অসম্যক্ মারিত তাম্র সেবন করিলে দাহ, স্বেদ, অরুচি, মূর্চ্ছা, ক্লেদ, বিরেচন, বমি ও ভ্রম উপস্থিত হয়। (ভাবপ্র°)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে তাম্রে অষ্টবিধ দোষ আছে। এই জন্য তাম্র শোধন করা আবশ্যক।

তাম্রশোধন। লবণ ও আকন্দদুগ্ধে তামার পাতায় লেপ দিয়া পোড়াইয়া নিসিন্দাপাতার রসে নিক্ষেপ করিলে তাম্রশোধন হয়।

মতান্তরে। গোমূত্রে তাম্রপত্র দিয়া অগ্নিময় অগ্নিসন্তাপে এক প্রহর কাল পাক করিলে তাম্র শোধিত হয়।

তাম্রপাক। দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত গ্রহমারী ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তামার পাতায় মাখাইয়া লবণযন্ত্রে চারিপ্রহর কাল পাক করিবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া সদ্যরোগে প্রয়োগ করিবে। কাগজি নেবুর রস, সৈন্ধব লবণ ও গন্ধক তামার পাতায় লেপ দিয়া ভস্ম হওয়া পর্য্যন্ত পুট প্রদান করিতে হইবে, এইরূপে তাম্র পাক হয়।

অন্যমতে তামার পাতায় লবণ, ক্ষার ও কাগজী নেবুর রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া সিজ ও আকন্দ দুগ্ধ মাখাইয়া বার বার পোড়াইয়া নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিবে। পরে সমভাগ পারদ, দুগ্ধ, ঘৃত ও গন্ধক মিশাইয়া তিনপুট দিলে ভস্ম হইবে এবং পঞ্চামৃতে তিনপুট দিবে।

শোধিত তাম্রের গুণ। অনুপান বিশেষে সেবন করিলে ক্ষয়, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শূল, মেহ, অর্শ ও বাত নষ্ট হয়। এক রতি হইতে ছই রতি মাত্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিলে মেদ, মৃত্যু ও জরা নষ্ট হয়।

তাম্র চক্ষু, বিষদোষ, যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, ক্রিমি, শূল আমবাত, গ্রহণী, অর্শ এবং অম্লপিত্ত প্রভৃতি নাশ করিয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারস°)

তাম্র ভস্ম সংযোগে শুচি হয়, "তাম্রমম্লেন শুদ্ধতি" (মনু)। তাম্রপাত্রে ভোজন করিতে নাই। দেবপূজা প্রভৃতিতে তাম্র পাত্র প্রশস্ত, দেবপূজায় তাম্রনির্ম্মিত পাত্রই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২ কুষ্ঠভেদ। ৩ রক্তবর্ণ। ৪ দ্বীপভেদ।

"দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পর্ব্বতং রামকং তথা॥" (ভারত ২।৩১।৬২)

তাম্র, মহিষাসুরের এক বিখ্যাত সেনাপতি। এই দানব ইন্দ্র-যমাদি দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া শেষে দেবীর হস্তে নিহত হয়। (দেবীভা° ৫ম স্কন্ধ)

তাম্রক (ক্লী) তাম্র-স্বার্থে কন্। তাম্র। [তাম্র দেখ।]

তাম্রকণ্টক (পুং) নির্যাসপ্রধানকণ্টক বৃক্ষবিশেষ।

তাম্রকর্ণী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণৌ কর্ণৌ যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পশ্চিমদিক্‌হস্তীর পত্নী। ইহার নাম অঞ্জনা। (অমর)

তাম্রকার (পুং স্ত্রী) তাম্রং করোতি তাম্রধাতুভিঃ পাত্রাদিকং নির্ম্মাতি কৃ-অণ্। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। পর্য্যায়—তাম্রিক, শৌম্বিক, তাম্রকুট্টক। (শব্দর°) এই জাতির বিষয়ে অনেক প্রকার মত আছে। কোনমতে আয়োগবের ঔরসে ও বিপ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"আয়োগবেন বিপ্রায়াং জাতাস্তাম্রোপজীবিনঃ॥"

শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব জাতির উৎপত্তি হয়। এই তাম্রকার জাতি কংসকার জাতির অন্তর্গত এবং এই জাতি বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর একমতে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা তাম্রের পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। [কাংসকার দেখ।]

তাম্রকিরি (পুং) লোহিতবর্ণ কীটবিশেষ।

তাম্রকুট্ট (পুং স্ত্রীং) তাম্রং কুট্টয়তি কুট্ট-অণ্। তাম্রকার। [তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুট্টক (পুং) তাম্রং কুট্টয়তি কুট্ট-ণ্বুল্। [তাম্রকার দেখ।]

তাম্রকুণ্ড (ক্লী) কুণ্ড, তাম্রময়ং কুণ্ডং। তাম্রময় জলাধার পাত্রভেদ, দেবপূজাদি করিবার সময় ইহাতে জল ফেলা হইয়া থাকে।

"শঙ্খং উপচারাৎ তাম্রকুণ্ডং।" (উজ্জ্বল)

তাম্রকূট (পুং ক্লী) তাম্রস্য কূটমিব। ক্ষুপবিশেষ, তামাক।

"সম্বিদা কালকূটঞ্চ তাম্রকূটঞ্চ ধুস্তুরং।
অহিফেনং খর্জ্জুরসারং তারতা তথা।
ইত্যাদ্যো সিদ্ধিদানি যথা সুর্য্যাষ্টকং প্রিয়ে॥" (কুলার্ণবত°)

তন্ত্রের মতে সম্বিদা, কালকূট, তাম্রকূট, ধুস্তুর, অহিফেন, খর্জ্জুরসার, শাবিকা, তারিতা এই ৮টী সিদ্ধি দ্রব্য।

তাম্রক্রিমি (পুং) তাম্রবর্ণঃ ক্রিমিঃ কীটঃ মধ্যলো°। ইন্দ্রগোপকীট। (হারা°)

তাম্রগর্ভ (ক্লী) তাম্রং গর্ভ ইব উৎপত্তিস্থানং যস্য বহুব্রী। তুত্থ, তুঁতে। ইহা তাম্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। [তুত্থ দেখ।]

তাম্রচক্ষুস্ (পুং) তাম্রচক্ষুষী যস্য বহুব্রী। যাহার চক্ষুঃ রক্তবর্ণ।

তাম্রচূড় (পুং স্ত্রী) তাম্রা রক্তা চূড়া যস্য বহুব্রী। ১ কুক্কুট, কুঁকড়া, তাম্রচূড়গণ ভীত হইয়া "কুক্‌ কুক্‌" শব্দ করিয়া থাকে। রাত্রিকালে যদি উচ্চশব্দ ত্যাগ করিয়া অপর প্রকার শব্দ করে, তাহা হইলে ভয় হয়। কিন্তু নিশাবসানে স্বস্থ চন্দ্রচূড় তাম্রস্বরে স্বাভাবিক শব্দ করিলে রাজার রাষ্ট্র ও পুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃহৎস° ৮৬।৩৪) [কুক্কুট দেখ।]

২ কুকুরশুঙ্গ, কুকসিমা, এই বৃক্ষের অগ্রভাগ রক্তবর্ণ। (স্ত্রী) ৩ কুমারানুচর মাতৃভেদ।

"সুভগা লাম্বিনী লম্বা তাম্রচূড়া বিকাসিনী" (ভারতশ° ৪৭ অঃ)

(ত্রি) ৪ রক্ত শিখাযুক্ত।

তাম্রচূড়ভৈরব (পুং) ভৈরবভেদ।

তাম্রজাক্ষ (পুং) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ।

(হরিব° ১৬২ অ°)

তাম্রতনু (ত্রি) তাম্রের ন্যায় শরীরবর্ণ।

তাম্রতুণ্ড (পুং) একপ্রকার বানর, ইহাদের মুখের রঙ্ অনেকটা তামার মত।

তাম্রত্রপুজ (পুং) তাম্রঞ্চ ত্রপু চ তাভ্যাং জায়তে জন-ড। কাংস্য, কাঁসা। [কাংস্য দেখ।]

তাম্রত্ব (ক্লী) তাম্রস্য ভাবঃ তাম-ত্ব। তাম্রের ভাব। রক্তবর্ণ।

তাম্রদুগ্ধা (স্ত্রী) তাম্রং রক্তং দুগ্ধং ক্ষীরং রসো যস্যাঃ বহুব্রী। গোরক্ষদুগ্ধা। (রাজনি°)

তাম্রদ্রু (পুং) রক্তচন্দন।

তাম্রদ্বীপ (পুং ক্লী) দক্ষিণদেশস্থিত দ্বীপবিশেষ, সহদেব দাক্ষিণাত্য বিজয় সময়ে এই দ্বীপ জয় করেন। তাম্রপর্ণী।

"দ্বীপং তাম্রাহ্বয়ঞ্চৈব পর্ব্বতং রামকং তথা।
তিমিঙ্গিলঞ্চ স নৃপং বশে কৃত্বা মহামতিঃ॥"

(ভারতস° ৩০ অ°)

তাম্রধাতু (পুং) তাম। [তাম্র দেখ।]

তাম্রধূম্র (ত্রি) রক্ত ও ধূম্রবর্ণ, তামাটে লাল।

তাম্রধ্বজ (পুং) রত্নপুরের রাজা ময়ূরধ্বজের পুত্র। ইনি যুদ্ধে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

[তাম্রলিপ্ত ও ময়ূরধ্বজ দেখ।]

তাম্রপক্ষা (স্ত্রী) সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের কন্যাভেদ।

(হরিব° ১৬২ অ°)

তাম্রপক্ষিন্ (পুং) কৃষ্ণের এক পুত্র।

তাম্রপট্ট (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং পট্টং মধ্যলো° কর্ম্মধা। তাম্রময় লেখনপত্রভেদ, তাম্রশাসন। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মবিদ্ রাজগণ ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রপত্রে ভূমির পরিমাণাদি সমস্ত বিবরণ লিখিয়া স্বমুদ্রা চিহ্নিত করিয়া প্রদান করিতেন, ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে সেই ভূমি ভোগ করিতেন। পরে অন্য কোনও রাজা ঐ ভূমির করাদি লইতেন না। ঐরূপ ভূমি দান করা অপেক্ষা পরদত্ত ভূমির রক্ষা করা অতিশয় পুণ্যজনক।* ভারতের সকল স্থান হইতেই এইরূপ শতশত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ভারতীয় রাজগণের বংশাবলী ও ইতিহাস অনেকটা স্থির হইতেছে।

তাম্রপত্র (পুং) তাম্রং রক্তং পত্রং যস্য বহুব্রী। ১ জীবশাক। ২ রক্তবর্ণ পত্র বৃক্ষমাত্র। কর্ম্মধা। ৩ তাম্রময় লেখনপত্র। ৪ রক্তদল নবপল্লব।

তাম্রপত্রক (পুং) [তাম্রপত্র দেখ।]

তাম্রপর্ণ, সিংহল দ্বীপের নামান্তর (Taprobane)।

[সিংহল দেখ।]

তাম্রপর্ণী, মান্দ্রাজের অন্তর্গত তিন্নেবেলি জেলার একটী নদী। ইহার স্থানীয় নাম "পরুনৈ"। টলেমী ও পেরিপ্লাস্ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে অম্বাসমুদ্রম্ পর্যান্ত গিয়াছে, তৎপরে উত্তরপূর্ব্বমুখে তিন্নেবেলি হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত তৎপরে কখন দক্ষিণ কখন বা পূর্ব্বমুখে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

ইহার মূলে চিত্তার প্রভৃতি উপনদী আছে। ইহার দৈর্ঘ্য মোট ৭০ মাইল। এই নদীদ্বারা তিন্নেবেলি জেলায় ১৯২০০০ বিঘা জমীতে জল সঞ্চার হয়। এই জল-সঞ্চারের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে নদীগর্ভে এনিকাট প্রস্তুত হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ আটটী এনিকাট আছে; সাতটী হিন্দুরাজগণের প্রস্তুত, ৮মটী শ্রীবৈকুণ্ঠম্ নামক স্থানে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দ্বারা নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। এই এনিকাট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৭'২০ ফিট উচ্চ। কখন কখন নদী এত পূর্ণমাত্রায় ভরিয়া উঠে, যে, তখন এনিকাট ডুবিয়া যায়, এ পর্য্যন্ত একপ ডুবিয়া এনিকাটের উপরেও ১১½ ফিট জল জমিতে দেখা গিয়াছে। ইহার তীরে কোল-কাই নামক একটী স্থান এখন সমুদ্র হইতে ৫ মাইল দূর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু টলেমীর বর্ণনায় এই স্থানটী সমুদ্রবর্ত্তী বন্দর বলিয়া জানা যায়। এই কোলকেই এখন গ্রামমাত্রে পর্য্যবসিত। তামিল ভাষায় কোলকই অর্থে সেনাদল বা সেনাশিবির বুঝায়। কয়াল নামে আরও একটী ক্ষুদ্রগ্রাম সমুদ্র হইতে ৩ মাইল দূরে আছে। মার্কপোলো এই কয়াল-কেই কয়েল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

রামায়ণ, মহাভারত ও সকল প্রধান পুরাণে এই নদীর উল্লেখ আছে। প্রিয়দর্শী অশোকের ১৩শ অনুশাসনে এই নদীর উল্লেখে লিখিত আছে যে, 'দক্ষিণে চোড়গণ ও পাণ্ড্যগণ তম্বপন্নী (তাম্রপর্ণী) পর্য্যন্ত বাস করিতেন, সেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল'।

এই নদীর উৎপত্তির নিকট আর এক তাম্রপর্ণী নদী আছে, তাহা পশ্চিমমুখে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

---

* "দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যন্তু কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতং।
অভিলেখ্যাত্মনোবংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ।
প্রতিগ্রহপরীমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনং।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরং॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলায় ঘাটপর্ব্বত নদীর নিকট সিদ্ধিহল নামক স্থানে তাম্রপর্ণী নামে এক উপনদী দক্ষিণ হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই উপনদী গন্ধর্ব্বগড়ের নিকট মলপ্রভা নদীতে প্রবাহিত।

৩ সিংহলদ্বীপের একটী নগরী, তাহা হইতে সমস্ত সিংহল তাম্রপর্ণ নামে খ্যাত হয়। ৪ মঞ্জিষ্ঠা।

তাম্রপর্ণীয় (পুং) সিংহলদ্বীপবাসী বৌদ্ধ।

তাম্রপল্লব (পুং) তাম্রাণি পল্লবানি যস্য বহুব্রী। অশোকবৃক্ষ, পর্য্যায়—হেমপুষ্প, বঞ্জুল, কঙ্কেলি, পিণ্ডপুষ্প, গন্ধপুষ্প, নট। (ভাবপ্র°)

তাম্রপাকিন (পুং) পাকে রক্তিমা পাকঃ পশ্চাৎ, তাম্রঃ পাকঃ পাক ফলে রক্তাস্য ইতি ইনি। গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ, গাধিভাঁট গাছ। (রত্নমালা)

তাম্রপাত্র (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং পাত্রং কর্ম্মধা। তাম্রময় পাত্র, তাম্রপাত্রে তর্পণ প্রশস্ত। কোন দৈবকার্য্য করিতে হইলে তাম্রপাত্রে সঙ্কল্প করিতে হয়। তাম্রপাত্রে ভোজন নিষিদ্ধ। তাম্রপাত্রে মধু ও দুগ্ধ রাখিলে মদ্যতুল্য হয়।

"নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু।
গব্যঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং ঘৃতং বিনা॥" (স্মৃতিসাগর)

তাম্রপাত্রে ঘৃত রাখা প্রশস্ত। তাম্রপাত্রে দধি ও মাংস দূষণীয় কিন্তু দ্রবাম্লযুক্ত মাংস ও গুড়যুক্ত দধি দূষণীয় নহে। তাম্রের পাত্র প্রশস্ত। তাম্রপাত্রাভাবে মৃৎপাত্রই হিতকর।

"দেয়ং জলং তাম্রজ তদভাবে মৃদো হিতং।" (ভাবপ্র°)

২ তাম্রশাসন, যে তাম্রপট্ট লিখিয়া রাজা ভূম্যাদি দান করেন।

"তাম্রপাত্রে বৃতং লেখ্যা শাসনানি বহূনি চ।
এতেভ্যো দদান্ পুত্রং কন্যা বরাসনেন তঃ॥"
(হরিমিশ্র কারিকা।)

তাম্রপাদী (স্ত্রী) হংসপদীলতা, গোয়ালে লতা। (রাজনি°)

তাম্রপুষ্প (পুং) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যস্য বহুব্রী। রক্তকাঞ্চনপুষ্পবৃক্ষ, পর্য্যায়—কোবিদার, চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্র, স্বল্পকেশরী। ২ ভূমিচম্পক, ভুঁইচাঁপা। (ত্রি) ৩ রক্তপুষ্পযুক্ত মাত্র। (ক্লী) তাম্রং পুষ্পং কর্ম্মধা। ৪ রক্তপুষ্প।

তাম্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) তাম্রবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী কপ্ টাপি অত ইত্বং। রক্তত্রিবৃৎ, লাল তেউড়ী। (রাজনি°)

তাম্রপুষ্পী (স্ত্রী) তাম্রং পুষ্পং যস্যাঃ বহুব্রী স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ ধাতকীপুষ্প, ধাই ফুল, পর্য্যায়—ধাতুপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী, বহ্নিজ্বালা। (ভাবপ্র°)

২ পাটলাবৃক্ষ, পারুলগাছ। [পাটলা দেখ।] ৩ শ্যামাত্রিবৃৎ।

তাম্রপ্রয়োগ (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—৮ তোলা পরিমিত তাম্র পাত্রে দগ্ধ করিয়া যথাক্রমে আমন্দের আটায়, নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রসে ও সিজের আটায় তিন বার প্রক্ষিপ্ত করিয়া শোধন করিয়া লইবে। পরে পারা ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর অর্দ্ধভাগ জামীরের রসে মাড়িয়া তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপাত্র অন্ধমূষায় বদ্ধ করিয়া ৫টী পুট দিবে।

ইহার মাত্রা ২ রতি। অনুপান মধু ও ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্য রত্না° ভগন্দরাধিকার)

তাম্রফল (পুং) তাম্রং রক্তবর্ণং ফলং যস্য বহুব্রী। ১ অঙ্কোঠ বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তফলযুক্ত বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং ফলং কর্ম্মধা। ৩ রক্তফল।

তাম্রফলক (ক্লী) তাম্রনির্ম্মিতং ফলকং মধ্যলো° কর্ম্মধা। তাম্রনির্ম্মিত পট্ট। [তাম্রপট্ট দেখ।] তামার চাদর।

তাম্রমুখ (ত্রি) তাম্রং মুখং যস্য বহুব্রী। অরুণবদন, যাহাদের মুখ রক্তবর্ণ।

তাম্রমূলা (স্ত্রী) তাম্রং মূলং যস্যাঃ বহুব্রী অজাদিত্বাৎ টাপ্। ১ দুরালভা। ২ লজ্জালু, লাজালু। ৩ কচ্ছুরাবৃক্ষ, হিন্দীভাষায় খিবাচ। ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ রক্তমূলক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং মূলং কর্ম্মধা। ৬ রক্তমূল।

তাম্রমৃগ (পুং) তাম্রঃ রক্তবর্ণঃ মৃগঃ কর্ম্মধা। লোহিতবর্ণ হরিণ।

তাম্রযোগ (পুং) তাম্রস্য যোগঃ ৬তৎ। চক্রদত্তোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ ১ মাষা ও গন্ধক ১ মাষা লইয়া যথাবিধানানুসারে শোধন ও মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, তৎপরে ঐ কজ্জলী একটী দৃঢ় ও নূতন মৃৎপাত্রে রাখিয়া তদুপরি কাঁটানটের মূলচূর্ণ ২ মাষ দিবে, তাহার পর ১৫ মাষা পরিমিত কণ্টবেধ যোগ্য নেপালদেশীয় তাম্রপাত্র জাম্বীরের রসে শোধিত করিয়া পাত্রস্থ ঔষধে ঢাকা দিতে হইবে এবং খড়ি বা লেই করিয়া তাম্রপাত্র মৃত্তিকাপাত্রের সহিত উত্তমরূপে জোড় লাগাইয়া দিবে, যেন উহা ভেদ করিয়া নিম্নে বালুকা পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে না পারে। তদুপরি বালুকা দিয়া পাত্র পূর্ণ করিতে হইবে। তৎপরে ঐ পাত্রের তলায় অর্থাৎ নীচে এক ঘন্টাকাল জ্বাল প্রদান করিয়া পাত্রটী নামাইতে হইবে।

শীতল হইলে পাত্রের উপরিস্থিত বালুকা সকল বাহির করিয়া ফেলিবে এবং নিম্নস্থ তাম্রপাত্র ও কজ্জলী প্রভৃতি তুলিয়া একত্র খলে পেষণ করিয়া লইতে হইবে।

ঐ শোধিত চূর্ণ ১ রতি, ত্রিফলাচূর্ণ ১ রতি, ত্রিকটুচূর্ণ ১ রতি ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ রতি একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিয়া শীতলজল পান করিবে। উক্ত দ্রব্য একরতি হইতে ১২ দিন পর্য্যন্ত ক্রমে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। পরে ১২ দিনের পর হইতে এক এক রতি করিয়া কমাইয়া সেবন করিবে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিফলা ও ত্রিকটুচূর্ণের মাত্রাও এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু বিড়ঙ্গের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইবে। যদি রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকে এবং বিরেচন আবশ্যক হয়, তবে বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ রতি দিবে, তাহা হইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে। এই তাম্রযোগ গ্রহণী-রোগের একটী উত্তম ঔষধ। ইহাতে অম্লপিত্ত, ক্ষয় ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়, বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (চক্রদত্ত গ্রহণ্যধিকার)

তাম্ররসায়না (স্ত্রী) তাম্ররসস্য রক্তনির্য্যাসস্য অয়নী যত্র। গোরক্ষদুগ্ধ। (জটাধর)

তাম্রলিপ্ত, একটী অতি প্রাচীন জনপদ। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব (৯ অ), হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, অথর্ব্বপরিশিষ্ট প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। শব্দরত্নাবলী, ত্রিকাণ্ডশেষ ও হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে ইহার এই কয়টী পর্য্যায় দেখা যায়—

তমোলিপ্ত, তামলিপ্ত, বেলাকূল, তমালিকা, তামলিপ্তী, দামলিপ্ত, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ।

জৈমিনিভারতে রত্নপুর এবং বঙ্গকবি কাশীরামদাসের মহাভারতে রত্নাবতীপুর নামে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার স্থানীয় একটী প্রাচীন নাম রত্নাকর। বর্ত্তমান নাম তমোলুক, তমলুক বা তাম্‌লুক।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি তামালিতিস্ (Tamalites) এবং মহাবংশ ও দাঠাবংশকার তাম্রলিত্তি নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় শব্দই সংস্কৃত তাম্রলিপ্ত শব্দ হইতে উৎপন্ন।

গ্রীকদূত মেগস্থেনিস গঙ্গার পরপারে তালুক্তি (Taluctæ) নামে একজাতির উল্লেখ করিয়াছেন। অনুবাদক মাক্রিণ্ডল সাহেবের মতে ঐ শব্দ তাম্রলিপ্তবাসি নির্দ্দেশক।*

তাম্রলিপ্তের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, কিন্তু কেন এই নাম হইল, এখনও তাহা স্থির হয় নাই। [তমলুক দেখ।] দিগ্বিজয়প্রকাশে নাম সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত উপাখ্যান আছে, তাহা এই—

যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্য্যদেব সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্রপ্রান্তে লিপ্ত হইল, যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল সেইস্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।* পরে রাসলীলা অবসান হইলে দিবাকর অরুণকে উদ্ধার করিলেন ও সেই স্থান ধনধান্যবান হইয়া উঠিল।

প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থান। মহাভারত পাঠে বোধ হয় এই জনপদ সমুদ্রের ধারে ও কপিশের পার্শ্বে ছিল। পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায়, খৃষ্টজন্মের ৩০৭ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে তাম্রলিপ্তনগরী সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটী বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই সময়ে সিংহলরাজ এই বন্দরে অর্ণবযানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই বন্দর হইতেই বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহলদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল,—যাহার জন্য সাগরকূলে দাঁড়াইয়া সম্রাট্ অশোক বিলাপ করিয়াছিলেন।† দাঠাবংশে লিখিত আছে, দন্তকুমার ও হেমমালা এই প্রাচীন বন্দরে অর্ণবযানে উঠিয়া বুদ্ধদন্ত সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। বৃহৎকথার উপাখ্যান পাঠে জানা যায় যে, শত শত বণিক এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিতেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ দুই বৎসরকাল এখানে অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদির প্রতিলিপি লইয়া সমুদ্রপথে সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন।‡ তাঁহারও দুইশত বর্ষ পরে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এখানে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে নগর হইতে সাগর-স্রোত কিছুদূরে সরিয়া গিয়াছে।§

পাণ্ডববিজয় নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"তাম্রলিপ্তপ্রদেশশ্চ ভাগীরথ্যাস্তটে নৃপ।
ত্রিযোজনপরিমিতো দারো ধন চ ভূমিপঃ॥"

ভাগীরথীর তটে উত্তরভাগে ত্রিযোজন পরিমিত তাম্রলিপ্ত দেশ এখানে অনেক লোক আছে।

---

* Indian Antiquary Vol. VI. p. 339n.

* "জ্যোৎস্নাপতিতকিরণৈর্দূরীভূতোঽপি চারুণঃ।
সমুদ্রপ্রান্তভূমৌ চ নিমগ্নঃ ক্ষিতিমোহিতঃ॥ ৩৬
অরুণাখ্য সারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর।
তাম্রলিপ্তমতো লোকে খ্যাতম্ পৃথিবীতলে॥" ৩৭ (দিগ্বিজয়প্রকাশ)

† মহাবংশ ১১শ ও ১৯শ পরিচ্ছেদ।

‡ S Beal's Fa Hian.

§ Beal's Records of the Western World.

ইহাতে বোধ হয়, একসময়ে গঙ্গার কোন শাখার নিকট তাম্রলিপ্ত অবস্থিত ছিল।

ত্রিশত্যধিক বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"মণ্ডলঘট্টাদ্দক্ষিণে চ হৈজল্যা চ হ্যুত্তরে।
তাম্রলিপ্তো মহাদেশো বণিজাং নিবাসভূঃ॥
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানদ্যাঃ সমীপতঃ॥"

মণ্ডলঘাটের দক্ষিণে ও হিজলীর উত্তরে বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্তপ্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অর্থাৎ রূপনারায়ণ নদীর নিকট অবস্থিত।

দিগ্বিজয়প্রকাশ পাঠে বোধ হয়, তৎকালে তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রকূল হইতে অনেকদূরে অবস্থিত ছিল, তবে মধ্যে মধ্যে বন্যার সময় সমুদ্রের জল আসিয়া পড়িত।

এখন আর তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রতটে নহে, সমুদ্র এখন বিশ ক্রোশ দূরে সরিয়া গিয়াছে।

[তমলুক শব্দে বর্ত্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য।]

পুরাতত্ত্ব। তাম্রলিপ্ত অতি প্রাচীন জনপদ, বেদ, উপনিষদ্ অথবা রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও মহাভারত এবং সকল প্রধান পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণে তাম্রলিপ্তের নিকটবর্ত্তী জনপদের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই বিখ্যাত স্থানের কোন উল্লেখ না থাকায়, বোধ হয় তৎকালে এই স্থান সমুদ্রের গর্ভশায়ী ছিল। মহাভারতের সময়ে এই স্থান জাগিয়া উঠে ও জনপদে পরিণত হয়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, তৎকালে এই স্থান কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু—

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।"

ভারত আদি ১৮৬।৩১।

মহাভারতের এই বচনানুসারে কলিঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত বিভিন্ন রাজার অধীন বিভিন্ন জনপদ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দ্রোণপর্ব্বে লিখিত আছে, এখানকার ক্ষত্রিয় রাজাও পরশুরামের নিশিত শরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন।*

সভাপর্ব্বের মতে রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমসেন এখানকার রাজাকে পরাজয় করিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন।

(সভাপ° ২৯ অঃ।)

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এখানকার বীরগণ দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা ম্লেচ্ছ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"শকাঃ কিরাতাদরদাবর্ব্বরাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
অন্যে চ বহবো ম্লেচ্ছা বিবিধায়ুধপাণয়ঃ॥" (দ্রোণপ° ১১৯ ১৫)

উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয়, মহাভারতের সময় এখানে ম্লেচ্ছের রাজত্ব ছিল। জৈমিনীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে লিখিত আছে—

যে সময় ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ পিতার অশ্বমেধীয় মুক্ত অশ্ব রক্ষায় ছিলেন, সেই সময় অর্জ্জুনের অশ্ব তাঁহার অশ্বের নিকট আসিল। তাম্রধ্বজের সেনাপতি বহুলধ্বজ সেই অশ্বের ললাটস্থ পত্র পাঠ করিয়া তাম্রধ্বজকে জানাইলেন। অনতিবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ গৃধ্রব্যূহ রচনা করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অর্জ্জুন অনুশাল, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ, হংসধ্বজ, সাত্যকি, যৌবনাশ্ব, বভ্রুবাহন প্রভৃতি মহাযোধগণও সঙ্গে ছিলেন। তাম্রধ্বজের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মহাবীর তাম্রধ্বজের নিকট একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। এমন কি কৃষ্ণার্জ্জুন পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মণিপুরে এই ঘটনা হয়। ঘটনাক্রমে ময়ূরধ্বজের যজ্ঞীয় অশ্ব ও সেই সঙ্গে অর্জ্জুনের অশ্বও রত্নপুর (তাম্রলিপ্ত) অভিমুখে চলিল। কাজেই তাম্রধ্বজ মূর্চ্ছিত কৃষ্ণার্জ্জুনকে ফেলিয়া অশ্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন ও পিতার নিকট সকল কথা জানাইলেন। ময়ূরধ্বজ পুত্রের মুখে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবমাননা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও পুত্রকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। এ দিকে মূর্চ্ছান্তে শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অর্জ্জুন বালকবেশে রত্নপুরে আসিয়া ময়ূরধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এখানে কৃষ্ণ ছলনাপূর্ব্বক ময়ূরধ্বজকে জানাইলেন যে তাঁহার এক পুত্রকে সিংহ ধরিয়াছে; যদি রাজা আপনার অর্দ্ধশরীর প্রদান করেন, তাহা হইলে সিংহ তাঁহার পুত্রটী ফিরিয়া দেয়। ধার্ম্মিকপ্রবর ময়ূরধ্বজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। সহধর্ম্মিণী কুমুদ্বতী ও পুত্র তাম্রধ্বজ উভয়েই তাঁহার জন্য স্ব স্ব দেহ উৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া আপনার অঙ্গ দ্বিখণ্ড করিতে আদেশ করিলেন। ভার্য্যা ও পুত্র উভয়ে মিলিয়া করাত দ্বারা রাজা ময়ূরধ্বজের মস্তক দ্বিখণ্ড করিল। এই সময় সাধুচেতা ময়ূরধ্বজ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "পরের উপকারের জন্য যাহাদের শরীর ও অর্থ, তাহারাই প্রকৃত মানুষ। যে দেহ বা যে অর্থ পরের উপকারে বায়িত না হয়, তাহা সর্ব্বথা শোচনীয়।"

* "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ বিদেহান্ তাম্রলিপ্তকান্।
শিবীনন্যাংশ্চ রাজন্যান্ দেশাদ্দেশাৎ সহস্রশঃ।
নিজঘান শিতৈর্বাণৈর্জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্॥" (ভারত দ্রোণ ৭০।১১।)

বাসুদেব ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং স্ব স্ব রূপে দেখা দিলেন। নর-নারায়ণের রূপ দেখিয়া আজ ময়ূরধ্বজ কৃতকৃতার্থ হইল। তিনি ধনজন রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। (১)

তমলুকে এখনও প্রবাদ আছে, পরমবৈষ্ণব রাজা ময়ূরধ্বজ সর্ব্বদা নর-নারায়ণরূপী কৃষ্ণার্জ্জুনের সহবাসে থাকিতে ও সর্ব্বদা তাঁহাদের দেখিতে পাইবে এই অভিপ্রায়ে একটী সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উভয়ের মূর্ত্তি স্থাপন করেন, সেই মূর্ত্তিদ্বয় এখন জিষ্ণুনারায়ণ নামে খ্যাত। বহুকাল হইল, সেই প্রাচীন মন্দির রূপনারায়ণের গর্ভশায়ী হইয়াছে; এখন সেই মূর্ত্তিদ্বয় অন্য একটী মন্দিরে রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান মন্দির চারি পাঁচশত বর্ষের অধিক প্রাচীন হইবে না।

তাম্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

'তাম্রলিপ্ত তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, দেখ অর্জ্জুন! তমোলিপ্ত অপেক্ষা প্রীতিকর স্থান আর আমার নাই। লক্ষ্মী যেমন আমার বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করে না, তেমনি আমিও তমোলিপ্ত পরিত্যাগ করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয় জানিও, কালে কালে যুগে যুগে আর সব পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু এই তমোলিপ্ত কখন পরিত্যাগ করিব না।' (২)

এখানকার জিষ্ণুনারায়ণের মন্দির, বর্গভীমা দেবী ও কপালমোচন তীর্থ সমধিক বিখ্যাত। তাম্রলিপ্তমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

"কপালমোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্টা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

কপালমোচনতীর্থে স্নান করিয়া জিষ্ণুনারায়ণ ও বর্গভীমার মুখ দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এইরূপ তাম্রলিপ্তের মাহাত্ম্যসূচক অনেক কথা স্থানীয় মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে।

এইরূপ বহুকাল হইতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয়ের নিকট বিশেষ খ্যাতিলাভ করিলেও বহুদিন হইতেই তাম্রলিপ্তের সেই পূর্ব্বতন মহাসমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আর এখানে সেরূপ বন্দর নাই। অথবা হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ প্রধান তীর্থ ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে কেহ গমন করেন না।

তাম্রলিপ্তের পূর্ব্বসমৃদ্ধি কেন বিলুপ্ত হইল? এ সম্বন্ধে দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে একটী অপূর্ব্ব উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—

কায়স্থবংশে পরশুধার নামে এক অক্ষশাস্ত্রবিশারদ রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তাম্রলিপ্ত ও কাশযোড়া শাসন করিতেন। তিনি বহুদূর দেশ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভীমাদেবীর প্রসাদে যাগ করাইয়াছিলেন; ঘটনাক্রমে এক দিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজার নিকট শত ভার রৌপ্য প্রার্থনা করিলেন। রাজা পরশুধার জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কেনই বা ধন চাহিতেছেন?' ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, 'ভাগীরথীর উত্তরে কৌশিকীনদীতীরে মাড়বপুরে আমার বাস, সনকগোত্রে আমার জন্ম। আমায় তিনটী বিবাহ করিতে হইবে। যদি তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ করিতে চাও, তবে এখনি আমায় লক্ষ মুদ্রা প্রদান কর।' রাজা ব্রাহ্মণের অসঙ্গত বাক্য শুনিয়া 'দূর দূর' করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া রাজাকে শাপ দিলেন, 'তুই নির্ব্বংশ হ, আজ হইতে তাম্রলিপ্তের মধ্যে মধ্যে শস্যশালী ভূমি সকল সমুদ্রের জলে প্লাবিত হউক। এই স্থান ক্ষার ভূমিতে পরিণত হউক। এখানকার অধিবাসিগণ ক্রিয়াহীন, শ্বপদ ও বুদ্ধিরোগে ভুগুক। যেন কেহ আর এখানে সুখী না হয়। কলির ৪৫০০ বর্ষ হইলে এখানে ম্লেচ্ছের আধিপত্য হইবে, তোর বংশ নির্ব্বংশ হইবে এবং ভীমাদেবীও নিজধামে গমন করিবেন।' (৩)

এখন কলির গতাব্দ ৪৯৯১। যদি দিগ্বিজয়প্রকাশ মানিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে ৪৯১ বর্ষ গত হইল বর্গভীমা দেবী অন্তর্হিত হইয়াছেন, এখন কেবল তাঁহার মূর্ত্তিখানি পড়িয়া আছে।

এখানে কৈবর্ত্তজাতিরই বাস অধিক, ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থজাতির অধিক বাস নাই। এমন কি এখানকার ব্রাহ্মণগণও অনেকটা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে। বোধ হয়, এইজন্য দিগ্বিজয়প্রকাশে তাম্রলিপ্ত-বিবরণে লিখিত আছে—

(১) জৈমিনিভারত ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়। কাশীদাসী মহাভারতেও এই গল্পটী আছে, কিন্তু মূল মহাভারতে আদৌ নাই।

(২) "তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাস্মাকং প্রীতির্বিদ্যতে।
যামকং ধ্রুবকং লক্ষ্যা যথাত্যাজ্যং তথা মম।
তমোলিপ্তং নহি ত্যক্ষ্যামিদমেব সুনিশ্চিতম্।
ত্যক্ষ্যামি সর্ব্বতীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যক্ষ্যামি কদাচন॥"

(৩) "কলের্বর্ষসহস্রাণি বেদপঞ্চশতানি চ।
তদা ম্লেচ্ছযুতা দেশে তাম্রলিপ্তে হি ভাবিনঃ।
তব বংশা হি নির্ব্বংশা ভবিষ্যন্তি তথা খলু।
ভীমাদেবী তথৈবাপি নিজধাম গমিষ্যতি।
অর্থহীনা বলৈর্হীনা ভাবিনো মানবাঃ সদা॥"
(দিগ্বিজয়প্রকাশ ১০১-১০৩।)

"প্রায়া ভানকবিশাশ্চ বস্তুবুঃ পতিতাঃ দ্বিজাঃ।
কৈবর্ত্তসদৃশাঃ প্রায়াঃ কৃষিকর্ম্মরশাঃ সদা॥"

বর্গভীমার মন্দিরের উপর যে ম্লেচ্ছের শঙ্কা হইয়াছিল, তাহা তথাকার বাদশাহী পাঞ্জা দৃষ্টে জানা যায়।

পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্তে যে সকল রাজা রাজত্ব করেন, তাহাদের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। অধিক দিন এখানকার প্রাচীনতম রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে; বর্ত্তমান রাজবংশের পুত্রানুক্রমিক ধারাবাহিক তালিকা এইরূপ পাওয়া যায়।

১ বিদ্যাধর রায়।
২ নীলকণ্ঠ রায়।
৩ জগদীশ রায়।
৪ চন্দ্রশেখর রায়।
৫ বীরকিশোর রায়।
৬ গোবিন্দদেব রায়।
৭ মাধবচন্দ্র রায়।
৮ হরিদেব রায়।
৯ বিশ্বম্ভর রায়।
১০ নৃসিংহ রায়।
১১ শম্ভুচন্দ্র রায়।
১২ দীনচন্দ্র রায়।
১৩ দিব্যসিংহ রায়।
১৪ গৌরচন্দ্র রায়।
১৫ লক্ষ্মণসেন রায়।
১৬ রামচন্দ্র রায়।
১৭ পদ্মলোচন রায়।
১৮ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
১৯ গোবর্দ্ধননারায়ণ রায়।
২০ মজিনারায়ণ রায়।
২১ কৌশিকনারায়ণ রায়।
২২ অজিতনারায়ণ রায়।
২৩ কৃষ্ণকিশোর রায়।
২৪ চন্দ্রার্ক রায়।
২৫ মোক্তীকিশোর রায়।
২৬ ইন্দ্রমণি রায়।
২৭ সুধন্বা রায়।
২৮ মৃগয়াদেবী। (সুধন্বার ভগিনী ও কুমার অনিরুদ্ধ রায়ের স্ত্রী।)
২৯ তাম্রধ্বজ রায়। (মৃগয়ার পুত্র)
৩০ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
৩১ চন্দ্রাদেবী (লক্ষ্মীর কন্যা ও রাজা নিঃশঙ্করায়ের স্ত্রী)
৩২ কালুভূঞা রায়
৩৩ ধাসড়ভূঞা রায়।
৩৪ মুরারিভূঞা রায়।
৩৫ হরবারভূঞা রায়।
৩৬ ভাসড়ভূঞা রায়।
(১৩২৫ শকে মৃত্যু)

৩৬শ রাজা ভাসড়ভূঞার পর পুত্রানুক্রমে প্রত্যেক রাজার রাজ্যকাল নিশ্চিত আছে।

নাম	রাজ্যশক
৩৭ দিগাই রায়	১৩২৫—১৩৭০।
৩৮ জগন্নাথভূঞা রায়	১৩৭১—১৪১৩।
৩৯ যদুনাথভূঞা রায়	১৪১৪—১৪৪২।
৪০ রামভূঞা রায়*	১৪৪৩—১৪৮১।
৪১ শ্রীমন্তরায়	১৪৮০—১৫৩৪।
৪২ ত্রিলোচন রায়	
৪৩ হরিরায়	নাগাদ ১৫৭০।
৪৪ রামরায় (হরির পুত্র) ৷৵১০	১৫৭১—১৬১৯।
৪৫ গম্ভীর রায় (মনোহরের পুত্র) ।৵১০	
৪৬ নরনারায়ণ (রামের পুত্র) ৷/১০	১৬১৯—১৬৫৫।
৪৭ প্রতাপনারায়ণ (গম্ভীরের পুত্র) ৷৵১০	
কৃপানারায়ণ, কমলনারায়ণ (নরনারায়ণের দুই স্ত্রীর পুত্র)	১৬৫৬—১৬৮০।

১৬৭৪ শকে কৃপানারায়ণের মৃত্যু হয় ও কমলনারায়ণ সমস্ত রাজ্য পান। ১৬৮০ শকে নবাব মসনদী মহম্মদ খাঁর অনুগ্রহে মির্জা দেদার আলিবেগ সমস্ত সম্পত্তি দখল করেন। ঐ বর্ষে কমলনারায়ণের পরলোক হয়।

রাজবাটীর কাছারির মধ্যে এখনও দেদার আলিবেগের কবর দেখা যায়। [অপরাপর বিবরণ তমলুক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের মধ্যে পরস্পর বিবাদে ও প্রজারা কর না দেওয়ায় জমীদারী নিলাম হইয়া যায়। অদ্ধাংশ সুলতানগাছার মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও অপরার্দ্ধ কলিকাতার ছাতুবাবু ক্রয় করেন। ছাতুবাবুর অংশ বিক্রয় হইলে মহিষাদলের রাজা লছমী এখন দখল করিতেছেন।

১২৬২ সালে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র উপেন্দ্র ও নরেন্দ্র। উপেন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। ১২৯৫ সালে নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ৬টি পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ।

তাম্রলিপ্তক (পুং) তাম্রলিপ্ত-স্বার্থে কন্। দেশবিশেষ।

তাম্রলিপ্তিকা (স্ত্রী) [তাম্রলিপ্ত দেখ।]

তাম্রলিপ্তী (স্ত্রী) নগরীবিশেষ।

তাম্রবর্ণ (পুং) তাম্রস্যেব বর্ণো যস্য বহুব্রী। ১ পরিবাহ তৃণ। (ত্রি) ২ তাম্রবর্ণযুক্ত মাত্র। কপিলা। ৪ রক্তবর্ণ। ৫ ভারতবর্ষীয় দ্বীপভেদ, সিংহল। [সিংহল দেখ।]

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্ নিবোধ মে।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥" (মাৎস্য ১১৩।৮)

তাম্রবর্ণা (স্ত্রী) তাম্রস্যেব বর্ণঃ যস্যাঃ বহুব্রী। ওড্রপুষ্পবৃক্ষ, জবাফুল। (শব্দচ°)

তাম্রবল্লী (স্ত্রী) তাম্রবর্ণা বল্লী মধ্যলো° কর্ম্মধা°। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ চিত্রকূটদেশীয় লতা। পর্য্যায়—তাম্রা, তালী, তমালী, তমালিকা, সূক্ষ্মবল্লী, সুলোমা, শোধনা, তালিকা। ইহার গুণ কষায়, কফদোষ, মুখ ও কণ্ঠোত্থদোষনাশক এবং শ্লেষ্মা তাপকারক। (রাজনি°)

---

* ইহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্রীমন্তরায় ও কনিষ্ঠ ত্রিলোচন রায়। শ্রীমন্তের ৭ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশব, তৎপরে শ্যাম, মনোহর, হরি, অনন্ত, রূপ ও দুর্গাদাস। শ্রীমন্তের মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ত্রিলোচন।০, জ্যেষ্ঠ কেশব৵০, আর ছয় পুত্র প্রত্যেক /১০ পাই করিয়া অংশে পাইলেন।

তাম্রবীজ (পুং) তাম্রং বীজং যস্য বহুব্রী। কুলত্থ, কুলথি কলায়। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তবীজকবৃক্ষমাত্র। (ক্লী) তাম্রং রক্তং বীজং কর্ম্মধা। ৩ রক্তবর্ণ বীজ। (স্ত্রী) ৫ কুলত্থিকা।

তাম্রবৃক্ষ (পুং) ১ রক্তচন্দন বৃক্ষ। ২ কুলত্থ। ৩ রক্তবর্ণক বৃক্ষ।

তাম্রবৃন্ত (পুং) তাম্রং বৃন্তং যস্য বহুব্রী। ১ কুলত্থ কলায়। (ত্রি) ২ রক্তবৃন্তক বৃক্ষমাত্র। (ক্লী) রক্তং বৃন্তং কর্ম্মধা। ৩ রক্তবৃন্ত।

তাম্রশাটীয় (পুং) তাম্রবর্ণ পরিচ্ছদধারী বৌদ্ধসম্প্রদায় ভেদ।

তাম্রশাসন (ক্লী) তাম্রে তাম্রপটে লিখিতং শাসনং। তাম্রপট্টে রাজনির্দ্দিষ্ট অনুশাসন। [তাম্রপট্ট দেখ।]

তাম্রশিখিন্ (পুং স্ত্রী) তাম্রবর্ণা শিখা চূড়া অস্ত্যস্য ইতি ইনি। কুক্কুট, কুঁকড়া। (জটাধর) (ত্রি) তাম্রশিখাযুক্ত।

তাম্রসার (ক্লী) তাম্রবৎ রক্তবর্ণঃ সারো যস্য বহুব্রী। ১ রক্তচন্দন। (ত্রি) ২ রক্তসারকবৃক্ষমাত্র। (পুং) রক্তঃ সারঃ কর্ম্মধা। ৩ রক্তসার।

তাম্রসারক (ক্লী) তাম্রসার-স্বার্থে কন্। রক্তচন্দন। (রাজনি°) (পুং) রক্তবর্ণঃ সারো যস্য ইতি কপ্। রক্তখদির। (রাজনি°)

তাম্রসারিক (পুং) তাম্রং সারোঽস্ত্যস্য ঠন্। ১ রক্তখদির। ২ রক্তচন্দন। (শব্দার্থচি°)

তাম্রা (স্ত্রী) তাম্র টাপ্। ১ সৈংহলী। ২ তাম্রবল্লীলতা। ৩ গুঞ্জা, কুচ। ৪ দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, ইনি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী। ইহার গর্ভে কশ্যপের ৬টী কন্যা হয়, তাহাদের নাম— শুকী, শ্যেনী, ভাসী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা। (গরুড়পু°)

তাম্রাক্ষ (পুং) উপদ্বীপ ভেদ। (শব্দর°)

তাম্রাখ্য (পুং) তাম্রমিতি আখ্যা যস্য বহুব্রী। উপদ্বীপভেদ, তাম্রদ্বীপ। (শব্দমা°)

তাম্রাক্ষ (পুং স্ত্রী) তাম্রে রক্তাভে অক্ষিণী যস্য। বহুব্রী অক্ষন অচ্। ১ কোকিল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) তাম্রনয়ন, রক্তলোচন।

"তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতং।
ববন্ধাশ্ব তাম্রাক্ষঃ পশুং রসনয়া যথা॥" (ভাগ° ১।৭।৩৩)

তাম্রাভ (ক্লী) তাম্রস্য আভাইব আভা যস্য বহুব্রী। ১ রক্তচন্দন। (ত্রি) তাম্রা আভা যস্য। রক্তবর্ণ আভাযুক্ত।

তাম্রায়ণ (পুং) যাজ্ঞবল্ক্যের এক শিষ্য।

তাম্রায়ান (পুং) শুক্ল যজুর্ব্বেদী একজন ঋষি। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য।

তাম্রারি (পুং) তাম্রবর্ণ শক্রভেদ (?)।

তাম্রারুণ (ক্লী) তীর্থভেদ, এই তীর্থে সমাহিত হইয়া স্নান দানাদি করিলে অশ্বমেধের ফল পাওয়া যায় এবং অন্তিমে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়।

"তাম্রারুণং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভারত ৩।৮৪ অঃ)

তাম্রার্দ্ধ (ক্লী) কাংস্য, কাঁসা, কাঁসাতে তাম্রের ভাগ অৰ্দ্ধেক আছে।

তাম্রাবতী (স্ত্রী) তাম্রমাদেয়ত্বেনাস্ত্যস্য তাম্র-মতুপ্ মস্য ব, সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। নদীভেদ, এই নদী তাম্রের আকর।

"তাম্রবতী বেত্রবতী নদ্যস্তিস্রোঽথ কৌশিকী।"
(ভারত বনপ° ২২১ অঃ)

তাম্রাশ্মন্ (পুং) তাম্রং অশ্ম কর্ম্মধা। পদ্মরাগমণি।

তাম্রাশ্মরাশিচ্ছুরিতৈরিবাগৈঃ।" (মাঘ) 'তাম্রাশ্মনাং পদ্মরাগানাং।' (মল্লিনাথ)

তাম্রিক (পুং) তাম্রং তৎপাত্রাদিনির্ম্মাণং কার্য্যত্বেনাস্ত্যস্য তাম্র-ঠন্। ১ কংসকার, কাঁসারী। (ত্রি) তাম্রনির্ম্মিত।

"কার্যাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ।" (মনু ৮।১৩৬)

তাম্রিকা (স্ত্রী) তাম্রিক-টাপ্। ১ গুঞ্জা। ২ বাদ্যবিশেষ, মান বন্ধবাদ্য। (ভূরিপ্র°)

তাম্রিমন্ (পুং) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র ইমনিচ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩) তাম্রের ভাব।

তাম্রী (স্ত্রী) তাম্রস্য বিকারঃ ইতি অণ্ ততো ঙীপ্। ১ বাদ্যবিশেষ, পর্য্যায় মানবন্ধা, বিকারিকা। (ত্রিকা°) ২ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্র। ইহা সময়নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। অধুনা য়ুরোপীয় "ক্লক" ও "ওয়াচ" ঘড়ির বহুল প্রচার সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে এই প্রাচীন ঘটিকাযন্ত্রের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। (মৃণ্ময়ী)

তাম্রোপজীবিন্ (ত্রি) তাম্রেণ উপজীবতি, তাম্র-উপ-জীবণিনি। যাহারা তাম্রদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কাংস্যকার।

তাম্রৌষ্ঠ (পুং) তাম্র ইব ওষ্ঠো যস্য বহুব্রী। যাহার অধর ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। সমাস করিলে অকারের পর ওষ্ঠ শব্দ থাকিলে ওষ্ঠ শব্দের বিকল্পে অকারের লোপ হয়। তাম্র ওষ্ঠ তাম্রোষ্ঠ, তাম্রৌষ্ঠ, একস্থলে অকারের লোপ অন্যস্থলে অকারের লোপ না হইয়া অ-ওকারে বৃদ্ধি ঔকার হইল। (পাণিনি)

তাম্র্য (ক্লী) তাম্রস্য ভাবঃ তাম্র ষ্যঞ্। তাম্রের ভাব।

তায়ন (ক্লী) তায়-ভাবে ল্যুট্। ১ বৃদ্ধি। ২ উত্তমগতি।

তায়িক (পুং) তায় পালনে মধুবাদি ঠক্। দেশবিশেষ, তাজিকদেশ।

তায়ু (পুং) তায় উন্। চৌর। (নিঘণ্টু)

"অপত্যে তায়বো যথা নক্ষত্র" (ঋক্ ১।৫০।২)

তায়ূশ (পারসী) তত যন্ত্রবিশেষ। ইহার অপর নাম ময়ূরী। এই যন্ত্র এসরাজের অবয়বভেদ মাত্র। কেবল ইহার পর্দ্দার মূলে একটী কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ময়ূরের সুগ্রীবমুখ যোজিত থাকিতে,

দেখা যায়। তজ্জন্য ইহার সংস্কৃত নাম মায়ূরী, পারস্য নাম তায়ুশ। এই যন্ত্র অতিশয় আধুনিক। বঙ্গদেশস্থ বিষ্ণুপুরনিবাসী সেবারাম নামক জনৈক শিল্পী ইহার আবিষ্কর্ত্তা, এইরূপ প্রবাদ আছে। (বঙ্গকো°)

তার (ক্লী) তার্য্যতে বিস্তার্য্যতে তৄ-ণিচ্-অচ্। ১ রৌপ্য। ২ প্রণব, ওঙ্কার।

"তারয়েদ্ যস্তুবাম্ভোধেঃ স্বরূপাসক্তমানসং।
তত্তস্তার ইতি খ্যাতো যস্তং ব্রহ্মা ব্যলোকয়ৎ॥"(কাশী° ৭২অ°)

যাহারা এই মন্ত্র জপ করে, তাহারা ভবসংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়। ৩ বানরবিশেষ, ইনি রামচন্দ্রের একজন সেনাপতি। বৃহস্পতির অংশে ইহার জন্ম হয়। (রামা°১।১৭স°) ৪ শুদ্ধমৌক্তিক। ৫ মুক্তাবিশুদ্ধি। ৬ দেবীপ্রণব, কূর্চ্চবীজ (হ্রীং)। ৬ তারণ। ৭ মহাদেব ত্রিজগতের উদ্ধার করিয়া থাকেন এই জন্য তাঁহার নাম তার। ৮ নক্ষত্র। ৯ অধ্যয়নরূপ প্রথম গৌণসিদ্ধিভেদ, বিধিপূর্ব্বক গুরুমুখ হইতে বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাতে যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তারসিদ্ধি, ইহা গৌণ সিদ্ধি *। (তত্ত্বকৌ°) ১০ বিষ্ণু।

"অশোকস্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জ্জনেশ্বরঃ।" (ভা° শান্তি° ১৪৯ অঃ)

১১ উচ্চশব্দ। ১২ (ত্রি) উচ্চশব্দযুক্ত। ১৩ স্ফুরিতকিরণ। ১৪ নির্ম্মল। দিক্‌বাচক শব্দ পরে থাকিলে তীর শব্দ স্থানে তার হয়। ১৫ তীর। "দক্ষিণতারং দক্ষিণতীরমিত্যর্থঃ।" ১৬ উচ্চৈঃস্বর। ১৭ নেত্রকনীনিকা। ১৮ প্রণব (ওঁ, শ্রীঁ, হ্রীঁ) (তন্ত্র°)।

তারক (ক্লী) তারেণ কনীনিকয়া কায়তি কৈ-ক। ১ চক্ষুঃ। স্বার্থে কন্। (পুং) ২ নক্ষত্র। (স্ত্রী) ৩ চক্ষুর কনীনিকা। তারয়তি দৈত্যান্ তৄ-ণিচ্-ণ্বুল্। ৪ দ্বাদশ মন্বন্তরীয় ইন্দ্রশত্রু অসুরবিশেষ। এই অসুর ইন্দ্রকে অতিশয় উৎপীড়িত করিয়াছিল, পরে নারায়ণ নপুংসক হইয়া ইহাকে বিনাশ করেন।

"ঋতধামাচ তত্রেন্দ্রস্তারকোনাম তদ্রিপুঃ।
হরির্নপুংসকো ভূত্বা ঘাতয়িষ্যতি শঙ্কর॥" (গরুড়পু° ৮৭।৫১)

৫ অপর অসুরভেদ, তারকাসুর। ৬ কর্ণ। ৭ ভেলক। ৮ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১৮ করিয়া অক্ষর থাকে।

"ত্র্যধিকদশবাত নর্নৌরৌ ভবেত্তাং রবৌ তারকা।" (বৃত্তর°)

এই ছন্দের ১৩শ অক্ষরে যতি। [তারকাসুর দেখ।]

তারকজিৎ (পুং) তারকং তারকাসুরং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। কার্ত্তিকেয়, ইনি তারকাসুরকে হত করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গ সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করেন। [তারক ও কার্ত্তিকেয় দেখ।]

তারকতোড়ী রাগবিশেষ। পঞ্চমবর্জ্জিত ও কোমল ঋষভযুক্ত। যথা—

"ধ নি সা ঋ গ ম •।" (সংগীতরত্না°)

তারকতীর্থ (ক্লী) তারকং তীর্থং কর্ম্মধা। তীর্থভেদ, গয়াতীর্থ, এই তীর্থে পিণ্ড দিলে সকলেই মুক্ত হয়।

তারকব্রহ্ম (ক্লী) তারকং সংসারসাগরপারকারকং ব্রহ্ম কর্ম্মধা। ষড়ক্ষর মন্ত্রবিশেষ, "ওঁ রামায় নমঃ", পঞ্চক্রোশী কাশীতে মৃত্যু হইলে মহাদেব স্বয়ং এই মন্ত্র মৃতব্যক্তির কর্ণে প্রদান করেন এবং ঐ মৃত ব্যক্তি ষড়ক্ষরমন্ত্রপ্রভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সকল মন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই মন্ত্রদ্বারা যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করে, নিশ্চয়ই তাহাদের মুক্তি হয়। এই মন্ত্রপ্রভাবে সকল দুঃখ নষ্ট হয় এবং ইহা পাপীদিগেরও মোক্ষপ্রদ। নিত্য এই মন্ত্র জপ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়। *

তারকহিন্দোল—হিন্দোলের মত ঠাট্। "সা" বাদী, "গ" সম্বাদী, ইহাতে তীব্রমধ্যম ব্যবহৃত হয়।

যথা—গ ম • ধ ধ নি সা ঋ। (সঙ্গীতর°)

তারকাক্ষ (পুং) অসুরবিশেষ। তারকাসুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তারকাক্ষ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অতি কঠোর তপ করিতে থাকে, ইহাদের তপে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বরদান করিতে উদ্যত হইলে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা সর্ব্বভূতের অবধ্য হইবে। কিন্তু ব্রহ্মা এই বর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহাতে ইহারা প্রার্থনা করিল যে, আমরা পুরত্রয়ে বাস করিব ও সকলের পূজ্য হইব। পরে ইহারা ব্রহ্মার বরে পুরত্রয় লাভ করিল। ব্রহ্মার এইরূপ বর ছিল, যে ইহারা পুরত্রয়ে আরোহণ করিয়া অপথে ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া সহস্র বৎসরান্তে কেবল একবার একত্র হইবে। সেই সময় যদি কেহ

---

* "ঊহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতাস্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ। দানঞ্চ সিদ্ধয়োঽষ্টৌ সিদ্ধেঃ পূর্ব্বোঽঙ্কুশস্ত্রিবিধঃ।" (সাংখ্যকা°)

"বিধিবদ্‌গুরুমুখাদধ্যাত্মবিদ্যাং অক্ষরস্বরূপগ্রহণমধ্যয়নং প্রথমসিদ্ধিস্তারমুচ্যতে।"

* "ষড়ক্ষরং মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্ম উচ্যতে।
যে জপন্তি চ মাং ভক্ত্যা তেষাং মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥
রামায় নম ইত্যেবমুচ্চার্য্য মন্ত্রমুত্তমং।
সর্ব্বদুঃখহরঞ্চৈতৎ পাপিনামপি মুক্তিদং।
ইমং মন্ত্রং জপন্নিত্যমমলত্বং ভবিষ্যসি।
তস্মাত্ত্বিধারণাদ্যস্তু সন্ত্যস্তাশুচিস্থিরি।
মুমূর্ষোর্মণিকর্ণ্যান্তু অর্দ্ধোদকনিবাসিনঃ।
অহং দিশামি তে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মবাচকং।" (পদ্মপুরাণ)

এক বাণে ঐ পুরত্রয় ভেদ করিতে পারেন, তবে ইহাদের মৃত্যু হইবে। ঐ পুরত্রয়ের নির্ম্মাতা ময়দানব। উহার একটী স্বর্ণ, দ্বিতীয়টী রৌপ্য ও তৃতীয়টী লৌহনির্ম্মিত। ঐ পুরত্রয় যথাক্রমে স্বর্গলোক, অন্তরীক্ষলোক ও মর্ত্ত্যলোকে ছিল। তারকাক্ষ স্বর্ণনির্ম্মিতপুরের অধিকারী।

ঐ সময়ে তারকাক্ষের হরি নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক পুত্র কঠোর তপ করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট এইরূপ বর প্রার্থনা করে, 'আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটী বাপী প্রস্তুত করিব। ঐ বাপীজলে যে সকল অস্ত্রনিহত বীরগণকে নিক্ষেপ করা যাইবে, তাহারা আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও সমধিক বলশালী হইবে।' ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ইহারা অতিশয় বলদর্পিত হইয়া ত্রিভুবনের পীড়া উপস্থিত করিতে লাগিল। দেবগণ এই অসুরগণ দ্বারা অশেষ প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহাদেব সেই সময় সকল দেবতার বলার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিপুর ভেদ করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করেন। (ভা° কর্ণ ৩৪ অঃ) [ত্রিপুর দেখ।]

তারকাখ্য (পুং) তার হইতে আখ্যা যস্য বহুব্রী। তারকাক্ষ। [তারকাক্ষ দেখ।]

তারকান্তক (পুং) অন্তয়তি অন্ত অন্তকঃ তারকস্য অন্তকঃ ৬তৎ। কার্ত্তিকেয়।

তারকাদি (পুং) তারক আদির্যস্য। পাণিন্যুক্তগণ বিশেষ, সঞ্জাত অর্থে তারকাদির উত্তর ইতচ্ প্রত্যয় হয়। তারকা, পুষ্প, কর্ণক, মঞ্জরী, ঋজীষ, ক্ষণ, সূত্র, মূত্র, নিষ্ক্রমণ, পুরীষ, উচ্চার, প্রচার, বিচার, কুড্মল, কণ্টক, মুসল, মুকুল, কুসুম, কুতূহল, স্তবক, কিসলয়, পল্লব, খণ্ড, বেগ, নিদ্রা, মুদ্রা, বুভুক্ষা, ধেনুষ্যা, পিপাসা, শ্রদ্ধা, অভ্র, পুলক, অঙ্গারক, বর্ণক, দ্রোহ, দোহ, সুখ, দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ভর, ব্যাধি, বর্ম্মন্, ব্রণ, গৌরব, শাস্ত্র, তরঙ্গ, তিলক, চন্দ্রক, অন্ধকার, গর্ব্ব, মুকুর, হর্ষ, উৎকর্ষ, রণ, কুবলয়, গর্দ্ধ, ক্ষুধ্, সীমন্ত, জ্বর, গর, রোগ, রোমাঞ্চ, পণ্ডা, কজ্জল, তৃষ্, কোরক, কল্লোল, স্থপুট, ফল, কঞ্চুক, শৃঙ্গার, অঙ্কুর, শৈবাল, বকুল, শ্বভ্র, আরাল, কলঙ্ক, কর্দ্দম, কন্দল, মূর্চ্ছা, অঙ্গার, হস্তক, প্রতিবিম্ব, বিঘ্ন, তন্ত্র, প্রত্যয়, দীক্ষা, গর্জ্জ। (পাণিনি) আকৃতিগণত্ব হেতু এই সকল শব্দের সাদৃশ্যবাচক শব্দের উত্তরও হইবে।

তারকাময় (পুং) শিব।

তারকায়ণ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (হরিব° ২৭ অ°)

তারকারি (পুং) তারকাসুরের শত্রু।

তারকিত (ত্রি) তারকা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। নক্ষত্রযুক্ত, নক্ষত্রশোভিত।

তারকিন্ (ত্রি) তারকাঃ সন্ত্যস্য ইনি। তারকাযুক্ত।

তারকিনী (স্ত্রী) তারকিন্-ঙীপ্। নক্ষত্রযুক্তা রাত্রি।

তারকাসুর (পুং) অসুরবিশেষ। ইহার বিবরণ শিবপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

এই অসুর তার নামক অসুরের পুত্র। দেবতাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত তারক সহস্র বৎসর সুদারুণ তপস্যা আরম্ভ করিল। কিন্তু তপস্যার ফল লাভ করিতে পারিল না। তখন ইহার মস্তক হইতে এক তেজঃ নিঃসৃত হইল। সেই তেজে দেবগণ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইন্দ্রকেও যেন কে টানিতে লাগিল। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই অতিশয় ভীত হইলেন, দেবগণ মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন; বোধ হয় অকালেই এই ব্রহ্মাণ্ড লোপ হইবে। ব্রহ্মাণ্ড রক্ষা করিবার জন্য দেবগণ সকলে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া তারকের তপোবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবতাদিগের আগ্রহে বরপ্রদান করিতে তারকের নিকট গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন।

তারকাসুর ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইলে তাহার অসাধ্য কি থাকে, আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে ২টী বর প্রদান করুন। এই জগতে আমার তুল্য কেহ যেন বলবান্ না হয়। যদি মরিতেই হয় তাহা হইলে যেন শিববীর্য্যসমুৎপন্ন পুত্রের অস্ত্রে মৃত্যু ঘটে। তারক ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। তারকের সেই তেজঃ নিবৃত্ত হইল।

তারক স্বালয়ে ফিরিয়া আসিল। সকল অসুর মিলিত হইয়া তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল এবং চারিদিকে আজ্ঞা প্রচার করিল, এ জগতে আর কাহারও শাসন প্রচলিত হইবে না। তারক রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াই অতি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। দেবতাদিগকে অতিশয় নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, কিম্পুরুষ প্রভৃতি সকলেই বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইল।

ইন্দ্রাদি দেবগণ নিগৃহীত হইয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান রত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, যম রত্নদণ্ড, ঋষিগণ কামধুক্ ধেনু ও সমুদ্র রত্ন সকল প্রদান করিতে লাগিল।

সূর্য্য ভীত হইয়া তারকপুরে প্রখররূপে কিরণ প্রদান করিত না, চন্দ্র পূর্ণভাবেই উভপক্ষে উদিত হইত, বায়ু অনুকূল হইয়া সর্ব্বদা মন্দ মন্দ বহিত। ত্রিভুবন তারকের

আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। দেবগণ তাহার সেবা করিত। ঋষি সকল তাহার দৌত্যকার্য্য করিত। দেবতাদিগের যে হব্য কব্য তারকাসুর নিজে গ্রহণ করিত।

শেষে দেবগণ উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সকলে মিলিত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং ব্রহ্মাকে সকলের দুঃখ জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন, আমি তাহাকে মারিতে পারিব না। শিববীর্য্যোৎপন্ন পুত্র ব্যতীত তাহার মৃত্যু হইবে না। হিমালয়ের শিখরে মহাদেব তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। পার্ব্বতী সখীদ্বয়ের সহিত তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, তোমরা সকলে তথায় গমন করিয়া পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের যাহাতে সহবাস হয়, তাহার চেষ্টা কর। মহাদেবের পুত্র ভিন্ন তারকবধের আর উপায় নাই।

ইন্দ্রাদি দেবগণ রতির সহিত কন্দর্পকে লইয়া মহাদেবের তপোভঙ্গ করিতে হিমালয়ে গমন করিলেন। কন্দর্প তথায় উপস্থিত হইলে বসন্ত পূর্ণভাবে বিরাজ করিতে লাগিল, মহাদেব অকালে বসন্তের আবির্ভাব দেখিয়া তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময় পার্ব্বতী পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া শিবপূজার নিমিত্ত মহাদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

কন্দর্পের প্রভাবে পার্ব্বতী বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন, মহাদেবেরও চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হইল।

এই সময় মহাদেব ক্ষণকাল বিচার করিয়া কহিলেন, কি! আমি ঈশ্বর হইয়া পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক, আমার এইরূপ চিত্ত বিকৃতি হইলে ক্ষুদ্রব্যক্তিরা কি দুষ্কর্ম্ম করিতে না পারে' এই বিবেচনা করিয়া মহাদেব দৃঢ় পদ্মাসনবন্ধনে উপবিষ্ট হইয়া তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

মহাদেব আসনবদ্ধ হইয়াও চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, কন্দর্প রতির সহিত তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে অনতিদূরে অবস্থিত। ইহা দেখিয়া মহাদেব যেমন ক্রোধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিলেন, অমনি কন্দর্প মহাদেবের নেত্রসমুদ্ভূত অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইল।

মদনভস্ম হইলে মহাদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতীও নিজরূপ নিন্দা করিতে করিতে ফিরিলেন। পরে পার্ব্বতী মহাদেবকে পতি পাইবার জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনেকদিন কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া পার্ব্বতী মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। পরে যথাবিধি পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হইল। বিবাহের পর অনেক দিন অতীত হইল, তথাচ আর শিববীর্য্যসমুৎপন্ন পুত্র জন্মে না। দেবগণ পুনরায় ভীত হইলেন। মহাদেব ও পার্ব্বতী ক্রীড়ায় আসক্ত, তথায় কেহ গমন করিতে পারেন না। ক্রমে এদিকে তারকাসুরের পীড়ন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, দেবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে অগ্নি কপোতরূপ ধারণ করিয়া মহাদেবের সমীপস্থ হইলেন, মহাদেব যেমন কপোতরূপধারী অগ্নিকে দেখিলেন, অমনি তাহাকে কহিলেন, হে কপটরূপধারী কপোত, তুমি কে, তুমি এই শুক্রধারণ কর। এই কথা বলিয়া তাহাতে শুক্র নিক্ষেপ করিয়া ভোগ হইতে বিরত হইলেন, পরে সেই শুক্র হইতে কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করেন। [কার্ত্তিকেয় দেখ।]

কার্ত্তিক জন্ম গ্রহণ করিলে দেবগণ তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া তারকাসুরের বধোদ্দেশে শোণিতপুরে গমন করিলেন।

এই পুরে তারকাসুরের সহিত অতি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। দশদিন ব্যাপিয়া অতি তুমুল সংগ্রাম হইল। এই দশ দিনের পর তারকাসুরের সৈন্য সকল ক্ষীণ হইতে লাগিল, পরে কার্ত্তিকের সুদারুণ শরে তারকাসুর নিহত হইল। (শিবপু° ৯-২০ অঃ ও দেবীভাগবত)

তারকেশ্বর (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ, হরীতকী. এই সমুদয় সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিয়া কুমড়ার জলে কুশাদি তৃণ পঞ্চমূলের কাথে ও গোক্ষুর রসে ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। ঔষধ সেবনান্তে পক্ব যজ্ঞডুম্বর ফলচূর্ণ ২ তোলা, মধুসংযুক্ত করিয়া অবলেহ করা কর্ত্তব্য। পথ্য—ছাগদুগ্ধ, চিনি ও ইক্ষুরস। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

অন্যবিধ—রসসিন্দূর, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, প্রত্যেক সমভাগে মধুর সহিত ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান মধুসংযুক্ত পক্ব যজ্ঞডুম্বর চূর্ণ। ইহাতে বহুমূত্র নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহাধিকার)

২ হুগলী জেলার অন্তর্গত পুণ্যস্থান। অক্ষা° ২২°৫৩´ উ, দ্রাঘি° ৮৮°৪´ পূঃ। তারকেশ্বর লিঙ্গ ও তাঁহার মন্দিরের জন্য এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ।

কালীঘাটে নকুলেশ্বরের যেমন উৎপত্তি, অনেকে তারকেশ্বরে উৎপত্তিও সেইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। কোন প্রাচীন পুরাণ অথবা তন্ত্রে ইহার বিবরণ না থাকায় ইহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। তবে দুই তিন

শত বর্ষ অপেক্ষা যে প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে (৭।৫৮) এই লিঙ্গের উল্লেখ আছে;

তারকেশ্বর রাঢ়বাসীর পরমভক্তির দেবতা। তাঁহার নিকট হত্যা দিয়া শত শত দুঃসাধ্য রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। অনেক রাঢ়বাসী এখনও বাবা তারকনাথের নামে ভীত হয়। শিবরাত্রিতে ও চড়ক সংক্রান্তির দিন এখানে মহা ধূমধাম হইয়া থাকে, তাহাতে কখন কখন ৫০।৬০ হাজার যাত্রী উপস্থিত হয়। তারকনাথের বিলক্ষণ আয় আছে, তাহা সমস্ত মহান্ত উপভোগ করেন।

পূর্ব্বে অনেক লোকই তারকেশ্বর যাইবার সময়ে দুর্দ্দান্ত দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। তাহাতে কত যাত্রী কত সময়ে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখন তারকেশ্বরের পার্শ্বে রেলষ্টেসন হওয়ায় সে কষ্ট ও ভয় দূর হইয়াছে। তারকেশ্বরের যাত্রীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে।

তারকোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

তারক্ষিতি (পুং) তারা উচ্চা ক্ষিতির্যত্র। দেশভেদ, এই-দেশ পশ্চিমদিকে ১৮।১৯।২০ নক্ষত্রে অবস্থিত। এইখানে নির্ম্মর্য্যাদ ম্লেচ্ছদিগের বাস। (বৃহৎস° ১৪।২১)

তারজ (পুং ক্লী) ধাতবদ্রব্যভেদ।

তারটী (স্ত্রী) [তারদী দেখ।]

তারণ (পুং) তারয়তেনেন ল্যু। ১ ভেলক। কর্ত্তরি ল্যু। ২ বিষ্ণু। (ত্রি) ৩ তারয়িতা। ভাবে ল্যুট্। (ক্লী) ৪ তারণ-করণ। ৫ উদ্ধারণ, বিপদ হইতে উদ্ধারকরণ। ৬ ষষ্টি-সংবৎসরের অষ্টাদশবর্ষভেদ। এই তারণ বৎসরে অতিবৃষ্টি হয়, ধান্য প্রভৃতি সকল শস্য নষ্ট হয়।

"অতিবৃষ্টিশ্চ জায়তে দাস্যস্যাথ প্রপীড়নং।
শস্যং ভবতি সামান্যং তারণে সুরবন্দিতে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

চতুর্থ হুতাশনামক তৃতীয়বর্গের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। (বৃহৎস° ৮।৩৫।) [ষষ্টিসংবৎসর দেখ।]

তারণি (স্ত্রী) তার্য্যতেঽনয়া তৃ-ণিচ্ অনি। ১ নৌকা।

তারণী (স্ত্রী) তারণি ঙীপ্। কশ্যপের পত্নীভেদ, যাজ্ঞোপ-যাজ্ঞের মাতা।

তারণেয় (পুং) তারণ্যাঃ অপত্যং ঠক্। তারণীর অপত্য।

"তারণেয়ৌ যুক্তরূপৌ ব্রাহ্মণাবৃষিসত্তমৌ॥"
(ভারত আ° ১৬৭ অ°)

তারতণ্ডুল (পুং) তারঃ মুক্তেব শুভ্রস্তণ্ডুলো যস্য। ধবল যাব-নাল, শাদা দেধান। (রাজনি°)

তারতম্য (ক্লী) তরতময়োর্ভাবঃ তরতম-ষ্যঞ্। ন্যূনাধিক্য, ইতরবিশেষ।

"নির্দ্ধনং নিধনমেতয়োর্দ্বয়ো স্তারতম্যবিধিমুগ্ধচেতসা।
যোধনায় বিধিনা বিনির্ম্মিতা রেফএব জয় বৈজয়ন্তিকা॥"
(উদ্ভট)

তারতার (ক্লী) তারয়তীতি তারং তৎপ্রকারঃ প্রকারে দ্বিত্বং। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গৌণ তৃতীয় সিদ্ধিভেদ। আগমের অবিরোধি ন্যায় দ্বারা অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত তর্কদ্বারা আগমের অর্থ পরীক্ষা-পূর্ব্বক সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণ দ্বারা উত্তরপক্ষ ব্যবস্থাপন করাই মনন বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহার নাম তারতার। ইহা গৌণ সিদ্ধি।* (তত্ত্বকৌ°) [সিদ্ধি দেখ।]

তারদী (স্ত্রী) তরদী এব স্বার্থে অণ্-ততো ঙীষ্। তরদীবৃক্ষ। (রাজনি°)

কোন কোন পুস্তকে তারটী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

তারনাথ (পুং) [তারানাথ দেখ।]

তারনাদ (পুং) তারঃ নাদঃ কর্ম্মধা। উচ্চনাদ, উচ্চশব্দ।

তারপরম, মৃদঙ্গে যে সকল পরম বাদিত হয়, আলাপ বাদন-কালে ছেড়সংযোগে তারেও সেই সকল পরম বাদিত হয়। সেতারাদি যন্ত্রে এক প্রকার প্রণালীতে রাগাদির আলাপ বাদিত হইয়া থাকে, তাহাতে তাহার নিতান্ত আবশ্যক দেখা যায়। সেই প্রণালীর বাদনকে তারপরম বলে।

তারপুষ্প (পুং) তারং রজতমিব পুষ্পং যস্য। কুন্দবৃক্ষ। (রাজনি°)

তারমাক্ষিক (ক্লী) তারং রূপ্যমিব মাক্ষিকং। উপধাতু-ভেদ, এই ধাতু রজততুল্য, উপধাতু ৭টী, তাহার মধ্যে তার-মাক্ষিক রূপার উপধাতু, এই ধাতু রৌপ্য সদৃশ গুণযুক্ত। ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্য সংযুক্ত আছে বলিয়া ইহাকে তার-মাক্ষিক কহে। রৌপ্য অপেক্ষা অপ্রধানতা হেতু গুণেও কিছু খাট। তারমাক্ষিকে যে কেবল রৌপ্যের গুণ আছে, তাহা নহে, অন্যান্য দ্রব্য ইহাতে মিশ্রিত আছে বলিয়া অন্যান্য গুণও ইহাতে আছে। বিশুদ্ধ তারমাক্ষিক কিঞ্চিৎ তিক্ত-সংযুক্ত মধুররস, মধুর বিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিত-কারক; বস্তি-বেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষনাশক। অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিক অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় মন্দাগ্নিজনক, অতিশয় বল-নাশক, বিষ্টম্ভী, নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগোৎ-পাদক। এইজন্য তারমাক্ষিক শোধন করা আবশ্যক।

---

* "উহস্তর্কঃ আগমাবিরোধন্যায়েনাগমার্থপরীক্ষণং সংশয়পূর্ব্বপক্ষ-নিরাকরণেনোত্তরপক্ষব্যবস্থাপনং তদিদং মননমাচক্ষতে আগমিনঃ, সা তৃতীয়া সিদ্ধিস্তারতারমুচ্যতে"। (তত্ত্বকৌ°)

কাকরোল, মেষশৃঙ্গী ও গোঁড়ানেবুর রসদ্বারা এক দিন প্রখর রৌদ্রে ভাবনা দিলে তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

তারমাক্ষিক মারণ। কুলথ কলায়ের কাথ দ্বারা পেষণ করিয়া তৈল, তক্র অথবা ছাগলমূত্র দ্বারা পুটপাক করিলে তারমাক্ষিক মারিত হয়। (ভাবপ্র°) অন্যমতে গুলের মধ্যে তারমাক্ষিক রাখিয়া মূত্র, কাঁজি, তৈল, গোতক্র, কদলীরস, কুলথ কলায়ের কাথ ও কোদধান্যের কাথ ইহাদের স্বেদ দিয়া ক্ষার, অম্লবর্গ পঞ্চলবণ, তৈল ও ঘৃতসহ তিনবার পুট দিলে বিশুদ্ধ হয়। জম্বীর নেবুর রসে স্বেদ দিয়া মেষশৃঙ্গী ও কদলী-রসে এক দিবস পাক করিলেও তারমাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

তারমূল (ক্লী) স্থানভেদ।

তারয়িতৃ (ত্রি) যে উদ্ধার করে।

তারল (পুং ক্লী) তরল এব অণ্। ১ তরল। সন্তুষ্ট।

তারল্য (ক্লী) তরলস্য ধর্ম্মঃ। তরল বস্তুর ধর্ম্ম। কঠিন ও তরল দ্রব্যে প্রভেদ। কঠিন দ্রব্যের কণা সকল সহজে সঞ্চালিত হয় না। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, প্রস্তর, ইষ্টক প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের এক দিকের কণা সকলকে অন্য দিকে লইয়া যাইতে পারা যায় না। কিন্তু জলাদি দ্রব্যের অণু সকল অল্প বল-প্রয়োগেই সঞ্চালিত হয় এবং তাহাদিগের এক দিকের কণা সকলকে অনায়াসেই অপর দিকে লইয়া যাইতে পারা যায়।

যে গুণে জলাদি দ্রব-দ্রব্যের অণুসকল সহজেই সঞ্চালিত ও প্রবাহিত হয়, তাহাকে তারল্য কহে। এই গুণ থাকাতেই জলাদিকে তরল পদার্থ বলা যায়।

দ্রব দ্রব্যমাত্রেই এই গুণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল দ্রব-দ্রব্যে সমান পরিমাণ থাকে না।

ঈথার নামক দ্রব দ্রব্য অতিশয় তরল। ঘৃত, মধু, গুড় প্রভৃতি দ্রব্যের তারল্য গুণ অতি অল্প, এমন কি সময়ে সময়ে তাহারা কঠিন ভাব ধারণ করে।

আণবিক আকর্ষণ ও আণবিক বিকর্ষণের তারতম্যে জড় বস্তু সকল কখন কঠিন, কখন তরল ও কখন বায়বীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আণবিক বিকর্ষণের অপেক্ষা আণবিক আকর্ষণের প্রভাব অধিক হইলে কাঠিন্যের সঞ্চার হয়। উভ-য়ের পরাক্রম প্রায় সমান হইলে তারল্যের উৎপত্তি হয়। আর আকর্ষণ অপেক্ষা বিকর্ষণের বল তাদৃশ অধিক হইলে সকল বস্তুই বাষ্পাকার ধারণ করে। উষ্ণতার যত বৃদ্ধি হয়, বিকর্ষণের বলও তত অধিক হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই তাপপ্রভাবে যাহার উপাদান বিশ্লিষ্ট হয় না, উত্তপ্ত হইলে তাদৃশ কঠিন বস্তু তরল ও তরলবস্তু বাষ্প হইয়া যায়।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল আণবিক আকর্ষণ গুণে যেরূপ দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তরল ও বায়বীয় বস্তুর পরমাণু সকল সেরূপ নহে।

কঠিন বস্তুর পরমাণু সকল নিবিড় সন্নিবেশ-নিবন্ধন সহজে বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের পরমাণু সকল বিরল বিনিবেশে সহজেই সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কঠিন পদার্থ সকল এক একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট আকৃতি-বিশিষ্ট। কিন্তু তরল ও বায়বীয় পদার্থের কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই। তাহাদিগকে যেরূপ পাত্রে রাখা যায়, তাহারা সেইরূপ আকৃতি প্রাপ্ত হয়।

তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের প্রভেদ। তরলদ্রব্যের পরমাণু সকল যেরূপ সহজেই সঞ্চালিত হয়, বায়বীয় দ্রব্যের অণু-সকলও সেইরূপ অল্প বলপ্রয়োগেই সঞ্চালিত হয়। কিন্তু বায়বীয় দ্রব্য সকল চাপপ্রভাবে যেরূপ সঙ্কুচিত হয়, তরল দ্রব্য সকলকে চাপদ্বারা সেরূপ সঙ্কুচিত করিতে পারা যায় না। বায়বীয় দ্রব্য সকল যেরূপ আকুঞ্চনীয়, তরল পদার্থ সকল সেইরূপ দুরাকুঞ্চনীয়। তবে তরল বস্তু সকল যে একবারে অনাকুঞ্চনীয়, তাহা নহে। পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণ নানাবিধ পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, সমধিক বল প্রয়োগ করিলে তরল দ্রব্যমাত্রই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত হয়। প্রতি ইঞ্চিতে সাড়ে সাত সের প্রমাণ চাপ প্রযুক্ত হইলে দশ লক্ষ ভাগ জলের আয়তন পাঁচভাগ কম পড়ে। চাপ অপসৃত হইলে জল ও জলবৎ পদার্থ সকল পুনরায় প্রসারিত হইয়া পূর্ব্ব আয়তন প্রাপ্ত হয়। অতএব তরল বস্তু সকল স্থিতিস্থাপক গুণসম্পন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তরল পদার্থে চাপসঞ্চালনের নিয়ম। তরল বস্তুর এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে সেই চাপ তাহার সকল দিকে সমভাগে সঞ্চালিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাস্কাল নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত তরল পদার্থের চাপসঞ্চালন সংক্রান্ত এই নিয়মটী আবিষ্কার করেন, এইজন্য এই নিয়মটী পাস্কালের নিয়ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

জলাদির এক দিকে কোন চাপপ্রয়োগ করিলেই সেই চাপ তাহার সকল দিকে সমভাবে সঞ্চালিত হয়। ইহা বিশিষ্ট পরীক্ষা দ্বারা দেখান যাইতে পারে।

একটী পিচ্‌কারি সদৃশ বহুছিদ্রসম্পন্ন যন্ত্র জলপূর্ণ করিয়া যদি তাহার অর্গলটীকে বলপূর্ব্বক ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকল ছিদ্র হইতেই জল নির্গত হয়। সকল দিকে চাপ সঞ্চালিত না হইলে সকল দিকের ছিদ্র দিয়া কখনই জল নিঃসৃত হইত না।

জলাদির এক অংশে চাপ প্রয়োগ করিলে ঐ চাপ তাহার সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হইয়া চাপপ্রযুক্ত অংশের সহিত সমায়তনসম্পন্ন অংশ সকলের উপর সমপরিমাণে ও লম্বভাবে কার্য্যকারী হয়। তরল পদার্থের এক অংশে প্রযুক্ত চাপ সর্ব্বাংশে সঞ্চালিত হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তরল পদার্থের উৎক্ষেপক তাপ। তরল দ্রব্যের উপরিস্থিত অণুসকলের নিম্নাভিমুখ অবক্ষেপক চাপে যেরূপ নিম্নস্থ অণুসকল আক্রান্ত, অণু সকলের উর্দ্ধাভিমুখে উৎক্ষেপক চাপেও উপরিস্থ অণুসকল সেইরূপ উদ্ভাসিত। নিম্নস্থ স্তরসকলের উপর উপরিস্থ স্তরসকলের অবক্ষেপক চাপ এবং উপরিস্থ স্তরের প্রতি নিম্নস্থ স্তরের উৎক্ষেপক চাপ সমান; ইহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কোন জলপূর্ণ পাত্র মধ্যে উভয়মুখ অনাবদ্ধ একটী নলাকার পাত্র নিমগ্ন করিলে নলের বাহিরে জল যত উন্নত, উহার ভিতরেও ঠিক তত উন্নত হইয়া উঠিবে। ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু এই নলটীর নিম্নদিকের মুখে ঠিক তাহার সমান করিয়া একখণ্ড পাতলা কাচ কি অভ্র লইয়া সেই কাচ বা অভ্র দিয়া ঐ মুখ আবদ্ধ করিয়া এক গাছি সূতা দিয়া ঐ কাচ কি অভ্রখানি টানিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে জলে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, সূতাগাছটী ছাড়িয়া দিলেও উহা পড়িয়া যাইবে না, জলের চাপে উদ্ভাসিত হইয়া থাকিবে। এখন যদি নলমধ্যে জল ঢালা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, নলের ভিতরের জল যেমন বাহিরের জল অপেক্ষা উচ্চ হইয়া উঠিবে, অমনি উহা পড়িয়া যাইবে। সুতরাং দৃষ্ট হইতেছে, নিম্নদিকের মুখস্থিত কাচ কি অভ্রখানি যে বলে উদ্ভাসিত হয়, তাহা উহার সমায়ত ও উহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বহির্ভাগে জল যত উন্নত, তত উন্নত জলের ভারের সমান। অর্থাৎ উহার উপরে উর্দ্ধ হইতেও যে চাপ উহার নিম্নেও নিম্নদিক হইতে উর্দ্ধদিকেও সেই চাপ অর্থাৎ জল মধ্যস্থিত যে কোন অণুটীকে ধর, তাহার উপর উৎক্ষেপক ও অবক্ষেপক চাপ সমান।

সাম্যাবস্থায় তরল বস্তুর পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্র সমতল।

কঠিন পদার্থের উপরিভাগ কোথাও উন্নত, কোথাও অবনত হইতে পারে, কিন্তু তরলদ্রব্যের পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বত্রই সমান উচ্চ। কঠিনাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ গুণে পরমাণুগণ পরস্পরের সহিত দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণ কোন কঠিন দ্রব্যের অংশবিশেষ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠিলেও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিম্নে পতিত হয় না। কিন্তু তরলাবস্থায় আণবিক আকর্ষণ তাদৃশ প্রবল না হওয়ায় তরলবস্তুর পরমাণু সকল সহজেই বিচলিত ও প্রবাহিত হইয়া সমতল ভাব ধারণ করে।

কোন তরলবস্তুর যদি কোন ভাগ কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠে, তাহা হইলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে তাহাকে পুনরায় নিপতিত হইতে হয়। বাস্তবিক তরলপদার্থদিগের পৃষ্ঠদেশ স্বভাবতঃ সমোচ্চ। জল উচু নীচু হওনের কারণ সকলেই জ্ঞাত আছেন।

ভূপৃষ্ঠে যেরূপ কোথাও উন্নতগিরিশিখর, কোথাও বা গভীর গহ্বর নয়নগোচর হয়, সাগরপৃষ্ঠে সেরূপ কিছুই দৃষ্ট হয় না। যদি কখন কোন কারণে সাগরবারির কোন স্থানে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই কারণের অসদ্ভাব হইলেই নিপতিত হইয়া সমতলভাব ধারণ করে। যদিও মহাসমুদ্রের যে ভাগে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেইখানেই উহার পৃষ্ঠদেশ সমতল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাই বলিয়া উহার সমগ্র পৃষ্ঠদেশ যে দর্পণাকার সমতল তাহা নহে। উহার পৃষ্ঠদেশের প্রত্যেক বিন্দুটী পৃথিবীর কেন্দ্রের সহিত তুলনায় সমতল ভাবে অবস্থিত, কিন্তু ভূপৃষ্ঠস্থ জলরাশির পৃষ্ঠদেশের আকার বর্তুলপৃষ্ঠের ন্যায় গোল। ফলে যেখানে বহুদূর ব্যাপিয়া জল থাকে, সেখানে তাহার সমুদায় পৃষ্ঠভাগের দর্পণাকার সমতল হওয়া সম্ভব নহে। ২ তরলতা। ৩ পাতলা।

তারবায়ু (পুং) তারঃ বায়ুঃ কর্ম্মধা। অত্যুচ্চ শব্দযুক্ত বায়ু।

তারবিমলা (স্ত্রী) তারং রূপ্যমিব বিমলা। উপধাতুবিশেষ, তারমাক্ষিক। [তারমাক্ষিক দেখ।]

তারশুদ্ধিকর (ক্লী) তারস্য রজতস্য শুদ্ধিং করোতি কৃ-ট। সীসক। সীসকসংযোগে রৌপ্য বিশুদ্ধ এবং রৌপ্যমল সীসক দ্বারা দূর হয়।

তারসার (পুং) উপনিষদ্ভেদ।

তারহার (পুং) তারো নির্ম্মলো হারঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা। উজ্জ্বল মুক্তাহার।

তারা (স্ত্রী) তারয়তি সংসারার্ণবাৎ ভক্তান্ তৄ-ণিচ্ অচ্ টাপ্। ১ বৌদ্ধদিগের দেবতাবিশেষ। ২ বানররাজ বালীর পত্নী, ইনি সুষেণ বানরের কন্যা, রামচন্দ্র সপ্ততাল ভেদ করিয়া বালীকে বধ করেন। বালী নিহত হইলে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে তারা সুগ্রীবকে বিবাহ করে। ইহার পুত্রের নাম অঙ্গদ। (রামা°) প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহার নাম স্মরণ করিলে সেই দিন মঙ্গল হয়।

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

কিন্তু প্রাতঃকালে ইহাদের নামস্মরণের নিয়ম রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বে নাই।

৩ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী এই ২৭টী প্রধান তারা। [খগোল শব্দ ৭—৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

অশ্বিনীর অশ্বি, ভরণীর যম, কৃত্তিকার দহন, রোহিণীর কমলজ, মৃগশিরার শশি, আর্দ্রার শূলভৃৎ, পুনর্ব্বসুর অদিতি, পুষ্যার জীব, অশ্লেষার ফণি, মঘার পিতৃগণ, পূর্ব্বফল্গুনীর যোনি, উত্তরফল্গুনীর অর্য্যমা, হস্তার দিনকৃৎ, চিত্রার ত্বষ্টা, স্বাতির পবন, বিশাখার শক্রাগ্নি, অনুরাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার শক্র, মূলার নির্ঋতি, পূর্ব্বাষাঢ়ায় তোয়, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্বাবাক্ষ, শ্রবণার হরি, ধনিষ্ঠার বসু, শতভিষার বরুণ, পূর্ব্বভাদ্রপদের অজৈকপাদ, উত্তরভাদ্রপদের অহির্ব্রধ্ন এবং রেবতীর পূষা অধিপতি। আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ ইহারা ঊর্দ্ধমুখ। মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্র অধোমুখ এবং অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা ও অনুরাধা এই কয়টী নক্ষত্রের নাম তির্য্যঙ্মুখ তারা। অশ্বিনী ও শতভিষা অশ্বযোনি, রেবতী ও ভরণী হস্তী; কৃত্তিকা অজা; রোহিণী ও মৃগশিরা সর্প; আর্দ্রা, হস্তা ও স্বাতি ব্যাঘ্র; পুনর্ব্বসু মেষ; পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা ইন্দুর; পূর্ব্বফল্গুনী ও চিত্রা মহিষ; বিশাখা ও অনুরাধা হরিণ; জ্যেষ্ঠা কুক্কুর; মূলা ও শ্রবণা বানর; পূর্ব্বাষাঢ়া নকুল; ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ সিংহজাত।

মৃগশিরা, হস্তা, স্বাতি, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা, অশ্বিনী ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে দেবগণ; উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, রোহিণী, ভরণী ও আর্দ্রায় নরগণ এবং জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, শতভিষা, চিত্রা, মঘা, ধনিষ্ঠা ও বিশাখায় রাক্ষসগণ হয়।

কোন শুভকার্য্য করিতে হইলেই চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি দেখা আবশ্যক। বিশেষতঃ শুক্লপক্ষে চন্দ্রশুদ্ধি ও কৃষ্ণপক্ষে তারাশুদ্ধি দেখিয়া কার্য্য না করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হয়। তারাশুদ্ধি। যথা—জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও অতিমিত্র এই ৯টী তারা, ইহাদের মধ্যে জন্ম, বিপৎ, প্রত্যরি ও বধ বর্জ্জনীয়, এতদ্ভিন্ন অন্য তারা শুভকর। জন্মতারায় বিবাদ, শ্রাদ্ধ, ভৈষজ্য, যাত্রা ও ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ তারায় যাত্রা করিলে বন্ধন, কৃষিকার্য্যে শস্যনাশ, ঔষধ সেবনে মরণ, গৃহারম্ভে গৃহদাহ, ক্ষৌরে রোগোৎপত্তি, শ্রাদ্ধে অর্থনাশ, বিবাদে বুদ্ধি নষ্ট ও যুদ্ধে ভয় হয়।

জন্মতারা হইতে গণনা করিতে হয়। চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি থাকিলে অন্য সকল দোষ বিনষ্ট হয়।*

[বিশেষ বিবরণ নক্ষত্র দেখ।]

৪। দশমহাবিদ্যার প্রথমা বিদ্যা—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা এই দশমহাবিদ্যা।

সতী দক্ষযজ্ঞে যাইবার সময় মহাদেবের নিকট বারংবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেব কোনক্রমেই অনুমতি প্রদান করিলেন না। তাহাতে সতী ক্রমে ক্রমে মহাদেবকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ দশরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে মহাদেব ইহাতে ভীত হইয়া সতীকে দক্ষালয়ে যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

"যত কন সতী শিব না দেন আদেশ।
ক্রোধে সতী হইলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারারূপা ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটাবিভূষণা॥

* "জন্মসম্পদ্বিপৎক্ষেমপ্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মাণি ত্রিষু জন্মসু কারয়েৎ।
বিবাদশ্রাদ্ধভৈষজ্যযাত্রাক্ষৌরাদি বর্জ্জয়েৎ॥
যাত্রায়াং পথিবন্ধনং কৃষিবিধৌ সর্ব্বস্য নাশো ভবেৎ।
ভৈষজ্যে মরণং তথা মুনিমতং দাহো গৃহারম্ভণে॥
ক্ষৌরে রোগসমাগমো বহুবিধঃ শ্রাদ্ধেঽর্থনাশস্তদা।
বাদে বুদ্ধিবিনাশনং যুধি ভয়ং প্রাপ্নোত্যয়ং জন্মতে॥
পাপাখ্যাতু ত্রিবিধা পঞ্চচতুর্দ্দশ বিংশতিস্মিযুতা।
সিদ্ধিফলাবৃদ্ধিকরী বিনাশসংজ্ঞাক্রমাৎ কথিতা॥
তারাচন্দ্রবলেপ্রাপ্তে দোষাস্তাস্তে ভবন্তি যে।
তে সর্ব্বে বিলয়ং যান্তি সিংহং দৃষ্ট্বা গজা ইব॥" (শ্রীপতিসমুচ্চয়)

অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ডখর্পর।
চারি হাতে শোভে, আরোহণ শিবোপর॥"

(অন্নদাম° ২৯ অ:) [দশমহাবিদ্যা দেখ।]

প্রথমা তারা, দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা (শ্লোকে "কালী তারা মহাবিদ্যা") এরূপ নহে, কালী ও তারা দুই আদ্যা মহাবিদ্যা। তবে শ্লোকে কালী তারা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পর্য্যায়বোধক নহে, কালিকা হইতেই তারার উৎপত্তি।

"বিনিঃসৃতায়াং দেব্যাস্তু মাতঙ্গ্যাঃ কায়তস্তদা।"

"ভিন্নাঞ্জননিভা কৃষ্ণা।" (কালিকাপু°)

কথিত আছে, যে কৌষিকী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, কালিকা সর্ব্বময়া, তারা বিশ্বময়া ধরিত্রীরূপিণী।

"অথভেদান্ প্রবক্ষ্যামি তারিণ্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাং।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তস্তু সাধকঃ।
কবিতাং লভতে শুদ্ধামনর্গলবিজৃম্ভিনীং।
পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ধনৈর্ধনপতির্ভবেৎ॥" (তন্ত্রসার)

তারা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, সাধক তারামন্ত্রাদি জ্ঞাত হইলে আচিরে মুক্তি লাভ করে এবং অনর্গল কবিতা বলিবার শক্তি জন্মে, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে এবং ধনাধিপতি হয়। [দশমহাবিদ্যা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৫ বৃহস্পতির স্ত্রী। এক দিন অঙ্গিরাতনয় চন্দ্র তারার অলোকসামান্য রূপ দর্শন করিয়া তাহাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি ইহা অবগত হইয়া দেবতাদিগের নিকট বলিলেন। দেবগণ এই কথা শুনিয়া ঋষিগণের সহিত সমবেত হইয়া চন্দ্রের নিকট তারাকে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি সোমদেব কিছুতেই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন না। তখন দেবাচার্য্য বৃহস্পতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শুক্রাচার্য্য ইহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। মহাতেজা রুদ্র পূর্ব্বে বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার শিষ্য ছিলেন, তিনিও গুরু, পুত্রের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন বৃহস্পতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। মহাত্মা রুদ্রদেব ব্রহ্মশির নামক যে পরমাস্ত্র দৈত্যগণ উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং যদ্দ্বারা দৈত্যগণের যশোরাশি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই অতিভীষণ আজগব শরাসন ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তারার জন্য এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল বলিয়া ইহা তারকাময় বলিয়া প্রখ্যাত হইল। এই দেবদানবসমরে প্রভূত লোকক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর দেবগণের প্রার্থনায় লোকপিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সমরভূমিতে আসিয়া শুক্রাচার্য্য ও শঙ্কর রুদ্রদেবকে সান্ত্বনা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন এবং তারাকে লইয়া বৃহস্পতিকে প্রদান করিলেন। তখন বৃহস্পতি তারাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখিয়া কহিলেন, তুমি আমার ক্ষেত্রে অন্যজনিত গর্ভধারণ করিতে পারিবে না। তারা স্বামীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ গর্ভস্থ পুত্র দস্যুহন্তমকে প্রসব করিয়া শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সদ্যঃপ্রসূত কুমার শরস্তম্বে পতিত হইয়া জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল, তাহার শরীরকান্তিতে দেবগণ যেন তিরস্কৃত হইতে লাগিল। অনন্তর দেবগণ সংশয়াপন্ন হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! সত্য করিয়া বল, এ পুত্র সোমদেবের না বৃহস্পতির? দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেও তারা কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। তখন অচিরজাত সেই দস্যুহন্তম স্বীয় জননী তারাকে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে ব্রহ্মা তাহাকে নিষেধ করিয়া পুনর্ব্বার তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তারে! তুমি সত্য করিয়া বল এ পুত্র কাহার?' তখন তারা কৃতাঞ্জলিপুটে বরদাতা বিধাতাকে মৃদু বচনে কহিলেন, 'এই মহাত্মা কুমার দস্যুহন্তম ভগবান্ সোমদেবের তনয়।' এই কথা শুনিয়া প্রজাপতি সোমদেব স্বীয় পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার নাম বুধ রাখিলেন। এই বুধ অদ্যাপি গগনাঙ্গণে চন্দ্রের প্রতিকূল দিকে উদিত হইয়া থাকেন।

সোমদেব এই পাপে সহসা রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণমণ্ডল হইতে লাগিলেন। তখন চন্দ্র ইহার শান্তির নিমিত্ত পিতার শরণাপন্ন হন, মহাতপা অত্রি ইহার পাপ শান্ত করিয়া দেন, তবে চন্দ্র পাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ দীপ্তিশালী ও পূর্ণমণ্ডল হইয়া উঠিলেন।

৫ অক্ষিমধ্য চক্ষুর তারা। পর্য্যায়—বিম্বনী, কনীনিকা, তারকা।

"তারে জ্যোতিষি সংযোজ্য কিঞ্চিদুন্নময়েদ্ ভ্রুবৌ।"

(হঠযোগপ্রদী° ৪।৩৯)

৬ বুদ্ধ অমোঘসিদ্ধের স্ত্রী। ৭ এক জৈনশক্তি।

তারাকূট (ক্লী) তারাণাং কূটং ৬তৎ। তারাবিষয়ককূটভেদ। বিবাহ বিষয়ে দম্পতীর শুভাশুভজ্ঞাপক কূটভেদ। বিবাহ বিষয়ে ইহাদ্বারা মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় জানা যায়।

[বিশেষ বিবরণ বিবাহ ও নক্ষত্র দেখ।]

তারাক্ষ (পুং) দৈত্যভেদ, তারকাসুরের পুত্র, তারকাক্ষ।

[তারকাক্ষ দেখ।]

তারাগঞ্জ, রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে ধান্য, পাট ও তামাকের ব্যবসা প্রধান।

তারাগড়, ১ আজমীর মৈরবারার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। অক্ষা° ২৬°২৬´২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪°৪০´১৪´´ পূঃ। আজমীরের দিকে শৈলশৃঙ্গ ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর এই দুর্গ অবস্থিত। ইহার চারিদিকে দুর্ভেদ্য সানুসকল বেষ্টিত, পূর্ব্বতন রাজগণ সকলেই এই দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করিতেন। রাঠোর ও চৌহানের সহিত যুদ্ধে ১২১০ খৃষ্টাব্দে যেস্থানে সৈয়দ হোসেন প্রাণত্যাগ করেন, সেখানে তুঙ্গশৃঙ্গের উপরে তাহারও একটী সুন্দর মসজিদ্ আছে। এখন নসিরাবাদের ইংরাজ সৈনিক পুরুষেরা তারাগড়ে হাওয়া খাইতে আসেন।

২ পঞ্জাবের নলাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ অক্ষা° ৩১°২০ উঃ, দ্রাঘি° ৭৬°৫০´ পূঃ। শতদ্রুনদীর বামধারে পর্ব্বতশিরে অবস্থিত। ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে সমরকালে গোর্খা-সৈন্য এই দুর্গে থাকিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

তারাচক্র (ক্লী) তারাণাং চক্রং ৬তৎ। তন্ত্রোক্ত চক্রভেদ, এই চক্রদ্বারা দীক্ষণীয় মন্ত্রের শুভাশুভ জানা যায়।

[নক্ষত্র ও দীক্ষা দেখ।]

তারাচমন (ক্লী) তারায়াঃ আচমনং ৬তৎ। তারাপূজাবিষয়ক আচমন, তারাপূজায় এই আচমন করিতে হয়। [তারা দেখ।]

তারাজ্ (স্ত্রী) একটী বৈরাজ্। (ঋক্প্রাতি° ১৭।৪)

তারাদেবী (স্ত্রী) ১ এক মহাবিদ্যা। [তারা দেখ।]

২ হিমালয়ের গন্ধর্ব-পর্ব্বত ও ভীষণদৃশ্য একটী গিরিশৃঙ্গ। সিমলার নিকট বিদ্যমান।

তারাধিপ (পুং) তারাণাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ চন্দ্র। তারায়াঃ অধিপঃ। ২ শিব। ৩ বৃহস্পতি। ৪ বালি ৫ সুগ্রীব বানর। ৬ নক্ষত্রাধিপ, অশ্বি, যম প্রভৃতি নক্ষত্রগণের অধিপতি।

[তারা দেখ।]

তারাধীশ (পুং) তারায়াঃ অধীশঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ]

তারানগর, বরদপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ভ° ব্রহ্মখ° ২৯।৪০)

তারানাথ (পুং) তারাণাং নাথঃ। ১ চন্দ্র। ২ তিব্বতের একজন খ্যাত বৌদ্ধপণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে একখানি বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস রচনা করেন; ভারতীয় পুরাবিদ্‌গণ তাহার বড় আদর করেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বর্দ্ধমান-জেলার অন্তঃপাতী কাল্‌না গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বিদ্যাশিক্ষায় প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইনি অল্প দিন মধ্যেই তৎকাল-প্রচলিত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজে ইনি বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত ৬ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া এই স্থানের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে কাশীতে গমন করিয়া কিছুদিন বেদান্তাদি শাস্ত্র সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করেন। ইনি নিজগ্রামে (কাল্‌না) টোল করিয়া অনেক ছাত্রকে অন্ন-দান করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। সেই সময় ইনি কাহারও প্রতিগ্রহ করিতেন না, নিজে ব্যবসা করিয়া যে উপস্বত্ব পাইতেন, তাহাদ্বারা আপনার সংসারখরচ ও ছাত্রদিগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন।

ইনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন, চাউল, বস্ত্র, শাল, চাষ প্রভৃতি তাঁহার ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগ্রহে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি প্রতিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় কলেজের কার্য্যে অধিক সময় ব্যয়িত হইত, ব্যবসার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন না। বিস্তর টাকার শাল কীটনষ্ট হইয়া অনেক টাকা দায়ী হইয়া পড়েন।

ইঁহার এই দেনার সংবাদ পাইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউয়েল সাহেব তাঁহাকে প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সকল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার পরামর্শ দেন। ইনি তাঁহার পরামর্শানুসারে পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে দেনা শোধ দিয়া বিশেষ লাভবান্ হইলেন। পরে ইনি শব্দকল্পদ্রুমের আদর্শে প্রতি-শব্দের ব্যুৎপত্তির সহিত "বাচস্পত্য" নামে এক বৃহৎ অভিধান সঙ্কলন করেন। এই অভিধান সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে এক অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ, এই অভিধানে সকল শাস্ত্রের কথা আছে। ইহার মুদ্রাঙ্কনে প্রায় ৮০০০০৲ টাকা ও ১২ বৎসর সময় ব্যয়িত হয়।

ইনি বাচস্পত্য ব্যতীত শব্দস্তোমমহানিধি (অভিধান), তত্ত্বকৌমুদীর টীকা, পাণিনির সরলা টীকা, ধাতুরূপাদর্শ প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত পুস্তক লিখিয়াছেন এবং অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া জন সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। কাশীধামে ইঁহার মৃত্যু হয়।

তারাপতি (পুং) তারাণাং পতিঃ ৬তৎ। [তারাধিপ দেখ।] ১ চন্দ্র। ২ বৃহস্পতি। ৩ শিব। ৪ বালি। ৫ সুগ্রীব। ৬ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর এক জন বিখ্যাত হিন্দি কবি, ইনি আদিরসঘটিত অনেক কবিতা লিখিয়াছেন।

তারাপথ (পুং) তারাণাং পন্থাঃ ৬তৎ, অচ্ সমাসান্তঃ। আকাশ।

তারাপীড় (পুং) তারাণাং আপীড়ঃ ভূষণমিব ৬তৎ। ১ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ চন্দ্রাবলোকের পুত্র, অযোধ্যার এক রাজা। ইহার পুত্রের নাম চন্দ্রাগিরি। (মৎস্যপু°) ৩ কাশ্মীরের এক বিখ্যাত রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

তারাপুর, ১ বোম্বাই প্রদেশের খম্বাৎরাজ্যের একটী নগর। খম্বাৎ (কাম্বে) নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

২ থানা জেলাস্থ একটী বন্দর। অক্ষা° ১৯° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭২° ৪২´৩০´´ পূঃ। তারাপুর খাড়ীর দক্ষিণধারে বৈসর ষ্টেসনের ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। খাড়ীর উত্তরধার তারাপুর-চিচ্‌নী নামে খ্যাত। এখানে লক্ষাধিক টাকার কারবার হয়।

তারাপ্রমাণ (ক্লী) তারাণাং প্রমাণং ৬তৎ। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের স্বরূপ-নিরূপক সংখ্যাবিশেষ, বৃহৎসংহিতায় এই সংখ্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—শিখি ৩, গুণ ৩, রস ৬, ইন্দ্রিয় ৫, অনল ৩, শশী ১, বিষয় ৫, গুণ ৩, ঋতু ৬, পঞ্চ ৫, বসু ৮, পক্ষ ২, এক ১, চন্দ্র ১, ভূত ১৪, অর্ণব ৪, অগ্নি ৩, রুদ্র ১১, অশ্বি ১, দহন ৩, শত ১০০ এবং দ্বাত্রিংশৎ ৩২, ইহা তারকা পরিমাণ। অশ্বিনী আদি করিয়া নক্ষত্রের সহিত পূর্ব্বলিখিত তারাসংযুক্ত আছে। ইহাদিগের ফল তারার সংখ্যানুসারে হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৮৯অ°)

তারাভ (পুং) পারদ। (নিঘণ্টু প্র°)

তারাভূষা (স্ত্রী) তারা ভূষা ভূষণং যস্যা বহুব্রী। রাত্রি। (রাজনি°)

তারাভ্র (পুং) তার: নির্ম্মলঃ অভ্রো মেঘইব শুভ্রত্বাৎ। কর্পূর।

তারামণ্ডল (ক্লী) তারাণাং মৌক্তিকানাং মণ্ডলং যত্র। ১ ঈশ্বরমণ্ডলভেদ, দেবমন্দিরবিশেষ। তারাণাং মণ্ডলং ৬তৎ। ২ নক্ষত্রমণ্ডল।

তারামণ্ডুর গুড় (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুদ্ধমণ্ডূর ৯ পল, গোমূত্র ১৮ পল, গুড় ৯ পল, প্রক্ষেপার্থ বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১ পল, মৃদু-অগ্নিতে অল্পে অল্পে পাক করিয়া পিণ্ডীভূত হইলে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ তোলা, ভোজনের পূর্ব্বে, মধ্যে ও অন্তে সেবনীয়। ইহাতে পিত্তশূল, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, মন্দাগ্নি, অর্শ, গ্রহণী, গুল্মোদর প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলা ধি°)

তারাময়ী (স্ত্রী) তারায়াঃ স্বরূপা স্বরূপে ময়ট্। তারাস্বরূপ।

তারাম্বগ (পুং) তারারূপঃ মৃগঃ মৃগশিরঃ। মৃগশিরানক্ষত্র।

"অন্বধাবন্ মৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা।"

(ভারত বনপ° ২৭৭ অ°)

তারারি (পুং) তারাণাং অরিঃ ৬তৎ। বিট্‌মাক্ষিক উপধাতুভেদ।

তারাবতী (স্ত্রী) চন্দ্রশেখর রাজার পত্নী। আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নগরীতে ইক্ষ্বাকুবংশীয় ককুৎস্থ নামে এক নরপতি ছিলেন। ভর্গদেবের কন্যা মনোন্মাথিনীকে ইনি বিবাহ করেন। ইহার ক্রমান্বয়ে ১০০ শত পুত্র হয়। কিন্তু একটীও কন্যা না হওয়ায় ককুৎস্থপত্নী কন্যাকামনায় চণ্ডিকার আরাধনা করেন। তিন বৎসর পরে চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নে তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন, 'স্ত্রীলক্ষণসম্পন্না সার্ব্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্ত তোমার একটী কন্যা হইবে।' কালক্রমে মনোন্মাথিনী অসামান্যসুন্দরী একটী কন্যা প্রসব করেন। দেবতার বরে এই কন্যার স্বাভাবিক তার চিহ্ন আছে বলিয়া পিতা যথাকালে তাহার নাম তারাবতী রাখিলেন। তারাবতীর যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া তাহার পিতা বৈশাখমাসের প্রারম্ভে বৃদ্ধচন্দ্রে ও শুভদিনে স্বয়ম্বরসভা করিয়া চারিদিকে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজন্যবর্গ এই স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পৌষ্যতনয় চন্দ্রশেখররাজও নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ম্বরস্থলে আগমন করিয়াছিলেন।

তারাবতী স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চণ্ডিকার মন্দিরে গিয়া দেবী কালিকার আরাধনা করেন। চণ্ডিকা প্রীত হইয়া তাহাকে বলেন, চন্দ্রশেখর নামে মহেশ্বরাবতার পৌষ্য তনয় মনোহর রূপসম্পন্ন। তাহাকেই তুমি বরমালা প্রদান কর। তারাবতী কালিকার এই আদেশ শুনিয়া স্বয়ম্বরস্থলে চন্দ্রশেখরকেই বরমালা প্রদান করেন।

পরে চন্দ্রশেখর পত্নী তারাবতীর সহিত নিজ রাজধানীতে গমন করেন। ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয়া রূপে তারাবতীর সমান, তিনি স্বয়ং দাসীদিগের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারাবতীর সহিত গমন করিয়াছিলেন। ইনি উর্ব্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে একদা মহর্ষি অষ্টাবক্রকে ব্যঙ্গ করায় তাঁহার শাপে ইনি তারাবতীর দাসী হইয়াছিলেন। মহারাজ চন্দ্রশেখর দৃষদ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামে এক নগর স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেইখানে ইঁহারা বহুদিন সুখে বাস করেন। একদিন তারাবতী দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় কপোত নামে এক ঋষি, ইহাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। এই ঋষি প্রাণিবধের আশঙ্কায় কপোতশরীর ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেন, এই জন্য মুনির নাম কপোত হইয়াছিল।

কপোত অত্যন্ত কামাতুর হইয়া ইহার নিকট সম্ভোগাভি-লাষ প্রকাশ করেন। তারাবতী ভীত হইয়া মুনিকে প্রণাম

করিয়া কহিলেন, 'আমি চন্দ্রশেখরের পত্নী, আমার নাম তারাবতী, আমি কি করিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি।' মহর্ষি কহিলেন, ভয় পাইওনা আমি তোমাতে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রদ্বয় উৎপন্ন করিব এবং তুমি আমার বাক্য না শুনিলে শাপদ্বারা তোমাদিগকে ভস্ম করিয়া দিব। তারাবতী মুনিকে কহিলেন, 'আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন' এই বলিয়া তারাবতী গৃহে গমন করিয়া ভগিনী চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন, 'তুমি আমার তুল্য রূপবতী, তুমি ভিন্ন অন্য এ বিপদ হইতে রক্ষার উপায় নাই।' চিত্রাঙ্গদা কিয়ৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া তারাবতীর আদেশে মুনির নিকট গমন করেন।

চিত্রাঙ্গদার অনূঢাবস্থায় কপোত মুনির ঔরসে সুবর্চ্চা ও তুবক নামে দুই পুত্র হয়; এইরূপে চিত্রাঙ্গদা কপোত মুনির নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর এক দিন তারাবতী ঐ নন্দবতী নদীতে স্নান করিতেছিলেন। এমন সময় ঐ মুনি চিত্রাঙ্গদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ অলোকসামান্যা সুন্দরী কে?' তখন চিত্রাঙ্গদা সভয়ে কহিলেন, ইনি চন্দ্রশেখরের স্ত্রী তারাবতী, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্ব্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, আপনি ইঁহাকে ক্ষমা করুন। কপোত চিত্রাঙ্গদার নিকট তারাবতীর প্রতারণা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কোপপরবশ হইলেন এবং তাহার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, তারাবতি! তুই আমাকে প্রতারণা করিয়াছিস্, ইহার ফল ভোগ কর। আমার শাপে বীভৎসবেশধারী বিরূপ ধনহীন নরকপাললোভী বৃদ্ধ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে এবং এক বৎসর মধ্যে তোর গর্ভে সদ্য দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইবে।' তখন তারাবতী ঋষির শাপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি যদি বাস্তবিক সতী হই এবং আমার মাতা যদি আমাকে চণ্ডিকা আরাধনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, দেবতা ভিন্ন আমায় কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

এই কথা বলিয়া তারাবতী নিজগৃহে প্রত্যাগত হইয়া চন্দ্রশেখরের নিকট মুনির শাপবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা চন্দ্রশেখর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সর্ব্বদাই তারাবতীর নিকটেই থাকিতেন। এক দিন ক্ষণকাল চন্দ্রশেখর নিকটে ছিলেন না; তারাবতী একাগ্রচিত্তে চন্দ্রশেখরের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, 'হে পার্ব্বতি! তুমি এই তারাবতীর শরীরে প্রবিষ্ট হও, আমি উহাতে উপগত হইয়া মুনির শাপমোচন করি। তারাবতী তোমারই অংশ। ইহার গর্ভে ভৃঙ্গী ও মহাকাল উৎপন্ন হইয়া তোমার শাপ হইতে মুক্ত হইবে।' পরে পার্ব্বতী তারাবতীর শরীরে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তারাবতীকে মুগ্ধ করিয়া অস্থিমাল্যধারী বীভৎসবেশ দুর্গন্ধদেহ জরাজীর্ণ ও অতি বিরূপ শরীর ধারণ করিয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন।

সেই সময়ই তারাবতীর গর্ভে বানরমুখ দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্র উৎপন্ন হইলেই পার্ব্বতী তারাবতীর দেহ হইতে বাহির হইলেন।

তখন মোহ দূর হইল। তখন তারাবতী সম্মুখে বীভৎসবেশধারী মহাদেব ও সদ্যোজাত বানরমুখ দুইটী পুত্রকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন এবং আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইয়া তারাবতীকে এই অবস্থায় দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল, 'রাজন্! তারাবতীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ করিবেন না, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্য্যার নিকট আসিয়াছিলেন, এই দুইটী পুত্র মহাদেবের। আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ইহার আমূল বৃত্তান্ত নারদের নিকট অবগত হইতে পারিবেন।' এক দিন নারদ চন্দ্রশেখরের গৃহে উপস্থিত হইয়া তারাবতী ও চন্দ্রশেখরকে কহিলেন, 'রাজন্! মহাদেব সাবিত্রীর শাপে পার্ব্বতীকে এই দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ইহাতে উপগত হইয়াছিলেন, আপনি ইহাকে ভ্রষ্টা বিবেচনা করিবেন না এবং আপনিও স্বয়ং মহাদেব এবং তারাবতীও সাক্ষাৎ পার্ব্বতী, এখন আপনাতে শিবত্ব অনুভব করুন।'

নারদ এই কথা বলিবামাত্র, চন্দ্রশেখর আপনাতে শিবত্ব ও তারাবতী সাক্ষাৎ পার্ব্বতী বলিয়া জানিতে পারিলেন। পূর্ব্বকালে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্য যোনিতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সেই হেতু মনুষ্য শরীরদ্বারা আপনার শিবত্ব আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই। এইরূপে তাহাদের সকল সন্দেহ দূর হইল। তারাবতীর গর্ভসম্ভূত চন্দ্রশেখরের তিনটী পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন ও কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। তারাবতীর গর্ভে বেতাল ও ভৈরব মহাদেবের সদ্যোজাত দুইটী সন্তান। সমুদয়ে তারাবতীর ৫ পুত্র। পরে পতি-পত্নী উভয়েই মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া শিব ও গৌরীতে মিলিত হইলেন। (কালিকাপু° ৪৮-৫৩ অ°) ২ কাঞ্চনপুররাজ ধর্ম্মধ্বজের পত্নী।

তারাবর্ষ (ক্লী) তারাপতন। (অদ্ভুতব্রা°)

তারাবলী (স্ত্রী) মণিভদ্র যক্ষের কন্যা।

তারাবাই, বেদনূরের বিখ্যাত বীরবালা। বেদনূরের

সোলাঙ্কীরাজ রাও সুরতানের কন্যা। অনহলবাড়ের প্রসিদ্ধ বলহরাবংশে সুরতানের জন্ম।

সুরতানের পূর্ব্বপুরুষগণ কিছুকাল তোঙ্কথোড়ায় রাজত্ব করেন। লয়লা নামে একজন আফগান সুরতানকে তাড়াইয়া ঐ স্থান অধিকার করিলে সুরতান আরাবল্লীর পাদদেশে বেদনূরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

যে সময়ে পিতার ভাগ্যপরিবর্ত্তন হয়, তৎকালে তারাবাই কিশোরী; বসন ভূষণ তাঁহার ভাল লাগিত না, তিনি সর্ব্বদা অসিবর্ম্ম লইয়া খেলা করিতেন, অশ্বে আরোহণ করিয়া বাণ প্রয়োগ করিতেন। বীরবালা সর্ব্বদাই বীরবেশে থাকিতে ভালবাসিতেন। দেখিতে দেখিতে বীরবালার কমনীয় অঙ্গে যৌবন ভাব দেখা দিল। তাঁহার রূপের কথা, তাঁহার গুণের কথা, তাঁহার অদ্ভুত অসিচালনা ও বাণশিক্ষার কথা রাজপুতানার বীরসমাজে অনতিবিলম্বে প্রচারিত হইল। মিবারের রাণা রায়মলের তৃতীয় পুত্র জয়মল তাঁহার কর প্রার্থনা করিলেন। বীরবালা জয়মলকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'যে থোড়া উদ্ধার করিবে, এ কর তাহারই হইবে;' জয়মলও থোড়া উদ্ধারের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না হইতেই পিতার করালকবলে পতিত হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। জয়মলের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ মাড়বারে নির্ব্বাসিত ছিলেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি মহাবীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক গড়বার বাদা উদ্ধার করিয়া পিতার ক্ষমালাভ করিলেন।

এখন বীরবর পৃথ্বীরাজ ভ্রাতার প্রতিজ্ঞাপূরণে অগ্রসর হইলেন। শত্রুমিত্র সকলেই পৃথ্বীরাজের মহাবীরত্বের সুখ্যাতি করিতেন। সেই সুখ্যাতির স্রোতে বীরবালা তারাবাইএর শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত হইল। এ দিকে পৃথ্বীরাজ তারাবাইকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জনকের আদেশে তারাবাই পৃথ্বীরাজকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মতি দান করিলেন, কিন্তু তিনি বিবাহের সময় বলিয়াছিলেন, 'যদি পৃথ্বীরাজ থোড়া উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তিনি রাজপুত নহেন।' এই কয়টী কথা পৃথ্বীরাজ কখন ভুলেন নাই।

মহরমের দিন আসিল। থোড়ায় সকল মুসলমান উৎসবে উন্মত্ত। মহাসমারোহে তাজিয়া বাহির হইয়াছে। দম্পতী পঞ্চশত নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী সহ থোড়ায় উপস্থিত হইলেন। নগরের কিছু দূরে সৈন্যগণকে রাখিয়া পৃথ্বীরাজ, তারাবাই ও সেনগড়ের সামন্ত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাজিয়ার সহিত আফগাননায়কও সদলে যাইতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই নবাগত তিন জন কে?' এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই পৃথ্বীরাজের বর্শা ও তারাবাইএর নিশিত শায়ক যবনপতিকে ভূতলশায়ী করিল। উপস্থিত সকলেই অকস্মাৎ ভীত ও ত্রস্ত হইল। তাহারা কি করিবে এই স্থির করিতে না করিতেই তিন জন অশ্বারোহী নগরতোরণে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে এক বিরাট্‌কায় হস্তী তাঁহাদের গন্তব্যপথে বাধা প্রদান করিলে বীরমাতলা তারাবাই অসির আঘাতে তাহার শুণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া পথ পরিষ্কার করিলেন।

অনতিবিলম্বেই রাজপুতসৈন্যগণ আসিয়া আফগানদিগকে আক্রমণ করিল। আফগানসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। অল্পায়াসেই থোড়া উদ্ধার হইল। ইহার পর পৃথ্বীরাজ মালবেশ্বরকে বন্দী করিয়া পিতার নিকট আনয়ন করেন। ইহার কিছু দিন পরেই মহাবীর পৃথ্বীরাজের নবীন জীবনমুকুল এইরূপে ছিন্ন হইল—

যে সময় তিনি নিজ ভ্রাতা উদ্ধতপ্রকৃতি সঙ্গকে শাসন করিবার জন্য শ্রীনগর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় সিরোহীর সামন্তের ভার্য্যা তাঁহার স্নেহময়ী ভগিনীর এক পত্র পাইলেন। ঐ পত্রে সামন্ত প্রভুরাও কর্তৃক তাঁহার ভগিনীর অশেষ লাঞ্ছনার কথা জানিতে পারিলেন। ভগিনীর কষ্ট শুনিয়া তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। তিনি অবিলম্বে সিরোহীতে গিয়া প্রাসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শাণিত অসি হস্তে ভগিনীপতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্যালকের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া প্রভুরাযের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল, তিনি স্ত্রী ও শ্যালকের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এখানে পৃথ্বীরাজ পাঁচ দিন থাকিয়া চলিয়া আসেন। আসিবার কালে প্রভুরাও তাঁহাকে কএকটী মোদক খাইতে দেন। কমলমীরে আসিয়া তিনি একটী মোদক খাইলেন। মাতাদেবীর মন্দিরের নিকট আসিলে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুঝিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তারাবাইকে সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু আর প্রণয়িনীর সহিত দেখা হইল না।

অকালে পতির মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তারাবাই চিতারোহণ করিলেন। এখনও রাজবাড়ায় বীরবালা তারাবাই ও পৃথ্বীরাজের বীরগাথা ও প্রণয়-কথা অনেকে গান করিয়া থাকেন।

তারাবাই, মহারাষ্ট্রনায়ক রাজারামের জ্যেষ্ঠা পত্নী ও ভারতপ্রসিদ্ধ শিবাজীর পুত্রবধূ।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে সিংহগড়ে রাজারামের মৃত্যু হইল। সম্রাট্ অরঙ্গজেব সিংহগড় অবরোধ করিলেন। রাজারামের জ্যেষ্ঠা মহিষী তারাবাই এই সময় শোক, লজ্জা ও ভয় বিসর্জ্জন দিয়া স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও পতিরাজ্য রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন। এ সময় অনেক মহারাষ্ট্র অরঙ্গজেবের পক্ষ অবলম্বন

৪ ক্রূর। ৫ অল্প।

"অধান পশুমারেণ ব্যাঘ্রঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা।" (ভারত ৩।১০।২৪)

৫ দরিদ্র। (হেম) ৬ তণ্ডুলীয় শাক, ক্ষুদে নটেশাক। (সঙ্ক্ষিপ্তসার) (পুং) ৭ তণ্ডুলাবয়ব, ক্ষুদ। ৮ উড়। (শব্দরত্না°)

ক্ষুদ্রক (ত্রি) ক্ষুদ্র এব ক্ষুদ্র স্বার্থে কন্। ১ ক্ষুদ্র (পুং) ২ কোলপরিমাণ, একতোলা। ৩ শাকবিশেষ, ক্ষুদে মুনী। ৪ সূর্য্যবংশীয় প্রসেনজিতের পুত্র। (ভাগবত ৯।১২।১৪) ৫ যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ (ভারত ২।৫১।১৫) এই জাতি যেখানে বাস করে, তাহাকে ক্ষৌদ্রক বলে। টলেমি ক্ষদ্রকৈ (Oxydrakoi) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্ষুদ্রকণ্টকারী (স্ত্রী) অগ্নিদমনী বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রকণ্টকী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রং কণ্টকং যস্যাঃ বহুব্রী গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃহতী। (ভাবপ্রকাশ)

ক্ষুদ্রকণ্টিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রং কণ্টকং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্ অকারস্য ইত্বং। কণ্টকারিকা। (শব্দচিন্তা°)

ক্ষুদ্রকমানস (ক্লী) কাশ্মীরদেশীয় একটী সরোবর। সুশ্রুত বলেন যে, ঐ সরোবরে বা তাহার নিকটে গায়ত্র্য, ত্রৈষ্টুভ, পাঙ্ক্ত, জাগত ও শাঙ্কর এই কয়প্রকার সোম পাওয়া যায়।

"কাশ্মীরেষু সরো দিব্যং নাম্না ক্ষুদ্রকমানসম্।
গায়ত্র্যস্ত্রৈষ্টুভঃ পাঙ্ক্তো জাগতঃ শাঙ্করস্তথা॥"
(সুশ্রু° চি° ২৯ অঃ)

ক্ষুদ্রকম্বু (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ কম্বুশ্চেতি কর্ম্মধা°। শম্বুক, শামুক।

ক্ষুদ্রকল্প (পুং) সামান্য বৈদিক ক্রিয়াবিশেষ।

ক্ষুদ্রকারলিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ কারলিকাচেতি কর্ম্মধা°। ক্ষুদ্রকারবেল্লী। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রকারবেল্লী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ কারবেল্লীচেতী কর্ম্মধা°। কারবেল্লবিশেষ, ছোট করলা। পর্য্যায়—কুড়ুহুঞ্চী, গ্রীষ্মকালিকা, প্রতিপত্রফলা, সুষবী, কারবী, বহুফলা, ক্ষুদ্রকারলিকা, কন্দফলা। ইহার ফলের গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, রুচিকর, দীপন, রক্তপিত্তদোষনাশক, পথ্য। ইহার মূলের গুণ—অর্শরোগনাশক, কোষ্ঠপরিষ্কারক, বিষাপহারক। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রকারালিকা (স্ত্রী) [ক্ষুদ্রকারবেল্লী দেখ।]

ক্ষুদ্রকুলিশ (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা°। বৈক্রান্তমণি।

ক্ষুদ্রকুষ্ঠ (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তৎকুষ্ঠঞ্চেতি কর্ম্মধা। স্বল্প কুষ্ঠরোগ। [কুষ্ঠ দেখ।]

ক্ষুদ্রক্ষুর (পুং) ক্ষুদ্রক্ষুরস্যেব আকারোঽস্ত্যস্য ক্ষুদ্রক্ষুর-অচ্। ক্ষুদ্রগোক্ষুর। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রখদির (পুং) ক্ষুদ্র খদির বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রগোক্ষুরক (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ গোক্ষুরশ্চেতি কর্ম্মধা° ততঃ স্বার্থে কন্। গোক্ষুর বৃক্ষবিশেষ, হিন্দীভাষায় ছোটা গোখুর বা হরচিকার বলে। পর্য্যায়—ত্রিকণ্টক, কণ্ট, ষড়ঙ্গ, বহুকণ্টক, ক্ষুর, গোকণ্টক, কণ্টফল, পলঙ্কষা, ক্ষুদ্রক্ষুর, ভক্ষটক, স্থলশৃঙ্গাটক, ইক্ষুগন্ধ, স্বাদুকণ্ট। ইহার গুণ—অতিশয় শীতল, বলকারী, মধুর, বৃংহণ, কৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও মেহরোগনাশক এবং রসায়ন। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রঘণ্টিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা ঘণ্টিকা কর্ম্মধা। অলঙ্কারবিশেষ, কিঙ্কিণী, ঘুঁঘুর, স্থানবিশেষে ঘাঘর বলে। পর্য্যায়—কিঙ্কিণী, ক্ষুদ্রঘণ্টী, প্রতিসরা, কিঙ্কিনীকা, কঙ্কণী, কঙ্কণিকা, ক্ষুদ্রিকা, ঘর্ঘরী। (জটাধর)

ক্ষুদ্রঘণ্ট (স্ত্রী) কিঙ্কিণী।

ক্ষুদ্রঘোলী (স্ত্রী) চিবিল্লিকা বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রচঞ্চু (স্ত্রী) ১ ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—চঞ্চু, শুনকচঞ্চুকা, ত্বক্সারভেদিনী, ক্ষুদ্রা, কটুকা, কটুপত্রিকা। ইহার গুণ—মধুর, কটু, উষ্ণ, কষায়, দীপন, শূল, গুল্ম ও অর্শরোগনাশক। (রাজনি°।) (ত্রি) ক্ষুদ্রা চঞ্চুর্যস্য বহুব্রী। ২ ক্ষুদ্রোষ্ঠ, যাহার ওষ্ঠ ছোট।

ক্ষুদ্রচন্দন (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। রক্তচন্দন। পর্য্যায়—রক্তাঙ্গ, তিলপর্ণ, রক্তসার। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখ° ১ম ভা°)

ক্ষুদ্রচির্ভিটা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ চির্ভিটা চেতি কর্ম্মধা°। গোপালকর্কটী, হিন্দীভাষায় গোয়াল-কাঁকড়ী বলে। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রচূড় (পুং) ক্ষুদ্রা চূড়া যস্য বহুব্রী। পক্ষিবিশেষ, গুয়েশালিকা। পর্য্যায়—শবমল্ল, গুথলক্ত, সালিক। (শব্দচন্দ্রিকা)

ক্ষুদ্রজন্তু (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ জন্তুশ্চেতি কর্ম্মধা। ১ শতপদী। (শব্দমালা।) ২ ক্ষুদ্রপ্রাণী।

"ক্ষুদ্রজন্তুরনস্থিঃ স্যাদথবা ক্ষুদ্র এব যঃ।
শতং বা প্রসৃতৌ যেষাং কেচিদানকুলাদপ।" (স্মৃতি)

যে সকল জন্তুর অস্থি নাই অথবা যে সকল জন্তু অতিশয় ক্ষুদ্র তাহাদিগকে ক্ষুদ্র জন্তু বলে। কিম্বা যে শ্রেণীর এক শতটী জন্তু এক অঞ্জলিতে লওয়া যাইতে পারে, তাহাদিগের নাম ক্ষুদ্রজন্তু। কেহ কেহ নকুল পর্য্যন্ত জন্তুকেও ক্ষুদ্র জন্তু বলিয়া থাকেন।

ক্ষুদ্রজম্বু (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ জম্বু চেতি কর্ম্মধা°। জম্বুবিশেষ।

ক্ষুদ্রজাতীফল (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তৎ জাতীফলঞ্চেতি কর্ম্মধা°। আমলক, আমলকী। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রজীর (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ জীরশ্চেতি কর্ম্মধা°। স্বল্পজীরক, ক্ষুদিয়া-জীরা। (শব্দচিন্তামণি)

ক্ষুদ্রজীরক (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তৎ জীরকঞ্চেতি কর্ম্মধা°। ক্ষুদ্রজীর।

ক্ষুদ্রজীবা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ জীবা চেতি কর্ম্মধা°। জীবন্তীলতা।

ক্ষুদ্রচর (ত্রি) ক্ষুদ্রং চরতি ক্ষুদ্রচর-অচ্ অলুক্‌সং। যে ধীরে ধীরে গমন করে, মন্দগামী।

"ক্ষুদ্রচরং সুমনসাং শরণে মিথিত্বা
রক্তং ষড়ঙ্ঘ্রিগণসামসু লুব্ধকর্ণম্‌॥" (ভাগবত ৪।২৯।৫৩)

ক্ষুদ্রজ্ঞান (ত্রি) ক্ষুদ্রং জ্ঞানং যস্য বহুব্রী। ১ অল্পজ্ঞান-বিশিষ্ট, মন্দবুদ্ধি। (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তজ্‌জ্ঞানঞ্চেতি কর্ম্মধা। ২ অল্পজ্ঞান।

ক্ষুদ্রতুলসী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। অর্জ্জক বৃক্ষ, বর্ব্বরীবিশেষ, (রাজনি°) একপ্রকার বাবুই তুলসী।

ক্ষুদ্রতা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রস্য ভাবঃ ক্ষুদ্র-তল্‌-টাপ্‌। ক্ষুদ্রত্ব।

ক্ষুদ্রত্ব (ক্লী) ক্ষুদ্রস্য ভাবঃ ক্ষুদ্রত্ব। ১ অল্পতা। ২ ক্রূরতা। ৩ অধমত্ব। ৪ দরিদ্রতা।

ক্ষুদ্রদংশিকা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। দংশী, ছোট ডাঁশ। (জটাধর)

ক্ষুদ্রদংশী (স্ত্রি) ক্ষুদ্রদংশিকা, ছোট ডাঁশ।

"পতঙ্গিকা পুত্তিকা স্যাৎ দংশস্তু বনমক্ষিকা।
প্রাচিকা চাল্লতজ্জাতির্দংশী স্যাৎ ক্ষুদ্রদংশিকা॥" (জটাধর)

ক্ষুদ্রদুরালভা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা। স্বল্পদুরালভা। পর্য্যায়—মরুস্থা, মরুসম্ভবা, বিশারদা, অজভক্ষ্যা, অজাদনী, উষ্ট্রভক্ষিকা, কষায়া, ফণিদ্বিৎ, গ্রাহিণী, করভপ্রিয়া, করভাদনিকা। ইহার গুণ—মধুর, অম্ল, জ্বর, কুষ্ঠ, শ্বাস, কাস ও ভ্রান্তিনাশক, পারদশোধনকারক। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রদুস্পর্শা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। অগ্নিদমনীবৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রদৃষ্টি (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ দৃষ্টিশ্চেতি কর্ম্মধা°। অল্প দর্শন, ক্ষুদ্রজ্ঞান।

ক্ষুদ্রধাত্রী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। কর্কট বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রধান্য (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা°। কুধান্য। ইহার গুণ—ঈষদুষ্ণ, কষায়, মধুর, কটুপাক, লঘু, লেখন গুণযুক্ত, রূক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবৃদ্ধিকর, মল ও মূত্র রুদ্ধকারী, পিত্ত, রক্ত ও কফনাশক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব ১ম ভা°)

ক্ষুদ্রনাসিক (ত্রি) ক্ষুদ্রা নাসিকা যস্য বহুব্রী। হ্রস্ব-নাসিক, খাঁদা।

ক্ষুদ্রপত্রা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ টাপ্‌। ১ চাঙ্গেরী, চুকোপালঙ্গ। (হারাবলী) (ত্রি) ২ ক্ষুদ্রপত্রযুক্ত।

ক্ষুদ্রপত্রী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রং পত্রং যস্যাঃ বহুব্রী ততঃ ঙীষ্‌। বচা। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রপনস (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। ১ লকুচ, ডেও, মাদার। ক্ষুদ্রশ্চাসৌ পনসশ্চেতি কর্ম্মধা°। ক্ষুদ্র পনসফল, ছোট কাঁটাল। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রপর্ণ (পুং) ক্ষুদ্রং পর্ণং যস্য বহুব্রী। ১ অর্জ্জক, বাবুইতুলসী। (ত্রি) ২ ক্ষুদ্রপত্রযুক্ত।

ক্ষুদ্রপাষাণভেদা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। বৃক্ষবিশেষ, চলিত কথায় পাষাণভেদ বলে। পর্য্যায়—চতুঃপত্রী, পার্ব্বতী, নগভূ, অশ্বকেতু, গিরিভূ, কন্দরোদ্ভবা, গিরিজা, নগজা। ইহার গুণ—ব্রণ, কৃচ্ছ্র ও অশ্মরীনাশক। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রপিপ্পলী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। বনপিপ্পলী। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রপৃষতী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। সূক্ষ্মবিচিত্র বিন্দুযুক্ত মৃগী "পৃষতী ক্ষুদ্রপৃষতী স্থূলপৃষতী তামৈত্রাবরুণ্যঃ।" (বাজসনেয়° ২৪।২) 'ক্ষুদ্রপৃষতী সূক্ষ্মবিচিত্রবিন্দুযুক্তা' (মহীধর।)

ক্ষুদ্রপোতিকা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। শাকবিশেষ, মূলপোতী।

ক্ষুদ্রপ্রাণ (ত্রি) ক্ষুদ্রাঃ প্রাণা যস্য বহুব্রী যাহার প্রাণ অল্প, যে অল্পেই মারা পড়ে, যাহার ক্ষমতা বা সামর্থ্য অল্প।

ক্ষুদ্রফল (পুং) ক্ষুদ্রং ফলমস্য বহুব্রী। জীবনবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

ক্ষুদ্রফলক (পুং) ক্ষুদ্রং ফলং যস্য বহুব্রী ততঃ বিকল্পে কপ্‌। জীবনবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

ক্ষুদ্রফেনী (স্ত্রী) দেশাবলীবর্ণিত মেঘনানদীর দুই যোজন পূর্ব্বে প্রবাহিত একটী নদী, ইহার বর্ত্তমান নাম ছোটফেনী।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি (ত্রি) ক্ষুদ্রা বুদ্ধির্যস্য বহুব্রী। অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট।

ক্ষুদ্রবৃহতী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ বৃহতী চেতি কর্ম্মধা°। ছোট বৃহতী।

ক্ষুদ্রভণ্টাকী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। বৃহতী। (রাজনি°) চলিত ভাষায় তিৎবেগুণ বলে।

ক্ষুদ্রমৎস্য (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ মৎস্যশ্চেতি। স্বল্পমৎস্য, ছোট মাছ। ইহার গুণ—মধুর, ত্রিদোষনাশক, লঘুপাক, রুচি-কারক ও বলজনক। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্ব—২ ভাগ)

ক্ষুদ্রমীন (পুং) (বহু) জনপদবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪।২৪) পুস্তকান্তরে ক্ষুদ্রবীন পাঠ দৃষ্ট হয়।

ক্ষুদ্রমুস্তা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। কেশুর, কসেরু। (রাজনি°)

ক্ষুদ্ররস (পুং) অল্পরস।

"কর্হিস্বচিৎ ক্ষুদ্ররসান্ বিচিন্বংস্তন্মক্ষিকাভির্ব্যথিতো বিমানঃ॥"
(ভাগবত ৫।১৩।১০)

ক্ষুদ্ররসা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। তিক্ত গুঞ্জালতা। (হারাবলী)

ক্ষুদ্ররোগ (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ রোগশ্চেতি কর্ম্মধা° (ক্ষুদ্রব্যাধি) সুশ্রুতের মতে ক্ষুদ্ররোগ চুয়াল্লিশ প্রকার যথা—১ অজ-গল্লিকা, ২ যবপ্রখ্যা, ৩ অন্ধালজী, ৪ বিবৃতা, ৫ কচ্ছপিকা, ৬ বল্মীক, ৭ ইন্দ্রবৃদ্ধা, ৮ পনসিকা, ৯ পাষাণগর্দ্দভ, ১০ জাল-গর্দ্দভ, ১১ কক্ষা, ১২ বিস্ফোটক, ১৩ অগ্নিরোহিণী, ১৪ চিপ্য, ১৫ কুনখ, ১৬ অনুশয়ী, ১৭ বিদারিকা, ১৮ শর্করার্ব্বুদ, ১৯ পামা, ২০ বিচর্চ্চিকা, ২১ রকসা, ২২ পাদদারিকা, ২৩ কদর ২৪ অলস, ২৫ ইন্দ্রলুপ্ত, ২৬ দারুণ, ২৭ অরুংষিকা,

২৮ পালিত, ২৯ মসূরিকা, ৩০ যৌবনপীড়কা, ৩১ পদ্মিনী-কণ্টক, ৩২ জতুমণি, ৩৩ মষক, ৩৪ চর্ম্মকীল, ৩৫ তিলকালক, ৩৬ ন্যচ্ছ, ৩৭ ব্যঙ্গ, ৩৮ পরিবর্ত্তিকা, ৩৯ অবপাটিকা, ৪০ নিরুদ্ধপ্রকশ, ৪১ নিরুদ্ধগুদ, ৪২ অহিপূতন ৪৩ বৃষণকচ্ছু, ৪৪ গুদভ্রংশ।

১ অজগল্লিকা—এই রোগ বালকদিগের শরীরে জন্মিয়া থাকে। কফ ও বায়ু হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। ইহার আকৃতি মুদেগর ন্যায় চিক্কণ গ্রন্থিযুক্ত। ইহার বর্ণ চর্ম্মের বর্ণের সদৃশ। ইহা অতিশয় যাতনাদায়ক নহে।

২ যবপ্রখ্যা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণবিশেষ। ইহার আকৃতি যবের ন্যায় অতি কঠিন ও গ্রন্থিযুক্ত এবং শরীরস্থ মাংসে লিপ্ত হইয়া থাকে। কফ ও বায়ু হইতে জন্মে।

৩ অন্ধালজী—ইহা শরীরে ঘন ও সন্নিবিষ্ট হইয়া সরলভাবে উৎপন্ন হয়। ইহার আকার গোল, ইহাতে অল্পপরিমাণে পূয জন্মে। কফ ও বায়ুই ইহার উৎপত্তির কারণ।

৪ বিবৃতা—এই জাতীয় ব্রণের মুখ কিছু বড় হয়। পাকা, যজ্ঞডুমুরফলের ন্যায় আকার। ইহাতে অতিশয় জ্বালা জন্মে। ইহার অবয়ব গোল এবং উৎপত্তির কারণ পিত্ত।

৫ কচ্ছপী—কফ ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয় এবং কচ্ছপের ন্যায় ক্রমে উন্নত হইয়া পাঁচটী বা ছয়টী গ্রন্থিযুক্ত হয়। ইহা অতিশয় কষ্টদায়ক।

৬ বল্মীক—এই রোগ হস্তে, পাদতলে, সন্ধিস্থানে, গ্রীবাদেশে এবং জত্রুর ঊর্দ্ধভাগে, বল্মীকের ন্যায় ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থিযুক্ত হয়। ইহার চারিদিকে ছোট ছোট ব্রণ জন্মে। সেই ব্রণ হইতে অতিশয় যাতনা, দাহ, কণ্ডু ও রস নির্গত হয়। বায়ু পিত্ত ও কফ ইহার উৎপত্তি-কারণ।

৭ ইন্দ্রবৃদ্ধা—ইহার আকৃতি পদ্মবীজের ন্যায়, বায়ু ও পিত্ত হইতে উৎপত্তি হয় এবং ইহারও চারিদিকে ছোট ছোট ব্রণ হইয়া থাকে।

৮ পনসিকা—বায়ু ও কফ হইতে উৎপন্ন হয়, ইহার আকার শালুকের মত। এই জাতীয় ব্রণ পিঠে ও কাণের চারিদিকে হইয়া থাকে, ইহা অতিশয় যাতনাদায়ক।

৯ পাষাণগর্দ্দভ—কফ ও বায়ু হইতে উৎপন্ন হয়, হনুর সন্ধিস্থানেই জন্মিয়া থাকে। ইহা অতিশয় কঠিন ও অল্প যাতনাদায়ক।

১০ জালগর্দ্দভ—পিত্ত ও কফ হইতে উৎপন্ন হয়। এই ব্রণ পাকে না, ইহাতে দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত ইহার আকার কিছু বড়। ইহা অল্পপরিমাণে হইয়া থাকে।

১১ কক্ষা—পিত্ত কুপিত হইলে বাহুতে, পার্শ্বে, স্কন্ধদেশে বা কক্ষদেশে কৃষ্ণবর্ণ বেদনাযুক্ত একপ্রকার ব্রণ হইয়া থাকে, তাহাকে কক্ষা বলে।

১২ বিস্ফোটক—কফ ও বায়ু কুপিত হইলে সর্ব্বশরীরে বা শরীরের কোন অবয়বে অগ্নিদগ্ধের ন্যায় যে স্ফোটক জন্মে, তাহাকে বিস্ফোটক বলে। ইহাতে জ্বর হইয়া থাকে।

১৩ অগ্নিরোহিণী—মাংসভেদক অগ্নির ন্যায় অন্তর্দাহকর যে স্ফোটক কক্ষাপ্রদেশে জন্মে, তাহাকে অগ্নিরোহিণী বলে। ইহা সন্নিপাত হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাতে অতিশয় জ্বর এবং সপ্তাহ বা ১২ দিনের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। এই রোগ অসাধ্য।

১৪ চিপ্য—চলিত ভাষায় চিপা বলে। বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইলে নখের মাংসে এই রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা পাকিয়া উঠে এবং বেদনা ও দাহ জন্মে। ইহাকে ক্ষতরোগ বা উপনখও বলা যায়।

১৫ কুনখ—কোনপ্রকার আঘাত পাইয়া যে নখ কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ ও খর হয়, তাহাকে কুনখ বলে। ইহার অপর নাম কুলীন।

১৬ অনুশয়ী—যে ব্রণের অভ্যন্তরভাগ গভীর এবং বাহিরের দিক্ অল্পপরিমাণে বিস্তৃত, তাহাকে অনুশয়ী বলে। ইহার বর্ণ চর্ম্মের বর্ণের সদৃশ। ইহা উপরিভাগে সমভাবে থাকে, কিন্তু ভিতরে পাকিয়া শুষ্ক হইয়া যায়।

১৭ বিদারিকা—কক্ষাদেশে কুঁচ্কির সন্ধিস্থানে রক্তবর্ণ ও বিদারীকন্দের ন্যায় গোলাকার যে ব্রণ জন্মে, তাহাকে বিদারিকা বলে। ইহা বায়ু পিত্ত কফ হইতে উৎপন্ন হয়।

১৮ শর্করার্ব্বুদ—শ্লেষ্মা, মেদ ও বায়ু মাংসশিরা বা স্নায়ুতে গমন করিলে যে গ্রন্থি জন্মে, গ্রন্থি ফাটিয়া গেলে তাহা হইতে মধু, ঘৃত বা বসার ন্যায় রসনির্গত হয়, তাহাতে বায়ু-বর্দ্ধিত হইয়া মাংস শুষ্ক করে এবং গ্রন্থিযুক্ত শর্করা উৎপাদন করে, শিরা হইতে অধিক পরিমাণে নানারঙের দুর্গন্ধ ও ক্লেদযুক্ত রক্তস্রাব হইতে থাকে, ইহাকে শর্করার্ব্বুদ বলে। ১৯ পামা, ২০ বিচর্চ্চিকা ও ২১ রকসা—ইহারা কুষ্ঠের মধ্যে পরিগণিত। (কুষ্ঠ দেখ।)

২২ পাদদারিকা—অতিশয় ভ্রমণশীল ব্যক্তির পদদ্বয় অতি রুক্ষ হইলে বায়ুর প্রকোপে পায়ের তল ফাটিয়া যায়, ইহাকে পাদদারিকা কহে। ইহাতে অতিশয় বেদনা হইয়া থাকে। ২৩ কদর, ২৪ অলস, ২৫ ইন্দ্রলুপ্ত। (ইহাদের লক্ষণ কদর, অলস ও ইন্দ্রলুপ্ত শব্দে দ্রষ্টব্য।)

২৬ দারুণ—কফ ও বায়ুর প্রকোপে কেশের স্থানে ব্রণ জন্মে, এই ব্রণ অতিশয় রুক্ষ হয়। ইহার নাম দারুণরোগ।

২৭ অরুংষিকা—রক্ত, কফ, ও কৃমি কুপিত হইলে

মানুষের মাথায় বহু ক্লেদ ও বহু মুখযুক্ত যে সকল ব্রণ হয়, তাহাকে অরুংষিকা বলে।

২৮ পলিত—পিত্ত ও শরীরের উষ্ণতা ক্রোধ, শোক ও পরিশ্রমদ্বারা শিরস্থ হইয়া চুল পাকাইয়া ফেলে, ইহার নাম পলিতরোগ।

২৯ মসূরিকা—দাহজ্বর ও বাতনাশক, ঈষৎ পীতযুক্ত, তাম্রবর্ণ যে সকল ব্রণ শরীরে বা মুখে জন্মে, তাহাদিগকে মসূরিকা বলে।

৩০ যৌবনপীড়কা—যুবকগণের মুখমণ্ডলে শিমুলের কাঁটার ন্যায় যে সকল ব্রণ জন্মে, তাহাকে যৌবনপীড়কা বলে। বায়ু, কফ ও রক্ত হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, ইহা মুখশোভার হানিকর।

৩১ পদ্মিনীকণ্টক—পদ্মের কাঁটার ন্যায় গোলাকার, ইহার মণ্ডলটী পাণ্ডুবর্ণ। কফ ও বায়ু হইতে ইহা উৎপন্ন হয়।

৩২ জতুমণি—ঈষৎ রক্তবর্ণ গোলাকার, কোমল এবং শরীরের সমকালে উৎপন্ন হয়। ইহাতে কোনরূপ যাতনা হয় না।

৩৩ মশক—মনুষ্যশরীরে মাষকলায়ের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, শরীর হইতে ঈষৎ উন্নত, বেদনাবিহীন, চিরস্থায়ী যে ব্রণ দেখা যায়, তাহাকে মশক বলে।

৩৪ তিলকালক—শরীরের সহিত সমতলে স্থিত বেদনাহীন ও কৃষ্ণবর্ণ যে তিলচিহ্ন মনুষ্যশরীরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে তিলকালক বলে। বায়ু, পিত্ত ও কফের উদ্রেকে ইহার উৎপত্তি হয়।

৩৫ ন্যচ্ছ—ছোট বা বড়, শ্যামবর্ণ বা শুক্লবর্ণ, গোলাকার, বেদনাহীন, শরীরের সহিত সমকালে জাত, যে চিহ্ন মনুষ্যশরীরে দেখা যায়, তাহাকে ন্যচ্ছ বলে।

৩৬ চর্ম্মকীল [চর্ম্মকীল দেখ।]

৩৭ ব্যঙ্গ—পিত্তসংযুক্ত বায়ু, ক্রোধ ও পরিশ্রম দ্বারা কুপিত হইয়া মুখমণ্ডলে গোলাকৃতি চিহ্ন উৎপাদন করে, তাহাকে ব্যঙ্গ বলে। ইহার অবয়ব ক্ষুদ্র এবং মুখ কৃষ্ণবর্ণ।

৩৮ পরিবর্ত্তিকা—সকল শরীর-সঞ্চারী বায়ু মর্দ্দন, পীড়ন বা অত্যন্ত অভিঘাতপ্রযুক্ত পুংচিহ্নের চর্ম্ম আশ্রয় করিলে চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া আইসে এবং মণির নীচে ও কোষের উপরে গ্রন্থির ন্যায় লম্বমান হইতে থাকে, ইহাকে পরিবর্ত্তিকা বলে। ইহাতে জ্বালা ও বেদনা জন্মে, কখন কখন পাকিয়া উঠে। পরিবর্ত্তিকা দুই প্রকার বায়ুজ ও আগন্তু। ইহা শ্লেষ্মাজাত হইলে কণ্ডূযুক্ত ও কঠিন হয়।

৩৯ অবপাটিকা—অপ্রাপ্তযোনি রমণী বা বালিকা স্ত্রীতে উপগত হইলে হস্তাদির অভিঘাত দ্বারা বলপূর্ব্বক পুংচিহ্নের চর্ম্ম উঠিয়া গেলে, কিম্বা মর্দ্দন, পীড়ন ও শুক্রের বেগের আঘাত হেতু চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেলে, তাহাকে অবপাটিকা বলে।

৪০ নিরুদ্ধপ্রকশ—যখন পুংচিহ্নের চর্ম্ম বায়ুযুক্ত হইয়া মণিস্থানকে আশ্রয় করে, মণি আচ্ছাদিত হইয়া মূত্রস্রোত রুদ্ধ করে, তখন মণিস্থান বিদীর্ণ না হইয়া মন্দ ধারায় প্রস্রাব নির্গত হয়। ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ বলে।

৪১ নিরুদ্ধগুদ—মলবেগ ধারণ করিলে বায়ু প্রতিহত হইয়া গুহ্যদেশ আশ্রয় করে এবং মলনির্গমের প্রধান স্রোতকে রুদ্ধ করে। ইহাতে অতিকষ্টে পুরীষ নির্গত হইয়া থাকে। ইহাকে নিরুদ্ধগুদ বলে। ইহা অতিশয় কষ্টকর।

৪২ অহিপূতন [অহিপূতন দেখ।] ৪৩ বৃষণকণ্ডূ—মুষ্ক ধৌত ও পরিষ্কৃত না থাকিলে তাহাতে ময়লা জন্মে, পরে ঘর্ম্ম হইয়া যখন তাহা ক্লেদযুক্ত হয়, তখন কণ্ডূ উৎপন্ন হয়। তাহা চুলকাইলে স্ফোট জন্মে ও রসস্রাব হয়। ইহাকে বৃষণকণ্ডূ কহে। ইহা শ্লেষ্মা ও বায়ুর প্রকোপে জন্মিয়া থাকে।

৪৪ গুদভ্রংশ—রুক্ষ ও দুর্ব্বলব্যক্তির কোঁৎপাড়া ও অতীসার দ্বারা মলদ্বারের মাংস বাহিরে নির্গত হয়। ইহাকে গুদভ্রংশ বলে। (সুশ্রুত, নিদানস্থান ১৩ অঃ)

ক্ষুদ্রল (ত্রি) ক্ষুদ্রাঃ ক্ষুদ্ররোগাঃ সন্ত্যস্য ক্ষুদ্র-লচ্‌ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। ৫।২।৯৭) ক্ষুদ্ররোগযুক্ত।

ক্ষুদ্রক (পুং) ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রসেনজিতের পুত্র।

ক্ষুদ্রবংশা (স্ত্রী) বংশক্রোশী।

ক্ষুদ্রবর্ণা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধাং। বরটা, বোলতা। (রাজনিং)

ক্ষুদ্রবর্ষাভূ (স্ত্রী) রক্তপুনর্নবা। (ভাবপ্রকাশ)

ক্ষুদ্রবল্লী (স্ত্রী) একরকম পুঁইশাক, মূলপোতিকা। (রাজনিং)

ক্ষুদ্রবার্ত্তাকিনী (স্ত্রী) শ্বেত কণ্টকারী। (রাজনিং)

ক্ষুদ্রবার্ত্তাকী (স্ত্রী) বৃহতী, চলিত কথায় তিৎবেগুণ বলে।

ক্ষুদ্রবাস্তূকী (স্ত্রী) খেৎচিল্লীশাক। রাজনিং)

ক্ষুদ্রবান, জনপদবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পুং ৫৮।৪২) [ক্ষুদ্রমীন দেখ।]

ক্ষুদ্রশঙ্খ (পুং) শঙ্খশঙ্খ, চলিত কথায় জোঙ্‌ড়া বলে। পর্য্যায়—শঙ্খনখ শঙ্খনক, ক্ষুল্লক, শম্বূক, ভবশঙ্খক। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, দীপন ও শূলনাশক। (রাজনিং)

ক্ষুদ্রশর্করা (স্ত্রী) যাবনাল শর্করা। (রাজনিং)

ক্ষুদ্রশার্দ্দূল (পুং স্ত্রী) চিতে বাঘ, চিত্রক। (রাজনিং)

ক্ষুদ্রশীর্ষ (পুং) ক্ষুদ্রং শীর্ষং যস্য বহুব্রী। ১ ময়ূরশিখা নামক বৃক্ষ। (ত্রি) ২ ক্ষুদ্রশীর্ষযুক্ত।

ক্ষুদ্রশুক্তি (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধাং। জলশুক্তি। (রাজনিং)

ক্ষুদ্রশুক্তিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রশুক্তেরর্থে কন্। জলশুক্তি।

ক্ষুদ্রশৃগাল (পুং) খ্যাঁকশিয়াল।

ক্ষুদ্রশ্যামা (স্ত্রী) কটভীবৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রশ্লেষ্মান্তক (পুং) ভূকর্ব্বুদারক বৃক্ষ, হিন্দীভাষায় ছোটলসোড়া বলে।

ক্ষুদ্রশ্বাস (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ শ্বাসশ্চেতি কর্ম্মধা°। শ্বাসরোগবিশেষ। সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—শ্লেষ্মাজনক দ্রব্য আহার, অধিক আহার, পরিশ্রম না করা এবং দিবানিদ্রা এই সকল কারণে মধুরতর অন্নরস উত্তম পরিপাক না হইয়াই সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হয়। ইহাতে শরীরে অতিশয় স্নেহ জন্মে। সেই স্নেহপদার্থের আধিক্য হইলে মেদ জন্মে, মেদ হইলে শরীর অতিশয় স্থূল হয়। শরীর স্থূল হইলে ক্ষুদ্রশ্বাস জন্মে। (সুশ্রুত, সূত্র ১৫ অঃ)

বামনহাটী, গুড়ত্বক্, ত্রিকটু, হরিদ্রা, কটুকী, পিপ্পলী, মরিচ, বচ, গোময়রস, তলকীটের বীজ, এই সমস্ত একযোগে মোদকপাক করিয়া সেবন করিলে শ্বাসের শান্তি হয়। (সুশ্রুত, উত্তর ৫১ অঃ) [শ্বাস দেখ।]

ক্ষুদ্রশ্বেতা (স্ত্রী) সুশ্রুতোক্ত অর্কাদি গণান্তর্গত ওষধিবিশেষ. আদ্রেন্দ্রপুষ্পী। কাহারও মতে ভূমিকুষ্মাণ্ডক।

ক্ষুদ্রসহা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ সহা চেতি কর্ম্মধা°। ১ মুদগপর্ণী, মুগানী। পর্য্যায়—মুদগপর্ণী, কামুদগা, সিংহপর্ণিকা, বন্যা, মার্জ্জারগন্ধা, সূর্পপর্ণী। ২ ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা।

ক্ষুদ্রসুবর্ণ (ক্লী) পিত্তল, পিতল। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রহা (ন্) (পুং) ক্ষুদ্রং হন্তি ক্ষুদ্র-হন্ কিপ্। শিব।

ক্ষুদ্রহিঙ্গুলিকা (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। কণ্টকারী। (কণ্টকারী দেখ।)

ক্ষুদ্রহিঙ্গুলী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। কণ্টকারী। (শব্দচন্দ্রিকা)

ক্ষুদ্রা (স্ত্রী) ক্ষুদ-রক ততঃ টাপ্। [ক্ষুদ্র দেখ।] ১ বেশ্যা। "ক্ষুদ্রাধিষ্ঠিতভবনাঃ" (কাদম্বরী)। ২ কণ্টকারী। ৩ মধুমক্ষিকাবিশেষ, সরঘা। ৪ মক্ষিকা। ৫ চাঙ্গেরী, চলিত কথায় আমরুল বলে। ৬ হিংস্রা। ৭ গবেধুকা, গড়গড়ে ধান। ৮ বাদরতা। (শব্দরত্না°) ৯ ব্যঙ্গা। ১০ হিক্ক রোগবিশেষ। [হিক্কা দেখ]

ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ অগ্নিমন্থশ্চেতি কর্ম্মধা°। ছোট গণিয়ারী। পর্য্যায়—তপন, বিজয়া গণিকারিকা, অরণি, লঘুমন্থ, তেজোবৃক্ষ, তন্নতন্ত্র। ইহার গুণ—অগ্নিমন্থের সমান। (রাজনি°) [অগ্নিমন্থ দেখ।]

ক্ষুদ্রাঞ্জন (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তদঞ্জনঞ্চেতি কর্ম্মধা°। চক্ষুরোগের ঔষধবিশেষ।

ক্ষুদ্রাণ্ডমৎস্যসংঘাত (পুং) ক্ষুদ্রাণাং অণ্ডমৎস্যানাং অণ্ডাদভিনবজাতানাং মৎস্যানামিত্যর্থঃ সমূহঃ ৬তৎ। পোতাধান, চলিত কথায় পোনার ঝাঁক বলে।

ক্ষুদ্রাদিকষায় (পুং) চক্রদত্তোক্ত কষায় ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ক্ষুদ্রা (কণ্টকারী), অমৃত, শুঁঠ, কুড় এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কষায় প্রস্তুত করিবে, ইহাকে ক্ষুদ্রাদিকষায় বলে। শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্ববেদনা এই সকল উপসর্গযুক্ত বাত শ্লেষ্মজ্বরে ও ত্রিদোষজ্বরে প্রযোজ্য।

ক্ষুদ্রান্ত্র (ক্লী) ক্ষুদ্রঞ্চ তৎ অন্ত্রঞ্চেতি কর্ম্মধা°। হৃদয়স্থিত ক্ষুদ্রনাড়ী। [নাড়ী দেখ।]

ক্ষুদ্রাপামার্গ (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। রক্ত অপামার্গ। (রক্তাপামার্গ দেখ।)

ক্ষুদ্রামলক (ক্লী) নিত্যকর্ম্মধা°। আমলক, কাঠ আমলা। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রামলকসংজ্ঞ (পুং) ক্ষুদ্রামলস্য সংজ্ঞেব সংজ্ঞা যস্য বহুব্রী। কর্কটবৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রাম্ল (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। কোষাম্র, কেওড়া গাছ। [কোষাম্র দেখ।]

ক্ষুদ্রাম্লপনস (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। লকুচ। [লকুচ দেখ।]

ক্ষুদ্রাম্লা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ অম্লা অম্লরসাচেতি কর্ম্মধা°। ১ অম্ললোণিকা, আমরুল। ২ শশাগুলী একপ্রকার কর্কটী।

ক্ষুদ্রাম্লিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ অম্লিকা চেতি কর্ম্মধা। বৃক্ষবিশেষ, হিন্দীভাষায় আববতি বা আবতা বলে (Oxalis) পর্য্যায়—চাঙ্গেরী, চুক্রাম্লা, চুক্রিকা, লোণাম্লা, চতুঃপত্রী, লোণা, বোড়া, অম্লপত্রিকা, অম্বষ্ঠা, অম্লবতী, অম্লা, দন্তশঠা, শাখাম্লা, অম্লপত্রী। ইহার গুণ—অম্লরস, উষ্ণ, অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর, গ্রাহী, কফনাশক। (রাজনির্ঘণ্ট)

ক্ষুদ্রাশয় (ত্রি) ক্ষুদ্রঃ আশয়ো যস্য বহুব্রী। নীচাশয়, সামান্য বিষয়ে যাহার লোভ জন্মে, যে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না।

ক্ষুদ্রাশয়তা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাশয়স্য ভাবঃ ক্ষুদ্রাশয়-তল্-টাপ্। নীচস্বভাব, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি।

ক্ষুদ্রিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ আকারস্য ইকারঃ। একপ্রকার হিক্কারোগ। [হিক্কা দেখ।]

ক্ষুদ্রীয় (ত্রি) ক্ষুদ্র চাতুরর্থিক ছ (উৎকরাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।৯০) ক্ষুদ্রনির্বৃত্ত, ক্ষুদ্রের সন্নিহিত দেশাদি।

ক্ষুদ্রেঙ্গুদী (স্ত্রী) নিত্যকর্ম্মধা°। যবাস। (রাজনি°) [যবাস দেখ।]

ক্ষুদ্রের্ব্বারু (পুং) ক্ষুদ্রশ্চাসৌ ইর্ব্বারুশ্চেতি কর্ম্মধা। গোপালকর্কটী, হিন্দীভাষায় গোয়াল কাঁকরী বলে।

ক্ষুদ্রৈলা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ এলা চেতি কর্ম্মধা°। সূক্ষ্মৈলা, চলিত ভাষায় ছোটএলাচ বলে।

ক্ষুদ্রোডুম্বরিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ উডুম্বরিকা চেতি কর্ম্মধা°। কাকডুমরী কাকোডুম্বরিকা। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রোপোদকনাম্নী (স্ত্রী) মূলপোতীশাক। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রোপোদকী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রা চাসৌ উপোদকী চেতি কর্ম্মধা°। ক্ষুদ্রপূতিকা শাক। পর্য্যায়—সূক্ষ্মপত্রা, মণ্টপী। ইহার গুণ—পূতিকার তুল্য। (রাজনি°)

ক্ষুদ্রোলূক (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। উডুল পক্ষী, ছোট পেঁচা।

ক্ষুধ্ (স্ত্রী) ক্ষুধ-সম্পদাদিত্বাৎ ভাবে কিপ্। ১ ভোজন করিবার ইচ্ছা, চলিত ভাষায় ক্ষিদে। ২ অন্ন। (নিঘণ্টু ২।৭)

ক্ষুধা (স্ত্রী) ক্ষুধ-ভাবে কিপ্ ততঃ বিকল্পে টাপ্।

"বষ্টিভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।

টাপঞ্চাপি হলন্তানাং ক্ষুধা বাচা নিশা গিরা॥" (কলাপটীকা)

১ ভোজন করিবার ইচ্ছা।

যে প্রকার পৃথিবীস্থিত জল সূর্য্যদ্বারা শুষ্ক হইয়া যায়, সেই প্রকার শরীরের ধাতুও জঠরানলের তেজে শুষ্ক হয়। ধাতু শুষ্ক হইলে ক্ষুধা পায়। অধিক পরিমাণে ক্ষুধা হইলে শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ও দর্শনশক্তি পর্য্যন্তও থাকে না। শরীরে দাহ ও কম্প উপস্থিত হয়, কোন বিষয়ে বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হয় না। দিন দিন শরীর শুকাইয়া যায়। উপযুক্ত সময়ে আহার করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি না করিলে বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, ঘ্রাণশক্তি ও গমনশক্তির হানি হয়। (অগ্নিপুরাণ প্রেতোপাখ্যান)

ক্ষুধাকুশল (পুং) ক্ষুধায়াং কুশলঃ ৭তৎ। বিবাস্তরবৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষুধাতুর (ত্রি) ক্ষুধয়া আতুরঃ কাতরঃ ৩তৎ। ক্ষুধায় কাতর।

ক্ষুধাভিজনন (পুং) ক্ষুধামভিজনয়তি ক্ষুধা-অভিজন-ণিচ্-ল্যু। রাজিকা, রাই সরিষা।

ক্ষুধামার (পুং) ক্ষুধাং মারয়তি নাশয়তি ক্ষুধা-মৃ ণিচ্-অণ্। ক্ষুধানাশক, অপামার্গ।

"ক্ষুধামারঃ তৃষ্ণামারমগোতামনপত্যতাম্।" (অথর্ব্ব ৪।১৭।৬)

ক্ষুধার্ত্ত (ত্রি) ক্ষুধয়া ঋতঃ ৩তৎ, ঋকারস্তু বৃদ্ধিঃ। ক্ষুধাতুর।

ক্ষুধালু (ত্রি) ক্ষুধ বাহুলকাৎ আলুচ্। ক্ষুধাযুক্ত।

ক্ষুধাবতী (স্ত্রী) ক্ষুধা বিদ্যতেঽস্যাঃ ক্ষুধা-মতুপ্ মকারস্তু বকারঃ। ১ ক্ষুধাজনক ঔষধবিশেষ।

ইহার প্রস্তুত প্রণালী—রসায়ক, গন্ধক, অভ্র, ত্রিকটু ত্রিফলা, বচ, জোয়ান, শতপুষ্পা, চই, দুইপ্রকার জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ চারতোলা ও ঘণ্টাকর্ণ, পুনর্ণবা, মাণক, পিপ্পলীমূল, কুটজ, কেশুর, গন্ধশুণ্ঠ, দন্তোৎপল, তেঁতুড়ী, দণ্ডী, হুড়হুড়ে, রক্তচন্দন, ভৃঙ্গরাজ, অপামার্গ, কুলক ও মণ্ডুক ইহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্যের গুঁড়া করিয়া আদার রস দিয়া বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রাতে উঠিয়া বলরাশির সহিত ক্ষুধাবতী-বটিকা সেবন করিয়া অন্ন ও জলপান করিবে। ইহার গুণ—সকল প্রকার অজীর্ণনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, অম্লপিত্ত ও শূলনাশক। ইহা সেবন করিতে হইলে কোন মিষ্টদ্রব্য খাইবে না, দুধ এবং চিনি নিতান্তই অহিতকর। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

২ চিকিৎসাসারসংগ্রহের মতে ক্ষুধাজনক একপ্রকার ঔষধ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—সোহাগা ৭ ভাগ, সাচিক্ষার ৫ ভাগ, যবক্ষার ৪ ভাগ, পটু ৩ ভাগ, মরিচ, ২ ভাগ, চিতা ২ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ ও লবঙ্গ ২ ভাগ এই সকল দ্রব্য অম্লরসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম ক্ষুধাবতী বটিকা। গুণ—আমশূল, অম্লপিত্ত, পিত্তশূল, অর্শ ও গ্রহণীনাশক। ইহা সেবনে অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়। (চিকিৎসাসারসংগ্রহনিধি)

ক্ষুধাবান্ (ত্রি) ক্ষুধা বিদ্যতেঽস্য ক্ষুধা, মতুপ্ মকারস্তু বকারঃ, ক্ষুধাযুক্ত, যাহার ক্ষুধা পাইয়াছে।

ক্ষুধাসাগররস (পুং) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, সাচিক্ষার, যবক্ষার, সোহাগা, রস, গন্ধক এই সমস্ত দ্রব্যের এক এক ভাগ ও বিষ দুইভাগ পঞ্চলবণের সহিত বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এক রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হয়। ইহার নাম ক্ষুধাসাগররস। ইহা সেবনে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

ক্ষুধিত (ত্রি) ক্ষুধ কর্ত্তরি ক্ত যদ্বা ক্ষুধা জাতা অস্য ক্ষুধা তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। ক্ষুধাযুক্ত। পর্য্যায়—বুভুক্ষিত, জিঘৎসু, অশনায়িত।

ক্ষুধুন (পুং) ক্ষুধ-উনন্ কিচ্চ (ক্ষুধিপিশিমিথিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩।৫৫।) ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। (উণাদিকোষ)

ক্ষুন্নিবৃত্তি (স্ত্রী) ক্ষুধঃ ক্ষুধায়াঃ নিবৃত্তিঃ ৬তৎ। ক্ষুধার নিবৃত্তি।

ক্ষুপ (পুং) ক্ষুপ-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ১ ক্ষুদ্রশাখাযুক্ত বৃক্ষ, ঝোপ।

"তত্রা রূপেণ স গিরির্বেশেন চ বিশেষতঃ।

স সবৃক্ষক্ষুপলতো হিরণ্ময় ইবাভবৎ॥" (ভারত ১।১৭২।২৮)

২ সত্যভামার গর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র। (হরিবংশ ১৬৩ অঃ)

৩ সূর্য্যবংশীয় প্রসন্ধির পুত্র, ইক্ষ্বাকুর পিতা। (ভারত ১৪।৪।২৪)

৪ দ্বারকার পশ্চিমস্থ একটী পর্ব্বতবিশেষ। (হরিবংশ ১৫৭ অঃ)

ক্ষুপক (পুং) ক্ষুপ স্বার্থে কন্। ক্ষুপ।

"অতো যো বিপরীতঃ স্যাৎ সুখসাধ্যঃ স উচ্যতে।

অবদ্ধমূলঃ ক্ষুপকো যদ্বদুৎপাটনে সুখঃ।" (সুশ্রুত সূত্র ২৩ অঃ)

ক্ষুপা (স্ত্রী) ক্ষুপ-টাপ্। ক্ষুপ।

"কাকাদন্তী সমাং ক্ষুপাম্।" (সুশ্রুত সূত্র)

ক্ষুপালু (পুং) ক্ষুপ বাহুলকাৎ আলুচ্। পানীয়ালু। (রাজনি°)

ক্ষুপাড্ডোড়মুষ্টি (পুং) ক্ষুপ অচ্ অকারস্য উত্বং মকারস্য চ পৃষোদরাদিবৎ ডত্বং। তাড়্শোমুষ্টি যস্য বহুব্রী ততঃ কর্মধা। বিষমুষ্টি ক্ষুপ। (রাজনি°) [বিষমুষ্টি দেখ।]

ক্ষুপ ক্ষুপ্ (দেশজ) ক্রিয়, অতি শীঘ্র।

ক্ষুব্ধ (ত্রি) ক্ষুভ-ক্ত নিপাতনে সাধুঃ (ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তলগ্নেতি। পা ৭।২।১৮) ১ বিমর্শ। (পুং) ২ মন্থান দণ্ড। (হেম)

৩ ষোলপ্রকার রতিবন্ধের অন্তর্গত একাদশ রতিবন্ধ।

"পার্শ্বোপরি পদৌ কৃত্বা যোনৌ লিঙ্গেন তাড়য়েৎ।

বাহুভ্যাং ধারণং গাঢ়ং বন্ধো বৈ ক্ষুব্ধসংজ্ঞকঃ।" (রতিমঞ্জরী)

ক্ষুভ (ত্রি) ক্ষুভ-ক। (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) ১ প্রবর্তক।

"মাঠরাকুণদণ্ডাখ্যাস্তান্ বন্দেঽশনিক্ষুভান্।"

(ভারত ৩।৩।৬৮)

'অশনিক্ষুভান্ বিদ্যুদশন্যাদিপ্রবর্ত্তকান্।' (নীলকণ্ঠ)

২ ক্ষোভকারক, সঞ্চালক।

ক্ষুভা (স্ত্রী) ক্ষুভ-টাপ্। নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্রী সূর্য্যের পারিষদ দেবতা।

"ক্ষুভয়া সহিতা মৈত্রী যাশ্চান্যা ভূতমাতরঃ।" (ভারত ৩।৩।৬৯)

'ক্ষুভা মৈত্র্যৌ নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্র্যৌ দেবতে।' (নীলকণ্ঠ)

ক্ষুভ্নাদি (পুং) ক্ষুভ্না আদির্যস্য বহুব্রী। পাণিনির একটী গণ। ক্ষুভ্না, নৃনমন, নন্দিন্, নন্দন, নগর, হরিনন্দী, হরিনন্দন, গিরিনগর, যঙন্ত নৃত ধাতু, নর্ত্তন, গহন, নিবেশ, নিবাস, অগ্নি ও অনুপ এই কয়টী শব্দ উত্তরপদ হইলে ক্ষুভ্নাদি গণান্তর্গত। ক্ষুভ্নাদি আকৃতিগণ। কেহ কেহ অন্যরূপে ক্ষুভ্নাদির গণনা করেন। যথা—ক্ষুভ্না, তৃপ্নু, নৃনমন, নরনগর, নন্দন, যঙন্ত নৃতীধাতু, গিরিনদী, গৃহগমন, নিবেশ, নিবাস, অগ্নি, অনুপ, আচার্য্য, ভোগীন, চতুর্হায়ন এবং বন শব্দ পরে থাকিলে হারকা, সমীর, কুবের, হরি ও কর্ম্মার ইহাদিগকে ক্ষুভ্নাদি গণ বলে। (পা ৮।৪।৩৯।) ক্ষুভ্নাদিগণীয় শব্দের নকার মূর্দ্ধন্য হয় না।

ক্ষুমা (স্ত্রী) ক্ষু-মক্-টাপ্। ১ অতসী, চলিত কথায় মসনে বলে। ২ শণ। (সারসুন্দরী।) ৩ নীলিকা, নীল। ৪ লতাবিশেষ।

(ত্রি) ক্ষায়তি শত্রূন্ কম্পয়তি ক্ষায়-মন্ পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। ৫ শত্রুদিগের কম্পকারক। "ক্ষুমাসি পাঠৈনং প্রাঞ্চম্" (বাজসনেয়° ১০।৮)। 'ক্ষুমাসি ক্ষায়ী বিধুননে ক্ষায়তি শত্রূন্ কম্পয়তি ক্ষুমা' (মহীধর।)

ক্ষুমান্ (ৎ) (ত্রি) ক্ষু অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ অন্নযুক্ত। ২ স্তুত্য, স্তুতি করিবার যোগ্য।

"আতূ ন ইন্দ্র ক্ষুমন্তং চিত্রং গ্রামং সংগৃভায়।" ঋক্ ৮।৭০।১।

'ক্ষুমন্তং শব্দবন্তং স্তুত্যমিত্যর্থঃ।' সায়ণ।

ক্ষুর (পুং) ক্ষুর-কঃ (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ১ নাপিতের বগের, যে অস্ত্রে মাথা কামায়।

'সর্ব্বকণ্টকপাপিষ্ঠং হেমকারন্তু পার্থিবম্।

প্রবর্ত্তমানমন্যায়ে ছেদয়েল্লবশঃ ক্ষুরৈঃ।" (মনু ৯।২৯২)

২ অশ্ব গো প্রভৃতি জন্তুর পায়ের সর্ব্বশেষে যে অস্থিময় অংশ থাকে—পায়ের ক্ষুর। ৩ কোকিলাক্ষ বৃক্ষ। [কোকিলাক্ষ দেখ।] ৪ গোক্ষুর। (মেদিনী।) ৫ মহাপিণ্ডীতক। ৬ শর। ৭ খাটের খুরা। ৮ বাণবিশেষ।

"ক্ষুরেণ শিতধারেণ চকর্ত্তাস্য শরাসনম্।" (রামায়ণ ৬।৯২ অঃ)

ক্ষুরক (পুং) ক্ষুর্ কুন্। ১ তিলবৃক্ষ। (অমর) ২ কোকিলাক্ষ। ৩ গোক্ষুর। ৪ ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ। ক্ষুর স্বার্থে কন্। ৫ ক্ষুরশব্দের সমানার্থ।

ক্ষুরকর্ম্ম [ন্] (ক্লী) ক্ষুরেণোচিতং ক্ষুরসাধ্যং বা কর্ম্ম মধ্যলো°। ক্ষৌর, কেশাদি ছেদন, চলিত কথায় কামান বলে। [ক্ষৌর দেখ।]

ক্ষুরক্লৃপ্ত (ত্রি) ক্ষুরদ্বারা যাহাকে কামান হইয়াছে।

ক্ষুরক্রিয়া (স্ত্রী] ক্ষুরেণ ক্রিয়া ৩ তৎ ক্ষুরস্য ক্রিয়া বা ৬তৎ। ক্ষুরকর্ম, ক্ষৌর, কামান।

ক্ষুরধান (ক্লী) ক্ষুরো ধীয়তেঽত্র ধা আধারে ল্যুট্। নাপিতের অস্ত্রধার, ক্ষুর ভাঁড়।

"আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ।" (শত ১৪।৪।২।১৬)

ক্ষুরধার (ত্রি) ক্ষুরস্য ধারঃ তীক্ষ্ণতা ইব ধারা যস্য বহুব্রী। ১ ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণতাবিশিষ্ট। (পুং) ২ নরকবিশেষ। ৩ অস্ত্রবিশেষ।

"বিপাটান্ ক্ষুরধারাংশ্চ ধনুর্ভির্নিদধুঃ সহ।" (ভারত ৪।৬।২৮)

'বিপাটান্ বাণবিশেষান্ তাদৃশান্ ক্ষুরধারাংশ্চ।' নীলকণ্ঠ। ৪ ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ।

ক্ষুরধারা (স্ত্রী) ক্ষুরস্য ধারা ৬তৎ। ক্ষুরের ধার।

"অন্তকঃ পবনো মৃত্যুঃ পাতালং বড়বামুখম্।

ক্ষুরধারা বিষং সর্পো বহ্নিরিত্যেকতঃ স্ত্রিয়ঃ॥" (ভারত ১২।৩৮।২৯)

ক্ষুরপত্র (পুং) ক্ষুরস্য পত্রমিব পত্রং যস্য বহুব্রী। ১ শর। ২ ক্ষুরধার বাণ। (ত্রি) ৩ ক্ষুর সদৃশ পত্রবিশিষ্ট।

ক্ষুরপত্রিকা (স্ত্রী) ক্ষুর ইব পত্রমস্যা বহুব্রী ততঃ কপ্‌টাপ্। আকারস্য ইকারঃ। পালঙ্গশাক, পালঙ্ক্যশাক। (রাজনি°)

ক্ষুরপবি (ত্রি) ক্ষুরবৎ পবির্ধারাস্য বহুব্রী। ১ ক্ষুরের ন্যায় যাহার অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ। "তে হৈৰ ক্ষুরপবীঃ নিমেকম্" (শতপথব্রা° ৬।৩।১।৭।) 'ক্ষুরপবী ক্ষুরধারে' (ভাষ্য।)

ক্ষুরপ্র (পুং) ক্ষুর ইব প্রণাতি ছিনত্তি প্র-কঃ ক্রিয়ায় ওণাং। ১ বাণবিশেষ।

"স তু দ্রোণং ত্রিসপ্তত্যা ক্ষুরপ্রাণাং সমর্পয়ৎ।"

(ভাগবত ৪।৫৩।৪৬)

২ ঘাস কাটিবার অস্ত্র, খুরপ। (কোন পুস্তকে "খুরপ্র" পাঠ দৃষ্ট হয়।)

ক্ষুরপ্রগ (ক্লী) ক্ষুরপ্রং গচ্ছতি ক্ষুরপ্র-গম-ড। ক্ষুরপ্রের সদৃশ অস্ত্রবিশেষ।

ক্ষুরপ্রপ (ক্লী) ১ বাণবিশেষ। ২ ঘাস কাটিবার অস্ত্র, খুরপো।

ক্ষুরভট্ট, তৈত্তিরীয়-সংহিতার একজন প্রাচীন ভাষ্যকার।

(মাধবীয় ধাতুবৃত্তি)

ক্ষুরভাণ্ড (ক্লী) ক্ষুরস্য ভাণ্ডং ৬তৎ। নাপিতের অস্ত্র রাখিবার আধার, নাপিতের ভাঁর।

"শীঘ্রমানীয়তাং ক্ষুরভাণ্ডং ক্ষৌরকর্ম্মকরণায় গচ্ছামি" (পঞ্চতন্ত্র)

ক্ষুরমর্দ্দী (পুং) ক্ষুরং মৃদ্নাতি ঘর্ষয়তি মৃদ-ণিনি। নাপিত।

ক্ষুরমুণ্ডী (পুং) ক্ষুরেণ মুণ্ডয়তি মুণ্ড-ণিনি। নাপিত।

ক্ষুরাঙ্গ (পুং) ক্ষুর ইব অঙ্গমস্য বহুব্রী। গোক্ষুর। (রাজনি°)

ক্ষুরার্পণ (পুং) গিরিবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪।২০)

ক্ষুরিকা (স্ত্রী) ক্ষুর-ঙীপ্ স্বার্থে কন্ ততঃ টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। ১ পালঙ্কাশাক, পালঙ্গশাক। ২ মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ। ৩ ছুরী। ৪ যজুর্ব্বেদান্তর্গত একখানি উপনিষদ্। মুক্তিকোপনিষদে ইহার উল্লেখ আছে।

ক্ষুরিকাপত্র (পুং) ক্ষুরিকা ইব পত্রমস্য বহুব্রী। শর। (রাজনি°)

ক্ষুরিণী (স্ত্রী) ক্ষুর অস্ত্যর্থে ইনি ততঃ ঙীপ্। ১ বরাহক্রান্তা। (শব্দচন্দ্রিকা।) ২ নাপিতের ভার্য্যা।

ক্ষুরী [ন] (পুং) ক্ষুর অস্ত্যর্থে ইনি। ১ নাপিত। ২ ক্ষুরবিশিষ্ট পশু।

ক্ষুরী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রঃ ক্ষুরঃ ক্ষুর-ঙীপ্। ছুরী। (হেম)

ক্ষুল্ল (ত্রি) ক্ষুদং লাতি গৃহ্লাতি ক্ষুদ-লা-ক। ১ অল্প। ২ লঘু।

"অতৃপ্নুমঃ ক্ষুল্লসুখাবহানাং তেষামৃতে কৃষ্ণকথামৃতৌঘাৎ॥"

(ভাগবত ৩।৫।১০)

৩ কনিষ্ঠ। (হেম)

ক্ষুল্লক (ত্রি) ক্ষুল্ল স্বার্থে কন্। ১ ক্ষুদ্র। ২ অল্প। ৩ নীচ ৪ কনিষ্ঠ। ৫ দরিদ্র। ৬ পামর। ৭ দুঃখিত।

"যেনোপশান্তির্ভূতানাং ক্ষুল্লকানামপীহতাম্।

অন্তর্হিতোন্তর্হৃদয়ে কস্মান্নো বেদ নাশিষঃ।" (ভাগবত ৪।৩০।২২)

৮ খল। (হেম) শব্দরত্নাবলীতে "ক্ষুল্লক" স্থানে "খুল্লক" পাঠ আছে। (পুং) ক্ষুল্ল সংজ্ঞার্থে কন্। ৯ ক্ষুদ্রশঙ্খ। (রাজনি°)

ক্ষুল্লতাত (পুং) নিত্যকর্ম্মধা°। পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া। (জটাধর)

ক্ষুল্লতাতক (পুং) ক্ষুল্লতাত স্বার্থে কন্। পিতৃব্য, খুড়া।

ক্ষে (ক্ষেপশব্দজ) ১ জালফেলা। ২ একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার বোঝা।

ক্ষেত (ক্ষেত্রশব্দজ) ১ ক্ষেত্র।

"নিড়াতে নিড়াতে ক্ষেতে হারা হইল তাতে॥" (শিবায়ন)

২ শরীর। (গ্রাম্য) ৩ স্ত্রী।

ক্ষেত্র (ক্লী) ক্ষি-ত্রন্। (দাদিভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।১৬৯) ১ কেদার, শস্য উৎপত্তির স্থান। পর্য্যায়—বপ্র, কেদার, বলজ, নিষ্কুট, রাজিকা, পাটীর। শস্যোৎপত্তির ক্ষেত্র ব্রৈহেয়, শালেয়, যব্য প্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত।

২ শরীর।

"ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।" গীতা ১৩।১।

৩ অন্তঃকরণ। ৪ কলত্র। ৫ সিদ্ধস্থান। (মেদিনী) ভারত প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসে কতকগুলি সিদ্ধস্থানকে পুণ্যক্ষেত্র, কতকগুলিকে সিদ্ধক্ষেত্র ও কতকগুলিকে বিষ্ণুক্ষেত্র নামে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্যক্ষেত্র যথা—কুরুক্ষেত্র, গয়াক্ষেত্র, প্রয়াগ, পুলহাশ্রম, নৈমিষ, ফল্গুতীর, সেতুবন্ধ, প্রভাস, কুশস্থলী, বারাণসী, মধুপুরী, পম্পা, বিন্দুসর, বদরিকাশ্রম, নন্দাক্ষেত্র, সীতাশ্রম এবং সপ্তকুলাচল। সিদ্ধক্ষেত্র যথা—কামরূপ, গঙ্গাতীর, নারায়ণক্ষেত্র ও পুরুষোত্তম। বিষ্ণুক্ষেত্র যথা—কোকামুখ, মন্দর, কপিলদ্বীপ, প্রভাস, মায়া, উদয়, মহেন্দ্র, ঋষভ, দ্বারকা, পাণ্ডা, সন্থ, বসুকুণ্ড, বদরীবন, চিত্রকূট, নৈমিষ, গোনিষ্ক্রমণ, শালগ্রাম, গন্ধমাদন, কুব্জাম্রক, গঙ্গাদ্বার, তোষক, হস্তিনাপুর, বৃন্দাবন, মথুরা, কেদার, বারাণসী, পুষ্কর, দৃষদ্বতী, তৃণবিন্দুবন, সাগরসঙ্গম, হেমকোবন, বিশাখযূপা, বনবন, লোহাকুল, দেবশাল, দশপুর, কুব্জক, বিতণ্ডা, দেবদারুবন, কাবেরী, প্রয়াগ, পয়োষ্ণী, কুমার, লৌহিত্য, উজ্জয়িনী, লিঙ্গস্ফোট, তুঙ্গভদ্রা, কুরুক্ষেত্র, মণিকুণ্ড, অযোধ্যা, কুণ্ডিন, ভণ্ডীর, চক্রতীর্থ, বিষ্ণুপদ, শূকর, মানস, দণ্ডক, ত্রিকূট, মেরুপৃষ্ঠ, পুষ্পমতী, চামীকর, বিপাশা, মাহিষ্মতী, ক্ষীরোদ, বিমলা, শিবনদী, গয়া। (নারসিংহপুরাণ ৬২ অঃ।) [কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি শব্দে ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৬ মেষাদি দ্বাদশ রাশি। রাশির অপর নাম ক্ষেত্র। ৭ ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংস্কার, চৈতন্য ও ধৈর্য্য।

"ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংস্কারশ্চেতনা ধৃতিঃ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥" (বাচস্পত্য)

৮ সমতল ভূমি।

"ক্ষেত্রং নাম সমভূমিঃ" (লীলাবতীটীকা—মুনীশ্বর)

[ক্ষেত্রব্যবহার দেখ।]

ক্ষেত্রকর (ত্রি) ক্ষেত্রং করোতি ক্ষেত্র-কৃ-ট। (দিবাবিভা-নিশাপ্রভা°। পা ৩।২।২১) যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ হইয়া ক্ষেত্রকরী শব্দ হয়।

ক্ষেত্রকর্কটী (স্ত্রী) ক্ষেত্রজাতা কর্কটী মধ্যলো°। বালুকী, চলিত কথায় বাঙ্গি-কাঁকুর বলে।

ক্ষেত্রকর্ম্মন্ [ন্] (ক্লী) ক্ষেত্রস্য কর্ম্ম ৬তৎ। ক্ষেত্রের কর্ম্ম।

ক্ষেত্রকর্ম্মকৃৎ (ত্রি) ক্ষেত্রকর্ম্ম করোতি ক্ষেত্রকর্ম্ম ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ক্ষেত্রকর্ম্মকারী, যে ক্ষেত্রের কর্ম্ম করে।

ক্ষেত্রগণিত (ক্লী) ক্ষেত্রস্য গণিতং ৬তৎ। ১ ক্ষেত্রবিষয়ক অঙ্কশাস্ত্র। ২ ক্ষেত্রব্যবহার, ক্ষেত্রকালি। [ক্ষেত্রব্যবহার দেখ]

ক্ষেত্রগত (ত্রি) ক্ষেত্রং গতঃ ২তৎ। ১ যে ব্যক্তি ক্ষেত্রে গমন করিয়াছে। ২ ক্ষেত্রসম্বন্ধীয়।

ক্ষেত্রগতোপপত্তি (স্ত্রী) ক্ষেত্রগতা চাসৌ উপপত্তিশ্চেতি কর্ম্মধা°। ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় যুক্তি।

ক্ষেত্রচির্ভিটা (স্ত্রী) ক্ষেত্রজাতা চিভিটা মধ্যলো°। ১ চির্ভিটা চলিত কথায় চিভড়া বলে। ২ কর্কটী, কাঁকুড়।

ক্ষেত্রজ (পুং) ক্ষেত্রে স্ত্রীরূপক্ষেত্রে জায়তে ক্ষেত্র-জন-ড। ১ দ্বাদশপ্রকার পুত্রের অন্তর্গত একপ্রকার। মনুর মতে মৃত, নপুংসক বা রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির স্ত্রী গুরুজন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ধর্ম্ম অনুসারে অপর পুরুষদ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করে, তাহাকেই সেই স্ত্রীর স্বামীর ক্ষেত্রজপুত্র বলে। (মনু ৯।১৬৭) ক্ষেত্রজপুত্র ঔরস পুত্রের ন্যায় পিতার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্মের পর যদি ঐ ব্যক্তির ঔরসপুত্র জন্মে, তাহা হইলে সেই ঔরস পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী হইবে, ক্ষেত্রজ অধিকারী হইবে না। (মনু ৯।৬২) কুল্লূকভট্ট এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতিসংগ্রহকার রঘুনন্দনের মতে এরূপ স্থলে ক্ষেত্রজ ও ঔরস উভয়েই অধিকারী হইবে। (উদ্বাহতত্ত্ব) বৃহস্পতি ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাত্ত বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন—যে স্ত্রীর কোন সন্তান নাই এবং নিজ স্বামী দ্বারা পুত্র উৎপাদনের সম্ভাবনাও নাই, সে স্ত্রী দেবর অথবা স্বামীর সপিণ্ড অন্য কোন পুরুষদ্বারা সন্তান উৎপাদন করিতে পারে। তাহার দেবর বা অন্য কোন সপিণ্ড গুরুজন কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তাহাতে সঙ্গত হইলে তাহাদেরও কোন পাপ স্পর্শে না। কিন্তু গুরুজন কর্ত্তৃক কোন বিধবার পুত্রোৎপাদনের জন্য নিযুক্ত হইলে সকল শরীরে ঘী মাখাইয়া এবং বাগ্‌যত হইয়া রাত্রিকালে সঙ্গত হইবে। এরূপ স্থলে একটী সন্তানই উৎপাদন করিতে পারে। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকার দুইটী সন্তান উৎপাদন করিতে পারে, এইরূপও বিধান করেন। বিধবা ঐ পুরুষকে গুরুর ন্যায় দেখিবে এবং পুরুষ সেই বিধবাকে আপনার পুত্রবধূ বলিয়া মনে করিবে। কোনরূপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র না হইয়া কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতেই সন্তান উৎপাদন করিবে। যাহারা এই নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারা বধূগামী ও গুরুতল্পগের ন্যায় পতিত হয়। সপিণ্ড ও দেবর ভিন্ন অন্য পুরুষে বিধবা স্ত্রীকে নিযুক্ত করিবে না, করিলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয়। বাগ্‌দানের পরেই যাহার পতির মৃত্যু হইয়াছে, সেই স্ত্রীই এরূপভাবে দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে পারে। কলিকালে ক্ষেত্রজ পুত্র করিবার বিধান নাই।

(ত্রি) ২ ক্ষেত্রজাত, যাহা ক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়।

ক্ষেত্রজা (স্ত্রী) ক্ষেত্রজ-টাপ্। ১ শ্বেত কণ্টকারী। ২ শশাঙ্গুলী, কর্কটীবিশেষ। ৩ গোমূত্রিকাতৃণ, চলিত কথায় তাম্বড় বলে। ৪ শিল্লিকা। ৫ চণিকাতৃণ।

ক্ষেত্রজাত (ত্রি) ক্ষেত্রে জাতঃ ৭তৎ। যাহা ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছে।

ক্ষেত্রজেট্ [ষ্] (স্ত্রী) ক্ষেত্র-ক্বিপ্ জেট্, ক্ষেত্রস্য জেট্ ৬তৎ। ক্ষেত্রপ্রাপ্তি। "ক্ষেত্রজেষে মঘচ্ছিন্ত্রাং গাম্।" (ঋক্ ১।৩৩।১৫) 'ক্ষেত্রজেষে শত্রুভিঃ সহ যুদ্ধবেলায়াং ক্ষেত্রপ্রাপ্ত্যর্থং' (সায়ণ)

ক্ষেত্রজ্ঞ (পুং) ক্ষেত্রং শরীরং জানাতি মম ইত্যভিমানেন গৃহ্লাতি ক্ষেত্র-জ্ঞা-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রী-কিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ১ শরীরের অধিষ্ঠাতা, জীবাত্মা। সাংখ্য মতে আত্মা নির্লেপ, নির্গুণ, ক্রিয়াশূন্য, কেবল চৈতন্যস্বরূপ, অবিদ্যা-প্রভাবে পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আমার শরীর বলিয়া মনে করে, এই অভিমানযুক্ত পুরুষকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। নৈয়ায়িক বা বৈশেষিক মতে জীবাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দবাচ্য। বেদান্তমতে আত্মা বা ব্রহ্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে না, কারণ তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাহার কোন জ্ঞান নাই, এই কারণে বৈদান্তিকগণ অবিদ্যাবিশিষ্ট (অজ্ঞানোপহিত) চৈতন্যকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন। ২ সর্ব্বজ্ঞ, পরমেশ্বর। গীতার মতে প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সমস্ত জড়পদার্থকে ক্ষেত্র বলে, যিনি ক্ষেত্র অর্থাৎ সমস্ত জড়পদার্থ জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। (গীতা ১৩।১-২)

৩ বিষ্ণু।

"অব্যয়ঃ পুরুষঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞোঽক্ষর এব চ।" (বিষ্ণুসহঃ)

৪ সাক্ষী। ৫ অন্তর্যামী, যিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে থাকিয়া তাহাদের সমস্ত কার্য্য অবলোকন করেন।

"হৃদি স্থিতঃ কর্ম্মসাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞো যস্য তুষ্যতি।" (ভারত ১°প°)

৬ বটুকভৈরব। "ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্" (বটুকস্তব) (ত্রি) ৭ রসিক, বিদগ্ধ। ৮ কৃষক। (শব্দরত্নাবলী) ৯ যে ক্ষেত্রের বিষয় অবগত আছে।

"হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ" (ছান্দোগ্য উপ° ৮।৩।২)

ক্ষেত্রদ (পুং) ক্ষেত্রং দদাতি ক্ষেত্র-দা-ক। ১ বটুক ভৈরব। "ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ" বটুকস্তব। (ত্রি) ২ যিনি ক্ষেত্র দান করেন।

ক্ষেত্রদূতী (স্ত্রী) শ্বেত কণ্টকারী। (রাজনি°)

ক্ষেত্রদেবতা (স্ত্রী) ক্ষেত্রস্য দেবতা ৬তৎ। ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাহার আরাধনা করিলে ক্ষেতে ভালরূপ শস্য উৎপন্ন হয়, কোন দৈব বা লৌকিক কারণে অনিষ্ট ঘটে না।

ক্ষেত্রপ (পুং) ক্ষেত্রং শরীরং পাতি রক্ষতি ক্ষেত্র-পা-ক (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ১ বটুকভৈরব।

"ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ।" বটুকভৈরব।

(ত্রি) ক্ষেত্রং শস্যোৎপাদনযোগ্যাং ভূমিং পাতি রক্ষতি ক্ষেত্র-পা-ক। ২ ক্ষেত্ররক্ষক। (পুং) ক্ষেত্রং বিশ্বং পাতি রক্ষতি ক্ষেত্র-পা-ক। ৩ ঈশ্বর।

ক্ষেত্রপতি (পুং) ক্ষেত্রস্য পতিঃ ৬তৎ। ১ ক্ষেত্রপাল। ২ কৃষক। ৩ পরমাত্মা। "জীবং ক্ষেত্রপতিং প্রাহুঃ কেচিদগ্নিমথাপরে। সতন্ত্র এব স কশ্চিৎ ক্ষেত্রস্য পতিরিষ্যতে॥" (তন্ত্রসার)

ক্ষেত্রপদ (ক্লী) ক্ষেত্রস্য পদং ৬তৎ। ক্ষেত্রস্থান।

"পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।" (ভাগবত ৯।৪।২০)

ক্ষেত্রপর্পটী (স্ত্রী) ক্ষেত্রে পর্পটীব। ক্ষেতপাপড়া। (বৈদ্যক)

ক্ষেত্রপাল (ত্রি) ক্ষেত্রং পালয়তি রক্ষতি ক্ষেত্র-পালি-অণ্। ১ ক্ষেত্ররক্ষক, যে ক্ষেত রাখে। ২ দেবতাবিশেষ। প্রয়োগসারে ক্ষেত্রপালের ৪৯টী ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের নাম যথা—১ অজর ২ আপকুম্ভ ৩ ইন্দ্রমূর্ত্তি ৪ ঈড়াচার ৫ উক্ষ ৬ উন্মাদ ৭ ঋষিসূদন ৮ ঋমুক্ত ৯ ৯প্তকেশ ১০ ৯পক ১১ একদংষ্ট্রক ১২ ঐরাবত ১৩ ওঘবন্ধু ১৪ ঔষধীশ ১৫ অঞ্জন ১৬ অস্ত্রবার ১৭ কাল ১৮ খরুথানল ১৯ গামুখ্য ২০ ঘণ্টাদ ২১ ঙনঃ ২২ চণ্ডবারণ ২৩ ছটাটোপ ২৪ জটাল ২৫ ঝঙ্কারঃ ২৬ ঞরশ্চর ২৭ টঙ্গপাণি ২৮ ঠাণবন্ধ ২৯ ডামর ৩০ ঢক্কারব ৩১ নবর্ণি ৩২ তড়িদ্দেহ ৩৩ স্থির ৩৪ দন্তুর ৩৫ ধনদ ৩৬ নতিকান্ত ৩৭ প্রচণ্ডক ৩৮ ফট্কার ৩৯ বীরশঙ্খ ৪০ ভঙ্গ ৪১ মেঘাসুর ৪২ যুগান্তক ৪৩ রৌহক ৪৪ লম্বোষ্ঠ ৪৫ বসুগণ ৪৬ শুকনন্দ, ৪৭ ষড়াল ৪৮ সুনামা ৪৯ হংক্রক।

ক্ষেত্রপাল পূজাবিধান—প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি নিত্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। প্রথমে প্রাণায়াম পরে ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়া ধর্ম্মপীঠাদি স্থাপন করিবে। ইঁহার পূজায় এই প্রকারে ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হয়, ইহার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা ক্ষেত্রপাল, ক্ষৌং বীজ ও আয়া শক্তি। ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া "ক্ষাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া ক্ষেত্রপালের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"ভ্রাজচ্চন্দ্রজটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদ্রিপ্রভং
দোর্দ্দণ্ডাত্তগদাকপালমরুণস্রগ্‌গন্ধমস্ত্রোজ্জ্বলম্।
ঘণ্টামেখলঘর্ঘরধ্বনিমিলজ্‌ঝঙ্কারভীমং বিভুং
বন্দে সংহিতসর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালং সদা॥"

ক্ষেত্রপালের চক্ষু তিনটী বর্ণ নীলগিরির তুল্য, মাথায় উজ্জ্বল চন্দ্র ও জটা আছে। ইঁহার চারিখানি হাতে যথাক্রমে গদা, কপাল, রক্তবর্ণ পুষ্পমালা ও গন্ধবস্ত্র আছে, কটিমেখলায় কতকগুলি ঘণ্টা আছে। তাহার ঘর্ঘরধ্বনি ও ঝঙ্কার অতিশয় ভয়ঙ্কর। ক্ষেত্রপালের কর্ণে সর্পকুণ্ডল আছে। এইরূপ ক্ষেত্রপালকে সর্ব্বদা অভিবাদন করি। এইরূপ ধ্যান করিয়া প্রথমে মানসপূজা করিবে। অর্ঘ্যস্থাপন ও পূর্ব্ব ধর্ম্মপীঠাদির অর্চনা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান, আবাহন করিবে। পরে "ক্ষৌং ক্ষেত্রপালায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া পাঁচটী পুষ্পাঞ্জলি দিবে, ইহার পরে আবরণপূজা করিতে হয়। ক্ষেত্রপালের প্রথম আবরণ অঙ্গ দ্বারা পূজা করিবে। অনলাক্ষ, অগ্নিকেশ, করাল, ঘণ্টারব, মহাক্রোধ, পিশিতাশন, পিঙ্গলাক্ষ ও উর্দ্ধকেশ ইহাদের দ্বারা দ্বিতীয় আবরণ, ইন্দ্রাদি দ্বারা তৃতীয় আবরণ ও বজ্রাদি দ্বারা চতুর্থ আবরণের পূজা করিতে হয়। ক্ষেত্রপালের মন্ত্র লক্ষ জপ করিলে পুরশ্চরণ হয় এবং ঘৃত ও চরুদ্বারা তাহার দশাংশ হোম করিতে হয়।

ইহার বলির নিয়ম—রাত্রিকালে উঠানে একটী স্থণ্ডিল করিয়া তাহার উপরে সকল পরিবারে ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। বলির মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্ষেত্রপালের হাতে তিনবার বলি দিবে এবং পরিবারবর্গের নাম লইয়া একবার করিয়া দিবে। বলির মন্ত্র যথা—

"এহেহি বিদুষি স্ফুরু স্ফুরু ভুঞ্জয় ভুঞ্জয় তর্জ্জয় তর্জ্জয় বিঘ্নপদ বিঘ্নপদ মহাভৈরব ক্ষেত্রপাল বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।" কোন কোন তন্ত্রের মতে এই মন্ত্রটী অন্যপ্রকার যথা—"এহেহি তুরু তুরু স্ফুরু স্ফুরু ভ্রস্ত ভ্রস্ত হন হন বিঘ্নং বিনাশয় বিনাশয় মহাবলিং ক্ষেত্রপাল গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা।" ক্ষেত্রপালের পূজা

করিলে কান্তি, মেধা, বল, আরোগ্য, তেজঃ, পুষ্টি, যশঃ, ধন ও সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।

সকল প্রধান পুণ্যক্ষেত্রে এক একজন ক্ষেত্রপাল আছেন, এবং তাঁহার রীতিমত পূজা হয়। হিমালয়ে কুমাওন প্রদেশে ক্ষেত্রপালকে কোথাও ভূমিয়া, কোথাও বা স্বয়ং (স্বয়ম্ভু বলে) ইহার উদ্দেশে ছাগবলি হইয়া থাকে। (E. T. Atkinson's Notes on the History of Religion in the Himalaya of the N. W. P. p. 127.)

৩ দ্বারপাল ভৈরববিশেষ, ইনি পশ্চিমদ্বারে থাকেন।

"গণেশঃ ভৈরবং চৈব ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনী।

পূর্ব্বাদি ক্রমযোগেন দ্বারপালান্ প্রপূজয়েৎ॥" (তন্ত্রসার)

ক্ষেত্রপালরস (পুং) ক্ষেত্রপালসংজ্ঞারসঃ ক্ষেত্রপালরসঃ। ঔষধবিশেষ, চলিত ভাষায় তুম্বটী বলে। ইহার প্রস্তুত-প্রণালী—হিঙ্গুল, বিষ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগা, জীরে ও অহিফেন সমভাগে লইয়া ভালরূপে মর্দ্দন করিবে। ভালরূপ মিশিয়া গেলে অর্দ্ধ যব প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। যে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, তাহাকে দুধভাত খাইতে দিবে, লবণ বা জল খাইতে দিবে না। এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে বৃহৎ শোথ, অগ্নিমান্দ্য গ্রহণী, জীর্ণ ও বিষম জ্বর নাশ হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী)

ক্ষেত্রফল (ক্লী) ক্ষেত্রস্য ফলং ৬তৎ। ১ ক্ষেত্রের ফল। ২ ক্ষেত্রান্তর্গত স্থানের পরিমাণ, ভূমির কালী, ভূমির পরিমাণফল।

ক্ষেত্রভক্তি (স্ত্রী) ক্ষেত্রের বিভাগ।

ক্ষেত্রভূমি (স্ত্রী) কর্ষিত বা কর্ষণযোগ্যভূমি।

ক্ষেত্রমালিকা (স্ত্রী) ক্ষেত্রং মালয়তি মল-ণিচ্-ণ্বুল্। বচ।

ক্ষেত্রযমানিকা (স্ত্রী) ক্ষেত্রে জাতা যমানিকা মধ্যলো°। ক্ষেত্রজাত যমানী, জোয়ান। (ত্রিকাণ্ড)

ক্ষেত্ররুহা (স্ত্রী) ক্ষেত্রে রোহতি উৎপদ্যতে ক্ষেত্র-রুহ-ক। ১ বালুকীকর্কটী, বাঙ্গিকাঁকুড়। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ক্ষেত্রজাত।

ক্ষেত্রবিদ্ (ত্রি) ক্ষেত্রং বেত্তি ক্ষেত্র বিদ্-কিপ্। ১ মার্গজ্ঞ, যে পথের বিষয় অবগত আছে।

"ক্ষেত্রবিদ্ধি দিশ আহা বিপৃচ্ছতে।" (ঋক্ ৯।৭০।৯)

'ক্ষেত্রবিৎ মার্গজ্ঞঃ।' (সায়ণ)

(পুং) ক্ষেত্রং শরীরং অহমিতি আত্মত্বেন বেত্তি জানাতি ক্ষেত্র-বিদ্-কিপ্। ২ ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা।

'যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিশ্বগাবিঃ

প্রত্যক্ চকাস্তি ভগবান্ তমবেহি সোঽস্মি।"

(ভাগবত ৪।২২।৩৭)

"ক্ষেত্রবিদং জীবং তপতি ক্ষেত্রবিত্তপঃ' (শ্রীধর)

ক্ষেত্রব্যবহার (পুং) ক্ষেত্রস্য ব্যবহারং কর্ণলম্বফলাদিভি-র্মিয়তা নির্ণয়ঃ ৬তৎ। কর্ণ ও লম্বের ফলাদি দ্বারা ক্ষেত্রের পরিমাণ নির্ণয়ের নাম ক্ষেত্রব্যবহার।

জ্যামিতি ও পরিমিতি ক্ষেত্রতত্ত্বের অন্তর্গত। ভালরূপ জ্যামিতি না জানা থাকিলে ক্ষেত্রতত্ত্বহৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণ এই ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেকেই জানেন, এই ভারতবর্ষ হইতেই অঙ্কশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতবাসীর নিকট হইতে আরবীয়েরা এবং আরবীয়ের নিকট হইতে য়ুরোপীয়েরা এই শাস্ত্র শিক্ষা-লাভ করেন। [অঙ্ক দেখ।]

কিন্তু আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ক্ষেত্রতত্ত্বের মূল জ্যামিতিশাস্ত্র অতি পূর্ব্বকালে ভারতবাসীরা জানিতেন না, ইজিপ্ট ও গ্রীস হইতে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি। য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ্গণ বলিয়া থাকেন থেলস্ ও তাঁহার শিষ্য পিথাগোরস্ (৫৪০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) প্রকৃত জ্যামিতি শাস্ত্র প্রকাশ করেন। তৎপরে আনাক্সাগোরস্ হিপক্রেটিস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শাস্ত্রের উন্নতি করেন। তাহার পর ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অসাধারণ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ ইউক্লিড্ পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মত সঙ্কলন করিয়া পূর্ণাকারে জ্যামিতি শাস্ত্র প্রকাশ করেন, এই গ্রন্থখানি অদ্যাপি সর্ব্বত্র আদৃত ও মান্য।

আমরা বলি, যে ভারতবর্ষ হইতে অঙ্কশাস্ত্রের সৃষ্টি, সে ভারত হইতেই ক্ষেত্রতত্ত্ব বা জ্যামিতি শাস্ত্রেরও উৎপত্তি হইয়াছে।

জগতের প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে ক্ষেত্রতত্ত্বের মূল-সূত্র প্রকটিত হইয়াছে। বোধায়ন, আপস্তম্ব, মানব, মৈত্রায়নীয় ও কাত্যায়ন-শুল্বসূত্র আছে; এই শুল্বসূত্রগুলি বৈদিক কল্প-সূত্রের অন্তর্গত। কিরূপে ভূমি, ক্ষেত্র, ভুজ প্রভৃতি আনয়ন করিতে হয়, তাহার মূলতত্ত্ব ঐ সকল শুল্বসূত্রে বর্ণিত আছে। ভিন্নাকারের যজ্ঞীয় বেদী নির্ম্মাণের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার জন্য শুল্বসূত্রের সৃষ্টি, আবার ক্রমে এই শুল্বসূত্র হইতেই ভারতবর্ষীয় ক্ষেত্রতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে।

ডাক্তার বুর্ণেল লিখিয়াছেন—

"We must look to the S'ulva portions of the Kalpasutras for the earliest beginning of geometry among the Brahmans." (Burnell's Catalogue of a Collection of Sanskrit Mss. p. 29.) [শুল্বসূত্র দেখ।]

কৃষ্ণযজুর্বেদে (তৈত্তিরীয়সংহিতা ৫।৪।১১।১) শুল্বসূত্রের বীজ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, যখন দেখা যাইতেছে, পিথাগোরস্ প্রভৃতির অনেক পূর্ব্বে বেদের কল্পসূত্রে জ্যামিতির অনুশীলন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে, যেগণ, পিথাগোরস্ প্রভৃতির পূর্ব্ব হইতে আর্য্যঋষিগণ জ্যামিতিশাস্ত্র জানিতেন। পিথাগোরসের জীবনী পাঠে জানা যায় যে তিনি গ্রীস হইতে ভারতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি জ্যামিতির যে সকল সূত্র প্রথম উদ্ভাবন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আমরা সেই সকল কথা আপস্তম্ব, বৌধায়ন প্রভৃতির শুল্বসূত্রে দেখিতে পাই, ইহাতে বোধ হয়, পিথাগোরস্ ভারত হইতে শিখিয়া গিয়া গ্রীসে প্রচার করিয়া থাকিবেন। এতদ্দ্বারা অনুমান করা যায় যে, অঙ্কশাস্ত্রের ন্যায় ক্ষেত্রতত্ত্বও নিরপেক্ষভাবে ভারতবাসী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। [জ্যামিতি, পরিমিতি, বীজগণিত, গণিত, জরীপ প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রাচীন আর্য্যগণ ক্ষেত্র-ব্যবহারে যে সকল উপায় স্থির করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

লীলাবতীর টীকাকার মুনীশ্বর গণকের মতে সমতল ভূমির নাম ক্ষেত্র। ক্ষেত্র প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত—ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বর্ত্তুল ও চাপাকার (১)। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ ক্ষেত্রকে ত্র্যস্র ও চতুরস্র নামে উল্লেখ করিয়াছিলেন। যে ক্ষেত্রে তিনটী কোণ অথবা কোণোৎপাদক তিনটী রেখা আছে, তাহাকে ত্রিকোণ বা ত্র্যস্রক্ষেত্র বলে এবং যে ক্ষেত্রে চারিটীকোণ অথবা কোণসম্পাদক চারিটী রেখা থাকে, তাহাকে চতুষ্কোণ বা চতুরস্র বলে। গোলাকার ক্ষেত্রকে বর্ত্তুল ও ধনুকের ন্যায় ক্ষেত্রকে চাপক্ষেত্র বলা যায়। এই চারি প্রকার ক্ষেত্র ব্যতীত পঞ্চকোণ, ষট্‌কোণ প্রভৃতি ক্ষেত্রও আছে, সেই সকল ক্ষেত্র ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণের অন্তর্গত বলিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ তাহার পৃথক্ উল্লেখ করে নাই।

ত্রিকোণ ক্ষেত্র দুইপ্রকার জাত্য ও ত্রিভুজ। যে ত্রিকোণ ক্ষেত্রের তিনটী রেখাকে ভুজ, কোটি ও কর্ণ এই তিনটী সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তাহাকে জাত্যত্র্যস্র বলে এবং যে ত্রিকোণের তিনটী রেখার বিশেষ কোন সংজ্ঞা নাই তিনটী রেখাকেই ভুজ বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহাকে ত্রিভুজ বলে। চতুষ্কোণ বা চতুরস্র ক্ষেত্র তিনভাগে বিভক্ত—সমচতুর্ভুজ, আয়ত ও বিষম চতুর্ভুজ। যে ক্ষেত্রের চারিটী বাহুপরিসর সমান তাহাকে সমচতুর্ভুজ। যে ক্ষেত্রের দুইটী বাহু আয়ত, তাহাকে আয়ত বলে। যে চতুষ্কোণের চারিটী বাহু পরস্পর অসমান, তাহাকে বিষম-চতুর্ভুজ বলে।

ক্ষেত্রব্যবহারে ঋজুপ্রদেশ বা সরলরেখা বাহুর সদৃশ বলিয়া বাহু নামে উল্লেখ করা হয় (৩)। ত্র্যস্রক্ষেত্রে তিনটী ও চতুরস্রে চারিটী বাহু থাকে। কোটি ও কর্ণ ভুজের পারিভাষিক সংজ্ঞা।

ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের একটী বাহুকে ইষ্ট কল্পনা করিবে। ঐ ইষ্ট বাহুকে সেই ক্ষেত্রের ভুজ বলা হয়। ইষ্ট বাহু বা ভুজের প্রতিকূলদিকে অর্থাৎ ভুজের অগ্র হইতে যে রেখাটী অপরদিকে টানা হয়, তাহাকে কোটি বলে। (লীলাবতী)। কোটি ও ভুজ প্রদর্শন করাইবার জন্য একটী ক্ষেত্র অঙ্কিত করা যাইতেছে।

অঙ্কিত ত্রিকোণ ক্ষেত্রটীর ক, খ ও গ এই তিনটী বাহু আছে। তাহার মধ্যে ক বাহুটী এই স্থলে ইষ্ট, অতএব ক বাহুটীই ঐ ক্ষেত্রের ভুজ। ভুজ বা ক বাহুর অগ্র হইতে যে খ-রেখাটী গ-রেখার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাকেই এই ক্ষেত্রটীর কোটি জানিবে।

চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের একান্তর কোণে অর্থাৎ এককোণ হইতে তাহার বিপরীত কোণ পর্য্যন্ত তির্য্যক্‌ভাবে যে রেখা টানা যায়, তাহাকে কর্ণ বলে। (৪)

(১) "ক্ষেত্রং নাম সমভূমিঃ। তদবচ্ছেদেন যৎকিঞ্চিৎ ত্রিকোণপ্রদেশাদিকং তৎ ত্র্যস্রাদিক্ষেত্রং ব্যপদিশ্যতে।.........তত্র ক্ষেত্রং ত্র্যস্রং চতুরস্রং বর্ত্তুলং চাপকেতি চতুর্দ্ধা।" (লীলাবতীর টীকাকার মুনীশ্বর)

(২) "পঞ্চাস্রাদিকং ত্র্যস্র-চতুরস্র-ঘটিতমিতি তদন্তর্গতমেবেতিবোধ্যম্।" (মুনীশ্বর)

(৩) "ঋজুপ্রদেশস্য ঋজুবাহ্বাকারত্বাৎ বাহুরিতি ব্যপদেশঃ।" (মুনীশ্বর)

(৪) "তথাচ সমচতুর্ভুজায়তয়োরেকান্তরকোণযোরন্তরে রেখায়া ভুজকোটিমার্গাপেক্ষয়া তির্য্যক্‌ত্বেন কর্ণসংজ্ঞা।" (মুনীশ্বর)

এই চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের ক, খ, গ ও ঘ এই চারিটী কোণ হইতে গ কোণ পর্য্যন্ত যে চ রেখাটী টানা হইয়াছে, এই চ রেখাই সমচতুষ্কোণের কর্ণ। আয়ত চতুর্ভুজেও এইরূপ জানিবে। সমচতুর্ভুজ বা আয়ত চতুর্ভুজেও এককোণ হইতে অপর কোণ পর্য্যন্ত যে কর্ণ রেখাটী থাকে, তাহাতে দুইটী জাত্যত্রাস্র হয় এবং ঐ কর্ণটি উভয় ত্র্যস্রের কর্ণ হইয়া থাকে। অঙ্কিত চতুর্ভুজ ক্ষেত্রটীর চ রেখাটী কর্ণ হওয়ায় ঝ, ঞ ও চ এবং চ, জ ও চ এই দুইটী ত্রিভুজ হইয়াছে, দুইটী ত্রিভুজেরই চ রেখাটী কর্ণ। অতএব সম বা আয়ত চতুর্ভুজে দুইটী জাত্যত্রাস্র থাকে (৫)। লম্ব পরে প্রদর্শিত হইবে।

ভুজ ও কোটির পরিমাণ অবগত থাকিলে কর্ণ আনয়ন করিবার নিয়ম লীলাবতীতে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

১ম নিয়ম। ভুজবর্গের সহিত কোটির বর্গ যোগ করিলে যাহা ফল হইবে তাহার বর্গমূলই সেই ক্ষেত্রের কর্ণের পরিমাণ।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর ভুজের পরিমাণ ৩ এবং কোটির পরিমাণ ৪ তাহার কর্ণের পরিমাণ কত?

কো
৪
কর্ণ
৩ ভুজ
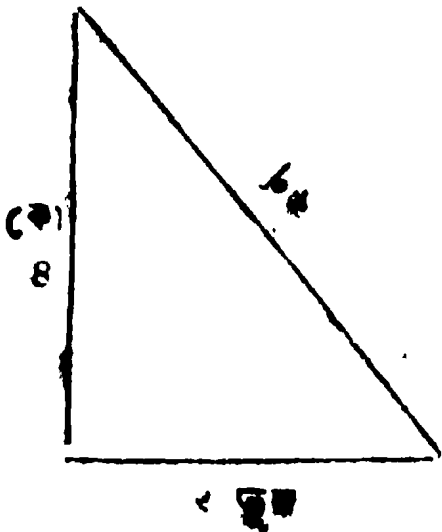
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ পরিমাণ ৩এর বর্গ ৯ এবং কোটি ৪এর বর্গ ১৬, উভয়ের যোগফল ২৫, ইহাকে ভুজ ও কোটির বর্গযোগ বলে। ভুজকোটির বর্গযোগ ২৫এর বর্গমূল ৫। অতএব ১ম নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রটীর কর্ণ হইল ৫।

বর্গযোগ করিবার সহজ উপায়।—যে দুইরাশির বর্গযোগ করিতে হইবে, তাহাদের ঘাতকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার সহিত ঐ দুইরাশির অন্তরের (বিয়োগফলের) বর্গ যোগ করিলে বর্গযোগ হইবে। যথা—পূর্ব্বপ্রদর্শিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ৩ ও কোটি ৪এর বর্গ যোগ করিতে ৩ ও ৪এর ঘাত ১২ দ্বিগুণ করিলে, ফল হইলে ২৪, তাহার সহিত ৩ ও ৪এর অন্তর ১ যোগ করিলে ৩ ও ৪এর বর্গ যোগ হইল ২৫।

২য়। কর্ণ ও ভুজ অবগত থাকিলে কোটি আনয়ন করিবার নিয়ম।—কর্ণের বর্গ হইতে ভুজের বর্গ অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূলই সেই ক্ষেত্রের কোটির পরিমাণ।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর ভুজের পরিমাণ ৩ এবং কর্ণের পরিমাণ ৫ তাহার কোটির পরিমাণ কত?

কোটি
কর্ণ ৫
৩ ভুজ
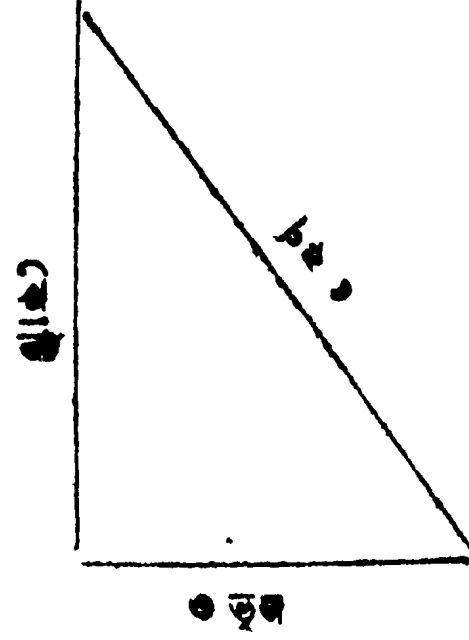
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ পরিমাণ ৩এর বর্গ ৯ এবং কর্ণ ৫এর বর্গ ২৫। বর্গদ্বয়ের অন্তর ১৬। ইহাকে 'ভুজ-কর্ণের বর্গান্তর বলে। ভুজকর্ণের বর্গান্তর ১৬এর বর্গমূল ৪। অতএব ২য় নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রটীর কোটি হইল ৪।

বর্গান্তর করিবার সহজ উপায়।—যে দুইরাশির বর্গান্তর করিতে হইবে, তাহাদের যোগফলকে তাহাদের অন্তর (বিয়োগ ফল) দিয়া গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই ঐ দুইরাশির বর্গান্তর হইবে। যথা—পূর্ব্বপ্রদর্শিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ও কর্ণের বর্গান্তর করিতে হইলে ভুজ ৩ ও কর্ণ ৫এর যোগফল ৮কে ৩ ও ৫এর অন্তর ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ১৬। অতএব এই নিয়ম অনুসারে ৩ ও ৫এর বর্গান্তর হইল ১৬।

৩য়। কোটি ও কর্ণ অবগত থাকিলে ভুজ আনয়ন করিবার নিয়ম।—কর্ণের বর্গ হইতে কোটির বর্গ অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূলই সেই ক্ষেত্রের ভুজ হইবে।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কোটির পরিমাণ ৪ এবং কর্ণের পরিমাণ ৫ তাহার ভুজের পরিমাণ কত?

কোটি ৪
কর্ণ ৫
ভুজ

(৫) "এবং তাদৃগভুজদ্বয়েঽপি কোটিসংজ্ঞা, একস্য ভুজস্য তদিতর-ভুজাগ্রকোট্যগ্রহেত্ত তত্র তৃতীয়াশ্রবৎস্বর ন ত্র্যস্রোপপত্তিঃ। তেন সমচতুর্ভুজমায়তঞ্চ জাত্যত্র্যস্রয়ধয়েব।" (মুনীশ্বর)
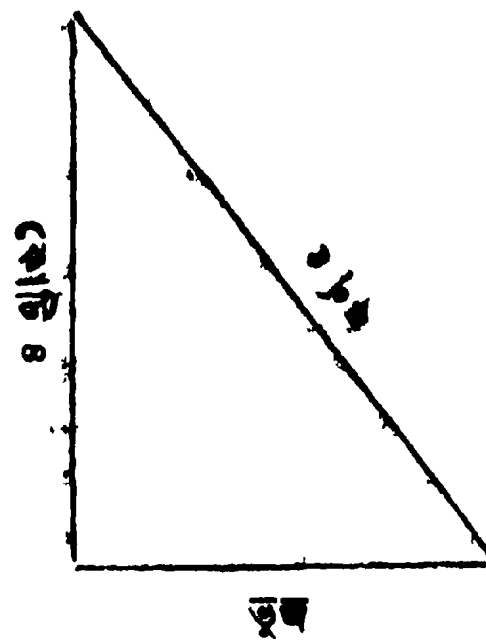
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর কোটি পরিমাণ ৪এর বর্গ ১৬ এবং কর্ণ ৫এর বর্গ ২৫। বর্গদ্বয়ের অন্তর ৯। কর্ণ বর্গ ২৫ হইতে কোটিবর্গ ১৬ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৯, তাহার বর্গমূল ৩। অতএব ৩য় নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রটীর ভুজের পরিমাণ হইল ৩।

প্রদর্শিত ৩য় নিয়মানুসারে, আয়ত বা চতুরস্রক্ষেত্রের ভুজ, কোটি ও কর্ণ জানিতে পারা যায়।

যে ক্ষেত্রটীর ভুজের বর্গের সহিত কোটির বর্গযোগ করিলে যে রাশি হইবে তাহার যদি বর্গমূল না থাকে, তবে তাহার বিশুদ্ধ কর্ণ নির্ণয় করা যায় না। সেই ক্ষেত্রের কর্ণকে করণীগত কর্ণ বলে। এইরূপ স্থলে আসন্ন কর্ণ জানিবার উপায় লীলাবতীতে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪র্থ নিয়ম। যে অঙ্কের বর্গমূল বাহির করিতে হইবে, তাহার ছেদ ও অংশের গুণফলকে কোন একটী রাশি ইষ্ট মানিয়া তাহার বর্গ দ্বারা গুণ করিতে হইবে। গুণফলের বর্গমূলকে ইষ্টবর্গের মূলদ্বারা গুণিত ছেদ দিয়া ভাগ করিবে। যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই পূর্ব্বরাশির আসন্ন বর্গমূল।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটির কোটির পরিমাণ ১৫/৪ এবং ভুজের পরিমাণ ১৩/৮, তাহার কর্ণের পরিমাণ কত?
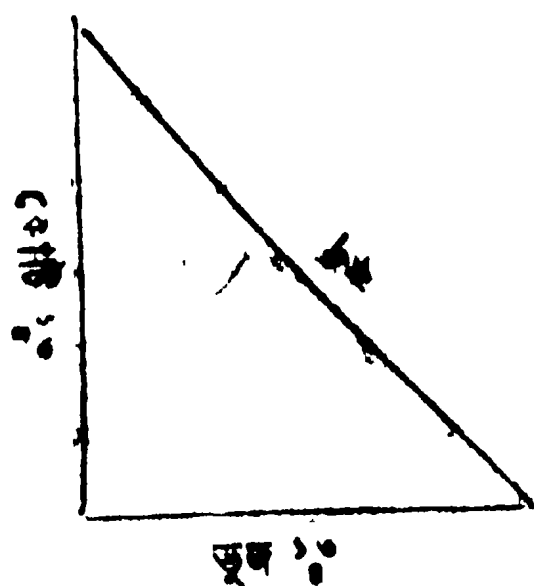
কোটি ১৫/৪ কর্ণ
ভুজ ১৩/৮

প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ১৩/৮ এবং কোটি ১৫/৪এর বর্গযোগ করিলে পূর্ব্বদর্শিত নিয়ম অনুসারে হইল ১০৬৯/৬৪ এই রাশির শুদ্ধ বর্গমূল নাই বলিয়া এই ক্ষেত্রটীর কর্ণ করণীগত। বর্গযোগ ১০৬৯/৬৪এর ছেদ ৬৪ ও অংশ ১০৬৯এর গুণ ফল ৬৮৪১৬কে ইষ্টরাশির বর্গ ১০০০০ দিয়া গুণ করিলে গুণফল হইল ৬৮৪১৬০০০০, ইহার আসন্ন মূল [illegible]। গুণমূল ১০০ দ্বারা ছেদ ৮কে গুণ করিলে ফল হয় ৮০০, ইহাদ্বারা [illegible]কে ভাগ করিলে লব্ধ হইল [illegible]। অতএব ঐ ক্ষেত্রটীর আসন্ন কর্ণ হইল [illegible]। শুদ্ধ কর্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন বা অধিক পরিমাণ কর্ণকে আসন্ন কর্ণ বলা যায়।

ভুজের পরিমাণ অবগত থাকিলে সেই ক্ষেত্রের কোটি ও কর্ণ কত প্রকার হইতে পারে, তাহার নিয়ম।

ভুজ এক প্রকার থাকিলেও কোটি ও কর্ণ অনেক প্রকার হইতে পারে। ইহা কেবল জাত্যক্ষেত্রেই সম্ভব।

৫ম নিয়ম। কোন একটী রাশিকে ইষ্টকল্পনা করিবে। ইষ্ট রাশিকে দ্বিগুণ করিয়া তাহাদ্বারা ভুজ পরিমাণকে গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা একস্থানে রাখিয়া দিবে। পরে ইষ্টরাশির বর্গ হইতে ১ এক বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদ্বারা পূর্ব্ব স্থাপিত অঙ্ককে ভাগ করিবে, যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ঐ ক্ষেত্রটীর কোটি হইবে এবং সেই ইষ্ট রাশি দিয়া গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা হইতে ভুজ পরিমাণ অন্তর করিবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রের ভুজের পরিমাণ ১২, সেই ক্ষেত্রের কোটি ও কর্ণ কতপ্রকার হইতে পারে, তাহা স্থির কর।

এস্থলে ইষ্টকল্পনা অনুসারে কোটি ও কর্ণের পরিমাণ নানাপ্রকার হইবে। ২ ইষ্ট কল্পনা করিলে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।

কোটি ১৬ কর্ণ ২০
ভুজ ১২
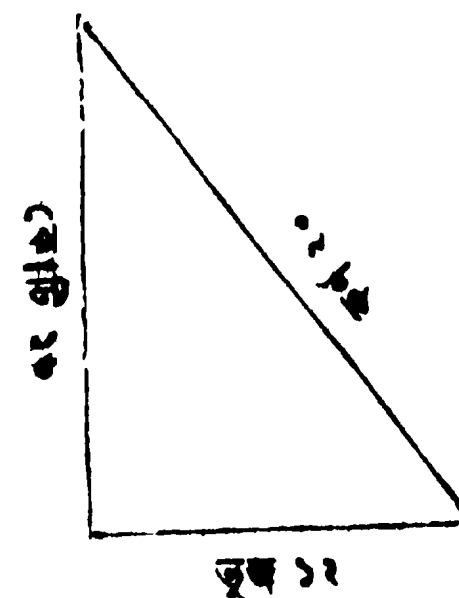
প্রক্রিয়া।—ইষ্টরাশি ২, তাহাকে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ৪। উহাদ্বারা ভুজ ১২কে গুণ করিলে ফল হইল ৪৮। ইষ্ট রাশি ২এর বর্গ ৪ হইতে ১ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৩। অবশিষ্ট তিন দিয়া পূর্ব্বস্থাপিত ৪৮কে ভাগ করিলে ফল হইবে ১৬। অতএব ৫ম নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রটীর কোটি হইল ১৬। কোটি ১৬কে ইষ্টরাশি ২ দ্বারা গুণ করিলে ফল হয় ৩২। তাহা হইতে ভুজ ১২ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকিবে ২০। অতএব ৫ম নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ২০। ভুজ ও কোটি স্থির করিয়া ১ম নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলেও ঐরূপই কর্ণ হইবে। এই প্রকার ২য় ও ৩য় নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলেও কোটি ও ভুজ ঐ প্রকারই হয়। সকল উদাহরণেই এই প্রকার জানিবে।

এই স্থলে ৩ ইষ্ট কল্পনা করিলে এই প্রকার ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।

কোটি ৯
কর্ণ ১৫
ভুজ ১২
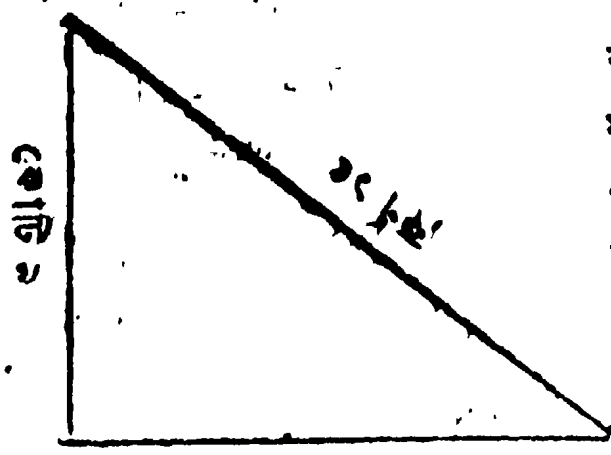
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ পরিমাণ ১২। ইষ্টরাশি ৩কে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ৬, ইহা দ্বারা ভুজ ১২কে গুণ করিলে ৭২ হয়। ইষ্ট রাশি ৩এর বর্গ ৯ হইতে ১ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকিবে ৮। অবশিষ্ট ৮ দিয়া পূর্ব্ব স্থাপিত ৭২কে ভাগ করিলে ফল হয় ৯। অতএব ৫ম নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কোটি হইল ৯। কোটি ৯কে ইষ্টরাশি ৩ দ্বারা গুণ করিলে ফল হয় ২৭। তাহা হইতে ভুজ ১২ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ১৫। অতএব ৫ম নিয়ম অনুসারে কর্ণ হইল ১৫। এইরূপে ৫ ইষ্ট মানিলে কোটি হইবে ৫ ও কর্ণ হইবে ১৩, এই প্রকারে ইষ্ট অনুসারে কোটি ও কর্ণ নানা প্রকার হইবে। এই স্থলে ইষ্টরাশি ১ হইতে পারে না। কারণ ইষ্ট ১এর বর্গ ১ হইতে ১ অন্তর করিলে ফল হয় শূন্য, তাহা দ্বারা ভুজকে গুণ করিলে ফল হয় শূন্য। অতএব ১ ইষ্ট কল্পনা করিলে কোটি শূন্য হয় বলিয়া ১ ইষ্ট হইতে পারে না (১)।

ভুজ পরিমাণ অনুসারে জাত্যত্র্যস্রের কোটি ও কর্ণ আনয়ন করিবার উপায় অন্য প্রকারেও প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬ষ্ঠ নিয়ম। ভুজের বর্গকে কোন একটী ইষ্ট রাশি দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার সহিত ইষ্ট রাশি যোগ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহার অর্দ্ধেক ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ হইবে এবং ইষ্টগুণিত ভুজবর্গ হইতে ইষ্টরাশি অন্তর করিলে যাহা ফল হইবে, তাহার অর্দ্ধেক ঐ ক্ষেত্রের কোটি জানিবে। উদাহরণ ৫ম নিয়মে উক্ত।

২ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।
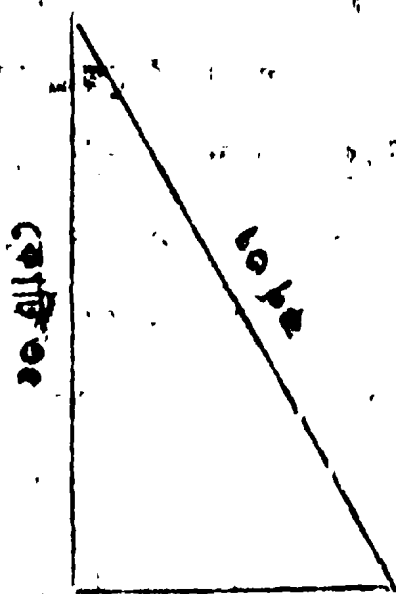
কোটি ৩৫
কর্ণ ৩৭
ভুজ ১২

(১) "অস্মিন্ প্রকারে ইষ্টমেকসংখ্যাতিরিক্তং অন্যথা কোটিকর্ণয়োঃ হয়োরেব অনবস্থিত্যা ক্ষেত্রানুপপত্তিরিতি বোধ্যম্।" (বুদ্ধিবিলাসিনী)

প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ১২এর বর্গ ১৪৪, ইষ্ট ২ দিয়া ভাগ দিলে ফল হইল ৭২। লব্ধ ৭২এর সহিত ইষ্ট ২ যোগ করিলে ফল হয় ৭৪। ইহার অর্দ্ধ ৩৭। অতএব ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ৩৭। এবং লব্ধ ৭২ হইতে ২ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৭০। তাহার অর্দ্ধ ৩৫। অতএব নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ৩৫।

৪ ইষ্ট কল্পনা করিলে এইরূপ ক্ষেত্র হয়।

কোটি ১৬
কর্ণ ২০
ভুজ ১২
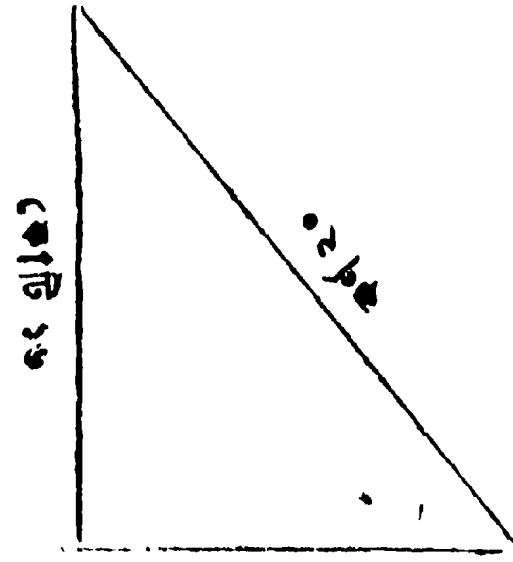
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ১২এর বর্গ ১৪৪কে ইষ্ট ৪ দিয়া ভাগ করিলে ফল হইল ৩৬। লব্ধ ৩৬এর সহিত ইষ্ট ৪ যোগ করিলে ফল হয় ৪০। ইহার অর্দ্ধ ২০। অতএব ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কর্ণ হইল ২০ এবং লব্ধ ৩৬ হইতে ইষ্ট ৪ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৩২। ইহার অর্দ্ধ ১৬। অতএব ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের কোটি হইল ১৬। ৫ম নিয়ম অনুসারে ২ ইষ্ট মানিয়া প্রক্রিয়া করিলে ও এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। এই প্রকার ৬ ইষ্ট মানিলে ক্ষেত্রের কর্ণ হইবে ১৫ এবং কোটি হইবে ৯।

কর্ণের পরিমাণ অনুসারে কোটি ও ভুজের পরিমাণ স্থির করিবার উপায় লীলাবতীতে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

৭ম নিয়ম। কর্ণের পরিমাণকে ২ দ্বারা গুণ করিয়া যাহা ফল হইবে, তাহাকে ইষ্টরাশি দ্বারা গুণ করিয়া স্থাপন করিবে। ইষ্টবর্গের সহিত ১ যোগ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাদ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত রাশিকে ভাগ করিবে। যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ঐ ক্ষেত্রের কোটি এবং কোটিকে ইষ্ট রাশিদ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হয়, তাহা হইতে কর্ণ অন্তর করিলে অবশিষ্ট রাশি ভুজ হইবে।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কর্ণের পরিমাণ ৮৫ তাহার ভুজ ও কোটি কতপ্রকার হইতে পারে, তাহা স্থির কর।

২ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৭ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।

কোটি কর্ণ ৮৫

ভুজ ৫১
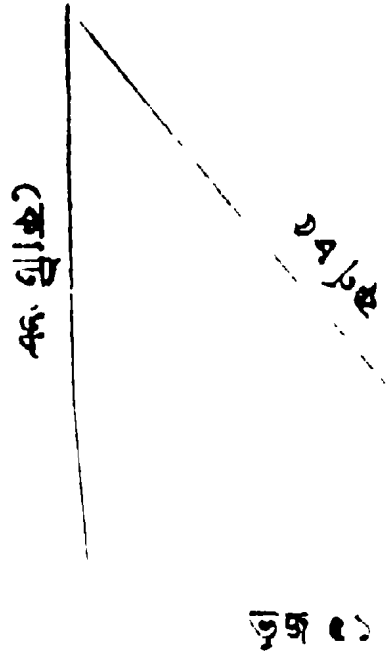
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর কর্ণ ৮৫কে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ১৭০, ইহাকে ইষ্ট ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ৩৪০। ইষ্ট ২ এর বর্গ ৪, ইহার সহিত ১ যোগ করিলে হইল ৫. ইহা দ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত ৩৪০কে ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৬৮। অতএব ৭ম নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের কোটি হইল ৬৮। কোটি ৬৮কে ইষ্ট ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ১৩৬, ইহা হইতে কর্ণ ৮৫ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৫১। অতএব ৭ম নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রটীর ভুজ হইল ৫১।

৪ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৭ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।

কোটি ৪০ কর্ণ ৮৫

ভুজ ৭৫
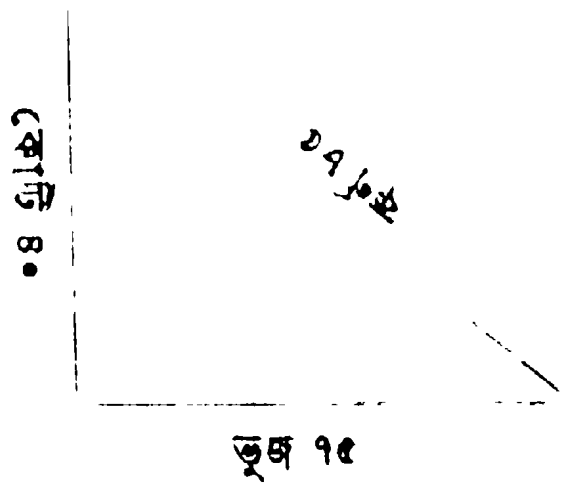
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর কর্ণ ৮৫কে ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ১৭০, ইহাকে ইষ্ট ৪ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ৬৮০। ইষ্ট ৪ এর বর্গ ১৬, ইহার সহিত ১ যোগ করিলে ফল হয় ১৭, ইহাদ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত ৬৮০কে ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৪০। অতএব ৭ম নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের কোটি হইল ৪০। কোটি ৪০কে ইষ্ট ৪ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ১৬০, ইহা হইতে কর্ণ ৮৫ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ৭৫। অতএব ৭ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের ভুজ হইল ৭৫।

৮ম নিয়ম।—কর্ণ পরিমাণকে দ্বিগুণিত করিয়া স্থাপন করিবে। কোন একটী অঙ্ককে ইষ্ট কল্পনা করিয়া তাহার বর্গের সহিত এক যোগ দিলে যাহা ফল হইবে, তাহা দ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত অঙ্ককে ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে, সেই লব্ধরাশি কর্ণ হইতে অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ক্ষেত্রের কোটি এবং লব্ধ রাশিকে ইষ্ট রাশিদ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই ঐ ক্ষেত্রের ভুজ।

উদাহরণ—৭ম নিয়মে উক্ত। ২ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৮ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়।

কোটি ৫১ কর্ণ ৮৫
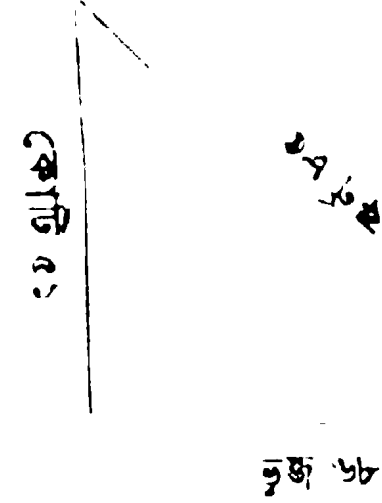
ভুজ ৬৮

প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর কর্ণ ৮৫কে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ১৭০। ইষ্ট ২এর বর্গ ৪, ইহার সহিত ১ যোগ দিলে হইল ৫, ইহাদ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত রাশি ১৭০কে ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৩৪। লব্ধ ৩৪ কর্ণ ৮৫ হইতে অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৫১। অতএব ৮ম নিয়ম অনুসারে কোটি হইল ৫১। এবং লব্ধ ৩৪কে ইষ্ট ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৬৮। অতএব ৮ম নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রের ভুজ ৬৮।

৪ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৮ম নিয়মে এইরূপ ক্ষেত্র হয়।

কোটি ৭৫ কর্ণ ৮৫

ভুজ ৪০
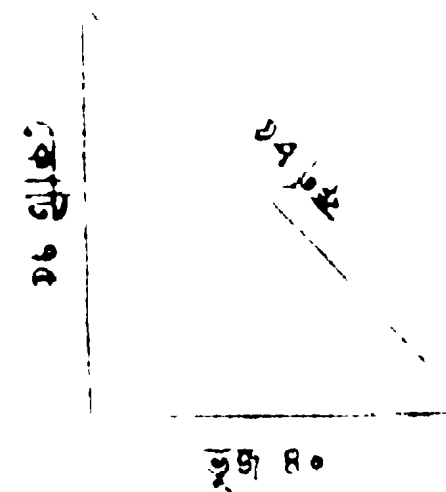
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিতক্ষেত্রের কর্ণ ৮৫কে দ্বিগুণ করিলে ফল হয় ১৭০। ইষ্ট ৪ এর বর্গ ১৬, ইহার সহিত ১ যোগ দিলে হইল ১৭, ইহা দ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত রাশিকে ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ১০। লব্ধ কর্ণ ৮৫ হইতে অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ৭৫। অতএব ৮ম নিয়মে কোটি হইল ৭৫। এবং লব্ধ ১০কে ইষ্ট দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৪০। অতএব ৮ম নিয়ম অনুসারে ভুজ হইল ৪০।

দুইটী ইষ্ট কল্পনা করিয়া ত্রিকোণ ক্ষেত্রের কোটি, কর্ণ ও ভুজ নির্ণয় করিবার উপায়।

৯ম নিয়ম। দুইটী ইষ্ট কল্পনা করিয়া তাহাদের ঘাতকে দ্বিগুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা কোটি, দুয়ের বর্গান্তর ভুজ এবং ইষ্টরাশিদ্বয়ের বর্গযোগ ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ হইবে।

উদাহরণ—কতকগুলি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ, কোটি ও ভুজ নির্ণয় কর।

এই নিয়মে ১ ও ২ এই দুইটী রাশি ইষ্ট কল্পনা করিলে এইরূপ ক্ষেত্র হয়।

কোটি ৪ কর্ণ ৫

ভুজ ৩
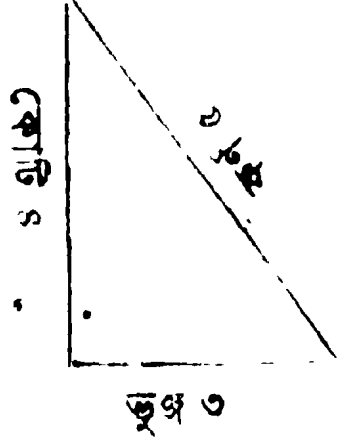
প্রক্রিয়া।—১ ও ২ এই দুইটী রাশিকে ইষ্ট মানিয়া উভয়ের ঘাত ২কে দ্বিগুণ করিলে হয় ৪, ইহা কোটি, দুয়ের বর্গান্তর ৩, ইহা ভুজ এবং ইষ্ট রাশিদ্বয়ের বর্গযোগ ৫, ইহা ক্ষেত্রের কর্ণ হইল।

২ ও ৩ ইষ্ট কল্পনা করিলে ৯ম নিয়ম অনুসারে এইরূপ ক্ষেত্র হয়।

কোটি ১২ কর্ণ ১৩

ভুজ ৫
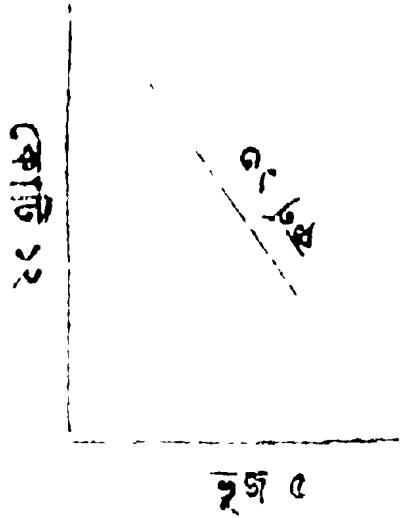
প্রক্রিয়া।—ইষ্টরাশি ২ ও ৩ এর ঘাত ৬কে দ্বিগুণ করিলে হয় ১২, ইহা কোটি, ইষ্টরাশির বর্গান্তর ৫, ইহা ভুজ ও ইষ্টরাশিদ্বয়ের বর্গযোগ ১৩, ইহাই ক্ষেত্রের কর্ণ হইল।

প্রথম নিয়ম অনুসারে ইহার কোটিভুজ লইয়া প্রক্রিয়া করিলেও ইহাই হইবে। দ্বিতীয়াদি নিয়মেও এইরূপ জানিবে। ইষ্ট কল্পনা অনুসারে এই নিয়মে বিভিন্ন ক্ষেত্র হয়। কিন্তু দুই সমান রাশিকে ইষ্ট কল্পনা করা যাইতে পারে না, তাহা হইলে কর্ণ শূন্য হইয়া যায়।

ভুজের পরিমাণ এবং কোটি ও কর্ণের যোগফল জানা থাকিলে কোটি ও কর্ণ পৃথক্ করিবার উপায়।

১০ম নিয়ম।—ভুজের বর্গ দ্বারা কোটি ও কর্ণের যোগফলকে ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা কোটি ও কর্ণের যোগফলের সহিত যোগ করিবে, ইহার অর্দ্ধেক কর্ণ এবং লব্ধকে কোটি ও কর্ণের যোগফল হইতে অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার অর্দ্ধই কোটির পরিমাণ জানিবে।

উদাহরণ—যাহার কোটি ও কর্ণের যোগফল ৩২ এবং ভুজের পরিমাণ ১৬, তাহার কোটি ও কর্ণ পৃথক্রূপে নির্দ্দেশ কর।

কোটি ১২ কর্ণ ২০
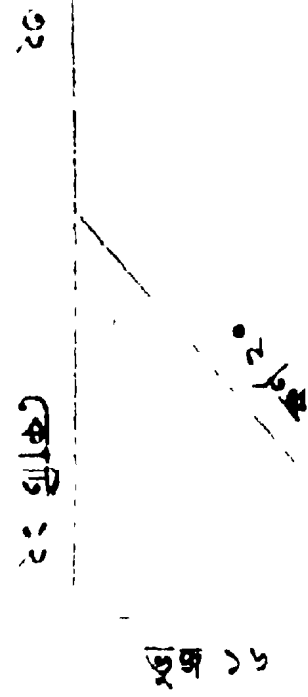
ভুজ ১৬

প্রক্রিয়া।—ভুজ ১৬ এর বর্গ ২৫৬কে কোটি ও কর্ণের যোগফল ৩২ দিয়া ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৮। লব্ধ ৮ কোটি ও কর্ণের যোগফল ৩২ এর সহিত যোগ করিলে ফল হয় ৪০, ইহার অর্দ্ধেক ২০ কর্ণ এবং লব্ধ ৮ কোটি ও কর্ণের যোগফল ৩২ হইতে অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকিবে ২৪, ইহার অর্দ্ধ ১২ কোটি হইল।

কোটির পরিমাণ এবং ভুজ কর্ণের যোগফল জানা থাকিলে ভুজ ও কর্ণ পৃথক্ করিবার উপায়।

১১শ নিয়ম।—কোটির বর্গকে ভুজ ও কর্ণের যোগফল দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার অর্দ্ধ ভুজ হইবে। ভুজ ও কর্ণের যোগফল হইতে ভুজ অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই কর্ণের পরিমাণ জানিবে।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রের ভুজ ও কর্ণের যোগফল ২৭ এবং কোটির পরিমাণ ৯, তাহার ভুজ ও কর্ণ পৃথক্রূপে নির্দ্দেশ কর।

কোটি ৯ কর্ণ ১৫

ভুজ ১২ ২৭
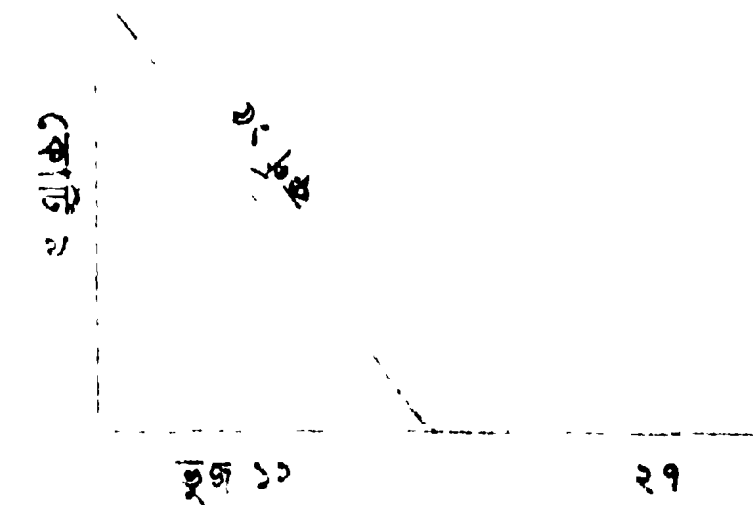
প্রক্রিয়া।—কোটি ৯ এর বর্গ ৮১ ভুজ ও কর্ণের যোগফল ২৭ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ হইল ৩, কোটি ও কর্ণের যোগফল ২৭ হইতে লব্ধ ৩ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ২৪, ইহার অর্দ্ধ ১২ কর্ণ হইল। ভুজ ১২ যোগফল ২৭ হইতে

অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ১৫, ইহাই ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ হইল।

কোটি ও কর্ণের অন্তর (বিয়োগফল) এবং ভুজ জানা থাকিলে কোটি ও কর্ণের পরিমাণ স্থির করিবার উপায়।

১২শ নিয়ম।—ভুজের বর্গকে কোটি ও কর্ণের অন্তর দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা কোটি ও কর্ণের অন্তরের সহিত যোগ করিলে যে ফল হইবে, তাহার অর্দ্ধ কর্ণ এবং লব্ধ কোটি ও কর্ণের অন্তর হইতে বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ভুজের পরিমাণ জানিবে।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কোটি ও কর্ণের অন্তর $\frac{১}{২}$ এবং ভুজ পরিমাণ ২ তাহার কোটি ও কর্ণ নির্দ্দেশ কর।
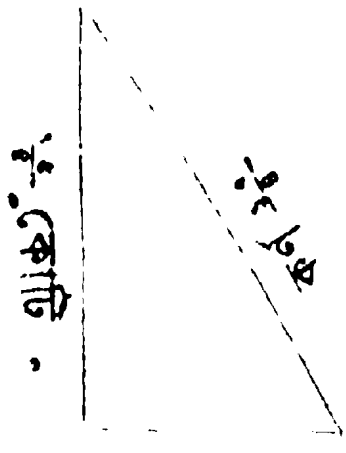
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজ ২এর বর্গ ৪ হইতে কোটি ও কর্ণের অন্তর $\frac{১}{২}$ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ৮। ইহা হইতে কোটি ও কর্ণের অন্তর $\frac{১}{২}$ অন্তর করিলে ফল হয় $\frac{১৫}{২}$, ইহার অর্দ্ধ $\frac{১৫}{৪}$ ঐ ক্ষেত্রের কোটি হইল এবং ভাগফল ৮এর সহিত $\frac{১}{২}$ যোগ করিলে ফল হয় $\frac{১৭}{২}$ ইহার অর্দ্ধ $\frac{১৭}{৪}$। অতএব ১২শ নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের কর্ণ হইল $\frac{১৭}{৪}$।

ভুজ পরিমাণ ও কোটির কিয়দংশ জ্ঞাত হইলে এবং কোটির অজ্ঞাত অংশ ও ভুজের যোগফলের সমান কর্ণ হইলে কোটির অজ্ঞাত অংশ জানিবার উপায়।

১৩শ নিয়ম। কোটির জ্ঞাত অংশকে ভুজ পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া যাহা ফল হইবে, তাহাকে কোটির জ্ঞাত অংশকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার সহিত ভুজ পরিমাণ যোগ দিলে, যাহা ফল হইবে, তাহা দ্বারা ভাগ করিবে, যাহা যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই কোটির অবিদিত অংশ জানিবে।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কোটির কিয়দংশের পরিমাণ ১০০, ভুজের পরিমাণ ২০০ এবং কর্ণের পরিমাণ কোটির অবিদিত অংশ ও ভুজের সমান, তাহার কোটির অবিদিত অংশ কত?

প্রক্রিয়া।—কোটির জ্ঞাত অংশ ১০০কে ভুজ ২০০ দ্বারা গুণ করিলে ২০০০০ হয়। কোটির জ্ঞাত অংশ ১০০কে দ্বিগুণ করিলে হইল ২০০, ইহার সহিত ভুজ ২০০ যোগ দিলে ফল হয় ৪০০, ইহার দ্বারা পূর্ব্বস্থাপিত ২০০০০কে ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ৫০। অতএব ১৩শ নিয়ম অনুসারে কোটির অবিদিত অংশ হইল ৫০। ভুজ ও ঐ অংশের যোগ ২৫০ কর্ণ হইল।

কর্ণের পরিমাণ এবং ভুজ ও কোটির যোগফল জ্ঞাত হইলে ভুজ ও কোটি পৃথক্ করিবার উপায়।

১৪শ নিয়ম।—কর্ণের বর্গকে দ্বিগুণিত করিয়া তাহা হইতে ভুজ ও কোটি যোগের বর্গ বিয়োগ করিবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূল ভুজ ও কোটির যোগফলের সহিত যোগ করিবে, যাহা ফল হইবে তাহার অর্দ্ধ কর্ণ ঐ ক্ষেত্রের কোটি হইবে এবং ভুজ ও কোটির যোগফল হইতে সেই বর্গমূল অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার অর্দ্ধ ভুজ হয়।

উদাহরণ—যে ক্ষেত্রটীর কর্ণ পরিমাণ ১৭ এবং ভুজ ও কোটির যোগফল ২৩ তাহার ভুজ ও কোটি পৃথক্ কর।

প্রক্রিয়া।—কর্ণ ১৭ এর বর্গ ২৮৯কে দ্বিগুণ করিলে হইল ৫৭৮। ইহা হইতে ভুজ ও কোটির যোগফল ২৩ এর বর্গ ৫২৯ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকিবে ৪৯, ইহার বর্গমূল ৭কে ভুজ ও কোটির যোগফল ২৩ এর সহিত যোগ করিলে হইবে ৩০, ইহার অর্দ্ধ ১৫ ঐ ক্ষেত্রের কোটি এবং বর্গমূল ৭কে ভুজ ও কোটির যোগফল ২৩ হইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ১৬, ইহার অর্দ্ধ ৮ ঐ ক্ষেত্রের ভুজ।

ক্ষেত্রের লম্ব জানিবার উপায়—একটী চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যে এককোণান্তরিত ২টী রেখা অর্থাৎ দুইটী কর্ণ অঙ্কিত করিলে যে স্থানে রেখাদ্বয়ের পরস্পর যোগ হইবে, সেই স্থান হইতে বাহু পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা টানিলে তাহাকে লম্ব বলা যায়। লীলাবতীতে তাহার পরিমাণ স্থির করিবার এইরূপ উপায় লিখিত আছে—

১৫শ নিয়ম। বিপরীত বাহুদ্বয়ের ঘাতক, তাহাদের

যোগফল' দ্বারা 'হরণ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাই সেই ক্ষেত্রের লম্ব হইবে।

উদাহরণ। যে ক্ষেত্রটীর একটী বাহু ১৫ এবং আর একটী ১০, তাহাদের লম্ব কত ?
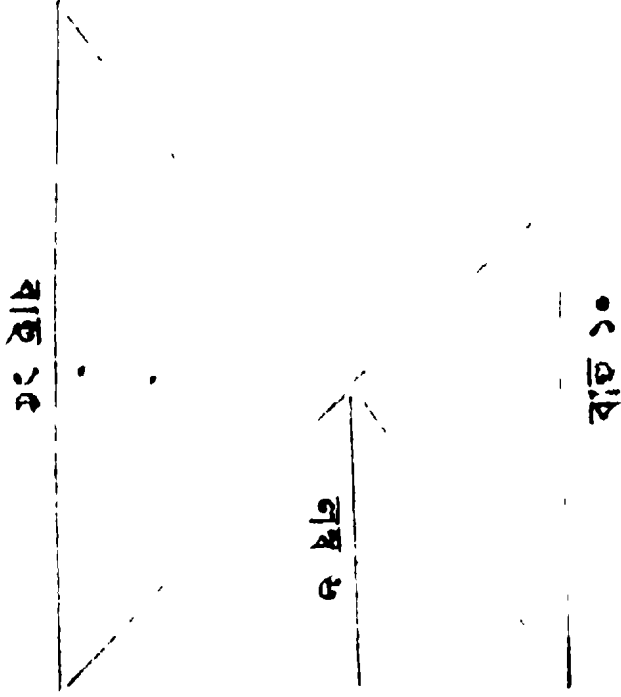
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর বাহুদ্বয়ে ঘাত ১৫০কে তাহাদের যোগফল ২৫ দিয়া ভাগ দিলে ফল হইল ৬, অতএব ১৬শ নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের লম্ব হইল ৬।

ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের ২টী বাহুর যোগফল হইতে অপর কোন একটী বাহু বৃহৎ অথবা সমান হইলে তাহাকে অনুপপন্ন ক্ষেত্র বলে। গণিত অনুসারে ঐরূপ ক্ষেত্র হয় না এবং ভুজপরিমাণ সরল শলাকা দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সকল বাহু মিলিত হইয়া ক্ষেত্র হইতে পারে না।
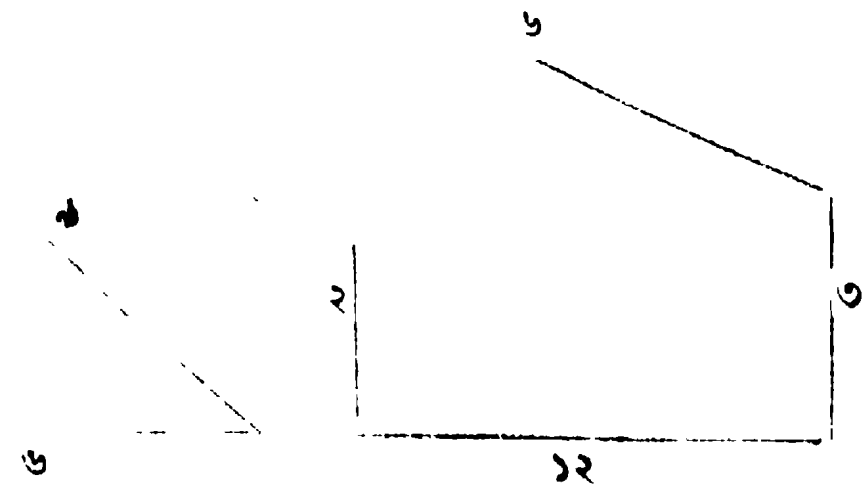
অঙ্কিত চতুর্ভুজটীর ১২ বাহু হইতে অপর তিন বাহুর যোগফল ৮, ৯ বা ৫ অল্প হইল, অতএব ঐ ক্ষেত্রটী অনুপপন্ন ক্ষেত্র অর্থাৎ ঐরূপ চারিটী বাহু মিলিত হইয়া চতুঃসীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হয় না। অঙ্কিত ত্রিভুজটীর বাহু ৩ ও ৬র যোগফল অপর বাহু ৯এর সমান বলিয়া ঐ ক্ষেত্রটীও অনুপপন্ন।

ত্রিভুজ—জাত্যত্র্যস্রে যে প্রকার ৩টী বাহুর যথাক্রমে ভুজ, কোটী ও কর্ণ নাম দেওয়া হয়, ত্রিভুজে তাহার কোন নিয়ম নাই, ইচ্ছামত কোন একটী বাহুকে ভূমি এবং অপর দুইটীকে ভুজ বলিলেই চলিতে পারে। ত্রিভুজে যেটীকে ভূমিকল্পনা করা হইবে, তাহা ব্যতীত অপর দুইটী বাহু দ্বারা যে কোণ উৎপন্ন হয়, তথা হইতে ভূমি পর্য্যন্ত যে সরলরেখা টানা যায়, তাহাকে ত্রিভুজের লম্ব বলে। ঐ লম্ব ভূমির সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দুইভাগে বিভক্ত করে। ভূমির ঐ দুই খণ্ডকে ভুজদ্বয়ের আবাধা বলে। যে আবাধাটী যে বাহুর নিকটবর্ত্তী, তাহাকে তাহার আবাধা বলা হয়।
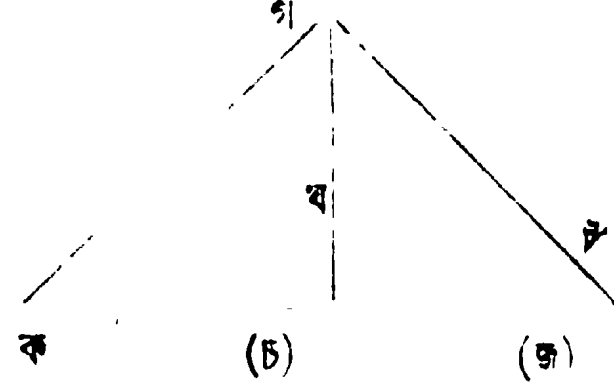
অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ক, খ ও গ তিনটী ভুজ আছে বলিয়া ইহাকে ত্রিভুজ বলা যায়। ইচ্ছানুসারে ক বাহুটীকে ঐ ক্ষেত্রের মহী বলিয়া কল্পনা করা হইল। খ ও গ বাহুযোগে যে কোণটী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইতে ভূমি ক রেখা পর্য্যন্ত যে সরল রেখাটী টানা হইয়াছে, ঐ ঘ রেখাটীই ত্রিভুজের লম্ব হইল। ঐ ঘ রেখাটী ভূমিকে দ্বিখণ্ড করিয়া চ ও জ এই দুইটী আবাধা উৎপন্ন করিয়াছে। খণ্ডদ্বয়ের চ খণ্ডটী গ বাহুর আবাধা এবং জ খণ্ডটী খ বাহুর আবাধা হইল। আবাধা অনুসারে লম্ব ও লম্ব অনুসারে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণীত হয়।

ত্রিভুজ ক্ষেত্রের আবাধা নির্ণয় করিবার উপায়।

১৮শ নিয়ম।—ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ভুজদ্বয়ের যোগফলকে উভয়ের অন্তর দ্বারা গুণ করিবে। গুণফলকে ভূমিপরিমাণ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হয়, তাহাকে ভূমির সহিত যোগ করিবে। যোগফলের অর্দ্ধ বৃহৎ বাহুর আবাধা হয়, এবং লব্ধকে ভূমি হইতে অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার অর্দ্ধ অপর বাহুর আবাধা হয়।

উদাহরণ—যে ত্রিভুজক্ষেত্রের ভূমির পরিমাণ ১৪ এবং অপর দুইটী ভুজের পরিমাণ ১৩ ও ১৫ তাহার আবাধা স্থির কর।

ভূমি ৫ (ভূমি ১৪) ৯
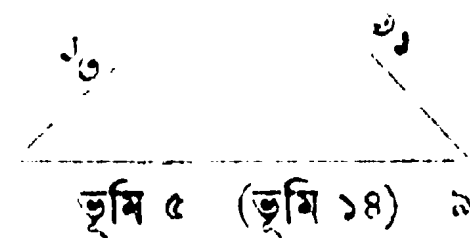
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর ভুজদ্বয় ১৩ ও ১৫, ইহার যোগফল ২৮কে উহাদের অন্তর ২ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল ৫৬, ইহাকে ভূমি ১৪ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ হয় ৪। ভূমি ১৪এর সহিত লব্ধ ৪ যোগ দিলে ফল হয় ১৮, ইহার অর্দ্ধ ৯। অতএব ১৮শ নিয়ম অনুসারে বৃহৎ বাহুর আবাধা হইল ৯। এবং ভূমি ১৪ হইতে লব্ধ ৪ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ১০, ইহার অর্দ্ধ ৫ অপর বাহুর আবাধা হইল।

লম্ব নির্ণয় করিবার উপায়।

১৭শ নিয়ম।—ভুজের বর্গ হইতে স্বীয় আবাধার বর্গ অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূল সেই ক্ষেত্রের লম্ব হইবে।

উদাহরণ—পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রটীর লম্ব স্থির কর।
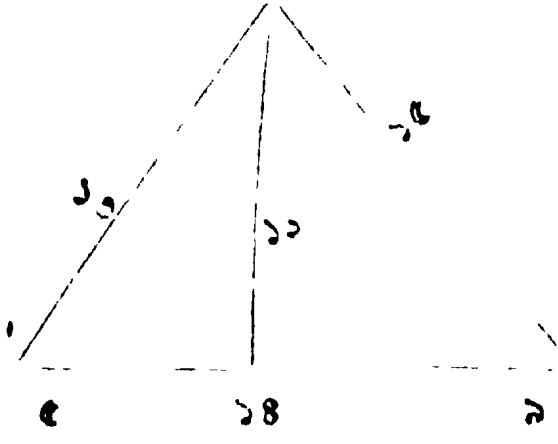
প্রক্রিয়া।—বাহু ১৩ এর বর্গ ১৬৯ হইতে আবাধা ৫এর বর্গ ২৫ অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ১৪৪, ইহার বর্গমূল ১২। অতএব ১৭শ নিয়ম অনুসারে লম্ব হইল ১২। বাহু ১৫ ও আবাধা ৯ দ্বারা প্রক্রিয়া করিলেও লম্ব পরিমাণ ১২ হয়।

যে স্থলে লব্ধ ভূমি হইতে অন্তরিত হইতে পারে না সেই স্থলে ঋণগত আবাধা হইয়া থাকে।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার উপায়।

১৮শ নিয়ম।—ভূমির অর্দ্ধেক লম্বদ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

উদাহরণ—পূর্ব্বোক্ত ত্রিভুজটীর ক্ষেত্রফল কত ?

প্রক্রিয়া।—ভূমি ১৪ এর অর্দ্ধ ৭, ইহাকে লম্ব ১২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৮৪। অতএব ১৮শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ৮৪।

চতুর্ভুজক্ষেত্রের অস্ফুটফল ও ত্রিভুজের স্ফুটফল আনয়ন করিবার উপায়।

১৯শ নিয়ম। ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজের সকল বাহুর যোগফলকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হয়, তাহাকে চারিটী স্থানে স্থাপন করিবে, তাহা হইতে পৃথগ্‌রূপে ভুজ অন্তরিত করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদের ঘাতের বর্গমূল চতুর্ভুজক্ষেত্রের অস্ফুটফল ও ত্রিভুজ ক্ষেত্রের স্ফুটফল হয়।

উদাহরণ—যে চতুর্ভুজক্ষেত্রের ভূমি ১৪, মুখ ৯, (১) এবং বাহু ১৩ ও ১২, তাহার অস্ফুটফল কত ?
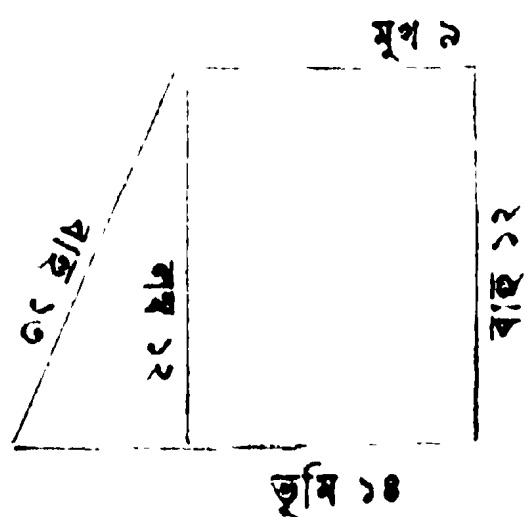
(১) অধঃস্থিত ভুজকে ভূমি এবং ভূমির সম্মুখস্থিত ভুজকে মুখ বলে। "অধঃস্থো ভুজো ভূমিঃ...ভূমিসম্মুখভুজো মুখং॥" (মুনীশ্বর)

১৯শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে অস্ফুট হইবে ১৪১। স্ফুটফল পরে প্রদর্শিত হইবে।

২য় উদাহরণ—পূর্ব্বপ্রদর্শিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল স্থির কর ?
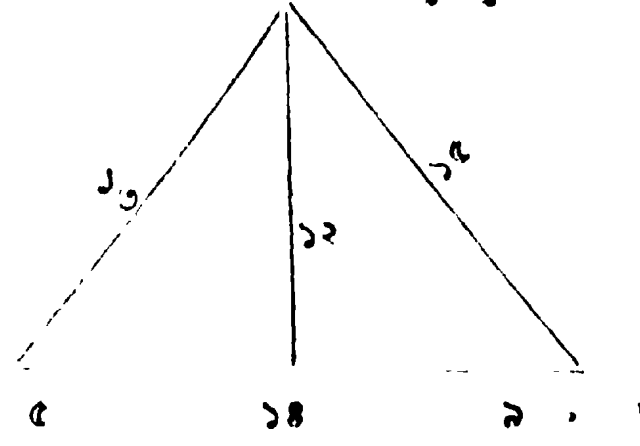
প্রক্রিয়া।—বাহুত্রয়ের যোগফল ৪২, ইহাকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ২১, ইহাকে চারিস্থানে স্থাপন করিয়া ভুজত্রয় অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ৮, ৬, ৭, ও ২১। ইহাদের ঘাত ৭০৫৬, (৮×৬×৭×২১=৭০৫৬,) ইহার বর্গমূল ৮৪। অতএব ১৯শ নিয়ম অনুসারে ফল হইবে ৮৪। ১৮শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলেও ৮৪ই ফল হইবে। (১৮শ নিয়ম দেখ)

সমচতুর্ভুজের সূক্ষ্মফল নিরূপণ করিবার উপায়।

২০শ নিয়ম।—সমচতুর্ভুজক্ষেত্রে ইচ্ছানুসারে একটী কর্ণ কল্পনা করিবে। পরে ভুজবর্গকে ৪দ্বারা গুণ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে তাহা কল্পিত কর্ণের বর্গ হইতে অন্তর করিবে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার বর্গমূল অপর কর্ণের পরিমাণ হয়। এইরূপে কর্ণদ্বয় স্থির করিয়া তাহাদের ঘাতকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সমচতুর্ভুজক্ষেত্রের স্ফুটফল জানিবে। এইরূপ স্থলে প্রথম কর্ণটী ভুজের দ্বিগুণ হইতে অধিক কল্পনা করিবে না।

উদাহরণ—যে সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুপরিমাণ ২৫ তাহার কর্ণদ্বয় স্থির করিয়া ক্ষেত্রফল নিরূপণ কর ?
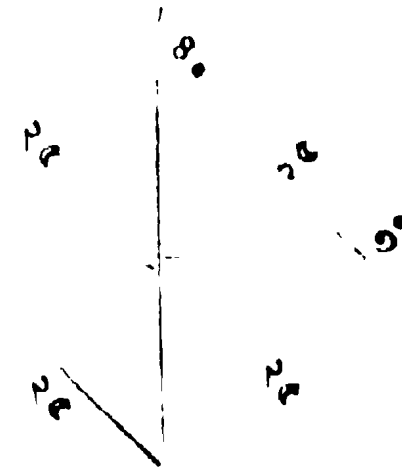
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত ক্ষেত্রটীর প্রথমকর্ণটী ইচ্ছানুসারে ৩০ কল্পনা করা হইল। কর্ণ ৩০এর বর্গ ৯০০। ভুজ ২৫এর বর্গ ৬২৫কে ৪ গুণ করিলে ফল হয় ২৫০০, ইহা হইতে কল্পিত কর্ণের বর্গ ৯০০ অন্তর করিলে অবশিষ্ট থাকে ১৬০০; ইহার

বর্গমূল ৪০। অতএব দ্বিতীয়কর্ণ হইল ৪০। কর্ণদ্বয়ের ঘাত ১২০০, ইহাকে ২ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় ৬০০। অতএব ২০শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ৬০০।

২১শ নিয়ম।—সমচতুর্ভুজক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় সমান হইলে বাহুদ্বয়ের গুণফলই ক্ষেত্রফল হইয়া থাকে।

উদাহরণ -পূর্ব্বপ্রদর্শিত চতুর্ভুজটীর সমান কর্ণ ও ক্ষেত্রফল স্থির কর।
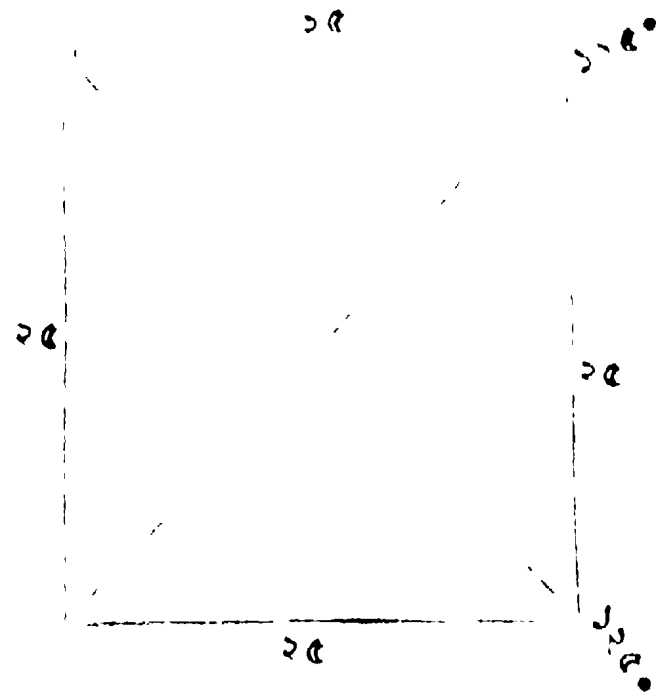
প্রক্রিয়া।—প্রথম নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে কর্ণদ্বয়ের পরিমাণ হইবে করণীগত ১২৫০। ভুজদ্বয়ের ঘাত ৬২৫। অতএব ক্ষেত্রফল হইল ৬২৫।

আয়ত চতুর্ভুজের ফল নিরূপণ করিবার উপায়।

২২শ নিয়ম। আয়ত চতুর্ভুজের আয়ত একটী বাহু অর্থাৎ দৈর্ঘ্যকে স্বল্প বাহু বিস্তৃতি দ্বারা গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই ঐ ক্ষেত্রফল জানিবে।

উদাহরণ—যে আয়ত চতুর্ভুজের আয়ত বাহুর পরিমাণ ৮ ও বিস্তৃতি ৬ তাহার ক্ষেত্রফল কত?
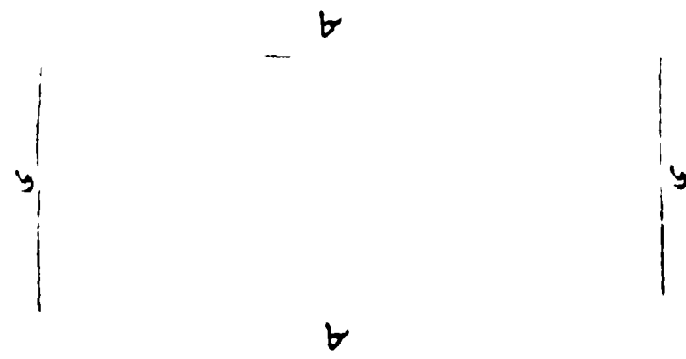
আয়ত বাহু বা দৈর্ঘ্য ৮কে বিস্তৃতি ৬ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৪৮। অতএব ২২শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ৪৮।

বিষমচতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল স্থির করিবার উপায়।

২৩শ নিয়ম। বিষমচতুর্ভুজক্ষেত্রের লম্ব সমান হইলে মুখ ও ভূমির যোগফলকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাকে লম্বদ্বারা গুণ করিবে। যাহা ফল হইবে, তাহাই ক্ষেত্রফল জানিবে।

উদাহরণ—যে বিষমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মুখ ১১, ভূমি ২২, লম্ব ১২ এবং বাহুদ্বয় ১৩ ও ২০, তাহার ক্ষেত্রফল স্থির কর?
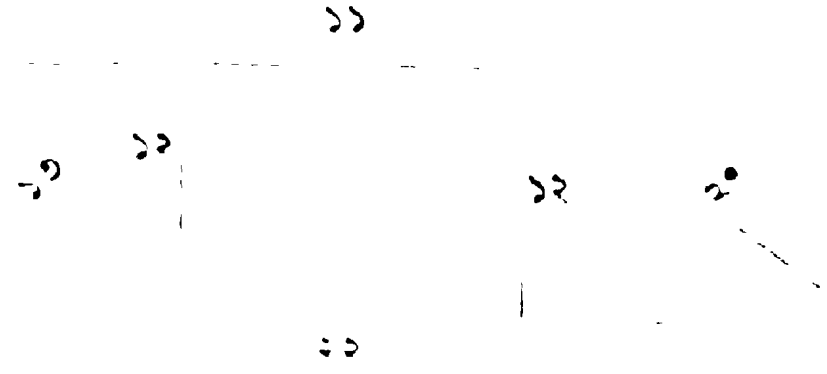
প্রক্রিয়া।- মুখ ১১ ও ভূমি ২২এর যোগফল ৩৩কে ২ দিয়া ভাগ করিলে ফল হয় $\frac{৩৩}{২}$ ইহাকে লম্ব ১২ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ($\frac{৩৩}{২} \times ১২ = ১৯৮$) ১৯৮। অতএব ২৩শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ১৯৮। তিনটী ক্ষেত্রকে কল্পনা করিয়া প্রক্রিয়া করিয়া দেখিলেও ইহাই ফল হইবে।

বিষমচতুর্ভুজের ফল স্থির করিবার উপায়।

২৪শ নিয়ম।—বিষমচতুর্ভুজের কর্ণ স্থির করিয়া তাহাকে ভূমি কল্পনা করিলে দুইটী ত্রিভুজ হইবে, ঐ ত্রিভুজদ্বয়ের ক্ষেত্রফল যোগ করিলে যাহা হইবে তাহাই বিষমচতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল।

উদাহরণ—যে বিষমচতুর্ভুজের চারিটী বাহু যথাক্রমে ৪০, ৫১, ৬৮ ও ৭৫; তাহার ক্ষেত্রফল কত?

পূর্ব্বপ্রদর্শিত ২০শ নিয়ম অনুসারে বৃহৎ কর্ণটীকে ৭৭ কল্পনা করিলে অপর কর্ণ ৮৫ হইবে। প্রথম কর্ণ ৭৭কে ভূমি কল্পনা করিলে দুইটী ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়।

(ক) (খ)

ক ত্রিভুজটীর ভূমি ৭৭, বাহু ৪০ ও ৫১। ১৬শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে আবাধা হইবে ৩২ ও ৪৫। আবাধা স্থির করিয়া ১৭শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে লম্ব হইবে ২৪। লম্ব স্থির করিয়া ১৮শ নিয়ম অনুসারে

ক্ষেত্রফল হইল ৯২৪। খ ত্রিভুজটীর ভূমি ৭৭, বাহু ৬৮ ও ৭৫। ১৬শ নিয়ম অনুসারে আবাধা হইল ৩২ ও ৪৫। ১৭শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে লম্ব হইবে ৬০। পরে ১৮শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ২৩১০। ক ত্রিভুজের ফল ৯২৪এর সহিত খ ত্রিভুজের ফল ২৩১০কে যোগ দিলে ফল হইল ৩২৩৪। অতএব ২৪শ নিয়ম অনুসারে ক্ষেত্রফল হইল ২৩৩৪।

সূচীক্ষেত্র—বিষমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মুখলগ্ন বাহুদ্বয়ের অগ্রভাগ সরলভাবে বর্দ্ধিত করিলে যে ত্রিভুজটী উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূচী বলে (১), ঐ ক্ষেত্রটীকে সূচী বলা যায়।

উদাহরণ—যে বিষমচতুর্ভুজক্ষেত্রটীর ভূমি ৩০০, বাহুর পরিমাণ ২৬০ ও ১৯৫, মুখ ১২৫, কর্ণের পরিমাণ ২৮০ ও ৩১৫, এবং লম্বদ্বয়ের পরিমাণ ১৮৯ ও ২২৪, সেই ক্ষেত্রটী অঙ্কিত কর। ১ম প্রশ্ন। ঐ ক্ষেত্রটীর কর্ণ ও লম্বের যোগস্থান হইতে ভূমি পর্য্যন্ত অংশের পরিমাণ কত? ২য় প্রশ্ন। যে স্থানে কর্ণদ্বয়ের যোগ হইয়াছে, তথা হইতে ভূমি পর্য্যন্ত একটী লম্ব টানিলে তাহার পরিমাণ এবং তাহার যোগে যে দুইটী আবাধা হইবে, তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ কর? ৩য় প্রশ্ন। ঐ ক্ষেত্রটীর ভুজদ্বয়ের মুখলগ্ন অগ্রভাগ সরলভাবে বর্দ্ধিত করিলে যে সূচীক্ষেত্রটী উৎপন্ন হইবে, তাহার লম্ব, আবাধা ও ভুজদ্বয়ের পরিমাণ কত?

১০৮ ৩০০ ১৯২
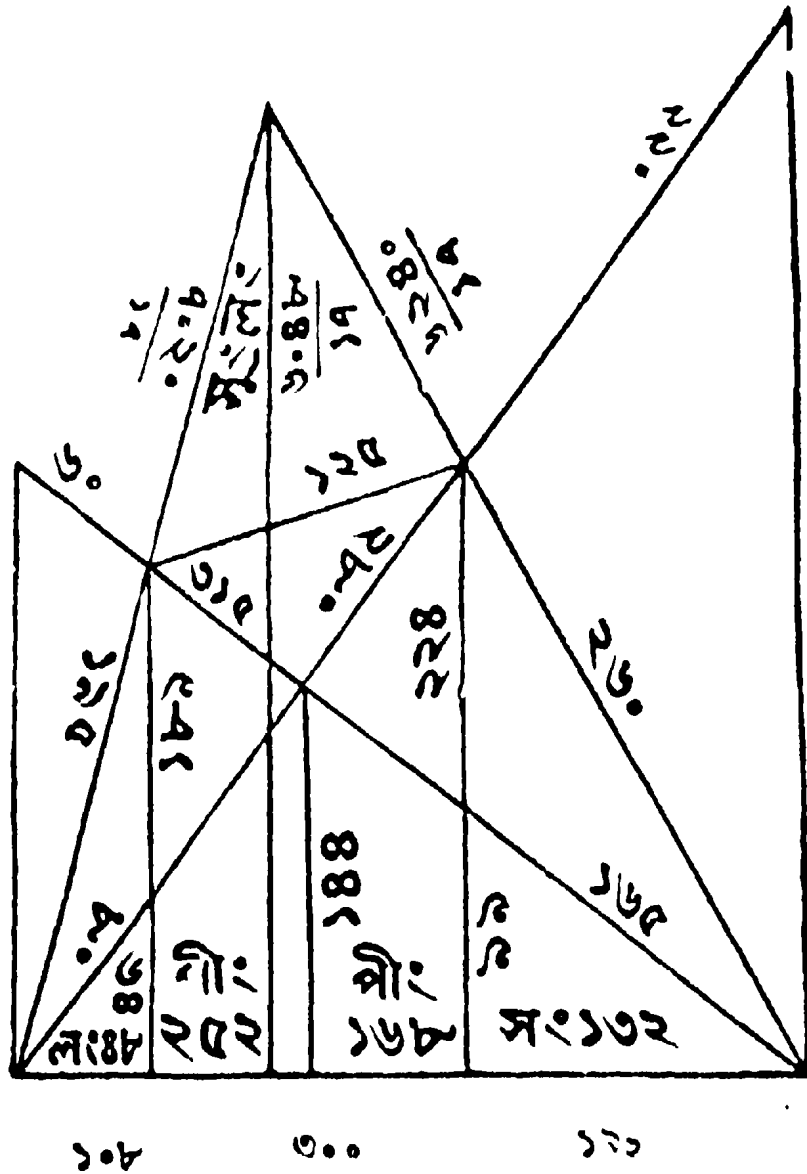
২৫শ নিয়ম। যে লম্বের অধঃখণ্ড নিরূপণ করিতে হইবে, সেই লম্ব ও তদাশ্রিত বাহুর বর্গান্তরের মূলকে তাহার সন্ধি বলে এবং ভূমিকে সন্ধিদ্বারা হীন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পীঠ বলে। সন্ধিকে দুইস্থানে স্থাপন করিয়া একটীকে অপর লম্বদ্বারা এবং অপরটীকে কর্ণদ্বারা গুণ করিবে। ইহার প্রথমটীকে পীঠদ্বারা ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহা লম্বের অধঃখণ্ড ও দ্বিতীয়টীকে কর্ণদ্বারা ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই কর্ণের অধঃখণ্ড।

উক্ত ক্ষেত্রটীর ২৮০ কর্ণ ও ২২৪ লম্বের অধঃখণ্ড এই।

পীঠ ১৬৮ সন্ধি ৩২
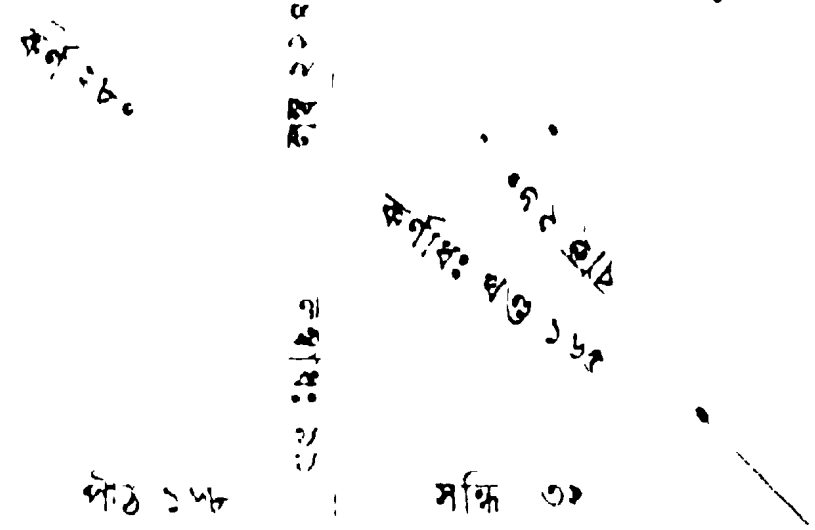
ভূমি ৩০০

প্রক্রিয়া—লম্ব ২২৪ ও তদাশ্রিত বাহু ২৬০ ইহাদের বর্গান্তর ১৭৪২৪, বর্গমূল ১৩২। অতএব সন্ধি হইল ১৩২। ভূমি ৩০০ হইতে সন্ধি ১৩২ অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ১৬৮, ইহা পীঠ হইল। সন্ধি ১৩২কে পর লম্ব ১৮৯ দ্বারা গুণ করিয়া পীঠদ্বারা ভাগ করিলে ফল হইল ৯৯, ইহাই লম্বের অধঃখণ্ড। সন্ধি ১৩২কে পরকর্ণ ৩১৫ দ্বারা গুণ করিয়া পীঠদ্বারা ভাগ করিলে ফল হইবে ১৬৫, ইহাই কর্ণের অধঃখণ্ড হইবে। এই প্রক্রিয়া অনুসারে দ্বিতীয়লম্বের সন্ধি হইবে ৪৮, পীঠ হইবে ২৫২ এবং লম্বের অধঃখণ্ড ৬৪ ও কর্ণের অধঃখণ্ড হইবে ৮০।

২৬শ নিয়ম। উভয় লম্বকে ভূমিদ্বারা পৃথগ্‌রূপে গুণ করিবে। গুণফলকে স্ব স্ব পীঠ দ্বারা ভাগ করিলে যে দুইটী রাশি লব্ধ হইবে, সেই দুইটী রাশিকে দুইটী বাহু কল্পনা করিয়া ১৫শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইবে।

প্রক্রিয়া।—উভয় লম্ব ১৮৯ ও ২২৪কে ভূমি ৩০০ দ্বারা গুণ করিলে ফল হইবে ৫৬৭০০ ও ৬৭২০০ এই দুই রাশিকে স্ব স্ব পীঠদ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ হইবে ২২৫ ও ৪০০, এই দুইটী রাশিকে দুইটী বাহু কল্পনা করিয়া ১৫শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে লম্ব হইবে ১৪৪ এবং আবাধা হইবে ১০৮ ও ১৯২।

২৭ নিয়ম। স্বীয় সন্ধিকে পর লম্ব দ্বারা গুণ করিয়া লম্বদ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে সম বলে। সম এবং পর সন্ধির যোগফলকে ছায় বলা যায়। সম ও পর

(১) "সূচী সূচ্যাকারতা নিজমার্গ-বৃদ্ধভুজয়োর্যোগেন যা স্যাৎ।"
(মুনীশ্বর)

সন্ধিকে পৃথগ্রূপে ভূমি দ্বারা গুণ করিয়া হার দিয়া ভাগ দিলে যে দুইটী রাশি লব্ধ হইবে, তাহাই সূচীর আবাধা হইবে। পরলম্বকে ভূমি দ্বারা গুণ করিয়া হার দ্বারা ভাগ করিলে, যাহা লব্ধ হইবে তাহাই সূচীর লম্ব হইবে। ভুজদ্বয়কে সূচীর লম্বদ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সূচীর ভুজ জানিবে।

প্রক্রিয়া।—প্রদর্শিত সূচীক্ষেত্রের একটী লম্ব ২২৪ এবং তাহার সন্ধি ১৩২। সন্ধি ১৩২কে পরলম্ব ১৮৯ দ্বারা গুণ করিয়া ২২৪ লম্বদ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ হইবে [illegible], ইহাই সম হইল। ইহার সহিত পর সন্ধি ৪৮ যোগ দিলে ফল হইবে [illegible], ইহাকে হার বলা যায়। সম [illegible]কে ভূমি ৩০০ দিয়া গুণ করিলে ফল হইল [illegible], ইহাকে হার [illegible] দিয়া ভাগ করিলে ফল হয় [illegible]। পরসন্ধি ৪৮কে ভূমি ৩০০ দ্বারা গুণ করিলে ফল হয় [illegible] ইহাকে হার [illegible] দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় [illegible]। অতএব সূচীর আবাধা হইল [illegible] এবং [illegible]। এই নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিলে দ্বিতীয় সম হইবে [illegible] এবং দ্বিতীয় হার হইবে [illegible]। সম পর সন্ধিকে ভূমি ৩০০ দ্বারা গুণ করিয়া হার দিয়া ভাগ দিলেও সূচীর আবাধা হইবে [illegible] এবং [illegible]। পরলম্ব ২২৪কে ভূমি ৩০০ দ্বারা গুণ করিয়া হার [illegible] দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় [illegible] অতএব সূচী লম্ব হইল [illegible]। ভুজ ১৯৫ ও ২৮০কে সূচী লম্ব [illegible] দ্বারা গুণ করিয়া যথাক্রমে লম্ব ১৮৯ ও ২২৪ দ্বারা ভাগ করিলে ফল হয় [illegible] ও [illegible]। অতএব ২৭শ নিয়ম অনুসারে সূচী ভুজ হইল [illegible] ও [illegible]।

ব্যাসের পরিমাণ স্থির করিবার উপায়।

২৮শ নিয়ম। ব্যাসের পরিমাণকে ৩৯২৭ দ্বারা গুণ করিয়া ১২৫০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই সূক্ষ্ম পরিধি হইবে। ব্যাসের পরিমাণকে ২২ দিয়া গুণ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা পরিধির স্থূল পরিমাণ জানিবে। স্থূল পরিমাণ অনুসারেই কার্য্য করিতে হয়।

উদাহরণ—যে বৃত্তক্ষেত্রের ব্যাস পরিমাণ ৭, তাহার সূক্ষ্ম ও স্থূল পরিধিপরিমাণ স্থির কর?

৭
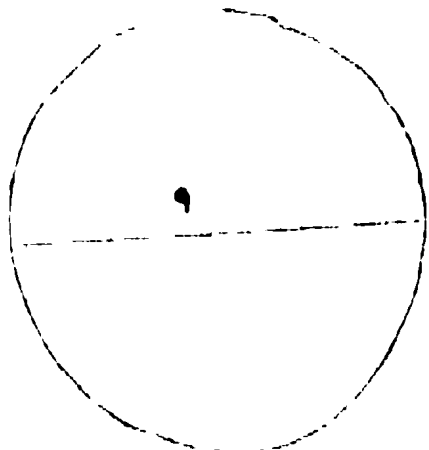
প্রক্রিয়া।—অঙ্কিত বৃত্তক্ষেত্রটীর ব্যাস ৭কে ৩৯২৭ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ২৭৪৮৯, ইহাকে ১২৫০ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ হইল ২১$\frac{১২৩৯}{১২৫০}$। অতএব ২৮শ নিয়ম অনুসারে ঐ ক্ষেত্রের সূক্ষ্ম পরিধি হইল ২১$\frac{১২৩৯}{১২৫০}$। ব্যাস ৭কে ২২ দিয়া গুণ করিলে ফল হইবে ১৫৪, ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ দিলে লব্ধ হইবে ২২। অতএব স্থূল পরিধি হইল ২২।

পরিধির পরিমাণ অনুসারে ব্যাস স্থির করিবার উপায়।

২৯শ নিয়ম। পরিধির পরিমাণকে ১২৫০ গুণ করিয়া ৩৯২৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ব্যাসের সূক্ষ্ম পরিমাণ। ৭ দ্বারা গুণ করিয়া ২২ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহা স্থূল পরিমাণ জানিবে।

উদাহরণ—যে বৃত্তের পরিধি ২২ তাহার সূক্ষ্ম ও স্থূল ব্যাসের পরিমাণ স্থির কর?

২২

প্রক্রিয়া।—পরিধি ২২কে ১২৫০ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ২৭৫০০, ইহাকে ৩৯২৭ দ্বারা ভাগ দিলে ফল হয় ৭$\frac{১১}{৩৯২৭}$। অতএব ব্যাসের সূক্ষ্ম পরিমাণ হইল ৭$\frac{১১}{৩৯২৭}$। পরিধি ২২কে ৭ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ১৫৪, ইহাকে ২২ দ্বারা ভাগ দিলে ফল হয় ৭। অতএব স্থূল পরিমাণ হইল ৭।

বৃত্তক্ষেত্রফল জানিবার উপায়।

৩০শ নিয়ম।—বৃত্তক্ষেত্রের ব্যাসকে ৪ ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহাকে পরিধি দিয়া গুণ করিলে যাহা ফল হইবে, তাহাই বৃত্তক্ষেত্রের ফল।

উদাহরণ।—যে বৃত্তের ব্যাস-পরিমাণ ৭ ও পরিধি ২১$\frac{১২৩৯}{১২৫০}$ তাহার ক্ষেত্রফল কত?

২১$\frac{১২৩৯}{১২৫০}$

৭
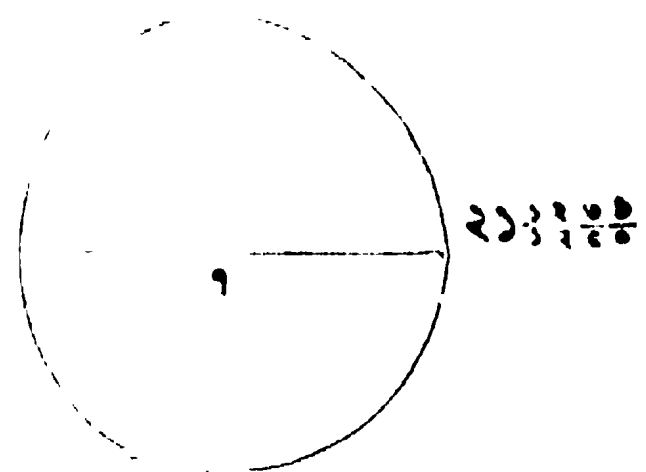
প্রক্রিয়া।—ব্যাস ৭কে ৪ দিয়া ভাগ দিলে লব্ধ হইল ১$\frac{৩}{৪}$, ইহাকে পরিধি ২১$\frac{১২৩৯}{১২৫০}$ দিয়া গুণ করিলে ফল হয় ৩৮[illegible]। অতএব বৃত্তের ফল হইল ৩৮[illegible]।

গোলের পৃষ্ঠফল নির্ণয়।

৩১শ। ৩০শ নিয়ম অনুসারে বৃত্তের ফল স্থির করিয়া

তাহাকে ৪ দিয়া গুণ করিলে যাহা হইবে, তাহাই গোলপৃষ্ঠ-ফল জানিবে।

উদাহরণ—যে গোলের পরিধি ২১[illegible], ব্যাস ৭ তাহার পৃষ্ঠফল স্থির কর?

২১[illegible]
৭
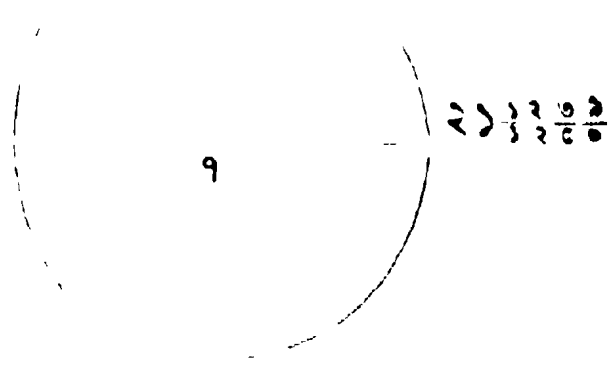
প্রক্রিয়া।—৩০শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিয়া ক্ষেত্রফল হইল ৩৮[illegible] ইহাকে ৪ দিয়া গুণ করিয়া গোলপৃষ্ঠফল হইল ১৫৩[illegible]।

গোলান্তর্গত ঘনফল নির্ণয়।

৩২শ নিয়ম। গোলের পৃষ্ঠফলকে ব্যাসদ্বারা গুণ করিয়া যাহা ফল হইবে, তাহাকে ৬ দিয়া ভাগ করিবে, যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই গোলান্তর্গত ঘনফল জানিবে।

উদাহরণ—পূর্ব্ব উক্ত গোলের ঘনফল স্থির কর।

প্রক্রিয়া।—৩১শ নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া করিয়া গোলের পৃষ্ঠফল হইল ১৫৩[illegible] ইহাকে ব্যাস দ্বারা গুণ করিয়া ৬ দিয়া ভাগ করিলে গোলের ঘনফল হইবে ১৭৯[illegible]।

পরিধির এক দেশ ধনুকের আকার বলিয়া চাপ বলা যায়। চাপের এক অগ্রভাগ হইতে অপর অগ্র পর্য্যন্ত যে সরল রেখা টানা যায়, তাহাকে জ্যা বলে। চাপের মধ্য হইতে জ্যার মধ্য পর্য্যন্ত যে সরল রেখা থাকে, তাহাকে শর বলে। (১)

ঘ
খ গ ক
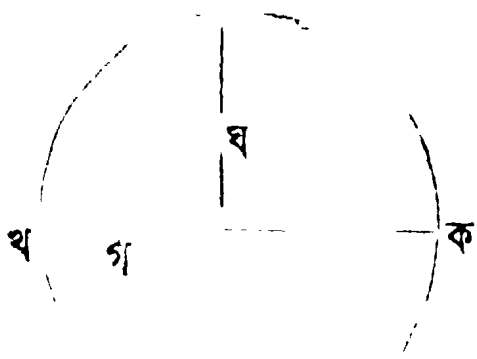
অঙ্কিত বৃত্তটির পরিধির ক হইতে খ পর্য্যন্ত অংশকে চাপ বলা যাইতে পারে। চাপের অগ্রভাগ ক হইতে খ পর্য্যন্ত সরল গ রেখাটী টানা হইয়াছে, উহাকে জ্যা বলা যায় এবং চাপের মধ্য হইতে গ রেখা পর্য্যন্ত যে সরল রেখা আছে, উহাকে উহার শর বলে।

(১) "পরিধেরেকদেশশ্চাপঃ, তদাগ্রয়োজ্যাবৎ সূত্রং জ্যা, তয়োর্মধ্যে শর ইব শরঃ, অতোঽন্বর্থসংজ্ঞা ইমাঃ।" (মুনীশ্বর)

৩৩শ নিয়ম। জ্যা ও ব্যাসের যোগফলকে তাহাদের অন্তর দিয়া গুণ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার বর্গমূল ব্যাস হইতে অন্তরিত করিবে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহারই অর্দ্ধ শরের পরিমাণ জানিবে। ব্যাস হইতে শর বিয়োগ করিয়া অবশিষ্টকে শর দ্বারা গুণ করিবে; গুণফলের বর্গমূল দ্বিগুণ করিলে জ্যা হইবে। জ্যাকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহার বর্গকে শরদ্বারা ভাগ করিয়া লব্ধের সহিত শর যোগ করিলে ব্যাস হইবে।

উদাহরণ—যে বৃত্তক্ষেত্রের ব্যাস ১০ এবং জ্যা ৬ তাহার শর পরিমাণ নির্ণয় কর?

১
৬
১০
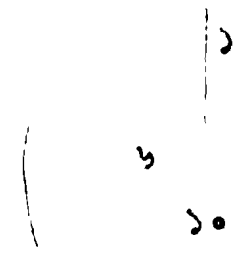
প্রক্রিয়া।—ব্যাস ১০ ও জ্যা ৬ এর যোগফল ১৬, উহাদের অন্তর ৪ দিয়া যোগফলকে গুণ করিলে ফল হয় ৬৪, ইহার বর্গমূল ৮ ব্যাস হইতে অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ২, তাহার অর্দ্ধ ১ শর হইল।

উদাহরণ—যে বৃত্তের শর ১ ও ব্যাস ১০ তাহার জ্যার পরিমাণ স্থির কর?

ব্যাস ১০ হইতে শর অন্তরিত করিলে অবশিষ্ট থাকে ৯, ইহাকে শর ১ দ্বারা গুণ করিলেও ফল ৯ই হয়, উহার বর্গমূল ৩কে দ্বিগুণ করিলে হইল ৬, সুতরাং ক্ষেত্রের জ্যার পরিমাণ ৬।

উদাহরণ—কোন বৃত্তের শর ১ ও জ্যা ৬ হইলে তাহার ব্যাসের পরিমাণ কত হইবে?

জ্যা ৬ কে দুই ভাগ করিয়া ফল হইল ৩, ইহাদের বর্গ ৯এর সহিত শর ১ যোগ করিলে ফল হইবে ১০, অতএব ব্যাস পরিমাণ ১০ হইল। (ব্যাস দেখ।)

বৃত্তক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী সমবাহু ত্রিভুজ হইতে নবভুজ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের ভুজ পরিমাণ জানিবার উপায়।

৩৪শ নিয়ম। বৃত্তের ব্যাসকে ১০৩৯২৩, ৮৪৮৫৩, ৭০৫৩৪, ৬০০০০, ৫২০৫৫, ৪৫৯২২, এবং ৪১০৩১ দ্বারা পৃথক্‌রূপে গুণ করিয়া ১২০০০০ দ্বারা ভাগ করিলে ক্রমে ত্রিভুজ হইতে নবভুজ পর্য্যন্তের ভুজ পরিমাণ জানিতে পারিবে।

উদাহরণ—যে বৃত্তের ব্যাস পরিমাণ ২০০, তাহার মধ্যে অঙ্কিত ত্রিভুজ হইতে নবভুজ পর্য্যন্ত ভুজের পরিমাণ নির্ণয় কর। প্রত্যেক ভুজই পরিধিসংলগ্ন হইবে।

ক্ষেত্রাধিপ (পুং) ক্ষেত্রস্য অধিপঃ ৬তৎ। ১ মেষ প্রভৃতি দ্বাদশ রাশির অধিপতি গ্রহ। [ক্ষেত্র দেখ।] (ত্রি) ২ ক্ষেত্রস্বামী।

ক্ষেত্রামলকী (স্ত্রী) ক্ষেত্রজাতা আমলকী মধ্যলো°। ভূম্যামলকী, ভুঁই আমলা।

ক্ষেত্রিক (ত্রি) ক্ষেত্রমস্ত্যস্য ক্ষেত্র-ঠন্। ক্ষেত্রস্বামী, ক্ষেত্রের অধিকারী।

"ওঘবাতাহৃতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্ররোহতি।
ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্বীজং ন বপ্তা ফলমর্হতি॥" (মনু ৯।৫৪)

ক্ষেত্রিদাস [ক্ষত্রিদাস দেখ।]

ক্ষেত্রিয় (ক্লী) ১ ক্ষেত্রজ-তৃণ। ২ পরশরীরে চিকিৎসা। (মেদিনী) (পুং) পরক্ষেত্রে চিকিৎস্যঃ পরক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রিয়চ্ আদেশঃ। (ক্ষেত্রিয়চ্ পরক্ষেত্রে চিকিৎস্যঃ। পা ৫।২।৯২) ২ অন্য শরীরে চিকিৎসাযোগ্য রোগ, এই শরীরে যাহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই। (ত্রি) ক্ষেত্র-ঘঃ। ৩ ক্ষেত্রস্বামী। ৪ পরদাররত।

ক্ষেত্রী [ন্] (পুং) ক্ষেত্রং স্ত্রী অস্ত্যস্য ক্ষেত্র-ইনি। স্বামী।
"আহুরুৎপাদকং কেচিদপরে ক্ষেত্রিণং বিদুঃ।" (মনু ৯।৩২)
(ত্রি) ২ ক্ষেত্রবিশিষ্ট, যাহার ক্ষেত্র আছে, কৃষক।

ক্ষেত্রেক্ষু (পুং) ক্ষেত্রে ইক্ষুরিব। যাবনালধান্য, চলিত কথা জোয়ার বলে।

ক্ষেত্রোপেক্ষ (পুং) শ্বফল্কের পুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।১৬)

ক্ষেপ (পুং) ক্ষিপ্-ঘঞ্। ১ নিন্দা।
"ক্ষেপং করোতি চেদ্দণ্ড্যঃপণানর্দ্ধত্রয়োদশ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২০৭)
২ বিক্ষেপ। ৩ প্রেরণ। ৪ লেপন। ৫ হেলা। ৬ লঙ্ঘন। (হেম) ৭ গর্ব্ব। (মেদিনী) ৮ বিলম্ব। ক্ষিপ কর্ম্মণি ঘঞ্। ৯ গুচ্ছ।
"কুন্দক্ষেপানুগমধুকরশ্রীমুষামাত্মবিম্বম্।" (মেঘদূত ৪৮)
১০ ক্ষিপ্যমাণ, যাহার ক্ষেপ করা হয়।

ক্ষেপক (ত্রি) ক্ষিপ্-ণ্বুল্। ১ যে ক্ষেপণ করে, ক্ষেপণকর্ত্তা। (পুং) ক্ষেপ-স্বার্থে কন্। ২ গ্রন্থমধ্যে প্রক্ষিপ্ত পাঠ। ৩ গুচ্ছ। ৪ অঙ্কবিশেষ।

ক্ষেপণ (ক্লী) ক্ষিপ্-ল্যুট্। ১ লঙ্ঘন। ২ আপদ। ৩ মারণ। ৪ বিক্ষেপ। ৫ যাপন।
"আয়ুষঃ ক্ষেপণার্থন্তু দাতব্যং স্ত্রীধনং সদা।" (হারীত)
৬ রজ্জুনির্ম্মিত একপ্রকার শিকা, যাহাদ্বারা প্রস্তর প্রভৃতি দেশে পাঠান হয়।
"প্রববুর্বায়বশ্চণ্ডাস্তমঃ পাংশবমৈরয়ন্।
দিগ্‌ভ্যো নিপেতুর্গ্রাবাণঃ ক্ষেপণৈঃ প্রহিতা ইব॥"
(ভাগবত ৩।১৯।১৭)
৭ পরিত্যাগ।
"উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষেপণং স্মৃতম্॥" (মনু ৪।১১৯)
৮ মল্লদিগের যুদ্ধকৌশলবিশেষ।
"ক্ষেপণৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব বরাহোদ্ধূতনিঃস্বনৈঃ।
তলৈর্বজ্রনিপাতৈশ্চ প্রস্পৃষ্টাভিস্তথৈব চ॥" (ভারত ৪।১৩।২৮)
"ক্ষেপণং কথ্যতে যত্র স্থানাৎপ্রচ্যাবনং হঠাৎ।" (নীলকণ্ঠ)

ক্ষেপণি, ক্ষেপণী (স্ত্রী) ক্ষিপ বাহুলকাৎ অনি বা ঙীপ্। ১ নৌকাদণ্ড, ডাঁড়। ২ জালবিশেষ। (মেদিনী) চলিত কথায় ক্ষেপলা-জাল বলে। ৩ ক্ষেপণীয় অস্ত্রবিশেষ।
"ক্ষেপণ্যস্তোমরাশ্চোগ্রাশ্চক্রারিমুষলানি চ।" (রামা° ৬।৭।২৪)

ক্ষেপণিক (পুং) যে ব্যক্তি ক্ষেপণি ক্ষেপণ করে, দাঁড়ি।

ক্ষেপণী (স্ত্রী) বন্দুকের গুলি, বাঁটুল, ঢিল প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত হইলে যে বক্রপথে গমন করে।

ক্ষেপণীয় (পুং) ক্ষিপ্-অনীয়র্। ১ ভিন্দিপাল, দীর্ঘ ও বৃহৎ ফলযুক্ত খড়্গ।
(ক্ষেপণীয়ো ভিন্দিপালঃ খড়্গো দীর্ঘমহাফলঃ। যাদব)
(ত্রি) ২ ক্ষেপণযোগ্য।

ক্ষেপদিন (ক্লী) বিংশতি অংশযুক্ত ক্ষয় দণ্ড, অহর্গণ স্থির করিতে হইলে ইহার প্রয়োজন হয়।
"ইদানীমহর্গণানয়নার্থং ক্ষেপদিনান্যাহ স্বীয়নখাংশযুতাঃ ক্ষয়নাড্যঃ ক্ষেপদিনানি।" (সিদ্ধান্তশিরো° গণিতাধ্যায়)

ক্ষেপপাত (পুং) গ্রহকক্ষা ও ক্রান্তিমণ্ডলের যোগ।
"ক্রান্তিপাতঃ প্রতীপং প্রস্ফুটাঃ
ক্ষেপপাতশ্চ বলনবোধকৃৎ।" (গোলাধ্যায়)

ক্ষেপলাজাল (দেশজ) জালবিশেষ।

ক্ষেপা (ক্ষিপ্ত শব্দজ) ১ ক্ষিপ্ত। ২ নিক্ষেপ।

ক্ষেপিমা [ন্] (পুং) ক্ষিপ্রস্য ভাবঃ। ক্ষিপ্র-ইমনিচ্ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) অকারস্য চ লোপঃ গুণশ্চ। (স্থূলদূরযুব-হ্রস্বক্ষিপ্রক্ষুদ্রাণাং যণাদিপরং পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। পা ৬।৪।১৫৬) ক্ষিপ্রত্ব, শীঘ্রতা।

ক্ষেপিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ক্ষিপ্রঃ ক্ষিপ্র-ইষ্ঠন্ অকারস্য রেফস্য চ লোপঃ গুণশ্চ। [ক্ষেপিমা দেখ।] অতিশয় শীঘ্র।
"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা" শ্রুতি।

ক্ষেপীয়ান্ [স্] (ত্রি) অতিশয়েন ক্ষিপ্রঃ ক্ষিপ্র-ঈয়সুন্ পূর্ব্ববৎ সাধুঃ। অতিশয় ক্ষিপ্র।

ক্ষেপ্তা [প্তৃ] (ত্রি) ক্ষিপতি ক্ষিপ্ কর্ত্তরি তৃচ্। ক্ষেপণকারী।
"উপস্পৃশ্য দদৌ শাপং ক্ষেপ্তারং বালিনং প্রতি।"
(রামা° ৪।৯।৮৪)

ক্ষেপ্তব্য (ত্রি) ক্ষিপ্-তব্য। ক্ষেপণের যোগ্য, যাহাকে ক্ষেপণ করা হইবে।

ক্ষেম (পুং) ক্ষি-মন্। ১ চোর নামক গন্ধদ্রব্য। ২ চণ্ডা নামক ঔষধ। (শব্দরত্নাবলী) ৩ কলিঙ্গদেশের একজন রাজা। (ভারত ১৬৭।৮৫।) ৪ চন্দ্রবংশীয় শুচি রাজার পুত্র। (ভাগবত ৯।২২।৪৭) ৫ শান্তির গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে উৎপন্ন পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ ১।৭।২৮) (ক্লী পুং) ৬ লব্ধবস্তুর রক্ষণ।

"ক্ষেমশ্চ মে ধৃতিশ্চ মে বিশ্বঞ্চ মে মহশ্চ মে।"(বাজসনেয়স°১৮।৭

'ক্ষেমঃ বিদ্যমানধনস্য রক্ষণশক্তিঃ।' (মহীধর।)

(ক্লী) ৭ প্লক্ষদ্বীপের একটী বর্ষ। [প্লক্ষদ্বীপ দেখ।]

৮ মঠবিশেষ। ৯ কুশল, মঙ্গল। (ত্রি) ১০ মঙ্গলযুক্ত।

"গৃহাণ রাজ্যং বিপুলং ক্ষেমং নিভৃতকণ্টকম্।" (ভারত বন)

(ক্লী) ১১ মুক্তি। (হেম।) ১২ জ্যোতিঃশাস্ত্রে জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনায় চতুর্থ নক্ষত্র। ইহা শুভ নক্ষত্র এবং শুভকার্য্যে প্রশস্ত। ১৩ সম্বন্ধবিশেষ।

ক্ষেমক (পুং) ক্ষেম স্বার্থে কন্। ১ চোর নামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর) ২ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৩৫।১১।) ৩ পাণ্ডুবংশীয় শেষ রাজা, ইহার পরেই পাণ্ডুবংশ লোপ হয়। (ভাগবত ৯।২২।৪৩।) ৪ শিব। ৫ রাক্ষসবিশেষ, এই রাক্ষস বারাণসীতে বাস করিত। (হরিবংশ ২৯ অঃ)

৬ প্লক্ষদ্বীপের একটী বর্ষ। (লিঙ্গপু° ৪৬।৩৩)

ক্ষেমকর (ত্রি) ক্ষেমং করোতি কৃ-অচ্, ৬তৎ। মঙ্গলকারক, মঙ্গলজনক। "পন্থানং বঃ প্রবক্ষ্যামি শিবং ক্ষেমকরং দ্বিজাঃ।" (ভারত ১৪।৩৫।৩৭)

ক্ষেমকল্যাণ, [ক্ষমাকল্যাণ দেখ।]

ক্ষেমকর্ণ ১ অর্জ্জুনপৌত্র জনমেজয়ের সহচর। অযোধ্যা-প্রদেশে প্রবাদ আছে, ইনি খেরীজেলার খেরীনগর স্থাপন করেন। [খেরী দেখ।]

২ একজন সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্, মহেশপাঠকের পুত্র। ইনি ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে রাগমালা নামে একখানি সংস্কৃত সংগীত রচনা করেন।

ক্ষেমকর্ম্মা [ন্] (ত্রি) ক্ষেমং মঙ্গলজনকং পালনরূপং কর্ম্ম যেষাং বহুব্রী। পালনকর্ত্তা।

"বহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্ম্মণাম্।" (ভাগ ২।৬।৬)

ক্ষেমকাম (ত্রি) ক্ষেমং মঙ্গলং কাময়তি ক্ষেমকামি-অণ্ উপপদস°। যাহারা মঙ্গলকামনা করে, শুভাকাঙ্ক্ষী।

"ধ্রুবা এব বঃ পিতরো যুগে যুগে

ক্ষেমকামাসঃ সদসো ন যুঞ্জতে।" (ঋক্ ১০।৯৪।১২)

ক্ষেমকার (ত্রি) ক্ষেমং করোতি ক্ষেম-কৃ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) উপপদস°। মঙ্গলকারক।

"পিতুঃ প্রিয়ঙ্করো ভর্ত্তা ক্ষেমকারস্তপস্বিনাম্।" (ভট্টি ৫।৭৭)

ক্ষেমকৃৎ (ত্রি) ক্ষেমং করোতি ক্ষেম-কৃ-ক্বিপ্। মঙ্গলকারক।

দুর্লভং প্রাকৃতং বাক্যং দুর্লভঃ ক্ষেমকৃৎ সুতঃ।

দুর্লভা সদৃশী ভার্য্যা দুর্লভঃ স্বজনঃ প্রিয়ঃ॥" (চাণক্য ৫৪)

ক্ষেমগুপ্ত (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা, ইনি অতিশয় দুশ্চরিত্র ছিলেন। [কাশ্মীর শব্দ ১১৪ পৃঃ দেখ।]

ক্ষেমঙ্কর (ত্রি) ক্ষেমং করোতি-ক্ষেম-কৃ-খচ্ (ক্ষেমপ্রিয়মদ্রে- ২ণ্ চ। পা ৩।২।৪৪)। মঙ্গলকারক। পর্য্যায়—অরিষ্টতাতি, শিবতাতি, শিবঙ্কর, ক্ষেমকার, মদ্রঙ্কর, শুভঙ্কর।

(পুং) ২ বুদ্ধভেদ। ৩ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইনি নির্ণয়সার ও সারস্বতপ্রক্রিয়াটীকা রচনা করেন।

৩ সিংহাসনদ্বাত্রিংশতিকা নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা, ইনি উক্ত গ্রন্থ মূল মরাঠি ভাষা হইতে সংস্কৃতভাষায় অনুবাদ করেন।

ক্ষেমঙ্করী (স্ত্রী) ১ দেবীবিশেষ।

"ক্ষেমান্ দেবেষু সা দেবী কৃত্বা দৈত্যপতেঃ ক্ষয়ম।

ক্ষেমঙ্করী শিবেনোক্তা পূজ্যা লোকে ভবিষ্যতি॥"

(দেবীপু° ৪৭ অঃ।)

২ শঙ্খচিল। তান্ত্রিক মতে ইহাকে দেখিয়া নমস্কার করিবার বিধান আছে। নমস্কারের মন্ত্র —

"কুঙ্কুমারুণসর্ব্বাঙ্গি! কুন্দেন্দুধবলাননে।

মৎস্যমাংসপ্রিয়ে দেবি ক্ষেমঙ্করি নমোঽস্তু তে॥

কৃশোদরি মহাচণ্ডে মুক্তকেশি! বলিপ্রিয়ে।

কুলাচারপ্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥" (তন্ত্রসার)

ক্ষেমজয়, প্রবোধচন্দ্রোদয় নামে সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থপ্রণেতা।

ক্ষেমজিৎ (পুং) মগধদেশীয় একজন রাজা, ইনি ৩৬ বৎসর কাল মগধে রাজত্ব করেন এবং ক্ষেমার্চ্চি নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। [মগধ দেখ।]

ক্ষেমতর (ত্রি) অতিশয়েন ক্ষেমঃ। অতিশয় হিতকর, প্রিয়তর।

"ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।" (গীতা ১।৪৫)

'ক্ষেমতরং অত্যন্তং হিতং' (শ্রীধর।)

ক্ষেমদর্শী [ন্] (ত্রি) ক্ষেমং দ্রষ্টুং শীলমস্য ক্ষেম-দৃশ-ণিনি। ১ মঙ্গলদর্শী। ২ চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। ইনি কালক-বৃক্ষীয়ের নিকট যোগশিক্ষা করেন। (ভারত ১২।৮২।৬)

ক্ষেমধন্বা [ন্] (পুং) ক্ষেমং লব্ধরক্ষণপটু ধনুর্যস্য বহুব্রী। ১ পুণ্ডরীকের পুত্র সূর্য্যবংশীয় একজন রাজা। (হরিবংশ ১৫।২৭)

২ সাবর্ণমনুর পঞ্চম পুত্র। (হরিবংশ ৭।৭৪)

৩ ষড়্গুণী দেবীভক্ত মণ্ডনগোত্রীয় একজন রাজা, গবিজের পুত্র। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩৩।১৫৩)

ক্ষেমধর্ম্মা [ন্] (পুং) ক্ষেমঃ হিতকরঃ ধর্ম্মো ব্যবহারো যস্য বহুব্রী। শিশুনাগবংশীয় কাকবর্ণের পুত্র একজন রাজা। (বিষ্ণুপু° ৪।২৪)

ক্ষেমধারী, অত্রিগোত্রীয় বাগীশ্বরীদেবীভক্ত একজন রাজা, গাধির পুত্র। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩২।১৩।)

ক্ষেমধূর্ত্ত (পুং) [বহু] কূর্ম্মবিভাগের উত্তরদিকে অবস্থিত একটী জনপদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৪৭)

ক্ষেমধূর্ত্তি (পুং) একজন রাজা। ইনি ভারতযুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষে ছিলেন। মহাতেজস্বী বৃহৎক্ষেত্রের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। (ভারত ৭।১০৭ অঃ।)

ক্ষেমধৃত্বা [ন্] (পুং) পৌণ্ডরীকের নামান্তর। (পঞ্চবিংশব্রা°।)

ক্ষেমনন্দনাথ, সৌভাগ্যকল্পলতা নামে তান্ত্রিক গ্রন্থরচয়িতা।

ক্ষেমপাল, কৌণ্ডিন্যগোত্রীয় কালিকাভক্ত একজন রাজা, সুতম্ভর পুত্র। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩১।৩)

ক্ষেমফলা (স্ত্রী) ক্ষেমং ফলং যস্য বহুব্রী ততঃ টাপ্। উড়ুম্বর বৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষেমমূর্ত্তি (পুং) করুষদেশীয় একজন রাজা। (ভারত ১।৬৭অঃ)

ক্ষেমরাজ (পুং) বৎসপগোত্রীয় কামাক্ষীদেবীভক্ত একজন রাজা, রাজা ঐরাবতের বংশে জন্ম, ইঁহার পুত্রের নাম দারি। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩১।২৩)

২ ক্ষেমবতীনগরী প্রতিষ্ঠাতা। [ক্ষেমবতী দেখ।]

৩ কাশ্মীরনিবাসী একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, রাজানক ক্ষেমরাজ নামে খ্যাত। ইনি বিখ্যাত দার্শনিক অভিনবগুপ্তের শিষ্য। ইঁহার রচিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রধান—নেত্রোদ্যোত (তন্ত্র), ভৈরবানুকরণস্তোত্র, বর্ণোদয়তন্ত্র, শিবস্তোত্র, স্পন্দনির্ণয়, স্পন্দসন্দোহ, স্বচ্ছন্দোদ্যোত। এ ছাড়া অভিনবগুপ্তরচিত ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসূত্রবিমর্শিনীর 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়' নামে টীকা, অভিনবগুপ্ত রচিত পরমার্থসারের 'পরমার্থসার সংগ্রহবিবৃতি' উৎপলদেব রচিত পরমেশ-স্তোত্রাবলীর বিবৃতি, বসুগুপ্তরচিত শিবসূত্রের 'শিব-সূত্রবিমর্শিনী' নামে টীকা, সাম্বপঞ্চাশিকাটীকা এবং নারায়ণরচিত স্তবচিন্তামণির টীকা পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত হয়।

৪ সাধারণতঃ ক্ষেমশর্ম্মা নামে খ্যাত। ইঁহার পিতার নাম নরবৈদ্য মন্মথ। ইনি সংস্কৃতভাষায় ক্ষেমকুতূহল ও চিকিৎসাসারসংগ্রহ নামে বৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন।

ক্ষেমরাজপুর, গোরক্ষপুরের নিকট বস্তিজেলার অমরোহা পরগণায় একটী প্রাচীন নগর, অক্ষাং° ৮২°২৩´ ও অক্ষা° ২৬°৫৮´ মধ্যে অবস্থিত। ঘঘরা নদীর কূলে রামঘাট বা বেল্‌বাবাজার হইতে উত্তরপূর্ব্বে ৫৷৷০ ক্রোশ। সেইখানে এইরূপ T আকৃতির একটী হ্রদ আছে। পুরাতন বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষও দেখিতে পাওয়া যায়। পাইর ও অশোজপুর দেখিলে বোধ হয় গ্রাম দুইটী পুরাতন ভগ্নাবশেষের উপরই নির্ম্মিত। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত হ্রদের উত্তরপূর্ব্বে ও দক্ষিণদিকে প্রাচীন ক্ষেমবতী নগরী অবস্থিত ছিল। ক্ষেমরাজপুরের দক্ষিণে মাঝানবান নামক দুইটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ক্ষেমরাজপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে মনোয়া বা মনোরমা নদী প্রবাহিত।

ক্ষেমরাম, একজন স্মৃতিশাস্ত্রসংগ্রহকার। ইঁহার রচিত প্রেতমুক্তিদা, রামনিবন্ধ ও শ্রাদ্ধপদ্ধতি পাওয়া যায়।

ক্ষেমবতী, একটী প্রাচীন নগরের নাম। বৌদ্ধদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে যে ক্রকুচ্ছন্দবুদ্ধ মেখলার রাজা ক্ষেমের কুল-পুরোহিত ছিলেন। "সপ্তবুদ্ধস্তোত্র" নামক গ্রন্থে এই মেখলার নাম ক্ষেমবতী লিখিত হইয়াছে। [ক্রকুচ্ছন্দ দেখ।] অনেকের বিশ্বাস যে এই ক্ষেমবতী এখন ক্ষেমরাজপুর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। ক্ষেমবতীর কতক অংশ আধুনিক ক্ষেমরাজপুর ও কতক অংশ পাইর ও অশোজপুর নামক গ্রামগুলির মধ্যে অবস্থিত ছিল। [ক্ষেমরাজপুর দেখ।]

ক্ষেমবান্ [ৎ] (ত্রি) ক্ষেমং মঙ্গলং অস্ত্যস্তি ক্ষেম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। মঙ্গলযুক্ত।

ক্ষেমবৃদ্ধি [ন্] (ত্রি) ক্ষেমস্য বৃদ্ধমস্যাস্য ক্ষেমবৃদ্ধ-ইনি। অতিশয় মঙ্গলযুক্ত। * এই শব্দটী বাহ্বাদিগণান্তর্গত।

ক্ষেমশর্ম্মা [ক্ষেমরাজ দেখ।]

ক্ষেমসামন্ত ভোঁস্‌লে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সাবন্তবাড়ীর একজন সামন্ত। ইনি নিজ বাহুবলে সাবন্তবাড়ী প্রদেশ মুসলমান হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। ইনি ১৬২৭ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সামন্ত রাজা হন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ফন্দসামন্ত রাজা হন। ১০ বৎসর রাজত্বের পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ক্ষেমসামন্ত (২য়) রাজা হন। শিবজীর পৌত্র সাহু তাঁহাকে সালসিমহলের কতক অংশ দান করেন। এই বংশে (৩য়) ক্ষেমসামন্ত ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ইনি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে জয়াজি সিন্ধিয়ার কন্যা লক্ষ্মীবাইকে বিবাহ করেন। দিল্লীর বাদশাহ ইঁহাকে রাজা উপাধি দেন। কোলাপুরের সামন্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া সামন্তবাড়ী আক্রমণ করিয়া কয়েকটী পার্ব্বতীয় দুর্গ অধিকার করেন। সিন্ধিয়া মধ্যস্থ হইয়া দুর্গগুলি ফিরাইয়া দেন। ৩য় ক্ষেমসামন্ত একজন অসাধারণ

র ছিলেন। জলপথেও তাঁহার দস্যুবৃত্তি চলিত। তাহাতে রাজ ও পর্তুগীজগণ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। স্থলপথে গালাপুররাজ ও পেশোবার সহিত যুদ্ধ হয়। এক সময়ে ন ও জল উভয় পথে যুদ্ধ চলিত থাকে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে াহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। পত্নী লক্ষ্মী-ই রাজকার্য্য পরিচালন করেন। লক্ষ্মীবাই প্রথমতঃ রাম-সামন্ত ওরফে ভাউ সাহেব এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে ফন্দ-সামন্তকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই ফন্দসামন্তের ত্র ক্ষেমসামন্ত (৪র্থ)। ইনি ৮ বৎসর বয়সে রাজ্যভার প্ত হন। কিন্তু রাজ্যে নানাপ্রকার বিভ্রাট ঘটায় ১৮৩৮ ষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন।

ক্ষেমহংসগণি, কালিদাসের মেঘদূতের একজন টীকাকার, নি জৈনধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

ক্ষেমা (স্ত্রী) ক্ষেম-টাপ্। ১ দেবীমূর্ত্তিবিশেষ, কাত্যায়নী। নিস্ত্রিংশে পূজয়েৎ ক্ষেমাং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্।"(দেবীপু° ৪৭ অ:) ২ অপ্সরাবিশেষ। (ভারত, ১।১২৩।৫৯)

ক্ষেমাধি (পুং) মিথিলারাজ চিত্ররথের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।২৩)

ক্ষেমানন্দ, ১ একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার, ইষ্টিকাপুরনিবাসী রঘুনন্দনের পুত্র। ইনি ন্যায়রত্নাকর ও তত্ত্বসমাসব্যাখ্যা রচনা করেন।

২ কায়স্থবংশোদ্ভব একজন কবি, ইনি কেতকাদাসের সহযোগে 'মনসার ভাসান' নামে বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। মনসার ভাসান পাঠ করিলে ইঁহাকে বৰ্দ্ধমান জেলার লোক বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা-সাহিত্য-বিষয়কপ্রস্তাবরচয়িতার মতে ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস কবিকঙ্কণের পরে আবির্ভূত হন। কবিকঙ্কণ ১৫১১ হইতে ১৫২৮ শকের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। (বিশ্বকোষ ৩য় ভা° ৩৩৭ পৃঃ দেখ) কিন্তু উঁহার অনেক পূর্ব্বে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে কেতকাদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিপ্রদাস ১৪১৭ শকে নিজ গ্রন্থ রচনা করেন, অতএব তাঁহারও পূর্ব্বে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ বিদ্যমান ছিলেন।

ক্ষেমাফলা (স্ত্রী) ক্ষেমং মঙ্গলকরং ফলং যস্যাঃ বহুব্রী, পৃষোদরাদিবৎ সাধুঃ। উড়ুম্বর বৃক্ষ, ডুমুর। (শব্দচন্দ্রিকা।) কোনস্থলে "ক্ষেমফলা" পাঠও দৃষ্ট হয়।

ক্ষেমারি (পুং) নিমিবংশীয় সঞ্জয় বা সংনয়ের পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ ৪।৫ অ:)

ক্ষেমাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত একপ্রকার আসন।
"অথ ক্ষেমাসনং বক্ষ্যে যৎকৃত্বা প্রেক্ষয়েদ্দিবম্।
দক্ষহস্তে দক্ষপাদং কেবলং স্থাপয়েৎ সুধীঃ॥" রুদ্রযামল।
তানহাতের উপরে ডান পা রাখিয়া উপবেশন করিবে। ইহাকে ক্ষেমাসন বলে। এই আসনে উপাসনা করিলে সাধকের স্বর্গ লাভ হয়।

ক্ষেমীন্দ্র, একজন কামশাস্ত্রপ্রণেতা প্রাচীন গ্রন্থকার।

ক্ষেমীশ্বর, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি, কবি বিজয়কোষ্ঠের প্রপৌত্র। ইঁহার রচিত নৈষধানন্দকাব্য ও চণ্ডকৌশিক নাটক পাওয়া যায়।

ক্ষেমেন্দ্র, ১ মদনমহার্ণব নামে সংস্কৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।
২ লোকপ্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা, ইনি আপনাকে ব্যাসের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (Handscriften verzeichnisse der koniglichen Bibliothek, von Weber, p. 224).

লোকপ্রকাশে নানা প্রকার লেখনপ্রণালী, ও দলীল-পত্রাদি লিখিবার রীতি বিবৃত হইয়াছে।

৩ হস্তিজনপ্রকাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা, ইনি গুর্জ্জর-নিবাসী যজ্ঞশর্ম্মার পুত্র।

৪ একজন গ্রন্থকার। ইনি রাজনগরবাসী নাগর ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহার পিতার নাম ভূধর। পিংলদের রাজা শঙ্করলালের আদেশে ইনি সংস্কৃতভাষায় লিপিবিবেক ও মাতৃকাবিবেক রচনা করেন।

৫ সারস্বতপ্রক্রিয়ার একজন টীকাকার।

৬ কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত কবি, ইনি ব্যাসদাস নামে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। [ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস দেখ।]

ক্ষেমেন্দ্রভদ্র, একজন বৌদ্ধশাস্ত্রকার। ভোটদেশীয় তারানাথ ইঁহাকে আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রকাশক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনি ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস হইবেন। [ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস দেখ।]

ক্ষেমেন্দ্র ব্যাসদাস, কাশ্মীরের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। ত্রিপুরশৈলশিখরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্রকাশেন্দ্র ও পিতামহের নাম সিন্ধু। ইনি অভিনবগুপ্তের নিকট সাহিত্য ও অলঙ্কার এবং ভাগবতাচার্য্য সোমপাদের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইঁহার উপাধ্যায়ের নাম গঙ্গক।

কবিবর ক্ষেমেন্দ্র বিস্তর সংস্কৃতগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই ৩৬ খানির অনুসন্ধান পাওয়া যায়—

অমৃততরঙ্গ, অবসরসার, ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, কনকজানকী, কলাবিলাসকাব্য, কবিকণ্ঠাভরণ, ক্ষেমেন্দ্রপ্রকাশ, চতুর্ব্বর্গসংগ্রহ, চারুচর্য্যা, চিত্রভারতনাটক, দর্পদলন, দশাবতারচরিত, দানপারিজাত, দেশোপদেশ, নীতিকল্পতরু, নীতিলতা, পদ্যকাদম্বরী, পবমানপঞ্চাশিকা, বৃহৎকথা-

বৃহৎ কথামঞ্জরী, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, মহাভারতমঞ্জরী, মুক্তাবলীকাব্য, মুনিমতমীমাংসা, রাজাবলী (ইতিহাস), রামায়ণকথাসার, ললিতরত্নমালা, লাবণ্যবতীকাব্য, বাৎস্যায়নসূত্রসার, বিনয়বল্লী, বেতালপঞ্চবিংশতি, যোগাষ্টক, শশিবংশ, সময়মাতৃকা, সুবৃত্ততিলক, সেব্যসেবকোপদেশ।

ক্ষেমেন্দ্র যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত, একজন ঐতিহাসিক ও একজন মহাকবি ছিলেন, তাহা ইঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। ইঁহার রচিত সময়মাতৃকায় কাশ্মীরের তখনকার সামাজিক অবস্থা অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আর একটু বিশেষত্ব এই, ইনি নিরপেক্ষভাবে শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধগ্রন্থ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত দশাবতার, মুনিমতমীমাংসা ও বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা পাঠ করিলে ইনি হিন্দু কি বৌদ্ধ ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া উঠে। বাস্তবিক ইনি হিন্দু ছিলেন, হিন্দু হইয়াও বৌদ্ধশাস্ত্রের সমাদর করিতেন এবং বুদ্ধদেবকে ভগবদবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন।

ক্ষেমেন্দ্রের বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা তিব্বতের ভোট ভাষায় অনেকবার অনুবাদিত হইয়াছে*।

রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লণ পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রপ্রণীত রাজাবলীর উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"কেনাপ্যনবধানেন কবিকর্ম্মণি সত্যপি।
অংশোঽপি নাস্তি নির্দ্দোষঃ ক্ষেমেন্দ্রস্য নৃপাবলৌ॥" ১।১৩

ক্ষেমেন্দ্র প্রকৃত কবি বটে, কিন্তু তাঁহার অনবধানতা প্রযুক্ত তাঁহার রাজাবলী নির্দ্দোষ নহে।

ক্ষেমেন্দ্রের রাজাবলী দেখি নাই, সুতরাং কহ্লণের পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র যেরূপ বহুদর্শী, নিরপেক্ষ গ্রন্থকার ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে অসাবধানী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তিনি লিখিয়াছেন যে কাশ্মীররাজ অনন্তের সময় ২৫ লৌকিকাব্দে (১০৫০ খৃষ্টাব্দে) সময়মাতৃকা এবং কলশরাজের রাজত্বকালে ৪১ লৌকিকাব্দে (১০৬৪ খৃঃ) দশাবতার (১) রচনা করেন।

ইঁহার গ্রন্থাবলী পাঠে জানা যায় যে, ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রামযশা নামক একব্যক্তির অনুরোধে এবং দেবধরের আদেশে বৃহৎ কথামঞ্জরী রচনা করেন।

ক্ষেম্য (ত্রি) ক্ষেমায় সাধুঃ। ক্ষেম-যৎ। (প্রাগ্‌ঘিতাদ্‌যৎ। পা ৪।৪।৭৫) মঙ্গলকর, হিতকর।

"ক্ষেম্যাং শস্যপ্রদাং নিত্যং পশুবৃদ্ধিকরীমপি।
পরিত্যজেৎ নৃপো ভূমিমাত্মার্থমবিচারয়ন্॥" (মনু ৭।২১২)

(পুং) একজন রাজা, উগ্রায়ুধের পুত্র।

ক্ষেয় (পুং) ক্ষেতুং যোগ্যং ক্ষি-যৎ। ক্ষয় করিবার যোগ্য।

ক্ষৈণ্য (স্ত্রী) ক্ষীণস্য ভাবঃ ক্ষীণ ষ্যঞ্। ক্ষীণতা, ক্ষয়।

"অস্মিন্ ধনজনক্ষৈণ্য-নিমিত্তং মণ্ডলোত্তমে।
সর্ব্বতোদিকমুত্তস্থাবথানর্থপরম্পরা॥" (রাজতরং ৫।৬৭)

ক্ষৈত (ত্রি) ক্ষিতৌ ভবঃ ক্ষিতি-অণ্। ১ পৃথিবী সম্বন্ধীয়, যাহা পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়।

"যশস্তরো যশসাং ক্ষৈতো অস্মে।" (ঋক্ ৯।৯৭।৩)

'ক্ষৈতঃ ক্ষিতৌ ভবঃ' (সায়ণ।) ২ শুষ্ককাষ্ঠ। (ঋক্ ৬।২।১ ভাষ্য।)

ক্ষৈতয়ত (পুং) ঋষিবিশেষ। এই শব্দটী পাণিনির ত্রিকাদি গণান্তর্গত।

ক্ষৈতবান্ [ৎ] (ত্রি) ক্ষৈতমস্য অস্তি ক্ষৈত-মতুপ্ মস্য ব। ১ শুষ্ক কাষ্ঠযুক্ত। ২ যাহার হবি আছে।

"ত্বং হি ক্ষৈতবদ্‌যশোঽগ্নে মিত্রোনপত্যসে।" (ঋক্ ৬।২।১)

'ক্ষৈতবং ক্ষিতিঃ ক্ষয়োঽপচয়ঃ তৎসম্বন্ধি ক্ষৈতং শুষ্কং কাষ্ঠং তদ্‌যুক্তং...যদ্বা ক্ষৈতবং ক্ষৈতং নিবাসকং হবির্লক্ষণমন্নং তদ্‌যুক্তং' (সায়ণ।)

ক্ষৈত্র (ক্লী) ক্ষেত্রাণাং সমূহঃ ক্ষেত্র-অণ্ (ভিক্ষাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।২।৩৮) ১ ক্ষেত্রসমূহ। ক্ষেত্রমেব ক্ষেত্র স্বার্থে অণ্। ২ ক্ষেত্র।

"অমত্যং বৈশ্বানরং ক্ষৈত্রজিত্যায় দেবাঃ।" (বাজসনেয়স ৩৩।৬০) 'ক্ষৈত্রজিত্যায় ক্ষেত্রমেব ক্ষৈত্রং' (মহীধর।)

ক্ষৈত্রজ্ঞ (ক্লী) ক্ষেত্রজ্ঞস্য ভাবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-অণ্ (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা। ৫।১।১৩০) ক্ষেত্রজ্ঞতা।

ক্ষৈত্রজ্ঞ্য (ক্লী) ক্ষেত্রজ্ঞস্য ভাবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ-ষ্যঞ্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ক্ষেত্রজ্ঞের ভাব, ক্ষেত্রজ্ঞতা।

ক্ষৈত্রপত (ত্রি) ক্ষেত্রপতেরপত্যং ক্ষেত্রপতি-অণ্। (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) ক্ষেত্রপতির অপত্য। স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হইয়া ক্ষৈত্রপতী হয়।

ক্ষৈমবৃদ্ধি (পুং স্ত্রী) ক্ষেমবৃদ্ধিনোঽপত্যং ক্ষেমবৃদ্ধিন্-ইঞ্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ক্ষেমবৃদ্ধি ঋষির পুত্র বা কন্যা।

ক্ষৈমিক (ত্রি) ক্ষেম-ঠঞ্। ক্ষেম সম্বন্ধদ্বারা সিদ্ধ পদার্থকে ক্ষৈমিক বলে। যে সকল দার্শনিকগণ দুঃখের অত্যন্তা-

---

* এই গ্রন্থের মূল ও তাহার একখানি প্রাচীন ভোটভাষায় অনুবাদ (Rtogs brjod dpag hkhri Sin.) কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

(১) "একাধিকেব্দে বিহিতচত্বারিংশে স কার্ত্তিকে।
রাজ্যে কলশভূভর্ত্তুঃ কাশ্মীরেষচ্যুতস্তবঃ॥" দশাবতার।

ভাবকেই মুক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তির ক্ষৈমিকজন্যতা স্বীকার করেন। [মুক্তি দেখ।]

ক্ষৈরকলম্ভি, সামসূত্রপ্রকাশক একজন ঋষি।

ক্ষৈরহ্রদ (ত্রি) ক্ষীরহ্রদস্যেদং ক্ষীরহ্রদ-অণ্। ক্ষীরহ্রদ সম্বন্ধীয়।

ক্ষৈরেয় (ত্রি) ক্ষীরে সংস্কৃতং ক্ষীর-ঢঞ্ (ক্ষীরাড্ঢঞ্। পা ৪।২।২০) ১ ক্ষীর-সংস্কৃত। (স্ত্রী) ২ পরমান্ন।

ক্ষৈরেয়ী (স্ত্রী) ক্ষৈরেয়-ঙীপ্। যবাগু। (হেম)।

ক্ষৌড় (পুং) ক্ষোড্যতে বধ্যতেঽস্মিন্ ক্ষোড় অধিকরণে ঘঞ্। আলান, গজবন্ধনী, হাতী বাঁধিবার শৃঙ্খলাদি।

ক্ষোণ (ত্রি) ক্ষয়তি নিবসতি একস্মিন্নেব স্থানে, ক্ষি-কর্ত্তরি ল্যুট্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ যে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, একস্থানেই বসিয়া থাকে। "ক্ষোণস্যাশ্বিনা কথায়।" (ঋক্ ১।১১৭।৮) 'ক্ষোণস্য ক্ষোণায় যো দৃষ্টিরাহিত্যেন গন্তুমশক্তঃ সন্ একস্মিন্নেব স্থানে নিবসতি তস্মৈ।... ক্ষোণস্য ক্ষিনিবাসগত্যোঃ। কৃত্যল্যুটোবহুলমিতি কর্ত্তরি ল্যুট্ পৃষোদরাদিত্বাৎ ক্ষোণভাবঃ তদুক্তং যাস্কেন 'ক্ষোণস্য ক্ষয়ণস্য ইতি' (সায়ণ)

(পুং) ক্ষু শব্দে ন ণত্বঞ্চ। ২ শব্দকারী বীণাবিশেষ। 'ক্ষোণঃ শব্দকারী বীণাবিশেষঃ...পক্ষান্তরে টুক্ষুশব্দ ইত্যস্মাদৌণাদিকো ন প্রত্যয়ঃ।' (ঋক্ ১।১১৭।৮ ভাষ্য)

ক্ষোণি, ক্ষৌণী (স্ত্রী) ক্ষৈ বাহুলকাৎ ডোনি বা ঙীপ্। ১ পৃথিবী। (শব্দরত্নাবলী) ২ একসংখ্যা।

ক্ষোণীপাল—ভদ্রগোত্রীয় রক্তাক্ষীদেবীভক্ত একজন রাজা, চক্রবর্ত্তীর পুত্র ও দমনের পিতা। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩৩।৮৮)

ক্ষোণীশ, শাম্বলীমুনিগোত্রীয় মোহিনীদেবীভক্ত একজন রাজা, ধুন্ধুমারের পুত্র। (সহ্যাদ্রি° ১।৩৪।১৫)

ক্ষোত্তা [তৃ] (ত্রি) ক্ষুদ-তৃচ্। পেষণকর্ত্তা।

ক্ষোদ (পুং) ক্ষুদ-ঘঞ্। ১ চূর্ণন, পেষণ। ক্ষুদ্ কর্ম্মণি ঘঞ্। ২ চূর্ণ, গুঁড়া, ক্ষুদ।

"সাপি প্রাগ্বাসনাযোগাল্লিঙ্গার্চ্চনরতা সতী।
হিত্বা মলরজক্ষোদং বিভূতিং বহ্বমংস্ত বৈ॥"

(কাশীখ° ৩৩।১৩)

ক্ষোদক্ষম (ত্রি) ক্ষোদং ক্ষমতে ক্ষোদ-ক্ষম-অচ্। বিচারযোগ্য।

"বস্তঃ খণ্ডনখাদ্যসহজক্ষোদক্ষমে" (নৈষধচরিত)

ক্ষোদঃ [স] (ক্লী) ক্ষুদ-অসুন্। জল।

"গিরিন্ন ভুজ্ম ক্ষোদোন শম্ভু।" (ঋক্ ১।৬৫।৫)

'ক্ষোদ উদকং' (সায়ণ।)

ক্ষোদিত (ক্লী) ক্ষুদ-ণিচ্-ক্ত। ১ চূর্ণ। ৩ চূর্ণিত, পেষিত। ৩ খোদিত।

ক্ষোদিমা [ন্] (পুং) ক্ষুদ্-ইমনিচ্ (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিচ্। পা ৫।১।১২২) অতিশয় ক্ষুদ্রতা।

ক্ষোদিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্র-ইষ্ঠন্। অতিশয় ক্ষুদ্র।

ক্ষোদীয়ান্ [স] (ত্রি) অতিশয়েন ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্র-ঈয়সুন্। ক্ষুদ্রতর, অতিশয় ক্ষুদ্র।

"বৃহৎসহায়ঃ কার্য্যান্তং ক্ষোদীয়ানপি গচ্ছতি।" (মাঘ:২।১০০)

ক্ষোদ্য (ত্রি) ক্ষোদিতুং যোগ্যং ক্ষুদ্-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) চূর্ণ করিবার যোগ্য, যাহাকে চূর্ণ করা হইবে।

"বনক্ষুর্ব ছনীয়াংশ্চ ক্ষোদ্যান্ সঙ্ক্ষুহুস্তদা।
বিভিদুর্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশান্ নরাস্তদা॥"(রামা° ২।৮০।১০)

ক্ষোধুক [বৈ] (ত্রি) ক্ষুধাযুক্ত।

"ক্ষোধুকা হাস্য প্রজাশ্চ ভবন্তি।" (শতপথব্রা° ১।৫।২।৭)

ক্ষোভ (পুং) ক্ষুভ ঘঞ্। ১ সঞ্চলন। ২ চিত্তচাঞ্চল্য।

"শোক-ক্ষোভে তু হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে।"

(উত্তরচরিত ৩ অঙ্ক)

৩ বিকার। "ক্ষোভমাগু হৃদয়ং ন যদুনাম্।" (মাঘ)

ক্ষোভক (পুং) ১ কামাখ্যাস্থিত পর্ব্বতবিশেষ।

"দুর্জরাখ্যস্য পূর্ব্বস্যাং পুরং নাম বরাসনম্।
তদ্দক্ষিণে মহাশৈলঃ ক্ষোভকো নাম নামতঃ॥"(কালিকাপু° ৮১ অ:)

২ (ত্রি) ক্ষোভজনক।

ক্ষোভণ (ত্রি) ক্ষুভ-ণিচ্-ল্যু। ১ ক্ষোভজনক। ২ কামের পঞ্চবাণের একটী। [পঞ্চবাণ দেখ] ৩ শিব।

"নমো বৃদ্ধায় লুব্ধায় ক্ষুব্ধায় ক্ষোভণায় চ।" (ভারত ১২।২৮৬ অ:)

৪ বিষ্ণু।

"উদ্ভবঃ ক্ষোভণো দেবঃ শ্রীগর্ভো পরমেশ্বরঃ।" (বিষ্ণুসহস্রনাম)

(ক্লী) ক্ষুভ-ভাবে ল্যুট্। ৫ সঞ্চালন।

ক্ষোম (ক্লী) ক্ষু-মন্। ১ চন্দ্রশালা, চিলেঘর। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ অট্টালিকা। (ভরত) (পুং) ৩ গণহাসক, চোরনামক গন্ধদ্রব্য। (জটাধর)

ক্ষোমক (পুং) ক্ষোম এব স্বার্থে কন্। চোরনামক গন্ধদ্রব্য।

ক্ষৌণি (স্ত্রী) ক্ষু বাহুলকাৎ নিঃ বৃদ্ধিশ্চ। পৃথিবী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে লয়কালে ক্ষীণ হয় বলিয়া পৃথিবীকে ক্ষৌণি বলে। এই মতে ক্ষীণ শব্দের স্থানে ক্ষৌণি নিপাত হয়।

"ইজ্যা চ যাগাধারাচ্চ ক্ষৌণিঃ ক্ষীণালয়ে সতি।
মহালয়ে ক্ষয়ং যাতি ক্ষিতিস্তেন প্রকীর্ত্তিতা।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ড ৭ অ:).

ক্ষৌণী (স্ত্রী) ক্ষৌণি বা ঙীপ্। ১ পৃথিবী।

"তস্য চোদ্ধরতঃ ক্ষৌণীং স্বদংষ্ট্রাগ্রেণ লীলয়া।" (ভাগবত ৩।১৩।৩)। ২ এক সংখ্যা।

ক্ষৌণীপ্রাচীর (পুং) ক্ষৌণ্যাঃ প্রাচীর ইব। সমুদ্র। (জটাধর)।

ক্ষৌণীভুক্ [জ্] (পুং) ক্ষৌণীং ভুনক্তি ক্ষৌণী-ভুজ্-কিপ্। ক্ষিতিপালক, রাজা।

ক্ষৌণীময় (পুং) ক্ষৌণী-ময়ট্। মৃণ্ময়, পৃথিব্যাশ্রয়।

"ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায় হেতুঃ।" (ভাগবত ২।৭।১২)

'ক্ষৌণীময়ঃ পৃথিবীময়ঃ পৃথিবী-প্রধানঃ তদাশ্রয়। ইত্যর্থঃ' (শ্রীধর) "ক্ষৌণীময়" স্থলে ক্ষৌণিময় পাঠও দৃষ্টহয়।

ক্ষৌদ্র (ক্লী) ক্ষুদ্রাভিঃ পিঙ্গলবর্ণমক্ষিকাভির্নির্বৃত্তং ক্ষুদ্রা-অঞ্। ১ মধুবিশেষ। পিঙ্গলবর্ণ ছোট ছোট একপ্রকার মক্ষিকা আছে, তাহাদিগকে ক্ষুদ্রা বলে, এই মক্ষিকায় যে মধু আহরণ করে, তাহাও পিঙ্গলবর্ণ হয়, এই মধুকে ক্ষৌদ্র বলে।

"মক্ষিকাঃ কপিলাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎকৃতং মধু।
মুনিভিঃ ক্ষৌদ্রমিত্যুক্তং তদ্বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ॥"
(ভাবপ্র°।)

ইহার গুণ—অতিশয় শীতল, লঘু, ক্লেদনাশক। ইহার সহিত ঘৃতের যোগ হইলে বিষতুল্য হয়। (রাজবল্লভ)

২ জল। (মেদিনী) (পুং) ক্ষুদ্র-অণ্। ৩ চম্পকবৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা) ৪ মগধদেশজাত বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ।

"চত্বরো মাগধী সূতে ক্রূরান্ মায়োপজীবিনঃ।
মাংসং স্বাদুকরং ক্ষৌদ্রং সৌগন্ধমিতি বিশ্রুতম্।"
(ভারত ১৩।৪৮।২২)

(ক্লী) ৫ ধূলি। (শব্দচিন্তামণি) ক্ষুদ্রস্য ভাবঃ ক্ষুদ্র-অণ্। ৬ ক্ষুদ্রতা।

ক্ষৌদ্রক, পুরালোক্ত জনপদবিশেষ। বর্ত্তমান পঞ্জাবের মধ্যে ছিল। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র ও ক্ষুদ্রক শব্দ দেখ।]

ক্ষৌদ্রকমালবক (ত্রি) ক্ষুদ্রকমালবয়োরিদং ক্ষুদ্রমালব-বুঞ্। ক্ষুদ্রক ও মালবের সম্বন্ধী। (পা ৪।২।৪৫ ভাষ্য)

ক্ষৌদ্রকমালবী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রকমালবয়োঃ সেনা ক্ষুদ্রকমালব-অঞ্ (অঞ্ প্রকরণে ক্ষুদ্রকমালবাৎ সেনাসংজ্ঞায়াং। পা ৪।২।৪৫ বার্ত্তিক) ক্ষুদ্রকমালবসম্বন্ধীয় সেনা।

ক্ষৌদ্রকী (স্ত্রী) ক্ষৌদ্রক্য ঙীপ্ যলোপশ্চ। বাহিকদেশীয় আয়ুধজীবিসমূহ, ক্ষুদ্রকসমূহ। (সিদ্ধান্তকৌ° ৫।৩।১১৪)

ক্ষৌদ্রক্য (স্ত্রী) ক্ষুদ্রকঃ বাহিকদেশীয় আয়ুধজীবিসমূহঃ স্বার্থে ঞ্যট্। বাহিকদেশীয় সমূহ। (পা ৫।৩।১১)

ক্ষৌদ্রজ (ক্লী) ক্ষৌদ্রাৎ জায়তে ক্ষৌদ্র জন-ড। ১ শিক্থ, মোম। (রাজনি) (ত্রি) ২ যাহা মধু হইতে উৎপন্ন হয়।

ক্ষৌদ্রধাতু (পুং) ক্ষৌদ্রজাতো ধাতুঃ মধ্যলো°। মাক্ষিক, স্বর্ণমাক্ষিক। (বৈদ্যক°)

ক্ষৌদ্রপ্রিয় (পুং) ১ জলমধুকবৃক্ষ, জলমৌল। (ত্রি) ২ মধুপ্রিয়।

ক্ষৌদ্রমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। বৈদ্যকশাস্ত্রে মধুমেহ নামে ইহার উল্লেখ করা হয়। [প্রমেহ দেখ।]

ক্ষৌদ্রমেহী [ন্] (ত্রি) ক্ষৌদ্রমেহরোগযুক্ত।

ক্ষৌদ্রেয় (ক্লী) ক্ষৌদ্রে ভবঃ ক্ষৌদ্র-ঠঞ্। শিক্থ, মোম।

ক্ষৌম (ক্লী) ক্ষু-মন্ (অর্ত্তি-স্তু সুহুসৃধুক্ষি-ক্ষিভি। উণ্ ১।১৩৯) ১ দুকূল, পট্টবস্ত্র।

"শ্রিয়ঃ পদ্মনিষণ্ণায়াঃ ক্ষৌমান্তরিতমেখলে।" (রঘু ১০।৮)

ক্ষুমায়া অতস্যা বিকারঃ ক্ষুমা-অণ্। ২ একপ্রকার শণ হইতে উৎপন্ন বস্ত্র। (শব্দরত্ন°।) (পুং) ক্ষৌমেণ দুকূলেন পরিবৃতো রথঃ ক্ষৌম-অণ্। ৩ পট্টবস্ত্র পরিবৃত রথ। (পুং ক্লী) ৪ প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহ, চিলে ঘর। ৫ অট্টালিকা। (অমরটী°)

ক্ষৌমক (পুং) চোর নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচিন্তাম°)

ক্ষৌমিকা (স্ত্রী) ক্ষুমা-নির্ম্মিত মেখলা।

"ক্ষৌমিকাং বৈশ্যায়" (কৌশিকসূত্র ৫৭।৩)

ক্ষৌমী (স্ত্রী) ক্ষুমা এব ক্ষুমা স্বার্থে অণ্ ততঃ ঙীপ্। ১ অতসী, মসিনা। ক্ষুমায়া বিকারঃ ক্ষুমা-অণ্ ততঃ ঙীপ্। ২ ক্ষুমা-নির্ম্মিত কন্থা। (অমরটীকা ভরত)

ক্ষৌর (ক্লী) ক্ষুরস্য কার্য্যং ক্ষুর-অণ্। ১ ক্ষুরকর্ম্ম, কামান। পর্য্যায়—মুণ্ডন, ভদ্রকরণ, বপন, পরিবাপন। বৈদ্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে—পাঁচদিন অন্তর কেশ নখ শ্মশ্রু ও রোম কর্ত্তন করিবে। পাঁচ দিন অন্তর ক্ষৌর করিলে কেশ শ্মশ্রু ও নখাদির শোভা ও পুষ্টি হয়, ধন ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং শরীরে পবিত্রতা ও লাবণ্য হইয়া থাকে। ক্ষৌরকর্ম্ম মানবের অতিশয় হিতকর। (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ১৬)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে, ব্রত উপবাস ও শ্রাদ্ধাদির সংযমের দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে হয়, ঐ দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম না করিলে পবিত্র হওয়া যায় না, যে ব্যক্তি এই নিয়ম প্রতিপালন করে না, তাহাকে নরকের নখাদিকুণ্ডে বাস করিয়া নখ চুল প্রভৃতি খাইতে হয় ও যমদূতের দণ্ডপ্রহারে ঘোরতর যাতনা পাইতে হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—প্রকৃতি° ২৭ অঃ)

বাগ্ভট্টও বলেন যে—মানবগণের প্রতিদিনই ক্ষৌরকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্নানের পরে, আহারান্তে, যাত্রাকালে, যুদ্ধসময়ে বা তৈল মাখিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে না। শনিবার, রবিবার বা মঙ্গলবারে, রিক্তাতিথিতে এবং সন্ধ্যাবেলা বা রাত্রিকালে ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ। পূর্ব্বমুখী হইয়া বসিয়া ক্ষৌর করা উচিত। উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, আর্দ্রা, অশ্লেষা ও মঘা এই কয়টী নক্ষত্রে ক্ষৌরকর্ম্ম নিষিদ্ধ। বিবাহ, মৃতাশৌচ, জাতকাশৌচ, কারাগার হইতে মুক্তি বা যজ্ঞদীক্ষার দিনে, রাজাজ্ঞা বা ব্রাহ্মণের অনু-

মতি হইলে সকল নক্ষত্রে, সকল বারে, সকল সময়েই ক্ষুরকর্ম্ম করিতে পারে। দেবপূজা বা পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে, সংক্রান্তির দিবসে, জন্ম মাসে বা জন্মনক্ষত্রে ক্ষৌর করিবে না। বরাহ-পুরাণে প্রথমে নখ, তৎপরে শ্মশ্রু কাটিবার বিধান আছে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

নাপিতের ঘরে বসিয়া ক্ষৌরনিষিদ্ধ, করিলে ধনহানি হয়। রবিবারে ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে দুঃখ, সোমবারে সুখ, মঙ্গলবারে মৃত্যু, বুধবারে ধনপ্রাপ্তি, বৃহস্পতিবারে মানহানি, শুক্রবারে শুক্রক্ষয় ও শনিবারে ক্ষৌরকর্ম্ম করিলে সকল নষ্ট হয়। (কর্ম্মলোচন) [চূড়াকরণ দেখ।]

ক্ষৌরপব্য (ক্লী) ক্ষুরঃ পবিরিব স্বার্থে অণ্। অতিশয় তীক্ষ্ণ।

"কচিদ্ধংসং চিত্রকথং ক্ষৌরপব্যং স্বয়ং ভ্রমি।" (ভাগবত ৬।৫।৮)

ক্ষৌরিক (পুং) ক্ষৌরং শিল্পমেনাস্যস্য ক্ষৌর-ঠন্। নাপিত।

ক্ষৌরী (দেশজ) স্থলবিশেষে ক্ষুরকর্ম্মকে চলিত ভাষায় ক্ষৌরী বলে, কামান।

ক্ষ্ণুত (ত্রি) ক্ষ্ণু-ক্ত। তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত।

ক্ষ্ণোত্র (ক্লী) ক্ষ্ণু করণে ত্রল্। তেজন, শাণযন্ত্রবিশেষ, যে যন্ত্রদ্বারা অস্ত্রাদি শাণিত করা হয়।

"ক্ষ্ণোত্রেণেব স্বধিতিং সংশিশীতম্।" (ঋক্ ২।৩৯।৭)

'ক্ষ্ণোত্রেণেব তেজনশাণবং' (সায়ণ)

ক্ষ্মা (স্ত্রী) ক্ষমতে সহতে ভারং ক্ষম্-অচ্ উপধালোপশ্চ। ১ পৃথিবী। "নচোদক প্রবেশেন নচ ক্ষ্মাশয়নাদপি।"(ভারত ৩।১৯৯) ২ এক সংখ্যা।

ক্ষ্মাজ (পুং) ক্ষ্মায়া জায়তে ক্ষ্মা-জন ড। ১ মঙ্গল। ২ নরকাসুর।

ক্ষ্মাতল (ক্লী) ক্ষ্মায়াস্তলং ৬তৎ। পৃথিবীতল।

"যদ্বিব্যান্তি ক্ষ্মাতলে গেহন্যতো বা
তৎসম্বন্ধং তৎস্বৈবর্বাক্ষনৈশ্চ।" (মার্কণ্ডেয়পু° ২৩।৪৭)

ক্ষ্মাধৃতি (পুং) কাশ্মীরদেশীয় একজন রাজা। (রাজতর° ৫।৪৮২)

ক্ষ্মাপ (পুং) ক্ষ্মাং পাতি-রক্ষতি ক্ষ্মা-পা-ক। রাজা।

"লঙ্কোদয়া হীভয়েন ক্ষ্মায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। রাজা।

ক্ষ্মাপতি (পুং) ক্ষ্মায়াঃ পতিঃ ৬তৎ। রাজা।

ক্ষ্মাপাল (পুং) ক্ষ্মাং পালয়তি ক্ষ্মা-পালি-অণ্। রাজা।

"ক্ষ্মাপালপতিভূর্ভুবঃ পতিবভূদ্‌গৌড়ে চ বাঙ্গে ততঃ।" (এড়ুমিশ্র)

ক্ষ্মাভুক্ [জ্] (পুং) ক্ষ্মাং ভুনক্তি ক্ষ্মা-ভুজ্-ক্বিপ্। ভূমিপাল, রাজা।

ক্ষ্মাভৃৎ (পুং) ক্ষ্মাং বিভর্ত্তি ধারয়তি পালয়তি ক্ষ্মা ভৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ পর্ব্বত। ২ রাজা।

"দেশানামুপরি ক্ষ্মাভৃৎ আতুরাণাং চিকিৎসকঃ।" (পঞ্চতন্ত্র ১।৬৭)

ক্ষ্মায়িত (ত্রি) ক্ষ্মায়-ইতচ্। কম্পিত।

ক্ষ্মায়িতা [তৃ] (ত্রি) কম্পক।

ক্ষ্বিঙ্কা [বৈ] (স্ত্রী) ১ শব্দকারিণী, যে স্ত্রীলোক শব্দ করে। ২ পক্ষিবিশেষ।

আমাদঃ ক্ষ্বিঙ্কাস্তমদং শ্যেনীঃ।" (ঋক্ ১০।৮৭।৭)

ক্ষ্বিঙ্কাঃ শব্দকারিণ্যঃ। যদ্বা ক্ষ্বিঙ্কা নাম পক্ষিবিশেষঃ।' (সায়ণ)

ক্ষ্বেড় (পুং) ক্ষ্বিড় ভাবাদৌ ঘঞ্ পচাদ্যচ্ বা। ১ অব্যক্ত ধ্বনি। ২ কর্ণরোগবিশেষ। ৩ বিষ।

"করালং যৎ ক্ষ্বেড়ং কবলিত বতঃ কালকলনা
ন শম্ভোস্তন্মূলং জননি! তব তাড়ঙ্কমহিমা।" (আনন্দলহরী)

৪ পীতঘোষারক্ষ। (রত্নমালা) ৫ স্নেহ। ৬ মোচন। ৭ ত্যাগ। (ক্লী) ৮ লোহিতার্কপর্ণ ফল। (মেদিনী) (ত্রি) ৯ দুরাসদ। ১০ কুটিল। (মেদিনী)

ক্ষ্বেড়ন (ক্লী) ক্ষ্বিড় ভাবে ল্যুট্। ১ মোচন। ২ ত্যাগ।

"প্রাসনং সর্ব্বভূতানাং কালান্তকযমোপমম্।
নিশ্বাসক্ষ্বেড়নাদেব ভংসয়ন্নিব স্থিতম্॥" (ভারত ৩।১৭৮।২৬)

ক্ষ্বেড়া (স্ত্রী) ক্ষ্বিড় ভাবে ঘঞ্ টাপ্ চ। ১ বংশশলাকা। ২ সিংহনাদ। ৩ কোষাতকীবৃক্ষ। (রাজনি°)

ক্ষ্বেড়িত (ক্লী) ক্ষ্বিড় ভাবে ক্ত। সিংহনাদ।

"নানাযুদ্ধরৈশ্চাপি নানাবেশধরৈস্তথা।
হ্রেষিতস্বনমিশ্রৈশ্চ ক্ষ্বেড়িতা ক্ষোটিতস্বনৈঃ।" (ভারত ১।৬৯।১৬)

ক্ষ্বেলা (স্ত্রী) ক্ষ্বেল-অ-টাপ্। ক্রীড়া।

ক্ষ্বেলিকা (স্ত্রী) ক্ষ্বেলা স্বার্থে কন্ অত ইত্বঞ্চ। ক্রীড়া।

"ক্ষ্বেলিকায়াং মা মৃষা সমাদিনা আমীলিতদৃশং প্রেম-সংরম্ভেণ।" (ভাগবত ৫।৮।১৮)

ক্ষ্বেলী (স্ত্রী) ক্ষ্বেল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্রীড়া।

"ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতি-পতিং রময়াঞ্চকার।" (ভাগবত ১০।২৯।৪৬)

'ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়য়া' (শ্রীধর।)

চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণ।